॥ শ্রীহরিঃ ॥

1574

# সংক্ষিপ্ত মহাভারত

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# সংক্ষিপ্ত মহাভারতের বিষয়-সূচী

## আদিপর্ব

## সভাপর্ব

## বনপর্ব

পৃষ্ঠ-সংখ্যা



## বিরাটপর্ব



পৃষ্ঠ-সংখ্যা



## উদ্যোগপর্ব

## ভীষ্মপর্ব

## দ্রোণপর্ব

भगवान् नारायण, नर, भगवती सरस्वती और (महाभारत) के वक्ता व्यासदेवको नमस्कार

**Salutations to Lord Nārāyaṇa, Nara, Goddess Saraswatī and Vyāsadeva**
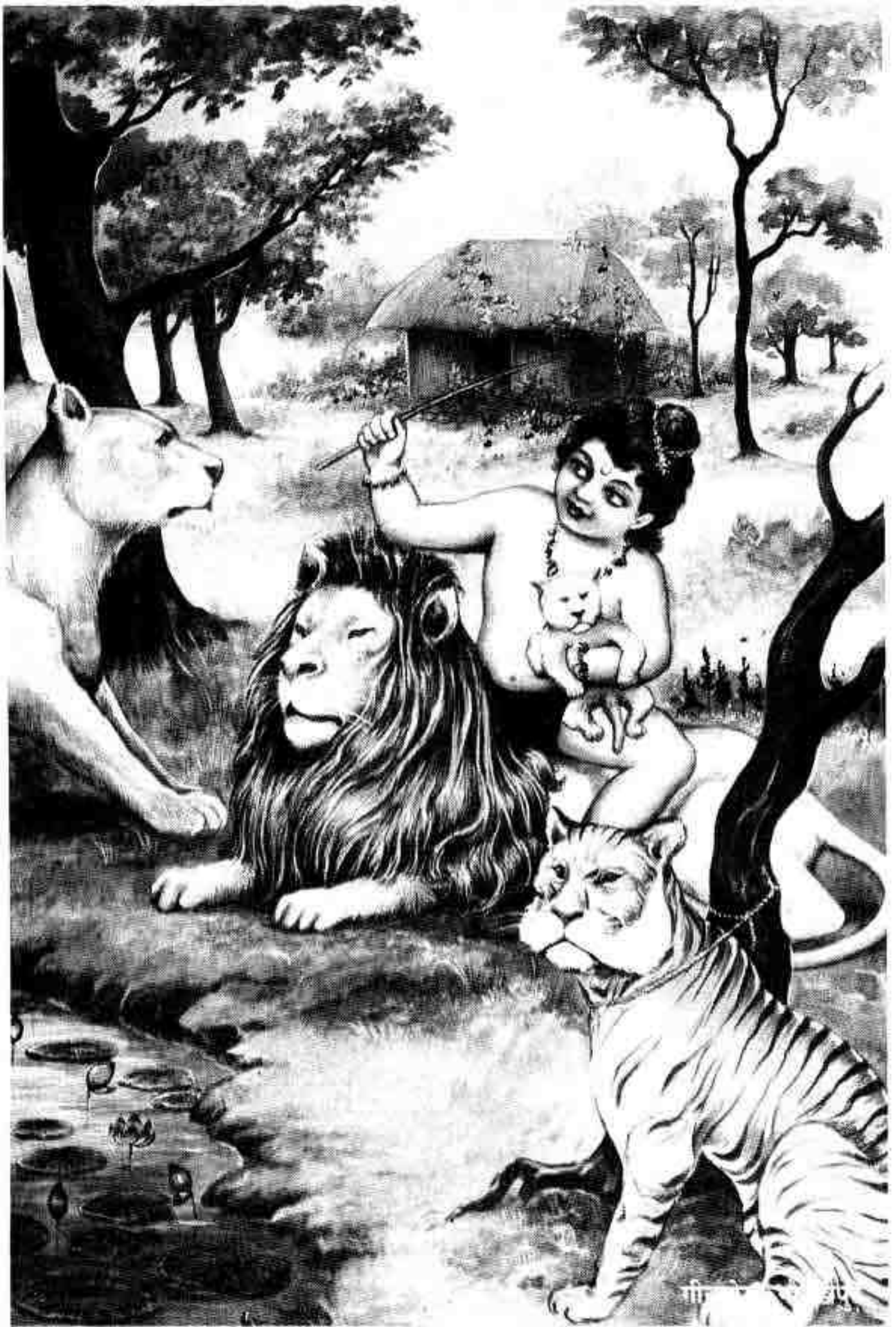
सिंह-बाघोंमें बालक भरत

**Bharata among the lion-cubs**
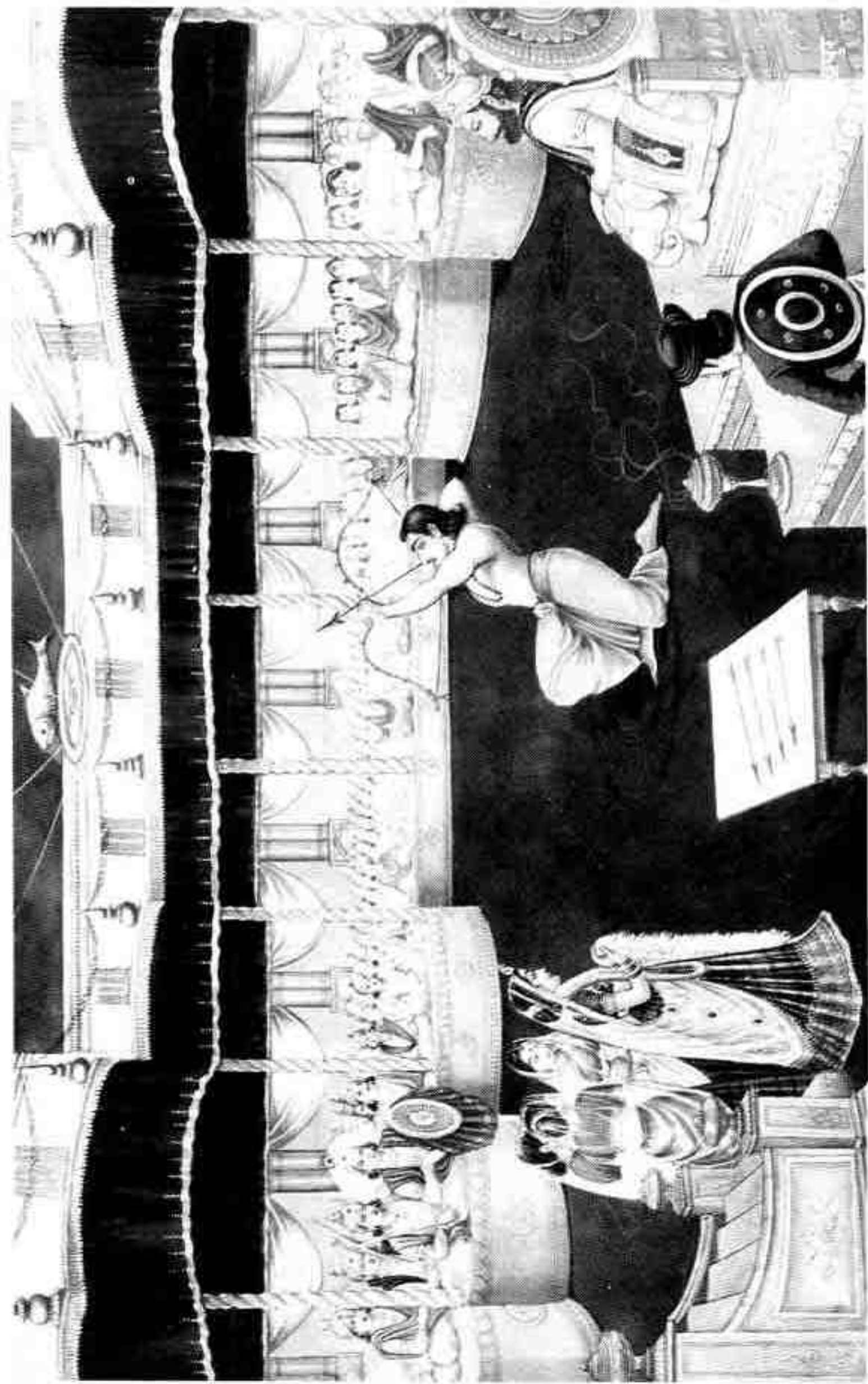
द्रौपदी-स्वयंवर

Draupadī-Swayaṁvara
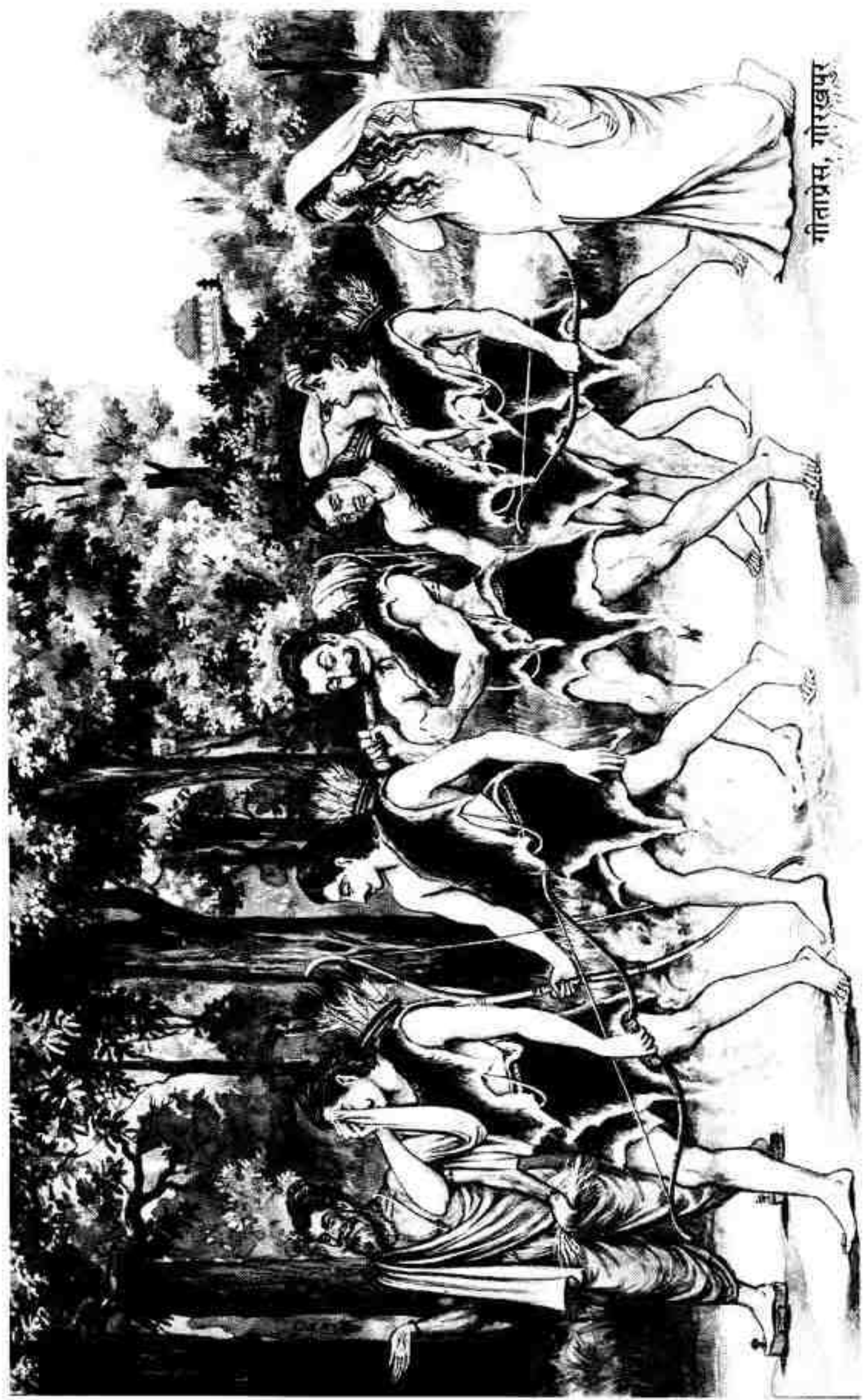
गीताप्रेस, गोरखपुर

पाण्डवोंका वनगमन

Pāṇḍavas on the way to forest

नलका अपने पूर्वरूपमें प्रकट होकर दमयन्तीसे मिलना

**Nala meets Damayantī in his original form**
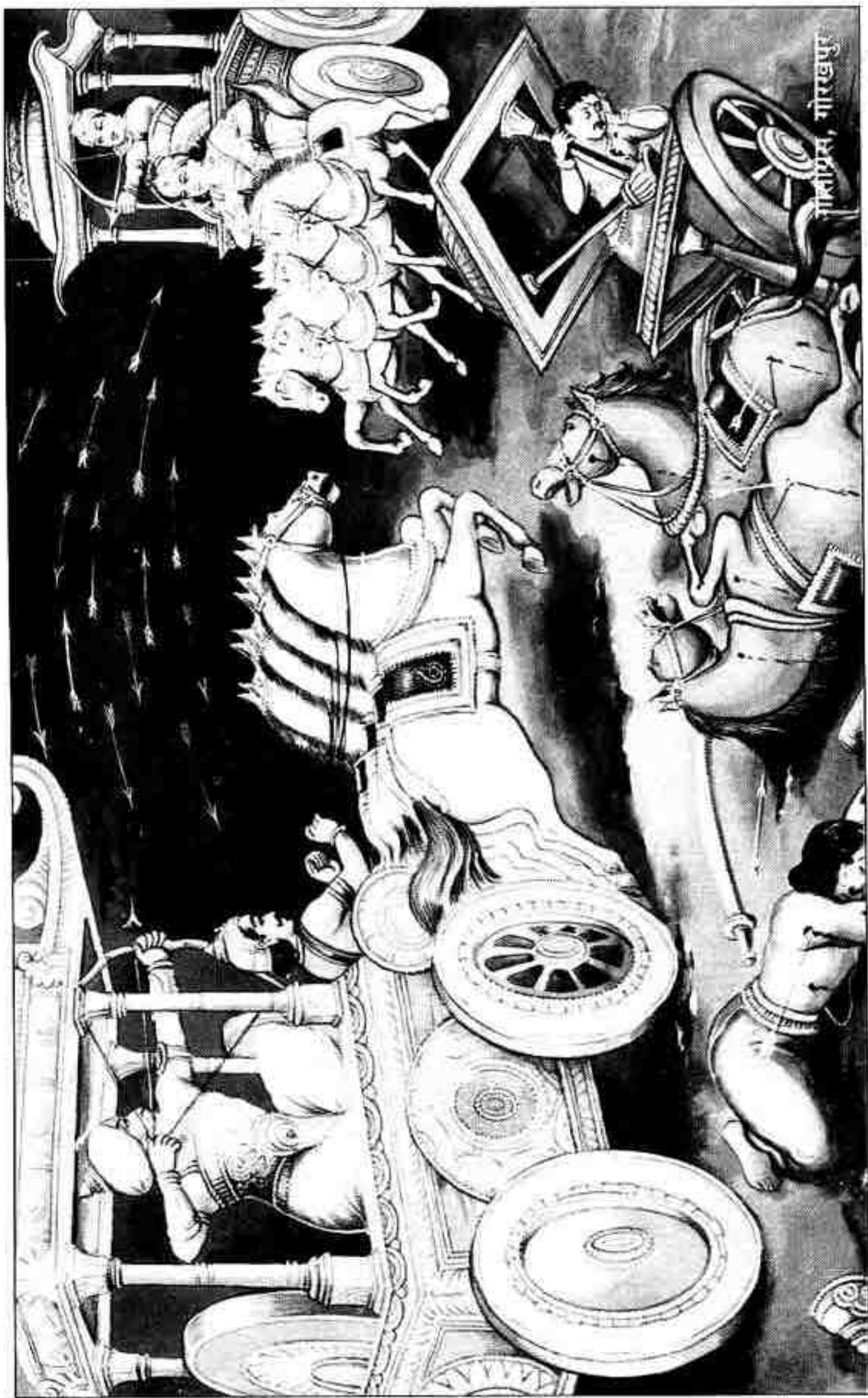
भीष्म और अर्जुनका युद्ध

Fight between Bhīṣma and Arjuna
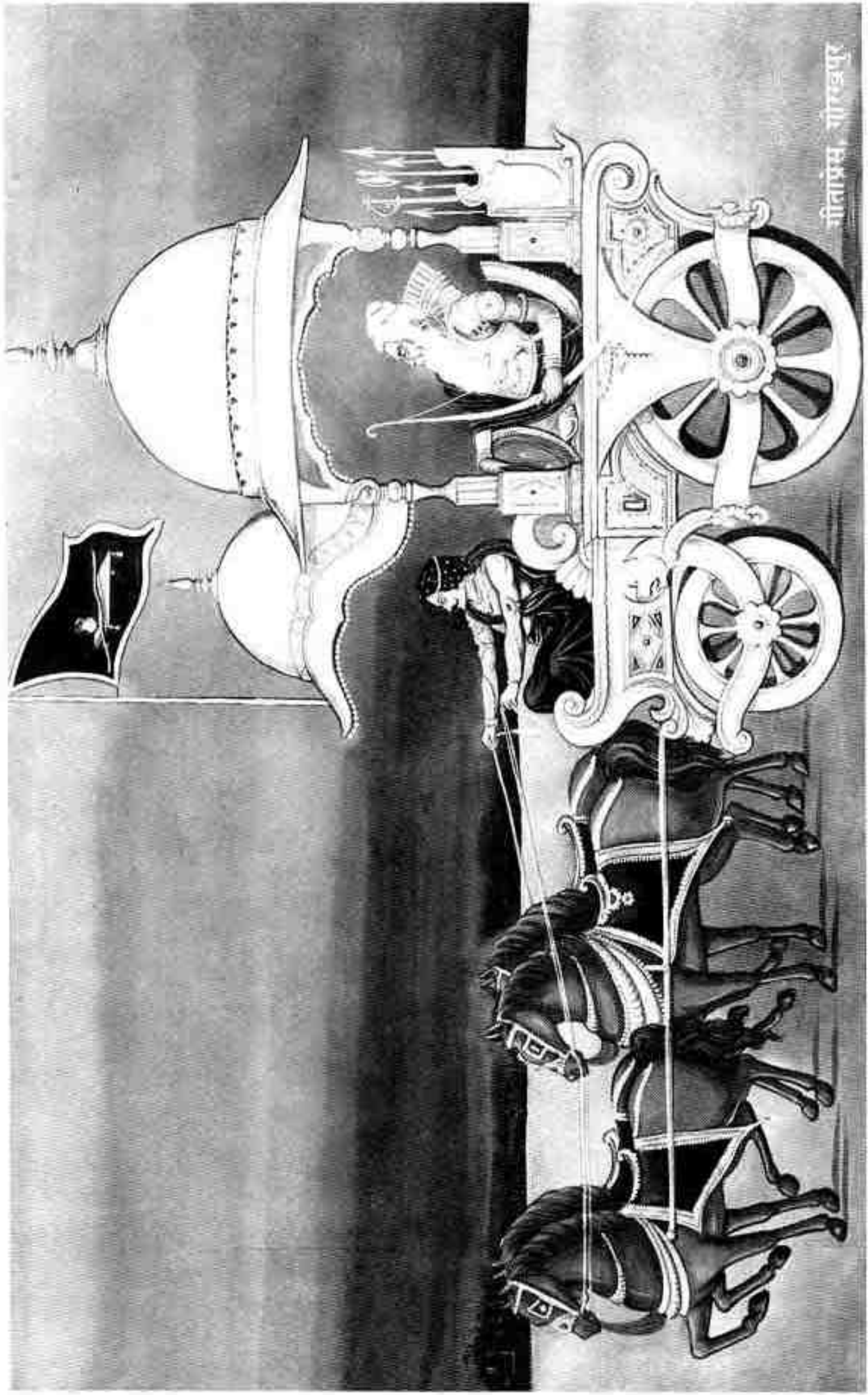
सेनापति द्रोणाचार्य

Droṇācārya the commander-in-chief

अर्जुनका जयद्रथके मस्तकको काटकर समन्त-पञ्चक क्षेत्रसे बाहर फेंकना  Arjuna propels the head of Jayadratha out of Samanta-Pañcaka

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

# সংক্ষিপ্ত মহাভারত

## আদিপর্ব

### গ্রন্থের উপক্রম

**নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।**
**দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥**

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

**ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।**
**ওঁ নমঃ পিতামহায়। ওঁ নমঃ প্রজাপতিভ্যঃ।**
**ওঁ নমঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায়। ওঁ নমঃ সর্ববিঘ্নবিনায়কেভ্যঃ।**

লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূতবংশের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক। নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক যখন দ্বাদশ বৎসরব্যাপী সৎসঙ্গের অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন উগ্রশ্রবা সুখাসনে আসীন ব্রতনিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিদের দর্শন করতে এলেন। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ঋষিগণ উগ্রশ্রবাকে তাঁদের আশ্রমে দেখে, তাঁর কাছ থেকে নানা চিত্র-বিচিত্র কাহিনী শোনার আশায় সমবেত হলেন। উগ্রশ্রবা সকলকে প্রণাম জানিয়ে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সব মুনিঋষি নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন এবং তাঁদের অনুরোধে উগ্রশ্রবাও আসন গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কোনো এক ঋষি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন ! আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন ? এখন কোথা থেকে আসছেন ?' উগ্রশ্রবা বললেন—'আমি পরীক্ষিৎ-তনয় রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়েছিলাম। সেইখানে আমি শ্রীবৈশম্পায়নের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত মহাভারত গ্রন্থের নানা বিচিত্র ও পবিত্র কাহিনী শুনেছি। তারপর বহু তীর্থ ও আশ্রম ঘুরে সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রে গিয়েছি, এইখানেই কৌরব ও পাণ্ডবদের মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখান থেকেই আমি আপনাদের দর্শন করার জন্য এখানে এসেছি। আপনারা সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং চিরায়ু। আপনাদের ব্রহ্মতেজ সূর্য ও অগ্নির ন্যায়। আপনারা স্নান, জপ, যজ্ঞ ইত্যাদি দ্বারা পবিত্র হয়ে একাগ্রতার সঙ্গে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করে আছেন। কৃপা

করে আপনারা বলুন আমি আপনাদের কোন কাহিনী শোনাব।'

ঋষিগণ বললেন—'সূতনন্দন ! পরমঋষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন যে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাগণ যার সমাদর করেছেন, যা বিচিত্র পদ পরিপূর্ণ পর্বসমূহ, যেগুলি সূক্ষ্ম অর্থ ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ, যার পদে পদে বেদার্থ

বিভূষিত এবং যা আখ্যানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাতে ভরত-বংশের সম্পূর্ণ ইতিহাস আছে, যা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত এবং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের আদেশানুসারে শ্রীবৈশম্পায়ন যা রাজা জনমেজয়কে শুনিয়েছিলেন, ভগবান ব্যাসের সেই পুণ্যময়, পাপনাশক এবং বেদময় সংহিতা আমরা শুনতে চাই।'

উগ্রশ্রবা বললেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকলের আদি। তিনি অন্তর্যামী, সর্বেশ্বর, সকল যজ্ঞাদির ভোক্তা, সকলের দ্বারা প্রশংসিত, তিনি পরম সত্য ওঁ-কার স্বরূপ ব্রহ্ম। তিনিই সনাতন ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপ। তিনি অসৎও আবার সৎও, তিনি সৎ-অসৎ দুই-ই এবং এই দুয়েরও অতীত। তিনিই এই অনন্ত বিশ্ব। তিনিই এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্মের রচনাকারী। তিনিই সকলের জীবনদাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অবিনাশী। তিনি মঙ্গলকারী, মঙ্গলস্বরূপ, সর্বব্যাপক, সবার প্রিয়, নিষ্পাপ এবং পরম পবিত্র। সেই চরাচরগুরু নয়নমনোহরণকারী হৃষিকেশকে প্রণাম করে সর্বলোক-পূজিত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ভগবান ব্যাসের পবিত্র রচনা মহাভারতের বর্ণনা করছি। পৃথিবীতে অনেক প্রতিভাবান বিদ্বান এই ইতিহাস আগে বর্ণনা করেছেন, এখনও করেন এবং পরেও করবেন। এই পরমজ্ঞানস্বরূপ গ্রন্থ ত্রিলোকে প্রতিষ্ঠিত। কেউ একে সংক্ষেপে আবার কেউ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এর শব্দাবলী অত্যন্ত শুভ। এতে নানা ছন্দ এবং দেবতা ও মনুষ্যদের মর্যাদার স্পষ্ট বর্ণনা আছে।'

এই জগৎ যখন জ্ঞান ও আলোকশূন্য এবং অন্ধকারপূর্ণ ছিল, সেইসময় এক বিশাল অণ্ডরূপী শক্তিকোষ উৎপন্ন হয়েছিল, সেই শক্তিকোষই সমস্ত জড় ও জীবের উৎপত্তির কারণ। সেই কোষ অত্যন্ত দিব্য এবং জ্যোতির্ময় ছিল। সেই কোষে অনাদি, নির্বিকার, সত্যস্বরূপ, জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম প্রবেশ করলেন। এই ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য, সর্বত্র সম, অব্যক্ত কারণ স্বরূপ এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই। পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা এই শক্তি থেকেই প্রকটিত হয়েছেন ; তারপর দশ প্রচেতা, দক্ষ, তাঁর সাত পুত্র, সাত ঋষি এবং চোদ্দ জন মনুর উৎপত্তি হয়েছে। বিশ্বদেবা, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যক্ষ, সাধ্য, পিশাচ, গুহ্যক, পিতৃ, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, জল, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত এবং জগতে যত বস্তু আছে সবই এই কোষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ প্রলয়ের সময় পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয় এবং সেই পরমাত্মাতেই লীন হয়ে যায়। ঋতু সমাগম হলে যেমন তার নানা লক্ষণ প্রকটিত হয় এবং চলে গেলে তা লুপ্ত হয়, তেমনই এই কালচক্র, যার দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি ও বিনাশ হয়, অনাদি ও অনন্তরূপে সর্বদা চলতে থাকে। দেবতাদের সংখ্যা সংক্ষেপে ছত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ। বিবস্বানের বারো জন পুত্র—দিবঃপুত্র, বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি এবং মনু। মনুর দুই পুত্র—দেবভ্রাট এবং সুভ্রাট। সুভ্রাটের তিন পুত্র—দশজ্যোতি, শতজ্যোতি, সহস্রজ্যোতি। তিন জনই ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান এবং প্রজ্ঞাবান। দশজ্যোতির দশ হাজার, শতজ্যোতির এক লাখ এবং সহস্রজ্যোতির দশ লাখ পুত্র জন্ম নেয়। এদের থেকেই কুরু, যদু, ভরত, যযাতি এবং ইক্ষ্বাকু ইত্যাদি রাজর্ষি বংশ চলে এসেছে। নানা বংশ এবং প্রাণী সৃষ্টির এই হল পরম্পরা।

ভগবান ব্যাস সম্পূর্ণ লোক ; অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের রহস্য, কর্ম-উপাসনা-জ্ঞানরূপ বেদ, যোগ-ধর্ম-অর্থ-কাম, শাস্ত্র এবং লোকব্যবহার সম্পূর্ণভাবে তাঁর জগৎ । তিনি এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাসহ সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং শ্রুতির কথা জানিয়েছেন। তিনি এই জ্ঞান কোথাও বিস্তারিতভাবে আবার কোথাও সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কারণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ জ্ঞান বিভিন্নরূপে প্রকাশ করে থাকেন। তিনি তপস্যা এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বেদবিভাজন করে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, পরে তিনি চিন্তা করেছেন শিষ্যদের কীভাবে এটি অধ্যয়ন করাবেন ! ভগবান বেদব্যাসের চিন্তা নিরসন করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা লোকহিতার্থে তাঁর কাছে এলেন। ভগবান ব্যাস তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে প্রণাম করলেন। পরে ব্রহ্মার নির্দেশে তিনি তাঁর কাছে আসন গ্রহণ করলেন। ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে আনন্দের সঙ্গে জানালেন, 'ভগবান ! আমি এক অতি সুন্দর কাব্য রচনা করেছি, বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত বিষয় এতে আছে। এতে বেদাঙ্গ-সহ উপনিষদ, বেদাদির ক্রিয়া-কলাপ, ইতিহাস-পুরাণ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের বিষয়, জরা-মৃত্যু, ভয়-ব্যাধি ইত্যাদির ভাব-অভাবের বিচার, আশ্রম-বর্ণাদির ধর্ম, পুরাণের সার, তপস্যা-ব্রহ্মচর্য, পৃথিবী-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ, নক্ষত্র এবং যুগাদির বর্ণনা, ঋকবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ,

অধ্যাত্ম, ন্যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, দান, পাশুপতধর্ম, দেবতা ও মানবসকলের উৎপত্তি, পবিত্র তীর্থ-দেশ-নদী-পর্বত-বন-সমুদ্র, পূর্বকল্প, দিব্য নগর, যুদ্ধকৌশল, বিভিন্ন ভাষা, বিবিধ জাতি, লোকব্যবহার এবং ব্যাপ্তস্বরূপ পরমাত্মার বর্ণনাও করা হয়েছে ; কিন্তু পৃথিবীতে এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ

করার উপযুক্ত কাউকে পাচ্ছি না ; এই হল আমার চিন্তার বিষয়।'

ভগবান ব্রহ্মা বললেন—'মহর্ষি ! আপনি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন। আমি সকল তপস্বী এবং শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষির মধ্যেও আপনাকে শ্রেষ্ঠতম বলে মনে করি। জন্ম থেকেই আপনি সত্য ও বেদার্থ আলোচনা করে থাকেন। তাই আপনার গ্রন্থকে কাব্য বলাই উচিত হবে। এটি কাব্য নামেই প্রসিদ্ধ হবে। আপনার এই কাব্য থেকে আর কোনো কাব্যই জগতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে না। আপনি এখন এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার জন্য শ্রীগণেশকে স্মরণ করুন।' এই বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। ব্যাসদেব তখন একান্ত মনে শ্রীগণেশের ধ্যান করতে লাগলেন। ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগণেশ স্মরণ করা মাত্রই সেখানে উপস্থিত হলেন। ব্যাসদেব তাঁকে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে পূজা করে তাঁকে বসালেন এবং আর্জি জানালেন—'ভগবান ! আমি নিজ মনে মহাভারত রচনা করেছি। কিন্তু এগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য আমি চিন্তিত। বিশ্বচরাচরে এই কাজ শুধুমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব। কৃপা করে আপনি এই ভার গ্রহণ করুন।' শ্রীগণেশ বললেন—'মহাত্মা ! আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি এই কাজের ভার নিলাম—কিন্তু আমার কলম যেন মুহূর্তের জন্যও না থেমে যায়, কলম থেমে গেলে আমি তখনই লেখা বন্ধ করে দেব, আর লিখব না।' ব্যাসদেব বললেন—'ঠিক আছে, কিন্তু আপনি অর্থ না বুঝে একটি কথাও লিখবেন না।' গণেশ

'তথাস্তু' বলে তাই মেনে নিলেন। ভগবান ব্যাস মহাভারত রচনার সময় মাঝে-মধ্যে কিছু গূঢ় (ব্যাসকূট) শ্লোক রচনা করেছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'আট হাজার আটশত শ্লোকের অর্থ আমি জানি, শুকদেব জানেন। সঞ্জয় জানেন কিনা, তা আমি ঠিক জানি না।' এই শ্লোকগুলি এখনও এই গ্রন্থে রয়েছে। গণেশ যখন এই ব্যাসকূট শ্লোকগুলির অর্থ উদ্ধারের জন্য কিছুক্ষণ থামতেন ততক্ষণে ব্যাসদেব আরও অনেক শ্লোক রচনা করে ফেলতেন।

মহাভারত হল জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা যার সাহায্যে অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ আলোর দিশা পায়। এই মহাভারতরূপ দিব্যজ্ঞান মহাধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা করে লোকের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই গ্রন্থে কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, দুর্যোধনের দুরাচারিতা, পাণ্ডবদের সত্যপালনের বর্ণনা করেছেন। এর প্রত্যেক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় মহিমা প্রকটিত হয়। মহাভারতরূপ

এই কল্পবৃক্ষ সমস্ত কবির আশ্রয়স্থল। সকল কবি এর ওপর নির্ভর করে নিজের কাব্য সৃষ্টি করে থাকেন।

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে মহাভারত পাঠ করেন তাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়। কারণ এতে দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবতা ইত্যাদির পরম পবিত্র কর্ম বর্ণিত আছে ; এর মধ্যে সনাতন পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী কীর্তন করা হয়েছে। তিনি সত্য, ঋত, পরম পবিত্র এবং মঙ্গলময় ; তিনি অবিনাশী, অবিচল, অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর লীলাগান করেন, তিনি সৎ ও অসৎ দুই-ই। জগতের সমস্ত কাজ তাঁর শক্তিতেই সংঘটিত হয়। পঞ্চভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং প্রকৃতির মূলব্রহ্মস্বরূপ—এ সবই তাঁর স্বরূপ। সন্যাসীগণ ধ্যানে তাঁকে স্মরণ করেই মুক্তিলাভ করেন এবং দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় সম্পূর্ণ প্রপঞ্চকে তাঁর মধ্যেই অবস্থিত আছে দেখে থাকেন। মহাভারত তাঁর চরিত্রেই পরিপূর্ণ, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়। মহাভারত গ্রন্থ সত্য ও অমৃতস্বরূপ। ইতিহাসে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইতিহাস এবং পুরাণাদির সাহায্যেই বেদার্থের নির্ণয় করা উচিত। বেদ থেকে অল্পজ্ঞানী ব্যক্তি দূরে থাকে, পাছে তারা এর অর্থ সম্যকরূপে অনুধাবন করতে না পারে। দেবতাগণ একে বেদের সঙ্গে সমজ্ঞানে দেখেন। এর গুরুত্ব এবং মহত্ত্বের জন্য একে মহাভারত বলা হয়েছে। তপস্যা, অধ্যয়ন, বৈদিক কর্মানুষ্ঠান সবই চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় যদি তা ভাবশুদ্ধি সহ করা হয়। এই গ্রন্থে ভাবশুদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, তাই মহাভারত গ্রন্থ পাঠের সময় ভাবশুদ্ধি বজায় রাখা উচিত।

—o—

## জনমেজয়ের ভ্রাতাদের শাপ ও গুরুসেবার মাহাত্ম্য

উগ্রশ্রবা বললেন—হে ঋষিগণ ! পরীক্ষিৎ নন্দন জনমেজয় ভাইদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এক বিশাল যজ্ঞ করছিলেন। তাঁর তিন ভাই ছিল—শ্রুতসেন, উগ্রসেন এবং ভীমসেন। সেই যজ্ঞস্থানে একটি কুকুর ঢুকে পড়েছিল।

জনমেজয়ের ভায়েরা তাকে মারলে সে চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে গেলে তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, তুমি কাঁদছ কেন ? কে তোমাকে মেরেছে ?' কুকুরটি বলল—'মা, আমাকে জনমেজয়ের ভায়েরা মেরেছে।' মা বলল—'তুমি কোনো অন্যায় করেছ বোধহয় !' কুকুরটি বলল—'মা, আমি পূজার দিকেও যাইনি আর কোনো কিছুতে মুখও দিইনি। আমি তো কোনো অন্যায়ই করিনি।' তার কথা শুনে মা খুব দুঃখ পেল। সে তখনই জনমেজয়ের যজ্ঞস্থলে গেল এবং ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করল—'আমার ছেলে পূজাস্থলে যায়নি আর কোনো কিছুতে ব্যাঘাত করেনি। সে তো কোনো অন্যায়ই করেনি, তাহলে তাকে মারা হয়েছে কেন ?' জনমেজয় এবং তার ভায়েরা তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারল না। তখন সেই কুকুরটির মা বলল 'যেহেতু বিনা দোষে তোমরা আমার সন্তানকে মেরেছ, অতএব তোমাদেরও হঠাৎ কোনো ভীষণ বিপদ আসবে।' দেবতাদের কুকুর সরমার শাপ শুনে জনমেজয় খুব দুঃখ পেলেন এবং ভয়ও পেলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে তিনি হস্তিনাপুরে এসে একজন উপযুক্ত পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন, যিনি এই অভিশাপ দূর করতে সক্ষম। একদিন জনমেজয় যখন শিকার করতে গেছেন, তখন ঘুরতে ঘুরতে নিজরাজ্যেই একটি আশ্রমের সন্ধান পেলেন। সেই আশ্রমে শ্রুতশ্রবা নামে এক ঋষি বাস করতেন, তাঁর তপস্বীপুত্র সোমশ্রবাকে জনমেজয় পুরোহিতরূপে বরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শ্রুতশ্রবা ঋষিকে প্রণাম করে বললেন—'ভগবান ! আপনার পুত্রকে আমি পুরোহিতরূপে প্রার্থনা করি।' ঋষি

বললেন—'আমার পুত্র খুব বড় তপস্বী এবং

স্বাধ্যায়সম্পন্ন। সে আপনার সকল অভিশাপ-অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম। শুধুমাত্র মহাদেবের অভিশাপ দূর করার শক্তি তার নেই। এছাড়া তার আর একটি ব্রত আছে। যদি কোনো ব্রাহ্মণ এর কাছে কিছু চায়, তাহলে আমার পুত্র তাকে সেটি প্রদান করে থাকে। তুমি যদি এগুলি মেনে নিতে পার, তাহলে ওকে নিয়ে যাও।' জনমেজয় ঋষির আদেশ শিরোধার্য করে সোমশ্রবাকে সঙ্গে করে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। তিনি ভাইদের বললেন—'আমি এঁকে পুরোহিতরূপে স্বীকার করেছি, তোমরা বিনাবিচারে এঁর নির্দেশ পালন করবে।' ভাইয়েরা তাঁর কথা মেনে নিলেন। তিনি তক্ষশীলা অভিযান করে তক্ষশীলা অধিকার করলেন।

সেইসময় সেখানে আয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি বাস করতেন। তাঁর তিনজন প্রধান শিষ্য ছিলেন—'আরুণি, উপমন্যু এবং বেদ। আরুণি ছিলেন পাঞ্চালদেশের। তিনি একদিন আরুণিকে ক্ষেতে বাঁধ বাঁধতে বললেন। গুরুর আদেশে আরুণি ক্ষেতে গিয়ে বাঁধ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি বাঁধ দিতে পারলেন না। পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি এক উপায় ভেবে নিজেই বাঁধের জায়গায় শুয়ে পড়লেন। তার ফলে ক্ষেতে জল ঢোকা বন্ধ হল। কিছু সময় পরে আয়োদধৌম্য তাঁর শিষ্যদের কাছে আরুণির খোঁজ করলেন, তাঁরা জানাল যে, 'আপনি তাঁকে বাঁধ দেওয়ার জন্য ক্ষেতে পাঠিয়েছেন।' আচার্য শিষ্যদের বললেন—'চলো, আমরাও সেখানে যাই।' ক্ষেতে গিয়ে আচার্য ডাকতে লাগলেন—'আরুণি, তুমি কোথায় ? এখানে এসো পুত্র !' আচার্যের গলা শুনে আরুণি বাঁধের থেকে উঠে এসে বললেন—'ভগবান ! আমি এখানেই ছিলাম। ক্ষেতে জলভর্তি হয়ে যাচ্ছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও সেই জল আটকাতে পারিনি। তাই বাঁধের মুখে যেখান দিয়ে জল ঢুকছিল, আমি সেখানে জল বন্ধ করার জন্য শুয়ে ছিলাম। আপনার ডাক শুনে বাঁধ থেকে উঠে এসেছি। আমার প্রণাম নিন। আদেশ করুন আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?' আচার্য বললেন—'পুত্র ! তুমি ক্ষেতের বাঁধ উদ্দলন করে (ভেঙে-চুরে) উঠে এসেছ, তাই আজ থেকে তোমার নাম 'উদ্দালক'।' পরে কৃপাপরবশ হয়ে বললেন—'পুত্র ! তুমি আমার আদেশ পালন করেছ। তোমার মঙ্গল হোক।

সমস্ত বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রে তুমি পারঙ্গম হবে।' আচার্যের আশীর্বাদ লাভ করে তিনি নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন করলেন।

আয়োদধৌম্যের অপর শিষ্যের নাম উপমন্যু। আচার্য তাঁকে গোরুগুলি দেখাশোনা করতে পাঠালেন। আচার্যের আদেশে তিনি গো-পালন করতে লাগলেন। সারাদিন গোরু দেখাশোনা করে সন্ধ্যায় আশ্রমে এসে উপমন্যু আচার্যকে প্রণাম করলেন। আচার্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র ! তোমাকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখাচ্ছে, তুমি খাওয়া-দাওয়া কী করছ ?' উপমন্যু বললেন—'প্রভু ! আমি ভিক্ষা দ্বারা ক্ষুধা নিরসন করি।' আচার্য বললেন—'পুত্র ! আমাকে নিবেদন না করে তোমার ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা উচিত নয়।' তিনি আচার্যের কথা মেনে নিলেন। তখন

থেকে উপমন্যু ভিক্ষা নিয়ে আচার্যকে নিবেদন করতেন এবং আচার্য সমস্ত ভিক্ষাদ্রব্য নিয়ে রেখে দিতেন। উপমন্যু প্রত্যহ গোরুর দেখাশোনা করে সন্ধ্যার সময় গুরুগৃহে ফিরে আসতেন এবং আচার্যকে প্রণাম করতেন। একদিন আচার্য বললেন—'পুত্র ! আমি তোমার সমস্ত ভিক্ষা দ্রব্য নিয়ে নিই। এখন তুমি কী খাও-দাও ?' উপমন্যু বললেন—'ভগবান ! আমি প্রথমে ভিক্ষা করে যা পাই তা আপনাকে নিবেদন করি। পরে আবার ভিক্ষা করে তাই গ্রহণ করি।' আচার্য বললেন—'অন্তেবাসীদের (গুরুগৃহে থাকা ব্রহ্মচারীর) এমন করা ঠিক নয়। তুমি অন্য ভিক্ষার্থীদের জীবিকাতে বাধা সৃষ্টি করছ, এছাড়া এতে তোমার লোভ প্রকাশ পাচ্ছে।' উপমন্যু গুরুর আদেশ মেনে নিলেন এবং পুনরায় গো-পালন করতে লাগলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি পুনরায় গুরুগৃহে এলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। আচার্য বললেন—'পুত্র উপমন্যু ! আমি তোমার সমস্ত ভিক্ষা দ্রব্য নিয়ে নিই, তুমি আর দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না, তা সত্ত্বেও তোমাকে বেশ স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে, এখন তুমি কী খাওয়া-দাওয়া কর ?' উপমন্যু বললেন—'আমি এখন এই গোরুদের দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করি।' আচার্য বললেন—'পুত্র ! আমার আদেশ ছাড়া তোমার গোরুর দুধ নেওয়া উচিত নয়।' উপমন্যু আচার্যের এই আদেশও মেনে নিলেন এবং প্রত্যহের ন্যায় সন্ধ্যায় গো-পালন করে আচার্যের নিকট উপস্থিত হলেন এবং প্রণাম জানালেন। আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র, তুমি আমার নির্দেশে ভিক্ষা তো দূরের কথা, দুধও খাও না। তাহলে এখন কী খাওয়া-দাওয়া কর ?' উপমন্যু বললেন—'প্রভু ! গো-বৎসেরা মায়ের দুধ খাবার সময় তাদের মুখ থেকে যে ফেনা নিঃসৃত হয়, তাই আমি পান করে থাকি।' আচার্য বললেন—'আহা ! এই দয়ালু বাছুরেরা তোমার ওপর কৃপা পরবশ হয়ে বেশি করে ফেনা নিঃসরণ করে ; তুমি তো এইভাবে ওদের জীবন-ধারণে বাধার সৃষ্টি করছ। তোমার ফেনা খাওয়া উচিত নয়।' শিষ্য আচার্যের নির্দেশ শিরোধার্য করে নিলেন। এখন খাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপমন্যু ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে একদিন আখের পাতা খেয়ে নিলেন। সেই তীক্ষ্ণ, কটু, রুক্ষ পচারসযুক্ত পাতা খেতে খেতে তাঁর চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গেল। অন্ধ হয়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে একদিন উপমন্যু কুয়ায় পড়ে গেলেন। সূর্যাস্ত হয়ে গেল, তখনও উপমন্যু আশ্রমে ফিরে এলেন না দেখে আচার্য শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন—'উপমন্যু আসেনি ?' শিষ্যেরা উত্তর দিল—'প্রভু ! ও তো গোরু চরাতে গেছে !' আচার্য বললেন—'আমি উপমন্যুর খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছি। তাই ও বোধহয় রাগ করেছে, এখনও আসেনি। চলো, ওকে খুঁজে নিয়ে আসি।' আচার্য শিষ্যদের নিয়ে বনে গেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন—'উপমন্যু ! তুমি কোথায় ? পুত্র, এসো !' আচার্যের গলার

স্বর শুনে উপমন্যু চেঁচিয়ে বললেন—'আমি এখানে, কুয়োতে পড়ে গেছি !' আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কুয়োর মধ্যে পড়লে কী করে ?' উপমন্যু বললেন—'আখের পাতা খেয়ে খেয়ে আমি অন্ধ হয়ে গিয়ে এই কুয়োয় পড়ে গেছি।' আচার্য বললেন—'তুমি দেবতাদের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতি করো, তাঁরা তোমার চোখ সারিয়ে দেবেন।' উপমন্যু তখন বেদের মন্ত্র থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতি করতে লাগলেন।

উপমন্যুর স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁর কাছে এসে তাঁকে পরমান্ন দিয়ে বললেন—'তুমি এটি খেয়ে নাও।' উপমন্যু বললেন—'দেববর ! ঠিক আছে, কিন্তু আমি আচার্যকে নিবেদন না করে আপনাদের আদেশ পালন করতে পারছি না।' অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন—'তোমার আচার্যও আগে আমাদের বন্দনা করেছিলেন এবং আমরা তাঁকেও পরমান্ন দিয়েছিলাম। তিনি তো গুরুকে নিবেদন না করেই খেয়েছিলেন। অতএব তোমার

আচার্য যা করেছিলেন, তুমিও তাই করো।' উপমন্যু বললেন—'আমি হাতজোড় করে বলছি, আমি আচার্যকে নিবেদন না করে পরমান্ন খেতে পারব না।' অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন—'তোমার গুরুভক্তি দেখে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি।

তোমার দাঁত সোনার হবে, তোমার চোখ ভালো হয়ে যাবে এবং তোমার সর্বপ্রকার কল্যাণ হবে।' অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নির্দেশানুসারে উপমন্যু আচার্যের কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানালেন। আচার্য প্রসন্ন হয়ে বললেন—'অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের কথা অনুযায়ী তোমার কল্যাণ হবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার স্মৃতিতে স্বতই স্ফুরিত হবে।'

আয়োদধৌম্যের তৃতীয় শিষ্যের নাম বেদ। আচার্য তাঁকে বললেন—'পুত্র, তুমি কিছুদিন আমার কাছে থাক, সেবা-শুশ্রূষা করো, তোমার কল্যাণ হবে।' তিনি বহুদিন সেখানে থেকে গুরুসেবা করলেন। আচার্য প্রত্যেক দিন তাঁর কাঁধে বলদের মতো ভার চাপিয়ে দিতেন আর বেদ প্রত্যহ শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে তাঁর সেবা করতেন। কখনো আচার্যের আদেশ লঙ্ঘন করেননি। বহুদিন এইরকম কষ্ট করায় আচার্য প্রসন্ন হয়ে তাঁকে কল্যাণকারী ও সর্বজ্ঞ হওয়ার বর প্রদান করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে তিনি গৃহস্থাশ্রমে ফিরে এলেন। বেদেরও তিনজন শিষ্য ছিল, কিন্তু তিনি কখনো তাদের কোনো কাজ বা গুরুসেবার জন্য আদেশ করতেন না। কেন-না তিনি গুরুগৃহের দুঃখগুলি জানতেন তাই শিষ্যদের দুঃখ দিতে চাইতেন না। রাজা জনমেজয় এবং পৌষ্য একবার আচার্য বেদকে পুরোহিত রূপে বরণ করেন। বেদ যখন পুরোহিত কর্মের জন্য কোথাও যেতেন তখন তিনি তাঁর শিষ্য উতঙ্ককে ঘরের দেখাশোনার জন্য রেখে যেতেন। একবার আচার্য বেদ ঘরে ফিরে তাঁর শিষ্য উতঙ্কের সদাচার পালনের অনেক প্রশংসা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন—'পুত্র ! তুমি ধর্মপথে দৃঢ় থেকে আমার পর্যাপ্ত সেবা করেছ। আমি তোমার কাজে প্রসন্ন হয়েছি। তোমার সকল কামনা পূর্ণ হবে। এখন তুমি নিত্যকর্মে মন দাও।' উতঙ্ক জিজ্ঞাসা করলেন—'আচার্য ! আমি আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আপনাকে দিতে চাই।' আচার্য প্রথমে নিতে রাজি ছিলেন না, পরে বললেন—'তোমার গুরু-মাকে জিজ্ঞাসা করো।' উতঙ্ক তখন গুরু-মায়ের কাছে গেলেন, তিনি বললেন—'তুমি রাজা পৌষ্যের কাছে গিয়ে তাঁর রানির কানের কুণ্ডল চেয়ে আনো। আমি চারদিন পরে যে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাব, সেইদিন সেটি পরে খাদ্য পরিবেশন করব। তুমি যদি এইটি পার, তাহলেই তোমার কল্যাণ হবে, নচেৎ নয়।'

উতঙ্ক ওখান থেকে গিয়ে দেখলেন একজন খুব লম্বা-চওড়া ব্যক্তি এক বিশাল বলদের ওপরে বসে আছে। সে উতঙ্ককে ডেকে বলল—'তুমি এই বলদের গোবর খেয়ে নাও।' উতঙ্ক তাতে রাজি না হওয়ায় সে বলল—'উতঙ্ক, তোমার আচার্যও এটি আগে খেয়েছেন। অত চিন্তা কোরো না, খেয়ে নাও।' উতঙ্ক বলদের গোবর এবং গোমূত্র খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে মুখ ধুয়েই সেখান থেকে রওনা হয়ে গেলেন। উতঙ্ক রাজা পৌষ্যের কাছে গিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—'আমি আপনার কাছ থেকে কিছু নিতে এসেছি।' পৌষ্য উতঙ্কের মনোবাসনা জেনে তাঁকে অন্তঃপুরে রানির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রানিমহলে গিয়ে উতঙ্ক রানিকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। তিনি ফিরে এসে রাজাকে একথা জানালে রাজা বললেন—'আমার রানি অত্যন্ত পতিব্রতা। কোনো মিথ্যাচারী, অপবিত্র মানুষের পক্ষে তাঁর সাক্ষাৎলাভ সম্ভব নয়।' উতঙ্ক তখন স্মরণ করে বললেন—'ঠিক তো, আমি পথে আসতে আসতে কিছু খেয়েছিলাম।' পৌষ্য বললেন—'পথ চলাকালীন খাওয়া নিষিদ্ধ, অতএব আপনি অপবিত্র।' তখন উতঙ্ক পূর্বমুখী হয়ে হাত-পা-মুখ ধুয়ে, তিনবার সম্যকভাবে আচমন করে দুবার ভালো করে মুখ ধুলেন।

তারপর তিনি অন্তঃপুরে গেলে রানির সাক্ষাৎলাভ করলেন।

রানি উতঙ্ককে সৎপাত্র বুঝে তাঁর কর্ণের কুণ্ডল দান করলেন এবং সতর্ক করে দিলেন যে এই কুণ্ডল নাগরাজ তক্ষকেরও খুব পছন্দ, তক্ষক যেন উতঙ্কের অসাবধানতার সুযোগে এটি নিয়ে না যায়।

পথ চলতে চলতে উতঙ্ক লক্ষ্য করলেন এক নগ্ন সন্ন্যাসী তাঁর পিছন পিছন আসছে, সে কখনো দৃশ্যমান আবার কখনো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। উতঙ্ক একবার কুণ্ডলটি রেখে জল খেতে গেলে সন্ন্যাসী কুণ্ডলটি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। নাগরাজ তক্ষকই সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে এসেছিল। উতঙ্ক ইন্দ্রের বজ্রের সাহায্যে নাগলোকে পৌঁছলেন। তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তক্ষক তাঁকে কর্ণের কুণ্ডল ফেরত দিলেন। উতঙ্ক ঠিক সময়মতো গুরুপত্নীর কাছে গিয়ে তাঁকে কর্ণের কুণ্ডল প্রদান করলেন। তারপর আচার্যের আদেশ নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। তিনি তক্ষকের ওপরে খুব রেগে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছিলেন। সেইসময় জনমেজয় তক্ষশীলা জয় করে ফিরে এসেছিলেন। উতঙ্ক বললেন— 'মহারাজ ! তক্ষক আপনার পিতাকে দংশন করেছিল, আপনি তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যজ্ঞ শুরু করুন। কশ্যপ আপনার পিতাকে রক্ষা করার জন্য আসছিলেন,

কিন্তু তক্ষক তাঁকে ফিরিয়ে দেন। আপনি এবার সর্প-যজ্ঞ করুন আর তার জ্বলন্ত অগ্নিতে সেই পাপীকে ভস্ম করে

দিন। এই দুরাত্মা আমারও কম ক্ষতি করেনি। আপনি সর্প-যজ্ঞ করলে আপনার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে এবং আমিও প্রসন্ন হব।'

——০——

# সর্পের জন্ম-বৃত্তান্ত

শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন উগ্রশ্রবা! আপনি আমাকে আস্তিক ঋষির কথা বলুন, যিনি জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞে নাগরাজ তক্ষককে রক্ষা করেছিলেন। আপনার মুখনিঃসৃত ভাষা অত্যন্ত মধুর এবং শ্রুতিনন্দন। আপনি আপনার পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাঁর মতো করে আমাদের সব বলুন।'

উগ্রশ্রবা বললেন—'আয়ুষ্মন্! আমি আমার পিতার কাছে আস্তিকের কথা শুনেছি। আপনাদের সেই কথাই বলছি। সত্যযুগে প্রজাপতি দক্ষের দুই কন্যা ছিল। তাঁদের নাম—কদ্রু এবং বিনতা। কশ্যপ ঋষির সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হয়। কশ্যপ পত্নীদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—'তোমরা যা চাও বল।' কদ্রু বললেন—'আমার যেন এক

হাজার তেজস্বী নাগ পুত্র হয়।' বিনতা বললেন—'তেজস্বিতা, বল ও বিক্রমে কদ্রুর পুত্রদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমার যেন দুটি পুত্র হয়।' কশ্যপ বললেন—'তাই হবে।' দুজনেই খুব খুশি হলেন। গর্ভাবস্থায় সাবধানে থাকতে বলে কশ্যপঋষি বনগমন করলেন।

যথাসময়ে কদ্রু এক হাজার এবং বিনতা দুটি ডিম্বকোষ প্রসব করলেন। ধাত্রীরা সেগুলি উষ্ণ পাত্রে যত্ন করে রাখল। পাঁচশত বছর পূর্ণ হলে কদ্রুর হাজার পুত্র জন্ম নিল কিন্তু বিনতার পুত্র ডিম্বকোষ থেকে বার হল না। বিনতা অসহিষ্ণু হয়ে একটি ডিম হাত দিয়ে ভেঙে ফেললেন। সেই ডিমটিতে শিশুর অর্ধ শরীর পরিপুষ্ট হলেও নীচের অর্ধাংশ পুষ্ট হয়নি। নবজাত শিশু ক্রোধপরবশ হয়ে মাকে অভিশাপ দিল—'মা! তুমি লোভবশত আমার অর্ধপুষ্ট শরীরকে ডিম থেকে বার করেছ। তাই তুমি পাঁচশত বছর ধরে তোমার সতীনের, যাকে তুমি হিংসা কর তাঁর দাসী হয়ে থাকবে। যদি তুমি আমার মতো অন্য ডিমটি ভেঙে ওই শিশুটির অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ না করো, তাহলে সেই তোমাকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করবে। তোমার যদি এমন আশা থাকে যে তোমার অন্য পুত্রটি বলশালী হোক তাহলে তুমি ধৈর্যসহকারে পাঁচশত বছর প্রতীক্ষা করে থাক।' এই অভিশাপ দিয়ে সেই শিশু আকাশে চলে গেল এবং সূর্যের সারথি হল। প্রাতঃকালের রক্তবর্ণ তারই ছটা, তার নাম হল অরুণ।

একদিন কদ্রু ও বিনতা দুই বোন একত্রে ভ্রমণে বেরিয়ে উচ্চৈঃশ্রবা নামে এক ঘোড়া দেখতে পেলেন। এই অশ্বরত্ন সমুদ্রে অমৃত-মন্থনে উৎপন্ন হয়েছিল এবং সমস্ত অশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বলবান, বিজয়ী, সুন্দর, অজর, দিব্য এবং সর্বসুলক্ষণযুক্ত। তাকে দেখে দুই বোন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন! দেবতারা অমৃতমন্থন কোথায় এবং কেন করেছিলেন? উচ্চৈঃশ্রবা অমৃত-মন্থনে কীভাবে উৎপন্ন হল?'

উগ্রশ্রবা মহর্ষি শৌনকের এই প্রশ্ন শুনে তাঁকে অমৃত-মন্থনের কথা বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

# সমুদ্র-মন্থন এবং অমৃতপ্রাপ্তি

উগ্রশ্রবা বললেন—শৌনক ঋষিগণ ! মেরু নামে এক অতিসুন্দর মনোরম পর্বত ছিল, দেখলে মনে হত বিদ্যুতে তৈরি। তার সুন্দর শিখরের ছটার কাছে সূর্যের প্রভাও হীনপ্রভ হয়ে যেত। তার গগনচুম্বী শিখরগুলি রত্নখচিত ছিল। তারই একটি শিখরে দেবগণ একত্রিত হয়ে অমৃত-প্রাপ্তির জন্য পরামর্শ করছিলেন। ভগবান নারায়ণ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মাও সেখানে ছিলেন। নারায়ণ বললেন—'দেবতা এবং অসুর মিলিতভাবে সমুদ্র-মন্থন করুক, এই মন্থনের ফলে অমৃত-লাভ হবে।' দেবতারা নারায়ণের পরামর্শ অনুসারে মন্দার পর্বতটি তোলার চেষ্টা করলেন। এই পর্বত মেঘের ন্যায় উচ্চ শিখর যুক্ত, এগারো হাজার যোজন উচ্চ, নীচেও তেমনই তার ব্যাপ্তি। সমস্ত দেবতা তাঁদের সকল শক্তি একত্রিত করেও যখন পর্বতটিকে তুলতে পারলেন না তখন তাঁরা ভগবান বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন—'ভগবান ! আপনারা দুজনে আমাদের কল্যাণের জন্য মন্দার পর্বত তোলার উপায় করুন এবং আমাদের কল্যাণের জন্য উপদেশ দিন।' দেবতাদের প্রার্থনা শুনে শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীব্রহ্মা শেষনাগকে মন্দার পর্বত তোলবার জন্য পাঠালেন। মহাবলশালী শেষনাগ সকলের সঙ্গে গিয়ে মন্দার পর্বত উপড়ে দিলেন। তারপর দেবতাগণ মন্দার পর্বতকে নিয়ে সমুদ্রতীরে গেলেন এবং সমুদ্রকে বললেন—'আমরা অমৃতলাভের উদ্দেশ্যে আপনার জল মন্থন করব।' সমুদ্র বললেন—'অমৃতে যদি আমারও কিছু ভাগ রাখেন, তাহলে মন্দার পর্বত মন্থন করতে আমার যে কষ্ট হবে, তা আমি সহ্য করে নেব।' দেবতা এবং অসুরগণ সমুদ্রের এই কথা মেনে নিলেন এবং কচ্ছপরাজকে বললেন—'আপনি এই পর্বতের আধার রূপে থাকুন।' কচ্ছপ তা মেনে নিয়ে মন্দার পর্বতকে নিজের পিঠের ওপর স্থান দিলেন। এইভাবে সমুদ্র মন্থনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল।

এইভাবে দেবতা ও অসুরগণ মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকি নাগকে রজ্জুর মতো ব্যবহার করে সমুদ্র-মন্থন করতে আরম্ভ করলেন। বাসুকি নাগের মুখ যেদিকে সেইদিকে অসুরেরা আর লেজের দিকে দেবতারা অবস্থান

করছিলেন। বারংবার টান পড়াতে বাসুকি নাগের মুখ থেকে ধোঁয়া এবং নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে আগুনের মতো হল্‌কা বেরোচ্ছিল। সেই ধোঁয়া ও আগুনের হল্‌কা কিছু

পরে মেঘে পরিণত হয়ে দেবতাদের ওপর বৃষ্টি ঝরাতে থাকল। পর্বত শিখরে ফুলের পাহাড় হয়ে গেল, মেঘের গম্ভীর গর্জন শোনা যেতে লাগল। পাহাড়ের ওপর গাছগুলি উপড়ে পড়তে লাগল, তাদের একে অপরের ঘর্ষণে দাবানল সৃষ্টি হল। ইন্দ্র মেঘ ও বৃষ্টির সাহায্যে সেই আগুন নিভিয়ে দিলেন। বৃক্ষের রস জলে বাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়তে থাকল। ঔষধের ন্যায় বৃক্ষের সেই রস এবং সুবর্ণময় মন্দার পর্বতের নানা দিব্য মণি-মুক্তা ধৌত জলের স্পর্শেই দেবতাগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হতে থাকলেন। সেই উত্তম রসের সংমিশ্রণে সমুদ্রের জল দুধে পরিণত হল এবং দুধের থেকে ঘি তৈরি হতে লাগল। দেবতারা মন্থন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন—'নারায়ণ ছাড়া অন্য সব দেবতা এবং অসুররা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। অনেক সময় ধরে সমুদ্র-মন্থন করতে থাকলেও, এখনও পর্যন্ত অমৃত পাওয়া যায়নি।' ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুকে বললেন—'ভগবান ! আপনি এদের শক্তি জোগান। কারণ আপনিই এঁদের একমাত্র আশ্রয়।' ভগবান বিষ্ণু বললেন, 'যাঁরা এই কাজে ব্যাপৃত আছেন, আমি তাঁদের শক্তি দেব। সকলে মিলে পূর্ণ শক্তিতে মন্দার পর্বতকে আন্দোলিত করুক এবং সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করে তুলুক।'

ভগবান বিষ্ণুর এই কথায় দেবতা এবং অসুরদের শক্তি বৃদ্ধি হল এবং তাঁরা অত্যন্ত বেগে মন্থন করতে লাগলেন। সমস্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তখন সমুদ্র থেকে অজস্র কিরণসম্পন্ন, শীতল আলোযুক্ত, শ্বেতবর্ণ চন্দ্রের উদয় হল। চন্দ্রের পর দেবী লক্ষ্মী এবং সুরাদেবী আবির্ভূতা হলেন। সেই সময় উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়াও উত্থিত হল। ভগবান নারায়ণের বক্ষ সুশোভনকারী দিব্য কিরণে উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি এবং বাঞ্ছিত ফলপ্রদানকারী কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনুরও আবির্ভাব হল। লক্ষ্মী, সুরা, চন্দ্র, উচ্চৈঃশ্রবা —এগুলি সবই আকাশপথে দেবলোকে চলে গেল। তারপর প্রকটিত হলেন দিব্যশরীরধারী ধন্বন্তরি দেব। তিনি হাতে শ্বেতকমণ্ডলুতে অমৃত নিয়ে আবির্ভূত হলেন। এই অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখে দানবেরা 'আমার', 'আমার' করে কোলাহল করে উঠল। এরপর চার-শ্বেত দন্তবিশিষ্ট ঐরাবত আবির্ভূত হল। ইন্দ্র তাকে নিয়ে নিলেন। যখন বহুক্ষণ ধরে সমুদ্র-মন্থন চলতে লাগল, তখন অবশেষে কালকূট বিষ উত্থিত হল। তার তীব্র গন্ধেই লোকে অচেতন হয়ে পড়ল। ব্রহ্মার অনুরোধে মহেশ্বর শিব তাকে নিজ কণ্ঠে ধারণ করলেন। তখন থেকেই ইনি 'নীলকণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধ। এই সব দেখে অসুরেরা হতাশ হল। অমৃত এবং লক্ষ্মীকে পাবার জন্য তাদের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়ে গেল। সেই সময় ভগবান বিষ্ণু মোহিনী নামে নারী বেশধারণ করে অসুরদের মধ্যে এলেন। মূর্খ দানবেরা তাঁর মায়া বুঝতে না পেরে মোহিনীরূপধারী ভগবানকে অমৃত পাত্র প্রদান করল, সেই সময় তারা মোহিনীর রূপে মোহিত হয়ে গিয়েছিল।

ভগবান বিষ্ণু এইভাবে মোহিনীরূপ ধারণ করে দৈত্য-দানবদের কাছ থেকে অমৃত হরণ করে আনলেন এবং তা দেবতাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। সেই সময় রাহু নামক এক অসুর দেবরূপ ধারণ করে দেবতাদের মধ্যে থেকে অমৃত পান করছিল, কিন্তু অমৃত তার কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই সূর্য এবং চন্দ্র তাঁকে চিনে ফেলেন। ভগবান বিষ্ণু অতি সত্বর তাঁর চক্রদ্বারা রাহুর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দেন। পর্বত-শিখরের মতো বৃহদাকার রাহুর মস্তক

আকাশে উঠে গর্জন করতে লাগল আর তার দেহটি পৃথিবীতে পড়ে সমস্ত কিছু কম্পিত করে ছটফট করতে লাগল। তখন থেকেই রাহু চন্দ্র ও সূর্যের স্থায়ী শত্রু হয়ে বিরাজ করতে লাগল। অমৃত পরিবেশন করার পর ভগবান

বিষ্ণু তাঁর মোহিনীরূপ ত্যাগ করলেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা মাঝে মাঝে অসুরদের ভীত সন্ত্রস্ত করতে থাকলেন।

সমুদ্র কিনারে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। নানা প্রকার অস্ত্র বর্ষণ হতে লাগল। বিষ্ণুর চক্রের আঘাতে অসুরেরা রক্তাক্ত হতে লাগল আবার কোনো অসুর গদা বা খড়গর আঘাতে ঘায়েল হতে থাকল। চারদিক থেকেই 'মার, মার' প্রবল হুঙ্কার শোনা যেতে লাগল। এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যখন হচ্ছিল তখন ভগবান বিষ্ণুর দুই রূপ 'নর' ও 'নারায়ণ' সেখানে উপস্থিত হলেন। নরের দিব্য ধনুক দেখে নারায়ণ তাঁর চক্রকে স্মরণ করলেন। তখনই আকাশে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী গোলাকার এক চক্র উপস্থিত হল। ভগবান নারায়ণ দ্বারা চালিত হয়ে চক্র শত্রুমধ্যে ঘুরে ঘুরে কালাগ্নির ন্যায় শত-সহস্র অসুর সংহার করতে লাগল। অসুরেরাও পাথরের আঘাতে দেবতাদের আহত করতে লাগল। কিন্তু নর ও নারায়ণের বীরত্বে অসুরগণ ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পৃথিবী ও সমুদ্রের গুহা-কন্দরে লুকিয়ে পড়ল। দেবতাদের জয় হল। মন্দার পর্বতকে সসম্মানে তার নিজ স্থানে নিয়ে রাখা হল। সকলেই যার যার স্থানে ফিরে গেল। দেবতা এবং ইন্দ্র তাঁদের সুরক্ষায় যুদ্ধ করার জন্য নরকে অমৃত দিলেন। এই হল সমুদ্র-মন্থনের কাহিনী।

—— o ——

## কদ্রু ও বিনতার কাহিনী এবং গরুড়ের জন্ম

উগ্রশ্রবা বললেন—'শৌনক ঋষিগণ ! অমৃত মন্থনের কথা, যাতে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, তা আপনাদের শুনিয়েছি। এই উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়াকে দেখে কদ্রু বিনতাকে বললেন—'বোন ! তাড়াতাড়ি বলো তো এই ঘোড়া কি রঙের ?' বিনতা বললেন—'বোন ! এই অশ্বরাজ সাদা রংয়ের। তোমার কি রং বলে মনে হয় ?' কদ্রু বললেন—'ঘোড়ার রং সাদাই, কিন্তু এর লেজটি কালো রংয়ের। এসো এই নিয়ে আমরা বাজী ধরি। যদি তোমার কথা ঠিক হয় তাহলে আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব, আর আমার কথা ঠিক হলে তুমি আমার দাসী হবে।' এইভাবে দুই বোন নিজেদের মধ্যে বাজী ধরে আর একদিন ঘোড়া দেখবেন ঠিক করে বাড়ি ফিরে গেলেন। কদ্রু বিনতাকে বোকা বানাবার জন্য তাঁর হাজার পুত্রকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাড়াতাড়ি কালো চুলের মতো হয়ে উচ্চৈঃশ্রবার লেজের রং ঢেকে ফেলে, নাহলে তাঁকে বিনতার দাসী হয়ে থাকতে হবে। যেসব সাপ তাঁর নির্দেশ

মেনে নিল না, তাদের তিনি অভিশাপ দিলেন—'যাও, জনমেজয় তোমাদের তাঁর সর্প-যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি দেবেন।' দৈবসংযোগে কদ্রু এইরূপ অভিশাপ তাঁর নিজ পুত্রদের দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা এবং সমগ্র দেবকুল এই কথা শুনে তা মেনে নেন। সেই সময় বিষধর সর্পের পরাক্রম অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাদের জন্য সকলেই খুব ভীত হয়ে থাকত। প্রজাদের হিতার্থে এই অভিশাপ মঙ্গলদায়কই ছিল। যারা অন্যের ক্ষতি করে, বিধাতা তাদের প্রাণান্ত দণ্ড দিয়ে থাকেন। এই বলে ব্রহ্মা কদ্রুর প্রশংসা করলেন।

কদ্রু এবং বিনতা নিজেদের মধ্যে বাজী ধরে অত্যন্ত ক্রোধ ও আশঙ্কায় রাত কাটালেন। পরদিন প্রাতে তাঁরা দুজনে ঘোড়াটিকে দেখার জন্য রওনা হলেন। সর্পগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করল যে, 'আমাদের মাতৃ আজ্ঞা পালন করা উচিত। তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ না হলে তিনি স্নেহ ত্যাগ করে রাগে আমাদের পুড়িয়ে মারবেন। আর যদি প্রসন্ন হন, তাহলে আমাদের শাপমুক্ত করবেন। অতএব চলো, আমরা ঘোড়ার লেজটিকে কালো রং-এ ঢেকে ফেলি।' এই স্থির করে তারা উচ্চৈঃশ্রবার লেজে আশ্রয় নিল, যার ফলে লেজটিকে কালো দেখাতে লাগল। এদিকে কদ্রু এবং বিনতা আকাশপথে সমুদ্র দর্শন করতে করতে অন্য পারে এসে ঘোড়াটিকে দেখতে পেলেন। তাঁরা দেখলেন ঘোড়ার রং চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল, কিন্তু লেজটি কালো। তাই দেখে বিনতা বিমর্ষ হলেন এবং কদ্রু তাঁকে দাসী করে রাখলেন।

সময়কাল পূর্ণ হলে মহা তেজস্বী গরুড় তাঁর মায়ের সাহায্য ছাড়াই ডিম্বকোষ ভেঙে বাইরে এলেন। তাঁর প্রভায় দশদিক আলোকিত হয়ে উঠল। তাঁর শক্তি, গতি, দীপ্তি ও বুদ্ধি সবই অত্যন্ত বিশিষ্ট ছিল। চোখদুটি বিদ্যুতের মতো এবং শরীর অগ্নির ন্যায় তেজপূর্ণ। তিনি জন্মেই আকাশে উঠে গেলেন, তাঁকে তখন অগ্নির ন্যায় মনে হচ্ছিল।

দেবতারা মনে করলেন স্বয়ং অগ্নিদেবই এই রূপে এসেছেন। তাঁরা অগ্নিদেবের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন—'প্রভু ! আপনি আপনার শরীরকে আর বাড়াবেন না। আপনি কি আমাদের সব কিছু ভস্মে পরিণত করতে চান ? দেখুন, আপনার ওই মূর্তি আমাদের দিকেই অগ্রসর হয়ে আসছে।' অগ্নিদেব বললেন—'দেবগণ ! এটি আমার মূর্তি নয়। উনি হলেন বিনতানন্দন পরম তেজস্বী পক্ষীরাজ গরুড়। ওঁকে দেখে আপনাদের এই ভ্রম হয়েছে। ইনি নাগেদের নাশকারী, দেবগণের হিতৈষী এবং অসুরদের শত্রু । আপনারা এঁকে দেখে ভয় পাবেন না। আসুন, আমার সঙ্গে গিয়ে এঁর সঙ্গে মিলিত হন।' অগ্নি-দেবের সঙ্গে গিয়ে দেবতা ও ঋষিগণ গরুড়ের বন্দনা করতে লাগলেন।

দেবতা ও ঋষিদের স্তুতি শুনে গরুড় বললেন—'আমার ভয়ংকর শরীর দেখে আপনারা যেন ভয় পাবেন

না। আমি আমার এই দেহ এবং তেজ সংবরণ করছি।' সকলে খুশি হয়ে ফিরে গেলেন।

এক দিন বিনতা তাঁর পুত্রের কাছে বসেছিলেন, কদ্রু তাঁকে ডেকে বললেন—'সমুদ্রের মধ্যে নাগেদের এক দর্শনীয় স্থান আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে চল।' তখন

বিনতা কদ্রুকে এবং মাতৃ আজ্ঞায় গরুড় সর্পদের কাঁধে নিয়ে সেই স্থানে রওনা হলেন। গরুড় অনেক ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, সূর্যের প্রখর তাপে সর্পেরা অচেতন হয়ে পড়ল। কদ্রু ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে দিলেন। বৃষ্টি হওয়ায় সবাই খুশি হলেন। তাঁরা অভীষ্ট স্থানে গিয়ে লবণ সাগর, মনোহর বন ইত্যাদি দর্শন করে যথেচ্ছ বিহার করলেন এবং অনেক খেলাধুলার পর গরুড়কে বললেন—'তুমি আকাশপথে আসার সময় অনেক সুন্দর দ্বীপ নিশ্চয়ই দেখেছ, আমাদের তার কোনো এক স্থানে নিয়ে চলো।' গরুড় চিন্তিত হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মা, আমাকে কেন এদের আদেশ মানতে হবে?' বিনতা বললেন— 'বাবা! এই সাপেদের ছলনায় আমি বাজী হেরে দুর্ভাগ্যবশত আমার সতীন কদ্রুর দাসী হয়েছি।' মায়ের দুঃখে গরুড়ও দুঃখিত হলেন। তিনি সাপেদের বললেন—'সর্পগণ! ঠিক করে বলো আমি তোমাদের জন্য কী নিয়ে আসব! তোমাদের কী জানার আছে! তোমাদের কী উপকার করতে পারি, যাতে মাকে আর আমাকে তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে?' সর্পেরা বলল—'গরুড়! তুমি যদি নিজ পরাক্রমে আমাদের জন্য অমৃত নিয়ে আসো তবেই আমরা তোমাকে এবং তোমার মাকে মুক্ত করে দেব।'

—o—

## অমৃত আনার জন্য গরুড়ের যাত্রা এবং গজ-কচ্ছপের কাহিনী

উগ্রশ্রবা বললেন—শৌনক ঋষিগণ! সর্পদের কথা শুনে গরুড় তাঁর মা বিনতাকে বললেন—'মা, আমি অমৃত আনতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি ওখানে কী খাব?' বিনতা বললেন—'বাবা! সমুদ্রে নিষাদদের একটি বসতি আছে। তাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তুমি অমৃত নিয়ে এসো। তবে একটা কথা মনে রেখো, কখনো ব্রহ্ম হত্যা কোরো না। তাঁরা সকলের অবধ্য।' গরুড় তাঁর মায়ের নির্দেশানুসারে সেই দ্বীপের নিষাদদের খেয়ে রওনা হলেন। ভ্রমবশত এক ব্রাহ্মণ তাঁর মুখবিবরে ঢুকে গিয়েছিল, তাতে তাঁর তালু জ্বালা করতে লাগল। তাঁকে ছেড়ে দিয়ে গরুড় কশ্যপ মুনির কাছে গেলেন। কশ্যপ জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র! তোমরা সব কুশলে আছ তো? প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যবস্তু পাচ্ছ তো?' গরুড় জানালেন—'আমার মা কুশলে আছেন। আমিও আনন্দে আছি। যথেচ্ছ খাদ্যদ্রব্য না পাওয়ায় একটু দুঃখ আছে। আমি আমার মাকে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত করার জন্য সর্পদের কথা অনুযায়ী অমৃত আনতে যাচ্ছি। মা আমাকে বলেছিলেন নিষাদদের খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে, কিন্তু তাতে আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়নি। আপনি আমাকে বলুন কী খেলে আমার পেট ভরবে, তাই খেয়ে আমি অমৃত আনতে যেতে পারি।' কশ্যপ ঋষি বললেন—'পুত্র! এখান থেকে কিছু দূরে এক বিশ্ববিখ্যাত হ্রদ আছে। তাতে একটি হাতি ও এক কচ্ছপ বাস করে। এরা দুজনে পূর্ব-জন্মে ভাই ভাই ছিল কিন্তু এখন একে অপরের শত্রু। এরা সবসময় একে অপরের ওপর রেগে থাকে। তুমি এদের পূর্বজন্মের কাহিনী শোন—

পুরাকালে বিভাবসু নামে অত্যন্ত ক্রোধী এক ঋষি ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীক ছিলেন একজন বড় তপস্বী। সুপ্রতীক তাঁর ধন-সম্পদ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

বিভাবসুর সঙ্গে একত্রে রাখতে চাননি। তিনি রোজই ভাগাভাগির জন্য বলতেন। বিভাবসু ছোট ভাইকে বললেন—'সুপ্রতীক ! অর্থের মোহের জনাই লোক তা ভাগাভাগি করতে চায় এবং সম্পত্তি ভাগ হলেই একে অপরের বিরোধী হয়ে ওঠে। শত্রুরা তাদের সঙ্গে পৃথকভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ভাই-ভাইয়ে শত্রুতা লাগিয়ে দেয়। তাদের মনে শত্রুতার বীজ রোপণ করে মিত্র হওয়া এই সব শত্রুরা শত্রুতা বাড়িয়ে তোলে। পৃথক হওয়ার ফলে শীঘ্রই তাদের অধঃপতন হয়। কারণ তখন তারা আর একে অপরের মর্যাদা এবং সৌহার্দের দিকে নজর দেন না। সেইজন্য সৎ ব্যক্তিগণ ভাইয়েদের পৃথক হওয়াকে ভালো মনে করেন না। যেসব ব্যক্তি গুরু এবং শাস্ত্র উপদেশের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে একে অপরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন তাঁদের বশে রাখা কঠিন। তুমি এই তিনটি কারণের জন্যই পৃথক হতে চাও। সুতরাং তুমি হাতি হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।' সুপ্রতীক বললেন—'ঠিক আছে, আমি হাতি হলে তুমিও কচ্ছপ হয়ে জন্মাবে।' গরুড় ! এইভাবে দুই ভাই অর্থের লালসায় একে অন্যকে অভিশাপ দিয়ে হাতি ও কচ্ছপ হয়ে জন্মগ্রহণ করল। তাদের পারস্পরিক দ্বেষের এই হল পরিণাম। এই দুই বিশালাকার জন্তু এখনও যুদ্ধ করে চলেছে। হাতি ছয় যোজন উচ্চ আর বারো যোজন লম্বা। কচ্ছপ তিন যোজন উচ্চ আর দশ যোজনব্যাপী গোলাকার। এরা দুজনেই দুজনের প্রাণ হরণ করতে চায়। তুমি এই দুই ভয়ংকর জন্তুকেই খেয়ে ফেল তারপর অমৃত নিয়ে এসো।'

কশ্যপ ঋষির আদেশপ্রাপ্ত হয়ে গরুড় ওই সরোবরে
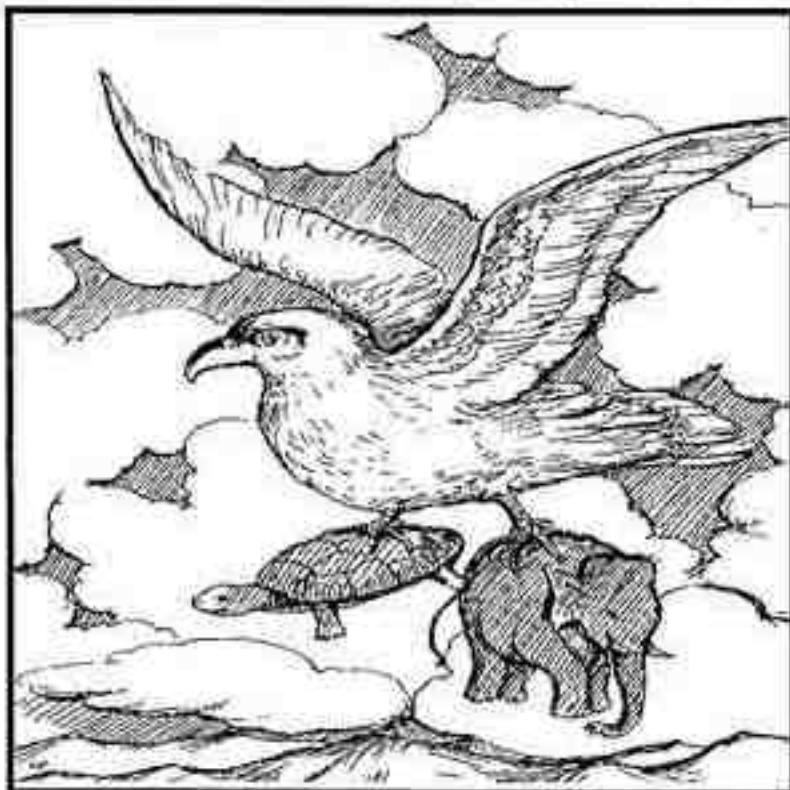
গেলেন। তিনি তাঁর এক নখে হাতি ও অন্য এক নখে কচ্ছপকে ধরে আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে অলম্ব তীর্থে পৌঁছালেন। সেইখানে সুবর্ণগিরির ওপরে অনেক দেবদারু হাওয়ায় দুলছিল, তারা গরুড়কে দেখে ভয় পেল, কী জানি এঁর ধাক্কায় আমরা না উৎপাটিত হই ! তাদের ভীত হতে দেখে গরুড় অন্য পথ দিয়ে গেলেন। সেদিকে এক বৃহদাকার বটবৃক্ষ ছিল। বটবৃক্ষ গরুড়কে মনের ন্যায় তীব্র বেগে উড়তে দেখে বলল, 'তুমি আমার শত যোজন ব্যাপী লম্বিত শাখায় আরোহণ করে হাতি ও কচ্ছপ ভক্ষণ করো।' গরুড় যেই শাখাটির ওপর বসেছেন তৎক্ষণাৎ সেই শাখাটি মড়মড় শব্দ করে ভেঙে পড়তে লাগল। গরুড় পড়ে যেতে যেতে সেই শাখাটি ধরে নিলেন এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলেন বালখিল্য নামক ঋষিগণ সেই শাখা ধরে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে আছেন। গরুড় ভাবলেন শাখাটি যদি নীচে পড়ে যায়, তাহলে এই ঋষিদের মৃত্যু হবে। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর
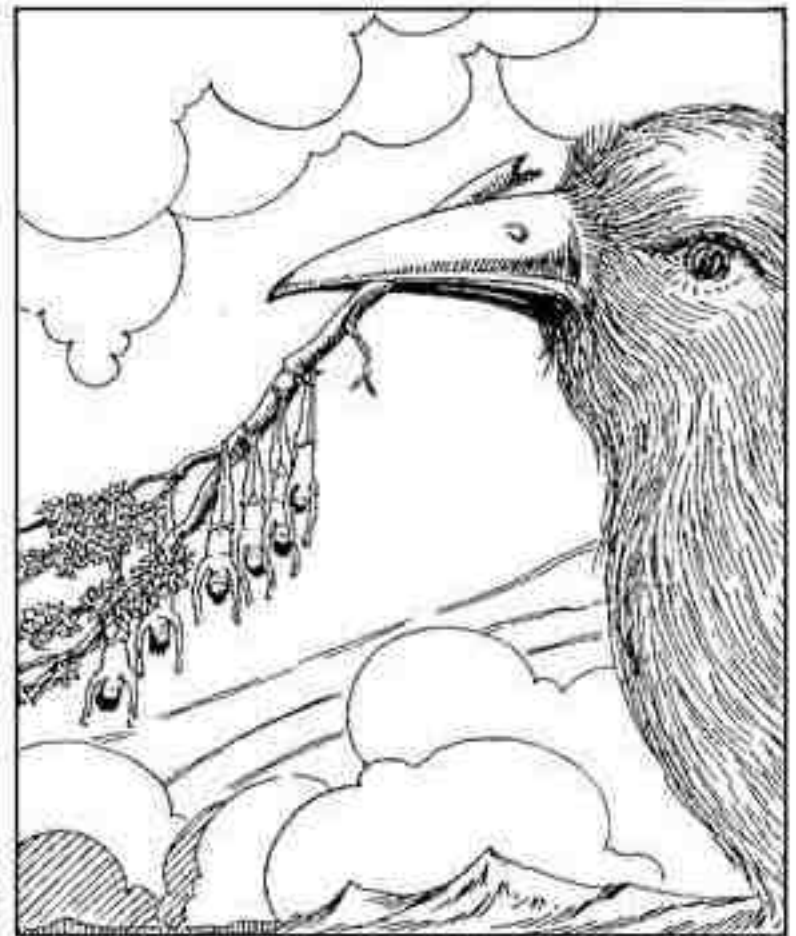
ঠোঁট দিয়ে ডালটি ধরে নিলেন আর হাতি ও কচ্ছপকে নখে ধরে উড়তে লাগলেন। কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে তিনি উড়তেই থাকলেন আর তাঁর ওড়ার বেগে পাহাড়ও কাঁপতে লাগল। বালখিল্য ঋষিদের ওপর মমতাবশত তিনি কোথাও না বসে উড়তে উড়তে গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে কশ্যপ ঋষি বললেন—'হঠাৎ করে যেন কোনো সাহস দেখাতে যেও না। সূর্যকিরণ পান

করে তপস্যা করছেন যে সব বালখিল্য ঋষি তাঁরা যেন ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে ভস্ম করে না ফেলেন।' গরুড়কে এই কথা বলে কশ্যপ ঋষি তপঃসিদ্ধ বালখিল্য ঋষিদের কাছে অনুরোধ জানালেন, 'হে তপোধনগণ ! গরুড় প্রজাদের হিতার্থে এক মহৎ কাজ করতে চায়। আপনারা ওকে অনুমতি দিন।' বালখিল্য ঋষিগণ তাঁর অনুরোধ স্বীকার করে বটবৃক্ষের শাখা পরিত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য হিমালয়ে চলে গেলেন। গরুড় তখন শাখাটি ফেলে দিয়ে পর্বত শিখরে বসে হাতি ও কচ্ছপ ভক্ষণ করলেন।

গরুড় খাওয়া শেষ করে পর্বতের সেই শৃঙ্গ থেকেই আরও ওপরে উড়তে লাগলেন। সেই সময় দেবতারা দেখলেন তাঁদের ওখানে ভয়ংকর উৎপাত শুরু হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন—

'ভগবান ! এখানে নানাপ্রকার ঝামেলা কেন হচ্ছে ? এমন কোনো শত্রু দেখছি না, যে আমাকে হারাতে পারে।' বৃহস্পতি বললেন—'ইন্দ্র ! তোমার অপরাধ ও প্রমাদবশত এবং মহাত্মা বালখিল্য ঋষিদের তপের প্রভাবে বিনতানন্দন গরুড় এখানে আসছেন অমৃত নিয়ে যাবার জন্য। তিনি আকাশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করতে পারেন।'

ইনি নিজ শক্তিদ্বারা অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম। তাঁর অমৃত হরণ করার যথেষ্ট শক্তি আছে। বৃহস্পতির কথা শুনে ইন্দ্র অমৃত রক্ষাকারীদের সতর্ক করে বললেন—'দেখো, পরম পরাক্রমশালী পক্ষীরাজ গরুড় অমৃত নিয়ে যাবার জন্য এখানে আসছেন, সাবধানে থাকো। তিনি যেন অমৃত নিয়ে যেতে না পারেন।' ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা অমৃত রক্ষা করার জন্য তাঁকে ঘিরে রইলেন।

গরুড় সেখানে পৌঁছলে তাঁর পাখার হাওয়ায় এত ধুলো উড়ল যে, সব দেবতার চোখ ধুলোয় বন্ধ হয়ে গেল। ধুলোয় ঢেকে গিয়ে তাঁরা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। চোখ খারাপ হয়ে যাওয়ায় রক্ষকেরা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ গরুড়কে দেখতেই পেলেন না। সমস্ত স্বর্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ঠোঁট এবং ডানার আঘাতে দেবতাদের শরীর জর্জরিত হয়ে গেল। ইন্দ্র বায়ুকে নির্দেশ দিলেন—'তুমি এই ধুলোর পরদা সরিয়ে দাও, এসব তোমার কাজ।' বায়ু ইন্দ্রের নির্দেশ পালন করলেন।

চারদিক আবার পরিষ্কার হলে দেবগণ গরুড়কে আঘাত করতে লাগলেন। গরুড় উড়তে উড়তে গর্জন করতে লাগলেন এবং তাঁদের আঘাত সহ্য করে অনেক ওপরে উঠে গেলেন। দেবতাদের শস্ত্রাঘাতে গরুড় একটুও বিচলিত হননি। তিনি তাঁদের আক্রমণ বিফল করে নিজ

ঠোঁট ও পাখার আঘাতে দেবতাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তাক্ত করে দিলেন। দেবতারা ভীত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। এর পর গরুড় ক্রমশ অগ্রসর হয়ে দেখলেন অমৃতের চারদিকে আগুন জ্বলছে। গরুড় তখন নিজ শরীরে আট হাজার একশত মুখ সৃষ্টি করে বহু নদীর জল সেইসব মুখে পান করলেন। তারপর অগ্নির ওপর দিয়ে উড়ে গেলেন, সেই জলে অগ্নি শান্ত হলে তখন নিজ শরীর ক্ষুদ্র করে এগিয়ে গেলেন।

——০——

## গরুড়ের অমৃত আনয়ন এবং বিনতার দাসীত্ব থেকে মুক্তি

উগ্রশ্রবা বললেন—সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল এবং সুন্দর দেহ ধারণ করে গরুড় সবেগে অমৃতের স্থানে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন অমৃতের কাছে এক লৌহচক্র নিরন্তর ঘুরে যাচ্ছে। তার ধারগুলি তীক্ষ্ণ এবং তাতে বহু অস্ত্র সন্নিবেশিত হয়ে রয়েছে। সেই ভয়ংকর চক্র সূর্য এবং অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। সেটি অমৃত রক্ষা করার জন্য ছিল। গরুড় সেই চক্রের মধ্যে প্রবেশ করার রাস্তা খুঁজতে লাগলেন। তিনি নিজ দেহ অত্যন্ত ছোট করে মুহূর্তের মধ্যে চক্রের একটি ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। ভেতরে গিয়ে তিনি দেখলেন দুটি ভয়ংকর বিষধর সর্প অমৃত রক্ষায় নিযুক্ত, তাদের জিভ এবং চোখ লকলক করছে, শরীর আগুনের মতো দীপ্যমান। তাদের দৃষ্টিতেই যেন বিষ ঝরে পড়ছে। গরুড় ধুলো ছুঁড়ে তাদের চোখ বন্ধ করে দিলেন, চঞ্চু এবং ডানার ঝাপটায় তাদের ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত বেগে অমৃত নিয়ে উড়ে চললেন। তিনি নিজে অমৃত পান করলেন না। আকাশপথে উড়তে উড়তে সর্পদের কাছে চললেন।

আকাশপথে তাঁর সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর দর্শনলাভ হল। গরুড়ের অমৃতপানের লোভ নেই জেনে ভগবান বিষ্ণু অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'গরুড় ! আমি তোমাকে বর দিতে চাই ! তোমার ইচ্ছানুযায়ী বর নাও।' গরুড় বললেন—'আপনি আমাকে আপনার ধ্বজাতে রাখুন। আর অমৃতপান না করেও আমি যেন অজর-অমর হই।' ভগবান বললেন—'তথাস্তু !' গরুড় বললেন—'আমিও আপনাকে কিছু দিতে চাই। আপনার যা ইচ্ছা চেয়ে নিন।' ভগবান বললেন—'তুমি আমার বাহন হয়ে থাক।' 'তাই হবে'—বলে গরুড় তাঁর অনুমতি নিয়ে অমৃত সহ যাত্রা করলেন।

এর মধ্যে ইন্দ্রের চোখ খুলল। তিনি গরুড়কে অমৃত নিয়ে যেতে দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে বজ্র-নিক্ষেপ করলেন। গরুড় বজ্রাহত হয়েও সহাস্যে কোমল স্বরে বললেন—'ইন্দ্র ! যাঁর অস্থিদ্বারা এই বজ্র নির্মিত, তাঁর সম্মান রক্ষার্থে আমি আমার একটি ডানা ত্যাগ করছি। তবুও আমি আপনার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বজ্রাঘাত আমাকে কোনোভাবে আঘাত দিতে পারেনি।' গরুড় তাঁর একটি ডানা পরিত্যাগ করলেন। তাই দেখে লোকে অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারা বলতে লাগল—'এই ডানাটি যাঁর, সেই পক্ষীর নাম 'সুপর্ণ' রাখা হোক।' ইন্দ্র চমকিত হয়ে ভাবলেন—'এই পরাক্রমশালী পক্ষী ধন্য !' তিনি গরুড়কে ডেকে বললেন—'পক্ষীরাজ ! আমি আপনার শক্তি সম্পর্কে জানতে এবং আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে ইচ্ছুক।' গরুড় বললেন—'দেবরাজ ! আপনি চাইলে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে। নিজের শক্তির সম্বন্ধে আর কী বলব ? নিজ মুখে নিজের গুণের কথা, বলের প্রশংসা সৎপুরুষের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। আপনি আমাকে বন্ধু ভেবে জিজ্ঞাসা করছেন তাই আপনাকে জানাচ্ছি যে, পর্বত, বন, সমুদ্র-সহ সমগ্র পৃথিবী এবং তার উপরে স্থিত আপনাদের আমি নিজের এক ডানাতে উঠিয়ে বিনা পরিশ্রমে উড়তে

সক্ষম।' ইন্দ্র বললেন— 'আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। আপনার নিজের যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে এই অমৃত আমাদের দিয়ে দিন। কারণ আপনি এই অমৃত যাদের দেবেন, তারা আমাদের অনেক কষ্ট দেবে।' গরুড় বললেন—'দেবরাজ ! অমৃত নিয়ে যাওয়ার এক বিশেষ কারণ আছে। আমি এই অমৃত কাউকে পান করতে দিতে চাই না। আমি যেখানে নিয়ে গিয়ে এই অমৃত রাখব, আপনি সেখান থেকে এটি তুলে আনবেন।' ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—'গরুড় ! আপনি আমার কাছ থেকে খুশিমতো বর প্রার্থনা করুন।'

গরুড়ের তখন সর্পদের অনিষ্টের কথা ও মায়ের দুঃখ দুর্দশার কথা মনে পড়ল। তিনি তাই ইন্দ্রের কাছে বললেন—'এই বলশালী সর্পগুলিই যেন আমার খাদ্য হয়।' দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—'তথাস্তু।'

ইন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে গরুড় সর্পদের কাছে এলেন, তাঁর মা-ও সেখানে ছিলেন। তিনি খুশিভরে সর্পদের বললেন—'এই নাও, আমি তোমাদের জন্য অমৃত নিয়ে এসেছি। কিন্তু তাড়াহুড়ো কোরো না। আমি কুশাসনের ওপর এটি রাখছি। তোমরা স্নান করে পবিত্র হয়ে এটি খাবে। এখন তোমাদের কথা অনুসারে আমার মা দাসীত্ব থেকে মুক্তি পেলেন, যেহেতু আমি আমার কথা রেখেছি।' সর্পেরা তাঁর কথা মেনে নিল। সর্পেরা যখন আনন্দ সহকারে স্নান করতে গেল, সেইসময় ইন্দ্র অমৃত কলস নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। স্নানাদি সমাপন করে সর্পেরা ফিরে এসে দেখল অমৃত কলস নেই। তারা বুঝতে পারল যে তারা বিনতাকে দাসী বানাবার জন্য যে কপটতার আশ্রয় নিয়েছিল, এ তারই ফল। পরে ভাবল যে, এই স্থানে অমৃত রাখা হয়েছিল, কিছু নিশ্চয়ই এখানে পড়ে আছে, তাই তারা সেই কুশাসনটি চাটতে শুরু করল। এর ফলে কুশের ধারে তাদের জিভ কেটে দুটুকরো হয়ে গেল। অমৃতের স্পর্শে কুশও পবিত্র হয়ে উঠল। গরুড় তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মায়ের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি পক্ষীরাজ হলেন, চতুর্দিকে তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁর মাও অত্যন্ত সুখী হলেন।

—o—

## শেষনাগের বরপ্রাপ্তি এবং মায়ের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্পদের আলোচনা

শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন ! সর্পেরা যখন জানতে পারল যে, মাতা কদ্রু তাদের অভিশাপ দিয়েছেন, তখন তারা তা নিবারণের জন্য কি করল ?'

উগ্রশ্রবা বললেন—'সেই সর্পদের মধ্যে শেষনাগও ছিলেন। তিনি কদ্রু ও অন্যান্য সাপেদের ছেড়ে কঠিন তপস্যা শুরু করলেন। তিনি শুধু হাওয়া খেয়ে তাঁর ব্রত পালন করতেন। ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, হিমালয় ইত্যাদির তরাইয়ে তিনি একান্তে বাস করতেন এবং পবিত্র তীর্থ ও ধাম পরিক্রমা করতেন। ব্রহ্মা দেখলেন শেষনাগের শরীরের মাংস, ত্বক এবং শিরা উপশিরা শুকিয়ে গেছে। তাঁর এই ধৈর্য এবং তপস্যা দেখে তিনি শেষনাগের কাছে গেলেন এবং বললেন—'শেষ ! তুমি তোমার তীব্র তপস্যা দ্বারা প্রজাদের কেন সন্তপ্ত করছ ? কী উদ্দেশ্যে তুমি এই ভীষণ তপস্যা করছ ? প্রজাদের হিতার্থে কিছু করছ না কেন ? তোমার মনের কী ইচ্ছা বলো !' শেষনাগ বললেন,

'ভগবান ! আমার ভাইয়েরা সকলেই মূর্খ ; আমি তাদের সঙ্গে থাকতে চাই না। আপনি আমার এই ইচ্ছাটি পূর্ণ করুন। এরা একে অন্যের সঙ্গে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করে। বিনতা এবং তাঁর পুত্র গরুড়কে এরা হিংসা করে। আমি তাই ওদের থেকে পৃথক হয়ে তপস্যা করছি। বিনতানন্দন গরুড়ও আমাদের ভাই। আমি তপস্যা দ্বারা এই দেহত্যাগ করব। কিন্তু আমার চিন্তা এই যে, মৃত্যুর পরেও না আমাকে ওদের

সঙ্গে থাকতে হয়।' ব্রহ্মা বললেন—'শেষ ! আমি তোমার ভাইদের কীর্তি সবই জানি। মাতৃ আদেশ লঙ্ঘন করে এরা খুবই বিপদে পড়েছে। তুমি ওদের কথা বাদ দিয়ে তোমার জন্য কী চাও বলো। আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি, কারণ সৌভাগ্যবশত তোমার বুদ্ধি ধর্মে অটল আছে। তোমার বুদ্ধি যেন সর্বদা এমনই থাকে।' শেষনাগ বললেন—'পিতামহ ! আমি সেই বরই চাই যাতে আমার বুদ্ধি, ধর্ম, তপস্যা এবং শান্তিতে সংলগ্ন হয়ে থাকে।' ব্রহ্মা বললেন—'শেষনাগ ! আমি তোমার ইন্দ্রিয় ও মনসংযমে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার আদেশে তুমি প্রজাদের হিতের জন্য এক কাজ করো। এই পৃথিবী সমস্ত পর্বত, বন, সমুদ্র, গ্রাম, মন্দির ও নগর সহ হিল্লোলিত হচ্ছে। তুমি একে এমনভাবে ধারণ করে থাক, যাতে এই পৃথিবী অচল হয়ে বিরাজ করে।' শেষনাগ বললেন—'আপনি সকল প্রজার উপযুক্ত প্রভু। আমি আপনার আদেশ পালন করব। আমি পৃথিবীকে এমনভাবে ধারণ করে থাকব যাতে এটি হিল্লোলিত না হয়। আপনি এটি আমার মস্তকের ওপর রেখে দিন।' ব্রহ্মা বললেন—'শেষনাগ ! পৃথিবী তোমাকে রাস্তা দেবে। তুমি এর ভেতরে ঢুকে পড়। তুমি এই পৃথিবীকে ধারণ করে আমার অত্যন্ত প্রিয় কাজ করবে।' ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে শেষনাগ ভূগর্ভে প্রবেশ করলেন এবং নীচে চলে গিয়ে সমুদ্র-বেষ্টিত পৃথিবীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে তাকে মাথার ওপরে তুলে নিলেন। তিনি তখন থেকে স্থির হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁর ধর্ম, ধৈর্য এবং শক্তির প্রশংসা করে নিজস্থানে ফিরে গেলেন।

মায়ের অভিশাপ শুনে বাসুকিনাগ অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন কী করে এর প্রতিকার করা

যায়। তিনি ভাইদের সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন। বাসুকি বললেন—'ভাই ! তোমরা জান মা আমাদের অভিশাপ দিয়েছেন। আমাদের ভেবেচিন্তে তার এক প্রতিকারের উপায় বার করতে হবে। সব অভিশাপের প্রতিকার হতে পারে, কিন্তু মায়ের অভিশাপের কোনো প্রতিকার দেখছি না। আমাদের এখন আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বিপদ আসার আগেই তার উপায় ভাবলে কাজ হতে পারে। তখন সমস্ত বুদ্ধিমান ও চালাক সর্পরা 'ঠিক-ঠিক' বলে আলোচনা করতে লাগল। তারা বলতে লাগল,

'চলো, আমরা ব্রাহ্মণ সেজে জনমেজয়ের কাছে গিয়ে অনুরোধ করি যেন তিনি এই যজ্ঞ না করেন।' কেউ আবার বলল—'আমরা মন্ত্রী হয়ে তাঁকে পরামর্শ দেব, যাতে এই যজ্ঞ হতে না পারে।' কেউ বলল—'তাঁর পুরোহিতকেই দংশন করব যাতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন আর যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায়।' ধর্মাত্মা এবং দয়ালু নাগেরা বলল—'ছি ! ছি ! ব্রহ্মহত্যা করার কথা ভাবা অত্যন্ত মূর্খতা ও অশুভবুদ্ধির পরিচায়ক। বিপদের সময় ধর্মই একমাত্র রক্ষা করে। অধর্মের আশ্রয় নিলে সমস্ত জগতেরই সর্বনাশ হয়।' কিছু নাগ বলল— 'আমরা বৃষ্টি হয়ে যজ্ঞের আগুন নিভিয়ে দেব।' কেউ বলল—'আমরা যজ্ঞ সামগ্রী চুরি করে নেব।' কেউ বলল—'আমরা লাখ লাখ ব্যক্তিকে দংশন করব।' সবশেষে সর্পেরা বলল—'হে বাসুকি ! আমরা সকলে মিলে এর থেকে বেশি আর কিছু ভাবতে পারছি না। এখন আপনি যা ভালো বোঝেন তাড়াতাড়ি করে তাই করুন।' বাসুকি বললেন—'তোমাদের কোনো পরামর্শই আমার মনোমতো নয়। এইসব চিন্তার মধ্যে কোনো সদ্‌বুদ্ধি নেই। চলো আমরা পিতা কশ্যপের কাছে যাই, তাঁকে প্রসন্ন করে তাঁর নির্দেশানুসারে কাজ করব। আমাদের যাতে মঙ্গল হয় সেই ভাবেই কাজ করা উচিত। আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বড়, তাই ভালো-মন্দের দায়িত্বও আমার, তাই আমি খুব চিন্তায় আছি।'

এদের মধ্যে এলাপত্র নামে এক নাগ ছিল। সে সব সর্প এবং বাসুকির আলাপ-আলোচনা শুনে বলল—'ভাইসব! এই যজ্ঞ বন্ধ করা অথবা জনমেজয়কে রাজি করানো সম্ভবপর নয়। আমাদের ভাগ্যের দোষ ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। অন্যের সাহায্যে কিছু হয় না। এই বিপদ থেকে বাঁচার উপায় আমি বলছি, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। মা যখন এই অভিশাপ দিচ্ছিলেন, আমি তখন ভয় পেয়ে তাঁর কোলে লুকিয়ে ছিলাম। সেই ভীষণ অভিশাপ শুনে দেবতারা ভগবান ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন—'ভগবান ! কঠিন হৃদয়া কদ্রু ছাড়া এমন কোনো নারী নেই যিনি নিজ সন্তানকে এইরূপ ভয়ংকর শাপ দিতে পারেন ! পিতামহ ! আপনি নিজেও তাতে বাধা দেননি, তার কারণ কী ?' ব্রহ্মা বললেন—'দেবগণ ! সেই সময় জগতে সর্পদের খুব বাড়বৃদ্ধি হয়েছিল। তারা অত্যন্ত রাগী ও বিষধর। প্রজাকুলের হিতের জন্যই আমি কদ্রুকে কোনো নিষেধ করিনি। এই শাপে যেসব ক্ষুদ্রমনা, পাপী এবং বিষধর সর্প আছে তাদেরই নাশ হবে। ধর্মাত্মা সর্পেরা সুরক্ষিত থাকবে। আর একটি কথা, যাযাবর বংশে জরৎকারু নামে এক ঋষি আছেন, তাঁর পুত্রের নাম আস্তিক। তিনিই জনমেজয়ের এই সর্প-যজ্ঞ বন্ধ করতে সক্ষম হবেন। তাতেই ধার্মিক সর্পেরা মুক্তি পাবে।' দেবতাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মা জানালেন—'জরৎকারু ঋষির স্ত্রীর নামও জরৎকারুই হবে। তাঁর গর্ভেই আস্তিক জন্মগ্রহণ করে সর্পদের মুক্ত করবেন। এই জরৎকারু বাসুকির ভগিনী।' এইরূপ আলোচনা করে ব্রহ্মা এবং দেবতাগণ নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। 'অতএব ! সর্পরাজ বাসুকি ! আমার বুদ্ধিতে আপনার ভগিনী জরৎকারুর সঙ্গে ঋষি জরৎকারুর বিবাহ হওয়া উচিত। তিনি যখন ভিক্ষারূপে পত্নী চাইবেন, তখনই আপনি তাঁর হাতে আপনার ভগিনীকে সমর্পণ করবেন। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার এটিই একমাত্র উপায়।'

এলাপাত্রের কথা শুনে সকল সর্পই প্রসন্ন চিত্তে তা অনুমোদন করল। তখন থেকে বাসুকি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে ভগিনীকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। তার কিছুদিন পরেই সমুদ্র-মন্থন করা হল, যাতে বাসুকি নাগকে মন্থন-রজ্জু করা হয়েছিল। তাই দেবগণ বাসুকি নাগকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলেন এবং এলাপাত্র যা বলেছিল সেই কথাই বাসুকিকে জানিয়ে দিলেন। বাসুকি সর্পদের জরৎকারু ঋষির সন্ধানে নিযুক্ত করে বলে দিলেন—'যখনই জরৎকারু ঋষি বিবাহ করতে ইচ্ছা করবেন, তখনই তোমরা আমাকে জানাবে। আমাদের কল্যাণের এই একমাত্র উপায়।'

———o———

## জরৎকারু ঋষির কথা এবং আস্তিকের জন্মবৃত্তান্ত

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন ! আপনি যে জরৎকারু ঋষির নাম বললেন, তাঁর নাম জরৎকারু কেন হল ? তাঁর নামের অর্থ কি এবং আস্তিকের জন্ম হল কীভাবে ?'

উগ্রশ্রবা বললেন—'জরা' শব্দটির অর্থ হল ক্ষয়, আর 'কারু' শব্দটির অর্থ দারুণ ; অর্থাৎ তাঁর শরীর আগে দারুণ অর্থাৎ হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল। তারপর তপস্যা করায় তাঁর শরীর জীর্ণ-শীর্ণ এবং ক্ষীণ হয়ে গেছে, তাই তাঁর নাম

'জরৎকারু' ; বাসুকি নাগের বোনেরও প্রথমে ওই রকম রূপই ছিল। তিনিও তপস্যা দ্বারা তাঁর শরীর ক্ষীণ করে ফেলেছেন, তাই তাঁকেও 'জরৎকারু' বলা হয়। এবার আস্তিকের জন্মবৃত্তান্ত শুনুন।

জরৎকারু ঋষি বহুদিন ব্রহ্মচর্য পালন করে তপস্যায় রত ছিলেন। তিনি বিবাহ করতে চাননি। তিনি জপ-তপ ও স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত ছিলেন এবং নির্ভীকভাবে সর্বত্র বিচরণ করতেন। সেই সময় রাজা পরীক্ষিতের রাজত্বকাল ছিল। জরৎকারু মুনির নিয়ম ছিল যে, ভ্রমণ করতে করতে যেখানে সন্ধ্যা হবে, তিনি সেইখানেই রাত্রিবাস করবেন। তিনি পবিত্র তীর্থে গিয়ে স্নানাদি সমাপন করে কঠোর নিয়ম পালন করতেন ; সেই নিয়ম এতই কঠিন যে বিষয়াসক্ত মানুষের কাছে তা প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনি বায়ু পান করে নিরাহারে থাকতেন। এতেই তাঁর শরীর শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একদিন রওনা হওয়ার সময় তিনি দেখলেন কয়েকজন পিতৃপুরুষ নীচের দিকে মুখ করে এক পরিখার মধ্যে ঝুলছেন। তাঁরা একটি শুষ্ক তৃণ ধরে বেঁচে আছেন, কিন্তু সেই তৃণটিকে একটি ইঁদুর ধীরে ধীরে কাটছে। তাঁরা অনাহারে দুর্বল এবং দুঃখী ছিলেন। জরৎকারু তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন—'আপনারা যে তৃণের সাহায্যে ঝুলে আছেন, সেটি একটি ইঁদুর কেটে দিচ্ছে। আপনারা কে ? এই ঘাসটির মূল কেটে গেলে আপনারা মাথা নীচের দিকে করে পরিখার মধ্যে পড়ে যাবেন। আপনাদের এই অবস্থা দেখে আমি খুব দুঃখ বোধ করছি। আমি আপনাদের সেবার জন্য কী করতে পারি ? আমার তপস্যার চতুর্থ ভাগ, তৃতীয় ভাগ বা অর্ধভাগের সাহায্যে যদি এই বিপদ থেকে বাঁচতে সক্ষম হন তাহলে বলুন। আমি এমনকী তপস্যার সমস্ত ফল দিয়েও আপনাদের বাঁচাতে চাই। আপনারা আমাকে দয়া করে আদেশ করুন।'

পিতৃপুরুষেরা বললেন—'আপনি একজন বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী, আমাদের বাঁচাতে চান ; কিন্তু আমাদের এই বিপদ তপস্যার দ্বারা নির্মূল হওয়ার নয়। আমাদেরও তপস্যাকৃত বল আছে। কিন্তু বংশপরম্পরা নষ্ট হওয়ায় আমরা এই ঘোর নরকে পতিত হচ্ছি। আপনি বৃদ্ধ বলে করুণাবশত আমাদের কথা চিন্তা করছেন, আমাদের কথা শুনুন। আমরা যাযাবর নামক ঋষি। বংশপরম্পরা ক্ষীণ হওয়ায় আমরা পুণ্যলোক থেকে পতিত হয়েছি। আমাদের বংশে এখন একজন ব্যক্তিই আছে, যে না থাকারই মতো। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সে তপস্বী হয়ে গেছে, তার নাম জরৎকারু। সে বেদ-বেদাঙ্গে পারঙ্গম, সংযমী, উদার এবং ব্রতশীল। সে তপস্যা করার লোভে আমাদের এই সংকটে ফেলে দিয়েছে। তার কোনো ভাই-বন্ধু, পুত্র-পত্নী নেই। সেইজন্য আমরা বেহুঁশ হয়ে অনাথের মতো এখানে পড়ে আছি। আপনি যদি তার দেখা পান তাহলে তাকে বলবেন—জরৎকারু ! তোমার পিতৃপুরুষেরা হেঁটমুণ্ড হয়ে খালের মধ্যে পড়ে আছে। তুমি বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করো, তুমিই আমাদের বংশের একমাত্র আশ্রয়। ব্রহ্মচারী মহাশয় ! এই যে ঘাসের মূল আপনি দেখছেন, এই হল আমাদের বংশের রক্ষাকর্তা। যারা আমাদের বংশ পরম্পরায় নষ্ট হয়েছে, এগুলি তারই খণ্ডিত মূল। এই অর্ধখণ্ডিত মূলটি জরৎকারু। মূল খণ্ডিতকারী ইঁদুর হচ্ছে মহাবলী কাল। সে একদিন জরৎকারুকেও নষ্ট করবে, তখন আমরা আরও বিপদে পড়ব। আপনি যা দেখলেন এসব জরৎকারুকে বলবেন। দয়া করে বলুন, আপনি কে আর প্রকৃত বন্ধুর মতো কেন শোক করছেন ?'

পিতৃকুলের কথা শুনে জরৎকারু অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন। তাঁর বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি আবেগপূর্ণ স্বরে তাঁদের বললেন—'আপনারা আমারই পিতা এবং পিতামহ। আমিই আপনাদের অপরাধী পুত্র জরৎকারু। আপনারা আমার অপরাধের শাস্তি দিন আর আমার কী করা উচিত, তাই বলুন।' পিতৃপুরুষেরা বললেন—'পুত্র ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে তুমি আজ এখানে এসে পড়েছ! বেশ, এখন বলো তুমি এখনও বিবাহ করনি কেন ?' জরৎকারু বললেন—'পিতামহ ! আমার হৃদয়ে সবসময় এই ইচ্ছাই ছিল যে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করে আমি স্বর্গলাভ করব। আমি সংকল্প করেছিলাম যে আমি কখনো বিবাহ করব না। কিন্তু আপনাদের এইভাবে ঝুলতে দেখে আমি ব্রহ্মচর্যের সিদ্ধান্ত বদল করেছি। আপনাদের জন্য আমি নিশ্চয়ই বিবাহ করব। ভিক্ষালব্ধ কোনো কন্যা, যার নাম আমারই নামে হবে, আমি তাকে স্ত্রীরূপে স্বীকার করব, কিন্তু তার ভরণ-পোষণের ভার নিতে পারব না। এই সব সুবিধা পেলেই বিবাহ করব, অন্যথায় নয়। আপনারা আর চিন্তা করবেন না। আপনাদের কল্যাণার্থে আমার পুত্র হবে এবং আপনারা সুখে পরলোকে বাস করবেন।'

জরৎকারু তাঁর পিতৃকুলকে কথা দিয়ে পৃথিবীতে

বিচরণ করতে লাগলেন। কিন্তু একে তো তাঁকে বৃদ্ধ মনে করে কেউ কন্যা সমর্পণ করতে চাইল না আর তাঁর অনুরূপ কন্যা পাওয়াও যাচ্ছিল না। তিনি হতাশ হয়ে বনে প্রবেশ করে পিতৃপুরুষের হিতার্থে ধীরে ধীরে তিনবার বলতে লাগলেন, 'আমি একটি কন্যা প্রার্থনা করছি। এখানে যে সব চর-অচর, গুপ্ত-প্রকটিত প্রাণী আছেন, আমার কথা শুনুন ! আমি আমার পিতৃপুরুষের দুঃখ দূর করার জন্য তাঁদের প্রেরণায় একটি কন্যাকে ভিক্ষা চাইছি, যাঁর আমার নামে নাম, যাঁকে ভিক্ষা হিসাবে আমাকে প্রদান করা হবে এবং যাঁর ভরণ-পোষণের ভার আমার ওপর থাকবে না, এরূপ কন্যা আমাকে প্রদান করুন।' বাসুকি নাগের নিযুক্ত সর্প জরৎকারু ঋষির এই কথা শুনতে পেয়ে বাসুকির কাছে গেলেন এবং বাসুকি অতি শীঘ্রই তাঁর ভগিনীকে নিয়ে এসে জরৎকারুর হাতে ভিক্ষারূপে প্রদান করলেন। জরৎকারু ঋষি তাঁর নাম না জেনে এবং ভরণ-পোষণের ভার নিতে

হবে কিনা না জেনে নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে তাঁকে বিবাহ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এঁর নাম কী ?', আরও বললেন 'আমি এর ভরণ-পোষণ করতে পারব না।'

বাসুকি নাগ বললেন—'এই তপস্বিনী কন্যার নামও জরৎকারু এবং ইনি আমার ভগ্নী। আমি এঁর ভরণ-পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করব। আপনার জন্যই আমি এতদিন এঁর বিবাহ দিইনি।' জরৎকারু বললেন—'আমি এঁর ভরণ-পোষণ করব না, তাতো ঠিকই হল। এছাড়াও আমার আর একটি শর্ত হল এই যে ইনি কখনো যেন আমার কোনো অপ্রিয় কাজ না করেন, করলে আমি ওঁকে ছেড়ে চলে যাব।' নাগরাজ বাসুকি তাঁর শর্ত মেনে নিলে তাঁরা বাসুকির গৃহে গেলেন। সেখানে বিধি-পূর্বক বিবাহ সম্পূর্ণ হল। জরৎকারু ঋষি এবং তাঁর স্ত্রী জরৎকারুকে নিয়ে বাসুকি একটি সুন্দর ভবনে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে শর্ত জানিয়ে দিলেন যে তিনি যেন কখনো তাঁর রুচির বিরুদ্ধে কিছু না বলেন বা না করেন। তাঁর স্ত্রী যদি তা করেন তাহলে জরৎকারু ঋষি তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যাবেন। জরৎকারু ঋষির স্ত্রী এই শর্ত মেনে নিলেন এবং পরম যত্নে স্বামীর সেবা করতে লাগলেন। সময়মতো তিনি গর্ভধারণ করলেন। দিন অতিবাহিত হতে থাকল।

একদিন জরৎকারু ঋষি ক্লান্ত হয়ে তাঁর পত্নীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সূর্যাস্তের সময় হলে ঋষি-পত্নী ভাবতে লাগলেন—'স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করা ধর্মের অনুকূল হবে কী না ! ইনি অত্যন্ত কঠিনভাবে ধর্মপালন করেন। এঁকে জাগালে অথবা না জাগালে, কোনো ভাবে আমি অপরাধিনী হয়ে যাব না তো ? জাগালে এঁর ক্রোধের ভয়, আর না জাগালে ধর্মলোপের আশঙ্কা।' পরে তিনি ঠিক করলেন যে ঋষি ক্রোধ করলেও তাঁকে ধর্ম-লোপ থেকে রক্ষা করা স্ত্রীরই কর্তব্য, তাই তিনি অত্যন্ত কোমলভাবে বললেন—'মহাভাগ ! উঠুন, সূর্যাস্ত হচ্ছে। স্নানাদি করে সন্ধ্যার্চনা করুন। এখন পূজাপাঠ করার সময়। পশ্চিম গগন রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে।' ঋষি জরৎকারুর নিদ্রাভঙ্গ হল। ক্রোধে তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল, তিনি বললেন—'সর্পিণী ! তুমি আমার অপমান করেছ, আমি আর তোমার সঙ্গে থাকব না। যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানে চলে যাব। আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম আমি ঘুমিয়ে থাকলে সূর্য কখনই অস্ত যেতে পারে না। অপমানিত হয়ে থাকা সম্ভব নয়। এখন আমি চললাম।' স্বামীর এই হৃদয় বিদারক কথা শুনে ঋষি-পত্নী কম্পিত গলায় বললেন—'প্রভু ! আমি আপনাকে অপমান করার জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলিনি। আপনার ধর্মের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্যই আমি এই কাজ করেছি।' জরৎকারু ঋষি বললেন—'আমার মুখনিঃসৃত বাক্য কখনো মিথ্যা হবে না। তোমার আমার মধ্যে আগে থেকেই এই শর্ত করা ছিল। আমি চলে যাবার পরে তুমি তোমার ভাইকে জানিয়ো যে আমি চলে গেছি, একথাও বোলো যে আমি এখানে খুব সুখেই ছিলাম। আমি চলে গেলে তুমি

আমার জন্য কোনো চিন্তা কোরো না।'

ঋষি-পত্নী অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন, তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল, বাক্যহরণ হল, চোখে জল ভরে এলো, তিনি কম্পিত হৃদয়ে ধৈর্য সহকারে হাত জোড় করে বললেন—'ধর্মজ্ঞ ! এই নিরপরাধ নারীকে ছেড়ে যাবেন না। আমি ধর্মে অটল থেকে আপনার প্রিয় ও হিত কর্ম সাধন করব। আমার ভাই এক বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়েছেন। তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আমার ভাইয়েরা মাতা কদ্রুর শাপগ্রস্ত হয়ে আছেন। আপনার থেকে আমার একটি পুত্র লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, তার দ্বারাই আমাদের জাতির কল্যাণ হবে। আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ যেন নিষ্ফল না হয়। এখনও আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি ! তাহলে আপনি কেন এই নিরপরাধ অবলাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ?' পত্নীর কথা শুনে ঋষি উত্তর দিলেন—'তোমার গর্ভে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সন্তান আছে। সে মস্ত বড় বিদ্বান এবং ধর্মাত্মা ঋষি হবে।' এই কথা বলে জরৎকারু ঋষি প্রস্থান করলেন।

ঋষি চলে গেলেই ঋষি-পত্নী তাঁর ভাই বাসুকির কাছে গেলেন এবং স্বামীর গৃহত্যাগের কথা জানালেন। এই অপ্রিয় ঘটনার কথা শুনে বাসুকি খুব দুঃখ পেলেন। তিনি বললেন—'বোন ! যে উদ্দেশ্যে ওঁর সঙ্গে আমরা তোমার বিবাহ দিয়েছিলাম, তাতো তুমি জানোই। যদি ওঁর ঔরসে তোমার একটি পুত্র হত, তাহলে নাগেদের ভালোই হত। ব্রহ্মার কথানুসারে সেই পুত্র নিশ্চয়ই আমাদের জনমেজয়ের যজ্ঞাগ্নি থেকে রক্ষা করত। বোন ! তুমি গর্ভবতী হয়েছ কি ? আমরা চাই যাতে তোমার বিবাহ নিষ্ফল না হয়। নিজের বোনকে একথা জিজ্ঞাসা করা কোনো ভাইয়েরই উচিত নয়, কিন্তু প্রয়োজনের গুরুত্ব দেখে আমাকে এইসব প্রশ্ন করতে হচ্ছে। আমি জানি উনি যখন একবার চলে গেছেন, তখন তাঁকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। আমি তাঁকে একথা বলতেও পারছি না, পাছে তিনি আমাকে অভিশাপ দেন। বোন ! তুমি আমাকে সব কথা জানিয়ে আমার আশঙ্কা দূর করো।'

ঋষি-পত্নী তাঁর ভাই বাসুকিকে বললেন—'ভাই ! আমিও তাঁকে একথা বলেছিলাম। তিনি জানিয়েছেন আমি গর্ভধারণ করেছি, উনি হাস্যচ্ছলেও কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, তাই এই সংকটের সময়ও তাঁর কথা কখনো মিথ্যা হবে না। যাওয়ার সময় উনি আমাকে বলেছেন—'নাগকন্যা ! তোমার প্রয়োজনের বিষয়ে চিন্তা কোরো না, তোমার গর্ভে অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় পুত্র আছে। তাই তুমি মনে কোনো দুঃখ রেখো না।' এই কথা শুনে বাসুকি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে স্নেহ সহকারে বোনকে যত্ন আদর করতে লাগলেন। আর ঋষি-পত্নীর গর্ভে শুক্ল পক্ষের চাঁদের মতো সন্তান বাড়তে লাগল।

যথা সময়ে বাসুকির বোন জরৎকারুর গর্ভ থেকে এক দিব্যকুমার জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর জন্ম নেওয়ায় তাঁর পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুলেরই ভয় দূর হল। ক্রমশ বড় হলে তিনি চ্যবন মুনির কাছে বেদ অধ্যয়ন করলেন। সেই ব্রহ্মচারী বালকবয়স থেকেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাত্ত্বিক ছিলেন। তিনি মাতৃগর্ভে থাকার সময় তাঁর পিতা তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন 'অস্তি' (আছে) ; তাই তার নাম হল 'আস্তিক'। নাগরাজ বাসুকি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ ও সতর্কতার সঙ্গে পালন করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বালক ইন্দ্রের ন্যায় বিশাল হয়ে নাগেদের হর্ষবৃদ্ধি করতে লাগলেন।

———o———

# পরীক্ষিতের মৃত্যুর কারণ

শ্রীশৌনক বললেন—সূতনন্দন ! রাজা জনমেজয় উতঙ্কের কথা শুনে পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিস্তারিতভাবে সেটি আমাদের বলুন।

শ্রীউগ্রশ্রবা বললেন—রাজা জনমেজয় তাঁর মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'আমার পিতার জীবনে কী ঘটেছিল ? তাঁর মৃত্যু হল কীভাবে ? আমি তাঁর মৃত্যু বৃত্তান্ত শুনে এমন কাজই করব, যাতে জগতের মঙ্গল হয়।'

মন্ত্রীরা বললেন—'মহারাজ ! আপনার পিতা অত্যন্ত ধার্মিক, উদার এবং প্রজাপালক ছিলেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁর সম্বন্ধে আপনাকে জানাচ্ছি। আপনার ধর্মজ্ঞ পিতা মূর্তিমান ধর্ম ছিলেন। তিনি ধর্ম অনুসারে তাঁর কর্তব্যপালনে রত চার বর্ণের প্রজাদের রক্ষা করতেন। তাঁর অতুলনীয় পরাক্রম ছিল, তিনি সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করতেন। তিনি কাউকে হিংসা করতেন না, তাঁকেও কেউ হিংসা করত না। সবার প্রতি তাঁর সমান দৃষ্টি ছিল। তাঁর রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই প্রসন্ন মনে নিজ নিজ কর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। বিধবা, অনাথ, পঙ্গু এবং গরিবদের খাওয়া-পরার ভার তিনি নিজের হাতে রেখেছিলেন। তাঁর প্রজারা সকলেই সুস্থ-সবল ছিল। রাজা অত্যন্ত শ্রীমান এবং সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কৃপাচার্যের কাছ থেকে ধনুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, তিনি সকলের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। কুরুবংশ পরিক্ষীণ হওয়ার সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম হয়েছিল পরীক্ষিৎ। তিনি রাজধর্ম এবং অর্থশাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ধর্মসেবী, জিতেন্দ্রিয় এবং নীতিনিপুণ ছিলেন। ষাট বছর ধরে তিনি প্রজাপালন করেছিলেন। তারপর সমস্ত প্রজাকুলকে দুঃখসাগরে ভাসিয়ে তিনি পরলোক গমন করলেন। তারপরে আপনি রাজা হলেন।'

জনমেজয় বললেন—'মন্ত্রীগণ ! আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিলেন না ! আমাদের বংশের সকল রাজাই তাঁদের পূর্বপুরুষদের সদাচারের কথা স্মরণে রেখে প্রজাদের হিতৈষী এবং প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমি আমার পিতার মৃত্যুর কারণ জানতে চাই।'

মন্ত্রীরা বললেন—'মহারাজ ! আপনার প্রজাপালক পিতা মহারাজ পাণ্ডুর ন্যায় শিকারবিলাসী ছিলেন। তিনি সমস্ত রাজকার্যই আমাদের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। একবার শিকারের জন্য বনে গিয়ে, তিনি একটি হরিণকে বাণবিদ্ধ করেন। হরিণটি যখন ছুটে পালাচ্ছিল, উনি তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। তিনি একলাই পদব্রজে হরিণটিকে খুঁজতে খুঁজতে বহুদূর চলে গেলেন, তা সত্ত্বেও তিনি হরিণের দেখা পেলেন না। রাজার বয়স তখন ষাট বৎসর, তাই তিনি পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় তিনি একজন মুনির দর্শন পেলেন, যিনি মৌনাবস্থায় ছিলেন। রাজা তাঁকে প্রশ্ন করলে মুনি কোনো উত্তর দিলেন না। রাজা তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং পরিশ্রমে কাতর ছিলেন, তাই মুনি কথা না বলায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে ঋষি মৌনী হয়ে অবস্থান করছেন। তিনি ক্রোধভরে এক মৃত সাপকে ধনুকের একধার দিয়ে তুলে ঋষির কাঁধের ওপর রেখে দিলেন। মৌনী ঋষি রাজার এই কাজে ভালো-মন্দ কিছুই বললেন না। তিনি শান্ত হয়ে বসে থাকলেন। রাজা এরপর রাজধানীতে ফিরে এলেন।

মৌনী ঋষি শমিকের পুত্রের নাম ছিল শৃঙ্গী। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী এবং শক্তিশালী ছিলেন। মহাতেজস্বী শৃঙ্গী যখন তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে এই কথা শুনলেন যে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর পিতার মৌন ও নিশ্চল অবস্থায় থাকাকালীন

তাঁকে অপমান করেছেন তখন তিনি রেগে জ্ঞানহারা হয়ে গেলেন। তিনি হাতে জল নিয়ে আপনার পিতাকে (পরীক্ষিৎকে) অভিশাপ দিলেন—'যে ব্যক্তি আমার নিরপরাধ পিতার কাঁধে মৃত সাপ জড়িয়ে রেখেছিল, সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে তক্ষক নাগ ক্রোধান্বিত হয়ে সাত দিনের মধ্যে বিষে জর্জরিত করে দেবে। লোকে দেখুক আমার তপস্যার কী ক্ষমতা!' এই শাপ দিয়ে শৃঙ্গী তাঁর পিতার কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। শমীক মুনি এই সব শুনে একটুও খুশি হলেন না, তিনি তখন তাঁর সুশীল ও গুণী শিষ্য গৌরমুখকে আপনার পিতার কাছে পাঠালেন। গৌরমুখ আপনার পিতার (পরীক্ষিৎ-এর) কাছে গিয়ে বললেন, 'রাজন্! আমাদের গুরুদেব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন কারণ ঋষির পুত্র আপনাকে (পরীক্ষিৎকে) অভিশাপ দিয়েছেন, আপনি যেন সাবধানে থাকেন। তক্ষক নাগ সাত দিনের মধ্যে তার ভয়ানক বিষে আপনার মৃত্যু ঘটাবে।' আপনার পিতা সতর্ক হয়ে রইলেন।

সপ্তম দিনে তক্ষক যখন আসছিল তখন তার সঙ্গে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হল। তক্ষক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্রাহ্মণদেব! আপনি এত তাড়াতাড়ি করে কোথায় যাচ্ছেন ?' কাশ্যপ উত্তর দিলেন, 'আজ রাজা পরীক্ষিৎকে তক্ষক সাপ বিষে জর্জরিত করবে, তাই সেখানে যাচ্ছি। আমি তাঁকে তৎক্ষণাৎ জীবন ফিরিয়ে দেব। আমি সেখানে পৌঁছে গেলে সাপ তাঁকে কামড়াতেও পারবে

না।' তক্ষক বলল—'আমিই তক্ষক। আমি রাজাকে কামড়াবার পরে আপনি তাঁকে বাঁচাতে চাইছেন কেন ? আমার শক্তি দেখুন, আমি কামড় দেবার পর আপনি তাঁকে বাঁচাতে সক্ষম হবেন না।' এই কথা বলে তক্ষক এক বৃক্ষকে ছোবল মারল। তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কাশ্যপ ব্রাহ্মণ তাঁর বিদ্যার সাহায্যে সেই বৃক্ষকে তখনই ফুলে ফলে ভরে তুললেন। তখন তক্ষক ব্রাহ্মণকে প্রলোভিত করতে লাগল। সে বলল—'তুমি যা চাও আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও।' ব্রাহ্মণ বললেন—'আমি তো অর্থের জন্যই ওখানে যাচ্ছি।' তক্ষক বলল—'তুমি রাজার কাছে যত অর্থ আশা কর, আমার থেকে তাই নিয়ে নাও আর এখান থেকেই ফিরে যাও।' তক্ষকের এই কথায় কাশ্যপ ব্রাহ্মণ প্রভূত অর্থ নিয়ে সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। তারপর তক্ষক ছলনা করে পরীক্ষিতের মহলে এসে আপনার সতর্ক, ধার্মিক পিতাকে বিষে জর্জরিত করে মেরে চলে গেল। তারপরে আপনার রাজ্যাভিষেক হল। এইসব অত্যন্ত দুঃখপ্রদ ঘটনা। কিন্তু আপনি শুনতে চাওয়ায় আপনার নির্দেশে এই কথা বললাম। তক্ষক আপনার পিতাকে দংশন করেছিল এবং উতঙ্ক ঋষিকেও খুব কষ্ট দিয়েছিল। এবার আপনার যা করা উচিত মনে হয়, তাই করুন।'

জনমেজয় বললেন—'মন্ত্রীগণ! তক্ষক দংশন করায় বৃক্ষের ভস্ম হওয়া এবং তারপর তা আবার জীবিত হয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখের কথা। একথা আপনারা কোথায় শুনলেন ? তক্ষক অবশ্যই খুব খারাপ কাজ করেছে। সে যদি অর্থ দিয়ে ব্রাহ্মণকে ফিরিয়ে না দিত, তাহলে কাশ্যপ আমার পিতাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করত। ঠিক আছে, আমি তাকে শাস্তি দেব। প্রথমে আপনারা এই ঘটনার মূল কারণটি বলুন।'

মন্ত্রীরা বললেন—'মহারাজ! তক্ষক যে বৃক্ষকে দংশন করেছিল, সেই গাছের ওপর আগে থেকেই এক ব্যক্তি শুকনো কাঠের জন্য উঠেছিল। এই ব্যাপার তক্ষক বা কাশ্যপ কারোরই অবিদিত ছিল না। তক্ষকের দংশনে বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তিটিও ভস্মীভূত হয়ে গেল এবং কাশ্যপের মন্ত্রের প্রভাবে বৃক্ষের সঙ্গে সেই ব্যক্তিও জীবিত হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি তক্ষক ও কাশ্যপের কথা-বার্তা শুনেছিল, সে-ই এসে আমাদের এইসব কথা জানিয়েছিল। এবার আপনি আমাদের বক্তব্যকে যথার্থ মনে করে কী করণীয় ভেবে দেখুন!'

—০—

# সর্পযজ্ঞের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যজ্ঞের সূচনা

উগ্রশ্রবা বলতে লাগলেন—শৌনক ঋষিগণ ! পিতার মৃত্যুর কাহিনী শুনে জনমেজয় অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি ক্রুদ্ধ এবং অস্থির চিত্ত হয়ে উঠলেন। শোকগ্রস্ত হওয়ায় তিনি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন, চোখ জলে ভরে এল। তিনি দুঃখ-শোক ও ক্রোধে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে শাস্ত্র বিধি মতে হাতে জল নিয়ে বললেন—'আমি বিস্তারিতভাবে জানলাম যে আমার পিতার মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল। যে দুরাত্মা তক্ষকের জন্য আমার পিতার মৃত্যু হয়েছিল আমি তার প্রতিশোধ নিশ্চিতভাবে নেব। সে আমার পিতাকে দংশন করেছিল, শৃঙ্গী ঋষির শাপ তো উপলক্ষ মাত্র। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল যে, তক্ষক ব্রাহ্মণ কাশ্যপকে, যিনি বিষ নামাবার জন্য আসছিলেন, যিনি এলে আমার পিতা অবশ্যই প্রাণ ফিরে পেতেন, অর্থের লোভ দেখিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আমাদের মন্ত্রীরা যদি অনুনয়-বিনয় করে কাশ্যপের সাহায্যে বাবার প্রাণ ফিরে পেতেন, তাহলে সেই তক্ষকের কী ক্ষতি হত ? ঋষির অভিশাপ পূর্ণ হত আর আমার পিতাও জীবিত হয়ে যেতেন। আমার পিতার মৃত্যুর সমস্ত অপরাধই তক্ষকের, তাই আমি আমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে কৃতসংকল্প।'

তখন রাজা জনমেজয় পুরোহিত এবং ঋত্বিকদের আহ্বান করে বললেন—'দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতাকে দংশন করে হত্যা করেছে। আপনারা এমন উপায় করুন, যাতে আমি প্রতিশোধ নিতে পারি। আপনারা কি এমন কোনো যজ্ঞ জানেন, যাতে লেলিহান অগ্নিতে আমি ওই ক্রূর সর্পকে উৎসর্গ করতে পারি ?' ঋত্বিকেরা বললেন—'মহারাজ ! দেবতারা পূর্ব থেকেই আপনার জন্য এক মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এই কথা পুরাণেও উল্লেখ আছে। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান আপনি ব্যতীত কারো দ্বারাই সম্ভব নয়। আমরা সেই যজ্ঞবিধি জানি।' ঋত্বিকদের কথায় জনমেজয়ের দৃঢ়বিশ্বাস হল যে তাহলে এবার তক্ষককে আহুতি দেওয়া সম্ভব হবে। রাজা ব্রাহ্মণদের বললেন—'আমি যজ্ঞ করব। আপনারা তার সব ব্যবস্থা করুন।' বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ-মণ্ডপ তৈরি করার জন্য জমির মাপ করলেন, যজ্ঞশালার জন্য শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ প্রস্তুত করলেন এবং রাজা জনমেজয় যজ্ঞের উদ্দেশ্যে দীক্ষিত হলেন।

এই সময় এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। কলা-কৌশলে পারঙ্গম, বিদ্বান, অনুভবী এবং বুদ্ধিমান সূত বললেন—'যে সময়ে এবং যে স্থানে এই যজ্ঞ-মণ্ডপ মাপ-জোপের ক্রিয়া শুরু করা হয়েছে, তা দেখে আমার মনে হয়েছে কোনো ব্রাহ্মণের জন্য এই যজ্ঞ পূর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না।' এই কথা শুনে রাজা জনমেজয় তাঁর দ্বাররক্ষীদের বলে দিলেন, তাঁকে না জানিয়ে যেন কেউ যজ্ঞস্থলে প্রবেশ না করে।

এবার শাস্ত্রসম্মতভাবে সর্পযজ্ঞ শুরু হল। ঋত্বিকগণ নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত হলেন। তাঁদের মুখ-চোখ ধোঁয়ায় রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তাঁরা কালো বস্ত্র পরিধান করে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যজ্ঞ করতে শুরু করলেন। তখন সকল সর্পই ভীতসন্ত্রস্ত হতে লাগল। তারপর বেচারী সর্পরা গর্জন করে করে লাফিয়ে, দীর্ঘশ্বাস নিয়ে, লেজ ও ফণায় জড়িত হয়ে আগুনের মধ্যে এসে পড়তে লাগল। সাদা, কালো, নীল, হলুদ, ছোট, বড় সর্বপ্রকারের সর্প আর্তনাদ করতে করতে আগুনের মধ্যে পড়তে লাগল। কোনো সর্প চার

ক্রোশ লম্বা আবার কেউ বা গোরুর কানের মতো ছোট, ওপর থেকে কুণ্ডের মধ্যে আহুতি হয়ে পড়তে লাগল।

সর্পযজ্ঞের হোতা ছিলেন চ্যবন বংশীয় চণ্ড ভার্গব।

কৌৎস, উদ্গাতা, জৈমিনি ব্রহ্মা, শার্ঙ্গরব এবং পিঙ্গল ছিলেন অধ্বর্যু। পুত্র এবং শিষ্যকুল সহ ব্যাসদেব, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, অসিত, দেবল প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। নাম ধরে আহুতি দিতেই বড় বড় ভয়ানক সর্পগুলি এসে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হচ্ছিল। সর্পদের চর্বি এবং মেদের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল, তীব্র দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছেয়ে গেল এবং সর্পদের চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল। তক্ষকও এই খবর পেল। সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ইন্দ্রের শরণাগত হয়ে বলল—'দেবরাজ ! আমি অপরাধী, ভীত হয়ে আপনার শরণ নিয়েছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে বললেন—'আমি তোমার রক্ষার জন্য আগে থেকেই ভগবান ব্রহ্মার কাছে অভয় বচন নিয়ে রেখেছি। সর্পযজ্ঞে তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না।' ইন্দ্রের কথা শুনে তক্ষক আনন্দিত মনে ইন্দ্রভবনে বাস করতে লাগল।

—o—

## আস্তিকের বর প্রার্থনায় সর্পযজ্ঞ বন্ধ এবং সর্পকুল থেকে বাঁচার উপায়

উগ্রশ্রবা বলতে লাগলেন—জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্পদের আহুতি হতে থাকায় অনেক সর্প ধ্বংস হয়ে গেল। সামান্য কিছু বেঁচে থাকল। বাসুকি নাগ এতে বড়োই কষ্ট পেলেন। তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হল। তিনি তাঁর ভগিনী জরৎকারুকে বললেন—'বোন ! আমার সমস্ত অঙ্গ জ্বালা করছে। কোনো দিক দেখতে পাচ্ছি না, মাথা ঘুরছে, মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাব, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে আমি হতজ্ঞান হয়ে ওই লেলিহান আগুনে গিয়ে পড়ব। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য তো তাই। আমি এই বিপদের জন্যই তোমার বিবাহ জরৎকারু ঋষির সঙ্গে দিয়েছিলাম। এবার তুমি আমাদের রক্ষা করো। ভগবান ব্রহ্মার কথানুসারে তোমার পুত্র আস্তিক এই সর্পযজ্ঞ বন্ধ করতে সক্ষম। সে বালক হলেও শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ এবং বয়োবৃদ্ধদেরও মাননীয়। তুমি এখন তাকে গিয়ে আমাদের রক্ষা করতে বলো।' ভাইয়ের কথা শুনে ঋষি-পত্নী জরৎকারু আস্তিককে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে নাগেদের রক্ষা করার জন্য পাঠালেন। আস্তিক মাতার নির্দেশে বাসুকির কাছে গিয়ে বললেন—'নাগরাজ ! আপনি শান্ত হোন। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করছি যে এই শাপ থেকে আমি আপনাদের মুক্ত করে দেব। আমি হাস্য-পরিহাসেও কখনো অসত্য-কথন করিনি। অতএব আমার কথা অসত্য বলে মনে করবেন না। আমি মধুর বাক্যে রাজা জনমেজয়কে প্রসন্ন করব এবং যজ্ঞ বন্ধ করে দেব। মাতুল মহাশয়, আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

বাসুকি নাগকে এইভাবে আশ্বাস দিয়ে আস্তিক সর্পদের

রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞশালার দিকে রওনা হলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে দেখলেন সূর্য এবং অগ্নিসম সভাসদ দ্বারা যজ্ঞশালা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। দ্বাররক্ষক তাঁকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিল না। তিনি তখন ভেতরে প্রবেশ করার জন্য যজ্ঞের স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর যজ্ঞস্তুতি শুনে জনমেজয় তাঁকে যজ্ঞে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। আস্তিক যজ্ঞ-মণ্ডপে প্রবেশ করে

যজমান, ঋত্বিক, সভাসদ এবং অগ্নির আরও স্তুতি করতে লাগলেন।

আস্তিকের স্তুতি শুনে রাজা, সভাসদ, ঋত্বিক এবং অগ্নি সকলেই প্রসন্ন হলেন। সকলের মনোভাব বুঝে জনমেজয় বললেন—'যদিও এ বালক, কিন্তু এর কথা যে কোনো অভিজ্ঞ বৃদ্ধেরই মতো। আমি একে বালক নয়, কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেই মনে করি। আমি একে বর দিতে চাই, এ বিষয়ে আপনাদের কী মত ?' সভাসদেরা বললেন—'ব্রাহ্মণ যদি বালকও হয়ে থাকেন, তাহলেও তিনি রাজার কাছে সম্মানীয়। তার ওপর যদি বিদ্বান হন, তাহলে তো বলার কিছু নেই। সুতরাং আপনি এই বালক যা চায় তা দিতে পারেন।' জনমেজয় বললেন—'আপনারা যথাসম্ভব চেষ্টা করুন যাতে আমার এই কাজ ঠিক মতো শেষ হয় এবং তক্ষক নাগ অগ্নিকুণ্ডে এসে পড়ে। সে-ই আমার প্রধান শত্রু।' ঋত্বিকেরা বললেন—'অগ্নিদেব বলেছেন তক্ষক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছে। ইন্দ্র তক্ষককে অভয় দিয়েছেন।' জনমেজয় দুঃখিত হয়ে বললেন—'আপনারা এমন মন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞ করুন যাতে ইন্দ্র-সহ তক্ষক নাগ এসে অগ্নিতে ভস্ম হয়ে যায়।' জনমেজয়ের কথা শুনে যজ্ঞ হোতারা আহুতি দিতে থাকলেন। সেইসময় আকাশে ইন্দ্র ও তক্ষককে দেখা গেল। ইন্দ্র সেই যজ্ঞ দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে তক্ষককে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। তক্ষক প্রতিমুহূর্তে অগ্নির সমীপ হতে থাকল। তখন ব্রাহ্মণেরা বললেন—'রাজন্ ! আপনার কাজ ঠিক মতো চলছে। এই ব্রাহ্মণকে এবার বর দিন।'

জনমেজয় বললেন—'ব্রাহ্মণকুমার ! তোমার মতো সৎপাত্রকে আমি উপযুক্ত বর দিতে চাই। এখন তোমার যা ইচ্ছা, প্রসন্ন মনে চেয়ে নাও। যত শক্তই হোক আমি তোমাকে তা প্রদান করব।' আস্তিক যখন দেখলেন তক্ষক অগ্নিকুণ্ডে প্রায় পড়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি বললেন—'রাজন্ ! আমাকে এই বর প্রদান করুন যে আপনার এই যজ্ঞ এখনই বন্ধ হোক এবং তাতে পড়তে থাকা সব সর্প যেন রক্ষা পায়।' এতে জনমেজয় একটু অপ্রসন্ন হয়ে বললেন—'ওহে ব্রাহ্মণ ! তুমি সোনা-রূপা-গোধন অথবা তোমার ইচ্ছানুসারে অন্য যে কোনো বস্তু চেয়ে নাও। আমার ইচ্ছা এই যজ্ঞ যেন বন্ধ না হয়।' আস্তিক বললেন—'আমার সোনা-রূপা অথবা অন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন নেই ; আমার মাতৃকুলের কল্যাণের নিমিত্ত আপনার এই যজ্ঞ আমি বন্ধ করতে চাই।' জনমেজয় বার বার তাঁর কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু আস্তিক অন্য কোনো বর চাইতে রাজি হলেন না। তখন সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে বলতে লাগলেন—'এই ব্রাহ্মণ যা চাইছেন, একে তাই দেওয়া উচিত।'

শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—'সূতনন্দন ! ওই যজ্ঞে তো অনেক বড় বড় বিদ্বান ছিলেন। কিন্তু আস্তিকের সঙ্গে কথা বলার সময় তক্ষক কেন অগ্নিতে পড়েননি, তার কী কারণ ? তাঁরা কি মন্ত্র বুঝতে পারেননি ?'

উগ্রশ্রবা বললেন—ইন্দ্র ছেড়ে দেওয়ামাত্র তক্ষক

মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। আস্তিক তিন বার 'দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! দাঁড়াও !' বলতে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে আটকে ছিলেন, অগ্নি কুণ্ডে পতিত হননি।' শৌনক ! সভাসদগণ বারংবার বলায় জনমেজয় বললেন—'ঠিক আছে ! আস্তিকের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এই যজ্ঞ সমাপ্ত করো। আস্তিক প্রসন্ন হোক। আমাদের সূত যা বলেছিলেন তাও সত্য হোক।' জনমেজয়ের মুখে এই কথা শুনে সকলে আনন্দ প্রকাশ করে উঠলেন। সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাজা, ঋত্বিক এবং অন্য সভাসদগণকে ও

ব্রাহ্মণদের অনেক দানধ্যান করলেন। যে সূত যজ্ঞ বন্ধ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁকেও যথোচিত সৎকার করলেন। যজ্ঞান্তে পুণ্যস্নান করে আস্তিকের সম্মান ও সৎকার করে তাঁকে সর্বপ্রকারে প্রসন্ন করে বিদায় জানালেন। যাবার সময় জনমেজয় তাঁকে তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করে রাখলেন। আস্তিক তাঁকে 'তথাস্তু' বলে বিদায় নিলেন। তারপরে তিনি মাতুলালয়ে গিয়ে মাতা জরৎকারুকে সবিস্তারে সব জানালেন। সেই সময় বাসুকি নাগের সভা সেই সব সর্পে পরিপূর্ণ ছিল, যারা জনমেজয়ের যজ্ঞ থেকে বেঁচে ফিরেছিল। আস্তিকের মুখে সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে আস্তিককে বলল—'পুত্র ! তোমার ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করো।' তারা বারংবার বলতে লাগল—'পুত্র ! তুমি আমাদের মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছো। আমরা তোমার কাজে অত্যন্ত খুশি হয়েছি, বলো তোমার জন্যে আমরা কী করতে পারি ?' আস্তিক বললেন—'আমি আপনাদের কাছে এই বর প্রার্থনা করি যে, যে কোনো ব্যক্তি সন্ধ্যা ও সকালে প্রসন্ন চিত্তে এই ধর্মময় উপাখ্যান পাঠ করবে, তার যেন সর্প থেকে কোনো ভয় না থাকে।' তার কথা শুনে সকলেই প্রসন্ন হয়ে বলতে লাগল—'প্রিয়বর ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমরা প্রসন্ন চিত্তে স্নেহসহকারে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। যে ব্যক্তি অসিত, আর্তিমান এবং সুনীথ মন্ত্রগুলির মধ্যে যে কোনো একটি দিনে বা রাত্রে পাঠ করবে, তার সর্প হতে কোনো ভয় থাকবে না। সেই মন্ত্রগুলি এইপ্রকার'—

যো জরৎকারুণা জাতো জরৎকারৌ মহাযশাঃ।
আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোঽভ্যরক্ষত।
তং স্মরন্তং মহাভাগা ন মাং হিংসিতুমর্হথ॥

(৫৮।২৪)

'জরৎকারু ঋষির ঔরসে জরৎকারু নামক নাগকন্যার গর্ভে আস্তিক নামে এক যশস্বী ঋষি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সর্পযজ্ঞে তোমাদের সকল সর্পকে রক্ষা করেন। হে মহাভাগ্যবান সর্পকুল ! আমি তাঁকে স্মরণ করছি। তোমরা আমাকে দংশন কোরো না।'

সর্পাপসর্প ভদ্রং তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ।
জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর॥

(৫৮।২৫)

'হে মহাবিষধর সর্প ! তুমি চলে যাও, তোমার কল্যাণ হোক, জনমেজয়ের যজ্ঞের সমাপ্তিকালে আস্তিক যা বলেছিল, তাই স্মরণ করো।'

আস্তীকস্য বচঃ শ্রুত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ততে।
শতধা ভিদ্যতে মূর্ধ্নি শিংশবৃক্ষফলং যথা॥ (৫৮।২৬)

'যেসব সর্প আস্তিকের শপথ বাক্য মেনে ফিরে যাবে না, তার ফণা শিশুবৃক্ষফলের ন্যায় শতধাবিভক্ত হবে।'

ধার্মিক শিরোমণি আস্তিক ঋষি এইভাবে সর্পযজ্ঞ থেকে সর্পদের রক্ষা করেছিলেন। শরীরের প্রারব্ধ পূর্ণ হলে পুত্র-পৌত্র রেখে আস্তিক স্বর্গাগমন করেন। যিনি আস্তিক চরিত্র পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাঁর আর সর্পভয় থাকে না।

—— o ——

## বেদব্যাসের আদেশে বৈশম্পায়ন দ্বারা মহাভারতের কথা আরম্ভ করা

শৌনক বললেন—'সূতনন্দন ! মহাভারতের কথা অত্যন্ত পবিত্র। এতে পাণ্ডবদের যশকীর্তন করা হয়েছে। সর্পযজ্ঞের পরে জনমেজয়ের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বৈশম্পায়নকে এই কথা জনমেজয়কে শোনাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমরা এখন সেই কাহিনী শুনতে চাই। ভগবান ব্যাসের মনসমুদ্র থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এই কাহিনী সর্বরত্নময়। আপনি সেই কাহিনী বলুন।'

উগ্রশ্রবা বললেন—শৌনক ! ভগবান বেদব্যাস রচিত মহাভারতের কাহিনী আমি আপনাদের প্রথম থেকেই শোনাব। এটি বর্ণনা করতে আমার বড়ই আনন্দ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন জানতে পারলেন যে, রাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করার জন্য দীক্ষা নিয়েছেন, তখন তিনি সেখানে গেলেন। ভগবান ব্যাসের জন্ম শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে যমুনা তটে হয়েছিল। তিনি পাণ্ডবদের পিতামহ। তিনি জন্মগ্রহণ করে স্বেচ্ছায় বয়োপ্রাপ্ত হলেন এবং বেদাদি সর্বশাস্ত্র ও ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করলেন। তিনি যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, তা কারোর দ্বারাই তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, এর দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। অখণ্ড বেদকে চার ভাগে তিনিই ভাগ করেছিলেন। তিনি মহাব্রহ্মর্ষি, ত্রিকালদর্শী, সত্যব্রত,

পরমপবিত্র এবং সগুণ-নির্গুণ স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কৃপাতেই পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিষ্য সহ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে রাজর্ষি জনমেজয় তাঁর সভাসদদের

নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং শিষ্টাচার সহকারে তাঁকে মণ্ডপে নিয়ে এলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সুবর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে বিধিপূর্বক তাঁর পূজা করলেন। তাঁর বংশের আদি পুরুষকে পাদ্য-অর্ঘ্য, আচমন এবং গোধন প্রদান করে জনমেজয় অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। তাঁরা দুজনেই দুজনের কুশল সমাচার আদান-প্রদান করলেন। সভাসদগণ সকলেই মহামতি ব্যাসের যথাযোগ্য পূজা ও সৎকার করলেন।

জনমেজয় তারপরে সভাসদগণকে নিয়ে হাত জোড় করে ব্যাসের কাছে গিয়ে বললেন—'ভগবান ! আপনি কৌরব এবং পাণ্ডবদের দেখেছেন। আমার ইচ্ছা আপনার কাছ থেকে ওঁদের সম্বন্ধে কিছু শুনি। তাঁরা তো খুব ধর্মাত্মা ছিলেন, তাহলে তাঁদের কেন এমন অবনমন হল ? কীজন্য এই মহাসংগ্রাম হল ? এর জন্যই তো বহু প্রাণী ধ্বংস হয়ে গেল। নিশ্চয়ই কোনো দৈবকারণবশত তাঁদের মন যুদ্ধে অগ্রহী হয়েছিল। আপনি কৃপা করে আমাদের সেই সমগ্র কাহিনী বলুন।' এই কথা শুনে বেদব্যাস তাঁর পাশে উপবিষ্ট নিজ শিষ্য বৈশম্পায়নকে বললেন—'বৈশম্পায়ন ! কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যে তিক্ততা হয়েছিল, তা তুমি আমার কাছে শুনেছ। তুমি এখন জনমেজয়কে সেই সব শোনাও।' নিজ গুরুদেবের নির্দেশ শুনে সেই পরিপূর্ণ সভায় বৈশম্পায়ন বলতে শুরু করলেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—আমি সংকল্প, বিচার এবং সমাধির দ্বারা গুরুদেবকে প্রণাম জানাই এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্মান জানিয়ে পরম জ্ঞানী ভগবান ব্যাসের কথা শোনাচ্ছি। ভগবান ব্যাস রচিত এই ইতিহাস অত্যন্ত পবিত্র ও বিস্তৃত। তিনি পুণ্যাত্মা পাণ্ডবদের চরিত্র এক লক্ষ শ্লোকে বর্ণনা করেছেন, এর বক্তা ও শ্রোতা ব্রহ্মলোকে গমন করে দেবতাদের সমকক্ষতা লাভ করেন। এই পবিত্র এবং উত্তম পুরাণ বেদ-তুল্য, শ্রবণীয় কাহিনীর মধ্যে সর্বোত্তম এবং বিখ্যাত ঋষিগণ এর প্রশংসা করেছেন। এই ইতিহাস-গ্রন্থে অর্থ এবং কাম- প্রাপ্তির ধর্মানুকূল উপায়ও কথিত আছে আর এর দ্বারা মোক্ষতত্ত্ব জানার উপযুক্ত জ্ঞানও লাভ করা যায়। এটির শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা মানুষ সকল পাপ হতে মুক্তিলাভ করে। এই ইতিহাসের নাম হল 'জয়'। জগতে পরম বিজয় অর্থাৎ কল্যাণপ্রাপ্তির ইচ্ছা যাঁরা করেন তাঁদের এই ইতিহাস অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত। এটি ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র—সব কিছুর সমাহার। যে এর শ্রবণ-বর্ণন করে, তার পুত্র সেবক এবং সেবক প্রভুভক্ত হয়ে ওঠে। যে এটি শ্রবণ করে, তার বাচিক, মানসিক ও শারীরিক পাপ দূর হয়ে যায়। এতে ভরতবংশীয়দের মহান জন্মের কীর্তন করা হয়েছে, তাই এর নাম মহাভারত। যে ব্যক্তি ব্যুৎপত্তিযুক্ত নামের অর্থ জানতে পারে, সে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিদিন সকালে উঠে স্নান-পূজা ইত্যাদি সমাপন করে মহাভারত রচনা করতেন, তিন বছর এইভাবে কাজ করার পর এটি সম্পূর্ণ হয়। তাই ব্রাহ্মণদেরও নিয়ম করে সময় মতো এটি শ্রবণ ও বর্ণনা করা উচিত। সমুদ্র এবং সুমেরু যেমন রত্নের খনি, এই গ্রন্থও তেমনই কথা ও কাহিনীর মূল-স্বরূপ। মহাভারত দান করলে সমগ্র পৃথিবী দানের ফল পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার উপযোগিতা সর্বকালেই বর্তমান। যা নেই মহাভারতে, তা নেই ভারতে বা পৃথিবীতে। অতএব, আপনারা আমার এই মহাভারতের উপাখ্যান মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

—o—

## পৃথিবীর ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে দেবতাদের অবতারত্ব গ্রহণ করার স্থির সিদ্ধান্ত

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! জামদগ্নিপুত্র পরশুরাম একুশ বার পৃথিবীর ক্ষত্রিয়দের বধ করেছিলেন। তারপর তিনি মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে তপস্যারত হন। ক্ষত্রিয়

সংহার হওয়ার পর তাঁদের বংশরক্ষা হয় তপস্বী, ত্যাগী এবং সংযমী ব্রাহ্মণদের সাহায্যে। কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষত্রিয় রাজা পুনঃস্থাপিত হয়। ক্ষত্রিয়গণ ধর্মপূর্বক প্রজাপালন করায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমধর্মীগণ সুখী হন। রাজাগণ কাম-ক্রোধাদি দোষ বিমুক্ত হয়ে ধর্মানুসারে শাসন ও পালন করতে থাকেন। সময়মতো ঋতু পরিবর্তন হত, অকালমৃত্যু ছিল না এবং যুবকাবস্থার পূর্বে কেউই নারী-সংসর্গের কথা চিন্তা করত না। ক্ষত্রিয়গণ বড় বড় যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিণা দিতেন এবং ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণ ত্রিকাণ্ড বেদ পঠন-পাঠন করতেন। সেই সময় কেউই অর্থের বিনিময়ে অধ্যাপনা করতেন না। শূদ্রদের শুনিয়ে কেউ বেদ উচ্চারণ করতেন না। বৈশ্যেরা অন্যের দ্বারা বলদের সাহায্যে চাষবাস করতেন। নিজেরা বলদের কাঁধে জোয়াল রাখতেন না এবং কোনো গাছ দুর্বল হলেও কেটে ফেলতেন না। গো-বৎস্য যতদিন মাতৃদুগ্ধ পান করত, ততদিন সেই গাভীর দুধ দোহন করা হত না। ব্যবসায়ীগণ লাভের আশায় তাঁদের ব্যবসায়ে কোনো কারচুপি করতেন না। সকলেই নিজ বর্ণ, আশ্রম ও ধর্ম অনুযায়ী অধিকার অনুসারে নিজ নিজ কাজ করতেন। ধর্ম-হানির কোনো প্রসঙ্গই আসত না। গাভী এবং স্ত্রীজাতির যথাসময়ে সন্তান হত। ফল-ফুল-লতা সবই সময়মতো পল্লবিত হত। সেই সময় ছিল সত্যযুগ।

এই আনন্দপূর্ণ সময়কালে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে থেকে রাক্ষসের প্রাদুর্ভাব হতে থাকল। সেই সময় দেবতাগণ বারংবার যুদ্ধে দৈত্যদের পরাজিত করে ঐশ্বর্যচ্যুত করেছিলেন। তারা শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, এমনকী বলদ, ঘোড়া, গাধা, উট, মহিষ এবং হরিণের মধ্যেও জন্ম নিয়েছিল। পৃথিবী তাদের ভারে ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। দৈত্য-দানবেরা মদোন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল হয়েও রাজা হতে থাকল। তারা নানা প্রকার রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি এবং প্রজাকুলকে পীড়িত করতে থাকে। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় পীড়িত ও উদ্বিগ্ন প্রজাকুল ব্রহ্মার শরণাগত হলেন। সেইসময় পৃথিবী এত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে শেষনাগ, কচ্ছপ এবং দিগ্‌গজও সেই ভার বহনে অসমর্থ হয়ে পড়ে। প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন শরণাগত পৃথিবীকে বললেন, 'দেবী ! তুমি যে কাজের জন্য আমার কাছে এসেছ, আমি সকল দেবতাকে সেই কাজে নিযুক্ত করব।' পৃথিবী ফিরে গেলেন।

ব্রহ্মা তখন দেবতাদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য নিজ নিজ অংশে পৃথকভাবে পৃথিবীতে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করো।' তারপর তিনি গন্ধর্ব ও অপ্সরাদেরও ডেকে বললেন, 'তোমরাও ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ অংশে জন্মগ্রহণ করো।' সকল দেবতাই ভগবান ব্রহ্মার সত্য, হিতকারক এবং প্রয়োজন অনুকূল উপদেশ স্বীকার করে নিলেন। তারপর সকলেই শত্রুনাশক ভগবান নারায়ণের কাছে যাবার জন্য বৈকুণ্ঠ যাত্রা করলেন। প্রভুর করকমলে চক্র এবং গদা ; তাঁর দেহবর্ণ নীল এবং তিনি পীতবস্ত্র পরিহিত ; তাঁর উচ্চ বক্ষঃস্থল এবং মোহময় নেত্র। তাঁর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন বিরাজমান, তিনি সর্বশক্তিমান এবং সকলের প্রভু। সকল

দেবতাই তাঁর পূজা করেন। ইন্দ্র তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন যে, 'আপনি পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য অবতার রূপ গ্রহণ করুন।' ভগবান 'তথাস্তু' বলে তা মেনে নিলেন। ইন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে অবতার গ্রহণ প্রসঙ্গে পরামর্শ করলেন, সেই অনুসারে দেবতাদের নির্দেশ দিলেন। তখন দেবতারা প্রজাদের কল্যাণ এবং রাক্ষসদের বিনাশের জন্য ক্রমশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে লাগলেন। তাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মর্ষি বা রাজর্ষি বংশে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্য-খাদক অসুরদের সংহার করতে থাকলেন। তাঁরা শিশুকাল থেকেই এত বলশালী হয়ে উঠতেন যে, অসুরগণ তাঁদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারত না।

—o—

## দেবতা, দানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীর উৎপত্তি

জনমেজয় বললেন—প্রভু ! আমি দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মানুষ, যক্ষ, রাক্ষস এবং সমস্ত প্রাণীদের উৎপত্তির কথা শুনতে চাই। আপনি কৃপাপূর্বক উৎপত্তি থেকেই তার বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—বেশ তাই হবে। আমি স্বয়ম্ প্রকাশ ভগবানকে প্রণাম করে দেবতাদির উৎপত্তি ও নাশের কথা বলছি। ভগবান ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতুর কথা তো তুমি জানোই। মরীচির পুত্র ছিলেন কশ্যপ এবং কশ্যপ থেকেই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়েছে। দক্ষ প্রজাপতির তেরোজন কন্যা, তাঁদের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রাধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু। এঁদের থেকে উৎপন্ন পুত্র-পৌত্রাদির সংখ্যা অত্যধিক। অদিতি থেকে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হলেন। তাঁদের নাম—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু। এঁদের সর্বকনিষ্ঠ বিষ্ণু গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। দিতির এক পুত্র ছিলেন, নাম হিরণ্যকশিপু। তাঁর পাঁচ পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি এবং বাস্কল। প্রহ্লাদের তিন পুত্র—বিরোচন, কুম্ভ, নিকুম্ভ। বিরোচনের পুত্র বলি আর বলির পুত্র বাণাসুর। বাণাসুর ভগবান শিবের মহান সেবক, তাই মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ। দনুর চল্লিশটি পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ বিপ্রচিত্তি যশস্বী রাজা ছিলেন। দানবেরা সংখ্যায় অত্যন্ত বেশি। সিংহিকার পুত্র রাহু সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে। ক্রোধার থেকে সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্রপ্রমর্দন প্রমুখ পুত্র-পৌত্রাদি জন্মায়। ক্রোধবশ নামে এক গণও জন্মায়। দনায়ুর চার পুত্র— বিক্ষর, বল, বীর এবং বৃত্রাসুর। কালার পুত্রগণ বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, ক্রোধশত্রু এবং কালকেয় প্রমুখ নামে প্রসিদ্ধ হয়।

অসুরদের গুরু ও পুরোহিত শুক্রাচার্য জন্মগ্রহণ করেন ভৃগু ঋষির ঔরসে। তাঁর চার পুত্র ; এঁদের মধ্যে ত্বষ্টাধর এবং অত্রি প্রধান, তাঁরাই অসুরদের যাগযজ্ঞ করাতেন। অসুর ও সুরবংশীয়দের উৎপত্তি পুরাণ অনুসারেই হয়েছিল। এঁদের পুত্র-পৌত্র সংখ্যায় এত যে তা গণনায় আনা সম্ভব নয়। তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ, আরুণি এবং বারুণি—এদের বলা হয় বৈনতেয়। শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, ভুজঙ্গম, কূর্ম, কুলিক প্রভৃতি সর্পগণ হল কদ্রুর পুত্র। ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, নারদ প্রমুখ ষোড়শ দেব-গন্ধর্ব হলেন কাশ্যপ-পত্নী মুনির পুত্র। এঁরা সকলেই অত্যন্ত কীর্তিমান, বলবান এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। প্রাধা নামক দক্ষকন্যার গর্ভে অনবদ্যা, মনুবংশা ইত্যাদি কন্যাগণ এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হি প্রমুখ দেবগন্ধর্ব জন্মগ্রহণ করেন। প্রাধার থেকেই অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা, সুপ্রিয়া প্রমুখ অপ্সরা এবং অতিবাহু, হাহা, হুহু এবং তুম্বুরু—এই চার গন্ধর্ব জন্মগ্রহণ করেন। কপিলার থেকে জন্ম নেয় গাভী, ব্রাহ্মণ, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ। আমি তোমাকে সকলের উৎপত্তির কথা শোনালাম। এর মধ্যে সর্প, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ, গাভী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সবই আছে।

ব্রহ্মার মানসপুত্র ছয় ঋষির নাম আগেই বলা হয়েছে, তাঁর সপ্তম পুত্রের নাম স্থাণু। স্থাণুর পরম তেজস্বী এগারোজন পুত্র ছিল—মৃগব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু এবং ভব। এঁদের বলা হয় একাদশ রুদ্র। অঙ্গিরার তিন পুত্র—বৃহস্পতি, উতথ্য এবং সংবর্ত। অত্রির বহুপুত্র ছিল। পুলস্ত্যের পুত্রগণ হল—রাক্ষস, বানর, কিন্নর ও যক্ষ। পুলহের—শলভ, সিংহ, কিম্পুরুষ, ব্যাঘ্র, যক্ষ

এবং ঈহামৃগ (ভেড়া) জাতের পুত্র জন্ম নেয়। ক্রতুর পুত্র হল বালখিল্য। ভগবান ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুলি থেকে দক্ষ এবং বাম অঙ্গুলি থেকে তাঁর পত্নীর জন্ম হয়। সেই পত্নীর গর্ভে দক্ষের পাঁচশত কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্র নাশ হওয়ায় প্রজাপতি দক্ষ তাঁর কন্যাদের এই শর্তে বিবাহ দেন যে, তাঁদের প্রথম পুত্র দক্ষ পাবেন। তাঁর দশটি কন্যার বিবাহ হয় ধর্মের সঙ্গে, সাতাশজন কন্যার বিবাহ হয় চন্দ্রের সঙ্গে, তেরোজনকে কশ্যপ ঋষি বিবাহ করেছিলেন। ধর্মের দশ পত্নীর নাম এইপ্রকার—কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি। ধর্মের দ্বার-স্বরূপ বলে এঁদের ধর্মপত্নী বলা হয়। সাতাশটি নক্ষত্র চন্দ্রের পত্নী, এঁরা সময়ের সঙ্কেত দেন।

ভগবান ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির পুত্র আট বসু—ধর, ধ্রুব, সোম, অহ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ এবং প্রভাস। ধর এবং ধ্রুবের মায়ের নাম ধূম্রা, সোমের মা মনস্বিনী, অহের মা হলেন রতা, অনিলের মা শ্বসা, অনলের মা শাণ্ডিল্য এবং প্রত্যূষ ও প্রভাসের মায়ের নাম ছিল প্রভাতা। ধরের দুই পুত্র—দ্রবিণ এবং হুতহব্যবহ। ধ্রুবের পুত্র কাল ; সোমের পুত্র বর্চা, বর্চার শিশির, প্রাণ ও রমণ নামক তিন পুত্র। অহের চার পুত্র—জ্যোতি, শম, শান্ত এবং মুনি। অনলের পুত্র কুমার। কৃত্তিকা এঁর মাতৃত্ব স্বীকার করায় ইনি কার্তিকেয় নামেও পরিচিত। তাঁর তিন পুত্র—শাখ, বিশাখ এবং নৈগমেয়। অনিলের পত্নী শিবার গর্ভে দুই পুত্র জন্মায়—মনোজব এবং অবিজ্ঞাতগতি। প্রত্যূষের পুত্র হলেন দেবল ঋষি। দেবল ঋষির দুই পুত্র—ক্ষমাবান এবং মনীষী। বৃহস্পতির দুই ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী এবং যোগিনী, এঁরা প্রভাসের পত্নী। এঁদের থেকেই দেবতাদের কারিগর বিশ্বকর্মার জন্ম হয়। ইনিই দেবতাদের ভূষণ এবং বিমান নির্মাণ করেন। মানুষও তাঁর কারিগরী বিদ্যা নিয়ে নিজের জীবিকা গড়ে তোলে। ভগবান ধর্ম ভগবান ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন থেকে মনুষ্যরূপে প্রকাশমান । এঁর তিন পুত্র— শম, কাম এবং হর্ষ। তাঁদের পত্নীদের ক্রমশ নাম হল— প্রাপ্তি, রতি এবং নন্দা। সূর্যের পত্নী বড়বার (ঘোটকীর) গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। অদিতির দ্বাদশ পুত্রের কথা বলা হয়েছে। এইভাবে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, প্রজাপতি এবং বষট্‌কার—এঁরা হলেন প্রধান তেত্রিশ প্রকার (কোটি) দেবতা। এদের গণও আছে—যেমন রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, বসুগণ, ভার্গবগণ এবং বিশ্বদেবগণ। গরুড়, অরুণ এবং বৃহস্পতির গণনা আদিত্যর মধ্যেও করা হয়। অশ্বিনীকুমার, ওষধি এবং পশু ইত্যাদিকে গুহ্যকগণে গণনা করা হয়। এই দেবতাদের কীর্তন করলে সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়।

মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয় থেকে প্রকটিত হয়েছিলেন। ভৃগুর শুক্রাচার্য ছাড়াও চ্যবন নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি মাতাকে রক্ষা করার জন্য গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পত্নী ছিলেন আরুষি, তাঁর গর্ভে ঔর্ব জন্মগ্রহণ করেন। ঔর্বের পুত্র ঋচীক, ঋচীকের পুত্র জামদগ্নি। জামদগ্নির চার পুত্রের মধ্যে পরশুরাম সর্বকনিষ্ঠ হলেও গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি শাস্ত্র এবং শস্ত্রকুশলও ছিলেন। এই পরশুরামই ক্ষত্রিয়কুলের নাশক। ব্রহ্মার ধাতা ও বিধাতা নামে আরও দুই পুত্র ছিলেন। তাঁরা মনুর সঙ্গে থাকতেন। কমলবাসিনী লক্ষ্মী তাঁর ভগিনী। শুক্রের কন্যা দেবী, বরুণের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র হল বল এবং কন্যার নাম সুরা। প্রজারা যখন অন্নের লোভে একে অন্যের খাদ্য খেয়ে নিচ্ছিল তখন এই সুরা থেকেই অধর্মের উৎপত্তি হয়, যার থেকে সমস্ত প্রাণী নাশ হয়ে যায়। অধর্মের পত্নী নির্ঋতি, তার হল তিনটি ভয়ঙ্কর পুত্র—ভয়, মহাভয় এবং মৃত্যু। মৃত্যুর কোনো স্ত্রী বা পুত্র নেই।

তাম্রার পাঁচটি কন্যা—কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী এবং শুকী। কাকীর গর্ভে উলুক, শ্যেনীর গর্ভে বাজ, ভাসীর গর্ভে কুকুর এবং শকুন, ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে হংস-কলহংস এবং চক্রবাক এবং শুকীর গর্ভে তোতা জন্মগ্রহণ করে। ক্রোধার নয় জন কন্যা জন্মায়—মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভি এবং সুরসা। মৃগী থেকে মৃগ, মৃগমন্দা থেকে ভালুক এবং সৃমর (ছোট জাতির মৃগ), ভদ্রমনা থেকে ঐরাবত হাতি, হরী থেকে ঘোড়া, বানর এবং গোরুর ন্যায় পুচ্ছসম্পন্ন অন্য পশু এবং শার্দূলী থেকে সিংহ, বাঘ এবং গণ্ডার উৎপন্ন হয়। মাতঙ্গী থেকে সর্বপ্রকার হাতি এবং শ্বেতা থেকে শ্বেত দিগ্‌গজ উৎপন্ন হয়েছে। সুরভির চার কন্যা—রোহিণী, গন্ধর্বী, বিমলা এবং অনলা। রোহিণী থেকে গাভী-বলদ, গন্ধর্বী থেকে ঘোড়া, অনলা থেকে খেজুর, তাল, হিন্তাল, সুপারী, নারকেল ইত্যাদি সাত পিণ্ডফলসম্পন্ন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। অনলার কন্যা শুকী তোতাদের জননী। সুরসা থেকে কঙ্ক পক্ষী এবং নাগেদের উৎপত্তি হয়েছে। অরুণের পত্নী শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ুর জন্ম। কদ্রুর থেকে যে

নাগেদের উৎপত্তি তা আগেই বলা হয়েছে। এইভাবে প্রধান সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির বর্ণনা করা হয়েছে। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করলে পাপীরা পাপ হতে মুক্ত হয় এবং সর্বজ্ঞতা লাভ করে ও দেহান্তে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।

---

## দেবতা, দানব প্রমুখের মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ এবং কর্ণের উৎপত্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! আমি এবার কোন কোন দেবতা ও দানব কোন কোন মানুষের রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর বর্ণনা করছি। দানবরাজ বিপ্রচিত্তি জরাসন্ধ এবং হিরণ্যকশিপু শিশুপাল হয়ে জন্মেছিলেন। সংহ্রাদ শল্যরূপে এবং অনুহ্রাদ ধৃষ্টকেতু হয়ে জন্মেছিলেন। শিবি দৈত্য দ্রুমরাজার রূপে এবং বাস্কল ভগদত্ত হয়ে জন্মেছিলেন। কালনেমি দৈত্যই কংস রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ভরদ্বাজ মুনির ঔরসে বৃহস্পতির অংশ থেকে দ্রোণাচার্যের জন্ম হয়, ইনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, উত্তম শাস্ত্রবেত্তা এবং অত্যন্ত তেজস্বী। তাঁর ঔরসে মহাদেব, যম, কাল এবং ক্রোধের সম্মিলিত অংশ থেকে মহাবলী অশ্বত্থামার জন্ম হয়েছিল। বশিষ্ঠ ঋষির শাপ এবং ইন্দ্রের নির্দেশে অষ্টবসু রাজর্ষি শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জন্ম নেন। ভীষ্ম ছিলেন তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন কৌরবদের রক্ষক, বেদবিদ জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ বক্তা। তিনি ভগবান পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। রুদ্রের এক গণ কৃপাচার্য রূপে অবতরণ করেছিলেন। দ্বাপরযুগের অংশে শকুনির জন্ম। মরুদ্‌গণের অংশে জন্ম নিয়েছিলেন বীরবর সত্যবাদী সাত্যকি, রাজর্ষি দ্রুপদ, কৃতবর্মা এবং রাজা বিরাট। অরিষ্টের পুত্র হংস নামক গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র রূপে জন্ম নিয়েছিলেন এবং তাঁর ছোট ভাই পাণ্ডু রূপে। সূর্যের অংশ ধর্মই বিদুর নামে প্রসিদ্ধ। কুরুকুল কলঙ্ক দুর্যোধন দুরাত্মা কলিযুগের অংশ থেকেই জন্ম নেন। তিনি নিজেদের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে পৃথিবীকে ভস্ম করে দেন। পুলস্ত্যবংশের রাক্ষসেরা দুর্যোধনের শত ভ্রাতা রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের আর এক পুত্র যুযুৎসু, বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অন্য ভাইদের মতো ছিলেন না। যুধিষ্ঠির ধর্ম, ভীমসেন বায়ু, অর্জুন ইন্দ্র এবং নকুল-সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রের পুত্র বর্চা অভিমন্যু রূপে জন্ম নেন। বর্চার জন্মের সময় চন্দ্র দেবতাদের বলেছিলেন, 'আমি আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে পাঠাতে চাই না, যদিও জানি এই কাজে দ্বিধা করা উচিত নয়। অসুরদের বধ করা তো আমাদেরই কাজ। তাই বর্চা মানুষ রূপে যাবে নিশ্চয়ই কিন্তু বেশি দিন থাকবে না। ইন্দ্রের অংশে নরাবতার অর্জুন জন্মাবেন, যাঁর সঙ্গে নারায়ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুত্ব করবেন। আমার পুত্র অর্জুনের পুত্র রূপে জন্ম নেবে। নর-নারায়ণের অনুপস্থিতিতে আমার পুত্র চক্রব্যূহ ভেদ করবে এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে মহারথীদের ধরাশায়ী করবে। সারাদিন যুদ্ধের পর সন্ধ্যার সময় সে আমার কাছে ফিরে আসবে। এরই পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, সে হবে কুরুকুলের বংশধর। সকল দেবতাই চন্দ্রের কথা মেনে নিলেন। হে জনমেজয় ! তিনিই আপনার পিতামহ অভিমন্যু। অগ্নির অংশে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং রাক্ষসের অংশে শিখণ্ডীর জন্ম। বিশ্বদেবগণ দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্তি, শতানীকে এবং শ্রুতসেন রূপে জন্মেছিলেন।

বসুদেবের বাবা ছিলেন শূরসেন। তাঁর এক অপরূপ রূপবতী কন্যা ছিল, পৃথা। শূরসেন অগ্নির সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রথম সন্তানকে তাঁর পিসিমার সন্তানহীন পুত্র কুন্তিভোজের নিকট সমর্পণ করবেন ; পৃথাই ছিলেন শূরসেনের প্রথম সন্তান, তাই তিনি পৃথাকে কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করেন। বালিকাবয়সে, পৃথা যখন কুন্তিভোজের কাছে থাকতেন, তখন তিনি সাধু ও অতিথিদের সেবা-সৎকার করতেন। একবার দুর্বাসা মুনি সেখানে আতিথ্য স্বীকার করেন এবং পৃথার সেবায় জিতেন্দ্রিয় মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তিনি পৃথাকে এক মন্ত্র শিখিয়ে বললেন—'কল্যাণী ! আমি তোমার সেবায় প্রসন্ন হয়েছি। তোমাকে আমি যে মন্ত্র বলে দিলাম, তার সাহায্যে তুমি যে কোনো দেবতাকে আবাহন করতে সক্ষম হবে এবং তাঁর কৃপায় পুত্রলাভ করতে পারবে।' দুর্বাসার কথায় পৃথা অত্যন্ত কৌতূহলী হলেন। তিনি এক নির্জন স্থানে

গিয়ে সূর্যদেবকে আবাহন করেন। সূর্যদেব তাঁর মন্ত্রে সন্তুষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ পৃথার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর গর্ভোৎপাদন করে অদৃশ্য হয়ে যান। সূর্যের প্রভাবে তাঁর ন্যায় তেজস্বী, কবচ-কুণ্ডল পরিহিত এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিশুর জন্ম হয়। কলঙ্কের ভয়ে পৃথা সেই শিশুকে সকলের অজ্ঞাতে নদীর জলে ভাসিয়ে দেন। অধিরথ নদীর জলে ভেসে যাওয়া শিশুপুত্রটিকে উদ্ধার করে তাঁর স্ত্রী রাধার হাতে সমর্পণ করলে, রাধা তাঁকে নিজ পুত্র রূপে পালন করেন। তাঁরা পুত্রটির নাম রাখেন বসুষেণ, ইনিই পরে কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম এবং বেদবেদাঙ্গ জ্ঞাতা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার, সত্যবাদী, পরাক্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি যখন পূজা করতেন, সেই সময় কোনো ব্রাহ্মণ এসে তাঁর কাছে যা চাইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাই দিয়ে দিতেন।

একদিন, কর্ণ যখন পূজা করছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত প্রজা এবং নিজ পুত্র অর্জুনের হিতার্থে ব্রাহ্মণের বেশধারণ করে সেখানে এলেন এবং কর্ণের অঙ্গের কবচ-কুণ্ডল, যা তিনি সঙ্গে নিয়ে জন্মেছিলেন তা চেয়ে নিলেন। কর্ণ তাঁর শরীর থেকে ছিন্ন করে কবচ ও কুণ্ডল ইন্দ্রকে প্রদান করেন। তাঁর এই উদারতায় প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্র তাঁকে এক বিশেষ শক্তি দান করে বললেন—'হে অজিত ! তুমি এই শক্তিটি দেবতা, অসুর, মানুষ, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস অথবা যে কোনো লোকের ওপর প্রয়োগ করবে, সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হবে।' তখন থেকে তিনি বৈকর্তন নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, দুর্যোধনের মন্ত্রী, সখা এবং শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি সূর্যের অংশে উৎপন্ন হয়েছিলেন। দেবাদিদেব সনাতন পুরুষ ভগবান নারায়ণের অংশে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহাবলী বলদেব শেষনাগের অংশভূত। সনৎকুমার প্রদ্যুম্ন হয়ে জন্মেছিলেন। যদুবংশে আরও অনেক দেবতা মনুষ্য রূপে জন্মেছিলেন। ইন্দ্রের নির্দেশে অপ্সরাদের অংশে ষোলো হাজার নারীর জন্ম হয়। রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী রূপে লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন। দ্রুপদের যজ্ঞকুণ্ড থেকে দ্রৌপদী রূপে ইন্দ্রাণী জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তী ও মাদ্রী রূপে সিদ্ধি ও ধৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা দুজন পাণ্ডবদের মাতা, পৃথাই কুন্তী নামে পরিচিতা। রাজা সুবলের কন্যা মতি গান্ধারী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং রাক্ষসগণ নিজ নিজ অংশে মনুষ্য রূপে জন্ম নিলেন।

—o—

## দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার গান্ধর্ব-বিবাহ

জনমেজয় বললেন—ভগবান ! আপনার শ্রীমুখ থেকে আমি দেবতা, দানবদের অবতার রূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত শুনলাম ; এখন আপনি পূর্বের কথা অনুযায়ী কুরুবংশের কথা শুনিয়ে আমায় ধন্য করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পরম প্রতাপশালী রাজা দুষ্যন্ত ছিলেন পুরুবংশের প্রবর্তক। সমুদ্রবেষ্টিত বহু প্রদেশ এবং ম্লেচ্ছাধীন দেশও তাঁর অধীনে ছিল। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে তাঁর প্রজাদের পালন ও শাসন করতেন। তাঁর রাজ্যে বর্ণসংকর ছিল না। চাষ-বাসের জন্য তেমন কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন হত না। সকলেই ধর্মপথে চলত, কেউই পাপকাজ করত না, তাই ধর্ম-অর্থ স্বতই বিরাজ করত। অনাহার-রোগ অথবা চুরির ভয় ছিল না। সকলেই নিজ কর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং রাজার আশ্রয়ে নির্ভয়ে বসবাস করে নিষ্কাম-ধর্ম পালন করতেন। সময়মতো ঋতু পরিবর্তন হত, পৃথিবী সর্বপ্রকার রত্ন এবং ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, ছল-কপট বা পাষণ্ডভাব তাঁদের স্পর্শ করতে পারত না। দুষ্যন্ত নিজেও ধার্মিক ও বলশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁর এমন শক্তি ছিল যে, গাছপালাসহ মন্দার পর্বতকে তিনি উপড়ে ফেলতে পারতেন। তিনি গদাযুদ্ধের প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, পরিক্ষেপ, অভিক্ষেপ এই চার প্রকার এবং অন্য শস্ত্র বিদ্যাতেও অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ঘোড়া বা হাতির সওয়ারি হিসেবেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি বিষ্ণুর ন্যায় বলবান, সূর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং অক্ষোভ্য ও পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল ছিলেন। নগরবাসী তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন এবং রাজাও ধর্মপালন করে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রজাপালন করতেন।

একদিন রাজা দুষ্যন্ত তাঁর চতুরঙ্গ সেনাসহ গভীর জঙ্গলে গিয়েছিলেন। জঙ্গল পার হবার পর তিনি এক মনোহর উপবনে একটি আশ্রম দেখতে পেলেন। সেখানে বৃক্ষরাজি ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ ছিল। শ্যামল দূর্বাদলে ধরিত্রী মনোহর

রূপ ধারণ করেছিল। পাখিরা মধুর স্বরে গান গেয়ে ফুলের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছিল, কোথাও ভ্রমরকুল গুঞ্জন করছিল। সেই উপবনের শোভা দেখতে দেখতে রাজার দৃষ্টিগোচর হল আশ্রমে যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত রয়েছে। ঋষি, যজ্ঞশালা, পুষ্প এবং জলাশয়ে পূর্ণ সেই আশ্রম অত্যন্ত মনোরম লাগছিল। আশ্রমের সামনে মালিনী নদী তার স্বাদু জল নিয়ে বহমানা। মুনি-ঋষিগণ আসনে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেব-পূজায় আত্মমগ্ন। রাজার মনে হচ্ছিল তিনি যেন ব্রহ্মলোকে এসেছেন। তাঁর এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তৃপ্তির আশা মিটছিল না। রাজা এইভাবে সব দেখতে দেখতে কাশ্যপগোত্রীয় ঋষি কণ্বের আশ্রমে মন্ত্রী ও পুরোহিতসহ প্রবেশ করলেন।

দুষ্যন্ত মন্ত্রী ও পুরোহিতকে দ্বারের কাছে রেখে একাই আশ্রমে এলেন। ঋষি কণ্ব সেইসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রাজা সেখানে কাউকে না দেখে উচ্চস্বরে বললেন—'এখানে কে আছেন ?' দুষ্যন্তের গলা শুনে লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী এক কন্যা তপস্বিনীর বেশে আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি রাজাকে দেখে সসম্মানে বললেন—'আপনাকে স্বাগত।' তারপর আসন ও পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে অতিথি সৎকার করে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। স্বাগত-

সৎকারের পর তপস্বিনী কন্যা মৃদু হাস্যে রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমি আপনার কী সেবা করতে পারি !' রাজা দুষ্যন্ত সর্বাঙ্গসুন্দরী, মধুরভাষিণী কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন—'আমি পরম ভাগ্যশালী মহর্ষি কণ্বের দর্শনলাভের জন্য এসেছি। কৃপা করে বলুন উনি এখন কোথায় ?' শকুন্তলা উত্তর দিলেন—'পিতা ফল-ফুল আহরণ করতে আশ্রমের বাইরে গেছেন। আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, তিনি এসে পড়বেন।' শকুন্তলার অনুপম রূপ-যৌবন দেখে দুষ্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরী, তুমি কে ? কে তোমার পিতা ? তুমি এখানে কেন ? তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছ। আমি তোমার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে চাই।' শকুন্তলা মধুর স্বরে বললেন—'আমি মহর্ষি কণ্বের কন্যা।' রাজা বললেন—'কল্যাণী ! বিশ্ববন্দিত মহর্ষি কণ্ব অখণ্ড ব্রহ্মচারী। ধর্ম তাঁর স্থান থেকে বিচলিত হতে পারেন, কিন্তু কণ্ব নন। তাহলে তুমি কী করে তাঁর কন্যা হলে ?' শকুন্তলা বললেন—'মহারাজ ! এক ঋষি প্রশ্ন করায় আমার পূজনীয় পিতা তাঁকে আমার জন্মের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তাতে আমি জেনেছি যে, যখন পরম তেজস্বী বিশ্বামিত্র তপস্যারত ছিলেন, সেইসময় ইন্দ্র তাঁর তপস্যায় বাধাপ্রদানের উদ্দেশ্যে মেনকা নামক এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। তাঁদের মিলনেই আমার জন্ম। মাতা মেনকা আমাকে সেই বনেই ফেলে রেখে যান, তখন শকুন্তেরা (পক্ষীরা) আমাকে সিংহ, ব্যাঘ্রাদি ভয়ানক পশুর থেকে রক্ষা করে, তাই আমার নাম শকুন্তলা। মহর্ষি কণ্ব আমাকে সেইস্থান থেকে উদ্ধার করে লালন-পালন করেছেন। শরীরের জনক, প্রাণরক্ষক এবং অন্নদাতা—এই তিনজনকেই পিতা বলা হয়। আমি তাই মহর্ষি কণ্বের কন্যা।'

দুষ্যন্ত বললেন—'কল্যাণী ! তুমি যা বললে, তাতে তুমি তো ব্রাহ্মণ কন্যা নও, তুমি রাজকন্যা। অতএব তুমি আমার পত্নী হও ! সুন্দরী ! গান্ধর্ব-রীতিতে তুমি আমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। রাজাদের পক্ষে গান্ধর্ব-বিবাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়।' শকুন্তলা বললেন—'আমার পিতা এখন এখানে নেই, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। উনি এসে আমাকে আপনার হাতে সমর্পণ করবেন।' দুষ্যন্ত বললেন—'আমি তোমাকে চাই এবং এও চাই যে, তুমি নিজেই আমাকে বরণ করো। মানুষ নিজেই তার হিতৈষী এবং জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের অধিকারী। তুমি ধর্ম অনুসারে নিজেই নিজেকে দান করো।' শকুন্তলা বললেন—'রাজন্ ! যদি আপনি একেই ধর্ম-পথ বলে মনে করেন এবং আমার নিজেকে দান করার অধিকার থাকে তাহলে আপনি আমার শর্ত শুনুন। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, 'আমার গর্ভজাত সন্তানই সম্রাট হবে এবং আমার জীবিতকালেই সে যুবরাজ হবে।' তাহলে

আমি আপনাকে বরণ করব।' দুষ্যন্ত আর কিছু চিন্তা না করেই প্রতিজ্ঞা করলেন এবং গান্ধর্ব-রীতিতে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করলেন। দুষ্যন্ত তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আনন্দে অতিবাহিত করে তাঁকে আশ্বাস দিলেন—'আমি তোমার জন্য চতুরঙ্গ সেনা পাঠাব এবং অতি শীঘ্র তোমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাব।' এইরূপ বলে রাজা দুষ্যন্ত তাঁর রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। তাঁর মনে অত্যন্ত চিন্তা ছিল মহর্ষি কণ্ব এইসব শুনে না জানি কী করবেন!

কিছুদিন পরে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলেন। কিন্তু শকুন্তলা লজ্জাবশত তাঁর কাছে এলেন না। ত্রিকালদর্শী কণ্ব দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত জেনে প্রসন্ন স্বরে শকুন্তলাকে বললেন—'পুত্রি! তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে গোপনে যে কাজ করেছ, তা ধর্মবিরুদ্ধ নয়। ক্ষত্রিয়ের কাছে গান্ধর্ব-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। দুষ্যন্ত ধর্মাত্মা, উদার এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর ঔরসে তোমার সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র হবে এবং সে সমস্ত পৃথিবীর রাজা হবে। যখন সে শত্রুবিজয়ে যাবে, কেউ তার পথ রোধ করতে পারবে না।' শকুন্তলার অনুরোধে মহর্ষি কণ্ব দুষ্যন্তকে বর দিলেন যে তাঁর বুদ্ধি যেন ধর্মে দৃঢ় থাকে এবং রাজ্য অবিচল থাকে।

—— ০ ——

## ভরতের জন্ম, দুষ্যন্তের ভরতকে স্বীকৃতিদান ও রাজ্যাভিষেক

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! যথাসময়ে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। সেই পুত্র অত্যন্ত সুন্দর এবং শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিল। মহর্ষি কণ্ব শাস্ত্রমতে তার জাতি-কর্ম সংস্কার করলেন। সেই শিশুর সুন্দর দাঁত এবং সিংহের ন্যায় বলিষ্ঠ কাঁধ, দুই হাতে চক্র চিহ্ন, ললাট উচ্চ ছিল। তাকে দেখে মনে হত কোনো দেবপুত্র। ছয় বৎসর বয়সেই সে সিংহ, বাঘ, শূকর, হাতিকে এনে আশ্রম বৃক্ষে বেঁধে রাখত। কখনো তাতে উঠে

বসত, কখনো ধমক দিত, কখনো তাদের সঙ্গে খেলা করত। সমস্ত হিংস্র জন্তুকে দমন করত বলে আশ্রমবাসীরা তাঁর নাম রাখলেন সর্বদমন। বালকের অত্যন্ত বিক্রম ছিল, সে ওজস্বী এবং বলবান ছিল। বালকের অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে বললেন—'এখন সে যুবরাজ হওয়ার যোগ্য হয়েছে।' তিনি তখন তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন শকুন্তলাকে পুত্রসহ তার পতিগৃহে রেখে আসার

জন্য। কেন-না কন্যার বেশিদিন পিতৃগৃহে অবস্থান করা কীর্তি, চরিত্র ও ধর্মের ঘাতক হয়। শিষ্যগণ আদেশ অনুসারে শকুন্তলা ও সর্বদমনকে নিয়ে হস্তিনাপুর রওনা হলেন।

পরিচয় আদান-প্রদানের পর শকুন্তলা রাজসভায় গেলেন। কণ্ব ঋষির শিষ্যেরা আশ্রমে ফিরে গেলেন। শকুন্তলা সসম্মানে রাজাকে জানালেন, 'রাজন্! এই বালক আপনার পুত্র। আপনি এখন একে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করতে পারেন। এই দেবতুল্য কুমারের সম্পর্কে

আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন।' শকুন্তলার কথা শুনে দুষ্যন্ত বললেন—'ওরে দুষ্ট নারী! তুমি কার স্ত্রী? আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম-অর্থ বা কাম কোনো কিছুরই সম্পর্ক নেই। তোমার যেখানে খুশি তুমি যাও।' দুষ্যন্তের কথা শুনে তপস্বিনী শকুন্তলা স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ মুখ লজ্জায় দুঃখে লাল হয়ে গেল, ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তিনি নিশ্চুপ হয়ে দুষ্যন্তের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর দুঃখ ও ক্রোধমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—'মহারাজ! আপনি সব জেনে-শুনেও কেন এমন করছেন, তা আমি জানি না। নীচ ব্যক্তিরাই এমন কাজ করে থাকে। আপনার হৃদয় জানে সত্য কী, আর মিথ্যা কী। আপনি আপনার আত্মার অবমাননা করবেন না। আপনি আপনার হৃদয়ে হাত রেখে দেখুন, সত্য কথা হৃদয়ই জানিয়ে দেবে। আপনি ভীষণ পাপ করছেন। আপনি মনে করছেন বিবাহের সময় আমি একা ছিলাম, আমাদের কোনো সাক্ষী ছিল না। কিন্তু আপনি কি জানেন না পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে আছেন? তিনি সকলের পাপ-পুণ্যের খবর রাখেন। আপনি তাঁর কাছেই পাপ করছেন/। সবার অলক্ষে পাপ করে যদি মনে করা হয় যে কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তবে তা ঘোর অন্যায়। দেবতা এবং অন্তর্যামী পরমাত্মাও এই সব দেখছেন এবং শুনছেন। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, জল, হৃদয়, যমরাজ, দিন, রাত, সন্ধ্যা, ধর্ম—এঁরা সব মানুষের শুভ-অশুভ কর্মগুলি জানেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা যার ওপরে সন্তুষ্ট থাকেন, যমরাজ স্বয়ং তার পাপনাশ করেন। কিন্তু অন্তর্যামী যার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন না যমরাজ তার পাপের ঘোর দণ্ড দেন। যে ব্যক্তি নিজে তার আত্মার অপমান করে যা কিছু করে বসে, দেবতা কখনো তার সহায়তা করেন না। আমি নিজে আপনার কাছে এসেছি, তাই মনে করে আমার ন্যায় পতিব্রতা রমণীর অপমান করবেন না। আপনি এই জনপূর্ণ সভায় সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আপনার আদরণীয়া পত্নীর অবমাননা করছেন! আমি কি অরণ্যে রোদন করছি? আপনি যদি আমার কথা না শোনেন, তাহলে আপনার মাথা বহু টুকরো হয়ে যাবে। পত্নীর গর্ভে পুত্রের রূপে স্বয়ং পতিই জন্মগ্রহণ করে, তাই বিদ্বানেরা পত্নীকে 'জায়া' বলেন। সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তান পিতা ও পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করে, তাই তাকে 'পুত্র' বলা হয়। (পুত্র থেকে স্বর্গ এবং পৌত্র থেকে অনন্ত লাভ হয়। প্রপৌত্র থেকে অনেক পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।)'

'পত্নী তাকেই বলা হয়, যিনি কাজকর্মে বুদ্ধিমান, পুত্রবতী, পতিকে প্রাণের সমান মনে করেন এবং সত্যকার পতিব্রতা। পত্নী পতির অর্ধাঙ্গ, তাঁর শ্রেষ্ঠতম সখা। পত্নীর সাহায্যে ধর্ম-অর্থ-কাম সিদ্ধিলাভ করে এবং মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ কর্মগুলিতেও পত্নীর সাহায্য লাগে, সুখলাভ হয়, সংসার গড়ে ওঠে এবং লক্ষ্মীলাভ হয়। পত্নীই পতির মধুরভাষী সখা, ধর্মকার্যে পিতা এবং রোগ দুঃখে মাতার ন্যায় সেবা করে। সংসাররূপ ভয়ঙ্কর স্থানে পত্নীই বিশ্রামস্থল। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে স-পত্নীক ব্যক্তিকে মর্যাদা দেওয়া হয়। ঘোর বিপদের সময়ও পত্নীই স্বামীর অনুগমন করে। স্বামীর সুখের জন্য পত্নী সতী হয়ে যায় এবং স্বর্গে গিয়ে স্বামীকে আপ্যায়নে প্রস্তুত থাকে। ইহলোকে এবং পরলোকে পত্নীর ন্যায় সাহায্যকারী আর কেউ নেই। পত্নীর গর্ভে জন্মানো পুত্র দর্পণে দেখা নিজ মুখের সমান। তা দেখে সকলেই আনন্দ লাভ করে। রোগ এবং মানসিক দুঃখে ব্যাকুল ব্যক্তি স্ত্রীকে দেখে শান্তিলাভ করে। তাই ক্রোধান্বিত হলেও পত্নীর অপ্রিয় কাজ করা যায় না। কেন-না, প্রেম, প্রশান্তি এবং ধর্ম তাঁরই অধীন। নিজকুলের উৎপত্তিও তাঁর সাহায্যেই হয়। ঋষিগণেরও এমন শক্তি নেই যে বিনা-পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করেন। ধূলি-ধূসরিত সন্তানকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে যে সুখ, তার থেকে বড় সুখ আর কি হতে পারে? আপনার পুত্র আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার কোলে ওঠার জন্য উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আপনি কেন তার অপমান করছেন? পিঁপড়েও তার ডিম্বকোষগুলি পালন ও রক্ষা করে। আপনি কেন আপনার পুত্রের পালন-পোষণ করছেন না! পুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করলে যে সুখ পাওয়া যায়, তা কোমল বস্ত্র, পত্নী অথবা শীতল জলের স্পর্শেও পাওয়া যায় না। আমার পুত্র আপনাকে স্পর্শ করুক।

'রাজন্! আমি এই পুত্রকে তিন বৎসর গর্ভে ধারণ করেছি। এ আপনাকে সুখী করবে। এর জন্মের সময় আকাশবাণী হয়েছিল যে, 'এই বালক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে।' জাতকর্মের সময় যে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়, তা আপনি জানেন। পিতা পুত্রকে অভিমন্ত্রিত করে বলেন, 'তুমি আমার সর্বাঙ্গ দ্বারা উৎপাদিত পুত্র। তুমি আমার হৃদয়নিধি। আমারই নাম, পুত্র! তুমি শতবৎসর জীবিত থাক। আমার জীবন এবং পরবর্তী বংশ পরম্পরা তোমার

অধীন হোক। তুমি সুখী থাক ও শতজীবি হও।' এই বালক আপনার অঙ্গ থেকে, আপনার হৃদয় থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। আপনি কেন এর মধ্যে আপনারই মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন না ! আমি মেনকার কন্যা। আমি নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে কোনো পাপ করেছিলাম, যার জন্য শিশুকালেই আমি মায়ের দ্বারা পরিত্যক্তা। এখন আপনিও আমাকে গ্রহণ করছেন না। বেশ, এই যদি আপনার মনের ইচ্ছা, তাহলে আপনি আমাকে ত্যাগ করুন। আমি আমার আশ্রমে চলে যাব। কিন্তু এই বালক আপনার পুত্র। একে আপনি পরিত্যাগ করবেন না।'

দুষ্যন্ত বললেন—'শকুন্তলে ! আমার মনে নেই আমি তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছিলাম কী না। নারীরা প্রায়শই মিথ্যা বলে থাকে, তোমার কথায় কে বিশ্বাস করবে ? তোমার কোনো কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোথায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কোথায় অপ্সরা মেনকা আর কোথায় তোমার মতো এক সাধারণ নারী ! যাও, এখান থেকে চলে যাও ! এই কয়েক বৎসরে কি এমন শালগাছের মতো সন্তান হওয়া সম্ভব ? যাও, যাও, এখান থেকে যাও !' শকুন্তলা বললেন—'কপটতা করবেন না। সত্য এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ থেকেও শ্রেষ্ঠ ! সমস্ত বেদপাঠ করলে অথবা সমস্ত তীর্থ দর্শন করলেও সত্যের সমকক্ষ হয় না। সত্যের থেকে কোনো ধর্ম বড় নেই। সত্যের থেকে কোনো কিছুই বড় নয়। মিথ্যার থেকে নিন্দনীয় আর কিছু নেই। সত্য স্বয়ং পরব্রহ্ম পরমাত্মা। সত্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা। আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না। সত্য সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকে। যদি মিথ্যার প্রতি আপনার এত ভালোবাসা এবং আমার কথা বিশ্বাস না করেন তাহলে আমি নিজেই চলে যাব। মিথ্যার সঙ্গে আমি বাস করতে চাই না। রাজন্ ! আমি বলে দিলাম আপনি এই বালককে গ্রহণ করুন বা না করুন, আমার এই পুত্রই সমস্ত পৃথিবী শাসন করবে।' এই কথা বলে শকুন্তলা সেখান থেকে চলে গেলেন।

সেইসময় ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য ও পুরোহিতের সঙ্গে উপবিষ্ট দুষ্যন্তকে সম্বোধন করে আকাশবাণী হল—'মাতা কেবল ধাত্রী সমান হয়ে থাকে। পুত্র পিতারই হয়, কারণ পিতাই পুত্ররূপে জন্ম নেয়। তুমি পুত্রের পালন-পোষণ করো। শকুন্তলাকে অপমান কোরো না। নিজ ঔরসজাত পুত্র যমরাজের কাছ থেকে পিতাকে ছিনিয়ে আনে। তুমি সত্যই এই বালকের পিতা, শকুন্তলার কথা সর্বতোভাবে সত্য। আমার নির্দেশ তোমাকে মানতেই হবে। তুমি ভরণ-পোষণ করবে, তাই এর নাম হবে ভরত।' আকাশবাণী শুনে দুষ্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি পুরোহিত ও মন্ত্রীদের বললেন—'আপনারা নিজে এই দৈববাণী শুনলেন। আমি ঠিকই জানতাম যে, এই আমার পুত্র। আমি যদি শুধু শকুন্তলার কথাতেই একে স্বীকার করে নিতাম, তাহলে সব প্রজাই এটি সন্দেহের চোখে দেখত এবং এর কলঙ্ক দূর হত না। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম।'

তখন রাজা দুষ্যন্ত বালককে নিজ পুত্র বলে স্বীকার করে নিলেন এবং তার জাতি-সংস্কার করলেন। তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করে তার মস্তক চুম্বন করলেন। চতুর্দিকে আনন্দ ও জয়ধ্বনি হতে লাগল। দুষ্যন্ত ধর্ম অনুসারে পত্নীকে গৃহে স্বাগত জানালেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'দেবী ! তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক হয়েছিল, তা কারোরই জানা ছিল না। তোমাকে যাতে সকলেই রানি বলে মেনে নেয়, তার জন্যই আমি তোমার সঙ্গে ওইরূপ দুর্ব্যবহার করেছিলাম। লোকে মনে করত আমি মোহগ্রস্ত হয়ে তোমার কথা মেনে নিয়েছি। সকলে আমার পুত্রকে যুবরাজ বলে মেনে নিত না। আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছিলাম, যার জন্য তুমি প্রণয় কোপবশত আমাকে অনেক অপ্রিয় বাক্য বলেছ, কিন্তু আমি তাতে কিছু মনে করিনি।' এই কথা বলে দুষ্যন্ত তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে বস্ত্র-অলংকার দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

সময়কালে যুবরাজ পদে ভরতের অভিষেক হল। দূর-দূরান্তে ভরতের শাসন চক্র প্রসারিত হল। তিনি বহু রাজ্য জয় করলেন এবং সাধু-সম্মত ধর্মপালন করে মহাযশ লাভ করলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবীর রাজচক্রবর্তী সম্রাট ছিলেন। ভরত ইন্দ্রের মতো অনেক যজ্ঞ করেছিলেন। মহর্ষি কণ্বও ভরতকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে ভরত সকল ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়েছিলেন, উপরন্তু মহর্ষি কণ্বকেও সহস্র পদ্ম দান করেছিলেন। ভরতের থেকেই এই দেশের নাম হয়েছে ভারত, ভরত এই ভরতবংশের প্রবর্তক। তাঁর বংশে বহু ব্রহ্মচারী রাজর্ষি জন্মেছিলেন। আমি তাঁদের প্রধান কয়েকজন সত্যনিষ্ঠ, শীলবান রাজার কথা বর্ণনা করছি।

—o—

## প্রজাপতি দক্ষ থেকে যযাতি পর্যন্ত বংশ-বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! এবার আমি ভরত, কুরু, পুরু প্রভৃতি বংশগুলির বর্ণনা করছি। এটি অত্যন্ত পবিত্র এবং কল্যাণপ্রদ। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে উৎপন্ন দক্ষ প্রজাপতিই প্রাচেতস দক্ষ। তাঁর থেকেই সমস্ত প্রজাকুল উৎপন্ন হয়েছে। প্রথমে তিনি তাঁর পত্নী বীরণীর গর্ভে এক সহস্র পুত্রের জন্ম দেন। নারদ মুনি তাঁকে মোক্ষ জ্ঞান প্রদান করে সংসার বিরাগী করে তোলেন। তখন তাঁর পঞ্চাশটি কন্যা জন্ম নেয়। তিনি তাঁদের প্রথম পুত্রকে নিজে রাখবেন এই শর্তে বিবাহ দেন। আগেই বলা হয়েছে যে, কশ্যপের সঙ্গে তাঁর তেরোটি কন্যার বিবাহ হয়। কশ্যপের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্নী অদিতির গর্ভে ইন্দ্র ও বিবস্বান প্রমুখের জন্ম হয়। বিবস্বানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনু এবং কনিষ্ঠ যমরাজ। মনু অত্যন্ত ধর্মাত্মা ছিলেন। তাঁর থেকেই মানবজাতির উৎপত্তি এবং সূর্যবংশ মনুবংশ নামেই কথিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি সকলকেই মানব বলা হয়। ব্রাহ্মণগণ সাঙ্গ বেদ ধারণ করেন। মনুর দশ পুত্র ছিল—বেন, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্যাতি, ইলা, পৃষধ্র এবং নাভাগারিষ্টি। মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব করে শেষ হয়ে যায়। ইলার পুত্র পুরুরবা। ইলা তাঁর মা ও বাবা উভয়ই ছিলেন। পুরুরবা সমুদ্রের তেরোটি দ্বীপের শাসক ছিলেন। তিনি মানুষ হলেও অমানুষিক ভোগবিলাসী ছিলেন। তিনি নিজ বলে উন্মত্ত হয়ে বহু ব্রাহ্মণদের ধন-রত্ন অপহরণ করেছিলেন। ব্রহ্মলোক থেকে এসে সনৎকুমার তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে পুরুরবার কোনোই পরিবর্তন হয়নি। ঋষিগণ তখন ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন এবং তাঁর বিনাশ হয়। এই পুরুরবাই স্বর্গ থেকে তিনপ্রকার অগ্নি এবং অপ্সরাকে এনেছিলেন। উর্বশীর গর্ভে তাঁর ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে—আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, শতায়ু। আয়ুর পত্নী ছিলেন স্বর্ভানবী। তাঁর পাঁচ পুত্র—নহুষ, বৃদ্ধশর্মা, রজি, গয় এবং অনেনা।

আয়ুর পুত্র নহুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বড় বীর ছিলেন। তিনি ধর্ম অনুসারে তাঁর রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর রাজ্যে সকলেই সুখী ছিলেন, চোর ডাকাতের ভয় ছিল না। তিনি অহংকারবশত ঋষিদের তাঁর পালকি বহনের কাজে নিযুক্ত করেন। সেটিই তাঁর বিনাশের কারণ হয়। তিনি তেজ, তপস্যা এবং বল-বিক্রমের সাহায্যে দেবতাদের পরাজিত করে ইন্দ্র হয়েছিলেন। নহুষের ছয় পুত্র—যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অয়তি এবং ধ্রুব। যতি যোগ-সাধনা করে ব্রহ্ম-স্বরূপ হয়েছিলেন। তাই নহুষের দ্বিতীয় পুত্র যযাতি রাজা হয়েছিলেন। তিনি অনেক যজ্ঞ করেছিলেন এবং অত্যন্ত ভক্তিসহকারে দেবতা এবং পিতৃপুরুষের আরাধনা করে প্রসন্নভাবে প্রজাপালন করেন। তাঁর দুই পত্নী ছিলেন—দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মায়—যদু ও তুর্বসু। শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র—দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু।

———০———

## কচ ও দেবযানীর কাহিনী

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! আমাদের পূর্বপুরুষ যযাতি ব্রহ্মা থেকে দশম পুরুষ ছিলেন[1]। তিনি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে কী করে বিবাহ করলেন, তিনি তো ব্রাহ্মণী ছিলেন ! এই ঘটনা কীভাবে ঘটল ? আপনি আমাকে তা বিস্তারিতভাবে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! আপনার পূর্বপুরুষ রাজা যযাতি শুক্রাচার্য এবং বৃষপর্বার কন্যাদের কী করে বিবাহ করলেন, তা শ্রবণ করুন। সেই সময় দেবতা এবং অসুরগণ ত্রিলোকের অধিকার পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছিলেন। দেবতারা বিজয়লাভের জন্য আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে এবং অসুরেরা ভার্গব শুক্রকে নিজ নিজ গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। এই দুই ব্রাহ্মণও নিজেদের মধ্যে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতেন। যুদ্ধে যখন দেবতারা অসুরদের বধ করেছিলেন, তখন শুক্রাচার্য

[1]ব্রহ্মা থেকে দক্ষ, দক্ষ থেকে অদিতি, অদিতি থেকে সূর্য, সূর্য থেকে মনু, মনু হতে ইলা নামক কন্যা, ইলার থেকে পুরুরবা, পুরুরবা থেকে আয়ু, আয়ু হতে নহুষ এবং নহুস থেকে যযাতি—এইভাবে যযাতি প্রজাপতি থেকে দশম পুরুষ।

তাঁর বিদ্যার সাহায্যে তাঁদের জীবিত করেছিলেন। কিন্তু অসুরেরা যে দেবতাদের মেরে ফেলেছিলেন, তাঁদের বৃহস্পতি জীবিত করতে পারেননি। কারণ শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্র জানতেন, বৃহস্পতি জানতেন না। এতে দেবতাগণ খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁরা ভয় পেয়ে বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের কাছে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, 'ভগবান ! আমরা আপনার শরণাগত।

আপনি আমাদের সাহায্য করুন। অমিত তেজস্বী বিপ্রবর শুক্রাচার্য যে সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, আপনি সেই বিদ্যা শীঘ্রই আয়ত্ত করুন ; আমরা আপনাকে যজ্ঞের ভাগীদার করে নেব।' শুক্রাচার্য তখন বৃষপর্বার নিকটে ছিলেন। দেবতাদের অনুরোধে কচ শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে আবেদন করলেন—'আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র এবং দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ। আপনি আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন, আমি সহস্র বৎসর আপনার কাছে থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করব। আপনি আমাকে স্বীকার করুন।' শুক্রাচার্য বললেন—'স্বাগত পুত্র ! আমি তোমার আবেদন স্বীকার করছি। তুমি আমার পূজনীয়। আমি তোমার সৎকার করব, কেন-না তোমাকে সৎকার করলে দেবগুরু বৃহস্পতিকেই সৎকার করা হবে বলে আমি মনে করি।'

কচ শুক্রাচার্যের নির্দেশানুসারে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করলেন। তিনি গুরুকে তো প্রসন্ন রাখতেনই সঙ্গে গুরুকন্যা দেবযানীকেও খুশি রাখতেন। পাঁচশত বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর দানবেরা কচের অভিপ্রায় জানতে পারল। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে গোচারণের সময় বৃহস্পতির ওপর দ্বেষবশত এবং সঞ্জীবনী বিদ্যা রক্ষার অভিপ্রায়ে কচকে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলল এবং নেকড়ে বাঘকে খাইয়ে দিল। গোরু-বলদেরা রক্ষকহীন অবস্থাতেই আশ্রমে ফিরে এল। দেবযানী দেখলেন গো-বলদ এলেও, কচ ফিরলেন না। তখন তিনি পিতা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন—'পিতা ! আপনি সন্ধ্যা-পূজা সমাপন করেছেন, সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, গো-বলদ আশ্রমে ফিরে এসেছে কিন্তু কচ কোথায়, সে তো আসেনি ? তাকে নিশ্চয়ই কেউ হত্যা করেছে বা সে নিজেই মারা গেছে। পিতা ! আমি আপনার কাছে শপথ করে বলছি আমি কচকে ছাড়া বাঁচব না।' শুক্রাচার্য বললেন, 'তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ? আমি এখনই ওকে জীবিত করে দেব।' শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে ডাকলেন—'পুত্র, এসো।' কচের শরীরের এক একটি অংশ শৃগাল ও নেকড়ের শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বেরিয়ে এলো এবং কচ জীবিত হয়ে শুক্রাচার্যের সেবার জন্য উপস্থিত হলেন। দেবযানী জিজ্ঞাসা করায় কচ তাঁকে সমস্ত কথা জানালেন। এইভাবে অসুরেরা কচকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার পরও শুক্রাচার্য কচকে পুনরায় জীবন দান করেন।

তৃতীয় বার অসুরেরা অন্য এক নতুন উপায় বার করল। তারা কচকে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে সেই ভস্ম সুরাতে মিশিয়ে শুক্রাচার্যকে পান করাল। দেবযানী পিতার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতা ! কচ যে ফুল আনতে গিয়েছিল, এখনও ফিরে আসেনি। তাকে আবার হত্যা করা হয়নি তো ? তাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।' শুক্রাচার্য বললেন—'মা, আমি কি করি বল ? অসুরেরা বার বার তাকে মেরে ফেলছে।' দেবযানী অনুনয় করায় তিনি পুনরায় সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে ডাকলেন। কচ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে শুক্রাচার্যের পেটের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে তাঁর অবস্থান জানালেন। শুক্রাচার্য তাঁকে বললেন—'পুত্র ! তোমার সিদ্ধিলাভ হোক। দেবযানী তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন। তুমি ইন্দ্র নও, ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করছি, তুমি গ্রহণ করো এবং আমার পেট থেকে বেরিয়ে এসো। তুমি আমার পেটের মধ্যে আছ, তাই তুমি আমার

পুত্রের মতো। সুযোগ্য পুত্রের মতোই তুমি বেরিয়ে এসে সঞ্জীবনী মন্ত্রের সাহায্যে আমাকে পুনরায় জীবিত করে দিও।' কচ শুক্রাচার্যের নির্দেশ মতো পেট থেকে বেরিয়ে এলেন এবং শুক্রাচার্যকে জীবিত করলেন। কচ শুক্রাচার্যকে প্রণাম করে বললেন—'যিনি আমাকে সঞ্জীবনী বিদ্যারূপ অমৃতধারা প্রদান করেছেন, তিনিই আমার মাতা-পিতা। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি কখনো আপনার সঙ্গে অকৃতজ্ঞতার কাজ করব না। যে ব্যক্তি বেদস্বরূপ উত্তম জ্ঞানদাতা গুরুর সম্মান করে না, সে কলঙ্কভাগী হয় এবং নরকে গমন করে।'

শুক্রাচার্য যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে ছলনা করে কচের ভস্ম-সহ সুরা পান করানো হয়েছিল, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ঘোষণা করলেন—'এখন থেকে জগতে কোনো ব্রাহ্মণ যদি সুরা পান করেন, তাহলে তিনি ধর্মভ্রষ্ট হবেন এবং তাঁর ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে। ইহলোকে সে কলঙ্কিত তো হবেই, পরলোকেও কিছু পাবে না। হে ব্রাহ্মণ, দেবগণ এবং মনুর সন্তান ! সতর্ক হয়ে শোনো, আজ থেকে আমি ব্রাহ্মণদের ধর্ম এবং মর্যাদা সুনিশ্চিত করে দিলাম।' কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করে সহস্র বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিলেন। সময় পূর্ণ হলে শুক্রাচার্য তাঁকে স্বর্গে যাবার আদেশ দেন।

কচ যখন সেখান থেকে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত তখন দেবযানী কচকে বললেন—'ঋষিকুমার ! তুমি সদাচার, কৌলিন্য, বিদ্যা, তপস্যা এবং জিতেন্দ্রিয়তার উজ্জ্বল আদর্শ। আমি তোমার পিতাকে নিজের পিতার মতো মান্য করেছি। গুরু-গৃহে থাকাকালীন তোমার সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করেছি তা বলার প্রয়োজন নেই। এখন তুমি স্নাতক হয়েছো ; আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার সেবিকা। তুমি আমাকে বিধিসম্মতভাবে বিবাহ করো।' কচ বললেন—'ভগিনী ! ভগবান শুক্রাচার্য তোমার মতো আমারও পিতা। তুমি আমার পূজনীয়া। যে গুরুদেবের শরীর থেকে তোমার জন্ম, তাঁর শরীরে আমিও বাস করেছি। ধর্ম অনুসারে তুমি আমার ভগ্নী। আমি তোমার স্নেহপূর্ণ ছত্রছায়ায় অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে ছিলাম। আমাকে গৃহে ফিরে যাবার অনুমতি দাও ও আশীর্বাদ করো। মাঝে মাঝে আমার কথা স্মরণ কোরো এবং সাবধানে আমার গুরুদেবের সেবা কোরো।' দেবযানী বললেন—'কচ আমি তোমার কাছে প্রেম-ভিক্ষা করেছিলাম। তুমি যদি ধর্ম এবং কামসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাকে অস্বীকার করো তাহলে তোমার এই সঞ্জীবনী বিদ্যা সিদ্ধ হবে না।' কচ বললেন—'ভগ্নী ! আমি গুরুকন্যা বলেই তোমাকে অস্বীকার করেছি, কোনো দোষের জন্য নয়। গুরুদেবও আমাকে তেমন কোনো নির্দেশ দেননি। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আমাকে অভিশাপ দাও। আমি তোমাকে ঋষিধর্মের কথাই বলেছি। আমি তোমার শাপের যোগ্য নই।' তবুও দেবযানী কচকে শাপ দেওয়ায় কচ বললেন, 'তুমি ধর্ম অনুসারে নয়, কামবশত শাপ দিয়েছ ; তোমার কামনা কখনো পূর্ণ হবে না। কোনো ব্রাহ্মণকুমার তোমার পাণিগ্রহণ করবেন না। আমার বিদ্যা সফল না হলে কী হবে, আমি যাকে শেখাব, তার বিদ্যা তো সফল হবে !' এই কথা বলে কচ স্বর্গে চলে গেলেন। দেবতাগণ তাঁদের গুরু বৃহস্পতি এবং তাঁর পুত্র কচকে অভিনন্দন জানালেন, কচকে যজ্ঞের হোতা করলেন এবং যশস্বী হবার বর দিলেন।

—o—

## দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কলহ এবং তার পরিণাম

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কচ সঞ্জীবনী বিদ্যায় সিদ্ধ হওয়ায় দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা কচের কাছে সেই শিক্ষা নেওয়ায় তাঁদের সুবিধা হল। দেবতারা এবার একত্রিত হয়ে ইন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন অসুরদের আক্রমণ করার জন্য। ইন্দ্র আক্রমণ করলেন। পথে এক উপবন ছিল, সেই উপবনে বহু নারী সরোবরের জলে স্নান করছিলেন। ইন্দ্র বায়ুরূপে সরোবরের তীরে রাখা সকল বস্ত্র এক জায়গাতে নিয়ে মিশিয়ে রাখলেন। কন্যা ও নারীগণ যখন স্নান করে উঠলেন, তখন অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা ভ্রমবশত তাঁদের গুরুকন্যা দেবযানীর পোশাক পরিধান করেন। বস্ত্রগুলি যে মিশে গেছে শর্মিষ্ঠা তা বুঝতে পারেননি। দেবযানী খুব রেগে গেলেন, তিনি বললেন—'এক, তুমি অসুর কন্যা, তার ওপর তুমি আমার শিষ্যা। তুমি আমার পোশাক পরলে

কোন সাহসে ? তুমি আচারভ্রষ্ট হয়েছ, এর ফল অত্যন্ত খারাপ হবে।' শর্মিষ্ঠাও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'বাঃ, তোমার বাবাও সর্বদা আমার পিতাকে সমীহ করে চলেন ; সিংহাসনের নীচে দাঁড়িয়ে স্তুতি করে থাকেন, তোমার এত অহংকার !' দেবযানী প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে শর্মিষ্ঠার পোশাক ধরে টানতে লাগলেন। তাইতে নির্বোধ শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে ধাক্কা

দিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে নগরে ফিরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর রাজা যযাতি শিকার করতে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে জলপান করার জন্য কুয়োটির কাছে গেলেন। কুয়োতে জল ছিল না। যযাতি দেখলেন এক সুন্দরী নারী কুয়োতে পড়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরী, তুমি কে ? কুয়োতে কীভাবে পড়লে ?' দেবযানী উত্তর দিলেন—'আমি মহর্ষি শুক্রাচার্যের কন্যা। দেবতারা যখন অসুরদের বধ করেন, তখন আমার পিতা সঞ্জীবনী মন্ত্রের সাহায্যে তাদের জীবন দান করেন। আমি যে এই বিপদে পড়েছি, তা উনি জানেন না। আপনি আমার দক্ষিণ বাহু ধরে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করুন। আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, আপনি কুলীন, শান্ত, বলশালী এবং যশস্বী। আপনার কর্তব্য হল আমাকে এই কুয়ো থেকে বাইরে আনা।' ব্রাহ্মণ কন্যা জেনে যযাতি তাঁকে কুয়ো থেকে তুলে আনলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

এদিকে দেবযানী শোকে অধীর হয়ে নগরের নিকটে এলেন এবং তাঁর দাসীকে বললেন—'শোন দাসী ! তুমি শীঘ্র আমার পিতার কাছে যাও এবং তাঁকে বল যে, আমি বৃষপর্বার নগরে আর যাব না।' দাসী শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে শর্মিষ্ঠাঘটিত সমস্ত কথা জানালো। দেবযানীর দুর্দশার কথা শুনে শুক্রাচার্য অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি কন্যার কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন—'মা ! সকলকেই তার নিজ নিজ কর্মের ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। মনে হয় তুমিও কিছু অনুচিত কর্ম করেছ, যার জন্য তোমাকে এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।' দেবযানী বললেন—'পিতা, এটি প্রায়শ্চিত্ত হোক বা না হোক আমাকে একটা কথা বলুন, বৃষপর্বার কন্যা ক্রোধে রক্তচক্ষু করে রুক্ষ স্বরে আমায় যে বলল—'তোর বাপ আমাদের স্তুতি করে, ভিক্ষা চায়, প্রতিগ্রহ নেয়। তার কথা কি ঠিক ? যদি ঠিক হয়, তাহলে আমি এখনি শর্মিষ্ঠার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে তাকে সন্তুষ্ট করব।' শুক্রাচার্য বললেন, 'মা, তুমি স্তাবক, ভিখারি বা দান গ্রহণকারীর কন্যা নও। তুমি এই পবিত্র ব্রাহ্মণের কন্যা, যে কখনো কারো স্তুতি করে না, বরং সকলেই তাকে স্তুতি করে। বৃষপর্বা, ইন্দ্র এবং রাজা যযাতি এসব কথা জানেন। অচিন্তনীয় ব্রাহ্মণত্ব এবং নির্দ্বন্দ্ব ঐশ্বর্যই আমার বল। ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে আমাকে এই বল দিয়েছেন। ভূলোক এবং স্বর্গলোকে যা কিছু আছে আমি সব কিছুরই স্বামী। আমিই প্রজাহিতের উদ্দেশ্যে বর্ষার সৃষ্টি করি এবং আমিই বৃক্ষাদির পোষণ করি। আমি এই সত্য কথা বলছি।'

তারপরে শুক্রাচার্য দেবযানীকে বোঝাতে লাগলেন — 'যে ব্যক্তি নিজের নিন্দা শুনে বিচলিত হয় না, সে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজয়ী হয় জেনো। যে জ্বলন্ত ক্রোধকে ঘোড়ার মতো বশ করে, সেই সত্যকার সারথি। যে ব্যক্তি ক্রোধকে ক্ষমার দ্বারা শান্ত করে, সেই সত্যকার পুরুষ। যে ক্রোধকে দাবিয়ে রেখে নিন্দা সহ্য করে এবং অন্যে বিরক্ত করলেও দুঃখিত হয় না, সে সব পুরুষার্থের অধিকারী হয়। একজন ব্যক্তি যদি শতবৎসরব্যাপী যজ্ঞ করেন এবং অন্যজন কোনো কিছুতে ক্রোধ না করেন, তাহলে এদের মধ্যে যিনি ক্রোধ করেন না তিনিই শ্রেষ্ঠ। অবোধ বালকেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে কিন্তু যারা বুদ্ধিমান, তাদের এইরূপ করা উচিত নয়।' দেবযানী বললেন, 'আমার জ্ঞান যত কমই হোক তবুও ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য বুঝি। ক্ষমা এবং নিন্দার সবলতা ও দুর্বলতা আমার জানা আছে। হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুর শিষ্যের ধৃষ্টতা ক্ষমা করা উচিত নয়। আমি এই ক্ষুদ্র বিচার সম্পন্নদের সঙ্গে সেইজন্য আর থাকতে রাজি নই। যারা কারো সদাচার ও কৌলিন্যের নিন্দা করে, আমি তাদের মধ্যে বাস করতে রাজি নই। সেখানেই থাকা উচিত যেখানে সদাচার ও কৌলিন্যের প্রশংসা হয়।'

দেবযানীর কথা শুনে কোনো কিছু বিচার বিবেচনা না করে শুক্রাচার্য বৃষপর্বার সভাস্থলে গেলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন—'রাজন্ যে অধর্ম করে, সে যদি তৎক্ষণাৎ তার ফল নাও পায়, পরে তাকে তার ফল ভুগতেই হয়। একে তো তোমরা সেবাপরায়ণ বৃহস্পতির পুত্র কচকে বধ করেছ, তারপরে আমার কন্যাকেও বধ করার চেষ্টা করেছ। আমি আর এই দেশে থাকতে পারব না। আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি হয়ত ভাবছ যে আমি বৃথাই এই সব বলছি, তাই অপরাধ করা বন্ধ না করে তুমি ক্রমশ অবজ্ঞাই করে চলেছ।' বৃষপর্বা বললেন, 'ভগবান ! আমি কখনো আপনাকে মিথ্যাবাদী বা অধার্মিক বলে মনে করিনি। আপনাতে সত্য এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করে যান, তাহলে আমি সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জন দেব। আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।' শুক্রাচার্য বললেন—'দেখো রাজা ! তুমি সমুদ্রে ডুবে মরো অথবা দেশান্তরী হও, আমি আমার প্রিয় কন্যার অপমান সহ্য করতে পারব না। আমার কন্যাই আমার প্রাণ। তুমি যদি ভালো চাও তাহলে ওকে প্রসন্ন করো।'

বৃষপর্বা দেবযানীর কাছে গিয়ে বললেন—'দেবী ! তুমি

প্রসন্ন হও, তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব।' দেবযানী বললেন—'এক হাজার দাসীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠা আমার সেবা করবে। আমি যেখানে যাব, সেখানেই সে যেন আমার অনুগমন করে।' বৃষপর্বা শর্মিষ্ঠার কাছে এই খবর পাঠালেন। সংবাদদাত্রী গিয়ে জানাল বৃষপর্বা বলে পাঠিয়েছেন—'কল্যাণী ! এসো, নিজের জাতির কল্যাণ করো। শুক্রাচার্য তাঁর শিষ্যদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তুমি এসে দেবযানীর মনোবাসনা পূর্ণ করো।' শর্মিষ্ঠা বললেন—'ঠিক আছে, আমি রাজি। আচার্য এবং দেবযানী এখান থেকে যেন চলে না যান, আমি ওঁদের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করব।' শর্মিষ্ঠা দাসীর বেশে দেবযানীর কাছে গিয়ে বললেন—'আমি এখানে এবং তোমার শ্বশুরালয়ে গিয়েও তোমার সেবা করব।' দেবযানী বললেন—'কেন, আমি তো তোমার পিতার ভিক্ষা প্রত্যাশী, স্তাবক এবং প্রতিগ্রহ গ্রহণকারীর কন্যা আর তুমি রাজকন্যা ; এখন আমার দাসী হয়ে থাকবে কী করে ?' শর্মিষ্ঠা বললেন—'আমি আমার বিপদগ্রস্ত জাতির কথা ভেবেই তোমার দাসী হতে রাজি হয়েছি। বিবাহের পরেও আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার সেবা করব।' তখন দেবযানী সন্তুষ্ট হয়ে পিতার সঙ্গে নিজেদের আশ্রমে ফিরে এলেন।

—o—

# যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহ, শুক্রাচার্যের অভিশাপ এবং পুরুর যৌবনদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! একদিন দেবযানী তাঁর দাসীগণ এবং শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সেই উপবনে ক্রীড়ার জন্য গেলেন। তাঁরা যখন বিহার করছিলেন তখন নহুষনন্দন রাজা যযাতি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি খুব পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত ছিলেন। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা এবং দাসীদের সেখানে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাসী-পরিবৃত হয়ে আপনারা দুজন কে ?' দেবযানী উত্তর দিলেন—'আমি দৈত্যগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্যের কন্যা, আর এ হল আমার সখী-দাসী, দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা, আমার

সেবার জন্য সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকে ; নাম শর্মিষ্ঠা। আমি আমার সব দাসী ও শর্মিষ্ঠা-সহ আপনাকে বরণ করছি, আপনাকে আমি সখা ও স্বামীরূপে স্বীকার করছি। আপনিও আমাকে স্বীকার করুন। আপনার কল্যাণ হোক।' যযাতি বললেন—'শুক্রনন্দিনী, তোমার কল্যাণ হোক, কিন্তু আমি তোমার যোগ্য নই। তোমার পিতা কোনো ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন না।' দেবযানী বললেন—'রাজন্ ! আপনার আগে কেউ আমার হাত ধরেনি। কুয়ো থেকে তোলার সময় আপনি আমার হাত ধরেছিলেন। সেইজন্য আমি আপনাকে স্বামীরূপে বরণ করেছি। এখন আমি আর কী করে অন্য পুরুষের হাত স্পর্শ করব ?' যযাতি বললেন—'কল্যাণী ! যতক্ষণ না তোমার পিতা তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করেন, আমি কী করে তোমাকে স্বীকার করব ?'

দেবযানী তখন তাঁর ধাত্রীকে পিতার নিকট পাঠালেন। তার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে শুক্রাচার্য রাজা যযাতির কাছে এলেন। যযাতি শুক্রাচার্যকে প্রণাম করে হাতজোড় করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। দেবযানী বললেন—'পিতা ! ইনি নহুষনন্দন রাজা যযাতি। আমি যখন কুয়োতে পড়েছিলাম, তখন ইনিই আমার হাত ধরে টেনে তুলেছিলেন। আমি আপনার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, এঁর সঙ্গে আপনি আমার বিবাহ দিন। আমি এঁকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করতে পারব না।' দেবযানীর কথা শুনে শুক্রাচার্য যযাতিকে বললেন—'রাজন্ ! আমার আদরের কন্যা

তোমাকে পতিরূপে বরণ করেছে। আমি কন্যাদান করছি, তুমি একে পাটরানি রূপে স্বীকার করো।' যযাতি বললেন, 'মহর্ষি ! আমি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করলে আমার বর্ণসংকর দোষ লাগবে। আপনি কৃপা করে আমাকে এমন বর দিন যাতে এই মহাদোষ আমাকে স্পর্শ

না করে।' শুক্রাচার্য বললেন, 'তুমি এই সম্বন্ধ স্বীকার করে নাও, কোনো চিন্তা কোরো না। আমি তোমার পাপ নাশ করে দিচ্ছি। তুমি আমার কন্যাকে পত্নীরূপে স্বীকার করে ধর্মপালন করো এবং সুখভোগ করো। পুত্র, বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাও তোমার সঙ্গে যাবে কিন্তু তুমি কখনো তাকে শয্যাসঙ্গিনী করো না।' তারপর শাস্ত্র বিধিমতে দেবযানীর সঙ্গে যযাতির বিবাহ সুসম্পন্ন হল। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা এবং দাসীদের নিয়ে যযাতি রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

যযাতির রাজধানী অমরাবতীর মতো সুদৃশ্য ছিল। রাজধানীতে এসে রাজা যযাতি দেবযানীকে রাজ-অন্তঃপুরে অধিষ্ঠিত করলেন এবং তাঁর সম্মতি নিয়ে অশোকবাটিকার কাছে শর্মিষ্ঠা এবং দাসীদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করে তাদের অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থা করে দিলেন। রাজকার্য করতে করতে অনেক বছর পার হয়ে গেল। সময়মতোই দেবযানীর গর্ভে পুত্র জন্ম নিল। একবার রাজা দৈবক্রমে অশোকবাটিকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে শর্মিষ্ঠাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। রাজাকে একান্তে দেখে শর্মিষ্ঠা তাঁর কাছে এসে হাতজোড় করে বললেন—'চন্দ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম এবং বরুণের মহলে যেমন কোনো নারী সুরক্ষিত থাকে, এখানে আমিও তেমনই সুরক্ষিত। এখানে আমার প্রতি কেউই কুদৃষ্টি দিতে পারবে না। আপনি তো আমার রূপ, কুল, শীল সবই জানেন। এখন আমার ঋতুর সময়, আমি আপনার কাছে ঋতুর সফলতার জন্য অনুরোধ করছি, আপনি আমার এই প্রার্থনা স্বীকার করুন।' রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠার অনুরোধের ঔচিত্য ভেবে দেখলেন এবং পরে তাঁর প্রার্থনা মেনে নিলেন।

দেবযানীর গর্ভে রাজা যযাতির দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—যদু এবং তুর্বসু। শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র জন্মায়—দ্রুহ্য, অনু, এবং পুরু। এইভাবে বহু বছর কেটে গেল। একদিন দেবযানী রাজা যযাতির সঙ্গে অশোক-বাটিকায় গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন দেবশিশুর ন্যায় তিনটি বালক খেলা করছে। দেবযানী আশ্চর্যান্বিত হয়ে যযাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর্যপুত্র, এই সুন্দর বালকগুলি কার? এদের সৌন্দর্য আপনার মতোই লাগছে।' পরে তিনি বালকগুলিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাদের নাম কি? কোন বংশের সন্তান? তোমাদের পিতা-মাতা কে?' বালকেরা রাজার দিকে আঙুল তুলে দেখাল এবং বলল—'শর্মিষ্ঠা আমাদের মা।' তারা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রাজার কাছে দৌড়ে গেল কিন্তু দেবযানী সঙ্গে থাকায় রাজা তাদের কোলে তুলে নিলেন না। দেবযানী অত্যন্ত

বিমর্ষ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে শর্মিষ্ঠার কাছে গেলেন। রাজা একটু লজ্জা পেলেন। দেবযানী সমস্ত কিছু বুঝতে পারলেন; তিনি শর্মিষ্ঠার কাছে গিয়ে বললেন—'শর্মিষ্ঠা! তুমি আমার দাসী। আমার অপ্রিয় কাজ তুমি কেন করলে? তোমার আসুরি স্বভাব গেল না? তুমি আমাকে ভয় করো না?' শর্মিষ্ঠা বললেন—'মধুরহাসিনী! আমি রাজর্ষির সঙ্গে যে সমাগম করেছি, তা ধর্ম ও ন্যায় অনুসারেই। তাহলে আমি কেন ভয় পাব? তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও রাজাকে নিজের স্বামী বলে মেনে নিয়েছি। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা বলে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও রাজর্ষি তোমার থেকে আমারই অধিক প্রিয়।' দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে বলতে লাগলেন—'আপনি আমার অপ্রিয় কাজ করেছেন। আমি আর এখানে থাকব না।' তিনি সাশ্রুলোচনে পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন। যযাতি দুঃখিত হলেন এবং ভয়ও পেলেন। তিনি দেবযানীর সঙ্গে বোঝাতে বোঝাতে চললেন। কিন্তু দেবযানী তাতে কর্ণপাতও করলেন না। দুজনে শুক্রাচার্যের কাছে পৌঁছলেন।

পিতাকে প্রণাম করে দেবযানী বললেন—'পিতা! অধর্ম ধর্মকে জয় করেছে, অধর্ম উচ্চাসনে আরোহণ করেছে। শর্মিষ্ঠা আমার থেকে এগিয়ে গেছে। এই রাজার

ঔরসে শর্মিষ্ঠার তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করেছে। এই রাজা ধর্মজ্ঞ হয়ে ধর্ম-মর্যাদার উল্লঙ্ঘন করেছেন। আপনি এর বিচার করুন।' শুক্রাচার্য বললেন—'রাজন্ ! তুমি জেনে শুনে ধর্ম-মর্যাদার উল্লঙ্ঘন করেছ, তাই আমি তোমাকে শাপ দিচ্ছি, তুমি বৃদ্ধ হয়ে যাও।' শুক্রাচার্য শাপ দিতেই যযাতি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তখন তিনি শুক্রাচার্যের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন—'আমি এখনও আপনার কন্যা দেবযানীর সঙ্গলাভে তৃপ্ত হইনি। আপনি আমাদের দুজনকে

কৃপা করুন আমি যেন বৃদ্ধ হয়ে না যাই।' আচার্য বললেন—'ভগবানের কথা মিথ্যা হবে না। তবে তুমি অন্য কাউকে তোমার বৃদ্ধত্ব দিয়ে দিতে পারো।' যযাতি বললেন—'ভগবান ! আপনি আদেশ দিন যাতে যে পুত্র আমাকে তার যৌবন দিয়ে বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করবে, সেই আমার রাজ্য, পুণ্য এবং যশের ভাগীদার হবে।' আচার্য বললেন—'ঠিক আছে। শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে স্মরণ করলে তোমার বৃদ্ধত্ব অন্য কারো ওপর বর্তাবে এবং যে পুত্র তোমাকে তার যৌবন দেবে, সে রাজা, যশস্বী এবং আয়ুষ্মান হয়ে তোমার কুলের মুখোজ্জ্বল করবে।'

রাজা যযাতি রাজধানীতে ফিরে এসে প্রথমেই যদুকে ডেকে বললেন—'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। সারা দেহে বলিরেখা দেখা দিয়েছে। চুল সাদা হয়ে গেছে কিন্তু আমার ভোগবাসনার আকাঙ্ক্ষা এখনও মেটেনি। তুমি আমার বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করো এবং তোমার যৌবন আমাকে দাও। এক হাজার বৎসর পূর্ণ হলে আমি তোমাকে তোমার যৌবন ফিরিয়ে দেব।' যদু বললেন—'বৃদ্ধত্বর নানাপ্রকার অসুবিধা থাকে। তখন ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করা যায় না। শরীর দুর্বল হয়ে যায়, চুল সাদা হয়ে যায়, সারা দেহে কুঞ্চন দেখা দেয়। কোনো শক্তি বা আনন্দ থাকে না। যুবক-যুবতীরা অবহেলা করে। তাই আমি আপনার বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করতে অক্ষম।' যযাতি বললেন—'পুত্র ! আমার দ্বারাই তোমার জন্ম হয়েছে, তা সত্ত্বেও তুমি তোমার যৌবন আমাকে দিলে না ! যাও, তোমার পুত্র এই রাজ্যলাভের অধিকারী হবে না।' তারপর তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসুকে ডেকেও সেই এক কথাই বললেন, কিন্তু সে-ও বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। যযাতি তাকেও অভিশাপ দিয়ে বললেন—'তোমার বংশ থাকবে না। তুমি মাংসাহারী, দুরাচারী এবং বর্ণসংকর ম্লেচ্ছদের রাজা হবে।' দেবযানীর দুই পুত্রকে শাপ দিয়ে তিনি এবার শর্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্রুহ্যকে ডাকলেন এবং তাকেও তাঁর বৃদ্ধত্ব নিয়ে যৌবন দিতে বললেন। দ্রুহ্য বললেন—'বৃদ্ধের হাতি, ঘোড়া, রথ অথবা যুবতী কোনো কিছুতেই সুখ হয় না। আমি বৃদ্ধ হতে চাই না।' যযাতি বললেন— 'তুমি পিতাকে এই সব কথা বলছ ? তোমাকে এমন স্থানে বাস করতে হবে যেখানে হাতি, ঘোড়া, রথ, পালকি তো দূরের কথা বলদ, ছাগল এবং গাধাও যেতে পারবে না। সেখানে নৌকা করেই শুধু যাওয়া যাবে। তুমিও রাজ্য পাবে না। তোমাকে লোকে ভোজ বলবে। শুধু তুমিই নয়, তোমার বংশেরই এই গতি হবে।' শর্মিষ্ঠার দ্বিতীয় পুত্র অনুও অস্বীকার করায় রাজা তাকে শাপ দিলেন—'তুমি আমার কথা মেনে নিলে না, তাই তোমার সন্তান যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে মারা যাবে। তোমার অগ্নিহোত্র করার কোনো অধিকার থাকবে না।'

এই পুত্রদের থেকে হতাশ হয়ে যযাতি শেষকালে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! তুমি আমার অত্যন্ত আদরের। তুমি সবার থেকে ভালো। আমি শাপবশত বৃদ্ধ হয়ে গেছি, কিন্তু এখনও আমার ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি। তুমি আমার বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করে তোমার যৌবন আমাকে দান করো। এক হাজার বছর ধরে আমি বিষয় ভোগ করে আমার পাপের সঙ্গে বৃদ্ধত্ব আমি ফিরিয়ে নেব।' পুরু অত্যন্ত প্রসন্ন মনে পিতার আদেশ মেনে নিলেন। যযাতি তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন—

'আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমার প্রজারা সর্বদা সুখী থাকবে।' এই কথা বলে তিনি শুক্রাচার্যের ধ্যান করলেন এবং তাঁর বৃদ্ধত্ব পুরুকে প্রদান করে পুরুর যৌবন গ্রহণ করলেন।

—o—

## যযাতির ভোগ ও বৈরাগ্য, পুরুর রাজ্যাভিষেক

বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন—জনমেজয় ! নহুষ-নন্দন রাজা যযাতি পুরুর যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে প্রেম, উৎসাহ এবং ইচ্ছানুসারে সময়-অনুকূল ভোগবিলাস করতে থাকলেন। কিন্তু তিনি কখনো ধর্ম উল্লঙ্ঘন করেননি। তিনি যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের, শ্রদ্ধা দ্বারা পিতৃপুরুষকে, দান-মান এবং বাৎসল্যের দ্বারা দীন-দরিদ্রদের, ব্রাহ্মণদের তাঁদের ইচ্ছানুসার বস্তু দ্বারা, অতিথিদের পান-ভোজন দ্বারা, বৈশ্যদের সংরক্ষণের দ্বারা এবং শূদ্রদের সুব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলেন। তস্করদের যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করতেন। সমস্ত প্রজা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিল। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় প্রজাপালন করতেন। রাজা যযাতি মনুষ্যলোকে যতপ্রকার ভোগ ছিল সেগুলি ভোগ করার পর নন্দনবন, অলকাপুরী এবং সুমেরু পর্বতের উত্তর শিখরে বাস করে সেখানকার ভোগ্য উপভোগ করেন। ধর্মাত্মা যযাতি দেখলেন হাজার বছর পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি পুত্র পুরুকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! আমি তোমার যৌবনলাভ করে ইচ্ছানুযায়ী আমার প্রিয় বিষয়গুলি ভোগ করেছি। কিন্তু আমি এখন নিশ্চিত হয়েছি যে, বিষয় ভোগ করার কামনা ভোগ করলেই শান্ত হয় না। আগুনে যত ঘি দাও না কেন, আগুন শুধু বাড়তেই থাকে। পৃথিবীতে যত অন্ন, স্বর্ণ, পশু ও নারী আছে, তা একজন কামুকেরও কামনা পূর্ণ করতে অক্ষম। সুখ কামনাপ্রাপ্তি করলে হয় না, সুখলাভ হয় ত্যাগে। দুর্বুদ্ধিযুক্ত লোকেরা বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করতে পারে না। বৃদ্ধ হলেও তারা বৃদ্ধ হতে চায় না। এ এক প্রাণান্তকর রোগ। এটি ত্যাগ করলে তবেই সুখ পাওয়া যায়[১]। দেখো বিষয় ভোগ করতে করতে এক হাজার বছর পূর্ণ হয়ে গেছে, তবুও আমার তৃষ্ণা না কমে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এখন আমি এইসব ত্যাগ করে নিজের মনকে ব্রহ্মে নিবিষ্ট করব এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি থেকে মুক্ত হয়ে শরীরাদিতে নির্মোহ হয়ে বনে বনে পশুদের সঙ্গে বিচরণ করব। আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। তুমি তোমার যৌবন এবং এই রাজ্য গ্রহণ করো। তুমি আমার প্রিয় পুত্র।' তারপর যযাতি তাঁর বৃদ্ধত্ব পুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করে, পুরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিলেন।

প্রজারা যখন দেখল যে, মহারাজ যযাতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষেক করতে যাচ্ছেন, তখন তারা ব্রাহ্মণদের পুরোধা করে রাজা যযাতির কাছে গিয়ে বলল—'রাজন্ ! আপনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বঞ্চিত করে পুরুকে কেন রাজ্য সমর্পণ করছেন ? আমরা আপনাকে সচেতন করতে এসেছি, আপনি ধর্মরক্ষা করুন।' যযাতি বললেন—'আপনারা সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন, এক বিশেষ কারণে আমি যদুকে রাজা করতে পারছি না। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার নির্দেশ পালন করেনি। যে পুত্র তার পিতার আদেশ অবমাননা করে সৎপুরুষের চোখে সে পুত্র হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতা-মাতার আদেশ মেনে নেয়, তাঁদের জন্য হিতকার্য করে, তাঁদের সুখী করে, সেই প্রকৃত পুত্র। পুরু ছাড়া কোনো পুত্রই আমার আদেশ মেনে নেয়নি। একমাত্র পুরুই আমার আদেশ পালন করে আমাকে সম্মান করেছে। তাই পুরুই আমার উত্তরাধিকারী। যদু ও তুর্বসুর মাতামহ শুক্রাচার্য আমাকে এই বর দিয়েছেন যে, যে আমার আদেশ পালন করবে, সেই রাজা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। তাই আমি সকল প্রজার কাছে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন পুরুকেই রাজা বলে মেনে নেন।' প্রজারা সন্তুষ্ট হয়ে পুরুর রাজ্যাভিষেক করলেন। রাজা যযাতি তারপর দীক্ষাগ্রহণ করে বাণপ্রস্থে

[১]ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্যতি জীর্যতঃ। যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥
(মহাভারত, আদিপর্ব ৮৫।১২-১৪)

গেলেন, তাঁর সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ ও তপস্বীও গেলেন। যদু থেকে রাজ্য অধিকার হীন যদুবংশ, তুর্বসু থেকে যবন, দ্রুহ্য থেকে ভোজ এবং অনু থেকে ম্লেচ্ছদের উৎপত্তি হয়। জনমেজয় ! পুরু থেকেই পৌরবংশের শুরু, যাতে তোমার জন্ম হয়েছে।

রাজা যযাতি বনে গিয়ে ফল-মূল-কন্দ আহার করে দিনাতিপাত করতেন। তিনি মন ও ক্রোধকে বশে এনেছিলেন। তিনি প্রত্যহ দেবতা ও পিতৃপুরুষের আরাধনা এবং অগ্নিহোত্র করতেন। ক্ষেতের থেকে শস্য আহরণ করে তাই রন্ধন করে অতিথি সৎকার করতেন, পরে যজ্ঞাদির শেষে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতেন। এইভাবে এক হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হল। ত্রিশ বছর তিনি মন ও বাক্যকে নিজের অধীন করে শুধু জল খেয়ে জীবন নির্বাহ করেছিলেন। এক বৎসর না ঘুমিয়ে শুধু বায়ুপান করে কাটালেন। তারপর এক বৎসর পঞ্চাগ্নির মধ্যে বসে কাটালেন। ছয় মাস এক পায়ে দাঁড়িয়ে শুধু বায়ুপান করেছিলেন। তাঁর পবিত্র কীর্তি ত্রিলোকে অবিদিত হল। দেহত্যাগের পর তাঁর স্বর্গলাভ হয়।

---

## যযাতির স্বর্গবাস, ইন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন, পতন, সৎসঙ্গ এবং স্বর্গে পুনর্গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা যযাতি স্বর্গে অত্যন্ত আনন্দে বাস করতে লাগলেন। সেখানে ইন্দ্র, সাধ্য, মরুৎ, বসু এঁরা সকলেই তাঁকে খুব সম্মান করতেন। এইভাবে হাজার বৎসর কেটে গেল। একদিন রাজা যযাতি বেড়াতে বেড়াতে ইন্দ্রের কাছে গেলেন। নানাপ্রকার আলোচনার পর ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! আপনি যখন আপনার পুত্র পুরুকে যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে নিজের বৃদ্ধত্ব নিয়ে নিলেন ও পুরুকে রাজা করলেন, তখন তাঁকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন ?' যযাতি বললেন—'দেবরাজ ! আমি আমার পুত্রকে বললাম, পুরু ! আমি তোমাকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানের রাজা করে দিলাম। সীমান্ত দেশ তোমার ভাইয়ের। জেনে রাখো, ক্রোধী ব্যক্তির থেকে ক্ষমাশীল শ্রেষ্ঠ, অসহিষ্ণু থেকে সহিষ্ণুতা, মনুষ্যেতর জাতির থেকে মনুষ্য এবং মূর্খ থেকে বিদ্বান সর্বদা শ্রেষ্ঠ। কেউ যদি খুব বিব্রত করে, তাহলেও তাকে বিরক্ত করা উচিত নয়, কারণ দুঃখপ্রাপ্ত প্রাণীর দুঃখই সেই জ্বালাতনকারীকে নাশ করে থাকে। মর্মবিদারক এবং কটুবাক্য যেন মুখ থেকে না বেরোয়, অনুচিতভাবে শত্রুকেও বশীভূত করা উচিত নয়। পাপীরাই কষ্ট দেবার জন্য কটুবাক্য বলে। যে ব্যক্তি কটু, তীক্ষ্ণ এবং মর্মবিদারক বাক্যে লোককে বিরক্ত করে, কষ্ট দেয় তার দিকে তাকিয়ে দেখাও পাপ, কারণ সে তার বাক্যরূপে এক পিশাচকেই জন্ম দেয়। এমন আচরণ করা উচিত যে, সকলে সামনে ভালো কথা তো বলবেই, পিছন থেকেও যেন সে তোমাকে রক্ষা করে। দুষ্টব্যক্তি যদি কটু কথা বলে তবে তা সর্বদা সহ্য করা উচিত এবং সদাচারের আশ্রয় নিয়ে সর্বদা সৎপুরুষদেরই অনুকরণ করা উচিত। বাক্যের দ্বারাও বাণ-বৃষ্টি হয়। যার ওপর এই বাণ-বৃষ্টি হয়, সে রাত-দিন দুর্ভাবনাতে কাটায়। তাই সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কখনো উচিত নয়। ত্রিলোকের সব থেকে বড় সম্পত্তি হল সকল প্রাণীর ওপর দয়া ও মৈত্রীভাব রাখা, যথাশক্তি সকলকে সাহায্য করা ও মধুর ব্যবহার করা। সারাংশ হল কঠোর বাক্য না বলা, মিষ্ট বাক্য বলা, সম্মান করা, দান করা এবং কখনো কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা না করা। এটাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার।'

যযাতির কথা শুনে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'নহুষ-নন্দন ! আপনি গৃহস্থাশ্রম ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করে বাণপ্রস্থাশ্রমে এসেছিলেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে আপনি তপস্যায় কার সমকক্ষ ?' যযাতি বললেন—'দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব, এবং মহর্ষিগণের মধ্যে আমার সমকক্ষ কোনো তপস্বী আমি দেখতে পাচ্ছি না।' ইন্দ্র বললেন—'ছিঃ, ছিঃ ! আপনি আপনার সমকক্ষ, বড়, ছোট সকলের প্রভাব না জেনে সকলের অপমান করেছেন। নিজ মুখে নিজের কাজের ব্যাখ্যা করায় আপনার পুণ্য ক্ষীণ হয়ে গেছে। এখানে সুখ-ভোগের সীমা আছে, এবার পৃথিবীতে আপনি ফিরে যান।' যযাতি বললেন—'ঠিক আছে। সকলের অপমান করার ফলে যদি আমার পুণ্য

ক্ষীণ হয়ে থাকে, তাহলে আমি যেন পৃথিবীতে সাধুদের মধ্যে গিয়ে অবস্থান করি।' ইন্দ্র বললেন—'ঠিক আছে।'

তারপর রাজা যযাতি পবিত্র লোক থেকে চ্যুত হয়ে সেই

স্থানে এসে পড়লেন যেখানে অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমান এবং শিবি নামক তপস্বীগণ তপস্যা করছিলেন। তাঁকে সেখানে আসতে দেখে অষ্টক বললেন—'যুবক! তুমি ইন্দ্রের মতো সুন্দর। তোমাকে এখানে আসতে দেখে আমরা চমকিত হয়ে গেছি। যখন এসেই পড়েছ, তখন এখানে থাক এবং দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ করে তোমার কথা বলো। এই সব সাধুব্যক্তিদের সম্মুখে ইন্দ্রও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। দীন-দুঃখীদের জন্য সাধুরাই পরম আশ্রয়। সৌভাগ্যবশত তুমি তাদের মধ্যেই এসে পড়েছ। তুমি তোমার পরিচয় ঠিকমতো বলো।'

যযাতি বললেন—'আমি সমস্ত প্রাণীকে অপমান করায় স্বর্গচ্যুত হয়েছি। আমার মধ্যে অহংকার ছিল, অহংকারই নরকের আসল কারণ। সৎব্যক্তিদের কখনো দুষ্ট ব্যক্তিদের অনুকরণ করা উচিত নয়। যে অর্থ-সম্পদের চিন্তা পরিত্যাগ করে নিজের আত্মার হিতসাধন করে, সে-ই বুদ্ধিমান। অর্থলাভ হলে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। বিদ্বান হলেও তা নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। নিজ চিন্তাধারা ও চেষ্টার থেকেও দৈবের গতি বেশি বলবান, তাই ভেবে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। দুঃখে কাতর হবে না, সুখে গর্বিত হবে না, দুয়েতেই সমভাবে থাকবে। অষ্টক! আমি এখন মোহগ্রস্ত নই। আমার মনে কোনো জ্বালাবোধও নেই। বিধাতার বিধানের বিপরীতে তো আমি যেতে পারি না, তাই ভেবেই আমি সন্তুষ্ট থাকি। অষ্টক! সুখ-দুঃখের অনিত্যতা আমি জানি, তাহলে আমার কীসের দুঃখ! কী করব, কী করলে সুখী হব—আমি এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকি ; তাই দুঃখ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না।'

অষ্টক জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি তো নানা লোকে বাস করেছেন এবং আত্মজ্ঞানী নারদের মতো আপনার কথাবার্তা। আপনি বলুন, প্রধানত কোন কোন লোকে আপনি ছিলেন ?'

যযাতি উত্তরে বললেন—'আমি প্রথমে পৃথিবীর সার্বভৌম রাজা ছিলাম। এক সহস্র বৎসর ধরে মহালোকে ছিলাম, পরের এক সহস্র বৎসর একশত যোজন ব্যাপী সহস্রদ্বার সমন্বিত ইন্দ্রপুরীতে ছিলাম। তারপর প্রজাপতিলোকে গিয়ে এক সহস্র বৎসর ছিলাম। নন্দনবনে স্বর্গীয় ভোগবিলাসে এক লাখ বৎসর কাটিয়েছি। সেখানকার সুখে আমি আসক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, পরে পুণ্যক্ষীণ হয়ে যাওয়াতে পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। ধননাশ হলে যেমন আত্মীয়-কুটুম্ব সঙ্গ ত্যাগ করে, তেমনই পুণ্য ক্ষীণ হওয়ায় ইন্দ্রাদি দেবতাও পরিত্যাগ করেন।'

অষ্টক জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্! কোন কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ? তা তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত হয়, না জ্ঞানের দ্বারা ?'

যযাতি উত্তর দিলেন—'স্বর্গের সাতটি দ্বার আছে—দান, তপ, শম, দম, লজ্জা, সারল্য এবং সবার ওপর দয়া। অহংকারে তপস্যা ক্ষীণ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি নিজের বিদ্যার জ্ঞানের অহংকারে গর্বিত হয় এবং অপরের ঈর্ষায় কাতর হয়, তার উত্তমলোক প্রাপ্তি হয় না। তার বিদ্যা মোক্ষ প্রদানেও অসমর্থ হয়। অভয়ের চারটি সাধন আছে—অগ্নিহোত্র, মৌন, বেদাধ্যয়ন এবং যজ্ঞ। যদি অনুচিত রীতির দ্বারা অহংকারের সঙ্গে এটি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে তা ভয়ের কারণ হয়। সম্মানিত হলে সুখী এবং অপমানিত হলে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। জগতে সৎব্যক্তিরা এইরূপ লোকেদেরই সম্মান করে। দুষ্টব্যক্তিদের কাছে শিষ্টবুদ্ধি

প্রত্যাশা করা নিরর্থক। আমি দেব, আমি যজ্ঞ করব, আমি জেনে ফেলব, এ আমার প্রতিজ্ঞা—এই ধরনের উক্তি খুবই ক্ষতিকর। এগুলি ত্যাগ করাই শ্রেয়।'

অষ্টক জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী কোন ধর্ম পালন করলে মৃত্যুর পর সুখলাভ হয় ?'

যযাতি বললেন—'যে ব্রহ্মচারী আচার্যের নির্দেশ অনুসারে অধ্যয়ন করে, গুরুকে সেবা করার জন্য তাকে আদেশ দিতে হয় না ; যে আচার্যের ঘুম ভাঙার আগে জেগে যায় এবং আচার্য ঘুমোবার পরে ঘুমোতে যায়, যার স্বভাব মিষ্ট, যে জিতেন্দ্রিয়, ধৈর্যশালী, সাবধানী এবং প্রমাদরহিত, সে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করে। যে ব্যক্তি ধর্মানুকূল ধনলাভ করে যজ্ঞ করে, অতিথি সেবা করে, কাউকে কোনো বস্তু দিয়ে ফেরত চায় না, সেই সত্যকার গৃহস্থ। যে ব্যক্তি নিজে সংগ্রহ করে ফল-মূলের সাহায্যে নিজ জীবিকা নির্বাহ করে, কোনো পাপকাজ করে না, অন্যকে কিছু-না-কিছু সাহায্য করে, কাউকে কষ্ট দেয় না, স্বল্পাহারী এবং নিয়মিত পূজার্চনাদি করে সেই বানপ্রস্থাশ্রমী শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করে। যে ব্যক্তি কলা-কৌশল, ভাষণ, চিকিৎসা, কারিগরী ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে না, সদ্‌গুণাবলী যুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, আসক্তিহীন, পরবাসী নয়, নানাদেশ ভ্রমণকারী—সেই সত্যকার সন্ন্যাসী।'

এইরূপ নানা কথাবার্তার পর যযাতি বললেন—'দেবতারা বিলম্বে রাজি নয়। আমি এখন এখান থেকে আরও নীচে পতিত হব। ইন্দ্রের বরে আমি আপনাদের মতো সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছি।'

অষ্টক বললেন—'স্বর্গে আমার যতলোক প্রাপ্ত হওয়ার আছে, অন্তরীক্ষে অথবা সুমেরু পর্বতের শিখরের ওপর—পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ আমার যেখানে যাওয়ার কথা—সে সবই আমি আপনাকে প্রদান করছি, আপনার আর পতন হবে না।'

যযাতি বললেন—'আমি তো ব্রাহ্মণ নই, দান গ্রহণ করব কীভাবে ? আমি নিজে এই প্রকার দান অনেক করেছি।'

প্রতর্দন বললেন—'আমার অন্তরীক্ষ অথবা স্বর্গলোক যা যা প্রাপ্ত হওয়ার ছিল, সে সব আপনাকে দিলাম। আপনি পতিত না হয়ে পুনরায় স্বর্গে গমন করুন।'

যযাতি বললেন—'কোনো রাজাই তাঁর সমকক্ষ কোনো ব্যক্তির থেকে দান গ্রহণ করতে পারেন না। ক্ষত্রিয় হয়ে দান নেওয়া অত্যন্ত অধর্ম। কোনো শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় আজ পর্যন্ত এরূপ কাজ করেননি, তাহলে আমি কী করে করব ?'

বসুমান বললেন—'রাজন্ ! আমার সমস্ত লোক আপনাকে দিচ্ছি। আপনি যদি দান মনে করে এটি নিতে ইতস্তত করেন, তবে একটি তৃণের বদলে সব কিনে নিন।'

যযাতি বললেন—'এই সব কেনা-বেচা তো সর্বভাবেই মিথ্যা। আমি এরূপ মিথ্যাচার কখনো করিনি। কোনো সৎ ব্যক্তিই এইপ্রকার কাজ করতে পারে না, আমি কী করে করব !'

শিবি বললেন—'আমি ঔশীনর শিবি। আপনি কেনা-বেচা করতে যদি রাজি না থাকেন, তাহলে আমার পুণ্যফল স্বীকার করুন। আমি আপনাকে উপহার স্বরূপ দিচ্ছি। আপনি না নিলেও আমি এটি আর ফেরত নেব না।'

যযাতি বললেন—'আপনি অত্যন্ত প্রভাবশালী। কিন্তু আমি অন্যের পুণ্যফল ভোগ করতে পারি না।'

অষ্টক বললেন—'মহারাজ ! আপনি একজনের পুণ্যফল যদি নিতে না চান, তাহলে সকলের একত্রে যে পুণ্যফল তাই স্বীকার করুন। আমরা আপনাকে সমস্ত পুণ্যফল দিয়ে নরকে যেতেও প্রস্তুত।'

যযাতি বললেন—'ভাই ! আমার পক্ষে যা উচিত হবে, তোমরা সেই কাজই করো। সৎ ব্যক্তিগণ সত্যেরই পক্ষপাতী হন। আমি আগে যা কখনো করিনি, তা এখন কী করে করব ?'

অষ্টক বললেন—'মহারাজ ! আকাশে সোনার পাঁচটি রথ যে দেখা যাচ্ছে, এগুলির সাহায্যেই কি পুণ্যলোকে যাত্রা করা হয় ?'

যযাতি বললেন—'হ্যাঁ, এই স্বর্ণনির্মিত রথ তোমাদের পুণ্যলোকে নিয়ে যাবে।'

অষ্টক বললেন—'আপনি এই রথে করে স্বর্গলোকে যাত্রা করুন, আমরা সকলেও সময়মতো যাব।'

যযাতি বললেন—'আমরা সকলেই স্বর্গ জয় করেছি, চলো, আমরা সবাই একসঙ্গেই যাই। দেখতে পাচ্ছ, স্বর্গের

প্রশস্ত পথ দেখা যাচ্ছে!'

অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমান এবং শিবির দান অস্বীকার করায় যযাতিও স্বর্গের অধিকারী হলেন। অতঃপর তাঁরা সকলেই রথে করে স্বর্গের দিকে রওনা হলেন। সেই সময় তাঁদের ধার্মিক তেজে স্বর্গ এবং আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল। ঔশীনর শিবির রথ এগিয়ে যাচ্ছে দেখে অষ্টক যযাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজন্! ইন্দ্র আমার প্রিয় মিত্র। আমি ভেবেছিলাম আমিই তাঁর কাছে আগে পৌঁছাব। শিবির রথ কেন এগিয়ে যাচ্ছে?' যযাতি বললেন, 'শিবি তাঁর যথাসর্বস্ব সৎপাত্রকে দান করেছেন। দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম, হ্রী, শ্রী, ক্ষমা, সৌম্যভাব, সেবার ইচ্ছা—এই সবগুণই শিবিতে বিদ্যমান। এতৎসত্ত্বেও অহংকারের লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাই তিনি সব থেকে এগিয়ে আছেন।' তখন অষ্টক জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্! সত্যি করে বলুন, আপনি কে, কার পুত্র? আপনার মতো ত্যাগ আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শোনা যায়নি।' যযাতি উত্তরে জানালেন—'আমি সম্রাট নহুষের পুত্র যযাতি। পুরু আমার পুত্র। আমি সার্বভৌম চক্রবর্তী ছিলাম। দেখো, তোমাকে আমি এইসব গোপনীয় কথা বললাম; কারণ তুমি আমার আপন জন। আমি তোমাদের মাতামহ।' এই প্রকার আলাপ আলোচনা করতে করতে সকলেই স্বর্গে গেলেন।

—o—

## পুরুবংশের বর্ণনা

জনমেজয় বললেন—ভগবান! আমি এখন পুরুবংশের যশস্বী রাজাদের বংশের বিবরণী শুনতে আগ্রহী। আমি জানি এই বংশের কোনো রাজাই কুল, মান, শীল, শক্তি অথবা সন্তানভাগ্যে হীন নন।

বৈশম্পায়ন বললেন—যথার্থ বলেছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন আপনাদের বংশের বর্ণনা আমার কাছে করেছেন। আমি সেই পুণ্যকথা আপনাকে শোনাচ্ছি। দক্ষ থেকে অদিতি, অদিতি থেকে বিবস্বান্, বিবস্বান্ থেকে মনু, মনু থেকে ইলা, ইলা থেকে পুরুরবা, পুরুরবা থেকে আয়ু, আয়ু থেকে নহুষ এবং নহুষ থেকে যযাতি জন্মগ্রহণ করেন। যযাতির দুজন স্ত্রী ছিলেন—দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর দুই পুত্র—যদু এবং তুর্বসু। শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র—দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু। যদু থেকে যাদব এবং পুরু থেকে পৌরব বংশের সৃষ্টি। পুরুর পত্নীর নাম কৌশল্যা। তাঁর থেকেই জনমেজয়ের জন্ম হয়। ইনি তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একটি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। জনমেজয়ের পত্নীর নাম অনন্তা। তাঁর পুত্র প্রাচিন্বান্। প্রাচিন্বানের স্ত্রী ছিলেন অশ্মকী, তাঁর থেকে সংযাতির জন্ম হয়। সংযাতির পত্নী বরাঙ্গী থেকে জন্ম অহংযাতি নামক পুত্রের। অহংযাতির পত্নী ভানুমতী, তাঁর পুত্র সার্বভৌম। সার্বভৌমের পত্নী সুনন্দা, তাঁর গর্ভে জন্ম হয় জয়ৎসেনের। জয়ৎসেনের বিবাহ হয় সুশ্রুবার সঙ্গে। তাঁর পুত্র অবাচীন। অবাচীনের পত্নী মর্যাদার পুত্র হল অরিহ। অরিহের পত্নী খল্বাঙ্গী, তাঁর পুত্র মহাভৌম, মহাভৌমের পত্নী সুযজ্ঞা। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে অযুতনায়ী। অযুতনায়ীর স্ত্রী কামা, তাঁর পুত্র অক্রোধন। অক্রোধনের বিবাহ হয় করম্ভার সঙ্গে, তাঁদের পুত্র দেবাতিথি। দেবাতিথির সঙ্গে মর্যাদার বিবাহ হয়, তাঁদের পুত্র অরিহ। অরিহের সুদেবা পত্নী থেকে ঋক্ষ নামক পুত্রের জন্ম হয়।

ঋক্ষের জ্বালা নামক পত্নীর গর্ভে মতিনারের জন্ম হয়। তিনি সরস্বতী নদীর তীরে দ্বাদশ বৎসর ধরে সর্বগুণসম্পন্ন যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সরস্বতী তাঁকে বিবাহ করেন, তাঁর গর্ভে জন্ম নেয় তংসু। তংসুর পত্নী কালিঙ্গীর পুত্র ইলিন। ইলিনের পত্নী রথন্তরীর গর্ভে দুষ্যন্তাদি পাঁচ পুত্র জন্মায়। দুষ্যন্তের পত্নী শকুন্তলার পুত্র ভরত। ভরতের পত্নী সুনন্দার গর্ভে ভুমন্যু জন্ম নেয়। ভুমন্যুর পত্নী বিজয়ার পুত্র হল সুহোত্র। সুহোত্র সবর্ণাকে বিবাহ করায় তাঁর পুত্র হস্তী জন্মগ্রহণ করে। তিনিই হস্তিনাপুর স্থাপন করেন। হস্তীর পত্নী যশোধরার গর্ভে বিকুণ্ঠন এবং বিকুণ্ঠনের পত্নী সুদেবা থেকে অজমীঢ় জন্ম নেয়। অজমীঢ়ের নানা পত্নীর গর্ভে একশত চব্বিশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এক একজন এক একটি বংশের প্রবর্তক হয়। তাদের মধ্যে ভরতবংশের প্রবর্তকের নাম ছিল সংবরণ। সংবরণের পত্নী তপতীর গর্ভে কুরু জন্ম নেন। কুরুর পত্নী শুভাঙ্গীর গর্ভে বিদুরথ, বিদুরথের পত্নী সংপ্রিয়ার গর্ভে অনশ্চা, অনশ্চার পত্নী

অমৃতার গর্ভে পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পত্নী সুযশার গর্ভে ভীমসেন, ভীমসেনের পত্নী কুমারীর গর্ভে প্রতিশ্রবা এবং প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতীপের পত্নী সুনন্দার গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে—দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যকালেই তপস্যা করতে চলে যান। শান্তনু রাজা হন। তিনি কোনো বৃদ্ধ লোককে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেই ব্যক্তি যুবক ও সুখী হয়ে উঠতেন। সেই জন্যই তাঁর নাম হয়েছিল শান্তনু। ভাগিরথী গঙ্গার সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ হয়েছিল। দেবব্রত নামে তাঁদের যে পুত্র জন্মান, তিনিই পরবর্তীকালে ভীষ্ম নামে প্রসিদ্ধ হন। পিতার প্রসন্নতার জন্য তিনি সত্যবতীর সঙ্গে তাঁর পিতা শান্তনুর বিবাহ দেন। সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য এবং চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্মায়। চিত্রাঙ্গদ অল্পবয়সেই গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্রবীর্য রাজা হলেন। তাঁর দুই পত্নী ছিলেন—অম্বিকা এবং অম্বালিকা। অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীর্য মারা যান। তাঁর মাতা সত্যবতী ভাবলেন যে রাজা দুষ্মন্তের বংশ লোপ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় তিনি ব্যাসদেবকে স্মরণ করলেন। ব্যাসদেব এলে তিনি বললেন—'তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য সন্তানহীন অবস্থায় পরলোকে গমন করেছে। তুমি তার বংশরক্ষা করো।' ব্যাসদেব মাতৃআজ্ঞায় অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং তাঁর দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম দিলেন। ব্যাসদেবের বরে ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে চারজন প্রধান—দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং চিত্রসেন। পাণ্ডুর পত্নী কুন্তীর গর্ভে তিন পুত্র জন্ম নেন—যুধিষ্ঠির, ভীমসেন এবং অর্জুন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রীর গর্ভে দুই পুত্র হয় নকুল ও সহদেব। দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রেরই বিবাহ হয়। দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচ পাণ্ডবেরই ক্রমশ প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্তি, শতানীক এবং শ্রুতকর্মা নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

যুধিষ্ঠিরের আর এক পত্নী ছিলেন, তাঁর নাম দেবিকা। তাঁর গর্ভে যৌধেয় জন্মায়। ভীমসেনের পত্নী কাশী-রাজকন্যা বলন্ধরার গর্ভে সর্বগ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করলে তাঁর গর্ভে অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত গুণবান এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। নকুলের পত্নী করেণুমতীর গর্ভে নিরামিত্র এবং সহদেবের পত্নী বিজয়ার গর্ভে সুহোত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভীমসেনের আর এক স্ত্রী হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামক পুত্র জন্মেছিল। পাণ্ডবদের এইভাবে মোট এগারো জন পুত্র জন্মেছিল। কিন্তু বংশবৃদ্ধি হয়েছিল শুধু অভিমন্যুর দ্বারাই। এছাড়া অর্জুনের আরও দুই পুত্র ছিল—উলূপীর গর্ভে ইড়াবান্ এবং চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন। এঁরা দুজন তাঁদের মাতাদের সঙ্গে মাতামহের কাছে থাকতেন এবং তাঁদেরই উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বিরাট রাজকন্যা উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ হয়েছিল। তাঁর গর্ভে এক মৃত সন্তান জন্ম নেয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সে প্রাণ ফিরে পায়। অশ্বত্থামার অস্ত্রে তার মৃত্যু ঘটেছিল। কুরুবংশ পরিক্ষীণ হওয়াতে তাঁর জন্ম, তাই তিনি পরীক্ষিৎ নামে প্রসিদ্ধ। পরীক্ষিতের পত্নী মাদ্রবতীর পুত্র হলেন আপনি। আপনার বপুষ্টমা নামক পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে শতানীক এবং শঙ্কুকর্ণ। শতানীকেরও এক পুত্র—অশ্বমেধদত্ত। আপনার জানবার আগ্রহে আমি পুরুবংশের বর্ণনা করলাম।

—o—

# রাজর্ষি শান্তনুর সঙ্গে গঙ্গার বিবাহ এবং তাঁদের পুত্র ভীষ্মের যুবরাজ পদে অভিষেক

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ইক্ষ্বাকুবংশে মহাভিষ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি অনেক অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ করে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। একদিন বহু দেবতা এবং মহাভিষসহ সকল রাজর্ষি ব্রহ্মার চরণে উপস্থিত হলেন। সেইসময় গঙ্গাদেবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বায়ু তাঁর হাওয়ার দাপটে গঙ্গাদেবীর শ্বেতবস্ত্র শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। উপস্থিত সকলেই লজ্জা পেয়ে চক্ষু নত করেছিলেন, কিন্তু মহাভিষ নিঃশঙ্ক হয়ে তা দেখতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাই লক্ষ্য করে বললেন—

'মহাভিষ ! তুমি এবার পৃথিবীতে যাও। যে গঙ্গার দিকে তুমি তাকিয়ে আছ, সে তোমার অপ্রিয় কাজ করবে। তুমি তার ওপর যখন ক্রোধান্বিত হবে তখন তুমি এই শাপ থেকে মুক্তিলাভ করবে।'

মহাভিষ ব্রহ্মার নির্দেশ শিরোধার্য করে ঠিক করলেন যে, তিনি পুরুবংশের রাজা প্রতীপের পুত্ররূপে জন্মাবেন। গঙ্গাদেবী সেখান থেকে ফিরে আসার সময় পথে বসুদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা বশিষ্ঠের শাপে শ্রীহীন অবস্থায় ছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা মনুষ্য হয়ে জন্মাবেন। গঙ্গাদেবী বসুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করলেন যে, তিনি বসুদের গর্ভে ধারণ করবেন এবং জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মুক্ত করে দেবেন। সেই আট বসুগণও নিজেদের অষ্টমাংশ থেকে এক পুত্রকে মর্ত্যলোকে থাকতে দেবার অঙ্গীকার করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে তিনি অপুত্রক থাকবেন।

পুরুবংশের রাজা প্রতীপ তাঁর পত্নীর সঙ্গে গঙ্গাতীরে তপস্যা করছিলেন। ভগবতী গঙ্গা একদিন সুন্দরী মূর্তি ধারণ করে তাঁর কাছে এলেন। কুশল বিনিময়ের পর নানা আলোচনার মধ্যে প্রতীপ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, তিনি যেন তাঁর ভাবী পুত্রের পত্নী হন। গঙ্গাদেবী প্রতীপের কথা মেনে নিলেন এবং রাজা প্রতীপ পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর তপস্যা করলেন। বৃদ্ধাবস্থায় মহাভিষ তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। সেইসময় রাজা প্রতীপ প্রশান্তরত অথবা তাঁর বংশও লুপ্তপ্রায়, সেই অবস্থায় পুত্র জন্মানোতে তাঁর নাম হল 'শান্তনু'। শান্তনু যৌবন প্রাপ্ত হলে রাজা প্রতীপ তাঁকে জানালেন—'এক রমণীয় দিব্য নারী তোমার কাছে পুত্র কামনায় আসবে। তুমি তাকে কোনো কিছু প্রশ্ন না করে সে যা করবে, তাই মেনে নিও।' এই বলে তিনি শান্তনুকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে বানপ্রস্থে গমন করলেন।

রাজর্ষি শান্তনু একবার শিকার করতে করতে গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি এক পরমা সুন্দরী নারীকে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে স্বর্গের লক্ষ্মীদেবী মনে হচ্ছিল। তাঁর রূপ দেখে শান্তনু বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হল, তিনি তাঁকে অপলক নেত্রে দেখতে লাগলেন। সেই দিব্য নারীর মনেও শান্তনুর জন্য প্রেম উদয় হল। শান্তনু তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে বললেন—'তুমি আমাকে পতিরূপে স্বীকার করো।' সেই দিব্য নারী বললেন—'রাজন্ ! আমি আপনার রানি হতে রাজি আছি, কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে। তা হল এই যে, আমি ভালো-মন্দ যে কাজই করি, আপনি আমাকে বাধা দেবেন না, কিছু বলবেন না। যতদিন আপনি এটি মেনে চলবেন, ততদিন আমি আপনার কাছে থাকব। যে দিন আপনি বাধা দেবেন বা কটুকথা বলবেন, সেই দিন আমি আপনাকে ছেড়ে চলে যাব।' রাজা তাঁর কথা মেনে নিলেন। গঙ্গাদেবী অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাজাও তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না।

রাজর্ষি শান্তনু গঙ্গাদেবীর শীল, সদাচার, রূপ, সৌন্দর্য, উদারতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ এবং সেবা দ্বারা অত্যন্ত প্রসন্ন ও আনন্দিত হলেন। তিনি গঙ্গাদেবীর প্রেমে এমনই মগ্ন ছিলেন যে, বহু বর্ষ কেটে গেলেও তিনি তা অনুভব করতে পারলেন না। গঙ্গাদেবীর গর্ভে একে একে শান্তনুর সাত পুত্র জন্মাল। কিন্তু পুত্র জন্মগ্রহণ করলেই গঙ্গাদেবী 'আমি তোমার প্রসন্নতার কাজ করছি' বলে তাকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিতেন। রাজা শান্তনুর এই কাজ পছন্দ ছিল না কিন্তু পাছে গঙ্গাদেবী তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান, সেইজন্য তিনি কোনোপ্রকার বাধা দিতেন না। সাত পুত্রকে এইভাবে বিসর্জন দেওয়া হলে, গঙ্গাদেবীর অষ্টম পুত্র জন্মাল। এবার রাজা শান্তনু দুঃখিত হলেন এই পুত্রের পরিণামের কথা ভেবে। তাঁর মনে ইচ্ছা হল যে 'এই পুত্রটি আমার কাছে থাক।' তিনি গঙ্গাদেবীকে বললেন—'তুমি কে ? কার কন্যা ? কেন এই শিশুদের হত্যা করছ ? আরে, পুত্রঘ্নি ! এ তো মহাপাপ।' গঙ্গাদেবী বললেন—'ওহে পুত্রাভিলাষী ! ঠিক আছে, তোমার এই প্রিয়পুত্রকে হত্যা করব না। শর্ত অনুযায়ী আমি আর এখানে থাকতে পারি না। আমি জহ্নুকন্যা জাহ্নবী। বড় বড় মহর্ষিরা আমার সেবা করেন। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্যই আমি এতদিন তোমার কাছে ছিলাম। আমার এই আট পুত্র হল অষ্টবসু। বশিষ্ঠের শাপেই তাদের মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়েছিল। এই পৃথিবীতে এদের তোমার মতো পিতা এবং আমার মতো মাতা পাওয়া সম্ভব ছিল না। বসুদের পিতা হওয়ায় তুমি অক্ষয় ধাম লাভ করবে। আমি এঁদের অতি শীঘ্র মুক্ত করে

দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাই এই কাজ করেছি। এখন এঁরা অভিশাপমুক্ত হয়েছেন, আমিও স্বর্গে ফিরে চললাম। এই পুত্র অষ্টমাংশ। তুমি একে পালন করো।'

শান্তনু জিজ্ঞাসা করলেন—'বশিষ্ঠ ঋষি কে ? তিনি কেন বসুদের অভিশাপ দিয়েছিলেন ? এই শিশুটি এমন কী কাজ করেছে, যার জন্য ও এই পৃথিবীতে থাকবে ? বসুদের মনুষ্যজন্ম হল কেন ? আমাকে এই সব কথা বলো।' গঙ্গাদেবী বললেন—'বিশ্ববিখ্যাত বশিষ্ঠ মুনি বরুণের পুত্র। মেরু পর্বতের নিকট তাঁর অত্যন্ত পবিত্র, সুন্দর এবং সুখদায়ক আশ্রম আছে। উনি সেখানেই তপস্যা করতেন। কামধেনুর কন্যা নন্দিনী তাঁর যজ্ঞ হবিষ্য প্রদানের নিমিত্ত সেখানেই থাকত। পৃথু ইত্যাদি বসুগণ একবার তাঁদের পত্নীদের নিয়ে সেই বনে এলেন। এক বসুপত্নীর দৃষ্টি সর্বকামনাপূরণকারী নন্দিনীর ওপর পড়ল। তিনি তাঁর স্বামী দ্যৌ নামক বসুর দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করেন। দ্যৌ তাঁর স্ত্রীকে বললেন—'প্রিয়তমা ! এই উত্তম গাভীটি বশিষ্ঠ মুনির। কেউ যদি এর দুধ পান করে, তাহলে সে যৌবন লাভ করে এবং দশ হাজার বৎসর জীবিত থাকে।' বসুপত্নী বললেন—'আমি আমার সখীকে এটি উপহার দিতে চাই, তুমি একে হরণ করে আনো।' পত্নীর কথায় দ্যৌ তাঁর ভাইয়েদের সঙ্গে করে এসে নন্দিনী গাভীকে চুরি করে নিয়ে গেলেন। তখন তাঁদের একথা মনে ছিল না যে, বশিষ্ঠ মুনি অত্যন্ত তেজস্বী ঋষি, তিনি তাঁদের শাপ দিয়ে দেবলোকচ্যুত করতে পারেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ফল-ফুল নিয়ে আশ্রমে এসে দেখলেন সবৎসা নন্দিনী নেই, সমস্ত বন খুঁজেও তার কোনো খোঁজ পেলেন না। তখন তিনি দিব্য দৃষ্টিতে সব দেখে বসুদের অভিশাপ দিলেন—'বসুরা আমার গাভীকে হরণ করে নিয়ে গেছে, তাই তাদের মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে।' পরম তপস্বী ও প্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বসুদের শাপ দিয়েছেন জেনে বসুরা তাঁর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে নন্দিনী-সহ মহর্ষির আশ্রমে এলেন। বশিষ্ঠ বললেন— 'অন্য সব বসুরা এক এক বছরের জন্য মর্ত্যলোকে গিয়েই মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু দ্যৌকে তাঁর কর্মফল ভোগ করার জন্য অনেক দিন মর্ত্যে থাকতে হবে। আমার মুখনিঃসৃত বাক্য কখনো মিথ্যা হবে না। এই বসুর মর্ত্যলোকে কোনো সন্তান হবে না। পিতার প্রসন্নতার জন্য সে কখনো স্ত্রীলোকে আসক্তও হবে না।' বশিষ্ঠের কথা শুনে সকলে আমার কাছে এসে আমাকে অনুরোধ করেন যাতে তাঁরা জন্মালেই আমি তাঁদের একে একে জলে বিসর্জন দিই। আমি তাঁদের কথা মেনে নিয়ে সেই কাজই করেছি। শেষের এই শিশুই দ্যৌ নামক বসু। এ বহুকাল পৃথিবীতে থাকবে।' এই বলে গঙ্গাদেবী শিশুটিকে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

হে জনমেজয় ! রাজা শান্তনু অত্যন্ত মেধাবী, ধর্মাত্মা এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। অনেক বড় বড় দেবর্ষি এবং রাজর্ষি তাঁর সৎকার করতেন। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, ক্ষমা, জ্ঞান, সংকোচ, ধৈর্য এবং তেজ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি ধর্মনীতি এবং অর্থনীতিতেও নিপুণ ছিলেন। শুধু ভরতবংশেরই নয়, সমস্ত প্রজাকুলেরই তিনি একমাত্র রক্ষক ছিলেন। তাঁকে দেখে সকলেই বুঝত যে, কাম এবং অর্থের থেকেও শ্রেষ্ঠ হল ধর্ম। সেই সময় তিনিই ছিলেন ধার্মিক শ্রেষ্ঠ। প্রজাদের ভয়, শোক, প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছিল, তারা সুখে দিনাতিপাত করত। তাঁর তেজঃপূর্ণ শাসনে প্রভাবিত হয়ে অন্যান্য সামন্ত রাজন্যবর্গও যজ্ঞ-দান ইত্যাদিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের সেবা করতেন, বৈশ্য ক্ষত্রিয়দের অনুগামী থাকতেন এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের আনন্দের সঙ্গে সেবা করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর। সেখান থেকেই শান্তনু সমস্ত পৃথিবী শাসন করতেন। তাঁর রাজত্বে কেউ পশু-পক্ষী, শূকর, হরিণ শিকার করতে পারত না। তাঁর রাজ্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল এবং তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে রাগ-দ্বেষরহিত হয়ে প্রজাপালন করতেন। দেবতা, ঋষি, এবং পিতৃপুরুষদের জন্য যজ্ঞের আয়োজন করা হত। রাজা শান্তনু দুঃখী, অনাথ এবং পশু-পক্ষী সকল প্রাণীদেরই রক্ষা করতেন। সেই সময় সকলেই সত্যাশ্রিত ছিল এবং সকলের মনই দানে উৎসাহী ছিল। রাজা শান্তনু ছত্রিশ বছর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করে বনবাসীর মতো জীবন নির্বাহ করেছিলেন।

একদিন রাজা শান্তনু গঙ্গাতীরে বিচরণ করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন গঙ্গানদীতে সেদিন খুব কম জল বয়ে যাচ্ছে। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত এবং চিন্তিত হলেন যে 'আজ দেবনদী গঙ্গা কেন এত ক্ষীণ !' অগ্রসর হয়ে রাজা

অনুসন্ধান করতে গেলেন, সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন এক সুন্দর বিশালকায় যুবক তার দিব্য অস্ত্রের অভ্যাস করছেন ; তিনি তাঁর বাণ দিয়ে গঙ্গার ধারা রুদ্ধ করেছেন। এই অলৌকিক কর্ম দেখে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে শুধু জন্মের সময়ই দেখেছিলেন, তাই চিনতে পারলেন না। সেই কুমার রাজাকে তাঁর মায়ায় মুগ্ধ করে অন্তর্হিত হলেন। রাজর্ষি শান্তনু গঙ্গাদেবীকে বললেন—'কুমারকে আবার দেখাও।' গঙ্গাদেবী সুন্দর রূপ ধারণ করে নিজ পুত্রের দক্ষিণ হস্ত ধরে রাজার সামনে এলেন। কুমারের অনুপম সৌন্দর্য, দিব্য বসন-ভূষণ দেখে রাজা তাঁকে চিনতে পারলেন না। গঙ্গাদেবী তখন তাঁকে বললেন—'মহারাজ ! এ আপনার অষ্টম পুত্র, যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। আপনি একে গ্রহণ করুন এবং আপনার রাজধানীতে নিয়ে যান। এই পুত্র বশিষ্ঠ ঋষির কাছে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেছে এবং অস্ত্র শিক্ষাও সম্পূর্ণ করেছে। এই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের সমকক্ষ। দেবতা এবং অসুর সকলেই একে সম্মান করে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এবং দেবগুরু বৃহস্পতি যা কিছু জানেন, এই পুত্রের সে সবই প্রাপ্ত হয়েছে। স্বয়ং ভগবান পরশুরামের যে শস্ত্রের জ্ঞান আছে এ তার সমকক্ষ। আপনি এই ধর্মনিপুণ ধনুর্ধর বীরকে নিজের রাজধানীতে নিয়ে যান। আমি একে আপনার হাতে সমর্পণ করলাম।' রাজর্ষি শান্তনু পুত্রকে রাজধানীতে নিয়ে এসে অত্যন্ত সুখী হলেন এবং সত্বর তাঁকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন। গঙ্গাপুত্র দেবব্রত তাঁর শীল এবং সদাচার দ্বারা দেশের সমস্ত প্রজাকে সুখী করলেন। এইভাবে আনন্দের সঙ্গে চার বছর কেটে গেল।'

---o---

## ভীষ্মের ভীষণ প্রতিজ্ঞা এবং শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! একদিন রাজর্ষি শান্তনু যমুনা নদীর তীরে বিচরণ করছিলেন, সেখানে তিনি অতি উৎকৃষ্ট এক সুগন্ধ পেলেন, কিন্তু সেই গন্ধ কোথা থেকে আসছিল তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তিনি সেই সুগন্ধের উৎস সন্ধান করছিলেন। সেখানে নিষাদদের মধ্যে তিনি একটি দেবাঙ্গনার ন্যায় সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কল্যাণী ! তুমি কার কন্যা, এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছ ?' কন্যা জবাব দিলেন—'আমি নিষাদ কন্যা। পিতার নির্দেশে ধর্মার্থ নৌকা চালাই।' তাঁর সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং সুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে রাজর্ষি শান্তনু তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন এবং কন্যার পিতার কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। নিষাদরাজ বললেন—'রাজন্ ! যেদিন থেকে এই দিব্য কন্যাকে আমি পেয়েছি, তখন থেকে আমি এর বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে আছি। কিন্তু এই সম্পর্কে আমার মনে একটি ইচ্ছা আছে। যদি

আপনি একে ধর্মপত্নী করতে চান, তাহলে আপনাকে শপথ নিয়ে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমি জানি আপনি সত্যবাদী। আপনার মতো পাত্র আমি আর কোথায় পাব ! তাই আপনি প্রতিজ্ঞা করলে এর সঙ্গে আপনার বিবাহ দেব।' শান্তনু বললেন—'আপনি আগে শর্ত কী সেটা বলুন। দেবার মতো প্রতিশ্রুতি হলে নিশ্চয়ই দেব।' নিষাদরাজ বললেন—'এর গর্ভে যে পুত্র হবে, আপনার পরে সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে, আর কেউ নয়।' যদিও রাজা শান্তনু সেই সময় কামপীড়িত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি এই শর্ত মেনে নিলেন না। তিনি কামনাবশত অচেতনের ন্যায় হয়েছিলেন, নিষাদকন্যার কথা চিন্তা করতে করতে তিনি হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। দেবব্রত পিতাকে চিন্তিত দেখে তাঁর কাছে এসে বললেন—'পিতা ! পৃথিবীর সকল রাজাই আপনার বশীভূত। আপনার সর্বই কুশলে আছে। তাহলে আপনি কেন বিষণ্ণ হয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করছেন ? আপনি চিন্তায় এতই মগ্ন যে আমার সঙ্গেও কথা বলেন না বা ঘোড়ায় চড়ে বাইরেও যান না। আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে, আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। দয়া করে বলুন, আপনার কী হয়েছে, আমি তার প্রতিকার করব।' শান্তনু বললেন—'পুত্র ! আমি সত্যই চিন্তিত। আমার এই মহৎ বংশে তুমিই একমাত্র বংশধর। তুমি সর্বদা সশস্ত্র হয়ে বীরের কাজ করে থাক। জগতে সর্বক্ষণই লোক মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, তার জন্য আমি সবসময় চিন্তিত থাকি। ভগবান এমন না করেন, কিন্তু যদি তোমার কোনো বিপদ আসে তাহলে আমার বংশ লোপ পেয়ে যাবে। তুমি অবশ্যই শত-শত পুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর আমিও বৃথা বিবাহ করতে চাই না, তবুও বংশপরম্পরা রক্ষার জন্য চিন্তা তো হয়।'

দেবব্রত তখন রাজ্যের বয়স্ক ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে নিয়ে দাসরাজার নিবাসস্থলে গেলেন এবং সেখানে পিতার জন্য তাঁর কন্যাকে প্রার্থনা করলেন। নিষাদরাজ দেবব্রতকে অত্যন্ত সমাদর করে বসালেন এবং সভাস্থলে এসে বললেন, 'ভরতবংশ-শিরোমণি ! রাজর্ষি শান্তনুর বংশরক্ষার জন্য আপনি একাই যথেষ্ট। তবুও এমন সম্বন্ধ ভেঙে গেলে ইন্দ্রকেও অনুতাপ করতে হবে। এই কন্যা যে শ্রেষ্ঠ রাজার কন্যা, তিনি আপনাদেরই সমমর্যাদা-সম্পন্ন। তিনি বারবার আমাকে অনুরোধ করছেন যাতে আমি সত্যবতীর বিবাহ রাজা শান্তনুর সঙ্গে দিই। দেবর্ষি এই কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি রাজি হইনি। পালনপোষণকারী হওয়ায় আমিও এই কন্যার পিতার মতো, তাই আমি বলছি এই বিবাহ-সম্বন্ধে একটাই দোষ আছে, তা হল সত্যবতীর পুত্রের শত্রু বড় প্রবল হবে। যুবরাজ ! আপনি যাঁর শত্রু হবেন, তিনি গন্ধর্ব বা অসুর যাই হোন না কেন, সে কখনো জীবিত থাকবে না। সেই কথা চিন্তা করেই আমি আপনার পিতাকে কন্যা সমর্পণ করিনি।' গঙ্গানন্দন দেবব্রত নিষাদরাজের কথা শুনে ক্ষত্রিয় সভার মধ্যে তাঁর পিতার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন—'নিষাদরাজ ! আমি শপথ নিয়ে এই প্রতিজ্ঞা

করছি যে, এঁর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, সেই আমাদের উত্তরাধিকারী হবে। আমার এই প্রতিজ্ঞা অভূতপূর্ব, আমার মনে হয় আমার আগে এমন প্রতিজ্ঞা কেউ কখনো করেননি।' নিষাদরাজের তখনও চাওয়ার কিছু বাকি ছিল, তিনি বললেন—'যুবরাজ ! আপনি সত্যবতীর জন্য যে প্রতিজ্ঞা করলেন, তা আপনারই উপযুক্ত, এতে কোনো সন্দেহই নেই। তবে আমার মনে আর একটি চিন্তা আছে, পাছে আপনার পুত্র সত্যবতীর পুত্রের কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়।' দেবব্রত নিষাদরাজের মনের কথা বুঝে সেই ক্ষত্রিয়পূর্ণ সভায় দেবব্রত বললেন—'হে ক্ষত্রিয়গণ ! আমি প্রথমেই আমার

পিতার জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করেছি, এবার তাঁর সন্তানদের জন্য প্রতিজ্ঞা করছি, নিষাদরাজ ! আজ থেকে আমি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করব। সন্তান না হলেও আমি অক্ষয় ধাম লাভ করব।'

দেবব্রতের এই কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনে নিষাদরাজ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন—'আমি কন্যা সমর্পণ করছি।' সেইসময় আকাশ থেকে দেবগণ, ঋষি এবং অপ্সরাগণ দেবব্রতের ওপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন এবং সকলে বলতে লাগলেন—'ইনি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছেন, এঁর নাম 'ভীষ্ম' হওয়া উচিত।' তারপর দেবব্রত-ভীষ্ম সত্যবতীকে রথে করে হস্তিনাপুরে এনে পিতার হস্তে সমর্পণ করলেন। দেবব্রতের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা সর্বলোকে প্রচারিত হল। সকলেই বলতে লাগলেন ইনি সত্যই ভীষ্ম। ভীষ্মের এই দুষ্কর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে রাজা শান্তনু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বর দিলেন—'আমার নিষ্পাপ পুত্র ! তুমি যতদিন বাঁচতে চাও, ততদিন মৃত্যু তোমাকে কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার কাছে অনুমতি পেলেই সে তোমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে অর্থাৎ তুমি ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী হবে।'

—o—

## চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্যের চরিত্র, ভীষ্মের পরাক্রম ও প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজর্ষি শান্তনুর পত্নী সত্যবতীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য। দুজনেই খুব পরাক্রমশালী ছিলেন। চিত্রাঙ্গদ যৌবনপ্রাপ্তির আগেই শান্তনু স্বর্গলাভ করেন। সত্যবতীর সম্মতি নিয়ে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তিনি নিজ পরাক্রমে সকল রাজাকে পরাজিত করেন। কাউকেই তিনি নিজ সমকক্ষ বলে মনে করতেন না। গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ যখন দেখলেন শান্তনু-নন্দন চিত্রাঙ্গদ নিজ বল পরাক্রম দ্বারা দেবতা, মানুষ এবং অসুরদের হীনবল করছেন তখন তিনি শান্তনু-পুত্রের ওপর আক্রমণ করলেন, কুরুক্ষেত্রের ময়দানে দুই চিত্রাঙ্গদের প্রচণ্ড লড়াই হল। তিন বৎসর ধরে সরস্বতী নদীর তীরে লড়াই চলল। গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ খুব বড় মায়াবী ছিলেন, তাঁর হাতে রাজা চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হল। ভীষ্ম ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে ছোট ভাই বিচিত্রবীর্যকে রাজসিংহাসনে বসালেন। বিচিত্রবীর্য তখন বালক, তিনি ভীষ্মের নির্দেশানুযায়ী রাজ্যশাসন করতেন। আসলে তিনি ভীষ্মের নির্দেশ পালন করতেন, ভীষ্মই ছিলেন প্রকৃত রক্ষক।

ভীষ্ম যখন দেখলেন বিচিত্রবীর্য যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর বিবাহের কথা চিন্তা করলেন। সেই সময় তিনি সংবাদ পেলেন কাশীরাজের তিন কন্যার স্বয়ংবর হবে। তিনি মাতা সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে একাকী রথে করে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। স্বয়ংবর সভায় যখন রাজাদের পরিচয় করানো হচ্ছিল তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে বৃদ্ধ এবং একাকী দেখে সুন্দরী কন্যারা হতচকিত হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। তাঁরা মনে করলেন এই বৃদ্ধ বিবাহের উদ্দেশ্যে এসেছে ! সেখানে উপস্থিত রাজন্যবর্গও নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাশা করে বলতে লাগলেন—'আরে, এই ভীষ্ম তো ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা করেছিল, এখন চুল সাদা করে, গায়ে লোলচর্ম নিয়ে লজ্জা পরিত্যাগ করে এখানে উপস্থিত হয়েছে কেন ?' এই সব দেখে শুনে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি বলপূর্বক তিন কন্যাকে তাঁর ভাইয়ের জন্য রথে তুলে নিলেন এবং বললেন—'ক্ষত্রিয়গণ ও বড় বড় ধর্মজ্ঞ মুনি ঋষি স্বয়ংবর বিবাহের প্রশংসা করে থাকেন। কিন্তু হে রাজন্যবর্গ ! আমি তোমাদের সামনে থেকে এই তিন কন্যাকে হরণ করলাম। তোমরা সকলে মিলে পারো তো আমাকে পরাজিত কর,

নাহলে এখান থেকে সরে যাও। আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি।' এইভাবে তিনি সমস্ত রাজা ও কাশীনরেশকে আহ্বান করে সেখান থেকে কন্যাদের নিয়ে রওনা হলেন।

ভীষ্মের কথায় সমস্ত রাজা ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর দিকে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এলেন। অত্যন্ত রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল। সকলে একত্রে ভীষ্মের ওপর হাজার হাজার বাণ নিক্ষেপ

করতে লাগলেন। ভীষ্ম একাই সমস্ত বাণ প্রতিহত করলেন। বাণের দ্বারা তাঁরা ভীষ্মকে আটকাতে চাইলেন, কিন্তু ভীষ্মের সামনে কোনো প্রতিরোধই দাঁড়াতে পারল না। সেই ভয়ানক যুদ্ধ দেবাসুর যুদ্ধের মতোই ছিল। ভীষ্ম এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র ধনুক, বাণ, ধ্বজা, কবচ এবং নরমুণ্ড কেটে ফেলেন। ভীষ্মের এই অলৌকিক যুদ্ধকৌশল এবং শক্তি দেখে শত্রুপক্ষের যোদ্ধারাও তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। বিজয়ী হয়ে ভীষ্ম কন্যাগণসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। তিনি কন্যা তিন জনকে বিচিত্রবীর্যের হাতে সমর্পণ করে বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন। তখন কাশীনরেশের প্রথমা কন্যা অম্বা ভীষ্মকে বললেন—'ভীষ্ম ! আমি আগে থেকেই মনে মনে শল্যরাজকে পতি বলে মেনে নিয়েছি। আমার পিতারও এতে সম্মতি ছিল। আমি স্বয়ংবর সভাতে তাঁর গলাতেই বরমাল্য দিতাম। আপনি তো ধর্মজ্ঞ, আমার সর্বকথা শুনে আপনি ধর্মানুসারে আচরণ করুন।' ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে অম্বাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। অন্য দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরে বিচিত্রবীর্য অত্যন্ত কামাসক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর দুই পত্নী তাঁকে সেবা করতে থাকেন। সাত বছর বিষয় ভোগ করার পর যৌবনকালেই বিচিত্রবীর্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন এবং বহু চিকিৎসা করালেও তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। ধর্মাত্মা ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি বিচিত্রবীর্যের অন্তিম-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন।

কিছুদিন পর সত্যবতী বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে ভীষ্মকে ডেকে পাঠালেন এবং ভীষ্ম এলে বললেন—'পুত্র ! ধর্মনিষ্ঠ পিতার পিণ্ডদান, যশ এবং বংশরক্ষার ভার তোমার ওপরেই নির্ভর করছে। আমি বিশ্বাস করে তোমাকে একটি কাজে নিযুক্ত করছি। তুমি সেই কাজ সম্পূর্ণ করো। তোমার ভাই বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেছে। তুমি কাশীরাজের পুত্রকামিনী কন্যাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে বংশ রক্ষা করো। আমার আদেশ মনে করে তোমার এই কাজ করা উচিত। তুমি রাজসিংহাসনে বসে প্রজাপালন করো।' শুধু মাতা সত্যবতী নয়, আত্মীয়-স্বজন সকলেই ভীষ্মকে এই কথা বলতে লাগলেন। তখন দেবব্রত-ভীষ্ম বললেন—'মাতা আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনি তো জানেন আমি আপনার বিবাহের সময় কী প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ! আমি আবার প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি ত্রিলোকের রাজ্য, ব্রহ্মপদ এবং এই দুয়ের অধিক যে মোক্ষ তাও পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সত্যকে ত্যাগ করব না। ভূমি গন্ধ ত্যাগ করতে পারে, আকাশ শব্দ ত্যাগ করতে পারে, চন্দ্র তার শীতলতা

ত্যাগ করতে পারে, ইন্দ্র তাঁর বল-বিক্রম ত্যাগ করতে পারেন, এমন কী স্বয়ং ধর্মরাজও তাঁর ধর্ম ত্যাগ করতে পারেন ; কিন্তু আমি আমার সত্যপ্রতিজ্ঞা ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করতে পারি না।' ভীষ্মের ভীষণ প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি শুনে সত্যবতী তখন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যাসদেবকে স্মরণ করলেন। স্মরণ করতেই ব্যাসদেব এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—'মাতা ! আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?' সত্যবতী বললেন—'পুত্র ! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেছে তুমি তার স্থানে পুত্র উৎপাদন করো।' ব্যাসদেব মাতার নির্দেশ মেনে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর গর্ভসঞ্চার করেন। নিজ নিজ মাতার দোষে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ এবং পাণ্ডু হরিৎবর্ণ হয়ে জন্মালেন। তখন অম্বিকার প্রেরণায় এক দাসীর গর্ভে ব্যাসদেবপুত্র বিদুর জন্মগ্রহণ করলেন। মহাত্মা মাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্মরাজ বিদুররূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হলেন।

—০—

## মাণ্ডব্য ঋষির কথা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! ধর্মরাজ এমন কী করেছিলেন, যার জন্য তাঁকে ব্রহ্মর্ষি অভিশাপ দিলেন এবং তাঁকে শূদ্রের গর্ভে জন্ম নিতে হয় ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! বহু দিন পূর্বের কথা, মাণ্ডব্য নামের এক যশস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, ধর্মজ্ঞ, তপস্বী এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর আশ্রমের দরজার সামনে এক বৃক্ষের নীচে তিনি হাত ওপরে তুলে তপস্যা করতেন এবং মৌনব্রত ধারণ করেছিলেন। কিছুদিন পরে এক দিন এক দল ডাকাত কিছু মালপত্র নিয়ে সেখানে এল। অনেক সিপাহী তাদের পিছন পিছন আসছিল, ডাকাতেরা তাদের ভয়ে মাণ্ডব্যঋষির আশ্রমে ডাকাতির জিনিসপত্রসহ লুকিয়ে রইল। সিপাহীরা এসে ঋষিকে জিজ্ঞাসা করল 'ডাকাতেরা কোথায় গেল ? তাড়াতাড়ি বলুন, আমরা তাদের অনুসরণ করে আসছি।' মাণ্ডব্য কোনো উত্তর দিলেন না। রাজকর্মচারীরা তাঁর আশ্রম তল্লাশ করে চার জন ডাকাত এবং মালপত্র পেয়ে গেল। সিপাহীরা মাণ্ডব্য ঋষি এবং ডাকাতদের রাজার কাছে ধরে নিয়ে এল। রাজা বিচার করে সকলকেই শূলে চড়াবার আদেশ দিলেন। ঋষিকেও শূলে চড়ানো হল। অনেক দিন কেটে গেলেও বিনা খাওয়া-দাওয়াতেই মাণ্ডব্য শূলে বসে থাকলেন, তাঁর মৃত্যু হল না। তিনি প্রাণত্যাগ করেননি। ওখান থেকেই তিনি বহু ঋষিকে আমন্ত্রিত করতেন। রাত্রিযোগে ঋষিরা পক্ষীরূপে তাঁর কাছে আসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি কী অপরাধ করেছিলেন ? মাণ্ডব্য বলতেন—'আমি কার দোষ দেব ? এ আমারই অপরাধের ফল।'

প্রহরীরা দেখল ঋষিকে অনেকদিন শূলে চড়ানো হয়েছে, কিন্তু এ এখনও মরেনি। তারা গিয়ে রাজাকে সব জানাল। রাজা মাণ্ডব্যঋষির কাছে এসে প্রার্থনা জানালেন, 'আমি অজ্ঞানতাবশত অত্যন্ত অন্যায় করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর প্রসন্ন হোন।' মাণ্ডব্য রাজাকে কৃপা করে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি শূল থেকে

নেমে এলেন। যখন কোনোভাবেই তাঁর শরীর থেকে শূল বার করা গেল না, তখন সেটি কেটে দেওয়া হল। সেই শূলবিদ্ধ অবস্থায় তিনি তপস্যা করে দুর্লভ লোক প্রাপ্ত হলেন। তখন থেকে তাঁর নাম হল অণীমাণ্ডব্য। মহর্ষি মাণ্ডব্য ধর্মরাজের সভায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি না জেনে

এমন কী কাজ করেছি, যার জন্য আমাকে এই ফল পেতে হল ? শীঘ্র উত্তর দিন, নচেৎ আপনি আমার তপস্যার ফল দেখবেন।' ধর্মরাজ বললেন—'আপনি একটি ছোট ফড়িংয়ের লেজে লোহার শিক ফুটিয়ে দিয়েছিলেন, এ তারই ফল। যেমন অল্প দানে অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়, তেমনই অল্প অধর্মের কাজ করলেও তার জন্য অনেক বেশি ফল ভোগ করতে হয়।' অণীমাণ্ডব্য জিজ্ঞাসা করলেন—'আমি এই কাজ কবে করেছি ?' ধর্মরাজ বললেন, 'শিশু বয়সে !' তখন অণীমাণ্ডব্য বললেন—'বালক বারো বছর বয়স পর্যন্ত যা কিছু করে, তাতে অধর্ম হয় না ; কারণ তখনও তার ধর্ম-অধর্মের কোনো জ্ঞান থাকে না। আপনি ছোট্ট অপরাধের অনেক বড় শাস্তি দিয়েছেন। আপনার জানা উচিত যে অন্য সমস্ত প্রাণীবধের থেকেও ব্রাহ্মণবধ অত্যন্ত গুরুতর। তাই আপনাকে শূদ্রযোনিতে জন্ম নিয়ে মানুষ হতে হবে। আজ থেকে আমি জগতে কর্মফলের মর্যাদা স্থাপন করছি। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত যে কর্ম করা হবে, তাতে কোনো পাপ হবে না, তার পরে যে কর্ম করা হবে তার ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।'

এই অপরাধের জন্য মাণ্ডব্য শাপ দিয়েছিলেন এবং ধর্মরাজ শূদ্রযোনিতে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিদুর ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ক্রোধ কিংবা লোভ তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী, শান্তির পক্ষপাতী এবং সমগ্র কুরুবংশের হিতৈষী ছিলেন।

## ধৃতরাষ্ট্রদের বিবাহ এবং পাণ্ডুর দিগ্বিজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর জন্মগ্রহণ করায় কুরুবংশ, কুরুজাঙ্গল দেশ এবং কুরুক্ষেত্র এই তিনেরই প্রভূত উন্নতি হয়। ধন-ধান্যে দেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। সময়মতোই ঋতু-পরিবর্তন হত। বৃক্ষাদি ফলে-ফুলে ভরে থাকত। পশু-পক্ষীও সুখে বসবাস করত। নগরে ব্যবসায়ী, কারিগর এবং বিদ্বানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। সাধু-সন্তেরা সুখী হলেন, চোর-ডাকাতের ভয় থাকল না, পাপকর্মও কমে গিয়েছিল। শুধু রাজধানীতেই নয়, সারা দেশেই যেন সত্যযুগ ফিরে এসেছিল। কৃপণ ব্যক্তি বা বিধবা স্ত্রীলোক নজরে পড়ত না। ব্রাহ্মণদের গৃহে সর্বদা পূজা-অর্চনা হত। ভীষ্ম অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ধর্মরক্ষা করতেন। সেই সময় সর্বত্রই ধর্মের শাসন ছিল। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের কার্যে পুরবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। ভীষ্ম সযত্নে রাজকুমারদের রক্ষা এবং পালন-পোষণ করতেন। সকলেই নিজ নিজ অধিকার অনুসারে অস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন। সকলেই গজশিক্ষা এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইতিহাস, পুরাণ এবং অন্য নানা বিদ্যায় তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত বিষয়েই তাঁরা তাঁদের নিশ্চিত মতামত রাখতে সক্ষম ছিলেন। পাণ্ডু ছিলেন তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। সবথেকে বলশালী ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। ত্রিলোকে বিদুরের সমকক্ষ ধর্মজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি আর কেউই ছিলেন না। সেই সময় সকলেই বলতেন যে, বীরপ্রসবিনী মাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন কাশীনরেশের কন্যাগণ, দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুরুজাঙ্গল, ধর্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এবং নগরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হস্তিনাপুর। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ, বিদুর

ছিলেন দাসীপুত্র, তাই এঁরা দুজনে রাজ্যের অধিকারী ছিলেন না, সেইজন্য পাণ্ডুই রাজা হলেন।

ভীষ্ম শুনেছিলেন গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারী সর্বগুণসম্পন্না ও সুলক্ষণযুক্তা। তিনি মহাদেবের আরাধনা করে শতপুত্র লাভের বর লাভ করেছিলেন। তাই ভীষ্ম গান্ধাররাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। প্রথমে সুবল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু পরে নানাদিক বিচার বিবেচনা করে এবং ধৃতরাষ্ট্রের কুল, শীল, সদাচার দেখে তিনি বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন। গান্ধারী যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর ভাবী স্বামী অন্ধ, তখন তিনি একটি বস্ত্র কয়েক ভাঁজ করে নিজের চোখ বেঁধে নিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন তিনিও তাঁর স্বামীর মতো নেত্রহীন হয়েই জীবন কাটাবেন। তাঁর ভ্রাতা শকুনি ভগিনী গান্ধারীকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলে ভীষ্মের অনুমতিতে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। তিনি তাঁর চরিত্র এবং সদ্‌গুণে নিজ পতি এবং পরিজনদের প্রসন্ন করেছিলেন।

যদুবংশে পৃথা নামে অত্যন্ত সুন্দরী এক কন্যা ছিলেন।

বাসুদেব তাঁর ভ্রাতা। শূরসেন তাঁর পিসিমার ছেলে। কুন্তিভোজকে তাঁর কন্যা পৃথাকে দত্তক দিয়েছিলেন। কুন্তিভোজের ধর্মকন্যা পৃথা কুন্তী নামে পরিচিত হলেন। তিনি অত্যন্ত সাত্ত্বিক, সুন্দরী এবং সর্বগুণসম্পন্না ছিলেন। অনেক রাজাই তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাই কুন্তিভোজ স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। স্বয়ংবর সভায় কুন্তী বীরবর পাণ্ডুকে বরণ করলেন। রাজা পাণ্ডু বহু মূল্যবান সামগ্রীসহ নববধূ কুন্তীকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। মহাত্মা ভীষ্ম পাণ্ডুর আর একটি বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ; সেইজন্য তিনি সপরিষদ চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে মদ্ররাজার রাজধানীতে গেলেন। মাদ্রীর ভ্রাতা শল্য ভীষ্মের কথায় প্রসন্ন হয়ে মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ দিলেন। পাণ্ডু দুই স্ত্রীকে নিয়ে আনন্দে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

কিছুদিন পর রাজা পাণ্ডু দিগ্বিজয়ের কথা ভাবলেন। তিনি ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র এবং শ্রেষ্ঠ কুরুবংশীয়দের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে চতুরঙ্গ সেনাসহ দিগ্বিজয়ে বার হলেন। ব্রাহ্মণেরা মঙ্গলপাঠ করে আশীর্বাদ করলেন। পাণ্ডু সর্বপ্রথম তাঁর শত্রু দশার্ণ রাজাকে আক্রমণ করলেন এবং জয়লাভ করলেন। তারপর রাজগৃহে গিয়ে প্রসিদ্ধ বীর মগধরাজকে বধ করলেন। সেখানে বহু ধন-রত্ন, যান-বাহন ইত্যাদি আহরণ করে তিনি বিদেহরাজকে আক্রমণ করে তাঁকে পরাস্ত করেন। এরপরে কাশী, পুণ্ড্র ইত্যাদি জয় করে বিজয় পতাকা অব্যাহত রাখেন। বহু রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। সকল পরাজিত রাজাই তাঁকে পৃথিবীর সম্রাটরূপে স্বীকার করে নেন এবং মণি, মাণিক্য, সোনা-রূপা, অশ্ব-রথাদি উপঢৌকনরূপে প্রদান করেন। পাণ্ডু সেইসব ধন-সম্পদ উপহারস্বরূপ পেয়ে রাজধানী হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। পাণ্ডুকে সুস্থ শরীরে রাজ্যে ফিরতে দেখে ভীষ্মের দুচোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। পাণ্ডু তাঁর আহরিত সমস্ত ধন-সম্পদ ভীষ্ম এবং সত্যবতীকে উপহার দিলেন।

ভীষ্ম রাজা দেবকের কাছ থেকে তাঁর এক সুন্দরী দাসীপুত্রী এনে পরম জ্ঞানী বিদুরের সঙ্গে বিবাহ দিলেন, তাঁর গর্ভে বিদুরের ন্যায় কয়েকজন গুণবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

——o——

## ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রাদির জন্ম এবং তাঁদের নাম

বৈশম্পায়ন বললেন—মহর্ষি ব্যাস একবার হস্তিনাপুরে গান্ধারীর কাছে এলেন। গান্ধারীর সেবা-যত্নে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে গান্ধারীকে বর চাইতে বললেন। গান্ধারী তাঁর

পতির ন্যায় বলশালী একশত পুত্র হওয়ার বর চাইলেন। তার ফলে গান্ধারী গর্ভধারণ করলেন, কিন্তু দুবছর পর্যন্ত তা গর্ভেই থাকল, সন্তান জন্ম নিল না। ইতিমধ্যে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেছেন। নারী-স্বভাববশত গান্ধারী এতে দুঃখিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতে গর্ভপাত করে দেন। তাঁর পেট থেকে লৌহপিণ্ডের ন্যায় এক মাংস পিণ্ড বেরিয়ে আসে। দুবছর গর্ভধারণ করার পরও সেটিকে ওই অবস্থায় দেখে গান্ধারী সেটি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ভগবান ব্যাস যোগদৃষ্টিতে সব জানতে পেরে সেখানে এসে বললেন—'পুত্রী ! তুমি এ কী কাজ করছ ?' গান্ধারী ব্যাসদেবকে সব কথা জানিয়ে বললেন—'ভগবান ! আপনার আশীর্বাদে আমি আগে গর্ভধারণ করলেও কুন্তীর পুত্র প্রথমে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। দুবছর গর্ভধারণ করার পর একশত পুত্রের পরিবর্তে এই মাংসপিণ্ডটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এ কী হল ?' ব্যাসদেব বললেন—'আমার বর কখনো মিথ্যা হবে না, আমি পরিহাস করেও কখনো মিথ্যা কথা বলি না। এখন তুমি শীঘ্র একশতটি কুণ্ড ঘি দিয়ে পূর্ণ করো এবং সুরক্ষিত স্থানে সেটি রেখে এই মাংস পিণ্ডে ঠাণ্ডা জল ছেটাও।' ঠাণ্ডা জল দেওয়াতে পিণ্ডটি একশত টুকরো হল। প্রত্যেকটি টুকরো একটি আঙুলের গাঁটের সমান। তাতে আর একটি টুকরো বেশি ছিল। ব্যাসদেবের নির্দেশানুসারে সমস্ত টুকরোগুলি সেই ঘৃতকুণ্ডগুলিতে রাখা হল। তিনি বললেন 'দুবৎসর পরে এগুলি খুলবে'—বলে তিনি তপস্যা করতে হিমালয়ে চলে গেলেন। দুবছর পর সেই মাংস পিণ্ড হতে প্রথমে দুর্যোধন ও পরে অন্য পুত্রেরা জন্ম নেন। যুধিষ্ঠির এঁদের আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। দুর্যোধন যেদিন জন্ম নেন, সেই দিনই প্রবল পরাক্রমশালী ভীমসেনও ভূমিষ্ঠ হন।

দুর্যোধন জন্মেই গর্দভের মতো সুরে ডাকতে লাগলেন। সেই আওয়াজে গর্দভ, শিয়াল এবং কাক ডাকতে লাগল, ঝড় উঠল, কয়েক স্থানে আগুন লেগে গেল। এইসব শুনে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হয়ে ব্রাহ্মণ, ভীষ্ম, বিদুর এবং আত্মীয়-পরিজন ও কুরুকুলের প্রধান ব্যক্তিদের ডেকে বললেন—'আমাদের বংশে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরই জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। নানাগুণের জন্য সে তো রাজা হবেই, তার সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু তারপরে আমার পুত্র রাজা হবে কি না, তা আপনারা বলুন।' ধৃতরাষ্ট্রের কথা শেষ হওয়ার আগেই মাংসভোজী শিয়ালের দল ডেকে উঠল। অমঙ্গলসূচক অশুভ ইঙ্গিত দেখে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিদুর বললেন—'রাজন্ ! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মের সময় যেরূপ অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যে আপনার এই পুত্র কুলনাশক হবে। তাই একে ত্যাগ করা উচিত। একে পালন করলে দুঃখই বাড়বে। আপনি যদি বংশের কল্যাণ চান তাহলে একশতের মধ্যে একজনকে ত্যাগ করাই ভালো, এই মনে করে একে ত্যাগ করুন এবং নিজ কুল ও জগতের মঙ্গলসাধন করুন। শাস্ত্র স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, সমস্ত কুলের জন্য একজন মানুষ, সমস্ত গ্রামের জন্য একটি কুল এবং দেশের জন্য একটি গ্রাম এবং আত্মকল্যাণের জন্য পৃথিবীই পরিত্যাগ করা কর্তব্য।' সকলে একত্র হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক বোঝালেও পুত্রস্নেহবশত রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারলেন না। সেই একশত এক টুকরো মাংসপিণ্ড থেকে একশত পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম হয়। গান্ধারী গর্ভবতী থাকার সময় এক বৈশ্য-কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করত, তার

গর্ভে যুযুৎসু নামক ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র জন্ম নেন। সেই পুত্র অত্যন্ত যশস্বী ও বিচারশীল ছিলেন।

জনমেজয় ! ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের নাম হল—দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুস্সহ, দুশ্শল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্য, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্মদ, দুর্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রবাণ, চিত্রবর্মা, সুবর্মা, দুর্বিমোচন, আয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্ধন, উগ্রায়ুধ, সুষেণ, কুণ্ডধার, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদঃসুবাক, উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্ডী, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্মা, দৃঢ়থাশ্রয়, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোমা, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢোরস্ক, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী এবং বিরজা। ধৃতরাষ্ট্রের কন্যার নাম ছিল দুঃশলা। এঁরা সকলেই বড় বীর, যুদ্ধকুশল এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এঁদের সকলেরই যথাযোগ্য সময়ে সুন্দরী কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করেন। কন্যা দুঃশলার বিবাহ হয় রাজা জয়দ্রথের সঙ্গে।

---

## ঋষিকুমার কিন্দমের শাপে পাণ্ডুর বৈরাগ্য

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! আপনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের জন্মকথা এবং তাঁদের নাম জানালেন। আমি এখন পাণ্ডবদের জন্মকথা শুনতে চাই।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা পাণ্ডু একবার বনে বিচরণ করছিলেন। সেই বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে তিনি দেখলেন এক যূথপতি মৃগ তার পত্নী মৃগীর সঙ্গে মৈথুনে রত। পাণ্ডু তাদের ওপর পাঁচটি বাণ ছুঁড়লেন, মৃগ-মৃগী দুজনেই বাণবিদ্ধ হল। মৃগ বলল—'রাজন্ ! যারা অত্যন্ত কামাসক্ত, ক্রোধী, বুদ্ধিহীন এবং পাপী তারাও এমন ক্রূর কর্ম করে না। আপনার তো এইসব পাপী ও ক্রূরকর্মা ব্যক্তিদের দণ্ড প্রদান করা উচিত। আমার মতো নিরাপরাধকে মেরে আপনার কী লাভ হল ? আমি কিন্দম নামের এক তপস্বী। মানুষ হয়ে আমার এই কাজ করতে লজ্জাবোধ হওয়ায় মৃগ হয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিহার করছিলাম। আমি প্রায়শই এইরূপ বেশধারণ করে বেড়াতে বার হই। আমাকে বধ করার জন্য আপনি ব্রহ্মহত্যার পাতক হবেন না, কারণ আপনি তা জানতেন না। কিন্তু যে অবস্থায় আপনি আমাকে হত্যা করছেন, তা অত্যন্ত অনুচিত কাজ। অতএব আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেন, তাহলে সেই অবস্থায় আপনার মৃত্যু হবে এবং আপনার স্ত্রীও আপনার সহগামী হবেন।' এই বলে কিন্দম প্রাণত্যাগ করলেন।

মৃগরূপধারী কিন্দম মুনির মৃত্যুতে সপত্নীক পাণ্ডু এত দুঃখিত হলেন, যেন তাঁর কোনো প্রিয় আত্মীয় মারা গেছেন। পাণ্ডু শোকার্ত হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'অনেক কুলীন ব্যক্তিও নিজ চিত্তকে বশ

করতে না পেরে এই কামের ফাঁদে আবদ্ধ হয় এবং নিজেদের দুর্গতি নিজেরাই ডেকে আনে। আমি শুনেছি ধর্মাত্মা শান্তনুর পুত্র, আমার পিতা বিচিত্রবীর্যও কামবাসনার জন্য অল্পবয়সেই মারা যান। আমি তাঁরই পুত্র। হায় হায় ! আমি কুলীন এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, তবুও আমার বুদ্ধি এত ক্ষীণ হয়ে গেল। আমি এবার সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগ করে মোক্ষলাভ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হব এবং আমার পিতা মহর্ষি ব্যাসের মতো আমার জীবন-নির্বাহ করব। আমি ঘোর তপস্যা করব, এক একটি বৃক্ষের নীচে এক একদিন নির্জনে বাস করব এবং মৌনী সন্ন্যাসী হয়ে আশ্রমগুলিতে ভিক্ষা করে দিন কাটাব। প্রিয়-অপ্রিয়ের চিন্তা ত্যাগ করে শোক-হর্ষের অতীত হয়ে উঠব, নিন্দা ও স্তুতি উভয়ই আমার কাছে সমান হবে। আশীর্বাদ, নমস্কার, সুখ-দুঃখ এবং পরিগ্রহ রহিত হয়ে কারো প্রতি ক্রোধ এবং বিদ্বেষ রাখব না। সর্বদা প্রসন্ন থাকব, সকলের মঙ্গল করব এবং চরাচরের কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেব না। সকল প্রাণীকে নিজের সন্তানের মতো দেখব। মিতাহারী হব, কখনো উপবাসে থাকব। লাভ-অলাভে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হব। কেউ যদি আমার একটি হাত কেটে অন্য হাতে চন্দন লেপন করে, তাহলেও আমি কিছু বলব না। আমি বাঁচতেও চাইব না,

মরতেও নয়। জীবিত অবস্থায় মানুষ নিজ মঙ্গল কামনায় যেসব কর্ম করে, আমি তার কোনোটাই করব না ; কারণ এগুলি সবই কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অবিদ্যার জাল কেটে ফেলব। প্রকৃতি ও প্রাকৃত পদার্থের অধীনতা থেকে মুক্ত হব এবং বায়ুর ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করব। যে সব ব্যক্তি সম্মান ও অপমানে প্রভাবিত হয়ে কামনার বশবর্তী হয়ে সেই অনুসারে চলতে চেষ্টা করে, তারা কুকুরের প্রদর্শিত পথে চলে।'

এইসব চিন্তা-ভাবনা করে পাণ্ডু দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুন্তী ও মাদ্রীকে বললেন, 'তোমরা রাজধানীতে যাও, সেখানে আমার মাতা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহী সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজপুরোহিত, ব্রাহ্মণ, মহাত্মা, আত্মীয়-স্বজন, নগর-বাসীগণ সকলকে প্রসন্ন করে বলবে পাণ্ডু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে।' কুন্তী এবং মাদ্রী পাণ্ডুর কথা শুনে এবং তাঁর বনে বাস করা নিশ্চিত জেনে বললেন, 'আর্যপুত্র ! সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়াও এমন আশ্রমও তো আছে, যেখানে আপনি আমাদের সঙ্গে মহাতপস্যা করতে পারেন। আমরা আপনার সঙ্গে স্বর্গেও যাব এবং সেখানে আপনাকেই পতিরূপে লাভ করব। আমরা দুজনেই নিজ নিজ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে কামজনিত সুখ বিসর্জন দিয়ে স্বর্গেও আপনাকে পাবার আশায় আপনার সঙ্গেই মহাতপস্যা করব। মহারাজ ! আপনি যদি আমাদের ছেড়ে চলে যান, তাহলে আমরা অতি অবশ্যই প্রাণ বিসর্জন দেব, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

পত্নীদের দৃঢ়সিদ্ধান্ত দেখে পাণ্ডু বললেন—'তোমরা যদি ধর্মানুসারে তাই করবে বলে নিশ্চিত হয়ে থাক, তাহলে তাই হোক। আমি সন্ন্যাস না নিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনেই থাকব। বিষয়সুখ এবং উত্তেজক খাদ্য পরিহার করে ফল-মূল গ্রহণ করব, বল্কল পরিধান করব এবং ঘোর তপস্যা করে বনে বনে বিচরণ করব, দিনে দুবার স্নান-সন্ধ্যাদি করব এবং জটাধারণ করব। গরম-ঠাণ্ডা বা বৃষ্টিবাদলে ভয় পাব না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় লক্ষ্য দেব না এবং দুশ্চর তপস্যা করে শরীর কৃশ করব। নির্জনবাস করে পরমাত্মার চিন্তা করব। ফল-মূল, জল ও বাক্যে দেবতা ও পিতৃপুরুষদের সন্তুষ্ট করব। কোনো বনবাসীর অপ্রিয়কর্ম করব না। আমি বানপ্রস্থের কঠোর থেকে কঠোরতম নিয়ম আমৃত্যু পালন করব।' পত্নীদের এইসব বলে পাণ্ডু তাঁর উত্তম বসন ও অলংকারাদি ব্রাহ্মণদের দান করে বললেন—'হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা হস্তিনাপুরে গিয়ে

বলুন যে, পাণ্ডু অর্থ, কাম এবং বিষয়সুখ পরিত্যাগ করে পত্নীদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছে।' তাঁর এই বাক্যে তাঁর পরিচারক ও পরিজনেরা দুঃখপ্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁদের চোখে জল এসে গেল। তাঁরা বিমর্ষ বদনে পাণ্ডুর মূল্যবান জিনিস-পত্র নিয়ে হস্তিনাপুর এসে পাণ্ডুর অনুপস্থিতিতে রাজকার্য পরিচালনকারী ধৃতরাষ্ট্রকে সব দিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন। নিজের ভাইয়ের এই খবর শুনে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি সর্বক্ষণ পাণ্ডুর কথাই ভাবতে লাগলেন।

এদিকে পাণ্ডু পত্নীসহ নানা দেশ ঘুরে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। তিনি শুধু ফল-মূল খেয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। মাটিতে শয্যা নিতেন। বড় বড় সাধু-মহাত্মা তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখতেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ছেড়ে হংসকূট শিখর পার হয়ে তিনি শতশৃঙ্গ পর্বতে এসে তপস্যারত হলেন। সেখানে সিদ্ধ-চারণগণ তাঁর প্রতি প্রীতিপূর্ণ ছিলেন। মহাত্মা পাণ্ডু সকলের সেবা করতেন এবং মন-ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে কাজ করতেন, কখনো অহংকার দেখাতেন না। সেখানে কেউ তাঁকে ভাই, কেউ বন্ধু, আবার কেউ পুত্রের মতো দেখাশোনা করতেন। এইভাবে পাণ্ডুর তপস্যা চলতে লাগল।

## পাণ্ডবদের জন্ম এবং পাণ্ডুর পরলোক-গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সেদিন অমাবস্যা তিথি। ব্রহ্মাকে দর্শনের নিমিত্ত অনেক বড় বড় ঋষি-মহর্ষি ব্রহ্মলোক যাত্রা করছিলেন। পাণ্ডু তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?' সকলে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার দর্শনে যাচ্ছেন শুনে পাণ্ডুও তাঁর পত্নীদের নিয়ে তাঁদের অনুগামী হলেন। ঋষিরা বললেন—'রাজন্ ! পথ অতি দুর্গম। বিমানের ভীড়ে ভর্তি অপ্সরাদের ক্রীড়াস্থল, ভীষণ দুর্গম-পর্বত, নদীপাত। চতুর্দিকে বরফ, কোনো বৃক্ষ সেখানে নেই। পশু-পক্ষীও নজরে পড়ে না। সেখানে শুধু বায়ু এবং সিদ্ধ ঋষি ও মহর্ষিরা যেতে পারেন। এরূপ দুর্গম পথে রাজকুমারী কুন্তী ও মাদ্রী কীভাবে হাঁটবেন ? আপনি আপনার পত্নীদের নিয়ে এই দুর্গম যাত্রা করবেন না।' পাণ্ডু বললেন—'আমি জানি সন্তানহীনের জন্য স্বর্গের দ্বার বন্ধ। এই কথা ভেবে আমি খুবই কষ্ট পাচ্ছি। মানুষ চার ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে—পিতৃ-ঋণ, দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ এবং মনুষ্য-ঋণ। যজ্ঞদ্বারা দেবতা, স্বাধ্যায় এবং তপস্যা দ্বারা ঋষি, পুত্র এবং শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃপুরুষ এবং পরোপকার দ্বারা মনুষ্য ঋণ শোধ করা যায়। আমি সব ঋণ থেকে মুক্ত হলেও পিতৃঋণ থেকে মুক্তি পাইনি। আমার ইচ্ছা যে আমার পত্নীর গর্ভে পুত্র জন্ম নিক।' ঋষিরা বললেন— 'ধর্মাত্মন্ ! আমরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে আপনার দেবসদৃশ পুত্র হবে। আপনি আপনার এই দেবদত্ত অধিকার ভোগ করার চেষ্টা করুন। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।' পাণ্ডু ঋষিদের কথা শুনে চিন্তিত হলেন। কেননা তিনি জানতেন কিন্দম ঋষির অভিশাপে স্ত্রী-সহবাস করতে তিনি অক্ষম।

একদিন পাণ্ডু তাঁর যশস্বিনী পত্নী কুন্তীকে বললেন— 'প্রিয়ে ! তুমি পুত্রলাভের জন্য চেষ্টা কর।' কুন্তী

বললেন —'আর্যপুত্র ! আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার পিতা আমাকে অতিথিদের সেবা-শুশ্রূষা করার ভার সমর্পণ করেন। সেই সময় আমি দুর্বাসা নামক ঋষিকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলাম। তাতে তিনি আমাকে বর প্রদান করে এক মন্ত্র শিখিয়ে দেন এবং বলেন, 'এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করবে, তিনি চান বা না চান তোমার অধীন হবেন।' আপনি যদি অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে আমি কোনো দেবতাকে আহ্বান করতে পারি, তাঁর

সাহায্যেই আমার সন্তান হবে। আপনি বলুন, কোন দেবতাকে আহ্বান করব ?' পাণ্ডু বললেন—'আজ তুমি বিধিপূর্বক ধর্মরাজকে আহ্বান কর। ত্রিলোকে তিনিই শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা। তাঁর দ্বারা যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, নিঃসন্দেহে সে ধার্মিক হবে, তার মন কখনো অধর্মপথে যাবে না।'

কুন্তী তখন ধর্মরাজকে আহ্বান করে দুর্বাসা প্রদত্ত মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। সেই মন্ত্র প্রভাবে ধর্মরাজ সূর্যের ন্যায় আভাযুক্ত বিমানে করে কুন্তীর কাছে এলেন এবং প্রসন্ন হাস্যে বললেন—'কুন্তী ! বলো তুমি কী চাও ?' কুন্তী বললেন, 'আমাকে একটি পুত্র সন্তান দিন।' ধর্মরাজের সংযোগে কুন্তী গর্ভধারণ করেন এবং শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথি, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, অভিজিৎ মুহূর্তে তুলারাশিতে তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন[১]। জন্ম হতেই আকাশবাণী হল—'এই বালক ধর্মাত্মা মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন ; ইনি সত্যবাদী এবং বীর তো হবেনই, সমগ্র পৃথিবী ইনি শাসন করবেন। পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্রের নাম হবে 'যুধিষ্ঠির', ত্রিলোকে ইনি যশস্বী হবেন।'

কিছুদিন পর পাণ্ডু আবার কুন্তীকে বললেন—'প্রিয়ে ! ক্ষত্রিয় জাতি বলপ্রধান হয়ে থাকে। সুতরাং এমন পুত্রের জন্ম দাও, যে বলশালী হবে।' পতির নির্দেশে কুন্তী বায়ুকে আহ্বান করলেন। মহাবলী পবনদেব হরিণে চড়ে এলেন। কুন্তীর অনুরোধে তাঁর দ্বারা কুন্তীর গর্ভে ভীষণ পরাক্রমশালী এবং বলশালী ভীমসেন জন্ম নিলেন। সেই সময়ও দৈববাণী হল 'এই পুত্র বলবানদের শিরোমণি হবে।' জনমেজয় ! ভীমসেন জন্মগ্রহণ করতেই এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। ভীমসেন তাঁর মাতার ক্রোড়ে ঘুমোচ্ছিলেন। সেইসময় সেখানে একটি বাঘ এলো, কুন্তী ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। ভীমসেনের কথা তাঁর মনে ছিল না। ভীম মাতার ক্রোড় থেকে পাথরের চাতালে পড়ে গেলেন আর চাতালটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ পাথরের টুকরো দেখে পাণ্ডু চমকিত হলেন। যেদিন ভীমসেনের জন্ম হয় সেদিনই দুর্যোধন জন্মেছিলেন।'

পাণ্ডু এবার চিন্তা করলেন 'আমার যাতে এমন একজন পুত্র হয় যাকে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানা হবে ! ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি যদি কোনোরূপে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে এক সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র দান করেন !' এরূপ চিন্তা করে তিনি কুন্তীকে এক বছর ধরে ব্রত করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং স্বয়ং সূর্যের সামনে এক পায়ে দণ্ডায়মান হয়ে একাগ্রভাবে উগ্র তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র প্রকটিত হয়ে বললেন, 'তোমাকে আমি এক জগদ্‌বিখ্যাত, ব্রাহ্মণ, গো এবং সুহৃদের সেবাকারী

এবং শত্রু সন্তাপকারী শ্রেষ্ঠ পুত্র দান করব।' তখন পাণ্ডু কুন্তীকে বললেন—'প্রিয়ে ! আমি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে বরলাভ করেছি। এবার তুমি পুত্রের জন্য তাঁকে আহ্বান করো।' কুন্তী পাণ্ডুর নির্দেশ মেনে নিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রকটিত হলেন এবং অর্জুনের জন্ম হল। অর্জুনের জন্মের সময় আকাশকে প্রকম্পিত করে আকাশবাণী হল—'কুন্তী ! এই বালক কার্তবীর্য অর্জুন এবং ভগবান শংকরের মতো পরাক্রমশালী এবং ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজিত থেকে তোমার যশ বৃদ্ধি করবেন। বিষ্ণু যেমন তাঁর মাতা অদিতিকে প্রসন্ন করেছিলেন, এই বালকও তেমনই তোমাকে প্রসন্ন করবেন। এই বালক বহু সামন্ত এবং রাজাদের পরাজিত করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। স্বয়ং ভগবান রুদ্র এঁর পরাক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে অস্ত্রদান করবেন। এই বালক ইন্দ্রের নির্দেশে নিবাত কবচ নামক অসুরদের বধ করবেন এবং বহু দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি

[১]এই যোগ সাধারণত আশ্বিন শুক্ল পঞ্চমীতে হয়।

প্রাপ্ত হবেন।' এই আকাশবাণী শুধু কুন্তীই নয় সকলেই শুনতে পেলেন। এতে মুনি-ঋষি, দেবতা ও সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। আকাশে দুন্দুভি বাজতে লাগল, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। ইন্দ্রাদি দেবগণ, সপ্তর্ষি, প্রজাপতি, গন্ধর্ব, অপ্সরা—এঁরা সকলেই দিব্য বস্ত্রভূষণে সুসজ্জিত হয়ে অর্জুনের জন্মের জন্য আনন্দোৎসব করতে লাগলেন। দেবতাদের এই উৎসব শুধু মুনি-ঋষিরাই দেখতে পেলেন, সাধারণ মানুষরা নয়।

পরে একদিন মাদ্রীর অনুরোধে পাণ্ডু কুন্তীকে একান্তে ডেকে বললেন—'তুমি প্রজা ও আমার প্রসন্নতার জন্য এক কঠিন কাজ করো, এতে তোমার যশবৃদ্ধি হবে। লোকে যশের জন্য আগেও অনেক কঠিন কঠিন কাজ করেছে। কাজটি এই যে, মাদ্রীর গর্ভে যেন পুত্র উৎপন্ন হয়।' পাণ্ডুর আদেশ শিরোধার্য করে কুন্তী মাদ্রীকে বললেন—'বোন! তুমি একবার কোনো দেবতাকে স্মরণ করো। তাঁর দ্বারা তুমি সেই মতো পুত্র লাভ করবে।' মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করলেন। তখন অশ্বিনীকুমারেরা এসে মাদ্রীর গর্ভে দুটি পুত্র উৎপাদন করলেন। দুই অনুপম রূপবান বালক নকুল ও সহদেব মাদ্রীর ক্রোড়ে জন্ম নিলেন। সেই সময় আকাশবাণী হল, 'এই দুই বালক বল, রূপ এবং গুণে অশ্বিনীকুমারদের থেকেও বড় হবে। এরা রূপ, দ্রব্য, সম্পত্তি এবং শক্তিতে জগতে শ্রেষ্ঠ হবে।'

শতশৃঙ্গ পর্বতে বসবাসকারী ঋষিগণ পাণ্ডুকে ধন্যবাদ এবং বালকদের আশীর্বাদ দিয়ে তাঁদের নামকরণ করলেন—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। এঁরা সকলে এক বছরের ছোট ছিলেন। এঁরা ছোট বয়সে ঋষি ও ঋষিপত্নীদের খুব প্রিয় ছিলেন। রাজা পাণ্ডুও পত্নী ও পুত্রদের সঙ্গে সুখে বসবাস করছিলেন।

বসন্ত ঋতুর আগমনে সমস্ত বন পুষ্পভারে সজ্জিত হয়েছিল। সেই শোভা দেখে সকল প্রাণীই মুগ্ধ ও আনন্দিত। রাজা পাণ্ডু বনে বিচরণ করছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন পত্নী মাদ্রী। সুন্দর সাজসজ্জা করায় তাঁকে খুব সুন্দর লাগছিল। একে যৌবনকাল, তাতে সুন্দর সাজসজ্জা, মুখে মনোহর হাসি, এইসব দেখে পাণ্ডুর মনে কামভাবের সঞ্চার হল, যেন বনে আগুন লেগে গেছে। তিনি সবলে মাদ্রীকে কাছে টেনে নিলেন, মাদ্রী যথাশক্তি তাঁকে সংযত করার এবং নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। কামের নেশায় পাণ্ডু এত মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন যে অভিশাপের কথা তাঁর মনে ছিল না। কামবশ হয়ে তিনি মৈথুনে প্রবৃত্ত হলেন, তখনই তাঁর চেতনা নষ্ট হয়ে গেল। মাদ্রী তাঁর শব জড়িয়ে ধরে আর্তকণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন। কুন্তী পাঁচ পুত্রকে সঙ্গে করে সেখানে এলেন। তাঁরা কিছু দূরে থাকতেই মাদ্রী বললেন—'দিদি, পুত্রদের একটু দূরে রেখে তুমি এসো।' এই অবস্থা দেখে কুন্তী শোকগ্রস্ত হলেন। তিনি বিলাপ করে বলতে লাগলেন—'আমি সর্বদাই আমার স্বামীকে রক্ষা করেছি, শাপের কথা জেনেও উনি আজ কেন তোমার কথা শুনলেন না?' মাদ্রী বললেন—'দিদি! আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিলাম, কিন্তু এটিই হওয়ার ছিল, তাই উনি মনকে বশে রাখতে পারেননি।' কুন্তী বললেন—'এখন তুমি পতিদেবকে ছেড়ে এদিকে এসে পুত্রদের দেখাশোনা করো। আমি এঁর প্রথমা স্ত্রী, তাই আমারই সতী হওয়ার অধিকার, আমি এঁর অনুগমন করব।' মাদ্রী বললেন—'দিদি, ধর্মাত্মা পতির সঙ্গে আমিই সতী হব। আমি এখন যুবতী, আমারই এঁর সঙ্গে সহগমন করা উচিত। তুমি আমার বড়, এটুকু অধিকার আমাকে দাও। আমার পুত্রদের তুমি নিজের পুত্রের মতো দেখো। আমার ওপর আসক্তির জন্যই এঁর মৃত্যু ঘটেছে, তার জন্যও তাই আমারই সতী হওয়া উচিত।' এই কথা বলে মাদ্রী তাঁর পতির চিতায় আরোহণ করে পরলোক গমন করলেন।

—০—

# কুন্তী এবং পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আগমন এবং পাণ্ডুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডুর মৃত্যুতে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। তাঁরা চিন্তা করলেন যে, 'পরম যশস্বী মহাত্মা পাণ্ডু নিজ রাজ্য ও দেশ ছেড়ে এই স্থানে তপস্যা করার উদ্দেশ্যে আমাদের শরণ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছোট ছোট রাজপুত্র এবং পত্নীকে মর্ত্যে রেখে স্বর্গগমন করেছেন। আমাদের উচিত পত্নী-পুত্র এবং তাঁর অস্থি হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেওয়া। এ আমাদের ধর্ম।' এই পরামর্শ করে তাঁরা ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাণ্ডবদের সমর্পণ করার জন্য হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা হস্তিনাপুরের প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছলেন। নগরবাসীরা দেবতা, চারণ ও মুনিদের আগমন বার্তা পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হল। তারা ঘর-দ্বার ছেড়ে এঁদের দর্শন করতে দলে দলে চলে এল। সেই সময় কোনো ভেদ-ভাব ছিল না। ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সত্যবতী, কাশীরাজের কন্যাগণ, গান্ধারী, দুর্যোধন ও তাঁর ভাইয়েরা সকলেই হাজির হলেন। সকলে আগত মহর্ষিদের প্রণাম করলেন। কোলাহল শান্ত হলে ভীষ্ম ঋষিদের আপ্যায়ন করে কুশল-সংবাদ আদান-প্রদান করলেন। তখন সকলের সম্মতিক্রমে একজন ঋষি বলতে লাগলেন—'কুরুবংশ শিরোমণি রাজা পাণ্ডু বিষয়াদি ত্যাগ করে শতশৃঙ্গ পর্বতে বাস করছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। কিন্তু দিব্য মন্ত্রের প্রভাবে ধর্মরাজের অংশে যুধিষ্ঠির, পবনরাজের অংশে ভীমসেন, ইন্দ্রের অংশে অর্জুন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। প্রথম তিনজন কুন্তীর গর্ভে এবং শেষের দুজন মাদ্রীর গর্ভে জন্ম নেন। এঁদের জন্ম, বৃদ্ধি, বেদাধ্যয়ন দেখে পাণ্ডু অত্যন্ত খুশি হতেন ; কিন্তু আজ সতেরো দিন হল তিনি পিতৃলোকে গমন করেছেন। মাদ্রীও তাঁর সঙ্গে সহগমন করেছেন। এখন আপনাদের যা উচিত বলে মনে হয়, তাই করুন। এইগুলি ওঁদের দুজনের অস্থি আর এঁরা হলেন পাণ্ডুর পুত্র। আপনারা এই শিশুদের এবং তাঁদের মায়ের ওপর কৃপাদৃষ্টি দিন। প্রেতকার্য সমাপ্ত হলে রাজা পাণ্ডুর জন্য পিতৃমেধ যজ্ঞ করবেন।' এই বলে ঋষি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অন্তর্ধান করলেন। সকলেই এই সিদ্ধ তপস্বীদের দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন বিদুরকে নির্দেশ দিলেন, 'বিদুর ! মহারাজ পাণ্ডু এবং মহারানি মাদ্রীর রাজোচিত সম্মানের সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করো এবং পশু, বস্ত্র, অন্ন এবং ধন দান করো।' বিদুর তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়ে ভীষ্মের সম্মতিক্রমে গঙ্গার পবিত্র তীরে পাণ্ডু ও মাদ্রীর ঊর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করালেন। পাণ্ডুর বিয়োগব্যথায় নগরবাসী সকলেই ক্রন্দন করতে লাগলেন। পাণ্ডব, কৌরব, আত্মীয়-কুটুম্ব, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, পুরবাসী সকলেই বারোদিন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভূমিশয্যায় শয়ন করলেন। নগরে কোনো স্থানে হর্ষ বা উল্লাসের লেশমাত্র ছিল না। কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম একত্রে পাণ্ডুর ও মাদ্রীর শ্রাদ্ধকার্য করলেন, ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন এবং বহু ধন-রত্ন দান করলেন। পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হলে সকলে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

—o—

# সত্যবতীর দেহত্যাগ এবং ভীমসেনকে দুর্যোধনের বিষপ্রদান

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডুর প্রয়াণে আত্মীয়েরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। পিতামহী সত্যবতী দুঃখ শোকে উন্মত্তপ্রায় হয়ে গেলেন। ব্যাসদেব তাঁর মাতাকে শোকে ব্যাকুল দেখে বললেন—'মাতা ! এখন সুখের সময় চলে গেছে, দুঃখের দিন আগত। দিন দিন পাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, পৃথিবী বৃদ্ধা হচ্ছে, ছল-চাতুরী-কপটতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্ম-কর্ম-সদাচার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কৌরবদের অন্যায় কর্মের ফলে ভীষণ যুদ্ধ হবে। তুমি এখন সংসার ত্যাগ করে যোগকর্মে মনোনিবেশ করো। নিজ চক্ষে বংশের নাশ দেখা উচিত নয়।' মাতা সত্যবতী তাঁর কথা মেনে নিয়ে অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে এই সব কথা জানালেন এবং ভীষ্মের অনুমতি নিয়ে এঁদের দুজনকে নিয়ে বনগমন করলেন। বনে ঘোর তপস্যা করে তাঁরা তিন জনে দেহত্যাগ করলেন এবং অভীষ্ট গতি লাভ করলেন।

পাণ্ডবদের বৈদিক সংস্কার সম্পন্ন হল। তাঁরা পিতৃগৃহে থেকে বড় হতে লাগলেন। বাল্যকালে তাঁরা আনন্দে দুর্যোধনদের সঙ্গে খেলাধুলা করে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। ভীমসেন দৌড়ে, লক্ষ্যভেদে, খাওয়া-দাওয়াতে সর্ব-ব্যাপারেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ভীমসেন একাই সব ভাইয়ের চুল ধরে টেনে আনতেন, এতে অনেকেরই শরীরে আঘাত লাগত। দশজন বালককে একাই দুহাতে জলে ডুবিয়ে নাকাল করতেন। দুর্যোধনাদি বালকগণ যখন গাছে উঠতেন ফল পাড়ার জন্য, ভীম হাতে করে গাছ এমন দোলাতেন যে, ফলের সঙ্গে বালকরাও গাছ থেকে পড়ে যেত। ভীমসেনের সঙ্গে কুস্তী বা দৌড়ে কেউই সমকক্ষ ছিল না। ভীমসেনের মনে কোনো শত্রুভাব ছিল না। কিন্তু দুর্যোধন ভীমের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন। অন্তঃকরণের মালিন্যবশত তিনি ভীমের সব কাজেই দোষ ধরতেন। মোহ ও লোভবশত দোষ চিন্তা করতে করতে দুর্যোধন নিজেই দোষী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন যে, নগর উদ্যানে ভীমসেন ঘুমিয়ে পড়লে তাঁকে গঙ্গায় ফেলে দেবেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে বন্দি করে সমগ্র পৃথিবীর রাজা হবেন। এই স্থির করে দুর্যোধন সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

একবার দুর্যোধন জলবিহার করার জন্য গঙ্গাতীরে প্রমাণকোটিতে বড় বড় তাঁবু ফেলেছিলেন। সেখানে সকলের জন্য পৃথক পৃথক ঘর তৈরি করা হয়েছিল। সেই জায়গাটির নাম রাখা হয়েছিল উদকক্রীড়ন। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার খুব ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুর্যোধনের অনুরোধে যুধিষ্ঠির সেখানে যেতে রাজি হয়েছিলেন। তারপর সকলে মিলে রথে, হাতিতে, ঘোড়ায় করে রওনা হলেন। প্রজারা সঙ্গে যেতে চাইলে দুর্যোধন তাঁদের ফিরিয়ে দিলেন। নানা বন-উপবন ও সরোবর দেখতে দেখতে তাঁরা গঙ্গাতীরের উদ্যানে এসে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে রাজকুমারগণ খাওয়া-দাওয়া, হাসি-গল্পে মেতে উঠলেন। দুরাত্মা দুর্যোধন ভীমসেনকে হত্যা করার বদ মতলবে তাঁর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে রেখেছিলেন। তারপরে অত্যন্ত মিষ্টভাষায় ভাইয়ের মতো আগ্রহ করে ভীমকে সব পরিবেশন করে খাওয়ালেন, ভীমও সবকিছু আনন্দের সঙ্গে খেয়ে নিলেন। দুর্যোধন ভাবলেন, 'ঠিক হয়েছে, এবার কাজ হবে।' তারপর সকলে মিলে জলক্রীড়া করতে

গেলেন। জলক্রীড়া করতে করতে ভীমসেন ক্লান্ত হয়ে তীরে এসে শুয়ে পড়লেন। তাঁর শিরায় বিষ প্রবাহিত হওয়ার ফলে তিনি চেতনাশূন্য হয়ে পড়লেন। দুর্যোধন তখন তাঁকে মৃতের মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। সেই অবস্থাতে ভীম নাগলোকে গিয়ে পৌঁছলেন, সেখানে বিষধর সাপেরা তাঁকে খুব দংশন করল। সাপের বিষ মিশে যাওয়ায় ভীমের দেহের কালকূট বিষের তেজ স্তিমিত হয়ে গেল এবং ভীমসেনের চেতনা ফিরে এল। ভীম তখন আবার সতেজে সাপেদের ধরে মারতে লাগলেন। অনেক সাপ মরে গেল, অনেকে পালিয়ে বেঁচে গেল। সেই সাপেদের কাছে নাগরাজ বাসুকি সব বৃত্তান্ত শুনলেন।

বাসুকি নাগ নিজে ভীমসেনের কাছে এলেন। তাঁর সঙ্গী আর্যক নাগ ভীমসেনকে চিনতে পারলেন। আর্যক নাগ ভীমের মাতামহের মাতামহ ছিলেন। তিনি ভীমকে আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করলেন। বাসুকি আর্যককে জিজ্ঞাসা করলেন ভীমকে কী উপহার দেওয়া যায় ? ভীমকে প্রচুর ধনরত্ন দেওয়া হোক। আর্যক বললেন, 'কিন্তু ইনি ধনরত্ন নিয়ে কী করবেন ? তার থেকে এঁকে যদি পবিত্র কুণ্ডের রস খাওয়ানো যায়, তাহলে ইনি সহস্র হাতির বল লাভ করবেন।' নাগেরা ভীমসেনকে দিয়ে স্বস্তিবাচন করালেন এবং পূর্বমুখে

বসিয়ে কুণ্ডের রস দিলেন। শক্তিশালী ভীম আটটি কুণ্ডের রস খেয়ে ফেললেন। তারপর নাগেদের নির্দেশে তিনি এক দিব্য শয্যায় গিয়ে শয়ন করলেন।

এদিকে পরদিন সকালে শয্যাত্যাগ করে কৌরব ও পাণ্ডবগণ নানারকম খেলাধুলার পর হস্তিনাপুর রওনা হলেন। ভীমকে দেখতে না পেয়ে তাঁরা মনে করলেন, তিনি আগেই চলে গেছেন। দুর্যোধন তাঁর কৌশল সফল হয়েছে ভেবে আনন্দিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের মনে কোনো খারাপ ভাবনাই এল না, কেন-না তিনি দুর্যোধনকে নিজের মতোই সৎ মনে করতেন। হস্তিনাপুরে ফিরে এসে তিনি মাতা কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করলেন ভীম কখন ফিরেছে কারণ তাঁরা ওখানে ভীমকে দেখতে পাননি। এই কথায় কুন্তী একটু ভয় পেলেন, তিনি বললেন—'ভীম এখানে ফিরে আসেনি, তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি খোঁজার চেষ্টা করো।' মাতা কুন্তী বিদুরকে ডেকে পাঠালেন, বিদুর এলে তিনি বললেন—'বিদুর ! ভীমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্যোধনের চোখে আমি মন্দ অভিপ্রায় দেখেছি, ও বড় ক্রূর, লোভী এবং নির্লজ্জ। সে আমার বীর পুত্রকে হত্যা করেনি তো ? আমার বড় চিন্তা হচ্ছে।' বিদুর বললেন—'কল্যাণী ! এইসব কথা বলবেন না। অন্য পুত্রদের রক্ষা করুন। দুর্যোধনকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে সে আরও ক্রূর হয়ে উঠবে, অন্য পুত্রদের ওপরও বিপদ নেমে আসবে। মহর্ষি ব্যাসের বাক্যে আপনার পুত্র দীর্ঘায়ু হবে। ভীম যেখানেই থাক, সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।' বিদুর কুন্তীকে এইভাবে প্রবোধবাক্য দিয়ে চলে গেলেন। মাতা কুন্তী চিন্তিত হয়ে রইলেন।

নাগলোকে অষ্টম দিনে বলবর্ধক রস পরিপাক হওয়ার পরে ভীমের ঘুম ভাঙল। নাগেরা ভীমকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—'আপনি যে রস পান করেছেন তা অত্যন্ত বলকারক, আপনি দশ হাজার হাতির মতো শক্তিশালী হয়ে যাবেন। কেউ আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে না। আপনি এখন দিব্য জলে স্নান করে পবিত্র শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে নিজ গৃহে গমন করুন। আপনার ভাইয়েরা আপনার জন্য চিন্তিত।' তখন ভীম স্নান করে দিব্য বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া করে নাগেদের অনুমতি নিয়ে ওপরে এলেন। নাগেরা তাঁকে প্রমোদ উদ্যান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। ভীম তখন মায়ের কাছে ফিরে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। সকলে তাঁকে দেখে আনন্দিত হলেন। ভীম তাঁর সমস্ত ঘটনা, দুর্যোধনের অপকর্ম, নাগেদের সঙ্গে থাকার কাহিনী, আনুপূর্বিক মা ও ভ্রাতাদের জানালেন। যুধিষ্ঠির সব শুনে উপদেশ দিলেন, 'তুমি এই-সব কথা কখনো কাউকে বলবে না। এখন থেকে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হয়ে একে অপরকে রক্ষা করতে হবে।'

দুরাত্মা দুর্যোধন ভীমের সারথিকে গলা টিপে মেরে ফেললেন। ধর্মাত্মা বিদুরও যুধিষ্ঠিরকে চুপ করে থাকতে পরামর্শ দিলেন। ভীমসেনের খাদ্যে আর একবার বিষ প্রদান করলে, যুযুৎসু পাণ্ডবদের সেই খবর দিয়ে দেন। কিন্তু ভীম সেই বিষ খেয়ে হজম করে ফেলেন। ভীমসেন বিষে না মারা যাওয়ায় দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি অন্যভাবে তাঁকে বধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। পাণ্ডবরা সব জেনেশুনেও পিতৃব্য বিদুরের পরামর্শে চুপ করে থাকলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দেখলেন রাজপুত্রেরা শুধু খেলাধুলাতেই মগ্ন, তাই তিনি কৃপাচার্যকে নিয়ে এসে তাঁর হাতে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে রাজপুত্রদের সমর্পণ করলেন। কৌরব এবং পাণ্ডবগণ কৃপাচার্যের কাছে নিষ্ঠার সঙ্গে ধনুর্বেদ শিক্ষালাভ করতে লাগলেন।

—o—

# কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য এবং অশ্বত্থামার জন্ম বৃত্তান্ত এবং কৌরবদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! আপনি কৃপা করে কৃপাচার্যের জন্মকাহিনী আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়, মহর্ষি গৌতমের পুত্র শরদ্বান। তিনি বাণের দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছিলেন। ধনুর্বেদে তিনি যত মনোযোগী ছিলেন, বেদাভ্যাসে তত নয়। তিনি তপস্যা দ্বারা সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র লাভ করেছিলেন। শরদ্বানের ভীষণ তপস্যা এবং ধনুর্বেদে নৈপুণ্য দেখে ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তিনি শরদ্বানের তপস্যায় ব্যাঘাত করার জন্য জানপদী নামে এক দেবকন্যা প্রেরণ করেন। তিনি শরদ্বানের আশ্রমে এসে নানাভাবে তাঁকে প্রলোভিত করতে থাকেন। সেই সুন্দরী যুবতীকে এক বস্ত্রে দেখে তাঁর রোমাঞ্চ হয়, হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে যায়। শরদ্বান অত্যন্ত বিবেচক এবং তপস্যার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ধৈর্য সহকারে নিজেকে দমন করলেন। কিন্তু তাঁর মনে বিকার এসেছিল। তাই অজান্তেই তাঁর শুক্রপাত হল। তিনি ধনুর্বাণ, মৃগচর্ম, আশ্রম ও সেই কন্যাকে পরিত্যাগ করে সত্বর সেখান থেকে রওনা হলেন। তাঁর বীর্য সরকণ্ডার ওপরে পড়ল, তাই এটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে একটি কন্যা ও একটি পুত্রের জন্ম হল।

দৈবক্রমে রাজর্ষি শান্তনু সপারিষদ শিকার করতে সেখানে এলেন। কোনো এক পারিষদ সেইদিকে তাকিয়ে বালকদের দেখল এবং ভাবল যে, এই বালক হয়তো কোনো ধনুর্বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণপুত্র। রাজা শান্তনু সংবাদ পেয়ে সেই বালকদের সযত্নে নিয়ে এলেন। তিনি সেই শিশুদের পালন-পোষণ করে যথোচিত সংস্কার করলেন এবং দুজনের নাম রাখলেন কৃপ এবং কৃপী। শরদ্বান তপপ্রভাবে সব জানতে পেরে রাজর্ষি শান্তনুর কাছে এসে তাঁদের নাম-গোত্র জানালেন এবং তাঁদের চার প্রকার ধনুর্বেদ ও বিবিধ শাস্ত্রাদির শিক্ষা দিলেন। অল্প দিনেই বালক কৃপ সকল বিষয়ে পারঙ্গম হয়ে উঠলেন এবং কৌরব, পাণ্ডব, যদুবংশীয় ও অন্যান্য রাজকুমারদের ধনুর্বেদ অভ্যাস করাতে লাগলেন।

ভীষ্ম চিন্তা করলেন যে পাণ্ডব ও কৌরবদের আরও বেশি অস্ত্র-জ্ঞান থাকা উচিত। কিন্তু কোনো সাধারণ ব্যক্তি এঁদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে সক্ষম নন। এঁদের জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ অস্ত্র শিক্ষকই প্রয়োজন ! তাই তিনি এঁদের শিক্ষার ভার দ্রোণাচার্যের হস্তে সমর্পণ করলেন। দ্রোণাচার্য ভীষ্মের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই রাজকুমারেরা সকল শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে উঠলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! দ্রোণাচার্যের জন্ম কী করে হয়েছিল ? তিনি অস্ত্র কোথায় পেলেন এবং কৌরবদের সঙ্গে তাঁর কেমন সম্পর্ক ছিল ? এছাড়া শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ অশ্বত্থামা কী করে জন্মালেন, দয়া করে তাও বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! প্রথম যুগে গঙ্গাদ্বার নামক স্থানে মহর্ষি ভরদ্বাজ বাস করতেন। তিনি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ এবং যশস্বী ছিলেন। একবার যজ্ঞের সময় তিনি মহর্ষিদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে গেলেন। সেখানে তিনি ঘৃতাচী অপ্সরাকে স্নান করতে দেখলেন। তাই দেখে তাঁর মনে কামনা জাগরিত হয়। তখন তাঁর বীর্যস্খলন হয়। তিনি সেই বীর্য দ্রোণ নামক যজ্ঞপাত্রে রেখে দেন, তাতেই দ্রোণ জন্ম নেন। দ্রোণ সমগ্র বেদ ও বেদাঙ্গ স্বাধ্যায় করেছিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ আগেই অগ্নিবেশ্যকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। গুরু ভরদ্বাজের নির্দেশে তিনি দ্রোণকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন।

পৃষৎ নামে এক রাজা ছিলেন ভরদ্বাজ মুনির মিত্র। দ্রোণের জন্মের সময়ই তাঁর এক পুত্র হয় তাঁর নাম দ্রুপদ। তিনিও ভরদ্বাজ আশ্রমে এসে দ্রোণের সঙ্গেই শিক্ষালাভ করেন। দ্রোণের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত বন্ধুত্ব হয়। পৃষতের মৃত্যুর পর দ্রুপদ উত্তর-পাঞ্চাল দেশের রাজা হলেন। ভরদ্বাজ ঋষি ব্রহ্মলীন হলে দ্রোণ আশ্রমে থেকে তপস্যায় রত হলেন। তিনি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করেন। কৃপী অত্যন্ত ধর্মশীলা এবং জিতেন্দ্রিয়া ছিলেন। অশ্বত্থামা কৃপীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মেই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় 'স্থাম' অর্থাৎ শব্দ করেছিলেন, তাই তাঁর নাম রাখা হয় 'অশ্বত্থামা'। অশ্বত্থামার জন্মে দ্রোণ অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং স্বয়ং অশ্বত্থামাকে ধনুর্বেদ শিক্ষা দিতে থাকেন।

সেই সময় দ্রোণাচার্য জানতে পারলেন যে, জামদগ্নি-নন্দন ভগবান পরশুরাম তাঁর সর্বস্ব ব্রাহ্মণদের দান

করছেন। দ্রোণাচার্য তাঁর কাছ থেকে ধনুর্বেদ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং দিব্য অস্ত্রাদি সম্পর্কে জানার জন্য রওনা হলেন।

শিষ্যাদিসহ মহেন্দ্র পর্বতে পৌঁছে তিনি পরশুরামকে প্রণাম করে বললেন—'আমি মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রে ভরদ্বাজ ঋষির দ্বারা অযোনি সম্ভূত পুত্র। আমি আপনার কাছে কিছু পাবার আশায় এসেছি।' পরশুরাম বললেন—'আমার কাছে যা ধন-রত্ন ছিল, তা আমি ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিয়েছি। সমস্ত পৃথিবী আমি ঋষি কাশ্যপকে প্রদান করেছি। আমার কাছে এখন এই শরীর ও অস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নেই। এর মধ্যে যেটি তোমার প্রয়োজন চেয়ে নাও।' দ্রোণাচার্য বললেন—'ভৃগুনন্দন ! আপনি আমাকে সমস্ত অস্ত্র, তার প্রয়োগ, রহস্য এবং উপসংহার বিধি-সহ প্রদান করুন।' পরশুরাম 'তথাস্তু' বলে তাঁকে সমস্ত শিক্ষা-সহ অস্ত্র দিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র লাভ করে দ্রোণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি তারপর তাঁর প্রিয় মিত্র দ্রুপদের কাছে ফিরে এলেন।

দ্রোণাচার্য দ্রুপদের কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্ ! আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি আপনার প্রিয় সখা দ্রোণ।' পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্রোণের কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি চক্ষু লাল করে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—'ব্রাহ্মণ ! তোমার কোনো বুদ্ধি নেই ! আমাকে বন্ধু বলতে তোমার একটুও লজ্জা হল না ? গরিবের সঙ্গে রাজার কীসের

বন্ধুত্ব ? যদি কখনো হয়ে থাকে, তা এখন অতীত স্মৃতি মাত্র।' দ্রুপদের কথা শুনে দ্রোণ ক্রোধে কম্পিত হলেন। তিনি মনে মনে এক দৃঢ় সংকল্প করে কুরুবংশের রাজধানী হস্তিনাপুরে এলেন। সেখানে তিনি কিছুদিন কৃপাচার্যের গৃহে আত্মগোপন করে রইলেন।

একদিন যুধিষ্ঠির ও সকল রাজপুত্র মিলে নগরের বাইরে ময়দানে বল খেলতে গেলেন। অকস্মাৎ বলটি একটি কুয়ার মধ্যে পড়ে গেল। রাজকুমারেরা বহু চেষ্টা করেও বলটি তুলতে পারলেন না। তাঁরা লজ্জায় একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। তখন তাঁরা এক ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন, যিনি নিত্যকর্ম সবে সমাপ্ত করেছেন। ঈষৎ কৃশকায়, শ্যামলবর্ণের সেই ব্রাহ্মণকে রাজকুমারেরা ঘিরে ধরলেন। রাজকুমারদের বিষণ্ণ মুখ দেখে ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্যে বললেন—'তোমাদের ক্ষত্রিয় বল এবং অস্ত্র কৌশলকে ধিক্ ! তোমরা সকলে মিলেও কুয়া থেকে একটি বল তুলতে পারলে না ! দেখো, আমি তোমাদের বল এবং এই আংটিটিকে এখনই কুয়া থেকে তুলে আনব। তোমরা আমার খাবার ব্যবস্থা করো।' এই বলে তিনি তাঁর আংটিকেও কুয়াতে ফেলে দিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'ভগবান ! কৃপাচার্যের অনুমতি হলে আপনি সর্বদাই এখানে

থেকে পান-ভোজনাদি করতে পারবেন।' তখন দ্রোণাচার্য বললেন—'দেখো, এগুলি কয়েকটি শিক। এগুলি আমি মন্ত্রপূত করে রেখেছি। আমি একটি শিক দিয়ে তোমাদের বলে ছিদ্র করছি, পরে অন্য শিকগুলি একের পর এক সংলগ্ন করে বলটি তুলে আনছি।' দ্রোণ এই কথা বলে বল তুলে আনলেন। রাজকুমারেরা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন—'ভগবান ! আপনার আংটি বার করুন !' দ্রোণাচার্য বাণ প্রয়োগ করে বাণ-সহ আংটি বার করে আনলেন। রাজকুমারেরা ভীষণ আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন—'এমন আশ্চর্য অস্ত্রবিদ্যা আমরা আগে কখনো দেখিনি। আপনি কৃপা করে আপনার পরিচয় দিন, আর বলুন আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি।' দ্রোণাচার্য বললেন—'তোমরা এইসব কথা ভীষ্মকে বোলো, আশা করি তিনি আমার স্বরূপ চিনতে পারবেন।'

রাজকুমারেরা নগরে ফিরে এসে পিতামহ ভীষ্মকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। তিনি সব শুনেই বুঝলেন যে, ইনি আর কেউ নন, মহারথী দ্রোণাচার্য। ভীষ্ম তখন ঠিক করলেন

এখন থেকে দ্রোণাচার্যই রাজকুমারদের অস্ত্র-শিক্ষা দেবেন। তিনি সত্বর গিয়ে দ্রোণাচার্যকে নিয়ে এলেন এবং তাঁর খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। ভীষ্ম তারপর দ্রোণাচার্যকে তাঁর হস্তিনাপুরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দ্রোণাচার্য জানালেন—'আমি যখন ব্রহ্মচর্য পালনের সময় শিক্ষালাভ করছিলাম, সেইসময় পাঞ্চাল রাজপুত্র দ্রুপদও আমার সঙ্গে ধনুর্বিদ্যা শিখছিলেন। আমাদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তখন সে আমাকে খুশি করার জন্য বলত, 'আমি যখন রাজা হব তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। আমি সত্য শপথ করে বলছি আমার রাজ্য, সম্পত্তি এবং সুখ—সবই তোমার হাতে থাকবে।' তাঁর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আমি খুব খুশি এবং আনন্দিত ছিলাম। কিছুদিন পরে আমি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করি এবং তাঁর গর্ভে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করে।

একদিন এক ঋষিকুমার তাঁর গাভীর দুধ পান করছিলেন, তাই দেখে অশ্বত্থামা দুধ খাবার জন্য অত্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকে। তখন আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। কোনো গরিব গোয়ালার কাছ থেকে আমি দুধ নিতে চাইনি, তাতে তাদের ধর্ম-কর্মে বাধা পড়বে। অনেক চেষ্টা করেও একটি গাভী আমি জোগাড় করতে পারিনি। ফিরে এসে দেখি ছোট ছোট শিশুরা আটা জলে গুলে অশ্বত্থামাকে দুধ বলে লোভ দেখাচ্ছে আর অশ্বত্থামাও সেটি দুধ মনে করে খেয়ে আনন্দে নাচছে। নিজের শিশুকে এইভাবে হাসি-আনন্দ করতে দেখে আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। আমি আমার এই দরিদ্র জীবনকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছিল।

'হে ভীষ্ম ! আমি যখন শুনলাম আমার প্রিয় সখা দ্রুপদ রাজা হয়েছেন, তখন আমি পত্নী ও পুত্র-সহ আনন্দিত চিত্তে দ্রুপদ রাজার রাজধানী গেলাম, কারণ দ্রুপদের শপথের ওপর আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আমি যখন দ্রুপদের কাছে গেলাম, তিনি তখন অপরিচিতের ন্যায় আমাকে বললেন, 'ব্রাহ্মণ ! তোমার বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয়নি এবং লোক-ব্যবহারেও তুমি অনভিজ্ঞ, তুমি কী করে বললে যে আমি তোমার সখা ! সেইসময় তুমি আর আমি দুজনেই সমান সমান ছিলাম, তাই বন্ধুত্ব ছিল। এখন আমি ধনী রাজা আর তুমি গরিব ব্রাহ্মণ ! মিত্রতার দাবি একেবারেই ভুল। তুমি বলছ আমি তোমাকে রাজ্য দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না। যদি চাও এখানে একদিন ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করো।' দ্রুপদের দ্বারা অপমানিত হয়ে আমার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। সেখান থেকে চলে আসার সময় আমি প্রতিজ্ঞা করেছি এবং আমার প্রতিজ্ঞা শীঘ্রই পূর্ণ করব। আমি গুণবান শিষ্যদের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। আপনি আমার কাছে কী আশা করেন ? আমি

আপনার জন্য কী করতে পারি ?' পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'আপনি আপনার ধনুকের ছিলা খুলে রাখুন আর এখানে থেকে রাজকুমারদের ধনুর্বাণ এবং অস্ত্রশিক্ষা দিন। কৌরবদের ধন, বৈভব এবং রাজ্য আপনারই। আমরা সকলেই আপনার নির্দেশ-পালনকারী। আপনার শুভাগমন আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যজনক হোক।'

---

## রাজকুমারদের শিক্ষা, পরীক্ষা এবং একলব্যের গুরুভক্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রোণাচার্য পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা সম্মানিত হয়ে হস্তিনাপুরে বাস করতে লাগলেন। ভীষ্ম তাঁকে ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ এক সুন্দর বাড়িতে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রদের শিষ্যরূপে স্বীকার করে ধনুর্বেদ শিক্ষা দিতে লাগলেন। একদিন তিনি তাঁর সকল শিষ্যকে ডেকে বললেন—'আমার মনে একটি আকাঙ্ক্ষা আছে। অস্ত্র-শিক্ষা শেষ করে তোমরা আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে তো ?' সব রাজকুমার চুপ করে থাকলেও অর্জুন অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি আচার্যের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। দ্রোণাচার্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি অর্জুনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। দ্রোণাচার্য তাঁর শিষ্যদের নানা প্রকার দিব্য ও অলৌকিক অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগলেন। দ্রোণাচার্যের কাছে সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে যদুবংশের রাজকুমার ও অন্যান্য দেশের রাজকুমারেরাও অস্ত্রশিক্ষা করতেন। সূতপুত্র বলে পরিচিত কর্ণও সেখানে অস্ত্রশিক্ষা করতেন। এঁদের মধ্যে অর্জুন সব থেকে মনোযোগী ছিলেন, তিনি গুরুকে সেবাও করতেন প্রসন্ন হৃদয়ে। তাই শিক্ষা, বাহুবল এবং উদ্যোগের দৃষ্টিতে সমস্ত অস্ত্রাদির প্রয়োগ এবং বিদ্যায় অর্জুনই সবার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

পুত্র অশ্বত্থামার প্রতি দ্রোণাচার্যের বিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি সকল শিষ্যদের আগে অশ্বত্থামাকে জল আনতে পাঠাতেন। তাই অশ্বত্থামা সবার আগে জল নিয়ে আসতেন এবং দ্রোণাচার্য অন্য শিষ্যদের অগোচরে তাঁর পুত্রকে গুপ্তবিদ্যা শেখাতেন। অর্জুন এই ব্যাপারটি জেনে ফেলেন। তখন তিনিও বরুণাস্ত্রের সাহায্যে তাড়াতাড়ি জল সংগ্রহ করে গুরুর কাছে ফিরে আসতেন। তাই তিনিও অশ্বত্থামার মতোই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। একদিন রাতে খাবার সময় প্রবল বাতাসে প্রদীপ নিভে যায়। অন্ধকারেও হাত ঠিকই খাদ্য নিয়ে মুখে তুলছে দেখে অর্জুন উপলব্ধি করেন যে, লক্ষ্য ঠিক করার জন্য আলোর প্রয়োজন নেই, অভ্যাসই যথেষ্ট। তিনি তখন অন্ধকারে বাণ নিক্ষেপ করা অভ্যাস করতে থাকেন। একদিন রাত্রে অর্জুনের ধনুকের টংকার শুনে দ্রোণ আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন— 'পুত্র ! আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যে, তোমার মতো ধনুর্ধর পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। এইকথা আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি।' আচার্য তাঁর সব শিষ্যদের হাতি, ঘোড়া, রথ এবং পদাতিক যুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ ইত্যাদির প্রয়োগ এবং সংকীর্ণ-যুদ্ধ শিক্ষা প্রদান করেন। সব শিক্ষা প্রদানের সময়ই তাঁর অর্জুনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকত। তাঁর শিক্ষা-কৌশলের কথা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। দূর-দূরান্ত থেকে রাজা ও রাজকুমারেরা তাঁর কাছে শিক্ষালাভের জন্য আসত। একদিন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য তাঁর কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে এলেন। কিন্তু একলব্য নিষাদ জাতির ছিলেন, তাই দ্রোণ তাঁকে শিক্ষা দিতে অস্বীকার করলেন। একলব্য বিষণ্ণ মনে বনে ফিরে গিয়ে দ্রোণাচার্যের এক মাটির মূর্তি তৈরি করে তাঁকে আচার্যরূপে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে নিয়মিত অস্ত্রাভ্যাস করতে করতে দক্ষ তীরন্দাজ হয়ে উঠলেন।

আচার্যের অনুমতিক্রমে একবার সব রাজকুমারেরা বনে শিকার করতে গেলেন। রাজকুমারদের মালপত্র সহ একজন অনুচর একটি কুকুরকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে চলল। কুকুরটি ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের আশ্রমের কাছে পৌঁছাল। একলব্য দেখতে কালো, মলিন বস্ত্র পরিহিত, মাথায় জটা।

এইরকম এক অচেনাকে দেখে কুকুরটি ডাকতে শুরু করল। একলব্য সাতটি বাণ দিয়ে কুকুরটির মুখ বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু আর কোনো স্থানে তার আঘাত লাগেনি। কুকুরটি বাণবিদ্ধ মুখে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে এল। এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে পাণ্ডবেরা বলতে লাগলেন—'বাণ প্রয়োগ-কারীর শব্দ-ভেদ এবং পটুতা তো আশ্চর্য করার মতো!' খোঁজ করতে করতে তাঁরা বনের মধ্যে একলব্যকে দেখতে পেলেন, তিনি তখন একাগ্র হয়ে শরনিক্ষেপ অভ্যাস করছিলেন। পাণ্ডবেরা একলব্যকে চিনতে পারলেন না, তাঁদের জিজ্ঞাসায় একলব্য তাঁর নাম বললেন এবং জানালেন তিনি ভীলরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র এবং দ্রোণাচার্যের শিষ্য। সকলেই তখন তাঁকে চিনতে পারলেন। ফিরে এসে তাঁরা দ্রোণাচার্যকে সব কথা জানালেন। অর্জুন বললেন—'গুরুদেব! আপনি তো বলেছিলেন আমার থেকে বড় শিষ্য আপনার আর কেউ থাকবে না, কিন্তু আপনার এই শিষ্য তো সবার থেকে, এমনকি আমার থেকেও উন্নত শিক্ষালাভ করেছে।' অর্জুনের কথা শুনে দ্রোণ কিছুক্ষণ চিন্তা করে তারপর তাঁকে সঙ্গে করে বনের মধ্যে গেলেন।

দ্রোণাচার্য অর্জুনকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, জটা-বল্কল পরিহিত একলব্য বাণের পর বাণ মেরে অভ্যাস করে যাচ্ছেন। শরীরে ময়লা জমে গেছে, কিন্তু সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই। আচার্যকে দেখে একলব্য তাঁর কাছে এসে চরণে প্রণত হলেন। তাঁকে শাস্ত্রসম্মত পূজা করে হাত জোড় করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার শিষ্য আপনার সেবায় উপস্থিত। আদেশ করুন।' দ্রোণাচার্য বললেন, 'তুমি যদি সত্যই আমার শিষ্য হও, তাহলে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।' একথায় একলব্য খুব খুশি হলেন, তিনি বললেন—'আদেশ করুন, আমার কাছে এমন কোনো বস্তু নেই যা আপনাকে দিতে পারব না।' দ্রোণাচার্য বললেন—'একলব্য, তোমার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমাকে দাও।' সত্যবাদী একলব্য নিজ প্রতিজ্ঞায় স্থির থেকে আনন্দের সঙ্গে তাঁর দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে গুরুর হাতে সমর্পণ করলেন। এরপরে একলব্যের আর বাণ

চালানোর সেই তীক্ষ্ণতা ও ক্ষিপ্রতা থাকল না।

দ্রোণাচার্য এবার তাঁর শিষ্যদের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। তিনি কারিগরদের দিয়ে একটি নকল পাখি তৈরি করিয়ে রাজকুমারদের অজ্ঞাতে গাছের ওপরে রেখে দিলেন। তারপর রাজকুমারদের ডেকে বললেন—'ধনুক বাণ নিয়ে প্রস্তুত হও, পাখিটির মাথা কেটে ফেলতে হবে।' তিনি সর্বপ্রথম যুধিষ্ঠিরকে ডাকলেন এবং বললেন—'যুধিষ্ঠির, গাছের ওপর পাখিটিকে কি তুমি দেখতে পাচ্ছ?' যুধিষ্ঠির

বললেন—'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি।' দ্রোণ বললেন—'তুমি আর কী দেখছ, এই বৃক্ষ, আমাকে, তোমার ভাইয়েদের সবাইকে দেখছ কি ?' যুধিষ্ঠির বললেন—'হ্যাঁ প্রভু ! আমি এই বৃক্ষ, আপনাকে এবং আমার ভাইয়েদেরও দেখতে পাচ্ছি।' দ্রোণাচার্য অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন—'সরে যাও, তুমি লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না।' তারপর তিনি একে একে সব রাজকুমারদের ডাকলেন এবং তাঁদেরও সেই একই প্রশ্ন করলেন, তাঁরা সকলেই যুধিষ্ঠিরের মতোই একই উত্তর দিলেন। আচার্য তাঁদেরও সেখান থেকে সরে যেতে বললেন।

শেষে তিনি অর্জুনকে ডাকলেন এবং বললেন—'নিশানার দিকে দেখ, ভুল কোরো না। ধনুকে তীর লাগিয়ে আমার নির্দেশের অপেক্ষা করো।' কিছুক্ষণ পরে আচার্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'অর্জুন, তুমি এই বৃক্ষ, পাখি আর আমাকে দেখতে পাচ্ছ কি ?' অর্জুন বললেন—'আমি পাখি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' দ্রোণাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'অর্জুন বলো তো পাখিটি কেমন দেখতে ?' অর্জুন বললেন—'প্রভু ! আমি শুধু তার মাথাটাই দেখছি, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' দ্রোণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন—'পুত্র ! বাণ চালাও।' অর্জুন তৎক্ষণাৎ বাণ ছুঁড়ে পাখির মাথা কেটে ফেললেন। অর্জুনের সাফল্যে খুশি হয়ে দ্রোণাচার্য বুঝলেন অর্জুনই দ্রুপদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম।

একদিন গঙ্গাস্নানের সময় কুমীর এসে দ্রোণের পা কামড়ে ধরে। দ্রোণ নিজেই তার থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু তিনি শিষ্যদের ডেকে তাঁকে বাঁচাতে বললেন। তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই অর্জুন পাঁচটি বাণ মেরে

কুমীরটিকে মেরে ফেললেন। অন্য সব রাজপুত্রেরা দর্শকের মতো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কুমীরটি মরে যেতে আচার্য মুক্ত হলেন। তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন—'অর্জুন ! আমি তোমাকে দিব্য ব্রহ্মশির নামক অস্ত্রের প্রয়োগ এবং সংহারের কথা জানাচ্ছি। এটি অমোঘ অস্ত্র। এটি কোনো সাধারণ মানুষের ওপর প্রয়োগ করবে না। সারা পৃথিবীকে এটি পুড়িয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে।' অর্জুন সশ্রদ্ধচিত্তে সেই অস্ত্র গ্রহণ করলেন। দ্রোণাচার্য বললেন—'পৃথিবীতে তোমার সমকক্ষ ধনুর্ধর আর কেউ হবে না।'

—o—

## রাজকুমারদের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন এবং কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজ্য সমর্পণ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিদ্যায় রাজকুমারদের নিপুণতা দেখে কৃপাচার্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যাস এবং বিদুরের সামনে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'রাজন্ ! সকল রাজকুমারই সর্বপ্রকার বিদ্যায় নিপুণ হয়েছে। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, অনুমতি দিলে এঁদের অস্ত্রবিদ্যার কৌশল সবার সামনে দেখাতে চাই।' ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন হয়ে বললেন— 'আচার্য ! আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন। আপনি যখন, যেখানে যেরূপ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করা উপযুক্ত মনে করেন, তাই করুন। তার জন্য যা প্রয়োজন বলুন তার ব্যবস্থা হবে।' তারপর তিনি বিদুরকে বললেন—'বিদুর ! আচার্যের নির্দেশানুসারে সব আয়োজন করো। এই কাজ আমার খুব

পছন্দ।' দ্রোণাচার্য গাছপালা-বিহীন এক সমতল স্থান নির্বাচিত করলেন। জলাশয় কাছে থাকায় জমিটি নরম ছিল। শুভ মুহূর্তে পূজা অর্চনা করে রঙ্গমণ্ডপের ভিত্তি স্থাপন হল। রঙ্গমণ্ডপ তৈরি হলে নানা অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা সেটি সাজানো হল। রাজা ও রাজপুরুষদের জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্বাচন করা হল। নারী-পুরুষদের পৃথক পৃথক আসন এবং সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য সাধারণ স্থান ঠিক করা হল। নির্দিষ্ট দিনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, বিদুর সকলে এলেন। তাঁদের রথে মুক্তা ঝালর লাগানো চাঁদোয়া ঝলমল করছিল। গান্ধারী, কুন্তী এবং রাজপরিবারের অন্য মহিলারাও তাঁদের দাসীসহ এলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ যার যার নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলেন। অগণিত জনতা সমুদ্রের রূপ ধারণ করেছিল। বাজনা বাজতে লাগল। দ্রোণ শ্বেতবস্ত্র, শ্বেত যজ্ঞোপবীত এবং শ্বেতপুষ্পের মালা পরিধান করে পুত্র অশ্বত্থামাকে নিয়ে এলেন। দ্রোণের চুল-দাড়িও তাঁর বস্ত্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ।

উপযুক্ত সময়ে দ্রোণাচার্য দেবতাদের পূজা করলেন এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা মঙ্গলপাঠ করালেন। রাজকুমারেরা প্রথমে ধনুক বাণ দিয়ে কৌশল প্রদর্শন করলেন। তারপর রথ, হাতি ও ঘোড়ায় চড়ে নিজ নিজ যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কুস্তী লড়লেন। তারপর ঢাল-তলোয়ার নিয়ে নানাপ্রকার কৌশল দেখালেন। সকলেই তাঁদের ক্ষিপ্রতা, চাতুরী, শোভা, স্থৈর্য এবং হাতের কায়দা দেখে প্রসন্ন হলেন। ভীম এবং দুর্যোধন দুজনে হাতে গদা নিয়ে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হলেন। তাঁরা দুজনেই পর্বত শিখরের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট বীর, দীর্ঘ হাত ও সুন্দর কোমরের জন্য অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন হয়েছিলেন। তাঁরা মদমত্ত হাতির মতো দুজনে দুজনকে পরাজিত করার চেষ্টা করছিলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এবং কুন্তী গান্ধারীকে সব ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। সেই সময় দর্শকেরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছু দর্শক ভীমের পক্ষে ছিলেন, কিছু দর্শক দুর্যোধনের। সমুদ্রের মতো জনতার কোলাহল শুনে দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামাকে বললেন—'পুত্র! এবার এদের থামাও। বেশি কিছু হলে দর্শক উত্তেজিত হয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে।' অশ্বত্থামা তাঁর নির্দেশ পালন করলেন।

দ্রোণাচার্য দাঁড়িয়ে বাদ্য শব্দ বন্ধ করালেন এবং গম্ভীর স্বরে বললেন—'আপনারা এবার অর্জুনের অস্ত্রকৌশল দেখুন। এ আমার সবথেকে প্রিয় শিষ্য।' অর্জুন রঙ্গভূমিতে এলেন। তিনি প্রথমে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে আগুন উদ্‌গিরণ করলেন, তারপর বরুণাস্ত্র দিয়ে তাকে নির্বাপিত করলেন। ভৌমাস্ত্র দিয়ে পৃথিবী এবং পর্বতাস্ত্র দিয়ে পর্বত প্রকটিত করলেন। অন্তর্ধান অস্ত্রের সাহায্যে অর্জুন নিজেই অন্তর্ধান করলেন। কখনো তিনি ভীষণ লম্বা হয়ে গেলেন কখনো বা অত্যন্ত ছোট। লোকে চমকিত হয়ে দেখতে লাগল যে, অর্জুন কখনো রথের ওপর আবার কখনো রথের মধ্যে থেকে পলক পড়তে না পড়তেই মাটিতে দাঁড়িয়ে অস্ত্রকৌশল দেখাচ্ছেন। তিনি অত্যন্ত বেগে, নিপুণতার সঙ্গে সূক্ষ্ম এবং ভরী নিশানাগুলি উড়িয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে লাগলেন। তিনি লৌহ নির্মিত একটি শূকরকে এত দ্রুত পাঁচটি বাণ মারলেন যে, লোকেরা দেখল যে অর্জুন যেন একটিমাত্র বাণই নিক্ষেপ করেছেন। তারপর খড়্গযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ এবং নানাপ্রকার ধনুর্যুদ্ধ দেখালেন।

সেই সময় কর্ণ প্রবেশ করলেন রঙ্গভূমিতে। মনে হল যেন এক সচল পর্বত প্রবেশ করল। কর্ণ অর্জুনকে ডেকে বললেন—'অর্জুন, অহংকার কোরো না, আমি তোমার প্রদর্শিত কৌশল, আরও বিশেষ ভাবে দেখাব।' দর্শকরাও সব উত্তেজিত হয়ে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল, মনে হল যেন কোনো যন্ত্র দ্বারা তাদের একসঙ্গে দাঁড় করানো হয়েছে। কর্ণের কথায় অর্জুন প্রথমে লজ্জিত হলেও পরে তাঁর রাগ হল। কর্ণ দ্রোণাচার্যের নির্দেশে সমস্ত কৌশলই দেখালেন যেগুলি আগে অর্জুন দেখিয়েছেন। দুর্যোধন কর্ণের অস্ত্রনৈপুণ্যে খুব খুশি হলেন। তিনি কর্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'আমার সৌভাগ্য যে আপনি এখানে এসেছেন। আমরা এবং আমাদের রাজ্য আপনারই, আপনি ইচ্ছামতো একে উপভোগ করুন।' কর্ণ বললেন—'আমি আপনার সঙ্গে মিত্রতা করতে আগ্রহী। আমি এখন অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাই।' দুর্যোধন বললেন— 'আপনি আমার সঙ্গে থেকে সব কিছু উপভোগ করুন। মিত্রের প্রিয় কাজ করুন আর শত্রুকে অবদমিত করুন।'

অর্জুনের মনে হল যেন কর্ণ তাঁকে সভার মধ্যে অপমান

করছেন। তিনি কর্ণকে ডেকে বললেন—'কর্ণ ! অনাহূত ব্যক্তি এবং অবাঞ্ছিত বাক্য প্রয়োগকারীর যে গতি হয়, আমার হাতে মৃত্যুর পর তোমার তাই হবে।' কর্ণ বললেন—'আরে ! এই রঙ্গমণ্ডপে তো সকলেরই অধিকার আছে। তুমি কি ভাবছ এর ওপর তোমার একারই অধিকার ? দুর্বলের মতো কথা বলছ কেন ? সাহস থাকে তো ধনুর্বাণ নিয়ে এসো। তোমার গুরুর সামনেই আমি তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করব।' গুরু দ্রোণাচার্যের আদেশে অর্জুন কর্ণের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

তখন নীতিবাগীশ কৃপাচার্য দুজনকেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রস্তুত দেখে বললেন—'কর্ণ ! পাণ্ডুপুত্র অর্জুন কুন্তীর কনিষ্ঠ পুত্র। তোমার সঙ্গে এই কুরুবংশশিরোমণির যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, এখন তুমি তোমার মা বাবার নাম এবং বংশপরিচয় জানাও। তারপরই ঠিক হবে, যুদ্ধ হবে কি হবে না। কেননা রাজপুত্র কোনো অজ্ঞাতকুলশীল অথবা নীচবংশের ব্যক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন না।' এই কথায় কর্ণ যেন অথৈ জলে পড়ে গেলেন। লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেলেন। দুর্যোধন বললেন—'আচার্যদেব ! শাস্ত্রানুসারে উচ্চকুলজাত ব্যক্তি,

শূরবীর এবং সেনাপতি—এই তিনজনই রাজা হতে সক্ষম। কর্ণ রাজা নয় বলে যদি অর্জুন যুদ্ধ করতে না চায়, তাহলে আমি কর্ণকে অঙ্গদেশ প্রদান করছি।' এই বলে দুর্যোধন কর্ণকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়ে তৎক্ষণাৎই তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করলেন। তাই দেখে কর্ণের ধর্মপিতা অধিরথ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁর জামাকাপড় ছেঁড়া, শরীর দুর্বল, পাঁজর দেখা যাচ্ছে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে কর্ণের কাছে এসে—'পুত্র-পুত্র' বলে আদর করতে লাগলেন। কর্ণ ধনুক ত্যাগ করে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁর চরণে প্রণিপাত করলেন। কর্ণের মাথায় অভিষেকের জল লেগেছিল, অধিরথ তাই সেই জলের যাতে অবমাননা না হয়, নিজের পা কাপড়ে ঢাকা দিলেন এবং কর্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দাশ্রুতে তিনি কর্ণের মাথা ভিজিয়ে দিলেন। অধিরথের ব্যবহার দেখে পাণ্ডবেরা বুঝতে পারলেন যে, কর্ণ সূতপুত্র। ভীম হেসে বললেন—'ওহে সূতপুত্র ! তুমি অর্জুনের হাতে মরারও উপযুক্ত নও। তোমাদের বংশ তো শুধু ঘোড়ার চাবুকই সামলাতে পারে। তুমি অঙ্গদেশের রাজা হওয়ারও যোগ্য নও। কুকুর কখনো যজ্ঞপিণ্ডের অধিকারী হয় ?' কর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তখন দুর্যোধন মদমত্ত হাতির ন্যায় ভাইদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে ভীমের নিকটে গিয়ে বললেন— 'ভীম ! তোমার এমন কথা বলা উচিত নয়। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বাহুবলের শ্রেষ্ঠতাই সর্বজনমান্য। তাই নীচকুলের হলেও শূরবীরের সঙ্গে যুদ্ধ করাই উচিত। শূরবীর এবং নদীর উৎপত্তি জানা বড়ই কঠিন। কর্ণ স্বভাবতই কবচ কুণ্ডলধারী এবং সর্বসুলক্ষণযুক্ত। এই সূর্যের ন্যায় তেজ সম্পন্ন কুমার কী কখনও সূতপুত্র হতে পারে ! কর্ণ তাঁর বাহুবলে এবং আমার সহায়তায় শুধু অঙ্গদেশই নয়, সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে সক্ষম। আমি কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করেছি। যাদের কাছে এটি অসহ্য, তারা রথে আরোহণ করে কর্ণের সঙ্গে ধনুর্যুদ্ধ করতে পারে।' সমস্ত রঙ্গমণ্ডপে হাহাকার ধ্বনি উঠল। এর মধ্যে সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল। দুর্যোধন কর্ণের হাত ধরে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, পাণ্ডব এঁরা সকলেই যে যার আবাসে ফিরে গেলেন।

—o—
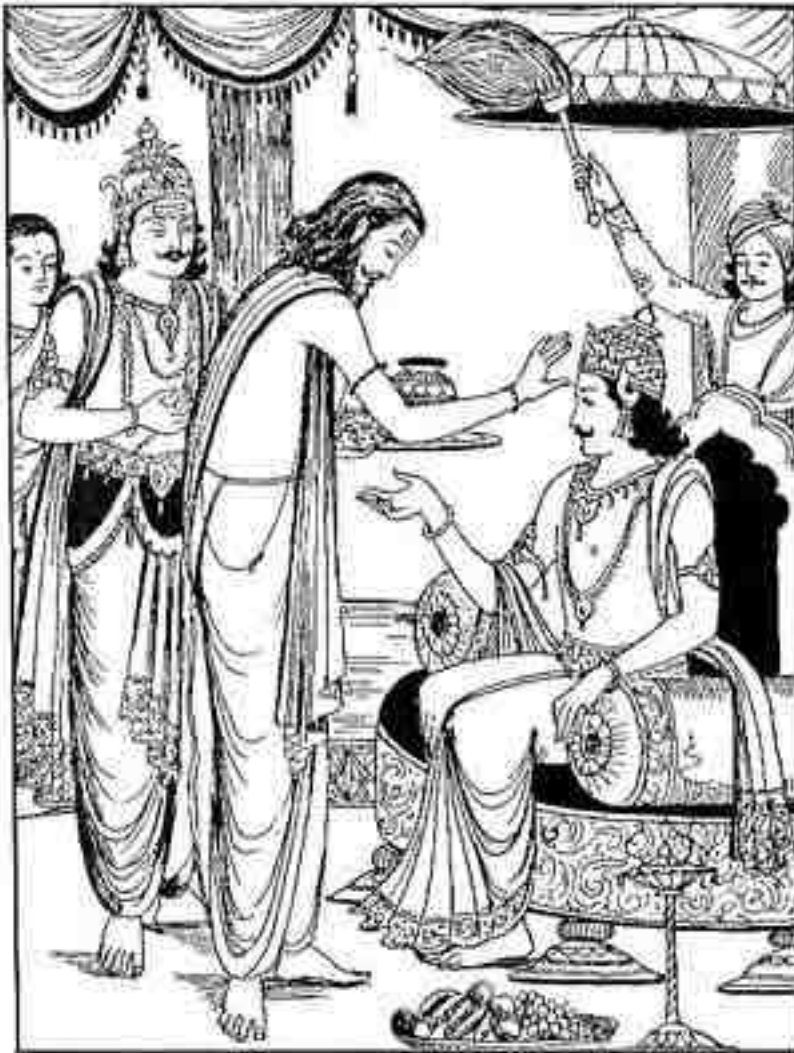
## দ্রুপদের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রোণাচার্য যখন দেখলেন যে, সমস্ত রাজকুমারই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন, তখন তিনি স্থির করলেন এবার গুরুদক্ষিণা নেবার সময় হয়েছে। তিনি সব রাজকুমারদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন—'তোমরা যাও, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজিত করে ধরে নিয়ে এসো। এই হবে আমার সবথেকে বড় গুরুদক্ষিণা।' সকলেই প্রসন্নমনে তাঁর আদেশ মেনে নিলেন। তারপর সকলে রথে চড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দ্রোণের সঙ্গে দ্রুপদনগরের দিকে রওনা হলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, যুযুৎসু, দুঃশাসন এবং অন্যান্য রাজকুমারেরা 'আমিই প্রথম দ্রুপদকে ধরব'—বলে আস্ফালন করতে লাগলেন। তাঁরা সকলে ক্রমশ দ্রুপদনগরের রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অতি শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে ভাইদের নিয়ে দুর্গের বাইরে এলেন। তখন দুপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল।

অর্জুন দুর্যোধনদের অহংকার করতে দেখে দ্রোণাচার্যকে বললেন—'গুরুদেব ! এরা আগে নিজেদের পরাক্রম দেখাক। পাঞ্চালরাজকে এদের কেউই ধরতে সক্ষম হবে না। তারপরে আমরা চেষ্টা করব।' অর্জুন তাঁর ভাইদের নিয়ে নগর থেকে আধ ক্রোশ দূরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দ্রুপদ তাঁর বাণের বৃষ্টিতে কৌরব সেনাদের চকিত করে রাখলেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাণ ছোঁড়ার ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত কৌরবগণ তাঁকে বিভিন্ন রূপে দেখছিল। সেইসময় রাজধানীতে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ বেজে উঠছিল। ধনুকের টংকার যেন গগন স্পর্শ করছিল। দুর্যোধন, বিকর্ণ, সুবাহু এবং দুঃশাসনেরা বাণযুদ্ধে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। দ্রুপদ একলাই ঘুরে ঘুরে সকলের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। সেইসময় পাঞ্চালরাজের রাজধানীর প্রত্যেক সাধারণ, এবং বিশিষ্ট নাগরিক এবং বালক-বৃদ্ধ-নারীও —হাতে যে যা অস্ত্র পেয়েছে, সব নিয়ে কৌরব সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কৌরবসেনা সেই বৃষ্টির ধারার মতো আক্রমণের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে না পেরে যেখানে পাণ্ডবেরা অপেক্ষা করছিলেন, সেখানে পালিয়ে এলেন।

কৌরবদের করুণ বিলাপ শুনে পাণ্ডবেরা তখন দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে রথে আরোহণ করলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে সেখানেই থাকতে বলে নকুল ও সহদেবকে নিয়ে রওনা হলেন। ভীম গদা নিয়ে আগে আগে চললেন। দ্রুপদ এবং অন্যান্য সকলে কৌরবদের পরাজিত করে জয়ধ্বনি করছিলেন, সেই সময় অর্জুনের রথ সেইখানে এসে হাজির হল। ভীম দণ্ডপাণি কালের ন্যায় গদা হাতে দ্রুপদসেনার মধ্যে ঢুকে পড়ে গদার আঘাতে হাতি এবং সৈন্য উভয়েরই মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে লাগলেন। সেইসময় অর্জুন সেই মহাযুদ্ধে এমন বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন যে সমস্ত সৈন্য তাতে ঢাকা পড়ে গেল। প্রথমে সত্যজিৎ অর্জুনের ওপর ভীষণভাবে আক্রমণ চালালেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্জুন তাঁকে পরাজিত করলেন। তারপর অর্জুন দ্রুপদরাজার ধনুক এবং ধ্বজা দুটুকরো করে ফেললেন এবং পাঁচটি বাণের সাহায্যে চারটি ঘোড়া ও সারথিকে মেরে ফেললেন। দ্রুপদ রাজা আর একটি ধনুক নিতে গেলে অর্জুন হাতে খড়্গ নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দ্রুপদের রথে উঠে তাঁকে ধরে ফেললেন। অর্জুন যখন দ্রুপদকে নিয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে যাচ্ছিলেন, সেই সময় অন্যসব রাজকুমারেরা দ্রুপদের রাজধানীতে লুটপাট করতে আরম্ভ করে। অর্জুন বললেন—'ভাই ভীম ! রাজা দ্রুপদ কৌরবদের আত্মীয়, তাঁর সেনাদের বধ কোরো না, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ শুধু দ্রুপদরাজাকেই গুরুর কাছে হাজির করা হবে।' ভীম যদিও যুদ্ধ করে ক্লান্ত হননি, তবুও তিনি অর্জুনের কথা মেনে নিলেন।

অর্জুন দ্রুপদকে ধরে দ্রোণাচার্যের হাতে সমর্পণ করলেন। দ্রুপদের অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, তাঁর অর্থ-সম্পদও নিয়ে নেওয়া হল। দ্রুপদ দ্রোণাচার্যের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন। রাজা দ্রুপদের পরাভব দেখে দ্রোণ বললেন—'দ্রুপদ ! আমি বলপূর্বক তোমার দেশ ও নগর জয় করেছি। তোমার জীবন এখন আমার হাতে। তুমি কি তোমার পুরাতন মিত্রতা বজায় রাখতে চাও ?' তারপর একটু হেসে বললেন—'তুমি তোমার প্রাণের ভয় করো না, কারণ আমরা স্বভাবত ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ। বালকবয়সে আমরা একসঙ্গে খেলাধুলা করতাম। সেই বন্ধুত্ব সম্পর্ক আজও আছে। রাজন্ ! আমার ইচ্ছা যে আমরা আবার আগের মতো বন্ধু হয়ে যাই। অর্ধেক রাজত্ব তোমার থাক, কেননা তুমি বলেছিলে যে, যে রাজা নয় সে কখনো রাজার বন্ধু হতে পারে না। তাই আমি তোমার অর্ধেক রাজ্য নিজের কাছে রাখছি। তুমি গঙ্গার দক্ষিণতীরের রাজ্য নাও, আমি উত্তরতীরের রাজ্য নিলাম। এখন থেকে তুমি আমাকে বন্ধু বলে ভাববে।' দ্রুপদ বললেন—'ব্রাহ্মন্ ! আপনার মতো উদার হৃদয়, পরাক্রমী মহাত্মার কাছে একথা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। আমি আপনার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি আর আপনার ভালোবাসা

কামনা করি।' তখন দ্রোণ তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে অর্ধেক রাজ্য সমর্পণ করলেন। দ্রুপদ মাকন্দী প্রদেশের শ্রেষ্ঠ নগর কাম্পিল্যতে বসবাস করতে লাগলেন, তাকে দক্ষিণ পাঞ্চাল বলা হত, সেটি চর্মন্বতী নদীর ধারে। এইভাবে যদিও দ্রোণ দ্রুপদকে পরাজয়ের গ্লানি হতে রক্ষা করলেন, কিন্তু দ্রুপদ মনে মনে এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকলেন। দ্রোণাচার্য এদিকে অহিচ্ছত্র প্রদেশের অহিচ্ছত্রা নগরীতে বাস করতে লাগলেন। অর্জুনের পরাক্রমেই তিনি এই রাজ্য লাভ করেন।

---

## যুধিষ্ঠিরের যুবরাজপদ, তাঁর প্রভাববৃদ্ধিতে ধৃতরাষ্ট্রের উদ্বেগ, কণিকের কূটনীতি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রুপদকে পরাজিত করার এক বছর পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেন। যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, নম্রতা, অবিচল ভালোবাসা ইত্যাদি নানাপ্রকার গুণ ছিল, প্রজারা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসত, তারা চাইত যুধিষ্ঠির যুবরাজ হোন। যুবরাজ হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর শীল, সদাচার, সদ্‌গুণের এবং বিচারশীলতার এমন ছাপ ফেলেন যে, প্রজারা তাদের উদারহৃদয় পিতাদেরও ভুলতে বসল।

ভীম বলরামের কাছে খড়্গ, গদা এবং রথযুদ্ধ শিক্ষা করলেন। যুদ্ধ শিক্ষালাভ করে তিনি ভাইদের কাছে ফিরে এলেন। কিছু বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্র চালানোতে, তীক্ষ্ণতা এবং ক্ষিপ্রতায় সেই সময় অর্জুনের সমকক্ষ কেউ ছিল না। দ্রোণাচার্যের সেটিই অভিপ্রেত ছিল। তিনি একদিন কৌরবদের সভায় অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন ! আমি মহর্ষি অগস্ত্যের শিষ্য অগ্নিবেশ্যের শিষ্য। তাঁর কাছ থেকেই আমি ব্রহ্মশির অস্ত্র লাভ করেছিলাম, যা তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। তার নিয়মও তোমাকে জানিয়েছি। তুমি এবার তোমার ভাই ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে এই গুরুদক্ষিণা দাও যে, যুদ্ধে যদি তোমাকে আমার সম্মুখীন হতে হয় তাহলেও তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করতে ইতস্তত করবে না।' অর্জুন গুরুদেবের নির্দেশ মেনে তাঁর চরণস্পর্শ করে বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পৃথিবীতে এই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, অর্জুনের সমান শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর আর কেউ নেই।

ভীম এবং অর্জুনের মতো সহদেবও বৃহস্পতির কাছ থেকে সম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অতিরথী নকুলও অত্যন্ত বিনীত এবং নানাপ্রকার যুদ্ধকুশলী ছিলেন। সৌবীর দেশের রাজা দত্তামিত্র, যিনি অত্যন্ত বলশালী এবং মান্য ছিলেন এবং গন্ধর্বদের উপদ্রবে তিন বছর একনাগাড়ে যুদ্ধ করেছিলেন, যাঁকে পাণ্ডুও যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেননি, অর্জুন তাঁকে পরাজিত করেন। পরে ভীমের সাহায্যে পূর্ব দিক এবং কারো সাহায্য ছাড়াই একক প্রচেষ্টায় দক্ষিণ দিক বিজয় করেন। অন্যান্য দেশের ধন-সম্পদ কৌরব রাজ্যের অর্থ ভাণ্ডার বৃদ্ধি ঘটায়, রাজ্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশে দেশে পাণ্ডবদের খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং সকলেই তাঁদের জয়গান করতে থাকলেন।

এইসব দেখে শুনে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব পরিবর্তিত হতে থাকল। ঈর্ষার উদ্রেক হওয়ায় তিনি চিন্তিত হলেন। যখন তাঁর ঈর্ষা অত্যন্ত বেড়ে গেল, তখন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী রাজনীতিবিশারদ কণিককে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'কণিক ! দিনদিন পাণ্ডবরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এতে আমার মনে এক জ্বালার সৃষ্টি হচ্ছে। তুমি ঠিক করে বলো আমি কী করব। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ না সন্ধি ? তুমি

যা বলবে, তাই করব।'

কণিক বললেন—'রাজন্! আপনি আমার কথা শুনুন, আমার ওপর রাগ করবেন না। রাজাকে দণ্ড দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় এবং দৈবের ওপর নির্ভর না করে বীরত্ব দেখাতে হয়। নিজের মধ্যে কোনো দুর্বলতা আসতে দিতে নেই আর যদি আসেও কাউকে জানাতে নেই। অন্যের দুর্বলতা জানতে হয়। শত্রুর অনিষ্ট করতে আরম্ভ করলে, তার মধ্যপথে থামতে নেই। কাঁটার টুকরো যদি দেহের ভেতরে থেকে যায়, তাহলে তা অনেকদিন ধরে কষ্ট দিতে থাকে। শত্রুকে দুর্বল ভেবে চোখ বন্ধ করে থাকতে নেই। সময় যদি অনুকূল না হয় তাহলে তার দিকে চোখ-কান বন্ধ করে থাকতে হয়। কিন্তু সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। শরণাগত শত্রুর ওপরও দয়া করতে নেই। শত্রুর তিন (মন্ত্র, বল এবং উৎসাহ), পাঁচ (সহায়, সহায়ক, সাধন, উপায়, দেশ এবং কালের বিভাগ) এবং সাত (সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রয়োগ এবং শত্রুর গুপ্ত কাজ) অঙ্গকে নষ্ট করে দিতে হয়। যতক্ষণ সময় অনুকূল না হয়, ততক্ষণ শত্রুকে কাঁধে করেও বেড়ানো যায়। কিন্তু সময় এলে মাটির কলসের মতো তাকে ফেলে ভেঙে দিতে হয়। সাম, দান, দণ্ড, ভেদ ইত্যাদি প্রয়োগে যে কোনোভাবে শত্রুকে নাশ করাই রাজনীতির মূলমন্ত্র।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'কণিক! সাম, দান, ভেদ অথবা দণ্ড দ্বারা কীভাবে শত্রুনাশ করা হয় তা তুমি ঠিক করে বলো।'

কণিক বললেন—'মহারাজ! আমি এই বিষয়ে একটি কাহিনী শোনাচ্ছি। এক বনে এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, স্বার্থপর শৃগাল বাস করত। তার চার বন্ধু—বাঘ, ইঁদুর, ভেড়া এবং নেউলও সেখানে থাকত। একদিন তারা সেখানে একটি বলবান হৃষ্টপুষ্ট হরিণের দল দেখতে পেল। প্রথমে তারা সেই হরিণগুলিকে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তখন তারা নিজেরা ঠিক করল কী করবে। শিয়াল বলল—'এই হরিণগুলি খুব দ্রুতগামী এবং চালাক। ভাই বাঘ! তুমি তো একে মারতে অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। এখন এমন কোনো উপায় বার করো যাতে এরা যখন ঘুমোবে, সেই সময় ইঁদুর গিয়ে এদের পায়ে ক্ষত করে দেবে, তখন তাকে তুমি ধরে ফেলবে আর আমরা সকলে মজা করে খাবো।' সকলে একত্রে তাই করল। হরিণ মরে গেল। খাওয়ার সময় শিয়াল বলল—'যাও, তোমরা স্নান করে এসো। আমি ততক্ষণ এখানে আছি।' সকলে চলে যাবার পর শিয়াল কিছু চিন্তা করতে লাগল। এর মধ্যে বাঘ নদীতে স্নান করে ফিরে এলো।

শিয়ালকে চিন্তিত দেখে বাঘ জিজ্ঞাসা করল—'ও আমার বুদ্ধিমান সখা! তুমি কী চিন্তা করছ? এসো আজ আমরা মজা করে এই হরিণটিকে খেয়ে নিই।' শিয়াল বলল—'শক্তিমান বন্ধু! ইঁদুর আমাকে বলেছে বাঘের শক্তিকে ধিক্কার দিই, হরিণকে তো আমি মারলাম। আর বাঘ আমার উপার্জন খাবে। তাই ভাই, তার এই অহংকারের কথা শুনে আমার হরিণকে খাওয়া ভালোবোধ হচ্ছে না।' বাঘ বলল—'এই ব্যাপার? ও তো আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি এবার থেকে নিজের ক্ষমতাতেই পশুবধ করে খাব।' এই বলে বাঘ চলে গেল। তারপর ইঁদুর এল। শিয়াল বলল—'ইঁদুর ভাই! নেউল বলছে যে বাঘ হরিণকে মারায় সেই হরিণের মাংসে নাকি বিষ মিশে গেছে। তাই সে খাবে না। সে নাকি তোমাকেই খাবে। এখন তুমি ঠিক করো, কী করা যায়।' ইঁদুর ভয় পেয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর ভেড়ার পালা এল। শিয়াল বলল—'ভাই ভেড়া! বাঘ আজ তোমার ওপর খুব রেগে গেছে, আমার তো ভালো মনে হচ্ছে না। সে এখনই বাঘিনীকে সঙ্গে করে আসবে। তুমি যা ভালো বোঝ, করো।' শুনেই ভেড়া এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। এরপর এলো নেউল। শিয়াল তাকে বলল—'ওরে নেউল! দেখ, আমি বাঘ, ভেড়া আর ইঁদুরকে মেরে তাড়িয়েছি। তোমার যদি কিছু ক্ষমতা থাকে, তাহলে এসো, আমার সঙ্গে লড়াই করো তারপর হরিণের মাংস খাও।' নেউল বলল—'তুমি যখন সকলকেই লড়াই করে হারিয়েছ, তখন আমি আর কী করে সাহস করি!' এই বলে সে চলে গেল, তখন শিয়াল একাই হরিণের মাংস খেয়ে নিল।

'রাজন্! বুদ্ধিমান রাজাদের পক্ষেও সেই কথা খাটে। যারা ভীরু তাদের ভয় দেখাও আর বীরদের কাছে হাতজোড় করে থাক। লোভীদের কিছু দিয়ে দাও আর দুর্বলের কাছে পরাক্রম দেখিয়ে তাদের বশ কর। শত্রু যেমনই হোক, তাকে মেরে ফেলা উচিত। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, অর্থের লোভ দেখিয়ে, বিষ কিংবা প্রতারণা করেও শত্রুকে শেষ করে দেওয়া উচিত। মনে রাগ থাকলেও শত্রুর সঙ্গে হেসে কথা বলা উচিত। মেরে ফেলার ইচ্ছা থাকলেও মিষ্টি কথা বলবে। মেরে কৃপা করবে, আফসোস করবে এবং কাঁদবে। শত্রুকে সন্তুষ্ট রাখবে কিন্তু সুযোগ পেলেই বদলা নেবে। যার ওপর কোনো আশংকা করার কিছু নেই, তাকেই বেশি সন্দেহ করা উচিত। এইরূপ লোকই বেশি ঠকায়। যে লোক বিশ্বাসের পাত্র নয়, তাকে তো বিশ্বাস করবেনই না, যারা

বিশ্বাসের পাত্র, তাদেরও বিশ্বাস করা উচিত সতর্কভাবে। সর্বত্র ভণ্ড, তপস্বী ইত্যাদির বেশে বিশ্বাসযোগ্য গুপ্তচর রাখা উচিত। বাগান, বেড়াবার স্থান, মন্দির, রাস্তা, তীর্থ, চৌরাস্তা, পাহাড়, জঙ্গল, জনসমাবেশের জায়গা সর্বত্র গুপ্তচরদের পরিবর্তন করে করে রাখা উচিত। বাক্যে বিনয় এবং হৃদয়ে কঠোরতা, ভীষণ কঠিন কাজ করলেও হেসে কথা বলা—এই হল নীতি নৈপুণ্যের চিহ্ন। হাতজোড় করা, প্রতিজ্ঞা করা, আশ্বাস দেওয়া, পদধূলি নেওয়া, আশান্বিত করা—এগুলি সবই ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির উপায়। যে ব্যক্তি শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করে নিশ্চিত হয়ে থাকে, তার সর্বনাশ হলে তবেই তার ভুল ভাঙে। নিজের গোপন কথা শুধু শত্রুর কাছে নয়, বন্ধুর কাছেও গোপন রাখা উচিত। কাউকে যদি আশ্বাস বাক্য দিতে হয় তবে তা যেন দীর্ঘকালের হয়। এর মধ্যে অন্য কথা বলবে না। বিভিন্ন সময়ে নানা কারণ-অজুহাত দেখাবে। রাজন্‌! পাণ্ডুপুত্রদের থেকে আপনার নিজেকে রক্ষা করা উচিত। ওরা দুর্যোধনদের থেকে বলশালী। আপনি এমন কিছু করুন যাতে ওদের থেকে ভয় পাবার কিছু না থাকে আর পরে অনুতাপ না করতে হয়। আর বেশি কী বলব!' এই বলে কণিক ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ধৃতরাষ্ট্র চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইলেন।

—o—

## পাণ্ডবদের বারণাবত যাবার নির্দেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! দুর্যোধন দেখলেন ভীমের শক্তি অসীম এবং অর্জুনের অস্ত্র-জ্ঞান এবং অভ্যাসও অত্যন্ত কুশলী। তাঁর হৃদয়ে আগুন জ্বলতে লাগল। তিনি কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের মারবার নানা উপায় স্থির করলেও পাণ্ডবেরা প্রতিবারই বেঁচে যেতেন। বিদুরের পরামর্শে তাঁরা একথা কাউকে জানাতেন না। নগরবাসী এবং পুরবাসীগণ পাণ্ডবদের গুণে মুগ্ধ হয়ে রাজসভাতে তাঁদের গুণকীর্তন করতেন। নগরবাসীগণ যেখানেই একত্রিত হতেন, সেখানেই তাঁরা জোরের সঙ্গে বলতেন 'পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরেরই রাজা হওয়া উচিত। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তাই রাজা হতে পারেননি, এখন তিনি রাজা থাকেন কী করে? শান্তনু পুত্র ভীষ্ম অত্যন্ত সত্যবাদী এবং প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ; তিনি তো আগেই রাজা হতে অস্বীকার করেছেন, তাই তিনি আর রাজত্ব গ্রহণ করবেন না। আমাদের কর্তব্য হল সত্য আর দয়ার প্রতিমূর্তি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরকেই রাজা বলে মেনে নেওয়া। তিনি রাজা হলে ভীষ্ম বা ধৃতরাষ্ট্র কারোরই কোনো অসুবিধা হবে না। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাইকে দেখাশোনা করবেন।'

প্রজাদের কথা দুর্যোধনের কাছে পৌঁছলে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন। তিনি রাগে গর্জন করতে করতে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন—'পিতা, লোকেরা নানা ভালোমন্দ কথা বলছে। তারা ভীষ্মকে এবং আপনাকে সরিয়ে পাণ্ডবদের রাজা করতে চায়। ভীষ্মের এতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের কাছে তো এ এক সমস্যা। প্রথমেই ভুলবশত অন্ধত্বের জন্য আপনি রাজ্যগ্রহণে অস্বীকার করায় পাণ্ডুকে রাজা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এখন যুধিষ্ঠির যদি রাজা হয়, তাহলে তার বংশ-পরম্পরাতেই রাজা চলতে থাকবে। আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা অপরের আশ্রিত হয়ে নরক সমান কষ্ট ভোগ করতে থাকব, আপনি এর একটা উপায় করুন। প্রথমেই যদি আপনি রাজা হতেন, তাহলে এসব ভাবনা হত না। এখন কী করা যায়?' ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনের কথা এবং কণিকের পরামর্শ শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। দুর্যোধন কর্ণ,

শকুনি এবং দুঃশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন—'পিতা, আপনি কোনো একটি

উপযুক্ত উপায় ভেবে পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠান।' ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! আমার ভাই পাণ্ডু অত্যন্ত ধর্মাত্মা ছিলেন। সকলের সঙ্গে এবং বিশেষ করে আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর নিজের খাওয়া-দাওয়ার কোনো চাহিদা ছিল না, সব কিছু আমাকে বলতেন এবং আমারই রাজ্য বলে মনে করতেন। তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠিরও তেমনই ধর্মাত্মা, গুণবান, যশস্বী এবং বংশের অনুরূপ। আমরা জোর করে কীভাবে বংশপরম্পরাভাবে তাঁদের রাজ্যচ্যুত করব ! তাছাড়া অনেক বড় বড় লোক তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। পাণ্ডুও মন্ত্রী, সেনা এবং সকলকেই খুব ভালোভাবে ভরণপোষণ করেছেন। সমস্ত নগরবাসীও যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রসন্ন। তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারেন এবং রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটার আশঙ্কা আছে।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! এই অনাগত বিরোধের কথা ভেবেই আমি আগে থেকেই অর্থ ও সম্মান দিয়ে প্রজাদের সন্তুষ্ট করেছি। তাঁরা প্রধানত আমাদেরই সাহায্য করবেন। মন্ত্রীগণ এবং রাজকোষ আমাদেরই অধীন। এখন যদি আমরা বিনীতভাবে পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাই তাহলে রাজ্যকে আমরা সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করতে পারব। তারপরে যখন তারা ফিরে আসবে, তখন আর কিছু করতে পারবে না।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! আমিও তো তাই চাই। কিন্তু এই পাপকাজ আমি কী করে করব ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং বিদুরেরও এতে সম্মতি নেই। তাঁদের কৌরব ও পাণ্ডবদের ওপর সমান ভালোবাসা। এই বৈষম্য তাঁদের পছন্দ হবে না। আমি এরূপ করলে আমার ওপর ওঁরা এবং পুরবাসী সকলেই ক্ষুব্ধ হবেন।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! ভীষ্ম তো নিরপেক্ষ, অশ্বত্থামা আমাদের দিকে, তাই দ্রোণ এর বিরুদ্ধতা করবেন না। কৃপাচার্য তাঁর বোন, ভগিনীপতি এবং ভাগিনেয়র বিপক্ষে কীভাবে যাবেন ? একলা বিদুর, তিনি যতই পাণ্ডবদের পক্ষে থাকুন, একা কী করবেন ? অতএব আপনি অত্যধিক ভাবনা-চিন্তা না করে কুন্তী ও পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠিয়ে দিন, তবেই আমি শান্তি পাব।'

এই কথা বলে দুর্যোধন প্রজাদের সন্তুষ্ট করতে লাগলেন আর ধৃতরাষ্ট্র কয়েকটি এমন ধূর্ত মন্ত্রীদের নিযুক্ত করলেন, যাঁরা বারণাবতের প্রশংসা করে পাণ্ডবদের বারণাবতে যাওয়ার জন্য রাজি করাতে থাকলেন। কেউ সেই সুন্দর সম্পন্ন দেশটির প্রশংসা করতে লাগলেন, কেউ আবার নগরটির। কেউ সেখানকার মেলার বর্ণনা করতে লাগলেন। এইভাবে বারণাবত নগরের প্রশংসা শুনে পাণ্ডবদের মনে কিছু কিছু কৌতূহল জন্মাল। সুযোগ দেখে ধৃতরাষ্ট্র একদিন তাঁদের বললেন—'প্রিয় পুত্রগণ ! লোকে বারণাবতের খুব প্রশংসা করছে। তোমরা যদি সেখানে বেড়াতে যেতে চাও, তাহলে ঘুরে আসতে পারো। এখন ওখানে খুব বড় একটি মেলা হচ্ছে। তোমরা যদি যাও, ব্রাহ্মণ এবং গরিবদের দুহাতে দান কোরো। তেজস্বী দেবতাদের মতো বেড়িয়ে এসো।' যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের চালাকি অতি সহজেই বুঝে গেলেন। তিনি নিজেকে অসহায় দেখে বললেন—'যেমন আপনার ইচ্ছা ! আমাদের আর কীসের আপত্তি !' তিনি কুরুবংশের বাহ্লীক, ভীষ্ম, সোমদত্ত প্রমুখ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ, দ্রোণাচার্য ও তপস্বী ব্রাহ্মণগণ এবং গান্ধারী প্রমুখ মাতৃ-স্থানীয়াদের বিনীতভাবে বললেন—'আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে সঙ্গীদের নিয়ে বারণাবতে যাচ্ছি। আপনারা প্রসন্নচিত্তে আমাদের আশীর্বাদ করুন যেন সেখানে কোনো পাপ আমাদের স্পর্শ না করে।' সকলে বললেন—'সর্বত্র তোমাদের কল্যাণ হোক। কারো দ্বারা যেন কোনো অনিষ্ট না হয়। তোমাদের মঙ্গল হোক।'

—o—

## বারণাবতে লাক্ষাগৃহ, পাণ্ডবদের যাত্রা, বিদুরের গোপন উপদেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—হে জনমেজয় ! ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বারণাবতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় দুর্যোধন খুব খুশি হলেন। তিনি তখন তাঁর মন্ত্রী পুরোচনকে একান্তে ডেকে তার হাত ধরে বললেন—'পুরোচন ! এই পৃথিবী

ভোগ করার আমার যা অধিকার, তোমারও তাই। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ সাহায্যকারী ও বিশ্বাসযোগ্য নেই। আমি তোমাকে আমার শত্রুর মূলসহ তুলে ফেলার কাজে নিযুক্ত করছি। সতর্ক হয়ে কাজ করবে, কেউ যেন জানতে না পারে। পাণ্ডবেরা পিতার নির্দেশে কিছুদিন বারণাবতে বসবাস করবে। তুমি তার আগেই সেখানে চলে যাও ; নগরের একধারে শণ, খড়, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে এমন সুন্দর এক গৃহ নির্মাণ করো যাতে সেটি আগুনে শীঘ্রই পুড়ে খাক হয়ে যায়। তার ভিত্তি স্থাপনের সময় ঘি, তেল, চর্বি এবং লাক্ষা মিশিয়ে মাটিতে লেপন করবে। পাণ্ডবরা যেন কিছু বুঝতে না পারে। সেই গৃহে কুন্তী, পাণ্ডব এবং তাদের বন্ধুদের রাখবে। সেই গৃহ উত্তম আসন ও শয্যা দ্বারা সাজিয়ে দেবে, তাহলে তারা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ততার সঙ্গে সেখানে বাস করবে। সময়মতো তাদের গৃহে আগুন লাগিয়ে দেবে। এতে তারা নিজেদের গৃহেই যখন পুড়ে মারা যাবে, তখন কেউ আর আমাদের নিন্দা ও সন্দেহ করবে না।' পুরোচন সেইমতো ব্যবস্থা করার কথা দিয়ে সেখান থেকে রওনা হল। বারণাবতে গিয়ে সে দুর্যোধনের কথামতো এক সুন্দর ভবন নির্মাণ করল।

সময়মতো পাণ্ডবেরা রওনা হবার জন্য তেজী, দ্রুতগামী ঘোড়ার রথে উঠলেন। তাঁরা বিনীতভাবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রণাম করে, ছোটদের আলিঙ্গন করে রওনা হলেন। তখন কুরুবংশের বহু ব্যক্তি, বিদুর সহ তাঁদের অনুসরণ করতে লাগলেন। পাণ্ডবদের বিমর্ষ দেখে নির্ভীক ব্রাহ্মণেরা বলাবলি করতে লাগলেন যে, 'রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তাই তিনি ছেলের পক্ষপাতিত্ব করছেন। তাঁর ধর্মলুপ্ত হয়েছে। পাণ্ডবেরা তো কারো কোনো ক্ষতি করেনি, তাদের পিতার রাজ্যই তাদের পাওয়া উচিত, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের এত ঈর্ষা কেন ? জানিনা, ধর্মাত্মা ভীষ্ম এই অন্যায় কী করে সহ্য করছেন। আমরা তো সইতে পারছি না। চলো, যুধিষ্ঠির যেখানে থাকবেন আমরা সবাই সেখানে চলে যাই।' পুরবাসীদের কথা শুনে এবং তাঁদের দুঃখের কথা জেনে যুধিষ্ঠির বললেন—'পুরবাসীগণ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতা, পরম সম্মানীয় গুরু। তিনি যা করতে বলবেন আমরা নিঃসংকোচে তাই করব। এই আমাদের কর্তব্য। আপনারা যদি আমাদের হিতৈষী এবং বন্ধু হন তাহলে আমাদের উৎসাহিত করুন এবং আশীর্বাদ দিয়ে ফিরে যান। আমাদের কাজে যদি কোনো বাধা আসে তখনই আপনারা আমাদের প্রিয় ও হিতকার্য করবেন।' যুধিষ্ঠিরের ধর্মসম্মত কথা শুনে সকল পুরবাসী তাঁদের আশীর্বাদ করে নগরে ফিরে গেলেন।

সকলে ফিরে গেলে বহুভাষাবিদ্ বিদুর সাংকেতিক ভাষায় বললেন—'নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের শত্রুর মনোভাব বুঝে তার থেকে নিজেদের রক্ষা করা উচিত। এমন অস্ত্র আছে, যা লোহার না হলেও দেহ নষ্ট করে দিতে পারে। শত্রুর এই আধিপত্য যদি কেউ বুঝতে পারে তবে সে মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়[১]। আগুন ঘাস-পাতা ও জঙ্গলকে পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু

---

[১]শত্রুরা তোমাদের জন্য এমন এক গৃহ নির্মাণ করেছে, যা সামান্য আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

সুড়ঙ্গে বাসকারী জীব রক্ষা পায়। জীবিত থাকার এই হল উপায়।[১] অন্ধের রাস্তা ও দিকের জ্ঞান থাকে না। ধৈর্য হারালে বুদ্ধি লুপ্ত হয়, আমার কথা ভালো করে বুঝে নাও[২]। শত্রু প্রদত্ত বিনা লোহার হাতিয়ার যারা গ্রহণ করে, তারা শজারুর গর্তে ঢুকে আগুন থেকে রক্ষা পায়[৩]। চলা-ফেরা করলে রাস্তা চেনা হয়ে যায়, নক্ষত্র থেকে দিক জ্ঞান হয়। যার পাঁচ ইন্দ্রিয় বশে থাকে, শত্রু তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।'[৪] বিদুরের সঙ্কেত বাক্য শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি আপনার কথা ভালোভাবে বুঝে গেছি।' বিদুর হস্তিনাপুর ফিরে গেলেন। সেই দিনটি ছিল ফাল্গুনের শুক্লা অষ্টমী, রোহিণী নক্ষত্র।

## পাণ্ডবদের লাক্ষাগৃহে বাস, সুড়ঙ্গ খনন এবং আগুন লাগিয়ে পলায়ন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডবদের শুভাগমনের সমাচার শুনে বারণাবতের নাগরিকগণ শাস্ত্র-বিধি অনুসারে মঙ্গলময় জিনিস উপহার নিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত মনে উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে গেলেন। তাঁদের জয়-জয় ধ্বনিতে চতুর্দিক গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। পুরবাসীদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র উপস্থিত। অভ্যর্থনাকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে ভাইদের নিয়ে যুধিষ্ঠির এবং মাতা কুন্তী বারণাবত নগরীতে প্রবেশ করলেন। প্রথমে তাঁরা বেদবিদ এবং যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর ক্রমশ নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যোদ্ধা এবং বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি পুরবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন। পুরোচন তাঁদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং তাঁদের খাদ্য-শয্যা ইত্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করলেন। পাণ্ডবেরা সুখে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। পুরবাসীরা প্রায়শই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। দশদিন কেটে যাবার পর পুরোচন তাঁদের সেই লাক্ষাগৃহে নিয়ে এলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভবনটির চতুর্দিক ভালো করে নিরীক্ষণ করে ভীমকে বললেন—'ভাই ভীম ! দেখতে পাচ্ছ, এই বাড়িটি চতুর্দিকে কেমন আগুন লাগার মতো বস্তু দিয়ে তৈরি ! ঘি, লাক্ষা এবং চর্বির গন্ধ থেকে তাই প্রমাণিত হচ্ছে। শত্রুপক্ষের কারিগর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শণ, ঘাস, খড়, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে এটি তৈরি করেছে। পুরোচন ভেবেছে আমরা যখন নিঃসন্দেহ হয়ে এখানে বসবাস করতে থাকব, তখন সে এখানে আগুন লাগিয়ে আমাদের পুড়িয়ে মারবে। বিদুর প্রথমেই এই ব্যাপার আন্দাজ করেছিলেন, তাই তিনি স্নেহবশত আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন।' ভীম বললেন—'দাদা ! যদি তাই হয়, তাহলে আমরা আগের বাড়িতেই ফিরে যাই না কেন ?' যুধিষ্ঠির বললেন—'ভাই ! অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের এই কথাটি গোপন রাখতে হবে। আমাদের চালচলন দেখে যেন কারো সন্দেহ না হয়। এখান থেকে বার হবার রাস্তা খুঁজতে হবে। আমাদের ভাব-ভঙ্গীতে পুরোচন যদি জানতে পারে, তাহলে সে বলপূর্বক আমাদের হত্যা করতে পারে। তার তো লোকনিন্দা অথবা অধর্মের ভয় নেই। আমরা যদি মরে যাই তাহলে পিতামহ ভীষ্ম অথবা অন্যান্যেরা কৌরবদের ওপর রাগ করে কী করবেন ? সেই সময় ক্রোধ তো বৃথাই হবে। আমরা যদি

[১]এর থেকে রক্ষা পাবার জন্য তোমরা একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করে নিও।

[২]আগেই দিক সম্বন্ধে সচেতন থাকবে, যাতে দিকভ্রম না হয়।

[৩]তুমি যদি ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরে চলে যাও, তাহলে বাড়ির আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

[৪]তোমাদের পাঁচভাই যদি একমতে থাক, তাহলে শত্রু তোমাদের কিছুই করতে পারবে না।

ভয় পেয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই, তাহলে দুর্যোধন গুপ্তচর লাগিয়ে আমাদের হত্যা করবে। এখন ওদের হাতেই রাজকোষ এবং সৈন্য-সামন্ত, মন্ত্রী সবই—আমাদের কিছুই নেই। চলো, আমরা এখানে ঘুরে বেড়িয়ে সব রাস্তা চিনে রাখি। উত্তম এক সুড়ঙ্গ তৈরি করে আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাব, কেউ যেন জানতে না পারে যে পাণ্ডবেরা এখান থেকে বেঁচে ফিরে গেছে।' ভীম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপদেশ মেনে নিলেন।

বিদুরের পরিচিত এক সুড়ঙ্গ খননকারী ব্যক্তি ছিল। সে

পাণ্ডবদের কাছে এসে বলল, 'আমি খননকার্যে নিপুণ, বিদুরের আদেশে এখানে এসেছি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। বিদুর সাংকেতিক ভাষায় আমাকে বলেছিলেন যে, যাবার সময় তিনি যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছ ভাষায় কিছু বলেছিলেন আর যুধিষ্ঠিরও তার উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি বিদুরের কথা ভালোমতই বুঝেছেন। পুরোচন সত্বরই এখানে আগুন লাগাবেন। এখন আমি আপনাদের জন্য কী করতে পারি ?' যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। বিদুর যেমন আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তুমিও তেমন আমাদের আপন বলে জেনো। বিদুর যেমন আমাদের রক্ষা করেন, তেমনভাবে তুমিও আমাদের রক্ষা করো। অগ্নিভয় থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও। এই গৃহের চার দিকে উঁচু দেওয়াল, একটাই মাত্র দরজা।' সুড়ঙ্গ খননকারী ব্যক্তিটি যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে নোংরা গর্ত পরিষ্কার করার অজুহাতে কাজে লেগে গেল। সে ঘরের মধ্যে থেকে একটি বড় সুড়ঙ্গ তৈরি করল এবং তাতে একটি দরজা লাগিয়ে দিল। পুরোচন সর্বদা সেই ভবনের দরজাতে থাকত, সে যাতে এসে না দেখে, তাই সুড়ঙ্গের মুখ সবসময় বন্ধ রাখা হত।

পাণ্ডবেরা সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে সেই ভবনে রাত কাটাতেন। সারা দিন শিকার করার ছলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। সেই খননকারী ছাড়া পাণ্ডবদের এইসব খবর আর কেউ জানত না।

পুরোচন দেখল বছর প্রায় ঘুরতে চলল, পাণ্ডবেরা তাকে বিশ্বাস করে নিঃশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। সে খুব খুশি হল। তার এই খুশিভাব দেখে যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের ডেকে বললেন—'পাপাচারী পুরোচন ভাবছে, সে আমাদের খুব ঠকিয়েছে। চলো, এবার আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। অস্ত্রাগার এবং পুরোচনকে পুড়িয়ে মেরে গুপ্ত ভাবে পালাতে হবে।'

কুন্তী একদিন ব্রাহ্মণদের দান-ভোজন করালেন। অনেক স্ত্রীলোক তাতে এসেছিলেন। সকলে খেয়ে-দেয়ে চলে যাবার পর দৈবক্রমে এক ভীলের স্ত্রী তার পাঁচপুত্রসহ সেখানে খাবারের জন্য এল। তারা সকলে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিল। বেহুঁশ হয়ে তারা লাক্ষাগৃহেই ঘুমিয়ে পড়ল। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঝড় বইছিল, ভীষণ অন্ধকার রাত্রি। যেখানে পুরোচন ঘুমোচ্ছিল, ভীম সেখানে গেলেন। ভীম প্রথমে সেই গৃহের দরজাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন, তারপর চার দিকে আগুন ছড়িয়ে দিলেন। বিকট আগুন ছড়িয়ে পড়ল। পাঁচভাই মাতা কুন্তীকে নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে গেলেন। আগুনের অসম্ভব তাপ এবং তার ভীষণ আলো যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং বাড়ি পোড়ার আওয়াজ

হতে লাগল তখন নগরবাসীদের ঘুম ভেঙে গেল এবং সকলে দৌড়ে সেখানে আসতে লাগল। ভবনটির ভীষণ দশা দেখে সকলে বলতে লাগল যে 'দুরাত্মা দুর্যোধনের কথায় পুরোচন এই ফন্দী এঁটেছিল। এসব তারই কাজ। ধৃতরাষ্ট্রের এই স্বার্থপরতাকে ধিক্। হায় হায় ! তারা এই সহজ সরল পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারল ! পুরোচনও উচিত শাস্তি পেয়েছে ! সেই নির্দয় ব্যক্তিও জ্বলে ছাই হয়ে গেছে।' বারণাবতের নগরবাসীরা সারারাত সেখানে ক্রন্দন ও আলাপ আলোচেনায় কাটিয়ে দিল।

পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীকে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে এক বনে এসে হাজির হলেন। সকলেই তাড়াতাড়ি সেই বন থেকে বেরোতে চাইছিলেন। কিন্তু ক্লান্তি এবং লোক জানাজানির ভয় ও মাতা কুন্তীর জন্য তাঁরা শীঘ্র এগোতে পারছিলেন না। তখন ভীম মাকে কাঁধে এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে, যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনকে দুহাতে ধরে তাড়াতাড়ি করে চলতে লাগলেন। এইভাবে ক্ষিপ্র গতিতে ভীম সকলকে নিয়ে গঙ্গাতীরে পৌঁছলেন।

---

## পাণ্ডবদের গঙ্গা পার হওয়া, কৌরবদের দ্বারা পাণ্ডবগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং বনমধ্যে ভীমের বিষাদ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সেই সময় বিদুর প্রেরিত এক বিশ্বাসী ব্যক্তি পাণ্ডবদের কাছে এলেন। তিনি পাণ্ডবদের বিদুরের বলা সংকেত বাক্য শোনালেন এবং বললেন—'আমি বিদুরের বিশ্বাসী সেবক। আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। বিদুরের কথা অনুযায়ী আপনারা নিশ্চয়ই শত্রুদের পরাস্ত করবেন। নৌকা প্রস্তুত আছে, আপনারা এতে করে গঙ্গা পার হয়ে যান।' পাণ্ডবেরা মাতা কুন্তীসহ নৌকাতে উঠলে তিনি বললেন—'বিদুর অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণভাবে বলেছেন যে, আপনারা নিশ্চিন্তে আপনাদের পথে যান। ভয় পাবার কিছুই নেই।' সেই ব্যক্তি পাণ্ডবদের গঙ্গা পার করে জয়ধ্বনি দিলেন এবং তাঁদের কুশল সংবাদ নিয়ে বিদুরের কাছে ফিরে এলেন। পাণ্ডবগণও গঙ্গা পার হয়ে গোপনে এগিয়ে চললেন।

এদিকে বারণাবতে সারারাত কেটে যাওয়ার পর সমস্ত পুরবাসী পাণ্ডবদের দেখবার জন্য এল। আগুন নেভাতে গিয়ে তারা বুঝে গেল যে, এই ভবনটি লাক্ষা দিয়ে তৈরি এবং পুরোচনও তাতেই পুড়ে মরে গেছে। তারা নিশ্চিত হল যে 'পাপী দুর্যোধনই এই ষড়যন্ত্র করেছে। ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই এই ব্যাপার জানতেন। ভীষ্ম, বিদুর এবং অন্যান্য কৌরবেরাও ধর্মের পক্ষে নেই। চলো, আমরা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাই যে, তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন তাঁর কুকর্মের দ্বারা পাণ্ডবগণ পুড়ে মারা গেছেন।' সকলে যখন ভস্মরাশি সরাল তখন পাঁচপুত্রসহ ভীলনারীর মৃতদেহ দেখতে পেল। তারা ভাবল ওই মৃতদেহগুলি পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁদের মা কুন্তীর। সুড়ঙ্গ খননকারী ব্যক্তিটি জায়গা পরিষ্কার করার সময়ে আবর্জনা দিয়ে সুড়ঙ্গ বুজিয়ে দিয়েছিল, তাই

কেউই সুড়ঙ্গের কথা জানতে পারল না। পুরবাসীরা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সব খবর পাঠাল।

এই অশুভ সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র আনন্দ পেলেও বাহ্যত খুব দুঃখপ্রকাশ করলেন। তিনি বিলাপ করে বলতে লাগলেন, 'হায় হায় ! পাণ্ডব এবং তাদের মায়ের মৃত্যুতে আমি পাণ্ডুর মৃত্যুর থেকেও বেশি শোক অনুভব করছি !' তিনি কৌরবদের নির্দেশ দিলেন—'তোমরা শীঘ্র বারণাবতে যাও এবং কুন্তীসহ পাণ্ডবদের শাস্ত্রসম্মত অন্তিম ক্রিয়াকর্ম করো। পুরোচনের আত্মীয়রাও যেন সেখানে গিয়ে তার অন্তিম কাজ সম্পন্ন করে। পাণ্ডবদের কাজ এমনভাবে করো, যাতে তারা সদ্গতিলাভ করে।' সব আত্মীয়স্বজন এবং ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করতে করতে শ্রাদ্ধতর্পণ করলেন। পুরবাসীরা এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হল। বিদুর সবকিছু জানলেও কোনো কিছু প্রকাশ না করে শোকপ্রকাশ করলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা নদী পার হয়ে দক্ষিণদিকে চলতে লাগলেন। সকলেই সেইসময় ঘুমে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। ঘন জঙ্গল, দিক ঠিক করা যাচ্ছিল না। যদিও পুরোচন পুড়ে মারা গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও তাঁরা গোপনভাবেই চলছিলেন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম আবার সেইভাবে সবাইকে কাঁধে, কোলে নিয়ে বেগে চলতে লাগলেন। তিনি এত বেগে চলছিলেন যে, সারা বন কম্পিত হচ্ছিল। সেই সময় পাণ্ডবেরা তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে এবং ঘুমে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁদের পক্ষে এগোনো মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। তাঁরা এমন ভয়ংকর জঙ্গলে গিয়ে পড়লেন, যেখানে জলের চিহ্নমাত্র ছিল না। কুন্তী সেইসময় অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে জলপান করতে চাইলেন। ভীম তখন তাঁদের এক বটবৃক্ষের নীচে রেখে বললেন, 'তোমরা কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করো, আমি জল আনতে যাচ্ছি। এখানে কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোথাও জলাশয় আছে। কেননা জলের পাখি সারসের মধুর ডাক শোনা যাচ্ছে।' যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ পেয়ে ভীম সারস পাখিদের আওয়াজ অনুসরণ করে এক সরোবরের কাছে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি জলপান করে, স্নান করে অন্য সকলের জন্য কাপড় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলেন।

বটবৃক্ষের কাছে পৌঁছে ভীম দেখলেন যে, মা এবং অন্যান্য ভাইয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি তাইতে দুঃখ পেয়ে ভাবতে লাগলেন, 'যাঁদের বহুমূল্য সুকোমল শয্যায় শয়ন করেও ঘুম আসত না, আজ তাঁরা মাটির বিছানায় খোলা আকাশের নীচে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন, আমার কাছে এর থেকে কষ্টের আর কী হতে পারে ! আমার মা বসুদেবের ভগ্নী আর কুন্তিরাজের কন্যা। ইনি বিচিত্রবীর্যের ন্যায় সুখী ব্যক্তির পুত্রবধূ, মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী, আমাদের মতো পুত্রদের মাতা। তিনিও মাটিতে শয্যা পেতেছেন। এর থেকে দুঃখের আর কী হতে পারে, যাঁর ধর্মপালনের ফলস্বরূপ ত্রিলোক শাসন করা উচিত, সেই যুধিষ্ঠির ক্লান্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো ধুলায় শয়ন করে আছেন। হায় ! আজ আমাকে নিজের চোখে দেখতে হল যে, বর্ষার মেঘের মতো শ্যামসুন্দর নবরত্ন অর্জুন এবং দেবতাদের মধ্যে অশ্বিনীকুমারের ন্যায় রূপসম্পন্ন নকুল ও সহদেব আশ্রয়হীনের মতো বৃক্ষের নীচে নিদ্রা যাচ্ছেন। দুরাত্মা দুর্যোধন আমাদের নিরাশ্রয় করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল। ভাগ্যবশত আমরা বেঁচে গেছি। এখন আমরা বৃক্ষের ছায়ায়, জানি না কোথায় যাব, কী করব। ওরে দুর্যোধন, তুই সুখী হ ! যুধিষ্ঠির তোকে বধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন না, নাহলে আজই আমি তোকে তোর আত্মীয় বন্ধু সহ যমের ভবনে পাঠাতাম। ওরে পাপী, যুধিষ্ঠির যখন তোর ওপর রাগ করছেন না, আমি আর কী করব ?' ভীম ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন, জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন এবং হাতে হাত ঘষতে লাগলেন। ভাইদের নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখে ভাবলেন, 'হায় বারণাবত কিছু দূরে অবস্থিত, এঁদের সতর্কভাবে জেগে থাকার কথা, তাও ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঠিক আছে, আমি জেগে থাকি। জলের কী হবে, ঠিক আছে, ঘুম ভাঙলে পান করবেন।' এই ভেবে ভীম জেগে পাহারা দিতে লাগলেন।

—— ০ ——

# হিড়িম্বাসুর বধ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যে বনে পাণ্ডবেরা ঘুমোচ্ছিলেন, তার একটু দূরে এক শালবৃক্ষ ছিল। তার ওপরে হিড়িম্বাসুর বসে ছিল, সে অত্যন্ত ক্রূর, পরাক্রমী এবং মাংসভুক ছিল। তার দেহবর্ণ কালো, চক্ষু হলুদ এবং ভীষণ আকৃতি ছিল। দাঁড়ি-গোঁফ-চুল সব রক্তবর্ণের আর বড় বড় দাঁতের জন্য তার মুখ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। সে তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। মানুষের গন্ধ পেয়ে সে পাণ্ডবদের দেখতে পেল এবং বোন হিড়িম্বাকে ডেকে বলল—'বোন, আজ অনেকদিন পরে আমার প্রিয় খাদ্য মানুষের মাংস খাওয়ার সুযোগ এসেছে। জিভে জল আসছে। ওদের শরীরে দাঁত বসিয়ে প্রথমে গরম রক্ত পান করব। তুমি যাও, ওদের মেরে নিয়ে এস। তারপর আমরা দুজন মজা করে খেয়ে নাচব-গাইব।'

ভাইয়ের আদেশে হিড়িম্বা রাক্ষসী অতি সত্বর পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। সে গিয়ে দেখল কুন্তী এবং যুধিষ্ঠিরসহ

চার ভ্রাতা ঘুমে আচ্ছন্ন হলেও মহাবলী ভীম জেগে আছেন। ভীমসেনের বিশাল শরীর এবং সুন্দর রূপ দেখে তার মন পরিবর্তিত হল। সে ভাবতে লাগল যে, 'এঁর এই সুন্দর শ্যামবর্ণ, প্রলম্বিত বাহু, সিংহস্কন্ধ, শঙ্খের ন্যায় ঘাড় এবং কমল নয়ন বিশিষ্ট মুখশ্রী, ইনি অবশ্যই আমার পতি হবার উপযুক্ত। আমি ভাইয়ের হিংস্র আদেশ মানব না, ভ্রাতৃপ্রেমের চেয়ে পতিপ্রেম শ্রেষ্ঠ। এঁকে বধ করে ভোজন করলে আমরা কিছু সময়ের জন্য তৃপ্ত হব কিন্তু যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে এঁর সঙ্গে থেকে আমি বহু বছর সুখ-ভোগ করতে পারব।'

এই ভেবে হিড়িম্বা মানবীরূপ ধারণ করে ধীরে ধীরে ভীমের কাছে গেলেন। দিব্য বসন-ভূষণ পরিধান করে হিড়িম্বা কিছু সঙ্কোচের সঙ্গে মৃদুহাস্যে বললেন—'পুরুষ শিরোমণি ! আপনি কে ? কোথা থেকে এসেছেন ? এখানে যাঁরা নিদ্রিত তাঁরা কে ? বৃদ্ধা আপনার কে হন ? এঁরা এই ভয়ানক জঙ্গলে নিঃশঙ্ক হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন, এঁরা কি জানেন না যে, এখানে বড় বড় রাক্ষসের বাস, কাছেই হিড়িম্ব রাক্ষস থাকে ! আমি তারই বোন। সেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে আপনাদের মাংস খাবার জন্য। আমি আপনার দেবোপম সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি সত্যশপথ করে বলছি যে, আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে পতিরূপে স্বীকার করব না। আপনি ধর্মজ্ঞ, যা উচিত বলে মনে করেন, তাই করুন। আমি আপনাকে ভালোবেসেছি, আপনিও আমার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করুন। আমি এইসব নরমাংসভোজী রাক্ষসদের থেকে আপনাদের রক্ষা করব এবং আমরা দুজন পর্বতগুহায় সুখে দিন যাপন করব। আমি ইচ্ছামতো আকাশমার্গে বিচরণ করতে পারি। আপনি আমার সঙ্গে অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করুন।' ভীম বললেন, 'ওহে রাক্ষসী ! আমার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। আমি এঁদের রাক্ষসের উদর পূর্তির জন্য ছেড়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে কাম-ক্রীড়া করতে যাই, তা কী করে সম্ভব ?' হিড়িম্বা বললেন—'আপনি যাতে সন্তুষ্ট হবেন, আমি তাই করব। আপনি এঁদের নিদ্রা ভঙ্গ করুন, আমি এঁদের রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাব।' ভীম বললেন—'বাঃ, বেশ বলেছ ! আমি আমার সুখনিদ্রিত মা এবং ভাইদের দুরাত্মা রাক্ষসদের ভয়ে জাগিয়ে দেব ? জগতে কোনো মানুষ, রাক্ষস বা গন্ধর্ব আমার সামনে

দাঁড়াতেই পারবে না। সুন্দরী, তুমি এখানে থাক অথবা চলে যাও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

এদিকে রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব ভাবল 'আমার বোন তো অনেকক্ষণ গেছে!' তখন সে গাছ থেকে নেমে পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে রওনা হল। সেই ভীষণ রাক্ষসকে আসতে দেখে হিড়িম্বা ভীমকে বললেন, 'দেখুন, দেখুন, নরমাংসলোলুপ রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে এদিকেই আসছে! আপনি আমার কথা শুনুন। আমার মধ্যে রাক্ষসীমায়া আছে, তাই আমি ইচ্ছানুসারে চলাফেরা করতে পারি। আমি আপনাদের সকলকে নিয়ে আকাশপথে উড়ে যাব।' ভীম বললেন, 'সুন্দরী, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি থাকতে কোনো রাক্ষসই এদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার সামনেই আমি একে হত্যা করব। আমার হাত দেখ, পা দেখ, যে কোনো রাক্ষসকে এর সাহায্যে আমি পিষে মারব। আমাকে মানুষ মনে করে অপমান কোরো না।' এইসব কথাবার্তার মধ্যেই হিড়িম্ব রাক্ষস সেখানে এসে হাজির হল। সে দেখল তার বোন মানুষের মতো সুন্দর রূপ ধারণ করে সেজে-গুজে ভীমের বউ হতে চাইছে। সে ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, 'ওরে হিড়িম্বা! আমি এর মাংস খেতে চাইছি আর তুই তাতে বাধা দিচ্ছিস, তোকে ধিক্! তুই আমার কুলে কলঙ্ক লেপন করছিস। যার সহায়তায় তোর এই সাহস, দেখ তোর সঙ্গে তাকেও আমি মেরে ফেলব।' এই বলে দাঁতে দাঁত ঘসে সে হিড়িম্বা আর পাণ্ডবদের দিকে তেড়ে এল।

তাকে আক্রমণ করতে দেখে ভীম ধমক দিয়ে বললেন—'দাঁড়াও, দাঁড়াও, মূর্খ! তুমি আমার নিদ্রিত ভাইদের জাগাচ্ছ কেন? তোমার বোন এমন কী অপরাধ করেছে? হিম্মত থাকে তো আমার সামনে এস। তোমার জন্য আমি একাই যথেষ্ট। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়ো না।' ভীম অট্টহাস্য করে হাত ধরে তাকে টানতে টানতে বহুদূরে নিয়ে গেলেন। এইভাবে একে অপরে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে অনেক দূরে চলে গেল, গাছ উপড়ে মারামারি করতে লাগল। তাদের দুজনের গর্জনে কুন্তী এবং পাণ্ডবদের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন পরমা সুন্দরী হিড়িম্বা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে

কুন্তী মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—'সুন্দরী, তুমি কে? এখানে এসেছ কেন?' হিড়িম্বা বললেন—'এই ভীষণ ঘন জঙ্গল আমার এবং আমার ভাই হিড়িম্বের বাসভূমি, আমার ভাই আপনাদের হত্যা করার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছিল। এখানে এসে আমি আপনার পরম রূপবান পুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমি মনে মনে তাঁকে পতিরূপে বরণ করেছি এবং তাঁকে এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি তাতে বিচলিত হননি। আমার বিলম্ব দেখে আমার ভাই নিজে এখানে চলে এসেছে আর আপনার পুত্র তাকে টানতে টানতে বহু দূরে নিয়ে গেছেন। দেখুন, ওরা দুজনে কীরকম যুদ্ধ করছে।' হিড়িম্বার কথা শুনে চার ভাই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং দেখলেন ভীম এবং হিড়িম্বাসুর একে অন্যকে হারাবার জন্য চেষ্টা করছে। ভীমকে একটু পিছু হটতে দেখে অর্জুন বললেন—'ভাই, ভয় নেই, নকুল ও সহদেব মাকে রক্ষা করবে। আমি এখনই এই রাক্ষসকে মেরে ফেলছি।' ভীম বললেন— 'ভাই অর্জুন! ভয় পেয়ো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ। আমার হাত থেকে এ বাঁচতে পারবে না।' তারপর ভীম ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ঝড়ের ন্যায় প্রবল হয়ে তাকে তুলে আকাশে কয়েকবার ঘোরালেন। ভীম

বললেন—'ওরে রাক্ষস ! তুই বৃথাই মাংস খেয়ে এত হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিস। তোর বেড়ে ওঠাও বৃথা, ঘোরা ফেরাও বৃথা। তোর জীবনই যখন ব্যর্থ হয়ে গেছে, তোর মৃত্যু হওয়া উচিত।' এই বলে ভীম তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেললেন। হিড়িম্ব রাক্ষস তাতেই মারা গেল। অর্জুন এসে ভীমকে আলিঙ্গন করে বললেন—'ভাই, বারণাবত নগর এখান থেকে বেশি দূরে নয়। এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাই। দুর্যোধন না আবার আমাদের খবর পেয়ে যায় !' তারপর তাঁরা সকলে মাকে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। হিড়িম্বাও তাঁদের পিছন পিছন চলতে লাগলেন।

—o—

## হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের বিবাহ, ঘটোৎকচের জন্ম এবং পাণ্ডবদের একচক্রা নগরীতে প্রবেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাক্ষসীকে পিছন পিছন আসতে দেখে ভীম বললেন—'হিড়িম্বা ! আমি জানি রাক্ষসেরা মোহিনী মায়ার সাহায্যে পূর্বের শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়। অতএব তুমি যাও, নিজের ভাইয়ের পথ দেখ।' যুধিষ্ঠির বললেন—'ছি, ছি ! ক্রোধবশেও কোনো নারীর ওপর হাত তোলা উচিত নয়। আমাদের শরীর রক্ষার থেকেও বড় হল ধর্মরক্ষা করা। তুমি ধর্মরক্ষা করো। তুমি এর ভাইকে হত্যা করেছ, এখন এই স্ত্রীলোক আর আমাদের কী করবে ?' তখন হিড়িম্বা কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে হাতজোড় করে কুন্তীকে বললেন—'আর্যে ! আপনি তো জানেন নারীদের কামদেবের পীড়া কীরূপ দুঃসহ হয়। আমি আপনার পুত্রের জন্য অনেকক্ষণ থেকে কষ্ট পাচ্ছি, এখন আমার সুখ পাওয়া উচিত। আমি আমার আত্মীয়-কুটুম্ব, ধর্ম সব কিছু পরিত্যাগ করে আপনার পুত্রকে পতিরূপে বরণ করেছি। আমি আপনার এবং আপনার পুত্রের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য। যদি আপনারা আমাকে স্বীকার না করেন, তাহলে আমি প্রাণত্যাগ করব। আমি শপথ করে একথা বলছি। আপনি আমাকে কৃপা করুন। আমি মূঢ়, ভক্ত বা সেবক যাই হই, তা আপনারই। আমি আপনার পুত্রকে নিয়ে যাব আর কিছুদিন পরেই ফিরে আসব, আমাকে বিশ্বাস করুন। যখনই স্মরণ করবেন, আমি এসে যাব। যেখানে বলবেন, সেখানে পৌঁছে দেব। যত কঠিন পরিস্থিতি আসুক, আমি আপনাদের রক্ষা করব। কোথাও আপনাদের তাড়াতাড়ি যাওয়ার থাকলে পিঠে করে পৌঁছে দেব। যিনি আপৎকালেও নিজ ধর্মকে রক্ষা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'হিড়িম্বা ! তোমার কথা ঠিক। সত্যকে কখনো উলঙ্ঘন কোরো না। প্রতিদিন সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত তুমি পবিত্রভাবে ভীমের সেবায় রত থাকবে। ভীম সারাদিন তোমার সঙ্গে থাকবে, সন্ধ্যা হলেই তুমি তাঁকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে।' রাক্ষসী এইকথা মেনে নিলে ভীম বললেন—'আমার একটি শর্ত আছে।

যতক্ষণ পুত্র না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে থাকব। পুত্র জন্মালে আর নয়।' হিড়িম্বা সে কথাও মেনে নিলেন। তখন তিনি ভীমকে নিয়ে আকাশ মার্গে চলে গেলেন। এবার হিড়িম্বা অতি সুন্দর রূপ ধারণ করে দিব্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে মিষ্ট ভাষায় কথা বলতে বলতে পর্বত শিখরে, জঙ্গলে, সরোবরে, গুহাতে এবং নগরে ভীমের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন। সময়মতো তাঁর গর্ভে এক

পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তার ছিল বিকট চোখ, বিশাল শরীর, কুলোর মতো কান, লাল ঠোঁট, তীক্ষ্ণ দাঁত, লম্বা লম্বা হাত, অপরিমিত শক্তি, বিকট আওয়াজ। সে তৎক্ষণাৎ বড় বড় রাক্ষসদের থেকেও বড় হয়ে উঠল এবং সেই সময়েই যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে সর্বশাস্ত্রবিদ এবং বীর হয়ে উঠল। জনমেজয় ! রাক্ষসীরা অতি সত্বর গর্ভধারণ করে বাচ্চার জন্ম দেয় এবং যেমন খুশি রূপ ধারণ করতে পারে।

হিড়িম্বার পুত্রের মাথায় চুল ছিল না। সে ধনুক হাতে করে মা-বাবার কাছে এসে প্রণাম করল। মা-বাবা তার 'ঘট' অর্থাৎ মাথা 'উৎকোচ' অর্থাৎ কেশহীন দেখে তার নাম রাখল 'ঘটোৎকচ'। ঘটোৎকচ পাণ্ডবদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত ও ভালোবাসত, পাণ্ডবেরাও তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হিড়িম্বা ভাবলেন এখন ভীমের শর্ত পূর্ণ হয়েছে, তাই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। ঘটোৎকচ মাতা কুন্তী এবং পাণ্ডবদের প্রণাম করে বললেন—'আপনারা আমার পূজনীয়। আপনারা নিঃসঙ্কোচে বলুন আমি আপনাদের কী

সেবা করতে পারি।' কুন্তী বললেন—'পুত্র ! তুমি কুরুবংশে জন্মেছ এবং ভীমের মতোই বীর। এই পাঁচটি পুত্রের তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। তাই সময় এলে এদের সাহায্য করবে।' কুন্তীর কথার উত্তরে ঘটোৎকচ বলল—'আমি রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের ন্যায় পরাক্রমশালী এবং বিশালকায়। যখন আপনাদের প্রয়োজন হবে, আমাকে স্মরণ করবেন, আমি উপস্থিত হব।' এই বলে সে উত্তরদিকে গমন করল। জনমেজয় ! দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের শক্তির আঘাত সহ্য করার জন্যই ঘটোৎকচকে উৎপন্ন করেছিলেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! এরপর পাণ্ডবেরা মাথায় জটাধারণ করলেন এবং বল্কল বস্ত্র ও মৃগচর্মও গ্রহণ করলেন। এইরূপ তপস্বীবেশে তাঁরা মাতা কুন্তীসহ পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। কখনো মাকে পিঠে করে দ্রুত চলতেন, কখনো ধীরে ধীরে আনন্দ করে হাঁটতেন। একবার তাঁরা শাস্ত্রের স্বাধ্যায়ে রত ছিলেন, তখন ভগবান শ্রীবেদব্যাস তাঁদের কাছে এলেন। পাণ্ডবেরা তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্যাসদেব বললেন—'যুধিষ্ঠির, তোমাদের বিপদের খবর আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম। আমি জানতাম দুর্যোধনেরা অন্যায়ভাবে তোমাদের রাজধানী থেকে নির্বাসিত করেছে। আমি তোমাদের হিতার্থে এখানে এসেছি। তোমরা এই বিষাদময় পরিস্থিতিতে দুঃখিত হয়ো না। এসব তোমাদের সুখের জন্যই হচ্ছে। তোমরা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা উভয়ই আমার কাছে সমান, এতে কোনো সন্দেহই নেই। তবু তোমাদের দীনতা এবং অসহায় অবস্থা দেখে তোমাদের ওপর স্নেহ বেশি হচ্ছে। তাই তোমাদের হিতের কথা বলছি। এখানে কাছেই এক সুন্দর নগর আছে, তোমরা সেখানে গোপনভাবে থাক এবং আমার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করো।'

পাণ্ডবদের এইভাবে আশ্বাস দিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে করে একচক্রা নগরীর দিকে রওনা হলেন। একচক্রা নগরীতে এসে তিনি কুন্তীকে বললেন—'কল্যাণী, তোমার পুত্র যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ধর্মাত্মা, সে ধর্মপালনে রত থেকে সমস্ত পৃথিবী জয় করে সকল রাজাদের ওপর শাসন করবে। তোমার এবং মাদ্রীর পুত্রেরা মহারথী হবে এবং নিজ রাজ্যে সুখে জীবন কাটাবে। এরা রাজসূয়, অশ্বমেধ ইত্যাদি বড় বড় যজ্ঞ সম্পন্ন করবে। নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সুখী করবে এবং চিরকাল পরম্পরাগতভাবে রাজ্য ভোগ করবে।' ব্যাসদেব এইসব বলে পাণ্ডবদের কুন্তীসহ এক ব্রাহ্মণের গৃহে থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং যাবার সময় বললেন—'একমাস আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি আবার আসব। দেশ-কাল অনুযায়ী ভেবে-চিন্তে কাজ করবে। তোমরা সুখী হবে।' সকলে হাত জোড় করে তাঁর নির্দেশ মেনে নিলেন। তারপর ব্যাসদেব চলে গেলেন।

# আর্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের ওপর কুন্তীর দয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—যুধিষ্ঠির তাঁর চার ভাই ও মাকে নিয়ে একচক্রা নগরীতে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নগরবাসীগণ যুধিষ্ঠিরাদির গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। পাণ্ডবেরা সারাদিন ভিক্ষা করে সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে মায়ের কাছে ভিক্ষা সামগ্রী সমর্পণ করতেন। মায়ের নির্দেশে তার অর্ধেক ভীমসেন খেতেন আর অর্ধেক সামগ্রী বাকী সকলে। এইভাবে দিন কাটতে লাগল।

একদিন সকলে ভিক্ষায় বার হলেও ভীম কোনো কারণবশত মায়ের কাছে ছিলেন। সেইদিন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে করুণ ক্রন্দন শোনা গেল। তাঁরা বিলাপ করতে করতে কাঁদছিলেন। তাই শুনে কুন্তীর দয়ার্দ্র হৃদয় দ্রবীভূত হল, তিনি ভীমকে বললেন—'পুত্র! আমরা এঁদের গৃহে থাকি, এঁরা আমাদের অনেক আপ্যায়ন করে থাকেন। আমি প্রায়ই ভাবি এঁদের জন্য আমাদের কিছু করা দরকার, কৃতজ্ঞতাই মানুষের জীবন। যদি কেউ কোনো উপকার করে, তার পরিবর্তে তাদের বেশি উপকার করা উচিত। এই ব্রাহ্মণ পরিবার নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছেন। আমরা যদি এঁদের কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারি তাহলে কিছু ঋণশোধ হয়।' ভীম বললেন—'মা! তুমি ব্রাহ্মণদের কী হয়েছে জেনে এসো। যত কষ্টই হোক ওদের জন্য যা করার আমি তা করব।' কুন্তী সত্বর ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন, তিনি দেখলেন ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নী ও পুত্রকে নিয়ে মুখ নীচু করে বসে আছেন আর বিলাপ করছেন—'আমার এই জীবনকে ধিক্, এই জীবন অসার, ব্যর্থ, দুঃখী এবং পরাধীন। জীব একাই ধর্ম, অর্থ, কাম ভোগ করতে চায়। এসব না পেলেই সে মহাদুঃখ পায়। মোক্ষ অবশ্যই সুখস্বরূপ। কিন্তু আমার তা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় দেখছি না, পত্নী এবং পুত্রকে নিয়ে পালিয়ে যেতেও পারছি না। তুমি আমার জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা সহচরী। দেবতারা তোমাকে আমার সখী ও সহায়ককারিণী করে দিয়েছেন। আমি মন্ত্রপাঠ করে তোমাকে বিবাহ করেছি। তুমি কুলীন, সুশীল এবং আমার পুত্রের মা। তুমি সতীসাধ্বী এবং আমার হিতৈষিণী। রাক্ষসের হাত থেকে আমার জীবন রক্ষা করার জন্য আমি তোমাকে তার কাছে পাঠাতে পারব না।'

পতির কথা শুনে ব্রাহ্মণী বললেন—'স্বামীন্! আপনি সাধারণ মানুষদের মতো কেন শোক করছেন? সকলকেই একদিন মরতে হবে, অতএব এই অবশ্যম্ভাবী গতির জন্য শোক কীসের? পত্নী, পুত্র অথবা কন্যা সবই আপন, আপনি বিবেচনা করে এইসব চিন্তা ত্যাগ করুন। আমি নিজে ওর কাছে যাব। পত্নীর এর থেকে বড় কর্তব্য আর কী হতে পারে। তাঁর নিজের প্রাণ দিয়েও পতির ভালো করা কর্তব্য। আমার এই কাজে আপনি সুখী হবেন এবং আমারও পরলোকে সুখ ও ইহলোকে যশপ্রাপ্তি হবে। আমি আপনার ধর্ম এবং লাভের কথা বলছি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিবাহ করা হয়, তা এখন পূর্ণ হয়েছে। আমার গর্ভে আপনার এক পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে। আপনি এদের যেভাবে মানুষ করতে পারবেন, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। যদি আপনি না থাকেন তাহলে হে প্রাণেশ্বর! আপনাকে ছাড়া আমি কীভাবে বাঁচব আর সন্তানদের কী দশা হবে? আমি যদি অনাথ হয়ে বেঁচেও থাকি তাহলে এদের কীভাবে রক্ষা করব? যখন অযোগ্য শয়তান ব্যক্তি একে বিবাহ করতে চাইবে, আমি কী করে তাকে রক্ষা করব? বিধবা নারীর ওপর দুষ্ট পুরুষেরা মাংসলোভী জন্তুর মতো আক্রমণ করে। আমি কী করে সেই জীবন কাটাব। কন্যাকে মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করা আর পুত্রকে সদ্‌গুণসম্পন্ন করে তোলা আমার পক্ষে কী করে সম্ভব? আপনি না থাকলে আমিও থাকব না আর আমরা না থাকলে সন্তানেরা কীকরে বাঁচবে? আপনি চলে গেলে আমরা চারজনেই মরব, সুতরাং আপনি আমাকে পাঠান। পতির আগে পরলোক গমন করা স্ত্রীদের পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি ছেলে ও মেয়ের ওপরে ভরসা না রেখে একমাত্র আপনারই আশ্রিত। নারীর পক্ষে যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের থেকেও বড় হল নিজ পতির হিত ও প্রিয় কাজ করা। আমি যা বলছি তা আপনার এবং আপনার বংশের ভালোর জন্যই। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই স্ত্রী-পুত্র-মিত্র ও ধন সংগ্রহ করা হয়। বিপদের জন্য ধনরক্ষা, ধন খুইয়েও স্ত্রীকে রক্ষা করা এবং পত্নী ও ধন উভয় ত্যাগ করে আত্মকল্যাণ সম্পাদন করা কর্তব্য। আর এও হতে পারে যে, স্ত্রীলোক অবধ্য ভেবে রাক্ষস আমাকে না মারতেও পারে। তাই আমাকেই আপনি পাঠিয়ে দিন। আমার জীবনে আর কী বা বাকি আছে? ধর্ম-কর্ম করেছি, পুত্র-কন্যা

হয়েছে, আমি মরলে দুঃখ কীসের! আমার মৃত্যু হলে আপনি পুনর্বিবাহ করতে পারেন, কারণ পুরুষদের বহুবিবাহ ধর্মসম্মত, কিন্তু নারীদের পক্ষে তা মহা-অধর্ম। এইসব ভেবেচিন্তে আপনি আমার কথা মেনে নিন এবং এই শিশুদের রক্ষা করার জন্য আপনি থাকুন। আমাকে রাক্ষসের কাছে যেতে দিন।' পত্নী এইসব বললে ব্রাহ্মণ তাঁকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

মা-বাবার এই দুঃখময় কথা শুনে কন্যা বলল—'আপনারা দুজনে শোকার্ত হয়ে কেন অনাথের মতো কান্নাকাটি করছেন ? দেখুন, ধর্ম অনুসারে একদিন তো আমাকে আপনারা বিদায় করবেন, অতএব আজই আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কেন রক্ষা করছেন না ? লোকে সন্তান এইজন্যই চায় যে, সে তাদের দুঃখ থেকে রক্ষা করবে। এখন আপনারা কেন সেই সুযোগ নিচ্ছেন না ? আপনারা পরলোকগমন করলে আমার এই প্রিয় ছোট ভাইটি বাঁচবে না। মা-বাবা এবং ভাইয়ের মৃত্যুতে আপনার বংশনাশ হয়ে যাবে। কেউ না থাকলে আমিও থাকতে পারব না। আপনারা থাকলে সকলেরই মঙ্গল। আমি রাক্ষসের কাছে গিয়ে এই বংশকে রক্ষা করব। এতে আমার ইহলোক পরলোক দুই-ই থাকবে।' কন্যার কথা শুনে মা-বাবা উভয়েই কাঁদতে লাগল। কন্যাও না কেঁদে পারল না। সকলকে কাঁদতে দেখে ছোট্ট শিশু পুত্র মিষ্ট গলায় আধো আধো বাক্যে বলতে লাগল—'বাবা, মা, দিদি, কেঁদো না', সকলের কাছে গিয়ে সে এইকথা বলতে লাগল। একটি তৃণ নিয়ে হেসে বলল—'আমি এইটা দিয়ে রাক্ষসকে মেরে ফেলব।' শিশুর কথায় সেই দুঃখের মধ্যেও ক্ষণিক প্রসন্নতা জেগে উঠল।

কুন্তী এইসব কিছুই দেখছিলেন এবং শুনছিলেন। তিনি এবার সুযোগ পেয়ে সামনে এলেন এবং মৃতের ওপর অমৃতবারি সেচনের মতো বলতে লাগলেন—'হে ব্রাহ্মণ-দেব ! আপনাদের দুঃখের কারণ কী ? তা বলুন, সম্ভব হলে দূর করার চেষ্টা করব।' ব্রাহ্মণ বললেন—'তপস্বিনী ! আপনি সজ্জন ব্যক্তির মতোই কথা বলেছেন। কিন্তু আমার দুঃখ মানুষের পক্ষে দূর করা সম্ভব নয়। এই নগরের কাছেই বক নামে এক রাক্ষস থাকে। সেই বলশালী রাক্ষসের জন্য প্রত্যহ এক গাড়ি অন্ন ও দুটি মোষ পাঠাতে হয়। যে ব্যক্তি এগুলি নিয়ে যায়, রাক্ষস তাকেও খেয়ে ফেলে। প্রত্যেক গৃহস্থকেই পালা করে এই কাজ করতে হয়। কিন্তু এর পালা বহুদিন পর আসে। যে এর থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করে, রাক্ষস তার সমস্ত আত্মীয়দের খেয়ে ফেলে। রাজা এখান থেকে কিছু দূরে বেত্রকীয়গৃহ নামক স্থানে থাকে, সে খুবই পাপী এবং এই বিপদ থেকে প্রজাদের রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই করে না। আজ আমাদের পালা। রাক্ষসের খাওয়ার জন্য আমাকে এক গাড়ি অন্ন এবং একটি মানুষকে পাঠাতে হবে। আমার এত অর্থ নেই যে, কাউকে অর্থ দিয়ে কিনে পাঠাব এবং নিজের আত্মীয়দেরও পাঠাবার শক্তি নেই। তাই নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় না দেখে আমরা সবাই একসঙ্গে যেতে চাই। দুষ্ট রাক্ষস সকলকেই খেয়ে ফেলুক।' কুন্তী বললেন—'ব্রাহ্মণদেব ! আপনি ভয় পাবেন না, শোকও করবেন না। এর থেকে রক্ষা পাবার উপায় আমি জানি। আপনার মাত্র একই কন্যা আর একটি পুত্র, এদের মধ্যে কারো যাওয়াই আমার ঠিক বলে মনে হয় না। আমার পাঁচটি পুত্র, তার মধ্যে একজন সেই পাপী রাক্ষসের জন্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যাবে।'

ব্রাহ্মণ বললেন—'হায়, হায় ! আমি আমাদের জীবনের জন্য অতিথিকে হত্যা করতে পারি না। আপনি অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং কুলীন, তাই তো আপনি এই ব্রাহ্মণের জন্য নিজ পুত্রকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আমার কল্যাণের কথাও ভাবতে হবে। আত্মবধ ও ব্রাহ্মণবধের মধ্যে আমি আত্মবধই শ্রেয় বলে মনে করি। কারণ ব্রহ্মহত্যার কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। অজানতেও ব্রহ্মহত্যা করার থেকে নিজেকে ধ্বংস করা শ্রেয়। আমি তো নিজেকে নিজে মারতে চাইছি না, অন্য কেউ আমাকে বধ করলে তার পাপ আমার লাগবে না। যে গৃহে আশ্রয় নিয়েছে, শরণাগত হয়েছে কিংবা রক্ষার জন্য অনুনয় করেছে—এমন ব্যক্তি যে কেউই হোক না কেন তাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া অত্যন্ত নৃশংসতা। বিপদের সময়েও এমন নিন্দাযোগ্য কর্ম করা উচিত নয়। আমি যদি স্ত্রীসহ মৃত্যু বরণ করি তাও ভালো কিন্তু ব্রাহ্মণ বধ করার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না।' কুন্তী বললেন—'ব্রাহ্মন্ ! আমিও নিশ্চিত যে, ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা উচিত। আমিও আমার পুত্রের অনিষ্ট চাই না। কিন্তু সেই রাক্ষস আমার বলবান, মন্ত্রসিদ্ধ ও তেজস্বী পুত্রের কোনো অনিষ্টই করতে পারবে না। সে রাক্ষসকে খাবার পৌঁছে দিয়েও নিজেকে রক্ষা করতে পারবে—এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আজ পর্যন্ত অসংখ্য বিশালকায়, বলবান রাক্ষস আমার পুত্রের হাতে

মারা পড়েছে। তবে একটি অনুরোধ যে, আপনি এই ব্যাপারটি কাউকে জানাবেন না, তাহলে অনেকেই এই বিদ্যা শেখার জন্য পীড়াপীড়ি করবে।'

কুন্তীর কথায় ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলেই খুব খুশি হলেন। কুন্তী ব্রাহ্মণকে নিয়ে ভীমের কাছে এসে বললেন, 'ভীম, তুমি এঁদের কাজটি করে দাও।' ভীম অত্যন্ত খুশি মনে মায়ের কথা মেনে নিলেন। যখন ভীম এই কাজ করবেন বলে স্বীকার করলেন সেইসময় যুধিষ্ঠিরেরা ভিক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে দেখেই সব বুঝতে পারলেন। তিনি মাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মা, ভীম কী করতে চাইছে ? এ তার নিজের ইচ্ছা নাকি আপনার নির্দেশ ?' কুন্তী বললেন—'আমার নির্দেশ।' যুধিষ্ঠির বললেন—'মা, আপনি অপরের জন্য নিজের পুত্রকে বিপদের মধ্যে পাঠিয়ে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।' কুন্তী বললেন—'পুত্র ! ভীমের জন্য চিন্তা করো না। আমি অবিবেচকের মতো এই কাজ করিনি। এই ব্রাহ্মণের বাড়িতে আমরা বড় আরামেই আছি, সেই ঋণ শোধ করার এই হল একটি সুযোগ। মনুষ্যজীবনের সাফল্য এতেই, যেন সে কখনো উপকারীর উপকার না ভুলে যায়। উপকারের থেকেও বেশি উপকার তার করা উচিত। ভীমের ওপর আমার আস্থা আছে। জন্ম হওয়ামাত্র সে আমার কোল থেকে পড়ে গিয়েছিল, তার সেই পতনের ফলে পাহাড়ের চাতাল ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ভীমের এই কাজের সাহায্যে প্রত্যুপকার করা হবে এবং ধর্মও পালন হবে।' যুধিষ্ঠির বললেন— 'মা ! আপনি সব কিছু ঠিকমতো বুঝে সুঝেই করেছেন। ভীম নিশ্চয়ই রাক্ষসকে মেরে ফেলবে। কেননা আপনার মনে ব্রাহ্মণকে রক্ষার বিশুদ্ধ ধর্মভাব আছে। তবে ব্রাহ্মণকে জানিয়ে দিতে হবে যে, তাঁরা যেন নগরবাসীদের এইকথা না জানান।'

—o—

## বকাসুর বধ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! একটু রাত্রি হলে ভীম রাক্ষসের খাবার নিয়ে বকাসুরের বনে গেলেন এবং সেখানে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। বকরাক্ষস বিশালকায়, বলশালী এবং খুবই গতিশীল। তার চোখগুলি লাল, কুলোর মতো কান, কান পর্যন্ত লম্বা মুখ, দেখলেই ভয় হয়। ভীমসেনের আওয়াজ শুনেই সে চমকিত হল। সে ভ্রূ কুঁচকে, দাঁতে দাঁত পিষে, ধরণী কাঁপিয়ে ভীমের দিকে দৌড়ে এল। ভীমের কাছে এসে রাক্ষস দেখল যে, ভীম তার ভাগের খাবার খেয়ে নিচ্ছে। সে ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে চোখ লাল করে বলল—'আরে, তুই কে, যে আমার সামনে আমারই খাবার খাচ্ছিস ? তুই কি যমপুরী যেতে চাস ?' ভীম হাসতে লাগলেন এবং তাকে গ্রাহ্য না করে মুখ ঘুরিয়ে আবার খেতে লাগলেন। রাক্ষস দুহাত তুলে ভীষণ গর্জন করে ভীমকে মারার জন্য ছুটে এল। কিন্তু ভীম তবুও তাকে অগ্রাহ্য করে খেয়েই চললেন। তখন বকাসুর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে এক গাছ উপড়ে নিয়ে তাঁর ওপর মারতে এল। ভীম ধীরে ধীরে খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। রাক্ষস যেই গাছ দিয়ে তাঁকে মারতে গেল, ভীম বাঁ হাতে গাছটি ধরে নিলেন। এবার দুপক্ষেই গাছ দিয়ে মারামারি চলতে লাগল। ভীষণ যুদ্ধ চলল, বনের সব বৃক্ষই প্রায় উপড়ে ফেলা হল, বকাসুর দৌড়ে এসে ভীমকে ধরল, ভীম তাকে ধরে টেনে নিয়ে চললেন। বক যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল তখন ভীম তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে হাঁটু দিয়ে চাপ দিতে থাকলেন। তার গলা টিপে, কোপিন ধরে কোমর মুচড়ে ভেঙে দিলেন। তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, হাড়-গোড় ভেঙে গেল এবং সে ছটফট করতে করতে মরে গেল।

বকাসুরের চিৎকারে তার পরিবারের সদস্যরা ভয় পেয়ে সকলকে নিয়ে বাইরে এল। ভীম তাদের ভয়ে কম্পমান দেখে ধমক দিয়ে শর্ত করালেন যে 'আজ থেকে আর

কোনো দিন তোমরা মানুষকে বিরক্ত করবে না। যদি ভ্রমক্রমেও কোনোদিন এরকম করো তা এইভাবে তোমাদেরও মরতে হবে।' রাক্ষসেরা ভয়ে ভয়ে ভীমের শর্ত মেনে নিল। ভীম বকাসুরের মৃতদেহ নিয়ে নগরদ্বারে এলেন এবং তাকে সেখানে ফেলে দিয়ে চুপচাপ গৃহে ফিরে গেলেন। তখন থেকে কখনো একচক্রা নগরবাসীদের ওপর আর রাক্ষসদের উপদ্রব হয়নি। বকাসুরের আত্মীয়-স্বজনও অন্যস্থানে পালিয়ে গেল। ভীম ব্রাহ্মণের গৃহে এসে যুধিষ্ঠিরকে সব ঘটনা সবিস্তারে জানালেন।

নগরবাসীরা পরদিন প্রাতঃকালে উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখল যে, পাহাড়ের মতো বিশাল সেই রাক্ষসের দেহ রক্তে মাখামাখি হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তাই দেখে সকলের মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল, চারদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার জনতা এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাই দেখতে ছুটে এল। সকলে এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে লাগল। সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'আজ কার পালা ছিল ?' তারপর ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে অনুসন্ধান করতে লাগল। ব্রাহ্মণ সত্য ঘটনা গোপন করে বললেন—'আজ আমারই পালা ছিল। আমি আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে কান্নাকাটি করছিলাম। তখন এক উদারচিত্ত মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে আমাকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সব ঘটনা শুনে তিনি খুশি মনে বলেন যে, তিনি রাক্ষসকে খাবার পৌঁছে দেবেন, আমি যেন তাঁর জন্য চিন্তা না করি। তিনিই রাক্ষসের জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন। এ নিশ্চয়ই তাঁরই কাজ।' সকলেই এই ঘটনা শুনে আনন্দিত হয়ে ব্রহ্মোৎসব করতে লাগলেন। পাণ্ডবেরাও সেই আনন্দোৎসবউপভোগ করলেন এবং সুখে কালাতিপাত করতে লাগলেন।

—— ০ ——

## দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের সংবাদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু ! বকাসুর বধ করার পরে পাণ্ডবেরা কী করলেন ? কৃপা করে তার বর্ণনা করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! বকাসুরকে বধ করার পরে পাণ্ডবগণ বেদাধ্যয়ন করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সেই একচক্রা নগরীতে তাঁদের গৃহে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ এলেন। সকলে তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করে থাকতে দিলেন। কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডব তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। ব্রাহ্মণ কথা প্রসঙ্গে দেশ, তীর্থ, নদ-নদী এবং রাজাদের কথা বলতে বলতে দ্রুপদের কথা বলতে লাগলেন এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের কথা বললেন। পাণ্ডবেরা বিস্তারিতভাবে দ্রৌপদীর জন্ম-কথা শুনতে চাইলেন, তাইতে সেই ব্রাহ্মণ দ্রুপদের পূর্বচরিত্র বলে বলতে লাগলেন—যখন থেকে দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের দ্বারা দ্রুপদকে পরাজিত করিয়েছিলেন, তখন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও দ্রুপদ শান্তি পাননি। চিন্তার ফলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং দ্রোণাচার্যের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য কর্মসিদ্ধ ব্রাহ্মণের খোঁজে এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলেন। তিনি শোকমগ্ন হয়ে কেবলই ভাবছিলেন যে, শ্রেষ্ঠ সন্তান কী করে লাভ করবেন। কিন্তু কোনোভাবেই তিনি দ্রোণাচার্যের প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা এবং চরিত্রকে খর্ব করতে সমর্থ হননি।

গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করতে করতে রাজা দ্রুপদ কল্মাষী নামে এক ব্রাহ্মণদের বসতি দেখলেন। সেই বসতিতে সকলেই বিধিবৎ ব্রহ্মচর্য পালনকারী স্নাতক। তাঁদের মধ্যে নাম ছিল যাজ ও উপযাজ-এর। দ্রুপদ প্রথমে ছোটোভাই উপযাজের কাছে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করেন এবং অনুরোধ করেন যে, 'আপনি এমন কিছু করুন, যাতে আমার দ্রোণ বধকারী এক পুত্র জন্ম নেয় : আমি আপনাকে দশকোটি গাভী দেব। শুধু তাই নয়, আপনি আরও যা চান, তাও আমি দেব।' উপযাজ বললেন —'আমি তা করতে পারব না।' দ্রুপদ আরও একবছর তাঁর সেবা করলেন। উপযাজ বললেন—'রাজন্ ! আমার বড় ভাই যাজ একদিন বনে বিচরণ করতে করতে মাটিতে পড়ে থাকা একটি ফল কুড়িয়েছিলেন। সেই ফলটির শুদ্ধি-

অশুদ্ধির ব্যাপারে তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না। আমি তাঁর এই কাজ দেখে বুঝতে পারলাম যে, তিনি কোনো

বস্তু গ্রহণ করার সময় শুদ্ধ-অশুদ্ধের বিচার করেন না। আপনি ওঁর কাছে যান, উনি আপনার যজ্ঞ করিয়ে দেবেন।' তিনি তখন যাজকে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা প্রসন্ন করে অনুরোধ জানালেন, 'আমি দ্রোণের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁকে যুদ্ধে বধ করার মতো এক পুত্র চাই। আপনি সেইরকম যজ্ঞ আমাকে দিয়ে করান। আমি আপনাকে এক অর্বুদ (দশ কোটি) গাভী দেব।' যাজ তা স্বীকার করে নিলেন।

যাজের নির্দেশমতো দ্রুপদের যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হয় এবং অগ্নিকুণ্ড থেকে এক দিব্যকুমার উৎপন্ন হন। তাঁর গাত্রবর্ণ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, মাথায় মুকুট এবং দেহে কবচ ছিল। তাঁর হাতে ছিল ধনুক-বাণ এবং খড়্গ। তিনি বারংবার গর্জন করছিলেন। অগ্নিকুণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়েই তিনি রথে চড়ে এদিক ওদিক বিচরণ করতে লাগলেন। সমস্ত পাঞ্চালবাসী হর্ষোৎফুল্ল হয়ে 'সাধু-সাধু' করে চেঁচিয়ে উঠলেন। সেই সময় আকাশবাণী হল—'এই পুত্র জন্মানোয় রাজা দ্রুপদের সমস্ত শোক দূর হবে, এই কুমার দ্রোণকে বধ করার জন্যই উৎপন্ন হয়েছেন।'

সেই বেদিতেই পাঞ্চালীরও জন্ম হয়, তিনি সর্বাঙ্গ সুন্দরী, কমল নয়না এবং শ্যামবর্ণের ছিলেন। নীলাভ কুঞ্চিত কেশ, রক্তবর্ণের নখ, উন্নত বক্ষ, বাঁকানো ভুরুতে বড়ই মনোহর দেখাত। মনে হত কোনো দেবাঙ্গনা মনুষ্যরূপে অবতীর্ণা হয়েছেন। তাঁর দেহ থেকে কমলের ন্যায় সুন্দর গন্ধ ক্রোশখানেক দূর থেকেও পাওয়া যেত। সেই সময় তাঁর মতো সুন্দরী পৃথিবীতে আর ছিল না। তাঁর জন্মের সময় আকাশবাণী হয়—'এই কৃষ্ণা রমণীরত্ন দেবতাদের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য ক্ষত্রিয় সংহারের উদ্দেশ্যে জন্মেছেন। কৌরবেরা এঁর জন্য ভীতসন্ত্রস্ত থাকবেন।' এই শুনে সমস্ত পাঞ্চালবাসী সিংহের ন্যায় গর্জন করে হর্ষধ্বনি করলেন। সেই দিব্যকুমার ও দিব্যকুমারীকে দেখে দ্রুপদরাজার রানি যাজের কাছে এসে অনুরোধ করলেন, 'এঁরা দুজনেই যেন আমাকে এঁদের মা বলে মেনে নেন।' যাজ তাঁদের খুশি করার জন্য বললেন—'তাই হবে।'

ব্রাহ্মণেরা এই দিব্য কুমার ও দিব্যকুমারীর নামকরণ করলেন, তাঁরা বললেন—'এই কুমার খুব ধৃষ্ট (বেয়াদপ) এবং অসহিষ্ণু ; বল, রূপ, ধন এবং কবচ-কুণ্ডলাদি-সম্পন্ন। অগ্নির দ্যুতি থেকে এর উৎপত্তি, তাই এর নাম হবে 'ধৃষ্টদ্যুম্ন'। আর কুমারী কৃষ্ণবর্ণের, তাই এর নাম হবে 'কৃষ্ণা'।' যজ্ঞ সমাপ্ত হলে দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজের কাছে নিয়ে এসে তাকে বিশেষভাবে অস্ত্র-শস্ত্রের শিক্ষা দিলেন। পরম বুদ্ধিমান দ্রোণাচার্য জানতেন যে, প্রারব্ধে যা হবার তাতো হবেই। তাই তিনি তাঁর কীর্তি অনুযায়ী সেই শত্রুকেও অস্ত্রশিক্ষা দিলেন যাঁর হাতে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।'

—০—

## ব্যাসদেবের আগমন এবং দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের কথা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রৌপদীর জন্মের কথা এবং তাঁর স্বয়ংবরের কথা শুনে পাণ্ডবরা উতলা হলেন। তাঁদের ব্যাকুলতা এবং দ্রৌপদীর প্রতি তাঁদের অনুরাগ দেখে কুন্তী বললেন, 'পুত্র ! আমরা অনেকদিন ধরে এই ব্রাহ্মণের গৃহে আনন্দসহকারে বাস করছি। এখানকার সবই আমরা দেখে নিয়েছি ; যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তো চলো পাঞ্চাল দেশে যাই।' যুধিষ্ঠির বললেন, 'সকলের সম্মতি থাকলে যাওয়া যেতে পারে।' সকলে সম্মত হয়ে যাবার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে একচক্রা নগরীতে এলেন। সকলে তাঁকে প্রণাম করে

হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। ব্যাসদেব পাণ্ডবদের আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের ধর্ম, সদাচার, শাস্ত্রাজ্ঞা-পালন, পূজনীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ন ইত্যাদি অবগত হয়ে ধর্মনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন এবং নানা কাহিনী শোনালেন। তারপরে প্রসঙ্গক্রমে বললেন—'অনেক দিন আগেকার কথা, এক বড় মহাত্মা ঋষির সুন্দরী গুণবতী এক কন্যা ছিল। কিন্তু রূপবতী, গুণবতী এবং সদাচারসম্পন্ন হলেও পূর্বজন্মের কুকর্মের ফলস্বরূপ কেউ তাকে পত্নীরূপে মেনে নিতে চায়নি। তাতে দুঃখ পেয়ে সে তপস্যা শুরু করে। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শংকর প্রকটিত হয়ে বলেন—'তুমি তোমার ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করো।' সেই কন্যা ভগবানের দর্শন লাভে এবং তিনি বর দেবার ইচ্ছাপ্রকাশ করায় এত আনন্দিত হল যে, বার বার বলতে লাগল, 'আমি সর্বগুণ সম্পন্ন স্বামী চাই।' ভগবান শংকর বললেন—'তুমি ভরতবংশীয় পাঁচজনকে পতি হিসাবে লাভ করবে।' কন্যা বলল—'আমি তো একজন পতি প্রার্থনা করছি।' ভগবান বললেন—'তুমি আমার কাছে পাঁচবার পতির জন্য প্রার্থনা করেছ, আমার কথার অন্যথা হবে না। পরের জন্মে তুমি পাঁচ পতিই লাভ করবে।' হে পাণ্ডব ! সেই দেবরূপিণী কন্যাই দ্রুপদের যজ্ঞবেদী থেকে প্রকটিত হয়েছে। সেই সর্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যাই বিধিসম্মতভাবে নিশ্চিত রূপে তোমাদের উপযুক্ত। তোমরা গিয়ে পাঞ্চাল নগরীতে বাস করো, দ্রৌপদীকে লাভ করে তোমরা সুখী হও।' এই বলে পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন।

—o—

## পাণ্ডবদের পাঞ্চাল যাত্রা এবং অর্জুনের হাতে চিত্ররথ গন্ধর্বের পরাজিত হওয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ব্যাসদেব চলে যাওয়ার পর পাণ্ডবেরা অত্যন্ত খুশি হয়ে মাতা কুন্তীকে নিয়ে পাঞ্চাল দেশে রওনা হলেন। প্রথমেই তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের অনুমতি নিলেন এবং রওনা হওয়ার সময় সসম্মানে তাঁকে প্রণাম করলেন। তাঁরা উত্তরদিকে যাত্রা করলেন। সারাদিন রাত চলার পর তাঁরা গঙ্গাতীরে সোমশ্রয়ায়ণ তীর্থে পৌঁছলেন। তাঁদের আগে আগে অর্জুন মশাল নিয়ে হাঁটছিলেন। সেই তীর্থের কাছে পরিষ্কার এবং নির্জন গঙ্গাতীরে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ (চিত্ররথ) তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে বিহার করছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের পদধ্বনি

শুনে এবং নদীর দিকে এগোতে দেখে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ধনুকে টংকার দিয়ে বললেন—'ওহে, দিনের শেষে যখন গোধূলি লগ্নে লাল রং মেখে সন্ধ্যা নামে, তার চল্লিশ ক্ষণের পর সমস্ত সময় গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের জন্য নির্দিষ্ট। সারাদিন মানুষের জন্য। যে ব্যক্তি লোভবশত আমাদের এই নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাঘাত ঘটায় তাকে আমরা এবং রাক্ষসেরা বন্দী করে রাখি। সেইজন্য রাত্রিকালে জলে নামা নিষিদ্ধ। খবরদার! দূরেই থাক। তোমরা কি জানো না, আমি গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ এখন গঙ্গাজলে বিহার করছি। আমি আমার শক্তির জন্য বিখ্যাত ; কুবের আমার প্রিয় সখা এবং আমি আত্মসম্মান পছন্দ করি। এই বন আমার নামে প্রসিদ্ধ। এই গঙ্গার তীরে যে কোনো স্থানে আমি আরামে বিচরণ করতে পারি। এইসময় এখানে রাক্ষস, রুদ্রগণ, দেবতা অথবা মানুষ কেউই আসতে পারে না ; তোমরা কেন আসছ ?'

অর্জুন বললেন—'আরে মূর্খ! সমুদ্র, হিমালয়ের তরাই এবং গঙ্গানদীর তট দিন-রাত অথবা সন্ধ্যাকালে কার জন্য সুরক্ষিত থাকবে ? ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন, ধনী-গরিব সকলের জন্যই গঙ্গাতীর সবসময় উন্মুক্ত ; এখানে আসার কোনো নিয়ম নেই। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, তুমি ঠিক কথা বলছ, তা হলেও আমরা শক্তিমান পুরুষ, যে কোনো সময় তোমাকে পিষে মারতে পারি। দুর্বল, নপুংসকেরাই তোমাকে ভয় পায়। দেবনদী গঙ্গা সকলের কল্যাণকারিণী মাতা এবং সকলের জন্য সবসময় উন্মুক্ত। তুমি যে এর বিরোধিতা করছ, তা সনাতন ধর্মবিরুদ্ধ। তুমি ভেবেছ তোমার এই ধমকে ভয় পেয়ে আমরা গঙ্গাজল স্পর্শ করব না ? তা সম্ভব নয়।' অর্জুনের কথা শুনে চিত্ররথ ধনুকের ছিলা টেনে বিষাক্ত তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন। অর্জুন তাঁর মশাল এবং ঢালের সাহায্যে এমন হাত ঘোরাতে লাগলেন যে সমস্ত বাণ ব্যর্থ হয়ে গেল।

অর্জুন বললেন—'ওরে গন্ধর্ব ! অস্ত্র চালনায় নিপুণ ব্যক্তির কাছে আস্ফালনে কাজ হয় না। আমি দিব্য অস্ত্র ব্যবহার করছি, তোমার সঙ্গে মায়া-যুদ্ধ করব না। এই আগ্নেয়াস্ত্র বৃহস্পতি ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ অগ্নিবেশকে, অগ্নিবেশ আমার গুরু দ্রোণাচার্যকে এবং তিনি এটি আমাকে দিয়েছেন। নাও, একে সামলাও।' এই বলে অর্জুন

আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। চিত্ররথের রথ দগ্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি রথচ্যুত হলেন। অস্ত্রের তেজে তিনি এতই হতভম্ব হয়ে গেলেন যে রথ থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। অর্জুন লাফ দিয়ে এসে তাঁর চুল ধরে টেনে ভাইদের কাছে নিয়ে এলেন। গন্ধর্ব-পত্নী কুম্ভীনসী পতিকে রক্ষার জন্য যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হলেন। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে যুধিষ্ঠির নির্দেশ দিলেন—'অর্জুন ! এই যশোহীন, পরাক্রমহীন, স্ত্রীরক্ষিত গন্ধর্বকে মুক্তি দাও।' অর্জুন তাঁকে মুক্ত করে বললেন—'গন্ধর্ব ! যাও, দুঃখ কোরো না, তোমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে অভয় দিয়েছেন।'

গন্ধর্ব বললেন—'আমি পরাজিত হয়েছি, তাই আমার অঙ্গারপর্ণ নাম আমি পরিত্যাগ করছি। একটি ব্যাপার খুব ভালো হয়েছে যে আমি দিব্য অস্ত্রের মর্মজ্ঞ বন্ধু পেয়েছি। আমি অর্জুনকে গন্ধর্ব-মায়া শেখাতে চাই। আমি আজ চিত্ররথ থেকে দগ্ধরথ হয়েছি। আজ আমাকে হারিয়েও আপনি জীবনদান দিয়েছেন তাই আপনি সমস্ত কল্যাণের অধিকারী। এই গন্ধর্ব নাম চাক্ষুষী। এই বিদ্যা মনু সোমকে, সোম বিশ্বাবসুকে, বিশ্বাবসু আমাকে দিয়েছেন। এই বিদ্যার প্রভাব হল এর সাহায্যে জগতের যে কোনো বস্তু, তা যতই সূক্ষ্ম হোক চক্ষুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে। ছয়মাস এক পায়ে দণ্ডায়মান থাকলে তবেই এই বিদ্যালব্ধ করা

সম্ভব হয়। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি বিদ্যা গ্রহণ করতে, আপনাকে এর জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে না। এই বিদ্যার জন্যই আমরা, গন্ধর্বেরা মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হই। আমি আপনাদের সব ভাইকেই একশত করে গন্ধর্বদের দিব্য বেগ বিশিষ্ট এবং কৃশ অথচ সদা প্রাণবন্ত ঘোড়া প্রদান করছি। স্মরণ করা মাত্রই এগুলি উপস্থিত হবে, প্রয়োজন না হলে চলে যাবে এবং প্রয়োজনে এরা গাত্রবর্ণ পরিবর্তন করতেও সক্ষম।' অর্জুন বললেন—'গন্ধর্বরাজ! আমি তোমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছি বলে যদি কিছু দিতে চাও তাহলে আমি তা নেওয়া পছন্দ করি না।' গন্ধর্ব বললেন—'যখন সমমর্যাদার ব্যক্তিরা একত্রিত হন, তখন তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমি প্রীতিবশত আপনাকে

এই উপহার দিতে চাই। আপনিও আমাকে আপনার আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করুন।' অর্জুন বললেন—'বন্ধু! তাই হোক, আমাদের বন্ধুত্ব অনন্তকাল থাকুক। তোমার কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবে। একটা কথা তুমি বলো, তুমি আমাদের কী কারণে আক্রমণ করেছিলে?'

গন্ধর্ব বললেন—'আপনারা অগ্নিহোত্রী নন আর প্রত্যহ স্মার্ত যজ্ঞও করেন না। আপনাদের সঙ্গে কোনো ব্রাহ্মণও নেই, তাই আমি আপনাদের আক্রমণ করেছিলাম। আপনাদের যশস্বী বংশকে সকলেই জানেন। নারদাদির কাছেও শুনেছি এবং আমি নিজেও পৃথিবী পরিক্রমার সময় অবগত হয়েছি। আমি আপনার আচার্য, পিতা এবং গুরুজনদের সঙ্গেও পরিচিত। আপনাদের বিশুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ অন্তঃকরণ এবং শ্রেষ্ঠ সংকল্প জেনেও আমি আপনাদের আক্রমণ করেছি। প্রথমত, স্ত্রীলোকের সামনে অপমান সহ্য করা যায় না ; দ্বিতীয়ত, রাত্রিকালে শক্তি বেড়ে যাওয়ায় ক্রোধও বেশি হয়। কিন্তু আপনারা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ব্রহ্মচর্যের পালনকারী, সেইজন্যই আমাকে হারতে হল। ব্রহ্মচর্যহীন কোনো ক্ষত্রিয় রাত্রিবেলা আমার সামনে এলে তাকে মরতেই হবে। ব্রহ্মচর্যহীন হলেও তিনি যদি কোনো ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে এখানে আসেন তবে সেই ব্রাহ্মণই তাঁকে রক্ষা করবেন। তপতীনন্দন! মানুষের উচিত অভিলাষিত কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য অতি অবশ্যই জিতেন্দ্রিয় পুরোহিতকে নিযুক্ত করা। অপ্রাপ্তকে লাভ করতে এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার্থে উপযুক্ত পুরোহিত নিযুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। হে তপতীনন্দন! ব্রাহ্মণের সাহায্য ছাড়া শুধু নিজ পরাক্রমে অথবা পুরজন-পরিজনের সাহায্যে পৃথিবীতে বিজয় প্রাপ্তি করা যায় না। তাই আপনি নিশ্চিতরূপে জেনে নিন যে, ব্রাহ্মণের চরণাশ্রিত থেকেই চিরকাল পৃথিবী পালন করা সম্ভবপর।'

—— ০ ——

## সূর্যপুত্রী তপতীর সঙ্গে রাজা সংবরণের বিবাহ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! গন্ধর্বের মুখে 'তপতীনন্দন' সম্বোধন শুনে অর্জুন বললেন, 'গন্ধর্বরাজ! আমরা তো কুন্তীর পুত্র। তুমি আমাকে তপতীনন্দন বলছ কেন? তপতী কে, যাঁর জন্য আমাদের তপতীনন্দন বলছ?'

গন্ধর্বরাজ বললেন—অর্জুন! আকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতি সূর্য, স্বর্গ পর্যন্ত এর প্রভা ছড়িয়ে আছে, তাঁর কন্যার নাম তপতী। ইনিও সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময়ী। তিনি সাবিত্রীর ছোট বোন এবং তপস্যার জন্য ত্রিলোকে ইনি 'তপতী' নামে বিখ্যাত। তাঁর মতো রূপবতী কন্যা দেবতা, অসুর, অপ্সরা, যক্ষ ইত্যাদি কারো মধ্যে ছিল না। সেইসময় তাঁর যোগ্য এমন কোনো পুরুষ ছিলেন না, যাঁর সঙ্গে সূর্য তাঁর বিবাহ দিতে পারেন। তাই তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন।

সেইসময় পুরুবংশে রাজা ঋক্ষের পুত্র সংবরণ অত্যন্ত

বলবান এবং ভগবান সূর্যের সত্যকার ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় পাদ্য-অর্ঘ-পুষ্প-উপহার-সুগন্ধ ইত্যাদি দিয়ে পবিত্রতার সঙ্গে সূর্যের পূজা করতেন। নিয়ম, উপবাস, তপস্যা দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করতেন আর ভক্তিভাবে পূজা করতেন। সূর্য মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, এই রাজাই তাঁর কন্যার যোগ্য পতি হবেন। আকাশে সবার পূজ্য সূর্য যেমন দীপ্যমান তেমনই সংবরণও পৃথিবীতে অত্যুজ্জ্বল।

সংবরণ একদিন ঘোড়ায় করে পর্বতের তরাই অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে শিকার করছিলেন। এমন সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তাঁর সব থেকে তেজী ঘোড়াটি মারা গেল। তিনি পদব্রজেই চলতে লাগলেন। সেইসময় তিনি এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পেলেন। রাজা তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর মনে হচ্ছিল এ যেন সূর্যের প্রভা পৃথিবীর ওপরে এসে পড়েছে। তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এমন সুন্দরী নারী তো তিনি জীবনে কখনো দেখেননি। রাজার চোখ এবং মন তাতে স্থির হয়ে গেল ; তিনি নড়াচড়া করতেও ভুলে গেলেন। চেতনা ফিরে আসতে তাঁর মনে হল ব্রহ্মা ত্রিলোকের রূপ ও সৌন্দর্য মন্থন করে এই মধুর মূর্তি তৈরি করেছেন। তিনি বললেন—'সুন্দরী ! তুমি কার কন্যা ? তোমার নাম কী ? এই নির্জন জঙ্গলে কেন বিচরণ করছ ? তোমার অনুপম রূপে অলংকারও লজ্জা পাচ্ছে। ত্রিলোকে তোমার মতো সুন্দরী আর কেউ নেই। তোমার জন্য আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও আকুল হচ্ছে।' রাজার কথা শুনে সেই কন্যা কিছু না বলে, বিদ্যুতের মতো তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন। রাজা তাঁকে অনেক খুঁজলেন, শেষে না পেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

রাজা সংবরণকে হতচেতন হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তপতী আবার ফিরে এলেন এবং মধুর স্বরে বললেন—'রাজা, উঠুন, উঠুন ! আপনার মতো সজ্জন ব্যক্তির এরূপ হতচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা উচিত নয়।' সেই মিষ্ট বাক্য শুনে সংবরণ উঠে পড়লেন। তিনি বললেন—'সুন্দরী ! আমার জীবন এখন তোমার হাতে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি আমাকে দয়া করো, আমাকে পরিত্যাগ কোরো না। গন্ধর্ব বিবাহ করে তুমি আমাকে পতিরূপে মেনে নাও, আমার জীবন দান করো।' তপতী বললেন, 'রাজন্ ! আমার পিতা জীবিত। আমি খুশিমতো বিয়ে করাতে স্বাধীন নই। যদি আপনি সত্যই আমাকে ভালোবাসেন, তাহলে

আমার পিতাকে বলুন। অন্যের শাসনাধীন হয়ে আমি আপনার কাছে থাকতে পারব না। আপনার ন্যায় কুলীন, ভক্তবৎসল ও বিশ্ববিশ্রুত রাজাকে পতিরূপে স্বীকার করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনি সবিনয়ে নিয়ম-পালন ও তপস্যা দ্বারা আমার পিতাকে প্রসন্ন করে আমাকে লাভ করুন। আমি বিশ্ববন্দিত সূর্যের কন্যা এবং সাবিত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নী।' এই বলে তপতী আকাশপথে চলে গেলেন। রাজা সংবরণ সেখানেই মূর্ছিত হলেন।

সেই সময় রাজা সংবরণকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মন্ত্রীগণ, পারিষদগণ ও সেনা দল এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলে মিলে বহু কষ্টে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। জ্ঞান ফিরলে রাজা একজন মন্ত্রীকে কাছে রেখে অন্য সকলকে ফিরে যেতে বললেন। তিনি পবিত্রভাবে হাতজোড় করে উর্ধ্বমুখী হয়ে ভগবান সূর্যের আরাধনা করতে লাগলেন। তিনি একান্ত মনে তাঁর পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের ধ্যানে মগ্ন হলেন। দ্বাদশ দিনে মহর্ষি বশিষ্ঠ আবির্ভূত হলেন। তিনি রাজা সংবরণের মানসিক অবস্থা জেনে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং সূর্যের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সূর্যের কাছে গিয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন এবং সূর্যের স্বাগত প্রশ্নের পর প্রার্থনা পূরণ করার আশ্বাস পেয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রণাম করে বললেন—'ভগবান ! আমি রাজা সংবরণের জন্য আপনার কন্যা তপতীকে প্রার্থনা করছি। আপনি রাজার উজ্জ্বল যশ,

ধার্মিকতা এবং নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে পরিচিত। আমার বিচারে উনিই আপনার কন্যার যোগ্য পতি।' ভগবান সূর্য তখনই তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করলেন এবং বশিষ্ঠের সঙ্গেই তাঁর সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা তপতীকে পাঠিয়ে দিলেন।

বশিষ্ঠের সঙ্গে তপতীকে আসতে দেখে রাজা সংবরণ

নিজের খুশি ধরে রাখতে পারলেন না। এইভাবে ভগবান সূর্যের আরাধনা এবং পুরোহিত বশিষ্ঠের শক্তিতে রাজা সংবরণ তপতীকে লাভ করেন এবং বিধিসম্মতভাবে বিবাহ করে সস্ত্রীক পর্বতশিখরে সুখে বিহার করতে থাকলেন। দ্বাদশ বৎসর তাঁরা সেখানেই বসবাস করলেন। মন্ত্রী ততদিন রাজত্ব চালালেন। ইন্দ্র এই দেখে তাঁর রাজ্যে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিলেন। অনাবৃষ্টির জন্য প্রজানাশ হতে থাকল, শিশিরপাত পর্যন্ত না হওয়ায় অন্ন উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। প্রজাগণ নিজ মর্যাদা ভুলে একে অপরকে লুঠ করতে লাগল। তখন বশিষ্ঠ মুনি তাঁর তপস্যার প্রভাবে বারিপাত করালেন এবং সংবরণকে রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে আগের মতোই বৃষ্টি হওয়ার আদেশ দিলেন। শস্য উৎপাদন হতে লাগল। রাজদম্পতি বহু বর্ষ ধরে সুখে কালযাপন করলেন।'

গন্ধর্বরাজ বললেন—'অর্জুন ! সেই সূর্যকন্যা তপতী আপনার পূর্বপুরুষ রাজা সংবরণের পত্নী ছিলেন। এই তপতীর গর্ভেই রাজা কুরুর জন্ম হয়, যাঁর হতে কুরুবংশের সূচনা হয়। সেইজন্যই আমি আপনাকে 'তপতীনন্দন' নামে সম্বোধন করেছি।

---

## ব্রহ্মতেজের মহিমা এবং বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের নন্দিনীর সংঘর্ষ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের কাছে মহর্ষি বশিষ্ঠের মহিমার কথা শুনে অর্জুনের মনে তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহল হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'গন্ধর্বরাজ ! আমাদের পূর্বপুরুষের পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ কেমন ছিলেন ? কৃপা করে তাঁর সম্পর্কে আমাকে জানান।'

গন্ধর্ব বললেন—'মহর্ষি বশিষ্ঠ ছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁর পত্নী অরুন্ধতী। তপস্যাদ্বারা তিনি দেবতাদেরও অজেয় কাম এবং ক্রোধ জয় করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়কে বশ করেছিলেন বলে তাঁর নাম বশিষ্ঠ হয়েছিল। বিশ্বামিত্র বহু অপরাধ করলেও বশিষ্ঠ কখনো ক্রোধান্বিত হননি, তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যদিও বিশ্বামিত্র তাঁর একশত পুত্রকে বধ করেছিলেন এবং বশিষ্ঠের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল তার প্রতিশোধ নেওয়ার, তা সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। তাঁর ক্ষমতা ছিল যমপুরী থেকে সন্তানদের ফিরিয়ে আনার তবুও তিনি যমরাজের নিয়ম লঙ্ঘন করেননি। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজাগণ তাঁকে পুরোহিত করে পৃথিবী জয় করেছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে অনেক যজ্ঞ করিয়েছিলেন। আপনারাও এমনই কোনো ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করুন।'

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—'গন্ধর্বরাজ ! বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র উভয়েই তো আশ্রমবাসী ছিলেন, তাহলে তাঁদের শত্রুতার কী কারণ ?' গন্ধর্ব বললেন—'এই কাহিনী অতি প্রাচীন এবং বিশ্ববিশ্রুত। আমি আপনাকে বলছি। কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামক এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, তিনি রাজর্ষি কুশিকের পুত্র। বিশ্বামিত্র তাঁরই পুত্র। বিশ্বামিত্র একবার মন্ত্রীকে নিয়ে মরুধন্ব দেশে শিকার করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে এলেন। বশিষ্ঠ আন্তরিক আতিথ্যে তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করলেন এবং তাঁর কামধেনু নন্দিনীর সাহায্যে নানাপ্রকার চর্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা তাঁদের তৃপ্ত করলেন। বিশ্বামিত্র এই আতিথ্যে অত্যন্ত খুশি হয়ে বশিষ্ঠকে বললেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি এক

কোটি গাভী অথবা চাইলে রাজ্যও আমার কাছ থেকে নিতে পারেন, শুধু তার পরিবর্তে আমাকে আপনার কামধেনু নন্দিনীকে প্রদান করুন।' বশিষ্ঠ বললেন, 'এই দুগ্ধবতী

গাভীকে আমি দেবতা, অতিথি, পিতৃপুরুষ এবং যজ্ঞদের জন্য রেখেছি। আপনার সমস্ত রাজ্যের পরিবর্তেও একে আমি দিতে পারি না।' বিশ্বামিত্র বললেন, 'আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ব্রাহ্মণ। আপনি শান্তচিত্ত, মহাত্মা, সর্বদাই তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন, আপনি কী করে একে রক্ষা করবেন ? এক কোটি গাভীর পরিবর্তেও যদি একে না দেন, তাহলে আমি বলপূর্বক একে হরণ করব, তার অন্যথা হবে না।' বশিষ্ঠ বললেন—'আপনি বলবান ক্ষত্রিয়, যা চান তা করতে পারেন, তাহলে চিন্তা কীসের ?' বিশ্বামিত্র যখন বলপূর্বক নন্দিনীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বশিষ্ঠের কাছে এল। বশিষ্ঠ বললেন—'কল্যাণী, আমি তোমার ক্রন্দন শুনেছি, বিশ্বামিত্র তোমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন। কী করব, আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, নিরুপায় !' নন্দিনী বলল, 'এরা আমাকে চাবুক আর লাঠি দিয়ে প্রহার করছে। আমি অনাথের মতো ক্রন্দন করছি। আপনি কেন আমাকে রক্ষা করছেন না?' বশিষ্ঠ তার করুণ-ক্রন্দন শুনেও ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন—'ক্ষত্রিয়ের বল হল তেজ আর ব্রাহ্মণের ক্ষমা। ক্ষমাভাবই আমার প্রধান বল। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি যেতে পারো।' নন্দিনী বলল—'আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেননি তো ? যদি না করে থাকেন, তাহলে কেউ আমাকে বলপূর্বক নিয়ে যেতে পারবে না।' বশিষ্ঠ বললেন—'কল্যাণী ! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিনি ; তোমার যদি শক্তি থাকে, তাহলে তুমি থাক ; দেখ তোমার বাছুরদের ওরা কীরকম শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।'

বশিষ্ঠের কথা শুনে নন্দিনীর মাথা উঁচু হয়ে গেল, চোখ রক্তবর্ণ হল, সে বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকতে লাগল। তার সেই

ভীষণ মূর্তি দেখে সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেল। যখন তারা আবার তাকে ধরতে এল তখন সে সূর্যের মতো তেজ ছড়াতে লাগল। তার সর্ব অঙ্গ দিয়ে যেন অগ্নিবর্ষণ হচ্ছিল। তার এক এক অঙ্গ দিয়ে পহ্লব, দ্রাবিণ, শক, যবন, শবর, পৌণ্ড্র, কিরাত, চীন, হূণ, সিংহলী, বর্বর, খস, যুনানী এবং ম্লেচ্ছ প্রকটিত হল এবং অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বিশ্বামিত্রের এক এক সৈন্যের ওপর পাঁচ, সাতজন করে লাফিয়ে পড়ল। সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে, নন্দিনীর সৈন্যেরা কাউকেই বধ করল না। সৈন্যেরা যখন বহু দূরে পালিয়ে গেল, তাকে রক্ষা করার কেউ রইল না, তখন বিশ্বামিত্র এই ব্রহ্মতেজ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গেলেন। তখন তাঁর ক্ষত্রিয়তেজের ওপর বড় গ্লানি হল। তিনি বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে লাগলেন—'ধিক্কার এই ক্ষত্রিয়বলকে। জগতে ব্রহ্মতেজই আসল বল। এই দুইয়ের জন্য তপোবলই প্রধান।' এইসব চিন্তা করে তিনি তাঁর বিশাল রাজ্য, সৌভাগ্যলক্ষ্মী এবং সাংসারিক সুখভোগ পরিত্যাগ করে তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি সর্বলোক নিজের তেজে পরিপূর্ণ করে দিলেন এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন। তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপানও করেছিলেন।

—o—

# মহর্ষি বশিষ্ঠের ক্ষমা—কল্মাষপাদের কথা

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ বললেন—'অর্জুন ! রাজা ইক্ষ্বাকুর বংশে কল্মাষপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। একবার তিনি শিকার করতে বনে গিয়ে ছিলেন। ফেরার সময় তিনি এমন একটি পথ ধরলেন যাতে কেবল একজন মানুষই চলতে পারে। তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত ছিলেন। সেই-সময় তিনি দেখলেন সেই রাস্তায় শক্তিমুনি আসছেন। শক্তিমুনি ছিলেন বশিষ্ঠ মুনির শত পুত্রের সর্বজ্যেষ্ঠ। রাজা বললেন—'সরে যাও, আমার পথ ছেড়ে দাও।' শক্তিমুনি বললেন—'মহারাজ ! সনাতন ধর্ম অনুসারে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হল ব্রাহ্মণের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া।' এইভাবে দুজনে কিছু কথা-কাটাকাটি হল, ঋষিও সরলেন না, রাজাও নয়। রাজার হাতে চাবুক ছিল, তিনি কোনো কিছু ভাবনা চিন্তা না করেই ঋষিকে চাবুক দ্বারা আঘাত

করলেন। শক্তিমুনি রাজার অন্যায় কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—'আরে নৃপাধম ! তুমি রাক্ষসের মতো তপস্বীর ওপর চাবুকের আঘাত করছ ; তুমি প্রকৃতই রাক্ষসে পরিণত হও।' ফলে রাজা রাক্ষসভাবাক্রান্ত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—'তুমি আমাকে অযৌক্তিক শাপ দিয়েছ ; তাই আমি তোমার থেকেই রাক্ষসের কাজ আরম্ভ করছি।' এই বলে কল্মাষপাদ শক্তিমুনিকে মেরে খেয়ে ফেললেন। শুধু তাঁকেই নয়, বশিষ্ঠ মুনির যত পুত্র ছিল, সকলকেই মেরে খেয়ে ফেললেন।

শক্তিকে এবং বশিষ্ঠের অন্য পুত্রদের ভক্ষণে কল্মাষপাদের রাক্ষসভাবের প্রাপ্তি হল, উপরন্তু বিশ্বামিত্রও পূর্বের ঈর্ষাবশত কিঙ্কর নামক এক রাক্ষসকে আদেশ করেছিলেন কল্মাষপাদের মধ্যে প্রবেশ করতে, যার জন্য সে এইরূপ নীচকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল। বশিষ্ঠ জানতেন যে, এই কাজে বিশ্বামিত্রের অনুমোদন রয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি শোকাবেগ সংযত করেছিলেন, যেমন সুমেরু পর্বত পৃথিবী ধারণ করে সংযত থাকে। প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা থাকলেও তিনি তা করেননি।

একবার মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর আশ্রমে ফিরছিলেন, তখন তাঁর মনে হল যেন তাঁর পিছন পিছন কেউ ষড়ঙ্গাদি-সহ বেদপাঠ করতে করতে আসছে। বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার পিছনে কে ?' উত্তর এল—'আমি

আপনার পুত্রবধূ শক্তি-পত্নী অদৃশ্যন্তী।' বশিষ্ঠ বললেন—'পুত্রবধূ ! আমার পুত্র শক্তির মতো স্বরে কে সাঙ্গ বেদ পাঠ করছে ?' অদৃশ্যন্তী বললেন—'আমার গর্ভে আপনার পৌত্র। সে দ্বাদশ বৎসর ধরে আমার গর্ভেই বেদাধ্যয়ন করছে।' বশিষ্ঠ মুনি এই কথায় অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি ভাবলেন—'ভালো কথা, আমার বংশ-পরম্পরা নষ্ট হয়নি।' এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ফিরছিলেন। পথে এক নির্জন বনে কল্মাষপাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। কল্মাষপাদ বিশ্বামিত্র প্রেরিত উগ্ররাক্ষসে আবিষ্ট হয়ে বশিষ্ঠ মুনিকে খাবার জন্য দৌড়ে এল। সেই ক্রূরকর্মা রাক্ষসকে দেখে অদৃশ্যন্তী ভয় পেয়ে বললেন—'ভগবান ! দেখুন,

শুকনো কাঠের দণ্ড হাতে নিয়ে এক ভয়ংকর রাক্ষস কেমন দৌড়ে আসছে। আপনি এর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' বশিষ্ঠ বললেন—'মা, ভয় পেয়ো না, এ রাক্ষস নয়, কল্মাষপাদ।' এই বলে বশিষ্ঠ এক হুংকারেই তাকে

থামালেন এবং হাতে জল নিয়ে সেটি মন্ত্র পড়ে কল্মাষপাদের ওপর ছুঁড়ে দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ শাপমুক্ত হয়ে গেল। দ্বাদশ বৎসর পর শাপমুক্তি হতেই তার তেজ বৃদ্ধি পেল এবং চেতনা ফিরে এল। সে হাত জোড় করে মহর্ষি বশিষ্ঠকে বলতে লাগল, 'মহারাজ ! আমি সুদাসের পুত্র কল্মাষপাদ, আপনার যজমান। আদেশ করুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি !' বশিষ্ঠ বললেন—'বাবা, যা হবার হয়েছে। এখন যাও, তুমি তোমার রাজ্যের ভার গ্রহণ করো। খেয়াল রেখো, কখনো কোনো ব্রাহ্মণকে যেন অপমান কোরো না।' রাজা প্রতিজ্ঞা করে বললেন—'মহানুভাব ঋষিশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার নির্দেশ পালন করব। ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধাসহ আপ্যায়ন করব।' ক্ষমাশীল মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই পুত্রঘাতী রাজার সঙ্গে অযোধ্যায় এলেন এবং নিজ কৃপায় তাকে পুত্রবান করলেন।

বশিষ্ঠের আশ্রমে অদৃশ্যন্তীর গর্ভ হতে পরাশর জন্মগ্রহণ করলে ভগবান বশিষ্ঠ স্বয়ং পরাশরের জাতকর্ম সংস্কার করেন। ধর্মাত্মা পরাশর বশিষ্ঠকে নিজের পিতা বলে মনে করতেন এবং 'পিতা' বলেই ডাকতেন। একদিন অদৃশ্যন্তী বললেন—'ইনি তোমার পিতা নন, পিতামহ', তাতেই পরাশর জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতাকে রাক্ষস খেয়ে নিয়েছে। এতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং স্থির করলেন সমস্ত রাজাদের তিনি পরাজিত করবেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ পূর্বের কথা বলে তাঁকে বোঝালেন এবং আদেশ দিলেন যে 'তুমি এদের ক্ষমা করো, এতেই তোমার কল্যাণ, কাউকে পরাজিত কোরো না। তুমি তো জানো এই জগতে রাজাদের কত প্রয়োজন।' বশিষ্ঠ তাঁকে বোঝানোতে পরাশর রাজাদের পরাজিত করার সংকল্প ত্যাগ করলেন, কিন্তু রাক্ষস-বিনাশের জন্য ভয়ানক যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সে যজ্ঞে রাক্ষসেরা বিনাশপ্রাপ্ত হতে লাগল। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁকে বোঝালেন—'পরাশর, ক্ষমাই পরম ধর্ম। তোমার সমস্ত পূর্বপুরুষেরা ক্ষমার প্রতিমূর্তি। মানুষ অকারণেই কারো না কারো মৃত্যুর নিমিত্ত হয়ে যায়, তুমি এই ভয়ংকর ক্রোধ পরিত্যাগ করো।' ঋষিদের নির্দেশে পরাশরও সকলকে ক্ষমা করে দিলেন এবং যজ্ঞাগ্নিকে হিমালয়ে রেখে এলেন। সেই অগ্নি এখনও রাক্ষস, বৃক্ষ এবং পাথরকে দগ্ধ করে থাকে।'

—— o ——

## ধৌম্য মুনিকে পাণ্ডবদের পুরোহিত পদে বরণ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! গন্ধর্বরাজের কাছে পুরোহিতের মহিমা এবং প্রসঙ্গত মহর্ষি বশিষ্ঠের ক্ষমাশীলতা শুনে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—'গন্ধর্বরাজ ! তুমি তো সবই জানো, বলো, আমাদের উপযুক্ত বেদজ্ঞ পুরোহিত কে হতে পারেন।' গন্ধর্ব বললেন, 'অর্জুন ! এই বনের উৎকোচক তীর্থে দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য তপস্যায় রত আছেন। আপনারা তাঁকে পুরোহিত পদে বরণ করতে পারেন।' তখন অর্জুন গন্ধর্বরাজকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করলেন এবং প্রসন্ন হয়ে বললেন—'গন্ধর্বরত্ন ! তুমি যেসব ঘোড়া প্রদান করতে চাইছ, সেসব এখন তোমার কাছেই থাক, সময়মতো আমরা সেগুলি নেব।' এইভাবে উভয়ে একে অপরকে আপ্যায়ন করে গন্ধর্ব এবং পাণ্ডবরা ভগবতী গঙ্গার রমণীয় তীর থেকে অভীষ্ট স্থানের দিকে যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবগণ উৎকোচক তীর্থে ধৌম্য মুনির আশ্রমে গিয়ে তাঁকে পুরোহিত পদ গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানালেন। ধৌম্য নানা ফলমূল সহকারে পাণ্ডবদের আপ্যায়ন করলেন এবং পুরোহিত হতে স্বীকার করলেন। পাণ্ডবগণ এতে এত খুশি হলেন যে, মনে হল তাঁরা যেন পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য জয় করেছেন। তাঁদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস হল যে, তাঁরা এবার স্বয়ংবর সভায় নিশ্চয়ই দ্রৌপদীকে লাভ করবেন। ধৌম্য মুনির মনে হল যে, এই ধর্মাত্মা বীরগণ নিজেদের বিচারশীলতা, শক্তি এবং উৎসাহের ফলস্বরূপ শীঘ্রই রাজ্য লাভ করবে। মঙ্গলাচরণের পর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।
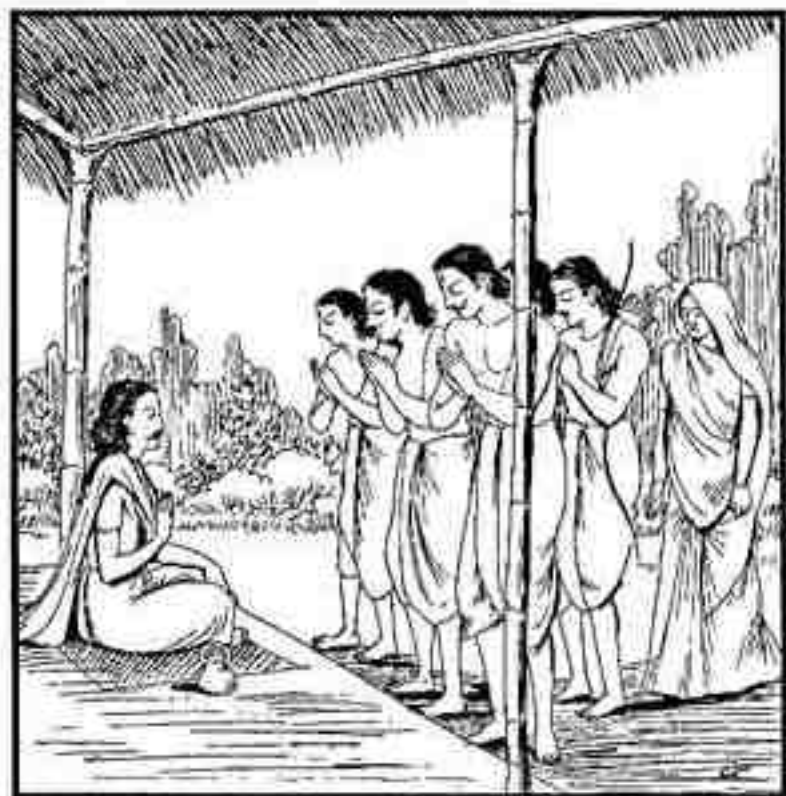
—o—

## দ্রৌপদীর স্বয়ংবর

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যখন নবরত্ন পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের মায়ের সঙ্গে রাজা দ্রুপদের সুন্দর দেশ, তাঁর কন্যা দ্রৌপদী এবং তাঁর স্বয়ংবর মহোৎসব দেখার জন্য রওনা হলেন, সেইসময় পথে অনেক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোথা হতে আসছেন, কোথায় যাবেন ?' যুধিষ্ঠির বললেন, 'পূজ্য ব্রাহ্মণগণ ! আমরা পাঁচ ভাই একত্রে থাকি, এখন একচক্রা নগরী থেকে আসছি।' ব্রাহ্মণেরা বললেন—'আপনারা আজই পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের রাজধানীতে গমন করুন। ওখানে স্বয়ংবর সভা হবে, আমরা ওখানে যাচ্ছি। চলুন, আমরা একসঙ্গে যাই।' যুধিষ্ঠির তাঁদের কথা মেনে নিলেন এবং সকলে একসঙ্গে চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁরা মহর্ষি বেদব্যাসের
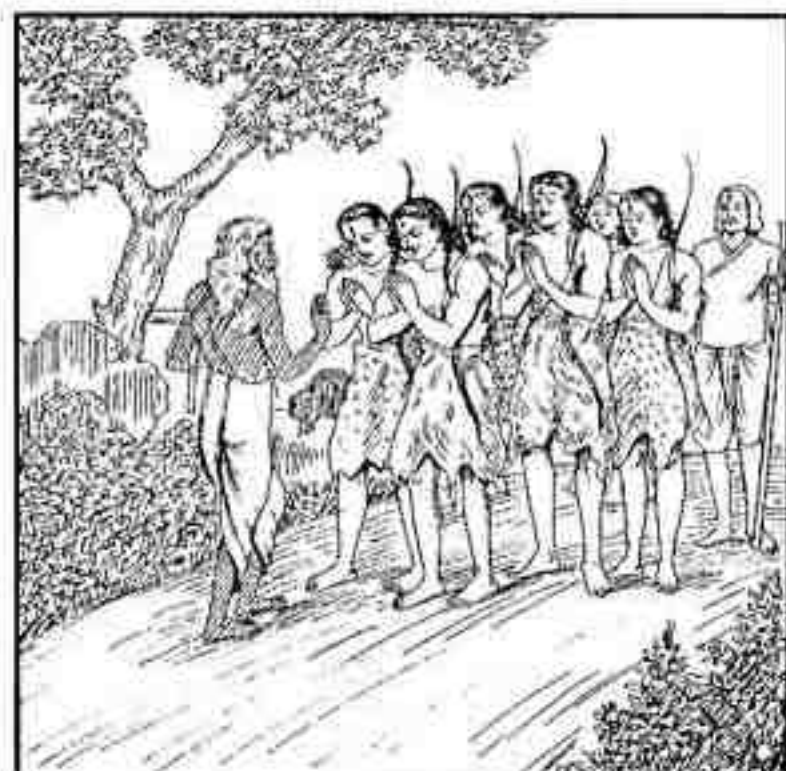
দর্শন পেলেন। পথে নানা জঙ্গলের শোভা, প্রস্ফুটিত পদ্মে শোভিত সরোবর দেখতে দেখতে, নানা স্থানে বিশ্রাম নিতে নিতে সকলে দ্রুপদ নগরীর দিকে এগোতে থাকলেন। সঙ্গের ব্যক্তিরা পাণ্ডবদের পবিত্র চরিত্র, মধুর স্বভাব, মিষ্ট বাক্য এবং স্বাধ্যায়-শীলতায় অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। পাণ্ডবেরা যখন দেখলেন দ্রুপদনগরে এসে গেছেন, নগরীর প্রাচীর দেখা যাচ্ছে, তখন তাঁরা সেখানে এক কুমোরের ঘরে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেই গৃহে থেকে ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। কেউই জানতেন না যে, তাঁরা পাণ্ডুর পুত্র।

রাজা দ্রুপদের বাসনা ছিল যেন তাঁর কন্যা দ্রৌপদীর বিবাহ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সঙ্গে হয়। কিন্তু তিনি তাঁর এই ইচ্ছা কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অর্জুনকে চেনার জন্য তিনি এমন একটি ধনুক তৈরি করিয়েছিলেন, যাতে কারো দ্বারাই গুণ পরানো সম্ভব ছিল না। তাছাড়াও দ্রুপদ অনেক ওপরে একটি যন্ত্র লাগিয়েছিলেন, যেটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল, তারও অনেক ওপরে একটি লক্ষ্য রাখা ছিল বিদ্ধ করার জন্য। দ্রুপদ ঘোষণা করেছিলেন যে, 'যে বীর এই ধনুকে ছিলা পরিয়ে ঘূর্ণমান যন্ত্রের ছিদ্রমধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হবেন, তিনিই আমার কন্যাকে লাভ করবেন।' নগরের ঈশান কোণে এক সুন্দর সমতল স্থানে স্বয়ংবর সভা নির্মিত হয়েছিল। তার চারদিকে বড় বড় মহল, গড়, সিংহদ্বার প্রস্তুত করা হয়েছিল। চতুর্দিকে ফুল পাতা ও পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। উচ্চভিত্তের ওপর প্রস্তুত এই অনুপম মহল হিমালয়ের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। রাজা দ্রুপদের আমন্ত্রিত নরপতি এবং রাজকুমারগণ স্বয়ংবর সভায় এসে যাঁর যাঁর নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলেন। যুধিষ্ঠিরও তাঁর ভাইদের নিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাজা দ্রুপদের ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে সেখানে এসে আসন গ্রহণ করলেন। ষোলো দিন ধরে সেই উৎসব চলেছিল। দ্রুপদ-কন্যা কৃষ্ণা সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে হাতে বরমালা নিয়ে ধীরে ধীরে স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগ্নী দ্রৌপদীর কাছে দাঁড়িয়ে মধুর, গম্ভীর স্বরে বললেন—'স্বয়ংবরের উদ্দেশ্যে সমাগত নরপতি এবং রাজকুমারগণ ! আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই ধনুক এবং বাণ রাখা হয়েছে আর ওপরে ওই লক্ষ্য। আপনারা এই ঘূর্ণমান যন্ত্রের ছিদ্রপথে সর্বাধিক পাঁচটি বাণের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করবেন। যে বলশালী, রূপবান এবং কুলীন ব্যক্তি এই মহৎ কর্ম করবেন, আমার প্রিয় ভগ্নী দ্রৌপদী তাঁর অর্ধাঙ্গিনী হবেন। আমার এই কথার অন্যথা হবে না।' এই ঘোষণা করে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'ভগ্নী, দেখো, ধৃতরাষ্ট্রের বলবান পুত্রগণ দুর্যোধন, দুর্বিষহ, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, দুঃশাসন, যুযুৎসু ইত্যাদি বীরগণ কর্ণসহ এখানে উপস্থিত। যশস্বী এবং কুলাধিপতি নরপতিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য শকুনি, বৃষক, বৃহদবল প্রমুখ স্বয়ংবরে তোমাকে লাভ করার উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। অশ্বত্থামা, ভোজ, মণিমান, সহদেব, জয়ৎসেন, রাজা বিরাট, সুশর্মা, চেকিতান, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, শল্য, শিশুপাল, জরাসন্ধ এবং আরও অনেক সুপ্রসিদ্ধ রাজা-মহারাজা
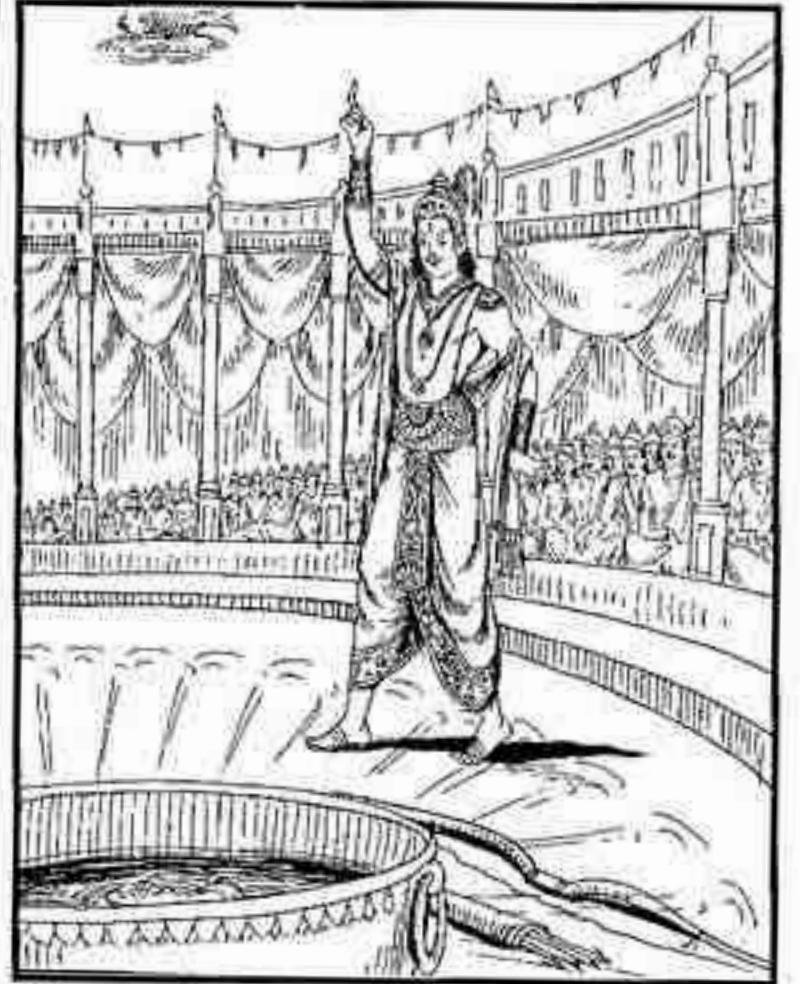
এখানে উপস্থিত। এই পরাক্রমী রাজাদের মধ্যে যিনি এই লক্ষ্য ভেদ করবেন, তাঁর গলায় তুমি বরমালা পরাবে।' ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন ভগ্নীকে এইভাবে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছিলেন, তখন রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, মরুদ্‌গণ, যমরাজ এবং কুবেরাদি দেবতাগণও বিমানদ্বারা আকাশপথে সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। দৈত্য, গরুড়, নাগ, দেবর্ষি এবং প্রধান প্রধান গন্ধর্বও উপস্থিত ছিলেন। বসুদেবনন্দন বলরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রধান প্রধান যদুবংশী এবং অন্যান্য বহু মহানুভব ব্যক্তি স্বয়ংবর মহোৎসব প্রত্যক্ষ করার জন্য আগমন করেছেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্তব্য শুনে দুর্যোধন, শাল্ব, শল্য প্রমুখ রাজা এবং রাজকুমারেরা তাঁদের বল, শিক্ষা, গুণ অনুযায়ী ক্রমানুসারে ধনুকে গুণ পরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন ; কিন্তু ধনুকের দাপটে তাঁরা ছিটকে পড়ে যেতে থাকলেন এবং হতচেতন হয়ে তাঁদের সমস্ত উৎসাহই চলে গেল। তাঁদের মুকুট অঙ্গদাদি মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল। ফলে আশা ত্যাগ করে অবনত মস্তকে তাঁরা নিজ নিজ স্থানে এসে উপবেশন করলেন। দুর্যোধনদের হতাশ ও বিষণ্ণ দেখে ধনুর্ধর শিরোমণি কর্ণ উঠলেন। তিনি ধনুক হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তাতে গুণ লাগিয়ে ফেললেন। তিনি যখন লক্ষ্য স্থির করছেন, সেই সময় দ্রৌপদী বলে উঠলেন, 'আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না।' কর্ণ তাই শুনে বিদ্রূপের সঙ্গে হেসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধনুক নামিয়ে রাখলেন। অনেকেই যখন হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন তখন শিশুপাল এলেন। কিন্তু ধনুক ওঠাতে গিয়েই তিনি হাঁটুভেঙে নীচে পড়ে গেলেন। জরাসন্ধেরও একই দশা হল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ংবর সভা ত্যাগ করে ফিরে গেলেন। মদ্র দেশের রাজাও ব্যর্থ হলেন। যখন এইভাবে সমস্ত বড় বড় রাজা লক্ষ্য ভেদে অপারগ হলেন, তখন সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল, লক্ষ্যভেদের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় অর্জুন মনে মনে সংকল্প করলেন যে, 'এবার আমি গিয়ে লক্ষ্যভেদ করব।'

—— ০ ——

## অর্জুনের লক্ষ্যভেদ এবং অর্জুন ও ভীমসেনের দ্বারা অন্যান্য রাজাদের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ব্রাহ্মণদের মধ্যে অর্জুন দাঁড়িয়ে উঠলেন। পরম সুন্দর এবং বীর অর্জুনকে ধনুক নিতে প্রস্তুত দেখে ব্রাহ্মণেরা চমকিত হলেন। কেউ ভাবলেন 'ইনি আমাদের হাস্যাস্পদ করে না তোলেন', কেউ ভাবলেন 'রাজারা এঁর জন্য আমাদের আবার দ্বেষ করতে না শুরু করেন', আবার অনেকে বলতে লাগলেন 'এ খুব উৎসাহী বীর, এর মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। দেখ এর চলা সিংহের মতো, শক্তি হাতির মতো, এ সব কিছু করতে পারে। এর যদি শক্তি না থাকত, তাহলে কি এ সাহস করত ? তপস্বী এবং সংকল্পে দৃঢ় ব্রাহ্মণদের পক্ষে অসাধ্য কোনো কাজ নেই। নিজ শক্তি বলে তারা ছোট বড় সব কাজই করতে পারে। পরশুরাম যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করেছিলেন, অগস্ত্য সমুদ্র পান করেছিলেন। আপনারা এঁকে আশীর্বাদ করুন যাতে ইনি লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হন।' ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করে অর্জুনকে ভরিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মণেরা যখন এইসব বলাবলি করছিলেন, ততক্ষণে অর্জুন ধনুকের কাছে চলে গিয়েছেন। তিনি প্রথমে ধনুকটিকে প্রদক্ষিণ করলেন, পরে ভগবান শংকর ও শ্রীকৃষ্ণকে মস্তক অবনত করে মনে মনে প্রণাম করলেন এবং ধনুক তুলে নিলেন। বড় বড় বীর যে ধনুক তুলতে পারেননি, গুণ চড়াতে পারেননি, অর্জুন অনায়াসেই সেই ধনুক তুলে তাতে গুণ পরিয়ে ফেললেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ ভালো করে দেখতে না দেখতেই অর্জুন পাঁচটি বাণ তুলে তার মধ্যে একটি লক্ষ্যপথে পাঠালেন, সেটি যন্ত্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করল। চারদিকে হই চই শুরু হল, অর্জুনের মাথার ওপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল, ব্রাহ্মণেরা উত্তরীয় দোলাতে লাগলেন। অর্জুনকে দেখে দ্রুপদের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি মনে মনে স্থির করলেন প্রয়োজন হলে তিনি সমস্ত সৈন্য দ্বারা এই বীরকে সাহায্য করবেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে লক্ষ্যভেদ করতে দেখে নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে করে তাঁদের আশ্রয়স্থলে ফিরে এলেন। দ্রৌপদী বরমাল্য হাতে নিয়ে আনন্দিত চিত্তে অর্জুনের কাছে এসে তাঁর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণেরা অর্জুনকে আপ্যায়ন করে দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ংবর সভার বাইরে এলেন।

রাজারা যখন দেখলেন যে, দ্রুপদ এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একে অপরকে বলতে লাগলেন—'দেখ, রাজা দ্রুপদ আমাদের তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর এই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্না কন্যার বিবাহ দিতে চাইছেন। আমাদের আমন্ত্রণ করে এনে এরূপ অপমান করা উচিত হয়নি। দ্রুপদ আমাদের গ্রাহ্য করে না, অতএব সমীহ না করে ওকে মেরে ফেলাই উচিত। এই রাজদ্বেষী দুরাত্মাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের মধ্যে কি কাউকেই

দ্রুপদ তাঁর কন্যার উপযুক্ত বলে মনে করেন না ? স্বয়ংবর সভা ক্ষত্রিয়দের জন্য, সেখানে ব্রাহ্মণদের কোনো অধিকার নেই। এই কন্যা যদি আমাদের বরণ না করে তাহলে একে আগুনে সমর্পণ করা হোক। ব্রাহ্মণ-কুমার যদিও চাপল্যবশত এই অপ্রিয় কাজ করেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়ায় তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।' রাজারা এরূপ স্থির করে অস্ত্র ধারণ করে দ্রুপদ রাজাকে মারবার জন্য উদ্যত হলেন। রাজাদের ক্রুদ্ধ হতে দেখে দ্রুপদ ভীত হয়ে ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হলেন। দ্রুপদকে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে দেখে এবং তাঁকে আক্রান্ত দেখে ভীম ও অর্জুন তাঁদের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। রাজারা তাঁদের ওপরই আক্রমণ হানলেন। ব্রাহ্মণেরা একযোগে মৃগচর্ম এবং কমণ্ডলু ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন—'ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি।' অর্জুন মৃদুহাস্যে বললেন—'হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখুন। এঁদের জন্য আমি একাই যথেষ্ট।' অর্জুন ধনুক হাতে ভীমকে নিয়ে পর্বতের মতো দাঁড়ালেন। মদোন্মত্ত কর্ণ প্রমুখ বীরদের আসতে দেখে তাঁরা যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। যুদ্ধে ব্রাহ্মণদের মারা অধর্ম নয় এই বলে সভায় উপস্থিত বীরেরা তাঁদের আক্রমণ করতে লাগলেন। অর্জুন ও কর্ণ সামনা সামনি এলে অর্জুন এমন বাণ মারলেন যে, কর্ণ প্রায় হতচেতন হয়ে গেলেন। দুজনে বীরত্বের সঙ্গে একে অপরকে পরাজিত করার জন্য নানাপ্রকার কৌশল দেখাতে লাগলেন। কর্ণ বললেন—'ওহে ! আপনি ব্রাহ্মণ হয়েও এমন কৌশল দেখাচ্ছেন,

যাতে আমার আনন্দের সীমা নেই। আপনার মুখে কোনো বিষাদ চিহ্ন নেই আর হস্তকৌশলও অত্যন্ত নিপুণ। আপনি স্বয়ং ধনুর্বেদ অথবা পরশুরাম নন তো ? আমার তো মনে হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু অথবা ইন্দ্র ছদ্মবেশে এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। আমি নিশ্চিত যে, আমি যদি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করি তবে একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্র অথবা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ছাড়া কেউই আমার সম্মুখীন হতে পারবে না।' অর্জুন বললেন—'কর্ণ, আমি ধনুর্বেদ অথবা পরশুরাম কেউই নই। আমি সমস্ত শস্ত্রের রহস্যজ্ঞ এক যোদ্ধা। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ব্রহ্মাস্ত্র এবং ইন্দ্রাস্ত্রেও আমি অভিজ্ঞ। তোমাকে হারাবার জন্যই আমি উপস্থিত হয়েছি, তুমি তোমার জোর দেখাও।' মহারথী কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্রবিশারদ প্রতিদ্বন্দ্বীকে অজেয় মনে করে নিজেই পিছু হটলেন।

যখন কর্ণ এবং অর্জুন একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, সেইসময় আর এক দিকে শল্য এবং ভীমসেন দুজনেই দুজনকে আহ্বান করে মত্ত হাতির ন্যায় যুদ্ধ করছিলেন, নানাপ্রকার কসরৎ করে একে অন্যকে ভূপাতিত করার চেষ্টা করছিলেন। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকির মতো করে দুজনের শরীরে আঘাত লাগছিল। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে ভীমসেন শল্যকে মাটিতে ফেলে দিলেন। ব্রাহ্মণেরা হেসে উঠলেন। ভীম শল্যকে মাটিতে ফেলে দিলেও তাঁকে বধ করলেন না, তাই দেখে সকলেই আশ্চর্য হলেন।

এইভাবে ভীম শল্যকে মাটিতে আছাড় দিলেন এবং কর্ণও যুদ্ধ থেকে সরে গেলেন দেখে সকলেই সশংক হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধ বন্ধ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগেই পাণ্ডবদের চিনতে পেরেছিলেন, তাই তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে সব রাজাদের বোঝাতে লাগলেন যে 'এই ব্যক্তি ধর্ম অনুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন, অতএব এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয়।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে এবং ভীমসেনের পরাক্রমে ভীত হয়ে সকলেই যুদ্ধ বন্ধ করে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। ক্রমে পরিবেশ শান্ত হল। ভীমসেন এবং অর্জুন ব্রাহ্মণপরিবৃত হয়ে দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে তাঁদের আশ্রয়স্থল কুমোরের গৃহের দিকে চললেন।

সেদিন ভিক্ষা করে ফেরার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। মাতা কুন্তী পুত্রেরা না ফিরে আসায় আশংকায় সময় কাটাচ্ছিলেন, স্নেহময়ী মায়ের এমনই স্বভাব। তিনি নানারকম বিপদের আশংকা করছিলেন। তারপর দিনের তৃতীয় প্রহরে ভীম ও অর্জুন দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে গৃহে ফিরলেন।

—o—

# কুন্তীর নির্দেশে দ্রৌপদীর সম্বন্ধে পাণ্ডবদের আলোচনা এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভীমসেন এবং অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে কুমোরের ঘরে প্রবেশ করে মাকে বললেন—'মা, আজ আমরা এই ভিক্ষা নিয়ে এসেছি।' কুন্তী সেইসময় ঘরের মধ্যে ছিলেন, তিনি তাঁদের না দেখেই ঘর থেকে বললেন—'পুত্র ! যা এনেছ, পাঁচভাই মিলে উপভোগ করো।' বাইরে বেরিয়ে তিনি যখন দেখলেন যে, এই ভিক্ষা সাধারণ কিছু নয়, স্বয়ং রাজকুমারী দ্রৌপদী, তখন তাঁর খুব অনুতাপ হল। তিনি বলতে লাগলেন—'হায় ! আমি কী করলাম ?' তিনি দ্রৌপদীকে হাত ধরে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—'পুত্র ! ভীমসেন এবং অর্জুন এই রাজকুমারীকে নিয়ে যখন ভেতরে এলেন, তখন আমি না দেখেই বলে দিয়েছি যে তোমরা সবাই মিলে উপভোগ করো। আমি আজ পর্যন্ত কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। এখন তুমি এমন কোনো উপায় বার করো, যাতে দ্রৌপদীর অধর্ম না হয় এবং আমার কথাও মিথ্যা না হয়।' যুধিষ্ঠির কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাকে আশ্বস্ত করে অর্জুনকে ডেকে বললেন, 'ভ্রাতা ! তুমি মর্যাদা অনুসারে দ্রৌপদীকে লাভ করেছ। এখন বিধিসম্মতভাবে অগ্নি সাক্ষী করে এঁর পাণিগ্রহণ করো।' অর্জুন বললেন—'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ! আপনি আমাকে অধর্মের ভাগী করবেন না। সৎ ব্যক্তিরা কখনো এমন কাজ করেন না। প্রথমে আপনি তারপর ভীমসেন, পরে আমার বিবাহ হবে। তারপরে হবে নকুল এবং সহদেবের। সুতরাং এই রাজকুমারীর আপনার সঙ্গেই প্রথমে বিবাহ হওয়া উচিত। আপনার কাছে অনুরোধ যে, সব কিছু বিবেচনা করে ধর্ম, যশ এবং যা হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মনে হয় তাই করার নির্দেশ দিন। আমরা আপনার আজ্ঞা-পালনকারী।' সব ভাইয়েরা অর্জুনের প্রীতিপূর্ণ স্নেহভরা কথা শুনতে শুনতে দ্রৌপদীকে দেখতে লাগলেন। দ্রৌপদীও তাঁদের দেখছিলেন। দ্রৌপদীর সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং সুশীলা ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পাঁচভাই একে অপরকে দেখতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির সব ভাইদের মুখভাব দেখে এবং মহর্ষি বেদব্যাসের কথা স্মরণ করে নিশ্চিতভাবে বললেন—'দ্রৌপদীর সঙ্গে আমাদের পাঁচভাইয়েরই বিবাহ হবে।' এই কথায় সব ভাই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা মনে মনে এই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংবর সভাতেই পাণ্ডবদের চিনে ফেলেছিলেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে পাণ্ডবদের আশ্রয়স্থলে এলেন। তাঁরা পাঁচভাইকে সেখানে দেখে প্রথমে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের পরিচয় দিলেন। পাণ্ডবেরা অত্যন্ত

সমাদর সহকারে তাঁদের আপ্যায়ন করলেন। দুই ভাই তাঁদের পিসীমাতা কুন্তীকে প্রণাম করলেন। কুশল প্রশ্নাদির পরে যুধিষ্ঠির তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান ! আমরা তো এখানে আত্মগোপন করে আছি, আপনি কী করে

চিনতে পারলেন ?' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন—'মহারাজ ! লোকে কি লুক্কায়িত অগ্নিকে খুঁজে পায় না ? ভীমসেন ও অর্জুন আজ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা পাণ্ডব ছাড়া আর কার দ্বারা সম্ভব ? অত্যন্ত সৌভাগ্য এবং আনন্দের কথা এই যে, দুর্যোধন এবং তার মন্ত্রী পুরোচনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। আপনারা জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে গিয়েছেন। আপনাদের সংকল্প পূর্ণ হোক এবং আপনারা সার্থক হোন। আমরা আর বেশিক্ষণ থাকব না, তাহলে লোকে জেনে যাবে। আমাদের এবার ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন।' যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ফিরে গেলেন।

ভীমসেন ও অর্জুন যখন দ্রৌপদীকে নিয়ে কুমোরের ঘরে যাচ্ছিলেন, তখন রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে তাঁদের অনুসরণ করছিলেন। তিনি সর্বত্র রাজকর্মচারী নিযুক্ত করে রেখেছিলেন এবং নিজেও সতর্ক হয়ে পাণ্ডবদের কাছাকাছি ছিলেন। সবকিছুই তিনি সাবধানে লক্ষ্য করছিলেন। চার ভাই ভিক্ষা এনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের কাছে সমর্পণ করেন। কুন্তী দ্রৌপদীকে বলেন—'কল্যাণী ! ভিক্ষা থেকে প্রথমে তুমি দেবতাদের অংশ তুলে রাখো, ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা দাও, আশ্রিতদের ভাগ দাও। যা থাকবে তার অর্ধেক ভীমসেনকে দাও। বাকী অর্ধেক ছয় ভাগ করে আমাদের জন্য রাখো।' সাধ্বী দ্রৌপদী শ্বশ্রূমাতার নির্দেশে কোনো দ্বিধা না করে আনন্দের সঙ্গে তা পালন করেন। আহার গ্রহণের পরে সকলের জন্য কুশাসন পেতে তার ওপর মৃগচর্ম পেতে দিলে, সকলে তার ওপর বিশ্রাম করেন। পাণ্ডবেরা দক্ষিণ দিকে মাথা করে শয়ন করেন, মাথার কাছে মাতা কুন্তী এবং পায়ের কাছে দ্রৌপদী শয়ন করেন। শয়নের সময় এঁরা নিজেদের মধ্যে রথ, হাতি, তরোয়াল, গদা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন, যেন সেনাধ্যক্ষগণ আলোচনা করছেন।

—o—

## ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রুপদের আলাপ-আলোচনা, পাণ্ডবদের পরীক্ষা এবং পরিচয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের খুবই নিকটে ছিলেন এবং তিনি তাঁদের কথা শুনছিলেন ও দ্রৌপদীকেও দেখছিলেন। তাঁর কর্মচারীরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সব কিছু শুনে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের কাছে গেলেন। দ্রুপদ সেইসময় অত্যন্ত চিন্তামগ্ন ছিলেন। তিনি পুত্রকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'পুত্র, দ্রৌপদী কোথায় গেল, কারা তাকে নিয়ে গেল ? আমার কন্যা কোনো শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের হাতে পড়েছে তো ? কোনো বৈশ্য বা শূদ্রের হাতে পড়েনি তো ? যদি নররত্ন অর্জুনের হাতে আমার সৌভাগ্যশালী কন্যা পড়ত তাহলে কত ভালো হত !'

ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—'পিতা ! যে কৃষ্ণমৃগ চর্মধারী পরম সুন্দর নবযুবক লক্ষ্যভেদ করেছেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও বীর। যখন তিনি ভগ্নী দ্রৌপদীকে নিয়ে ব্রাহ্মণ এবং রাজাদের মধ্যে এলেন তখন তাঁর মধ্যে কোনো ভয় বা সংকোচ ছিল না। তাঁর এই ধৃষ্টতা দেখে রাজারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে আক্রমণ করেছিল। তাঁর সঙ্গী পুরুষটি এক বিশাল বৃক্ষ উপড়ে নিয়ে রাজাদের প্রহার করতে থাকলেন। কোনো রাজাই তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁরা দুজনে আমার ভগ্নীকে নিয়ে নগরের বাইরে এক কুমোরের ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে এক অগ্নি সমা তেজস্বিনী নারী ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই এঁদের মাতা। আরও তিনজন সুন্দর যুবক সেইখানে ছিলেন। তাঁরা তিনজনে মাতার চরণে প্রণাম জানিয়ে দ্রৌপদীকেও বললেন প্রণাম করতে, তারপর তাঁকে মায়ের কাছে রেখে সকলে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে গেলেন। ভিক্ষা করে ফিরলে মায়ের নির্দেশে দ্রৌপদী দেবতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিকে অংশ দিয়ে সবাইকে পরিবেশন করার পর আহার গ্রহণ করেন। দ্রৌপদী এঁদের পায়ের কাছে শয়ন করেন। নিদ্রার পূর্বে এঁরা যেসব বিষয়ে আলোচনা করেন, তা ব্রাহ্মণ-বৈশ্য অথবা শূদ্রের মতো নয়। ওঁরা যুদ্ধ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন, কুলীন ক্ষত্রিয়রাই এই ধরনের কথাবার্তা বলে থাকেন। আমার তো মনে হচ্ছে যে, আমাদের আশা পূর্ণ হয়েছে এবং পাণ্ডবেরাই অগ্নিদহন থেকে রক্ষা পেয়ে আমার ভগ্নীকে লাভ করেছেন।'

ধৃষ্টদ্যুম্নের কথায় রাজা দ্রুপদ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁদের পরিচয় জানার জন্য সত্বর রাজ পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিলেন। পুরোহিত পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বললেন—'আপনারা দীর্ঘজীবি হোন। পাঞ্চালরাজ মহাত্মা দ্রুপদ আশীর্বাদপূর্বক আপনাদের পরিচয় জানতে চেয়েছেন। বীর যুবকগণ ! মহারাজ দ্রুপদের মনে বহুকাল ধরে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বিশালবাহু নররত্ন অর্জুন তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি আমাদ্বারা এই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে তাঁর ভগবৎকৃপায় যদি প্রার্থনা পূর্ণ হয়ে থাকে, তা অত্যন্ত আনন্দের কথা, এতে আমার যশ, পুণ্য এবং হিত হবে।' যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম পুরোহিতকে সম্মান ও সমাদর করলেন, তিনি আনন্দের সঙ্গে তা স্বীকার করে উপবেশন

করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন— 'ভগবান ! রাজা দ্রুপদ যে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করে তাঁর কন্যার বিবাহ স্থির করেছেন, তা ক্ষত্রিয়ের ধর্মের অনুকূল। কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হয় না। এই বীরব্যক্তি সমস্ত নিয়ম পালন করে পরিপূর্ণ সভার মধ্যে দ্রুপদের কন্যাকে লাভ করেছেন। এতে রাজা দ্রুপদের অনুতাপ করার কিছু নেই, এই বিবাহের দ্বারা তাঁর মনের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে।' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে এই কথা বলছিলেন, সেইসময় রাজা দ্রুপদের কাছ থেকে আর এক ব্যক্তি সেখানে এলেন। তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ দ্রুপদ আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, আপনাদের নিত্যকর্ম সমাপন হলে রাজকুমারী কৃষ্ণাকে নিয়ে চলুন, বাইরে সুন্দর অশ্বযুক্ত রথ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মাতা কুন্তী এবং দ্রৌপদীকে একটি রথে তুলে দিয়ে অন্য এক বিশাল রথে সকলে রাজভবনের দিকে রওনা হলেন।

রাজা দ্রুপদ পাণ্ডবদের পরীক্ষা করার জন্য নানাপ্রকার বস্তু দিয়ে রাজমহল সাজিয়ে ছিলেন। ফল, ফুল, আসন, গাভী, বীজ, কৃষি উপযোগী বস্তু একদিকে সাজানো। অন্য কক্ষে শিল্পকলা সামগ্রী সাজানো ছিল, একটি ঘরে নানাপ্রকার খেলার জিনিস, অন্যত্র যুদ্ধ-সামগ্রী শোভমানা ছিল। অপর একটি কক্ষে উত্তম বস্ত্র, অলঙ্কার রাখা ছিল। পাণ্ডবগণ সেখানে পৌঁছালে দ্রৌপদী ও কুন্তী রানিমহলে চলে গেলেন। সব রানিরা অত্যন্ত সমাদরে তাঁদের মহলে নিয়ে এলেন। এদিকে রাজা, মন্ত্রী, রাজকুমার, পারিষদবর্গ, আত্মীয় সকলেই পাণ্ডবদের শারীরিক গঠন, চাল-চলন, প্রভাব-পরাক্রম দেখে আনন্দিত হয়ে তাঁদের স্বাগত জানালেন। যে বহুমূল্য রাজোচিত আসন সেখানে সাজানো ছিল পাণ্ডবেরা একটুও ইতস্তত না করে সেখানে বসলেন। বহুমূল্য বস্ত্র-অলংকারে সজ্জিত হয়ে দাস-দাসীরা স্বর্ণথালা করে খাদ্য পরিবেশন করতে এল এবং পাণ্ডবেরাও রাজোচিত কায়দায় তা গ্রহণ করলেন। আহারের পর যখন বস্তু-সামগ্রী দেখার সময় এল, পাণ্ডবেরা তখন প্রথমেই যুদ্ধ-সামগ্রী রাখার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁদের এই ব্যবহার দেখে উপস্থিত সকলে
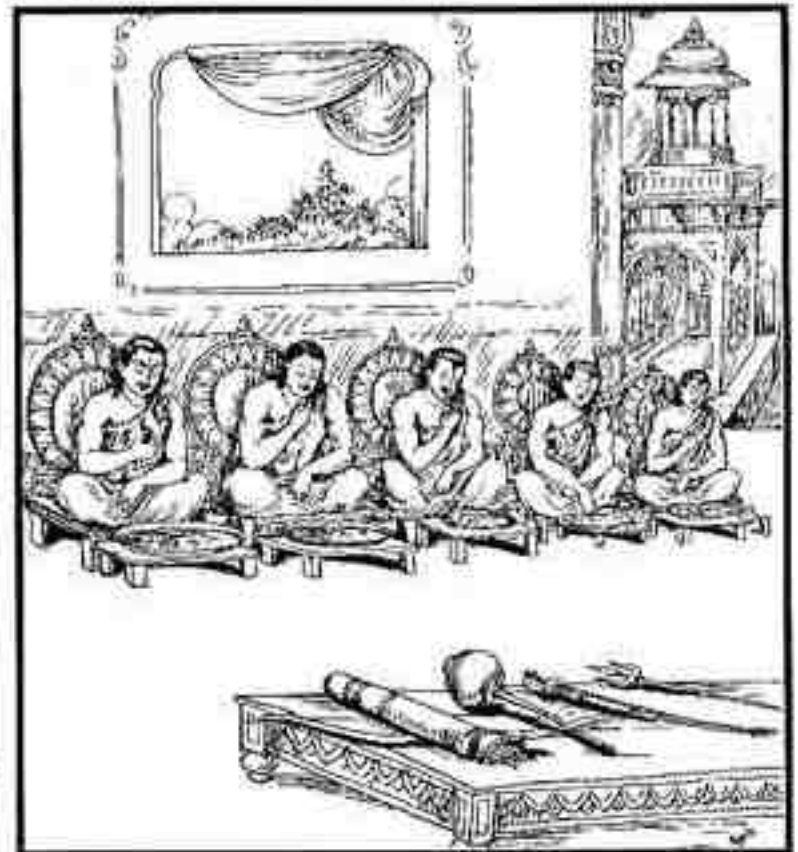
নিশ্চিত হলেন যে, এঁরা অবশ্যই পাণ্ডব-রাজকুমার।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নির্জনে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় না শূদ্র—তা আমরা কীভাবে জানব ? আপনারা দেবতা নন তো, যে আমার কন্যাকে পাবার জন্য এই বেশে এসেছেন !' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজেন্দ্র ! আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, আপনি প্রসন্ন হোন, আমি মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির ; এঁরা আমার চার ভাই ভীমসেন, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব। আমার মা কুন্তী দ্রৌপদীর সঙ্গে রানিমহলে গেছেন।'

---

## বেদব্যাস কর্তৃক দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিবাহের অনুমোদন

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দ্রুপদরাজা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন। তাঁর বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল। কোনোরকমে তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে তাঁদের বারণাবতের লাক্ষা-গৃহ থেকে নির্গত হওয়া এবং সেখান থেকে এসে কীভাবে এত দিন তাঁরা জীবন নির্বাহ করেছেন, সেই সব সংবাদ শুনলেন। যুধিষ্ঠির সংক্ষেপে সব বৃত্তান্ত তাঁকে জানালেন। দ্রুপদ ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—'তোমাদের রাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করব।' তারপর তিনি বললেন—'যুধিষ্ঠির, তুমি এবার অর্জুনকে বলো তিনি যেন দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন।' যুধিষ্ঠির বললেন, 'রাজন্ ! আমারও বিবাহ করতে হবে।' দ্রুপদ বললেন—'এ তো খুব ভালো কথা, তুমিই আমার কন্যাকে নিয়মসম্মতভাবে বিবাহ করো।' যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজন্ ! আপনার রাজকন্যা আমাদের সবার পাটরানি হবেন। আমার মা সেইরকম আদেশ দিয়েছেন। এখন আপনি অনুমতি দিন যাতে আমরা এক এক করে এঁকে বিবাহ করতে পারি।' রাজা দ্রুপদ বললেন—'কুরুবংশভূষণ ! তুমি এ কেমন কথা বলছ ? একজন রাজার অনেক রানি থাকতে পারেন, কিন্তু এক নারীর অনেক পতি—এ কথা কখনো শোনা যায়নি। তুমি ধর্মজ্ঞ এবং পবিত্র, লোকমর্যাদা এবং ধর্মের বিপরীত এমন কথা তোমার চিন্তা করা উচিত নয়।' যুধিষ্ঠির বললেন—'মহারাজ ! ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আমরা তা ঠিকমতো বুঝতে পারি না। আমরা সেই পথই অনুসরণ করি যা পূর্বসূরীগণ পালন করেছেন। আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আমার মন কখনো অধর্মের দিকে যায় না। আমার মায়ের এই আদেশ আমরা মন থেকে মেনে নিয়েছি।' দ্রুপদ বললেন—'ঠিক আছে, আগে তুমি, তোমার মা এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাই মিলে কর্তব্য স্থির করো, পরে জানাও। সেই অনুসারে যা কিছু করার আগামীকাল ঠিক করা হবে।'

সকলে একত্রিত হয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। ভগবান বেদব্যাস অকস্মাৎ সেখানে এলেন। সকলে আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন সিংহাসনে সমাদরপূর্বক বসালেন। ব্যাসদেব সবাইকে বসতে বললে, সকলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। কুশল সমাচার বিনিময়ের পরে রাজা দ্রুপদ বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান ! একজন নারী কি বহু পুরুষের ধর্মপত্নী হতে পারেন ? এরূপ করলে সংকর দোষে দূষিত হবে না তো ? আপনি কৃপা করে আমার এই ধর্মসংকট দূর

করুন।' ব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! এক নারীর বহু পতি, এটি লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ। সমাজেও প্রচলিত নয়। এই ব্যাপারে তোমরা কী ভেবেছ আগে তাই বলো।' দ্রুপদ বললেন—'ভগবান, আমি মনে করি এরূপ করা অধর্ম। লোকাচার, বেদাচার, সদাচারের প্রতিকূল হওয়ায় এক স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী হতে পারে না। আমার বিচারে এরূপ করা অধর্ম।' ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—'আমারও তাই বিশ্বাস। কোনো সদাচারী ব্যক্তি তাঁর ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে কী

করে সহবাস করতে পারেন ?' যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমি আপনাদের কাছে আবার বলছি যে, আমি কখনো মিথ্যা বাক্য বলিনি, আমার মন কখনো অধর্মের দিকে যায় না। আমার বুদ্ধি আমাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে যে, এ অধর্ম নয়। শাস্ত্রে গুরুজনের বাক্যকে ধর্ম বলা হয়েছে, মাতা গুরুজনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার মা-ই আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, ভিক্ষাসামগ্রীর ন্যায় এঁকেও তোমরা মিলে মিশে উপভোগ করো। আমার কাছে তো এটা করাই ধর্মসঙ্গত।' কুন্তী বললেন—'আমার পুত্র যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ধার্মিক। সে যা বলছে, ঘটনা তাই ; আমার বাক্য মিথ্যা হওয়ার ভয় হচ্ছে। এখন আপনারা বলুন এমন কী উপায় আছে যাতে আমি অসত্যের হাত থেকে রক্ষা পাই।' বেদব্যাস বললেন—'কল্যাণী, তোমার বাক্য অসত্য হওয়া থেকে রক্ষা পাবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। দ্রুপদ ! রাজা যুধিষ্ঠির যা কিছু বলেছেন, তা ধর্মের প্রতিকূল নয়, অনুকূলই। কিন্তু এই রহস্য আমি সকলের সামনে বলতে পারি না। তুমি আমার সঙ্গে অন্যত্র চলো।' এই বলে ব্যাসদেব দ্রুপদকে নিয়ে অন্যত্র গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নেরা সকলে সেখানেই থাকলেন।

ব্যাসদেব দ্রুপদকে একান্তে নিয়ে গিয়ে দ্রৌপদীর পূর্বের দুই জন্মের বৃত্তান্ত শোনালেন এবং বললেন ভগবান মহাদেবের বরদানের জন্যই দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী হবেন। তারপর তিনি বললেন—'দ্রুপদ ! আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি। তার সাহায্যে তুমি পাণ্ডবদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অবলোকন করো।' রাজা দ্রুপদ ভগবান ব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে দেখলেন যে পঞ্চ পাণ্ডবের দিব্য রূপ চমকিত হচ্ছে। নানা দিব্য বসন ভূষণ পরিহিত হয়ে এঁরা স্বয়ং ভগবান শিব, আদিত্য অথবা বসুর ন্যায় বিরাজমান। তার সঙ্গে তিনি দেখলেন তাঁর কন্যা দ্রৌপদী দিব্যরূপে চন্দ্রকলা অথবা অগ্নিকলার ন্যায় দেদীপ্যমান, যেন তাঁর রূপে ভগবানের দিব্য মায়াই প্রকাশিত হচ্ছে। সেই রূপ, তেজ ও সুকীর্তিতে পাণ্ডবদের অনুরূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই দর্শন লাভ করে দ্রুপদ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তিনি ব্যাসদেবের চরণে পতিত হলেন, বললেন—'ধন্য ! ধন্য ! আপনার কৃপায় এরূপ অনুভূত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।' তারপর বললেন—'আমি আপনার কাছ থেকে যতক্ষণ নিজ কন্যার পূর্বজন্মের কথা না শুনেছি এবং এই বিচিত্র দৃশ্য না দেখেছি, ততক্ষণ আমি যুধিষ্ঠিরের কথার প্রতিবাদ করছিলাম। কিন্তু বিধাতার যখন এইরূপই বিধান, তখন কে তাকে টলাতে পারে ? আপনার যা আদেশ, তাই হবে। ভগবান মহাদেব যে বরদান করেছেন, তা ধর্ম হোক বা অধর্ম তাই হওয়া উচিত। এখন এতে আমার কোনো অপরাধ হবে না। সুতরাং পঞ্চপাণ্ডব প্রসন্ন হয়ে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন। কেননা দ্রৌপদী পাঁচভাইয়ের পত্নী হবার জন্যই জন্ম নিয়েছেন।'

—o—

## পাণ্ডবদের বিবাহ

ভগবান বেদব্যাস তখন দ্রুপদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরদের কাছে এসে বললেন—'আজই বিবাহের শুভদিন এবং শুভমুহূর্ত আছে। চন্দ্র আজ পুষ্পনক্ষত্রে অবস্থান করছে, অতএব যুধিষ্ঠির আজ তুমি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করো।' আজই বিবাহ সুসম্পন্ন হবে স্থির হতেই দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলে বিবাহের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। দ্রৌপদীকে স্নান করিয়ে উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত করা হল। সময়মতো তাঁকে মণ্ডপে আনা হল। রাজপরিবারের সদস্য এবং মন্ত্রী, পারিষদ পরিজন, পুরজন সকলেই আনন্দ-সহকারে এসে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করলেন। বিবাহ মণ্ডপ অবর্ণনীয় সাজে সজ্জিত হয়েছিল। স্নান ও স্বস্ত্যয়নের পর পঞ্চপাণ্ডব বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে বিবাহ মণ্ডপে এলেন। তাঁদের আগে আগে এলেন তেজস্বী পুরোহিত ধৌম্য। বেদীর ওপর হোমকুণ্ড প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রথমে যুধিষ্ঠির বিধিপূর্বক দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করলেন, হোম সুসম্পন্ন হল, পরে সপ্তপদী হয়ে বিবাহ কর্ম সম্পন্ন হল। এইভাবে বাকী চার ভ্রাতা একে একে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করলেন। এখানে একটি কথা বলার আছে, দেবর্ষি নারদের কৃপায় দ্রৌপদী প্রতিদিন কন্যাভাব প্রাপ্ত হতেন। বিবাহের পরে রাজা দ্রুপদ যৌতুক হিসাবে বহু ধন-রত্ন দিলেন। রত্ন সজ্জিত একশত রথ, হাতি, বস্ত্রভূষণ সজ্জিত একশত করে দাসী প্রত্যেক জামাতাকে দিলেন। এছাড়াও পাণ্ডবদের আরও অনেক সামগ্রী দিলেন। পঞ্চপাণ্ডব অপার সম্পত্তি এবং নারীরত্ন লাভ করে দ্রুপদের কাছে সুখে কালাতিপাত করতে

লাগলেন।

দ্রুপদের রানিরা কুন্তীকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। দ্রৌপদীও প্রত্যহ সুন্দর রেশম বস্ত্র পরিধান করে নম্রভাবে এসে কুন্তীকে প্রণাম করতেন। কুন্তীও অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁর সুশীলা পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে বলতেন—'ইন্দ্রাণী যেমন ইন্দ্রকে, দময়ন্তী নলকে, স্বাহা অগ্নিকে, রোহিণী চন্দ্রকে, অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে, লক্ষ্মী নারায়ণকে প্রেমভরে দেখে থাকেন, তুমিও তোমার পতিদের সেইভাবে দেখবে। তুমি আয়ুষ্মতী, বীরপ্রসবিনী, সৌভাগ্যবতী এবং পতিব্রতা হয়ে সুখভোগ করো। অতিথি, অভ্যাগত, সাধু, বালক-বৃদ্ধদের অভ্যর্থনা এবং পালন পোষণেই তোমার সময় ব্যতীত হোক। তুমি সম্রাট পতিদের পাটরানি হও, একশত বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত সুখ তুমি ভোগ করো।'
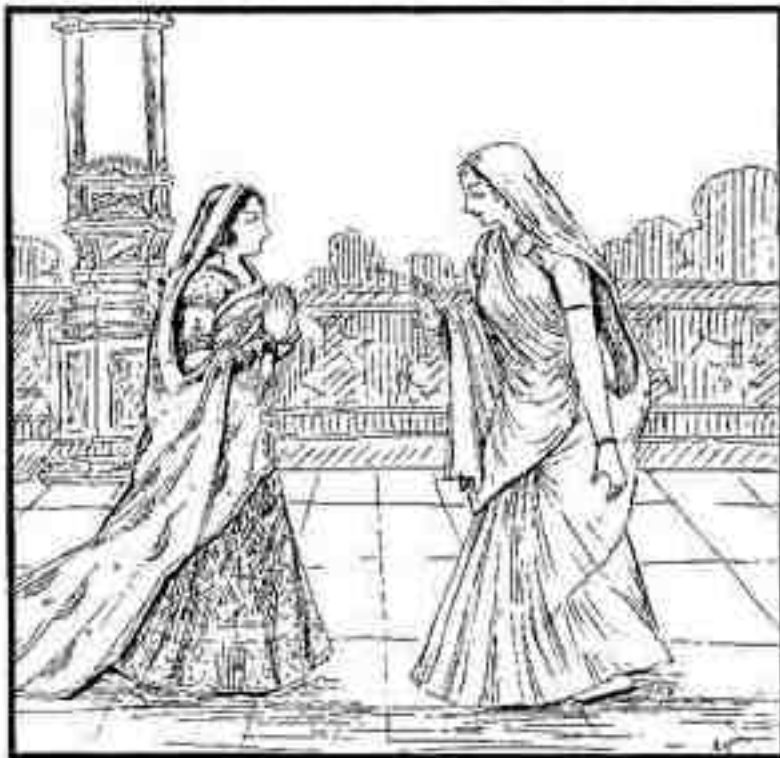
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বিবাহের পরে তাঁদের উপহার স্বরূপ বৈদূর্যমণি সমন্বিত স্বর্ণালংকার, মহার্ঘ বস্ত্র, শয়নের উপযোগী সামগ্রী ও বহু ঘোড়া, হাতি, রথ ইত্যাদি উপহার দিলেন। যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করার জন্য অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেই সব উপহার গ্রহণ করলেন।

## পাণ্ডবদের রাজ্য দেওয়ার জন্য কৌরবদের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সব রাজাই তাঁদের গুপ্তচর মারফৎ জানতে পারলেন যে, পাণ্ডবদের সঙ্গেই দ্রৌপদীর বিবাহ হয়েছে। লক্ষ্যভেদকারী স্বয়ং বীররত্ন অর্জুন। তাঁর সঙ্গী, যিনি শল্যকে আছাড় মেরেছিলেন এবং বড় বড় গাছ উপড়ে রাজাদের হতচকিত করেছিলেন, তিনি মহাবীর ভীম। এই খবরে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তাঁরা পাণ্ডবদের অগ্নিদাহ থেকে রক্ষা পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং কৌরবদের দুর্ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়ে ধিক্কার দিলেন।

দুর্যোধন এই সংবাদে বিষণ্ণ হলেন। তিনি তাঁর সঙ্গী অশ্বত্থামা, কর্ণ, শকুনি প্রমুখ সমভিব্যহারে তাঁদের রাজধানী হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। দুঃশাসন শান্ত কণ্ঠে বললেন—'ভ্রাতা, আমার এখন মনে হচ্ছে ভাগ্যই বলবান। চেষ্টা দ্বারা কিছুই হয় না। পাণ্ডবেরা সেইজন্যই আজও জীবিত।' সেইসময় সকল কৌরবই অত্যন্ত হতাশ ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা হস্তিনাপুরে পৌঁছে সমস্ত সংবাদ জানালে বিদুর অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ ধন্য হোক ! কুরুবংশীয়দের এখন বৃদ্ধি হচ্ছে।' ধৃতরাষ্ট্রও প্রসন্ন হয়ে বলতে লাগলেন—'অত্যন্ত আনন্দের কথা, অত্যন্ত আনন্দের কথা।' ধৃতরাষ্ট্র মনে করেছিলেন দুর্যোধনই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন, তাই তিনি নানাপ্রকার গহনা পাঠানোর নির্দেশ দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন—'বর-বধূকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

বিদুর জানালেন দ্রৌপদীর পাণ্ডবদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে এবং তাঁরা অত্যন্ত আনন্দে দ্রুপদের রাজধানীতে আছেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর, পাণ্ডবদের আমি নিজের পুত্রদের থেকেও বেশি স্নেহ করি। তাদের জীবন রক্ষায়, বিবাহ হওয়ায় এবং দ্রুপদের মতো কুটুম্বলাভ হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। দ্রুপদের আশ্রয়ে থেকে তারা খুব শীঘ্র নিজেদের উন্নতি করতে পারবে।' বিদুর বললেন—'আমি প্রার্থনা করি এই রকম বুদ্ধি যেন আপনার সারাজীবন থাকে।'

বিদুর সেখান থেকে চলে যাবার পর দুর্যোধন এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ, বিদুরের সামনে আমরা আপনাকে কিছু বলতে পারিনি। আপনি তাঁর সামনে শত্রুদের উন্নতিকে নিজের উন্নতি মনে করে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন ? আমাদের তো দিন-রাত শত্রুদের বল খর্ব করার কথা চিন্তা করা উচিত। আমাদের এখন থেকে এমন কিছু করতে হবে, যাতে তারা পরবর্তীকালে আমাদের এই রাজ্য হাতিয়ে নিতে না পারে।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! আমিও তো তাই চাই। কিন্তু বিদুরের সামনে একথা বলা তো দূরে থাক, হাব ভাবেও যেন প্রকাশিত না হয় ! সে যেন আমার ভাব বুঝতে না পারে, তাই আমি তার সামনে পাণ্ডবদের গুণগান করি। তোমরাই বলো এখন কী করা উচিত।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! আমার তো মনে হয় কিছু বিশ্বাসী গুপ্তচর এবং বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণদের পাঠিয়ে কুন্তী এবং মাদ্রীর পুত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য উৎপন্ন করানোর চেষ্টা করা অথবা রাজা দ্রুপদ, তাঁর পুত্র এবং মন্ত্রীদের লোভে বশীভূত করে, তাঁদের দিয়ে পাণ্ডবদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। কোনোভাবে দ্রৌপদী যাতে ওদের ত্যাগ করেন, তাও করা যেতে পারে। কিংবা ভীমকে যদি হত্যা করা যায় তাহলে তো সব কাজই ঠিক হয়ে যাবে। ভীম না থাকলে অর্জুন কর্ণের সিকিও নয়। আপনার যদি এইসকল পরামর্শ ঠিক বলে মনে না হয় তাহলে কর্ণকে ওর কাছে পাঠিয়ে দিন। যখন ওরা কর্ণের সঙ্গে এখানে আসবে তখন আগের মতো কোনো একটা উপায় বার করতে হবে এবং এইবার ওরা আর রক্ষা পাবে না। দ্রুপদের পূর্ণ বিশ্বাস এবং সহানুভূতি অর্জন করার আগেই ওদের মেরে ফেলা উচিত। আমার তো এই মত। কর্ণ ! এ ব্যাপারে তোমার কী মত ?'

কর্ণ বললেন—'দুর্যোধন ! তোমার মত আমার পছন্দ নয়। তোমার পরামর্শ মতো পাণ্ডবদের বশে আনা সম্ভব বলে মনে হয় না। এদের ভাইদের মধ্যে প্রীতি এত বেশি যে সেখানে মনোমালিন্যের কোনো কারণই নেই। একই নারীকে তারা বিবাহ দ্বারা লাভ করেছে এবং তাকেই সকলে ভালোবাসে, এর ফলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজা দ্রুপদ একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি ধনলোভী নন। তুমি সমস্ত রাজ্য দিয়েও তাঁকে পাণ্ডবদের বিপক্ষে নিয়ে যেতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ না তাঁর যাদব সৈন্যদের নিয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য দেবার জন্য রাজা দ্রুপদের কাছে পৌঁছচ্ছেন, ততক্ষণ তুমি তোমার পরাক্রম দেখাতে পার। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্য তাঁর অগাধ সম্পত্তি, সমস্ত রাজ্য ত্যাগ করতে ইতস্তত করবেন না। তাই আমার মত হল যে, আমরা এখনই এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুপদের রাজ্যে চড়াও হই এবং দ্রুপদকে পরাজিত করে পাণ্ডবদের বধ করি ; কারণ পাণ্ডবদের সাম, দান ও ভেদনীতির দ্বারা বশীভূত করা সম্ভব নয়। এই বীরেদের বীরত্বের সাহায্যেই মেরে ফেলা উচিত।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র কর্ণ ! তুমি শস্ত্রকুশলই শুধু নও, নীতিকুশলও। তোমার কথা তোমারই অনুরূপ, তুমি ঠিকই বলেছ। তবুও আমার মনে হয় যে, আচার্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, বিদুর এবং তোমরা দুজন, সকলে মিলে এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করে এমন এক উপায় স্থির করো, যাতে পরিণামে ভালো হয়।'

ধৃতরাষ্ট্র পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য সকলকে সেখানে ডেকে পাঠালেন। সকলে মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করা আমার পছন্দ নয়। আমার কাছে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু আর তাদের পুত্রেরা সবাই সমান। আমি এদের সকলকেই স্নেহ করি। আমার ধর্ম হল এদের সকলকেই রক্ষা করা, তাই আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সমর্থন করি না। তুমি ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে ওদের অর্ধেক রাজ্য প্রদান করো। তুমি যেমন এই রাজ্য তোমার পিতা ও পিতামহের বলে জানো, তেমনই ওদেরও তাই। দুর্যোধন ! এই রাজ্য যদি পাণ্ডবেরা না পায়, তাহলে তুমি অথবা ভরতবংশের অন্য কেউ কীভাবে এই রাজ্যের স্বত্বাধিকারী হতে পার ? তুমি যে এখন রাজা হয়েছ, তা ধর্মবিরুদ্ধ । তোমার থেকে আগে ওরাই এই রাজ্য পাওয়ার অধিকারী। তোমার খুশি মনে এই রাজ্য ওদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এছাড়া অন্য কোনোভাবে তোমাদের মঙ্গল হবে না। তুমি

কেন নিজের মাথায় কলঙ্ক লেপন করছ ? আমি যখন থেকে শুনেছি যে কুন্তী তার পাঁচপুত্রসহ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে, তখন থেকে আমার চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। তাদের দগ্ধ করার জন্য তোমাকে যতটা দায়ী করা হয়েছে ততটা পুরোচনকে নয়। এখন পাণ্ডবেরা জীবিত থাকায় এবং তাদের খোঁজ পাওয়ায় তোমার অপকীর্তি দূর হতে পারে। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকলে স্বয়ং ইন্দ্রও তাদের রাজ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। ওরা বুদ্ধিমান এবং ধর্মাত্মা, নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধও খুব বেশি। আজ পর্যন্ত তুমি ওদের যে রাজ্য থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছ, তা অধর্ম। ধৃতরাষ্ট্র ! আমি স্পষ্ট করে তোমাকে আমার মত জানিয়ে দিলাম। যদি তোমার ধর্মে এতটুকুও মতি থাকে, তুমি আমার এবং নিজের কল্যাণ চাও, তাহলে যত শীঘ্র পার ওদের অর্ধেক রাজ্য ফিরিয়ে দাও।'

দ্রোণাচার্য বললেন—'ধৃতরাষ্ট্র ! মিত্রদের কাছে কোনো পরামর্শ চাওয়া হলে তাঁরা ধর্ম-অর্থ ও যশবৃদ্ধিকারী পরামর্শই দিয়ে থাকেন, এটিই হল ধর্ম। আমি মহাত্মা ভীষ্মের কথাই অনুমোদন করছি। সনাতন ধর্ম অনুসারে আমি পাণ্ডবদের অর্ধ রাজ্য সমর্পণ করাই ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করি। আপনি কোনো হিতৈষী ব্যক্তিকে রাজা দ্রুপদের রাজধানীতে পাঠান। তিনি পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর জন্য নানাবিধ রত্নালঙ্কার নিয়ে যাবেন এবং দ্রুপদকে বলবেন যে, 'মহারাজ দ্রুপদ ! আপনার পবিত্র বংশের সঙ্গে কুটুম্বিতা হওয়ায় সমস্ত কুরুবংশ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। এতে তাঁরা তাঁদের কুল ও গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করেন।' তারপরে তিনি কুন্তী ও পাণ্ডবদের আশ্বাস দেবেন এবং বোঝাবেন। তাঁদের মনে আপনার প্রতি বিশ্বাস জাগরিত হলে তাঁদের এখানে আসার জন্য প্রস্তাব করবেন। দ্রুপদ সম্মতি দিলে দুঃশাসন এবং বিকর্ণ সৈন্য সামন্ত নিয়ে দ্রৌপদী ও কুন্তীসহ পাণ্ডবদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনবেন। ওঁদের পৃথক রাজ্য দিয়ে দিতে হবে, তাঁদের সম্মান জানালে রাজ্যের সমস্ত প্রজাই আপনাদের ওপর প্রসন্ন হবে, কারণ তারাও তাই চায়। আমিও পিতামহ ভীষ্মের পরামর্শই মেনে নিয়ে আপনার হিতের জন্য বলছি। এতে আপনার বংশের ভালো হবে।'

পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের কথা শুনে কর্ণ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি বললেন—'মহারাজ ! পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ আপনার দ্বারা সর্বপ্রকারে সম্মানিত। আপনি প্রায়শই এঁদের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। যদি বিধাতা আপনার ভাগ্যে রাজ্য লিখে থাকেন, তাহলে সমস্ত জগৎ শত্রু হলেও কেউ আপনার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কেউ যদি মনোভাব গোপন করে কুমতলবে অমঙ্গলকে মঙ্গল বলে তাহলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির তা মানা উচিত নয়। আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। মন্ত্রীদের পরামর্শ ভালো না মন্দ তা আপনি নিজেই স্থির করুন। কেননা আপনি নিজের হিত ও অহিত ভালোমতোই বুঝতে সক্ষম।'

দ্রোণাচার্য বললেন—'আরে কর্ণ ! আমি তোমার দুর্বুদ্ধি বুঝতে পারছি। তোমার হৃদয় কুমতলবে পূর্ণ। তুমি পাণ্ডবদের অনিষ্ট করার জন্য আমাদের পরামর্শকে অনিষ্টকারক বলছ। আমি আমার বুদ্ধিতে কুরুবংশের রক্ষা এবং হিতের কথা বলছি। আমার বুদ্ধিতে যদি কুরুবংশের অহিত বলে তোমার মনে হয়, তাহলে কীসে হিত হবে, বলো। আমি বলে রাখছি, আমার পরামর্শ মেনে না নিলে শীঘ্রই কৌরববংশ বিনাশপ্রাপ্ত হবে।'

বিদুর বললেন—'মহারাজ ! হিতৈষী বন্ধুদের কর্তব্য হল নিঃসঙ্কোচে হিতের কথা বলা। কিন্তু আপনি তো ভালো কথা শুনতেই চান না। তাই হিতৈষীদের কথা হৃদয়ে স্থান দেন না। পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ অত্যন্ত প্রিয় এবং হিতকথা বলেছেন। কিন্তু আপনি এখনও তা মেনে নেননি। আমি খুব ভেবে দেখলাম যে, ভীষ্ম এবং দ্রোণের থেকে বেশি হিতৈষী আপনার আর কেউ নেই। এই দুই মহাপুরুষই অবস্থা, বুদ্ধি এবং শাস্ত্রজ্ঞান ইত্যাদি সবেতেই সকলের থেকে ওপরে। এঁদের হৃদয়ে আপনার ও পাণ্ডুর পুত্রদের প্রতি সমান স্নেহ ভাব আছে। বামহস্তেও বাণ চালাতে পারদর্শী অর্জুনকে অন্য কেউ দূরের কথা, ইন্দ্রও তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করতে অক্ষম। মহাবাহু ভীম, যাঁর বাহুতে দশহাজার হাতির বল, দেবতারাও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারেন না। রণাকাঙ্ক্ষী নকুল-সহদেব অথবা ধৈর্য, ক্ষমা, সত্য এবং পরাক্রমের মূর্তিমান বিগ্রহ যুধিষ্ঠিরকেও যুদ্ধে কীভাবে পরাজিত করা সম্ভব ? আপনার বোঝা উচিত যে, পাণ্ডবদের পক্ষে স্বয়ং শ্রীবলরাম এবং সাত্যকি আছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওদের পরামর্শদাতা। অসংখ্য বলশালী যদুবংশীয় সৈন্য তাঁদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যুদ্ধ হলে পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, আপনার পক্ষ শক্তিহীন নয়, তাহলেও যে

কাজ মিলেমিশে করা সম্ভব, তাকে ঝগড়া-বিবাদ করে সন্দেহভাজন করা কোন্ বুদ্ধিমানের কর্ম ? প্রজারা যখন থেকে জানতে পেরেছে যে, পাণ্ডবেরা জীবিত, তখন থেকে তারা তাদের দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। এখন ওদের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে রাষ্ট্রবিপ্লব হবে। আপনি প্রথমে আপনার প্রজাদের প্রসন্ন করুন। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এরা সবাই অধার্মিক এবং দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। এদের কথা শুনবেন না। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম যে, দুর্যোধনের অন্যায় কর্মে সমস্ত প্রজার সর্বনাশ হবে।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর ! পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ঋষিতুল্য ব্যক্তি। এঁদের পরামর্শ আমার পক্ষে অত্যন্ত হিতের। তুমি যা বলেছ, আমি তা স্বীকার করি। যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাইয়েরা যেমন পাণ্ডুর পুত্র তেমন আমারও পুত্র। আমার পুত্রের মতোই তাদের এই রাজ্যে অধিকার আছে। তুমি পাঞ্চাল দেশে যাও এবং রাজা দ্রুপদের কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী এবং পঞ্চপাণ্ডবকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো।' ধৃতরাষ্ট্রের আদেশপ্রাপ্ত হয়ে বিদুর দ্রুপদের রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

———o———

# বিদুর কর্তৃক পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে আনয়ন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁদের রাজ্য স্থাপন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাত্মা বিদুর রথে করে পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে রাজা দ্রুপদের রাজধানীতে গেলেন। বিদুর দ্রুপদ, পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর জন্য নানা রত্ন-অলঙ্কার ও উপহার সামগ্রী সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিয়মানুসার প্রথমে দ্রুপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দ্রুপদ বিদুরকে সসম্মানে আপ্যায়ন করলেন। কুশল প্রশ্নের পর বিদুর শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের হয়ে তাঁদের কুশল সংবাদ নিলেন এবং তাঁদের জন্য যেসব উপহার সামগ্রী এনেছিলেন, সেগুলো সমর্পণ করলেন।

সময়মতো বিদুর শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের উপস্থিতিতেই দ্রুপদকে বললেন—'মহারাজ ! আপনি কৃপা করে আমার অনুরোধ শুনুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্র ও মন্ত্রীগণ আপনাদের কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছেন। আপনার সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্কিত কুটুম্বিতা হওয়ায় তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন। পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণও আপনাদের কুশল জানতে উৎসুক। তাঁরা এতই আনন্দিত যে, রাজ্যলাভেও তার তুলনা হয় না। আপনি এখন পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। কুরুবংশে সকলেই ওঁদের দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন। কুরুবংশের নারীরা নববধূ দ্রৌপদীকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। পাণ্ডবেরা বহুদিন নিজ দেশ ছাড়া হয়ে রয়েছেন, তাঁরাও নিশ্চয়ই দেশে ফেরার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন। আপনি এবার সবাইকে ফিরে যেতে আদেশ দিন। আপনার নির্দেশ পেলেই আমি খবর পাঠাব যে, পাণ্ডবেরা মাতা কুন্তী এবং নববধূ দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন।'

রাজা দ্রুপদ বললেন—'মহাত্মা বিদুর, আপনার কথাই ঠিক। কুরুবংশীয়দের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে আমি কম খুশি হইনি। পাণ্ডবদের নিজের রাজধানীতে ফিরে যাওয়াই উচিত, কিন্তু আমি সে কথা ওঁদের বলতে পারব না। ওঁদের চলে যেতে বলা শোভনীয় নয়।' যুধিষ্ঠির বললেন—'মহারাজ, আমরা স্বপারিষদ আপনারই অধীন। আপনি যে আদেশ দেবেন, আমরা প্রসন্নতার সঙ্গে তাই পালন করব।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'আমি মনে করি পাণ্ডবদের এখন হস্তিনাপুর যাওয়াই উচিত। রাজা দ্রুপদ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং ধর্মজ্ঞ। তিনি যা বলবেন, তাই করা উচিত।' দ্রুপদ বললেন—'পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেশকাল বিবেচনা করে যা বলছেন, আমার মনে হয় তাই করাই উচিত। আমি পাণ্ডবদের যত স্নেহ করি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ততটাই করেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের যত মঙ্গলকামনা করেন, স্বয়ং পাণ্ডবরাও নিজেদের জন্য তত করেন না।'

এইরূপ পরামর্শের পরে পাণ্ডবগণ রাজা দ্রুপদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মহাত্মা বিদুর, মাতা কুন্তী এবং নববধূ দ্রৌপদীর সঙ্গে হস্তিনাপুরে এসে পৌঁছলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এঁদের আসার খবর পেয়ে অভ্যর্থনা করার জন্য বিকর্ণ, চিত্রসেন এবং অন্যান্য কৌরবদের নগরদ্বারে পাঠালেন। দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্যও গেলেন। সকলে নগরদ্বারে মিলিত হলেন এবং বহু পুরবাসী সকলে একত্রিত হয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। নগরবাসীরা তাঁদের দর্শনের আশায় অধীর হয়েছিলেন, তাঁদের দেখে সকল প্রজার শোক ও দুঃখ প্রশমিত হল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে 'যদি আমরা দান-তপ-হোম বা কোনোপ্রকার পুণ্যকর্ম করে থাকি, তাহলে তার ফলস্বরূপ পাণ্ডবগণ যেন সারা জীবন এই নগরীতে বাস করেন।'
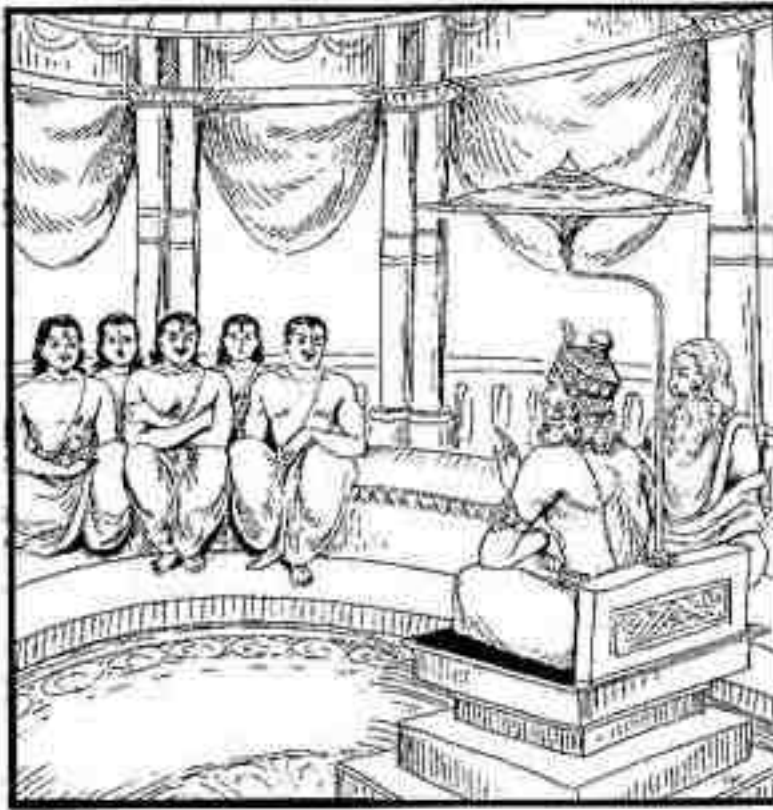
পাণ্ডবরা রাজসভায় গিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্মসহ সকল পূজনীয় ব্যক্তিদের প্রণাম করলেন। তাঁদেরই নির্দেশে পাণ্ডবরা আহার ও বিশ্রামের পরে আবার রাজসভায় এলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'যুধিষ্ঠির, তুমি তোমার ভাইদের নিয়ে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমাদের সঙ্গে দুর্যোধনদের যাতে কোনোপ্রকার বিবাদ বা মনোমালিন্য না হয়, তাই তোমরা অর্ধরাজ্য নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদের রাজধানী তৈরি করে সেখানেই বসবাস করো। সেখানে তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই ; কারণ ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রক্ষা করেন, তেমনই অর্জুনও তোমাদের রক্ষা করবে।' পাণ্ডবরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা মেনে নিলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে খাণ্ডবপ্রস্থে বসবাসের আয়োজন করতে লাগলেন।

ব্যাস এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ শুভ মুহূর্তে জমি মাপ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে রাজভবনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। অল্প দিনেই রাজভবন নির্মিত হয়ে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় প্রতিভাত হতে লাগল। যুধিষ্ঠির তাঁর প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম রাখলেন 'ইন্দ্রপ্রস্থ'। নগরের চতুর্দিকে সমুদ্রের মতো গভীর খাল এবং গগনচুম্বী প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল। বহুদূর থেকে তার বিশাল সিংহদ্বার, উচ্চ ভবনসমূহ এবং ওপরের চূড়াগুলি দেখা যেত। স্থানে স্থানে অস্ত্রশিক্ষার আখড়া ছিল। নগরের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুব কঠোর। রাজপথ অত্যন্ত প্রশস্ত এবং গাছপালাদ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী সুন্দর ভবনদ্বারা সুশোভিত ছিল। নগর তৈরি হতেই নানা ভাষা-ভাষী ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী, কারিগর এবং গুণীগণ এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। নগরীর স্থানে স্থানে উদ্যান, ফল-ফুলের বৃক্ষে পরিপূর্ণ উপবন, সেই সব স্থানে ময়ূর, কোকিল সারাদিন নাচ-গান করে বেড়াত। পাখিদের কলরব, মৌমাছির গুণ-গুণ মানুষকে মুগ্ধ করত। রাজপথের ধারে কোথাও শীশমহল, কোথাও চিত্রশালা, কোথাও কৃত্রিম পাহাড় ও ঝরনা শোভা পেত। নগরীর সাজসজ্জা এবং প্রজাদের ব্যবহারে পাণ্ডবেরা অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। অর্ধেক রাজত্ব লাভ করে নগর পত্তন করে, তাঁরা দিন দিন উন্নতি করছিলেন। পাণ্ডবেরা যখন নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

—o—

## ইন্দ্রপ্রস্থে দেবর্ষি নারদের আগমন, সুন্দ ও উপসুন্দের কথা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যলাভ করার পর পাণ্ডবেরা কী করলেন ? তাঁদের ধর্মপত্নী দ্রৌপদী তাঁদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন ? তাঁরা একই পত্নীতে আসক্ত হয়েও পারস্পরিক বিরোধ থেকে দূরে ছিলেন কী করে ? আপনি কৃপা করে তাঁদের সেই সকল কথা সবিস্তারে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাতেজস্বী সত্যবাদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পত্নী দ্রৌপদীর সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বসবাস করে ভ্রাতাদের সাহায্যে প্রজাপালন করছিলেন। শত্রুরা তাঁর বশীভূত ছিল এবং ধর্ম ও সদাচার পালন করায় তাঁর আনন্দে কোনো ঘাটতি ছিল না। একদিন পাণ্ডবরা সকলে রাজসভায় বহুমূল্য আসনে বসে রাজকাজে ব্যাপৃত ছিলেন, সেইসময় নারদ আপন মনে বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এলেন। যুধিষ্ঠির আসন থেকে উঠে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং শ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন। শাস্ত্রসম্মতভাবে দেবর্ষি নারদকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করা হল। যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে তাঁকে তাঁর রাজ্যের সব সংবাদ জানালেন। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের পূজা গ্রহণ করে তাঁকে বসতে বললেন। দ্রৌপদীকে দেবর্ষির শুভাগমনের সংবাদ পাঠানো হল। লজ্জাশীলা দ্রৌপদী পবিত্রভাবে এসে দেবর্ষিকে প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়ালেন। দেবর্ষি নারদ তাঁকে আশীর্বাদ করে রানিমহলে ফিরে যেতে বললেন।

দ্রৌপদী ফিরে গেলে দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদের একান্তে ডেকে বললেন—'হে বীর পাণ্ডবগণ ! যশস্বিনী দ্রৌপদী তোমাদের পাঁচ ভাইয়েরই একমাত্র ধর্মপত্নী, তাই তোমাদের এমন একটা নিয়ম ঠিক করতে হবে যাতে তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ না হয়। প্রাচীন কালে অসুর বংশে সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুভাই ছিল। দুজনে এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে সাহস পেত না। তারা একসঙ্গে রাজ্য চালাত, একসঙ্গে শয়ন করত, একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। কিন্তু তারা দুজনেই তিলোত্তমা নামক এক সুন্দরী নারীর প্রেমে পড়েছিল ফলে একে অপরকে প্রাণে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হয়েছিল। অতএব তোমরা এমন কোনো ব্যবস্থা করো, যাতে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা বজায় থাকে আর বিবাদ না হয়।'

যুধিষ্ঠির বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে দেবর্ষি নারদ

সুন্দ এবং উপসুন্দের কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বলতে লাগলেন—'হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে এক মহাবলশালী, প্রতাপবান দৈত্য ছিল। তার দুই পুত্র ছিল সুন্দ এবং উপসুন্দ। দুজনে অত্যন্ত শক্তিশালী, পরাক্রমী, ক্রূর এবং দৈত্যের সর্দার ছিল। তাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য, কার্য, ভাব, সুখ, দুঃখ সবই এক প্রকারের ছিল। একজন অন্যজনকে ছাড়া কোথাও যেত না বা খাওয়া-দাওয়াও করত না। তাদের দুজনের দেহ আলাদা হলেও তারা ছিল একমন, একপ্রাণ। দুজনের বুদ্ধিও প্রায় একরকম ছিল। তারা দুজনে ত্রিলোক জয়ের কামনায় শাস্ত্রমতে দীক্ষা নিয়ে বিন্ধ্যাচলে তপস্যা করতে আরম্ভ করে। তারা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে জটা বল্কল ধারণ করে কঠোর তপস্যায় রত হয়েছিল। তাদের শরীরে মাটি ভরে উঠল। বুড়ো আঙুলের ভরে দাঁড়িয়ে দুহাত ওপরে তুলে তারা সারাদিন সূর্যের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকত। দীর্ঘদিনের তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়ে, বরদানের জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন এবং তাদের বর চাইতে বললেন। সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মাকে দেখে হাত জোড় করে বলল—'প্রভু, যদি আমাদের তপস্যায় আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং বর দিতে চান তাহলে এমন বর দিন যাতে আমরা দুজন শ্রেষ্ঠ মায়াবী, শ্রেষ্ঠ শস্ত্রজ্ঞ, ইচ্ছানুসারে রূপ পরিগ্রহকারী, বলশালী এবং অমর হতে

পারি।' ব্রহ্মা বললেন—'অমর হওয়া দেবতাদের বৈশিষ্ট্য। তোমাদের উদ্দেশ্যেও তা নয়, তাই অমর হওয়া ছাড়া আর যা কিছু তোমরা প্রার্থনা করেছ, তা লাভ করবে।' তখন দুই

ভাই বলল—'পিতামহ, তাহলে আমাদের এমন বর দিন যাতে পৃথিবীর কোনো প্রাণী বা পদার্থ থেকে আমাদের মৃত্যু না হয়। আমাদের যদি মরতেই হয়, তাহলে আমরা যেন একে অন্যের হাতেই মৃত্যুবরণ করি।' ব্রহ্মা তাঁদের সেই বর দিয়ে নিজ লোকে ফিরে গেলেন। সুন্দ ও উপসুন্দও নিজ আবাসে ফিরে এল।

সুন্দ এবং উপসুন্দর বন্ধু-বান্ধবগণ এই বরপ্রাপ্তিতে আনন্দে উল্লসিত হল। দুই ভাই উৎসব করতে ব্যস্ত রইল, নগরও তাদের সঙ্গে মেতে উঠল। ঘরে ঘরে যখন এইরকম আনন্দ উৎসব হচ্ছে তখন গুরুজনদের পরামর্শে সুন্দ ও উপসুন্দ দিগ্বিজয়ের জন্য রওনা হল। তারা ইন্দ্রলোক, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি সবাইকে পরাজিত করে সমস্ত পৃথিবী নিজেদের বশে আনার চেষ্টা করেছিল। দুই ভাইয়ের নির্দেশে অসুররা সমস্ত জগৎ ঘুরে ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষিদের সর্বনাশ করতে লাগল। তারা ব্রাহ্মণদের যজ্ঞের অগ্নি জলে ফেলে দিল। তপস্বীদের আশ্রমগুলি নষ্ট করে দেওয়া হল। ঋষিরা দুর্গম জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই, অসুররা জঙ্গলে গিয়ে খুঁজে বার করে তাঁদের হত্যা করতে লাগল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সকলকেই তারা হত্যা করত। যজ্ঞ, স্বাধ্যায় এবং সর্ব প্রকার উৎসব বন্ধ হয়ে গেল ; বাজার, লোকালয় লোকশূন্য হয়ে পড়ল। সৎকর্মাদি লোপ হওয়ার এবং লোকেদের অস্থির যত্রতত্র স্তূপীকৃত দৃশ্যে পৃথিবী ভয়ংকর হয়ে উঠল।

এই ভয়ানক হত্যালীলা দেখে মুনি-ঋষি, মহাত্মাগণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাঁরা সকলে মিলে ব্রহ্মলোকে গেলেন। সেই সময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, বৈশ্বানর, বালখিল্য প্রমুখ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মহর্ষিগণ এবং দেবতাগণ বিনীতভাবে ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করলেন সুন্দ এবং উপসুন্দ কীভাবে নিষ্ঠুরতাপূর্বক প্রজাদের ধ্বংস করছে। ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করে বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন। বিশ্বকর্মা এলে তাঁকে বললেন এক অনুপম সুন্দরী নারী সৃষ্টি করতে, যিনি সকলের নয়ন মুগ্ধকারী হবেন। বিশ্বকর্মা বহুযত্নে এক ত্রিলোকসুন্দরী অপরূপা নারী সৃষ্টি করলেন। জগতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের তিল তিল নিয়ে সেই সুন্দরীর এক এক অঙ্গ সৃষ্ট হল। ব্রহ্মা তাঁর নাম রাখলেন 'তিলোত্তমা'। তিলোত্তমা ব্রহ্মার সামনে হাত জোড় করে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান, আমাকে কী করতে আদেশ করেন ?' ব্রহ্মা বললেন—'তিলোত্তমা, তুমি সুন্দ উপসুন্দের কাছে যাও এবং তোমার মনোহর রূপে ওদের মনহরণ করো। তোমার সৌন্দর্য ও কৌশলে ওদের দুজনের মধ্যে যাতে বৈরিতার সৃষ্টি হয় তার ব্যবস্থা করো।' তিলোত্তমা ব্রহ্মার আদেশ মেনে নিয়ে তাঁকে এবং উপস্থিত সকল দেবতাদের প্রণাম করলেন। তাঁর রূপের শোভা দেখে দেবতা ও ঋষিরা বুঝলেন যে, এবার আর ওদের বিনাশে বিলম্ব নেই।

সুন্দ, উপসুন্দ দুজনে পৃথিবী জয় করে নিষ্কণ্টক হয়ে নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে লাগল। তাদের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না, তাই তারা আলস্য-বিলাসে দিন কাটাতে লাগল। দুইভাই একদিন বিন্ধ্যাচলের উপত্যকায় পুষ্পবিতানে প্রমোদ ভ্রমণ করতে গেল, সেইসময় তিলোত্তমা অপূর্ব সাজে সেজে ফুল তোলার জন্য সেই উদ্যানে এল। দুই ভাই মদের নেশায় মত্ত ছিল, তিলোত্তমার দিকে নজর পড়তেই তারা কামতাড়িত হয়ে সেইখানে এল। তারা এমন উন্মত্ত হয়েছিল যে, দুজনেই তিলোত্তমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। দুজনেই শারীরিক বল, ধন এবং নেশায় উন্মাদ হয়ে বলতে লাগল—'আরে ! এই নারী আমার, তোর ভ্রাতৃবধূ।' দুজনেই নিজ নিজ বাক্যে অনড় হয়ে 'তোর নয় আমার' বলে ঝগড়া করতে লাগল। ক্রোধের বশে দুজনেই স্নেহ ও সৌহার্দ্য ভুলে গদা তুলে নিয়ে 'আগে আমি ওর হাতে ধরেছি' বলে একে অপরের ওপর লাফিয়ে

পড়ল। দুজনের শরীর রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই দুই ভয়ংকর অসুরকে মৃত পড়ে থাকতে দেখা গেল।

তাদের এই দশা দেখে তাদের সঙ্গী সাথীরা পাতালে পালিয়ে গেল। দেবতা, মহর্ষি এবং স্বয়ং ব্রহ্মা তিলোত্তমার প্রশংসা করে তাঁকে বর দিলেন যে, কোনো মানুষের দৃষ্টি তার ওপর বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। ইন্দ্র তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন, জগতের কাজ-কর্ম ঠিকমতো চলতে থাকল। ব্রহ্মা নিজলোকে গমন করলেন।

নারদ বললেন—'সুন্দ এবং উপসুন্দ দুজনে দুই দেহ হলেও এক মন, এক প্রাণ ছিল। কিন্তু এক নারীর জন্য তাদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং তা বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে। তোমাদের ওপর আমার স্নেহ ও অনুরাগ আছে, সেইজন্য আমি তোমাদের এই কথা বলতে এসেছি যে, তোমরা এমন নিয়ম তৈরি কর যাতে দ্রৌপদীর জন্য তোমাদের মধ্যে মনোমালিন্যের কোনো কারণ না ঘটে।' দেবর্ষি নারদের কথা শুনে পাণ্ডবরা তা মেনে নিলেন এবং নারদের সামনেই তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এক এক ভাই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দ্রৌপদীর কাছে থাকবেন। কোনো এক ভাই যখন দ্রৌপদীর কাছে থাকবেন তখন অন্য কোনো ভাই সেইখানে যাবেন না। কোনো ভাই যদি অন্য ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর একান্ত বাসের সময় যান তাহলে তাঁকে ব্রহ্মচারী হয়ে বারো বছর বনবাসে থাকতে হবে। পাণ্ডবরা এই নিয়মে রাজি হলে নারদ প্রসন্ন হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। জনমেজয় ! এই জন্যই পাণ্ডবদের মধ্যে দ্রৌপদীকে নিয়ে কোনো মনোমালিন্য হয়নি।

---

## নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য অর্জুনের বনবাস এবং উলুপী ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তাঁর বিবাহ

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডবরা এইরূপ নিয়ম মেনে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁরা নিজেদের শারীরিক বল এবং অস্ত্রকৌশলের সাহায্যে একে একে সমস্ত রাজাকে বশীভূত করলেন। দ্রৌপদী সকলের মনোমত হয়ে চলতেন। পাণ্ডবরা তাঁকে লাভ করে খুশি ও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা ধর্মানুসারে প্রজাপালন করতেন, ফলে কুরুবংশীয়দের পূর্বের দোষ দূর হতে লাগল।

একবার ডাকাতরা একটি ব্রাহ্মণদের গ্রামে গোরু ডাকাতি করে পালাতে থাকে। ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে পাণ্ডবদের জানালেন—'পাণ্ডব ! তোমাদের শাসনে দুষ্ট এবং নীচ ডাকাতরা আমাদের গোরুগুলিকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তোমরা সেগুলিকে রক্ষা করো। যে রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কর নিয়েও তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করে না, তাদের পাপ স্পর্শ করে। আমরা ব্রাহ্মণ, গোরু হরণ করে নিয়ে গেলে আমাদের ধর্মের ক্ষতি হবে। অতএব পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তোমরা এইসময় আমাদের গোধন রক্ষা করো।' অর্জুন তাঁদের কাতর আবেদন শুনে ভরসা দিলেন। কিন্তু মুস্কিল হল যে, যে ঘরে অস্ত্র-শস্ত্র থাকে, সেই ঘরে সেইসময় যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী একান্তে ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী অর্জুন তখন সেই ঘরে প্রবেশ করতে পারেন না। একদিকে এই নিয়ম পালন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের দুরবস্থা। অর্জুন বড় দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তিনি ভাবলেন—'ব্রাহ্মণদের গোধন ফিরিয়ে দিয়ে তাদের অশ্রুমোচন করা আমার কর্তব্য, এটি উপেক্ষা করা রাজার পক্ষে অধর্ম। এতে আমাদের নিন্দা হবে, পাপও হবে। অন্যদিকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলেও পাপ হবে, বনেও যেতে হবে। যাইহোক, ব্রাহ্মণদেরই রক্ষা করব, বাধা আসে তো আসুক। নিয়মভঙ্গের জন্য যত কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা হোক,

তাতে প্রাণও যদি যায় তবু এই ব্রাহ্মণদের গোধন রক্ষা করা আমার ধর্ম, আমার জীবন রক্ষার থেকেও তা মহত্ত্বপূর্ণ।' অর্জুন নিঃসঙ্কোচে রাজা যুধিষ্ঠিরের ঘরে গেলেন। রাজার

অনুমতি নিয়ে ধনুক তুলে ব্রাহ্মণদের কাছে এসে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ! শীঘ্র চলুন, এখনও দুষ্ট ডাকাতরা বেশি দূরে চলে যায়নি। ওদের কাছ থেকে গোধন উদ্ধার করে আনি।' অল্পক্ষণের মধ্যে অর্জুন বাণ দ্বারা ডাকাতদের মেরে গোধন ব্রাহ্মণদের ফিরিয়ে দিলেন। পুরবাসীরা অর্জুনের খুব প্রশংসা করল, কুরুবংশীয়েরা অভিনন্দন জানাল। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বললেন—'ভ্রাতা, আমি আপনার একান্ত গৃহে এসে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি। সুতরাং আমাকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাওয়ার আদেশ দিন। আমাদের মধ্যে এই রকম নিয়মই করা হয়েছে।' অর্জুনের মুখে এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির শোকগ্রস্ত হলেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন—'অর্জুন! তুমি যদি আমার কথা মেনে চলো, তাহলে আমি যা বলি শোনো। তুমি নিয়মভঙ্গ করে থাকলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করছি, তার জন্য আমার মনে একটুও ক্ষোভ নেই, গোরুগুলি উদ্ধার করে তুমি যে কাজ করেছ তা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি তার পত্নীর সঙ্গে বসে থাকে সেখানে কনিষ্ঠ ভ্রাতার যাওয়াতে কোনো অপরাধ হয় না। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা পত্নীর সঙ্গে বসে থাকলে সেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যাওয়া উচিত নয়। তুমি বনবাস যাওয়ার চিন্তা পরিত্যাগ করো। তোমার ধর্মও লোপ হয়নি এবং আমারও কোনো অপমান হয়নি।' অর্জুন বললেন—'আপনি বলে থাকেন যে, ধর্মপালনে কোনো দ্বিধা করা ঠিক নয়। আমি অস্ত্র ছুঁয়ে শপথ করছি যে, আমি এই সত্যপালনে অটল থাকব।' অর্জুন বনবাস যাওয়া স্থির করে বারো বছরের জন্য রওনা হলেন। অর্জুনের সঙ্গে বহু বেদ-বেদান্ত পণ্ডিত,

অধ্যাত্মচিন্তক, ভগবদ্‌ভক্ত, ত্যাগী ব্রাহ্মণ, কথক পণ্ডিত, বানপ্রস্থী এবং ভিক্ষাজীবিও চললেন। পথে নানা কথাবার্তা হত। তাঁরা বহু বন, সরোবর, নদী, পুণ্যতীর্থ, দেশ এবং সমুদ্র দর্শন করলেন। শেষে হরিদ্বারে পৌঁছে কিছুদিন বিশ্রাম নিলেন। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞবেদী স্থাপন করে যজ্ঞ করতে শুরু করলেন।

একদিন অর্জুন গঙ্গাস্নানের পর স্নান-তর্পণ করে যজ্ঞ করার জন্য উঠে আসছিলেন, সেইসময় নাগকন্যা উলূপী কামাসক্ত হয়ে তাঁকে পাতালে টেনে নিয়ে তাঁর ভবনে নিয়ে গেলেন। অর্জুন দেখলেন সেখানে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত রয়েছে। সেখানে তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন এবং অগ্নিদেবকে প্রসন্ন করে নাগকন্যা উলূপীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সুন্দরী, তুমি কে ? তুমি এমন সাহস করে আমাকে কোথায় আনলে ?' উলূপী বললেন—'আমি ঐরাবত বংশের কৌরব্য নাগের কন্যা উলূপী। আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনি ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই। আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন, আমাকে স্বীকার করুন।' অর্জুন বললেন—'দেবী! আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনে রত আছি। আমি স্বাধীন নই। তোমাকে গ্রহণ করতে আপত্তি না থাকলেও আজ পর্যন্ত আমি কোনোপ্রকারে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আমার যাতে মিথ্যা বলার পাপ না হয়, ধর্মলোপও না হয়, এমন কাজই তোমার করা উচিত।'

উলুপী বললেন—'আপনারা দ্রৌপদীর জন্য যে মর্যাদা রেখেছেন, তা আমি জানি। কিন্তু সে নিয়ম দ্রৌপদীর সঙ্গে ধর্মপালনের জন্যই। এই লোকে আমার ক্ষেত্রে সেই ধর্মযুক্তি প্রযোজ্য হবে না। তাছাড়া আর্তকে রক্ষা করাও তো পরম ধর্ম। আমি দুঃখিনী, আপনার সামনেই ক্রন্দন করছি। আপনি যদি আমার ইচ্ছা পূর্ণ না করেন, তাহলে আমি প্রাণ হারাব। আমার প্রাণরক্ষা করলে আপনার ধর্মলোপ হবে না, আর্তকে রক্ষা করার পুণ্যই হবে। আপনি আমাকে প্রাণ দান করে ধর্ম উপার্জন করুন।' অর্জুন উলুপীর প্রাণরক্ষা করাকে ধর্ম মনে করে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করে সারারাত সেখানে কাটালেন।

পরের দিন তিনি সেখান থেকে হরিদ্বারে ফিরে এলেন। যাবার সময় নাগকন্যা উলুপী অর্জুনকে বর দিলেন যে, 'কোনো জলচর প্রাণী হতে আপনার কোনো ভয় নেই। সব জলচর প্রাণী আপনার অধীন থাকবে।' অর্জুন ফিরে এসে ব্রাহ্মণদের সব ঘটনা জানালেন। তারপর তাঁরা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে গেলেন। অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠপর্বত, ভৃগুতুঙ্গ ইত্যাদি পুণ্যতীর্থে স্নান করে ঋষিদের দর্শন করে বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁরা বহু গোধন দান করলেন এবং অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের তীর্থসমূহ দর্শন করলেন। যেসব ব্রাহ্মণরা অর্জুনের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা কলিঙ্গের সীমা থেকে ফিরে গেলেন।

অর্জুন মহেন্দ্র পর্বত হয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে চলতে চলতে মণিপুরে পৌঁছলেন। মণিপুরের রাজা চিত্রবাহন অত্যন্ত ধর্মাত্মা ব্যক্তি, তাঁর সুন্দরী কন্যার নাম চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন একদিন তাঁকে দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, ইনি এখানকার রাজকুমারী। তিনি রাজা চিত্রবাহনের কাছে গিয়ে বললেন, 'রাজন্! আমি কুলীন ক্ষত্রিয়। আপনি আপনার
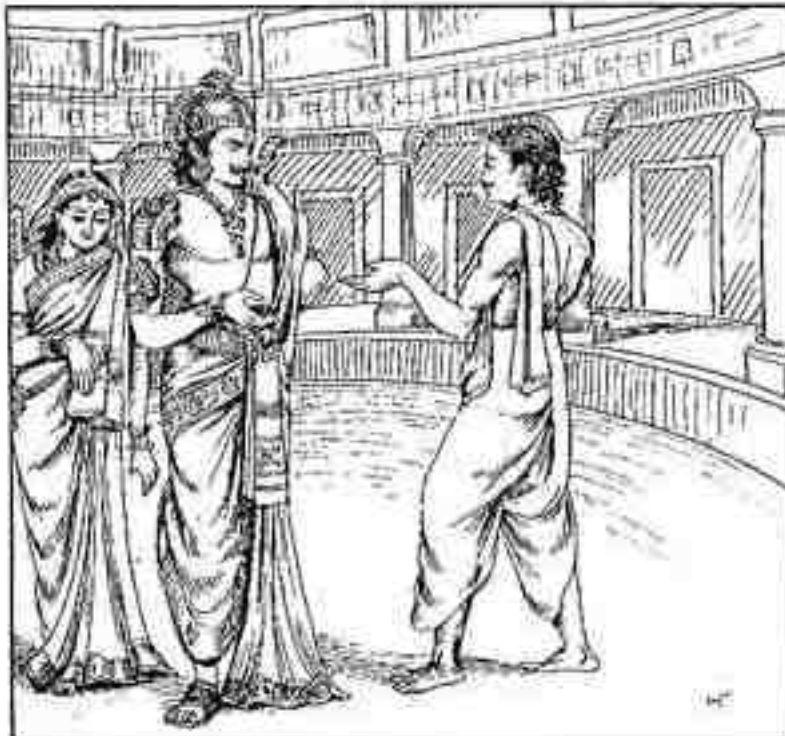
কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিন।' চিত্রবাহনের জিজ্ঞাসার উত্তরে অর্জুন বললেন—'আমি পাণ্ডুপুত্র অর্জুন।' চিত্রবাহন বললেন—'বীরবর, আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রভঞ্জন নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় ভীষণ তপস্যা করে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করেন। মহাদেব তাঁকে বর প্রদান করেন যে, আমাদের বংশে সকলেরই একটি করে সন্তান হবে। বীরবর! তখন থেকে এই বংশে সেইরূপই হয়ে আসছে। আমার একটিই কন্যা, তাকে আমি পুত্র বলে মনে করি। এর আমি পুত্রিকাধর্ম অনুসারে বিবাহ দেব, যাতে এর পুত্র আমার দত্তকপুত্র হয়ে আমার বংশ প্রবর্তক হয়।' অর্জুন রাজার শর্ত মেনে নিলে শাস্ত্রসম্মতভাবে তাঁদের বিবাহ হল। পুত্রের জন্মের পর অর্জুন রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে আবার তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

অর্জুন সেখান থেকে রওনা হয়ে সমুদ্রতীর ধরে অগস্ত্য তীর্থ, সৌভদ্রতীর্থ, পৌলমতীর্থ, কারন্ধতীর্থ এবং ভারদ্বাজতীর্থে গেলেন। সেই তীর্থের মুনি ঋষিরা সমুদ্রে স্নান করতেন না। অর্জুন জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, সেখানে বড় বড় কুমীর আছে, তারা ঋষিদের মেরে খেয়ে ফেলে। তপস্বীরা বাধাপ্রদান করলেও অর্জুন সৌভদ্রতীর্থে গিয়ে স্নান করলেন। যখন কুমীর তাঁর পায়ে কামড়াল, তখন তিনি তাকে ওপরে নিয়ে এলেন। কিন্তু তখনই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, সেই কুমীর তৎক্ষণাৎ এক সুন্দরী অপ্সরাতে পরিণত হল। অর্জুনের জিজ্ঞাসায় সে জানাল, 'আমি কুবেরের অপ্সরা, প্রেয়সীবর্গা। একবার আমি চার সখীর সঙ্গে কুবেরের কাছে যাচ্ছিলাম, পথে এক তপস্বীকে দেখে আমরা তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন করার চেষ্টা করেছিলাম। তপস্বীর চিত্তে কামের উদয় তো হয়ইনি, উপরন্তু তিনি আমাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন যে 'তোমরা পাঁচজন কুমীর হয়ে একশত বছর জলে থাক।' দেবর্ষি নারদ জানতেন যে অর্জুন এখানে এসে আমাদের উদ্ধার করবেন, তাই আমরা এই তীর্থে কুমীর হয়ে বাস করছি। আপনি আমাকে উদ্ধার করেছেন, এবার আমার অন্য চার সখীকেও উদ্ধার করুন।' উলুপীর বরে অর্জুনের কোনো জলচর প্রাণী থেকে ভয় ছিল না, তিনি সকল অপ্সরাকে উদ্ধার করলেন এবং তাঁর চেষ্টায় সমস্ত তীর্থই ভয়শূন্য হয়ে গেল।

সেখান থেকে অর্জুন আর একবার মণিপুর গেলেন। চিত্রাঙ্গদার পুত্রের নাম বভ্রুবাহন রাখা হয়েছিল। অর্জুন

রাজা চিত্রবাহনকে তাঁর অঙ্গীকার অনুসারে পুত্র বভ্রুবাহনকে সমর্পণ করলেন। তিনি চিত্রাঙ্গদাকেও বভ্রুবাহনের দেখা শোনার জন্য সেখানে রেখে এলেন। অর্জুন রাজসূয় যজ্ঞে চিত্রাঙ্গদা এবং তাঁর পিতাকে ইন্দ্রপ্রস্থে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে এবার গোকর্ণ ক্ষেত্র তীর্থে গেলেন।

দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তরতীরবর্তী তীর্থগুলি ভ্রমণ করে পশ্চিম সমুদ্রতীরের তীর্থগুলির উদ্দেশ্যে অর্জুন যাত্রা করলেন। তিনি যখন প্রভাসক্ষেত্রে পৌঁছলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রভাসে এলেন। নর ও নারায়ণের মিলনে আনন্দের জোয়ার এল, দুজন পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। কুশল-সংবাদ, তীর্থযাত্রা এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল। দুই বন্ধু কিছুদিন পর রৈবতক পর্বতে গিয়ে থাকলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুচরেরা আগে থেকেই সেখানে থাকা-খাওয়ার সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রাজোচিত সম্মান জানালেন এবং নানাপ্রকার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাত্রে শোবার সময় অর্জুন তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বলতেন।

সেখান থেকে দুই বন্ধু রথে করে দ্বারকা গেলেন। অর্জুনের সম্মানের জন্য দ্বারকাপুরী সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। যদুবংশীয়েরা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অর্জুনকে অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। দ্বারকাপুরীতে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভবনেই থাকতেন এবং একত্র শয়ন করতেন।

## সুভদ্রাহরণ এবং অভিমন্যু ও প্রতিবিন্ধ্য প্রমুখ কুমারদের জন্ম বৃত্তান্ত

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! বৃষ্ণি, ভোজ এবং অন্ধক বংশের যাদবেরা একবার রৈবতক পর্বতের ওপর খুব বড় উৎসব করেছিল। সেই সময় ব্রাহ্মণদের বহু বস্ত্র ও সম্পত্তি দান করা হয়। যদুবংশীয় বালকেরা সুন্দর পোশাক পরে আনন্দে বেড়াচ্ছিল। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, নিশঠ, বিদুরথ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, হার্দিক্য, উদ্ধব, বলরাম এবং অন্যান্য যদুবংশীয়রা তাঁদের পত্নীসহ উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গান-বাজনা, নাচ-রঙ্গ-তামাশায় চারদিক মুখরিত ছিল। এই উৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন অত্যন্ত আনন্দে একসঙ্গে বিচরণ করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাও সেখানে ছিলেন। তাঁর রূপে মোহিত হয়ে অর্জুন অপলকে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় জেনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ক্ষত্রিয়দের মধ্যে স্বয়ংবরের রীতি আছে, কিন্তু সুভদ্রা তোমাকে বরণ করবে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা নেই। কারণ সবার রুচি সমান নয়। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ করার

রেওয়াজ আছে। তোমার পক্ষে এই পথই শ্রেষ্ঠ।' তারপর

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন পরামর্শ করে যুধিষ্ঠিরের কাছে অনুমতি নেওয়ার জন্য দূত পাঠালেন। যুধিষ্ঠির সানন্দে তা অনুমোদন করলেন। দূত ফিরে এলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেইরূপই করতে বললেন।

সুভদ্রা একদিন রৈবতক পর্বতে পূজা করার পর পর্বত প্রদক্ষিণ করলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বস্তিবাচন সম্পন্ন করলেন। সুভদ্রা যখন রথে করে দ্বারকার দিকে রওনা হবেন, সেই সময় অর্জুন বলপূর্বক তাঁকে নিজের সুবর্ণমণ্ডিত রথে

তুলে নিয়ে নিজ নগরীর দিকে রওনা হলেন। সেনারা সুভদ্রাহরণের দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে দ্বারকায় সুধর্মার সভায় গিয়ে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করল। সভাপাল যুদ্ধের ডংকা নিনাদের আদেশ দিলেন। সেই নিনাদে ভোজ, অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশের যাদবেরা নিজেদের কাজ-কর্ম ফেলে একত্রিত হতে লাগল। সভা ভরে গেল। সেনাদের কাছে সুভদ্রাহরণের বৃত্তান্ত শুনে যাদবদের মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল। তারা এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। কেউ রথ ঠিক করতে লাগল, কেউ বর্ম পরতে লাগল, কেউ ঘোড়াগুলোকে সবল করতে লাগল, যুদ্ধের সামগ্রী জোগাড় করা হতে লাগল। বলরাম বললেন, 'ওহে যদুবংশীয়গণ ! শ্রীকৃষ্ণের কথা না শুনে তোমরা এমন অবুঝের মতো কাজ কেন করছ ? এই মিথ্যা গর্জনের প্রয়োজন কিসের ?' তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন ! তোমার এই ভাবে নির্বাক থাকার কী অভিপ্রায় ? তোমার বন্ধু ভেবে অর্জুনকে আমরা এত আপ্যায়ন করলাম আর সে যে বাসনে খেল সেটাই কলঙ্কিত করল ? সে তো অভিজাত বংশের কৃতকর্মা পুরুষ, তার সঙ্গে আত্মীয়তা করায় আমাদের কোনোই আপত্তি ছিল না। তা সত্ত্বেও সে এমন কাজ করল যাতে আমরা অসম্মানিত এবং অপমানিত হয়েছি। তার এই কাজ আমাদের মাথায় পা রাখার সমান মনে হচ্ছে। আমি এটি সহ্য করতে পারছি না। আমি একাই কুরুবংশীয়দের পক্ষে যথেষ্ট। আমি অর্জুনের এই অপরাধ ক্ষমা করব না।' বলরামের এই বীরোচিত কথা সকলেই অনুমোদন করল।

সবার শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন

আমাদের বংশের অপমান নয়, সম্মান করেছেন। তিনি আমাদের বংশের মহত্ত্ব বুঝেই আমার ভগ্নীকে হরণ করেছেন। কেননা স্বয়ংবরের মাধ্যমে ওকে পাওয়া নিশ্চিত ছিল না। তাঁর কাজ ক্ষত্রিয় ধর্মের অনুকূল এবং আমাদের যোগ্যও বটে। সুভদ্রা এবং অর্জুনের বিবাহ খুবই উপযুক্ত হবে। মহাত্মা ভরতের বংশধরের সঙ্গে কুন্তিভোজের দৌহিত্রের কন্যার সম্পর্ক কার অপছন্দ হবে ? অর্জুনকে জয় করাও ভগবান মহাদেব ছাড়া আর কারও পক্ষে অসম্ভব। এই সময় ওই বীর যুবক যোদ্ধার কাছে আমার রথ এবং ঘোড়া রয়েছে। আমার মনে হয় এখন ওর সঙ্গে যুদ্ধ না করে বন্ধুভাবে তার হাতে কন্যা সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ। যদি অর্জুন একাই তোমাদের পরাজিত করে সুভদ্রাকে হস্তিনাপুরে নিয়ে যায় তাহলে যদুবংশের খুবই অসম্মান হবে। আর যদি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা হয় তাহলে আমাদেরও যশবৃদ্ধি হবে।' সকলেই শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি মেনে নিলেন। অর্জুনকে সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে আনা হল। দ্বারকাতে

সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ সুসম্পন্ন হল। বিবাহের পর তাঁরা এক বছর দ্বারকায় কাটালেন, কিছু সময় পুষ্করে গিয়েও থাকলেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হলে অর্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

অর্জুন শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন। দ্রৌপদী সপ্রেম অনুযোগ জানালেন এবং তাঁরাও দ্রৌপদীকে প্রসন্ন করলেন। সুভদ্রা লাল রংয়ের রেশমী শাড়ি পরে রানিমহলে গিয়ে কুন্তীর চরণ

স্পর্শ করলেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী পুত্রবধূকে দেখে কুন্তী তাঁকে আনন্দচিত্তে আশীর্বাদ করলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীর চরণ স্পর্শ করে বললেন, 'ভগ্নী! আমি তোমার দাসী।' দ্রৌপদী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অর্জুন ফিরে আসতে মহলে এবং নগরে আনন্দের হিল্লোল উঠল। দ্বারকায় যখন এই সংবাদ পৌঁছাল যে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছে গেছেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, বহু অভিজাত যদুবংশী, তাঁদের পুত্র-পৌত্র এবং বহু সেনা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থের জন্য রওনা হলেন। তাঁদের শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেবকে অভ্যর্থনা করতে পাঠালেন। সমস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ ফুল-পতাকা দিয়ে সাজানো হল। রাস্তা চন্দন ও ধূপের গন্ধে ভরিয়ে দেওয়া হল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রাজভবনে পৌঁছে সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও আশীর্বাদ জানালেন। সকলের কুশল সংবাদ বিনিময় হল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রার বিবাহ উপলক্ষে অনেক উপহারসামগ্রী দিলেন। কিঙ্কিনী জালমণ্ডিত চার ঘোড়া যুক্ত সারথিসহ সুবর্ণখচিত এক সহস্র রথ, মথুরার দুগ্ধবতী দশ হাজার গাভী, একহাজার স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত শ্বেতবর্ণের ঘোড়া, এক হাজার উত্তম খচ্চর, সর্বপ্রকার কর্মে নিপুণা এক সহস্র দাসী এবং বহুমূল্য কাপড়, কম্বল, দশভার সোনা এবং এক সহস্র হাতি প্রদান করলেন। এর ফলে পাণ্ডবদের সম্পদ আরও বাড়ল। সকলে রাজভবনে থেকে আমোদ-আহ্লাদ করতে লাগল। পাণ্ডবদের আনন্দের সীমা রইল না। যদুবংশীয়গণ কিছুদিন সেই আনন্দ উপভোগ করে দ্বারকাতে ফিরে গেলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছুদিনের জন্য অর্জুনের কাছে ইন্দ্রপ্রস্থেই থেকে গেলেন। কিছুদিন পরে সুভদ্রার গর্ভে এক পুত্র জন্মাল, তার নাম রাখা হল অভিমন্যু। তাঁর জন্মের আনন্দে যুধিষ্ঠির দশ হাজার গাভী, বহু সোনা এবং ধন-রত্ন দান করেন। অভিমন্যু পাণ্ডবদের, শ্রীকৃষ্ণের এবং পুরবাসীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জাত কর্ম সংস্কার করেন। বেদাধ্যয়নের পর তিনি পিতা অর্জুনের কাছেই ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন। অভিমন্যুর অস্ত্র-কৌশল দেখে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হতেন। তিনি অনেক গুণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য ছিলেন।

দ্রৌপদীর গর্ভেও পাঁচ পাণ্ডবের ঔরসে এক এক বছর পরে পরে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণরা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'মহারাজ! আপনার পুত্র শত্রুদের প্রহার সহ্য করায় বিন্ধ্যাচলের সমান হবেন, তাই তার নাম 'প্রতিবিন্ধ্য'। ভীমসেন এক সহস্র সোমযাগ করে পুত্রলাভ করেন, তাই তাঁর ছেলের নাম রাখা হল 'সুতসোম'। অর্জুন অনেক প্রসিদ্ধ কাজ করে ফিরে আসার পর তাঁর পুত্র হয়, তাই তাঁর নাম 'শ্রুতকর্মা'। কুরুবংশে আগে শতানীক নামে এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। নকুল তাঁর পুত্রের সেই নামই রাখতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর নাম হল 'শতানীক'। সহদেবের পুত্র কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম নেন, তাই তাঁর নাম 'শ্রুতসেন'। পাণ্ডবদের পুরোহিত ধৌম্য এই বালকদের জাত-সংস্কার সুসম্পন্ন করলেন। বালকেরা বেদপাঠ সমাপ্ত করে অর্জুনের কাছ থেকে দিব্য এবং লৌকিক অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন। পাণ্ডবরা বালকদের এই কাজে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।'

———o———

# খাণ্ডব-দহনের কথা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! জীব যেমন শুভ লক্ষণ সমূহ এবং পবিত্র কর্মেযুক্ত মানব শরীর লাভ করে সুখে বসবাস করে এবং নিজের উন্নতি করে, তেমনই প্রজারা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজারূপে লাভ করে সুখ এবং শান্তির সঙ্গে উন্নতি করতে থাকেন। তাঁর রাজত্বকালে সামন্ত রাজাদের রাজলক্ষ্মী অবিচলভাবে বিরাজ করতেন। প্রজাবৃদ্ধি অন্তর্মুখী হয়েছিল, ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। পূর্ণিমার সুন্দর চন্দ্র দেখে যেমন লোকের চক্ষু ও মন শীতল হয়, যুধিষ্ঠিরকে দেখে সমস্ত প্রজাকুল তেমনই আনন্দিত হত। যুধিষ্ঠিরকে শুধু রাজা বলেই নয়, তিনি প্রজাদের মনের অনুকূল সব কাজ করতেন বলেই প্রজারা তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত। ধর্মরাজ কখনো অনুচিত, অসত্য এবং অপ্রিয় বাক্য বলতেন না। তিনি যেমন নিজের ভালো চাইতেন, তেমনই প্রজাদেরও। সব পাণ্ডবরাই এইভাবে তাঁদের অধীনস্থ সমস্ত রাজাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে নিজেরাও আনন্দে থাকতেন।

একদিন অর্জুনের ইচ্ছায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে যমুনার পবিত্র তীরে জলবিহার করতে গেলেন। যমুনাতীর সমস্ত পুণ্যার্থীর জন্য সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। সেই সুসমৃদ্ধ বন্য প্রদেশ এবং তার বিশ্রামভবন বীণা, মৃদঙ্গ ও বাঁশীর সুমধুর ধ্বনিতে ধ্বনিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেখানে উৎসব পালন করলেন। তাঁরা দুজনে পাশাপাশি বসে ছিলেন, সেইসময় এক দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হলেন, তাঁর শরীর যেন দগ্ধ সোনা। মাথায় পিঙ্গলবর্ণ জটা, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ এবং পরনে বল্কল।
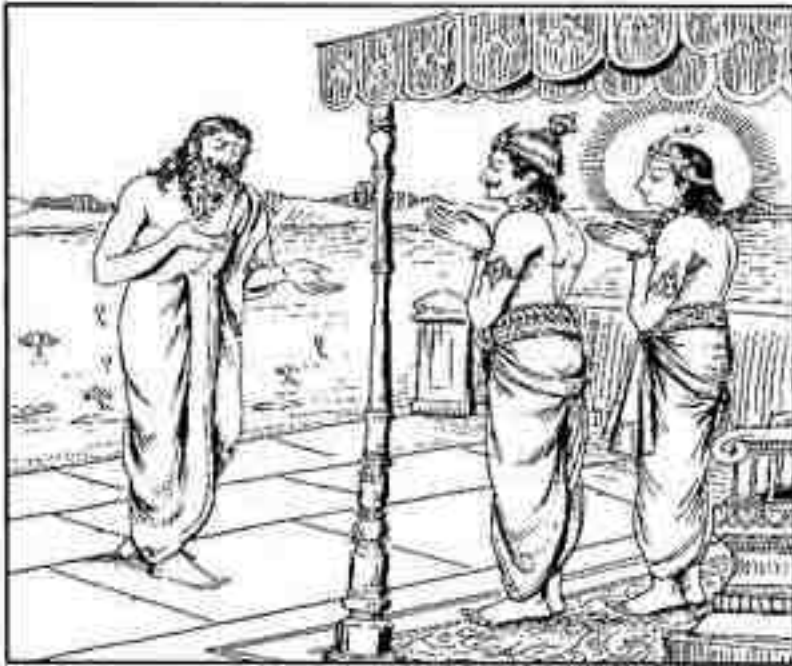
সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণ বললেন—'আপনারা দুজনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর এবং মহাপুরুষ। আমি এক বহুভোজী ব্রাহ্মণ। খাণ্ডব বনের কাছে উপবিষ্ট আপনাদের নিকট আমি খাবার চাইতে এসেছি।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী প্রকার খাদ্যে আপনার তৃপ্তি হবে ? আদেশ করুন, আমরা তার আয়োজন করছি।' ব্রাহ্মণ বললেন—'আমি অগ্নি, সাধারণ খাদ্যে আমার প্রয়োজন নেই। আমার জন্য আপনারা সেই খাদ্যের ব্যবস্থা করুন, যা আমার যোগ্য। আমি খাণ্ডববনকে পুড়িয়ে ফেলতে চাই। কিন্তু এই বনে সপরিবারে তক্ষক নাগ তাঁর মিত্রদের সঙ্গে বাস করেন, তাই ইন্দ্র সর্বদা এই বনকে তৎপরতার সঙ্গে রক্ষা করেন। যখনই আমি এই বনটিকে পোড়াবার চেষ্টা করি, তখনই ইন্দ্র জলধারায় তা নিভিয়ে দেন আর আমার খাওয়া অপূর্ণ থেকে যায়। আপনারা দুজনে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, আপনাদের সাহায্য পেলে আমি একে পোড়াতে পারি। আমি আপনাদের কাছে এই খাদ্যই চাইছি।'

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান ! বহু প্রাণী অধ্যুষিত এবং ইন্দ্র দ্বারা সুরক্ষিত খাণ্ডব বনকে অগ্নিদেব কেন পোড়াতে চাইলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! এ বহু পুরানো দিনের কথা, শ্বেতকি নামে এক মহা পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। সেইসময় তাঁর মতো যজ্ঞপ্রেমিক, দাতা এবং বুদ্ধিমান রাজা আর কেউ ছিল না। তিনি বড় বড় যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞ করতে করতে ঋত্বিকগণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তেন, ক্লান্ত হতেন আবার কখনো যজ্ঞ করতে অস্বীকার করতেন। কিন্তু রাজার যজ্ঞ চলতেই থাকত। তিনি অনুনয় বিনয় করে এবং দান-দক্ষিণা দিয়ে ব্রাহ্মণদের প্রসন্ন রাখতেন। শেষে সমস্ত ব্রাহ্মণই যখন যজ্ঞ করতে করতে হার মেনে গেলেন, তখন রাজা ভগবান শংকরকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে তাঁর নির্দেশে দুর্বাসা ঋষিকে দিয়ে মহাযজ্ঞ করালেন। প্রথমে দ্বাদশ বৎসর এবং পরে একশত বৎসরের মহাযজ্ঞে দক্ষিণা দান করে রাজা ব্রাহ্মণদের তৃপ্ত করেছিলেন। দুর্বাসা প্রসন্ন হলেন। রাজা শ্বেতকি সপরিবারে ঋত্বিকদের সঙ্গে স্বর্গে গমন করলেন। সেই যজ্ঞে দ্বাদশ বৎসর ধরে অগ্নিদেবকে ঘৃতের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে পান করতে হয়েছিল ; তাতে তাঁর

হজমশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, রং হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং দীপ্তি কমে এসেছিল। অজীর্ণতার জন্য যখন তাঁর শরীর খারাপ হয়েছিল, তখন তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন যে 'আপনি এমন কোনো উপায় বলুন যাতে আমি আগের মতো সুস্থ সবল হয়ে উঠি।' ব্রহ্মা বললেন—'অগ্নিদেব ! যদি তুমি খাণ্ডববন পোড়াতে পার, তাহলে তোমার অজীর্ণভাব দূর হবে এবং গ্লানিও কেটে যাবে।' সেখান থেকে এসে তিনি সাতবার খাণ্ডববন পোড়াবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইন্দ্র রক্ষা করায় তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। অগ্নি হতাশ হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলে উনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব বন পোড়াবার উপায় জানিয়ে দেন। তাই অগ্নিদেব যমুনা তীরে এসে ওঁদের পূর্বোক্ত কথা জানালেন।

ব্রাহ্মণবেশধারী অগ্নিদেবের প্রার্থনা শুনে অর্জুন বললেন—'অগ্নিদেব ! আমার কাছে দিব্যাস্ত্রের অভাব নেই, তার সাহায্যে আমি ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারি। কিন্তু আমার কাছে সেরকম ধনুক নেই এবং সেই অস্ত্রের উপযুক্ত তত বাণও নেই। বাণের বোঝা বইবার মতো সেরকম রথও নেই। এইসময় শ্রীকৃষ্ণের কাছেও এমন কোনো অস্ত্র নেই যার দ্বারা ইনি যুদ্ধে নাগেদের এবং পিশাচদের বধ করতে পারেন। খাণ্ডব বন পোড়াবার সময় ইন্দ্রকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা আছে। বল এবং কৌশল আমাদের আছে, যুদ্ধ সামগ্রী আপনি দিন।' অর্জুনের সময়োপযোগী কথা শুনে অগ্নিদেব জলের দেবতা বরুণকে স্মরণ করলেন। বরুণ তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হলেন। অগ্নি বললেন—'আপনাকে রাজা সোম অক্ষয় তূণীর, গাণ্ডীব ধনুক এবং বানর চিহ্নযুক্ত ধ্বজা মণ্ডিত দিব্য রথ দিয়েছেন, সেগুলি আপনি আমাকে দিন, তার সঙ্গে চক্রও দিন। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন চক্র এবং গাণ্ডীব ধনুকের সাহায্যে আমার এক বড় কাজ সম্পন্ন করবেন।' বরুণ অগ্নিদেবের অনুরোধ মেনে নিয়ে অর্জুনকে অক্ষয় তূণীর এবং গাণ্ডীব ধনুক দিলেন, এই ধনুকের অদ্ভুত মহিমা। কোনো শস্ত্রের সাহায্যেও একে খণ্ডিত করা যায় না, কিন্তু সকল শস্ত্রকেই এটি খণ্ডিত করতে সক্ষম। এর দ্বারা যোদ্ধার যশ-কান্তি-বল বৃদ্ধি পায়। এটি একাই লাখো ধনুকের সমান, ক্ষতরহিত এবং ত্রিলোকে পূজিত ও প্রশংসিত। তিনি সমস্ত সামগ্রী সমন্বিত, সবার অজেয়, সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং রত্নজড়িত এক দিব্য রথও প্রদান করলেন। সেই রথটি মন ও বায়ুর ন্যায় বেগযুক্ত, গন্ধর্ব দেশের শ্বেত অশ্বযুক্ত ছিল। রথের ওপর সুবর্ণ দণ্ডে মহাবীর বানরের চিহ্নঅঙ্কিত ধ্বজা উড়ছিল। এইসব পেয়ে অর্জুনের আনন্দের সীমা রইল না। অর্জুন যখন সেই রথে উঠে ধনুক তুলে তাতে ছিলা পরালেন, তখন তার গম্ভীর আওয়াজ শুনে লোকের হৃদয় কেঁপে উঠল। অর্জুন বুঝতে পারলেন যে, এবার তিনি অগ্নিদেবকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করতে পারবেন। অগ্নিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দিব্য চক্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বললেন—'মধুসূদন ! এই চক্রের দ্বারা আপনি যাকে চাইবেন, তাকেই মারতে পারবেন। এই চক্রের সামনে দেবতা, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ ও মানুষের শক্তিও তুচ্ছ। এই চক্রটি প্রতিবার প্রয়োগের পর শত্রুনাশ করে ফিরে আসবে।' বরুণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দৈত্যনাশিনী এবং বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ দ্বারা শত্রুর হৃদয় কম্পমান করার মতো কৌমোদ গদা অর্পণ করলেন। এবার শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন অগ্নিদেবকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন এবং খাণ্ডববন দহন করতে বললেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সম্মতি লাভ করে অগ্নিদেব তেজোময় দাবানলের প্রদীপ্তরূপ ধারণ করে তাঁর

সপ্ত অগ্নিশিখার লেলিহান রূপে খাণ্ডব বন ঘিরে প্রলয়দৃশ্য উপস্থিত করে ভস্মসাৎ করতে আরম্ভ করলেন। সেই বনের শত-সহস্র প্রাণী চিৎকার করতে করতে এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। বহু প্রাণীর অঙ্গ ভস্মীভূত হতে লাগল। কেউ আগুনে পুড়ে গেল, কতজনের চোখ অন্ধ হয়ে গেল, অনেকের শরীরে ফোস্কা পড়ল। বহু প্রাণী আপনজনের

সঙ্গে সেখানেই পুড়ে মরল। খাণ্ডব বনের আগুন এত জোরে জ্বলতে লাগল যে তার উচ্চ শিখাগুলি আকাশ ছুঁতে লাগল। দেবতাদের হৃদয়ও তাই দেখে কেঁপে উঠল। আগুনের তাপে আতঙ্কিত হয়ে সমস্ত দেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন—'দেবেন্দ্র ! এই আগুন কি সমস্ত প্রাণীকেই সংহার করবে ? প্রলয়ের সময় কি এসে গেল ?' দেবতাদের ভীত দেখে এবং তাঁদের প্রার্থনায় প্রভাবিত হয়ে এবং অগ্নির এই ভয়ংকর কার্য দেখে

স্বয়ং ইন্দ্র খাণ্ডব বনকে বাঁচাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইন্দ্রের আদেশে দলে দলে মেঘ খাণ্ডব বনের ওপর জড়ো হল এবং গুড়গুড় আওয়াজ তুলে বড় বড় ফোঁটায় বর্ষণ শুরু করল। অর্জুন অস্ত্রকৌশলে বাণের দ্বারা জলধারা বন্ধ করে দিলেন। সমস্ত বন বাণ দিয়ে এমনভাবে ঘিরে রাখলেন যাতে কোনো প্রাণীই বাইরে যেতে না পারে। সেই সময় নাগরাজ তক্ষক সেখানে ছিলেন না, কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র অশ্বসেন ওখানেই ছিলেন, বাঁচার বহু চেষ্টা করেও অর্জুনের বাণের পরিধি থেকে বার হতে পারেননি। অশ্বসেনের মাতা তাকে গলাধঃকরণ করে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। তিনি মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে লেজ পর্যন্ত গিলেছিলেন, কিন্তু অগ্নির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্য পথেই পালাতে শুরু করেন। অর্জুন তাঁকে বাণ দিয়ে বিদ্ধ করেন। ইন্দ্র অর্জুনের কাজ লক্ষ্য করছিলেন। তিনি অশ্বসেনকে বাঁচাবার জন্য এত জোরে ঝড় তুললেন এবং বৃষ্টির তেজ বাড়িয়ে দিলেন যে অর্জুনও ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অশ্বসেন সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। ইন্দ্রের এইরূপ বোকা বানানোর চেষ্টায় অর্জুন ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আকাশ ঢেকে ইন্দ্রকে কোণঠাসা করে দিলেন। ইন্দ্রও তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের বর্ষণে উত্তর দিতে লাগলেন। প্রচণ্ড হাওয়া ভয়ংকর গর্জন করে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বাজের কড়কড়াৎ ধ্বনিতে সকলের হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল। অর্জুন বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। ইন্দ্রের বজ্র তার কাছে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, জলধারা শুকিয়ে গেল, বিদ্যুৎ চমক লুকিয়ে পড়ল, অন্ধকার কেটে গেল। অর্জুনের এই অস্ত্র-কৌশল দেখে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সর্প কোলাহল করতে করতে সামনে চলে এল। তারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর নানাপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ চক্র এবং অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সকলের সেনাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

এইসব দেখেশুনে ইন্দ্রের ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি শ্বেতবর্ণ ঐরাবতের পিঠে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কাছে এলেন এবং তড়িৎ গতিতে তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করলেন, দেবতারা উচ্চৈঃস্বরে বললেন—'এখনই এরা দুজন মরে যাবে।' সকল দেবতা নিজ নিজ অস্ত্র নিলেন, যমরাজ কালদণ্ড, কুবের গদা, বরুণ পাশ এবং বিচিত্র বজ্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও এদিকে ধনুক নিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়ালেন। এই দুই সখার সামনে ইন্দ্রাদি দেবতাদের কোনো অস্ত্রই কার্যক্ষম হল না। মন্দার পর্বতের একটি শিখর তুলে অর্জুনকে মারতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পর্বতের শিখর পড়ার আগেই অর্জুন বাণের আঘাতে তাকে টুকরো টুকরো করে দিলেন। সেই পাথরের টুকরোতে খাণ্ডব বনের দানব, রাক্ষস, নাগ, বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, সিংহ, মৃগ, মহিষ এবং অন্যান্য বন্য পশু ও পক্ষী ক্ষত-বিক্ষত হল এবং ভয়ে পালাতে লাগল। একদিকে আগুন সকলকে পোড়াতে আসছে অন্য দিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বাণবর্ষণ। কেউই পালাতে পারল না। শ্রীকৃষ্ণের চক্র এবং অর্জুনের বাণে টুকরো টুকরো হয়ে জীব-জন্তু অগ্নিতে ভস্ম হতে থাকল। দেবতা এবং দানব সকলেই তাঁদের পৌরুষ দেখে হতবাক হয়ে রইল।

সেইসময় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ইন্দ্রকে সম্বোধন করে এক আকাশবাণী শোনা গেল—'ইন্দ্র ! তোমার মিত্র তক্ষক কুরুক্ষেত্রে যাওয়ায় এই ভয়ংকর আগুনে দগ্ধ হয়নি, সে প্রাণে বেঁচে গেছে। তুমি অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে কোনোভাবেই হারাতে পারবে না। তোমার বোঝা উচিত যে এঁরা চিরপরিচিত নর-নারায়ণ, এঁদের শক্তি ও পরাক্রম

অসীম। এঁরা সকলের অজেয় এবং দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর, মানুষ এবং সর্প সকলের কাছেই পূজনীয়। তুমি দেবতাদের নিয়ে এখান থেকে প্রস্থান করো, এতে তোমার সম্মান রক্ষা পাবে। খাণ্ডব বন দহন বিধির-বিধান।' দৈববাণী শুনে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে গেলেন, দেবতারাও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

দেবতাদের রণভূমি থেকে চলে যেতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন হর্ষধ্বনি করলেন। তীব্র আগুনে অনাথের ন্যায় খাণ্ডববন পুড়তে লাগল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন ময়দানব তক্ষকের নিবাসস্থল থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং মূর্তিমান হয়ে অগ্নি তাকে পুড়িয়ে মারবার জন্য তাকে অনুসরণ করছেন, তিনি ময়দানবকে মারার জন্য চক্র তুললেন। সামনে চক্র এবং পিছনে লেলিহান অগ্নিকে দেখে ময়দানব প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল, তারপর কিছু চিন্তা করে চিৎকার করে বলল—'বীর অর্জুন ! আমি তোমার শরণাগত, তুমি আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম।' অর্জুন বললেন—'ভয়

পেয়ো না।' অর্জুন অভয়দান করাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্র ফিরিয়ে নিলেন এবং অগ্নিও তাকে ভস্ম করলেন না। ময়দানব রক্ষা পেয়ে গেলেন। খাণ্ডব বন পনেরো দিন ধরে জ্বলতে লাগল। এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি প্রাণীই মাত্র বেঁচে গিয়েছিল—অশ্বসেন সর্প, ময়দানব এবং চার শার্ঙ্গ পক্ষী। শার্ঙ্গ পক্ষীদের পিতা মন্দপাল এবং সেই পক্ষীদের সবথেকে বড় পক্ষী জরিতারি অগ্নিদেবের স্তুতি করে নিজেদের প্রাণরক্ষার কথা আদায় করেছিল।

অগ্নিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সাহায্যে প্রজ্বলিত হয়ে খাণ্ডব বনকে দহন করতে সক্ষম হলেন ; তারপর ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও সেই সময় অন্য দেবতাদের সঙ্গে সেখানে এলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বললেন—'আপনারা এমন এক কঠিন কাজ করেছেন, যা দেবতাদের পক্ষেও করা অসাধ্য ছিল। আমি আপনাদের ওপর অত্যন্ত খুশি হয়েছি। অতএব মানুষের কাছে যা অত্যন্ত দুর্লভ, আপনারা সেই বস্তু আমার কাছে প্রার্থনা করুন।' অর্জুন বললেন—'আপনি আমাকে সর্বপ্রকারের অস্ত্র প্রদান

করুন।' ইন্দ্র বললেন—'অর্জুন, দেবাদিদেব মহাদেব যখন তোমার ওপর প্রসন্ন হবেন, তখন তোমার তপস্যার প্রভাবে আমি তোমাকে আমার সমস্ত অস্ত্র দিয়ে দেব। সেই সময় কখন আসবে, আমি জানি।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'দেবরাজ ! আপনি আমাকে এই বর দিন যাতে অর্জুন ও আমার বন্ধুত্ব অটুট থাকে, কখনো যেন বিচ্ছেদ না হয়।' ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে বললেন—'এবমস্তু' (বেশ তাই হবে)। দেবতারা চলে গেলে অগ্নিদেব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং ময়দানব যমুনার পবিত্র তীরে এসে উপবিষ্ট হলেন।

—o—

## আদিপর্ব সমাপ্ত

—o—

।। শ্রীগণেশায় নমঃ ।।

# সভাপর্ব

## ময়াসুরের প্রার্থনা স্বীকার এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ময়াসুর তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপবিষ্ট অর্জুনের বারংবার প্রশংসা করতে লাগলেন এবং হাতজোড় করে মধুর স্বরে বললেন—'বীরবর অর্জুন ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা আমাকে বধ করতে চাইছিলেন আর অগ্নিদেব আমাকে দগ্ধ করতে চাইছিলেন। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। কৃপা করে বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?' অর্জুন বললেন—'অসুর শ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার সেবা করতে স্বীকার করায় অত্যন্ত উপকার করলে। তোমার কল্যাণ হোক। আমরা তোমার ওপর খুশি হয়েছি, তুমিও আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাক। এখন তুমি যেতে পার।' ময়াসুর বলল, 'কুন্তীনন্দন ! আপনার কথা আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই অনুরূপ। কিন্তু আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে আপনার কিছু সেবা করতে চাই। আমি দানবদের 'বিশ্বকর্মা', প্রধান শিল্পী ; আপনি আমার সেবা স্বীকার করুন।' অর্জুন বললেন—'ময়াসুর ! আমি তোমাকে প্রাণ সংকট থেকে রক্ষা করেছি, এই অবস্থায় আমি তোমার কোনো সেবা গ্রহণ করতে পারি না। তুমি বরং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিছু সেবা করে দাও, তাতেই আমার সেবা করা হবে।'

ময়াসুর যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি খানিকক্ষণ এটি নিয়ে চিন্তা করলেন যে, ময়াসুরের কাছ থেকে কী সেবা নেওয়া যায়। তিনি মনে মনে স্থির করে ময়াসুরকে বললেন—'ময়াসুর ! তুমি শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি যদি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কোনো প্রিয় কাজ করতে চাও, তাহলে তোমার মন মতো তাঁর জন্য একটি সভাগৃহ তৈরি করে দাও। সেই সভাগৃহ কৌশলে তৈরি করো যাতে কোনো চতুর শিল্পীও তার অনুকরণ করতে না পারে। তাতে দেবতা, মানুষ এবং অসুরদের সমস্ত কলা কৌশল প্রকটিত হওয়া চাই।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

আদেশ শুনে ময়াসুর অত্যন্ত আনন্দিত হল। সে

সেইরূপই এক সভাগৃহ তৈরি করবে স্থির করল।

তারপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা জানালেন এবং ময়াসুরকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। যুধিষ্ঠির তার যথাযোগ্য আপ্যায়ন করলেন। ময়াসুর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দৈত্যদের অদ্ভুত সব চরিত্র কথা শোনালেন। কিছুদিন সেখানে থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের পরামর্শ অনুযায়ী সভা তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং শুভ মুহূর্ত দেখে মঙ্গল-অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং দানাদি কার্য সম্পন্ন করে সর্বগুণসম্পন্ন এবং দিব্য সভা নির্মাণ করার জন্য দশ হাজার হাত প্রশস্ত জমি মেপে নিলেন।

জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতপক্ষে পরম পূজনীয়। পাণ্ডবরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদর আপ্যায়ন করলেন, তিনিও কিছুদিন আনন্দে সেখানে থাকলেন। তারপর তিনি পিতা মাতাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে দ্বারকা যাওয়ার জন্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিলেন। বিশ্ববন্দনীয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসিমা কুন্তীর চরণধুলি মাথায় নিলেন, কুন্তী তাঁকে আশীর্বাদ ও আলিঙ্গন করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বোন সুভদ্রার কাছে গেলেন। সেইসময় দুজনেরই চক্ষু ছিল অশ্রুসজল। ভগবান তাঁর মধুরভাষিণী সৌভাগ্যবতী বোন সুভদ্রাকে অল্প কথায় যুক্তিযুক্ত এবং অকাট্য বাক্যে তাঁর দ্বারকা যাওয়ার প্রয়োজনের কথা জানালেন। সুভদ্রাও মাতা-পিতার কাছে জানাবার জন্য নানা বিষয়ে বললেন এবং দাদাকে সম্মান জানিয়ে প্রণাম করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নীকে প্রসন্ন করে যাবার অনুমতি আদায় করলেন এবং পুরোহিত ধৌম্যের কাছে গেলেন। পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত ধৌম্যকে নমস্কার করে দ্রৌপদীকে ভরসা দিলেন এবং তারপরে পাণ্ডবদের কাছে এলেন। ভাইদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শোভা এমনই দেখাচ্ছিল যেন দেবতাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। স্নানাদি সমাপন করে বসন-ভূষণ পরিধান করলেন। পুষ্পমালা, গন্ধদ্রব্যে সজ্জিত হয়ে দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন। সব কাজ সমাপন করে তিনি বহির্দ্বারে এলেন। ব্রাহ্মণরা স্বস্তিবাচন করলেন। তিনি দধি, আতপ চাল, ফল, পাত্র এবং দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁদের পূজা করলেন, প্রদক্ষিণ করে স্বর্ণ নির্মিত রথে চড়ে রওনা হলেন। সেই অতি দ্রুতগামী রথ গরুড় চিহ্নে চিহ্নিত ধ্বজা, গদা, চক্র, তলোয়ার, শার্ঙ্গধনুক ইত্যাদি আয়ুধ দ্বারা সজ্জিত এবং শৈব্য, সুগ্রীব ইত্যাদি ঘোড়ায় সঞ্চালিত। তাঁর প্রস্থানের সময় তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি সবই মঙ্গলময় ছিল। রওনা হওয়ার আগে যুধিষ্ঠির প্রেমভরে রথে উঠে বসলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুককে সরিয়ে স্বয়ং ঘোড়ার রাস হাতে নিলেন। অর্জুনও আনন্দে সেই রথে লম্ফ দিয়ে উঠলেন এবং শ্বেত চামর হাতে নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ঋত্বিজ
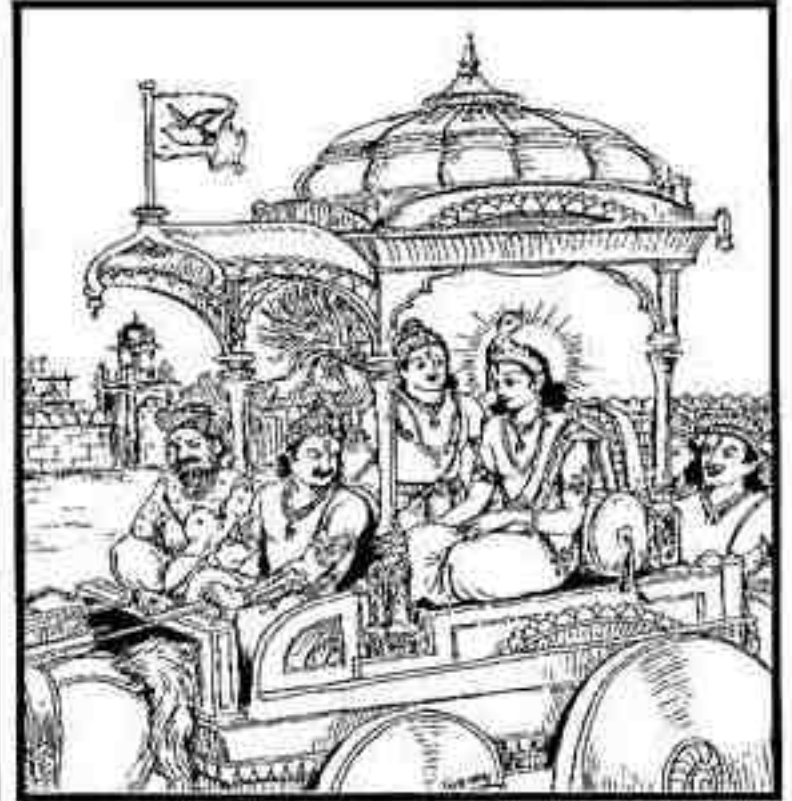
এবং পুরবাসীরা রথের পেছন পেছন চলতে লাগলেন। সেই সময় নিজ ভাইদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যেন গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যাত্রা করেছেন। ভগবানের বিচ্ছেদ ব্যথায় অর্জুন অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। ভগবান তাঁকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত কষ্টে যাওয়ার অনুমতি আদায় করলেন। যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেনকে সম্মান জানালেন, তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। নকুল, সহদেব তাঁকে প্রণাম করলেন। রথ ততক্ষণ দুক্রোশ রাস্তা পার হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ফিরে যেতে রাজি করলেন এবং তাঁর চরণে প্রণাম জানালেন, যুধিষ্ঠির তাঁকে আশীর্বাদ করে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার আসার প্রতিজ্ঞা করে অনুচরদের সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে পাঠিয়ে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। যতক্ষণ রথ দেখা গেল, পাণ্ডবরা একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন। রথ দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে তাঁদের প্রেমপূর্ণ মন হতাশায় ভরে গেল। জীবন সর্বস্ব
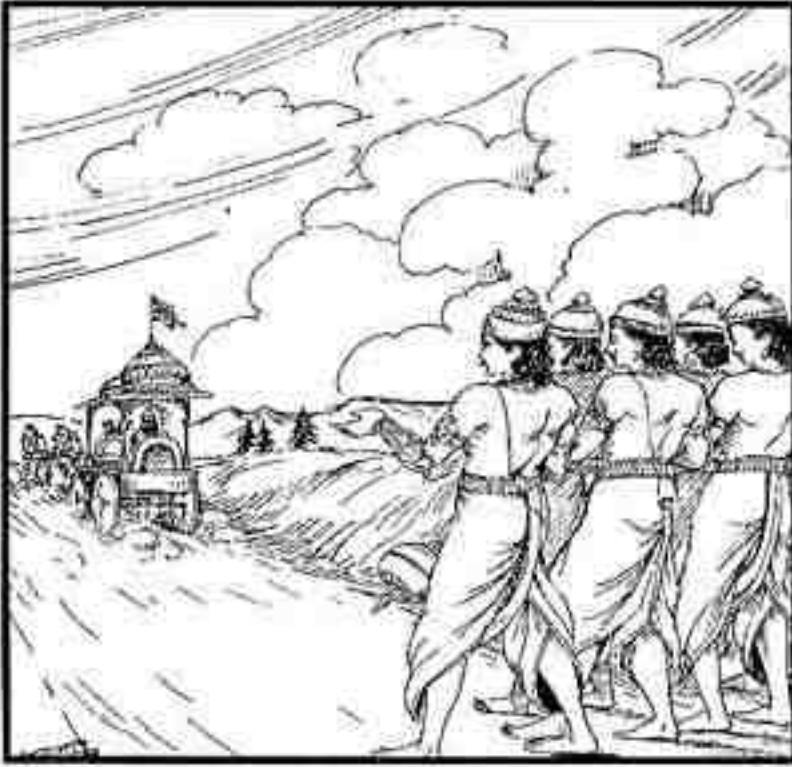
শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। পাণ্ডবদের কোনো স্বার্থ ছিল না, তবুও তাঁদের অন্তরের টান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই ছিল। শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলে তাঁরা নীরবে নগরীতে ফিরে এলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামী রথ দ্বারকার দিকে এগিয়ে চলল। তাঁর সঙ্গে সারথি দারুক ছাড়াও বীর সাত্যকিও ছিলেন। কিছু সময় পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত মনে দ্বারকাতে পৌঁছলেন। উগ্রসেন প্রমুখ যদুবংশীয়গণ নগরীর বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা উগ্রসেন, মাতা, পিতা, দাদা বলরামকে প্রণাম করে পুত্র প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ প্রমুখকে আলিঙ্গন করে গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে রুক্মিণী মহলে প্রবেশ করলেন।

—o—

## দিব্য সভা নির্মাণ এবং দেবর্ষি নারদের প্রশ্নরূপে প্রবচন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করার পর ময়াসুর অর্জুনকে বললেন—'হে মহাবাহু ! আমি এখন আপনার অনুমতি নিয়ে মৈনাক পর্বতে যেতে চাই। সেখানে বিন্দুসরের কাছে দৈত্যরা এক যজ্ঞ করেছিলেন। সেই স্থানে আমি একটি মণিময় পাত্র তৈরি করেছিলাম, সেটি দৈত্যরাজ বৃষপর্বার সভায় রাখা হয়েছিল। যদি সেটি এখনও সেখানে থেকে থাকে, তাহলে সেটি নিয়ে আমি শীঘ্রই এখানে ফিরে আসব। সেখানে এক অদ্ভুত রত্ন-মণ্ডিত, সুখদ, মজবুত গদাও আছে, তা স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত। বৃষপর্বা শত্রুদের সংহার করে অন্য গদার আঘাত সহনকারী সেই ভারী গদা ওখানেই রেখে দিয়েছেন। সর্বপ্রকার গদার মধ্যে এই গদা অতুলনীয়। আপনার গাণ্ডীব ধনুকের মতোই এটি ভীমের জন্য যোগ্য গদা। দেবদত্ত নামে একটি শঙ্খও সেখানে আছে, আমি সেটি এনে আপনাকে অর্পণ করব।' এই বলে ময়াসুর ঈশান কোণের দিকে যাত্রা করে পূর্বোক্ত বিন্দুসরে পৌঁছলেন। রাজা ভগীরথ গঙ্গা অবতরণের জন্য ওইখানেই তপস্যা করেছিলেন এবং প্রজাপতি ওই স্থানেই একশত যজ্ঞ করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ওইখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ওইস্থানে সহস্র সহস্র প্রাণী ভগবান শংকরের উপাসনা করে থাকেন ; ওই একই স্থানে নর-নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম, শিব সহস্র চতুর্যুগ ধরে যজ্ঞ করেন এবং স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সারা বছর যজ্ঞ করে ওইখানেই সুবর্ণমণ্ডিত যজ্ঞস্তম্ভ ও বেদি দান করেছেন।

জনমেজয় ! ময়াসুর সেখানে গিয়ে সভা-তৈরি করার সমস্ত জিনিসপত্র, পূর্বোক্ত গদা, দেবদত্ত শঙ্খ এবং অপরিমিত ধন অধিকার করে যুধিষ্ঠিরের জন্য বিশ্ববিশ্রুত মণিময় দিব্য সভা নির্মাণ করেন। তিনি সেই শ্রেষ্ঠ গদা ভীমসেনকে এবং দেবদত্ত শঙ্খ অর্জুনকে সমর্পণ করেন। সেই শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনিতে ত্রিলোকে আলোড়ন উঠত। সেই সভাগৃহ দশ হাজার হাত দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল। তাতে সুন্দর বৃক্ষ সমূহের সবুজ পাতার ছায়ায় মনে হত যেন সূর্য, চন্দ্র অথবা অগ্নির সভা বসেছে। সেই অলৌকিক দৃশ্য শোভার সামনে সূর্যের দীপ্তিও ম্লান হয়ে যায়। ময়াসুরের নির্দেশে আট হাজার কিঙ্কর রাক্ষস সেই দিব্য সভা দেখা-শোনা করত। প্রয়োজন হলে সেটি অন্য স্থানেও নিয়ে যাওয়া যেত। সেই সভা ভবনে এক দিব্য সরোবরও ছিল।

সেটি নানাপ্রকার মণি-মাণিক্যযুক্ত সিঁড়িতে শোভিত, জলরাশি পদ্মপুষ্পে শোভিত এবং মলয় পবনে তরঙ্গায়িত। বহু দিকপাল রাজাগণও সেই জলকে স্থল মনে করে হতবুদ্ধি হয়ে যেত। তার চারদিকে গগনচুম্বী বৃক্ষরা পান্না-সবুজ পাতায় ছাওয়া ছিল। সভার চারদিকে সুগন্ধি পুষ্পবিতান বিদ্যমান ছিল। পাশে ছোট ছোট কুণ্ড ছিল, তাতে হংস, সারসরা খেলা করত। জল-স্থলের পুষ্পের সুগন্ধে লোকে মুগ্ধ হত। মাত্র চোদ্দমাসে ময়াসুর এই দিব্য সভাগৃহ নির্মাণ করে যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করেন।

জনমেজয় ! শুভ মুহূর্ত দেখে যুধিষ্ঠির দশ হাজার ব্রাহ্মণকে ফল-মূল-ক্ষীর ইত্যাদি নানাপ্রকার খাদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করলেন। তাঁদের বস্ত্র, পুষ্পমালা এবং নানাবিধ সামগ্রী দিয়ে তুষ্ট করলেন, প্রত্যেককে এক হাজার করে গাভী দান করলেন। তারপরে যুধিষ্ঠির যখন সভাগৃহে প্রবেশ করলেন তখন ব্রাহ্মণরা সম্মিলিতভাবে স্বস্তিবাচন করতে লাগলেন। নানাপ্রকার ফল-ফুল দিয়ে দেবতাদের পূজা করা হল। লাঠিয়াল, পালোয়ান, মল্লবীর, নট-নটী, বৈতালিকগণ নিজ নিজ নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেন। তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সভায় আসীন হলেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক মুনি-ঋষি এবং রাজা-মহারাজাও ছিলেন। ঋষিদের মধ্যে প্রধানত অসিত, দেবল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, জৈমিনি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী, ধর্মজ্ঞ, সংযমী প্রবচনকার উপস্থিত ছিলেন। কক্ষসেন, ক্ষেমক, কমঠ, কম্পন, মদ্রকাধিপতি জটাসুর, পুলিন্দ, অঙ্গ, পুণ্ড্রক, অন্ধক, পাণ্ড্য এবং ওড়িশা ইত্যাদি দেশের অধিপতিরা যুধিষ্ঠিরের সেবায় উপস্থিত ছিলেন। অর্জুনের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাকারী রাজকুমাররা এবং যদুবংশীয় প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি প্রমুখও সেখানে ছিলেন। তুম্বুরু, চিত্রসেন প্রমুখ গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণও ধর্মরাজকে প্রসন্ন করতে সেখানে এসেছিলেন নৃত্য-গীত প্রদর্শন করার জন্য। সেই সময় মহর্ষি এবং রাজর্ষিদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে দেখে মনে হল যেন স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর সভায় বিরাজমান।

জনমেজয় ! একদিন পাণ্ডব এবং গন্ধর্বগণ সেই দিব্য সভায় আনন্দে বসেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ আরও কয়েকজন ঋষিকে সঙ্গে করে সেইখানে উপস্থিত হলেন। রাজন্ ! দেবর্ষি নারদের মহিমা অপার, তিনি বেদ ও উপনিষদে পারদর্শী ও বিদ্বান্। বহু শ্রেষ্ঠ দেবতাও তাঁকে পূজা করতেন। ইতিহাস, পুরাণ, প্রাচীন, কল্প এবং পূর্বোত্তর মীমাংসার জ্ঞানে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তিনি বেদের ছয়টি অঙ্গ ব্যাকরণ, কল্প, শিক্ষা ইত্যাদি তো জানতেনই, ধর্মেরও সবকিছুতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রগলভ বক্তা, স্মৃতিযুক্ত মেধাবী, নীতিকুশল এবং সহৃদয় কবি ছিলেন। কর্ম এবং জ্ঞানের বিভাগ সম্পাদনেও তিনি সমর্থ। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচনের দ্বারা সব বিষয় ঠিক ঠিক নির্ণয় এবং প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন—এই পাঁচ অঙ্গদ্বারা যুক্ত বাক্যের গুণ দোষও তিনি খুব ভালো বুঝতেন। বৃহস্পতির সঙ্গে কথাবার্তাতেও তিনি উত্তর-প্রত্যুত্তরে বিশারদ ছিলেন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সুসঙ্গত ছিল। তিনি চতুর্দশভুবনের অণু-পরমাণু প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন। সাংখ্য ও যোগ উভয়-মার্গই তাঁর জানা ছিল। দেবতা ও অসুরদের প্রত্যেকটি নির্ণয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও তিনি জানতেন। মেলামেশা এবং শত্রুতার ভিতরের তাৎপর্য তাঁর ভালোমত জানা ছিল। শত্রু-মিত্রের শক্তির যথার্থ জ্ঞানও তাঁর ছিল। রাজনীতি ও কূটনীতি সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। যুদ্ধ এবং গীত—দুইয়েতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। কোথাও আসা-যাওয়াতে তাঁর কোনো বাধা ছিল না। তিনি আরও বহুগুণে গুণান্বিত ছিলেন। সেইদিন তিনি লোক-লোকান্তরে ঘুরে ফিরে পারিজাত, পর্বত, সুমুখ প্রমুখ ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁদের সভায় এলেন। সেখানে এসে স্নেহভরে ধর্মরাজকে

আশীর্বাদ করে বললেন—'জয় হোক ! জয় হোক !'

সর্ব ধর্মের মর্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে দেখে ভ্রাতাগণ সহ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন, বিনীতভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করে তাঁকে উপযুক্ত আসনে বসালেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর পূজা ও আপ্যায়ন করলেন। দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদের আপ্যায়নে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং কুশল প্রশ্নাদি করার সময় তাঁদের ধর্ম-অর্থ ও কাম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন।

দেবর্ষি নারদ বললেন—'ধর্মরাজ ! আপনার অর্থের

সদ্ব্যবহার হয় তো ? আপনার মন ধর্ম কার্যে ব্যাপৃত, আশাকরি আপনি সুখী হবেন। আপনার মনে নিশ্চয়ই কোনো খারাপ চিন্তা আসে না। আপনার পিতৃ-পিতামহগণ যে সদাচার পালন করেছেন, আপনিও নিশ্চয়ই সেই ধর্ম-অর্থের অনুকূল উদার নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ! অর্থে প্রীতির জন্য ধর্মপালনে, ধর্মে প্রীতির জন্য অর্থের এবং কামপ্রিয়তা ধর্ম ও অর্থের প্রতিবন্ধক যেন না হয়। আপনি তো সময়ের মূল্য বোঝেন। অর্থ, ধর্ম এবং কামের জন্য পৃথক পৃথক সময় স্থির করেছেন তো ? রাজার মধ্যে ছয়টি গুণ থাকা উচিত—ব্যাখ্যা করার শক্তি, বীরত্ব, মেধা, পরিণামদর্শিতা, নীতি-নৈপুণ্য এবং কর্তব্য-অকর্তব্য-বিবেক। সাতটি উপায় হল—মন্ত্র, ওষধি, ইন্দ্রজাল, সাম, দান, দণ্ড এবং ভেদ। পূর্বোক্ত গুণাদির সাহায্যে এই উপায়গুলি নিরীক্ষণ করা উচিত এবং চোদ্দটি দোষের ওপর নজর রাখা উচিত। সেগুলি হল—নাস্তিকতা, মিথ্যা, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানীদের সঙ্গ না করা, আলস্য, ইন্দ্রিয় পরবশতা, শুধু অর্থেরই চিন্তা করা, মূর্খের সঙ্গে পরামর্শ, নিশ্চিত কার্যে ঢিলেমি, পরামর্শ গুপ্ত না রাখা, সময়মতো উৎসব না করা এবং একসঙ্গে অনেক শত্রুর ওপর আক্রমণ করা। এই দোষ থেকে রক্ষা পেয়ে নিজ শক্তি এবং শত্রুর শক্তি সম্পর্কে ঠিক ঠিক জ্ঞান রাখেন তো ? নিজ শক্তি এবং শত্রুর শক্তি অনুমান করে সন্ধি বা যুদ্ধ দ্বারা আপনি আপনার জমি-জমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, হাতি-ঘোড়া, হীরা-জহরত ইত্যাদির জন্য নিয়োজিত লোকদের কার্যাদি ঠিকমতো দেখাশোনা করেন তো ? যুধিষ্ঠির ! আপনার রাজ্যের সাতটি অঙ্গ—স্বামী, মন্ত্রী, মিত্র, অর্থকোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও পুরবাসীরা শত্রুদের সঙ্গে মিলে যায়নি তো ? নগরের ধনী ব্যক্তিরা কুপ্রভাব থেকে দূরে আছে তো ? আপনার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাসম্মান বজায় আছে তো ? আপনার শত্রুর গুপ্তচর আপনার উপর বিশ্বাস সৃষ্টি করে আপনার কাছ থেকে অথবা আপনার মন্ত্রীদের কাছ থেকে গোপন পরামর্শ জেনে যায় না তো ? আপনি আপনার মিত্র, শত্রু এবং উদাসীন লোকের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খোঁজ খবর রাখেন তো, তাঁরা কী করেন না করেন ? আপনি ঠিক সময় অনুসারে মেলামেশা এবং শত্রুতা করেন তো ? আপনার মন্ত্রী আপনার সমানই জ্ঞানবৃদ্ধ, পুণ্যাত্মা, বুদ্ধিমান, কুলীন এবং সম্মানীয় তো ?

যুধিষ্ঠির ! বিজয়ের মূল হল বিচারের গোপনতা। আপনার শাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রীরা আপনার বিচার এবং সংকল্পগুলি গোপন রাখে তো ? এর দ্বারাই দেশরক্ষা হয়। শত্রুরা আপনার কথা সব জেনে যায় না তো ? আপনি অসময়ে নিদ্রাসক্ত হন না তো ? সময়মত জেগে যান তো ? রাত্রের শেষপ্রহরে ঘুম থেকে উঠে আপনি অর্থ চিন্তা করেন কি ? আপনি একলা কিংবা অনেকের সঙ্গে যে মন্ত্রণা করেন আপনার পরামর্শগুলি শত্রুদের কাছে পৌঁছে যায় না তো ? একটু চেষ্টা করলেই অনেক বড় কাজ করা যায়, সেই ভেবেই কাজ আরম্ভ করেন তো ? সেই কাজে আলস্য করেন না তো ? যারা চাষ করে, তাদের সুবিধা-অসুবিধার খবর রাখেন তো ? তাদের ওপর আপনার বিশ্বাস আছে তো ? তাদের প্রতি ঔদাসীন্য যেন না থাকে, তাদের ভালোবাসাই রাজ্যের উন্নতির কারণ। চাষীদের কাজ বিশ্বাসী, নির্লোভ এবং কুলীনদের দিয়ে করানো উচিত। আপনার কাজ শেষ হবার আগেই

লোকে জেনে যায় না তো ?

আপনার আচার্য ধর্মজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রনিপুণ হয়ে কুমারদের ঠিকমতো অস্ত্র-শিক্ষা দিচ্ছেন তো ? আপনি সহস্র মূর্খের পরিবর্তে একজন বিদ্বানকে কি গুরুত্ব দেন ? কেননা বিদ্বানই বিপত্তির সময় রক্ষা করতে পারে। আপনার সমস্ত দুর্গে ধন-ধান্য-অস্ত্র-শস্ত্র-জল-যন্ত্র-কারিগর এবং সৈনিকের সঠিক আয়োজন আছে তো ? যদি একজন মন্ত্রীও মেধাবী, সংযমী এবং বুদ্ধিমান হয় তাহলে তা রাজা অথবা রাজকুমারকে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী করে দেয়। আপনি শত্রুপক্ষের মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দ্বারপাল, কারাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, কার্য নির্ণায়ক, উপদেষ্টা, নগরাধিপতি, কার্যনির্মাণ কর্তা, ধর্মাধ্যক্ষ, সভাপতি, দণ্ডপাল, দুর্গপাল, সীমাপাল এবং বনবিভাগের অধিকারীদের ওপর তিনজন করে গুপ্তচর রেখে থাকেন তো ? প্রথম তিনজনকে বাদ দিয়ে নিজ পক্ষের বাকি অধিকারীদের ওপরও তিনজন করে গোপন গুপ্তচর রাখা উচিত। আপনি স্বয়ং সতর্ক থেকে নিজের কথা শত্রুদের কাছে গোপন রাখবেন এবং তাদের কাজের খবর রাখবেন। মহাত্মা ! আপনার পুরোহিত কুলীন, বিদ্বান এবং বিনয়ী তো ? তিনি নিন্দুক এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় নন তো ? আপনি নিশ্চয়ই তাঁকে যথোচিত মর্যাদা দেন। আপনি বুদ্ধিমান সরল এবং বিধিনিয়ম জানেন এমন ব্যক্তিকেই ঋত্বিক নিযুক্ত করেছেন তো ? তিনি যজ্ঞ করার সামগ্রীগুলি সঠিকভাবে নিবেদন করেন তো ? আপনার জ্যোতিষী সমস্ত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ এবং নক্ষত্রের অবস্থান ও প্রভাব নিপুণভাবে জানেন তো ? আপনি রাজকার্যে অযোগ্য কর্মচারীদের নিযুক্ত করেননি তো ? আপনি আপনার মন্ত্রীদের সমসময় কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তো ? মন্ত্রীরা শীল-সৌজন্য এবং ভালোবাসা পরিত্যাগ করে প্রজাদের কঠোরভাবে শাসন করেন না তো ? পবিত্র যাজ্ঞিক পতিত যজমানের এবং নারী ব্যভিচারী পুরুষকে অপমান করে, তেমনই প্রজারা বেশি কর দেওয়ার জন্য আপনাকে দোষারোপ করে না তো ?

আপনার সেনাপতি তেজস্বী, বীর, বুদ্ধিমান, ধৈর্যশালী, পবিত্র, কুলীন, রাজভক্ত এবং চতুর তো ? আপনার সেনাদের দলপতিরা সর্বপ্রকার যুদ্ধে চতুর, নিষ্কপট, শূরবীর এবং আপনার দ্বারা সম্মানিত তো ? আপনি আপনার সেনাদের খাদ্য ও বেতনের ঠিকমতো ব্যবস্থা করেন তো ? বেতনে বিলম্ব বা কম হয়ে যায় না তো ? খাদ্য ও বেতন ঠিক সময়মতো না পেলে সৈনিকদের কষ্ট হয় এবং তারা বিদ্রোহ করে বসে। আপনার কর্মচারীরা কি আপনার প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল যে তারা আপনার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ? এদের মধ্যে এমন কেউ নেই তো, যে তার ইচ্ছানুসারে সমস্ত সেনা চালনা করছে, আপনার নির্দেশ মানছে না ! কোনো কর্মচারী কোনো বিশেষ ভালো কাজ করলে তার বেতন বৃদ্ধি হয় তো ? রাজন্ ! যারা আপনাকে রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন করেন বা সংকটের মধ্যে পড়েন, তাদের পরিবারকে আপনি রক্ষা করেন তো ? বলহীন শত্রু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যখন আপনার শরণাগত হয় তখন আপনি তাকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করেন তো ? সমস্ত প্রজা আপনাকে নিরপেক্ষ, হিতকারী এবং পিতা-মাতার সমকক্ষ মনে করে তো ?

প্রথমে নিজের ইন্দ্রিয়কে জয় করে তারপর ইন্দ্রিয়াদির অধীন শত্রুদের জয় করা যায়। শত্রুদের বশ করার জন্য সাম-দান-দণ্ড সর্বপ্রকার উপায় প্রয়োগ করা উচিত। নিজ রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করে তবে শত্রুর ওপর হামলা করতে হয় এবং জয়লাভ করে সেই রাজ্যে নিজ অধিকার স্থাপন করা উচিত। আপনি নিশ্চয়ই তাই করে থাকেন !

আপনি আপনার আত্মীয়-কুটুম্ব, গুরুজন-বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী-কারিগর, আশ্রিত-দরিদ্রদের সদা-সর্বদা ভরণ-পোষণ ও দেখা-শোনা করেন তো ? যে ব্যক্তি প্রতিদিন অর্থের আয়-ব্যয়ের কাজে নিযুক্ত থাকেন, তিনি প্রত্যহ আপনার কাছে হিসাব পেশ করেন তো ? কখনো যোগ্য এবং হিতৈষী কর্মচারীকে বিনা অপরাধে পদচ্যুত করেননি তো ? কখনো কোনো কাজে লোভী, চোর, শত্রুকে নিয়োগ করেননি তো ? কোনো চোর, লোভী রাজকুমার, রানি বা স্বয়ং আপনি দেশবাসীদের দুঃখ দেন না তো ? আপনার রাজ্যে জলপূর্ণ পুষ্করিণী বহুল পরিমাণে আছে তো ? আপনি চাষের জমি বর্ষার জলের ভরসায় রাখেননি তো ? চাষের বীজ ও ফলনের উপযুক্ত পরিবেশ কখনো নষ্ট করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলে অল্প সুদের বিনিময়ে তাদের অর্থ সাহায্য করা উচিত। আপনার রাজ্যে কৃষিকাজ, গোরক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে করা হয়ে থাকে তো ? ধর্মানুকূল ব্যবস্থাতেই প্রজারা সুখী হয়। আপনার রাজ্যে বিচারপতি, তহশীলদার, পঞ্চায়েত প্রধান, পেশকার এবং সাক্ষী—এই পাঁচ ব্যক্তি প্রজাদের হিতে

তৎপর এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করে থাকেন তো ? নগর রক্ষার জন্য গ্রামরক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজ্যসীমা রক্ষা করাও গ্রামরক্ষার সঙ্গে সমানভাবে করা উচিত। সেখানকার খবর ঠিক সময়মতো সংগ্রহ করেন তো ? আপনার রাজ্যে অপরাধী, চোর, উচ্চনীচ ব্যক্তি গ্রামগুলি লুট করে না তো ? আপনি নারীদের সুরক্ষিত এবং প্রসন্ন রাখেন তো ? এঁদের ওপর বিশ্বাস করে গুপ্তকথা বলে দেন না তো ? আপনি ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে বিপদকে উপেক্ষা করেন না তো ? আপনার সেবক সর্বদা আপনার রক্ষায় তৎপর থাকে তো ? আপনি অপরাধীদের কাছে যমরাজ এবং পূজনীয়দের কাছে ধর্মরাজরূপে বিরাজ করেন তো ? প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিদের ভালোমতো পরীক্ষা করে তারপর তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন তো ? শরীরের ব্যাধি দূর হয় নিয়ম পালন ও ঔষধ সেবন করলে আর মনের পীড়া দূর হয় জ্ঞানী পুরুষদের সৎসঙ্গে। আপনি তা যথাযোগ্য করে থাকেন তো ?

আপনার চিকিৎসক অষ্টাঙ্গ-চিকিৎসায় নিপুণ, হিতৈষী, শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং শরীরের দেখাশোনায় পারঙ্গম তো ? আপনি লোভ, মোহ বা অহংকারবশত অর্থী এবং প্রত্যর্থীদের উপেক্ষা করেন না তো ? আপনি লোভ, মোহ, বিশ্বাস অথবা ভালোবাসার দ্বারা আপনার আশ্রিত জনদের জীবিকায় বাধাপ্রদান করেন না তো ? আপনার দেশবাসীরা গোপনে শত্রুদের কাছে উৎকোচ নিয়ে আপনার বিরোধিতা করছে না তো ? প্রধান প্রধান রাজারা প্রেমপরবশ হয়ে আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকেন কি না ? আপনার বিদ্যাবত্তা এবং গুণাদির জন্য ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ আপনাকে প্রশংসা করেন তো ? আপনি তাঁদের দক্ষিণা দিয়ে থাকেন তো ? এরূপ করলে আপনার স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হবে। আপনার পূর্বপুরুষগণ যেমন বৈদিক সদাচার পালন করেছিলেন, আপনি সেইরূপ পালন করেন তো ? আপনার মহলে গুণবান্ ব্রাহ্মণ রুচিকর আহারের পরে দক্ষিণা পান তো ? আপনি সময় সময়ে পূর্ণ সংযম নিয়ে একাগ্র মনে যাগ-যজ্ঞাদি করে থাকেন তো ? ভাই, গুরু, বৃদ্ধ, দেবতা, তপস্বী, দেবস্থান, শুভ বৃক্ষ এবং ব্রাহ্মণদের নমস্কার করেন তো ? আপনার জন্য কারো মনে শোক বা ক্রোধ উৎপন্ন হয় না তো ? মঙ্গলকারী দ্রব্য নিয়ে আপনার সঙ্গে সর্বদাই কেউ থাকে তো ? আপনার মঙ্গলময় ধর্মানুকূল বৃত্তি সর্বদা একপ্রকার থাকে তো ? এইরূপ বৃত্তি আয়ু এবং যশবৃদ্ধিকারী এবং ধর্ম-অর্থ-কাম পূরণকারী। যে রাজা এই বৃত্তি রাখেন, তাঁর দেশ কখনো সংকটগ্রস্ত হয় না। সমস্ত পৃথিবী তাঁর বশীভূত হয়, তিনি সুখী হন।

ধর্মরাজ ! আপনার কোনো শাস্ত্র-কুশল মন্ত্রী অজ্ঞতা-বশত কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে চোর মনে করে কষ্ট দেয় না তো ? আপনার কোনো কর্মচারী ঘুষ নিয়ে অপরাধী ব্যক্তিকে বিনাদণ্ডে ছেড়ে দেয় না তো ? ধনী দরিদ্রের বিবাদে আপনার কর্মচারী ধনলোভে দরিদ্রের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে না তো ? আমি আগে যে চোদ্দটি দোষের বর্ণনা করেছি, তার থেকে আপনার অবশ্যই রক্ষা পাওয়া উচিত। বেদের সাফল্য যজ্ঞে, ধনের সাফল্য দান এবং ভোগে, পত্নীর সাফল্য আনন্দ এবং সন্তানে এবং শাস্ত্রের সাফল্য শীল এবং সদাচার দ্বারা হয়।

দূর থেকে যেসব ব্যবসায়ী আসেন তাঁরা ঠিকমতো কর দেন তো ? রাজধানী এবং সর্বত্র ব্যবসায়ীদের সম্মান দেওয়া হয় তো ? তাঁরা প্রতারিত হয়ে যান না তো ? আপনি গুরুজনদের কাছ থেকে প্রতিদিন ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র শ্রবণ করেন তো ? চাষের থেকে উৎপাদিত অন্ন, ফুল, ফল, মধু, ঘৃত ইত্যাদি ধর্ম-বুদ্ধি যুক্ত রেখে ব্রাহ্মণদের দেওয়া হয় তো ? আপনি আপনার কারিগরদের ঠিকমতো কাজের জিনিস, বেতন, কাজ দেন তো ? যাঁরা আপনার ভালো করেন, পূর্ণ সভাকক্ষে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে আপ্যায়ন করেন তো ? আপনি সর্বপ্রকার সূত্রগ্রন্থ যেমন হস্তিসূত্র, রথসূত্র, অশ্বসূত্র, অস্ত্রসূত্র, যন্ত্রসূত্র এবং নাগরিকসূত্র অভ্যাস করেন নিশ্চয়ই ! আপনি সর্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, মারণপ্রয়োগ, ঔষধিপ্রয়োগ জানেন নিশ্চয়ই ? আপনি অগ্নি, হিংস্র জন্তু, রোগ এবং রাক্ষসদের থেকে সমস্ত রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন তো ? অন্ধ, বোবা, খঞ্জ, অনাথ এবং সাধু সন্ন্যাসীদের ধর্মত রক্ষক আপনিই। মহারাজ ! রাজাদের অনর্থকারক ছয়টি দোষ হল—নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মৃদুতা এবং দীর্ঘসূত্রতা।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দেবর্ষি নারদের বাণী শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর পদস্পর্শ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'আমি আপনার আদেশ পালন করব। আজ আমার বুদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল।' এই কথা বলে তিনি তখন থেকেই দেবর্ষির কথা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করলেন। দেবর্ষি নারদ বললেন—'যে রাজা এইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা করে, সে ইহলোকে তো সুখী হয়ই, পরলোকেও সুখ পায়।'

—— ০ ——

## দেবসভার কথা এবং স্বর্গীয় পাণ্ডুর সংবাদ

বৈশম্পায়ন বললেন—'জনমেজয় ! দেবর্ষি নারদের উপদেশ শুনে ধর্মরাজ তাঁকে অত্যন্ত আদর-আপ্যায়ন জানলেন। বিশ্রাম করার পর আবার তাঁর কাছে গিয়ে ধর্মরাজ প্রশ্ন করলেন—'দেবর্ষি ! আপনি সর্বদা মনের ন্যায় গতিবেগে পর্যটন করে থাকেন এবং ব্রহ্মার সৃষ্ট সমগ্রলোক পরিদর্শন করেন। আপনি কোথাও এইরূপ অথবা এর থেকে সুন্দর সভা দেখেছেন ? কৃপা করে বলুন।' ধর্মরাজের এই প্রশ্ন শুনে দেবর্ষি নারদ মধুর হেসে মিষ্ট বাক্যে বললেন—'ধর্মরাজ ! মনুষ্য লোকে আমি এরূপ মণিময়যুক্ত সভা দেখিনি এবং শুনিওনি। আমি আপনাকে যমরাগ, বরুণ, ইন্দ্র, কুবের এবং ব্রহ্মার সভাসমূহের বর্ণনা শোনাচ্ছি। এগুলি আপনাকে যমরাজ, বরুণ, ইন্দ্র, কুবের এবং ব্রহ্মার সভাসমূহের বর্ণনা শোনাচ্ছি। এগুলি লৌকিক ও অলৌকিক কলা-কুশলযুক্ত। সূক্ষ্ম তত্ত্ব দ্বারা তৈরি হওয়ায় এক একটি সভা নানারূপে প্রতিভাত হয়। দেবতা, পিতৃ পুরুষ, যাজ্ঞিক, বেদ, যজ্ঞ, ঋষি, মুনি ইত্যাদি মূর্তিমান হয়ে তাতে নিবাস করেন।' দেবর্ষি নারদের কথা শুনে পঞ্চ পাণ্ডব এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী সেই সভার বর্ণনা শোনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হলেন। তাঁরা হাতজোড় করে অনুরোধ করলেন—আপনি সেই সভার বর্ণনা করুন। আমরা তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। সেই সভা কি কি বস্তু দ্বারা তৈরি এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থে কত বড় ? কারা এর সভাসদ ? এতে আর কি কি বৈশিষ্ট্য আছে ? ধর্মরাজের প্রশ্ন শুনে দেবর্ষি নারদ দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্যপুত্র যম, বুদ্ধিমান বরুণ, যক্ষরাজ কুবের এবং লোকপিতামহ ব্রহ্মার অলৌকিক সভার বর্ণনা করলেন।[১]

জনমেজয় ! দিব্যসভার বর্ণনা শুনে ধর্মরাজ দেবর্ষি নারদকে বললেন—'ভগবন্ ! আপনি যমরাজার সভায় প্রায় সমস্ত রাজাদের উপস্থিত থাকার বর্ণনা করেছেন। বরুণের সভায় নাগ, দৈত্যরাজ, নদী এবং সমুদ্রের উপস্থিতির কথা বলেছেন। কুবেরের সভায় যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, গুহ্যক এবং রুদ্রদেবের উপস্থিতির খবরও আমরা জেনেছি। আপনি বলেছেন ব্রহ্মার সভায় ঋষি-মুনি, দেবতা এবং শাস্ত্র-পুরাণ নিবাস করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবতা, গন্ধর্ব এবং ঋষি-মুনিদের কথাও বলেছেন। আপনি বলেছেন সেখানে রাজর্ষিদের মধ্যে শুধু হরিশ্চন্দ্রই ছিলেন। তিনি এমন কি সৎকর্ম, তপস্যা অথবা ব্রত পালন করেছেন যার ফলে তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ হলেন। ভগবন্ ! আপনি পিতৃলোকে আমার পিতা পাণ্ডুকে কেমন দেখেছেন ? তিনি আমার জন্য কি সংবাদ পাঠিয়েছেন ? আপনি কৃপা করে তাঁর কথা বলুন।'

দেবর্ষি নারদ বললেন—রাজন্ ! আপনার প্রশ্ন অনুসারে আমি আপনাকে রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের মহিমা শোনাচ্ছি। তিনি প্রতাপশালী এবং একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। পৃথিবীর সকল নরপতি তাঁর কাছে মাথা নত করে থাকতেন। তিনি একাই সবার ওপর বিজয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং মহান্ যজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সকল রাজাই তাঁকে কর দিয়েছিলেন এবং যজ্ঞে সব কাজে সহায়তা করেছিলেন। যাচকরা তাঁর কাছে যা চেয়েছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণদের খাদ্য, বস্ত্র, মণি-মুক্তা এবং তাঁদের ইচ্ছামত দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে প্রসন্ন করেছিলেন, তাঁরা দেশ-বিদেশে রাজার উদার মনের কথা বলতে থাকলেন। যজ্ঞের ফল এবং ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদস্বরূপ হরিশ্চন্দ্র সম্রাটপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। যে রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করেন, সম্মুখ সংগ্রামে পিছু হটেন না এবং তীব্র তপস্যা দ্বারা শরীর ত্যাগ করেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির ! আপনার পিতা পাণ্ডু হরিশ্চন্দ্রের ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে মনুষ্যলোকে গমন করতে দেখে তিনি আপনাকে বলার জন্য কিছু কথা বললেন তা শ্রবণ করুন, 'ভাইয়েরা তোমার অনুগত এবং মহারথী অতএব তুমি সমস্ত পৃথিবী জয় করতে সক্ষম। আমার জন্য তোমাকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ করতে হবে। যুধিষ্ঠির ! তুমি আমার পুত্র, তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় চিরকাল দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় আনন্দ উপভোগ করব।' ধর্মরাজ ! আমি আপনার পিতার কাছে স্বীকার করে এসেছি যে আপনাকে তাঁর এই ইচ্ছার কথা জানাব। রাজন্ ! আপনি আপনার পিতার এই বাসনা পূর্ণ করুন। এই যজ্ঞের ফলস্বরূপ শুধু আপনারই পিতাই নয়, আপনিও সেই স্থান লাভ করবেন। এই যজ্ঞে যে অনেক বড় বিঘ্ন আসে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যজ্ঞদ্রোহী রাক্ষসেরা এই কাজের প্রতীক্ষায় থাকে। একটুও

---

[১]মহাভারতে দেবসভাগুলির বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর এবং বিস্তৃত। পরলোক জিজ্ঞাসুদের কাছে তা অতি কাম্য বস্তু। মূল গ্রন্থেই সেটি পাঠ করা উচিত।

নিমিত্ত পেলে বড় ভয়ঙ্কর ক্ষত্রিয়কুলনাশক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যাতে পৃথিবীর প্রলয় উপস্থিত হয়। ধর্মরাজ ! এইসব ভালো করে ভেবে চিন্তে আপনার পক্ষে যা কল্যাণদায়ক বলে মনে হয়, তাই করবেন। রাজাসনে থেকে চার বর্ণের মানুষকে রক্ষা করে উন্নতি ও আনন্দ লাভ করুন এবং ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট রাখুন। আপনি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন, এবার আমাকে অনুমতি দিন, আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরীতে যাব।'

জনমেজয় ! দেবর্ষি নারদ তারপর তাঁর সঙ্গী ঋষিদের নিয়ে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন ভাইদের সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

## রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দেবর্ষি নারদের কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর সভাসদদের আপ্যায়ন করলেন, নিজেও তাঁদের দ্বারা সম্মানিত হলেন ; কিন্তু তাঁর মন রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্পে মগ্ন হয়ে রইল। তিনি নিজ ধর্মের কথা চিন্তা করে যাতে প্রজাদের মঙ্গল হয়, তাই করতে লাগলেন। তিনি কারোরই পক্ষপাতিত্ব করতেন না। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ক্রোধ এবং অহংকার পরিত্যাগ করে সকলের পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। সমস্ত পৃথিবীতে যুধিষ্ঠিরের জয়জয়কার হতে লাগল। তাঁর সাধু ব্যবহারে প্রজারা তাঁকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সঙ্গে কারো শত্রুতা না থাকায়, তাঁকে অজাতশত্রু বলা হত। যুধিষ্ঠির সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন। ভীম সকলকে রক্ষার কাজে এবং অর্জুন শত্রুসংহারে ব্যস্ত থাকতেন। সহদেব ধর্ম অনুসারে শাসন করতেন আর নকুল তাঁর স্বভাব অনুসারে সবার সামনে নত হয়ে থাকতেন। প্রজাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, ভয়-অধর্ম বলে কিছু ছিল না। সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করত, ঠিক সময়ে বর্ষা আসত, সকলেই সুখী ছিলেন। সেই সময় যজ্ঞশক্তি, গোরক্ষা, কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিল। প্রজারা কর বকেয়া রাখত না, কর বাড়ানোও হত না, কর আদায়ের জন্য কাউকে পীড়ন করা হত না। রোগ বা অগ্নি ভয় ছিল না। ডাকাত, ঠগ, প্রতারকরা কোনোভাবেই প্রজার ওপর অত্যাচার করতে পারত না। দেশের সব সামন্তগণ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এসে ধর্মরাজের করদান, সেবা এবং অন্যান্য সহযোগিতা করতেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যে রাজ্য অধিকার করতেন সেখানকার ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত প্রজারা তাঁকে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

জনমেজয় ! ধর্মরাজ তাঁর মন্ত্রী এবং ভাইদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন 'রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে আপনাদের কী মত ?' মন্ত্রীরা সকলেই একযোগে বললেন—'রাজসূয়

যজ্ঞের অভিষেকে রাজা সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে যান, যেমন বরুণ জলের একচ্ছত্র অধিপতি। আপনি সম্রাট হবার যোগ্য। রাজসূয় যজ্ঞ করার এই সঠিক সময়। যিনি বলশালী, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী। তাই আপনার অতি অবশ্য যজ্ঞ করা উচিত। এতে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই।' মন্ত্রীদের কথা শুনে ধর্মরাজ তাঁর ভাই, ঋত্বিক, ধৌম্য এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের সঙ্গে আলোচনা করলেন। সকলেই তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে 'আপনি রাজসূয়ের ন্যায় মহাযজ্ঞ করার সম্পূর্ণ যোগ্য।' সকলের সম্মতি পেয়ে পরম বুদ্ধিমান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সকলের কল্যাণের জন্য মনে মনে চিন্তা করলেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হল যে, নিজের শক্তি-সামর্থ, পরিস্থিতি, আয়, ব্যয় সমস্ত ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করে তবেই কিছু স্থির করা। এরূপ করলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। কেবলমাত্র আমার একার সিদ্ধান্তে যজ্ঞ হয় না, এই কথা ভেবে যজ্ঞের জন্য চেষ্টা করা উচিত। এইভাবে

মনে মনে চিন্তা করতে করতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এর সঠিক পরামর্শ দিতে সক্ষম। তিনি জগতের সমস্ত লোকেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁর স্বরূপ এবং জ্ঞান অগাধ, শক্তির তুলনা নেই। তিনি অজ হয়েও জগতের কল্যাণের এবং লীলা মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করতে সক্ষম। ভার যত বড় হোক না কেন, তিনি তা বহন করতে সক্ষম। এসব ভেবে যুধিষ্ঠির মনে মনে ভগবানের শরণ গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত জেনে তা পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। তারপর ধর্মরাজ ত্রিলোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আনবার জন্য অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দূত প্রেরণ করলেন। দূত দ্রুতগামী রথে করে দ্বারকাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিশ্চিত হলেন যে 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমার স্বয়ং দেখা করা উচিত।' তিনি তখনই ইন্দ্রসেন দূতের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে যাত্রা করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে শীঘ্রই পৌঁছতে চাইছিলেন। তাই দ্রুতগামী রথে চড়ে নানা দেশ পার হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্মরাজের কাছে উপস্থিত হলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং ভীম তাঁকে পিতার ন্যায় আপ্যায়ন করলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর পিসিমা কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং প্রিয় বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দে বাস করতে লাগলেন। অর্জুন, নকুল ও সহদেব গুরুজ্ঞানে তাঁকে সেবা করতে লাগলেন।

একদিন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করে উঠেছেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে নিজ অভিপ্রায় জানালেন। তিনি বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাই। কিন্তু আপনি তো জানেন শুধু ইচ্ছা করলেই রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভব হয় না। যিনি সব কিছু করতে সক্ষম, যাঁকে সর্বত্র পূজা করা হয়, যিনি সর্বেশ্বর, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারেন। আমার মিত্ররা একযোগে বলছেন আমাকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে। কিন্তু আপনি সম্মতি দিলে তবেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অনেকেই আমার সঙ্গে প্রীতি সম্পর্কে এবং কিছু লোক স্বার্থের জন্য আমার ক্রটির কথা না বলে আমার প্রশংসা করে। কিছু লোক তো তাদের ভালো কাজগুলিতেও আমার কাজ বলে মনে করে বসে। লোক এইরূপ নানাকথা বলে। কিন্তু আপনি সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে। আপনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। তাই আমি রাজসূয় যজ্ঞ করতে সক্ষম কি না, তা আপনিই সঠিক বলতে পারেন।'

——o——

## জরাসন্ধের বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আলোচনা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজকে বললেন—'মহারাজ! আপনার মধ্যে সকল গুণই বিদ্যমান, তাই আপনি প্রকৃতপক্ষে রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী। আপনি সবই

জানেন, তা সত্ত্বেও আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলছি। এখন রাজা জরাসন্ধ তাঁর বাহুবলে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে তাঁর রাজধানীতে বন্দী করে রেখেছেন এবং তাদের দিয়ে নিজের বিভিন্ন সেবাকার্য করাচ্ছেন। এখন উনিই রাজাদের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী। প্রতাপশালী শিশুপাল এখন তার সেনাপতি। করূষ দেশের রাজা, যিনি মহাবলী এবং মায়াযুদ্ধে পারঙ্গম, তিনি শিষ্যের ন্যায় জরাসন্ধের সেবা করছেন। পশ্চিমের পরাক্রমী মূর এবং নরক দেশের শাসক যবনাধিপতিও তাঁর অধীনতা মেনে নিয়েছেন। আপনার পিতার বন্ধু ভগদত্তও তাঁর কাছে মাথা হেঁট করে থাকেন এবং তাঁর ইশারায় রাজ্য শাসন করেন। বঙ্গ, পুণ্ড্র এবং কিরাতের রাজা মিথ্যাবাসুদেব অহংকার বশত আমার চিহ্ন ধারণ করে নিজেকে পুরুষোত্তম বলে থাকে, আমার শক্তিতেই সে বেঁচে আছে; তবুও সে এখন জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শত্রুদের কথা ছেড়ে দিন, আমার নিজের শ্বশুর ভীষ্মক, যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশের প্রভু

এবং ইন্দ্রের সখা, ভোজরাজ এবং দেবরাজ যাঁর সঙ্গে মিত্রতার জন্য লালায়িত, যিনি নিজ বিদ্যাবুদ্ধি বলে পাণ্ড্য, ক্রথ এবং কৌশিক দেশের ওপর বিজয় লাভ করেছেন, যাঁর ভাই পরশুরামের ন্যায় শক্তিশালী, তিনিও এখন জরাসন্ধের অধীন। তবুও আমরা তাঁর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, তাঁর মঙ্গল কামনা করি ; তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের সঙ্গে নয়, আমাদের শত্রুর সঙ্গেই বন্ধুত্ব রাখেন। তিনি জরাসন্ধের কীর্তিতে প্রভাবিত হয়ে নিজ কুলের অভিমান ও শক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে জরাসন্ধের শরণ নিয়েছেন। ধর্মরাজ ! উত্তর দিকের অধিপতি অষ্টাদশ ভোজ পরিবার জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করেছে। শূরসেন, ভদ্রকার, শাল্ব, যোধ, পটচ্চর, সুস্থল, সুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি, শাল্বায়ন প্রমুখ রাজা, দক্ষিণ পাঞ্চাল এবং মৎস্য, সংন্যস্তপাদ ইত্যাদি উত্তর দেশগুলির রাজারাও জরাসন্ধের ভয়ে নিজ নিজ দেশ পরিত্যাগ করে পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে পলায়ন করেছে। দানবরাজ কংস আত্মীয়-পরিজনদের বহু পীড়ন করে রাজা হয়েছিলেন। যখন তাঁর দুর্নীতি খুব বেড়ে গেল, তখন আমি বলরামকে সঙ্গে করে তাঁকে বধ করি। এতে কংসভয় দূর হলেও জরাসন্ধ প্রবলতর হয়ে উঠল। তার সৈন্য সেই সময় এত বিশাল হয়ে উঠেছিল যে আমরা তিন শত বছর ধরে তাদের সংহার করতে থাকলেও পুরো শেষ করতে পারতাম না। সে নিজ শক্তিতে রাজাদের পরাজিত করে পর্বতদুর্গে কয়েদ করে রাখে। ভগবান শংকরের তপস্যা করেই সে এই শক্তিলাভ করেছে। এখন তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। কয়েদী রাজাদের দিয়ে সে যজ্ঞ সম্পন্ন করতে চায়। তাই আরও রাজ্য জয় করার আগে ওইসব কয়েদপ্রাপ্ত রাজাদের মুক্ত করতে হবে। ধর্মরাজ, আপনি যদি রাজসূয় যজ্ঞ করতে চান তাহলে সর্বপ্রথম কর্তব্য হল কয়েদপ্রাপ্ত রাজাদের মুক্ত করা এবং জরাসন্ধ বধ। এই কাজ না করলে রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভব নয়। আপনি বুদ্ধিমান, রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে এই হল আমার মত। আপনি সব দিক ভালো করে ভেবে চিন্তে নিজেই সিদ্ধান্ত নিন এবং তারপর আপনার মত জানান।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'হে পরমজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমাকে যে ভাবে সমস্ত বিষয় উপস্থাপন করলেন, তেমন করে আর কেউ বলেনি। আপনার মতো সংশয় দূরকারী পৃথিবীতে আর কে আছে ? এখন ঘরে ঘরে রাজা, সকলেই নিজ নিজ স্বার্থে মগ্ন ; কিন্তু তারা কেউ সম্রাট নয়। সেই পদ পাওয়া সহজসাধ্য নয়। ভগবান ! জরাসন্ধ সত্যই চিন্তার কারণ। সত্যই সে খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। আমরা তো আপনার শক্তিতেই নিজেদের বলবান বলে মনে করি। আপনি যখন জরাসন্ধের জন্য শঙ্কিত, তখন আমরা নিজেদের তার তুলনায় শক্তিশালী বলে মনে করতে পারি না। আমি ভাবছিলাম যে আপনি, বলরাম, ভীম বা অর্জুন—আপনাদের মধ্যে কেউ ওকে বধ করতে সক্ষম কি না। আমি এই কথা নিয়ে অনেক ভেবেছি। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই আমি সব কাজ করে থাকি। দয়া করে বলুন, এখন কী করা যায় !'

ধর্মরাজের কথা শুনে শ্রেষ্ঠ বক্তা ভীম বললেন—'যে রাজা চেষ্টা করে না, দুর্বল হয়েও বলবানের দলে মিশে যায়, যুক্তির দ্বারা কাজ করে না, সে হেরে যায়। সতর্ক, উদ্যোগী এবং নীতিনিপুণ রাজা শক্তি কম হলেও বলবান শত্রুকে হারিয়ে দিতে পারে। দাদা ! শ্রীকৃষ্ণ নীতিজ্ঞ, আমার মধ্যে বল, অর্জুনের মধ্যে বিজয় লাভ করার যোগ্যতা রয়েছে। অতএব আমরা তিন জনে মিলে জরাসন্ধ বধের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলব।' ভীমের কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্ ! শত্রুকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। আপনার মধ্যে শত্রুকে জয় করার ক্ষমতা, প্রজাপালন, তপস্যা শক্তি এবং সমৃদ্ধি—সব গুণই আছে। জরাসন্ধের শুধু একটিই গুণ—তা হল শক্তি। যারা তাঁর সেবায় ব্যাপৃত, তারাও জরাসন্ধের ওপর সন্তুষ্ট নয়। কারণ সে তাদের প্রতি বার বার অন্যায় আচরণ করে। সে যোগ্য ব্যক্তিদের অযোগ্য কাজে লাগিয়ে তাদের নিজের শত্রুতে পরিণত করেছে। আমরা তাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে হারিয়ে দিতে পারি। ছিয়াশীজন রাজাকে সে বন্দী করে রেখেছে আরও চোদ্দোজন বাকি। তারপর সবাইকে বলি দিতে চায়। যে ব্যক্তি এই নিষ্ঠুর কর্ম বন্ধ করতে পারবে, সে খুবই যশোলাভ করবে। যে ব্যক্তি জরাসন্ধকে পরাজিত করবে, সে নিশ্চিত সম্রাট হবে।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আমি চক্রবর্তী সম্রাট হওয়ার জন্য কোন সাহসে আপনাকে, ভীম বা অর্জুনকে ওখানে পাঠাব ? ভীম এবং অর্জুন আমার দুটি চোখ, আপনি আমার মন। আমি আমার নেত্র এবং মনকে হারিয়ে কী করে বেঁচে থাকব ? যজ্ঞের ব্যাপারে আমি অন্য রকম চিন্তা করেছিলাম। এখন যজ্ঞ করার সংকল্প ত্যাগ করাই উচিত। আমার তো সেই কথা ভাবলেই মন বিষণ্ণ হয়।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ইতিমধ্যে অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক, অক্ষয় তূণীর, দিব্য রথ ধ্বজার অধিকারী হয়েছেন । এতে তাঁর উৎসাহ এবং বল বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি ধর্মরাজের কাছে এসে বললেন—'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা !

ধনুক, অস্ত্র, বাণ, পরাক্রম, সাহায্য, ভূমি, যশ এবং সেনা বড় কষ্টে লাভ হয়। আমরা তা মনোমতই পেয়েছি। লোকে কৌলিন্যের প্রশংসা করে। কিন্তু আমার তো ক্ষত্রিয়ের বল এবং বীরত্বই প্রশংসনীয় বলে মনে হয়। আমরা যদি রাজসূয় যজ্ঞকে নিমিত্ত করে জরাসন্ধকে বধ করি এবং বন্দী রাজাদের রক্ষা করতে পারি তাহলে এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে ?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ধর্মরাজ ! ভরতবংশশিরোমণি কুন্তীনন্দন অর্জুনের যেমন বুদ্ধি থাকা উচিত, তা প্রত্যক্ষ। আমাদের মৃত্যু দিনে হবে না রাত্রে, তার জন্য আমরা পরোয়া করি না। আজ পর্যন্ত যুদ্ধ না করেও কেউ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাই বীরপুরুষদের কর্তব্য হল নিজের সন্তুষ্টির জন্য বিধি ও নীতি অনুসারে শত্রুকে আক্রমণ করে বিজয়লাভ করার পূর্ণ চেষ্টা করা। সফল হলে ইহলোক, বিফল হলে পরলোক—উভয় অবস্থাতেই মঙ্গল।'

---

## জরাসন্ধের উৎপত্তি এবং তাঁর শক্তির বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! এই জরাসন্ধ কে ? এঁর এত শক্তি ও পরাক্রম কী করে হল ? জ্বলন্ত অগ্নিতে যেমন পতঙ্গ পুড়ে মরে, তেমনি আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেও তার পতন হয়নি—এর কারণ কী ?' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ধর্মরাজ ! জরাসন্ধের বল-বীর্যের কথা শ্রবণ করুন, সে কেন এত অনিষ্ট করা সত্ত্বেও আমি তাকে বধ করিনি। পূর্বে মগধদেশে বৃহদ্রথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি তিন অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, বীর, রূপবান, ধনবান, শক্তিসম্পন্ন এবং যাজ্ঞিক তথা তেজস্বী, ক্ষমাশীল, দণ্ডধর এবং ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। তিনি কাশীরাজের দুই সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি দুজনকেই সমান প্রীতির চোখে দেখবেন। এইভাবে বিষয় ভোগ করতে করতে তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত হল। মঙ্গলপ্রদ হোম, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ইত্যাদি করেও তাঁর কোনো পুত্র জন্মাল না। একদিন তিনি শুনলেন যে, গৌতম কক্ষীবাণের পুত্র মহাত্মা

চণ্ডকৌশিক তপস্যায় বিরত হয়ে এদিকে এসে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছেন। রাজা তাঁর দুই রানির সঙ্গে সেখানে গিয়ে তাঁকে বস্ত্র ইত্যাদি প্রদান করে সন্তুষ্ট করলেন। সত্যবাদী চণ্ডকৌশিক ঋষি রাজা বৃহদ্রথকে বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার যা অভিলাষ আমার কাছে চেয়ে নাও।' রাজা বললেন—'মুনিবর ! আমি সন্তানহীন অভাগা, রাজ্য ছেড়ে তপোবনে এসেছি। বর নিয়ে আমি কী করব ?' রাজার কাতর বাণী শুনে চণ্ডকৌশিক কৃপাপরবশ হয়ে ধ্যানে বসলেন। তিনি যে আম্রবৃক্ষের নীচে ধ্যানে বসেছিলেন, সেই গাছের একটি আম ধ্যানের সময় তাঁর কোলের ওপর পড়ল। সেই ফলটি অত্যন্ত সরস হলেও পাখির ঠোঁটে খুটো করা ছিল। মহর্ষি সেটি তুলে মন্ত্রপূত করে রাজাকে প্রদান করলেন।

প্রকৃতপক্ষে রাজার পুত্রলাভের জন্যই সেটি পড়েছিল। মহাত্মা চণ্ডকৌশিক রাজাকে বললেন—'এবার তুমি গৃহে

ফিরে যাও, শীঘ্রই তোমার পুত্রলাভ হবে।' প্রণাম করে বৃহদ্রথ রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং শুভমুহূর্তে দুই রানিকে ফলটি ভাগ করে খেতে দিলেন। রানিরা দুজনে সেই ফলটি টুকরো করে খেলেন। মহর্ষির সত্যবাদিতার প্রভাবে দুই রানিই গর্ভধারণ করলেন। রাজা বৃহদ্রথের আনন্দের সীমা রইল না। ধর্মরাজ! গর্ভপূর্ণ হলে দুই রানির গর্ভ থেকে

শরীরের এক এক অংশ বার হতে লাগল। প্রত্যেকের গর্ভে একটি করে চোখ, একটি করে হাত, একটি পা, অর্ধেক পেট, অর্ধেক মুখ এবং অর্ধেক কোমর জন্মেছিল। তাই দেখে দুই রানি ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা দুঃখে হতাশ হয়ে দেহাংশ দুটি ফেলে দেবার নির্দেশ দিলেন। দাসীরা নির্দেশ মতো সজীব টুকরোগুলি রানিমহলের বাইরে ফেলে দিয়ে এল।

রাজন্! সেখানে জরা নামে এক রাক্ষসী বাস করত। সে মাংস খেত আর রক্ত পান করত। সে টুকরোগুলি তুলে, নিয়ে যাবার সুবিধার জন্য সেগুলি জোড়া লাগিয়ে নিল। ব্যাস্! টুকরোগুলি জোড়া লেগে এক মহাপরাক্রমশালী, বলবান রাজকুমার তৈরি হল। জরা রাক্ষসী হতচকিত হয়ে গেল। সে সেই বজ্রকর্কশশরীরধারী রাজকুমারকে ওঠাতেই পারল না। কুমার হাতের মুঠি বন্ধ করে মুখে ঢুকিয়ে বর্ষার মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে ক্রন্দন শুরু করল। রানির মহলের সকলে এবং রাজা সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনে কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে বাইরে এলেন। রানিরা যদিও পুত্র সম্পর্কে হতাশ হয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁদের স্তন দুগ্ধে ভরে গিয়েছিল। তাঁরা উদাস হয়ে পুত্র মুখ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বাইরে এলেন। জরা রাক্ষসী রাজপরিবারের পরিস্থিতি, মমতা, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা এবং বালকটির মুখ দেখে ভাবতে লাগল—'আমি এই রাজার দেশেই থাকি। এদের সন্তানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর এরা অত্যন্ত ধার্মিক এবং মহাত্মা। অতএব এই নবজাত সুকুমার শিশুটিকে হত্যা করা উচিত নয়।' তখন সে মনুষ্যরূপ ধারণ করে শিশুটিকে কোলে

করে রাজার কাছে এসে বলল—'রাজন্! এই নিন আপনার পুত্র। মহর্ষির প্রসাদে আপনি একে প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি একে রক্ষা করেছি, আপনি একে গ্রহণ করুন।' রাক্ষসী বলামাত্র রানিরা তাকে কোলে নিয়ে স্তন্যদান করতে শুরু করলেন।

রাজা এইসব দেখেশুনে আনন্দে পূর্ণ হলেন। তিনি মনোহর রূপধারিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ওহে, পুত্রপ্রদানকারিণী তুমি কে? আমার তো মনে হচ্ছে তুমি কোনো দেবী। একথা কি সত্য?' জরা বলল—'রাজন্! আপনার কল্যাণ হোক। আমি জরা নামক রাক্ষসী। আমি সম্মানের সঙ্গে আপনার রাজ্যে থাকি এবং সুমেরু পর্বতেও উড়ে যেতে পারি। আমি আপনার রাজ্যে সর্বদা যত্ন পাই, আপনার ওপর আমি প্রসন্ন, তাই আপনার পুত্রকে আপনার কাছে নিবেদন করছি।' হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই বলে জরা রাক্ষসী অন্তর্ধান করল। রাজা নবজাত পুত্রকে নিয়ে মহলে ফিরে এলেন। বালকের জাতকর্মাদি সংস্কার শাস্ত্রসম্মতভাবে করা হল, জরা রাক্ষসীর নামে সমস্ত মগধদেশে উৎসব পালন করা হল। বৃহদ্রথ তাঁর পুত্রের নামকরণ করার সময় বললেন 'এই বালককে জরা সন্ধিত (জোড়া) করেছেন, তাই এর নাম হবে জরাসন্ধ।' বালক জরাসন্ধ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় এবং যজ্ঞের অগ্নির ন্যায় আকৃতি ও বলে দিন

দিন বৃদ্ধি পেয়ে পিতাকে এবং মাতাদের আনন্দিত করতে লাগল।

কিছুদিন পর মহর্ষি চণ্ডকৌশিক পুনরায় মগধে এলেন। রাজা তাঁকে খুব আদর ও আপ্যায়ন করলেন। তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন—'রাজন্ ! জরাসন্ধের জন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত আমি দিব্যদৃষ্টিতে জেনে গিয়েছি। তোমার পুত্র অত্যন্ত তেজস্বী, ওজস্বী, বলবান এবং রূপবান হবে। তার বাহুবলে কোনো কিছুই অপ্রাপ্য থাকবে না। কেউই এর শক্তির সমকক্ষ হবে না এবং বিরোধীরা নিজেরাই নাশ হবে। দেবতারাও একে আঘাত করতে সক্ষম হবে না। সকলেই এর আদেশ মেনে নেবে। সর্বোপরি, এর আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং মহাদেব একে দর্শন দেবেন।' এই বলে মহর্ষি চণ্ডকৌশিক চলে গেলেন। রাজা বৃহদ্রথ জরাসন্ধের রাজ্যাভিষেক করালেন এবং তিনি তাঁর রানিদের নিয়ে বানপ্রস্থে চলে গেলেন। জরাসন্ধের শক্তি প্রকৃতই মহর্ষি চণ্ডকৌশিকের কথামতোই ছিল। আমরা যদিও বলবান, তবুও নীতির দৃষ্টিতে এ পর্যন্ত তাকে আমরা উপেক্ষাই করেছি।'

——o——

## শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুনের মগধ যাত্রা এবং জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ধর্মরাজ ! জরাসন্ধের প্রধান সহায়ক ছিলেন হংস এবং ডিম্বক। তারা হত হয়েছে। সঙ্গী সাথী সহ কংসেরও সর্বনাশ হয়েছে। এবার জরাসন্ধ নাশের সময় উপস্থিত। সম্মুখ যুদ্ধে তাকে পরাজিত করা দেব-দানব সকলের পক্ষেই কঠিন। তাই তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্থাৎ কুস্তি করেই হারাতে হবে। তিন প্রকার অগ্নির সাহায্যে যেমন যজ্ঞ কাজ সমাপন হয়, তেমনই আমার নীতি, ভীমের বাহুবল এবং অর্জুনের রক্ষাশক্তির সাহায্যে জরাসন্ধ বধ হওয়া সম্ভব। যখন একান্তে তার সঙ্গে আমাদের তিনজনের সাক্ষাৎ হবে তখন সে অবশ্যই আমাদের কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজি হবে। একথা নিশ্চিত যে, সেই অহংকারী ভীমের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে। ভীম যে তার কাছে যমরাজের মতো প্রাণান্তক, এতে কোনো সন্দেহই নেই। আপনি যদি আমার হৃদয়ের কথা উপলব্ধি করেন, আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহলে ভীম ও অর্জুনকে আমার সঙ্গে দিন। আমি এ কাজ সম্পন্ন করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণের কথায় ভীম ও অর্জুন আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ ! উঃ, এমন কথা বলবেন না। আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার আশ্রিত ও সেবক। আপনার বাক্যের প্রতিটি অক্ষরই সত্য। আপনি যে পক্ষে আছেন, তাদের বিজয় নিশ্চিত। আপনার নির্দেশ মেনে নিয়ে আমার ইচ্ছে যে জরাসন্ধ বধ, বন্দী রাজাদের মুক্তি, রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন—সব কিছু কুশলেই সমাপ্ত হোক। প্রভু ! আপনি সেই কাজই করুন, যাতে কার্য উদ্ধার হয়। আপনারা তিনজন ছাড়া আমি বাঁচতেও চাই না। অর্জুন ব্যতীত আপনি এবং আপনাকে ছাড়া অর্জুনের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আপনাদের দুজনের ওপর বিজয়লাভ করা কারোরও পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারা দুজন থাকলে ভীম অসাধ্য সাধন করতে পারে। আপনি নীতি-নিপুণ। আপনার শরণ নিয়েই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করব। অর্জুন আপনার এবং ভীম অর্জুনের অনুগমন করবে। নীতি, ধর্ম এবং শক্তির মিলনে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হবে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন—তিনজনে মগধের দিকে রওনা হলেন। পদ্মসর, কালকূট, গণ্ডকী, মহাশোণ, সদনীরা, গঙ্গা, চর্মণ্বতী ইত্যাদি পর্বত এবং নদ-নদী পেরিয়ে তাঁরা মগধে এসে পৌঁছলেন। সেই সময় এঁরা বল্কল পরিধান করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ পর্বত গোরথে এসে পৌঁছলেন। সেখানে অনেক বড় বড় গাছ এবং সুন্দর জলাশয় ছিল। গোচারণের পক্ষে সেটি এক সুন্দর স্থান। সেইস্থান থেকে মগধরাজার রাজধানী স্পষ্ট দেখা যেত। সেখানে পৌঁছেই তাঁরা সর্বপ্রথম রাজধানীর পুরানো স্মৃতিগুলি নষ্ট করে দিলেন, তারপর তাঁরা মগধপুরীতে প্রবেশ করলেন। সেই সময় ওখানে অনেক অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণরা জরাসন্ধের কাছে আবেদন করে অরিষ্ট শান্তির উদ্দেশ্যে জরাসন্ধকে হাতির পিঠে চাপিয়ে অগ্নি প্রদক্ষিণ করালেন। স্বয়ং মগধরাজও অরিষ্ট শান্তির জন্য অনেক নিয়ম পালন ও ব্রত উপবাস করলেন। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করে তপস্বীবেশে জরাসন্ধের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নগরে প্রবেশ করলেন। তাঁদের বিশাল বক্ষ দেখে নাগরিকরা বিস্মিত ও চমকিত হল। তাঁরা ক্রমশ জন সঙ্কীর্ণ এবং সুরক্ষিত নগরদ্বার পার হলেন এবং নির্ভীক চিত্তে

জরাসন্ধের কাছে উপস্থিত হলেন। জরাসন্ধ তাঁদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং পাদ্য-অর্ঘ্য, মধুপর্ক ইত্যাদি দ্বারা তাঁদের আপ্যায়ন করলেন।

জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং ভীমের বেশবাসের সঙ্গে আচরণের কোনো মিল ছিল না। তাই জরাসন্ধ একটু ধমকের সুরে বললেন—'ওহে ব্রাহ্মণগণ ! আমি জানি যে স্নাতক ব্রহ্মচারীরা সভায় যাওয়া ছাড়া আর কোনো সময় মালা-চন্দন ধারণ করে না। বলুন, আপনারা কে ? আপনাদের বস্ত্র লাল, অঙ্গে পুষ্পমালা এবং অঙ্গরাগ। আপনাদের বাহুতে ধনুকের নিশান স্পষ্ট উঁকি মারছে। আপনারা সদর দিয়ে কেন এলেন না ? নির্ভয় হয়ে বেশ পরিবর্তন করে আর বুরুজ ধ্বংস করে আসার কারণ কী ? আপনাদের পরিধেয় ব্রাহ্মণের মতো হলেও আচরণ তার বিপরীত। ঠিক আছে, কারণ যাই হোক, আপনাদের আগমনের কারণ কী ?'

জরাসন্ধের কথা শুনে কুশল বক্তা শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ, গম্ভীর বাক্যে বললেন—'রাজন্ ! আমরা যে স্নাতক ব্রাহ্মণ, সে তো আপনি বুঝতেই পারছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তিনজনই স্নাতকের বেশ ধারণ করতে পারে। পুষ্পমালা ধারণ করা শ্রীমানদের কাজ। ক্ষত্রিয়দের বাহুই তাদের বল। আমরা বাক্যে বীরত্ব দেখাই না। আপনি যদি আমাদের বাহুবল দেখতে চান তাহলে এখনই দেখে নিন। ধীর, বীর ব্যক্তিরা শত্রুগৃহে অন্য পথে এবং মিত্র গৃহে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেন। আমরা যা কিছু করেছি সবই সুসঙ্গত।'

জরাসন্ধ বললেন—'আমি কখনো আপনাদের সঙ্গে শত্রুতা বা দুর্ব্যবহার করেছি তা মনে পড়ছে না। আমার মতো নিরপরাধকে শত্রু ভাবার কারণ কী ? সৎ ব্যক্তিদের পক্ষে কি এটি উচিত ? আমি আমার ধর্মে তৎপর, প্রজাদের অপকার করি না। তাহলে আমাকে শত্রু মনে করার কী কারণ ? আপনারা ভ্রমবশত একথা বলছেন না তো ?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্ ! তুমি ক্ষত্রিয়দের বলি দিতে উদ্যত হয়েছ, এটা কি ক্রূর কর্ম বা অপরাধ নয় ? তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হয়েও নিরপরাধ রাজাদের হিংসা করাকে কি উচিত বলে মনে কর ? কিন্তু বাস্তবে তাই। আমরা দুঃখীদের সাহায্য করতে চাই আর তুমি ক্ষত্রিয়দের নাশ করতে চাও। আমরা জাতির বৃদ্ধির জন্য তোমাকে বধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে এসেছি। তুমি যে অহংকারে পূর্ণ হয়ে ভাবছ যে, তোমার মতো যোদ্ধা ক্ষত্রিয়কুলে আর নেই, তা তোমার ভ্রম। এই বিশাল পৃথিবীর বুকে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীরও আছে। তোমার এই অহংকার আমাদের কাছে অসহ্য। নিজের সমকক্ষদের সম্মুখে এই অহংকার ত্যাগ করো। নাহলে তোমাকে পুত্র-মন্ত্রী ও সেনাসহ যমপুরী যেতে হবে। আমাদের আসার উদ্দেশ্যই হল যুদ্ধ করা। আমরা ব্রাহ্মণ নই। আমি বসুদেব পুত্র কৃষ্ণ, এঁরা দুজন পাণ্ডু-নন্দন ভীম এবং অর্জুন। আমরা তোমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছি। তুমি হয় সমস্ত নরপতিকে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দাও নচেৎ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরলোকে গমন কর।'

জরাসন্ধ বললেন—'বাসুদেব ! আমি কোনো রাজাকে পরাজিত না করে আনিনি। তুমি বল আমি কাকে পরাজিত করিনি, কে আমার সামনে দাঁড়াতে পারে ? আমি কি তোমার ভয়ে এই রাজাদের মুক্তি দেব ? তা সম্ভব নয়। তুমি ইচ্ছা করলে সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে পার। আমি একাই একজন বা তিনজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি। চাও তো এক সঙ্গে এস অথবা পৃথক ভাবে ?' এই বলে জরাসন্ধ তাঁর পুত্রের রাজ্যাভিষেকের নির্দেশ দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন দৈববাণী অনুসারে যদু-বংশীয়দের হাতে জরাসন্ধ বধ হওয়া উচিত নয়। তাই তিনি জরাসন্ধকে নিজে বধ না করে ভীমের দ্বারা বধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

—o—

# জরাসন্ধ-বধ এবং বন্দী রাজাদের মুক্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, জরাসন্ধ যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! তুমি আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও ? আমাদের মধ্যে কে প্রস্তুত হবে ?' জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি মালা ও মাঙ্গলিক তিলক পরলেন, আঘাত প্রতিরোধ করার জন্য বাজুবন্ধ পরলেন, ব্রাহ্মণরা এসে স্বস্তিবাচন করলেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুযায়ী তাঁরা মুকুট খুলে রেখে চুল বেঁধে নিলেন। জরাসন্ধ বললেন—'ভীম এসো ! বলবানের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে গেলেও যশ লাভ হয়।'

মহাবলী ভীম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে জরাসন্ধের সঙ্গে লড়াই করার জন্য মল্লযুদ্ধের স্থানে গেলেন। উভয়েই বিজয় লাভ করতে আগ্রহী ছিলেন। দুজনেই নিজ নিজ বাহুকে অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার শুরু করলেন। হাত ধরার আগে দুজনেই একে অন্যের পা স্পর্শ করলেন। তারপর দুজনেই তাল ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁরা তৃণপীড়, পূর্ণযোগ, সমুষ্টিক ইত্যাদি নানা মারপ্যাঁচ কষলেন। দুজনের এই মল্লযুদ্ধ অপূর্ব হয়েছিল। তাঁদের মল্লযুদ্ধ দেখার জন্য হাজার হাজার পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, শূদ্র, আবালবৃদ্ধবনিতা একত্রিত হয়েছিল। তাঁদের মারামারি, টানাটানি, ধস্তাধস্তিতে কর্কশ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কখনো তাঁরা হাত দিয়ে একজন অপরকে ধাক্কা মারেন, আবার ঘাড় ধরে ঘুরিয়ে দেন, কখনো একে অপরকে তাড়া করে টেনে আনেন, হাঁটু দিয়ে ধাক্কা মারেন এবং হুংকার দিয়ে ঘুসির আঘাত করেন। তাঁরা যেদিকে যান, জনতা সেদিক থেকে পালিয়ে অন্য দিকে চলে আসে। দুজনেই হৃষ্ট-পুষ্ট, বিশাল বক্ষ এবং দীর্ঘ বাহুসম্পন্ন, তাঁরা এমনভাবে যুদ্ধ করছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন দুটি লোহার গদা পরস্পর ঠোকাঠুকি খাচ্ছে।

সেই যুদ্ধ কার্তিকের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে শুরু হয়ে একনাগাড়ে তেরো দিন-রাত ধরে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে লাগাতার চলতে থাকল। চতুর্দশ দিনে রাত্রের সময় জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর দশা দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'বীর ভীমসেন ! শত্রু ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে বেশি চাপ দেওয়া উচিত নয়। আরে ! বেশি জোর দিলে তো ও মরে যাবে। এখন তুমি আর ওকে বেশি চাপ না দিয়ে শুধু বাহুদ্বারা যুদ্ধ করো।' শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনেই ভীম জরাসন্ধের অবস্থা বুঝে গেলেন এবং তাঁকে মেরে ফেলার সংকল্প নিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে আরও উৎসাহ দেবার জন্য সংকেত করলেন—'ভীম ! তোমার মধ্যে দৈববল এবং বায়ুবল উভয়ই বিদ্যমান। তুমি জরাসন্ধের ওপর একটু সেই বিদ্যা দেখাও তো।' শ্রীকৃষ্ণের ইশারা বুঝতে পেরে বলবান ভীম তাঁকে উঠিয়ে অত্যন্ত বেগে শূন্যে ঘোরাতে লাগলেন। অনেকবার ঘোরাবার পর তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে তাঁর পিঠের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পাঁজরগুলো টুকরো টুকরো করে দিলেন। তার সঙ্গে হুংকার দিয়ে উঠে এক পা দিয়ে জরাসন্ধের একটি পা চেপে অন্য পা-টিকে তুলে তাকে দুখণ্ড করে ফেললেন। জরাসন্ধের এই দুর্দশা দেখে এবং ভীমের গর্জন শুনে উপস্থিত জনতা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। নারীগণ এই সব ঘটনা দেখে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়লেন, সন্তানসম্ভবাদের গর্ভপাতের উপক্রম হল। সকলে চমকে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল যে, হিমালয় ভেঙে পড়েনি তো, নাকি পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে !

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং ভীম শত্রু নাশ করে তাঁর প্রাণহীন দেহ রানিমহলের দেউড়িতে রেখে এলেন এবং রাত্রি থাকতে থাকতেই সেইখান থেকে বেরিয়ে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের ধ্বজামণ্ডিত দিব্যরথ অধিগ্রহণ করে নিলেন। সেই রথে ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে সেখান থেকে বন্দী রাজাদের উদ্ধার করতে পাহাড়ী দুর্গে এলেন। তাঁদের

মুক্ত করে সেই রথেই রাজাদের সঙ্গে রওনা হলেন। রথটির নাম ছিল সৌদর্যবান। দুজন মহারথী একসঙ্গে তার ওপরে বসে যুদ্ধ করতে পারতেন। সেই রথে ভীম ও অর্জুন বসলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সারথি হলেন। এই রথে করেই ইন্দ্র এর আগে নিরানব্বই বার দানব সংহার করেছিলেন। এর মাথায় একটি ধ্বজা ছিল, যেটি আধার বিনাই উড়তে থাকত, ইন্দ্রধনুর মতো সেটি চমকাত এবং এক যোজন দূর থেকে দেখা যেত। এই রথ ইন্দ্র বসু নামক রাজাকে, বসু বৃহদ্রথকে, বৃহদ্রথ জরাসন্ধকে দিয়েছিলেন। সেই দিব্যরথ পেয়ে তিন জন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেখান থেকে রওনা হলেন।

পরম যশস্বী করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথ চালিয়ে গিরিব্রজের বাইরে বেরিয়ে ময়দানে এলেন। সেখানে ব্রাহ্মণ ও অন্য নাগরিকগণ এবং বন্দীমুক্ত রাজাগণ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা ভক্তিতে পূজা করলেন। রাজারা বললেন—'হে সর্বশক্তিমান! ভীম ও অর্জুনকে সঙ্গে করে আপনি আমাদের মুক্ত করে ধর্ম রক্ষা করেছেন। এ আপনারই উপযুক্ত কাজ। আমরা জরাসন্ধরূপ বিশাল সরোবরের কর্দমে আবদ্ধ ছিলাম। আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। সর্বশক্তিমান যদুনন্দন! আমরা দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করেছি। আপনি

উজ্জ্বল কীর্তি স্থাপন করেছেন। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়েছি। আমাদের আদেশ দিন, আপনার জন্য কোনো কঠিন কাজ সম্পন্ন করি।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আশ্বস্ত করে বললেন—'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজচক্রবর্তীপদ লাভ করার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ করতে চান। আপনারা তাঁকে সাহায্য করুন।' রাজাদের আনন্দের সীমা রইল না। সকলে আন্তরিকভাবে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। তাঁরা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রত্নরাশি উপহার দিতে লাগলেন। ভগবান অনুগ্রহ করে তাঁদের উপহার গ্রহণ করলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব মন্ত্রীদের সঙ্গে করে বিনীতভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে এলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীতবিহ্বল সহদেবকে অভয় প্রদান করে তাঁর প্রদত্ত উপহার স্বীকার করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন সেখানে সহদেবের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। সহদেব প্রসন্ন হয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্ঞাতি দুই ভাই এবং রাজাদের নিয়ে ধনরত্নপূর্ণ রথে শোভিত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছলেন। তাঁদের দেখে ধর্মরাজের আনন্দের সীমা রইল না। ভগবান বললেন—'রাজেন্দ্র! অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, বীর ভীম জরাসন্ধকে বধ করে এবং বন্দীরাজাদের মুক্ত করে যশলাভ করেছে। ভীম এবং অর্জুন যে কার্যসিদ্ধি করে কুশলে ফিরে এসেছে, এর থেকে বেশি আনন্দ আর কী হতে পারে?' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদর-আপ্যায়ন করলেন এবং ভাইদের অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুতে পাণ্ডবরা সকলেই আনন্দিত হলেন। তাঁরা সকলে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত রাজাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের যথোচিত আদর আপ্যায়ন করলেন। রাজারা ধর্মরাজের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বাহনে করে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

পরম জ্ঞানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে জরাসন্ধকে বধ করিয়ে ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং ধৌম্যের থেকে বিদায় নিয়ে, জরাসন্ধের যে রথটি তাঁরা এনেছিলেন, যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে সেই রথেই আরোহণ করে দ্বারকায় রওনা হলেন। যাত্রার সময় পাণ্ডবরা সেই আনন্দমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যথোচিত অভিবাদন এবং পরিক্রমা করলেন। জনমেজয়! এই ঐতিহাসিক বিজয়প্রাপ্তি এবং বন্দী রাজাদের মুক্তি দিয়ে অভয় দান করায় পাণ্ডবদের যশ দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সময়ানুকূল ধর্মে দৃঢ় থেকে প্রজাপালন করতে লাগলেন। ধর্ম-অর্থ এবং কাম—এই তিন পুরুষার্থই তাঁর সেবায় সংলগ্ন ছিল।

—o—

# পাণ্ডবদের দিগ্বিজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! একদিন অর্জুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ি এবং আপনার জন্য পৃথিবীর সকল রাজার কাছ থেকে কর আদায় করে আসি।' যুধিষ্ঠির অর্জুনকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—'অবশ্যই, তোমার নিশ্চিত বিজয়লাভ হবে।' যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লাভ করে চার ভাই দিগ্বিজয়ের জন্য রওনা হলেন। জনমেজয় ! যদিও চার ভাই একই সময়ে চতুর্দিকে বিজয় লাভ করেছিলেন, তবুও আমি তোমাকে তাঁদের বর্ণনা একে একে শোনাব।

জনমেজয় ! অর্জুন উত্তর দিক জয় করার ভার নিয়েছিলেন। তিনি সাধারণভাবেই প্রথমে আনর্ত, কালকূট এবং কুলিন্দ দেশ জয় করে, সৈন্যসহ সুমণ্ডল রাজাকে পরাজিত করলেন। সুমণ্ডলকে সঙ্গী করে শাকলদ্বীপ এবং প্রতিবিন্ধ্য পর্বতের রাজাদের পরাজিত করলেন। সাতদ্বীপের রাজাদের মধ্যে শাকলদ্বীপবাসীরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করল। কিন্তু অর্জুনের বাণের মুখে তাদের হার স্বীকার করতে হল। তাঁদের সহায়তায় অর্জুন প্রাগ্জ্যোতিষপুরে আক্রমণ চালালেন। সেখানকার প্রতাপশালী রাজা ভগদত্ত, তাঁর পক্ষে কিরাত, চীন ইত্যাদি অনেক সামুদ্রিক দেশের লোক ছিলেন। আট দিন ভয়ংকর যুদ্ধ হবার পরেও অর্জুনের

উৎসাহ পূর্ববৎ দেখে ভগদত্ত হেসে বললেন—'মহাবাহু অর্জুন ! তোমার পরাক্রম তোমারই যোগ্য, তুমি তো দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র ! ইন্দ্রের সঙ্গে আমার মিত্রতা আছে আর আমিও তাঁর তুলনায় কম বীর নই। তাই আমি আর তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। পুত্র ! আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব ; বল, কী চাও ?' অর্জুন বললেন, 'রাজন্ ! কুরুবংশশিরোমণি, সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে আগ্রহী। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তিনি চক্রবর্তী সম্রাট হন। আপনি তাঁকে কর প্রদান করুন। আপনি আমার পিতা ইন্দ্রের মিত্র এবং আমার হিতৈষী। তাই আমি আপনাকে তো আদেশ দিতে পারি না, আপনি বন্ধুভাবেই ওঁকে উপহার দিন।' ভগদত্ত বললেন—'অর্জুন ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তোমার মতো আমার প্রিয়পাত্র। আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। আর কিছু বলার থাকলে বল।' বীর অর্জুন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রওনা হয়ে গেলেন।

অর্জুন কুবের সুরক্ষিত উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে পর্বতের আভ্যন্তর, বাহিরের এবং আশে-পাশের সব স্থান অধিকার করে নিলেন। উলূক দেশের রাজা বৃহন্ত ভীষণ যুদ্ধ করে পরাজয় স্বীকার করে অর্জুনের শরণ নিলেন। অর্জুন তাঁর রাজ্য তাঁকেই সমর্পণ করে তাঁর সাহায্যে সেনাবিন্দুর দেশ আক্রমণ করে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করলেন। তারপর ক্রমশ মোদাপুর, বামদেব, সুদামা, সুসংকুল এবং উত্তর উলূক দেশগুলির রাজাদের বশীভূত করে পঞ্চগণদের নিজের বশে আনলেন। তিনি পৌরব নামক রাজা এবং পাহাড়ী হানাদার এবং ম্লেচ্ছ, যারা সাত প্রকারের ছিল, তাদেরও জয় করলেন। কাশ্মীরের বীর ক্ষত্রিয় এবং দশমণ্ডলের অধ্যক্ষ রাজা লোহিতও তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেন। ত্রিগর্ত, দারু এবং কোকনদের নরপতিগণ নিজেরাই অধীনতা স্বীকার করলেন। অর্জুন অভিসারীর ওপর অধিকার করে উরগ দেশের রাজা রোচমানকে হারালেন এবং বাহ্লীক বীরদের নিজের অধীন করে দরদ, কম্বোজ এবং ঋষিক দেশকে নিজের অধীন করলেন। ঋষিক দেশ থেকে টিয়াপাখির পেটের মতো সবুজ রংয়ের আটটি ঘোড়া নিলেন। নিকূট এবং সম্পূর্ণ হিমালয়ে বিজয় পতাকা উড়িয়ে ধবলগিরির ওপরে সেনাদের ছাউনি করলেন।

ক্রমশ অর্জুন কিম্পুরুষবর্ষের অধিপতি দ্রুমপুত্র এবং হাটক দেশের রক্ষক গুহ্যকদের হারিয়ে মানসসরোবর পৌঁছলেন। সেখানে তিনি ঋষিদের পবিত্র আশ্রমগুলি দর্শন

করলেন। ওখান থেকে হাটক দেশের আশপাশের প্রান্তগুলিও অধিকার করলেন। তারপর অর্জুন উত্তরে হরিবর্ষকে জয় করতে চাইলেন। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করতেই সেখানকার বিশালকায়, বীর দ্বাররক্ষক এসে প্রসন্নভাবে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি নিশ্চয়ই কোনো অসাধারণ ব্যক্তি ! কেননা এখানে কেউ সহজে পৌঁছতে পারে না। আপনি এখানে এসেছেন, এতেই বিজয়লাভ করেছেন। এখানকার কোনোবস্তুই মনুষ্য-শরীরে দেখা যায় না। অতএব দিগ্বিজয়ের কথা ওঠে না। আমরা আপনার ওপর প্রসন্ন। আপনার কোনো কাজ থাকলে বলুন।' অর্জুন হেসে বললেন—'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে চক্রবর্তী সম্রাট করার উদ্দেশ্যে আমি দিগ্বিজয়ে বার হয়েছি। তোমাদের এখানে যদি মানুষের আসা-যাওয়া নিষিদ্ধ হয়, তাহলে আমি ভেতরে ঢুকব না ; তোমরা শুধু কিছু কর দিয়ে দাও।' হরিবর্ষের লোকেরা অর্জুনকে করবাবদ অনেক দিব্য বস্ত্র, অলংকার, মৃগচর্ম ইত্যাদি দিলেন। এইভাবে উত্তর দিকে বিজয় লাভ করে বীরবর অর্জুন মহান চতুরঙ্গিণী সেনা

সহ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন। সমস্ত অর্থ-সামগ্রী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করে তাঁর নির্দেশে নিজ মহলে গেলেন।

জনমেজয় ! অর্জুনের সঙ্গে ভীমও ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে বহু সৈন্যসহ পূর্ব দিকে রওনা হয়েছিলেন। দশার্ণদেশের রাজা সুধর্মা বিনা অস্ত্রে ভীমের সঙ্গে বাহুযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ভীম তাঁকে পরাস্ত করে তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজের সেনাপতি করে নিলেন। তাঁরা ক্রমশ অশ্বমেধ, পুলিন্দনগর ইত্যাদি অধিকাংশ প্রাচ্য রাজ্য অধিকার করলেন। চেদিদেশের রাজা শিশুপালের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়নি। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়-সম্পর্ক থাকায় ধর্মরাজের খবর পেয়েই তিনি কর দিতে স্বীকার করে নিলেন। তারপর ভীম কুমার দেশের রাজা শ্রেণিমানকে, কোশল দেশের অধিপতি বৃহদ্‌বলকে এবং অযোধ্যাপতি ধর্মাত্মা দীর্ঘযজ্ঞকে অনায়াসে বশীভূত করলেন। তারপর উত্তর কোশল, মল্লদেশ, হিমালয়-তটবর্তী জলোদ্ভবদেশের প্রান্ত নিজের অধীন করলেন। কাশিরাজ সুবাহু, সুপার্শ্ব, রাজেশ্বর ক্রথ, মৎস্য এবং মলদদেশের বীরদের এবং বসুভূমিকেও নিজের অধীনে আনলেন। উত্তর-পূর্বের দেশগুলির মধ্যে মদধার, সোমধেয় এবং বৎসদেশকেও নিজ বশে আনলেন। ভর্গদেশের অধিপতি নিষাদরাজ এবং মণিমানের ওপর বিজয়প্রাপ্ত হয়ে দক্ষিণমল্ল এবং ভোগবান পর্বতের ওপরও তিনি নিজ শক্তি কায়েম করেন। শর্মক ও বর্মকের ওপর বিজয় লাভ করে মিথিলা জয় করেন এবং সেখান থেকে কিরাত রাজাদেরও নিজ বশে আনেন। সুহ্ম, প্রসুহ্ম, দণ্ড, দণ্ডধার প্রমুখ নরপতিগণ অনায়াসে পরাজিত হন। গিরিব্রজ থেকে জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে সঙ্গে নিয়ে মোদাচলের রাজাকে সংহার করেন । পৌণ্ড্রক বাসুদেব এবং কৌশিক নদীর দ্বীপে বসবাসকারী রাজাও পরাজিত হলেন। বঙ্গদেশের রাজা সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, কর্বটাধিপতি তাম্রলিপ্ত এবং সকল সমুদ্রতীরবর্তী ম্লেচ্ছগণও তাঁর অধীনস্থ হলেন। এইভাবে নানাদেশে বিজয়লাভ করে ভীম

লৌহিত্যের কাছে এলেন। সমুদ্রতট এবং সমুদ্রের মধ্যে থাকা ম্লেচ্ছগণ বিনাযুদ্ধেই তাঁকে নানাপ্রকার হীরা, মতি, মাণিক্য, সোনা, রূপা, বস্ত্র ইত্যাদি প্রদান করলেন। বহু-ধন দিয়ে তাঁরা ভীমকে সন্তুষ্ট করলেন। ভীম সমস্ত ধন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন এবং অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে সমস্ত ধন-রত্নাদি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজকে অর্পণ করলেন।

জনমেজয় ! সেই সময় অন্য ভ্রাতা সহদেবও বিশাল সৈন্যদল নিয়ে দিগ্বিজয়ের জন্য দক্ষিণে যাত্রা করেন। তিনি ক্রমশ মথুরা, মৎস্যদেশ এবং অধিরাজের অধিপতিদের বশে এনে করদ সামন্ত করে নেন। রাজা সুকুমার এবং সুমিত্রের পরে দ্বিতীয় মৎস্য এবং পটচ্চরেদের জয় করেন এবং বলপূর্বক নিষাদভূমি গোশৃঙ্গপর্বত এবং শ্রেণিমান রাজাকে নিজের অধীন করেন। নররাষ্ট্রের ওপর বিজয়লাভ করার পরে তিনি কুন্তিভোজের ওপর আক্রমণ করেন এবং কুন্তিভোজ সানন্দে ধর্মরাজের শাসন মেনে নেন। সহদেব তারপরে নর্মদার দিকে এগোলেন। উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ বীর বিন্দ এবং অনুবিন্দকে পরাজিত করে বশে আনেন। নাটকীয় এবং হেরম্বককে পরাস্ত করে মারুধ এবং মুঞ্জগ্রাম অধিকার করেন। ক্রমশ তিনি অর্বুদ, বাতরাজ এবং পুলিন্দকে পরাজিত করে পাণ্ড্যনরেশকে পরাজিত করেন এবং কিষ্কিন্ধার ময়ন্দ এবং দ্বিবিদকে পরাজিত করে মাহিষ্মতীর ওপর আঘাত আনেন। ভয়ংকর যুদ্ধের পর মহারাজ নীল তাঁর করদ সামন্ত হওয়াকে মেনে নিলেন। আরও এগিয়ে তিনি ত্রিপুর-রক্ষক এবং পৌরবেশ্বরকে বশীভূত করেন। সুরাষ্ট্রদেশের অধিপতি কৌশিকাচার্য আকৃতিকে পরাজিত করে ভোজকটকে রুক্মী এবং নিষধের ভীষ্মকের কাছে দূত পাঠালেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় আনন্দের সঙ্গে সহদেবের নির্দেশ মেনে নিলেন। সেখান থেকে এগিয়ে শূর্পারক, তালাকূট, দণ্ডক এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তীদের নিজ অধীন করে ম্লেচ্ছ, নিষাদ, পুরুসাদ, কর্ণপ্রাবরণ এবং কালমুখসংগক মানুষ এবং রাক্ষসদেরও পরাজিত করেন। কোল্লাচল, সুরভীপট্টন, তাম্রদ্বীপ, রামপর্বত তাঁর বশীভূত হল। রাজা তিমিঙ্গিল, জঙ্গলাকীর্ণ কেরল, একপদ বিশিষ্ট মানুষ এবং সঞ্জয়ন্তী নগর তাঁর অধীন হল। পাষণ্ড এবং করহাটকও বাদ থাকল না। পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উণ্ড্র, কেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্রকর্ণিক, আটবীপুরী এবং আক্রমণকারী যবনদের রাজধানীও তাঁর

বশে এল। সহদেব দূত মারফৎ লঙ্কায় খবর পাঠালে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বিভীষণ তা মেনে নিলেন। সহদেব এগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বলে মনে করলেন। সব জায়গা থেকেই তাঁরা নানা মহার্ঘ বস্তু উপহার হিসাবে পেলেন। সব জিনিস নিয়ে, সব রাজাদের সামন্ত করে বুদ্ধিমান সহদেব অতি শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন। সমস্ত উপহার সামগ্রী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিনি মহানন্দে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করতে লাগলেন।

জনমেজয় ! নকুলও সেইসময় খুব বড় সৈন্যদল নিয়ে পশ্চিমে প্রস্থান করেন। স্বামিকার্তিকের প্রিয় ধন-ধান্য-গোধন পরিপূর্ণ রোহিতকে দেশের মত্তময়ূর শাসকের সঙ্গে তাঁর ঘোর যুদ্ধ হল। শেষে নকুল মরুভূমি, শৈরীষক এবং অন্নভাণ্ডার মহেথ দেশ সম্পূর্ণ অধিকার করেন। রাজর্ষি আক্রোশকে বশীভূত করে দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান এবং দ্বিজদের জয় করলেন। সেখান থেকে ফিরে পুষ্কর নিবাসী উৎসব-সংকেতকে, সিন্ধুতটবর্তী গন্ধর্বকে এবং সরস্বতী তীরবর্তী শূদ্র এবং আভীরদের বশীভূত করলেন। সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকট নগর এবং দ্বারপাল তাঁর অধীন হল। পশ্চিমের রামঠ, হার এবং হূণ প্রমুখ রাজা
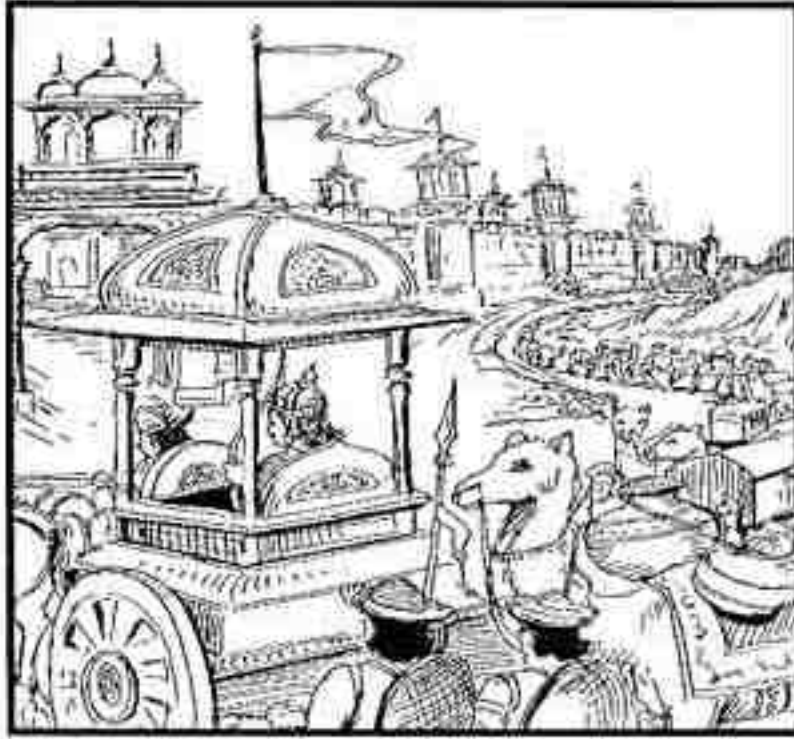
নকুলের আদেশমাত্রই অধীনে এলেন। দ্বারকাবাসী যদুবংশীয়গণ এবং শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নকুলের শাসন মেনে নিলেন। নকুলের মামা শল্যও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। সবার কাছ থেকে ধন-রত্ন নিয়ে নকুল সমুদ্রতীরের ভয়ানক ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্বর, কিরাত, যবন এবং শকরাজাকে পরাজিত করেন। সবার কাছ থেকে বহুমূল্য উপহার নিয়ে তিনি খাণ্ডবপ্রস্থে এলেন। নকুল এত জিনিস উপহার নিয়ে এলেন যে, তা দশহাজার হাতি অতি কষ্টে বহন করে নিয়ে এল। ইন্দ্রপ্রস্থে এসে তিনি বরুণ সুরক্ষিত ও শ্রীকৃষ্ণ অধিকৃত পশ্চিম দিক জয় করে সমস্ত ধনরাশি যুধিষ্ঠিরকে অর্পণ করলেন।

—o—

## রাজসূয় যজ্ঞের সূচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজের সত্য নিষ্ঠা, প্রজাপালনে অনুরাগ এবং শত্রুসংহার দেখে প্রজারা নিজেরাই নিজ নিজ ধর্মে নিরত থাকত। শাস্ত্র অনুসারে কর আদায় এবং ধর্মপূর্বক শাসন করার ফলে সময়মতো বর্ষা হত, রাষ্ট্র সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল ; রাজার পুণ্য প্রভাবে চাষ-বাস, ব্যবসা এবং গোপালন ঠিকমতো হতে থাকল। প্রজাদের মধ্যে প্রতারণা, চুরি এবং ছিনতাইয়ের কোনো ব্যাপারই ছিল না। রাজকর্মচারীরা মিথ্যাভাষী ছিল না। ধর্মরাজের ধর্মাচরণের ফলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগ ও অগ্নিভয় ছিল না। লোকে তাঁর কাছে উপহার দিতে অথবা তাঁর প্রিয় কার্য করার জন্যই আসতেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য নয়। রাজকোষ ধর্মানুকূল অর্থে পূর্ণ এবং অক্ষয় হয়ে থাকত।

ধর্মরাজ যখন দেখলেন যে, তাঁর ভাণ্ডার অন্ন-বস্ত্র-রত্নে পরিপূর্ণ, তখন তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন। মিত্ররা সকলে পৃথকরূপে এবং একত্রিতভাবে তাঁকে যজ্ঞ করার জন্য আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, এখন শীঘ্রই যজ্ঞ আরম্ভ করা উচিত। লোকের আগ্রহ যখন প্রবল হয়ে উঠল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এসে পৌঁছলেন। জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ, তিনি বেদস্বরূপ এবং জ্ঞানীরা তাঁকে ধ্যানে দর্শন করেন। জড় চেতনময় এই জগতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অধিপতি, দৈত্যনাশক, ভক্তবৎসল

এবং আপৎকালে শরণ প্রদায়ক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত যুধিষ্ঠিরকে কৃপা করার জন্য অসীম ধন, অক্ষয় রত্নরাশি এবং মহান সেনা নিয়ে রথধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে পৌঁছলেন। সকলে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইরা পুরোহিত ধৌম্য এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সহ মুনি ঋষিরা তাঁর কাছে গেলেন। বিশ্রাম ও কুশল প্রশ্নাদির পরে ধর্মরাজ বললেন—'ভগবান ! আপনার কৃপাতেই সমস্ত ভূমণ্ডল আমাদের অধীন হয়েছে। বহু ধন-সম্পত্তিও আমরা লাভ করেছি ; এসবই আপনার কৃপায়

হয়েছে। এখন আমার ইচ্ছা এর দ্বারা আমি যাগ-যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাই। আপনি এখন ইঙ্গিত রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আমাকে অনুমতি দিন। গোবিন্দ! আপনি যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করুন। আপনার যজ্ঞে আমি নিষ্পাপ হয়ে যাব, অথবা আমাকেই যজ্ঞদীক্ষা নেওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। আপনার ইচ্ছানুসারে সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন হবে।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের গুণাদির বর্ণনা করে বললেন— 'মহারাজ! আপনি সম্রাট। আপনারই এই মহাযজ্ঞ করা উচিত। এখন আপনি এই যজ্ঞের দীক্ষা নিন।' যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে বললেন—'হৃষিকেশ! আপনি আমার ইচ্ছানুসারে নিজেই এসে পড়েছেন। এতেই আমার সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে, এখন যজ্ঞ যে ঠিকমতো সম্পন্ন হবে, তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই।'

তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সহদেব এবং মন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন যে, ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত ধৌম্যের আদেশ অনুসারে যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী যেন সুসজ্জিত করা হয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি, সহদেব বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে—'প্রভু! আপনি নির্দেশ দেওয়ার আগেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।' তখন মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তেজস্বী, তপস্বী এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিয়ে এলেন। তিনি নিজে যজ্ঞের ব্রহ্মা হলেন এবং সুসামা সামদেবের উদ্গাতা। ব্রহ্মজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্যু হলেন, পৈল এবং ধৌম্য হোতা। এইসব ঋষিদের বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী শিষ্য এবং পুত্রগণ সদস্য হলেন। স্বস্তিবাচনের পরে যজ্ঞের শাস্ত্রোক্ত বিধি সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা করে বিশাল যজ্ঞশালার পূজা করা হল। শিল্পীরা নির্দেশানুসারে সুগন্ধে পরিপূর্ণ দেবমন্দিরের মতো অনেক অট্টালিকা তৈরি করলেন। তারপর ধর্মরাজ সহদেবকে নিমন্ত্রণ করার জন্য দূত পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। সহদেব দূতদের পাঠাবার সময় বলে দিলেন যে, 'দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের নিমন্ত্রণ করে এসো আর বৈশ্য এবং সম্মানীয় শূদ্রদের সঙ্গে করে নিয়ে এসো।' দূতরা তাই করল।

জনমেজয়! ব্রাহ্মণরা ঠিক সময়ে ধর্মরাজকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষা দিলেন। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণ, ভাই, আত্মীয়-পরিজন, সখা-সহচর, সমাগত ক্ষত্রিয় এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে মূর্তিমান ধর্মের ন্যায় যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন। চতুর্দিক থেকে শাস্ত্র-পারঙ্গম, বেদ-বেদান্ত নিপুণ ব্রাহ্মণ দলে দলে আসতে লাগলেন। তাঁদের বসবাসের জন্য হাজার হাজার স্থপতি এমন বাসস্থান তৈরি করেছিলেন যাতে অন্ন-জল-বস্ত্রাদি সহ সর্বঋতুর যোগ্য সুখকর সামগ্রী পরিপূর্ণ ছিল। সেই নিবাস স্থানে ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন চিত্তে কথাবার্তা, ভোজন-শয়ন করতে পারতেন। সেই স্থানটি আন্তরিকতা এবং প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ছিল।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্রদের আমন্ত্রণ করার জন্য নকুলকে হস্তিনাপুরে পাঠালেন। নকুল সেখানে গিয়ে সকলকে বিনয় সহকারে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁরাও অত্যন্ত প্রসন্ন সহকারে নিমন্ত্রণ স্বীকার করে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে করে সেখানে এলেন। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা বিদুর, কৃপাচার্য, দুর্যোধন প্রমুখ সমস্ত কৌরব, গান্ধার দেশের রাজা সুবল, শকুনি, অচল, বৃষক, কর্ণ, শল্য, বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শাল্য, ভগদত্ত, পার্বত্য প্রদেশের নরপতি, বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, কুন্তিভোজ, কলিঙ্গাধিপতি, বঙ্গ, আকর্ষ, কুন্তল, মালব, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, সিংহল, কাশ্মীর ইত্যাদি দেশের রাজা, গৌরবাহন, বাহ্লীক দেশের রাজা, বিরাট এবং তাঁর পুত্র মাবেল্ল, শিশুপাল এবং তাঁর পুত্ররা সকলেই যজ্ঞস্থলে এলেন। যজ্ঞে সমাগত রাজা এবং রাজকুমারদের গণনা করা কঠিন। সকলেই বহুমূল্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, কঙ্ক, সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, উল্মুক প্রমুখ সমস্ত যাদব মহারথীও এসেছিলেন। ধর্মরাজের নির্দেশে সমস্ত সমাগত রাজাদের অভ্যর্থনা করে পৃথক পৃথক স্থানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁদের থাকার জায়গায় খাওয়া দাওয়া এবং শয়নের উত্তম ব্যবস্থা ছিল এবং ভবনগুলি মনোহর বৃক্ষদ্বারা সজ্জিত ছিল। স্বাগত অভ্যর্থনার পর সকলেই নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভবনে বিশ্রাম নিতে গেলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণাচার্যের চরণে প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন—'আপনারা এই যজ্ঞে আমাকে সাহায্য করুন। এই বিশাল ধনাগার নিজেদের বলে মনে করুন এবং এমন কাজ করুন যাতে

আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।' যজ্ঞে দীক্ষিত ধর্মরাজ তাঁদের সম্মতি নিয়ে সকলকে এক একটি কাজের দায়িত্ব দিলেন। দুঃশাসন আহার ব্যবস্থার দেখাশোনায়, অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণদের সেবা-শুশ্রূষায়, সঞ্জয় রাজাদের আদর-অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হলেন। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য সমস্ত কার্য এবং কর্মচারীদের দেখাশোনা করতে লাগলেন। কৃপাচার্য বহুমূল্য

অলঙ্কারাদির দেখাশোনা এবং দক্ষিণা দেওয়ার ব্যাপারে নিযুক্ত হলেন। বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত, জয়দ্রথ গৃহের প্রভুর ন্যায় অবস্থান করলেন। ধর্মের মর্মজ্ঞ বিদুর খরচ-খরচার ব্যাপারে এবং দুর্যোধন উপহার সামগ্রী ঠিকমতো রাখার কাজে ব্যাপৃত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণদের পদ-প্রক্ষালনের ভার নিলেন। এইভাবে সকল ব্যক্তিই কোনো না কোনো কার্যভার গ্রহণ করলেন।

জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করে কৃতকৃত্য হওয়ার আশায় সেখানে বহু লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা কেউই সহস্র মুদ্রার কম উপহার দেননি। তাঁরা সকলেই চাইছিলেন যেন তাঁর অর্থেই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। সেনার বেষ্টনী বিচিত্র রথের সারি, রত্নরাশি, লোক-পালকের রথ, ব্রাহ্মণদের স্থান এবং রাজাদের ভিড়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের শোভা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য লোকপাল বরুণের সমান ছিল। তিনি যজ্ঞস্থলে ছয়টি অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করে পুরো দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করলেন। অতিথি-অভ্যাগতদের আশা অনুযায়ী উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। সবার খাওয়া হয়ে গেলেও বহু অন্ন উদ্বৃত্ত হয়েছিল। সেই উৎসব সমারোহে চতুর্দিকেই ধনরত্নের বাহার দেখা যাচ্ছিল। মহর্ষি এবং মন্ত্রকুশল ব্রাহ্মণরা উত্তম রীতিতে ঘি-তিল-শাকল্য ইত্যাদি আহুতি দিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করলেন। দক্ষিণা হিসাবে বহু ধনরাশি পেয়ে ব্রাহ্মণরাও সন্তুষ্ট হলেন। জনমেজয় ! সেই যজ্ঞে সকলেই তৃপ্ত হয়েছিলেন।

—o—

## ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বাগ্রেপূজা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যজ্ঞের অন্তে অভিষেকের দিনে অভ্যর্থনাযোগ্য মহর্ষি এবং ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞশালার অন্তর্বেদীতে প্রবেশ করলেন। নারদাদি মহাত্মা রাজর্ষিদের সঙ্গে অত্যন্ত শোভমান হয়েছিলেন। সেই অন্তর্বেদী দেখে মনে হচ্ছিল যেন নক্ষত্রখচিত আকাশ। সেইসময় সেখানে কোনো শূদ্র অথবা দীক্ষাহীন ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ধর্মরাজের রাজ্যলক্ষ্মী এবং যজ্ঞবিধি দেখে দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ক্ষত্রিয়দের সমাবেশ দেখে মনে হচ্ছিল যেন এঁদের রূপে সমস্ত দেবতা একত্রিত হয়েছেন। তখন তাঁরা মনে মনে কমল নয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। দেবর্ষি নারদ ভাবতে লাগলেন—'ধন্য ! সর্বব্যাপী, অসুরবিনাশক, অন্তর্যামী

ভগবান নারায়ণ তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য ক্ষত্রিয়কুলে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। যিনি পূর্বেই দেবতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সংহার কার্য সম্পূর্ণ করো এবং পরে নিজ লোকে ফিরে এসো, সেই কল্যাণকারী জগন্নাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্রাদি সকলেই যাঁর বাহুবলের উপাসনা করেন, সেই প্রভু এখানে মানুষের ন্যায় উপবেশন করে আছেন। স্বয়ংপ্রকাশ মহাবিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) এই বলশালী ক্ষত্রিয়বংশকে অবশ্যই আত্মসাৎ করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত যজ্ঞদ্বারা আরাধ্য, সর্বশক্তিমান এবং অন্তর্যামী।' দেবর্ষি নারদ এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। সেই সময় মহাত্মা ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! এবার তুমি সমাগত রাজাদের যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করো। আচার্য, ঋত্বিক, আত্মীয়, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয় ব্যক্তিদের বিশেষ পূজা-অর্ঘ্য প্রদান করা উচিত। এঁরা আমাদের এখানে অনেক দিন পরে এসেছেন সুতরাং তুমি সকলকে পৃথকভাবে পূজা করো এবং যিনি এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে সর্বপ্রথমে।' ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ, কৃপা করে বলুন, সমাগত সজ্জনদের মধ্যে কাকে সর্বপ্রথম পূজা করব ? আপনি কাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন ?' শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বললেন—'ধর্মরাজ ! যদুবংশশিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পৃথিবীতে সর্বাগ্রে শ্রেষ্ঠ পূজার পাত্র। তুমি দেখছ না উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

তেজ, বল, পরাক্রমে তেমনই দেদীপ্যমান, যেমন তারাদের মধ্যে সূর্য। অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান যেমন সূর্যের শুভাগমনে এবং বায়ুহীন স্থান যেমন বায়ুসঞ্চারে জীবন জ্যোতি দ্বারা ভরে ওঠে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আমাদের সভা আহ্লাদিত ও উদ্ভাসিত হচ্ছে।' পিতামহ ভীষ্মের আদেশ পেয়েই প্রতাপশালী সহদেব বিধিপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তা স্বীকার করলেন। চতুর্দিকে আনন্দ উৎসব হতে লাগল।

—— ০ ——

## শিশুপালের ক্রোধ, যুধিষ্ঠির কর্তৃক শিশুপালের ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা এবং পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্যদের বক্তব্য

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! চেদিরাজ শিশুপাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা দেখে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সেই পরিপূর্ণ সভাতে পিতামহ ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন—'বড় বড় মহর্ষি এবং রাজর্ষিরা উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণ রাজার ন্যায় রাজোচিত পূজার পাত্র হতে পারে না। মহাত্মা পাণ্ডবরা কৃষ্ণের পূজা করে তাদের যোগ্য কাজ করেনি। পাণ্ডবগণ ! তোমরা এখনও বালক ! সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে তোমরা অনভিজ্ঞ। ভীষ্ম পিতামহও বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর সেই দূরদৃষ্টি আর নেই। ভীষ্ম ! তোমার মতো সর্বজ্ঞ ধর্মাত্মাও যখন ইচ্ছামতো কাজ করতে আরম্ভ করে, তাহলে তাকেও জনসমক্ষে হেয় হতে হবে। কৃষ্ণ রাজা নয়, তাহলে সে রাজাদের মধ্যে সম্মানের পাত্র হল কী করে ? সে তো বয়সেও তেমন বড় নয়। ওর বাবা বসুদেব এখনও জীবিত। যদি একে তোমরা তোমাদের একজন হিতৈষী বলে মনে করে এর সম্মান করে থাক, তাহলে এ কি দ্রুপদের থেকেও বড় ? যদি কৃষ্ণকে তোমরা আচার্য মনে কর তাহলেও দ্রোণাচার্যের উপস্থিতিতে একে পূজা করা একেবারেই অনুচিত। ঋত্বিকের দৃষ্টিতেও সর্বপ্রথম বিদ্যায় এবং বয়সে বৃদ্ধ ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই পূজা হওয়া উচিত ছিল। যুধিষ্ঠির ! ইচ্ছামৃত্যু পুরুষশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্মের বর্তমানে তুমি কৃষ্ণের পূজা কীভাবে করলে ? শাস্ত্র

পারদর্শী বীর অশ্বত্থামার উপস্থিতিতে কৃষ্ণের পূজা কোন দৃষ্টিতে উচিত মনে হল ? পাণ্ডবগণ ! রাজাধিরাজ দুর্যোধন, ভরতবংশের আচার্য মহাত্মা কৃপ, কিম্পুরুষগণের আচার্য দ্রুম এবং পাণ্ডুর সমান সম্মানীয় সর্বসদ্‌গুণসম্পন্ন ভীষ্মকে বাদ দিয়ে, তাঁর উপস্থিতিতে তোমরা কৃষ্ণের পূজার মতো অনর্থ কাজ কী করে করলে ? এই কৃষ্ণ ঋত্বিক নয়, রাজা নয়, আচার্যও নয়। তাহলে কোন বিবেচনায় তোমরা এর পূজা করলে ? কৃষ্ণকেই যদি তোমাদের অগ্রপূজা করার ছিল, তাহলে এই রাজাদের, আমাদের ডেকে এনে এইভাবে অপমান করা উচিত হয়নি। আমরা ভয় বা লোভের জন্য তোমাদের কর প্রদান করি না ; আমরা তো ভাবলাম যে, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সহজ-সরল ধর্মাত্মা ব্যক্তি যদি সম্রাট হয় তাহলে ভালোই হবে। তাই তোমরা এই গুণহীন কৃষ্ণের পূজা করে আমাদের অপমান করছ। তুমি হঠাৎই ধর্মাত্মারূপে বিখ্যাত হয়েছ। তাই তুমি এই ধর্মচ্যুত ব্যক্তির পূজা করে নিজ বুদ্ধির দেউলিয়া ভাব প্রকাশ করছ।'

শিশুপাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে মুখ করে বলতে লাগলেন—'কৃষ্ণ ! আমি মানছি যে, বেচারী পাণ্ডবরা ভীতু এবং তপস্বী। এরা যদি ভালোভাবে বুঝে না থাকে তাহলে তোমার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে, তুমি কোন পূজার অধিকারী। যদি কাপুরুষতা এবং মূর্খতাবশত এরা তোমার পূজা করেও থাকে তবে তুমি অযোগ্য হয়ে তা কেমন করে

স্বীকার করলে ? কুকুর যেমন লুকিয়ে চুরিয়ে একটু ঘি চেটে খেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে, তেমনই তুমি এই অযোগ্য পূজা স্বীকার করে নিজেকে বড় বলে মনে করছ। তোমার এই অনুচিত পূজাতে রাজাদের শুধু অসম্মানই হয়নি বরং পাণ্ডবরা তো তোমাকেও স্পষ্টই অপমান করছে। নপুংসকদের বিবাহ দেওয়া, অন্ধদের রূপ দেখানো, রাজ্যহীনকে রাজাদের মধ্যে স্থান দেওয়া যেমন অপমান, তোমার এই পূজাও তেমনই। আমি যুধিষ্ঠির, ভীম আর তোমাকে বুঝে নিয়েছি। তোমরা কেউ কারও থেকে কম নও।' এই বলে শিশুপাল আসন ত্যাগ করে কিছু রাজাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ শিশুপালের কাছে গিয়ে মধুর কণ্ঠে তাঁকে বোঝাতে লাগলেন—'রাজন্ ! আপনার কথা ঠিক নয়। কটুকথা নিরর্থক তো বটেই, অধর্মও। আমাদের পিতামহ ভীষ্ম যে ধর্মের রহস্য জানেন না, তা নয়। আপনি অকারণ তাঁকে দোষারোপ করবেন না। দেখুন, এখানে আপনার থেকেও বিদ্যা এবং বয়সে বৃদ্ধ অনেক রাজা উপস্থিত আছেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে অন্যায় মনে করেননি। আপনারও তাঁদের মতো এ ব্যাপারে কিছু বলা ঠিক নয়। চেদি নরেশ ! পিতামহ ভীষ্মই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ জানেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে তাঁর মতো তত্ত্ব-জ্ঞান আপনার নেই।' যুধিষ্ঠির যখন এই কথা বলছিলেন তখন পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—'ধর্মরাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ। যে তাঁকে সম্মান দেওয়াকে অনুচিত মনে করে, তাকে অনুরোধ করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে যিনি অন্যকে যুদ্ধে পরাজিত করেন তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উপস্থিত রাজাদের মধ্যে কাকে পরাজিত করেননি ? একজনের নাম বলুন ? ইনি কেবল আমাদের পূজনীয় নন, সারা জগৎ এঁর উপাসনা করে। ইনি সকলের ওপরই বিজয়লাভ করেছেন, শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ জগৎ সর্বাত্মা এই কৃষ্ণেরই আধারের ওপর অবস্থিত। আমি জানি যে, এখানে বহু গুরুজন এবং পূজনীয় ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। তা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কারণে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা করছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজায় বাধা দেবার অধিকার কারোরই নেই। আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে অনেক বড় বড় জ্ঞানীর সঙ্গলাভ করেছি এবং তাঁদের কাছ থেকে সর্বগুণসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যগুণাদির বর্ণনা শুনেছি। এখানে সমাগত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মতিও আমি পেয়েছি। ইনি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যা যা করেছেন, তা আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছেই শুনেছি। শিশুপাল ! আমরা শুধু স্বার্থবশত আত্মীয় সম্পর্ক

অথবা উপকারী হওয়াতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করছি না ; আমাদের পূজা করার কারণ হল যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের সমস্ত প্রাণীর সুখপ্রদানকারী এবং সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর পূজা করেন। এখানে যত মানুষ উপস্থিত আছেন, তাঁদের সকলকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি পরীক্ষা করেছি। যশ, শৌর্য ও বীরত্বে কেউ-ই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ নয়। জ্ঞান এবং শক্তি—উভয় দৃষ্টিতেই কেউ-ই কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। দান, কুশলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, শূরভাব, শীলতা, কীর্তি, বুদ্ধি, বিনয়, লক্ষ্মী, ধৈর্য, তুষ্টি, পুষ্টি সমস্ত গুণই নিত্য-নিরন্তর তাঁর মধ্যে বিরাজ করে। পরমজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ঋত্বিক, গুরু, বৈবাহিক, স্নাতক, রাজা, প্রিয়, মিত্র সবকিছুই। তাই আমরা এঁর অগ্রপূজা করেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। তাঁর ক্রীড়ার জন্যই এই সমস্ত জড়-চেতন সৃষ্টি হয়েছে। তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি এবং সনাতন কর্তা। জন্ম ও মৃত্যু হওয়া সমস্ত পদার্থের অতীত, তাই সর্বাপেক্ষা বড় এবং পূজনীয়। বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, বায়ু, তেজ, জল, আকাশ, পৃথিবী এবং চারপ্রকারের সকল প্রাণীই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আধারে স্থিত। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক, বিদিক সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র। বেদে যেমন অগ্নিহোত্র, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মানুষের মধ্যে রাজা, নদীর মধ্যে সমুদ্র, নক্ষত্রের মধ্যে চাঁদ, জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য, পর্বতের মধ্যে মেরু এবং পক্ষীর মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, তেমনই ত্রিলোকের ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধোলোকরূপ ত্রিবিধ গতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। শিশুপাল তো অল্পবয়স্ক বালক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বদা, সর্বত্র, সর্বরূপে বিদ্যমান শিশুপালের এই জ্ঞান নেই। তাই সে এইসব কথা বলছে। সদাচারী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যাঁরা ধর্মের মর্ম জানতে চান, তাঁদের যেমন ধর্ম-জ্ঞান হয়ে থাকে, শিশুপালের তা হয়নি। এর তো এখনও তেমন প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয়ই হয়নি। এখানে ছোট বড় যত মহর্ষি-রাজর্ষি আছেন, তাঁদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পূজনীয় বলে মনে করেন না এবং তাঁকে পূজা করেন না ? শিশুপালই একমাত্র তাঁর পূজা করাকে অনুচিত বলে মনে করে। ও মনে করে ও যা ঠিক ভাবে, তাই ঠিক।'

এইসব বলে পিতামহ ভীষ্ম চুপ করলেন। তখন মাদ্রীপুত্র সহদেব বললেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পরাক্রমশালী। আমরা তাঁর পূজা করেছি। যিনি এটি সহ্য করতে পারবেন না তাঁকে আমি গ্রাহ্য করি না। আমার এই কথার যিনি বিরোধিতা করতে চান, তিনি বলুন। আমি তাঁকে বধ করব। সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমাদের আচার্য, পিতা, গুরু এবং পূজনীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমর্থন করেন।' সহদেব এই কথা বলে জোরে পদাঘাত করলেন। কিন্তু সেই সম্মানীয় বলবান রাজারা কেউ একটু শব্দও করলেন না। সহদেবের মাথায় আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল এবং অদৃশ্য থেকে 'সাধু-সাধু' ধ্বনি শোনা গেল। দেবর্ষি নারদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সর্বজ্ঞতা সর্বপ্রসিদ্ধ। তিনি সবার সামনে স্পষ্টভাষায় বললেন—'যাঁরা কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন না, তাঁর বেঁচে থাকলেও মৃত বলে মনে করতে হবে। তাঁদের সঙ্গে কখনো বাক্যালাপ করা উচিত নয়।' তারপর সহদেব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন। এই ভাবে পূজাকার্য সমাপ্ত হল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজাতে শিশুপাল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন, তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি রাজাদের ডেকে বললেন—'আমি সেনাপতি রূপে দণ্ডায়মান। এখন আপনারা কী ভাবনাচিন্তা করছেন ? আসুন, আমরা দাঁড়িয়ে যাদব এবং পাণ্ডবদের সম্মিলিত সেনাকে হারিয়ে দিই।' এইভাবে শিশুপাল যজ্ঞে বিঘ্ন প্রদানের উদ্দেশ্যে রাজাদের উৎসাহিত করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। সেইসময় তারা ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়েছিল, চেহারা রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল। তারা ভাবছিল কীভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা এবং যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞান্ত অভিষেক পণ্ড করবে।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দেখলেন অনেকেই ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় যুদ্ধ করতে উৎসুক। তখন তিনি পিতামহ ভীষ্মের কাছে গিয়ে বললেন—'পিতামহ ! এখন আমার কী কর্তব্য ? আপনি যজ্ঞের নির্বিঘ্ন সমাপ্তি এবং প্রজাদের হিতের কোনো উপায় বলুন।' পিতামহ ভীষ্ম বললেন— 'পুত্র ! ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। কুকুর কি কখনো সিংহকে বধ করতে পারে ? আমি আগেই তোমার কর্তব্য নিরূপণ করেছি। সিংহ ঘুমিয়ে পড়লে যেমন কুকুর ডাকতে থাকে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চুপ করে থাকাতেই এরা চিৎকার করছে। মূর্খ শিশুপাল না জেনে এই রাজাদের যমপুরী পাঠাতে চাইছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে শিশুপালের তেজহরণ করতে চাইছেন। তিনি যাকে আকর্ষণ করেন, তার বুদ্ধি এরূপই হয়ে থাকে। তিনি সমস্ত জগতের মূল কারণ এবং প্রলয় স্থান। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

পিতামহ ভীষ্মের কথা শিশুপালও শুনলেন। তিনি ভীষ্মকে তিরস্কার করে বললেন—'ভীষ্ম ! সমস্ত রাজাকে তিরস্কার করতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ? আরে ! বৃদ্ধ হয়ে কুলে কেন কলঙ্ক লাগাচ্ছ ? মূর্খ ও অহংকারী শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করতে গিয়ে তোমার জিভ শত টুকরো হচ্ছে না

কেন ? অতি মূর্খ ব্যক্তিরাও যার নিন্দা করে থাকে জ্ঞানী হয়েও তুমি সেই গোয়ালার কী করে প্রশংসা করছ ? ও যদি বালকবয়সে কোনো পাখি (বকাসুর), ঘোড়া (কেশী) অথবা বলদকে (বৃসভাসুরকে) মেরে থাকে, তাতে কী হয়েছে ? ও কোনো যুদ্ধের ওস্তাদ নয়। ও যদি কোনো অচেতন গাড়িকে (শকটাসুরকে) লাথি মেরে উলটে দিয়ে থাকে, তাতে এমন কী আশ্চর্যজনক কাজ করেছে ? যদি গোবর্ধন পর্বতকে সাতদিন তুলে ধরে থাকে তাতেই বা কী অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে ? এ তো উইপোকার কাজ। তবে আমি আশ্চর্য হয়েছি শুনে যে, পেটুক কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতের ওপর অনেক খাবার-দাবার খেয়েছে। যে মহাবলী কংসের নুন খেয়ে এ বড় হয়েছে, তাকেই হত্যা করেছে। কৃতঘ্নতার সীমা আছে কি ? ধর্মজ্ঞানী মহাশয় ! ধর্ম অনুসারে নারী, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং যার অন্ন খাওয়া হয়, যার আশ্রয়ে থাকা হয়, তাকে মারা উচিত নয়। যে জন্ম নিয়েই স্ত্রীলোক (পূতনা) কে মেরে ফেলেছে, তাকেই তুমি জগৎপতি বলছ ? বুদ্ধির বলিহারী ! ওহে মশায়, তোমার কথায় এই কৃষ্ণও নিজেকেও তাই মনে করছে। ওহে, ধর্মধ্বজী ! তোমার নিজ নীচ স্বভাবের জন্যই পাণ্ডবরা এইরকম হয়েছে। তুমি ধর্মের আড়ালে যেসব দুষ্কর্ম করেছ, তা কোন জ্ঞানীর দ্বারা সম্ভব ? কাশীরাজের কন্যা অম্বা শাল্বকে স্বামীপদে বরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে বলপূর্বক হরণ করে এনেছিলে। মশায়, এ কেমন ধর্ম ? তোমার ব্রহ্মচর্য ব্যর্থ। তুমি নপুংসকতা অথবা মূর্খতাবশত এই জেদ ধরে বসে আছ। আজ পর্যন্ত তুমি কী উন্নতি সাধন করেছ ? হ্যাঁ, ধর্মের কিছু বকুনি তুমি দিতে থাক ! সকলেই জরাসন্ধকে সম্মান করত। তিনি কৃষ্ণকে দাস ভেবেই তাকে হত্যা করেননি। তাঁকে হত্যা করার জন্য কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে মিলে যে ষড়যন্ত্র করেছে, তাকে কে ঠিক বলবে ? আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, তোমার কথায় পাণ্ডবরাও কর্তব্যচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। কেনই বা হবে না, তোমার মতো নপুংসক, পুরুষত্বহীন এবং বুড়ো যখন পরামর্শদাতা হয়, তখন তো এমনিই হবে।'

শিশুপালের রুক্ষ এবং কঠিন বাক্য শুনে প্রতাপশালী ভীম ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন। সকলে দেখল প্রলয়কালীন কালের মতো ভীম দাঁতে দাঁত ঘষছেন। তিনি ক্রোধোন্মত্ত হয়ে শিশুপালকে আক্রমণ করতে আসছিলেন, মহাবাহু ভীষ্ম তাঁকে আটকালেন ! এত সব হলেও শিশুপাল এতটুকু নিজের স্থান থেকে নড়লেন না। তিনি একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি হেসে বললেন—'ভীষ্ম ! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এখনই সবাই দেখতে পাবে যে এ আমার ক্রোধের আগুনে পতঙ্গের মতো পুড়ে যাবে।' পিতামহ ভীষ্ম শিশুপালের কথায় আর কোনো গুরুত্বই দিলেন না। তিনি ভীমকে বোঝাতে লাগলেন।

---

## শিশুপালের জন্মকথা এবং তার বধ

পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'ভীম ! এই শিশুপাল যখন চেদিরাজের বংশে জন্মেছিল, তখন তার তিনটি চক্ষু এবং

চার হাত ছিল। জন্মেই সে গাধার মতো চিৎকার করতে শুরু করল। তার আত্মীয়-স্বজনরা এই দশা দেখে ভয় পেয়ে তাকে পরিত্যাগ করার কথা ভাবতে লাগল। বাবা-মা, মন্ত্রী প্রমুখ সকলেরই এক মত দেখে দৈববাণী হল—'রাজন্ ! তোমার এই পুত্র অত্যন্ত শ্রীমান এবং বলশালী হবে। ভয় পেয়ো না, নিশ্চিন্ত মনে এর পালন-পোষণ করো।' এই কথা শুনে তার মা ভালোবাসায় উন্মাদ হয়ে গেল। সে হাতজোড় করে বলল—'যিনি আমার পুত্রের সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, তিনি যেই হোন স্বয়ং ভগবান, দেবতা বা অন্য কেউ আমি তাঁকে প্রণাম করি এবং এটুকু জানতে চাই যে, আমার পুত্রের মৃত্যু কার হাতে হবে ?' দ্বিতীয়বার দৈববাণী শোনা গেল—'যার ক্রোড়ে উঠলে তোমার পুত্রের বাকী দুটি হাত খসে পড়বে এবং তৃতীয় নয়নটি লুপ্ত হবে, তার হাতেই তোমার পুত্রের মৃত্যু

হবে।' সেই সময় এই বিচিত্র শিশুর খবর শুনে পৃথিবীর অধিকাংশ রাজা তাকে দেখতে এলেন। চেদিরাজ সকলেরই যথাযোগ্য আপ্যায়ন করে সকলেরই ক্রোড়ে শিশুপালকে দিলেন। কিন্তু এতে তার অবশিষ্ট দুই বাহু ও নেত্র থেকেই গেল, লুপ্ত হল না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাবলী বলরামও তাঁর পিসিকে এবং তাঁর পুত্রকে দেখতে চেদিপুরীতে এলেন। প্রণাম, আশীর্বাদ, কুশল সমাচারের পর পিসিমা তাঁর পুত্রকে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে স্নেহভরে রাখলেন। তখনই শিশুপালের বাহু দুটি পড়ে গেল এবং তৃতীয় নয়নও লুপ্ত হল। শিশুপালের মাতা ভীত ব্যাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছি। তুমি আর্তদের আশ্বস্ত করো আর ভীতদের অভয়প্রদান করো। অতএব আমাকে একটি বর দাও, তুমি আমার কথা ভেবে শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবে। আমি শুধু এইটুকুই তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'পিসিমা, তুমি দুঃখ কোরো না। আমি তোমার পুত্রের এরকম শত অপরাধও ক্ষমা করব, যার প্রতিটি অপরাধের জন্য ওকে বধ করা যায়।' হে ভীম শোন ! এইজন্যই কুল-কলঙ্ক শিশুপাল এই পরিপূর্ণ সভায় আমাকে অপমান করল। নইলে কোন রাজার এমন সাহস আছে যে আমাকে এইভাবে অপমান করতে পারে ? এই কুলকলঙ্ক এখন কালের গ্রাস হতে প্রস্তুত। এখন এই মূর্খ আমাদের নস্যাৎ করে সিংহের মতো হাঁক দিচ্ছে, কিন্তু এ জানে না যে কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ এর তেজ হরণ করবে।'

ভীষ্মের কথা শিশুপালের সহ্য হল না। সে ক্রোধে জ্বলে উঠে বলল—'ভীষ্ম ! তুমি গর্ব ভরে বার বার যার গুণগান করছ, সেই কৃষ্ণ কেন তার প্রভাব দেখাচ্ছে না ? আমি অবশ্যই তাকে হিংসা করি। তোমার স্বভাব যদি প্রশংসা করারই হয়ে থাকে, তাহলে অন্যদের প্রশংসা করছ না কেন ? দরদরাজ বাহ্লীকের স্তুতি করো, যে জন্মাতেই পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। অঙ্গবঙ্গাধিপতি কর্ণ, মহারথী দ্রোণ এবং অশ্বত্থামা—এঁদের যত খুশি স্তুতি করো। তুমি কি আর কাউকে প্রশংসা করার জন্য পাচ্ছ না ? তুমি নিজের মনে ভোজপতি কংসের রাখাল দুরাত্মা কৃষ্ণকেই সব কিছু মেনে নিয়ে গর্ব করছ। আসলে তুমি তো এই রাজাদের দয়াতেই বেঁচে আছ। এরা চাইলে এখনই তোমার প্রাণ নিতে পারে ! সত্যি তুমি অত্যন্ত অধম।' পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'শিশুপাল ! তুমি বলছ আমি রাজাদের দয়াতে বেঁচে আছি, অথচ আমি এই রাজাদের তৃণসমও মনে করি না। আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছি, তিনি সকলের সামনেই বসে আছেন। যে মরার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, সে চক্র-গদাধারী শ্রীকৃষ্ণকে কেন যুদ্ধে আহ্বান করছে না ? আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, ওঁকে যে আহ্বান করবে সে রণভূমিতে অবশ্যই ধরাশায়ী হবে।' শিশুপাল উত্তেজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধেয়ে গিয়ে বললেন—'কৃষ্ণ ! আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি, এসো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি তোমাকে যমপুরী পাঠাব। পাণ্ডবরা মূর্খতাবশত তোমার মতো দাস, মূর্খ এবং অযোগ্যের পূজা করেছে। এখন তোমাদের বধ করাই উচিত।'

শিশুপালের কথা শেষ হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত গম্ভীর ও মধুর স্বরে বললেন—'হে রাজাগণ ! এই ব্যক্তি আমাদের আত্মীয়। তা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত শত্রুতা করে থাকে। এ যদুবংশীয়দের সর্বনাশ করেছে। আমি প্রাগ্জ্যোতিষপুরে চলে গেলে এ বিনা অপরাধে দ্বারকাপুরী জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। ভোজরাজ যখন রৈবতক পর্বতে বিহার করতে গিয়েছিলেন, তখন এ তাঁর সাথীদের মেরে ফেলেছিল এবং কয়েকজনকে বেঁধে নিজের রাজধানীতে নিয়ে গিয়েছিল। আমার পিতা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তখন এ যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য যজ্ঞের অশ্বকে হরণ করেছিল। যদুবংশের তপস্বী বভ্রুর পত্নী যখন সৌবীর দেশে যাচ্ছিল, তখন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলপূর্বক হরণ করেছিল। এর ভগ্নী ভদ্রা করুষরাজের জন্য তপস্যা করছিল, এ ছলনা করে রূপ পরিবর্তন করে তাকেও হরণ করে। এইসব ঘটনায় আমি বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার পিসিমার কথা স্মরণ করে আমি আজ পর্যন্ত সহ্য করে এসেছি। এখন এই দুষ্ট আপনাদের সামনেই উপস্থিত। এই পরিপূর্ণ সভায় শিশুপাল আপনাদের সামনে আমার প্রতি যে ব্যবহার করল, তা আপনারা দেখলেন। এতেই আপনারা অনুমান করুন যে, আপনাদের অনুপস্থিতিতে ও কী না করেছে ! আজ এই সম্মানীয় রাজ সমাজের মধ্যে অহংকারবশত ও যে দুর্ব্যবহার করেছে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করব না।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই সব কথা বলছেন তখন শিশুপাল উঠে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ ভরে হাসতে লাগলেন এবং

বললেন—'কৃষ্ণ ! যদি তোর একশবার প্রয়োজন থাকে তাহলে তুই আমার কথা শোন আর সহ্য কর। যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে যা খুশি করে নে। তোর ক্রোধ বা খুশিতে

আমার কিছু লাভ বা ক্ষতি নেই।' শিশুপাল যখন এইভাবে কৃষ্ণকে বলে চলেছেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চক্রকে স্মরণ করলেন। স্মরণ করামাত্রই দিব্য চক্র এসে তাঁর হাতে উপস্থিত হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে বললেন—'নরপতিগণ ! আমি আজ পর্যন্ত একে ক্ষমা করে এসেছি, তার কারণ এর মায়ের অনুরোধে আমি এর শত অপরাধ ক্ষমা করব বলে অঙ্গীকার করেছিলাম। আজ সেই সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে। তাই আপনাদের সামনেই আমি এর মাথা দেহ থেকে পৃথক করে দিচ্ছি।' এই বলে ভগবান অবিলম্বে চক্র দিয়ে শিশুপালের মাথা কেটে ফেললেন এবং দেখতে দেখতেই সেই দেহ বজ্রবিদ্ধ পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হল। সেই সময় রাজারা দেখলেন শিশুপালের শরীর থেকে সূর্যের মতো এক দেদীপ্যমান জ্যোতি বেরিয়ে জগৎবন্দিত কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে সকলের চোখের সামনেই শ্রীকৃষ্ণের শরীরে মিশে গেল। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে উপস্থিত জনতা হতচকিত হয়ে গেল। সকলেই একবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করতে লাগলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম তখনই তাঁর মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত নরপতির সঙ্গে শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

—o—

## রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পরম প্রতাপশালী যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ বিপুল ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিল। তাই দেখে উৎসাহী বীরেরা খুব খুশি হলেন। এর ফলে যজ্ঞের সম্ভাব্য বাধা বিঘ্ন আপনিই দূর হয়ে গেল। সমস্ত কাজই সুচারুভাবে সম্পন্ন হল। অর্থসম্পদ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। বহু মানুষ ও প্রাণীকে খাওয়ানো সত্ত্বেও ভাণ্ডার অন্নে পরিপূর্ণ ছিল। তার কারণ শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তাঁদের সংরক্ষক। অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। যজ্ঞ চলা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সেই যজ্ঞ রক্ষায় তৎপর ছিলেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন যজ্ঞান্তে অবভৃত স্নান করলেন, তখন সমস্ত রাজা তাঁর কাছে এসে বললেন—'ধর্মজ্ঞ সম্রাট ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, আপনার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। আপনি সম্রাটপদ লাভ করে আজমীঢ় বংশীয় রাজাদের যশ বৃদ্ধি করেছেন। রাজেন্দ্র ! এই যজ্ঞের মাধ্যমে মহাধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। যজ্ঞে আমাদেরও সর্বপ্রকারে আদর-আপ্যায়ন করা হয়েছে, কোনো কাজে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয়নি। অনুমতি দিন, আমরা এবার আমাদের নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাই।' ধর্মরাজ তাঁদের অনুরোধ মেনে নিয়ে ভাইদের বললেন তাঁদের রাজ্যসীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। ভীম এবং অন্য ভাইরা তাঁর নির্দেশে প্রত্যেক রাজাকে সসম্মানে রাজ্যের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

সমস্ত রাজাগণ এবং ব্রাহ্মণগণ যখন সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজেন্দ্র ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, আপনার রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। এবার আমি দ্বারকা ফিরে যাবার অনুমতি চাইছি।' ধর্মরাজ বললেন—'আনন্দরূপ গোবিন্দ ! এ যজ্ঞ আপনার অনুগ্রহে সম্পূর্ণ হতে পেরেছে, আপনার কৃপাতেই সব রাজারা আমার বশ্যতা স্বীকার করে কর দিয়েছে এবং নিজেরাও এই যজ্ঞে উপস্থিত থেকেছে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! আমি কী করে আপনাকে যেতে বলব ? আপনি

ছাড়া আমার এক মুহূর্তও প্রাণে আনন্দ থাকে না। কিন্তু কী করব, আমি নিরুপায়। আপনাকে দ্বারকাতে তো ফিরে যেতেই হবে।' তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসিমা কুন্তীর কাছে গিয়ে প্রসন্নভাবে বললেন—'পিসিমা ! আপনার পুত্রের সম্রাট পদ প্রাপ্তি হয়েছে, তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, ধন-সম্পত্তিও অনেক প্রাপ্তি হয়েছে। আপনারা এখন ভালো থাকুন। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এবার দ্বারকা ফিরে যেতে চাই।' এইভাবে সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাহির মহলে এসে স্নান-জপ করে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করালেন। তাঁর সারথি দারুক মেঘবরণ রথ সাজিয়ে এলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ রথের কাছে এসে সেটি প্রদক্ষিণ করে উঠে বসলেন। রথ রওনা হল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের নিয়ে রথের পিছন পিছন অনুসরণ করতে লাগলেন। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ রথ থামিয়ে বললেন—'রাজেন্দ্র ! মেঘ যেমন সকল প্রাণীতে জল সিঞ্চন করে, বিশাল বৃক্ষ যেমন সমস্ত প্রাণীকে আশ্রয় দেয়, আপনিও সেইরকম সতর্কভাবে প্রজাপালন করুন। সকল দেবতা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুগমন করেন, তেমনই আপনার সব ভ্রাতারা আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।' এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

—— ০ ——

## ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাণী

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হওয়া সহজ নয়। এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হওয়ার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ধর্মরাজ

যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন, যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাই সসম্মানে তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন এবং স্বর্ণ আসনে বসালেন। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইদের বসতে বললেন। সকলে বসার পর ভগবান ব্যাস বললেন—'কুন্তীনন্দন ! তুমি পরম দুর্লভ সম্রাটপদ লাভ করে এই দেশের অনেক উন্নতি সাধন করেছ। অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, তোমার ন্যায় সৎপুত্রের দ্বারা এই কুরুবংশের কীর্তি বর্ধিত হল। এই মহাযজ্ঞে আমারও খুব সম্মান ও আপ্যায়ন হয়েছে। আমি এখন তোমার কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইছি।' ধর্মরাজ হাত জোড় করে পিতামহ ব্যাসের চরণস্পর্শ করে বললেন—'ভগবান ! আমার একটি বিষয়ে সংশয় আছে। আপনিই তা দূর করতে সক্ষম। দেবর্ষি নারদ বলেছেন যে, বজ্রপাত ইত্যাদি দৈবিক, ধূমকেতু ইত্যাদি অন্তরীক্ষ এবং ভূকম্প ইত্যাদি পার্থিব উৎপাত হচ্ছে। আপনি কৃপা করে বলুন শিশুপালের মৃত্যুতে তার সমাপ্তি হয়েছে না এখনও কিছু বাকি আছে !' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে ভগবান কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বললেন—'রাজন্ ! এই উৎপাতের ফল ত্রয়োদশ বৎসর পরে হবে এবং তা হবে ক্ষত্রিয়কুলের সংহার। সেই সময় দুর্যোধনের অপরাধে তুমিই নিমিত্ত হবে এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় একত্রিত হয়ে ভীম এবং অর্জুনের বলে শেষ হয়ে যাবে।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন এই কথা বলে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির চিন্তা ও শোকে বিহ্বল হয়ে রইলেন, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি মাঝে মাঝেই ভগবান ব্যাসের কথা স্মরণ করে ভাইদের বলতেন—'ভাই ! তোমাদের কল্যাণ হোক ! আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি কারো প্রতি কটু-বাক্য প্রয়োগ করব না। নিজ পুত্র এবং শত্রুর প্রতি একই প্রকার আচরণ করব। ভাই এবং বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করব। আমার মধ্যে কোনো ভেদ-ভাব থাকবে না, এই ভেদ-ভাবই হল যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল !'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাইদের কাছে এই নিয়মের কথা বলে প্রজাপালন করতে লাগলেন। তিনি নিয়মমতো পিতৃপুরুষের তর্পণ এবং দেবপূজা করতে লাগলেন। একে একে সকলে নিজ নিজ রাজধানীতে ফিরে গেলেও দুর্যোধন এবং শকুনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে কিছুদিনের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে গেলেন।

## দুর্যোধনের ঈর্ষা এবং শকুনির পরামর্শ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা দুর্যোধন শকুনির সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে ধীরে ধীরে সব কিছুই ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলেন। তাঁরা এখানে এমন সব কলা কৌশল দেখলেন যা হস্তিনাপুরে কখনো দেখেননি। একদিন সভায় তাঁরা বেড়াতে গিয়ে এক স্ফটিকের প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছলেন এবং সেখানে জল আছে মনে করে কাপড় গুটিয়ে নামতে গেলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে আবার অন্যদিকে ঘুরতে লাগলেন। পরে তাঁরা জলভূমিকে স্থল ভেবে তাতে পড়ে গেলেন এবং অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলেন। ধর্মরাজের নির্দেশে সেবকরা তাঁদের উত্তম নতুন বস্ত্র এনে দিলেন। তাঁদের এই অবস্থা দেখে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই হাসতে লাগলেন। অসহিষ্ণুচিত্ত দুর্যোধন তাঁদের এই হাসিতে কষ্ট পেলেন কিন্তু মনোভাব লুকিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইলেন। তারপরে স্ফটিকের দেওয়ালকে দরজা ভেবে তা দিয়ে ঢুকতে গেলে এত জোরে ধাক্কা খেলেন যে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। এক জায়গায় বড় বড় দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলতে গেলে, অন্য দিকে গিয়ে পড়লেন। একবার ঠিক দরজায় গিয়েও সেটিকে দেওয়াল মনে করে ফিরে এলেন। এইভাবে বার বার ঠকে যাওয়ায় এবং যজ্ঞের অভূতপূর্ব ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধনের মনে অত্যন্ত ঈর্ষা ও কষ্ট হল। তিনি যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। যাওয়ার সময় পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য এবং সম্পত্তির চিন্তায় দুর্যোধনের মনে ভয়ংকর সংকল্প জন্ম নিল। পাণ্ডবদের প্রসন্নতা, রাজাদের বশ্যতা স্বীকার, আবাল-বৃদ্ধের তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখে দুর্যোধনের মনে এমন হিংসার উদয় হল যে তাঁর শরীরের কান্তি নষ্ট হয়ে গেল।

শকুনি তাঁর ভাগিনেয়র বৈকল্য লক্ষ্য করে বললেন— 'দুর্যোধন ! তুমি এত দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন ?'

দুর্যোধন বললেন—'মাতুল ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনের শস্ত্র কৌশলের সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী বশীভূত করেছেন এবং ইন্দ্রের ন্যায় রাজসূয় যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করলেন। তাঁদের এই ঐশ্বর্য দেখে আমার শরীর ও মন দিন রাত জ্বলে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ সকলের সামনেই শিশুপালকে বধ করলেন। কিন্তু কোনো রাজার একটু শব্দ করারও সাহস হল না। অসুবিধা হচ্ছে এই যে, আমি একলা ওদের রাজ্যলক্ষ্মী কেড়ে নিতে সমর্থ নই, আর আমাকে সাহায্য করে এমন কাউকে দেখছি না। তাই আমি প্রাণত্যাগের কথা চিন্তা করছি। যুধিষ্ঠিরের এই বিপুল ঐশ্বর্য দেখে আমার মনে হয়েছে যে প্রারব্ধই প্রধান, পুরুষার্থ ব্যর্থ। আমি আগে পাণ্ডবদের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এরা সমস্ত বিপদ থেকে বেঁচে গেছে এবং এখন আরও দিন দিন উন্নতি করছে। এ তো দৈবের প্রাধান্য এবং পুরুষার্থেরই নিরর্থকতার প্রমাণ ! দৈবের আনুকূল্যেই এরা বেড়ে উঠছে আর পুরুষার্থ থাকলেও আমার অবনতি হয়ে চলেছে। মাতুল ! এখন আপনি এই দুঃখীকে প্রাণত্যাগ করার অনুমতি দিন, ক্রোধের ও অপমানের আগুনে আমি ছারখার হয়ে যাচ্ছি। আপনি পিতার কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেবেন।'

শকুনি বললেন—'দুর্যোধন ! পাণ্ডবরা তাদের ভাগ্য অনুসারে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য ভোগ করছে, তাতে ঈর্ষা করা উচিত নয়। তোমার এই কথা ভাবাও ঠিক নয় যে, তোমার কেউ

সাহায্যকারী নেই। কেননা তোমার সব ভাই-ই তোমার অধীন এবং অনুগত। মহাধনুর্ধর দ্রোণ, তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা, সূতপুত্র কর্ণ, মহারথী কৃপাচার্য, রাজা সোমদত্ত এবং তাঁর ভাই সকলেই তোমার পক্ষে। তুমি যদি চাও তবে এঁদের সাহায্যে সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করতে পারো।'

দুর্যোধন বললেন—'মাতুল ! আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে আপনাকে এবং আপনার দ্বারা উল্লিখিত রাজাদের এবং অন্যদের সাহায্যে আমি পাণ্ডবদের পরাজিত করে আমাকে উপহাস করার প্রতিশোধ নিতে পারি। এখন যদি ওদের হারাতে পারি তাহলে সমস্ত পৃথিবী আমার হয়ে যাবে। সমস্ত রাজা এবং ওই দিব্য সভাগৃহও আমার হবে।'

শকুনি বললেন—'দুর্যোধন ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখকে যুদ্ধে পরাজিত করা বড় বড় দেবতাদের পক্ষেও অসম্ভব। এই সব মহারথী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, অস্ত্রবিদ্যায় কুশল এবং উত্তম যোদ্ধা। ঠিক আছে, আমি তোমাকে যুধিষ্ঠিরকে হারাবার উপায় বলছি। যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার খুব শখ, কিন্তু তেমন খেলতে পারেন না। যদি তাঁকে পাশা খেলায় আহ্বান করা হয়, তাহলে উনি ক্ষত্রিয় মর্যাদায় 'না' বলবেন না। আমি তো পাশাখেলায় এত পারদর্শী যে ভূমণ্ডলে কেন ত্রিভুবনেও আমার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই তুমি ওঁকে আমন্ত্রণ করো, আমি চালাকি করে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য কেড়ে নেব। দুর্যোধন ! তুমি তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলো, তাঁর আদেশ পেলে আমি অবশ্যই যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে দেব।'

দুর্যোধন বললেন—'মাতুল ! আপনিই বলুন ! আমি বলতে পারব না।'

—o—

## দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের আলাপ-আলোচনা এবং বিদুরের পরামর্শ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! হস্তিনাপুরে ফিরে এসে শকুনি প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন—'মহারাজ ! শ্রবণ করুন দুর্যোধন দিন দিন দুর্বল এবং কৃশ হয়ে যাচ্ছে। আপনি তার এই দুঃখ, চিন্তা এবং অন্তরের কষ্ট কেন বুঝতে পারছেন না ?' ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন—'পুত্র ! তুমি এত বিষণ্ণ হচ্ছ কেন ? তুমি কি শকুনির কথা অনুযায়ী দুর্বল এবং বিবর্ণ হয়ে গেছ ? আমি তো শোকের কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার ভাই বা বন্ধুরা তো তোমার কোনো অনিষ্ট করেনি, তাহলে তোমার এই বিষণ্ণতার কারণ কী ?' দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! আমি রাজপোশাক পরে সাধারণের মতো কেবলমাত্র আহার নিদ্রায় দিন কাটাচ্ছি। আমার অন্তরে ঈর্ষার আগুন জ্বলছে। যেদিন থেকে আমি যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-সম্পদ দেখেছি, সেই থেকে আমার খাওয়া-পরা কিছুই ভালো লাগছে না। আমি দীন-হীন হয়ে রয়েছি। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে রাজারা এত ধনদৌলত দিয়েছে, তা আমি দেখা তো দূরের কথা, কখনো শুনিনি। শত্রুর এই অতুল ধনসম্পত্তি দেখে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। শ্রীকৃষ্ণ যে সব বহুমূল্য সামগ্রী দিয়ে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করেছেন, তার জন্য আমি এখনও ঈর্ষা অনুভব করছি। লোকে সবদিকে দিগ্বিজয় করতে পারে, কিন্তু উত্তরদিকে পাখি ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। পিতা ! অর্জুন সেখান থেকেও অপার ধনরাশি সংগ্রহ করেছে। লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনের পরে সংকেতরূপে যখন শঙ্খধ্বনি করা হত তা শুনে আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত। যুধিষ্ঠিরের মতো ঐশ্বর্য, ইন্দ্র, যম, বরুণ বা কুবেরেরও নেই। তাঁর ধনসম্পদ দেখে আমার চিত্ত অশান্ত।'

দুর্যোধনের কথা শেষ হলে ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই শকুনি বললেন—'দুর্যোধন ! সেই রাজলক্ষ্মী পাওয়ার উপায় আমি তোমাকে বলছি। আমি পাশাখেলায় পৃথিবীতে সবার থেকে দক্ষ। যুধিষ্ঠির এই খেলা খেলতে খুব আগ্রহী, কিন্তু খেলতে জানে না। তুমি তাঁকে আহ্বান করো। আমি পাশা খেলায় তাঁকে কপটতায় পরাজিত করে অবশ্যই তাঁর সম্পত্তি দখল করব।' শকুনির কথা শেষ হলে দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! দ্যূত-ক্রীড়াকুশল মাতুল শুধুমাত্র দ্যূতের সাহায্যেই পাণ্ডবদের সমস্ত রাজ্য সম্পদ নিয়ে নেওয়ার কথা বলছেন। আপনি এঁকে অনুমতি দিন।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন —'আমার মন্ত্রী বিদুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমি তাঁর পরামর্শ অনুসারেই কাজ করে থাকি। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি ঠিক করব এই ব্যাপারে কী করা উচিত। বিদুর দূরদর্শী, দুপক্ষের জন্য যা হিতকারী, তিনি তাই করবেন।' দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! বিদুরকে একথা জানালে, তিনি নিশ্চয়ই বাধা দেবেন। তাহলে আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করব। তারপর আপনি সুখে বিদুরের

সঙ্গে রাজ্য ভোগ করবেন। আমাকে আপনার আর কি প্রয়োজন ?' দুর্যোধনের কঠোর বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কথা মেনে নিলেন। তবুও জুয়া নানা অনর্থের মূল জেনে বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করা স্থির করলেন এবং তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন।

বিদুর সংবাদ পেয়েই বুঝলেন যে, এবার কলিযুগ বা কলহ-যুগ আরম্ভ হতে যাচ্ছে। বিনাশের শিকড় বিকশিত হচ্ছে। তিনি অতি শীঘ্রই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে তাঁর চরণে প্রণাম জানিয়ে বললেন—'রাজন্ ! আমি জুয়া খেলাকে বড়ই অশুভ লক্ষণ বলে মনে করি। আপনি এমন কিছু করুন যাতে আপনার পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে কোনো শত্রুতা না জন্মায়।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'আমি তো সেই চেষ্টাই করছি। কিন্তু যদি দেবতা আমাদের অনুকূলে থাকেন তাহলে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্য কোনো অশান্তি হবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং তোমার-আমার উপস্থিতিতে কোনোপ্রকার দুর্নীতি হবে না।' এরপর ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র দুর্যোধনকে একান্তে ডেকে বললেন— 'পুত্র ! বিদুর অত্যন্ত জ্ঞানী এবং নীতি-নিপুণ। সে আমাকে কখনো অন্যায় সম্মতি দেবে না। সে যখন জুয়াকে অশুভ বলছে, তখন তুমি শকুনিকে দিয়ে জুয়া খেলানোর সংকল্প পরিত্যাগ করো। বিদুর আমাদের পরম হিতকারী। তাঁর কথা অনুসারে কাজ করা তোমার পক্ষে হিতকারক। ভগবান বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে নীতি-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, বিদুর তার মর্মজ্ঞ। যাদবদের মধ্যে যেমন উদ্ধব, কৌরবদের মধ্যে তেমন বিদুর। আমার তো জুয়া খেলায় পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। জুয়া হল মনোমালিন্যের মূল। কাজেই তুমি এর আয়োজন থেকে বিরত হও। দেখো, পিতা-মাতার কাজ হল সন্তানকে ভালো মন্দ বোঝানো। আমি তাই করছি। বংশ-পরম্পরায় তুমি এই রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছ, আমি তোমাকে শিক্ষা-দীক্ষায় রাজ্য শাসনের যোগ্য করে দিয়েছি। জুয়াতে কী আছে ? এইসব ঝামেলা পরিত্যাগ কর।' দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! আমাদের যা সম্পদ তা তো খুবই সাধারণ, এতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য লক্ষ্মী এবং তার অধীনস্থ সমস্ত রাজা দেখে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছে। আমার হৃদয় পাথরের, তাই এত কথা বলতে পারছি আর সব কিছু সহ্য করতে পারছি। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, যুধিষ্ঠিরের কাছে নীপ, চিত্রক, কৌকুর, কারস্কার এবং লৌহজঙ্ঘ প্রমুখ রাজা দাসদের মতো সেবাকার্য করছে। সমুদ্রের বহু দ্বীপের এবং হিমালয়ের রাজারা বিলম্বে আসায় তাদের উপহার সামগ্রী স্বীকার করা হয়নি। যুধিষ্ঠির আমাকেই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ মনে করে আপ্যায়নের সঙ্গে রত্নাদি উপহারগুলি নেওয়ার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তাই আমি সব জানি। হীরা-মণি-মাণিক্য এত রাশিকৃত হয়েছিল যে, তার কোনো
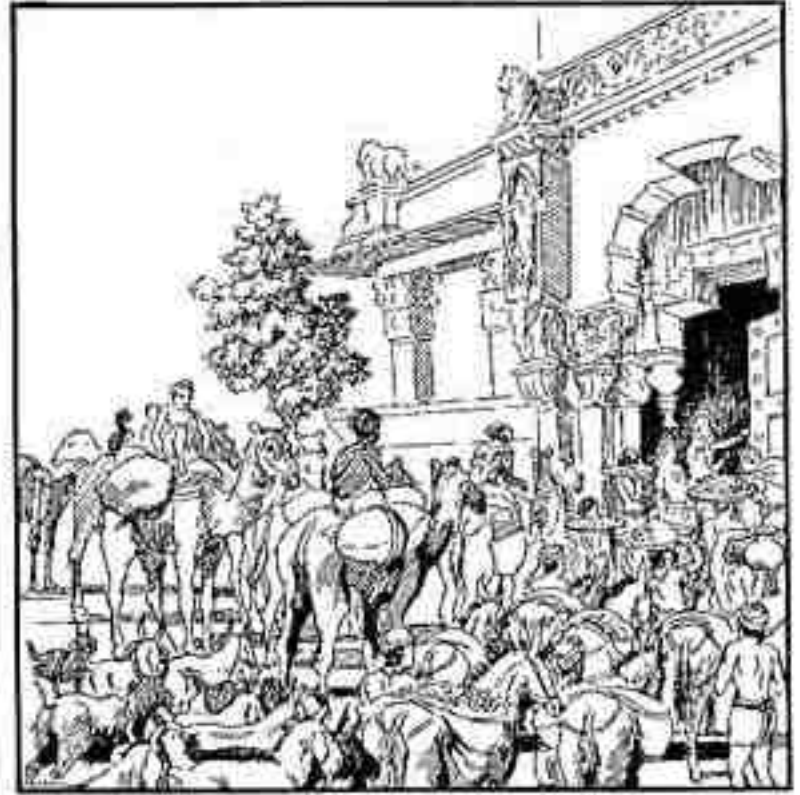
সীমা-সংখ্যা করা যায় না। রত্নাদি উপহার গ্রহণ করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে যখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন উপহার প্রদানকারীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। ময়দানব বিন্দুসরোবর থেকেও অনেক রত্ন নিয়ে এসেছে, স্ফটিকের পাথর বসিয়ে সভাগৃহকে অত্যন্ত সুন্দর করে তৈরি করেছে। এক স্থানে আমি জল ভেবে কাপড় উঠিয়ে হাঁটছিলাম, ভীম তাই দেখে হেসে উঠল, ভাবল আমি তাদের সম্পত্তি দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি এবং রত্ন চিনি না। যখন আমি জলকে স্ফটিক ভেবে জলে গিয়ে পড়লাম, তখন শুধু ভীমই নয়, কৃষ্ণ-অর্জুন-দ্রৌপদী এবং উপস্থিত আরও নারীপুরুষ হেসে উঠল। এতে আমি মনে বড় দুঃখ পেয়েছি। যেসব রত্নের আমি কখনো নাম শুনিনি, পাণ্ডবদের কাছে তা আমি নিজ চোখে দেখে এলাম। সমুদ্র পারের অথবা সমুদ্র ধারের জঙ্গলে বসবাসকারী বৈরাম, পারদ, আভীর এবং কিতবজাতির মানুষরা, যারা বর্ষার জলে চাষ-বাস করে, তারা বহু রত্ন, গবাদি পশু, সোনা, কম্বল, বস্ত্র ইত্যাদি উপহার নিয়ে রাজদ্বারের বাইরে ভিড় করেছিল। কিন্তু তাদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

ম্লেচ্ছাধিপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষ-নরেশ ভগদত্ত বহু উচ্চজাতের ঘোড়া এবং অন্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকেও ভিতরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। চীন, শক, ঔড্র, জঙ্গলী বর্বর-হূণ, পাহাড়ী, নীপ এবং অনুপ দেশের রাজারা ভিতরে আসতে না পেরে নগর দ্বারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আরও অনেক লোক দুরন্ত হাতি, আরবী ঘোড়া, সোনা উপহার নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদেরও সেই একই দশা। পিতা ! আপনি তো জানেন মেরু এবং মন্দারচলের মধ্যবর্তী স্থানে শৈলদা নামে এক নদী আছে। তার দুই তীরে বাঁশীর মতো আওয়াজকারী বাঁশের ঘন ছায়াতে খস, একাসন, অর্হ, প্রদর, দীর্ঘবেণু, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গণ এবং পরতঙ্গণ ইত্যাদি জাতি বসবাস করেন। তাঁরা যা সঞ্চয় করেছিলেন সেই সমস্ত স্বর্ণরাশি যুধিষ্ঠিরকে উপহার দেবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। উদয়াচলনিবাসী করুষরাজ এবং ব্রহ্মপুত্র-নদের উভয়তীরবাসী কিরাতগণও যারা শুধু চর্মবস্ত্র পরে, অস্ত্রবহন করে এবং কাঁচা ফল-মূল খেয়ে জীবন ধারণ করে তারাও উপহার নিয়ে এসেছিল। বহু রাজাই বাহিরে দাঁড়িয়েছিলেন ভিতরে প্রবেশের প্রতীক্ষায়, দ্বারপাল যজ্ঞের শেষে তাঁদের ভিতরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর সম্মান রক্ষার্থে চৌদ্দ হাজার হাতি উপঢৌকন দেন। পিতা ! অর্জুন যে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের আত্মা, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যে কাজ করতে বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তা সম্পূর্ণ করে দেন। বেশি আর কী বলব, অর্জুনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গও ত্যাগ করতে পারেন আর শ্রীকৃষ্ণের জন্য অর্জুন তাঁর প্রাণও হাসতে হাসতে ত্যাগ করতে পারেন। এখন, এই চারবর্ণের প্রদত্ত প্রেম-উপহার, বিজাতীয়দের উপস্থিতি এবং তাঁদের দেওয়া সম্মান দেখে আমার হৃদয় বিদারিত হচ্ছে। আমি মরতে চাই। পিতা, আর কত বলব ! রাজা যুধিষ্ঠির যাদের ভরণ পোষণ করেন, তাদের মধ্যে কয়েক কোটি হাতি ঘোড়ার সওয়ার, কয়েক কোটি রথী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য আছে। চতুর্বর্ণের লোকের মধ্যে এমন কাউকে আমি দেখিনি যাঁরা যুধিষ্ঠিরের কাছে আহার এবং আদর-আপ্যায়ন গ্রহণ করেননি। যুধিষ্ঠির অষ্টাশি হাজার গৃহস্থ স্নাতককে ভরণ-পোষণ করে

থাকেন। দশ হাজার তপস্বী মুনিকে স্বর্ণপাত্রে প্রতিদিন আহার করিয়ে থাকেন। পিতা, দ্রৌপদী স্বয়ং আহারের পূর্বে খোঁজ-খবর করেন যে, কোনো ভিক্ষুক, দুঃস্থ, পঙ্গু তাঁদের রাজ্যে অনাহারে নেই তো !

পিতা ! পাঞ্চালদের সঙ্গে পাণ্ডবদের বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে আর অন্ধক এবং বৃষ্ণি-বংশীয়রা এঁদের সখা। তাই এই দুই পক্ষই কেবলমাত্র ওঁদের কর দেন না। বাকি সকলেই এঁদের করদ সামন্ত। অনেক বড় বড় সত্যবাদী, বিদ্বান, ব্রতী, বক্তা, যাজ্ঞিক, ধৈর্যবান, ধর্মাত্মা এবং যশস্বী রাজাও যুধিষ্ঠিরের সেবায় সদা তৎপর। রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময় বাহ্লীক স্বর্ণমণ্ডিত রথ নিয়ে এসেছিলেন। রাজা সুদক্ষিণ তাতে কম্বোজ দেশের সাদা ঘোড়া জুতেছিলেন। মহাবলী সুনীথ তাতে রাস লাগিয়েছিলেন আর শিশুপাল দিয়েছিলেন ধ্বজা। দাক্ষিণাত্যের রাজা কবচ, মগধের রাজা মালা-উষ্ণীষ, বসুদান হাতি, একলব্য জুতা, অবন্তীরাজ অভিষেকের জন্য নানা তীর্থের জল,

এনে দিয়েছিলেন। শল্য সুন্দর হাতলযুক্ত তরোয়াল এবং সুবর্ণমণ্ডিত পেটি, চেকিতান তূণীর এবং কাশীরাজ দিয়েছিলেন ধনুক। তারপরে পুরোহিত ধৌম্য এবং মহর্ষি ব্যাস নারদ, অসিত এবং দেবল মুনির সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সেই অভিষেক স্থলে মহর্ষি পরশুরামের সঙ্গে বহু বেদপারদর্শী ঋষি-মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান ছিলেন। অভিষেকের সময় সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের ছত্র ধরেছিলেন, অর্জুন ও ভীম ব্যজন আর নকুল এবং সহদেব দিব্য চামর ধরেছিলেন। বরুণ দেবতার শঙ্খ, ব্রহ্মা যেটি ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন এবং সহস্র ছিদ্রের ফোয়ারা, বিশ্বকর্মা যা অভিষেকের জন্যই তৈরি করেছিলেন, কৃষ্ণ সেটি যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন, তার দ্বারাই তাঁর অভিষেক ক্রিয়া হয়। পিতা, এসব দেখেশুনে আমার খুব দুঃখ হয়েছে। অর্জুন অত্যন্ত খুশি হয়ে ব্রাহ্মণদের পাঁচশত গোধন দান
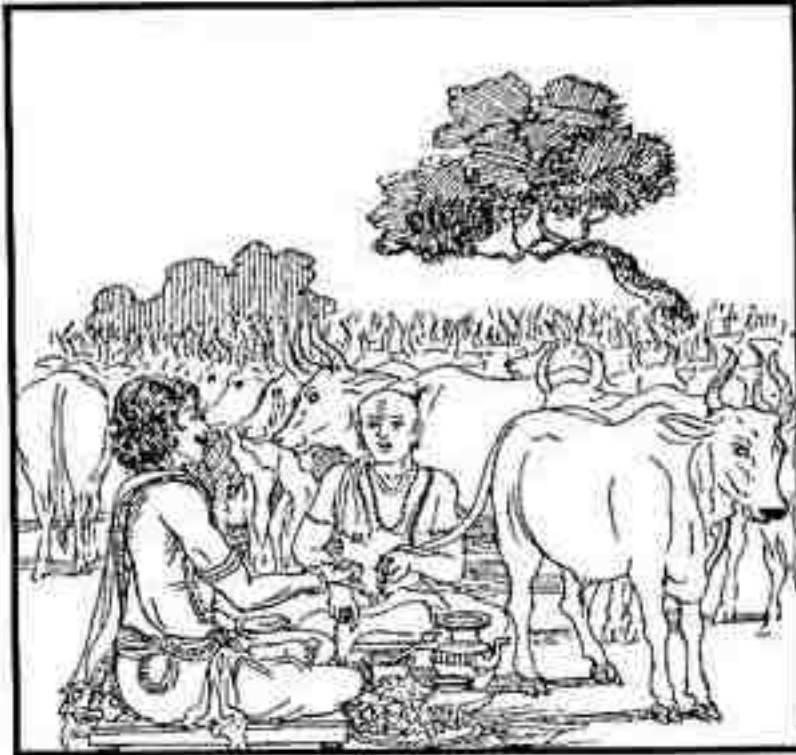
করেন। সেগুলির শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। রাজসূয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য এমন চমকিত হচ্ছিল যে তেমন হয়তো রন্তিদেব, নাভাগ, মান্ধাতা, মনু, পৃথু, ভগীরথ, যযাতি এবং নহুষেরও ছিল না। পিতা, এইসব কারণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, শান্তি পাচ্ছি না। আমি দিন দিন দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাচ্ছি, শোকের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

দুর্যোধনের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। পাণ্ডবদের ঈর্ষা কোরো না। ঈর্ষাকাতর ব্যক্তিদের মৃত্যুতুল্য কষ্ট ভোগ করতে হয়। ওরা যখন তোমাদের হিংসা করে না, তুমি তবে কেন ওদের মোহবশত হিংসা করে অশান্তি পাচ্ছ ? কেন তুমি ওদের সম্পত্তি নিতে চাইছ ? তুমি যদি ওদের মতো যজ্ঞ এবং বৈভব চাও, তাহলে ঋত্বিকদের নির্দেশ দাও, তোমার জন্যও তাঁরা রাজসূয় যজ্ঞ করুন। তোমাকেও রাজারা নানাপ্রকার উপহার দেবেন। পুত্র ! অন্যের অর্থের প্রতি লোভ করা তস্করের কাজ। যে ব্যক্তি নিজধনে সন্তুষ্ট থেকে ধর্মে স্থির থাকে, সেই সুখী হয়। অপরের ধনের আশা কোরো না। নিজের কর্তব্যে ব্যাপৃত থাক আর যা তোমার আছে, তাই রক্ষা করো। এই হল আসল সম্পদশালীর লক্ষণ। যে কোনো বিপদে দিশেহারা হয় না, নিজের কুশলতাপূর্বক নিজের কাজ করে, সকলের উন্নতি চায়, যে সাবধানী এবং বিনয়ী, তার সর্বদা মঙ্গল হয়ে থাকে। আরে পুত্র ! ওরা তোমার রক্ষাকারী সহায় হস্ত, তাকে কাটতে চেষ্টা কোরো না, ওদের অর্থসম্পদও তোমারই। এই গৃহযুদ্ধে শুধু অধর্মই হয়ে থাকে। ওদের আর তোমাদের পিতামহ একজনই। কেন তুমি অনর্থের বীজ বপন করছ ?'

দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! আপনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ। জিতেন্দ্রিয় থেকে গুরুজনদের সেবা করেছেন। আমার কাজে কেন আপনি বাধা দিচ্ছেন ? ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজই হল শত্রুবিজয়। তাহলে এই স্বকর্মে ধর্ম-অধর্মের প্রশ্ন তোলার অর্থ কী ? শত্রুকে অবদমিত করার শস্ত্র হল

গুপ্তভাবে বা প্রকটিতভাবে আঘাত করা। শুধু মারামারি করাই আসল শস্ত্র নয়। অসন্তোষের দ্বারাই রাজলক্ষ্মী লাভ হয়। তাই আমি অসন্তোষকেই ভালোবাসি। সম্পত্তি থাকলেও তা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করাই উচিত। যে অসাবধানতাবশত শত্রুর উন্নতিতে উদাসীন থাকে সে তাদের হাতেই সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে। বৃক্ষের শিকড়ে যে

উঁইপোকা বাসা বাঁধে তারা সেই আশ্রয় বৃক্ষটিকেই খেয়ে ফেলে। তেমনই সাধারণ শত্রুও বল-বীর্যে শক্তিশালী হয়ে অনেক বড় আকার ধারণ করে। শত্রুর ধন-সম্পদ দেখে প্রসন্ন হওয়া উচিত নয়। সব সময় ন্যায়ের কথাও মাথায় রাখা উচিত নয়। ধনবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা হল উন্নতির সোপান। পাণ্ডবদের রাজ্য-সম্পদ না নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আমার সামনে এখন মাত্র দুটি রাস্তা খোলা আছে—হয় পাণ্ডবদের সম্পত্তি হস্তগত করা নচেৎ মৃত্যু বরণ করা। আমার বর্তমান দশায় মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! শক্তিমানদের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া আমি কখনই উচিত বলে মনে করি না। কারণ শত্রুতার দ্বারা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। আর তা কুলনাশের পক্ষে এক মারাত্মক অস্ত্র।' দুর্যোধন বললেন—'পিতা, এ কোনো নতুন কথা নয়। আগেকার দিনেও দ্যূত-ক্রীড়া হত। তাতে ঝগড়া-ঝামেলাও হত না বা যুদ্ধও হত না। আপনি মাতুলের কথা মেনে নিয়ে শীঘ্রই সভামণ্ডপ তৈরি করার নির্দেশ দিন।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র ! তোমার কথা আমার ভালো লাগছে না, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। দেখো, পরে যেন অনুতাপ করতে না হয়। কারণ তুমি ধর্মের বিপরীতে যাচ্ছ। মহাত্মা বিদুর তাঁর বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাবে সব কিছু আগেই জেনে গেছেন। ঘটনাক্রমই এমন, আমি নিরুপায়। ক্ষত্রিয় ধ্বংসের মহাভয়ংকর সময় আসছে বলে মনে হচ্ছে।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভাবলেন দৈব অত্যন্ত বলশালী। দৈবের প্রতাপেই দুর্যোধনের চিন্তা-ভাবনা অন্য দিকে যাচ্ছে। পুত্রের কথা মেনে নিয়ে তিনি লোকদের আদেশ দিয়ে বললেন—'তোমরা তাড়াতাড়ি তোরণস্ফটিক নামে একটি সভাগার তৈরি করাও। তাতে একসহস্র স্তম্ভ এবং সুবর্ণ ও বৈদুর্যমণ্ডিত একশত দরজা থাকবে। তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হবে এক এক ক্রোশ করে।' রাজার নির্দেশ অনুসারে কারিগররা সভা তৈরি করল এবং নানা সুন্দর বস্ত্র দিয়ে তাকে সাজিয়ে দিল।

—o—

## যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ এবং কপটদ্যূতে পাণ্ডবদের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন তাঁর প্রধানমন্ত্রী বিদুরকে ডেকে বললেন—'বিদুর ! তুমি

ইন্দ্রপ্রস্থে যাও এবং পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসো। যুধিষ্ঠিরকে বলবে যে, আমি এক রত্ন খচিত সভাগার নির্মাণ করিয়েছি, যা সুন্দর শয্যা এবং আসনে সুসজ্জিত। যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে এসে সেটি পরিদর্শন করুক এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু পাশা খেলা করুক।' মহাত্মা বিদুরের কাছে এই কথাগুলি ন্যায়যুক্ত বলে মনে হল না। তিনি তার প্রতিবাদ করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'আপনার এই আদেশ আমার উচিত বলে মনে হচ্ছে না। কখনো এমন করবেন না। এর ফলে আপনার পুত্রদের শত্রুতা এবং গৃহে কলহ বেধে যাবে, যার ফলে সমস্ত বংশ লোপ হবার সম্ভাবনা।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর ! যদি ভাগ্য প্রতিকূল না হয় তাহলে দুর্যোধনের শত্রুতা-বিরোধিতায় আমার কোনো দুঃখ হবে না। জগতে কেউই স্বাধীন নয়, সবকিছুই দৈবের অধীন। তুমি বেশি চিন্তা-ভাবনা না করে আমার নির্দেশানুযায়ী কাজ করো। পরম প্রতাপশালী পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ করে আনো।'

বিদুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে বিবশ হয়ে দ্রুতগামী রথে চড়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। সেখানকার লোকেরা তাঁকে সাদরে আহ্বান করে ধর্মরাজের ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজমহলে নিয়ে গেলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে আপ্যায়ন করে জিজ্ঞাসা করলেন—'হে তাত ! আপনাকে বিমর্ষ মনে হচ্ছে, আপনি কুশলে আছেন তো ?' বিদুর বললেন—'দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়

প্রতাপশালী ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনসহ কুশলেই আছেন। তোমার কুশল এবং আরোগ্য কামনা করে তিনি এই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, 'যুধিষ্ঠির ! আমিও তোমার মতো এক সুন্দর এবং বৃহৎ সভাগার নির্মাণ করিয়েছি। তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে এসে সেটি পরিদর্শন করো এবং ভাইদের নিয়ে দ্যূতক্রীড়া করো।' ধৃতরাষ্ট্রের সংবাদ শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'তাত ! আমার মনে হয় দ্যূতক্রীড়া মঙ্গলকারী নয়। এ কেবল ঝগড়া-বিবাদের মূল। কোন্ সৎ ব্যক্তি এই খেলা পছন্দ করবে ? এতে আপনার কী মত ? আমরা আপনার পরামর্শ মতোই কাজ করতে চাই।' বিদুর বললেন—'ধর্মরাজ ! আমি খুব

ভালোভাবেই জানি যে, পাশাখেলা সমস্ত অনর্থের মূল। আমি এটি বন্ধ করার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হইনি। আমি ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে বিবশ হয়ে এখানে এসেছি। তোমরা যা ভালো বোঝ, তাই করো।' যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাত্মন্ ! ওখানে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি ছাড়া আরও কারা পাশা খেলতে একত্রিত হয়েছে ? আমাদের কাদের সঙ্গে খেলার আমন্ত্রণ করা হয়েছে ?' বিদুর বললেন—'গান্ধাররাজ শকুনিকে তো তুমি জানই, সে পাশা খেলতে ওস্তাদ। তাছাড়া ওখানে আছে বিবিংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয় প্রমুখ সকলে।' যুধিষ্ঠির বললেন—'তাত ! তাহলে আপনার কথাই ঠিক। এখন তো দেখছি ওখানে ভীষণ বড় বড় মায়াবী ক্রীড়াবিদরা একত্র হয়েছে। যাহোক, সমস্ত পৃথিবীই দৈবের অধীন। কেউই স্বাধীন নয়। যদি ধৃতরাষ্ট্র আমন্ত্রণ না করতেন, তাহলে আমি কখনো শকুনির সঙ্গে পাশা খেলতে যেতাম না।'

ধর্মরাজ বিদুরকে এই কথা বলে নির্দেশ দিলেন যে—'কাল প্রাতঃকালে দ্রৌপদী এবং অন্যান্য রানিদের নিয়ে আমরা পাঁচ ভাই হস্তিনাপুর রওনা হব।' সকলে প্রস্তুত হলে তাঁরা রওনা হলেন। হস্তিনাপুরে পৌঁছে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও কুশল বিনিময় করলেন। তারপর তিনি সোমদত্ত, দুর্যোধন, শল্য, শকুনি, সমাগত রাজা, দুঃশাসন, জয়দ্রথ এবং সমস্ত কুরুবংশীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। মাতৃসমা পতিব্রতা গান্ধারী এবং পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণাম করলেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহভরে পাণ্ডবদের আশীর্বাদ করলেন। পাণ্ডবরা আসায় কৌরবরা খুব খুশি হল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের রত্নমণ্ডিত মহলে থাকবার ব্যবস্থা করলেন। দ্রৌপদী প্রমুখ নারীগণও অন্তঃপুরে নারীদের সঙ্গে মিলিত হলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে সকলে তাঁদের নিত্যকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নতুন সভাগৃহে এলেন। পাশাখেলার জন্য সমবেতরা সকলকে সহর্ষে স্বাগত জানাল। পাণ্ডবরা সভায় পৌঁছে সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য প্রণাম-আশীর্বাদ, আদর-আপ্যায়ন বিনিময় করলেন। তারপর সকলে বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। তারপর মাতুল শকুনি প্রস্তাব দিলেন—'ধর্মরাজ ! এই সভা আপনার প্রতীক্ষায় ছিল। এবার পাশা ফেলে খেলা শুরু করুন।' যুধিষ্ঠির বললেন —'রাজন্ ! জুয়া খেলা তো ছলনা আর পাপের মূল। এতে ক্ষত্রিয়োচিত বীরত্ব প্রদর্শনের অবকাশও নেই এবং এর কোনো নির্দিষ্ট নীতিও নেই। জগতের কোনো সৎব্যক্তিই পাশাখেলার কপটতা পূর্বক আচরণের প্রশংসা করেন না। আপনি পাশা খেলার জন্য এত উতলা কেন ? নিষ্ঠুর মানুষের মতো আমাদের অন্যায়ভাবে পরাজিত করার চেষ্টা করা আপনার উচিত নয়।' শকুনি বললেন—'যুধিষ্ঠির ! দেখুন, বলবান এবং অস্ত্রকুশল ব্যক্তি দুর্বল এবং শস্ত্রহীনদের পরাজিত করে। সব কাজেই এরূপ ধূর্ততা আছে। যে পাশা খেলাতে চতুর, সে যদি কৌশলে অপটুকে হারিয়ে দেয়, তাহলে তাকে ধূর্ত বলা হবে কেন ?' যুধিষ্ঠির বললেন—'বেশ, এখন বলুন, এখানে যাঁরা একত্রিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কার সঙ্গে আমাকে খেলতে হবে ? এবং পণ ধরবে কে ? কেউ যদি প্রস্তুত থাকে, তাহলে খেলা

আরম্ভ করা যাক।' দুর্যোধন বললেন—'বাজি ধরার জন্য ধন-রত্ন আমি দেব কিন্তু আমার হয়ে খেলবে মাতুল শকুনি।'

পাশা খেলা শুরু হল, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বহু রাজা এসে

সভায় আসন গ্রহণ করলেন—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং বিদুরও, যদিও তাঁরা মনে মনে খুবই দুঃখিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'সাগরাবর্তে উৎপন্ন, স্বর্গের যত অলংকার আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরম সুন্দর এক মণিহার আমি পণ রাখছি। এবার আপনি বলুন, আপনি কী বাজি রাখছেন ?' দুর্যোধন বললেন—'আমার কাছে বহু ধন-রত্ন আছে, আমি তার নাম বলে অহংকার করতে চাই না, আপনি আগে এই দানটি জিতুন তো !' পণ ধরার পর পাশা বিশেষজ্ঞ শকুনি হাতে পাশা নিয়ে বললেন—'এই বাজি আমার।' বলে পাশা ফেলতে দেখা গেল সত্যিই তাঁর জয় হয়েছে। যুধিষ্ঠির বললেন—'শকুনি ! এ তোমার চালাকি ! ঠিক আছে, আমি এবার এক লাখ আঠারো হাজার মোহর ভর্তি থলি, অক্ষয় ধন-ভাণ্ডার এবং বহু স্বর্ণরাশি পণ রাখছি।' শকুনি 'এগুলিও জিতে নিলাম' বলে পাশা ফেললেন এবং সব ধন জিতে নিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'আমার কাছে তামা ও লোহার সিন্দুকে পূর্ণ চারশত কোষাগার আছে। এক একটিতে পাঁচদ্রোণ সোনা ভর্তি আছে। তাই আমি পণ রাখছি।' শকুনি বললেন—'নাও, এগুলিও আমি জিতে নিলাম।' এবং সত্যিই জিতে গেলেন। এইভাবে খেলা উত্তরোত্তর চলতে লাগল। বিদুর এই অন্যায় সহ্য করতে না পেরে বোঝাতে শুরু করলেন।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'মহারাজ ! মরণাপন্ন রোগীর ঔষধ ভালো লাগে না। তেমনই আমার কথাও আপনাদের ভালো লাগবে না। তবু আমি অনুরোধ করছি, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। এই পাপী দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করে গর্দভের মতো শব্দ করেছিল। এই কুলক্ষণযুক্ত সন্তান কুরুবংশের নাশের কারণ হবে। কুলের এই কলঙ্ক আপনার গৃহে বাস করে, কিন্তু মোহবশত আপনার তা জানা নেই। আমি আপনাকে নীতির কথা জানাচ্ছি। মাতাল যখন মদ খেয়ে মদোন্মত্ত হয়, তখন তার নিজের কোনো হুঁশ থাকে না, তখন সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জলে পড়ে মরছে কী মাটিতে পড়ে মরছে, তা জানে না। দুর্যোধনও তেমনই জুয়ার নেশায় এত উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যে, সে বুঝতে পারছে না পাণ্ডবদের সঙ্গে কলহ বিবাদের ফলে তার কী ভীষণ দুর্দশা হবে ? একজন ভোজবংশীয় রাজা পুরবাসীদের মঙ্গলের জন্য নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ভোজবংশীয়রা দুরাত্মা কংসকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বধ করায় তাঁরা শান্তি পেয়েছিলেন। রাজন্ ! আপনি অর্জুনকে আদেশ দিন সে পাপী দুর্যোধনকে শায়েস্তা করুক। একে শাস্তি দিলেই কুরুবংশের লোকেরা বহু বছর সুখে থাকবে। কাক অথবা গর্দভের সমান দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করে ময়ূর অথবা সিংহের ন্যায় পাণ্ডবদের আপনার কাছে রাখুন। এই একটিই পথ রয়েছে যাতে ভবিষ্যতে দুর্ভোগ না হয়। শাস্ত্রে স্পষ্টভাষায় লেখা আছে যে, কুল রক্ষার জন্য একটি ব্যক্তিকে, গ্রাম রক্ষার জন্য একটি কুলকে, দেশ রক্ষার জন্য একটি গ্রামকে এবং আত্মরক্ষার জন্য দেশকে পরিত্যাগ করা উচিত। সর্বজ্ঞ মহর্ষি শুক্রাচার্য জম্ভ দৈত্যকে পরিত্যাগের সময় অসুরদের একটি খুব সুন্দর কাহিনী বলেছিলেন, আমি সেটি আপনাকে শোনাচ্ছি।

তিনি বলেছিলেন, কোনো বনে অনেক পাখি বাস করত, তারা সকলেই স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব করত। সেই দেশের রাজা অত্যন্ত লোভী এবং মূর্খ ছিল। সে লোভবশত অনেক স্বর্ণ পাবার আশায় ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক পাখিকে হত্যা করল। তার ফল কী হল ? সে সেইসময় সোনা তো পেলই না, বরং ভবিষ্যতে সোনা পাওয়ার রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল। আমি স্পষ্ট করে বলছি, পাণ্ডবদের বিশাল ধনরাশি পাওয়ার লোভে আপনারা ওদের সঙ্গে শত্রুতা করবেন না।

তাহলে সেই লোভান্ধ রাজার মতো আপনাদেরও পরে অনুতাপ করতে হবে। হে রাজর্ষি ভরতের পবিত্র সন্তানগণ! বাগানের মালী যেমন বাগানের গাছপালায় জল সেচন করে এবং মাঝে মাঝে প্রস্ফুটিত ফুল তুলে আনে, তেমনই আপনারাও পাণ্ডবদের স্নেহধারায় সিঞ্চন করে উপহারস্বরূপ তাদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ধন নিতে থাকুন। বৃক্ষের মূলে আগুন লাগিয়ে তাকে ভস্ম করার মতো এইভাবে পাণ্ডবদের সর্বনাশ করার চেষ্টা করবেন না। আপনি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ করার ফল হবে এই যে আপনার সব লোক, মন্ত্রী এবং পুত্রগণকে যমপুরে যেতে হবে। এঁরা একত্রিত হয়ে রণভূমিতে অবতীর্ণ হলে দেবতাগণের সঙ্গে ইন্দ্রও এঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম নন।

'সভ্যবৃন্দ! পাশা রূপী কপট জুয়া খেলা সকল কলহের মূল। জুয়াতে পরস্পরের ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দুর্যোধন এখন সেই পথেই এগোচ্ছে। তার এই অপরাধের ফলে প্রতীপ, শান্তনু এবং বাহ্লীক বংশীয়রা ভীষণ সংকটে পড়বে। উন্মত্ত বলদ যেমন নিজ শৃঙ্গের আঘাতে নিজেকেই আহত করে, তেমনই দুর্যোধন উন্মাদ হয়ে নিজ রাজ্য থেকে মঙ্গল লক্ষ্মীকে বহিষ্কার করছে। আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন। মোহবশত নিজের চিন্তাধারাকে অসম্মান করবেন না। মহারাজ! এখন আপনি দুর্যোধনের জয় দেখে প্রসন্ন হলেও এর ফলেই অতি শীঘ্র যুদ্ধ আরম্ভ হবে ; যাতে বহু বীর নিহত হবে। আপনি মুখে এই খেলার বিরোধিতা করলেও, অন্তরে এটাই চান। পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা খুবই অনর্থের কারণ হবে।

প্রতীপ এবং শান্তনুর বংশধরগণ! আপনারা এই সভায় দুর্যোধনাদির ব্যঙ্গোক্তি বা কটুবাক্য সহ্য করুন, তবুও এই মূর্খের কথা অনুযায়ী জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেবেন না। এই জুয়ায় উন্মত্ত ব্যক্তিগণ যখন পাণ্ডবদের ভীষণভাবে অপমান করবে এবং তারা যখন নিজেদের ক্রোধ সামলাতে পারবে না, সেই ঘোর বিপদের সময় আপনাদের কে রক্ষা করবে? মহারাজ! জুয়া খেলার আগে তো আপনি দরিদ্র ছিলেন না, ধনীই ছিলেন। তাহলে আপনি কেন জুয়ার সাহায্যে ধন আহরণের উপায় ভাবলেন ? আপনি যদি পাণ্ডবদের ধনরাশি জিতেও যান, তাতে আপনার কি ভালো হবে ? পাণ্ডবদের ধন-সম্পদ নয়, পাণ্ডবদেরই আপনি আপন করে নিন। তাহলে তাদের সম্পত্তি সহজেই আপনার হয়ে যাবে। আমি এই পাহাড়-নিবাসী শকুনির দ্যূত-কৌশলে অপরিচিত নই। এ অনেক ছল জানে। এখন অনেক হয়েছে। ও যে পথে এসেছে, সেই পথেই বিদায় করুন। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার কথা চিন্তা করবেন না।'

দুর্যোধন বললেন—'বিদুর! এ কী ব্যাপার, আপনি সর্বদা শত্রুর প্রশংসা আর আমাদের নিন্দা করেন! নিজ প্রভুর নিন্দা করা অকৃতজ্ঞতা! আপনার জিভই আপনার মনের কথা বলছে। আপনি মনে মনে আমাদের বিরোধী। আপনি আমাদের কাছে কোলে সাপ নিয়ে থাকার মতো, পালনকারীকে দংশনে উদ্যত। এর থেকে বড় পাপ আর কী হতে পারে ? আপনার কি পাপের ভয় নেই ? আপনি জেনে রাখুন, আমার যা ইচ্ছা, তাই করতে পারি। আমার অসম্মান করবেন না এবং কটু বাক্য বলবেন না। আমি কবে আপনার কাছে নিজের হিতের কথা জানতে চেয়েছি ? অনেক সহ্য করেছি, সীমা পার হয়ে গেছে, আর আমাকে দোষ দেবেন না। সংসারে শাসন করার জন্য একজনই থাকেন, দুজন নয়। তিনি মাতৃগর্ভে সন্তানকেও শাসন করেন। আমি তাঁর শাসন অনুসারেই কাজ করছি। মাঝখানে আপনি আস্ফালন করে শত্রু হবেন না। আমার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি দিয়ে সরে যেতে হয়, নাহলে তার ভস্মাবশেষও খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনার মতো শত্রুপক্ষের লোককে কাছে রাখা ঠিক নয়। অতএব, আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। এখানে আপনাকে আর কোনো প্রয়োজন নেই।'

বিদুর বললেন—'দুর্যোধন ! ভালো-মন্দ সবেতেই
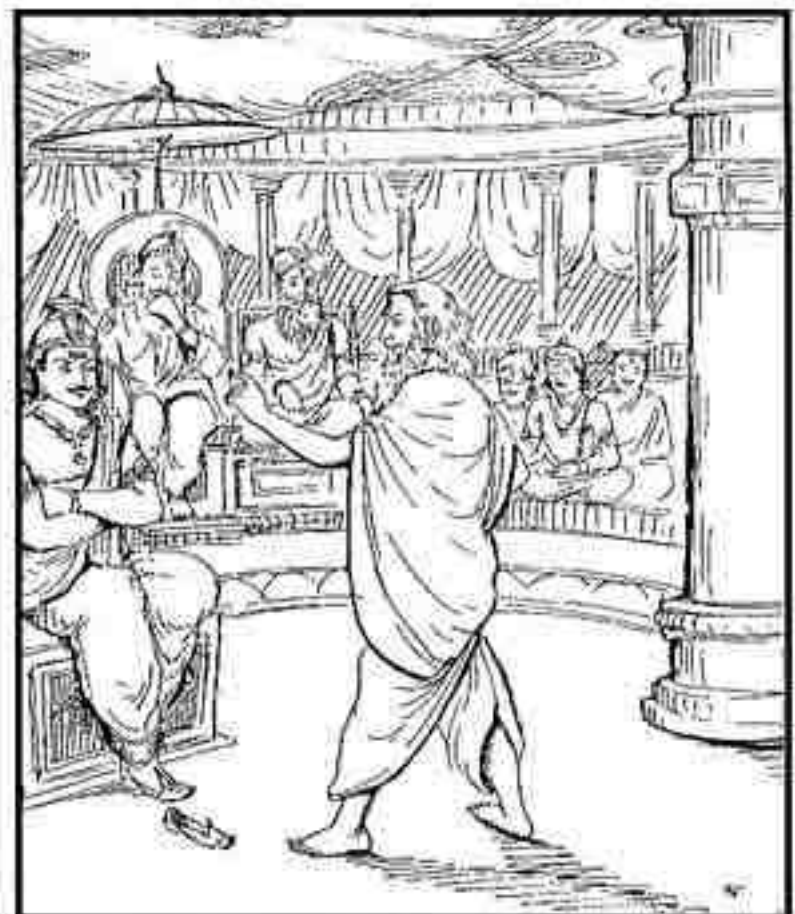
তুমি মিষ্ট বাক্য শুনতে চাও ? আরে, তাহলে তোমাকে নারীদের অথবা মূর্খদের পরামর্শ নিতে হবে। দেখো মিষ্টি কথা বলা পাপী ব্যক্তিদের সংখ্যা কিছু কম নেই। কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা অনেক কম যারা অপ্রিয় অথচ হিতকারী কথা বলে বা শোনে। যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর প্রিয় অপ্রিয় খেয়াল না করে ধর্মে অটল থাকে এবং অপ্রিয় হলেও হিতকারী কথা বলে, সেই রাজার প্রকৃত সহায়ক। দেখো, ক্রোধ হল এক তীক্ষ্ণ জ্বালা, এটি সকল রোগের উৎস, কীর্তিনাশক এবং বিপত্তিকারক। সৎব্যক্তিরা একে দমন করতে পারে, দুর্জনেরা নয়। তুমি এটি দমন করো এবং শান্তি লাভ করো। আমি সর্বদা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রদের ধন ও যশবৃদ্ধি কামনা করি, এখন তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। আমি তোমাকে দূর থেকেই নমস্কার করছি।' এই বলে বিদুর মৌন হয়ে গেলেন।

শকুনি বললেন—'যুধিষ্ঠির ! এখন পর্যন্ত আপনি বহু সম্পদ খুইয়েছেন। আর যদি কিছু থাকে তাহলে পণ রাখুন।' যুধিষ্ঠির বললেন, 'শকুনি ! আমার অজস্র ধন আছে, সেসব আমি জানি, আপনি জিজ্ঞাসা করার কে ? অযুত, প্রযুত, পদ্ম, অর্বুদ, খর্ব, শঙ্খ, নিখর্ব, মহাপদ্ম, কোটি, মধ্যম এবং পরার্ধ, এছাড়াও এর থেকে অধিক ধন আমার আছে। আমি সবই পণ রাখছি।' শকুনি পাশা ফেলে বললেন—'এই নাও, আমি সবই জিতে নিলাম।' যুধিষ্ঠির বললেন—'ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁদের সম্পত্তি বাদ দিয়ে নগর, দেশ, ভূমি, প্রজা এবং তাদের ধন আমি পণ রাখছি।' শকুনি আগের মতোই ছলনা করে পাশা ফেলে বললেন, 'নাও, এগুলিও আমার।' তখন যুধিষ্ঠির বললেন—'যার চোখ রক্তবর্ণ, সিংহস্কন্ধ, শ্যামবর্ণের নবযুবক, সেই নকুলকে—আমার প্রিয় ভাই নকুলকে আমি পণ রাখলাম।' শকুনি বললেন—'আচ্ছা, প্রিয় ভাই রাজকুমার নকুলও আমার অধীন হল।' যুধিষ্ঠির বললেন—'আমার ভাই সহদেব ধর্মের ব্যবস্থাপক, তাকে সকলেই পণ্ডিত বলে থাকে। সে কখনোই পণ রাখার যোগ্য নয়, তবুও আমি তাকেই পণ রাখছি।' শকুনি আগের মতোই সহদেবকেও জিতে নিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'আমার প্রতাপশালী বীর ও সংগ্রাম বিজয়ী ভাই অর্জুনও পণ রাখার যোগ্য নয়, কিন্তু আমি তাকেও পণ রাখছি।' শকুনি পুনরায় ছলনা করে পাশা ফেলে তাঁর জয় ঘোষণা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'ভীমসেন আমাদের সেনাপতি, অনুপম বলশালী, সিংহের ন্যায় স্কন্ধ, গদা যুদ্ধে পারদর্শী, সর্বদা শত্রুদের সন্ত্রস্ত রাখে, তাকেও পণ রাখার যোগ্য মনে করি না, তবুও এবার আমি তাকেই পণ রাখলাম।' শকুনি এবারও তাঁর জয় ঘোষণা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি সর্বজ্যেষ্ঠ এবং সবার প্রিয় ভাই। আমি নিজেকে পণ রাখছি, যদি হেরে যাই, তাহলে তোমার সেবা করব।' শকুনি—'এই জিতলাম', বলে পাশা ফেলে নিজের জয় হয়েছে জানালেন।

শকুনি ধর্মরাজকে বললেন—'রাজন্ ! আপনি জুয়ায় নিজেকে হারিয়ে বড় অন্যায় করেছেন, কারণ অন্য ধন থাকতে নিজেকে হারানো অন্যায়। এখনও বাজি রাখার জন্য আপনার প্রিয়া দ্রৌপদী বাকি আছে। আপনি তাকে পণ রেখে এবার বাজি জিতে নিন।' যুধিষ্ঠির বললেন—'শকুনি ! দ্রৌপদী সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদীতা ইত্যাদি গুণে পরিপূর্ণ। তিনি সর্বশেষ নিদ্রা যান, সর্বাগ্রে জাগেন, সর্বকর্মের খেয়াল রাখেন। হ্যাঁ, আমি এখন সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী, লাবণ্যময়ী দ্রৌপদীকে পণ রাখছি, যদিও এতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।' যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে চতুর্দিক থেকে ধিক্কার ধ্বনি শোনা গেল। সমস্ত সভা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সভা রাজারা শোকমগ্ন হলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রমুখ মহাত্মাদের শরীর ঘামে ভিজে উঠল। বিদুর মাথায় হাত দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে বসলেন। ধৃতরাষ্ট্র হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—'আমরা কি জিতে গেছি ?' দুঃশাসন, কর্ণ ইত্যাদি খল ব্যক্তিরা হাসতে লাগল। কিন্তু সভাসদদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা পড়ছিল। দুষ্টাত্মা শকুনি বিজয় উল্লাসে মত্ত হয়ে 'এই নিয়ে নিলাম' বলে ছলনা করে পাশা ফেলে নিজের জয় ঘোষণা করলেন।

—— o ——

# কৌরব সভায় দ্রৌপদী

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! তখন দুর্যোধন বিদুরকে ডেকে বললেন—'বিদুর ! আপনি এখানে আসুন, যান পাণ্ডবদের প্রিয়তমা সুন্দরী দ্রৌপদীকে শীঘ্রই নিয়ে আসুন। সেই অভাগিনী এখানে এসে আমাদের মহল ঝাড়-মোছ করবে আর দাসীদের সঙ্গে থাকবে।' বিদুর বললেন—'মূর্খ ! তুমি জান না তুমি ফাঁসীতে ঝুলতে যাচ্ছ, মৃত্যু সন্নিকট। তাই তোমার মুখ দিয়ে এমন কথা বার হচ্ছে। আরে, তুমি এই পাণ্ডব-সিংহদের কেন ক্রোধান্বিত করছ ? তোমার মাথার ওপর বিষধর সর্প ক্রোধে ফণা দুলিয়ে ফুঁসছে, তুমি তাকে খুঁচিয়ে যমপুরীতে যাবার কাজ কোরো না। দেখ, দ্রৌপদী কখনো দাসী হতে পারেন না। যুধিষ্ঠির তাঁকে অনধিকারভাবে পণ রেখেছেন। সভাসদগণ ! বাঁশ যখন ধ্বংস হওয়ার হয়, তখন তাতে ফল ধরে। মত্ত দুর্যোধন সবংশে ধ্বংস হওয়ার জন্যই জুয়া খেলার মাধ্যমে ভয়ানক শত্রুতা ও মহাভয়ের সৃষ্টি করেছে। মরণাপন্ন ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কাউকে মর্মভেদী দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। কঠোর এবং দুঃখদায়ক বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। এইসব অধঃপতনের হেতু কটুকথা মুখ থেকে বেরোলেও, যার ওপর প্রয়োগ করা হয়, তার মর্মস্থানে গিয়ে বিঁধে তাকে দিনরাত কষ্ট দেয়। তাই এরূপ কখনো করা উচিত নয়। ধৃতরাষ্ট্র বড় ভয়ংকর এবং ভীষণ সংকটে পড়েছেন। দুঃশাসনরাও এতে সায় দিয়েছেন। যদি কাঠ জলে ডুবে যায়, পাথর জলে ভাসে ; তবুও এই মূর্খ আমার হিতকারক বাক্য শুনবে না। এ বন্ধুর কল্যাণকর এবং শ্রেষ্ঠ বাক্য শোনে না, লোভ বেড়েই যাচ্ছে। এর দ্বারা দৃঢ়নিশ্চিত যে, শীঘ্রই কৌরবদের সর্বস্বনাশের হেতু ভয়ংকর যুদ্ধ হবে।'

এতে মদমত্ত দুর্যোধন বিদুরকে ধিক্কার দিয়ে সেই লোকভর্তি সভায় প্রতিহারীকে বললেন—'তুমি যাও এখনই দ্রৌপদীকে নিয়ে এসো, পাণ্ডবদের থেকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।' প্রতিহারী দুর্যোধনের আদেশ অনুসারে দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন—'সম্রাজ্ঞী, সম্রাট যুধিষ্ঠির জুয়াখেলায় সব কিছু হেরে গেছেন। যখন বাজি রাখার আর কিছু ছিল না, তখন তিনি ভাইদের, নিজেকে এবং সবশেষে আপনাকেও পণ রেখে হেরে গেছেন। এখন আপনি দুর্যোধনের জিতে নেওয়া বস্তুর মধ্যে একটি, আপনাকে সভায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে কৌরবদের ধ্বংসের সময় এসে গেছে।' দ্রৌপদী বললেন—'সূতপুত্র ! বিধাতার বিধান নিশ্চয়ই তাই। বালক-বৃদ্ধ সকলকেই সুখ-দুঃখ সহ্য করতে হয়। জগতে ধর্মই সব থেকে বড়। আমরা যদি ধর্মে দৃঢ় থাকি তাহলে ধর্মই আমাদের রক্ষা করবে। তুমি সভায় গিয়ে সেখানে উপস্থিত ধর্মাত্মাদের জিজ্ঞেস করে এসো আমার কী করা উচিত। আমি ধর্মকে উলঙ্ঘন করতে চাই না।' দ্রৌপদীর কথা শুনে প্রতিহারী সভায় ফিরে এসে সভাসদদের দ্রৌপদীর কথা জানাল এবং জিজ্ঞাসা করল যে, সে দ্রৌপদীকে গিয়ে কী উত্তর দেবে ? তখন সভাসদ্‌গণ সকলেই মাথা নত করে বসলেন। দুর্যোধনের জেদ জেনে কেউ কোনো কথা বলল না। পাণ্ডবরা সেই সময় অত্যন্ত দুঃখী এবং দীনভাবে ছিলেন। তাঁরা সত্যবদ্ধ থাকায় কী করা উচিত, তা স্থির করতে পারলেন না। পাণ্ডবদের বিমর্ষতার সুযোগ নিয়ে দুর্যোধন বললেন—'প্রতিহারী ! যাও, দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এসো, এখানেই তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।' প্রতিহারী দ্রৌপদীর ক্রোধকেও ভয় পেত। তাই দুর্যোধন বলা সত্ত্বেও সে আবার সভাসদদের জিজ্ঞাসা করল—'আমি দ্রৌপদীকে কী বলব ?' দুর্যোধনের এই কথা ভীষণ খারাপ লাগল। তিনি প্রতিহারীর দিকে কঠোর দৃষ্টি হেনে ছোট ভাই দুঃশাসনকে ডেকে বললেন—'ভাই ! এই ক্ষুদ্র প্রতিহারী ভীমকে ভয় পাচ্ছে, তুমি নিজে গিয়ে দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে এসো, এই পরাজিত পাণ্ডবরা তোমার কিছু করতে পারবে না।'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশ শুনেই দুঃশাসন রক্তচক্ষু করে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং পাণ্ডবদের নিবাস স্থানে গিয়ে বললেন—'কৃষ্ণা ! চলো, তোমাকে আমরা জিতে নিয়েছি ! লজ্জা পরিত্যাগ করে দুর্যোধনের দিকে তাকাও। সুন্দরী ! আমরা ধর্মত তোমাকে পেয়ে গেছি। এখন সভায় চলো এবং কৌরবদের সেবা করো।' দুঃশাসনের কথা শুনে দ্রৌপদীর অন্তর দুঃখে ভরে উঠল, মুখ মলিন হয়ে গেল। তিনি আর্তভাবে মুখে চাপা দিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রানিমহলের দিকে দৌড়ে গেলেন। পাপাচারী দুঃশাসন ক্রোধভরে তাঁকে ধমক দিয়ে পিছনে দৌড়ে গিয়ে তাঁর

কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশ মুঠি করে ধরল। হায় ! এই চুল কিছুদিন পূর্বে রাজসূয় যজ্ঞের মন্ত্রপূত জলে ধোওয়া হয়েছিল। দুরাত্মা দুঃশাসন পাণ্ডবদের অপমান করার উদ্দেশ্যে সেই চুল বলপূর্বক ধরে দ্রৌপদীকে অনাথের মতো টানতে টানতে নিয়ে গেল। দ্রৌপদীর সমস্ত রোম শিহরিত, শরীর ঝুঁকে পড়েছিল, দ্রৌপদী ধীর কণ্ঠে বললেন—'ওরে মূঢ় দুরাত্মা দুঃশাসন, আমি রজস্বলা, একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান করে আছি। এই অবস্থায় আমাকে ওই জনসমাকীর্ণ সভায় নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।' দুঃশাসন দ্রৌপদীর কথা গ্রাহ্য না করে আরও জোরে চুল ধরে বলল—'দ্রুপদনন্দিনী, তুমি রজস্বলাই হও অথবা একবস্ত্র পরিহিতা, না হয় উলঙ্গ, আমরা তোমাকে জুয়াতে জিতেছি, এখন তুমি আমাদের দাসী। এখন থেকে তোমাকে নীচ জাতির স্ত্রীলোকদের মতো

দাসীদের সঙ্গেই থাকতে হবে।' দুঃশাসন দ্রৌপদীকে টেনে সভাস্থলে নিয়ে এল।

দুঃশাসন চুল ধরে টানায় দ্রৌপদীর চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। শরীর থেকে বস্ত্র খুলে গিয়েছিল। তিনি লজ্জায় লাল হয়ে ধীরে ধীরে বললেন—'ওরে দুরাত্মা ! এই সভায় শাস্ত্রজ্ঞাতা, কর্মনিপুণ, ইন্দ্রের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত আমার গুরুজনরা রয়েছেন। এঁদের সামনে এই অবস্থায় আমি কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকব ? ওরে দুরাচারী ! আমাকে টেনো না, নগ্ন কোরো না। এই নীচ কাজ করতে একটু তো চিন্তা করো। দেখ, যদি ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাও তোমাকে সাহায্য করেন, তাহলেও পাণ্ডবদের হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে না। ধর্মরাজ তাঁর ধর্মে অটল, তিনি সূক্ষ্ম ধর্মের মর্ম জানেন। আমি তাঁর মধ্যে শুধু গুণই দেখতে পাই, দোষ কদাপি নয়। হায় ! ভরত বংশকে ধিক্ ! এই কুপুত্রেরা ক্ষত্রিয়ত্ব নাশ করে দিচ্ছে। এই সভায় উপস্থিত কৌরবগণ নিজ চোখে কুলের মর্যাদা নষ্ট হতে দেখছেন। দ্রোণ, ভীষ্ম এবং বিদুরের আত্মবল কোথায় গেল ? বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনরা এই অধর্ম কেন সহ্য করছেন ?' ক্রুদ্ধ পাণ্ডবদের দিকে কটাক্ষ করে দ্রৌপদী এই কথা বললেন, তাঁর শরীরে ক্রোধাগ্নি যেন লেলিহান শিখার মতো জ্বলছিল। সেই সময় পাণ্ডবদের যে দুঃখ হয়েছিল, তা সমস্ত রাজ্য, ধর্ম এবং ধন-রত্ন অপহৃত হলেও হয় না। পাণ্ডবদের দিকে তাকিয়ে দুঃশাসন আরও জোরে দ্রৌপদীর চুল টানতে টানতে 'এই দাসী, দাসী' বলে অট্টহাসি করে উঠলেন। কর্ণ খুশি হয়ে দুঃশাসনের কথা সমর্থন করলেন এবং শকুনি তাঁকে প্রশংসা করলেন। এই তিনজন ব্যতীত সভাস্থ সকলেই এই নিষ্ঠুর কর্মে মর্মাহত হলেন।

দ্রৌপদী বললেন—'এই কপটাচারী পাপাত্মারা ধূর্তভাবে ধর্মরাজকে জুয়া খেলতে রাজি করিয়েছে এবং কপটভাবে তাঁকে এবং তাঁর সর্বস্ব জিতে নিয়েছে। তিনি প্রথমে ভাইদের, তারপর নিজে পণে হেরে গিয়ে তারপর আমাকে বাজি রেখেছেন। আমি জানতে চাই যে, আমাকে পণ রাখার অধিকার ধর্মানুসারে ওঁর ছিল কি না। এই সভায় অনেক কুরুবংশীয় মহাত্মা আছেন, তাঁরা চিন্তা করে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।'

পাণ্ডবদের দুঃখ এবং দ্রৌপদীর কাতর আবেদন শুনে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন বিকর্ণ বললেন—'সভাসদগণ ! আমাদের সকলের ঠিকমতো বিচার বিবেচনা করে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত। এতে ত্রুটি হলে আমাদের নরকগামী হতে হবে। পিতামহ ভীষ্ম, পিতা ধৃতরাষ্ট্র এবং মহামতি বিদুর এই বিষয়ে পরামর্শ করে কেন উত্তর দিচ্ছেন না ? আচার্য দ্রোণ ও আচার্য কৃপ কেন চুপ করে আছেন ? এইসব রাজারা আসক্তি-দ্বেষ পরিত্যাগ করে এই প্রশ্নের বিচার করছেন না, কেন ? আপনারা ভেবে-চিন্তে পতিব্রতা রমণী দ্রৌপদীর প্রশ্নের পৃথকভাবে উত্তর দিন।'

বিকর্ণ বারংবার এই আবেদন করলেও কেউ কোনো উত্তর দিলেন না। তখন বিকর্ণ হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'কৌরবগণ ! সভাসদরা উত্তর দিন বা না দিন, এই ব্যাপারে আমি যা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করি, তা না বলে থাকতে পারছি না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা রাজাদের চারটি

ব্যাসনকে অত্যন্ত খারাপ বলে জানিয়েছেন, সেগুলি হল শিকার, মদ, জুয়া এবং নারী-সঙ্গে আসক্তি। এতে আসক্ত হলে মানুষের পতন হয়। এখানে জুয়াড়ীদের আহ্বানে রাজা যুধিষ্ঠির এসে জুয়ায় আসক্তিবশত দ্রৌপদীকে বাজি রেখেছিলেন। দ্রৌপদী শুধুমাত্র যুধিষ্ঠিরের পত্নী নন, পাঁচভাইয়ের তাঁর ওপর সমান অধিকার। এটিও মনে রাখতে হবে যে, যুধিষ্ঠির নিজেকে হারানোর পরে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন। তাই আমার বিচারে যুধিষ্ঠিরের কোনো অধিকার ছিল না দ্রৌপদীকে বাজি রাখার। দ্বিতীয়ত উনি স্বেচ্ছায় নয়, শকুনির প্ররোচনাতেই দ্রৌপদীকে বাজি রেখেছিলেন। এইসব কথা চিন্তা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে, দ্রৌপদী জুয়াতে হারেননি।' বিকর্ণের কথা শুনে সকল সভাসদ তাঁর প্রশংসা এবং শকুনির নিন্দা করতে লাগল। চারদিকে কোলাহল শুরু হল। সকলে শান্ত হলে কর্ণ ক্রোধভরে বিকর্ণের হাত ধরে বলতে লাগলেন—'বিকর্ণ! তুমি কুলাঙ্গারের মতো কথা বলছ কেন ? মনে হচ্ছে তুমি অরণি থেকে উৎপন্ন অগ্নির ন্যায় নিজ বংশের সর্বনাশ করতে চাও ? দ্রৌপদী বারবার প্রশ্ন করলেও সভাসদগণ কেউই উত্তর দেননি। তার অর্থ যে সকলেই এঁকে ধর্মানুসারে সঠিক বলে মনে করেন। তুমি শিশুর মতো ধৈর্য হারিয়ে বিজ্ঞের মতো কথা বলছ কেন ? তুমি একে দুর্যোধনের থেকে ছোট আর দ্বিতীয়ত ধর্ম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তোমার এই তুচ্ছ বুদ্ধির কী গুরুত্ব আছে ? যুধিষ্ঠির যখন তার সর্বস্বই পণ রেখে হেরে গেছে, তখন দ্রৌপদী কীভাবে জেতে ? দ্রৌপদীকে পণ রাখায় কি পাণ্ডবদের সকলের সম্মতি ছিল না ? তুমি যদি মনে কর যে, রজস্বলা অবস্থায় দ্রৌপদীকে সভায় আনা উচিত হয়নি, তাহলে তার উত্তরও শোন, দেবতারা নারীদের জন্য একপতিরই বিধান করেছেন। পাঁচপতির স্ত্রী হওয়ায় দ্রৌপদী নিঃসন্দেহে বেশ্যা। তাই আমার মনে হয় একে এক বস্ত্রে অথবা বস্ত্রহীনা করেও সভায় নিয়ে আসা কোনো অনুচিত কাজ নয়। অতএব পাণ্ডব, তাদের পত্নী দ্রৌপদী এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি আমরা জিতে নিয়েছি।' তারপর কর্ণ দুঃশাসনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'দুঃশাসন ! বিকর্ণ বালক হয়ে গুরুজনদের মতো কথা বলছে। তাতে কান না দিয়ে তুমি দ্রৌপদী এবং পাণ্ডবদের বিবস্ত্র করো।' কর্ণের কথা শুনেই পাণ্ডবগণ তাঁদের উত্তরীয় খুলে রাখলেন এবং দুঃশাসন সবলে দ্রৌপদীর কাপড় খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর কাপড় টানতে গেলেন, দ্রৌপদী মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে ডেকে প্রার্থনা করতে লাগলেন—'হে গোবিন্দ ! হে দ্বারকাবাসী ! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রেমঘন ! হে গোপীজনবল্লভ ! হে সর্বশক্তিমান্ প্রভো ! কৌরবরা আমাকে অপমানিত করছে, আপনি কি একথা জানেন না ? হে নাথ, হে রমানাথ ! হে ব্রজনাথ ! হে আর্তিনাশন জনার্দন ! আমি কৌরবরূপী সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন ! হে কৃষ্ণ ! আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ মহাযোগী ! আপনি সর্বস্বরূপ এবং সকলের জীবনদাতা, গোবিন্দ ! আমি কৌরবদের মধ্যে বড় সংকটে পড়েছি। আপনার শরণাগত। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।'[১]

দ্রৌপদী ত্রিভুবনপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তন্ময় হয়ে স্মরণ করে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সেই আর্ত ক্রন্দন শ্রীকৃষ্ণ শুনতে পেলেন, তাঁর হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হয়ে গেল। ভক্তবৎসল প্রভু প্রেমপরবশ হয়ে দ্বারকায় শয়ন, ভোজন এমনকী স্বপত্নীকে ভুলে অতিশীঘ্রই দ্রৌপদীর কাছে পৌঁছলেন। তখন দ্রৌপদী নিজেকে রক্ষার জন্য 'হে কৃষ্ণ ! হে বিষ্ণো ! হে হরে !' এইভাবে ছট্‌ফট্‌ করে ডাকছিলেন। ধর্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষ্যে সেখানে এসে দিব্য-বস্ত্রে দ্রৌপদীকে সুরক্ষিত করলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করার জন্য যতই বস্ত্র ধরে আকর্ষণ করতে থাকেন, ততই বস্ত্র বাড়তে থাকে। এইভাবে সেখানে বস্ত্রের পাহাড় জমে উঠল। ধর্মের মহিমা

[১]গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়॥
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথর্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্॥ (৬৮।৪১-৪৩)

কী অদ্ভুত ! শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও অনির্বচনীয়। চতুর্দিকে হই হই পড়ে গেল। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে সকলেই দুঃশাসনকে ধিক্কার ও দ্রৌপদীর প্রশংসা করতে লাগল।

সেই সময় ভীমের ঠোঁট দুটি ক্রোধে কাঁপছিল। তিনি সেই পূর্ণ সভা গৃহে বজ্রমুষ্টি করে মেঘস্বরে গর্জন করে শপথ করলেন—'দেশ-দেশান্তরের নৃপতিগণ ! অনুগ্রহ করে আমার কথা শুনুন, এরকম কথা কেউ হয়তো কখনো বলেনি, পরেও আর কখনো বলবে না। আমি যা বলছি, তা যদি না করি, তাহলে পূর্ব-পুরুষদের স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হবে। আমি শপথ করে বলছি যে, আমি রণভূমিতে বলপূর্বক ভরতকুলকলঙ্ক পাপী দুরাত্মা দুঃশাসনের বুকের তাজা রক্ত পান করব।' ভীমের ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনে সকলের দেহ মন শিহরিত হয়ে উঠল। সকল সভাসদ ভীমের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল। এতক্ষণ বস্ত্র আকর্ষণ করতে করতে দুঃশাসন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বস্ত্রের পাহাড় জমে উঠল আর দুঃশাসন নিজের অক্ষমতায় লজ্জায় মাথা নীচু করে বসে পড়লেন। চারদিকে কোলাহল শুরু হয়ে গেল। দুঃশাসনকে সকলে ধিক্কার দিতে লাগল। সকলে বলতে লাগল 'কৌরবরা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিল না কেন ? এটি অত্যন্ত লজ্জার কথা।' তখন মহাত্মা বিদুর হাত তুলে সকলকে শান্ত করে বললেন—'সভাসদ্‌বৃন্দ ! দ্রৌপদী আপনাদের প্রশ্ন করে অনাথের মতো কাঁদছেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউই তার উত্তর দিতে পারলেন না। এ অধর্ম। আর্ত মানুষ দুঃখাগ্নিতে পুড়েই সুবিচারের আশা করে। সভাসদদের উচিত সত্য এবং ধর্মের আশ্রয় নিয়ে তাকে শান্তি দেওয়া। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সত্য অনুসারে ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির মীমাংসা অতি অবশ্যই করা কর্তব্য। বিকর্ণ তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী উত্তর দিয়েছেন। এবার আপনারাও আসক্তি-দ্বেষ মুক্ত হয়ে দ্রৌপদীর প্রশ্নের সমুচিত জবাব দিন। যে ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি সভায় গিয়ে কারো প্রশ্নের উত্তর দেন না, তাঁর অর্ধ মিথ্যা বলার পাপ হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, তার সম্বন্ধে আর কী বলব ! এই বিষয়ে আমি আপনাদের একটি কাহিনী শোনাচ্ছি।

একবার দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সুধন্বা উভয়েই একটি কন্যাকে পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে 'আমি শ্রেষ্ঠ', 'আমি শ্রেষ্ঠ' বলে প্রতিজ্ঞা করে উভয়ে প্রাণের ওপর পণ রাখে। এই বিবাদের বিচারের ভার তারা প্রহ্লাদকে দেয়। তাঁর কাছে গিয়ে উভয়ে জিজ্ঞাসা করে—'আপনি ঠিক করে বিচার করুন আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?' প্রহ্লাদ খুব দ্বিধায় পড়ে গেলেন। একদিকে তাঁর পুত্রের জীবন অন্য দিকে ধর্ম ! কিছু স্থির করতে না পেরে প্রহ্লাদ মহর্ষি কশ্যপের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাভাগ ! আপনি দেবতা, অসুর এবং ব্রাহ্মণদের ধর্ম বিষয়ে পূর্ণরূপে অবগত। আমি খুবই ধর্ম-সংকটে পড়েছি। আপনি কৃপা করে বলুন যে, কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিলে বা জেনে শুনেও ভিন্ন উত্তর দিলে কী গতি হয়।' মহর্ষি কশ্যপ বললেন—'যে ব্যক্তি জেনেশুনে আসক্তি-দ্বেষ বা ভয়ের জন্য ঠিকমতো উত্তর দেয় না, অথবা যে সাক্ষী সাক্ষ্যপ্রদানে শিথিলতা করে বা ঠিকমতো বলে না, সে বরুণের সহস্র পাশে বদ্ধ হয়। প্রত্যেক বছরে তার পাশের এক একটি গ্রন্থি খোলে। তাই যার সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, তার সত্য কথাই বলা উচিত। যে সভায় অধর্মের দ্বারা ধর্মকে দাবিয়ে রাখা হয় এবং সেখানকার সভাসদ সেই অধর্মকে দূর করে না, সেক্ষেত্রে সেই সভার সভাসদই পাপভাগী হয়। যে সভায় নিন্দিত ব্যক্তিকে নিন্দা করা হয় না, সেখানে সভাপতি সেই অধর্মের অর্ধেক, সভাকারীরা এক-চতুর্থাংশ এবং অন্যান্য সভাসদরাও পাপের এক-চতুর্থাংশের ভাগীদার হয়। যেখানে নিন্দিত ব্যক্তির নিন্দা হয়, সেখানে সভাপতি এবং সদস্যগণ পাপমুক্ত হন আর সমস্ত পাপ শুধু পাপীতেই বর্তায়। প্রহ্লাদ ! যে ব্যক্তি সজ্ঞানে প্রশ্নের উত্তর ধর্মের প্রতিকূলে দেয়, তার পূর্বের এবং পরের সাতপুরুষ এবং শ্রৌত-স্মার্ত ইত্যাদি সমস্ত শুভকর্ম নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গীদের কাছে প্রতারিত হলে মানুষ মনে অত্যন্ত ব্যথা পায়। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, তাকে তার থেকেও বেশি দুঃখ ভোগ করতে হয়। প্রত্যক্ষ দেখে, শুনে এবং ধারণা করেও সাক্ষ্য দেওয়া যায়। এতে সত্যবাদী সাক্ষীর ধর্ম ও অর্থ নষ্ট হয় না। সভাসদগণ ! মহাত্মা কশ্যপের কথা শুনে প্রহ্লাদ তাঁর পুত্রকে বললেন—'পুত্র বিরোচন ! সুধন্বার পিতা অঙ্গিরা আমার থেকে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মাতা তোমার মাতার থেকে শ্রেষ্ঠা এবং সুধন্বা তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই এখন থেকে সুধন্বা তোমার প্রভু ! সে ইচ্ছা করলে তোমার প্রাণ নিতেও পারে অথবা প্রাণভিক্ষা দিতে পারে।' প্রহ্লাদের সত্যবাদিতায় প্রসন্ন হয়ে সুধন্বা বললেন—'প্রহ্লাদ ! আপনি পুত্রস্নেহে বিবশ না হয়ে ধর্মে অটল আছেন। তাই আপনার পুত্রকে আমি আশীর্বাদ করছি, সে একশত বছর বেঁচে থাকবে।' ধর্মে অটল

থাকাতেই প্রহ্লাদ তাঁর পুত্রকে মৃত্যু থেকে এবং নিজেকে অধর্ম থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। সভাসদগণ ! আপনারা আপনাদের ধর্ম এবং সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে দ্রৌপদীর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।'

মহাত্মা বিদুরের কথা শুনেও সভাসদগণ কোনো উত্তর দিলেন না। কর্ণ বললেন—'ভাই দুঃশাসন ! এই দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে নিয়ে যাও।' কর্ণের নির্দেশ পেয়েই দুঃশাসন সেই পূর্ণ সভাকক্ষে দ্রৌপদীকে টানতে লাগলেন। দ্রৌপদী লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে পাণ্ডবদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আগে আমাকে যখন মহলে বায়ু স্পর্শ করত, তখন পাণ্ডবরা তা সহ্য করতে পারতেন না। আজ এই দুরাত্মা সকলের উপস্থিতিতে সভামাঝে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখেও পাণ্ডবরা শান্তভাবে বসে তা সহ্য করছেন। আমি কৌরবদের কন্যাসম পুত্রবধূ, কিন্তু তাঁরা আমার এই কষ্ট দেখেও প্রতিকার করছেন না। এ হল অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। এর থেকে বেশি দুঃখের আর কী হতে পারে যে আমাকে আজ এই সভায় টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাজাদের ধর্ম আজ কোথায় গেল ? ধর্মপরায়ণা নারীকে এইভাবে সভায় এনে কৌরবরা তাঁদের সনাতনধর্ম নষ্ট করেছেন। আমি পাণ্ডবদের সহধর্মিণী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী এবং শ্রীকৃষ্ণের স্নেহধন্যা। হায় ! আমি জানি না কেন আমার এই দুর্দশা করা হচ্ছে। কৌরবগণ ! আমি ধর্মরাজের পত্নী এবং ক্ষত্রিয়াণী, আমাকে তোমরা দাসী করো বা অদাসী, যা বলবে করব। কিন্তু এই দুঃশাসন কৌরবদের কীর্তিতে কালিমা লেপন করে আমার অন্তরে যে বেদনা দিয়েছে, তা আমি সহ্য করতে পারছি না। আপনারা আমাকে জয় করেছেন কি না, তা স্পষ্ট করে বলুন, দুর্যোধন আমি তা-ই করব।'

পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'কল্যাণী ! ধর্মের গতি বড় সূক্ষ্ম। যশস্বী বিদ্বান এবং বুদ্ধিমানও তার রহস্য ভুল করেন। যে ধর্ম সবথেকে বলবান এবং সর্বোপরি, অধর্মের উত্থানে তা পরাভূত হয়। তোমার প্রশ্ন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, গভীর এবং গৌরবপূর্ণ। কেউই নিশ্চিতভাবে এটি স্থির করতে পারে না। এই সময় কৌরবরা লোভ এবং মোহের বশ হয়ে রয়েছে। এটিই কুরুকুল ধ্বংস হবার আগাম সূচনা দিচ্ছে। তুমি যে কুলের বধূ, সেই কুলের লোকরা অনেক বড় দুঃখ সহ্য করেও ধর্মপথ থেকে সরে যায়নি। তাই এই দুর্দশায় পড়েও তোমার ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখা এই কুলেরই অনুরূপ। ধর্মের মর্মজ্ঞ দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ এখনও মাথা হেঁট করে নির্জীবভাবে বসে আছেন। আমার মনে হয় ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের যে উত্তর দেবেন, তাকেই প্রমাণ বলে মানা উচিত। তুমি জিতেছ কিনা, উনিই তার উত্তর দেবেন, তাকেই প্রমাণ বলে মানা উচিত।'

সভাস্থ সকলেই দুর্যোধনের ভয়ে দ্রৌপদীর দুর্দশা দেখে এবং তাঁর করুণ ক্রন্দন শুনেও উচিত-অনুচিত কিছুই বলতে পারলেন না। দুর্যোধন ঈষৎ হাস্যে দ্রৌপদীকে বললেন—'ওরে দ্রুপদ-কন্যা ! তোমার এই প্রশ্ন তোমার উদার-স্বভাব পতি ভীম, অর্জুন, সহদেব এবং নকুলের প্রতি করো। এরা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না কেন ? এরা যদি আজ এখানে সবার সামনে বলে দেয় যে, যুধিষ্ঠিরের তোমার ওপর কোনো অধিকার নেই এবং তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে, তাহলে আমি এখনই তোমাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করে দেব।'

ভীম তাঁর চন্দনচর্চিত দিব্যবাহু তুলে বললেন—'সভাসদগণ ! উদার শিরোমণি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যদি কুলের শীর্ষকুলপতি এবং আমাদের সর্বস্ব না হতেন, তাহলে কি আমরা এই অত্যাচার সহ্য করতাম ! ইনি আমাদের পুণ্য, তপস্যা এবং জীবনের প্রভু। ইনি যদি নিজেকে পরাজিত মনে করেন, তাহলে আমরাও যে পরাজিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি আমি প্রভু হতাম তাহলে এই দুরাত্মা দুঃশাসন কি দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে, মাটিতে ফেলে, পদাঘাত করে এখনও জীবিত থাকত ? আমার এই লৌহদণ্ডের ন্যায় লম্বা বাহু, যার দ্বারা ইন্দ্রকেও পিষে ফেলা যায়, তা দিয়ে পিষে মারতাম। কিন্তু আমরা ধর্মরজ্জুতে আবদ্ধ, অর্জুন আমাকে বাধা দিয়েছে। ধর্মরাজের গৌরবের জন্যও আমি এই সংকটে কিছু করতে পারিনি। ধর্মরাজ যদি একবার সংকেত দ্বারাও আমাকে আদেশ দিতেন, তাহলে আমি ওই ক্ষুদ্র জন্তুকে একমুহূর্তে পিষে মেরে ফেলতাম।' ভীমের প্রজ্বলিত ক্রোধাগ্নি দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুর বললেন—'ভীম ! ক্ষমা করো ! তোমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়। তোমার দ্বারা সব কিছুই হওয়া সম্ভব।' সেই সময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রায় অচেতন অবস্থা। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার অধীন। তাহলে তুমিই দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কি মনে কর যে দ্রৌপদীকে আমি পাশা খেলায় পণ হিসেবে জয়লাভ করিনি ?' দুরাত্মা দুর্যোধন

এই বলে কর্ণের দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং ভীমকে লজ্জা দেবার জন্য বাম জঙ্ঘা দেখাতে লাগলেন। ভীমের চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি চিৎকার করে সভা কাঁপিয়ে বললেন—'দুর্যোধন, শোন, আমি যদি মহাযুদ্ধে নিজ গদার আঘাতে তোর ওই জঙ্ঘা ভেঙে না দিই, তবে আমি আমার পূর্বপুরুষের ন্যায় সদ্গতি লাভ করব না।' সেইসময় ক্রোধান্বিত ভীমের রোমকূপ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বার হচ্ছিল।

বিদুর বললেন—'রাজাগণ! দেখো, ভীম এখন ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। আজকের এই ঘটনা অবশ্যই ভরতবংশের অনর্থের মূল কারণ হবে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ! তোমাদের এই জুয়াখেলা অন্যায়। সেইজন্যই তোমরা এই পরিপূর্ণ সভাতে এক নারীকে নিয়ে অন্যায় বিবাদ করছ। তোমরা তোমাদের উৎকৃষ্টতার সবই বিসর্জন দিয়েছ, তোমাদের সব কাজই কুকর্মযুক্ত। সভাতে ধর্ম উলঙ্ঘন করলে সমস্ত সভারই দোষ হয়। ধর্ম নিয়ে একটু চিন্তা করো। যুধিষ্ঠির নিজেকে হেরে যাওয়ার আগে যদি দ্রৌপদীকে পণ রাখতেন, তাহলে অবশ্যই দ্রৌপদী দুর্যোধনের হত। কিন্তু আগে তিনি নিজেকে হারানোয় দ্রৌপদীকে পণ রাখার তাঁর কোনো অধিকার ছিল না। 'দ্রৌপদীকে আমরা জিতে নিয়েছি'—এ তোমার শুধু স্বপ্ন। শকুনির কথায় ধর্মনাশ কোরো না।' এইপ্রকার প্রশ্নোত্তর যখন চলছে, সেইসময়

ধৃতরাষ্ট্রের যজ্ঞশালায় বহু গর্দভ একত্রিত হয়ে ডাকতে লাগল এবং সেই সঙ্গে বহু কাক, শকুন প্রভৃতি ভয়ংকর শব্দে কোলাহল করে উড়তে লাগল। এই ভীষণ কোলাহলে গান্ধারী ভয় পেয়ে গেলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপাচার্য, 'স্বস্তি', 'স্বস্তি' বলতে লাগলেন। বিদুর এবং গান্ধারী ভয় পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ঘটনাটি অবগত করালেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন—'ওরে দুর্বিনীত, তোর জেদে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। আরে দুর্বুদ্ধি! তুই কুরুকুলের পুত্রবধূ এবং পাণ্ডবদের রাজরানিকে সভায় নিয়ে এসে কথা বলছিস?' তারপর তিনি একটু ভেবে নিয়ে দ্রৌপদীকে বোঝাতে লাগলেন—'মা, তুমি পরম পতিব্রতা এবং আমার পুত্রবধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমার যা ইচ্ছা আমার কাছে চেয়ে নাও।' দ্রৌপদী বললেন—'রাজন্! আপনি যদি আমাকে কিছু দিতে চান, তাহলে আমার ইচ্ছা ধর্মাত্মা সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করুন, যাতে আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে কেউ অজ্ঞানতাবশত দাসপুত্র বলতে না পারে।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'কল্যাণী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তুমি আরও বর চাও, কারণ তুমি কেবল মাত্র একটি বর পাওয়ার যোগ্য নও।' দ্রৌপদী তখন বললেন—'আমার দ্বিতীয় বর হল—রথ এবং ধনুকসহ ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেবও দাসত্ব থেকে যেন মুক্তিলাভ করে।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সৌভাগ্যবতী বধূ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু এতেও তোমার সঠিক সম্মান হয়নি, তুমি আরও বর চাও।' দ্রৌপদী বললেন—'মহারাজ! অধিক লোভে ধর্মনাশ হয়। তৃতীয় বর প্রার্থনা করার আমার আর ইচ্ছা নেই, আমি তার অধিকারিণীও নই। শাস্ত্র অনুসারে বৈশ্যের এক, ক্ষত্রিয় নারীর দুই, ক্ষত্রিয়ের তিন এবং ব্রাহ্মণদের একশত বর চাওয়ার অধিকার আছে। এখন আমার পতিগণ দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছেন, এবারে তাঁরা সৎকর্ম দ্বারা সব কিছু প্রাপ্ত করবেন।' দ্রৌপদীর সুবুদ্ধিতে কর্ণ তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজেন্দ্র! আমি আমাদের শত্রুদের এইখানে অথবা এখান থেকে বেরোলেই হত্যা করব।' সেইসময় ক্রোধে ভীমের সারা অঙ্গ দিয়ে আগুন ঝরছিল। ভ্রূ কুঁচকে মুখমণ্ডল ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। যুধিষ্ঠির ভীমকে শান্ত করলেন। তারপর তাঁরা জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। তাঁরা বললেন— 'মহারাজ! আপনি বলুন এখন আমরা কী করব, আপনি আমাদের প্রভু। আমরা চিরদিনই আপনার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে চাই।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির! তোমার কল্যাণ হোক। আনন্দে বাস করো। তোমার ধনসম্পদ ও রাজ্য তুমি ফেরত নাও এবং রাজ্যপালন করো, বৃদ্ধের এই হল আদেশ। আমি তোমার হিত ও মঙ্গলের জন্যই এ কথা বলছি। তুমি

বুদ্ধিমান, ধর্মজ্ঞ, বিনম্র এবং বৃদ্ধদের সেবাকারী, বুদ্ধি ও ক্ষমার সংমিশ্রণ। তুমি ক্ষমা করো, উত্তম ব্যক্তি কারো প্রতি শত্রুতা রাখে না। দোষ না দেখে গুণের দিকেই দৃষ্টি দিয়ে থাকে এবং কারো সঙ্গেই বিরোধ করে না। সৎব্যক্তিদের দৃষ্টি শুধু সৎকর্মের দিকেই থাকে। কেউ শত্রুতা করলেও তারা তা মনে রাখে না। শত্রুরও উপকার করে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করে না। নীচ ব্যক্তিরা সাধারণ কথাবার্তায় কটুকথা বলে এবং মধ্যম ব্যক্তিরা কটুবাক্য শুনে কটুবাক্য বলে। কিন্তু উত্তম ব্যক্তিরা কোনো পরিস্থিতিতেই কঠোর বচন প্রয়োগ করেন না। সৎ ব্যক্তিরা কোনো সময়েই মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না। তাঁদের দেখে সকলেই প্রসন্ন হন। এই সময় তুমিও অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছ। অতএব পুত্র ! তুমি তোমার এই জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের এবং মাতা গান্ধারীর জন্য দুর্যোধনের দুর্ব্যবহার ভুলে যাও। তোমার বৃদ্ধ অন্ধ জ্যেষ্ঠতাতকে দেখ, আমি আগেই এই পাশা খেলতে নিষেধ করেছিলাম। তারপর ভাবলাম এতে ভায়েদের মেলামেশা ও পরস্পরের শক্তির প্রকাশ করার সুযোগ হবে তাই অনুমতি দিয়েছিলাম। তোমার ন্যায় শাসক ও বিদুরের ন্যায় মন্ত্রী পেয়ে কুরুবংশ ধন্য হয়েছে। তোমার মধ্যে ধর্ম, অর্জুনের মধ্যে ধৈর্য, ভীমের মধ্যে পরাক্রম এবং নকুল-সহদেবের মধ্যে বিশুদ্ধ গুরু-সেবার ভাব আছে। ধর্মরাজ ! তোমার কল্যাণ হোক। এখন তুমি তোমার রাজ্যে যাও।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিনয় ও শিষ্টাচারের সঙ্গে প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে নিজ ভাই-বন্ধুদের এবং ইষ্ট-মিত্রের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের পথে রওনা হলেন।

---

## দ্বিতীয়বার কপট-দ্যূতের আয়োজন এবং পাণ্ডবদের বনগমন

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ বৈশম্পায়ন ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন পাণ্ডবদের সকল সম্পদ এবং রত্নরাশি নিয়ে চলে যাবার অনুমতি দিলেন, তখন দুর্যোধনদের কী দশা হল ?

বৈশম্পায়ন বললেন—ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ধন-সম্পত্তি নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছেন শুনেই দুঃশাসন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্যোধনের কাছে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'দাদা ! বৃদ্ধ রাজা আমাদের বহু কৌশলে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ নষ্ট করে ফেললেন। সমস্ত সম্পদই এখন শত্রুর হাতে ফিরে গেল। কিছু করণীয় থাকলে এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করো।' এই শুনেই দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সকলে একসঙ্গে মিলে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। তাঁরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'রাজন্ ! এখন যদি আমরা পাণ্ডবদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সাহায্যে রাজাদের প্রসন্ন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতাম, তাহলে আমাদের কী ক্ষতি হত ? দেখুন দংশনে উদ্যত ক্রোধপূর্ণ সাপকে গলায় ঝুলিয়ে কে বাঁচতে পারে ? এখন পাণ্ডবরাও ক্রুদ্ধ সাপেরই মতো। তারা যখন রথে করে সুসজ্জিত হয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করবে, তখন আমাদের কাউকে ওরা ছাড়বে না। এখন ওরা সেনা সংগ্রহের জন্য রওনা হল। আমরা একবার ওদের যে বিপদে ফেলেছি, তাতে ওরা আমাদের ক্ষমা করবে না। দ্রৌপদী যে লাঞ্ছনা পেয়েছে, তার জন্য ওরা কাউকে ক্ষমা করবে না। তাই আমরা বনবাসকে পণ রেখে পাণ্ডবদের সঙ্গে আবার জুয়া খেলব। তাতে ওরা আমাদের অধীন থাকবে। খেলায় যারাই হেরে যাক, ওরা অথবা আমরা, দ্বাদশ বৎসর মৃগচর্ম পরিধান করে বনে বাস করবে এবং ত্রয়োদশ বর্ষে কোনো নগরে এমনভাবে আত্মগোপন করে থাকবে, যাতে কেউ না খুঁজে পায়। এই সময়ে যদি জানতে পারা যায় যে, এরা পাণ্ডব বা কৌরব তাহলে আরও দ্বাদশ বৎসর বনবাস করতে হবে। এই শর্তে আপনি আবার পাশাখেলার নির্দেশ দিন। এখন এছাড়া অন্য সহজ পথ নেই। পাশা খেলার ব্যাপারে মাতুল শকুনি খুবই চতুর। পাণ্ডবরা যদি এই শর্ত মেনে নেয়, তাহলে এরই মধ্যে আমরা অনেক রাজাকে সম্পদ দ্বারা বশীভূত করে দুর্জয় সেনা সংগ্রহ করে ফেলব এবং যুদ্ধে পাণ্ডবদের হারাতে সক্ষম হব। অতএব আপনি আমাদের এই পরামর্শ মেনে নিন।'

ধৃতরাষ্ট্র এই মতকে স্বীকৃতি দিলেন। তিনি বললেন—'পুত্র ! যদি এমন হয় যে, পাণ্ডবরা বহুদূরে চলে গেছে, তাহলে দূত পাঠিয়ে দ্রুত ডেকে আনো। তারা এলে এই

শর্তেই আবার খেলো।' ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে দ্রোণাচার্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপাচার্য, বিদুর, অশ্বত্থামা, যুযুৎসু, ভূরিশ্রবা, পিতামহ ভীষ্ম, বিকর্ণ—সকলেই একসুরে বলে উঠলেন 'আর পাশা খেলো না। শান্তি বজায় রাখো।' কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সকল দূরদর্শী উপকারী বন্ধুর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে পাণ্ডবদের পাশা খেলতে আহ্বান করলেন। এই সব দেখেশুনে ধর্মপরায়ণা গান্ধারী অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হলেন। তিনি তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'স্বামী ! দুর্যোধন জন্মেই গর্দভের মতো শব্দ করেছিল। তাই পরম জ্ঞানী বিদুর তখনই তাকে পরিত্যাগ করতে বলেছিলেন। আমার সেই কথা স্মরণ করে মনে হচ্ছে যে, এ কুরুবংশ ধ্বংস না করে ছাড়বে না। আর্যপুত্র ! আপনি নিজ দোষে সকলকে বিপদ সাগরে নিমজ্জিত করবেন না। এই জেদী মূর্খের সকল কথায় সম্মতি দেবেন না। বংশ নষ্ট করবেন না। তুষের আগুন আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। পাণ্ডবরা শান্তিপ্রিয় এবং শত্রুতার বিরোধী। তাদের ক্রুদ্ধ করা ঠিক নয়। যদিও আপনি সব কথাই জানেন, তবুও আপনাকে এসব স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে কেন ? দুষ্ট গ্রহ কবলিত ব্যক্তির চিত্তে শাস্ত্র উপদেশের ভালোমন্দ কোনো প্রভাবই পড়ে না। কিন্তু আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানী হয়েও বালকদের মতো কথা বলছেন, তা খুবই অনুচিত। এখন আপনি আপনার পুত্রতুল্য পাণ্ডবদের বশে রাখুন। দুঃখ পেয়ে এঁরা যেন আপনার ওপর বীতশ্রদ্ধ না হয়ে ওঠে। কুলকলঙ্ক দুর্যোধনকে ত্যাগ করাই শ্রেয়। আমি সেই সময় মাতৃস্নেহে বিদুরের কথা মেনে নিইনি, এসব তারই ফল। শান্তি, ধর্ম অবলম্বন করে এবং মন্ত্রীদের পরামর্শে আপনার বিচারশক্তির সঠিক প্রয়োগ করুন। ভুল করবেন না। বিচার বিবেচনা না করে কাজ করলে তা দুঃখদায়ক হয়। রাজ্যলক্ষ্মী ক্রূরের হাতে পড়লে তারই সর্বনাশ করে দেয়। ধার্মিক, নিষ্ঠাবান এবং রাজ্যপালনে সক্ষম ব্যক্তির কাছেই রাজ্যলক্ষ্মী পুরুষানুক্রমে অবস্থান করে।' গান্ধারীর কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'প্রিয়ে ! যদি কুলনাশ হওয়ার হয় তাহলে হতে দাও। আমি তা রোধ করতে সক্ষম নই। এখন দুর্যোধন আর দুঃশাসন যা চায়, তাই হবে। পাণ্ডবদের ফিরে আসতে দাও। আমার ছেলেরা ওদের সঙ্গে পাশা খেলবে।'

জনমেজয় ! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে প্রতিহারী পাণ্ডবদের কাছে গেল। ততক্ষণে তাঁরা বহুদূর চলে গিয়েছিলেন। প্রতিহারী বলল—'রাজন্ ! আবার পাশা খেলার আয়োজন হচ্ছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন

আপনারা ফিরে আসুন, আবার খেলা হবে।' ধর্মরাজ বললেন—'সকলেই দৈবের অধীন, সেই অনুসারে শুভ-অশুভ ফল ভুগতে হয়। কেউ কারো বশ নয়। চলো, আবার যদি পাশা খেলতে হয় তো, তাই হবে। আমি জানি এর ফলে বংশ নাশ হবে। কিন্তু আমি আমার বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ কী করে উল্লঙ্ঘন করব !' তিনি ভাইদের নিয়ে আবার ফিরে এলেন। 'শকুনি প্রবঞ্চক' জেনেও তিনি তাঁর সঙ্গে পাশা খেলতে প্রস্তুত হলেন। ধর্মরাজের এই পরিস্থিতি দেখে তাঁর মিত্ররা খুব দুঃখ পেলেন।

শকুনি ধর্মরাজকে সম্বোধন করে বললেন—'রাজন্ ! আমাদের বৃদ্ধ মহারাজ আপনার ধনসম্পত্তি আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ায় আমরা খুব খুশি হয়েছি। এখন আমরা আর একটি অন্য পণ রেখে খেলতে চাই। আমরা যদি আপনার কাছে খেলায় হারি, তাহলে মৃগচর্ম পরিধান করে দ্বাদশ বছর বনে বাস করব এবং ত্রয়োদশতম বছরে কোনো নগরে অজ্ঞাতভাবে বসবাস করব। সেইসময় কেউ চিনে ফেললে আরও দ্বাদশ বছর বনে বাস করতে হবে। আর যদি আমরা আপনাদের হারিয়ে দিই তাহলে আপনাদের মৃগচর্ম ধারণ করে দ্রৌপদীর সঙ্গে দ্বাদশ বছর বনে এবং ত্রয়োদশতম বছরে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। অজ্ঞাতবাসের সময় কেউ চিনে ফেললে আবার দ্বাদশ বছর

বনবাস করতে হবে। এইভাবে ত্রয়োদশ বছর পূর্ণ হলে আপনারা বা আমরা নিয়মমতো নিজ রাজ্য ফেরত পাবো। এই শর্তে আমরা আবার পাশা খেলব।' শকুনির কথা শুনে সভাসদরা বিষণ্ণ হলেন। তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে হাত তুলে বলতে লাগলেন—'অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র, এই কাজে আসন্ন বিপদকে বুঝতে পারুক কিংবা না পারুক, তাঁর মিত্রদের উচিত তাঁকে সময়মতো সতর্ক করা, নাহলে তাঁরা ধিকৃত হবেন।' সভাসদদের কথা যুধিষ্ঠিরও শুনলেন এবং বুঝতে পারলেন এবারে কী সাংঘাতিক পরিণাম হতে চলেছে। তবুও তিনি এই ভেবে পাশা খেলতে রাজি হলেন যে, কৌরবদের বিনাশের সময় আগত। শকুনি তাঁর স্বীকৃতি পেয়েই পাশা ফেললেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'নাও, এই বাজি আমি জিতে নিয়েছি।'

খেলায় হেরে পাণ্ডবরা কৃষ্ণমৃগচর্ম ধারণ করে বন-গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁদের এই অবস্থায় দেখে দুঃশাসন বলতে লাগলেন—'ধন্য, ধন্য ! এবার দুর্যোধনের শাসন শুরু হল। রাজা দ্রুপদ তো খুব বুদ্ধিমান, তিনি কী করে মৃগচর্মধারী পাণ্ডবদের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। পাণ্ডবরা তো নপুংসক ! দ্রুপদ কন্যা ! এখন পাণ্ডবরা মৃগচর্ম পরে দরিদ্রের মতো বনে বাস করবে। তুমি এখন আর কী করে এদের সঙ্গে বসবাস করবে ? এবার কোনো পছন্দসই পাত্রকে বিয়ে করে নাও।' দুঃশাসন বলতেই লাগলেন, তখন ভীম ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলেন—'ওরে ক্রূর ! তুই তোর বাহুবলে আমাদের জয় করিসনি। ছলনা বিদ্যার বলে জিতে আকাশকুসুম দেখছিস ? এইসব কথা পাপীই বলে থাকে। তুই এই কটুবাক্যের দ্বারা যত পারিস আমার মর্মস্থলে আঘাত করে নে, আমি রণভূমিতে তোর মর্মস্থানে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে আজকের কথা মনে করিয়ে দেব। আজকে যারা ক্রোধ বা লোভের বশে তোদের পক্ষপাতিত্ব করছে, তোদের রক্ষক হয়ে রয়েছে, তাদেরও আমি সবান্ধবে যমপুরীতে পাঠিয়ে দেব।'

তখন ভীম মৃগচর্ম ধারণ করে দাঁড়িয়েছিলেন। ধর্মরক্ষার জন্যই তাঁরা এই সময় শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হননি। ভীমের কথা শুনে দুঃশাসন সেই পরিপূর্ণ সভাকক্ষে 'এই বলদ ! বলদ !' বলে নির্লজ্জের মতো নাচতে লাগলেন। ভীম বললেন—'ওরে দুরাত্মা ! কুবাক্য বলতে তোর লজ্জা করে না ? ছলনা করে সম্পত্তি লাভ করে আস্ফালন করে যাচ্ছিস। এই বৃকোদর ভীম যদি কুন্তীর গর্ভে জন্ম নিয়ে থাকে, তাহলে রণভূমিতে তোর বুক চিরে রক্তপান করবে। যদি তা না হয় তাহলে যেন আমার পুণ্যলোক প্রাপ্তি না হয়।'

পাণ্ডবরা রাজসভা থেকে বেরিয়ে এলেন, ভীম সিংহের ন্যায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। দুর্যোধন তাঁকে রাগাবার জন্য ঠিক সেই ভাবেই তাঁদের পিছন পিছন চলতে লাগলেন। ভীম পিছন ফিরে তাঁকে দেখে বললেন—'মূর্খ ! এই সব লজ্জাজনক ঘটনার এখানেই সমাপ্তি হবে না। আমি তোর পারিষদদের সঙ্গে তোকে বধ করে শীঘ্রই তোর এই হাসির জবাব দেব।' ভীম নিজেকে শান্ত করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যেতে যেতে বললেন—'আমি দুর্যোধনকে, অর্জুন কর্ণকে এবং সহদেব শকুনিকে বধ করবে। আমি এই সভায় আবার শপথ করে বলছি, জগদীশ্বর নিশ্চয়ই আমার এই শপথ পূর্ণ করবেন। গদার আঘাতে আমি দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করে তার মাথায় পা রাখব আর দুঃশাসনের বুকের গরম রক্ত পান করব।' অর্জুনও বলে উঠলেন—'ভাই ভীম ! তোমার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা যে, সে সংগ্রামে কর্ণ এবং তার সমস্ত সাথীকে সংহার করবে। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসা সমস্ত মূর্খদের আমি যমরাজের কাছে পাঠাব। ভাই ! হিমালয় যদি নিজ স্থান থেকে সরে যায়, সূর্যে অন্ধকার নেমে আসে, চন্দ্র জ্বলন্ত আগুনের গোলা হয়ে ওঠে ; তবুও আমার বাক্য মিথ্যা হবে না। চতুর্দশ বর্ষে যদি দুর্যোধন আমাদের রাজ্য ভালোভাবে ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে আমার কথা অবশ্যই সত্য হবে।' সহদেব বললেন—'আরে গান্ধারের কুলকলঙ্ক ! যাকে তুই পাশা ভাবছিস সেগুলিই হবে তোর জন্য তীক্ষ্ণ বাণ। আমি তোর এবং তোর আত্মীয়দের নিজ হাতে নাশ করব। শর্ত শুধু এই যে, রণভূমিতে ক্ষত্রিয়ের মতো সাহস করে থাকিস, যেন লুকিয়ে পড়িস না।'

পাণ্ডবরা এইভাবে নানাপ্রকার প্রতিজ্ঞা করতে করতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'জ্যেষ্ঠতাত ! আমি ভরতবংশের বয়োবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিদুর, দুর্যোধনদের সব ভাই, যুযুৎসু, সঞ্জয়, অন্যান্য নরপতিগণ এবং সভাসদগণের অনুমতি নিয়ে বনবাসের জন্য রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে ফিরে যেন আপনাদের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়।' সেইসময় সভাস্থ সকলেই লজ্জায় মাথা নীচু করে মনে মনে পাণ্ডবদের কল্যাণ চাইছিলেন। কেউ

কোনো কথা বলতে পারলেন না। বিদুর বললেন—'পাণ্ডব ! আর্যা কুন্তী রাজকুমারী, বৃদ্ধা হয়েছেন, কোমল শরীর। তাঁর পক্ষে বনবাসের ধকল সহ্য করা কঠিন। তাই তিনি সসম্মানে আমার গৃহে থাকুন। আমি এই কথা জানিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করছি, তোমরা সর্বদা সর্বত্র সুস্থ ও প্রসন্নভাবে থাক।' যুধিষ্ঠির বললেন—'মহাত্মা ! আমরা আপনার আদেশ শিরোধার্য করছি। আপনি আমাদের খুল্লতাত, পিতৃতুল্য। আমরা সর্বদাই আপনার অনুগত।' মহাত্মা বিদুর বললেন—'যুধিষ্ঠির ! তুমি ধর্মজ্ঞ, অর্জুন বিজয়শীল, ভীম শত্রুনাশক, নকুল ধন-সংগ্রহকুশল এবং সহদেব শত্রুদের বশকারী। ঋষি ধৌম্য বেদজ্ঞ, পতিব্রতা দ্রৌপদী ধর্মশীলা এবং সংসার পরিচালনায় নিপুণ। তোমরা সকলেই প্রীতি সহকারে বাস কর। শত্রুও তোমাদের চিত্তে ভেদ-ভাব সৃষ্টি করতে পারে না। তুমি অত্যন্ত নির্মল এবং সন্তুষ্ট হৃদয়। জগতের সকলেই তোমাকে চায় এবং তোমার দর্শন লাভের জন্য আশা করে থাকে। মেরুসাবর্ণি হিমালয়ে, ব্যাসদেব বারণাবতে, পরশুরাম ভৃগুতুঙ্গ পর্বতে এবং স্বয়ং মহাদেব দৃষদ্বতী নদীতীরে তোমাকে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। অঞ্জন পর্বতে অসিত মহর্ষির কাছ থেকে এবং কল্মাষী নদীর ধারে ভৃগুমুনির নিকট তুমি জ্ঞানলাভ করেছ। দেবর্ষি নারদ সর্বদা তোমার দেখাশোনা করেন আর ধৌম্যঋষি তো তোমার পুরোহিত আছেনই। দেখো, বিষম পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সময় যেন এইসব ঋষিদের উপদেশ বিস্মরণ হয়ো না। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! তুমি পুরূরবার থেকেও বুদ্ধিমান। কোনো রাজাই শক্তিতে তোমার সমকক্ষ নয়। শত্রুদের পরাজিত করায় তুমি বরুণের সমান। ধর্মাচরণে তুমি ঋষিদের থেকে শ্রেষ্ঠ। তুমি জলের মতো নির্মল এবং নিজ প্রাণের বিনিময়েও অপরের মঙ্গল করে থাক। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি পৃথিবী হতে ক্ষমা, সূর্যমণ্ডল হতে তেজ, বায়ু হতে বল এবং সমস্ত প্রাণী হতে আত্মধন লাভ করো। তোমার শরীর সুস্থ এবং চিত্ত যেন প্রসন্ন থাকে। কোনো কাজ করার আগে ঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে নেবে। তুমি কখনো পাপ করেছ বলে আমার মনে হয় না। তাই তুমি অবশ্যই কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসবে। এবার তোমরা গমন করো। তোমাদের কল্যাণ হোক।'

রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরের আশীর্বাদ শিরোধার্য করে পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণকে ও মাতা কুন্তীকে প্রণাম করে বনবাসে যাবার অনুমতি নিলেন। দুঃখাতুরা দ্রৌপদী তাঁর শ্বশ্রূমাতা কুন্তী এবং অন্য মহিষীদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে এলে অন্তঃপুর শোকাচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাতা কুন্তী শোকাকুল কণ্ঠে বললেন—'মা ! তুমি নারীদের ধর্ম জানো। এই ঘোর সংকটে দুঃখ কোরো না। তুমি শীল ও

সদাচারসম্পন্না। তাই পতিদের প্রতি তোমার কর্তব্য সম্পর্কে তোমাকে শেখাবার কিছু নেই। তুমি পরম সাধ্বী, গুণবতী এবং দুই কুলের ভূষণ। নির্দোষ দ্রৌপদী ! তুমি যে কৌরবদের অভিশাপ দিয়ে ওদের ভস্ম করনি, এ তাদের সৌভাগ্য এবং তোমার সৌজন্য। তোমার পথ নিষ্কণ্টক হোক, তুমি চিরায়ুষ্মতী হও। কুলীন নারীগণ আকস্মিক দুঃখে দিশেহারা হন না। পতিব্রত-ধর্ম তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবে এবং সর্বপ্রকারে তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমাকে একটি কথা বলার আছে। বনে থাকার সময় তুমি আমার প্রিয় পুত্র সহদেবের উপর বিশেষ নজর রেখ, সে যেন কষ্ট না পায়।' মাতা কুন্তী পাণ্ডবদের বললেন—'পুত্র ! তোমরা ধর্মপরায়ণ, সদাচারী, ভক্ত, পাপরহিত এবং দেবতাদের পূজারী। কী করে তোমাদের ওপর এই সংকট এল ? এ নিশ্চয়ই প্রারব্ধেরই ফল। তোমরা তো এমন কোনো অপরাধ করোনি। এ আমারও ভাগ্যের দোষ। কারণ তোমরা আমার গর্ভ থেকেই জন্মেছ। এইজন্যই সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের ওপর এই দুঃখ ও সংকট নেমে এল। হায় কৃষ্ণ ! হায় দ্বারকাধীশ ! হায় প্রভু ! তুমি এই ভীষণ দুর্দশা থেকে আমায় এবং আমার মহান পুত্রদের কেন রক্ষা করছ না ? তুমি তো অনাদি অনন্ত। যে ব্যক্তি নিত্য-নিরন্তর তোমার ধ্যান করে, তুমি তাকে রক্ষা কর—তোমার সম্পর্কে এই প্রসিদ্ধি এখন মিথ্যা হল কেন ? আমার পুত্রগণ ধার্মিক, যশস্বী এবং পরাক্রমশালী। তাদের

ওপর এই কষ্ট উচিত নয়। ভগবান! ওদের দয়া করো। হায়, নীতি ও ব্যবহার কুশল পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য কৃপ ও দ্রোণ ইত্যাদি কুরুকুলের বীরদের উপস্থিতিতে এই বিপত্তি কী করে ঘটল? পুত্র সহদেব, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, পুত্র, ফিরে এসো।'

মাতা কুন্তী শোকে অধীর হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর করুণ-ক্রন্দনে বিষণ্ণ হয়ে পাণ্ডবরা তাঁকে প্রণাম করে বনের দিকে রওনা হলেন। মহাত্মা বিদুর কুন্তীকে দৈবের কথা বুঝিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও আর্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে নিজ ভবনে তাঁকে নিয়ে গেলেন। কৌরবকুলের মহিলাগণ দ্যূত সভায় দ্রৌপদীকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অত্যাচারের জন্য দুর্যোধনদের নিন্দা করতে লাগলেন এবং মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

---

## পাণ্ডবদের বনগমনের পরে কৌরবদের অবস্থা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের অন্যায়ের কথা উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবতে লাগলেন। একমুহূর্তের জন্যও তিনি শান্তি পেতেন না। অশান্ত হয়ে তিনি দূত মারফৎ বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। বিদুর এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'বিদুর! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, পুরোহিত ধৌম্য এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী—তাঁরা সব কীভাবে বনে গেলেন, এখন তাদের অবস্থা কী? সেইসব বলো, আমি শুনতে চাই।'

বিদুর বললেন—'মহারাজ! এত স্পষ্টই প্রতিভাত যে আপনার পুত্ররা কপট পাশাতে ধর্মরাজের রাজ্য ও বৈভব কেড়ে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও বিচারশীল ধর্মরাজের বুদ্ধি ধর্মে অবিচলিত ছিল। কপটভাবে রাজ্যচ্যুত হলেও তিনি আপনার পুত্রদের ওপর ভ্রাতৃভাবই রাখেন। তিনি তাঁর ক্রোধপূর্ণ চক্ষু বন্ধ রেখেছিলেন, যাতে তাঁর নেত্রের অগ্নিতে কৌরবরা ভস্ম হয়ে না যায়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাই পথ চলার সময়ও নিজ মুখ বস্ত্র দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। ভীমের নিজের বাহুবলের ওপর বড় অভিমান। সে কাউকে নিজের সমকক্ষ মনে করে না। তাই বনগমনের সময় সে শত্রুদের নিজের বাহুদ্বয় প্রসারিত করে দেখাচ্ছিল যে, সময় এলে সে তার বাহুর জোর প্রয়োগ করবে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ধর্মরাজের পিছনে ধূলা উড়িয়ে যাচ্ছিল, তাতে সে জানাচ্ছিল যে, যুদ্ধের সময় সে শত্রুদের ওপর এমনই বাণ বর্ষণ করবে। এইসময় ধূলাও যেমন পুঞ্জীভূতভাবে উড়ছিল, তেমন করেই অর্জুনেরও বাণ শত্রুদের উপর বর্ষিত হবে। সহদেব মুখে ধূলা-ময়লা মেখেছিলেন, যেন তাঁর মুখ কেউ না দেখে, এই তাঁর অভিপ্রায়। নকুল তো সারা দেহ ধূলায় ধূসরিত করেছিলেন, যাতে তাঁর সুন্দর রূপে পথে কোনো নারী মুগ্ধ না হয়। রজস্বলা দ্রৌপদী, একবস্ত্র পরিধান করে, আলুলায়িত কেশে, ক্রন্দন করতে করতে যাচ্ছিলেন। তিনি যেতে যেতে বলছিলেন—'যাঁদের জন্য আমাদের এই দুর্দশা, আজ থেকে চোদ্দো বছর পর তাঁদের নারীরাও স্বজন হারাবার শোকে এমনি করেই হস্তিনাপুরে প্রবেশ করবেন।' সর্বাগ্রে পুরোহিত ধৌম্য চলছিলেন। তিনি নৈঋত কোণের দিকে কুশাগ্রের মুখ রেখে যমদেবতা সম্বন্ধীয় সামবেদগান করতে করতে যাচ্ছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় হল যে, রণভূমিতে কৌরবরা নিহত হলে তাঁদের গুরু-পুরোহিত এইরূপ মন্ত্রপাঠ করবেন।

পাণ্ডবদের বনগমনে শোকাতুর হয়ে সকল নাগরিক বিলাপ করে বলছিলেন, 'হায়, হায়! আমাদের প্রিয় সম্রাট এই ভাবে বনে যাচ্ছেন। কুরুকুলের বয়োবৃদ্ধগণকে ধিক এই সময়ে বিবশ থাকার জন্য। তাঁরা লোভবশত ধর্মাত্মা পাণ্ডবদের দেশ থেকে বার করে দিলেন। আমরা এঁদের বিহনে অনাথ হলাম। এই অন্যায় কাজের জন্য কৌরবদের ওপর আমাদের কোনো সহানুভূতি নেই।' প্রজারা এইভাবে আচরণ করছিল, ওদিকে পাণ্ডবরা চলে যেতেই আকাশে বিনামেঘে বজ্রপাত হল। পৃথিবী কেঁপে উঠল। অমাবস্যা ছাড়াই সূর্যগ্রহণ দেখা গেল। নগরের দক্ষিণ দিকে উল্কাপাত

হল। শকুন, কাক প্রভৃতি মাংসাশী পাখিরা দেবালয়, কেল্লা ইত্যাদির ওপর মাংস এবং হাড় ফেলতে লাগল। এই উৎপাতের ফল হচ্ছে ভরতবংশের নাশ। এসবই আপনার দুর্মতির ফল।' যখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এইসব বলছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ অনেক ঋষিকে সঙ্গে করে সেই স্থানে এলেন এবং এক ভয়ংকর কথা বলে চলে গেলেন যে, 'দুর্যোধনের কুকর্মের ফলস্বরূপ আজ হতে চোদ্দ বছর পর ভীম ও অর্জুনের হাতে কুরুবংশ বিনাশ প্রাপ্ত হবে।'

তখন দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি দ্রোণাচার্যকে তাদের প্রধান আশ্রয় ভেবে পাণ্ডবদের সমস্ত রাজ্য তাঁকে সমর্পণ করলেন। দ্রোণাচার্য বললেন—'ভরতবংশীয়গণ ! পাণ্ডবরা দেবতাদের পুত্র। তাঁদের কেউ মারতে পারবে না। সব ব্রাহ্মণই এই কথা বলেন। তা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা আমার শরণ নিয়েছেন, তাই এঁদের সাহায্যকারী নৃপতিদের সঙ্গে আমিও নিজ শক্তি অনুসারে কৌরবদের পূর্ণ সহযোগিতা করব। শরণাগতকে আমি পরিত্যাগ করতে পারব না। আমার ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে এই কাজ করতে হবে। কী আর করব, দৈবই সর্বাপেক্ষা বলবান। কৌরবগণ ! পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে তোমাদের কাজ শেষ হয়নি। তোমাদের নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তোমাদের রাজ্য স্থায়ী নয়। এ চার দিনের আলো। দুই ঘণ্টার খেলা, এতে গর্বিত হয়ো না। বড় বড় যজ্ঞ করো, ব্রাহ্মণদের দান করো। যা পার ভোগ করে নাও। চতুর্দশ বর্ষে তোমাদের সংকটে পড়তে হবে।'

দ্রোণাচার্যের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর ! গুরুদেবের কথা ঠিক। তুমি পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনো। যদি ফিরে না আসে তাহলে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র, রথ এবং সেবাকারী সঙ্গে দাও। এমন ব্যবস্থা কর, যেন বনেও আমার পুত্র পাণ্ডবরা সুখে থাকে।' এই বলে তিনি নির্জন স্থানে গিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন, তাঁর চিত্ত বিহ্বল হল। তখন সঞ্জয় তাঁকে বললেন—'মহারাজ ! আপনি পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত করে বনবাসী করেছেন, তাঁদের ধন-দৌলত, রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন। এখন কেন শোক করছেন ?' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয় ! পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করে কি কারো সুখলাভ হয় ? তারা যুদ্ধকুশল, বলবান এবং মহারথী।'

সঞ্জয় কিছু গম্ভীর হয়ে বললেন—'মহারাজ ! আপনার কুল যে নাশ হবে তা তো নিশ্চিত, নিরীহ প্রজারাও বাঁচবে না। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং মহাত্মা বিদুর আপনার পুত্র দুর্যোধনকে অনেক বারণ করেছিলেন, তবুও তিনি পাণ্ডবদের প্রিয় পত্নী ধর্মপরায়ণা দ্রৌপদীকে সভায় এনে অপমানিত করেছেন। বিনাশকাল নিকট হলে বুদ্ধি মলিন হয়। অন্যায়কেও ন্যায় মনে হয়। সেই ব্যাপার হৃদয়ে এমন স্থান নেয় যে, অনর্থকে স্বার্থ এবং স্বার্থকে অনর্থ বোধ হয় এবং নিজেকে বিনাশ করেই ক্ষান্ত হয়। কালদণ্ড মাথায় আঘাত করে বিনাশ করে না বরং তার এমনই ক্ষমতা যে বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করে ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো বলে দেখাতে থাকে। আপনার পুত্ররা অযোনিসম্ভূতা, পতিব্রতা, অগ্নিবেদী হতে উৎপন্ন সুন্দরী দ্রৌপদীকে পূর্ণ সভায় অসম্মান করে যুদ্ধকে আমন্ত্রণ করেছেন। এরূপ নিন্দনীয় কাজ দুষ্ট দুর্যোধন ব্যতীত কেউ করতে পারে না।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয়, আমারও তাই মনে হয়। দ্রৌপদীর আর্ত দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে, আমার পুত্ররা তো নগণ্য। ধর্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভায় অপমানিত হতে দেখে ভরতবংশের নারীরা গান্ধারীর কাছে গিয়ে করুণ ক্রন্দন করেছিলেন। ব্রাহ্মণরাও আমাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সন্ধ্যাপূজা না করে লোকদের সঙ্গে সেই কথাই বলে ক্ষোভ করতেন। সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণের সময় ঝড় উঠেছিল, বজ্রপাত হয়েছিল, উল্কাপাতও হয়েছিল। অমাবস্যা ছাড়াই সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। প্রজারা আতঙ্কিত হয়েছিল। রথশালাতেও আগুন লেগেছিল। মন্দিরে ধ্বজা ভেঙে পড়েছিল। যজ্ঞশালায় শিয়াল প্রবেশ করেছিল, গাধা ডাকতে আরম্ভ করেছিল। চারিদিকে অলক্ষণ দেখে ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক প্রমুখ সভামণ্ডপ থেকে চলে গিয়েছিলেন। বিদুরের ইচ্ছায় আমি দ্রৌপদীকে তাঁর মনোমত বর দিয়ে পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাবার অনুমতি দিয়েছিলাম। তখন বিদুর বলেছিলেন দ্রৌপদীকে অপমান করার ফলে ভরতবংশ নাশ হবে। দ্রৌপদী দৈব উৎপন্ন অনুপম লক্ষ্মী। তিনি পাণ্ডবদের অনুগামিনী। এই মহা অপমান ও ক্লেশ পাণ্ডব, যদুবংশ ও পাঞ্চাল সহ্য করবে না ; কারণ এঁদের সহায়ক ও রক্ষক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বিদুর অনেকভাবে বুঝিয়ে কল্যাণের জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলেছিলেন। বিদুরের কথা ধর্মানুকূল তো ছিলই, অর্থের দৃষ্টিতেও কম লাভের ছিল না। কিন্তু আমি অন্ধ পুত্রস্নেহের জন্য তাঁর কথা উপেক্ষা করেছি।'

## সভাপর্ব সমাপ্ত

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

# বনপর্ব

## পাণ্ডবদের বনগমন এবং তাঁদের প্রতি প্রজাদের ভালোবাসা

**নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।**
**দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥**

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মহর্ষি ! দুরাত্মা দুর্যোধন, দুঃশাসনরা তাঁদের মন্ত্রীদের সাহায্যে কপট দ্যূতে পাণ্ডবদের পরাজিত করেছিলেন। এমনকি তাঁরা অনেক কুকথাও বলেছিলেন যার ফলে শত্রুতার চরম বৃদ্ধি হয়েছিল। তারপর আমার পূর্বপুরুষগণ এই বিপদে কেমন করে সময় অতিবাহিত করলেন, তাঁদের সঙ্গে কারা বনে গিয়েছিলেন ? তাঁরা সেখানে কীভাবে থাকতেন, কী খেতেন, দ্বাদশ বৎসর কীভাবে কাটালেন ? পরম সৌভাগ্যবতী দ্রৌপদী কী করে এই বনবাসের দুঃখ সহ্য করলেন ? আপনি সবিস্তারে এইসব জানিয়ে আমার উৎকণ্ঠা প্রশমন করুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ দুরাত্মা দুর্যোধনদের দুর্ব্যবহারে ক্ষোভিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁদের রানি দ্রৌপদীকে নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র সহ হস্তিনাপুর থেকে রওনা হলেন। তাঁরা হস্তিনাপুরের বর্ধমানপুরের সম্মুখস্থ দ্বার অতিক্রম করে উত্তর দিকে চললেন। ইন্দ্রসেন ও আরও চোদ্দজন সেবাকারী তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে দ্রুতগামী রথে তাঁদের অনুসরণ করলেন। হস্তিনাপুরের নাগরিকরা এই সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। লোকেরা ব্যাকুল হয়ে নিঃশঙ্কে পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ কুরু বয়োজ্যেষ্ঠগণের নিন্দা করতে লাগল। তারা বলতে লাগল—'দুরাত্মা দুর্যোধন শকুনির সাহায্যে রাজশাসন করতে চায়। তার

রাজ্যে আমরা, আমাদের বংশ, প্রাচীন সদাচার এবং গৃহ-সম্পত্তি যে সুরক্ষিত থাকবে—তার কোনো আশা নেই। রাজা যদি পাপী হয় এবং তার সাহায্যকারীও যদি অধার্মিক হয় তাহলে কুল-মর্যাদা আচার, ধর্ম-অর্থ কী করে থাকবে ! আর এগুলি না থাকলে কীসের আশায় মানুষ জীবন ধারণ করবে ? দুর্যোধন তার গুরুজনদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করেছে, লোভের বশবর্তী হয়ে বংশ-মর্যাদা এবং আত্মীয় স্বজনকে

ত্যাগ করেছে। এমন অর্থলোলুপ, অহংকারী এবং ক্রূর ব্যক্তির শাসনে এই পৃথিবীর সর্বনাশ সুনিশ্চিত। চলো, যেখানে আমাদের প্রিয় পাণ্ডবগণ যাচ্ছেন, আমরাও সেখানে যাই। এঁরা দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, যশস্বী এবং ধর্মনিষ্ঠ।

হস্তিনাপুরের লোকজন এইভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেখান থেকে রওনা হয়ে পাণ্ডবদের কাছে এসে বিনীতভাবে হাত জোড় করে বললেন—'পাণ্ডবগণ! আপনাদের কল্যাণ হোক। আমাদের হস্তিনাপুরে দুঃখ ভোগ করার জন্য রেখে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ? আপনারা

যেখানে যাবেন, আমরাও সেখানে যাব। আমরা যখন থেকে জানতে পেরেছি যে, দুর্যোধনরা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে কপট-দ্যূতে হারিয়ে আপনাদের বনবাসী করেছে, তখন থেকে আমরা খুব দুঃশ্চিন্তায় আছি। আমাদের এইভাবে ছেড়ে যাওয়া আপনাদের উচিত নয়। আমরা আপনাদের সেবক এবং হিতৈষী। দুরাত্মা দুর্যোধনের কুশাসনে আমাদের যেন সর্বনাশ না হয়। আপনারা তো জানেন দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস করলে কী কী ক্ষতি হয় আর সৎব্যক্তির সঙ্গে বাস করলে কী লাভ হয় ? সুগন্ধ পুষ্পের সঙ্গে থাকলে যেমন জল-তিল এবং স্থান সুগন্ধিত হয়, তেমনই মানুষও ভালো-মন্দ সঙ্গ অনুসারে ভালো-মন্দ হয়ে ওঠে। সৎপুরুষের সঙ্গে ধর্মভাব বৃদ্ধি পায় আর দুষ্টের সঙ্গে মোহ। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত জ্ঞানী, বৃদ্ধ, দয়ালু, শান্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং তপস্বী ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করা। কুলীন, বিদ্বান এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সেবা এবং তাঁদের সাহচর্য শাস্ত্রাদির স্বাধ্যায়ের থেকেও শ্রেষ্ঠ। পাপী ব্যক্তিদের দর্শন, স্পর্শ, তাদের সঙ্গে বার্তালাপে ধর্ম এবং সদাচার নষ্ট হয়। উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হয়। নীচ পুরুষের সাহচর্যে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়। সৎপুরুষের সঙ্গ করলে উন্নতি লাভ হয়। হে পাণ্ডবগণ! জগতের শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ মানুষের অভ্যুদয় এবং কল্যাণের জন্য যে গুণাদির প্রয়োজনের কথা বলেছেন, লোক-ব্যবহারে যে বেদোক্ত আচরণের প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছেন, সে সবই আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাই আপনাদের মতো সৎব্যক্তিদের সঙ্গে আমরা থাকতে চাই, তাতেই আমাদের কল্যাণ।'

প্রজাদের কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'আমার পূজনীয় এবং আদরণীয় ব্রাহ্মণ ও অন্য প্রজাগণ! বাস্তবে আমাদের কোনো গুণ নেই, আপনারা স্নেহ ও দয়ার বশবর্তী হয়ে আমাদের গুণ দেখছেন এবং বর্ণনা করছেন। এ আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। আমি আমার ভাইদের সঙ্গে আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনারা দয়া করে ও স্নেহবশত আমাদের এই কথা মেনে নিন। এখন হস্তিনাপুরে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর, আমাদের মাতা কুন্তী, গান্ধারী এবং সকল আত্মীয়-বন্ধু বসবাস করছেন। আমাদের জন্য যেমন আপনাদের দুঃখ হচ্ছে, তেমনই ওঁদের মনেও তীব্র শোক ও বেদনা অনুভূত হচ্ছে। আপনারা আমাদের প্রসন্নতার জন্যই ওখানে ফিরে যান এবং তাঁদের সঙ্গে থাকুন! আপনারা বহু দূর চলে এসেছেন, আর আসবেন না। আমাদের যেসব আত্মীয়স্বজন আপনাদের রাজ্যে আছেন, তাঁদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করবেন। তাঁদের রক্ষা করাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনারা যদি তাই করেন, তাহলে আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করব এবং তাতে আমারই সম্মান করা হয়েছে বলে মনে করব।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন তাঁর প্রজাদের এই কথা বললেন, তখন সকলেই অত্যন্ত আর্তভাবে 'হায়! হায়!' করে উঠল। পাণ্ডবদের গুণ-স্বভাব ইত্যাদি স্মরণ করে তাঁদের আকুলতার সীমা রইল না এবং ইচ্ছা না থাকলেও পাণ্ডবদের অনুরোধে তাঁরা সেখান থেকে ফিরে গেলেন। পুরবাসীগণ ফিরে গেলে পাণ্ডবরা রথে করে গঙ্গাতীরে প্রমাণ নামক এক বড় বটগাছের কাছে এলেন। তখন সন্ধ্যা

হবার উপক্রম। তাঁরা সেখানে হাত-মুখ ধুয়ে শুধুমাত্র জলপান করেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন। সেইসময় বহু ব্রাহ্মণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাণ্ডবদের কাছে এলেন, এঁদের মধ্যে অনেক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁদের মণ্ডলীতে থেকে পাণ্ডবগণ বিবিধ শাস্ত্র চর্চা করে রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

—— o ——

## ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কথোপকথন এবং মহাত্মা শৌনকের উপদেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! রাত্রি অতিবাহিত হল। পাণ্ডবরা নিত্যকর্মে প্রবৃত্ত হলেন। যখন বনে যাওয়ার সময় হল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বললেন—'মহাত্মাগণ ! আমাদের রাজ্য, লক্ষ্মী এবং সর্বস্ব শত্রুরা হস্তগত করেছে। এখন আমাদের ফল-মূল-কন্দ ইত্যাদি খেয়ে বনে বাস করতে হবে, সেখানে নানা বিপদ ও বিঘ্ন আছে। আপনাদের সেখানে বড় কষ্ট হবে। অতএব আপনারা এখন সস্থানে গমন করুন।' ব্রাহ্মণরা বললেন—'রাজন্ ! প্রীতিবশত আমরা আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। আমাদের আপনার কাছে কৃপা করে থাকতে দিন। ধর্মরাজ ! আমাদের শয়ন-ভোজন ইত্যাদির জন্য আপনাকে একটুও চিন্তা করতে হবে না। আমরা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নেব এবং আপনার সঙ্গে বনেই থাকব। সেখানে আমরা আনন্দে ইষ্টদেবতার ধ্যান করব, জপ করব, পূজা করব ; তাতে আপনাদের ভালো হবে, আমাদের মনও প্রফুল্ল থাকবে। সেখানে নানা সুন্দর কাহিনী শুনিয়ে সুখে বনে বিচরণ করব।' ধর্মরাজ বললেন—'মহাত্মাগণ ! আপনাদের কথা ঠিকই, আমি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসি ; কিন্তু এখন আমার অর্থবল নেই ; আমি নিরুপায় কিন্তু আমি কী করে সহ্য করব যে, আপনারা নিজেরাই নিজেদের খাবার ব্যবস্থা করছেন ! হায় ! আমাদের জন্য আপনাদের কত কষ্ট হবে।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন এইভাবে শোক প্রকাশ করে মাটিতে বসে পড়লেন, তখন আত্মজ্ঞানী শৌনক তাঁকে বললেন—'রাজন্ ! অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রত্যহ শত শত শোক এবং ভয়ের কারণ এসে উপস্থিত হয়, জ্ঞানীদের কাছে নয়। আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এইভাবে কর্মবন্ধনে বাঁধা পড়েন না, তাঁরা সর্বদা মুক্ত থাকেন। আপনার চিত্তবৃত্তি যম, নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা পরিপুষ্ট। শ্রুতি ও স্মৃতির জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন। আপনার মতো অটলবুদ্ধি যাঁর, তিনি সম্পত্তি নাশে, অন্ন-বস্ত্রের অনটনে কিংবা ভয়ানক বিপত্তিতেও বিচলিত হন না। কোনো শারীরিক বা মানসিক দুঃখ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। মহাত্মা জনক জগৎকে শারীরিক ও মানসিক দুঃখে কাতর দেখে শান্তির জন্য এই কথা বলেছিলেন। আপনি তাঁর উপদেশ শুনুন—মানুষের দুঃখের চারটি কারণ হল—রোগ, দুঃখদায়ক বস্তুর স্পর্শ, অধিক পরিশ্রম এবং অভিলষিত বস্তু না পাওয়া। এর জন্য মনে চিন্তা হয় এবং মানসিক দুঃখই শারীরিক কষ্টের রূপ ধারণ করে। গরম লোহা যদি কলসির জলে ফেলা হয়, তাহলে সেই জলও গরম হয়ে যায়। তেমনই মানসিক পীড়ায় শরীরও ব্যথিত হয়। যেমন শীতল জলে অগ্নি শান্ত হয়, তেমন জ্ঞানের সাহায্যে মনকে শান্ত করা উচিত। মনের দুঃখ দূর হলেই শরীরের দুঃখও দূর হয়। মনের দুঃখ হওয়ার কারণ স্নেহ। স্নেহই মানুষকে বিষয়ে আবদ্ধ করে এবং নানাপ্রকার দুঃখভোগ করায়। স্নেহের জন্যই দুঃখ, ভয়, শোক ইত্যাদি অনুভূত হয়। স্নেহের জন্যই বিষয়ের অস্তিত্ব অনুভব হয় এবং তাতে অনুরাগ জন্মায়। বিষয় চিন্তা এবং অনুরাগের থেকেও স্নেহের প্রভাব বেশি। যেমন কোটরের আগুন সমস্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলে, তেমনই অল্প ঈর্ষাও ধর্ম ও অর্থের সর্বনাশ করে। বিষয় না থাকায় যে নিজেকে ত্যাগী বলে, সে বাস্তবিক ত্যাগী নয়। বাস্তবিক ত্যাগী সে, যে বিষয় পেয়েও সেগুলির অবগুণ লক্ষ্য করে এবং তার থেকে দূরে থাকে। সংসার বিমুখ ব্যক্তি দ্বেষরহিত হন। তাই তিনি কখনো কর্মবন্ধনে বাঁধা পড়েন না। জগতে বন্ধু-বান্ধব থাকা ও অর্থ সংগ্রহ করা উচিত কিন্তু তাতে আসক্তি রাখা উচিত নয়। বিবেক-বিচারের সাহায্যে স্নেহ পরিত্যাগ করতে হয়। পদ্ম পাতায় যেমন জল স্থায়ী হয় না, তেমনই বিবেকবান, ঈশ্বর

লাতে ইচ্ছুক এবং আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তে স্নেহ চিরস্থায়ী হয় না। বিষয় দর্শনে রমণীয় বুদ্ধি হয়, তখন তাতে ভালোবাসা জন্মায়, তা প্রাপ্ত করার ইচ্ছা জাগে। পাওয়া গেলে লালসা জন্মায় এবং আরও পাওয়ার ইচ্ছা থাকে। এই তৃষ্ণাই সমস্ত পাপের মূল, উদ্বেগের জননী, অধর্মে পূর্ণ এবং ভয়ংকর। মূর্খ একে ত্যাগ করতে পারে না। বৃদ্ধ হলেও এর বৃদ্ধত্ব আসে না। এই রোগ শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এটি ত্যাগ করতে পারলে সত্যকার সুখ পাওয়া যায়। আগুন যেমন লোহার মধ্যে প্রবেশ করে তাকেও পুড়িয়ে দেয়, তেমনই প্রাণীর হৃদয়ে প্রবেশ করে এই তৃষ্ণা তাকেও নাশ করে, নিজে কখনো মিটে যায় না। ইন্ধন যেমন নিজেই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়, লোভী ব্যক্তিও তেমনই লোভেই নষ্ট হয়ে যায়। প্রাণীদের ওপর যেমন মৃত্যুভয় সবসময় চেপে বসে থাকে ধনী ব্যক্তিদেরও তেমনই রাজা, জল, অগ্নি, চোর এবং কুটুম্বভয় সর্বদা ঘিরে থাকে। যেমন মাংসকে আকাশে পাখি, ভূমিতে হিংস্র প্রাণী এবং জলে কুমীর খেয়ে নেয়, তেমনই ধনী ব্যক্তিদের ধনও অপর লোকেই ভোগ করে থাকে। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের ধনও অনর্থের মূল, মূর্খের তো কথাই নেই। তারা অর্থের দ্বারা প্রাপ্য কর্মের ফলে উৎসুক হয়ে থাকে এবং নিজ কল্যাণ সাধনে বিমুখ হয়ে যায়। ধন সর্বপ্রকার লোভ, মোহ, কৃপণতা, অহংকার, ভয় ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করায়। ধন অর্জন করতে, রক্ষা করতে এবং খরচ করতেও অনেক উদ্বেগ সহ্য করতে হয়। ধনের জন্য একে অন্যের প্রাণহরণ করে। কারো কাছে অনেক অর্থ জমা হওয়া, শত্রু জড়ো হওয়ার মতোই উদ্বেগজনক। তাকে ত্যাগ করাও কঠিন হয়ে ওঠে। অর্থ চিন্তাদ্বারা মানুষ নিজেকেই নষ্ট করে। সেইজন্য অজ্ঞানী সর্বদাই অসন্তুষ্ট থাকে এবং জ্ঞানী থাকে সর্বদাই সন্তুষ্ট। অর্থ পিপাসা কখনো মেটে না, সেই দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই পরম সুখ। সত্যকার সন্তোষই পরম শান্তি। ধর্মরাজ ! জীবন, যৌবন, সৌন্দর্য, রত্নরাশি, ঐশ্বর্য এবং প্রিয়বস্তু ও বন্ধু সমাগম—এ সবই অনিত্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসব কখনো চায় না। তাই মানুষের উচিত হল এইসবের সংগ্রহ থেকে বিরত থাকা এবং এগুলি ছেড়ে দেওয়াতে যে কষ্ট, তা প্রসন্নভাবে মেনে নেওয়া। আজ পর্যন্ত জগতে এমন কোনো ব্যক্তি দেখা যায়নি, যিনি ধন সংগ্রহ করে সুখী হয়েছেন। তাই ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা সেইসব মানুষের প্রশংসা করেন, যারা ভাগ্য বশে প্রাপ্ত বস্তুতেই সন্তুষ্ট। ধর্মাচরণ করার জন্যও ধন উপার্জন করার থেকে না করাই ভালো। ধর্মরাজ ! সুতরাং আপনি কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করবেন না। যদি আপনি নিজ ধর্মে অটল থাকতে চান তাহলে ধনের ইচ্ছা ত্যাগ করুন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ব্রাহ্মণগণ ! আমি নিজে উপভোগ করব বলে ধন আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি শুধু আপনাদের পালন পোষণ করতে চাই। আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ধনলোভ নেই। মহাত্মন্ ! আমি পাণ্ডুবংশীয় গৃহস্থ, আমি কী করে আমার অনুগামীদের পালন-পোষণ না করে থাকব ? গৃহস্থ ব্যক্তির আহারে সকল প্রাণীই ভাগীদার। গৃহস্থের ধর্ম হল সন্ন্যাসীর জন্য খাদ্য রন্ধন করা, কারণ তাঁরা নিজেরা রন্ধন করেন না। সৎব্যক্তির গৃহে তৃণের আসন, বসার স্থান, পানীয় জল এবং মিষ্ট বাক্যের কখনো অভাব থাকে না। দুঃখীকে শয়নের শয্যা, ক্লান্ত ব্যক্তিকে বসার স্থান, তৃষ্ণার জল এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্য অবশ্যই দেওয়া উচিত। সনাতন ধর্ম হল যে নিকটে আসবে তাকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখবে। তার প্রতি আন্তরিকভাবে সদ্ভাব পোষণ করবে। মধুর বাক্যে বসার আসন দেবে। অতিথিকে আসতে দেখলে স্বাগত জানিয়ে আপ্যায়ন করবে। যে গৃহস্থ সন্ধ্যাপূজা, গো-অতিথি, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র এবং সেবকদের আপ্যায়ন করে না, তাকে এরা নষ্ট করে দেয়। গৃহস্থ দেবতা ও পিতৃগণের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করবে, তাঁদের অর্পণ না করে ব্যবহার করা উচিত নয়। কুকুর, চণ্ডাল এবং পাখিদের জন্যও কিছু খাদ্য দেওয়া উচিত। এগুলি বলিবৈশ্বদেব কর্ম করে এবং অন্যকে খাইয়ে যে খাওয়া তা অমৃত ভোজন। অতিথিকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা, আন্তরিকভাবে তার মঙ্গলকামনা করা, সত্য ও মিষ্টবাক্য বলা, নিজ হাতে তার সেবা করা এবং যাবার সময় তার অনুগমন করা, এগুলিকে বলা হয় পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞ। কোনো অজানা ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে এলে তাকে সাদরে খেতে দেওয়া উচিত। এ হল মহাপুণ্য কাজ। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে বাস করে এইরূপ ব্যবহার করে ; সে নিজ ধর্ম পালন করে। আমার ন্যায় গৃহস্থকে আপনি এছাড়া ভিন্ন ধর্ম উপদেশ দিচ্ছেন কেন ?'

শৌনক বললেন—সত্যই এই জগতের গতি বিপরীত। আপনার ন্যায় সৎ ব্যক্তি অপরকে না খাইয়ে নিজে খেতে

দ্বিধা বোধ করেন আর দুষ্টরা নিজের পেট ভর্তি করার জন্য অন্যের খাবারও কেড়ে নেয়। ইন্দ্রিয় বড় বলবান, মানুষ সেই ফাঁদে পড়ে এমনই মূঢ় হয়ে যায় যে, তার সুপথ-কুপথের জ্ঞান থাকে না। যখন ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগ সাধিত হয়, তখন অন্তরের সংস্কার মনে জেগে ওঠে। মন ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত যে বিষয়টির সম্মুখীন হয় তাই ভোগ করার জন্য উৎসুক হয়ে সেটি হস্তগত করার চেষ্টা করে। সংকল্প-দ্বারা কামনা উৎপন্ন হয় এবং বিষয়াদির আকর্ষণ যথাবৎ বজায় থাকে। এই দুটিতে মানুষ বিবশ হয়ে রূপের লোভে পতঙ্গের ন্যায় কামনার আগুনে গিয়ে পড়ে। সে তখন নিজ বাসনা অনুসারে রসনেন্দ্রিয় এবং জননেন্দ্রিয়ের ভোগে এত ব্যস্ত হয়ে যায় যে, তখন তার আর নিজেকে স্মরণ থাকে না। অজ্ঞানতার জন্য কামনা, কামনাপূর্তি হলে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার জন্য নানাপ্রকারের উচিত-অনুচিত কর্ম হতে থাকে। পরে সেই কর্ম অনুসারে বহু যোনিতে জন্মগ্রহণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত জলচর-স্থলচর এবং নভশ্চর প্রাণীরূপে জন্ম নিতে হয়। বিষয়াসক্ত বুদ্ধিহীন প্রাণীদেরই এই গতি হয়। এবারে যারা নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালন করে এই জগতের জন্মচক্র থেকে মুক্ত হতে চায়, সেই বুদ্ধিমানদের কথা শুনুন! কর্ম করো এবং কর্ম পরিত্যাগ করো, এই দুটি কথাই বেদের আদেশ। তাই কর্মের আচরণকারীকে বেদের নির্দেশ মেনেই কর্ম করতে হবে এবং কর্মকে ত্যাগ করাও বেদের নির্দেশ মনে করে তা ত্যাগ করতে হবে। কর্ম করা এবং না করা—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আগ্রহ নিজ বুদ্ধির অহংকারে করা উচিত নয়। ধর্মের আটটি পথ—যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং নির্লোভতা। এর প্রথম চারটি কর্মরূপ এবং শেষ চারটি মনোভাবরূপ। এগুলিও কর্তব্য-বুদ্ধিতে অহংকার পরিত্যাগ করে করা উচিত। যারা গতে বিজয়লাভ করতে চায়, তাদের ঠিকভাবে এই নিয়ম পালন করা উচিত, যথা—শুদ্ধ সংকল্প, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, ব্রহ্মচর্য, অহিংসাদি ব্রত, গুরুদেবের সেবা, ভোজন শুদ্ধি, কর্মফল পরিত্যাগ এবং চিত্তনিরোধ। এই নিয়ম পালনের দ্বারাই বড় বড় দেবতাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধর্মরাজ! আপনিও এই নিয়ম ও তপস্যার দ্বারা ওইরূপ সিদ্ধিলাভ করুন, যাতে ব্রাহ্মণদের ভরণ-পোষণের শক্তি লাভ হয়।

—o—

## পুরোহিত ধৌম্যের হিতোপদেশ অনুসারে যুধিষ্ঠিরের সূর্য উপাসনা ও অক্ষয়পাত্র প্রাপ্তি

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! মহাত্মা শৌনকের এই উপদেশ শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যের কাছে গেলেন এবং ভাইদের সামনে তাঁকে বললেন—'ঠাকুর! বহু বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমাদের সঙ্গে বনে যাচ্ছেন। তাঁদের পালন-পোষণ করার আমার কোনো সামর্থ্য নেই, তাই আমি খুব চিন্তিত। আমি তাঁদের পালন-পোষণ করতেও সক্ষম নই আর তাঁদের ছেড়ে দিতেও পারছি না। এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত, আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন।' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে পুরোহিত ধৌম্য কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে এই বিষয়ে চিন্তা করলেন, তারপর ধর্মরাজকে সম্বোধন করে বললেন—'ধর্মরাজ! সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন সকল প্রাণী ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়েছিল, তখন ভগবান সূর্য দয়াপরবশ হয়ে পিতার ন্যায় তাঁর কিরণ-রশ্মি দ্বারা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করে পুনরায় দক্ষিণায়নের সময় তাতে প্রবেশ করেন। এইভাবে তিনি অন্ন-উৎপাদনের যোগ্য ভূমি প্রস্তুত করলে চন্দ্র তাতে বীজবপন করেন এবং তারই ফলে অন্নের উৎপত্তি হয়। সেই অন্নের সাহায্যেই প্রাণীদের ক্ষুধা নিরসন হয়। ধর্মরাজ! এই কথা বলার তাৎপর্য হল, সূর্যের কৃপায় অন্ন উৎপন্ন হয়। সূর্যই সকল প্রাণীকে রক্ষা করেন, তিনিই সবার পিতা। অতএব তুমি ভগবান সূর্যের শরণ গ্রহণ করো এবং তাঁর কৃপাপ্রসাদে ব্রাহ্মণদের পালন করো।'

পুরোহিত ধৌম্য ধর্মরাজকে সূর্যের আরাধনা পদ্ধতি জানিয়ে বললেন—'আমি তোমাকে সূর্যের একশত আট নাম বলছি। সাবধানে শোনো—সূর্য, অর্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথ্বী-জল-তেজ-বায়ু-আকাশ স্বরূপ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, ইন্দ্র, বিবস্বান,

দীপ্তাংশু, শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জঠরাগ্নি, ঐন্ধন অগ্নি, তেজস্পতি, ধর্মধ্বজ, বেদকর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কল, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সংবৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, শাশ্বত পুরুষ, যোগী, ব্যক্ত, অব্যক্ত, সনাতন, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, সর্বলোকনমস্কৃত, স্রষ্টা, সংবর্তক বহ্নি, সর্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, সর্বতোমুখ, জয়, বিশাল, বরদ, সর্বধাতুনিষেচিতা, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণধারক, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, অদিতিপুত্র, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, মাতা-পিতা-পিতামহ স্বরূপ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, মৈত্রেয় এবং করুণান্বিত। ধর্মরাজ ! অমিত তেজস্বী এবং কীর্তন যোগ্য ভগবান সূর্যের এই হল একশত আটটি নাম। স্বয়ং ব্রহ্মা এর বর্ণনা করেছেন। এই নামগুলি উচ্চারণ করে ভগবান সূর্যকে এইভাবে নমস্কার করতে হয়—সমস্ত দেবতা, পিতৃলোক এবং যক্ষ যাঁর সেবা করেন, অসুর, রাক্ষস ও সিদ্ধ যাঁর বর্ণনা করেন, তপ্ত সোনা এবং অগ্নির ন্যায় যাঁর কান্তি, সেই ভগবান ভাস্করকে আমি আমাদের হিতের জন্য প্রণাম করি। যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় একাগ্রচিত্তে এটি পাঠ করে, তার স্ত্রী-পুত্র, ধনরত্নরাশি পূর্ব-জন্মস্মরণ, ধৈর্য এবং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিলাভ হয়। যে ব্যক্তি পবিত্র হয়ে শুদ্ধ ও একাগ্রচিত্তে মনে মনে ভগবান সূর্যের এই স্তব পাঠ করে, সে সমস্ত শোকাদি মুক্ত হয়ে অভীষ্ট বস্তু লাভ করে।'

পুরোহিত ধৌম্যের কথা শুনে সংযমী এবং দৃঢ়ব্রতী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শাস্ত্রোক্ত বস্তু দ্বারা ভগবান সূর্যের তপস্যা এবং আরাধনা করলেন। তিনি স্নান করে ভগবান সূর্যের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে আচমন, প্রাণায়ামাদি করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—'সূর্যদেব ! আপনি সমস্ত জগতের নেত্র, সকল প্রাণীর আত্মা। আপনিই সমস্ত প্রাণীর মূল কারণ এবং কর্মনিষ্ঠদের সদাচার। সাংখ্যনিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠার উপাসকরা শেষকালে আপনাকেই লাভ করে। আপনি মোক্ষের দ্বার এবং মুমুক্ষুদের পরম আশ্রয়। আপনিই সমস্ত লোককে ধারণ করেন, প্রকাশিত করেন, পবিত্র করেন এবং স্বার্থ ব্যতীতই পালন করেন। আজ পর্যন্ত বড় বড় ঋষিরা আপনার পূজা করেছেন এবং এখনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা তাঁদের শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা আপনার পূজা করেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, গুহ্যক এবং পন্নগ আপনার কাছে বর পাবার ইচ্ছায় আপনার দিব্য রথ অনুসরণ করেন। তেত্রিশজন দেবতা, বিশ্বদেব প্রমুখ দেবতাগণ, উপেন্দ্র, মহেন্দ্রও আপনার আরাধনা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছেন। বিদ্যাধর কল্পবৃক্ষের পুষ্পদ্বারা আপনার পূজা করে নিজ মনোরথ সফল করেন। গুহ্যক, পিতৃগণ, দেবতা, মানুষ সকলেই আপনার পূজা করে গৌরবান্বিত হন। অষ্টবসু, ঊনপঞ্চাশ মরুদ্গণ, একাদশ রুদ্র, সাধ্য গণ এবং বালখিল্য প্রমুখ সকলেই আপনাকে আরাধনা করেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত লোকে এমন কোনো প্রাণী নেই, যে আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বহু শক্তি বিরাজমান, কিন্তু আপনার প্রভাব ও কান্তির সঙ্গে কেউই তুলনীয় নয়। জ্যোতির্ময় সমস্ত পদার্থই আপনার অন্তর্গত। আপনি সকল জ্যোতির প্রভু। সত্য, সত্ত্ব এবং সমস্ত সাত্ত্বিকভাব আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত। ভগবান বিষ্ণু যে চক্রের সাহায্যে অসুরদের অহংকার চূর্ণ করেন তা আপনারই অংশ হতে নির্মিত। আপনি গ্রীষ্মকালে আপনার কিরণের সাহায্যে সমস্ত ওষধি, রস এবং প্রাণীদের তেজ আকর্ষণ করেন এবং বর্ষাকালে আবার সে সব ফিরিয়ে দেন ; বর্ষা ঋতুতে আপনার কিরণমালা তপ্ত করে, জ্বালা দেয় এবং গর্জন করে। সেগুলিই বিদ্যুৎ হয়ে চমকায় এবং বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করে। ঠাণ্ডায় কম্পমান ব্যক্তিদের অগ্নিদ্বারা, বস্ত্রদ্বারা বা কম্বলের সাহায্যে তেমন সুখলাভ হয় না, যেমন সুখ আপনার কিরণ দিয়ে থাকে। আপনি আপনার আলোর রশ্মিতে তেরোদ্বীপ সম্বলিত এই পৃথিবীকে প্রকাশিত করেন। কারো সহায়তা ছাড়াই আপনি ত্রিলোকের হিতে ব্যাপৃত থাকেন। আপনি প্রকাশিত না হলে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হয়ে থাকে ফলে ধর্ম-অর্থ ও কাম সম্বন্ধীয় কোনো কর্মেই কারো প্রবৃত্তি হয় না। ব্রাহ্মণাদি দ্বি-জাতি সংস্কার, যজ্ঞ, মন্ত্র, তপস্যা এবং বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম আপনার কৃপাতেই হয়ে থাকে। ব্রহ্মার একদিন এক হাজার যুগ হয়।

তার আদি-অন্তের বিধাতা আপনিই। মনু, মনুপুত্র, জগৎ, মনুষ্য, মন্বন্তর এবং ব্রহ্মার সমর্থকগণের প্রভুও আপনি। প্রলয়ের সময় আপনার ক্রোধেই সংবর্তক অগ্নি প্রকটিত হয় এবং ত্রিলোক ভস্ম করে আপনাতেই স্থিত হয়। আপনার কিরণ থেকেই নানা রংয়ের ঐরাবত ইত্যাদি মেঘ ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং প্রলয় করে থাকে। আপনিই বারোটি রূপে দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। প্রলয়ের সময় সমুদ্রের জল আপনি কিরণের সাহায্যে শুষ্ক করেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, অগ্নি, সূক্ষ্মমন, প্রভু, শাশ্বত ব্রহ্ম এসবই আপনার নাম। আপনিই হংস, সবিতা, ভানু, অংশুমালী, বৃষাকপি, বিবস্বান, মিহির, পূষা, মিত্র এবং ধর্ম। আপনিই সহস্ররশ্মি, আদিত্য, তপন, গোপতি, মার্তণ্ড, অর্ক, রবি, সূর্য, শরণ্য এবং দিনকর। আপনাকেই দিবাকর, সপ্তসপ্তি, ধামকেশী, বিরোচন, আশুগামী, তমোঘ্ন এবং হরিতাশ্ব বলা হয়। যে ব্যক্তি সপ্তমী অথবা ষষ্ঠীর দিন প্রসন্ন হয়ে ভক্তির সঙ্গে আপনার পূজা করেন এবং অহংকার করেন না, তাঁর লক্ষ্মী লাভ হয়। যিনি অনন্য চিত্তে আপনার পূজা এবং নমস্কার করেন, তাঁর আধি, ব্যাধি এবং বিপদ কোনো কষ্ট দেয় না। আপনার ভক্ত সমস্ত রোগরহিত, পাপমুক্ত, সুখী এবং চিরজীবি হয়ে থাকেন। হে অন্নপতে, আমি শ্রদ্ধাসহকারে সকলকে অন্নদান এবং আতিথ্য করতে চাই। আমি অন্ন কামনা করি। আপনি কৃপা করে আমার মনের বাসনা পূর্ণ করুন। আপনার চরণের আশ্রিত মাঠর, অরুণ, দণ্ড, প্রভৃতি সকল অনুচরগণকে—যাঁরা বজ্র, বিদ্যুৎ আদির প্রবর্তক, আমি প্রণাম করি। ক্ষুভা, মৈত্রী ও অন্যান্য ভূতমাতাদেরও প্রণাম করছি। আপনি এই শরণাগতকে রক্ষা করুন।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন ভুবনভাস্কর ভগবান অংশুমালীকে এইভাবে স্তব করলেন তখন তিনি প্রসন্ন হয়ে তাঁর অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান শ্রীবিগ্রহে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—'যুধিষ্ঠির ! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোক। আমি দ্বাদশ বৎসর ধরে তোমাকে অন্নদান করব। এই তাম্রনির্মিত পাত্র তোমায় দিলাম। তোমার রান্নাঘরে যা কিছু ফল, মূল, পঞ্চব্যঞ্জনাদি ভোজনসামগ্রী তৈরি হবে, দ্রৌপদী আহার না করা পর্যন্ত প্রতিদিন এই পাত্র পূর্ণ থাকবে। আজ থেকে চতুর্দশ বর্ষে তুমি তোমার রাজ্য ফিরে পাবে।' এই বলে ভগবান সূর্যদেব অন্তর্হিত হলেন।

যে ব্যক্তি সংযম এবং একাগ্রতার সঙ্গে মনের কোনো

বাসনা পূরণের জন্য এই স্তোত্রপাঠ করে, ভগবান সূর্য তার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। যে বারবার এটি ধারণ ও শ্রবণ করে, তার ইচ্ছানুসারে পুত্র, ধন, বিদ্যা ইত্যাদি লাভ হয়। নারী-পুরুষ যে কেউই এটি দিনে রাতে দুবার পাঠ করলে অতিঘোর সংকট থেকেও মুক্তিলাভ করে। এই স্তব ব্রহ্মার থেকে ইন্দ্র, ইন্দ্রের থেকে নারদ, নারদের থেকে ধৌম্য এবং ধৌম্যের থেকে যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এর সাহায্যে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই স্তোত্র পাঠ করলে যুদ্ধে বিজয়লাভ এবং ধনলাভ হয়, সমস্ত পাপ দূর হয়ে অন্তিমকালে সূর্যলোক প্রাপ্তি হয়।

জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে ভগবান সূর্যের কাছ থেকে বরলাভ করেন। তারপর জল থেকে উঠে পুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণাম জানালেন এবং ভাইদের আলিঙ্গন করলেন। পরে সূর্যের দেওয়া পাত্রটি দ্রৌপদীকে দিলেন। রান্না তৈরি হলে, সামান্য রান্নাকরা অন্ন সেই পাত্রে রাখলে, পাত্রের প্রভাবে সেই অন্ন সমাগত সকলের পরিপূর্ণ আহার যোগাত। তার দ্বারাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের পরে ভাইদের খাওয়াতেন, শেষে তিনি নিজে পরমতৃপ্তি ভরে অমৃতের ন্যায় অন্ন গ্রহণ করতেন। তাঁর পরে দ্রৌপদীর খাওয়া হলে

খাদ্য সমাপ্ত হত। যুধিষ্ঠির ভগবান সূর্যের কাছে অক্ষয় পাত্র লাভ করে এইভাবে ব্রাহ্মণদের অভিলাষ পূর্ণ করতেন। কিছুদিন পরে তাঁরা সকলে মিলে কাম্যক বনে রওনা হলেন।

---o---

## ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হওয়ায় পাণ্ডবদের কাছে বিদুরের গমন এবং পুনরায় ফিরে আসা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডবরা বনে যাওয়ার পর প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাব এবং অন্তর্দাহ শুরু হল। তিনি পরম জ্ঞানসম্পন্ন ধর্মাত্মা বিদুরকে ডেকে বললেন—'ভাই বিদুর ! তোমার বুদ্ধি মহাত্মা শুক্রাচার্যের ন্যায় শুদ্ধ, তুমি সূক্ষ্মতম এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মকে জানো। কৌরব এবং পাণ্ডব তোমাকে সম্মান করে এবং তোমারও উভয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি আছে। তুমি এমন কোনো উপায় বলো যাতে উভয়েরই হিত সাধিত হয়। পাণ্ডবরা চলে যাওয়ার পর আমার এখন কী করা উচিত ? প্রজারা কী করলে আমাদের সম্মান করবে ? পাণ্ডবরাও যাতে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে, তেমন কোনো উপায় তুমি বলো।'

বিদুর বললেন—'রাজন্ ! অর্থ, ধর্ম এবং কাম— এই তিনের ফল ধর্ম দ্বারাই লাভ হয়। এটি রাজ্যপালনেরও মূল ধর্ম। আপনি ধর্ম পালনে অনড় থেকে পাণ্ডবদের এবং আপনার পুত্রদের রক্ষা করুন। আপনার পুত্ররা শকুনির পরামর্শে পূর্ণ সভায় ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে, সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতে পরাজিত করে তাদের সর্বস্ব কৌশলে অপহরণ করেছে। এ মস্ত বড় অধর্ম। আমার দৃষ্টিতে এটি নিবারণের একটি মাত্র উপায় আছে, যা করলে আপনার পুত্ররা পাপ ও কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সেই উপায় হল পাণ্ডবদের যা কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তা ওদের ফিরিয়ে দেওয়া। রাজার পরম ধর্ম হল নিজের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা, অন্যের কিছুতে লোভ না করা। আমি যে উপায় বললাম, তাতে আপনার লাঞ্ছনা দূর হবে, ভাই ভাইয়ে বিবাদ হবে না এবং অধর্মও হবে না। আপনার কাছে এই কাজটিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন যে, আপনি পাণ্ডবদের সন্তুষ্ট করুন এবং শকুনিকে তিরস্কার করুন। আপনার পুত্রদের যদি একটুও সৌভাগ্যের অবশিষ্ট থাকে তাহলে অতি শীঘ্রই এই কাজ করা উচিত। মোহবশত যদি আপনি এরূপ না করেন, তাহলে সমস্ত কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনার পুত্র দুর্যোধন যদি খুশি মনে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়, তাহলে ঠিক আছে, নাহলে পরিবার এবং প্রজাদের সুখের জন্য তাকে বন্দী করে যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করুন। যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে কারো প্রতি রাগ-দ্বেষ নেই, তাই তিনিই ধর্ম অনুসারে পৃথিবী শাসন করার যোগ্য। আমরা যদি মিলে মিশে থাকতে পারি, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত রাজাই আমাদের অনুগত হয়ে সেবা করার জন্য উপস্থিত থাকবেন। দুঃশাসন পরিপূর্ণ সভায় ভীম এবং দ্রৌপদীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুক। আপনি সান্ত্বনা দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে বসান। আর কী বলব, আপনি এইটুকু করলে সব কৃতকৃত্য হয়ে যাবে।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর ! এ তুমি কী বলছ ? তুমি পাণ্ডবদের ভালো চাইছ আর আমার পুত্রদের কথা ভাবছ না। তোমার কথা আমার ভালো মনে হচ্ছে না। তুমি বার বার পাণ্ডবদের পক্ষেই কথা বলছ। ওদের জন্য আমি

আমার পুত্রদের কী করে ত্যাগ করব ? বিদুর ! আমি তোমাকে এত সম্মান করি আর সেই তুমি আমার পুত্রদের অহিত চাইছ ? আমার আর তোমাকে কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি এখানে থাকতে পারো অথবা চলে যাও।' এই বলে ধৃতরাষ্ট্র তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্দরমহলে চলে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের এই দশা দেখে বিদুর বললেন—'কৌরবকুলের ধ্বংস এবার অবশ্যম্ভাবী।' এই বলে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হলেন।

বিদুরের মনে তো এমনিই পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা সর্বদা থাকত, আজ ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারে তা পূর্ণ করার অবকাশ পেয়ে তিনি একটি রথে করে কাম্যক বনের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর রথের দ্রুতগামী ঘোড়াগুলি অতি সত্বর তাঁকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল। সেই সময় যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণাদি, দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সমভিব্যাহারে বসে ছিলেন। তাঁরা দেখলেন বিদুর তাঁদের কাছে আসছেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে

বললেন—'ভাই, জানি না মহাত্মা বিদুর এবারে এখানে এসে আমাদের কী বলবেন।' পাণ্ডবরা উঠে বিদুরকে স্বাগত জানালেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করলেন। বিদুরও সকলের সঙ্গে দেখা করলেন। বিশ্রামের পর পাণ্ডবরা তাঁকে এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারের কথা বললেন। কুশল প্রশ্ন শেষ হলে বিদুর বললেন—'ধর্মরাজ ! আমি তোমাকে একটি বড় কাজের কথা বলছি। শত্রু দুঃখ দিলেও যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে এবং উন্নতির সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, সঙ্গে সঙ্গে নিজ শক্তি এবং জনবল সংগ্রহ করতে থাকে, সেই পৃথিবীর রাজা হয়। যে ব্যক্তি নিজেদের ভাইদের আলাদা করে দেয় না, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে, আপদ-বিপদ মিলেমিশে সহ্য করে এবং প্রতিরোধও করে পরিণামে সে লাভবান হয়। তাই ভাইদের কখনো আলাদা করে দিতে নেই। ভাইদের সঙ্গে সত্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে আলোচনা করা উচিত এবং এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যাতে তাঁদের মনে কোনো সন্দেহ জাগে। যা নিজে খাবে, তা ভাইদের নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া উচিত। নিজে আরাম করার আগে ভাইদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে। যে এরূপ ব্যবহার করে তার ভালো হয়।' যুধিষ্ঠির বললেন—'খুল্লতাত ! আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে আপনার উপদেশ অনুসারে কাজ করব আর আপনি আমাদের অবস্থা এবং পরিস্থিতি অনুসারে যা ঠিক বলে মনে করেন, তা বলুন ; আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব।'

জনমেজয় ! এদিকে বিদুর হস্তিনাপুর ছেড়ে পাণ্ডবদের কাছে চলে যাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের মনে বড় অনুতাপ হল। তিনি বিদুরের প্রভাব, নীতিজ্ঞান এবং সন্ধি-বিগ্রহের কুশলতার কথা স্মরণ করে ভাবতে লাগলেন যে 'এখন উনি পাণ্ডবদের হয়ে ওদেরই শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন।' ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হয়ে সভার মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরলে তিনি উঠে সঞ্জয়কে বললেন—'সঞ্জয় ! আমার প্রিয় ভাই বিদুর পরম হিতৈষী এবং সাক্ষাৎ ধর্মের মূর্তি। সে না থাকায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। আমি ক্রোধবশে আমার নিরপরাধ ভাইকে বহিষ্কার করে দিয়েছি। তুমি শীঘ্র যাও, গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসো। বিদুর ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করো।'

ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে সঞ্জয় কাম্যক বনের দিকে যাত্রা করলেন। কাম্যক বনে পৌঁছে সঞ্জয় দেখলেন ধর্মরাজ মৃগচর্ম পরে ভাই, বিদুর এবং সহস্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। সঞ্জয় তাঁদের প্রণাম করলে সবাই তাঁকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করলেন। বিশ্রাম এবং কুশল প্রশ্নাদির পরে সঞ্জয় তাঁর আসার কারণ ব্যক্ত করে বললেন—'মহাত্মা বিদুর ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে স্মরণ করেছেন। আপনি হস্তিনাপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রাণরক্ষা

করুন।' মহাত্মা বিদুর সঞ্জয়ের কথায় পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন—'আমার প্রিয় ভাই! তোমার কোনো অপরাধ নেই। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে তুমি ভালোভাবে ফিরে এসেছ। ওখানে তোমার কী আমার কথা মনে ছিল! তুমি যাওয়ায় আমার ঘুম হয়নি। আমি যে রূঢ় ব্যবহার করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো।' বিদুর বললেন—'আপনি আমার বড় এবং পূজনীয়। আপনার কথায় আমি কিছু মনে করিনি, তাতে ক্ষমা করার কী আছে ? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। আমার কাছে আপনার পুত্ররা এবং পাণ্ডবরা একই। পাণ্ডবদের অসহায় দেখে স্বভাবতই ওদের সাহায্য করার কথা আমার মনে হয়েছে। আমার মনে কৌরবদের প্রতি কোনো দ্বেষভাব নেই।' এইভাবে একে অপরকে প্রসন্ন করে সুখে বাস করতে লাগলেন।

—o—

## দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি, ব্যাসদেবের আগমন এবং মৈত্রেয়র অভিশাপ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দুরাত্মা দুর্যোধন যখন খবর পেলেন যে, বিদুর পাণ্ডবদের কাছ থেকে ফিরে এসেছেন, তখন তিনি খুব দুঃখিত হলেন। তিনি মাতুল শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনকে ডেকে বললেন—'পাণ্ডবদের হিতৈষী এবং আমাদের পিতার অন্তরঙ্গ মন্ত্রী বিদুর বন থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি এবার পিতাকে এমন কিছু বোঝাবেন যাতে পিতা আবার ওদের ডেকে আনবেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের যুক্তি করতে হবে, যাতে আমার কার্যসিদ্ধ হয়।' দুর্যোধনের অভিপ্রায় বুঝে কর্ণ বললেন—'আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রথে করে চলো বনে যাই, সেখানে গিয়ে পাণ্ডবদের হত্যা করি। এইভাবে ওদের মৃত্যু হলে লোকে কিছু জানতে পারবে না এবং আমাদের বিবাদও চিরকালের জন্য সমাপ্ত হবে। বর্তমানে পাণ্ডবরা যুদ্ধে অপ্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে, উপরন্তু তারা শোকগ্রস্ত এবং অসহায়। তার মধ্যেই ওদের ওপর চড়াও হয়ে ওদের হারিয়ে দেওয়া উচিত।' কর্ণের এই কথা সকলে এক বাক্যে মেনে নিল এবং সকলে ক্রোধভরে রথে করে পাণ্ডবদের বধ করার জন্য বনের দিকে রওনা হল।

মহর্ষি ব্যাস অত্যন্ত শুদ্ধ হৃদয়ের মানুষ। তাঁর সামর্থ্য অনির্বচনীয়। কৌরবরা যখন পাণ্ডবদের অনিষ্ট করার জন্য রওনা হয়, সেইসময় মহর্ষি ব্যাস সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে কৌরবদের কুবুদ্ধি জেনে গেলেন এবং স্পষ্টভাষায় কৌরবদের এমন কাজ না করতে আদেশ দিলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তিনি বললেন—'ধৃতরাষ্ট্র ! আমি তোমাদের ভালোর জন্য বলছি। দুর্যোধন কপটতা করে পাশা খেলে পাণ্ডবদের পরাজিত করে তাদের বনে পাঠিয়েছে, এই ব্যাপার আমার একটুও ভালো লাগেনি। পাণ্ডবরা নিশ্চয়ই তেরো বছর পরে কৌরবদের দেওয়া কষ্টের কথা স্মরণ করে উগ্ররূপ ধারণ করে যুদ্ধ করে তোমার পুত্রদের ধ্বংস করবে। এ কেমন কথা যে, দুরাত্মা দুর্যোধন রাজ্যলোভে পাণ্ডবদের বধ করতে চায় ! তুমি তোমার পুত্রদের এই কাজে বাধা দাও, তারা গৃহেই চুপচাপ থাকুক। ওরা যদি পাণ্ডবদের বধ করার চেষ্টা করে তাহলে নিজেদেরই প্রাণ সংশয় হবে। তুমি যদি পুত্রদের এই ঈর্ষা-দ্বেষ প্রশমনের জন্য চেষ্টা না করো, তাহলে বড়ই অন্যায় হবে। আমার মত হল যে, দুর্যোধন একাই বনে গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকুক। পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকলে তার হিংসাভাব দূর হয়ে প্রীতিভাব জাগরূক হবে। কিন্তু তা খুব

কঠিন কাজ, কেননা জন্মগত স্বভাব পরিবর্তন করা সহজ নয়। তুমি যদি কুরুবংশ রক্ষা করতে চাও এবং দুর্যোধনের মঙ্গল চাও তাহলে দুর্যোধন যেন তাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে নেয়।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'হে পরমজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ! আপনি যা বলছেন, আমারও তাই মত, সকলেই তা জানেন। আপনি কৌরবদের ভালোর জন্য যে কথা বলছেন, বিদুর, ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যও সেই কথা বলছেন। আপনি যদি আমার ওপর অনুগ্রহ করে থাকেন, কুরুবংশীয়দের দয়া করেন, তাহলে আমার দুষ্ট পুত্র দুর্যোধনকেও এই শিক্ষা দিন।' ব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! কিছুক্ষণ পরে মহর্ষি মৈত্রেয় এখানে আসবেন। তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করেছেন, এবার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। তিনিও তোমার পুত্রকে মিলেমিশে থাকার উপদেশই দেবেন। তবে আমি একটা কথা জানিয়ে রাখছি যে, তিনি যা বলবেন তা কোনো ভাবনা-চিন্তা না করেই করা উচিত। তাঁর নির্দেশ যদি অমান্য করা হয় তাহলে তিনি ক্রোধে শাপ দিয়ে থাকেন।' এই বলে মহর্ষি বেদব্যাস সেখান থেকে রওনা হয়ে গেলেন।

মহর্ষি মৈত্রেয় পদার্পণ করতেই ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের নিয়ে তাঁর আদর-আপ্যায়নে ব্যাপৃত হলেন। তাঁর বিশ্রাম শেষ হলে ধৃতরাষ্ট্র বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রভু ! আপনি কুরুজাঙ্গাল দেশ থেকে এখানে ভালোভাবে এসেছেন তো ? পঞ্চ পাণ্ডবরা আশাকরি কুশলে আছে ? তারা তাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে ইচ্ছুক কি না ? আপনি কৃপা করে বলুন কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে চিরকালের মতো ভাব-ভালোবাসা হবে তো ?' মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—'রাজন্ ! আমি তীর্থযাত্রা করতে করতে কুরুজাঙ্গল দেশে গিয়েছিলাম। সেখানে কাম্যক বনে দৈবাৎ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁরা আজকাল জটা এবং মৃগছাল ধারণ করে তপোবনে বাস করছেন। তাঁদের দর্শন লাভের জন্য বড় বড় মুনি-ঋষিরা আসেন। ধৃতরাষ্ট্র ! আমি সেখানে শুনে এসেছি তোমার পুত্ররা মূর্খতাবশত পাশা খেলে তাদের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছে। তোমাদের পক্ষে এ বড়ই ক্ষতির কারণ হবে। ওখান থেকেই তোমাদের কাছে এলাম, কারণ আমি তোমাদের স্নেহ করি এবং ভালোবাসি। রাজন্ ! তুমি এবং ভীষ্ম জীবিত থাকতে তোমার পুত্ররা একে অপরের সঙ্গে বিরোধ করে মারামারি করবে,তা কখনো উচিত নয়। তুমি সবার মধ্যমণি এবং সকলকে বাধা দিতে বা দণ্ড দিতে সক্ষম, তাহলে এই ভীষণ অন্যায়কে কেন সহ্য করছ ? তোমার সভায়, তোমার উপস্থিতিতে যে অন্যায় আচরণ হল তাতে মুনি-ঋষিদের মধ্যে তোমার মাথা হেঁট হয়েছে। এখনও সময় আছে সামলে নেবার।' তারপর তিনি দুর্যোধনদের দিকে ফিরে বললেন—'পুত্র দুর্যোধন ! আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি, তুমি একটু ভেবে চিন্তে দেখ। পাণ্ডবদের, কুরুবংশীয়দের, সমস্ত প্রজাদের এবং তোমাদেরও মঙ্গল এতেই যে, তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ কোরো না। তাঁরা সকলেই বীর, যোদ্ধা, বলবান, দৃঢ়চিত্ত এবং নররত্নস্বরূপ। তাঁরা অত্যন্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ, আত্মাভিমানী এবং রাক্ষসদের শত্রু। তাঁরা ইচ্ছা করলে যেমন খুশি রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁদের হাতে অনেক বড় বড় রাক্ষস মারা পড়বে এবং এঁরা হিড়িম্ব, বক, কির্মীর ইত্যাদি রাক্ষসদেরও মেরে ফেলেছেন। যে রাতে ওঁরা এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, কির্মীরের মতো বলশালী রাক্ষসকে ভীম কথা বলতে বলতেই মেরে ফেলেছেন। তুমি তো জানোই দিগ্বিজয়ের সময় ভীম দশ হাজার হাতির সমান বলশালী জরাসন্ধকে বধ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের আত্মীয়। দ্রুপদের পুত্র ওঁদের শ্যালক। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে পাল্লা দেবার এখন কেউ নেই। সুতরাং তোমাদের এখন ওদের সঙ্গে সন্ধি করে নেওয়া উচিত। তুমি আমার কথা মেনে নাও। ক্রোধের বশে অনর্থ কোরো না।'

মহর্ষি মৈত্রেয় যখন এইসব বলছিলেন তখন দুর্যোধন

মৃদু হাস্য মুখে এক পায়ে মাটি খুঁটছিলেন আর অন্য পায়ের ওপর হাত দিয়ে তাল দিচ্ছিলেন। দুর্যোধনের এই ঔদ্ধত্য দেখে মৈত্রেয় তাকে অভিশাপ দেবার কথা ভাবলেন। কে বা কার বশ ! এ বিধাতারই ইচ্ছা। তিনি জলস্পর্শ করে দুর্যোধনকে অভিশাপ দিলেন—'মূর্খ দুর্যোধন ! তুমি আমাকে অপমান করছ এবং আমার কথা শুনছ না, এবার তুমি তোমার অহংকারের ফল ভোগ করো। তোমার এই মনোভাবের জন্য কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হবে, তাতে গদার আঘাতে ভীম তোমার উরুভঙ্গ করবে।' মহর্ষি মৈত্রেয়ের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর চরণে পড়ে অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'প্রভু ! কৃপা করুন, এই শাপ যেন দুর্যোধনকে স্পর্শ না করে।' মহর্ষি বললেন—'রাজন্ ! তোমার পুত্র যদি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়, তাহলে এই শাপ লাগবে না, নাহলে অবশ্যই লাগবে।' এই বলে মহর্ষি মৈত্রেয় সেখান থেকে চলে গেলেন। দুর্যোধনও কির্মীর বধ সম্বন্ধে ভীমের পরাক্রমের কথা শুনে উদাস হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

## কির্মীর বধের কাহিনী

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মৈত্রেয় মুনি চলে গেলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বিদুর ! ভীমের সঙ্গে কির্মীর রাক্ষসের কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল ? তুমি আমাকে কির্মীর বধের কাহিনী শোনাও।' বিদুর বললেন—'রাজন্ ! পাণ্ডবদের সব কাজই অলৌকিক। আমার সেটি বারবার শোনার অবকাশ হয়। রাজন্ ! পাণ্ডবরা যখন পাশায় পরাজিত হয়ে বনবাসের জন্য হস্তিনাপুর থেকে রওনা হয়, তখন তিন দিন ধরে তারা এক নাগাড়ে চলেছিল। যে পথ দিয়ে তারা কাম্যক বনে প্রবেশ করতে চাইছিল, নিঝুম রাত্রে সেই রাস্তা আটকে রাক্ষস কির্মীর হাতে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ দুটি

লাল, লম্বা বাহু এবং ভয়ংকর দাঁত, মাথায় লম্বা চুল। সে কখনো নানা রূপ ধারণ করছিল, কখনো মেঘের মতো গর্জন করছিল। তার সেই গর্জন শুনে বনের সমস্ত পশু পক্ষী ভয়ে ডেকে উঠেছিল, ঝড় উঠেছিল, ধুলায় সমস্ত আকাশ ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল। দ্রৌপদী তাকে দেখেই ভয়ে যেন বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। তার এই কাণ্ড দেখে পুরোহিত ধৌম্য রক্ষোঘ্ন মন্ত্রপাঠ করে তার রাক্ষসী মায়া নাশ করে দেন। সেই সময় রাক্ষস কির্মীর ভয়াবহ বেশ ধারণ করে পাণ্ডবদের সামনে এসে দাঁড়াল। পাণ্ডবদের পরিচয় জেনে কির্মীর বলল— 'আমি বকাসুরের ভাই আর হিড়িম্বের মিত্র। এই ভীমই ওদের বধ করেছে, আজ খুব ভালো সুযোগ এসেছে, আমি এখনই ওকে বধ করব।' তখন ভীম এক বিশাল গাছ উপড়ে নিয়ে তার পাতাগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে দৃঢ়ভাবে কোমরের কাপড় বেঁধে গাছটি তুলে রাক্ষসের মাথায় মারলেন। কিন্তু এতে রাক্ষসের কিছুই হল না। রাক্ষস তাঁর ওপর এক জ্বলন্ত কাঠ ফেলল, ভীম সেটি পায়ে চেপে নিজেকে রক্ষা করলেন। তারপর দুজনের মধ্যে ভয়ংকর বৃক্ষযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, যার ফলে আশপাশের বহু বৃক্ষ নষ্ট হয়ে গেল। ভীম হাতির মতো লম্ফ দিয়ে রাক্ষসকে হাতে করে ধরলেও, সে এক ঝটকায় হাত থেকে বেরিয়ে এসে ভীমকে ধরল। বলবান ভীম তখন তাকে মাটিতে ফেলে হাঁটু দিয়ে কোমর চেপে ধরে গলা টিপে ধরলেন। তখন তার শরীর শিথিল হয়ে চোখ বেরিয়ে এলো। কির্মীর রাক্ষস এইভাবে বধ হলে পাণ্ডবরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সকলেই ভীমের প্রশংসা করতে লাগল এবং তারপরে কাম্যক বনে প্রবেশ করল। মহাত্মা বিদুরের কাছে কির্মীর বধের কাহিনী শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিষণ্ণ বদনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

## ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্যদের কাম্যক বনে আগমন, পাণ্ডবদের সঙ্গে আলোচনা এবং তাঁদের প্রত্যাবর্তন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যখন ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক ইত্যাদি বংশের যাদবগণ, পাঞ্চালের ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদিদেশের ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় দেশের আত্মীয়স্বজনরা এই সংবাদ পেলেন যে, পাণ্ডবগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে রাজধানী থেকে চলে গিয়ে কাম্যক বনে বাস করছেন তখন তাঁরা কৌরবদের ওপর বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের নিন্দা করতে লাগলেন এবং নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করতে পাণ্ডবদের কাছে গেলেন। সকল ক্ষত্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের নেতা করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নমস্কার করে বিষণ্ণভাবে বললেন—'হে রাজন্যবর্গ ! এখন এটি নিশ্চিত হল যে, পৃথিবী দুরাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের রক্তপান করবে। সনাতন ধর্ম হল এই যে, যে ব্যক্তি কাউকে ঠকিয়ে সুখ- ভোগ করে, তাকে মেরে ফেলা উচিত। এখন আমরা একত্রিত হয়ে কৌরব এবং তাদের সাহায্যকারীদের যুদ্ধে বধ করব এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করব।'

অর্জুন দেখলেন, 'পাণ্ডবগণ অপমান হওয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর কালরূপ প্রকটিত করতে চান।' তখন তিনি লোকমহেশ্বর সনাতন পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত করার জন্য স্তুতি করতে লাগলেন। অর্জুন বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান অন্তর্যামী আত্মা। সমস্ত জগৎ আপনার থেকেই প্রকটিত হয়ে অন্তকালে আপনাতেই সমাহিত হয়। সকল তপস্যার অন্তিম গতিও আপনিই। আপনি নিত্য যজ্ঞস্বরূপ, আপনি অহংকারী, ভৌমাসুরকে বধ করে মণির কুণ্ডলগুলি ইন্দ্রকে উপহার দিয়েছেন এবং ইন্দ্রত্বও প্রদান করেছেন। আপনিই জগৎ উদ্ধারের জন্য মনুষ্যাবতার গ্রহণ করেছেন। আপনিই নারায়ণ ও হরি রূপে প্রকটিত। আপনি ব্রহ্মা, সোম, সূর্য, ধর্ম, ধাতা, যমরাজ, অগ্নি, বায়ু, কুবের, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী এবং দিকস্বরূপ। পুরুষোত্তম ! আপনি স্বয়ং অজ এবং চরাচর জগতের স্রষ্টা। আপনিই অদিতির গর্ভে বামন বিষ্ণুরূপে অবতার হয়েছিলেন। সেই সময় আপনি মাত্র তিন পদে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল জয় করেছিলেন। সর্বস্বরূপ ! আপনি সূর্যে তাঁর জ্যোতিরূপে থেকে তাঁকে প্রকাশ করছেন। আপনি সহস্র অবতার রূপ ধারণ করে ধর্মবিরোধী অসুরদের সংহার করেছেন। আপনি সর্ব ঐশ্বর্যময়ী দ্বারকানগরীকে আপন করে লীলা বিস্তার করেছেন এবং শেষে তাকে সমুদ্রে সমাহিত করবেন। আপনি সর্বতোভাবে স্বাধীন। তা সত্ত্বেও হে মধুসূদন ! আপনার মধ্যে ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ, অসত্য এবং ক্রূরতা নেই। কুটিলতা তো থাকতেই পারে না। হে অচ্যুত ! সকল মুনি-ঋষি আপনাকে তাঁদের হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান দিব্য জ্যোতিরূপে জেনে আপনার শরণ গ্রহণ করেন এবং মোক্ষ লাভের ইচ্ছা করেন। প্রলয়ের সময় আপনি স্বাধীনভাবে সমস্ত প্রাণীদের নিজ স্বরূপে লীন করে নেন এবং সৃষ্টির সময় সমস্ত জগৎরূপে প্রকটিত হন। ব্রহ্মা এবং শংকর উভয়েই আপনার থেকে প্রকটিত হয়েছেন। আপনি বাল্যলীলার সময় বলরামের সঙ্গে যেসব অলৌকিক কার্য ঘটিয়েছেন, তা আজ পর্যন্ত কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি এবং হবেও না।'

শ্রীকৃষ্ণের আত্মা অর্জুন তাঁকে এইভাবে স্তুতি করে চুপ করলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন ! তুমি একমাত্র আমার এবং আমি একমাত্র তোমারই। যা আমার, তা তোমার এবং যা তোমার, তা আমার। যে তোমাকে হিংসা করে, সে আমাকে হিংসা করে এবং যে তোমাকে ভালোবাসে, সে আমার প্রিয়। তুমি নর, আমি নারায়ণ। আমরা ঠিক সময়েই অবতারত্ব নিয়েছি। তুমি আমার অভিন্ন আর আমিও তোমার অভিন্ন। আমাদের দুজনের স্বরূপও একই।' যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলছিলেন, তখন পাণ্ডবদের রাজরানি দ্রৌপদী শরণাগত-বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে আসছিলেন।

দ্রৌপদী বললেন—'মধুসূদন ! আমি অসিত এবং দেবল মুনির মুখ থেকে শুনেছি যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনি একাই কারো সাহায্য ছাড়া সমস্ত লোক সৃষ্টি করেছেন। পরশুরাম আমাকে বলেছিলেন যে, আপনি অপরাজিত বিষ্ণু। আপনি যজমান, যজ্ঞ এবং যজনীয়। পুরুষোত্তম ! সকল ঋষিই বলে থাকেন যে, আপনি ক্ষমার মূর্তি। আপনি পঞ্চভূতস্বরূপ এবং এর দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার যজ্ঞস্বরূপও,

ঋষি কাশ্যপ আমাকে এই কথা বলেছেন। নারদ ঋষি আমাকে জানিয়েছেন আপনি সকল দেবতার প্রভু, সর্বপ্রকার কল্যাণের আধার, সৃষ্টিকর্তা এবং মহেশ্বর বালক যেমন তার খেলার সামগ্রী নিয়ে খেলা করে, তেমন আপনিও ব্রহ্মা, ইন্দ্র-মহেশ্বর আদি দেবতার সঙ্গে বারবার খেলা করেন। স্বর্গ আপনার মস্তকে, পৃথিবী আপনার পদতলে এবং সমস্ত লোক আপনার উদরে ব্যাপ্ত। আপনি সনাতন পুরুষ। বেদাভ্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, অতিথি সেবক গৃহস্থ, শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত বানপ্রস্থ আশ্রমবাসী এবং আত্মদর্শী সন্ন্যাসীদের হৃদয়ে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে স্ফুরিত হওয়া পুরুষ আপনিই। রণভূমিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা পুণ্যাত্মা রাজর্ষি এবং সমস্ত ধার্মিকদের পরম গতিও আপনি। আপনি সবার প্রভু, বিভু, সর্বাত্মা। আপনার শক্তিতেই সকলে কর্ম করতে সক্ষম হয়। লোক, লোকপাল, তারামণ্ডল, দশদিক, আকাশ, চাঁদ এবং সূর্য—সবই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণীদের মৃত্যু, দেবতাদের অমরত্ব এবং জগতের সকল কর্মই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত। আপনি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, তাই আপনার কাছেই আমি উজাড় করে আমার দুঃখ নিবেদন করছি। শ্রীকৃষ্ণ ! আমি পাণ্ডবদের পত্নী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী এবং আপনার সখী। আমার মতো ভাগ্যবতী নারীকে কৌরবদের পূর্ণ সভাস্থলে টেনে আনা হয়েছিল, একী লজ্জার কথা ! কৌরবরা কপটতা করে আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, বীর পাণ্ডবদের দাসে পরিণত করে রাজন্য পরিবেষ্টিত পূর্ণ সভাগৃহে আমার ন্যায় রজস্বলা একবস্ত্রা নারীকে চুল ধরে টেনেছে। মধুসূদন ! আমি জানি অর্জুন, ভীম ও আপনি ছাড়া গাণ্ডীব ধনুতে কেউই গুণ পরাতে পারেন না। তবুও ভীম এবং অর্জুন আমাকে রক্ষা করতে পারেননি। ধিক তাঁদের এই বল-পৌরুষকে। এঁরা থাকতে দুর্যোধন এক মুহূর্তও কীভাবে বেঁচে থাকে ! এই সেই দুর্যোধন, যে সবলচিত্ত পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ভীমকে বিষপ্রদান করে মারতে চেয়েছিল। ভীমসেনের আয়ু ছিল, তাই বিষ হজম করে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন, সে কথা আলাদা। ভীম যখন প্রমাণকোটি বটবৃক্ষের নীচে শায়িত ছিলেন, তখন দুর্যোধন তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল। তিনি অবশ্য দড়ি ছিঁড়ে সাঁতার কেটে উঠে এসেছিলেন। তাঁকে সর্পাঘাতে মেরে ফেলারও চেষ্টা করা হয়েছিল। এঁদের মা যখন পুত্রদের নিয়ে বারণাবতে ছিলেন, তখন আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এমন নীচ কর্ম কোন ব্যক্তি করে ? শ্রীকৃষ্ণ ! আমার ন্যায় সতীর চুল ধরে দুঃশাসন পরিপূর্ণ সভায় টেনে এনেছিল আর পাণ্ডবরা শুধু চেয়ে দেখছিলেন।' দ্রৌপদীর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে চলল। তিনি মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। একটু পরে নিজেকে একটু সামলে ভরাট গলায় ক্রোধভরে আবার বলতে লাগলেন।

'শ্রীকৃষ্ণ ! চারটি কারণের জন্য তোমার সর্বদা আমাকে রক্ষা করা উচিত। প্রথমত তুমি আমার আত্মীয়, দ্বিতীয়ত অগ্নিকুণ্ড থেকে উৎপন্ন হওয়ায় আমি গৌরবশালিনী। তৃতীয়ত তোমার চরণের আশ্রিতা এবং চতুর্থত তোমার ওপর আমার পূর্ণ অধিকার আছে এবং তুমি আমাকে রক্ষা

করতে সক্ষম।' শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই সভায় বীরদের সামনে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করে বললেন—'কল্যাণী ! তুমি যাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, তাদের স্ত্রীরাও এমনি করে কাঁদবে। কিছু দিনের মধ্যেই অর্জুনের বাণে সেই দুরাত্মারা রক্তে প্লাবিত হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকবে। আমি সেই কাজই করব, যা পাণ্ডবদের পক্ষে অনুকূল হবে। দুঃখ কোরো না। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি রাজরানি হবে। যদি আকাশ দুটুকরো হয়ে যায়, হিমালয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, পৃথিবী ধ্বংস হয়, সমুদ্র শুকিয়ে যায়, তবুও দ্রৌপদী ! আমার কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।' দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে

আড়চোখে অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন বললেন—'প্রিয়ে ! তুমি কেঁদো না, শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, তেমনই ঘটবে। এর অন্যথা হবে না।' ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—'ভগ্নী ! আমি দ্রোণকে, শিখণ্ডী পিতামহ ভীষ্মকে, ভীম দুর্যোধনকে এবং অর্জুন কর্ণকে বধ করবে। আমরা যখন বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য পেয়েছি, তখন স্বয়ং ইন্দ্রও আমাদের পরাজিত করতে পারবেন না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা তো নগণ্য।'

সকলে এবার শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফিরে তাকালেন। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! আমি সেইসময় দ্বারকাতে থাকলে আপনাদের এত বিপদে পড়তে হত না। যদি কুরুবংশীয়রা আমাকে দ্যূত সভায় আমন্ত্রণ নাও করতেন, তবুও আমি ওখানে উপস্থিত হয়ে পাশা খেলার কুফলাদি বুঝিয়ে খেলা বন্ধ করে দিতাম। আমি পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য এবং বাহ্লীকের সামনে ধৃতরাষ্ট্রকে বলতাম, 'রাজন্! আপনি পুত্রদের পাশা খেলতে দেবেন না !' পাশার জন্য রাজা নলকে কত বিপদে পড়তে হয়েছে, আমি তা ওঁকে শোনাতাম। ধর্মরাজ ! সেই পাশার জন্যই আপনি রাজ্যচ্যুত হয়েছেন। পাশায় অসময়েই ধন-সম্পত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই খেলাতে তীব্র আকর্ষণ জন্মায় তার ফলে এই খেলা থেকে বিরত হওয়াও কঠিন হয়ে ওঠে। মহিলাদের সঙ্গে হাস্য কৌতুক, পাশাখেলা, শিকারের নেশা এবং মদ্যপান—মানুষের জীবনে দুঃখ আনতে পারে। এইগুলির দ্বারা মানুষ শ্রীভ্রষ্ট হয়। এই চারটির মধ্যেও পাশা খেলা সবথেকে খারাপ। পাশা দ্বারা একদিনে সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ খারাপ স্বভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ধর্ম, অর্থ ইত্যাদি ভোগ না করেই নাশ হয় এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনও এর জন্য খারাপ ব্যবহার করে। আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পাশার আরও নানা দোষের কথা বলতাম। যদি তিনি আমার কথা মেনে নিতেন, তাহলে কুরুবংশের মঙ্গল হোত এবং ধর্মরক্ষা হোত। তিনি আমার এই হিতৈষীপূর্ণ কথা না শুনলে, নিজেই আমি দণ্ডদান করতাম। তাঁর স্তাবক সভাসদরা যদি অন্যায়বশত তাঁর পক্ষ নিতেন তাহলে আমি তাদের প্রাণদণ্ড দিতাম। সেইসময় আমি দ্বারকায় না থাকাতেই আপনি পাশা খেলে বিপত্তি ডেকে এনেছেন, তাই আজ আপনাদের এই বিপদ।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সেই সময় দ্বারকায় না থেকে কোথায় ছিলে, কী কাজ করছিলে ?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ধর্মরাজ ! সেইসময় আমি শাল্বের এবং তার বিশালাকার বিমান সৌভকে ধ্বংস করার জন্য দ্বারকার বাইরে গিয়েছিলাম। যখন আপনার রাজসূয় যজ্ঞে আমার অগ্রপূজা করা হয়েছিল এবং শিশুপালের ঔদ্ধত্যের জন্য আমি তাকে পরিপূর্ণ সভার মধ্যে চক্রের সাহায্যে মেরেছিলাম, তখন আমি তো সেখানে ছিলাম আর ওদিকে শিশুপালের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শাল্ব দ্বারকাতে চড়াও হয়েছিল। সে তার সপ্তধাতু নির্মিত সৌভ বিমানে করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দ্বারকার কুমারদের বধ করতে থাকে। বাগান, মহল সব ভেঙে নষ্ট করে দিতে থাকে। সে লোকদের জিজ্ঞাসা করতে থাকে 'যাদবাধম মূর্খ কৃষ্ণ কোথায় ? আমি সেই অহংকারীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করব। সে যেখানেই থাক, আমি সেখানে যাব। আমি এই অস্ত্রের শপথ করে বলছি, কৃষ্ণকে হত্যা না করে আমি ফিরব না।' শাল্ব আরও বলেছে যে, 'বিশ্বাসঘাতক কৃষ্ণ আমার বন্ধু শিশুপালকে বধ করেছে, তাই আজ আমি তাকে যমালয়ে পাঠাব।' ধর্মরাজ ! শাল্ব অনেক কটু কথা বলে দ্বারকায় অনেক অশান্তির সৃষ্টি করেছে এবং সৌভ বিমানে বসে আমার প্রতীক্ষায় ছিল। আমি যখন দ্বারকায় ফিরে ওখানকার দুর্দশা দেখলাম, তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলাম এবং তার অপকর্মের কথা চিন্তা করে স্থির করলাম যে, তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়াই উচিত। অতএব দ্বারকা থেকে বেরিয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্রের মধ্যে এক ভয়ানক দ্বীপে তাকে তার বিমানসহ দেখতে পেলাম। তখন আমি পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলাম। আমাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। শেষে শাল্বসহ সমস্ত দানবদের হত্যা করে আমি ধরাশায়ী করলাম। আমার দ্বারকায় না থাকার এটিই হল কারণ। আমি যখন দ্বারকাতে ফিরে এলাম তখন জানতে পারলাম যে হস্তিনাপুরে কপটদ্যূতে আপনাদের সব কিছু ওরা জিতে নিয়েছে। আমি তখনই রওনা হয়েছি এবং হস্তিনাপুর হয়ে এখানে আসছি।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সবিস্তারে শাল্ব-বধের কাহিনী শোনালেন এবং দ্বারকা যাবার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন, ভীম শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে আদর করলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আলিঙ্গন করলেন, নকুল-সহদেব তাঁকে প্রণাম করলেন, পুরোহিত ধৌম্য তাঁকে সম্মান জানালেন। দ্রৌপদী অশ্রুসজল নয়নে তাঁকে

বিদায় জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথে সুভদ্রা এবং অভিমন্যুকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বারংবার সান্ত্বনা দিয়ে দ্বারকায় রওনা হলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর পুত্রকে নিয়ে নিজ দেশে প্রস্থান করলেন। শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু তাঁর ভগ্নী করেণুমতীকে (নকুলের স্ত্রীকে) নিয়ে তাঁর নগরী শুক্তিমতীর দিকে যাত্রা করলেন। সব রাজা মহারাজা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবরা প্রজাদের অনেকবার করে দেশে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু তাঁরা ফিরলেন না। সেই দৃশ্য ছিল বড়ই অনুপম। সকলে ফিরে গেলে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ন করে তাঁদের কাছে যাবার জন্য অনুমতি চাইলেন এবং সেবকদের রথ প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন।

---

## পাণ্ডবদের দ্বৈতবনে বাস, মার্কণ্ডেয় মুনি এবং দাল্‌ভ্যবকের উপদেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পরিজনরা তাঁদের নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করার পর প্রজাপতির মতো তেজস্বী পাণ্ডবগণ বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা ব্রাহ্মণদের স্বর্ণমোহর, উত্তম বস্ত্র এবং গোধন দান করে রথে চড়ে অন্য বনে প্রস্থান করলেন। ইন্দ্রসেন সমস্ত দাস-দাসী, বস্ত্র-আভূষণ নিয়ে সৈন্যসহ দ্বারকার দিকে রওনা হলেন। সেই সময় অভিজাত নাগরিকগণ এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। দলে দলে প্রজাগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন দেখে পাণ্ডবরা দাঁড়িয়ে তাঁদের সঙ্গেও কথা বলতে লাগলেন। সেই সময় রাজা ও প্রজা উভয়ের ব্যবহার ছিল পিতা-পুত্রের মতো। সমস্ত প্রজা বলতে লাগলেন— 'হায় প্রভু ! হায় ধর্মরাজ ! আমাদের অনাথ করে কেন যাচ্ছেন ? আপনি কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং আমাদের প্রভু। আপনি এই দেশ এবং আমাদের মতো নাগরিকদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন ? পিতা কি কখনো তাঁর সন্তানকে এইভাবে অনাথ করেন ? ক্রূরবুদ্ধি দুর্যোধন, শকুনি এবং কর্ণ, যাঁরা আপনাদের মতো ধর্মাত্মা পুরুষদের কপটদ্যূতে হারিয়ে সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছেন, তাঁদের ধিক্। আপনি নিজের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে ময়দানব নির্মিত সুন্দর সভাগৃহ পরিত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছেন ?' প্রজাদের কথা শুনে মহাপরাক্রমশালী অর্জুন সমস্ত প্রজাদের উদ্দেশ্যে উচ্চৈস্বরে বললেন—'উপস্থিত নাগরিকবৃন্দ ! ধর্মরাজ বনবাসকাল সম্পূর্ণ করে ওই দিব্য সভাগৃহ এবং শত্রুদের কীর্তি অধিগ্রহণ করবেন। আপনারা ধর্ম অনুসারে প্রত্যেকে সৎ ব্যক্তির সেবা করে তাঁদের প্রসন্ন রাখবেন, যাতে পরবর্তীকালে আমাদের সাহায্য হয়।' অর্জুনের কথা শুনে সকলেই তা মেনে নিলেন। তাঁরা যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ মেনে বিষণ্ণবদনে যে যার গৃহে ফিরে গেলেন।

প্রজারা ফিরে গেলে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের বললেন—'আমাদের দ্বাদশ বৎসর নির্জন বনে থাকতে হবে। সুতরাং এই জঙ্গলে এমন স্থান আমাদের খুঁজে নিতে হবে যে স্থান ফলে-ফুলে রমণীয়, নির্জন, সুখদায়ক এবং মুনি-ঋষিদের আশ্রমের পাশেই অবস্থিত।' অর্জুন ধর্মরাজকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন, তিনি বললেন—'আপনি অনেক বড় বড় মুনি-ঋষির সেবা করেছেন। ইহজগতের কোনো কিছুই আপনার অজ্ঞাত নয়। তাই আপনার যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বসবাস করা উচিত। ভ্রাতা, এবার আমরা যে বনে যাচ্ছি, তা হল দ্বৈতবন। সেখানে এক পবিত্র সরোবর আছে। তাছাড়া সেই স্থানটি ফুল-ফলে সুন্দর ও রমণীয়। সেই স্থান পক্ষীরবে পরিপূর্ণ। আমার তো সেই স্থান বড়ই সুখদায়ক মনে হয়, এখন আপনার অনুমতি চাই।' যুধিষ্ঠির বললেন—'অর্জুন ! আমারও তাই ইচ্ছা, চলো, আমরা দ্বৈতবনে

যাই।' যাওয়া স্থির হলে অগ্নিহোত্রী, সন্ন্যাসী, স্বাধ্যায়শীল ভিক্ষুক, বানপ্রস্থী, তপস্বী, ব্রতী, মহাত্মা ব্রাহ্মণ-গণের সঙ্গে ধর্মাত্মা পাণ্ডবরা দ্বৈতবনে প্রবেশ করলেন। সেখানকার ধর্মাত্মা, তপস্বী এবং পবিত্র স্বভাবসম্পন্ন আশ্রমবাসীরা ধর্মরাজের কাছে এলেন। ধর্মরাজ সকলকে যথাসাধ্য আদর আপ্যায়ন করলেন। তারপর সকলে পুষ্পশোভিত কদম্ববৃক্ষের নীচে এসে বসলেন। ভীম, দ্রৌপদী, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং তাঁদের সহকারীরা সকলেই রথ থেকে নেমে সেখানে গিয়ে বসলেন। ধর্মরাজ সমস্ত অতিথিকে, মুনি-ঋষি ও ব্রাহ্মণদের ফল-মূল দিয়ে তৃপ্ত করলেন। সমস্ত প্রকার পূজা-অর্চনা এবং হোম যজ্ঞাদি সবই পুরোহিত ধৌম্যের দ্বারা সম্পন্ন হত। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ছেড়ে দ্বৈতবনে বাস করতে লাগলেন।

সেই সময় পরম তেজস্বী মহামুনি মার্কণ্ডেয় আশ্রমে এলেন। মহান যুধিষ্ঠির, দেবতা, ঋষি এবং মানুষের পূজনীয় মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে শাস্ত্রানুসারে স্বাগত ও আপ্যায়ন করলেন। মার্কণ্ডেয় বনবাসী পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীকে দেখে মৃদুমৃদু হাসতে লাগলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মান্যবর ! অন্য সব তপস্বী আমাদের এই দুর্দশা দেখে দুঃখে হতবাক হয়ে যান, আপনি আমাদের দেখে হাসছেন কেন ? কী আপনার অভিপ্রায় ?' মহাত্মা মার্কণ্ডেয় বললেন—'তোমাদের এই দশা দেখে আমি খুশি হয়ে হাসিনি। আমার কোনো কিছু নিয়ে অহংকার নেই। তোমাদের দশা দেখে আমার সত্যনিষ্ঠ দশরথনন্দন ভগবান রামচন্দ্রের স্মৃতি মনে ভেসে উঠল। তিনি পিতার আদেশে ধনুক হাতে করে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলেন। তাঁকে আমি ঋষ্যমূক পর্বতে দেখেছি। ভগবান রাম ইন্দ্রের থেকেও শক্তিমান, যমকেও দণ্ড দেবার শক্তি ধরেন, তিনি মহামনস্বী এবং নির্দোষ। তা সত্ত্বেও তিনি পিতার আদেশে বনবাস স্বীকার করে নিজ ধর্মপালন করেছিলেন। যদিও কেউই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠত না, তা সত্ত্বেও তিনি রাজোচিত ভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের 'আমি খুব বলবান'—মনে করে অধর্ম করা উচিত নয়। ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা নাভাগ, ভগীরথ আদি রাজা সত্যের বলেই পৃথিবী শাসন করেছিলেন। ধর্মরাজ ! এখন জগতে তোমার যশ ও তেজ দেদীপ্যমান। ধার্মিকতা, সত্যনিষ্ঠা, সদ্ব্যবহারে জগতে তোমার স্থান সবার উঁচুতে। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে বনবাসের তপস্যা সম্পূর্ণ করে কৌরবদের কাছ থেকে তোমার রাজলক্ষ্মী যে নিয়ে নেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' এই কথা বলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় পুরোহিত ধৌম্য এবং পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে উত্তরের পথে রওনা হলেন।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ যখন থেকে দ্বৈতবনে এসে থাকতে আরম্ভ করলেন তখন থেকে সেই বিশাল বন ব্রাহ্মণদের আগমনে ভরে উঠল। সেই বনে এবং সরোবরের আশপাশে এত বেদধ্বনি হত, যাতে সেটি ব্রহ্মলোকের মতো মনে হত। সেই ধ্বনি যে শুনত, তারই হৃদয়ে তা ধ্বনিত হত। একদিন দাল্‌ভবক মুনি সন্ধ্যার সময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! দেখো, এখন দ্বৈতবনের চতুর্দিকের আশ্রমে তপস্বী ব্রাহ্মণদের অগ্নি প্রজ্বলিত। ভৃগু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য এবং অত্রি-গোত্রের উত্তম তপস্বী ব্রাহ্মণগণ এই পবিত্রবনে একত্রিত হয়েছেন এবং তোমার জন্য সুখ-সুবিধা সহ নিজ নিজ ধর্মপালন করছেন। আমি তোমাদের একটা কথা বলছি, সতর্ক হয়ে শোন। যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা মিলেমিশে কাজ করে, তখন তাদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। তখন তারা অগ্নি ও পবনের ন্যায় শত্রুদের ভস্ম করে দেয়। ব্রাহ্মণদের আশ্রয় না নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করলেও কেউ ইহলোক বা পরলোকে শ্রেয় প্রাপ্ত করতে পারে না। ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে দক্ষ নির্লোভী ব্রাহ্মণের সাহায্যে রাজা তাঁর শত্রুদের নাশ করতে পারেন। রাজা বলি ব্রাহ্মণদের সাহায্যেই উন্নতি করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা এক অনুপম দৃষ্টি এবং ক্ষত্রিয় এক অনুপম বল ; এরা দুজনে যখন একত্রে থাকে তখন জগতে সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তাই বিদ্বান ক্ষত্রিয়দের উচিত যে, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর বৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণদের সেবা করে তাঁদের থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করা। যুধিষ্ঠির ! সর্বদাই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে থাক, তাই তুমি যশস্বী হয়েছ।' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্নতার সঙ্গে দাল্‌ভবক মুনির উপদেশ মেনে নিলেন। মহাত্মা বেদব্যাস, নারদ, পরশুরাম, পৃথুশ্রবা, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভালুকি, হারীত, অগ্নিবেশ্য প্রমুখ অনেক ব্রতধারী ব্রাহ্মণ দাল্‌ভবক্ এবং যুধিষ্ঠিরকে সম্মান জানালেন।

———o———

# ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদীর কথোপকথন, ক্ষমার প্রশংসা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! একদিন সন্ধ্যার সময় বনবাসী পাণ্ডবরা কিছু দুঃখিত চিত্তে দ্রৌপদীর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। কথায় কথায় দ্রৌপদী বললেন—'দুর্যোধন সত্যিই বড় ক্রূর এবং দুরাত্মা। আমাদের দুঃখী দেখে তার একটুও কষ্ট হয়নি। হায় ! আমাদের মৃগচর্ম পরিয়ে বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে পাঠিয়ে ওর একটুও কষ্ট হয়নি। তার হৃদয় নিশ্চয়ই পাথরের তৈরি। এক তো কপটদ্যূতে আমাদের হারিয়েছে, তারপরে আপনার মতো সরল এবং ধর্মাত্মা ব্যক্তিকে পূর্ণ সভাস্থলে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করে এখন বন্ধুদের সঙ্গে মজা করছে। আমি যখন দেখি যে, আপনারা সুন্দর পালঙ্কের শয্যা ছেড়ে কুশের বিছানায় শয্যাগ্রহণ করেন, তখন আমার হাতির দাঁতের সিংহাসনের কথা মনে পড়ে আর কান্না পায়। বড় বড় নৃপতিরা আপনাকে ঘিরে থাকতেন, আপনারা চন্দনচর্চিত হয়ে থাকতেন। এখন আপনারা একা একা জঙ্গলে রুগ্ন, নোংরাভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি কী করে শান্তি পাব ! আপনার মহলে প্রত্যহ হাজার হাজার ব্রাহ্মণদের ভোজন করানো হত আর আজ আমরা ফলমূল খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি। প্রিয় স্বামী, ভীমকে বনবাসী এবং দুঃখী দেখে আপনার চিত্তে ক্রোধ আসছে না ? ভীম একাই রণভূমিতে সমস্ত কৌরবদের নিহত করতে সক্ষম। কিন্তু আপনাকে চুপ করে থাকতে দেখে মন খারাপ করে বসেছিলেন। দুই বাহু সমন্বিত হয়েও অর্জুন হাজার হস্ত সম্বলিত কার্তবীর্য অর্জুনের সমান বলশালী। তাঁর অস্ত্র-কৌশলে চমকিত হয়েই বড় বড় রাজারা আপনার চরণে প্রণাম করে আপনার যজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন। সেই দেবতা ও দানবদের পূজনীয় পুরুষসিংহ আজ বনবাসী হয়ে রয়েছেন। আপনার চিত্তে ক্রোধের উদয় হয় না ? শ্যামল বর্ণ, বিশাল দেহ, হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে বীরত্বের দেবতা, সেই নকুল ও সহদেবকে বনবাসী দেখে আপনি কেন চুপ করে আছেন ? রাজা দ্রুপদের কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী এবং পাণ্ডবদের পতিব্রতা পত্নী আমি আজ বনে পথভ্রান্তের মতো ঘুরে মরছি। ধন্য আপনার সহ্যের শক্তি ! আপনার মধ্যে ক্রোধ নেই। যার মধ্যে ক্রোধ এবং তেজ নেই, সে কেমন ক্ষত্রিয় ? যে ঠিক সময়ে তার তেজ দেখায় না, তাকে সকল প্রাণীই অপমান করে। শত্রুদের সঙ্গে ক্ষমা নয়, শৌর্যপূর্ণ ব্যবহারই করা উচিত।'

দ্রৌপদী আবার বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! পূর্বে রাজা বলি তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'পিতামহ ! ক্ষমা উত্তম, না ক্রোধ ? আপনি আমাকে ঠিক মতো বুঝিয়ে দিন।' প্রহ্লাদ বলেছিলেন—'পরিস্থিতি বিশেষে ক্ষমা এবং ক্রোধ দুইয়েরই সমান প্রয়োজন। সবসময় ক্রোধ করাও উচিত নয়, ক্ষমা করাও নয়। যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা করে থাকেন, তাকে তার পুত্র, দাস, সেবক এবং উদাসীন ব্যক্তিরাও কটুকথা বলে অপমান করতে থাকেন, অবজ্ঞা করেন। ধূর্ত ব্যক্তিরা ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে দমন করে তার স্ত্রীকেও আত্মসাৎ করতে চায়। নারীরাও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে এবং পতিব্রতা ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া যে ব্যক্তি কখনো ক্ষমা করে না, সব সময় ক্রোধ করে, ক্রোধের জন্য বিনা বিচারে সকলকে দণ্ড দেয়, সে মিত্রদের বিরোধী এবং আত্মীয়স্বজনের শত্রু হয়ে ওঠে। সর্বদিক থেকে অপমানিত হওয়ায় তার ধনহানি হয় এবং ধিক্কার লাভ হয়। তার মনে তখন সন্তাপ, ঈর্ষা এবং দ্বেষভাব বাড়তে থাকে। এর জন্য তার শত্রুবৃদ্ধি হয়। সে ক্রোধভরে অন্যায়পূর্বক কাউকে দণ্ড দিলে তাকে ঐশ্বর্য, স্বজন এবং নিজের প্রাণও হারাতে হয়। যে সবসময় ক্রোধ ও অহংকার করে, তাকে লোকে ভয় পায়, তার ভালো করতে কুণ্ঠিত হয় এবং তার কোনো দোষ দেখলে সকলকে বলে বেড়ায়। তাই সবসময় উগ্র ব্যবহারও করতে নেই আবার সরল ব্যবহারও করতে নেই। সময়ানুসারে উগ্র বা সরল ব্যবহার করতে হয়। যে ব্যক্তি সময় অনুসারে সরল ও উগ্র ব্যবহার করেন, তিনি ইহলোকে শুধু নয় পরলোকেও সুখভোগ করেন।' এবার আমি আপনাকে ক্ষমা কখন করবেন, তা বলছি। যদি কোনো ব্যক্তি প্রথমে আপনার কোনো উপকার করে থাকে, তারপর তার দ্বারা কোনো বড় অপরাধ সংঘটিত হয় তবে আগের উপকারের কথা মনে রেখে তাকে ক্ষমা করে দিতে হয়। কোনো ব্যক্তি যদি মূর্খতাবশত অপরাধ করে ফেলে, তাহলে তাকেও ক্ষমা করা উচিত। কারণ সকলেই সব কাজে পারদর্শী হয় না। অন্যদিকে যে লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করে এবং বলে 'আমি না জেনে করে ফেলেছি' সেই ব্যক্তিকে সামান্য অপরাধেও পুরো সাজা দেওয়া উচিত। কুটিল ব্যক্তিদের

কখনো ক্ষমা করতে নেই। প্রথম বারের অপরাধ সকলেরই ক্ষমা করা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়বার হলে অবশ্যই দণ্ড দিতে হয়। মৃদুতার দ্বারা উগ্র ও কোমল উভয় প্রকারের লোককেই বশ করা যায়। মৃদু স্বভাব ব্যক্তির পক্ষে কোনো কিছুই অসাধ্য নয়। তাই মৃদুতাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সুতরাং দেশ, কাল, সামর্থ্য এবং দুর্বলতার ওপর পুরোপুরি বিচার করে মৃদুতা এবং উগ্রতার ব্যবহার করা উচিত। কখনো কখনো ভয়েও ক্ষমা করতে হয়। কেউ এর অন্যথা করলে ক্রোধপূর্ণ ব্যবহার করতে হয়।' দ্রৌপদী আরও বললেন—'রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা পরপর অপরাধ করে যাচ্ছে, তাদের লোভও অসীম। আমার মনে হয় এখন ওদের ওপর ক্রোধ প্রকাশের সময় হয়েছে। আপনি ওদের আর ক্ষমা না করে, সাজা দিন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'প্রিয়ে ! ক্রোধের বশ না হয়ে, ক্রোধকে নিজের বশে রাখা উচিত। যে ব্যক্তি ক্রোধ জয় করেছে, সে কল্যাণভাজন হয়। ক্রোধের জন্য মানুষের বিনাশ হয়, তা প্রত্যক্ষ। আমি কী করে ক্রোধের বশ হয়ে অবনতির হেতু হব ? ক্রুদ্ধ ব্যক্তি পাপ করে, গুরুজনকে মারে, মহৎ ব্যক্তি এবং কল্যাণকারক বস্তুকেও তিরস্কার করে, ফলে সে বিপদে পড়ে। ক্রোধী ব্যক্তি বুঝতে পারে না তার কী করা উচিত আর কী নয়। যা মনে আসে বলে যায়। সে যোগ্য ব্যক্তিকে অসম্মান করে আর অযোগ্য ব্যক্তির সম্মান করে, পরে ক্রোধের বশে আত্মহত্যা করে সে নরকে গমন করে। ক্রোধ হল দোষের আবাস। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের উন্নতি, পারলৌকিক সুখ এবং মুক্তিলাভ করার জন্য ক্রোধ জয় করে। ক্রোধের অগুণতি দোষ। তাই এই সব ভেবে চিন্তে আমার চিত্তে ক্রোধের উদয় হয় না। যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ওপরেও রাগ করে না, ক্ষমা করে, সে নিজে এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করে। সে দুজনেরই রোগ মুক্তিকারী চিকিৎসক। মিথ্যা বলার থেকে সত্য বলা কল্যাণকর। ক্রূরতার থেকে কোমলতাই উত্তম। ক্রোধের থেকে ক্ষমার স্থান উচ্চে। দুর্যোধন যদি আমাকে হত্যাও করে তাহলেও আমি নানা দোষ পরিপূর্ণ এবং মহান্ ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত ক্রোধকে আপন করে নেব না। যিনি নিজ ক্রোধকে জ্ঞানদৃষ্টিতে শান্ত করে নেন, তাঁকেই তেজস্বী বলে জানবে। ক্রোধী ব্যক্তি যখন নিজ কর্তব্য ভুলে যায়, তখন তার কর্তব্য এবং মর্যাদার জ্ঞান থাকে না। সেই ব্যক্তি অবধ্য প্রাণীদেরও মেরে ফেলে, গুরুজনদের মর্মভেদী বাক্য বলে ; তাই, যদি নিজের মধ্যে ক্ষমতা (তেজ) থাকে, তবে নিজ ক্রোধকেই বশীভূত করতে হয়। কাজ করার কৌশল, শত্রুদের পরাজিত করার চিন্তা, বিজয় লাভের শক্তি এবং স্ফূর্তিই হল তেজস্বীদের গুণ। ক্রোধী ব্যক্তিদের এই গুণ থাকে না। ক্রোধ ত্যাগ করলে তবেই এটি লাভ করা যায়। ক্রোধ রজোগুণের পরিণাম হওয়ায় মানুষের মৃত্যুর কারণ। তাই ক্রোধ পরিত্যাগ করে শান্ত হতে হয়। নিজ ধর্ম থেকে একবার সরে যাওয়াও শ্রেয়, কিন্তু ক্রোধ করা কখনোই ভালো নয়। আমি মূর্খদের কথা বলছি না, বুদ্ধিমান মানুষ কখনো ক্ষমাকে পরিত্যাগ করে না। মানুষের মধ্যে যদি ক্ষমাশীলতা না থাকে তাহলে সকলেই একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে মরবে। একজন দুঃখী অন্যজনকে দুঃখ দেবে, দণ্ডদানকারী গুরুজনদেরও মারতে উদ্যত হবে, তাহলে তো কোনো ধর্মই থাকবে না, প্রাণীও নাশ হয়ে যাবে। সেই অবস্থায় কী হবে ? গালাগালের পরিবর্তে গালি, মারের বদলে মার, অপমানের প্রতিশোধ অপমানে। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে শেষ করে দেবে। কোনো মর্যাদা, কোনো সুব্যবস্থা, কোনো সৌহার্দ থাকবে না। যে ব্যক্তি গালি দিলেও, মারলেও ক্ষমা করে, নিজ ক্রোধকে বশীভূত করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বিদ্বান। ক্রোধী ব্যক্তি মূর্খ হয়, নরকগামী হয়। মহাত্মা কাশ্যপ এই সম্পর্কে ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষমাসাধনের কথা বলেছেন— ক্ষমা ধর্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ, ক্ষমা স্বাধ্যায়। যে ব্যক্তি ক্ষমার এই সর্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ জানেন, তিনি সব কিছু ক্ষমা করতে পারেন। ক্ষমা ব্রহ্ম, ক্ষমা সত্য, ক্ষমাই ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপ, ক্ষমা পবিত্রতা, ক্ষমাই এই জগৎকে ধারণ করে আছে। যাজ্ঞিকরা যজ্ঞ করে যে লোক প্রাপ্ত হন, ক্ষমাশীল ব্যক্তিরা তার থেকেও উত্তম লোক লাভ করেন। বেদজ্ঞরা, তপস্বীরা এবং কর্মনিষ্ঠেরা অন্যান্য লোক পেয়ে থাকেন আর ক্ষমাশীলরা ব্রহ্মলোকের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন। ক্ষমা হল তেজস্বীদের তেজ, তপস্বীদের ব্রহ্ম এবং সত্যবাদীদের সত্য। ক্ষমাই লোকোপকার, ক্ষমাই শান্তি। সেই ক্ষমাকে আমি কীভাবে ত্যাগ করব ? জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বদা ক্ষমা করা উচিত। কোনো ব্যক্তি যখন সব কিছু ক্ষমা করে দেয়, তখন সে স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যায়। ক্ষমাশীলের জন্য ইহলোক ও পরলোক উভয়ই রয়েছে, ইহলোকে সম্মান এবং পরলোকে শুভগতি। যারা ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে দমিত রাখে, তারাই পরমগতি প্রাপ্ত হয়। মহাত্মা কাশ্যপ এইভাবে

ক্ষমার মহিমা জানিয়েছেন ; এই সব শুনে তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করে ক্ষমা অবলম্বন করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য ধৌম্য, মন্ত্রী বিদুর, কৃপাচার্য, সঞ্জয় এবং মহাত্মা বেদব্যাসও ক্ষমারই প্রশংসা করে থাকেন। ক্ষমা এবং দয়াই জ্ঞানীদের সদাচার, এটিই সনাতন ধর্ম। আমি সত্যের সঙ্গে ক্ষমা এবং দয়া পালন করব।'

———o———

## যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদীর কথোপকথন, নিষ্কামধর্মের প্রশংসা ও দ্রৌপদীকে উৎসাহিত করা

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দ্রৌপদী বললেন—'ধর্মরাজ ! ইহজগতে ধর্মাচরণ, দয়াভাব, ক্ষমা, সরল ব্যবহার এবং লোক নিন্দার ভয়ে ভীত থাকলে রাজলক্ষ্মী লাভ করা যায় না। আপনার এবং আপনার ভাইদের মধ্যে প্রজাপালনের সমস্তগুণই বিদ্যমান। আপনারা দুঃখভোগ করার যোগ্য নন। তা সত্ত্বেও আপনাদের এই কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। আপনার ভাইরা রাজ্য শাসনের সময় ধর্মে অবিচল তো ছিলেনই, এই দীন হীন দশাতেও সেই ধর্মেই অবিচল আছেন। আপনারা ধর্মকে নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। ব্রাহ্মণ, দেবতা, গুরু সকলেই অবগত যে, আপনার রাজ্য এবং জীবন ধর্মের জন্য। আমি এটিও নিশ্চিতভাবে জানি যে, আপনি ধর্মের জন্য ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং আমাকেও ত্যাগ করতে পারেন। আমি গুরুজনদের কাছে শুনেছি যে, যদি কেউ নিজের ধর্মরক্ষা করে তবে সে নিজের রক্ষকের রক্ষা করে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে সে আপনাকে রক্ষা করছে না। ছায়া যেমন মানুষের পিছন পিছন যায়, তেমনই আপনার বুদ্ধি সর্বদা ধর্মের পিছনে চলে। আপনি যখন সমস্ত পৃথিবীর চক্রবর্তী সম্রাট হয়েছিলেন, তখনও কোনো ছোট রাজাকে অসম্মান করেননি, বড়দের তো কথাই নেই। আপনার মধ্যে সম্রাটভাবের অহংকার একেবারেই ছিল না। আপনার মহলে দেবতাদের জন্য 'স্বাহা' এবং পিতৃগণের জন্য 'স্বধা' সবসময় ধ্বনিত হত । সেইসময় এবং এখনও অতিথি ব্রাহ্মণের সেবা করা হয়ে থাকে। আপনি সাধু-সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং তাঁদের তৃপ্ত করেছেন। সেই সময় আপনার কাছে এমন কোনো জিনিস ছিল না, যা ব্রাহ্মণদের না দেওয়া যায়। কিন্তু এখন আপনার এখানে পঞ্চ দোষ লাঘবের জন্য কেবল আহুতি যজ্ঞ করা হয় এবং তারপর অতিথি এবং প্রাণীদের আহার করিয়ে বাকি অন্নের দ্বারা নিজেদের জীবন-নির্বাহ করা হয়। আপনার বুদ্ধি এমন বিপরীত হয়ে গেল যে, আপনি রাজ্য, ধন-সম্পদ, ভাই এমন কী আমাকেও পাশাতে হারিয়ে বসলেন। আপনার এই দুর্দশা দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হয়, আমি যেন বেহুঁশ হয়ে যাই। মানুষ ঈশ্বরের অধীন, তার কোনোই স্বাধীনতা নেই। ঈশ্বরই প্রাণীদের পূর্বজন্মের কর্মবীজ অনুসারে তাদের সুখ-দুঃখ ও প্রিয়-অপ্রিয় বস্তুর ব্যবস্থা করে থাকেন। কাঠের পুতুল যেমন সূত্রধরের ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে, তেমনই সমস্ত প্রাণী ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জগতে কর্মভোগ করে। ঈশ্বর সবার ভিতরে এবং বাইরে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিরাজমান, তিনি সকলকে প্রেরণা দান করেন এবং সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন। সূত্রে গাঁথা মণি, বল্‌গাযুক্ত বলদ এবং জলাশয়ে পতিত বৃক্ষ যেমন পরাধীন হয় তেমনই জীবও ঈশ্বরের অধীন। মৃত্তিকা নির্মিত কলস যেমন মধ্যবর্তী সময়ে এবং অন্তকালেও মৃত্তিকারই থাকে তেমনই জীবও আদি-মধ্য এবং অন্তকালে ঈশ্বরের অধীন। জীবের কোনো ব্যাপারেই সঠিক জ্ঞান থাকে না, তাই সে সুখ পেতে বা দুঃখ দূর করতে অক্ষম, সে ঈশ্বরের প্রেরণাতেই স্বর্গ বা নরকে যেতে পারে। ছোট ছোট তৃণ যেমন বায়ুর অধীন হয়, সকল প্রাণীও তেমন ঈশ্বরের অধীন। শিশুরা যেমন খেলতে খেলতে খেলা ছেড়ে চলে যায়, প্রভুও তেমনই জগতে সংযোগ-বিয়োগের খেলা খেলেন। রাজন্‌ ! আমার মনে হয় ঈশ্বর প্রাণীদের সঙ্গে মাতা পিতার মতো ব্যবহার করেন না। সাধারণ ব্যক্তি যেমন ক্রোধের সঙ্গে ক্রূর ব্যবহার করে, তিনিও তেমনই করে থাকেন। আমি যখন দেখি যে, আপনার মতো সদাচারসম্পন্ন সুশীল আর্য ব্যক্তি ভালো-ভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারেন না, চিন্তায় বিহ্বল হয়ে থাকেন, আর অনার্য ব্যক্তিরা সুখ-সুবিধা ভোগ করে, তখন আমার মনে কষ্ট হয়। আপনার এই বিপদ এবং দুর্যোধনের সম্পত্তি দেখে আমি ঈশ্বরের নিন্দা করছি, কারণ তিনি বিষম

দৃষ্টিতে বিচার করেন। কর্মের ফল যদি একমাত্র কর্তার প্রাপ্য হয়, তাহলে এই বিষমতার ফল ঈশ্বর অবশ্যই পাবেন। যদি কর্মের ফল কর্তা ভোগ না করে তাহলে তো উন্নতির কারণই হল কেবল লৌকিক বল ; নির্বল ব্যক্তিদের জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'প্রিয়ে ! আমি তোমার মধুর, সুন্দর এবং বিস্ময়কারী কথা শুনেছি ; তুমি এখন নাস্তিকের মতো কথা বলছ। প্রিয়ে ! কর্মফল পাবার আশায় আমি কর্ম করি না। দান করা ধর্ম বলে আমি দান করি। যজ্ঞ কর্তব্য মনে করে যজ্ঞ করি, ফলের দৃষ্টিতে নয়। ফল পাওয়া যাক বা না যাক, মানুষের নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত। আমি তাই আমার কর্তব্য পালন করি। সুন্দরী ! আমি ধর্মফলের জন্য ধর্ম করি না। ধর্মপালন করি, কারণ বেদের তাই নির্দেশ এবং সাধু ব্যক্তিরা তা পালন করেছেন। আমি স্বভাবতই আমার মনকে ধর্মে নিযুক্ত করেছি। কোনো ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে ধর্ম পালনের সঙ্গে দেনা-পাওনা নিয়ে তুলনা করা অনুচিত। যে ধর্মের বিনিময়ে কিছু আশা করে, সে ধর্মের ফল পায় না। যে ধর্মপালন করে নাস্তিকের মতো তাতে সন্দেহ পোষণ করে, সে ব্যক্তি পাপী। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে তোমাকে বলছি যে, ধর্মের ওপর কখনো সন্দেহ কোরো না। ধর্মের ওপর সন্দেহ করলে অধোগামী হতে হয়। যে দুর্বল চিত্ত ব্যক্তি ধর্মে এবং ঋষিদের বাক্যে সন্দেহ করে, সে মোক্ষ থেকে দূরে থাকে, বেদজ্ঞ, ধর্মাত্মা এবং কুলীন ব্যক্তিগণই হল জ্ঞানবৃদ্ধ। সেই পাপী ব্যক্তি তো চোরের ন্যায়, যে মূর্খতাবশত শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করে ধর্মের ওপর সন্দেহ করে। প্রিয়ে ! কিছুদিন আগেই তুমি মার্কণ্ডেয় মুনিকে দেখেছ, যিনি পরম তপস্বী এবং ধর্মপ্রভাবেই চিরজীবি। ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, নারদ, লোমশ, শুক্র প্রমুখ সকল ঋষি ধর্মপালন দ্বারাই জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছেন। তুমি জানো, এঁরা দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন এবং শাপ-বর দিতে সক্ষম এবং দেবতাদেরও ঊর্ধ্বে। তাঁরা নিজেদের এই অলৌকিক শক্তির সাহায্যে বেদ ও ধর্মের সার অনুভব করেছেন। এঁরা ধর্মের মহিমা বর্ণনা করে থাকেন। রানি ! তুমি তোমার মূঢ় মনের দ্বারা ঈশ্বর ও ধর্মের জন্য আক্ষেপ কোরো না এবং কোনো সন্দেহও কোরো না। ধর্মের ওপর সন্দেহকারী ব্যক্তি স্বয়ং মূর্খ হয় এবং বড় বড় চিন্তাশীল এবং স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিদেরও পাগল বলে মনে করে। সেই অহংকারীরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করে এবং ইন্দ্রিয় সুখদায়ক লৌকিক বস্তুতেই মজে থাকে। লোকোত্তর বস্তু সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই থাকে না। যারা ধর্মে সন্দেহ করে, তাদের ইহলোকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই এবং তারা চাইলেও লৌকিক ও পারলৌকিক কোনো উন্নতি করতে পারে না। সকল যুক্তি-প্রমাণ অস্বীকার করে তারা বেদ ও শাস্ত্রের নিন্দা করতে থাকে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে কামনা-পূর্তি করা। ফলে তারা ঘোর নরকে পতিত হয়। যারা দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে নিঃশঙ্কে ধর্মপালন করে, তারা অনন্ত সুখ লাভ করে। যারা ঋষিবাক্য মানে না, ধর্মপালন করে না, শাস্ত্রাদি বাক্য মানে না, তাদের এক জন্মে নয়, বহু জন্মেও শান্তি লাভ হয় না। সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী ঋষিরা সনাতন ধর্মের বর্ণনা করেছেন এবং সৎ ব্যক্তিরা তা আচরণ করেছেন। এতে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? সমুদ্র পার করার জন্য যেমন জাহাজই অবলম্বন, তেমনই পারলৌকিক সুখলাভের জন্য ধর্মই আশ্রয়। সুন্দরী ! ধর্মাত্মাদের আচরিত ধর্মপালন যদি নিষ্ফল হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত জগৎ ঘোর অন্ধকারে ডুবে যাবে। যদি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান এবং সরলতা নিষ্ফল হয়ে যায়, তাহলে কেউ ধন লাভ করবে না, মোক্ষ লাভ করবে না, বিদ্বান হবে না, সকলেই পশুর ন্যায় হয়ে যাবে। যদি তাই হবে, তাহলে সৎ ব্যক্তিরা কেন ধর্মাচরণ করবেন ? সমস্ত ধর্মশাস্ত্রই তবে প্রতারণা। বড় বড় ঋষি গন্ধর্ব দেবতারা সামর্থশালী হয়েও কেন ধর্মাচরণ করেন ? তাঁরা মনে করেন ঈশ্বর ধর্মের ফল অবশ্যই দেন। ধর্ম এবং অধর্ম কোনোটিই নিষ্ফল হয় না। বিদ্যা এবং তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তোমাকে যে বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করে ধর্মে শ্রদ্ধা রাখতে বলছি, তা নয়। তোমার নিজের অনুভবও তো ধর্মেরই মহিমা প্রচার করছে। তুমি কি জানো না যে, তোমার এবং তোমার ভাইয়ের উৎপত্তি যজ্ঞরূপ ধর্মাচরণ থেকেই হয়েছে। তোমার জন্ম-বৃত্তান্তই এই কথা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে, ধর্মের ফল

অবশ্যই পাওয়া যায়। ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু বুদ্ধিহীন ব্যক্তি অনেক কিছু পেয়েও সন্তুষ্ট হয় না। পাপ ও পুণ্যের ফল প্রাপ্তি তথা কর্মের কারণ—এ সবেরই মূলে আছে বিদ্যা ও অবিদ্যা। দেবতাগণ এটির রহস্য গুপ্ত রেখেছেন। সাধারণ মানুষ এ সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে না। যে সকল তত্ত্ববেত্তাগণ এটির রহস্য বোঝেন তাঁরা ফলের আশায় কর্ম করেন না বরং জ্ঞানপূর্বক তা বুঝে সেটির অনুষ্ঠান করেন। বাস্তবে এটির রহস্য দেবতাদেরও অজ্ঞাত। তবুও বিরাগী, স্বল্পাহারী, জিতেন্দ্রিয় ও তপস্বী ব্যক্তিগণ শুদ্ধ চিত্তে ধ্যান করে পূর্বোক্ত কর্মের স্বরূপ অবগত হন। ধর্মাচরণ করলেও যদি ফলপ্রাপ্তি না হয় তাহলেও তাতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরও উদ্যোগ করে যজ্ঞ করা উচিত। ঈর্ষা ত্যাগ করে দান করা উচিত। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন যে, কর্মের ফল অবশ্য পাওয়া যায় এবং ধর্ম সনাতন—মহর্ষি কাশ্যপ এই ব্যাপারে সাক্ষী। ধর্মের সম্পর্কে তোমার এই সন্দেহ কুয়াশার মতো অপসারিত হোক। সবই ঠিক, এরূপ ভেবে তুমি নাস্তিকতা ত্যাগ করো এবং ধর্ম ও ঈশ্বরের ওপর আক্ষেপ রেখো না। এটি বুঝতে চেষ্টা করো ও এদের প্রণাম জানাও। তোমার মনে যেন কখনো এরূপ বিপরীত কথা না আসে। যাঁর কৃপায় মানুষ মরেও অমরত্ব লাভ করে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মার কখনো অপমান করা উচিত নয়।'

দ্রৌপদী বললেন—ধর্মরাজ ! আমি ধর্ম বা ঈশ্বরের অবমাননা করছি না। আমি এখন বিপদ্‌গ্রস্ত, তাই প্রলাপ বলছি। আমি এখনও এই নিয়ে বলব। জ্ঞানী ব্যক্তিদের অতি অবশ্যই কর্ম করা উচিত, কারণ কর্মবিহীন হয়ে জড় পদার্থই বাঁচতে পারে, চেতন প্রাণী নয়। পূর্বজন্মের কথা ভাবলেই সব প্রমাণিত হয়, কারণ গো-বৎস জন্মেই মাতৃ দুগ্ধ পেয়ে থাকে, রোদের থেকে রক্ষা পেতে ছায়াতে গিয়ে বসে। এগুলি তার পূর্বজন্মের সংস্কারেই করে থাকে। সকল প্রাণীই তার উন্নতি বোঝে এবং প্রত্যক্ষরূপে নিজ কর্মের ফলভোগ করে। তাই আপনি কর্ম করুন, ধৈর্য হারাবেন না। আপনি কর্মের কবচে সুরক্ষিত হয়ে সুখী হোন। হাজারো লোকের মধ্যেও কোনো একজনও কর্ম করার যুক্তি ঠিকমতো জানে কি না এতে সন্দেহ আছে। যদি হিমালয় পাহাড় থেকে অল্প অল্পও কাঁকর-পাথর সরানো হয় এবং সেটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে স্বল্পকালেই সেটি ক্ষীণ হয়ে যায়। অতএব ধনরক্ষা এবং বৃদ্ধি করার জন্য কর্ম করার প্রয়োজন আছে। প্রজারা কর্ম না করলে সব উজাড় হয়ে যায়। তাদের কর্ম নিষ্ফল হলে, উন্নতি রুদ্ধ হয়। কর্মকে নিষ্ফল মনে করলেও কর্ম করতে হয়, কারণ কর্ম না করলে জীবন চলে না। যারা ভাগ্যের ওপর ভরসা করে হাতের ওপর হাত রেখে বসে থাকে, তারা পূর্বজন্মের কর্ম স্বীকার করে না। তাদের মূর্খ বলে জানতে হবে। যারা কাজ না করে আলস্যে জীবন কাটায় তারা মাটির তালের মতো জলে পড়ে গলে যায়। যারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজ করে না, তারা চিরকাল বাঁচতে পারে না। যারা ফল পাব কি না এই চিন্তায় থেকে কাজ করে তারা কর্মের কোনো ফল পায় না। যারা নিঃসন্দেহে থাকে, তারাই ফল পায়। ধৈর্যশীল ব্যক্তি সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত থাকেন এবং ফলের সম্পর্কে চিন্তা করেন না। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। কৃষক জমি চাষ করে বীজ বপন করে সন্তোষের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে। তারপরে তাকে জলসিঞ্চন করে অঙ্কুরিত করার কাজ মেঘ সম্পাদন করে। মেঘ যদি অনুগ্রহ না করে তাহলে কৃষকের কোনো অপরাধ নেই। কৃষক তখন ভাবে যে সকলে যা করেছে, আমিও তাই করেছি। এখন বর্ষা হোক বা না হোক আমি নির্দোষ। তেমনই ধৈর্যশীল ব্যক্তির, তাঁর বুদ্ধি অনুযায়ী দেশ, কাল, শক্তি ও উপায় ঠিকমতো চিন্তা করে কাজ করা উচিত। আমি একথা পিতৃগৃহে বৃহস্পতি-নীতির মর্মজ্ঞের কাছে শুনেছি। আপনি চিন্তা করে আপনার কর্তব্য নির্ধারণ করুন।

———o———

# যুধিষ্ঠির ও ভীমের কর্তব্য নিয়ে আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! দ্রৌপদীর কথা শুনে ভীমের মনে ক্রোধ জেগে উঠল। তিনি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন—'দাদা ! আপনি সৎপুরুষোচিত ধর্মানুকূল রাজার কর্তব্য পালন করুন। আমরা যদি ধর্ম, অর্থ ও কামে বঞ্চিত হয়ে এই তপোবনে পড়ে থাকি তাহলে আমাদের কী লাভ হবে ? দুর্যোধন ধর্ম, সরলতা অথবা বল-পৌরুষের সাহায্যে আমাদের রাজ্য জয় করেনি। কপট-দ্যূতে সে আমাদের প্রতারণা করেছে। আমরা তাদের যতই ক্ষমা করেছি, ততই সে আমাদের অক্ষম ভেবে দুঃখ দিয়ে চলেছে। এর থেকে ভালো ছিল কোনোপ্রকার ইতস্তত না করে যুদ্ধ করা। নিষ্কপট হয়ে যুদ্ধ করে আমরা যদি মারাও যাই, তাও ভালো, তাতে আমাদের অমরলোক প্রাপ্তি হবে। আর যদি আমরা ওদের পরাজিত করে পৃথিবীর রাজা হই, তাহলেও আমাদের কল্যাণ হবে। আমরা ধর্মে স্থিত আছি, আমরা চাই আমাদের যশ অক্ষুণ্ণ থাক এবং কৌরবদের শত্রুতার প্রতিশোধ নিই। তাহলে এখন প্রয়োজন আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করা। মানুষের শুধুমাত্র ধর্ম বা শুধু অর্থ বা শুধু কাম নিয়ে কালযাপন করা উচিত নয়। এই তিনটিই এমনভাবে করা উচিত, যাতে এগুলির মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য না হয়। এই বিষয়ে শাস্ত্রাদিতে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, দিবসের প্রথম ভাগে ধর্মাচরণ, দ্বিতীয় ভাগে ধনোপার্জন এবং সায়ংকালে কাম উপভোগ করা উচিত। আমরা সকলেই ভালোভাবে জানি যে, আপনি নিরন্তর ধর্মাচরণে ব্যাপৃত থাকেন। তা সত্ত্বেও সকলে আপনাকে বেদমন্ত্রের সাহায্যে কর্ম করার পরামর্শ দেন। দান, যজ্ঞ, সৎপুরুষের সেবা, বেদ অধ্যয়ন ও সরলতা এগুলি মুখ্য ধর্ম। কিন্তু মহারাজ ! মানুষের অন্য সবকিছু থাকলেও অর্থ না থাকলে ধর্মাচরণ সম্ভব নয়। জগতের আধার ধর্ম এবং ধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো বস্তু নেই। কিন্তু সেই ধর্মাচরণ অর্থের দ্বারাই হয়। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা উৎসাহহীন হয়ে বসে থাকলে ধন পাওয়া যায় না। ধর্ম আচরণ করলেই তা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করেও তাঁর জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ। তাই আপনাকে পরাক্রম দ্বারাই সেই ধন-প্রাপ্তির উদ্যোগ করতে হবে। আপনি আপনার ক্ষত্রিয় ধর্ম স্বীকার করে আমাকে এবং অর্জুনকে নিয়োগ করে শত্রু সংহার করুন। শত্রুদের পরাজিত করে আপনি যে ফল পাবেন তা কখনই নিন্দনীয় হবে না। প্রজাপালনই আপনার সনাতন ধর্ম। আপনি যদি ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম পরিত্যাগ করেন, তাহলে আপনি হাস্যাস্পদ হবেন। মানুষের নিজ ধর্ম উল্লঙ্ঘন করা জগতে ভালো বলে পরিগণিত হয় না। আপনি এই শৈথিল্য পরিত্যাগ করুন। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দৃঢ়তা এবং বীরত্ব স্বীকার করে ধর্মের পালন করুন। অর্জুনের মতো ধনুর্ধারী আর কেউ আছে কি ? ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমার মতো গদাযুদ্ধবিশারদ আর কে আছে ? বলশালী ব্যক্তি নিজের বলের ওপর ভরসা করেই যুদ্ধ করে, সৈন্যসংখ্যা দ্বারা নয়। আপনি বলের সাহায্য নিন। মৌমাছি যদিও ক্ষুদ্র প্রাণী, তবুও তারা একত্রে মধু হরণকারীর প্রাণনাশ করে দেয়। তেমনই বলহীন ব্যক্তিরাও একত্রিত হয়ে বলশালী শত্রুর জীবন নাশ করতে পারে। সূর্য যেমন কিরণের সাহায্যে পৃথিবীর রস গ্রহণ করে বৃষ্টি দ্বারা প্রজাপালন করে, তেমনই আপনিও দুর্যোধনের কাছ থেকে রাজ্য জয় করে প্রজাপালন করুন। আমাদের পিতা-পিতামহ শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রজাপালন করেছিলেন, প্রজাপালন আমাদের সনাতন ধর্ম। একজন ক্ষত্রিয় যুদ্ধে সৎভাবে বিজয় লাভ করে অথবা প্রাণদান করে যে লোক প্রাপ্ত হয়, তপস্যার দ্বারাও তা লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণ এবং কুরুবংশীয়গণ একত্রিত হয়ে আনন্দিত চিত্তে আপনার সত্যরক্ষার কথা আলোচনা করছেন। আপনি লোভ, মোহ, ভয়, কাম ইত্যাদিতে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। আপনি রাজাদের বিনাশজনিত পাপের জন্য যদি ভয় পান, তবে তাও অমূলক। কারণ রাজা রাজ্য জয় করার জন্য যে পাপ করেন, তা তাঁরা বড় বড় যজ্ঞ করে দান-দক্ষিণা দ্বারা ক্ষয় করে দেন। আপনিও ব্রাহ্মণদের সহস্রগাভী এবং গোধন দান করে পাপমুক্ত হবেন। এখন আপনি শীঘ্রই শত্রুকে আক্রমণ করুন। আজই শুভ দিন। ব্রাহ্মণ দিয়ে স্বস্তিবাচন করিয়ে আপনার অস্ত্রকুশল শূরবীর ভাইদের সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুর আক্রমণ করুন। সৃঞ্জয় বংশের রাজা, কেকয়বংশের রাজা এবং বৃষ্ণিকুলভূষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যেও কি আমরা যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারব না ? আমরা আমাদের অনুগত লোকজন এবং শক্তির সাহায্যে শত্রুর হাত থেকে রাজ্য কেন নিয়ে নেব না ?'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—ভাই ভীম ! মানুষ উদ্যোগী, অভিমানী ও বীর হয়েও নিজ মনকে বশীভূত করতে পারে না। আমি তোমার কথাকে অসম্মান করছি না। কিন্তু আমি মনে করি এমন হওয়াই আমার ভাগ্যে ছিল। যখন আমরা জুয়া খেলার জন্য দ্যূতসভায় এলাম, সেই সময় দুর্যোধন ভরতবংশীয় রাজাদের সামনে এই আধিপত্য প্রকাশ করে বলেছিল, 'যুধিষ্ঠির ! যদি তুমি জুয়াতে হেরে যাও, তাহলে ভাইদের সঙ্গে তোমাকে বারো বছর বনে বাস করতে হবে এবং তেরতম বছরে অজ্ঞাত স্থানে বাস করতে হবে। সেই সময় কৌরবদের কোনো দূত যদি তোমাদের খুঁজে পায় তাহলে আরও বারো বছর বনে এবং পুনরায় তেরতম বছরে গুপ্ত বাস করতে হবে। আর যদি আমরা হেরে যাই, আমরা সব ভাই সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে একই নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করব।' ভীম ! আমি দুর্যোধনের কথা মেনে নিয়েছিলাম এবং তেমনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তুমি এবং অর্জুন দুজনেই এই ঘটনা জানো। তারপরে সেই অধর্মময় জুয়া খেলা হয়েছিল, আমরা হেরে গিয়ে নিয়ম অনুসারে বনবাস করছি। মহাত্মা সৎ ব্যক্তিদের সামনে একবার প্রতিজ্ঞা করে আবার রাজ্যের জন্য কে তা ভঙ্গ করবে ? এক কুলীন ব্যক্তি যদি রাজ্য লোভে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তা পেয়েও যায় তবে তা মরণের অধিক দুঃখদায়ক। আমি কুরুবংশীয় বীরদের সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তার থেকে সরতে পারি না। কৃষক যেমন বীজ বপন করে তা পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে, তেমনই তোমারও উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। সময় না হলে কিছুই হবে না। ভীম ! আমার প্রতিজ্ঞা শোন, আমি দেবত্ব প্রাপ্তি এবং ইহলোকে জীবিত থাকার চেয়েও ধর্মকে বেশি ভালোবাসি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে রাজ্য, পুত্র, কীর্তি, ধন—এই সব মিলেও সত্যধর্মের ষোলো আনার এক আনার সমানও হতে পারে না।

ভীম বললেন—দাদা ! পাত্রের কাজল যেমন সামান্য পরিমাণে নিত্য ব্যবহারেও একদিন শেষ হয়ে যায় তেমনি মানুষের আয়ু দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, এখন কি সময়ের জন্য বসে থাকলে চলে ? যে ব্যক্তি জানে যে তার আয়ু দীর্ঘ, অনন্ত সময় আছে এবং ভূত ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ দেখতে পায়, সে-ই শুধু সময়ের প্রতীক্ষা করতে পারে। মৃত্যু শিয়রে অপেক্ষমান, তা আসার আগেই আমাদের রাজ্যলাভের উপায় করে নেওয়া উচিত। আপনি সম্মানিত বংশের বুদ্ধিমান, পরাক্রমী এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। আপনি কেন ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্ট পুত্রদের ক্ষমা করছেন ? এইরূপ অহেতুক বিলম্বের কারণ কী ? আপনি আমাদের বনে লুকিয়ে রাখতে চান, যেন ঘাস দিয়ে হিমালয় পর্বতকে লুকিয়ে রাখার মতো। আপনি একজন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি। সূর্য যেমন আকাশে লুকিয়ে বিচরণ করতে পারে না, তেমনই আপনিও কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারেন না। অর্জুন, নকুল এবং সহদেবও কীভাবে একসঙ্গে লুকিয়ে থাকবে ? রাজরানি দ্রৌপদী কী করে লুকিয়ে থাকতে পারে ? আমাকেও বালক-বৃদ্ধ সকলেই চেনে, আমি কী করে একবছর গুপ্তভাবে থাকব ! আমরা আজ পর্যন্ত তের-মাস বনে থাকলাম। বেদের নির্দেশানুসারে আপনি এটিকেই তের বছর করে গুণে নিন। বছরের প্রতিনিধি হল মাস, অতএব তের মাসেই তের বছরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা সম্ভব। দাদা ! আপনি শত্রুবিনাশের জন্য দৃঢ় নিশ্চিত হন, ক্ষত্রিয়দের কাছে যুদ্ধের থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই। অতএব আপনি যুদ্ধ করতে সম্মতি দিন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর যুধিষ্ঠির বললেন—বীর ভীমসেন ! তোমার দৃষ্টি শুধু অর্থের ওপর, তাই তোমার কথাও ঠিক। কিন্তু আমি অন্য কথা বলছি। সাহস দিয়েই শুধু কোনো কাজ করা উচিত নয়। যারা এরূপ কাজ করে তাদের দুঃখভোগ করতে হয়। যে কোনো কাজ করতে হলে ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করে যুক্তি এবং উপায়ের সাহায্যে করা উচিত। তাহলে দৈবও অনুকূল হন। তখন সিদ্ধিলাভে আর কোনো বাধা থাকে না। বল এবং দর্পে উৎসাহিত হয়ে বালকসুলভ চপলতায় তুমি যে কাজ করতে বলছ, সেই সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। ভূরিশ্রবা, শল্য, জরাসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং ধৃতরাষ্ট্রের শস্ত্রবিদ কুশল পুত্রগণ আমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত আছে। আগে আমরা যেসব রাজাদের পরাজিত করেছিলাম এখন তাঁরা ওদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দুর্যোধন ও কৌরবসেনার সব বীরদের, সেনাপতিদের এবং মন্ত্রীদের এবং তাঁদের পরিবারবর্গকেও উত্তম বস্ত্র এবং ভোগ-সামগ্রী দিয়ে স্বপক্ষে করে নিয়েছেন। এঁরা প্রাণ থাকা পর্যন্ত দুর্যোধনের পক্ষে লড়াই করবেন, এ আমার স্থির বিশ্বাস। যদিও পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য আমাদের দুই পক্ষের ওপরই সমদৃষ্টি রাখেন, তা সত্ত্বেও তাঁরা যেহেতু ওঁদের রাজ্যে থাকেন এবং অন্নগ্রহণ করেন, তাই দুর্যোধনের জন্যই ওঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করবেন।

তাঁরা সকলেই অস্ত্রকুশল এবং বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি। আমার বিশ্বাস যে সমস্ত দেবতা সহ ইন্দ্রও ওঁদের সামনে যুদ্ধে জয়ী হতে পারবেন না। কর্ণের বীরত্ব, উৎসাহ এবং তেজস্বিতা অপূর্ব। তাঁর দেহ অভেদ্য কবচে আচ্ছাদিত। তাঁকে পরাজিত না করে তুমি দুর্যোধনকে বধ করতে পারবে না।

যখন যুধিষ্ঠির এবং ভীম এইরূপ কথাবার্তা বলছিলেন সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সেখানে পদার্পণ করলেন।

—— ০ ——

## যুধিষ্ঠিরকে বেদব্যাসের উপদেশ, প্রতিস্মৃতি বিদ্যাপ্রাপ্ত করে অর্জুনের তপোবন যাত্রা এবং ইন্দ্রের পরীক্ষা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! পাণ্ডবরা এগিয়ে গিয়ে বেদব্যাসকে স্বাগত জানালেন ও আসনে বসিয়ে বিধিসম্মতভাবে তাঁকে পূজা করলেন। বেদব্যাস ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—প্রিয় যুধিষ্ঠির ! আমি তোমার মনের কথা জানি। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি। তোমার মনে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং দুর্যোধন ইত্যাদির যে ভয় আছে, আমি শাস্ত্ররীতির সাহায্যে তা দূর করব। তুমি আমার উপদেশ মেনে চলো, তোমার মনের সমস্ত আশঙ্কা দূর হবে। এই বলে তিনি যুধিষ্ঠিরকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন—যুধিষ্ঠির ! তুমি আমার শরণাগত শিষ্য, তাই আমি তোমাকে মূর্তিমান সিদ্ধির সমান প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যা দান করছি। তুমি এই বিদ্যা অর্জুনকে শিখিয়ে দাও, এই বলে বলীয়ান হয়ে সে তোমাদের শত্রুর কাছ থেকে রাজ্য উদ্ধার করবে। অর্জুন তপস্যা এবং পরাক্রমের সাহায্যে দেবদর্শনের যোগ্যতা সম্পন্ন ; সে নারায়ণের সহচর মহাতপস্বী ঋষি নর। তাকে কেউ হারাতে পারবে না, সে অচ্যুতস্বরূপ। সুতরাং তুমি অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য ভগবান শংকর, দেবরাজ ইন্দ্র, বরুণ, কুবের এবং ধর্মরাজের কাছে পাঠাও। সে ওঁদের কাছ থেকে অস্ত্র প্রাপ্ত করে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে উঠবে। এখন তোমাদের কোনো দূর বনে গিয়ে বাস করতে হবে। কেননা তপস্বীদের চিরকাল একস্থানে থাকা দুঃখদায়ক হয়। এই কথা বলে ভগবান বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দান করে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভগবান ব্যাসের উপদেশানুসারে মন্ত্র জপ ও মনন করতে লাগলেন। এতে তাঁর মন অত্যন্ত প্রসন্ন হল। তাঁরা এবার দ্বৈতবন থেকে রওনা হয়ে সরস্বতীতীরে কাম্যক বনে এলেন। বেদজ্ঞ এবং তপস্বী ব্রাহ্মণরাও তাঁদের অনুসরণ করে সেখানে এলেন। সেইস্থানে থেকে তাঁরা মন্ত্রী এবং সেবকদের সঙ্গে নিয়ে পিতৃপুরুষ, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সেবা করতে লাগলেন। ব্যাসদেবের উপদেশ অনুসারে ধর্মরাজ একদিন অর্জুনকে একান্তে ডেকে বললেন—অর্জুন ! ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রমুখ মহারথীরা অস্ত্রশস্ত্রে অত্যন্ত কুশল। দুর্যোধন বিভিন্ন ভাবে তাঁদের বশীভূত করেছে। আমাদের শুধু তুমিই ভরসা। আমি তোমাকে এক গুপ্তবিদ্যা জানাচ্ছি, ভগবান বেদব্যাস আমাকে এই বিদ্যা দান করেছেন। তুমি খুব সাবধানে এই মন্ত্র আমার কাছে শিখে নাও এবং এটি প্রয়োগ করে সময়মতো দেবতাদের কৃপা লাভ করো। এর জন্য তুমি কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করবে এবং ধনুক-বাণ-কবচ ও খড়্গ নিয়ে সাধকের ন্যায় উত্তরাঞ্চলে প্রস্থান করো। সেখানে তুমি কঠোর তপস্যা দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে লীন করে দেবতাদের কৃপা লাভ করো। বৃত্রাসুরের থেকে ভীত হয়ে দেবতারা তাঁদের সমস্ত অস্ত্র ইন্দ্রকে সমর্পণ করেছেন। তাই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ইন্দ্রের কাছেই আছে। তুমি ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করো, তিনি প্রসন্ন হলে তোমাকে সব অস্ত্র দেবেন। তুমি আজই মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে ইন্দ্রদেবকে দর্শনের নিমিত্ত রওনা হয়ে যাও। ধর্মরাজ সংযমশীল অর্জুনকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ব্রতপালন করিয়ে গুপ্ত মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন এবং ইন্দ্রকীল যাবার নির্দেশ দিলেন। অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক, অক্ষয় তূণীর এবং কবচে সুসজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হলেন।

সেইসময় দ্রৌপদী অর্জুনের কাছে এসে বললেন—'হে বীর ! পাপী দুর্যোধন পূর্ণ সভাকক্ষে আমাকে অনেক অনুচিত কটু বাক্য বলেছে। আমি যদিও তাতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি তবু তোমার বিরহ-ব্যথা তার থেকেও অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের সুখ দুঃখের

তুমিই একমাত্র সহায়। আমাদের জীবন-যাপন, রাজ্য এবং ঐশ্বর্য লাভ তোমার পুরুষার্থের ওপরই নির্ভর। তাই আমি তোমাকে যাওয়ায় উৎসাহ দিচ্ছি এবং ঈশ্বর এবং সমস্ত দেব দেবীর কাছে তোমার কল্যাণ ও সাফল্য প্রার্থনা করছি।'

অর্জুন ভাইদের এবং পুরোহিত ধৌম্যকে ডান দিকে রেখে গাণ্ডীব ধনুক হাতে নিয়ে উত্তরাপথে যাত্রা করলেন। পরম পরাক্রমী অর্জুন যখন ইন্দ্রকে দর্শন করার বিদ্যাপ্রাপ্ত হয়ে পথ চলছিলেন, তখন সকল প্রাণী তাঁর রাস্তা ছেড়ে সরে যাচ্ছিলেন। অর্জুন এত দ্রুতগতিতে যাচ্ছিলেন যে, একদিনেই তিনি পবিত্র এবং দেবসেবিত হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছলেন। তারপর তিনি গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে অত্যন্ত সাবধানে রাত-দিন পথ চলতে চলতে ইন্দ্রকীলে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন—'দাঁড়াও।' এদিক সেদিক তাকিয়ে অর্জুন দেখলেন একজন তপস্বী বৃক্ষছায়ায় বসে আছেন। তপস্বীর দেহ কৃশ হলেও, তাতে ব্রহ্মতেজ চমকিত হচ্ছিল। সেই জটাধারী তপস্বীকে দেখে অর্জুন দাঁড়িয়ে রইলেন। তপস্বী বললেন—'ধনুক-বাণ-কবচ ও তলোয়ার ধারণকারী তুমি কে ? এখানে কী প্রয়োজনে এসেছ ? এখানে অস্ত্র-শস্ত্রের কোনো কাজ নেই। শান্ত স্বভাব তপস্বীরা এখানে থাকেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় না, সুতরাং তুমি তোমার ধনুর্বাণ ফেলে দাও।' তপস্বী মৃদুহাস্যে এই কথা বললেও অর্জুন তাঁর মত পরিবর্তন করলেন না। তিনি স্থির করেছিলেন যে অস্ত্র-ত্যাগ করবেন না। অর্জুনকে অবিচল থাকতে দেখে তপস্বী মৃদুহাস্যে বললেন—'অর্জুন ! আমি ইন্দ্র ! তোমার যা ইচ্ছা, আমার কাছে চেয়ে নাও।' অর্জুন দুই হাত জোড় করে ইন্দ্রকে প্রণাম করলেন এবং বললেন—'হে দেবরাজ ! আমি আপনার কাছে সমগ্র অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করতে চাই। আপনি আমাকে এই বর দিন।' ইন্দ্র বললেন—'তুমি এখন অস্ত্রবিদ্যা শিখে কী করবে ? মনোমত ঐশ্বর্য চেয়ে নাও।' অর্জুন বললেন—'আমি লোভ, কাম, দেবত্ব, সুখ অথবা ঐশ্বর্যের লোভে আমার ভাইদের বনে ছেড়ে দিতে পারি না। আমি অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করে আমার ভাইদের কাছে ফিরে যেতে চাই।' ইন্দ্র অর্জুনকে বুঝিয়ে বললেন—'হে মহাবীর ! ভগবান শংকরের সঙ্গে তোমার যখন সাক্ষাৎ হবে তখন আমি তোমাকে আমার সমস্ত দিব্য-অস্ত্র প্রদান করব। তুমি তাঁর সাক্ষাৎলাভের জন্য সাধনা করো। তাঁর দর্শনলাভে সিদ্ধ হলে তুমি স্বর্গে আমার কাছে আসবে।' এই বলে ইন্দ্র অন্তর্ধান করলেন।

---
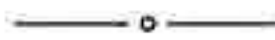
## অর্জুনের তপস্যা, শংকরের সঙ্গে যুদ্ধ, পাশুপতাস্ত্র এবং দিব্যাস্ত্র লাভ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—'পূজাবর ! মনস্বী অর্জুন কী প্রকারে দিব্য অস্ত্র লাভ করলেন ? আমি বিস্তারিতভাবে সেই কথা শুনতে আগ্রহী।'

বৈশম্পায়ন বললেন—'জনমেজয় ! মহারথী এবং দৃঢ়ব্রতী অর্জুন হিমালয় লঙ্ঘন করে এক বৃহৎ কণ্টকপূর্ণ জঙ্গলে পৌঁছলেন। অপূর্ব তার শোভা, সেই শোভা দেখে অর্জুন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি কুশবস্ত্র, দণ্ড, মৃগচর্ম ও কমণ্ডলু ধারণ করে একনিষ্ঠ চিত্তে তপস্যা করতে লাগলেন। প্রথম মাসে তিনি তিন দিন অন্তর গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতা খেয়ে থাকতেন, দ্বিতীয় মাসে ছয় দিন অন্তর এবং তৃতীয় মাসে পনেরো দিন অন্তর পাতা খেতেন। চতুর্থ মাসে হাত তুলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু বায়ু সেবন করে থাকতেন। প্রত্যহ স্নান করার জন্য তাঁর জটা উজ্জ্বল হলুদবর্ণ ধারণ করেছিল।'

বড় বড় মুনি-ঋষিরা ভগবান শংকরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন—'ভগবান ! তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যায় রত। তার একনিষ্ঠ তপস্যায় সমস্ত মুনি-ঋষিরা চমৎকৃত। অর্জুনের তপস্যার তেজে চতুর্দিক ধূম্রবর্ণ ধারণ করেছে।' ভগবান শংকর এই শুনে তাঁদের বললেন—'আমি আজ অর্জুনের ইচ্ছা পূর্ণ করব।' ঋষিরা চলে গেলে ভগবান শংকর সোনার মতো ভীলমূর্তি ধারণ করে, সুন্দর ধনুক, সর্পাকৃতি বাণ নিয়ে পার্বতীকে সঙ্গে করে অর্জুনের কাছে এলেন। বহু ভূত-প্রেতও ভীলমূর্তি ধারণ করে তাঁদের সঙ্গে এল। ভীলবেশধারী ভগবান শংকর অর্জুনের কাছে এসে দেখলেন যে, মূক দানব জঙ্গলী শূকরের রূপ ধারণ করে

তপস্বী অর্জুনকে হত্যার চেষ্টা করছে, অর্জুনও শূকরটিকে দেখেছিলেন। অর্জুন গাণ্ডীবে সর্পাকৃত বাণ লাগিয়ে ধনুকে টংকার দিয়ে বললেন—'দুষ্ট ! তুমি আমার মতো নিরপরাধকে মারতে চাও। আমি তোমাকে প্রথমেই যমের দুয়ারে পাঠাচ্ছি।' যেই তিনি বাণ ছুঁড়তে গেলেন, ভীলবেশী শিব তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন— 'আমি আগেই একে মারব বলে স্থির করেছি, তুমি একে মেরো না।' অর্জুন ভীলের কথায় কর্ণপাত না করে শূকরের ওপর বাণ ছুঁড়লেন। শিবও তৎক্ষণাৎ তাঁর বজ্র বাণ চালালেন। দুটি বাণই মূক দানবের দেহের ওপর ধাক্কা খেল, ভয়ংকর আওয়াজ হল। তারপর অসংখ্য বাণের আঘাতে শূকরটি ভয়ংকর দানবের রূপে প্রকটিত হয়ে মারা গেল। অর্জুন তখন ভীলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'তুমি কে'? এইসব লোক নিয়ে নির্জন বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? এই শূকর আমাকে বধ করতে এসেছিল, আমি তাই আগেই ওকে বধ করার সিদ্ধান্ত করি। তুমি কেন একে হত্যা করতে চেয়ে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করলে ? আমি তোমাকেও যুদ্ধে পরাস্ত করব।' ভীল বলল—'আমি তোমার আগে এই শূকরকে মেরেছি। তোমার থেকে আগেই আমি একে মারব ঠিক করে ছিলাম। এ আমার নিশানা ছিল, আমিই একে বধ করেছি। একটু অপেক্ষা করো, আমি বাণ চালাচ্ছি, শক্তি থাকে তো সামলাও। তা না হলে তুমিই আমার ওপর আঘাত হানো।' ভীলের কথা শুনে অর্জুন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন, তিনি ভীলের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

অর্জুনের বাণ যখনই ভীলের কাছে যাচ্ছিল, তিনি তা ধরে ফেলছিলেন। ভীলবেশী ভগবান শংকর হেসে বলতে লাগলেন—'নির্বোধ ! মার, খুব মার ; একটুও থামিস না।' অর্জুন বাণের বন্যা বওয়ালেন। দুদিক থেকে বাণযুদ্ধ শুরু হল। বাণগুলি ভীলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করল না দেখে অর্জুন খুব আশ্চর্য হলেন। অর্জুন বাণ ছুঁড়লেই ভীল সেটি হাতে ধরে নেন। অর্জুনের বাণ শেষ হয়ে গেল। অর্জুন তখন ধনুকের কোণা দিয়ে তাঁকে মারতে গেলে ভীল সেটি কেড়ে নিলেন। তরবারি দিয়ে মারতে গেলে সেটি দুটুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পাথর এবং গাছ তুলে মারতে গেলে ভীল তা আগেই কেড়ে নেন। অর্জুন তখন তাঁকে ঘুসি মারতে গেলেন। ভীলও তখন তাঁকে ঘুসি মারলে অর্জুন মূর্ছিত হলেন। তখন ভীল অর্জুনের দুই হাত দুমড়ে মুচড়ে দিলেন। অর্জুন আর নড়া-চড়া করতে পারলেন না, তাঁর দম

বন্ধ হয়ে আসছিল, রক্তে মাখামাখি হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে অর্জুনের জ্ঞান ফিরল। তিনি মাটির এক বেদী তৈরি করে ভগবান শংকরের মূর্তি স্থাপন করে, তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে পূজা করতে লাগলেন। অর্জুন দেখতে পেলেন তিনি যে ফুল মহাদেবের মাথায় দিচ্ছেন, তা গিয়ে ভীলের মাথায় পড়ছে। এই দেখে অর্জুন বুঝতে পারলেন যে, ভীল আসলে কে, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে ভীলের চরণে প্রণাম জানালেন। ভগবান শংকর প্রসন্ন হয়ে আশ্চর্যান্বিত, আহত অর্জুনকে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন—'অর্জুন ! তোমার অনুপম কর্মে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার মতো শূরবীর ক্ষত্রিয় আর দ্বিতীয় নেই। তোমার তেজ ও বল আমারই মতো। আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি আমার স্বরূপ দর্শন করো। তুমি সনাতন ঋষি, তোমাকে আমি দিব্য জ্ঞান প্রদান করছি। এর প্রভাবে তুমি শত্রুদের এবং দেবতাদেরও পরাজিত করতে সক্ষম হবে। আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে এমন এক অস্ত্র দিচ্ছি, যা কেউ নিবারণ করতে পারবে না। তুমি মুহূর্তের মধ্যে আমার এই অস্ত্র ধারণ করতে পারবে।' তারপর অর্জুন ভগবতী পার্বতী এবং ভগবান শংকরের দর্শন লাভ করলেন। তিনি নতজানু হয়ে পরম প্রার্থিত শংকরের চরণ স্পর্শ করলেন।

অর্জুন ভগবান শংকরকে প্রসন্ন করার জন্য তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—'প্রভো ! আপনি দেবাদিদেব মহাদেব,

আপনি জগতের মঙ্গলকারী ও নীলকণ্ঠী, জটাধারী। আপনি কারণ সমূহেরও কারণ, ত্রিনেত্র এবং ব্যাপ্তি স্বরূপ, দেবতাদের আশ্রয় এবং জগতের মূল কারণ। আপনাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। আপনিই শিব, আপনিই বিষ্ণু। আমি আপনার চরণে প্রণাম করি। আপনি দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংসক ও হরিহর স্বরূপ। আপনি সর্বস্বরূপ, ভক্তবৎসল, পিনাকপানি। আপনি সূর্যস্বরূপ, শুদ্ধমূর্তি এবং সৃষ্টির বিধাতা। আমি আপনার চরণে প্রণাম করি। আপনিই সর্বভূতমহেশ্বর, সর্বেশ্বর, কল্যাণকারী, পরমকারণ, স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমায় ক্ষমা করুন। আপনার দর্শনের আশায় আমি এই পর্বতে এসেছি। আমি অজ্ঞানবশত আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস করেছি। দয়া করে আমার অপরাধ নেবেন না। আমি আপনার শরণাগত, আমাকে ক্ষমা করুন।' অর্জুনের স্তুতি শুনে ভগবান শংকর হেসে অর্জুনের হাত ধরে বললেন—'ক্ষমা করলাম' ; তারপর ভগবান অর্জুনকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন।

ভগবান শংকর বললেন—'অর্জুন ! তুমি নারায়ণের নিত্যসহচর নর। পুরুষোত্তম বিষ্ণু এবং তোমার পরম তেজের আধারেই জগৎ টিকে আছে। ইন্দ্রের অভিষেকের সময় তুমি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনুক দিয়ে দানব নাশ করেছিলে। আজ আমি মায়ার সাহায্যে ভীলরূপ ধারণ করে তোমারই উপযুক্ত গাণ্ডীব ধনুক এবং অক্ষয় তূণীর কেড়ে নিয়েছি। তুমি এবার সেগুলি নিয়ে নাও। তোমার শরীরও নীরোগ ও সুস্থ হবে। আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তোমার ইচ্ছা মতো বর চেয়ে নাও।' অর্জুন বললেন—'ভগবান ! আপনি আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হয়ে বরপ্রদান করতে চান তাহলে আমাকে আপনার পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন। এই ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রলয়ের সময় জগৎ নাশ করে। সেই অস্ত্রের সাহায্যে আমি আগামী যুদ্ধে সকলকে যাতে পরাজিত করতে পারি, সেই আশীর্বাদ করুন। এই অস্ত্রের সাহায্যে রণভূমিতে আমি দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব এবং সর্পকুল ভস্ম করে দেব। আমি জানি মন্ত্রপূত করে নিক্ষেপ করলে এই পাশুপত অস্ত্র থেকে হাজার হাজার ত্রিশূল, ভয়ংকর গদা এবং সর্পাকৃতি বাণ নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। আমি এই পাশুপত অস্ত্রের সাহায্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং দুর্মুখ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করব।' ভগবান

শংকর বললেন—'বীর অর্জুন ! আমি তোমাকে প্রিয় পাশুপত অস্ত্র দিচ্ছি। কারণ তুমি এর ধারণ, প্রয়োগ এবং উপসংহারের অধিকারী। ইন্দ্র, যমরাজ, কুবের, বরুণ এবং বায়ুও এই অস্ত্র ধারণ, প্রয়োগ ও উপসংহারে সক্ষম নয়। তাহলে মানুষের আর কী কথা ! আমি তোমাকে এই অস্ত্র দিলেও তুমি সহসা এটি কারো ওপর প্রয়োগ কোরো না। অল্পশক্তি মানুষের ওপর এটি প্রয়োগ করলে এটি সমস্ত জগৎ ধ্বংস করে ফেলবে। যদি সংকল্প, বাক্য, ধনুক অথবা দৃষ্টি দ্বারা—কোনোভাবে শত্রুর ওপর এটি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এটি তাকে নাশ করে ফেলে।'

অর্জুন স্নান করে পবিত্র হয়ে ভগবান শংকরের কাছে এসে বললেন 'এবার আমাকে পাশুপত অস্ত্র শিক্ষা দিন।' মহাদেব অর্জুনকে তার প্রয়োগ থেকে উপসংহার পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব, রহস্য বুঝিয়ে দিলেন। মূর্তিমান কালের মতো পাশুপত অস্ত্র অর্জুনের কাছে এল এবং অর্জুন তা গ্রহণ করলেন। সেইসময় পর্বত, বন, সমুদ্র, নগর, গ্রাম এবং খনি সহ সমস্ত পৃথিবী আলোড়িত হল। ভগবান শংকর অর্জুনকে স্বর্গে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি ভগবান শংকরকে প্রণাম করে হাতজোড় করে দাঁড়ালে, ভগবান

তাঁকে নিজ হাতে গাণ্ডীব ধনুক দিয়ে আকাশমার্গে অন্তর্ধান হলেন।

তখনকার অর্জুনের মানসিক অবস্থার বর্ণনা হয় না। তিনি ভাবছিলেন 'আজ ভগবান শংকরের দর্শন লাভ হয়েছে, তিনি আমার দেহে তাঁর হাত স্নেহভরে বুলিয়ে দিয়েছেন। আমি ধন্য, আজ আমার মনোস্কামনা পূর্ণ হয়েছে।' অর্জুন যখন এইসব ভাবছিলেন, তখন তাঁর সামনে বৈদূর্যমণির ন্যায় কান্তিমান জলচর বেষ্টিত হয়ে জলাধীপ বরুণ, স্বর্ণের ন্যায় বঙ্কিমান ধনাধীপ কুবের, সূর্যপুত্র যমরাজ এবং বহু গুহ্যক-গন্ধর্ব ইত্যাদি মন্দারচলের তেজস্বীগণ এলেন। কিছুক্ষণ পরে দেবরাজ ইন্দ্রও ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ঐরাবতের পিঠে করে দেবগণের সঙ্গে মন্দারচলে এলেন। সকল দেবতা এলে ধার্মিক যমরাজ মধুর স্বরে বললেন—'অর্জুন! দেখো, সব লোকপাল তোমার কাছে এসেছেন। এখন তুমি আমাদের দর্শন লাভের যোগ্য হয়েছ, দিব্যদৃষ্টি গ্রহণ করো, আমাদের দর্শন করো। তুমি সনাতন ঋষি নর, মনুষ্যরূপে অবতার গ্রহণ করেছ। এখন তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থেকে পৃথিবীর ভার লাঘব করো। আমি তোমাকে আমার এই দণ্ড দিচ্ছি একে কেউ নিবারণ করতে পারে না।' অর্জুন অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সেই দণ্ড গ্রহণ করলেন। তার মন্ত্র, পূজার বিধি-নিয়ম এবং প্রয়োগ ও উপসংহারের নিয়ম শিখে নিলেন। বরুণ বললেন—'অর্জুন! আমার দিকে তাকাও, আমি জলাধীপ বরুণ! আমার বারুণ পাশ যুদ্ধে কখনো নিষ্ফল হয় না। তুমি এটি গ্রহণ করে এর প্রয়োগ বিধি শিখে নাও। তারকাসুরের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে আমি এই পাশের সাহায্যে হাজার হাজার দৈত্যকে বন্দী করেছিলাম। তুমি এর সাহায্যে যাকে ইচ্ছা বন্দী করতে পারো।'

অর্জুন পাশ স্বীকার করে নিলে ধনাধীপ কুবের বললেন—'অর্জুন! তুমি ভগবানের নর-রূপ। প্রথম কল্পে তুমি আমার সঙ্গে খুব পরিশ্রম করেছিলে। অতএব তুমি আমার কাছ থেকে অন্তর্ধান নামক এই অনুপম অস্ত্র গ্রহণ করো। বল-পরাক্রম এবং তেজপ্রদানকারী এই অস্ত্র আমার অত্যন্ত প্রিয়। ভগবান শংকর ত্রিপুরাসুরকে নাশ করার সময় এর প্রয়োগ করে অসুরকে ভস্ম করেছিলেন। এটি তোমার জন্যই, তুমি এটিকে গ্রহণ করো।' অর্জুন সেটি গ্রহণ করলে দেবরাজ ইন্দ্র মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন—'প্রিয় অর্জুন! তুমি ভগবানের নর-রূপ। তুমি পরম সিদ্ধি এবং দেবতাদের পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছ। তোমাকে দেবতাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে এবং স্বর্গেও যেতে হবে। তুমি তার জন্য প্রস্তুত হও। সারথি মাতলি তোমার জন্য রথ নিয়ে আসবে। তখন আমি তোমাকে দিব্য অস্ত্রও দেব।' এইভাবে সমস্ত লোকপালগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত হয়ে অর্জুনকে দর্শন ও বরপ্রদান করেন। অর্জুন প্রসন্নচিত্তে সকলের স্তুতি এবং ফল-ফুল দ্বারা পূজা করলেন। দেবতারা নিজ নিজ ধামে প্রস্থান করলেন।

—o—

## স্বর্গে অর্জুনের অস্ত্র এবং নৃত্য-শিক্ষা, উর্বশীর প্রতি মাতৃভাব, ইন্দ্র কর্তৃক লোমশ ঋষিকে পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! দেবতারা চলে গেলে অর্জুন সেইস্থানেই ইন্দ্রের রথের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্রের সারথি মাতলি দিব্যরথ নিয়ে উপস্থিত হলেন। রথের উজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেল, মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। চারিদিকে ভীষণ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রথটি তলোয়ার, শক্তি, গদা, তেজঃপূর্ণ বাণ, বজ্র, তোপ, বায়ুবেগে গুলি নিক্ষেপ করার যন্ত্র ইত্যাদি নানা অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। দশ হাজার বায়ুগামী ঘোড়ায় সেটি সংযুক্ত ছিল। সেইসময় দিব্যরথের চমকে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। স্বর্ণদণ্ডে শ্যামবর্ণের বৈজয়ন্তী ধ্বজা হাওয়ায় উড়ছিল। সারথি মাতলি অর্জুনের কাছে এসে

প্রণাম করে বললেন—'ইন্দ্রনন্দন ! দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আপনি তাঁর প্রিয় রথে করে তাঁর কাছে চলুন।' সারথির কথায় অর্জুন প্রসন্ন হয়ে গঙ্গাস্নান করলেন এবং শাস্ত্রীয় রীতিতে পিতৃপুরুষ, দেবতা-ঋষিদের পূজার্চনা সমাপ্ত করলেন। তারপর মন্দরাচলের অনুমতি নিয়ে সকলের সঙ্গে দিব্যরথে আরোহণ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই রথ মন্দারচল থেকে উঠে সেখানকার মুনি-ঋষিদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। অর্জুন দেখলেন সেখানে সূর্য-চন্দ্র বা অগ্নির প্রকাশ নেই। হাজার হাজার বিমান সেখানে অদ্ভুতভাবে চমকিত হচ্ছে। সেগুলি তাদের নিজস্ব পুণ্যকান্তিতে চমকিত হচ্ছে আর পৃথিবীতে সেগুলি নক্ষত্রের রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। অর্জুন মাতলিকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, মাতলি বললেন—'বীরবর ! পৃথিবী থেকে যেগুলি আপনারা তারারূপে দেখছেন, সেগুলি পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের বাসস্থান।' রথ ততক্ষণে সিদ্ধ ব্যক্তিদের স্থান পেরিয়ে গিয়েছে। তারপরে রাজর্ষিদের পুণ্যস্থান এল, তারপরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী দৃষ্টিগোচর হল।

স্বর্গের শোভা, সুগন্ধ, দিব্যতা, দৃশ্য সবই অতি উত্তম। বড় বড় পুণ্যাত্মা পুরুষ এই লোক প্রাপ্ত হন, যিনি তপস্যা করেননি, সন্ধ্যাহ্নিক করেননি, যুদ্ধে পিঠ প্রদর্শন করেছেন, তিনি এই লোক দর্শন করতে পারেন না। যাঁরা যজ্ঞ করেন না, ব্রত করেন না, বেদমন্ত্র জানেন না, তীর্থস্নান করেন না, যজ্ঞ এবং দান থেকে দূরে থাকেন, যজ্ঞে বিঘ্নস্থাপন করেন, ক্ষুদ্র, মদ্যপায়ী, গুরুস্ত্রীগামী, মাংসভোজী এবং দুরাত্মা, তাঁরা কোনোভাবেই স্বর্গ দর্শন করতে সক্ষম হন না। অমরাবতীতে সহস্র বিমান দেবতাদের ইচ্ছানুযায়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। বহু বিমান বিভিন্ন দিকে যাতায়াত করছিল। অপ্সরা এবং গন্ধর্বগণ অর্জুনকে স্বর্গে দেখে তাঁর স্তুতি করতে আরম্ভ করল। দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রসন্ন হয়ে উদারচরিত্র অর্জুনের পূজায় রত হলেন। অর্জুন সেখানে সাধ্য দেবতা, বিশ্বদেবা, পবন, অশ্বিনীকুমার, আদিত্য, বসু, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, তুম্বুরু, নারদ এবং হাহা-হুহু ইত্যাদি গন্ধর্বদের দর্শন করলেন। তাঁরা অর্জুনকে স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ক্রমশ এগিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে অর্জুনের সাক্ষাৎ হল। রথ থেকে নেমে অর্জুন মাথা নত করে ইন্দ্রকে প্রণাম

করলেন। ইন্দ্র তাঁকে স্নেহভরে নিজের পাশে দিব্য আসনে বসালেন এবং তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সংগীতবিদ্যা ও সামগানের কুশল গায়ক তুম্বুরু ইত্যাদি গন্ধর্বগণ মনোহর গাথা গান করতে লাগলেন। হৃদয় ও বুদ্ধি হরণকারী ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্বাচিতি, স্বয়ংপ্রভা, উর্বশী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরূথিনী, গোপালী, সহজন্যা, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা, সহা, মধুস্বরা আদি অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন। ইন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে দেবতা এবং গন্ধর্বগণ উত্তম অর্ঘ্য দিয়ে অর্জুনের সেবা ও সৎকার করলেন। তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন। তারপর অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গেলেন। তিনি ইন্দ্রভবনে থেকে অস্ত্রাদির প্রয়োগ ও উপসংহার শিক্ষা করতে লাগলেন। তিনি ইন্দ্রের প্রিয় শত্রুঘাতী বজ্রের ব্যবহারও শিখলেন। তিনি প্রয়োজন মতো মেঘে আচ্ছাদিত করা, মেঘগর্জনা এবং বিদ্যুৎ চমকিত করাও অভ্যাস করলেন। সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রের জ্ঞান লাভ করার পর অর্জুন তাঁর বনবাসী ভাইদের স্মরণ করে মর্ত্যে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু ইন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে তিনি আরও পাঁচবছর স্বর্গে কাটালেন।

একদিন উপযুক্ত সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্রবিদ অর্জুনকে

বললেন—'প্রিয়ে অর্জুন ! এবার তুমি চিত্রসেন নামক

গন্ধর্বের কাছ থেকে নাচগান শিখে নাও এবং মর্ত্যে যেসব বাদ্য নেই সেগুলিরও বাজানো শিখে নাও।' ইন্দ্র চিত্রসেনের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা করালে অর্জুন চিত্রসেনের সঙ্গে মিলে নাচ-গান-বাজনা শিখতে লাগলেন। অর্জুন অচিরেই এইসব বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। এত শিল্পচর্চায় নিমগ্ন থাকলেও যখনই অর্জুনের ভাইদের কথা মনে পড়ত, তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। একদিন ইন্দ্র দেখলেন অর্জুন নির্নিমেষ নয়নে উর্বশীর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি চিত্রসেনকে একান্তে ডেকে বললেন—'তুমি উর্বশী অপ্সরার কাছে গিয়ে আমার কথা বলো, সে যেন অর্জুনের কাছে যায়।' চিত্রসেন পরমা সুন্দরী অপ্সরা উর্বশীর কাছে গিয়ে বললেন—'আমি দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে তোমার কাছে এসেছি। তুমি তাঁর এই আদেশ পালন করো। মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন সৌন্দর্য, স্বভাব, রূপ, ব্রত, জিতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদি স্বাভাবিক গুণে দেবতা এবং মনুষ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলবান এবং প্রতিভাসম্পন্ন, বিদ্যা, তেজ, প্রতাপ, ক্ষমা, মাৎসর্যহীনতা, বেদ-বেদাঙ্গ-জ্ঞান এবং অন্যান্য শাস্ত্রনিপুণ। আট প্রকার গুরুসেবা এবং আটগুণসম্পন্ন বুদ্ধিতেও পারঙ্গম। তিনি নিজে ব্রহ্মচারী ও উৎসাহী তো বটেই, তাঁর মাতৃকুল এবং পিতৃকুলও অত্যন্ত শুদ্ধ। তিনি তরুণ বয়স্ক। ইন্দ্র যেমন স্বর্গরক্ষা করেন, ইনিও তেমন কারো সাহায্য ব্যতীতই পৃথিবী রক্ষা করতে সক্ষম। তিনি অন্যের প্রশংসা করেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্যাও স্থূলকথার মতো অনুধাবন করতে পারেন। তিনি মিষ্ট বাক্য বলেন এবং বন্ধুদের আপ্যায়নে নিপুণ। সত্যপ্রেমী, নিরহংকার, প্রেমপাত্র এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি তাঁর সেবকদের প্রিয়ভাবে দেখেন এবং গুণে ইন্দ্রের সমকক্ষ। তুমি নিশ্চয়ই অর্জুনের গুণকাহিনী শুনেছ। তিনি যেন তোমার সেবায় সুখলাভ করেন, তাঁর জন্য তোমার আমার কথা মেনে নেওয়া উচিত।' উর্বশী চিত্রসেনের আদর-আপ্যায়ন করে বললেন—'গন্ধর্বরাজ ! তুমি অর্জুনের যেসব গুণের কথা বর্ণনা করলে, আমি তা আগেই শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আমি অর্জুনকে ভালোবাসি এবং আগেই তাঁকে নির্বাচন করেছি। এখন দেবরাজের নির্দেশ এবং তোমার কথায় তাঁর প্রতি আকর্ষণ আমার আরও বেড়ে গেল, আমি অর্জুনের সেবা করব। তুমি নিশ্চিন্তে গমন কর।'

চিত্রসেন চলে যাওয়ার পর অর্জুনের সেবা করার জন্য উর্বশী সানন্দে সুগন্ধিজলে স্নান করলেন। তিনি তো সুন্দরী ছিলেনই, তারপর তিনি নানা বস্ত্রালঙ্কারে সুন্দরভাবে সজ্জিত হলেন। তারপর মৃদুহাস্যে হাওয়ার গতিতে পলকের মধ্যে অর্জুনের কাছে এসে পৌঁছলেন। দ্বারপাল অর্জুনকে তাঁর আগমন সংবাদ দিলেন, উর্বশী অর্জুনের মহলে এলেন। অর্জুন মনে মনে নানাকথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চোখবন্ধ করে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁকে গুরুজনের মতো আদর-আপ্যায়ন করে বললেন—'দেবী ! আমি তোমাকে নমস্কার জানাই, আমি তোমার সেবক, আদেশ করো।' উর্বশী হতচকিত হলেন। তিনি বললেন—'দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে গন্ধর্ব চিত্রসেন আমার কাছে এসে আপনার নানাগুণের বর্ণনা করেন এবং আমাকে আপনার কাছে আসার জন্য বলেন। আপনার পিতা ইন্দ্র এবং গন্ধর্ব চিত্রসেনের নির্দেশে আমি আপনার সেবা করতে এসেছি। শুধু নির্দেশেই নয়, যখন থেকে আমি আপনার গুণের কথা শুনেছি তখন থেকেই আমি আপনার গুণগ্রাহী হয়েছি। আমি কামনায় জর্জরিত, বহুদিন থেকে আমি আপনার সঙ্গ কামনা করছি। আপনি আমাকে স্বীকার করুন।' উর্বশীর কথা শুনে অর্জুন লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে গেলেন। তিনি হাত দিয়ে কান বন্ধ করে বললেন—'হায় ! হায় ! একথা যেন আমার কানে প্রবেশ

না করে। দেবী ! তুমি নিঃসন্দেহে আমার গুরুপত্নীর সমান। দেবসভায় আমি যে তোমায় অপলকে দেখেছিলাম, তা কোনো কু-দৃষ্টিতে নয়। আমি ভাবছিলাম যে, তুমিই পুরুবংশের আনন্দময়ী মাতা, তোমাকে চিনতে পেরেই আমার চোখ আনন্দে উছলে উঠেছিল। তাই আমি তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম। দেবী ! আমার সম্পর্কে আর কোনো কথা ভাবা উচিত নয়। তুমি আমার অনেক বয়োজ্যেষ্ঠা, আমার পূর্বপুরুষের জননী।' উর্বশী বললেন—'বীর ! অপ্সরাদের কারো সঙ্গে বিবাহ হয় না। আমরা স্বাধীন, অতএব আমাকে গুরুজন ভাবা আপনার উচিত নয়। আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন, এই কামপীড়িতাকে পরিত্যাগ করবেন না। আমি কাম-জ্বরে জর্জরিত, আপনি আমার দুঃখ দূর করুন।' অর্জুন বললেন—'দেবী ! আমি তোমাকে সত্যকথাই বলছি। দিক-বিদিকের দেবতারা আমার কথা শুনুন, যেমন কুন্তী, মাদ্রী এবং ইন্দ্রপত্নী শচী আমার মা, তেমনই তুমিও পুরুবংশের জননী হওয়ায় আমার পূজনীয়া মাতা। আমি তোমার চরণে মস্তক নত করে প্রণাম করছি।

তুমি মাতার ন্যায় পূজনীয়া এবং আমি তোমার পুত্রের মতো রক্ষণীয়।'

অর্জুনের কথা শুনে উর্বশী ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। তিনি তাঁর সুন্দর ভ্রূ বাঁকিয়ে অর্জুনকে অভিশাপ দিলেন—'অর্জুন ! আমি তোমার পিতা ইন্দ্রের নির্দেশে কামাতুর হয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কামনা পূরণ করছ না। সুতরাং তোমাকে স্ত্রীলোকের মধ্যে নর্তক হয়ে থাকতে হবে এবং সম্মানরহিত হয়ে নপুংসক নামে প্রসিদ্ধ হবে।' তখন ক্রোধে উর্বশীর ঠোঁট কাঁপছিল, দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল। তিনি নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। অর্জুন তাড়াতাড়ি চিত্রসেনের কাছে গিয়ে উর্বশীর সমস্ত কথা তাঁকে জানালেন। চিত্রসেন ইন্দ্রের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। ইন্দ্র তখন অর্জুনকে কাছে ডেকে অনেক কিছু বোঝালেন এবং একটু হেসে বললেন—'প্রিয় অর্জুন ! তোমার মতো পুত্র পেয়ে কুন্তী সত্যিই পুত্রবতী হয়েছেন। তুমি তোমার ধৈর্যের দ্বারা ঋষিদেরও পরাজিত করেছ। উর্বশী তোমাকে যে শাপ দিয়েছে, তাতে তোমার মঙ্গল হবে। যখন তোমরা ত্রয়োদশতম বর্ষে অজ্ঞাতবাস করবে, সেই সময় তুমি একবছর নপুংসক হয়ে অজ্ঞাতভাবে থেকে এই শাপ ভোগ করবে। তারপরে তুমি তোমার পুরুষত্ব প্রাপ্ত হবে।' অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁর চিন্তা দূর হল। তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে স্বর্গের সুখ ভোগ করতে থাকলেন। জনমেজয় ! অর্জুনের চরিত্র এমনই পবিত্র—যে ব্যক্তি এটি প্রতিদিন শ্রবণ করে তার মনে আর পাপ-বাসনা জাগে না।

এই সময় মহর্ষি লোমশ স্বর্গে এলেন। তিনি দেখলেন অর্জুন ইন্দ্রের অর্ধেক আসনে বসে আছেন। তিনিও অন্য একটি আসনে উপবেশন করে ভাবতে লাগলেন—'অর্জুন কী করে এই আসন লাভ করল ? সে এমন কী পুণ্যকাজ করেছে, কোন দেশ জয় করেছে যে সর্বদেববন্দিত ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হয়েছে ?' দেবরাজ ইন্দ্র লোমশ মুনির মনের কথা জেনে ফেললেন। তিনি বললেন—'ব্রহ্মর্ষি ! আপনার মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছে, আমি তার উত্তর দিচ্ছি। অর্জুন শুধু মানুষ নয়, সে মনুষ্যরূপধারী দেবতা। সে মনুষ্যরূপে অবতার গ্রহণ করেছে। সে হল সনাতন নর ঋষি। এখন সে পৃথিবীতে অবতার হয়ে রয়েছে। মহর্ষি নর এবং নারায়ণ কার্যবশত পবিত্র পৃথিবীতে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। নিবাতকবচ নামে একটি দৈত্য মদোন্মত্ত হয়ে আমার অনিষ্ট করছিল। সে বর পেয়ে নিজেকে ভুলে গিয়েছিল। যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীর কালিয়দহে সর্পদের নিধন করেছিলেন, তিনি যে দৃষ্টিমাত্রেই নিবাত-কবচ দৈত্যকে সানুচর নাশ করতে পারতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মহান তেজঃপুঞ্জ, এত ছোট কাজের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা ঠিক হবে না। তাঁর ক্রোধ যদি একবার জেগে ওঠে, তাহলে সমস্ত জগৎকে তা

ভস্মীভূত করে দিতে পারে। এই কাজের জন্য অর্জুন একাই যথেষ্ট। সে নিবাতকবচকে বধ করে তবে পৃথিবীতে যাবে। হে ব্রহ্মর্ষি ! আপনি পৃথিবীতে গিয়ে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলবেন যে তাঁরা যেন অর্জুনের জন্য একটুও চিন্তা না করেন। আর বলবেন যে, 'অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় এখন বহু শক্তির অধিকারী। তিনি স্বর্গীয় নৃত্য-গীত এবং বাদ্যেও কুশলী হয়ে উঠেছেন। আপনারা সব ভাই মিলে পবিত্র তীর্থে যাত্রা করুন। তীর্থযাত্রায় মন-প্রাণ প্রফুল্ল থাকবে আর আপনারা পবিত্রভাবে রাজ্যভোগ করবেন। ব্রহ্মর্ষি ! আপনি বড় তপস্বী এবং সমর্থ, সুতরাং পৃথিবীতে বিচরণকালে পাণ্ডবদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।' ইন্দ্রের কথা শুনে লোমশ মুনি কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কাছে এলেন।

## অর্জুনের স্বর্গে যাওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবদের অবস্থান এবং বৃহদশ্বের আগমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অর্জুনের স্বর্গে বাস করার সংবাদ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভগবান ব্যাসের কাছে পেলেন। ব্যাসদেব চলে যাওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন—

'সঞ্জয় ! আমি অর্জুনের খবর বিস্তারিতভাবে জেনেছি। তুমি কি এই খবর জান ? আমার পুত্র দুর্যোধন অল্পবুদ্ধি। তাই সে খারাপ কাজ এবং বিষয় ভোগে ব্যাপৃত থাকে। সে নিজের দুর্বুদ্ধির জন্য রাজ্যনাশ করবে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ধর্মাত্মা। তিনি সাধারণ কথাবার্তাতেও সত্যনিষ্ঠ। তাঁর পক্ষে অর্জুনের মতো বীর যোদ্ধা আছে। তিনি অবশ্যই ত্রিলোকের রাজ্যলাভ করবেন। অর্জুন যখন তার মহাশক্তিসম্পন্ন বাণের দ্বারা যুদ্ধ করবে, তখন কে আর তার সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হবে ?' সঞ্জয় বললেন—'মহারাজ ! আপনি দুর্যোধন সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সবই সত্য। আমি শুনেছি অর্জুন যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম দেখিয়ে ভগবান শংকরকে প্রসন্ন করেছেন। অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্য দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং ভীলের বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে প্রসন্ন হয়ে মহাদেব অর্জুনকে দিব্য অস্ত্র প্রদান করেছেন। অর্জুনের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে সব লোকপাল এসে অর্জুনকে দর্শন দিয়েছেন এবং দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান করেছেন। অর্জুন ছাড়া এমন ভাগ্যশালী আর কে আছেন ? অর্জুনের বল অপার, শক্তি অপরিমিত।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয় ! আমার পুত্ররা পাণ্ডবদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। পাণ্ডবদের শক্তি বেড়েই চলেছে। বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের সাহায্য করার জন্য যদুবংশের যোদ্ধাদের উৎসাহিত করবেন, তখন কৌরবপক্ষের রথী মহারথীরাও তাঁদের পরাস্ত করতে পারবে না। আমাদের কৌরবপক্ষে এমন কোনো রাজা নেই যে অর্জুনের ধনুকের টংকার অথবা ভীমের গদার বেগ সহ্য করতে পারে ! আমি দুর্যোধনের কথায় আমাদের হিতৈষী ব্যক্তিদের হিত বাক্যে কান দিইনি। মনে হচ্ছে এখন আমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে হবে।' সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! আপনি অনেক কিছু করতে পারতেন। কিন্তু স্নেহবশত আপনি আপনার পুত্রদের বারণ করেননি, উপেক্ষা করেছেন। তার ভয়ংকর কুফল এবার আপনি বুঝতে পারবেন। যখন পাণ্ডবরা কপটতার দ্বারা পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে কাম্যক-বনে গিয়েছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গিয়ে তাঁদের আশ্বাস

দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় প্রমুখ সেখানে পাণ্ডবদের যা বলেছিলেন, তা দূত মারফত শুনে আমি আপনার কাছে নিবেদন করেছিলাম। যখন ওরা সকলে আমাদের আক্রমণ করবে তখন কে তাদের সম্মুখীন হবে ?'

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! মহাত্মা অর্জুন যখন অস্ত্র লাভের জন্য ইন্দ্রলোকে চলে গেলেন, পাণ্ডবরা তখন কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! তখন পাণ্ডবরা কাম্যক বনে বাস করছিলেন। তাঁরা রাজ্য হারিয়ে এবং অর্জুনের বিয়োগ ব্যথায় দুঃখে কাল কাটাচ্ছিলেন। একদিন পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী এই বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। ভীম রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'দাদা ! অর্জুনের ওপরই আমাদের সব ভার, সেই আমাদের প্রাণের আধার। সে এখন আপনার নির্দেশে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করতে গেছে। অর্জুনের যদি কোনো অনিষ্ট হয় তাহলে রাজা দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং আমরা জীবিত থাকব না। অর্জুনের বাহুবলের জন্যই শত্রুরা আমাদের সমীহ করে, পৃথিবী আমাদের বশীভূত। আমাদের বাহুতে শক্তি আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সহায়ক ও রক্ষক। কৌরবদের পিষে মারার জন্য আমার বার বার ক্রোধ জন্মায়। কিন্তু আপনার জন্য আমাকে সেই ক্রোধ দমন করতে হয়। আমরা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে কর্ণসহ সকল শত্রুকে নিহত করে বাহুবলের দ্বারা সমস্ত পৃথিবী জয় করে রাজ্য ভোগ করব। দাদা ! দুর্যোধন সমস্ত পৃথিবীকে নিজের বশ করার পূর্বেই ওকে এবং ওর সাহায্যকারীদের বধ করা উচিত। শাস্ত্রে তো বলাই আছে যে, কপট ব্যক্তিকে কপটতার দ্বারা মারা উচিত। সুতরাং আপনি অনুমতি দিলে আমি দুর্বার গতিতে দুর্যোধনকে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দিতে পারি।' ভীমের কথা শুনে যুধিষ্ঠির তাঁকে শান্ত করতে আলিঙ্গন করে বললেন—'আমার বলশালী ভাই ! তেরো বছর পূর্ণ হতে দাও। তারপরে তুমি আর অর্জুন মিলে দুর্যোধনকে নাশ করো। আমি অসত্য বলি না, কারণ আমাতে অসত্য নেই। ভীম ! তুমি যখন কপটতা ছাড়াই দুর্যোধন ও তার সাহায্যকারীদের বধ করতে সক্ষম, তখন কপটতার প্রয়োজন কী ?' ধর্মরাজ যখন ভীমকে এইভাবে বোঝাচ্ছেন, তখন মহর্ষি বৃহদশ্বকে তাঁদের আশ্রমে আসতে দেখা গেল।

---

## নল-দময়ন্তীর কথা, দময়ন্তীর স্বয়ংবর ও বিবাহ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! মহর্ষি বৃহদশ্বকে আসতে দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এগিয়ে গিয়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং আসনে বসালেন। বিশ্রাম গ্রহণের পরে যুধিষ্ঠির তাঁদের সব বৃত্তান্ত মহর্ষিকে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন—'মহর্ষি ! কৌরবরা কপটভাবে আমাদের ডেকে এনে ছলনা করে পাশাতে হারিয়ে আমাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের প্রাণপ্রিয়া দ্রৌপদীকে টেনে এনে পূর্ণ সভাকক্ষে অপমান করেছে। শেষকালে আমাদের মৃগচর্ম পরিয়ে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছে। মহর্ষি ! আপনিই বলুন পৃথিবীতে আমার মতো দুর্ভাগা রাজা আর কে আছে ? আমার মতো দুঃখী আর কাউকে আপনি দেখেছেন কিংবা তার সম্বন্ধে শুনেছেন ?'

মহর্ষি বৃহদশ্ব বললেন—'ধর্মরাজ ! আপনার একথা ঠিক নয় যে, আপনার মতো দুঃখী কোনো রাজা হয়নি। কেননা আমি আপনার থেকেও মন্দভাগ্য এবং দুঃখী রাজার কাহিনী জানি। আপনি শুনতে চাইলে আমি শোনাব।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শোনার আগ্রহ দেখালে মহর্ষি বৃহদশ্ব বলতে আরম্ভ করলেন—'ধর্মরাজ ! নিষাধ দেশে বীরসেনের পুত্র নল নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গুণবান, পরম সুন্দর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদজ্ঞ, ব্রাহ্মণভক্ত এবং সকলের প্রিয়। তাঁর বহু সেনা ছিল, তিনি নিজেও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি বীর, যোদ্ধা এবং প্রবল পরাক্রমী ছিলেন। তাঁর একটু পাশা খেলার শখ ছিল। সেইসময় বিদর্ভ দেশে ভীমক নামে এক রাজা ছিলেন, তিনিও নলের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন এবং পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি দমন ঋষিকে প্রসন্ন করে চারটি সন্তান লাভ করেছিলেন—তিন পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদের নাম ছিল দম, দান্ত এবং দমন, কন্যার নাম দময়ন্তী। দময়ন্তী লক্ষ্মীর মতো রূপ-গুণ সম্পন্না ছিলেন। দেবতা এবং যক্ষের মধ্যেও এরকম সুন্দরী কন্যা দেখা যেত না। সেই সময় যত লোক বিদর্ভ থেকে নিষাধ দেশে আসতেন, নলের

কাছে দময়ন্তীর রূপ-গুণের বর্ণনা করতেন। নিষাধ দেশ থেকে যাঁরা বিদর্ভে যেতেন, তাঁরাও দময়ন্তীর কাছে রাজা নলের রূপ-গুণ ও পবিত্র চরিত্রের বর্ণনা করতেন। এর ফলে উভয়ের মনে উভয়ের প্রতি অনুরাগ অংকুরিত হল।

একদিন রাজা নল তাঁর মহল সংলগ্ন উদ্যানে কয়েকটি

হাঁস দেখে, একটি হাঁসকে ধরে ফেললেন। হাঁসটি বলল—'মহারাজ ! আমাকে ছেড়ে দিন, আমরা দময়ন্তীর কাছে গিয়ে আপনার গুণের এমন প্রশংসা করব যে, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বামীরূপে মেনে নেবেন।' নল হাঁসটিকে ছেড়ে দিলেন। হাঁসগুলি উড়ে বিদর্ভ দেশে গেল। দময়ন্তী হাঁসদের দেখে খুব খুশি হলেন এবং হাঁসদের ধরার জন্য পিছন পিছন দৌড়তে লাগলেন। দময়ন্তী যে হাঁসটির পিছনে দৌড়চ্ছিলেন, সে বলে উঠল—'ওহে দময়ন্তী ! নিষাধ দেশে নল নামে এক রাজা আছেন। তিনি অশ্বিনীকুমারের মতো সুন্দর, তাঁর ন্যায় সুন্দর পুরুষ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। যেন মূর্তিমান কামদেব। তুমি তার পত্নী হলে তোমার জন্ম এবং রূপ দুই-ই সফল হবে। আমরা দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, সর্প এবং রাক্ষসদের মধ্যে ঘুরে দেখেছি, নলের মতো সুন্দর পুরুষ আর কোথাও নেই। তুমি যেমন নারীদের মধ্যে রত্নসমা, নল তেমনই পুরুষদের মধ্যে ভূষণ। তোমাদের দুজনের মিলন বড়ই সুন্দর হবে।' দময়ন্তী বললেন—'হংস ! তুমি নলকেও এই কথা বোলো।' হাঁস

নিষাধ দেশে গিয়ে নলকে দময়ন্তীর খবর জানাল।

দময়ন্তী হংসের মুখে রাজা নলের কীর্তি শুনে তাঁর প্রেমে পড়লেন এবং তাঁর প্রেম এত প্রবল হল যে, তিনি দিন-রাত তাঁর কথাই ভাবতে লাগলেন। গাত্রবর্ণ কালো এবং শরীর কৃশ হয়ে গেল। সখীরা তাঁর মনোভাব দেখে বিদর্ভরাজকে জানাল, 'আপনার কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।' রাজা ভীমক কন্যাকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়লেন, পরে স্থির করলেন যে, 'আমার কন্যা বিবাহযোগ্য হয়েছে, তার জন্য স্বয়ংবর সভা করা উচিত।' তিনি সব রাজাকে স্বয়ংবরের জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন এবং জানালেন যে রাজারা যেন দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। দেশ-বিদেশের রাজারা হাতি, ঘোড়া, রথের ধ্বনিতে পৃথিবী মুখরিত করে নানা সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বিদর্ভে আসতে লাগলেন। ভীমক সকলের আদর-আপ্যায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন।

দেবর্ষি নারদ এবং পর্বতের মাধ্যমে দেবতারাও দময়ন্তীর স্বয়ংবরের সংবাদ পেয়েছিলেন। ইন্দ্র প্রমুখ লোকপালগণ তাঁদের বাহনসহ বিদর্ভের দিকে রওনা হলেন। রাজা নলের হৃদয় আগে থেকেই দময়ন্তীর প্রতি আসক্ত ছিল। তিনিও দময়ন্তীর স্বয়ংবরে উপস্থিত থাকার জন্য রওনা হলেন। দেবতারা স্বর্গ থেকে আসার সময় দেখলেন কামদেবের

ন্যায় রূপবান নল দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন। নলের সূর্যের ন্যায় কান্তি এবং লোকোত্তর রূপে দেবতারাও চমকিত হলেন। তাঁরা নলকে চিনতে পারলেন। তাঁরা তাঁদের বিমান দাঁড় করিয়ে, নীচে নেমে বললেন— 'রাজেন্দ্র নল ! আপনি অত্যন্ত সত্যব্রতী। আপনি আমাদের সাহায্য করার জন্য দূত হয়ে যান।' নল সত্য করে বললেন—'যাব'। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা কে ? আমাকে দূত করে আপনারা কী করতে চান ?' ইন্দ্র বললেন—'আমরা দেবতা। আমি ইন্দ্র, এরা অগ্নি, বরুণ এবং যম। আমরা দময়ন্তীর জন্য এখানে এসেছি। আপনি আমাদের দূত হয়ে দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বলুন যে, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি এবং যমদেবতা এখানে তোমাকে বিবাহ করতে চান। এঁদের মধ্যে যে কোনো একজনকে তুমি পতিরূপে স্বীকার করো।' নল দুই হাত জোড় করে বললেন—'দেবরাজ ! ওখানে আপনাদের এবং আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য একই। সুতরাং আপনাদের আমাকে দূত করে পাঠানো উচিত নয়। যে ব্যক্তি কোনো নারীকে নিজের পত্নীরূপে পেতে চায়, সে কীভাবে গিয়ে তাকে এইকথা বলবে ? আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।' দেবতারা বললেন—'নল, তুমি আগে সত্য করে বলেছ যে, তুমি আমাদের কাজ করবে, এখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরো না। অবিলম্বে ওখানে চলে যাও।' নল বললেন—'রাজপ্রাসাদে সর্বক্ষণ পাহারা থাকে, আমি কী করে যাব ?' ইন্দ্র বললেন—'আমার বরে, তুমি যেতে পারবে।' ইন্দ্রের নির্দেশে নল বিনা বাধায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে দময়ন্তীকে দেখলেন। দময়ন্তী এবং তাঁর সখীরাও নলকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা এই অনুপম সুন্দর ব্যক্তিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না।

দময়ন্তী নিজেকে সামলে নিয়ে নলকে বললেন—'বীরবর ! তুমি দেখতে অতি সুন্দর এবং নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে। তোমার পরিচয় কী বলো। তুমি এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছ, দ্বারপালরা কি তোমাকে দেখতে পায়নি ? তাদের একটু ভুল হলে আমার পিতা তাদের অত্যন্ত কড়া শাস্তি দিয়ে থাকেন।' নল বললেন—'কল্যাণী ! আমি নল ! লোকপালদের দূত হয়ে এখানে এসেছি। সুন্দরী ! ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম—এই চারজন দেবতা তোমাকে বিবাহ করতে চান। তুমি এঁদের মধ্যে কোনো একজনকে স্বামীরূপে বরণ করো। এই কথা জানাতে আমি তোমার কাছে এসেছি। সেই দেবতাদের প্রভাবেই এই প্রাসাদে প্রবেশ করার সময় কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। দেবতাদের সংবাদ তোমাকে দিলাম, এখন তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।' দময়ন্তী অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহ দেবতাদের প্রণাম করে মৃদু হাস্য করে বললেন—'রাজেন্দ্র ! আপনি প্রেমপূর্বক আমাকে অবলোকন করে আদেশ করুন আমি আপনার কী সেবা করব ? হে প্রভু ! আমি আমার সর্বস্ব আপনাকে সমর্পণ করেছি। আপনি আমার প্রেমে বিশ্বাস রাখুন। যেদিন থেকে আমি হাঁসদের মুখে আপনার কথা শুনেছি, সেদিন থেকেই আমি আপনার জন্য ব্যাকুল। আপনার জন্যই স্বয়ংবর সভার আয়োজন হয়েছে। যদি আপনি আপনার এই দাসীর প্রার্থনা অস্বীকার করেন, তাহলে আমি বিষপান করে, আগুনে পুড়ে অথবা জলে ডুবে বা গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যাব।' রাজা নল বললেন—'বড় বড় লোকপাল যখন তোমার প্রণয়-প্রার্থী, তখন তুমি আমার মতো মানুষকে কেন চাইছ ? আমি তো সেইসব ঐশ্বর্যশালী দেবতাদের চরণের রেণু তুল্যও নই। তুমি ওঁদেরই বরণ করো। দেবতাদের অপ্রিয় হলে মানুষের মৃত্যু হয়। তুমি আমাকে রক্ষা করো, ওঁদের বরণ করে নাও।' নলের কথা শুনে দময়ন্তী ভয় পেলেন। তাঁর দুচোখে জল এল, তিনি বলতে লাগলেন—'আমি সব দেবতাকে প্রণাম করে আপনাকেই পতিরূপে বরণ করছি, আমি সত্য শপথ করছি।' সেই সময় দময়ন্তীর শরীর কাঁপছিল, তিনি হাতজোড় করেছিলেন।

রাজা নল বললেন—'ঠিক আছে, তবে তুমি তাই করো। কিন্তু আমি যে এখানে ওঁদের দূত হয়ে খবর দিতে এসেছিলাম, এখন যদি আমার স্বার্থ সিদ্ধ করি তাহলে সেটি অন্যায় হবে। যদি ধর্ম-বিরুদ্ধ না হয় তবেই আমি তা করতে পারি। তোমারও তাই করা উচিত।' দময়ন্তী আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—'নরেশ্বর ! তার এক নির্দোষ উপায় আছে। সেই অনুযায়ী কাজ করলে আপনার কোনো দোষ হবে না। আপনি লোকপালদের সঙ্গে স্বয়ংবর সভায় আসবেন, সকলের সামনে আমি আপনাকে বরণ করে নেব। তখন আপনার আর কোনো দোষ থাকবে না।' রাজা নল তখন

দেবতাদের কাছে এলেন। দেবতারা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—'আপনাদের নির্দেশে আমি দময়ন্তীর মহলে গিয়েছিলাম। দ্বারে বৃদ্ধ দ্বারপাল পাহারায় ছিল, কিন্তু আপনাদের প্রভাবে সে আমাকে দেখতে পায়নি, শুধু দময়ন্তী এবং তাঁর সখীরাই আমাকে দেখতে পেয়েছিল। আমি দময়ন্তীর কাছে আপনাদের বর্ণনা করেছি, কিন্তু তিনি আপনাদের পরিবর্তে আমাকেই বরণ করতে চান। তিনি বলেছেন—আপনার সঙ্গে সব দেবতা স্বয়ংবরে এলেও, আমি আপনাকেই বরণ করব। এতে আপনার কোনো দোষ হবে না। আমি আপনাদের সব বললাম, এখন সব কিছু আপনাদেরই হাতে।'

রাজা ভীমক শুভমুহূর্ত দেখে স্বয়ংবর সভা ডেকেছিলেন এবং রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সব রাজা ঠিক সময়ে রাজসভায় এসে নিজ নিজ স্থানে উপবেশন করলেন। সভা পূর্ণ হয়ে গেল। সকলে আসন গ্রহণ করলে সুন্দরী দময়ন্তী তাঁর অঙ্গকান্তিতে রাজাদের বিমোহিত করে রঙ্গ মণ্ডপে এলেন। রাজাদের পরিচয় দেওয়া হতে লাগল। দময়ন্তী এক-একজনকে দেখে এগিয়ে যেতে লাগলেন। একস্থানে নলেরই মতন পাঁচজন রাজা একত্রে বসেছিলেন। দময়ন্তী ভাবতে লাগলেন এদের মধ্যে আসল নল কে ? তিনি যাকেই ভালো করে পরীক্ষা করেন, তাকেই আসল বলে মনে হয়। এই পাঁচ জনের মধ্যে আসল নল কে খুঁজে বার করার কোনো উপায় তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর বড় দুঃখ হল। শেষে তিনি স্থির করলেন দেবতাদেরই শরণ নেওয়া উচিত। তিনি হাতজোড় করে প্রণাম করে স্তুতি করতে লাগলেন—'হে দেবগণ ! হংসের মুখে নলের বর্ণনা শুনে আমি তাঁকে পতিরূপে বরণ করেছি। আমি কায়মনোবাক্যে আর কাউকে পতিরূপে মেনে নিতে পারবো না। বিধাতা নিষাধেশ্বর নলকেই আমার পতিরূপে পাঠিয়েছেন এবং আমিও নলের আরাধনা করে তাঁকে পাওয়ার ব্রত আরম্ভ করেছি। আমার এই সত্য শপথের প্রভাবেই দেবগণ আমাকে আমার পতিকে চিনিয়ে দিন। ঐশ্বর্যশালী লোকপালগণ ! আপনারা আপনাদের রূপ প্রকটিত করুন, যাতে আমি পুণ্যশ্লোক নলকে চিনতে পারি।' দেবতারা দময়ন্তীর এই আর্ত বিলাপ শুনে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত, সত্যকার ভালোবাসা, আত্মশুদ্ধি, বুদ্ধি, ভক্তি এবং নলপরায়ণতা দেখে তাঁকে এমন শক্তি দিলেন যাতে তিনি দেবতা ও মানুষের পার্থক্য বুঝতে পারেন। দময়ন্তী দেখলেন দেবতাদের শরীরে ঘাম হয়নি, চোখের পলক পড়ছে না, শরীর নির্মল এবং স্থির কিন্তু মাটিতে তাদের দেহ স্পর্শ করেনি। এদিকে নলের দেহের ছায়া পড়েছে, দেহে কিছু ময়লা পড়েছে, ঘাম হচ্ছে, চোখের পলক পড়ছে এবং

তিনি মাটি স্পর্শ করে বসে আছেন। দময়ন্তী এই লক্ষণ দ্বারা দেবতা এবং পুণ্যশ্লোক নলের পার্থক্য চিনে ফেললেন। তখন তিনি নলকে বরণ করলেন, এবং লজ্জা পেয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে নলের গলায় বরমালা পরালেন। দেবতা ও মহর্ষিগণ 'সাধু'-'সাধু' বলে উঠলেন। সভায় উপস্থিত অন্য রাজাদের মধ্যে বিষাদ ধ্বনি শোনা গেল।

রাজা নল আনন্দপূর্বক দময়ন্তীকে অভিনন্দিত করে বললেন—'কল্যাণী ! দেবতারা তোমার সামনে থাকা সত্ত্বেও তুমি যে আমাকে বরণ করেছ তার জন্য তুমি আমাকে প্রেম-পরায়ণ পতি বলে জেনো। আমি তোমার কথা মেনে চলব এবং যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ তোমাকে ভালোবাসব—একথা আমি সত্য শপথ করে বলছি।' দুজনে একে অন্যকে অভিনন্দন জানিয়ে ইন্দ্রাদি দেবতাদের শরণ গ্রহণ করলেন। দেবতারাও প্রসন্ন হলেন। ইন্দ্র বললেন—'নল ! যজ্ঞে তুমি আমার দর্শন লাভ করবে এবং তোমার উত্তম গতি লাভ হবে।' অগ্নি

বললেন—'তুমি যেখানেই আমাকে স্মরণ করবে, সেখানেই আমি প্রকটিত হব এবং তুমি আমার মতো প্রকাশময় লোক লাভ করবে।' যমরাজ বললেন—'তোমার রন্ধন করা খাদ্য অত্যন্ত উত্তম হবে এবং তুমি ধর্মে দৃঢ় থাকবে।' বরুণ বললেন—'তুমি যেখানেই চাইবে, সেখানেই জল পাবে। তোমার মালা সুগন্ধে পরিপূর্ণ থাকবে।' এইভাবে প্রত্যেক দেবতা দুটি করে বরদান করে নিজ নিজ লোকে চলে গেলেন। নিমন্ত্রিত রাজারাও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ভীমক প্রসন্ন হয়ে শাস্ত্রসম্মতভাবে নল ও দময়ন্তীর বিবাহ দিলেন। রাজা নল কিছুদিন বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনপুরমে থাকলেন। তারপরে ভীমকের অনুমতি নিয়ে পত্নী দময়ন্তীকে সঙ্গে করে নিজ রাজধানীতে ফিরে এসে ধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করতে লাগলেন। তাঁর রাজা নাম সার্থক হয়ে উঠল। তিনি অশ্বমেধ এবং আরও নানা যজ্ঞ করলেন। সময়মতো দময়ন্তীর গর্ভে ইন্দ্রসেন নামক এক পুত্র এবং ইন্দ্রসেনা নামক এক কন্যার জন্ম হল।

---

## কলিযুগের কুপ্রভাব, পাশাতে নলের পরাজয় এবং নগর হতে নির্বাসন

মহর্ষি বৃহদশ্ব বলতে লাগলেন—যুধিষ্ঠির ! দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা থেকে যখন ইন্দ্রাদি প্রমুখ লোকপালগণ নিজ নিজ লোকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথে তাঁদের সঙ্গে কলি ও দ্বাপর যুগের সাক্ষাৎ হল । ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'কী কলিযুগ ! কোথায় যাচ্ছ ?' কলিযুগ বলল—'আমি দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় তাকে বিবাহ করার জন্য যাচ্ছি।' ইন্দ্র স্মিত হাস্যে বললেন—'আরে, সে বিয়ে তো কবেই হয়ে গেছে, দময়ন্তী রাজা নলকে বরণ করে নিয়েছে, আমরা শুধু তাকিয়েই থাকলাম।' কলিযুগ ক্রোধভরে বলল—'ওঃ, তবে তো খুব খারাপ হয়েছে, দেবতাদের উপেক্ষা করে মানুষকে বরণ করেছে, তার জন্য তাকে দণ্ড দিতে হবে।' দেবতারা বললেন—'দময়ন্তী আমাদের অনুমতি নিয়েই নলকে বরণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে নল একজন সর্বগুণসম্পন্ন এবং যোগ্য ব্যক্তি । সে ধর্মজ্ঞ এবং সদাচারী। নল ইতিহাস-পুরাণের সঙ্গে বেদাদি অধ্যয়ন করেছে। সে ধর্মানুসারে যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের তৃপ্ত করে, কখনো কাউকে দুঃখ দেয় না, সত্য নিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। তার বুদ্ধি, ধৈর্য, জ্ঞান, তপস্যা, পবিত্রতা, শম-দম এসবই লোকপালদের মতো। তাঁকে শাপ দেওয়া নরকের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ারই সমান।' এই বলে দেবতারা চলে গেলেন।

তখন কলিযুগ দ্বাপরকে বলল—'ভাই ! আমি আমার ক্রোধ শান্ত করতে পারছি না। তাই আমি নলের দেহে আশ্রয় নেব। তাকে রাজ্যচ্যুত করব, তাহলে সে আর দময়ন্তীর সঙ্গে থাকতে পারবে না। সুতরাং তুমি পাশার মধ্যে প্রবেশ করে আমাকে সাহায্য করবে।' দ্বাপর তাতে রাজি হল। দ্বাপর এবং কলি নলের রাজধানীতে এসে বাস করতে লাগল। বারো বছর ধরে তারা নলের কোনো খুঁত ধরার জন্য অপেক্ষা করে রইল। একদিন রাজা নল বাইরের কাজ সমাপ্ত করে পা না ধুয়ে সন্ধ্যাকালে বিনা আচমনেই সন্ধ্যা-বন্দনা করতে বসলেন। তাঁর এই অপবিত্র অবস্থা দেখে কলিযুগ তাঁর শরীরে প্রবেশ করল। সেই সঙ্গে কলি অন্য আরও একটি রূপ ধারণ করে পুষ্করের কাছে গিয়ে বলল—'তুমি নলের সঙ্গে পাশা খেলো এবং আমার সাহায্যে রাজা নলকে পাশাতে হারিয়ে নিষাধদেশের রাজা

লাভ করো।' পুষ্কর তার কথা মেনে নিয়ে নলের কাছে গেল। দ্বাপরও পাশার রূপ ধারণ করে তার সঙ্গে চলল। পুষ্কর যখন বার বার রাজা নলের সঙ্গে পাশা খেলতে আগ্রহ প্রকাশ করছিল, তখন রাজা নল দময়ন্তীর সামনে এই বারংবার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি পাশা খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সময় নলের শরীরে কলি প্রবেশ করেছিল, তাই রাজা নল পাশাখেলায় সোনা, রূপা, রথ ইত্যাদি যা কিছু ছিল বাজী রেখে হারতে লাগলেন। প্রজা এবং মন্ত্রীগণ ব্যাকুল হয়ে রাজা নলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাশাখেলা বন্ধ করাতে চাইলেন এবং প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের অভিপ্রায় জেনে দ্বারপাল রানি দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বলল—'আপনি মহারাজের কাছে গিয়ে বলুন। আপনি ধর্ম এবং অর্থের তত্ত্ব জানেন। প্রজারা আপনাদের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।' দময়ন্তী নিজেও দুঃখে দুর্বল এবং হতচেতন হয়েছিলেন। তিনি চোখে জল নিয়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে মহারাজকে বললেন—'স্বামী ! নগরের রাজভক্ত প্রজা এবং মন্ত্রিগণ আপনার সাক্ষাতের আশায় রাজদ্বারে উপস্থিত। আপনি ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।' কিন্তু কলির আবেশে নল তার কোনো উত্তর দিলেন না। মন্ত্রিগণ এবং প্রজারা শোকগ্রস্ত হয়ে ফিরে গেলেন। পুষ্কর এবং নল কয়েকমাস ধরে পাশা খেলতে লাগলেন এবং রাজা নল

বারবার হারতে লাগলেন। রাজা নল খেলার সময় যে পাশা ফেলতেন, তা সবই তাঁর প্রতিকূল হত। সমস্ত ধনসম্পত্তি তিনি পাশাতে হেরে গেলেন। দময়ন্তী যখন এই কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি বৃহৎসেনা নামক ধাত্রীর দ্বারা রাজা নলের সারথি বার্ষ্ণেয়কে ডাকিয়ে এনে বললেন—'সারথি ! তুমি রাজার প্রিয়পাত্র ! রাজা যে অত্যন্ত সংকটে পড়েছেন, একথা তোমার কাছে গোপন নেই। অতএব তুমি রথে করে আমার দুই সন্তানকে নিয়ে কুণ্ডিন নগরে যাও। ঘোড়া ও রথ সেখানেই থাকবে, ইচ্ছা হলে তুমিও সেখানে থাকতে পারো, নাহলে অন্য কোনো স্থানে চলে যেও।' সারথি দময়ন্তীর কথানুযায়ী মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজপুত্র এবং রাজকন্যাকে কুণ্ডিনপুরে পৌঁছে, ঘোড়া ও রথ সেখানেই রেখে দিল। তারপর সেখান থেকে পদব্রজে সে অযোধ্যায় পৌঁছে সেখানে ঋতুপর্ণ রাজার নিকট সারথির কাজ করতে লাগল।

বার্ষ্ণেয় চলে যাওয়ার পর পুষ্কর পাশা খেলায় রাজা নলের রাজ্য ও ধন জয় করে নিয়ে হেসে বলল—'কী আর পাশা খেলবে ? কিন্তু তোমার তো বাজী রাখার মতো আর কিছুই নেই। তবে তুমি যদি দময়ন্তীকে বাজী রাখতে চাও তাহলে খেলতে পারো।' নলের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। তিনি পুষ্করকে কিছু বললেন না। তিনি নিজ বসনভূষণ সব খুলে এক বস্ত্রে নগর থেকে বার হলেন। দময়ন্তীও এক বস্ত্রে পতির অনুগমন করলেন। নলের আত্মীয় এবং মিত্ররা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। নল এবং দময়ন্তী তিন রাত নগরের বাইরে বাস করলেন। পুষ্কর নগরে জানিয়ে রাখলেন যে, কেউ নলকে কোনোপ্রকার সহানুভূতি দেখালে, তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। ভয়ে প্রজারা কেউই তাদের প্রিয় রাজা নলের কোনোপ্রকার আদর-আপ্যায়ন করতে পারল না। রাজা নল তিন দিন তিন রাত শুধু জল খেয়ে রইলেন। চতুর্থদিন তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বোধ করায় সেখান থেকে এগিয়ে কিছু ফলমূল পেলেন।

রাজা নল একদিন দেখলেন তাঁর কাছে অনেকগুলো পাখি বসে আছে। তাদের পাখা সোনার মতো চমক দিচ্ছে। নল ভাবলেন এই পাখাগুলি থেকে কিছু সোনা পাওয়া যাবে। এই ভেবে তিনি পাখি ধরার জন্য তাঁর পরনের কাপড়টি খুলে পাখির ওপর ফেলে দিলেন, পাখিগুলি সেই কাপড় নিয়ে উড়ে গেল। নল তখন মলিন বদনে উলঙ্গ হয়ে

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাখিগুলি বলল—'ওহে দুর্বুদ্ধি ! তুমি নগর থেকে এক বস্ত্রে পথে বেরিয়েছিলে, তাই দেখে আমাদের বড় দুঃখ হয়েছিল। নাও, এখন আমরা তোমার পরিধেয় বস্ত্রটিও নিয়ে গেলাম। আমরা পক্ষি নই, পাশা।' নল দময়ন্তীকে পাশার কথা বললেন।

তারপরে নল বললেন—'প্রিয়ে ! তুমি দেখছ, এখানে অনেকগুলি পথ আছে। একটি যাচ্ছে অবন্তীর দিকে, অন্যটি ঋক্ষবান পর্বত হয়ে দক্ষিণ দেশে। সামনে বিন্ধ্যাচল পর্বত। এই পয়োষ্ণী নদী সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে। এগুলি মহর্ষিদের আশ্রম। সামনের রাস্তা বিদর্ভ দেশে যাচ্ছে। এটি কোশল দেশের পথ।' রাজা নল এইভাবে দুঃখ শোকে দময়ন্তীকে নানা পথ ও আশ্রমের কথা বলতে লাগলেন। দময়ন্তীর চোখ জলে ভরে গেল। তিনি আবেগমন্দ্রিত কণ্ঠে বললেন—'স্বামী ! আপনি কী ভাবছেন ? আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। আপনার রাজ্য চলে গেছে, ধন সম্পদ গেছে, শরীরে বস্ত্র নেই, ক্লান্ত-বিষণ্ণ, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, আপনাকে এই অবস্থায় নির্জন বনে ছেড়ে আমি একা কোথাও যেতে পারি ? আমি আপনার সঙ্গে থেকে আপনার দুঃখ দূর করব। দুঃখের সময় পত্নীই তার স্বামীর সান্ত্বনা। পত্নী ধৈর্য দিয়ে তার স্বামীর দুঃখ কম করে। বৈদ্যরাও একথা স্বীকার করে।' নল বললেন—'প্রিয়ে ! তোমার কথা ঠিক। পত্নী মিত্র, পত্নী ঔষধ। কিন্তু আমি তো তোমাকে ত্যাগ করতে চাই না। তুমি কেন এমন সন্দেহ করছ ?' দময়ন্তী বললেন—'আপনি আমাকে ত্যাগ করতে চান না, তাহলে কেন বিদর্ভ দেশের পথ চেনাচ্ছেন ? আমি নিশ্চিত জানি যে, আপনি আমাকে ত্যাগ করতে পারেন না। তবুও এখন আপনার মন বিপরীত হয়ে গেছে। তাই আমার এইরকম ভয় হচ্ছে। আপনি পথ চেনাতে আমার তাই মনে দুঃখ হচ্ছে। আপনি যদি আমাকে আমার পিতা বা কোনো আত্মীয় গৃহে পাঠাতে চান, তাহলে ঠিক আছে, চলুন, আমরা দুজন একসঙ্গে যাই। আমার পিতা আপনাকে আপ্যায়ন করবেন। আপনি সেখানে সুখেই থাকবেন।' নল বললেন—'তোমার পিতা রাজা আর আমিও রাজা ছিলাম। এখন এই সংকটের সময় আমি তাঁর কাছে যাব না।' রাজা নল দময়ন্তীকে বোঝাতে লাগলেন। তারপর একটি বস্ত্রই দুজনে পরিধান করে এদিক ওদিকে ঘুরতে লাগলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে তাঁরা দুজনে একটি ধর্মশালায় উঠলেন।

—o—

## নলের দময়ন্তীকে ত্যাগ করা, দময়ন্তীর সংকট থেকে রক্ষা, দিব্য ঋষিদের দর্শন লাভ এবং রাজা সুবাহুর মহলে বাস

বৃহদশ্ব বললেন—যুধিষ্ঠির ! সেই রাজা নলের দেহে একটুকরো বস্ত্রও ছিল না। শোওয়ার জন্য কোনো শয্যাদ্রব্য ছিল না। শরীর ধুলায় ধূসরিত ছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা তো বলারই নয়। রাজা নল মেঝেতেই শুয়ে পড়লেন। রাজরানি দময়ন্তীর জীবনেও কখনো এমন দুঃখদায়ক পরিস্থিতি আসেনি, তিনিও সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। দময়ন্তী ঘুমিয়ে পড়লে রাজা নলের নিদ্রাভঙ্গ হল। আসলে দুঃখ এবং শোকের আধিক্যে তিনি ভালো করে ঘুমোতেও পারছিলেন না। চোখ খুললেই তাঁর রাজ্য চলে যাওয়া, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হওয়া, পাখির বস্ত্র নিয়ে উড়ে যাওয়া একে একে তাঁর চোখে ভেসে উঠল। তিনি ভাবলেন 'দময়ন্তী তাকে অত্যন্ত ভালোবাসে, তার জন্যই সে এত দুঃখভোগ

করছে। আমি যদি একে ছেড়ে চলে যাই, তাহলে দময়ন্তী তার পিতৃরাজ্যে চলে যাবে। আমার সঙ্গে থাকলে তো ওকে শুধু দুঃখভোগই করতে হবে। আমি যদি একে ছেড়ে চলে যাই তাহলে সম্ভবত ও সুখ পাবে।' এইসব ভেবে রাজা নল স্থির করলেন যে, দময়ন্তীকে ছেড়ে যাওয়াই ভালো। দময়ন্তী পতিব্রতা নারী, কেউই এঁর সতীত্ব নষ্ট করতে পারবে না। তারপর তিনি ভাবলেন 'একটি মাত্র বস্ত্র দময়ন্তীর দেহে, আমি তো উলঙ্গ। অর্ধেক বস্ত্র ছিঁড়ে নিতে হবে আমার পরার জন্য, কিন্তু ছিঁড়ব কেমন করে ? যদি দময়ন্তী জেগে যায় !' তিনি ধর্মশালায় এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টি এক খাপবিহীন তলোয়ারের ওপর পড়ল। রাজা নল সেটিকে তুলে আস্তে করে দময়ন্তীর বস্ত্র থেকে অর্ধেক

কেটে তাঁর উলঙ্গ দেহ ঢেকে নিলেন। দময়ন্তী গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন। রাজা নল তাঁকে রেখে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে মন শান্ত হলে তিনি আবার ধর্মশালায় ফিরে এলেন এবং দময়ন্তীকে দেখে কাঁদতে লাগলেন। তিনি ভাবছিলেন যে 'আমার প্রাণ প্রিয়া অন্তঃপুরে পর্দার মধ্যে থাকতেন, তাঁকে কেউ দেখতেই পেত না। আজ সে অনাথের মতো অর্ধেক বস্ত্র পরিধান করে মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমাকে না পেয়ে বেচারী একাকী বনে কীভাবে থাকবে ! প্রিয়ে তুমি ধর্মাত্মা ; তাই আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার এবং পবন দেবগণ তোমায় রক্ষা করুন।' নলের হৃদয় তখন দুঃখে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, তিনি দোটানায় পড়ে বারংবার ধর্মশালার ভেতরে যাচ্ছিলেন আর বাইরে আসছিলেন। দেহে কলি প্রবেশ করায় তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে বনের মধ্যে একলা ফেলে চলে গেলেন।

ঘুম ভাঙলে দময়ন্তী দেখলেন, নল সেখানে নেই। তিনি চিন্তান্বিত হয়ে ডাকতে লাগলেন—'মহারাজ ! স্বামী ! আমার সর্বস্ব ! আপনি কোথায় ! আমার ভয় করছে, আপনি কোথায় গেলেন ? ঠিক আছে, আর তামাশা করবেন না। আমাকে কেন ভয় দেখাচ্ছেন ? শিগগির দেখা দিন। আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি ! এই নাও দেখে ফেলেছি। বৃক্ষলতার পাশে চুপ করে লুকিয়ে আছেন কেন ? আমি দুঃখে পড়ে এত বিলাপ করছি আর আপনি এসে আমাকে একটুও সান্ত্বনা দিচ্ছেন না ? স্বামী আমার আর কোনো দুঃখ নেই, শুধু আপনার জন্যই চিন্তা হয় যে, আপনি এই ঘোর জঙ্গলে একা কেমন করে থাকবেন ? হে নাথ ! আপনার মতো নির্মলচরিত্র ব্যক্তির যে এই দশা করেছে, সে আপনার থেকেও অধিক দুর্দশাপ্রাপ্ত হয়ে নিরন্তর দুঃখী জীবন কাটাবে।' এইভাবে বিলাপ করতে করতে দময়ন্তী রাজা নলকে খুঁজতে লাগলেন। উন্মত্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক অজগরের কাছে এসে পৌঁছলেন, শোকবিহ্বল থাকায় তিনি অজগরটিকে

দেখতেও পেলেন না। ফলে অজগর দময়ন্তীকে গ্রাস করতে লাগল। তখনও দময়ন্তী নলের জন্য চিন্তা করছিলেন যে, তিনি না থাকলে নল একা কী করবেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ডাকতে লাগলেন—'স্বামী ! আমাকে অনাথের মতো অজগর গ্রাস করছে, আপনি আমাকে বাঁচাতে আসছেন না কেন ?' দময়ন্তীর ক্রন্দনভরা আওয়াজ এক ব্যাধ শুনতে পেল। সে দৌড়ে সেখানে এসে দেখল দময়ন্তীকে অজগর গ্রাস করছে, সে তার তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে অজগরের মুখ চিরে ফেলল। দময়ন্তীকে উদ্ধার করে নিয়ে ব্যাধ তাঁকে স্নান করিয়ে আশ্বস্ত করল এবং খাবার দিল। দময়ন্তী একটু শান্ত হলে ব্যাধ জিজ্ঞাসা করল—'সুন্দরী ! তুমি কে ? কোন উদ্দেশ্যে এই জঙ্গলে এসেছ ?' দময়ন্তী ব্যাধকে তাঁর দুঃখের কাহিনী বললেন। দময়ন্তীর সৌন্দর্য, শিষ্ট ব্যবহার দেখে ব্যাধ কামমোহিত হয়ে গেল। সে মিষ্টবাক্যে দময়ন্তীকে বশীভূত করার চেষ্টা করতে লাগল। দময়ন্তী দুরাত্মা ব্যাধের মনোভাব জেনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন। দময়ন্তী ব্যাধকে বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু যখন সে কিছুতেই বাধা মানল না, তখন দময়ন্তী তাকে শাপ দিলেন—'আমি যদি নিষাধনরেশ ছাড়া আর কোনো পুরুষকে মনে মনে চিন্তা না করে থাকি, তাহলে এই ক্ষুদ্র ব্যাধ এক্ষুণি মারা যাবে।' দময়ন্তীর মুখ থেকে কথাগুলি বার হওয়ামাত্র ব্যাধের প্রাণ পাখি উড়ে গেল, সে সেখানেই মরে পড়ে রইল।

ব্যাধ মারা যাওয়ার পর দময়ন্তী রাজা নলকে খুঁজতে খুঁজতে এক নির্জন ও ভয়ংকর বনে গিয়ে পৌঁছলেন। বহু পর্বত, নদী-নদ, জঙ্গল, হিংস্র পশু-পক্ষী, পিশাচ দেখতে দেখতে বিরহে উন্মাদের ন্যায় রাজা নলের খবর জিজ্ঞাসা করতে করতে তিনি উত্তর দিকে এগোতে লাগলেন। এইভাবে তিন দিন, তিন রাত কেটে যাবার পর দময়ন্তী দেখলেন সামনেই অতি সুন্দর বৃহৎ এক তপোবন। সেই আশ্রমে বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং অত্রির ন্যায় মিতভোজী, সংযমী, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় এবং তপস্বী ঋষিরা বাস করেন। এঁরা বৃক্ষের ছাল বা মৃগচর্ম পরিধান করেন। দময়ন্তী কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন। তিনি আশ্রমে গিয়ে বিনীতভাবে তপস্বীদের প্রণাম করে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। ঋষিরা তাঁকে 'স্বাগত' বলে আপ্যায়ন করলেন এবং বললেন 'বোসো। আমরা তোমার জন্য কী করতে পারি ?' দময়ন্তী বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনাদের তপস্যায় অগ্নি, ধর্ম সুরক্ষিত এবং পশু-পক্ষী সব কুশল তো ? আপনাদের ধর্মাচরণে কোনো বিঘ্ন হয়নি তো ?' ঋষিরা বললেন— 'কল্যাণী ! আমরা সর্বপ্রকারে কুশলে আছি। তুমি কে ? কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ ? তোমাকে দেখে আমরা বড় আশ্চর্য হচ্ছি। তুমি কি বন, পর্বত, নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ?' দময়ন্তী বললেন—'মহাত্মাগণ ! আমি কোনো দেবী বা দেবতা নই, এক মানবী মাত্র। আমি বিদর্ভরাজ ভীমকের কন্যা। বুদ্ধিমান, যশস্বী এবং বীর-বিজয়ী নিষাধরাজ নল আমার পতি। কপটদ্যূতে পারদর্শী দুরাত্মা ব্যক্তিরা আমার ধর্মাত্মা স্বামীকে পাশাখেলায় প্ররোচিত করে তার রাজ্য এবং ধনসম্পত্তি সমস্তই ছিনিয়ে নিয়েছে, আমি তাঁর পত্নী দময়ন্তী। তিনি এখন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। আমি সেই রণকুশল, শস্ত্রবিদ, মহাত্মা পতিদেবকে বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাঁকে যদি শীঘ্র খুঁজে না পাই, তাহলে আমি জীবিত থাকব না। তাঁকে না পেলে আমার এ জীবন নিষ্ফল। বিয়োগ ব্যথা আর কতদিন সহ্য করব ?' তপস্বীরা বললেন—'কল্যাণী ! আমরা আমাদের তপঃশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তুমি ভবিষ্যতে খুব সুখী হবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই রাজা নলের দর্শন পাবে। ধর্মাত্মা নিষাধরাজ কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে সম্পদশালী হয়ে নিষাধরাজ্যে রাজত্ব করবেন। তাঁর শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হবে, বন্ধু-বান্ধবরা সুখী হবে এবং আত্মীয় কুটুম্বরা তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দিত হবেন।' এই কথা বলে তাঁরা নিজ নিজ আশ্রম সহ

অন্তর্হিত হলেন। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে দময়ন্তী বিস্মিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—'আরে ! আমি কি স্বপ্ন দেখলাম ? এ কী হল, এই তপস্বীগণ, আশ্রম, পুণ্যসলিলা নদী, ফল-ফুল সমন্বিত বৃক্ষ লতা কোথায় গেল ?' দময়ন্তী বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন, তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল।

সেখান থেকে বিলাপ করতে করতে দময়ন্তী এক অশোক গাছের নিকট পৌঁছলেন। তাঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু পড়ছিল। তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সেই অশোক গাছকে বললেন—'হে শোকরহিত অশোক ! তুমি আমার শোক দূর করো। তুমি কি কোথাও শোকরহিত রাজা নলকে দেখেছ ? অশোক ! তুমি তোমার শোকনাশক নাম সার্থক করো।' দময়ন্তী অশোক গাছকে প্রদক্ষিণ করে এগিয়ে চললেন। সেই ভয়ংকর বনে নানা বৃক্ষ, গুহা, পর্বতশিখর এবং নদীর আশে পাশে পতিকে খুঁজতে খুঁজতে দময়ন্তী বহু দূর চলে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন বহু হাতি, ঘোড়া-রথ সমভিব্যাহারে একদল ব্যবসায়ী কোথাও যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের যিনি প্রধান, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে দময়ন্তী জানতে পারলেন যে, তাঁরা চেদিদেশে রাজা সুবাহুর রাজ্যে যাচ্ছে। দময়ন্তীও তাঁদের সঙ্গে চললেন। তাঁর মনে পতিদর্শনের আগ্রহ বেড়েই যাচ্ছিল। কয়েকদিন চলার পর তাঁরা এক ভয়ংকর বনে এসে পৌঁছলেন। সেখানে এক বৃহৎ সুন্দর সরোবর ছিল। বহু পথ চলার ফলে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই তাঁরা সেখানেই শিবির স্থাপন করলেন। কিন্তু দৈব যে প্রতিকূল ! রাত্রিবেলা বুনো হাতির দল এসে ব্যবসায়ীদের পালিত হাতিদের ওপর হামলা করল এবং
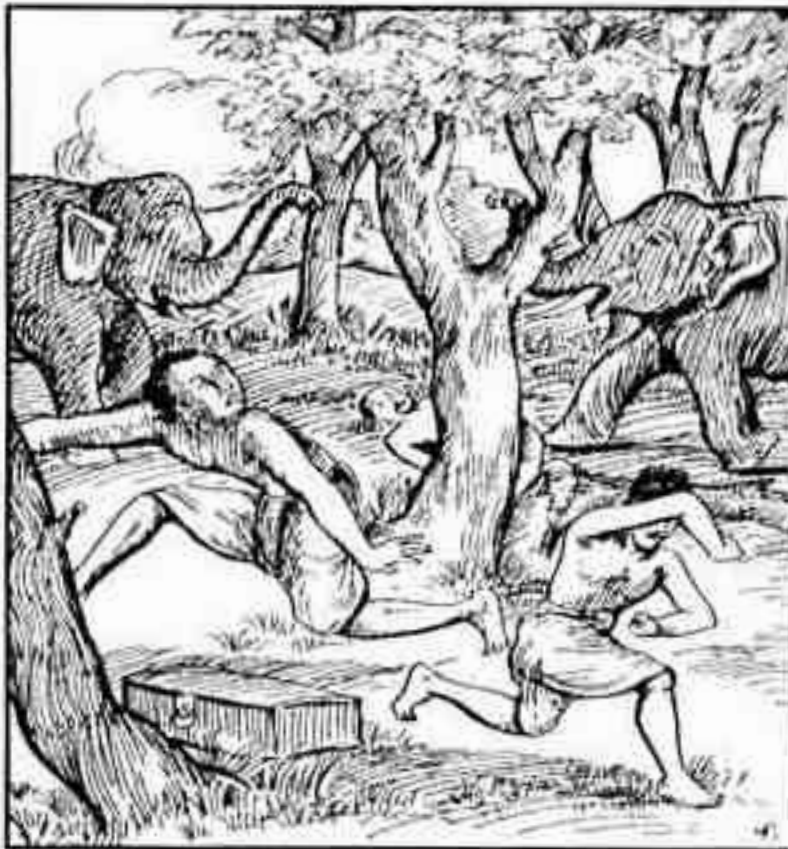
তাদের ছোটাছুটিতে ব্যবসায়ীদের সমস্ত জিনিস তছনছ হয়ে গেল। কোলাহল শুনে দময়ন্তীর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি এই মহাসংহার দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি কখনো এমন দৃশ্য দেখেননি। ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে কিছু দূরে কয়েকজন সংযমী বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা ওই মহাসংহার থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে অর্ধবস্ত্রে শরীর আবৃত করে চলতে লাগলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি চেদিরাজা সুবাহুর রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছলেন।

দময়ন্তী যখন রাজধানীর রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নগরবাসীরা তাঁকে দেখে মনে করল যে, এ কোনো পাগলী। ছোট ছোট বালকরা তাঁর পিছনে জুটে গেল। দময়ন্তী রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছলেন। সেইসময় রাজমাতা জানালার সামনে বসেছিলেন। তিনি একদল বালক পরিবৃত দময়ন্তীকে দেখে তাঁর দাসীকে বললেন—'আরে, দেখ তো ওই স্ত্রীলোকটিকে বড় দুঃখী বলে মনে হচ্ছে, বোধহয় কোনো আশ্রয় খুঁজছে। ছেলেগুলো ওকে জ্বালাতন করছে। তুমি যাও, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। মেয়েটি এত সুন্দরী যে আমার মহল আলো করে দেবে।' দাসী নির্দেশ পালন করল। দময়ন্তী রাজমহলে এলেন। রাজমাতা তাঁর সুন্দর দেহ দেখে বললেন—'তোমাকে দেখে তো দুঃখী বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তোমার শরীর এত তেজস্বী কী করে হল ? বল, তুমি কে ? কার পত্নী ? এই অসহায় অবস্থাতেও কেন ভয় পাচ্ছ না !' দময়ন্তী বললেন—'আমি এক পতিব্রতা নারী। আমি কুলীন কিন্তু দাসীর কাজ করি, অন্তঃপুরে থাকি। যে কোনো স্থানেই থাকতে পারি, ফল-মূল খেয়ে দিন কাটাতে পারি। আমার পতিদেব অত্যন্ত গুণী এবং আমাকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, তিনি আমার কোনো অপরাধ ছাড়াই রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি রাত-দিন আমার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে খুঁজছি আর দুঃখের আগুনে পুড়ে যাচ্ছি।' এই কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে এলো, তিনি কাঁদতে লাগলেন। দময়ন্তীর দুঃখে ভরা কাহিনী শুনে রাজমাতার হৃদয় দুঃখে ভরে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন—'কল্যাণী, তোমার জন্য আমার স্বাভাবিক ভাবেই দুঃখ হচ্ছে। তুমি আমার কাছে থাক, তোমার স্বামীকে খুঁজে দেবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। যদি তিনি আসেন, তাহলে তুমি তাঁর সঙ্গে এখানেই সাক্ষাৎ

কোরো।' দময়ন্তী বললেন—'মা ! আমি একটি শর্তে আপনার এখানে থাকতে পারি। আমি কখনো উচ্ছিষ্ট খাব না, কারো পা ধোওয়াব না, কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলব না। যদি কোনো পুরুষ আমার সঙ্গে কু-ব্যবহার করে, তাহলে তাঁকে দণ্ড দিতে হবে। দণ্ড দেওয়ার পরেও যদি সে পুনঃ পুনঃ তা করে তাহলে তাকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে। আমি আমার পতিকে খোঁজার জন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথা বলব। আপনি যদি আমার এই শর্ত মেনে নেন, তাহলে আমি এখানে থাকতে পারি, নচেৎ নয়।' রাজমাতা দময়ন্তীর শর্ত শুনে প্রসন্ন হয়ে বললেন—'তাই হবে।' তারপর তিনি তাঁর কন্যা সুনন্দাকে ডেকে বললেন—'মা, দেখো এই দাসীকে দেবী বলে জানবে। এ তোমারই মতো, একে তোমার সখী বলে জানবে। রাজপ্রাসাদে রেখে এর সঙ্গে আনন্দে থাক।' সুনন্দা প্রসন্নতার সঙ্গে দময়ন্তীকে নিজ মহলে নিয়ে গেলেন। দময়ন্তী ইচ্ছানুসারে তাঁর নিয়ম পালন করে মহলে থাকতে লাগলেন।

—— ০ ——

## নলের রূপ পরিবর্তন, ঋতুপর্ণের সারথি হওয়া, ভীমকের নল-দময়ন্তীকে অনুসন্ধান করা এবং দময়ন্তীকে খুজে পাওয়া

বৃহদশ্ব বললেন—যুধিষ্ঠির ! রাজা নল যখন দময়ন্তীকে ঘুমন্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে গেলেন, তখন দাবাগ্নি লেগেছিল। নল কিছুটা থমকে দাঁড়ালেন, তাঁর কানে একটা আওয়াজ এল—' রাজা নল ! শীঘ্র দৌড়ে এসো, আমাকে বাঁচাও।' নল বললেন—'ভয় পেয়ো না।' তিনি দৌড়ে সেই দাবানলের মধ্যে ঢুকে গেলেন এবং দেখলেন নাগরাজ কর্কোটক কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছেন। তিনি হাতজোড় করে নলকে বললেন—'রাজন্ ! আমি কর্কোটক নামক সর্প। আমি তেজস্বী ঋষি নারদকে ঠকিয়েছিলাম, তিনি শাপ দিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ না রাজা নল তোমাকে উদ্ধার করেন, ততক্ষণ তুমি এখানে পড়ে থাকবে। তিনি ওঠালে তোমার অভিশাপ দূর হয়ে তুমি মুক্ত হবে। তাঁর শাপের জন্যই আমি আগুনে কিছু করতে পারিনি। তুমি আমাকে শাপ থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাকে তোমার হিতের কথা বলব। আর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব। আমার ওজনে ভয় পেয়ো না, আমি এখনই হাল্কা হয়ে যাব।' এই বলে তিনি আঙুল প্রমাণ হয়ে গেলেন। নল তাঁকে তুলে নিয়ে দাবানল থেকে বেরিয়ে এলেন। কর্কোটক বললেন—'রাজন্ ! তুমি আমাকে এখন মাটিতে ফেলো না, কয়েক পা গুনে গুনে চলো।' রাজা নল গুনে গুনে যেমনই 'দশ' বললেন, অমনি কর্কোটক নাগ তাঁকে দংশন করলেন। তাঁর নিয়ম ছিল কেউ 'দশ' বললেই, তাকে 'ডস' অর্থাৎ দংশন করবে, নাহলে নয়। কর্কোটকের দংশনে নলের আগের রূপ পরিবর্তিত হল এবং কর্কোটক আগের রূপ ফিরে পেলেন। আশ্চর্যচকিত নলকে তিনি বললেন—'রাজন্ ! তোমাকে যাতে কেউ চিনতে না পারে, তাই আমি তোমার রূপ বদল করে দিয়েছি। কলি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, এখন আমার বিষে তোমার শরীরে সে খুবই কষ্টে থাকবে। তুমি আমাকে রক্ষা করেছ। এখন তোমার হিংস্র পশু-পক্ষী, শত্রু, ব্রহ্মবেত্তা কারো থেকেই কোনো ভয় নেই। এবার থেকে তোমার ওপর কোনো বিষের প্রভাব পড়বে না। যুদ্ধে সর্বদা তোমার জয় হবে। এখন থেকে তোমার নাম হবে বাহুক, তুমি দ্যূতকুশল রাজা ঋতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যাতে যাও। তাঁকে অশ্ব বিদ্যা শেখালে তিনি

তোমাকে পাশার রহস্য বলবেন এবং তোমার বন্ধু হয়ে যাবেন। পাশার রহস্য জানলেই তুমি তোমার পত্নী-পুত্র-কন্যা-রাজ্য সব পেয়ে যাবে। যখন তুমি নিজ রূপ ধারণ করতে চাইবে, আমাকে স্মরণ কোরো এবং আমার দেওয়া বস্ত্র পরিধান করে নিও।' এই বলে কর্কোটক নাগ রাজা নলকে দিব্যবস্ত্র প্রদান করে অন্তর্ধান করলেন।

রাজা নল সেখান থেকে রওনা হয়ে দশম দিনে রাজা ঋতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যায় পৌঁছলেন। সেখানে তিনি রাজদরবারে গিয়ে নিবেদন করলেন—'আমার নাম বাহুক। আমি ঘোড়া চালাতে এবং তাদের নানাপ্রকার কসরৎ শেখানোর কাজ করি। ঘোটক-বিদ্যায় আমার মতো নিপুণ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। অর্থ সম্পর্কিত এবং অন্যান্য গুরুতর সমস্যা আমি ভালোভাবে সমাধান করতে পারি, রন্ধনকার্যেও আমি অত্যন্ত নিপুণ। হস্তকৌশলের যে কোনো কাজ এবং অন্য কঠিন কাজও সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করব। আপনি আমার জীবিকা স্থির করে আমাকে আপনার কাছে রাখুন।' রাজা ঋতুপর্ণ বললেন—'বাহুক, তুমি এসেছ, ভালো হয়েছে। এ সব কাজই তোমার দায়িত্বে থাকবে। আমি দ্রুতগামী ঘোড়া পছন্দ করি। সুতরাং তুমি এমন কাজ করো যাতে আমার ঘোড়া দ্রুতগামী হয়। আমি তোমাকে আমার অশ্বশালার অধ্যক্ষ করে দিলাম, প্রত্যেক মাসে তুমি দশ হাজার স্বর্ণমোহর পাবে। তাছাড়াও বার্ষ্ণেয় (রাজা নলের পুরানো সারথি) এবং জীবল সবসময় তোমার কাছে থাকবে। তুমি আনন্দিত হয়ে আমার দরবারে থাক।' রাজা ঋতুপর্ণের কাছে অভ্যর্থনা পেয়ে রাজা নল বাহুকের রূপে বার্ষ্ণেয় এবং জীবলের সঙ্গে অযোধ্যায় বাস করতে লাগলেন। রাজা নল প্রতি রাতে দময়ন্তীকে স্মরণ করে বলতেন 'হায় হায়, তপস্বিনী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত বিষণ্ণ হয়ে এই মূর্খকে (আমাকে) হয়তো স্মরণ করছে, না জানি কোথায় বিশ্রাম নিচ্ছে ? কী জানি সে তার জীবন নির্বাহের জন্য কোথায় কী কাজ করছে ?' তিনি এইসব নানা কথা ভাবতেন এবং রাজা ঋতুপর্ণের কাছে একমনভাবে থাকতেন, যাতে কেউ চিনতে না পারে।'

বিদর্ভরাজ ভীমক যখন সংবাদ পেলেন যে, তাঁর জামাতা নল রাজ্যচ্যুত হয়ে তাঁর কন্যাকে নিয়ে বনে চলে গেছেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের ডাকালেন এবং তাঁদের বহু ধন-সম্পদ দিয়ে বললেন—'আপনারা পৃথিবীর সর্বত্র গিয়ে নল-দময়ন্তীর অনুসন্ধান করুন এবং তাঁদের খুঁজে আনুন। যে ব্রাহ্মণ এই কাজ করতে পারবেন, তাঁকে এক সহস্র গো-ধন এবং জমিদারী দেওয়া হবে। যদি আপনারা তাঁকে আনতে না পারেন শুধু খবরটি আনেন তাহলেও দশ হাজার গো-ধন দেওয়া হবে।' ব্রাহ্মণরা খুশি মনে নলদময়ন্তীকে খুঁজতে বেরোলেন।

সুদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ নল-দময়ন্তীকে খোঁজার জন্য চেদিরাজের রাজধানীতে গেলেন। তিনি একদিন রাজপ্রাসাদে দময়ন্তীকে দেখে ফেললেন। সেই সময় রাজার

মহলে পুণ্যাহ দেখেই চিনে ফেললেন যে 'ইনিই ভীমকনন্দিনী। আমি আগে এঁকে যেমন দেখেছিলাম, এখনও তেমনই আছেন। আমার যাত্রা সফল হল।' সুদেব দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বললেন—'বিদর্ভ নন্দিনী ! আমি তোমার ভাইয়ের মিত্র সুদেব ব্রাহ্মণ, রাজা ভীমকের নির্দেশে তোমাকে খুঁজতে আমি এইখানে এসেছি। তোমার মাতা পিতা, ভাই সানন্দ এবং তোমার দুই সন্তানও বিদর্ভে আছে, তারা সকলেই ভালো আছে। তোমার বিরহে সব আত্মীয়-কুটুম্ব প্রাণহীন হয়ে আছে এবং তোমাকে খোঁজার জন্য শত শত ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে ঘুরছেন।' দময়ন্তী ব্রাহ্মণকে চিনতে পারলেন। তিনি ক্রমশ সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। সুনন্দা দময়ন্তীকে কথা বলতে বলতে কাঁদতে দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে তাঁর মাকে সব জানালেন। রাজমাতা তাড়াতাড়ি অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ ! ইনি কার পত্নী, কার কন্যা ? বাড়ির লোকদের থেকে ইনি কী করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন ? আপনি এঁকে কী করে চিনলেন ?' সুদেব নল-দময়ন্তীর সম্পূর্ণ ঘটনা জানালেন এবং বললেন

যেমন ছাই চাপা আগুন উষ্ণতার প্রভাবে জানা যায়, তেমনই এই দেবীর সুন্দর রূপ এবং ললাট দেখে আমি চিনেছি। সুনন্দা নিজ হাতে দময়ন্তীর কপাল ধুয়ে দিলেন, তাতে তাঁর ভ্রূযুগলের মাঝখানে চাঁদের মতো লাল চিহ্ন প্রকটিত হল। ললাটের সেই লাল তিল দেখে সুনন্দা এবং রাজমাতা দুজনেই কেঁদে উঠলেন। তাঁরা বহুক্ষণ দময়ন্তীকে বুকে ধরে রাখলেন। রাজমাতা বললেন—'দময়ন্তী ! আমি এই তিলটি দেখে চিনতে পারলাম, তুমি আমার ভগ্নীর কন্যা। তোমার মা আমার নিজের বোন। আমরা দুজন দশার্ণ দেশের রাজা সুদামার কন্যা। তোমার জন্ম হয়েছিল আমার পিতৃগৃহে, আমি তখনই তোমাকে দেখেছি। তোমার পিতার ঘরের মতো, এই বাড়িও তোমার, এই সম্পত্তি যেমন আমার, তেমনই তোমারও।' দময়ন্তী খুব খুশি হলেন। তিনি তাঁর মাসীমাকে প্রণাম করে বললেন—'মা ! তুমি আমাকে চেনোনি তাতে কী হয়েছে, আমি তো এখানে তোমার মেয়ের মতোই ছিলাম। তুমি আমার সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছ, রক্ষা করেছ। আমি এখানে আরও থাকতে পারতাম, কিন্তু আমার ছোট দুটি সন্তান বাবার কাছে আছে, তারা হয়তো পিতার বিরহে কাতর। তুমি আমাকে বিদর্ভে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও।' রাজমাতা খুব খুশি হলেন। তিনি পুত্রকে বলে বস্ত্র অলংকার ও সৈন্যসহ দময়ন্তীর

যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। বিদর্ভে দময়ন্তীর অত্যন্ত আদর ও অভ্যর্থনা হল। তিনি মা-বাবা, ভাই ও সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজা করলেন। রাজা ভীমক কন্যাকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হলেন। তিনি সুদেবকে এক হাজার গোধন ও জমিদারী দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন।

---

# নলের অনুসন্ধান, ঋতুপর্ণের বিদর্ভযাত্রা, কলিযুগের নিষ্ক্রান্ত হওয়া

বৃহদশ্ব বললেন—যুধিষ্ঠির ! পিতৃগৃহে একদিন বিশ্রামের পর দময়ন্তী তাঁর মাকে বললেন—'মা ! আপনাকে সত্য করে বলছি, আপনি যদি আমাকে জীবিত রাখতে চান, তাহলে আমার পতিদেবকে খুঁজে বার করুন।' রানি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাঁর পতি রাজা ভীমককে বললেন—'স্বামী ! দময়ন্তী তার পতির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল, সে লজ্জাত্যাগ করে আমাকে তার স্বামীর অনুসন্ধান করতে বলেছে।' রাজা তাঁর আশ্রিত ব্রাহ্মণদের ডাকিয়ে আনালেন এবং নলকে খোঁজার জন্য তাঁদের নিযুক্ত করলেন। ব্রাহ্মণরা দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বললেন—'আমরা রাজা নলকে খোঁজার জন্য যাচ্ছি।' দময়ন্তী ব্রাহ্মণদের বললেন—'আপনারা যে দেশে যাবেন, সেখানে লোকদের সমবেত করে বলবেন—'হে দময়ন্তীর ছলনাকারী তুমি তাঁর শাড়ির অর্ধেক ছিঁড়ে নিয়ে এবং ওই দাসীকে বনে নিদ্রিত অবস্থায় ফেলে রেখে কোথায় গেছ ? তোমার সেই দাসী এখনও সেই অবস্থায় অর্ধেক শাড়ি পরে তোমার আসার অপেক্ষায় পথ দেখছে এবং তোমার বিরহ ব্যথায় দুঃখে সময় কাটাচ্ছে।' তাঁর কাছে আমার দুর্দশার বর্ণনা করবেন এবং এমন কথা বলবেন, যাতে তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে কৃপা করেন। আমার কথা শুনে যদি কোনো উত্তর দেন, তাহলে তিনি কে, কোথায় থাকেন এই সব খবর জেনে নেবেন এবং মনে করে আমাকে জানাবেন। মনে

রাখবেন, আপনারা আমার নির্দেশেই এইসব কথা বলছেন, তা যেন উনি বুঝতে না পারেন।' ব্রাহ্মণরা দময়ন্তীর নির্দেশানুসারে রাজা নলকে খুঁজতে বেরোলেন।

বহুদিন ধরে অনুসন্ধান চালাবার পরে পর্ণাদ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজপ্রাসাদে এসে দময়ন্তীকে জানাল—'রাজকুমারী, আমি আপনার নির্দেশানুসারে রাজা নলের অনুসন্ধান করতে অযোধ্যায় পৌঁছাই। সেইখানেই রাজা ঋতুপর্ণের সভায় সবার সামনে আপনার কথা আবৃত্তি করি। কিন্তু সেখানে কেউ কোনো উত্তর দেয়নি। ওখান থেকে যখন রওনা হই তখন বাহুক নামক সারথি আমাকে একান্তে ডেকে কিছু জানায়। 'দেবী ! সেই সারথি রাজা ঋতুপর্ণের ঘোড়াদের শিক্ষা দেয়, উত্তম রান্না করে, কিন্তু তার হাত দুটি ছোট এবং সে দেখতে কুৎসিত।' সে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জানায় যে, কুলীন নারীরা ভয়ানক কষ্ট পেলেও নিজ মর্যাদা রক্ষা করে এবং সতীত্বের জোরে স্বর্গে যায়। পতি ত্যাগ করলেও, তাঁরা কুপিত হন না, নিজ সদাচার রক্ষা করেন। ত্যাগকারী ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হওয়ায় দুঃখ-শোকে চেতনাহীন হয়েছিল, সুতরাং তার ওপর রাগ করা উচিত নয়। একথা সত্য যে, সেই সময় তাঁর পত্নীকে ঠিকমতো যত্ন করেনি, কিন্তু তখন সে রাজলক্ষ্মীচ্যুত, ক্ষুধাতুর, দুঃখী এবং দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। অতএব এই বিরূপ অবস্থায় তার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। সে প্রাণরক্ষার জন্য কোনো একটি অবলম্বনের উপায় করছিল সেইসময় একটি পাখি তার বস্ত্র নিয়ে উড়ে যায়। তার অন্তরে অসহ্য বেদনা ছিল।' রাজকুমারী বাহুকের কথাগুলি আমি আপনাকে শোনাতে এসেছি। আপনি যা ঠিক মনে করেন, করুন। ইচ্ছা হলে মহারাজকেও বলতে পারেন।'

ব্রাহ্মণের কথা শুনে দময়ন্তীর চোখ জলে ভরে গেল, তিনি মাকে একান্তে ডেকে বললেন—'মা, আপনি পিতাকে একথা বলবেন না। আমি সুদেব ব্রাহ্মণকে এই কাজে নিযুক্ত করছি। সুদেব যেমন শুভ মুহূর্তে আমাকে
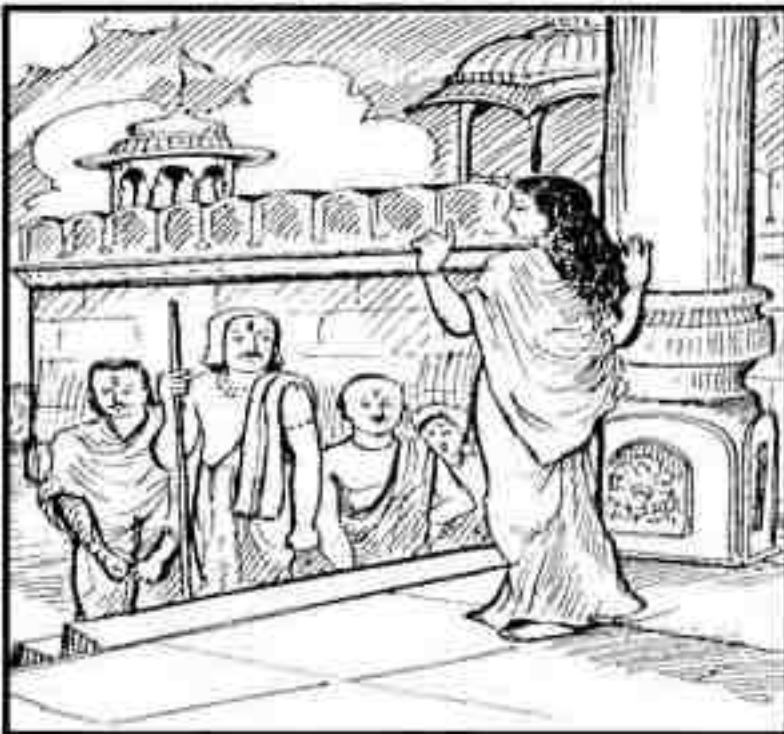
এইখানে নিয়ে এসেছিল, তেমনই ও শুভসময় দেখে অযোধ্যায় যাবে এবং আমার পতিকে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় করবে।' তারপর দময়ন্তী পর্ণাদকে যথোচিত আদর ও আপ্যায়ন করে বিদায় দিয়ে সুদেবকে ডাকালেন।

সুদেব এলে তাঁকে বললেন—'ব্রাহ্মণদেবতা! আপনি অতি শীঘ্র অযোধ্যা নগরীতে গিয়ে রাজা ঋতুপর্ণকে বলুন যে দময়ন্তী পুনর্বার স্বয়ংবর সভায় স্বেচ্ছানুসারে পতি নির্বাচন করতে চান। বড় বড় রাজা এবং রাজপুত্ররা যাচ্ছেন। কালই স্বয়ংবর তিথি। আপনি যদি যেতে চান তাহলে যেতে পারেন। নল বেঁচে আছেন কি না তার কোনো খবর নেই, তাই সূর্যোদয়ের সময় তিনি দ্বিতীয় পতি বরণ করবেন।' দময়ন্তীর কথা শুনে সুদেব অযোধ্যায় গেলেন এবং রাজা ঋতুপর্ণকে সব কথা বললেন।

রাজা ঋতুপর্ণ সুদেব ব্রাহ্মণের কথা শুনে বাহুককে ডাকালেন এবং মিষ্টস্বরে তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে 'বাহুক! কাল দময়ন্তীর স্বয়ংবর। আমি একদিনের মধ্যে বিদর্ভ দেশে পৌঁছতে চাই। তুমি যদি মনে করো তাড়াতাড়ি পৌঁছানো সম্ভব, তাহলেই আমি যাব।' রাজা ঋতুপর্ণের কথা শুনে নলের হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল। তিনি মনে মনে ভাবলেন—'দময়ন্তী দুঃখে হতচেতন হয়েই নিশ্চয়ই এই কথা বলেছে। হয়তো তাই করতে চায়। কিন্তু না, না, ও আমাকে পাওয়ার জন্যই এইরকম উপায় করেছে। দময়ন্তী পতিব্রতা, তপস্বিনী এবং দীন। আমি দুর্বুদ্ধিবশত ওকে ত্যাগ করে বড় নিষ্ঠুর কাজ করেছি। অপরাধ আমারই, সে কখনো এমন কাজ করতে পারে না। যাহোক, সত্য কী আর অসত্যই বা কী—তা ওখানে গেলেই জানা যাবে। ঋতুপর্ণের ইচ্ছা পূর্ণ করায় আমারও স্বার্থ আছে।' বাহুক হাত জোড় করে বললেন—'আমি আপনার কথা অনুযায়ী কাজ করব, প্রতিজ্ঞা করছি।' বাহুক অশ্বশালায় গিয়ে শ্রেষ্ঠ ঘোড়াগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন। রাজা নল ভালো জাতের চারটি দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে রথে জুতলেন এবং রাজা ঋতুপর্ণকে নিয়ে রথে চড়লেন।

আকাশচারী পাখি যেমন আকাশে ওড়ে, তেমনই বাহুকের রথও অল্পসময়ের মধ্যে নদী, পাহাড়, বন পার হয়ে গেল। এক স্থানে রাজা ঋতুপর্ণের উত্তরীয় নীচে পড়ে গেল, তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'রথ থামাও, বার্ষ্ণেয়কে পাঠাও উত্তরীয় নিয়ে আসতে।' নল বললেন—'আপনার বস্ত্র যেখানে পড়েছে, আমরা সেখান থেকে এক যোজন চলে এসেছি, এখন আর ওটা পাওয়া যাবে না।' এই কথা বলার সময় রথ একটি বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। ঋতুপর্ণ বললেন—'বাহুক! আমার অঙ্ক-শাস্ত্রে পারদর্শিতা দেখ, সামনের বৃক্ষে যত ফল আর পাতা দেখছ, তার থেকে

জমিতে পতিত ফল ও পাতা একশত গুণ বেশি। এই গাছের দুটি শাখা ও ছোট ডালে পাঁচকোটি পাতা এবং দুহাজার পঁচানব্বইটি ফল আছে। তুমি ইচ্ছা হলে গুণে নাও।' বাহুক রথ দাঁড় করিয়ে বললেন—'আমি এই গাছটি কেটে এর ফল ও পাতা ঠিক করে গুণে স্থির করব।' বাহুক গুণে দেখলেন, রাজা যা বলেছেন ঠিক ততগুলিই ফল ও পাতা আছে। তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'আপনার বিদ্যা তো অদ্ভুত, দয়া করে আমাকে শিখিয়ে দিন।' ঋতুপর্ণ বললেন—'গণিত-বিদ্যার মতোই পাশার বশীকরণ বিদ্যাতেও আমি এইরকমই পারদর্শী।' বাহুক বললেন—'আপনি আমাকে যদি এই বিদ্যাও শিখিয়ে দেন, তাহলে আমি আপনাকে অশ্ব-বিদ্যা শিখিয়ে দেব।' ঋতুপর্ণের বিদর্ভ দেশে পৌঁছানোর খুব তাড়া ছিল আর অশ্ববিদ্যা শেখারও লোভ ছিল। তাই তিনি রাজা নলকে পাশাখেলার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে বললেন—'তুমি আমাকে পরে অশ্ববিদ্যা শিখিয়ে দিও। আমি এটি তোমার কাছে গচ্ছিত রাখলাম।'

রাজা নল যখনই পাশাখেলার বিদ্যা শিখলেন, তখনই কলিযুগ কর্কোটক নাগের তীক্ষ্ণ বিষ বমন করতে করতে শরীর থেকে বেরিয়ে গেল। কলি তাঁর শরীর থেকে বার হয়ে গেলে নলের খুব ক্রোধ হল, তিনি তাকে অভিশাপ দিতে গেলেন। কলিযুগ দুই হাত জোড় করে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল—'আপনি শান্ত হোন, ক্রোধ সংবরণ করুন, আমি আপনাকে যশস্বী করে দেব। আপনি যখন দময়ন্তীকে ত্যাগ করেন, তিনি সেই সময়ই আমাকে শাপ দেন। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কর্কোটক নাগের বিষে জ্বলে আপনার শরীরে ছিলাম। আমি আপনার শরণাগত, আমার প্রার্থনা শুনুন, আমাকে শাপ দেবেন না। যে আপনার পবিত্র চরিত্র পাঠ করবে, তার আমরা থেকে ভয় থাকবে না।' রাজা নল ক্রোধ সংবরণ করলেন। কলিযুগ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বহেড়া গাছের মধ্যে ঢুকে গেল। কলিযুগ এবং নল ছাড়া একথা আর কেউ জানতে পারলেন না, বহেড়া গাছ ঠুঁটো হয়ে রইল।

কলি রাজা নলকে ছেড়ে দিলেও তাঁর রূপ পরিবর্তন হল না। তিনি দ্রুত রথ চালিয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই বিদর্ভ দেশে পৌঁছলেন। রাজা ভীমকের কাছে সংবাদ পাঠানো হল। তিনি ঋতুপর্ণকে স্বাগত জানালেন। ঋতুপর্ণের রথের ঝংকারে দশদিক গুঞ্জরিত হল। কুণ্ডিননগর থেকে রাজা নলের যে ঘোড়াগুলি তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে এসেছিল, সেই ঘোড়াগুলি রথের আওয়াজে উল্লসিত হয়ে উঠল। দময়ন্তীরও এই রথের আওয়াজ পরিচিত মনে হল। দময়ন্তী ভাবতে লাগলেন 'এই রথের আওয়াজ আমার চিত্তে আনন্দের লহরী তুলেছে, নিশ্চয়ই আমার পতিদেব এটি চালাচ্ছেন। আজ যদি তিনি না আসেন, তাহলে আমি জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেব। আমি কখনো তাঁকে হাসি-ঠাট্টা করে মিথ্যা কথা বলেছি, তাঁর কোনো অপকার করেছি অথবা প্রতিজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করেছি, এরকম মনে হয় না। উনি শক্তিশালী, ক্ষমাশীল, বীর, দাতা এবং একপত্নীব্রত। ওঁর বিরহে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।' দময়ন্তী রাজপ্রাসাদের ছাদে গিয়ে রথের আগমন এবং তার থেকে রথী ও সারথিদের অবরোহণ দেখতে লাগলেন।

---

# রাজা নলকে দময়ন্তীর পরীক্ষা, চিনে নেওয়া, মিলন, রাজ্যপ্রাপ্তি এবং কাহিনীর উপসংহার

বৃহদশ্ব বললেন—যুধিষ্ঠির ! বিদর্ভরাজ ভীমক অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করলেন। ঋতুপর্ণের থাকার উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। রাজা ঋতুপর্ণ কুণ্ডিনপুরে স্বয়ংবর সভার কোনো ব্যবস্থাই দেখতে পেলেন না। ভীমক জানতেনই না যে রাজা ঋতুপর্ণ তাঁর কন্যা দময়ন্তীর স্বয়ংবরে নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন। তিনি কুশল সংবাদের পর জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য ?' রাজা ঋতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোনো আয়োজন না দেখে, সেই কথা চেপে গেলেন, বললেন—'আমি আপনাকে দেখতে আর প্রণাম করতে এসেছি।' ভীমক ভাবলেন একশত যোজন দূর থেকে কেউ শুধু প্রণাম করতে বা দেখতে আসে না। যাহোক, সে কথা পরে ঠিকই জানা যাবে। বাহুক এবং বার্ষ্ণেয় অশ্বশালায় থেকে ঘোড়াদের দেখাশোনা করতে লাগলেন।

দময়ন্তী আকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন 'রথের আওয়াজ তো আমার পতিদেবের রথেরই মতো, কিন্তু তাঁকে তো কোথাও দেখছি না। বার্ষ্ণেয় ওঁর কাছে থেকে রথবিদ্যা শিখেছে তাই হয়ত মনে হচ্ছে এই রথ তাঁর। হয়তো

ঋতুপর্ণও এই বিদ্যা জানেন।' তিনি দাসীকে ডেকে বললেন—'কেশিনী ! তুমি গিয়ে খোঁজ নাও ওই কুরূপ ব্যক্তিটি কে ? হয়তো উনিই আমার স্বামী। আমি ব্রাহ্মণকে যে কথা বলে পাঠিয়েছিলাম, সেই কথাই ওঁকে গিয়ে বলো, আর তিনি কী উত্তর দেন শুনে আমাকে এসে বলো।' কেশিনী অশ্বশালায় গিয়ে বাহুকের সঙ্গে কথা বলল।

কেশিনী জিজ্ঞাসা করল—'বাহুক, রাজা নল কোথায় ? তুমি কি জান ? তোমার সঙ্গী বার্ষ্ণেয় কি জানে ?' বাহুক বলল—'কেশিনী ! বার্ষ্ণেয় রাজা নলের সন্তানদের এখানে রেখে গিয়েছিল। নলের সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এই সময় নলের রূপও পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি লুকিয়ে থাকেন। তাঁকে স্বয়ং তিনি চিনতে পারেন অথবা তাঁর পত্নী দময়ন্তী। কারণ তিনি তাঁর গুপ্ত চিহ্ন কারো সামনে প্রকাশ করেন না। কেশিনী ! রাজা নল বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে ত্যাগ করেছিলেন, দময়ন্তীর তাঁর ওপর রাগ করা উচিত নয়। যখন তিনি আহারের কথা চিন্তা করছিলেন, তখন পাখি তাঁর বস্ত্র নিয়ে উড়ে যায়। তাঁর হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হয়েছিল। তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি সঠিক ব্যবহার করেননি, সেকথা ঠিক, তবুও তাঁর দুরবস্থার কথা চিন্তা করে দময়ন্তীর রাগ করা উচিত নয়।' এই কথা বলতে বলতে রাজা নলের হৃদয় দুঃখে ভেঙে পড়ল, তাঁর কণ্ঠরোধ হল, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কেশিনী দময়ন্তীর কাছে এসে আনুপূর্বিক সমস্ত সবিস্তারে জানাল।

তখন দময়ন্তীর ধারণা আরও দৃঢ় হল যে, ইনিই রাজা নল। তিনি তখন দাসীকে ডেকে বললেন—'কেশিনী, তুমি আবার বাহুকের কাছে যাও এবং সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। তিনি কী করেন দেখ, আগুন চাইলে দেবে না, জল চাইলে দেরী করে দেবে, তাঁর প্রত্যেকটি কথা আমাকে এসে বলবে।' কেশিনী আবার বাহুকের কাছে গেল এবং তাঁর দেবতা ও মানুষের মতো সুন্দর ব্যবহার দেখে ফিরে এসে দময়ন্তীকে বলল—'রাজকুমারী ! বাহুক তো জল-স্থল-অগ্নি সবই জয় করে নিয়েছে। আমি এখনও পর্যন্ত কখনো এমন ব্যক্তি দেখিনি। তাঁর সামনে যদি নীচু দরজা পড়ত, তিনি সেখানে এলেই দরজা আপনিই উঁচু হয়ে যেত, তাঁকে সেখানে মাথা নত করতে হত না। সামান্য ছিদ্রসম গোলকও তাকে প্রবেশ করবার জায়গা দিয়ে গুহার মতো বড় হয়ে যায়। তাঁর খাওয়ার জলের যে কলসটি ঘরে দেওয়া আছে, তা কখনো খালি হয় না, তিনি সেদিকে তাকালে তা আপনিই জলে ভরে যায়। তিনি খড় তুলে সূর্যের দিকে করলেই, সেটিতে আগুন ধরে যায়। তাছাড়া অগ্নির স্পর্শে তাঁর হাত পোড়েও না। তাঁর ইচ্ছানুসারে জল বয়ে যায়। তিনি যখন হাতে ফুল ধরেন, সেই ফুল ম্লান হয় না বরং আরও প্রস্ফুটিত হয়ে সুগন্ধ ছড়ায়। এইসব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি। তাই তাড়াতাড়ি আপনার কাছে চলে এসেছি।' দময়ন্তী বাহুকের কাজ ও কর্মপ্রচেষ্টার কথা শুনে নিশ্চিত হলেন যে, ইনি অবশ্যই তাঁর পতি। তিনি কেশিনীর সঙ্গে তাঁর দুই সন্তানকে নলের কাছে পাঠালেন। বাহুক ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে চিনতে পেরে

তাদের কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি সন্তানদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, তাঁর মুখে পিতার স্নেহভাব প্রকটিত হল। কিছুক্ষণ পরে তিনি সন্তানদের দাসী কেশিনীর কাছে দিয়ে বললেন—'এই শিশুদুটি আমার দুই সন্তানের মতো, তাই এদের দেখে আমার কান্না এসেছিল। কেশিনী! তুমি বারংবার আমার কাছে আসছ, না জানি লোকে কী ভাবছে। তোমার এখানে আমার কাছে বারবার আসা ঠিক নয়। তুমি যাও।' কেশিনী শিশু দুটিকে নিয়ে ফিরে গেল এবং দময়ন্তীকে সব কথা জানাল।

দময়ন্তী তারপর কেশিনীকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—'মা, আমি রাজা নল মনে করে বাহুককে বারবার পরীক্ষা করেছি। এখন আমার শুধু তাঁর রূপের ব্যাপারেই একটু সন্দেহ রয়েছে। আমি নিজে এখন তাঁকে পরীক্ষা করতে চাই। সুতরাং আপনি বাহুককে আমার মহলে আসার অনুমতি প্রদান করুন, অথবা আমাকে ওর কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। আপনি ইচ্ছা করলে এই কথা বাবাকে বলতেও পারেন এবং নাও বলতে পারেন।' রানি তাঁর স্বামী ভীমকের অনুমতি নিয়ে বাহুককে রানিমহলে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। বাহুককে ডেকে আনা হল। দময়ন্তীকে দেখেই নলের হৃদয় শোক ও দুঃখে ভরে উঠল। তিনি চোখের জলে প্লাবিত হলেন। বাহুকের আকুলতা দেখে দময়ন্তীও শোকগ্রস্ত হলেন। সেইসময় দময়ন্তী গৈরিক বসন পরেছিলেন, চুলেও জটা ধরেছিল, শরীরে ময়লা পড়েছিল। দময়ন্তী বললেন—'বাহুক! এক ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর নিদ্রিত পত্নীকে বনের মধ্যে ফেলে চলে গিয়েছিলেন, তুমি কি তাঁকে দেখেছ? সেই সময় সেই নারী ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত এবং নিদ্রায় অচেতন ছিল; এরূপ নিরপরাধা পত্নীকে পুণ্যশ্লোক নিষাধরাজ ব্যতীত আর কে নির্জন বনে ফেলে আসতে পারেন! আমি সারাজীবন জেনেশুনে তাঁর কাছে কোনো অন্যায় করিনি, তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় ছেড়ে চলে গেলেন।' বলতে বলতে দময়ন্তী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। দময়ন্তীর সেই বিশাল সুন্দর চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখে নল আর থাকতে পারলেন না। তিনি বলতে লাগলেন—'প্রিয়ে, আমি জেনে শুনে রাজ্য নষ্ট করিনি এবং তোমাকেও ত্যাগ করিনি। এ কলিযুগের কাজ। আমি জানি, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়েছে, তুমি রাত দিন আমার কথাই চিন্তা করছ। কলি আমার দেহের মধ্যে তোমার শাপের জন্যই কষ্ট পাচ্ছিল। আমি নিজ চেষ্টায় এবং তপস্যাবলে তাকে জয় করেছি, অবশেষে আমাদের দুঃখের সময় শেষ হয়েছে। কলি এখন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আমি তোমার জন্যই এখানে এসেছি। এখন তুমি বলো তুমি আমার মতো প্রেমিক, অনুরাগী স্বামীকে ছেড়ে যেভাবে দ্বিতীয় বিবাহ করতে যাচ্ছ অন্য কোনো স্ত্রী কি তা করতে পারত? তোমার স্বয়ংবরের কথা শুনেই তো রাজা ঋতুপর্ণ অত্যন্ত দ্রুত এখানে চলে এলেন।' দময়ন্তী এই কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলেন।

দময়ন্তী হাত জোড় করে বললেন—'আর্যপুত্র! আমাকে দোষী করা উচিত নয়। আপনি তো জানেন যে, আপনার সামনে প্রকটিত দেবতাদের গলায় মালা না দিয়ে আমি আপনাকে বরণ করেছিলাম। আমি আপনাকে খোঁজার জন্য বহু ব্রাহ্মণকে নানাদিকে পাঠিয়েছি। তাঁরা আমার বলা কথা বলতে বলতে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পর্ণাদ নামক ব্রাহ্মণ অযোধ্যাপুরীতে আপনার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি আপনাকে আমার বলা কথাগুলি শুনিয়েছিলেন এবং আপনি তার যথোচিত উত্তর দিয়েছিলেন। সেই খবর শুনে আপনাকে এখানে আনাবার জন্যই আমি এই উপায় ঠিক করেছিলাম। আমি জানি আপনি ছাড়া কেউ নেই, যে একদিনের মধ্যে ঘোড়ায় করে

শত যোজন পথ পার হতে পারে। আমি আপনার চরণস্পর্শ করে সত্য সত্য বলছি যে, আমি মনে মনেও কখনো পরপুরুষের কথা চিন্তা করিনি। আমি যদি মনে মনেও কখনো পাপকর্ম করে থাকি তাহলে নিরন্তর বিচরণশীল বায়ুদেব, ভগবান সূর্য এবং মনের দেবতা চন্দ্র আমাকে যেন নাশ করেন। এই তিন দেবতা ভূমণ্ডলে বিরচণ করেন, তাঁরা সত্য কথা বলুন এবং আমি যদি পাপিয়সী হই, তাহলে যেন ত্যাগ করেন।' তখন বায়ু অন্তরীক্ষে অবস্থিত হয়ে বললেন—'রাজন্! আমি সত্য বলছি দময়ন্তী কোনো পাপ করেননি। ইনি তিন বৎসর ধরে তাঁর উজ্জ্বল শীলব্রত রক্ষা করেছেন। আমরা এঁর রক্ষকরূপে ছিলাম এঁর পবিত্রতার সাক্ষী। ইনি স্বয়ংবরের ঘোষণা করেছিলেন তোমার খোঁজ পাবার জন্যই। প্রকৃতপক্ষে দময়ন্তী তোমার উপযুক্ত স্ত্রী এবং তুমিও এঁর যোগ্য স্বামী। কোনো চিন্তা না করে এঁকে গ্রহণ করো।' পবন দেবতা যখন এইকথা বলছিলেন, তখন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল এবং দেবতাদের দুন্দুভি ধ্বনিত হল। শীতল, সুগন্ধ বায়ু মন্দ-মন্দ প্রবাহিত হল। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে নলের সন্দেহ দূর হল, তিনি নাগরাজ কর্কোটক প্রদত্ত বসন গায়ে দিয়ে তাঁকে স্মরণ করলেন। তাঁর শরীর তৎক্ষণাৎ পূর্বরূপ ধারন করল। দময়ন্তী নলের পূর্বেকার রূপ দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। রাজা নলও গভীর প্রেমে দময়ন্তীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। দুই সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নানা মিষ্টবাক্য বলতে লাগলেন। সারা রাত এইভাবে কেটে গেল।

পরদিন ভোরে দময়ন্তী এবং রাজা নল স্নান করে সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে রাজা ভীমকের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ভীমক আনন্দের সঙ্গে তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করলেন এবং আশ্বাস দিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, নগরবাসী আনন্দে উৎসব করতে লাগল। দেবগণের মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাঠানো হল। রাজা ঋতুপর্ণ যখন জানতে পারলেন যে, বাহুক আসলে রাজা নল, তিনি এখানে এসে তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা রইল না, তিনি নলের কাছে গিয়ে ক্ষমা

চাইলেন। রাজা নল তাঁর সুব্যবহারে প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে সাদর-অভ্যর্থনা জানালেন। রাজা নল ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা শিখিয়ে দিলেন। রাজা অন্য সারথি নিয়ে নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

এক মাস রাজা নল কুণ্ডিনগরে থাকলেন, তারপর শ্বশুর ভীমকের অনুমতি নিয়ে সঙ্গে বেশ কিছু লোক-লস্কর নিয়ে নিষাধ দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রাজা ভীমক একটি শ্বেতবর্ণের রথ, ষোলটি হাতি, পঞ্চাশটি ঘোড়া এবং ছয়শত পদাতিক সৈন্য নলের সঙ্গে দিলেন। নিজ নগরে প্রবেশ করে রাজা নল পুষ্করের সঙ্গে দেখা করে বললেন—'তুমি হয় আবার আমার সঙ্গে কপট পাশা খেলো নয়তো ধনুর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হও।' পুষ্কর হেসে বললেন—'ভালো কথা! তুমি বাজী ধরার জন্য আরও অর্থ সংগ্রহ করেছ? এসো, এবার তোমার সব ধন এবং দময়ন্তীকেও জিতে নেব।' রাজা নল বললেন—'আরে, এসো পাশা খেল, অত কথা বলছ কেন? হেরে গেলে তোমার কী দশা হবে জানো?' খেলা হতে লাগল, রাজা নল প্রথম বাজীতেই পুষ্করের রাজ্য, রত্নভাণ্ডার এবং প্রাণও জিতে নিলেন। তিনি পুষ্করকে বললেন—'সমস্ত রাজ্য আমার হয়ে গেছে, তুমি আর চোখ তুলে দময়ন্তীর দিকে তাকাবে না। তুমি এখন দময়ন্তীর সেবক। আরে মূঢ়!

আগের বারেও তুমি আমাকে হারাতে পারনি। সে ছিল কলির কর্ম, তুমি তা জানো না। আমি কলির দোষ তোমার ঘাড়ে চাপাতে চাই না। তুমি সুখে জীবন কাটাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার সব জিনিস এবং রাজ্যের ভাগও তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। তোমার ওপর আমার ভালোবাসা আগের মতোই আছে, তুমি আমার ভাই। আমি কখনো তোমাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখব না, তুমি একশত বছর বেঁচে থাক।' রাজা নল এই কথা বলে পুষ্করকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আলিঙ্গন করে যাবার অনুমতি দিলেন। পুষ্কর

হাত জোড় করে রাজা নলকে প্রণাম করে বললেন—'জগতে আপনার কীর্তি অক্ষয় হোক এবং আপনি দশ হাজার বছর সুখে জীবিত থাকুন। আপনি আমার অন্নদাতা ও প্রাণদাতা।' পুষ্কর অত্যন্ত সম্মান ও আদরের সঙ্গে এক মাস রাজা নলের নগরে থাকলেন। তারপর সেনা, সেবক এবং আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে নিজ নগরে চলে গেলেন। রাজা নল পুষ্করকে তাঁর নগরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন। সমস্ত নাগরিক, সাধারণ প্রজা এবং মন্ত্রীগণ রাজা নলকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন। তাঁরা আনন্দিত হয়ে হাত জোড় করে রাজা নলকে বললেন—'রাজেন্দ্র! আজ আমরা মনোবেদনা থেকে মুক্তি পেলাম। দেবতারা যেমন ইন্দ্রের সেবা করেন, তেমনই আমরা সকলে আপনার সেবা করতে এসেছি।'

ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব হতে লাগল। চারিদিকে শান্তি বিরাজ করতে লাগল। রাজা নল সেনা পাঠিয়ে দিলেন দময়ন্তীকে আনার জন্য। রাজা ভীমক বহু বস্ত্র-অলংকার সহ কন্যাকে নলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, দময়ন্তী দুই সন্তানকে নিয়ে নিষাধরাজ্যে ফিরে এলেন। রাজা নল অত্যন্ত আনন্দে কাল কাটাতে লাগলেন। তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ধর্মনীতি অনুসারে প্রজা-পালন করতে লাগলেন। অনেক বড়-বড় যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের আরাধনা করলেন।

বৃহদশ্ব বললেন—যুধিষ্ঠির! তুমিও অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্য ও আত্মীয়স্বজনকে ফিরে পাবে। রাজা নল পাশা খেলে ভয়ানক দুঃখ ডেকে এনেছিলেন। তিনি একাকভাবে সব দুঃখ ভোগ করেছিলেন ; কিন্তু তোমার সঙ্গে তোমার ভাইরা আছেন, দ্রৌপদী এবং অনেক বিদ্বান ও সদাচারী ব্রাহ্মণ রয়েছেন। এই অবস্থায় তোমার দুঃখ করার কোনো কারণই নেই। জগতে সকলের অবস্থা সর্বদা একপ্রকার থাকে না। সেই কথা ভেবে নিজের অবস্থার পতনের জন্য চিন্তা করা উচিত নয়। নাগরাজ কর্কোটক, দময়ন্তী, নল এবং ঋতুপর্ণের এই কথা শোনালে এবং শুনলে কলির পাপ নাশ হয় এবং দুঃখী মানুষ সান্ত্বনা লাভ করে।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! পরে মহর্ষি বৃহদশ্বের অনুপ্রেরণায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে তিনি তাঁকে পাশাখেলার বশীকরণ বিদ্যা এবং অশ্ববিদ্যা শিখিয়ে স্নান করতে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মুনি-ঋষিদের সঙ্গে অর্জুনের তপস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

—— o ——

# দেবর্ষি নারদের তীর্থযাত্রার মহিমা বর্ণনা

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু ! আমার পিতামহ অর্জুনের বিরহে আমার অপর পাণ্ডব পিতামহগণ কাম্যক বনে কীভাবে দিন যাপন করছিলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অর্জুন তপস্যা করার জন্য চলে যাবার পর অন্য পাণ্ডব ভাইরা অর্জুনের বিরহে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁরা দুঃখ ও শোকে মগ্ন হয়ে থাকতেন। সেইসময় পরম তেজস্বী দেবর্ষি নারদ তাঁদের কাছে এলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রবিধিমতে তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন।
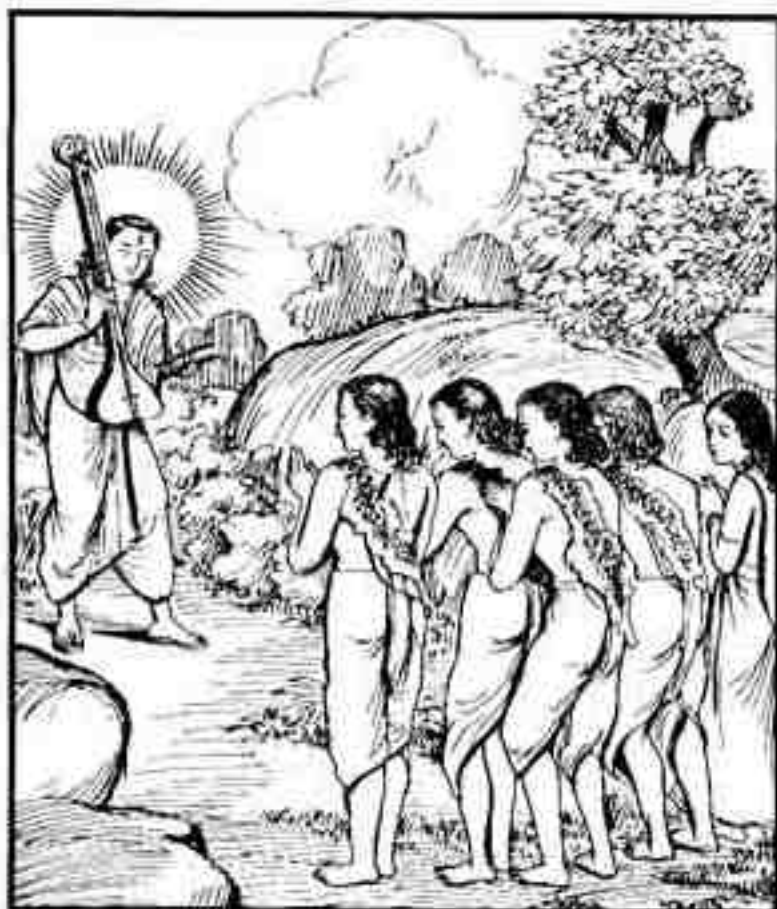
দেবর্ষি নারদ তাঁদের কুশল বার্তা নিলেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ করে বললেন—'যুধিষ্ঠির ! এখন তোমরা কী চাও ? আমি তোমাদের জন্য কী করতে পারি ?' ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর চরণে প্রণাম করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'মহারাজ ! সকলেই আপনাকে পূজা করে। আপনি আমাদের ওপর প্রসন্ন হয়েছেন, তাতেই আমরা অনুভব করছি যে আপনার কৃপায় আমাদের সমস্ত কার্য সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনি কৃপা করে আমাদের একটা কথা বলুন, যাঁরা পৃথিবীতে তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁরা কী ফল লাভ করেন ?' নারদ বললেন—'রাজন্ ! মন দিয়ে শোন ! একবার তোমার পিতামহ হরিদ্বারে ঋষি, দেবতা এবং পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য কোনো এক অনুষ্ঠান করছিলেন। সেখানে একদিন পুলস্ত্য মুনি এলেন। ভীষ্ম তাঁর সেবা-পূজা করে এই প্রশ্নই করেন, যা তুমি এখন আমাকে করছ। তার উত্তরে পুলস্ত্য মুনি যা বলেছিলেন, তাই তোমাকে বলছি।'

পুলস্ত্য মুনি বলেছিলেন—ভীষ্ম ! তীর্থস্থানে প্রায়শই বড় বড় ঋষি-মুনি বাস করেন। সেই তীর্থাদি ভ্রমণে যে ফল পাওয়া যায়, আমি তাই তোমাকে বলছি। যাঁর হাত দান নেওয়ায় অথবা কুকর্ম করায় অপবিত্র হয়নি, যাঁর পা নিয়মমাফিক পৃথিবীতে পড়ে অর্থাৎ জীব-জন্তুকে পায়ে না পিষে যিনি অন্যের সুখের জন্য চলেন, যাঁর মন কারো অনিষ্ট চিন্তা করে না, যাঁর বিদ্যা মারণ-উচাটনে যুক্ত নয় এবং বিবাদে লিপ্ত নয়, যাঁর তপস্যা অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং জগতের কল্যাণের জন্য, যাঁর কৃতি এবং কীর্তি নিষ্কলঙ্ক, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রে বর্ণনা অনুযায়ী তীর্থের ফল প্রাপ্ত হন। যিনি কোনোপ্রকার দানগ্রহণ করেন না, যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, অহংকার করেন না, দম্ভ ও কামনারহিত, অল্পভোজী, ইন্দ্রিয়কে বশে রাখেন, সমস্ত পাপ থেকে দূরে থাকেন, যিনি কখনো কারো ওপর ক্রোধ করেন না, স্বভাবতই সত্য পালন করেন, দৃঢ়তার সঙ্গে নিজ নিয়মাদি পালন করেন ; সমস্ত প্রাণীর সুখ দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করেন, তিনি শাস্ত্রোক্ত তীর্থফল প্রাপ্ত হন। তীর্থদর্শনের দ্বারা নির্ধন ব্যক্তিও বড় বড় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হতে পারেন।

মর্ত্যে ভগবানের পুষ্কর তীর্থ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ; সেখানে কোটি তীর্থ বিরাজমান। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা সর্বদাই সেখানে থাকেন। বড় বড় দেবতা, দৈত্য এবং ব্রহ্মর্ষিগণ তপস্যা করে ওইখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন। যে উদারচিত্ত ব্যক্তি মনে মনেও পুষ্কর তীর্থ স্মরণ করেন, তাঁর পাপ নাশ হয় এবং স্বর্গলাভ হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা অত্যন্ত আনন্দে পুষ্করে বাস করেন। এই তীর্থে যিনি স্নান করেন এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষকেও সন্তুষ্ট করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের দশগুণ ফল লাভ করেন। যিনি পুষ্করারণ্য তীর্থে একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করান, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সুখলাভ করেন। মানুষ নিজে শাক-সবজি, কন্দমূল ইত্যাদি যা যা বস্তুর দ্বারা জীবন-ধারণ করে, সেই বস্তুর দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে, কাউকে ঈর্ষা করবে না। যে ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পরম পবিত্র পুষ্কর তীর্থে স্নান করেন, তাঁর আর জন্ম হয় না। কার্তিক মাসে পুষ্করতীর্থে বাস করলে অক্ষয়লোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে দুই হাত জোড় করে পুষ্কর তীর্থকে স্মরণ করেন, তাঁর সমস্ত তীর্থের পুণ্য স্নানের ফল লাভ হয়। নারী বা পুরুষ সারাজীবনে যত পাপ করেন, পুষ্করতীর্থে স্নান করা মাত্র তা দূরীভূত হয়। দেবতাদের মধ্যে যেমন ভগবান বিষ্ণু প্রধান, তেমনই তীর্থাদির মধ্যে পুষ্কররাজ প্রধান।

এইভাবে অন্যান্য তীর্থাদির বর্ণনা করতে করতে পুলস্ত্য বলেছিলেন—রাজন্ ! তীর্থরাজ প্রয়াগের মহিমা সকলেই বর্ণনা করেন। সেখানে অবশ্যই যাওয়া উচিত। সেখানে ব্রহ্মাদি দেবতা, দিক্‌গণ, দিক্‌পাল, লোকপাল, সাধ্যপিতৃ, সনৎকুমার আদি পরমঋষি, অঙ্গিরাদি নির্মল ব্রহ্মর্ষি, নাগ, সুপর্ণ, সিদ্ধ, নদী, সমুদ্র, গন্ধর্ব এবং অপ্সরা ইত্যাদি সকলেই থাকেন। ব্রহ্মার সঙ্গে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুও সেখানে বাস করেন। প্রয়াগ ক্ষেত্রে অগ্নির তিনটি কুণ্ড আছে। তার মধ্যে দিয়ে শ্রীগঙ্গা প্রবাহিত। তীর্থ শিরোমণি সূর্যকন্যা যমুনাও প্রবাহিত। এইখানেই লোকপাবনী যমুনার সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গম হয়েছে। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগকে পৃথিবীর জঙ্ঘা মনে করা হয়। প্রয়াগ পৃথিবীর জননেন্দ্রিয়। প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠান (ঝুসী), কম্বল এবং অশ্বতর নাগ, ভোগবতী তীর্থ—এগুলি প্রজাপতি বেদী। বেদ ও যজ্ঞ এতে মূর্তিমান হয়ে বিরাজ করে। বড় বড় তপস্বী ঋষি প্রজাপতির উপাসনা করেন এবং চক্রবর্তী রাজা যজ্ঞাদির সাহায্যে দেবতাদের পূজা করেন। এইজন্য এই স্থান পরম পবিত্র। ঋষিরা বলেন প্রয়াগ সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রয়াগ যাত্রা করলে, তার নাম সংকীর্তন করলে এবং প্রয়াগের মৃত্তিকা স্পর্শ করলে মানুষের সমস্ত পাপ দূর হয়। যে ব্যক্তি জগদ্‌বিখ্যাত গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নান করেন, তিনি রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। এটি দেবতাদের যজ্ঞভূমি। এখানে অল্প দান করলেই অনেক বড় দানের ফল পাওয়া যায়। যদিও বেদে এবং লোক ব্যবহারে আত্মহত্যাকে খুবই খারাপ বলা হয়েছে, কিন্তু প্রয়াগে মৃত্যু সম্বন্ধে সে কথা চিন্তা করা উচিত নয়। প্রয়াগে সর্বদা ষাট কোটি দশ হাজার তীর্থের সান্নিধ্য থাকে। চারপ্রকার বিদ্যা অধ্যয়নের এবং সত্যভাষণের যে পুণ্য, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে স্নান করলে তা লাভ হয়। বাসুকি নাগের ভোগবতী তীর্থে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাত হংসপ্রপতন তীর্থ এবং গঙ্গাদশাশ্বমেধিক তীর্থও ওই স্থানেই। তাছাড়া, দেবনদী গঙ্গা যেখানেই থাক, সেখানেই স্নান করলে কুরুক্ষেত্র-যাত্রার ফল পাওয়া যায়। গঙ্গাস্নানে কনখলের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, প্রয়াগ তার থেকেও অধিক।

যে ব্যক্তি বহু পাপ করেছে, সে যদি একবার গঙ্গাজলে স্নান করে, তাহলে তার সারা পাপ এমন ভাবে দূরীভূত হয় যেমন আগুন শুকনো কাঠকে ভস্মীভূত করে। সত্যযুগে সব তীর্থই পুণ্যদায়ক। ত্রেতাতে পুষ্কর এবং দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের বিশেষ মহিমা। কলিযুগে একমাত্র গঙ্গার মহিমাই সর্বশ্রেষ্ঠ। পুষ্করে তপস্যা, মহালয় তীর্থে দান, মলয়াচলে শরীর দাহ করা এবং ভৃগুতুঙ্গ ক্ষেত্রে অনশন করা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা এবং মগধ দেশে স্নানমাত্রেই সাত পুরুষ মুক্ত হয়ে যায়। গঙ্গা নামোচ্চারণ মাত্রে পাপ ধুয়ে যায়, দর্শনমাত্রে কল্যাণদান করে, স্নান ও পানে সাতপুরুষ পবিত্র হয়ে যায়। মানুষের অস্থি যতক্ষণ গঙ্গাজলে থাকে, ততক্ষণ তার স্বর্গের সম্মান লাভ হয়। যে ব্যক্তি তীর্থ এবং পুণ্যক্ষেত্রাদিতে বাস করে, সে পুণ্য উপার্জন করে স্বর্গের অধিকারী হয়। ব্রহ্মা একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে গঙ্গাসম তীর্থ আর নেই, ভগবানের থেকে বড় কোনো দেবতা নেই এবং ব্রাহ্মণের থেকে বড় কোনো প্রাণী নেই। যেখানে গঙ্গা আছে সেই দেশই পবিত্র, সেটিই

তপোভূমি। গঙ্গাতীরই সিদ্ধিক্ষেত্র।

ভীষ্ম ! আমি যে তীর্থযাত্রার বর্ণনা করলাম, তা সত্য ; এই কথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সদ্‌পুরুষ, পুত্র, মিত্র, শিষ্য এবং সেবকদের গোপনীয় নিধিরূপে কানে কানে বলা উচিত। এই মাহাত্ম্য বর্ণনা করলে এবং শ্রবণ করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। এর দ্বারা শুদ্ধি, বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। চার বর্ণের লোকের ইচ্ছাপূর্ণ হয়। আমি যেসব তীর্থের বর্ণনা করেছি, সেখানে যাওয়া সম্ভব না হলে মানসিক যাত্রা করতে হয়। ভীষ্ম ! তুমি শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে ইন্দ্রিয় শুদ্ধ রেখে তীর্থ যাত্রা করো এবং পুণ্যবৃদ্ধি করো। শাস্ত্রদর্শী সদ্‌ব্যক্তিরাই সেই তীর্থাদি প্রাপ্ত হতে পারে। অনিয়মকারী, অসংযমী, অপবিত্র এবং চোর ব্যক্তি এই সকল তীর্থের মহিমা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। তুমি সদাচারী, ধর্মজ্ঞ, তোমার ধর্মপালনে সকলেই তৃপ্ত। তুমি দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ঋষিদের তীর্থ স্নান করিয়েছ। তোমার শ্রেষ্ঠ লোক এবং মহাকীর্তি লাভ হবে।

ধর্মরাজ ! ভীষ্ম পিতামহকে এই কথা বলে পুলস্ত্যমুনি অন্তর্হিত হলেন। পিতামহ ভীষ্ম তীর্থযাত্রা করলেন। এইভাবে যিনি তীর্থ পরিক্রমা করেন, তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তুমি একা না গিয়ে এই ঋষিদেরও তীর্থে নিয়ে যাবে, তাই তুমি আটগুণ ফল লাভ করবে। বহু তীর্থ রাক্ষসরা বন্ধ করে রেখেছে, সেখানে শুধু তোমরাই যেতে পারো। তীর্থগুলিতে বাল্মীকি, কশ্যপ দত্তাত্রেয়, কুণ্ডজঠর, বিশ্বামিত্র, গৌতম, অসিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ মুনি, উদ্দালক, শৌনক, ব্যাস, শুকদেব, দুর্বাসা, জাবালী প্রমুখ মহা তপস্বী ঋষিগণ তোমার প্রতীক্ষা করছেন। তুমি এঁদের সঙ্গে নিয়ে তীর্থে যাও। পরম তেজস্বী লোমশ মুনিও আসবেন, তাঁকেও নিয়ে যাও, আমিও যাব। তুমি যযাতি ও পুরূরবার মতো যশস্বী, ধর্মাত্মা ! রাজা ভগীরথ এবং লোকাভিরাম রামের ন্যায় রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মনু, ইক্ষ্বাকু, পুরু, পৃথু ও ইন্দ্রের ন্যায় যশস্বী। তুমি শত্রু পরাজিত করে প্রজাপালন করো এবং ধর্মানুসারে সাম্রাজ্য করে কার্তবীর্য অর্জুনের ন্যায় কীর্তিমান হও। যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে নারদ অন্তর্ধান করলেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তীর্থ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

## ধৌম্যের তীর্থাদির বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদের কাছে তীর্থের মাহাত্ম্য শুনে ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং তাঁদের মত জেনে পুরোহিত ধৌম্যের কাছে গিয়ে বললেন, 'ভগবান ! আমার তৃতীয় ভ্রাতা অর্জুন বড় ধীর, বীর এবং পরাক্রমী। আমি আমার উদ্যোগী, সাহসী, শক্তিমান অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করার জন্য বনে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি মনে করি অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নর-নারায়ণ রূপ অবতার। ভগবান বেদব্যাসও এই কথা বলে থাকেন। এঁদের দুজনের মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, জ্ঞান, কীর্তি, লক্ষ্মী, বৈরাগ্য এবং ধর্ম—এই ছয়টি ঐশ্বর্য নিত্য অবস্থান করে, তাই তাঁদের ভগবান বলা হয়। স্বয়ং দেবর্ষি নারদও এই কথা বলে তাঁদের প্রশংসা করেন। অর্জুনের শক্তি এবং অধিকার জেনেই আমি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে তাকে অস্ত্রবিদ্যা শেখার জন্য পাঠিয়েছি। কৌরবদের কথা মনে এলেই সর্বপ্রথম পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের নাম মনে আসে। অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্যও দুর্জয়। দুর্যোধন প্রথম থেকেই এই মহারথীদের নিজের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সত্য বদ্ধ করে রেখেছে। সূতপুত্র কর্ণও মহারথী এবং দিব্য অস্ত্রাদির প্রয়োগ জানে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে ধনঞ্জয় ইন্দ্রের কাছ থেকে অস্ত্র শিক্ষা করে ফিরে এসে একাই সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করবে। অর্জুন ছাড়া আমাদের আর কেউ সাহায্যকারী নেই। আমরা অর্জুনের পথ চেয়ে এখানে বাস করছি। তার শৌর্য ও সামর্থ্যের ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। আমরা সকলেই তার জন্য উদ্বিগ্ন আছি। আপনি দয়া করে এমন এক পবিত্র, রমণীয় স্থানের কথা বলুন, যেখানে অন্ন, ফল, ফুল পর্যাপ্ত পাওয়া যাবে এবং যেখানে পুণ্যাত্মা সৎব্যক্তিরা বসবাস করেন। আমরা সেখানে গিয়ে বসবাস করব এবং অর্জুনের প্রতীক্ষা করব।'

পুরোহিত ধৌম্য বললেন—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে পবিত্র আশ্রম, তীর্থ এবং পর্বতাদির বর্ণনা শোনাচ্ছি। তা শুনে দ্রৌপদীর এবং তোমাদের বিষণ্ণতা দূর হবে। তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ করলে পুণ্য হয়, তারপর যদি সেই তীর্থে যাত্রা করা হয় তাহলে পুণ্য শতগুণ বৃদ্ধি পায়। এখন

আমি আমার স্মৃতি থেকে পূর্বদিকের রাজর্ষি সেবিত তীর্থগুলি বর্ণনা করছি। নৈমিষারণ্য তীর্থের নাম তো তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। সেখানে দেবতাদের পৃথক পৃথক বহু তীর্থ আছে। সেই তীর্থ পরম পবিত্র, পুণ্যপ্রদ এবং রমণীয় গোমতী নদীতীরে অবস্থিত। এ হল দেবতাদের যজ্ঞভূমি এবং বড় বড় দেবর্ষি সেখানে বিরাজ করেন। গয়ার সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, মানুষের বহু পুত্র হলে ভালো, কারণ তাদের মধ্যে একজনও যদি গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অথবা নীল বৃষোৎসর্গ করে তাহলে তার পূর্বতন এবং অধস্তন দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। গয়া ক্ষেত্রে পরম পবিত্র ফল্গু নদী প্রবাহিতা এবং গয়াশীর নামক তীর্থস্থান আছে আর আছে অক্ষয়বট নামে মহাবটবৃক্ষ, এইস্থানে পিণ্ডদান করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। বিশ্বামিত্রের তপস্যার স্থান কৌশিকী নদী, যেস্থানে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন তাও পূর্বদিকেই। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বিশাল ধারাও পূর্বদিকেই প্রবাহিত। তার তীরে রাজা ভগীরথ অনেক বড় বড় যজ্ঞ করেছিলেন। গঙ্গা ও যমুনার জগদ্বিখ্যাত সঙ্গম প্রয়াগ, যা পরম পবিত্র এবং পুণ্য স্থান। বড় বড় ঋষি এখানে বাস করেন। সর্বাত্মা ব্রহ্মা এইস্থানে অনেক যাগ-যজ্ঞ করেছেন। তাই এর নাম প্রয়াগ। অগস্ত্য মুনির সুন্দর আশ্রম এবং বড় বড় তপস্বী পরিপূর্ণ তপোবনও পূর্বদিকেই অবস্থিত। কালঞ্জর পর্বতের ওপর হিরণ্যবিন্দু আশ্রম অবস্থিত। অগস্ত্য পর্বত অত্যন্ত রমণীয়, পবিত্র এবং কল্যাণ সাধনের উপযুক্ত স্থান। পরশুরামের তপস্যাক্ষেত্র মহেন্দ্র পর্বত, যেখানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন, তাও ওদিকেই, সেখানে বাহুদা এবং নন্দা নামক নদী আছে।

দক্ষিণ দিকে গোদাবরী নামে এক পবিত্র নদী প্রবাহিত। সেই নদীর জল মঙ্গলময় এবং তপস্বীগণ দ্বারা পূজিত। এর তীরে বড় বড় ঋষিদের আশ্রম। বেণা এবং ভাগীরথী নদীর জলও অত্যন্ত পবিত্র। সেইদিকেই রাজা নৃগের পয়োষ্ণী নদী, এই নদীর জল কোনো ভাবে শরীরে স্পর্শ করলে সারাজীবনের পাপ দূর হয়ে যায়। একদিকে গঙ্গা এবং অন্য সব নদী আর অন্য দিকে পয়োষ্ণী নদীকে রাখলে, পয়োষ্ণীই সব থেকে বড় পবিত্র নদী, এই হল আমার অভিমত। দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত পাণ্ড্যতীর্থে অগস্ত্যতীর্থ, বরুণতীর্থ এবং কুমারীতীর্থও অবস্থিত। তাম্রপর্ণী নদী, গোকর্ণ আশ্রম, অগস্ত্য আশ্রমও অত্যন্ত পুণ্যপ্রদ ও রমণীয়।

সৌরাষ্ট্র দেশে অত্যন্ত মহিমাময় আশ্রম, দেবমন্দির, নদী এবং সরোবর আছে। সৌরাষ্ট্র দেশে প্রভাস তীর্থ জগদ্বিখ্যাত। পিণ্ডারক তীর্থ এবং উজ্জয়ন্ত পর্বতও ওখানে। পুরাণ-পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৌরাষ্ট্র দেশেই দ্বারকাতে বাস করেন। তিনি সনাতন ধর্মের মূর্তিমান স্বরূপ—বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মাগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এ কথাই বলে থাকেন। কমলনেত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পবিত্রদের মধ্যে পবিত্র, পুণ্যের মধ্যেও পুণ্য, মঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল এবং দেবতাদের মধ্যে দেবতা। ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম—তিনিই সব। তাঁর স্বরূপ অচিন্ত্য এবং অনির্বচনীয়। এই প্রভুই দ্বারকাতে বাস করেন। পশ্চিম দিকে আনর্ত দেশের অন্তর্গত বহু পবিত্র এবং পুণ্যপ্রদ দেবমন্দির এবং তীর্থ আছে। এখানেই পুণ্যসলিলা নদী নর্মদা, এর গতি পশ্চিম দিকে। তার তীরে বড় সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ, উপবন এবং জঙ্গল আছে। তিন লোকের পবিত্র তীর্থ, দেবমন্দির, নদী, বন, পর্বত, ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি-মহর্ষি, সিদ্ধ-চারণ এবং বহু পুণ্যাত্মা দেবতা এখানে নর্মদার পবিত্র জলে স্নান করার জন্য প্রত্যহ আসেন। নর্মদার তীরেই বিশ্রবা মুনির আশ্রম, সেখানে কুবেরের জন্ম হয়েছিল। বৈদুর্য শিখর পর্বতও নর্মদা তীরে অবস্থিত। ওইদিকে কেতুমালা, মেধ্যা নদী এবং গঙ্গাদ্বার—এই তিন তীর্থ অবস্থিত। সৈন্ধবারণ্য নামক পবিত্র অরণ্যে অনেক তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করেন। ব্রহ্মার পুণ্যদায়ক সরোবর পুষ্করও এখানেই অবস্থিত। এটি কর্মমার্গ ত্যাগ করে জ্ঞানমার্গে আরোহণকারী ঋষিদের পবিত্র আশ্রম। এঁদের সম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছেন যে, যেসব মননশীল ব্যক্তি মনে মনে পুষ্কর তীর্থ যাওয়ার অভিলাষ করেন, তাঁদের সমস্ত পাপনাশ হয় এবং অন্তকালে স্বর্গলাভ হয়।

উত্তর দিকে পরম পবিত্র সরস্বতী নদীর তীরে বহু তীর্থ আছে। এই উত্তরদিকেই যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থল। প্লক্ষাবতরণ নামের মঙ্গলময় তীর্থে যজ্ঞ করে যদি সরস্বতী নদীতে অবভৃথস্নান করা হয়, তাহলে স্বর্গলাভ হয়। অগ্নি শির তীর্থও ওইখানেই। সরস্বতী নদীর তীরে বালখিল্য ঋষিরা যজ্ঞ করেছিলেন। সৎ ব্যক্তিরা তার মহিমা বর্ণনা করেন। দৃষদ্বতী নদী, ন্যগ্রোধ, পাঞ্চাল্য, দাল্‌ভ্য ঘোষ এবং দালভ্য নামক আশ্রমও ওখানেই। উত্তরের পর্বতগুলির মধ্যে থেকে গঙ্গা প্রবাহিত, সেই স্থানটিকে বলা হয় গঙ্গাদ্বার, সেখানে অনেক স্বনামধন্য ব্রহ্মর্ষি বসবাস করেন। কনখল সনৎ কুমারের নিবাসস্থান। পুরু পর্বতও

সেইখানে, ভৃগুমুনির তপস্যার স্থান ভৃগুতুঙ্গ মহাপর্বতও এখানেই অবস্থিত।

ভগবান নারায়ণ সর্বজ্ঞ, সর্ব ব্যাপক, সর্বশক্তিমান এবং পুরুষোত্তম। তাঁর কীর্তি সর্বদা মঙ্গলময়। বদরিকাশ্রমের কাছে তাঁর বিশালা নামে নগরী। এই নগরী তিন লোকে পরম পবিত্র ও প্রসিদ্ধ। বদরিকাশ্রমের কাছে পূর্বে ঠাণ্ডা ও গরমজলের গঙ্গাধারা প্রবাহিত ছিল। তাতে স্বর্ণবালি ঝলমল করত। বড় বড় ঋষি, মুনি, দেব দেবী ভগবান নারায়ণকে প্রণাম করতে সেই আশ্রমে যেতেন। স্বয়ং পরমাত্মার নিবাসস্থল হওয়ায় সেই তীর্থে জগতের সমস্ত তীর্থ ও দেব-মন্দিরের বাসস্থান। এই পুণ্য ক্ষেত্র, তীর্থ এবং তপোবন পরমব্রহ্মস্বরূপ। কারণ দেবাদিদেব নিখিললোক মহেশ্বর পরমেশ্বর স্বয়ং এই আশ্রমে বসবাস করেন। পরমাত্মার পরম স্বরূপ যিনি চিনে নেন, তাঁর কখনো কোনোপ্রকার শোক হয় না। ভগবানের নিবাসস্থল বিশালাতে বড় বড় সিদ্ধ, তপস্বী এবং দেবর্ষিগণ বসবাস করেন। এই বদরিকাশ্রম তীর্থ অন্যান্য তীর্থের থেকে পরম পবিত্র। ধর্মরাজ ! তুমি উত্তম ব্রাহ্মণ এবং ভাইদের নিয়ে তীর্থ যাত্রা করো। তোমার মনের দুঃখ দূর হবে এবং অভিলাষ পূর্ণ হবে। পুরোহিত ধৌম্য যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে এইরূপ আলোচনা করছিলেন, সেইসময় পরম তেজস্বী লোমশ মুনি দর্শন দিলেন।

## লোমশ মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের সংবাদ পাণ্ডবদের প্রদান, ব্যাস ও অন্যান্যদের আগমন এবং পাণ্ডবদের তীর্থযাত্রা আরম্ভ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ, ব্রাহ্মণ, সেবক সকলেই লোমশ মুনির অভ্যর্থনা করতে হাজির হলেন। সেবা ও আপ্যায়নের পরে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কী ?' লোমশ মুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মধুর স্বরে বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! আমি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। এর মধ্যে আমি একবার ইন্দ্রলোকে গিয়েছিলাম, সেখানে আমি দেখলাম দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনের অর্ধাংশে তোমার ভাই অর্জুন উপবেশন করে আছে। আমি দেখে খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম। দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের দিকে তাকিয়ে আমাকে বললেন—'দেবর্ষি ! তুমি পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে অর্জুনের কুশল সমাচার জানাও'। সেইজন্য আমি তোমাদের কাছে এসেছি। আমি তোমাদের মঙ্গলের কথা বলছি, তোমরা সকলে সাবধানে শোন। তোমাদের অনুমতি নিয়ে অর্জুন যে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করতে গিয়েছিল, তা সে শিবের কাছ থেকে পেয়ে গেছে। ভগবান শংকর অমৃতের কাছ থেকে এই দিব্য অস্ত্র লাভ করেছিলেন, সেটিই অর্জুনকে দিয়েছেন। তার প্রয়োগ এবং প্রত্যাহারও অর্জুন শিখে নিয়েছে। এর দ্বারা যদি নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত অর্জুন জেনে নিয়েছে। এই অস্ত্রে ভস্মীভূত হওয়া বন-উপবন অর্জুন আবার ফলে-ফুলে ভরিয়ে তুলতে সক্ষম। এই অস্ত্র নিবারণ করার কোনো উপায় নেই। মহাপরাক্রমশালী অর্জুন দিব্য

অস্ত্রের সঙ্গে যম, কুবের, বরুণ এবং ইন্দ্রের কাছ থেকেও দিব্য অস্ত্রশস্ত্রাদি লাভ করেছে। বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেন গন্ধর্বের কাছ থেকে অর্জুন সামগান, নৃত্য-গীত-বাদ্য ইত্যাদিও ভালোভাবে শিক্ষা করেছে। গান্ধর্ববেদ শিক্ষা-গ্রহণের পরে অর্জুন এখন অমরাবতীপুরীতে আনন্দে বাস করছে। ইন্দ্র তোমার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে বলেছে, 'যুধিষ্ঠির ! তোমার ভাই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হয়েছে, ওর

এখন এখানে নিবাতকবচ নামক অসুরকে বধ করতে হবে। এই কাজ এত কঠিন যে অনেক বড় বড় দেবতাও করতে সক্ষম হয়নি। অসুর বধ করেই অর্জুন তোমার কাছে চলে যাবে। তুমি তোমার অন্য ভাইদের সঙ্গে তপস্যা করে আত্মবল অর্জন করো। তপস্যার থেকে বড় কিছু নেই। তপস্যার দ্বারাই মানুষ মোক্ষ ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। আমি কর্ণ ও অর্জুন দুজনকেই জানি। আমি জানি তোমার মনে কর্ণের ভয় রয়েছে, কিন্তু আমি স্পষ্ট করে তোমায় জানাচ্ছি যে, কর্ণ শৌর্য-বীর্যে অর্জুনের ষোল আনার এক আনাও নয়। তোমার মনে তীর্থযাত্রার যে সংকল্প রয়েছে, লোমশ মুনি তা পূর্ণ করার জন্য তোমাকে সাহায্য করবেন।' ইন্দ্রের সংবাদ জানিয়ে লোমশ বললেন—যুধিষ্ঠির ! তখন অর্জুন আমাকে বলল—'তপোধন ! আপনি ধর্মজ্ঞ এবং তপস্বী ; আপনার কাছে রাজধর্ম বা মনুষ্যধর্ম কিছুই অগোচরে নেই। আপনি আমার ভাইকে এমন উপদেশ দেবেন, যাতে তিনি ধর্মের পুঁজি একত্রিত করেন। আপনি এঁদের তীর্থযাত্রার সহায়ক হয়ে পুণ্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করুন।' সুতরাং ইন্দ্র এবং অর্জুনের প্রেরণায় আমি তোমাদের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করব। আমি আগে আরও দুবার তীর্থযাত্রা করেছি, এই নিয়ে তৃতীয়বার যাত্রা হবে। যুধিষ্ঠির তুমি স্বভাবতই ধার্মিক ; ধর্মজ্ঞ এবং সত্যনিষ্ঠ। তীর্থযাত্রার প্রভাবে তুমি সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্তিলাভ করবে। রাজা ভগীরথ, গয় এবং যযাতি যেমন জগতে যশস্বী এবং বিজয়ী হয়েছেন, তুমিও তাই হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—মহর্ষি ! আপনার কথায় আমি অত্যন্ত সুখী হলাম। আপনাকে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। দেবরাজ ইন্দ্র যাঁকে স্মরণ করেন, তাঁর থেকে বেশি ভাগ্যবান আর কে হতে পারে ! যে ব্যক্তি আপনার মতো সৎব্যক্তির সংস্পর্শ লাভ করেছে, যার অর্জুনের মতো ভাই আছে, যার ওপর ইন্দ্রের কৃপা বর্ষিত হয়, সে যে ভাগ্যবান হবে তাতে সন্দেহ কীসের ? দেবরাজ ইন্দ্র আপনার মারফৎ আমাকে যে তীর্থযাত্রায় যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তা আমি আগেই আচার্য ধৌম্যের কথা অনুসারে চিন্তা করেছিলাম। এখন আপনি যখন আদেশ দিচ্ছেন, তখন আপনার সঙ্গেই আমরা তীর্থযাত্রা করব। আমি তাই স্থির করেছি, আপনি আদেশ করুন।

তিন রাত কাম্যক বনে বাস করার পর যুধিষ্ঠির তীর্থে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই সময় বনবাসী ব্রাহ্মণগণ

এসে তাঁকে বললেন—'মহারাজ ! আপনি লোমশ মুনির সঙ্গে ভাইদের নিয়ে তীর্থে যাচ্ছেন, আমাদেরও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন, কেননা আপনি না নিয়ে গেলে আমরা যেতে পারি না। হিংস্র পশু-পাখির জন্য এবং দুর্গম জঙ্গল পথে যেতে হয় বলে সাধারন মানুষ প্রায়শই তীর্থে যেতে পারে না। আপনার পরাক্রমশালী ভ্রাতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা সহজেই তীর্থযাত্রা করতে পারব। আপনার তো ব্রাহ্মণদের ওপর স্বাভাবিকভাবে প্রীতি আছে, তাই আমরা আপনাদের সঙ্গে প্রভাসাদি তীর্থ, মহেন্দ্র আদি পর্বত এবং গঙ্গা আদি নদী এবং অক্ষয় বট ইত্যাদি বৃক্ষ দর্শন করে কৃতার্থ হব।' বনবাসী ব্রাহ্মণরা এইরূপ প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললে, তাঁর চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল, তিনি বললেন, 'খুব ভালো, আপনারাও চলুন।' ধর্মরাজ যখন লোমশ মুনি এবং আচার্য ধৌম্যের সম্মতি অনুসারে ভ্রাতাদের এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে তীর্থযাত্রা স্থির করেন, তখন ভগবান বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদ এবং পর্বত মুনি কাম্যক বনে এলেন। যুধিষ্ঠির সবাইকে শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে পূজা করলেন। তাঁরা বললেন—শারীরিক শুদ্ধি এবং মানসিক শুদ্ধি, দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। মনের শুদ্ধিই পূর্ণ শুদ্ধি। সুতরাং তোমরা এখন কারো প্রতি দ্বেষবুদ্ধি না রেখে মিত্রবুদ্ধি রাখো। এতে তোমাদের

মানসিক শুদ্ধি হবে। তারপর তীর্থযাত্রা করো। ঋষিদের কথা শুনে পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তাঁরা তাই করবেন। দিব্যমানব এবং মুনিরা স্বস্তিবাচন করলেন। পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী সব মুনিঋষিদের প্রণাম করলেন। অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার পর পুণ্য নক্ষত্রে পুরোহিত ধৌম্য এবং বনবাসী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁরা তীর্থযাত্রা শুরু করলেন। তখন সকলে হাতে লাঠি নিয়েছেন, পুরাতন বস্ত্র বা মৃগচর্ম পরিহিত, মস্তকে জটা, শরীর অভেদ্য কবচে ঢাকা, হাতে অস্ত্র, কোমরে তরোয়াল, কাঁধে বাণভর্তি তূণীর এবং ইন্দ্রসেন ইত্যাদি সেবক পিছনে পিছনে চলেছেন।

—o—

## নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ ও গয়াযাত্রা এবং অগস্ত্য আশ্রমে মহর্ষি লোমশের অগস্ত্য-লোপামুদ্রার কথা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! বীর পাণ্ডবগণ তাঁদের সাথীদের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে নৈমিষারণ্যে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা গোমতী নদীতে স্নান করে বহু ধন রত্ন এবং গাভী দান করলেন। তারপর দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং ব্রাহ্মণদের তৃপ্ত করে তাঁরা কন্যাতীর্থ, অশ্বতীর্থ, গোতীর্থ, কালকোটি এবং বিষপ্রস্থ পর্বতে বাস করে বাহুদা নদীতে স্নান করলেন। সেখান থেকে তাঁরা দেবতাদের যজ্ঞভূমি প্রয়াগে পৌঁছলেন। প্রয়াগে স্নান করে তাঁরা ব্রাহ্মণদের বহু ধন দান করলেন। তারপর তাঁরা প্রজাপতি ব্রহ্মার বেদীতে গেলেন। এখানে বহু তপস্বী বাস করতেন। সেখানে পাণ্ডবগণ তপস্যা করলেন এবং ব্রাহ্মণদের বনের ফল-মূল-কন্দ দ্বারা তৃপ্ত করে গয়াতে উপস্থিত হলেন। এখানে গয়াশির নামক পর্বত এবং বেতবন পরিবেষ্টিত অতি রমণীয় মহানদী নামে এক নদী আছে। সেখানে ঋষিজন সেবিত পবিত্র শিখর সমন্বিত ধরণীধর নামক পর্বত অবস্থিত। সেই পর্বতের ওপর ব্রহ্মসর নামক এক অতি পবিত্র তীর্থ আছে, যেখানে সনাতন ধর্মরাজ স্বয়ং বাস করেন। ভগবান অগস্ত্যও সেখানে সূর্যপুত্র যমরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। পিনাকধারী মহাদেবও এই তীর্থে নিত্য নিবাস করেন। এই দেশে হাজার হাজার তপস্বী ব্রাহ্মণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা বেদোক্ত বিধি অনুসারে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করলেন। এই বিপ্রপ্রবর বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞাতা এবং বিদ্যা ও তপস্যায় পারঙ্গম ছিলেন। তাঁরা সভা করে শাস্ত্রচর্চাও করলেন।

সেই সভায় শমঠ নামে এক বিদ্বান এবং সংযমী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি অমূর্তরয়ার পুত্র রাজর্ষি গয়ের চরিত্র শোনালেন। তিনি বললেন—মহারাজ গয় এখানে অনেক পুণ্য কর্ম করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞে পক্বান্ন এবং দক্ষিণার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। অন্নের পর্বত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ঘৃতের নালা এবং দধির নদী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। উত্তম ব্যঞ্জনের সারি লেগে গিয়েছিল। রন্ধনকারীদের প্রতিদিন মুক্ত হস্তে দান করা হত। যেমন বালিকণা, আকাশের তারা এবং বর্ষার বারিধারা কেউ গুণতে পারে না, তেমনই গয়ের যজ্ঞে প্রদত্ত দক্ষিণাও গণনা করা সম্ভব হত না। কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির ! এই সরোবরের সন্নিকটেই রাজর্ষি গয়ের অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এইভাবে গয়াশিরক্ষেত্রে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করে, ব্রাহ্মণদের বহু দক্ষিণা দিয়ে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অগস্ত্য আশ্রমে এলেন। সেখানে লোমশ ঋষি তাঁকে বললেন—কুরুনন্দন ! একবার ভগবান অগস্ত্য একটি গর্তে তাঁর পিতৃপুরুষদের মাথা নীচু করে ঝুলতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

'আপনারা কেন এইভাবে মাথা নীচু করে ঝুলে আছেন ?' সেই বেদবাদী মুনিরা উত্তর দিলেন—'আমরা তোমার পিতৃপুরুষ, পুত্র হওয়ার আশায় আমরা এইভাবে মাথা ঝুলিয়ে আছি। পুত্র, অগস্ত্য ! তোমার যদি একটি পুত্র হয়, তাহলে এই নরক থেকে আমরা মুক্তিলাভ করব। তুমিও সদ্গতি লাভ করবে।' অগস্ত্য অত্যন্ত তেজস্বী এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি পিতৃপুরুষদের বললেন—'পিতৃগণ ! আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করব।'

পিতৃপুরুষগণকে কথা দিয়ে ভগবান অগস্ত্য চিন্তা করলেন যে, বংশধারা যাতে উচ্ছেদ না হয় তার জন্য বিবাহ করা প্রয়োজন। কিন্তু কোনো নারীই তাঁর অনুরূপ বলে মনে হচ্ছিল না। তিনি তখন বিদর্ভ দেশের রাজার কাছে গিয়ে বললেন—'রাজন্ ! পুত্র উৎপাদনের জন্য আমার বিবাহ করা প্রয়োজন। আপনার কন্যা লোপামুদ্রাকে আপনার কাছ থেকে পেতে চাই। আমার সঙ্গে আপনি তাঁর বিবাহ দিন।'

অগস্ত্য মুনির কথা শুনে রাজার অত্যন্ত চিন্তা হল, তিনি অস্বীকার করতেও পারলেন না আবার কন্যা দেবার কথাও ভাবতে পারলেন না। তিনি মহারানির কাছে গিয়ে সব জানিয়ে বললেন—'প্রিয়ে ! মহর্ষি অগস্ত্য অত্যন্ত তেজস্বী। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলে আমরা ভস্ম হয়ে যাব। বলো, এখন তোমার কী মত ?' রাজা-রানিকে দুঃখে কাতর দেখে রাজকন্যা লোপামুদ্রা এসে বলল, 'পিতা ! আমার জন্য চিন্তা করবেন না, আমাকে অগস্ত্য মুনির হাতে সমর্পণ করুন। তাতে আমাদের সকলেরই মঙ্গল হবে।'

কন্যার কথা শুনে রাজা শাস্ত্রবিধি অনুসারে ঋষি অগস্ত্যের সঙ্গে লোপামুদ্রার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর অগস্ত্য তাঁর পত্নীকে বললেন—'দেবী ! তুমি এই বহু মূল্য বস্ত্রালংকার ত্যাগ করো।' লোপামুদ্রা তখনই তাঁর বস্ত্র অলংকার খুলে চীর ও বৃক্ষছাল ও মৃগচর্ম ধারণ করে পতির ন্যায় ব্রত ও নিয়ম পালন করতে লাগলেন। তারপর ভগবান অগস্ত্য হরিদ্বার ক্ষেত্রে এসে অনুগত পত্নীকে নিয়ে ঘোর তপস্যায় রত হলেন। লোপামুদ্রা অত্যন্ত প্রেম ও তৎপরতা সহ পতির সেবা করতেন, ভগবান অগস্ত্যও তাঁর পত্নীর সঙ্গে অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করতেন।

রাজন্ ! এইভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন ঋষি অগস্ত্য ঋতুস্নান থেকে নিবৃত্ত হওয়া লোপামুদ্রাকে দেখলেন। তপঃ প্রভাবে লোপামুদ্রার দেহের কান্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর সেবা, পবিত্রতা, সংযম, কান্তি এবং রূপমাধুরী তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে সমাগমের জন্য আবাহন করলেন। লোপামুদ্রা তখন সংকুচিত হয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'মুনিবর ! পতি যে সন্তানের জন্যই পত্নীকে স্বীকার করেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার প্রতি আপনার যে প্রীতি, তাকেও সার্থক করা উচিত। আমার ইচ্ছা যে, আমি পিতার মহলে যেরূপ সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে থাকতাম, এখানেও তেমন করেই থাকি এবং তখনই আপনার সঙ্গে আমার সমাগম হবে। আপনিও সেইরূপ বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত হোন। এই কষায়বস্ত্র পরিহিত হয়ে আমি সমাগমে লিপ্ত হব না। এই বস্ত্র তপস্যার জন্য তৈরি হয়েছে, একে অন্য কোনো প্রকারে ব্যবহার করা উচিত নয়।' অগস্ত্য বললেন—'লোপামুদ্রা, তোমার পিতৃগৃহে যে অর্থ আছে, তা তোমার কাছেও নেই, আমার কাছেও নেই। তাহলে কীকরে বসন ভূষণ পরা সম্ভব ?' লোপামুদ্রা বললেন—'তপোধন ! ইহলোকে যত অর্থ-সম্পদ আছে, আপনার তপঃ প্রভাবে তা আপনি এক মুহূর্তেই প্রাপ্ত করতে পারেন।' অগস্ত্য মুনি বললেন—'প্রিয়ে ! তুমি যা বলছ, তা ঠিকই, কিন্তু এরূপ করা তপস্বীদের ধর্ম নয়। তুমি এমন কিছু বলো যাতে আমার তপস্যা ক্ষয় না হয়।' লোপামুদ্রা বললেন—'ভগবান ! আমি আপনার তপস্যা নষ্ট করতে চাই না। অতএব আপনি তা রক্ষা করেই আমার কামনা পূর্ণ করুন।' অগস্ত্য তখন বললেন—'সুভদ্রে ! তুমি যদি মনে মনে ঐশ্বর্য ভোগ করবে স্থির করে থাক, তাহলে তুমি এখানে থেকেই তোমার ইচ্ছানুসারে ধর্ম আচরণ করো, আমি তোমার জন্য ধন আহরণে লোকালয়ে যাচ্ছি।'

লোপামুদ্রাকে এই কথা বলে মহর্ষি অগস্ত্য অর্থ আনতে মহারাজ শ্রুতর্বার কাছে গেলেন। তাঁর আসার সংবাদ পেয়ে মহারাজ শ্রুতর্বা তাঁকে আহ্বান করতে মন্ত্রীদের নিয়ে রাজ্যের সীমানায় এলেন এবং তাঁকে সসম্মানে নগরে নিয়ে গিয়ে যথাবিহিত পূজা-অর্চনা করলেন। পরে হাত জোড় করে বিনীতভাবে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। অগস্ত্য মুনি বললেন, 'রাজন্ ! আমি অর্থ পাবার আশায় এখানে এসেছি। অতএব অন্যকে কষ্ট না দিয়ে আপনি যে ধন আহরণ করেছেন, তার থেকে কিছু আমাকে প্রদান করুন।'

ঋষি অগস্ত্যের কথা শুনে রাজা তাঁর সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব তাঁর কাছে এনে দিলেন এবং বললেন এর থেকে আপনি যা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন, তা নিয়ে নিন। অগস্ত্য দেখলেন সেই হিসাবে যত্র আয় তত্র ব্যয় দেখানো আছে, তিনি ভাবলেন যে, এর থেকে সামান্য কিছু নিলেও এদের অসুবিধা হবে। তাই তিনি সেখান থেকে কিছুই নিলেন না। তারপর ঋষি অগস্ত্য শ্রুতর্বাকে সঙ্গে করে ব্রধ্নশ্বরের কাছে গেলেন। তিনিও রাজ্যের প্রান্ত থেকে এঁদের দুজনকে আহ্বান করে নিজ প্রাসাদে নিয়ে গেলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অগস্ত্য মুনি বললেন—'রাজন্ ! আমরা দুজনে আপনার কাছ থেকে কিছু অর্থ পাবার আশায় এসেছি, আপনি অন্যকে কষ্ট না দিয়ে যে অর্থ আহরণ করেছেন, তার থেকে যথাসম্ভব আমাকে দিন।' অগস্ত্যের কথা শুনে রাজা তাঁকে আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়ে বললেন—'এর মধ্যে যা উদ্বৃত্ত আছে তা আপনি নিয়ে নিন।' সমদৃষ্টি সম্পন্ন অগস্ত্য দেখলেন এর থেকে কিছু অর্থ নিলে এখানকার লোকেরা অসুবিধায় থাকবে। তাই তিনি এখান থেকেও অর্থ নেওয়ার সংকল্প ত্যাগ করলেন। তারপর তিনজনে মিলে পুরুকুৎসের পুত্র মহা ধনবান রাজা ত্রসদস্যুর কাছে গেলেন। ইক্ষ্বাকু কুলভূষণ মহারাজ ত্রসদস্যুও তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এখানেও আয় ব্যয়ের হিসাব দেখে তাঁরা কোনো ধন নিলেন না।

তখন সব রাজারা একসঙ্গে আলোচনা করে বললেন, 'মুনিবর ! এখন জগতে ইল্বল নামে এক মহাধনবান দৈত্য আছে।' তাঁরা সকলে মিলে ইল্বলের কাছে গেলেন। ইল্বল ঋষি অগস্ত্য আসছেন জেনে মন্ত্রীদের নিয়ে রাজ্যসীমানা থেকে তাঁদের আহ্বান করে নিয়ে এলেন। তারপর আদর আপ্যায়নের পরে হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা এখানে কৃপা করে কেন এসেছেন ; বলুন, আমি আপনাদের কী সেবা করতে পারি ?' অগস্ত্য মৃদুহাস্যে বললেন—'অসুররাজ ! আমি আপনাকে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ধনকুবের বলে জানি। আমার সঙ্গে যে রাজারা এসেছেন, এঁরা তত ধনী নন ; কিন্তু আমার অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং অন্যকে কষ্ট না দিয়ে আপনার যে ন্যায়সম্মত অর্থ আছে, তার থেকে যথাশক্তি আমাকে প্রদান করুন।' এই কথা শুনে ইল্বল মুনিকে প্রণাম করে বললেন—'মুনিবর ! আমি আপনাকে কত ধন দিতে চাই, আপনি যদি আমার এই মনোভাব বলতে পারেন, তাহলে আমি আপনাকে ধন দিয়ে দেব।' অগস্ত্য বললেন—'অসুররাজ ! তুমি প্রত্যেক রাজাকে দশহাজার গোধন এবং ততই স্বর্ণমুদ্রা এবং আমাকে তার দ্বিগুণ গোধন ও স্বর্ণমুদ্রা এবং একটি স্বর্ণ রথ এবং মনের মতো বেগবান দুটি ঘোড়া প্রদানের ইচ্ছা করেছ। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ এই সামনের রথটি সোনারই।' এই কথা শুনে দৈত্য তাঁকে বহু ধন-রত্ন দিলেন। সেই রথে বিরাব এবং সুরাব নামে দুটি অশ্ব জুতে অতি শীঘ্র সমস্ত সম্পদ এবং রাজাদের নিয়ে সেটি অগস্ত্যমুনিকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এল। তারপর ঋষি অগস্ত্যের অনুমতি নিয়ে রাজারা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। অগস্ত্য মুনি তাঁর পত্নী লোপামুদ্রার সমস্ত কামনা পূর্ণ করলেন।

তখন লোপামুদ্রা বললেন—'মুনিবর ! আপনি আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ করেছেন। আপনি এখন আমার গর্ভে এক পরাক্রমশালী পুত্র উৎপন্ন করুন।' অগস্ত্য বললেন—'সুন্দরী ! আমি তোমার সদাচারে সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই

তোমার সন্তানের ব্যাপারে আমার যা চিন্তা, তা বলছি শোন। বলো, তোমার সহস্র পুত্র চাই, না সহস্র পুত্রের সমান শতপুত্র চাই, অথবা শত পুত্র সম দশ পুত্র চাই ? অথবা সহস্রব্যক্তিকে পরাস্ত করার মতো শুধু একটি পুত্র চাই ?' লোপামুদ্রা বললেন, 'তপোধন ! আমি সহস্রব্যক্তিকে পরাস্ত করার মতো একটি পুত্রই শুধু চাই। বহু অযোগ্য পুত্রের থেকে একটি মাত্র যোগ্য সর্বগুণ সম্পন্ন পুত্রই কাম্য।'

মুনিবর তাতে সম্মত হয়ে ঋতুকাল এলে সহধর্মিণীর সঙ্গে সমাগম করলেন। গর্ভাধান হলে তিনি বনে চলে গেলেন। তিনি বনে যাওয়ার পর সাত বছর ধরে সেই সন্তান গর্ভেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। সাত বছর সমাপ্ত হলে লোপামুদ্রার গর্ভ হতে এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তেজস্বী পুত্র জন্মাল, যার নাম দৃঢ়স্যু। সে পরম তপস্বী এবং সমস্ত বেদ এবং উপনিষদ কণ্ঠস্থ করেছিল। তার জন্ম হলে ঋষি অগস্ত্যের পিতৃপুরুষ তাঁদের অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হলেন। তখন থেকে পৃথিবীতে এই স্থান 'অগস্ত্যাশ্রম' নামে প্রসিদ্ধ। রাজন্ ! এই আশ্রম বহু রমণীয় গুণ সম্পন্ন। দেখুন, এর নিকট দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত। বড় বড় দেবতা এবং গন্ধর্বগণ এর পূজা করেন। এই ভৃগুতীর্থ ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ। ভগবান শ্রীরাম ভৃগুনন্দন পরশুরামের তেজ হরণ করেছিলেন। এই তীর্থে স্নান করে পরশুরাম তা পুনঃ প্রাপ্ত করেন। এখন দুর্যোধনও আপনার তেজ হরণ করেছেন, সুতরাং আপনিও এই তীর্থে স্নান করে সেই তেজ প্রাপ্ত করুন।

## পরশুরামের তেজহীন হওয়া এবং তা পুনরায় ফিরে পাওয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহর্ষি লোমশের কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভাইদের এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে সেই তীর্থে স্নান করে পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। এই তীর্থে স্নান করায় তাঁদের তেজস্বী দেহ আরও কান্তিমান প্রতীত হতে লাগল এবং শত্রুদের কাছে দুর্জয় হয়ে উঠল। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির তারপর মহর্ষি লোমশকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান ! কৃপা করে বলুন পরশুরামের দেহের তেজ কেন ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল এবং কীভাবে তিনি তা ফিরে পেলেন।'

লোমশ মুনি বললেন—মহারাজ ! আমি আপনাকে ভগবান শ্রীরাম এবং মতিমান্ পরশুরামের কাহিনী শোনাচ্ছি, মন দিয়ে শুনুন। মহাত্মা দশরথের গৃহে পুত্ররূপে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত রামাবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দশরথনন্দন রাম বাল্যকালেই নানা অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। তাঁর সুযশ শুনে মহাপরাক্রমী পরশুরাম অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে তাঁর ক্ষত্রিয় সংহারকারী দিব্য ধনুক নিয়ে রামের পরাক্রম পরীক্ষা করে দেখার জন্য অযোধ্যা নগরীতে এলেন। দশরথ তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে রামের নেতৃত্বে লোক পাঠালেন রাজ্যের সীমানা থেকে তাঁকে আহ্বান করে আনার জন্য। শ্রীরামের প্রসন্নবদন এবং অস্ত্রসজ্জিত মূর্তি দেখে পরশুরাম বললেন, 'রাজকুমার ! আমার এই ধনুক কালের ন্যায় করাল, তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে এতে গুণ চড়াও।' শ্রীরাম পরশুরামের হাত থেকে সেই দিব্য ধনুক নিয়ে অনায়াসে তাতে গুণ চড়ালেন। তারপর স্মিত হেসে তাতে টংকার দিলেন। সেই শব্দে সমস্ত প্রাণী এত ভীত সন্ত্রস্ত হল, যেন তাদের মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। তারপর তিনি পরশুরামকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! এই নিন, আপনার ধনুকে গুণ চড়িয়েছি, আর কী সেবা করব ?' পরশুরাম তখন তাঁকে একটি বাণ দিয়ে বললেন—'এটি ধনুকে রেখে কান পর্যন্ত টেনে দেখাও।'

একথা শুনে শ্রীরাম বললেন—'ভৃগুনন্দন ! আপনাকে খুব অহংকারী মনে হচ্ছে। আমি আপনার কথা শুনেও না শোনার ভান করছি। আপনি আপনার পিতামহ ঋচীকের কৃপায় ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করে এই তেজ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাই বোধহয় আপনি আমাকে অপমান করছেন। আমি আপনাকে দিব্য নেত্র প্রদান করছি, তার সাহায্যে আপনি আমার স্বরূপ অবলোকন করুন।' ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম দিব্য চক্ষুর দ্বারা ভগবান শ্রীরামের শরীরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদ্গণ, পিতৃপুরুষ, অগ্নি, নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, যক্ষ, নদী, তীর্থ, বালখিল্যাদি ব্রহ্মভূত সনাতন মুনিবর, দেবর্ষি এবং সম্পূর্ণ সমুদ্র ও পর্বতগুলিকে দেখতে পেলেন। তাছাড়াও তিনি শ্রীরামের মধ্যে উপনিষদাদি সহ বেদ, বষট্‌কার এবং যাগ-যজ্ঞাদি-সহ সজীব সামশ্রুতি এবং ধনুর্বেদ ও মেঘ-বর্ষা-বিদ্যুৎও দেখতে পেলেন। তারপর ভগবান শ্রীরাম সেই বাণ ছুঁড়লে

বড় বড় আগুনের গোলার সঙ্গে বজ্রপাত হতে লাগল ; সমস্ত ভূমণ্ডল ধুলো এবং মেঘে ছেয়ে গেল। পৃথিবী কাঁপতে লাগল এবং সর্বত্র ভয়ংকর আওয়াজ হতে লাগল। শ্রীরামের হস্তনিক্ষিপ্ত সেই বাণ পরশুরামকেও ব্যাকুল করে তুলল এবং পরশুরামের তেজ হরণ করে পুনরায় শ্রীরামের কাছে ফিরে এল। যখন পরশুরামের চেতনা ফিরে এল, তখন যেন তাঁর প্রাণসঞ্চার হল এবং তিনি ভগবান বিষ্ণুর অংশরূপ শ্রীরামকে প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীরামের অনুমতি নিয়ে শ্রান্ত এবং লজ্জিত হয়ে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এইভাবে এক বছর কেটে যাওয়ার পর যখন তাঁর পিতৃব্যগণ দেখলেন যে, পরশুরাম তেজহীন অবস্থায় রয়েছেন, তাঁর সমস্ত অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে এবং তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রয়েছেন, তখন তাঁরা বললেন—'বৎস ! তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর প্রতি যে আচরণ করেছ, তা ঠিক নয়। ইনি ত্রিলোকে সর্বদা পূজনীয় এবং শ্রেষ্ঠ। এখন তুমি বধূসরকৃতা নামক পুণ্য নদীতে স্নান কর। সত্যযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু দীপ্তোদ নামক তীর্থে ঘোর তপস্যা করেছিলেন। এতে স্নান করলে তোমার দেহ পুনরায় তেজঃপূর্ণ হবে।'

পিতৃপুরুষের কথায় পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করলেন, ফলে তাঁর অপহৃত তেজ পুনঃপ্রাপ্ত হল। মহারাজ ! পরমপরাক্রমশালী পরশুরাম এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যুদ্ধে আহ্বান করে তাঁর তেজ হারিয়েছিলেন, এই তীর্থে স্নান করে তা পুনরায় ফিরে পান।

---

## বৃত্রবধ এবং অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণ করার কাহিনী

যুধিষ্ঠির বললেন—বিপ্রবর ! আমি মহামতি ঋষি অগস্ত্যের অদ্ভুত কর্মকাণ্ডগুলি সবিস্তারে শুনতে চাই।

মহর্ষি লোমশ বললেন—রাজন্ ! আমি পরম তেজস্বী ঋষি অগস্ত্যের অত্যন্ত দিব্য, অদ্ভুত এবং অলৌকিক কাহিনী শোনাচ্ছি ; তুমি মন দিয়ে শোন। সত্যযুগে কালকেয় নামে ভয়ংকর রণবীর দৈত্যগণ বাস করত। তারা বৃত্রাসুরের অধীনে থেকে নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ইন্দ্রাদি সকল দেবতাকে আক্রমণ করল। সকল দেবতা একত্রে বৃত্রাসুর বধের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁদের দেখে বললেন—'দেবগণ ! তোমরা যা করতে চাও, তা আমার অজানা নেই। আমি তোমাদের বৃত্রাসুরকে বধের উপায় জানাচ্ছি। পৃথিবীতে দধীচি নামে এক উদার হৃদয় মহর্ষি আছেন। তোমরা সকলে গিয়ে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করো। তিনি প্রসন্ন হয়ে যখন তোমাদের বর দিতে চাইবেন, তখন তাঁকে বলবে যে, 'মুনিবর ! ত্রিলোকের হিতের জন্য আপনি আপনার অস্থি আমাদের প্রদান করুন।' তখন তিনি দেহত্যাগ করে তোমাদের নিজ অস্থি প্রদান করবেন। তাঁর অস্থি দিয়ে তোমরা ছয় দন্তবিশিষ্ট এক ভয়ংকর সুদৃঢ় বজ্র তৈরি করবে। সেই বজ্রের সাহায্যেই ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করতে সক্ষম হবে। আমি তোমাদের সব জানিয়ে দিলাম। এখন শীঘ্র উদ্যোগী হও।'

ব্রহ্মার এই কথায় সব দেবতা তাঁর অনুমতি নিয়ে সরস্বতী নদীর অপর পারে দধীচি ঋষির আশ্রমে এলেন। আশ্রমটি নানাপ্রকার বৃক্ষ লতায় সুশোভিত। সূর্যের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি দধীচিকে দর্শন করে দেবতারা তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপরে শ্রীব্রহ্মার কথা অনুসারে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করলেন। ঋষি দধীচি প্রসন্ন হয়ে বললেন—'দেবগণ, তোমাদের যাতে মঙ্গল হয়, আমি তাই করব ; তোমাদের

জন্য আমি এই শরীরও সমর্পণ করতে পারি।' তখন দেবতারা তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলে মন ও ইন্দ্রিয়বশকারী মহর্ষি দধীচি প্রাণত্যাগ করলেন। দেবতারা ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহের অস্থি সংগ্রহ করলেন এবং বিশ্বকর্মাকে ডেকে এনে তাঁদের প্রয়োজনের কথা জানালেন ; বিশ্বকর্মা সেই অস্থি দিয়ে এক ভয়ংকর বজ্র তৈরি করলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন—'দেবরাজ ! এই বজ্রের সাহায্যে আপনি দেবতাদের শত্রু উগ্রকর্মা বৃত্রাসুরকে ভস্মীভূত করুন।'

বিশ্বকর্মার কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র নিয়ে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে করে পৃথিবী ও আকাশ জুড়ে বৃত্রাসুরের ওপর আক্রমণ করলেন। তখন পর্বত শিখরের ন্যায় বিশালকায় কালকেয় দৈত্যরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বৃত্রাসুরকে চতুর্দিক থেকে রক্ষা করছিল। দেবতা ও ঋষিদের তেজে সমৃদ্ধ ইন্দ্রের পরাক্রম দেখে বৃত্রাসুর ক্রোধে সিংহনাদ করল। তার সেই হুংকারে পৃথিবী, আকাশ, পর্বত এবং দশদিক কেঁপে উঠল। ইন্দ্রও সেই হুংকারের জবাবে বৃত্রাসুরের ওপর ভীষণ বজ্র ছুঁড়ে মারলেন। সেই বজ্রের আঘাতে মহাদৈত্য বৃত্রাসুর প্রাণহীন হয়ে এমনভাবে পৃথিবীতে এসে পড়ল, যেমনভাবে পূর্বকালে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হাত থেকে মন্দারপর্বত পড়েছিল।

বৃত্রাসুর বধ হলে সকল দেবতা এবং মহর্ষি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সকলে ইন্দ্রের স্তুতি করতে লাগলেন। তারপরে দেবতারা বৃত্রাসুরের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত সমস্ত দৈত্যদের বধ করতে শুরু করলেন। তখন দৈত্যরা তাঁদের ভয়ে মৎস্য-হাঙর পরিপূর্ণ সমুদ্রজলের মধ্যে আত্মগোপন করে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ত্রিলোক ধ্বংসের উপায় ভাবতে লাগল। চিন্তা করতে করতে তারা এক ভয়ংকর উপায় ঠিক করল। তারা ভেবে দেখল যে, সমস্ত লোকই তপস্যার প্রভাবে রক্ষা পায়, সুতরাং তারা সর্বপ্রথম তপস্যারই ক্ষতি করবে। পৃথিবীতে যত তপস্বী, ধর্মাত্মা এবং জ্ঞাননিষ্ঠ মানুষ আছেন, অতি শীঘ্র তাঁদের বধ করতে হবে। তাঁদের বধ করলেই জগৎ স্বতই নষ্ট হয়ে যাবে।

এরূপ স্থির করে তারা সমুদ্রের মধ্যে থেকেই ত্রিলোক নাশ করতে তৎপর হয়ে উঠল। তারা ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে নিত্য রাত্রে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে আশ-পাশের আশ্রম এবং তীর্থাদিতে থাকা মুনিদের প্রাণ হরণ করত আর সারাদিন সমুদ্রে লুকিয়ে থাকত। তাদের অত্যাচার এত বেড়ে গেল যে সমস্ত পৃথিবীতে চতুর্দিক মৃত মুনি ঋষিদের অস্থিতে ভরে উঠল।

রাজন্ ! এইভাবে যখন জগতে সংহারলীলা চলতে লাগল এবং যাগ-যজ্ঞ নষ্ট হয়ে গেল তখন দেবতারা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তাঁরা দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে শরণাগত বৎসল শ্রীমৎ নারায়ণের শরণাগত হলেন। দেবতারা বৈকুণ্ঠনাথ অপরাজেয় ভগবান মধুসূদনের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর স্তুতি করে বললেন—'প্রভু ! আপনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার কর্তা ; আপনিই এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন। হে কমলনয়ন ! পূর্বে পৃথিবী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন আপনিই তাকে বরাহরূপে উদ্ধার করেছিলেন। পুরুষোত্তম ! আপনিই নৃসিংহরূপ ধারণ করে মহাবলী দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন। কোনো দেহধারীর পক্ষেই মহাদৈত্য বলির সংহার করা সম্ভব ছিল না, তাকেও আপনি বামনরূপে পরাভূত করেছেন। মহাধনুর্ধর জম্ভ অত্যন্ত ক্রূর এবং যজ্ঞ ধ্বংসকারী ছিল, সেই ক্রূর দানবকেও আপনি নিহত করেছেন। আপনার এইরূপ অগণিত পরাক্রমের ঘটনা আছে। হে মধুসূদন ! এই দুর্দিনে আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। অতএব হে দেবদেবেশ্বর ! ত্রিলোকের কল্যাণের জন্য আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এই মহাভয় থেকে আপনি সমস্ত লোক, দেবতা এবং ইন্দ্রকে রক্ষা করুন। এখন জগতে মহাভয় উপস্থিত হয়েছে ; আমরা জানি না রাত্রে কে এসে ব্রাহ্মণদের হত্যা করে। ব্রাহ্মণরা নাশ হলে পৃথিবী নাশ হবে আর পৃথিবী নাশ হলে স্বর্গও থাকবে না। জগৎপতে ! এখন কৃপাপূর্বক আপনি রক্ষা করলে তবেই এই জগৎ সংসার

রক্ষা পাবে।'

দেবতাদের প্রার্থনা শুনে ভগবান বিষ্ণু বললেন—'হে দেবগণ ! আমি প্রজাদের ক্ষতির কারণ সম্পূর্ণভাবে জানি। কালকেয় নামে এক প্রসিদ্ধ দৈত্যের দল আছে। তারা বৃত্রাসুরের আশ্রয় নিয়ে সমস্ত জগৎকে পীড়িত করছে। সারাদিন হাঙর, কুমীর অধ্যুষিত সমুদ্রে লুকিয়ে থাকে আর রাত্রে জগৎ উচ্ছেদ করার জন্য বাইরে এসে ব্রাহ্মণদের বধ করে। সমুদ্রের ভিতরে থাকার জন্য তোমরা ওই দৈত্যদের বধ করতে পারবে না, তাই তোমাদের সমুদ্র শুষ্ক করার উপায় খুঁজতে হবে। একমাত্র মহর্ষি অগস্ত্য ছাড়া আর কেউ সমুদ্র শুষ্ক করতে সক্ষম নন এবং সমুদ্র শুষ্ক না হলে দৈত্য বধও সম্ভব নয়। অতএব তোমরা কোনোভাবে ঋষি অগস্ত্যের কাছে গিয়ে এই কাজের কথা বলো।'

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কথা শুনে দেবতারা ব্রহ্মার নির্দেশে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন মিত্রাবরুণের পুত্র পরম তেজস্বী তপোমূর্তি মহাত্মা অগস্ত্য ঋষিদের মধ্যে উপবিষ্ট। দেবতারা সকলে তাঁর কাছে গেলেন। তাঁরা ঋষি অগস্ত্যর সমস্ত অলৌকিক কর্মের গুণগান করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—'পূর্বে রাজা নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করে যখন লোকদের বিরক্ত করতে আরম্ভ করে তখন আপনিই জগৎ কণ্টক রাজা নহুষকে দেবলোকের ঐশ্বর্য থেকে বিতাড়িত করেন। পর্বতরাজ বিন্ধ্যাচল সূর্যের ওপর কুপিত হয়ে অনেক উঁচু হয়েছিল, যাতে সূর্য দক্ষিণাবর্তে যেতে না পারে। ফলে জগতের দক্ষিণাংশে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল এবং প্রজারা ব্যাধি ও মৃত্যুতে জর্জরিত হয়েছিল। সেই সময় আপনার শরণ গ্রহণ করায় শান্তিলাভ হয়। আপনি সকলের ইচ্ছাই পূর্ণ করেন ; আমরাও দীনভাবে আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আমার সেই কাহিনী বিস্তারিত শুনতে ইচ্ছা করছে যে, বিন্ধ্যাচল কেন অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকল।

মহর্ষি লোমশ বললেন—সূর্য উদয় এবং অস্ত হওয়ার সময় পর্বতরাজ সুবর্ণগিরি সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করতেন। তাই দেখে বিন্ধ্যাচল বলল, 'সূর্যদেব ! তুমি যেভাবে প্রতিদিন সুমেরুর পরিক্রমা কর, তেমনই আমাকেও করবে।' তাতে সূর্য বললেন—'আমি নিজ ইচ্ছায় সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না। যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমার পথ

নির্দিষ্ট করেছেন।' হে পরন্তপ ! সূর্যের কথায় বিন্ধ্য ক্রোধে জ্বলে উঠল, তাই সূর্য ও চন্দ্রের গতিপথ বন্ধ করতে অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন সব দেবতারা মিলে পর্বতরাজ বিন্ধ্যের কাছে এসে তাকে নানাভাবে বাধা দিতে লাগলেন, কিন্তু বিন্ধ্য তাঁদের কোনো কথা শুনল না। তখন তাঁরা সকলে পরম তপস্বী ধর্মাত্মা এবং অদ্ভুত পরাক্রমী ঋষি অগস্ত্যের কাছে এলেন এবং তাঁকে তাঁদের প্রয়োজনের কথা জানালেন। তাঁরা বললেন—'ভগবান ! ক্রোধের বশীভূত হয়ে এই পর্বতরাজ বিন্ধ্যাচল সূর্য এবং চন্দ্র ও নক্ষত্রের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। মহর্ষি ! আপনি ব্যতীত আর কেউই তাকে বাধাদান করতে সক্ষম নয়। এখন আপনি এর বিহিত করুন।'

দেবতাদের প্রার্থনা শুনে ঋষি অগস্ত্য পত্নীসহ বিন্ধ্যাচলের কাছে এসে তাকে বললেন—'পর্বত প্রবর ! আমি কোনো কাজে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করছি, তাই আমাকে ওদিকে যাওয়ার পথ দাও। যতদিন আমি ওদিক থেকে ফিরে না আসি, ততদিন তুমি আমার প্রতীক্ষা করবে,তারপর ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধিলাভ কর।' বিন্ধ্যাচলকে এইভাবে রেখে অগস্ত্যমুনি দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন এবং

আজ পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে ফেরেননি। এর ফলে অগস্ত্য ঋষির প্রভাবে বিন্ধ্যাচলের বৃদ্ধিলাভ বন্ধ হয়েছিল। মহাত্মা যুধিষ্ঠির, তোমার জিজ্ঞাসায় আমি এই বিন্ধ্যপ্রসঙ্গ তোমায় শোনালাম। এখন দেবতারা যেভাবে অগস্ত্যঋষির কাছে বর পেয়ে কালকেয়দের সংহার করেছিল, তা শোন।

দেবতাদের প্রার্থনা শুনে অগস্ত্যমুনি বললেন, 'আপনারা এখানে কেন এসেছেন এবং আমার কাছে কী বর চান ?' দেবতারা বললেন—'মহাত্মা ! আমাদের ইচ্ছা যে আপনি মহাসাগরকে পান করে ফেলুন। আপনি যদি তা করেন তাহলে আমরা দেবদ্রোহী কালকেয়দের সপরিবারে বধ করতে পারব।' দেবতাদের কথা শুনে মুনিবর অগস্ত্য বললেন—'ঠিক আছে, আমি আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করব এবং জগতের দুঃখ দূর করব।'

তারপর সেই তপঃসিদ্ধ ঋষি দেবতাদের সঙ্গে সমুদ্রের তীরে এসে সেইখানে একত্রিত সমস্ত দেবতা এবং ঋষিদের বললেন, 'আমি জগতের মঙ্গলের জন্য সমুদ্র পান করছি' বলে তিনি ধীরে ধীরে সমুদ্রকে জলশূন্য করে দিলেন। দেবতারা তখন প্রবল পরাক্রমে তাঁদের দিব্য অস্ত্রাদির সাহায্যে কালকেয়দের সংহার করতে লাগলেন। দেবতাদের এইভাবে গর্জনসহ আক্রমণে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং এই প্রহারের বেগ তাদের অসহ্য হয়ে উঠল। দেবতাদের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ তারাও ভয়ানক যুদ্ধ করল। কিন্তু তারা পবিত্র মুনিদের তপঃপ্রভাবে আগে থেকেই অর্ধমৃত হয়েছিল, তাই সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও তারা দেবতাদের হাতে বিনষ্ট হল, যারা কোনোপ্রকারে বেঁচে

গেল তারা পাতালে গিয়ে আশ্রয় নিল।

দানবরা এইভাবে ধ্বংস হয়ে গেলে দেবতারা মুনি অগস্ত্যের নানাপ্রকার স্তুতি করে বললেন 'এবার আপনি পান করা জল পুনরায় সমুদ্রতে ফিরিয়ে দিন।' তখন ঋষি অগস্ত্য বললেন, 'সেই জল হজম হয়ে গেছে, আপনারা সমুদ্র ভর্তি করার জন্য অন্য কোনো উপায় ভাবুন।' মহর্ষির কথায় দেবতারা আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তখন তাঁরা ঋষি অগস্ত্যকে প্রণাম করে ব্রহ্মার কাছে এলেন। তাঁরা ব্রহ্মার কাছে হাতজোড় করে প্রার্থনা জানালেন সমুদ্র জলপূর্ণ করে দেবার জন্য। ব্রহ্মা বললেন—'দেবগণ ! এখন তোমরা যে যার স্থানে ফিরে যাও। আজ থেকে বহুবছর পরে রাজা ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করবেন, তাতে সমুদ্র আবার জলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।' ভগবান ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারা তাঁদের যে যার স্থানে চলে গেলেন।

——০——

# সগর পুত্রদের মৃত্যু এবং গঙ্গাবতরণ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্! সমুদ্র জলপূর্ণ হতে ভগীরথের পূর্বপুরুষেরা কীভাবে উপলক্ষ হলেন, ভগীরথ কী করে সমুদ্রকে জলপূর্ণ করলেন—সেই কাহিনী সবিস্তারে শুনতে চাই।

মহর্ষি লোমশ বললেন—রাজন্! ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অত্যন্ত রূপবান, বলবান, প্রতাপশালী এবং পরাক্রমী ছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী বৈদর্ভী এবং শৈব্যা। স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কৈলাসপর্বতে গিয়ে যোগাভ্যাসের সাহায্যে অত্যন্ত কঠিন তপস্যায় রত হলেন। কিছুকাল তপস্যা করার পর তিনি ত্রিপুরনাশক ত্রিনয়ন ভগবান শংকরের দর্শনলাভ করলেন। তিনি দুই রানিকে নিয়ে ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করলেন।

শ্রীমহাদেব প্রসন্ন হয়ে রাজা-রানিদের বললেন—'রাজন্! তুমি যে বর প্রার্থনা করেছ, তার প্রভাবে তোমার এক রানির গর্ভে অত্যন্ত অহংকারী এবং শূরবীর ষাট হাজার পুত্র জন্ম নেবে। কিন্তু তারা একসঙ্গে সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হবে ; আর দ্বিতীয় রানির গর্ভে বংশরক্ষাকারী একটিই মাত্র বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।' এই বলে ভগবান রুদ্র তখনই অন্তর্হিত হলেন। রাজা সগর আনন্দিত মনে রানিদের নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। সময়মত বৈদর্ভী এবং শৈব্যা গর্ভধারণ করলেন। কালক্রমে বৈদর্ভীর গর্ভ থেকে এক বিশাল লাউ এবং শৈব্যার গর্ভ থেকে সুন্দর দেবশিশু জন্মগ্রহণ করে। রাজা সেই লাউটিকে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলে, তখনই এক গম্ভীর স্বরে আকাশবাণী হল, 'রাজন্! একাজ অনুচিত, এভাবে পুত্রকে পরিত্যাগ করা অধর্ম। লাউটির বীজ বার করে অল্প গরম করে ঘৃত ভর্তি কলসে পৃথক ভাবে রেখে দাও ; এর থেকে তুমি ষাট হাজার পুত্র লাভ করবে।'

দৈববাণী শুনে রাজা সেই মতো কাজ করলেন। তিনি লাউয়ের এক-একটি বীজ একটি একটি ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন এবং প্রত্যেকটি কলস দেখাশোনার জন্য একজন করে দাসী নিযুক্ত করে দিলেন। বেশ কিছুকাল পর ভগবান শংকরের কৃপায় তার থেকে অতুলনীয় তেজস্বী ষাট হাজার পুত্র জন্ম নিল। তারা অত্যন্ত ভয়ংকর প্রকৃতির এবং ক্রূর ছিল, তারা আকাশে উড়ে যেতে পারত। সংখ্যায় বহু হওয়ায় তারা বিভিন্ন দেবতা ও লোকসমূহকে গ্রাহ্যই করত না।

এইভাবে বেশ কয়েক বছর পার হওয়ার পর রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষা নিলেন। তাঁর প্রেরিত যজ্ঞের ঘোড়া পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল ; রাজার পুত্রগণ তার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। ঘুরতে ঘুরতে সেই ঘোড়া জলশূন্য শুষ্ক সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছাল, সেই দৃশ্য ছিল অতীব ভয়ংকর। রাজকুমারগণ যদিও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়াটির দেখাশোনা করছিল, তবু সমুদ্রতীরে পৌঁছেই সেই ঘোড়াটি অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক খোঁজার পরেও যখন ঘোড়াটি পাওয়া গেল না তখন তারা বুঝতে পারল যে, ঘোড়াটি কেউ চুরি করে নিয়েছে, তারা তখন রাজা সগরের কাছে গিয়ে সব বৃত্তান্ত জানাল এবং বলল—'পিতা! আমরা সমুদ্র-নদী-পর্বত-গুহা-দ্বীপ সমস্ত স্থানে খুঁজেছি, কিন্তু ঘোড়াটিকে বা যে সেটি চুরি করেছে, কাউকেই খুঁজে পাইনি।' পুত্রদের কথা শুনে রাজা সগর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নির্দেশ দিলেন— 'যাও, ঘোড়ার অনুসন্ধান করো, যজ্ঞের অশ্ব না নিয়ে ফিরবে না।'

পিতার নির্দেশে সগরপুত্ররা সারা পৃথিবী জুড়ে অনুসন্ধান করতে লাগল। শেষে তারা পৃথিবীর এক স্থানে একটু ফাটল দেখতে পেল। সেই ফাটলের মধ্যে তারা এক

ছিদ্রও দেখতে পেল। তারা তখন কোদাল এবং অন্য যন্ত্রের সাহায্যে সেখানে মাটি কাটতে লাগল। বহুক্ষণ ধরে মাটি কোপালেও তারা ঘোড়ার সন্ধান পেল না। তাতে তারা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং ঈশান কোণ ধরে পাতাল পর্যন্ত মাটি কেটে ফেলল। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পেল যে, তাদের ঘোড়াটি বিচরণ করছে আর তার কাছেই অতুলনীয় তেজ সম্পন্ন মহাত্মা কপিল বসে রয়েছেন। ঘোড়া দেখে তারা আনন্দে রোমাঞ্চিত হলেও ভগবান কপিলের ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অপমান করে তারা ঘোড়া ধরতে গেল। সেই অপমানে মহাতেজস্বী কপিল অত্যন্ত কুপিত হলেন। তিনি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে তাদের দিকে

দৃষ্টিপাত করলে সেই মন্দবুদ্ধি সগরপুত্ররা ভস্ম হয়ে গেল। তাদের ভস্মীভূত হতে দেখে দেবর্ষি নারদ সগর রাজার কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। দেবর্ষি নারদের কথায় মুহূর্তের জন্য রাজা বিষণ্ণ হয়ে পড়লেও পরক্ষণেই তাঁর মহাদেবের কথা স্মরণ হল। তিনি তখন অসমঞ্জসের পুত্র এবং তাঁর নাতি অংশুমানকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! আমার অতুলনীয় তেজস্বী ষাট হাজার পুত্র আমারই জন্য মহর্ষি কপিলের তেজে ভস্মীভূত হয়ে গেছে এবং আমি ধর্মরক্ষা ও প্রজাদের হিতার্থে তোমার পিতাকেও পরিত্যাগ করেছি।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—তপোধন মহর্ষি লোমশ ! রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সগর তাঁর পুত্রকে কেন ত্যাগ করেছিলেন ?

মহর্ষি লোমশ বললেন—'রাজন্ ! শৈব্যার গর্ভে সগর রাজার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অসমঞ্জস নামে বিখ্যাত। নগরবাসীদের নিরীহ ছোট ছোট ছেলেদের ঘাড় ধরে নদীতে ফেলে দিতেন। চিৎকার-কান্নাকাটি করলেও কেউ রক্ষা পেত না।' এতে নগরবাসীরা ভয় ও দুঃখে ব্যাকুল হয়ে একদিন রাজা সগরের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বলল—'মহারাজ ! আপনিই শত্রুর আক্রমণজনিত সংকট থেকে আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ। সুতরাং বিষম পরিস্থিতিতে যে ঘোর সংকট উপস্থিত হয়েছে, তার থেকে আমাদের রক্ষা করুন।' পুরবাসীদের কথা শুনে মহারাজ সগর মুহূর্তকাল বিষণ্ণ হয়ে রইলেন। তারপর মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—'আমার মঙ্গলকারী একটি কাজ আপনাকে করতে হবে—এই মুহূর্তে আমার পুত্র অসমঞ্জসকে নগরের বাইরে বার করে দিন।' রাজার নির্দেশানুসারে মন্ত্রীরা তৎক্ষণাৎ তাই করল। মহাত্মা সগর এইভাবে পুরবাসীদের হিতার্থে তাঁর পুত্রকে বার করে দিলেন।

সগর রাজা অংশুমানকে বললেন—'পুত্র ! তোমার পিতাকে আমি নগর থেকে বার করে দিয়েছি, আমার অন্য পুত্ররা ভস্ম হয়ে গেছে, যজ্ঞের ঘোড়াও পাওয়া যাচ্ছে না ; আমার মনে তাই বড় দুঃখ হচ্ছে। তুমি কোনোপ্রকারে ঘোড়া খুঁজে নিয়ে এসো, যাতে আমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে স্বর্গে যেতে পারি।' সগরের কথায় দুঃখিত চিত্তে অংশুমান সেইখানে এলেন, যেখানে মাটি খুঁড়ে সমুদ্রে যাওয়ার রাস্তা করা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তিনি যজ্ঞের ঘোড়া এবং মহাত্মা কপিলকে দেখতে পেলেন। তেজপূর্ণ ঋষি কপিলকে দর্শন করে তিনি তাঁকে প্রণাম করে সেখানে তাঁর আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। অংশুমানের কথা শুনে মহর্ষি কপিল অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'বৎস ! আমি তোমাকে বর প্রদান করতে চাই, তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও।' অংশুমান প্রথম বরে যজ্ঞের অশ্ব চাইলেন, তারপর দ্বিতীয় বরে তাঁর পিতৃপুরুষদের পবিত্র করার জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন মহাতেজস্বী মুনি কপিল বললেন—'হে

অনঘ ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি যে বর প্রার্থনা করেছ, আমি তার সবই তোমায় দিচ্ছি। তোমার মধ্যে ক্ষমা, ধর্ম এবং সত্য বিদ্যমান। তোমার দ্বারা সগরের জীবন সফল হবে এবং তোমার পিতা পুত্রবান বলে পরিগণিত হবে। তোমার প্রভাবেই সগরপুত্ররা স্বর্গলাভ করবে এবং তোমার পৌত্র ভগীরথ সগরপুত্রদের উদ্ধার করার জন্য মহাদেবকে প্রসন্ন করে স্বর্গলোক থেকে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করবে, তুমি এই যজ্ঞের অশ্ব প্রসন্ন মনে নিয়ে যাও।'

কপিল মুনির কথা শুনে অংশুমান ঘোড়া নিয়ে রাজা সগরের যজ্ঞশালায় এলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। রাজা সগর অংশুমানকে আশীর্বাদ করলেন এবং যখন জানতে পারলেন যে, যজ্ঞের অশ্ব এসে গেছে, তখন তিনি পুত্রশোক ত্যাগ করে অংশুমানকে আদর করে যজ্ঞশালায় নিয়ে এলেন যজ্ঞপূর্ণ করতে। তারপরে বহু বছর তিনি তাঁর প্রজাদের পুত্রবৎ পালন করে, পৌত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করে স্বর্গগমন করলেন। মহাত্মা অংশুমানও পিতামহের ন্যায় আসমুদ্রভূমণ্ডল পালন করেন। তাঁর দিলীপ নামে এক ধর্মাত্মা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে দিলীপকে রাজ্য সমর্পণ করে অংশুমানও স্বর্গে চলে যান। দিলীপ তাঁর পিতৃপুরুষের বিনাশের কারণ জানতে পেরে অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হলেন এবং উদ্ধারের উপায় ভাবতে লাগলেন। তিনি গঙ্গা আনয়নের জন্য খুব চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সফল হলেন না। তাঁর পুত্র ভগীরথ ছিলেন পরম ঐশ্বর্যশালী এবং ধর্মপরায়ণ। তাঁর হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে দিলীপ বনে চলে গেলেন এবং তপস্যার প্রভাবে কালক্রমে স্বর্গবাসী হলেন।

মহারাজ ! রাজা ভগীরথ মহা ধনুর্ধর, রাজ চক্রবর্তী এবং মহারথী ছিলেন, তাঁকে দর্শন করলেই সকলের মন ও নয়ন শীতল হত। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, ঋষি কপিলের কোপে তাঁর পূর্বপুরুষগণ ভস্ম হয়ে গেছেন এবং তাঁরা স্বর্গলাভ করতে পারেননি, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাঁর রাজ্য মন্ত্রীদের হাতে সমর্পণ করে হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে গেলেন। সেখানে তিনি এক হাজার বছর ধরে শুধু ফল-মূল ও জলপান করে দেবতাদের ঘোর তপস্যা করলেন। একহাজার দিব্য বৎসর অতিক্রান্ত হলে মহানদী গঙ্গা তাঁকে দর্শন দান করে বললেন—'রাজন্ ! তুমি আমার কাছে কী চাও ? বলো আমি তোমাকে কী দিতে পারি ? তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।' গঙ্গাদেবীর কথায় রাজা বললেন—'হে বরদায়িনী ! আমার পূর্বপুরুষ মহারাজ সগরের ষাটহাজার পুত্র যজ্ঞের ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে ভগবান কপিলের তেজে ভস্ম হয়ে যমালয়ে গমন করেছেন। হে মহানদী ! আপনি যতক্ষণ আপনার জলে ওঁদের অভিষিক্ত না করছেন, ততক্ষণ তাঁরা সদ্গতি লাভ করবেন না। সেই সগরপুত্রদের উদ্ধারের জন্যই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।'

লোমশ মুনি বললেন—রাজা ভগীরথের কথা শুনে বিশ্ববন্দনীয়া গঙ্গাদেবী তাঁকে বললেন—'রাজন্ ! আমি

তোমার কথা রাখব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি যখন আকাশ থেকে পৃথিবীতে পতিত হব, তখন আমার বেগ অসহ্য হবে। ত্রিলোকে এমন কেউ নেই, যে আমাকে ধারণ করতে সক্ষম। একমাত্র দেবাদিদেব নীলকণ্ঠ ভগবান শংকর আমাকে ধারণ করতে সমর্থ। হে মহাবাহো ! তুমি তপস্যার দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করো। আমি যখন পৃথিবীতে নামব, তখন তিনিই আমাকে তাঁর মস্তকে ধারণ করবেন। তোমার পূর্বপুরুষদের হিতার্থে তিনি অবশ্যই তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন।'

এই কথা শুনে মহারাজ ভগীরথ কৈলাসে গিয়ে তীব্র তপস্যা করে মহাদেবকে প্রসন্ন করে তাঁর কাছ থেকে পিতৃপুরুষদের স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে গঙ্গাদেবীকে ধারণ করার বর প্রার্থনা করলেন। ভগীরথকে বরপ্রদান করে ভগবান শংকর হিমালয়ে এলেন এবং ভগীরথকে বললেন— 'মহাবাহো ! পর্বত-পুত্রী গঙ্গার কাছে গিয়ে অবতরণের জন্য প্রার্থনা করো, স্বর্গ থেকে পতিত হলে আমি তাকে ধারণ করে নেব।' একথা শুনে মহারাজ ভগীরথ একান্ত মনে গঙ্গাদেবীর ধ্যান করতে লাগলেন। তিনি স্মরণ করা মাত্রই পবিত্র সলিলা গঙ্গা মহাদেবকে দণ্ডায়মান দেখে আকাশ থেকে নামতে লাগলেন। তাঁকে নামতে দেখে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব, নাগ এবং যক্ষ তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সেখানে উপস্থিত হলেন। মহাদেবের মাথায় গঙ্গা এমনভাবে অবতরিত হলেন যেন মনে হল একগুচ্ছ স্বচ্ছ মুক্তার মালা। ভগবান শংকর তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধারণ করলেন। তখন গঙ্গাদেবী ভগীরথকে বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার জন্যই পৃথিবীতে এসেছি, এখন বলো, আমি কোন পথ দিয়ে যাব ?' তাই শুনে রাজা যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের শরীর ভস্ম হয়েছিল তাঁকে সেখানে নিয়ে এলেন। গঙ্গার জলে সমুদ্র পুনরায় ভরে গেল। রাজা ভগীরথ তাঁকে কন্যা বলে মেনে নিলেন। তারপর সফল মনোরথ হয়ে তিনি গঙ্গাজলে তাঁর পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করলেন। এইভাবে গঙ্গা যেভাবে সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করার জন্য পৃথিবীতে পদার্পণ করেন, তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত তোমাকে শোনালাম।

—o—

## ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির একে একে নন্দা এবং অপরনন্দা নামক নদীতে গেলেন, এই নদীগুলি সর্বপ্রকার পাপ ও ভয় নাশ করে। হেমকূট পর্বতে গিয়ে তাঁরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। সেই স্থানে নিরন্তর বায়ু প্রবাহমান এবং নিত্য বর্ষা বিরাজমান। সেখানে বেদাধ্যয়ন শ্রুতিগোচর হলেও কোনো স্বাধ্যায়কারীকে দেখা যেত না।

লোমশ মুনি তখন বললেন—'কুরুবর ! নন্দা নদীতে স্নান করলে মানুষ তৎক্ষণাৎ শাপমুক্ত হয়ে যায়, সুতরাং আপনি ভাইদের নিয়ে এখানে স্নান করুন।'

তাঁর কথায় যুধিষ্ঠির ভাই এবং সঙ্গীদের নিয়ে নন্দানদীতে স্নান করলেন, পরে শীতল জলসম্পন্ন অত্যন্ত রমণীয় এবং পবিত্র কৌশিকী নদীতে গেলেন। লোমশ মুনি বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! এ হল পরম পবিত্র দেবনদী কৌশিকী। এর তীরে বিশ্বামিত্রের রমণীয় আশ্রম দেখা যাচ্ছে। এখানেই মহাত্মা কাশ্যপের (বিভাণ্ডকের) আশ্রম, একে পুণ্যাশ্রম বলা হয়। মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বিখ্যাত তপস্বী এবং সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন। একবার অনাবৃষ্টি হওয়ায় তিনি তপঃ প্রভাবে বর্ষা আনিয়েছিলেন। এই পরম তপস্বী বিভাণ্ডক মৃগীর গর্ভ হতে জন্ম নিয়েছেন।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! মানুষের পশুর সঙ্গে যৌন সংসর্গ তো শাস্ত্র এবং লোকমর্যাদা—উভয় দৃষ্টিতেই বিরুদ্ধ, তাহলে পরমতপস্বী কাশ্যপনন্দন ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীর গর্ভ থেকে কীভাবে জন্ম নিলেন ? আর অনাবৃষ্টি হওয়ায় ওই বালকের ভয়ে বৃত্রাসুর বধকারী ইন্দ্র কীভাবে বারিপাত ঘটালেন ?'

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্ ! ব্রহ্মর্ষি বিভাণ্ডক অত্যন্ত সাধুস্বভাব এবং প্রজাপতির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। তাঁর বীর্য অমোঘ ছিল এবং তপস্যার প্রভাবে অন্তঃকরণও শুদ্ধ ছিল। একবার তিনি এক সরোবরে স্নান করতে গেছেন। সেখানে উর্বশী অপ্সরাকে দেখে জলের মধ্যেই তাঁর বীর্য স্খলিত হয়। সেইসময় এক পিপাসার্ত হরিণ জল পান করতে এসে জলের সঙ্গে বীর্যও পান করে নেয়। তাতে সে গর্ভধারণ করে। বাস্তবে সে ছিল এক দেবকন্যা। কোনো কারণে ব্রহ্মা তাঁকে শাপ দিয়ে বলেছিলেন—'তুমি মৃগ হয়ে জন্ম নিয়ে এক মুনিপুত্রের জন্ম দেবে, তাহলে এই

অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।' বিধির বিধান অটল, তাই মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ ওই মৃগীর পুত্ররূপে জন্মান। তিনি অত্যন্ত তপোনিষ্ঠ ছিলেন এবং বনেই থাকতেন। তাঁর মাথায় একটি

শৃঙ্গ ছিল, যার জন্য তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তাঁর পিতা ব্যতীত আর কোনো মানুষ দেখেননি। তাই তাঁর মন সর্বদাই ব্রহ্মচর্যে অটল ছিল।'

সেইসময় অঙ্গদেশে মহারাজ দশরথের মিত্র রাজা লোমপাদ রাজত্ব করতেন। এরূপ শোনা যায় যে, তিনি কোনো এক ব্রাহ্মণকে কিছু দেবার অঙ্গীকার করে পরে তাকে নিরাশ করেন। তাই ব্রাহ্মণরা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। তাই তাঁর রাজ্যে বর্ষা হত না এবং প্রজারা বৃষ্টির জন্য হাহাকার করত। তখন তিনি তপস্বী এবং মনস্বী ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ভূদেবগণ ! বৃষ্টি কী করে হবে, তার কোনো উপায় বলুন।' তাঁরা সকলে যে যার মত প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে এক মুনিশ্রেষ্ঠ বললেন—'রাজন্ ! ব্রাহ্মণরা আপনার ওপর কুপিত হয়েছেন, আপনি তার প্রায়শ্চিত্ত করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক মুনিকুমার আছেন, তিনি বনে থাকেন, অত্যন্ত শুদ্ধ ও সরল। নারীজাতির সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই, তাঁকে আপনি এখানে আমন্ত্রণ করুন। তিনি এলেই এখানে বৃষ্টি হবে।' এই কথা শুনে রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে তাঁর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করালেন। তাঁরা প্রসন্ন হলে তিনি মন্ত্রীদের ডেকে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসার বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান বারবণিতাদের ডাকালেন এবং তাঁদের বললেন— 'তোমরা কোনোভাবে মোহ উৎপন্ন করে এবং তোমাদের প্রতি বিশ্বাস এনে মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে আমার রাজ্যে নিয়ে এসো।' তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা বারবণিতা বলল—'রাজন্ ! আমি তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে আনার চেষ্টা করব, কিন্তু আমার যেসব ভোগ্য সামগ্রীর প্রয়োজন, আপনি তা দেবার ব্যবস্থা করুন।'

রাজার আদেশ পেয়ে বৃদ্ধা কৌশলে নৌকার ভিতর একটি আশ্রম তৈরি করাল, আশ্রমটি নানা প্রকার ফল এবং ফুল দিয়ে বৃক্ষের মতো করে সাজাল। সেই নৌকাশ্রম অতি সুন্দর এবং লোভনীয় ছিল। সেটি বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমের কিছু দূরে বেঁধে গুপ্তচর দিয়ে খবর নিল যে, মুনিবর কখন আশ্রম ছেড়ে বাইরে যান। তারপর বিভাণ্ডক মুনির-অনুপস্থিতির সুযোগে বারবণিতা নিজ কন্যাকে সব কিছু শিখিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাছে পাঠান। সেই বারবণিতা আশ্রমে গিয়ে তপোনিষ্ঠ মুনিকুমারকে দর্শন করে বলল— 'মুনিবর ! এখানে সব তপস্বীরা আনন্দে আছে তো ? আপনি কুশলে আছেন তো ? আপনার বেদাধ্যয়ন ঠিকমতো হচ্ছে তো ?'

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন—'আপনার দেহকান্তি আপনার সাক্ষাৎ তেজঃপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশমান হচ্ছে ; আমার মনে হচ্ছে আপনি কোনো পূজনীয় মহানুভব। আমি আপনাকে পা ধোওয়ার জল দিচ্ছি এবং আমার ধর্ম অনুসারে আপনাকে কিছু ফলপ্রদান করছি। আপনি এই মৃগচর্মে বসুন, আপনার আশ্রম কোথায়, আপনি কী নামে প্রসিদ্ধ ?'

বারবণিতা বলল—'কাশ্যপনন্দন ! আমার আশ্রম এখান থেকে তিন যোজন দূরে পর্বতের ওপারে। আমার নিয়ম হল যে, আমি কারো প্রণাম নিই না এবং কারো প্রদত্ত পাদ্য স্পর্শ করি না। আমি আপনার প্রণম্য নই, আপনিই

আমার বন্দনীয়।'

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন—'এখানে নানাপ্রকার পাকা ফল রয়েছে, আপনি আপনার রুচি অনুসারে এখান থেকে ফল গ্রহণ করুন।'

মহর্ষি লোমশ বললেন—'রাজন্ ! বারবণিতা মেয়েটি সেই ফলগুলি নিল না, উপরন্তু ঋষিকুমারকে নিজের থেকে অত্যন্ত রসাল, স্বাদু, রুচিবর্ধক খাদ্য পদার্থ দিল। তাছাড়া সুগন্ধী মালা, বিচিত্র জমকালো বস্ত্র এবং সুস্বাদু শরবতও দিল। সেইগুলি পেয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাঁর হাসি মজা করতে প্রবৃত্তি হল। এইভাবে তাঁর মনে বিকার অংকুরিত হতে দেখে সেই বারবণিতা তাঁকে নানাভাবে প্রলোভিত করতে লাগল। কয়েকবার বারবণিতা তাঁকে আলিঙ্গন করল এবং কটাক্ষপাত করে অগ্নিহোত্রের বাহানা করে সেখান থেকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে আশ্রমে কাশ্যপনন্দন বিভাণ্ডক মুনি এলেন। তিনি এসে দেখলেন ঋষ্যশৃঙ্গ একলা একমনে বসে আছেন, তাঁর মানসিক স্থিতি একেবারে বিপরীত। তিনি ওপরদিকে তাকিয়ে বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন। তাঁর এই দশা দেখে ঋষি বললেন—'পুত্র ! আজ সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের জন্য তুমি সমিধ ঠিক করে রাখোনি, আজ কি তুমি অগ্নিহোত্র থেকে নিবৃত্ত হয়েছ ? আজ তোমাকে তো অন্য দিনের মতো প্রসন্ন দেখাচ্ছে না ? তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাকাতর, জ্ঞানহীন ও দীন বলে মনে হচ্ছে। আজ কেউ এখানে এসেছিল ?'

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন—'পিতা ! এই আশ্রমে এক জটাধারী ব্রহ্মচারী এসেছিল। তার গাত্রবর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, কমলের ন্যায় বিশাল নয়ন, সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ও রূপবান। তার মাথায় লম্বা কালো সুগন্ধিত জটা, তাতে সুন্দর মালা দিয়ে সাজানো। আকাশের বিদ্যুতের মতো তার গলায় সোনার হার চমক দিচ্ছে। গলার নীচে দুটি সুন্দর মনোহর মাংসপিণ্ড। তার চলার সময় সুন্দর আওয়াজ হয়, হাতে আমার মতো রুদ্রাক্ষের মালার স্থানে স্বর্ণমণ্ডিত গহনা। তার কথা শুনে আমার হৃদয়ে আনন্দের লহর উঠতে লাগল। কোকিলের মতো তার অতি সুরেলা কণ্ঠস্বর, তা শুনলে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে। সেই মুনিকুমার যেন এক দেবপুত্র। তাকে দেখে তার প্রতি আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি ও আসক্তি জন্ম নিয়েছে। সে আমাকে নতুন নতুন ফল এনে দিয়েছে। এখানে যেসব ফল আছে সেগুলির কোনো ফলই ওর ফলের মতো সুস্বাদু এবং রসাল নয়। সেই রূপবান মুনিকুমার আমাকে অত্যন্ত স্বাদু জল পান করতে দিয়েছিল, সেই জল পান করতেই আমার আনন্দ অনুভূত হচ্ছে, পৃথিবী যেন ঘুরছে বলে মনে হচ্ছে। এই যে বিচিত্র সুগন্ধ পুষ্প এখানে পড়ে রয়েছে, এটি তার বস্ত্র থেকেই পড়েছে। তপস্যাদীপ্ত মুনিকুমার এখন তার আশ্রমে চলে গেছে। সে চলে যেতে আমি হতজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, আমার দেহে জ্বালা বোধ হচ্ছিল। আমার মনে ইচ্ছা হচ্ছে এখনই তার কাছে যাই এবং সর্বদা তাকে আমার সঙ্গে রাখি।'

বিভাণ্ডক বললেন—'পুত্র ! ওরা রাক্ষস ; ওরা এরূপ বিচিত্র এবং দর্শনীয় রূপেই বিচরণ করে। ওরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী আর সুন্দর সুন্দর রূপ ধারণ করে তপস্যায় বিঘ্ন প্রদানের উদ্দেশ্যে বিচরণ করে থাকে। যেসব জিতেন্দ্রিয় মুনি উত্তম লোকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন তাঁরা এদের মায়াতে দৃষ্টিপাত করেন না। এরা অত্যন্ত পাপী, তপস্বীদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটিয়েই এরা সুখ পায়। তপস্বীদের ওদের দিকে তাকিয়ে দেখাও উচিত নয়। পুত্র ! তুমি যে স্বাদু পানীয় পান করেছ, তা দুষ্টলোকেরা পান করে এবং তারাই রং বেরং-এর মালা পরে। এ সব জিনিস মুনিদের জন্য নয়।'

'ওরা রাক্ষস' বলে বিভাণ্ডক মুনি পুত্রকে আটকালেন আর নিজে সেই বারবণিতাকে খুঁজতে লাগলেন। তিনদিন ধরে খুঁজেও তাকে না পেয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন।

তারপর শ্রৌত বিধি অনুসারে বিভাণ্ডক মুনি যখন আবার ফল আহরণে গেলেন তখন সেই বারবণিতা ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত করার জন্য আবার এলো। তাকে দেখেই ঋষ্যশৃঙ্গ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি দৌড়ে তার কাছে এসে বললেন, 'শোনো, পিতা আসার আগেই আমরা তোমার আশ্রমে চলে যাব।' হে রাজন্ ! এইভাবে যুক্তিকরে বিভাণ্ডক মুনির একমাত্র পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে তারা নৌকাতে তুলে নিলো। তারপর নৌকা চালিয়ে মুনিপুত্রকে নানাপ্রকার আনন্দে ব্যস্ত রেখে অঙ্গরাজ লোমপাদের কাছে নিয়ে এলো। অঙ্গরাজ তাঁকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। তার মধ্যেই তিনি দেখলেন বৃষ্টি শুরু হয়ে সর্বত্র জলে ভরে উঠেছে। এইভাবে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় রাজা লোমপাদ তাঁর কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলেন।

এদিকে বিভাণ্ডক মুনি ফল-ফুল নিয়ে আশ্রমে এসে পুত্রকে না দেখতে পেয়ে অনেক খুঁজলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ভাবলেন নিশ্চয়ই অঙ্গরাজই এই ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু। তখন তিনি অঙ্গাধিপতি এবং তাঁর সমস্ত রাজ্য পুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছায় চম্পাপুরীর দিকে রওনা হলেন। পথ চলতে চলতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি এক গো সম্পদশালী ঘোষ বাড়িতে এলেন। গোয়ালারা তাঁকে রাজার মতো আদর-আপ্যায়ন করল। বিভাণ্ডক ঋষি সেখানে এক রাত বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। গোয়ালারা তাঁকে এত অভ্যর্থনা জানানোয় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কার প্রজা ?' তখন সকল

গোয়ালা জানাল যে, এসবই তাঁর পুত্রের সম্পত্তি। স্থানে স্থানে এইরূপ অভ্যর্থনা পেয়ে এবং মধুর বাক্য শুনে তাঁর

উগ্র ক্রোধ শান্ত হয়ে গেল। তখন তিনি প্রসন্ন চিত্তে অঙ্গরাজের কাছে এলেন। নরশ্রেষ্ঠ লোমপাদ তাঁকে বিধিসম্মত ভাবে পূজা-অর্চনা করলেন। তিনি দেখলেন স্বর্গলোকে যেমন ইন্দ্র বিরাজ করেন, তাঁর পুত্রও এখানে সেইভাবে বিদ্যমান। সেইসঙ্গে তিনি বিদ্যুতের মতো জ্যোতিপূর্ণ পুত্রবধূ শান্তাকে দেখলেন। পুত্র বহু গ্রাম ও সম্পত্তি পেয়েছে দেখে এবং শান্তাকে দেখে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হল। তারপর লোমপাদ যা অন্তর থেকে চাইছিলেন তাই করলেন। পুত্রকে বললেন—'তোমার যখন পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, তখন রাজার অনুমতি নিয়ে বনে চলে আসবে।'

ঋষ্যশৃঙ্গও পিতার নির্দেশ পালন করে যথাসময়ে পিতার আশ্রমে ফিরে এলেন। শান্তাও সর্বপ্রকারে পতির অনুকূল আচরণ করতেন। তিনিও বনে বাস করে পতির সেবা করতে লাগলেন। যেভাবে সৌভাগ্যবতী অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে, লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে এবং দময়ন্তী নলকে সেবা করতেন, শান্তাও অত্যন্ত প্রীতি সহকারে তাঁর বনবাসী

পতির সেবা করতেন। এই পবিত্র কীর্তিশালী আশ্রম সেই ঋষ্যশৃঙ্গেরই। এরই জন্য এর নিকটবর্তী সরোবরের শোভা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সরোবরে স্নান করে তুমি কৃতকৃত্য ও শুদ্ধ হও, তারপর অন্য তীর্থে যাবে।'

---

## পরশুরামের উৎপত্তি ও তাঁর চরিত্র বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! সেই সরোবরে স্নান করে মহারাজ যুধিষ্ঠির কৌশিকী নদীর তীর থেকে একে একে সকল তীর্থস্থানে গেলেন ; এরপর তিনি সমুদ্রতীরে পৌঁছে গঙ্গার সঙ্গমস্থলে পাঁচশ নদীর সম্মিলিত ধারায় স্নান করলেন। তারপর সমুদ্রতীর ধরে ভ্রাতাদের সঙ্গে কলিঙ্গদেশে এসে পৌঁছলেন। সেখানে লোমশমুনি বললেন—'কুন্তীনন্দন ! এ হল কলিঙ্গ দেশ, এখানেই বৈতরণী নদী আছে। এখানে দেবতাদের সাহায্যে স্বয়ং যমরাজ যজ্ঞ করেছিলেন।'

তারপর ভাগ্যবান পাণ্ডবরা দ্রৌপদীসহ বৈতরণী নদীতে পিতৃতর্পণ করলেন। তখন যুধিষ্ঠির বললেন—'মহর্ষি লোমশ ! এই নদীতে আচমন করে আমি তপস্যা প্রভাবে পার্থিব বিষয় থেকে মুক্ত হলাম। আপনার কৃপায় আমার সমস্ত লোক দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। দেখুন, আমি বাণপ্রস্থী মহাত্মাদের বেদপাঠ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।' তখন লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্ ! চুপ করে যান ! আপনি এই ধ্বনি ত্রিশ হাজার যোজন দূর থেকে শুনতে পাচ্ছেন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র পর্বতে গেলেন এবং সেখানে একরাত বাস করলেন। সেখানকার তপস্বীরা তাঁদের খুব আপ্যায়ন করলেন। লোমশমুনি, ভৃগু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ এবং কশ্যপবংশীয় ঋষিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির গিয়ে তাঁদের প্রণাম করে পরশুরামের শিষ্য বীরবর অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান পরশুরাম তপস্বীদের কখন দর্শন দেন ? তাঁদের সঙ্গে আমিও তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষী।' অকৃতব্রণ বললেন—'মহর্ষি পরশুরাম সকলের মনের কথা জানেন। আপনার আসার খবর তিনি নিশ্চয়ই জেনে গেছেন। আপনার ওপর তাঁর স্নেহ আছে, অতএব তিনি শীঘ্রই আপনাকে দর্শন দিতে এসে পড়বেন। তপস্বীগণ চতুর্দশী এবং অষ্টমীতে তাঁর দর্শন পেয়ে থাকেন। কাল চতুর্দশী, তখন আপনিও তাঁর দর্শন পাবেন।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি জমদগ্নিনন্দন মহাবলী পরশুরামের শিষ্য। তিনি এর আগে যে সব বীরত্বপূর্ণ কর্ম করেছেন, তা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং যেভাবে এবং যে নিমিত্তে তিনি যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের পরাস্ত করেছিলেন, আমাকে সব বিস্তারিত বলুন।'

অকৃতব্রণ বললেন—'রাজন্ ! আমি ভৃগুবংশ জাত জমদগ্নিনন্দন দেবতুল্য ভগবান পরশুরামের চরিত্র শোনাচ্ছি। এই কাহিনী বড় সুন্দর ও মহান। তিনি হৈহয়বংশের যে কার্তবীর্য অর্জুনকে বধ করেছিলেন, তাঁর এক সহস্র বাহু ছিল। শ্রীদত্তাত্রেয়ের কৃপায় তাঁর একটি স্বর্ণ বিমান প্রাপ্ত হয়েছিল এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীর ওপর তাঁর প্রভুত্ব ছিল। তাঁর রথের গতি রোধ করা কারো সাধ্য ছিল না। সেই রথ এবং বরের কৃপায় তিনি শক্তিশালী দেবতা, যক্ষ এবং ঋষি—সকলকেই পরাজিত করতেন। তাঁর ভয়ে সর্বত্র সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকত।

'সেইসময় কান্যকুব্জ (কনৌজ) নগরে গাধি নামে এক বলবান রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন, সেখানে তাঁর এক অত্যন্ত রূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, নাম সত্যবতী। ভৃগুনন্দন ঋচীক তাঁকে বিবাহ করার জন্য রাজার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেন। রাজা গাধি ঋচীক মুনির সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ দেন। বিবাহ সম্পন্ন হলে মহর্ষি ভৃগু এসে পুত্র এবং তার পত্নীকে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি পুত্রবধূকে বললেন, 'সৌভাগ্যবতী বধূ ! তুমি বর প্রার্থনা করো, তোমার যা

প্রার্থনা, আমি তাই দেব।' বধূ তার শ্বশুরকে প্রসন্ন দেখে নিজের এবং মায়ের জন্য পুত্র কামনা করল। তখন ভৃগু বললেন—'তুমি এবং তোমার মাতা ঋতুস্নানের পর পুত্র কামনায় পৃথক পৃথক বৃক্ষকে আলিঙ্গন করবে। মা অশ্বত্থগাছকে এবং তুমি ডুমুরগাছকে আলিঙ্গন করবে। তাছাড়া আমি সমস্ত জগৎ ঘুরে তোমার এবং তোমার মায়ের জন্য যত্ন করে এই দুটি চরু তৈরি করে এনেছি, তোমরা সাবধানে এটি খেয়ে নাও।' এই বলে মুনি অন্তর্হিত হলেন। কিন্তু মাতা ও কন্যা চরু ভক্ষণ এবং বৃক্ষ আলিঙ্গনে উলটো পালটা করে ফেললেন।

বহু দিন কেটে যাওয়ার পরে ভগবান ভৃগু আবার এলেন এবং দিব্য দৃষ্টিতে সব কিছু জেনে ফেললেন। তিনি তাঁর পুত্রবধূ সত্যবতীকে বললেন, 'মা ! চরু এবং বৃক্ষে উলটো-পাল্টা করে তোমার মা তোমাকে প্রতারণা করেছেন। তুমি যে চরু খেয়েছ এবং যে বৃক্ষকে আলিঙ্গন করেছ, তার প্রভাবে তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করবে এবং তোমার মাতার গর্ভে যে পুত্র হবে, সে ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণের মতো আচারসম্পন্ন হবে। সে অত্যন্ত তেজস্বী এবং মহাপুরুষদের পথ অনুসরণকারী হবে। তখন সত্যবতী বারংবার প্রার্থনা করে তাঁর শ্বশুরকে প্রসন্ন করলেন এবং বললেন যে তাঁর পুত্র যেন এমন না হয়, পৌত্র হোক তাতে ক্ষতি নেই। মহর্ষি ভৃগু 'তাই হবে' বলে পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন। যথাসময়ে তাঁর গর্ভে জমদগ্নি মুনির জন্ম হল, তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও পরাক্রমী ছিলেন।

মহাতেজস্বী জমদগ্নি বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করে নিয়মানুসারে স্বাধ্যায় করে সমস্ত বেদ কণ্ঠস্থ করলেন। তারপর রাজা প্রসেনজিতের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করার জন্য অনুমতি চাইলেন, রাজা তাঁর কন্যার সঙ্গে জমদগ্নির বিবাহ দিলেন। রেণুকার ব্যবহার সর্বপ্রকারে তাঁর পতিদেবের অনুকূল ছিল। তাঁর সঙ্গে আশ্রমে থেকে তিনি তপস্যা করতে লাগলেন। ক্রমশ তাঁদের চারটি পুত্র জন্মাল। তারপর পঞ্চম পুত্র পরশুরাম জন্মালেন। ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেও তিনি গুণাদিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদিন যখন সব পুত্র ফল আহরণে গেছেন, ব্রতশীলা রেণুকা তখন স্নান করতে গেছেন। স্নান করে আশ্রমে ফেরার সময় তিনি দৈবক্রমে রাজা চিত্ররথের জলক্রীড়া দেখে ফেলেন। সম্পত্তিবান রাজার জলবিহার দেখে রেণুকার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল। সেই মানসিক বিকারে দীন, হতচেতন এবং ত্রস্ত হয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন। মহাতেজস্বী জমদগ্নি সবই জানতে পারলেন এবং রেণুকাকে অধীর ও ব্রহ্ম তেজঃচ্যুত দেখে ধিক্কার দিলেন। এর মধ্যে তাঁর পুত্ররা রুমন্বান, সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসু ফিরে এলেন। মুনি তাঁর পুত্রদের ডেকে এক এক করে বললেন, 'তোমরা তোমাদের মাকে হত্যা করো।' কিন্তু

তারা মোহান্ধ হয়ে হতচকিত হয়ে রইল, কোনো কথাই বলতে পারল না। তখন মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের শাপ দিলেন, যাতে তাঁদের বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে তাঁরা পশুপক্ষীর ন্যায় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেলেন। এরপর শত্রু সংহারকারী পরশুরাম এলেন, জমদগ্নি মুনি তাঁকে বললেন—'পুত্র ! তোমার এই পাপিষ্ঠা মাতাকে এখনই হত্যা করো এবং তার জন্য মনে কোনো দুঃখ রেখো না।' এই কথা শুনে পরশুরাম অস্ত্র দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর মায়ের মাথা কেটে ফেললেন।

রাজন্ ! এতে জমদগ্নির কোপ শান্ত হয়ে গেল এবং

তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন—'পুত্র ! তুমি আমার কথায় এমন কাজ করেছ, যা করা অত্যন্ত কঠিন ; এখন তুমি বর প্রার্থনা করো।' তখন তিনি বললেন—'পিতা ! আমার মা জীবিত হয়ে উঠুন, তাঁকে আমি যে হত্যা করেছি, এটি যেন তাঁর স্মরণে না থাকে, তাঁর মানসিক পাপ যেন দূর হয়ে যায়, আমার চার ভাই সুস্থ হয়ে উঠুক, যুদ্ধে আমার সামনে যেন কেউ দাঁড়াতে না পারে এবং আমি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হই।' পরমতপস্বী জমদগ্নি বরপ্রদান করে তাঁর সমস্ত কামনা পূর্ণ করলেন।

একবার জমদগ্নির সব পুত্ররা বাইরে গেছেন ; সেইসময় অনুপ দেশের রাজা কার্তবীর্য অর্জুন সেখানে এলেন। তিনি আশ্রমে এলে মুনিপত্নী রেণুকা তাঁকে আপ্যায়ন করলেন। কার্তবীর্য অর্জুন যুদ্ধের অহংকারে উন্মত্ত ছিলেন। তিনি অতিথি সৎকারের কোনো পরোয়া না করে আশ্রমের হোমধেনুটি ডাকতে থাকলেও তার গো-বৎসটি হরণ করলেন এবং সেখানকার গাছপালা ভেঙে নষ্ট করলেন।

পরশুরাম আশ্রমে এলে স্বয়ং জমদগ্নি তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। তিনি আশ্রমের ধেনুটিকেও কাঁদতে দেখলেন। এতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এবং কালের বশীভূত সহস্রার্জুনের কাছে গেলেন। শত্রুদমনে পরশুরাম তাঁর সুন্দর ধনুক নিয়ে তার সঙ্গে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাণের দ্বারা তার হাজার হাত কেটে ফেললেন এবং তাকে পরাস্ত করে যমালয়ে পাঠালেন। এতে সহস্রার্জুনের পুত্ররা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল এবং তারা একদিন পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নির আশ্রমের ওপর আক্রমণ করল।
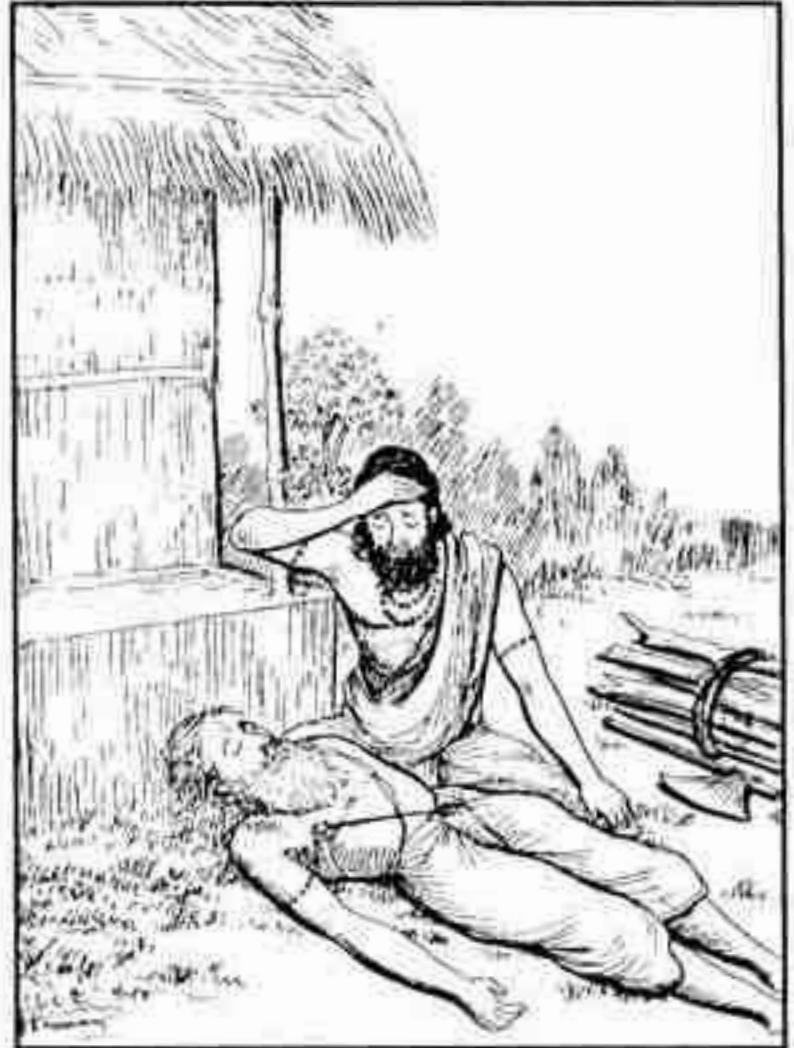
পরম তেজস্বী মহর্ষি জমদগ্নি তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন, যুদ্ধাদি বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। তাই তারা সহজেই জমদগ্নিকে হত্যা করল। মৃত্যুর সময় তিনি অনাথের ন্যায় 'হে রাম ! হে রাম !' বলে ডাকতে লাগলেন। তাঁকে হত্যা করে সহস্রার্জুনের পুত্ররা চলে গেলে পরশুরাম সমিধ নিয়ে আশ্রমে এলেন। তিনি তাঁর পিতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে দেখে অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে কাঁদতে লাগলেন। দুঃখে শোকে কিছুক্ষণ বিলাপ করার পর তিনি তাঁর পিতার অগ্নি-সংস্কার করে সমস্ত প্রেতকর্ম সমাপ্ত করলেন। তারপর তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল তিনি নাশ করবেন।'

মহাবলী ভৃগুনন্দন ক্রোধের আবেশে সাক্ষাৎ কালরূপ ধারণ করলেন এবং একাই কার্তবীর্যের পুত্রদের হত্যা

করলেন। সেই সময় যেসব ক্ষত্রিয় তাঁদের পক্ষ নিল, তাদের সকলেরই মৃত্যু হল পরশুরামের হাতে। ভগবান পরশুরাম এইভাবে একুশবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করে তাঁদের রক্তে সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রের পাঁচটি সরোবর পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এই সময় মহর্ষি ঋচীক প্রকটিত হয়ে তাঁকে এই ভয়ংকর কর্ম থেকে বিরত করলেন। তখন তিনি ক্ষত্রিয় বধ করা বন্ধ করে সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করলেন। সমগ্র ভূমণ্ডল ব্রাহ্মণদের দান করে মহর্ষি পরশুরাম এই মহেন্দ্র পর্বতে এসে বাস করতে লাগলেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! চতুর্দশীর দিন মহামনা পরশুরাম তাঁর নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং ভ্রাতা সহ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন। ধর্মরাজ তাঁর ভাইদের নিয়ে পরশুরামের পূজা করলেন এবং সেখানে যে সব ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁদেরও দান দক্ষিণা দিয়ে সৎকার করলেন। পরশুরামের নির্দেশে সেই রাত্রে মহেন্দ্র পর্বতে থেকে পরদিন তাঁরা দক্ষিণের দিকে রওনা হলেন।

—— o ——

## প্রভাসক্ষেত্রে পাণ্ডবদের সঙ্গে যাদবদের সাক্ষাৎ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহারাজ যুধিষ্ঠির সমুদ্রতীরের সমস্ত তীর্থ দর্শন করতে করতে এগিয়ে চললেন। তিনি সর্বপ্রকার সদাচার পালন করতেন। ভাইদের নিয়ে সব তীর্থেই স্নান করতেন। তাঁরা এক সমুদ্রগামিনী প্রশস্তা নদীতটে পৌঁছলেন। সেখানে স্নান-তর্পণ করে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের ধনদান করলেন। তারপর তাঁরা গোদাবরী নদী তীরে এলেন এবং স্নানাদি করে পবিত্র হয়ে দ্রাবিড় দেশের সমুদ্রতীরবর্তী পবিত্র অগস্ত্যতীর্থ ও নারীতীর্থ দর্শন করলেন। তারপর তাঁরা শূর্পারক ক্ষেত্রে গেলেন। সেখানে সমুদ্র পার হয়ে তাঁরা এক প্রসিদ্ধ বনে এলেন। সেখানে ধনুর্ধর শ্রেষ্ঠ পরশুরামের বেদী দর্শন করেন। এর কাছাকাছি বহু তপস্বীর বাস ছিল এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা এই বেদীকে পূজ্য বলে মানতেন। তারপর তাঁরা বসু, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমার, আদিত্য, কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, শিব, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মা, পিতৃগণ, রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধ এবং অন্যান্য দেবতাদের পরম পবিত্র মন্দির এবং মনোহর স্থান দর্শন করলেন। সেইসব তীর্থে উপবাস ও স্নান করে বিদ্বান ব্রাহ্মণদের বহুমূল্য বস্ত্র-বস্ত্র দান করে শূর্পারক ক্ষেত্রে ফিরে এলেন। সেখান থেকে ভ্রাতাদের সঙ্গে অন্য তীর্থাদি ঘুরে সুপ্রসিদ্ধ প্রভাসক্ষেত্রে এলেন। সেখানে স্নান ও তর্পণ করে তাঁরা দেবতা ও পূর্বপুরুষদের তৃপ্ত করলেন। পরে বারোদিন শুধু জল ও বায়ু পান করে চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে তপস্যা করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যখন জানতে পারলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভাসক্ষেত্রে উগ্র তপস্যায় রত হয়েছেন, তখন তাঁরা পরিকর সহ তাঁদের কাছে এলেন। তাঁরা দেখলেন, পাণ্ডবরা ধূলায় ধূসরিত হয়ে ভূমিশয্যা নিয়ে রয়েছেন এবং রাজকন্যা, রাজবধূ দ্রৌপদী কষ্ট ভোগ করছেন। তাই দেখে তাঁরা খুব দুঃখ পেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুদুঃখ ভোগ করলেও তাঁর ধৈর্যে শৈথিল্য দেখা দেয়নি। তিনি বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ এবং অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর দ্বারা সম্মানিত হয়ে যাদবরাও তাঁদের যথোচিত আদর-আপ্যায়ন করলেন এবং দেবতারা যেমন ইন্দ্রকে চারদিকে ঘিরে বসেন, সেইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ঘিরে বসলেন।

তখন শ্রীবলদেব কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! দেখো, ধর্মরাজ মস্তকে জটাধারণ করে এবং

বল্কলে অঙ্গ আবরিত করে বনে নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করছেন আর পাপাত্মা দুর্যোধন রাজা হয়ে পৃথিবী শাসন করছে। হায় ! পৃথিবী তো এর জন্য স্থির হয়ে যাচ্ছে না ! এর দ্বারা অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা মনে করবে যে, ধর্মাচরণ করার থেকে পাপাচারই শ্রেষ্ঠ। ইনি সাক্ষাৎ ধর্মপুত্র, ধর্মই এঁর আধার, ইনি কখনো সত্যকে লঙ্ঘন করেন না এবং নিরন্তর দান করে থাকেন। তাঁর রাজ্য এবং সুখ যতই নষ্ট হোক না কেন, তিনি কখনো ধর্মত্যাগ করতে পারবেন না। পাপী ধৃতরাষ্ট্র তাঁর নির্দোষ ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেছেন। তিনি পরলোকে পিতৃপুরুষের কাছে গিয়ে কী করে জানাবেন যে, এঁদের সঙ্গে তিনি সঠিক ব্যবহার করেছেন ? তিনি এখনও ভাবছেন না যে 'আমি কেন পৃথিবীতে অন্ধ হয়ে এসেছি এবং ওদের রাজ্যচ্যুত করায় এরপর আমার কী গতি হবে !' এই পাণ্ডবদের তিনি কী করে মুখ দেখাবেন ? মহাবাহু ভীমের তো শত্রুসৈন্য ধ্বংস করার জন্য অস্ত্রেরও প্রয়োজন নেই। তার হুংকারেই তো সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। দেখো, ভীম যখন দিগ্বিজয়ের জন্য পূর্বদিকে গিয়েছিল, তখন সে একাই সমস্ত রাজাদের অনুচর সহ পরাজিত করে কুশলেই নিজ নগরে ফিরে এসেছিল, কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু আজ সেই ভীম ছেঁড়া-পুরাতন বস্ত্র পরে দুঃখভোগ করছে। এই হাসামুখ বীর সহদেবকে দেখো। ইনি দক্ষিণদেশের একজোট হওয়া সমস্ত রাজাকে দক্ষিণের সমুদ্র তীরে পরাস্ত করেছিলেন। আজ ইনিও তপস্বীবেশ ধারণ করেছেন। পরম পতিব্রতা দ্রৌপদী সকল সুখভোগের যোগ্যা। মহারথী দ্রুপদের সমৃদ্ধশালী যজ্ঞের বেদী থেকে এঁর জন্ম ; তিনি কী করে এই বনবাসের দুঃখ সইছেন ? দুর্যোধন কপটদ্যূতে ধর্মরাজকে হারিয়ে তাঁর ভাই, স্ত্রী এবং অনুচরদের রাজ্যচ্যুত করেছেন, তাঁর এই বাড়বৃদ্ধি দেখে নদী পর্বত সমন্বিতা বসুন্ধরা দুঃখিত নয় কেন ?'

সাত্যকি বললেন—'বলরাম ! এখন বৃথা অনুতাপ করার সময় নয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির যদিও কিছু বলছেন না, তবুও আমাদের যা কর্তব্য, তা আমাদের করা উচিত। অপর কেউ রক্ষাকারী হলে লোকে তার ওপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এখানে আমি, আপনি, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন এবং শাম্ব কেন চুপচাপ বসে আছি ? আমরা তো ত্রিলোক রক্ষা করতে সক্ষম, তাহলে আমাদের উপস্থিতিতে পাণ্ডবরা দ্রৌপদী এবং ভাইদের সঙ্গে বনে বাস করবেন—এ কী করে সম্ভব ? আজই যাদব সৈন্যগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কুচকাওয়াজ করে দুর্যোধনকে পরাজিত করে ভাইদের সঙ্গে তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিক। বলরাম ! আপনি তো একাই আপনার ক্রোধে এই পৃথিবী ধ্বংস করতে সক্ষম। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, সেইরকম আপনিও দুর্যোধনকে তার সঙ্গীসহ বধ করুন। আমিও আমার তীক্ষ্ণজ্বালার সাপের বিষের মতো বাণের সাহায্যে তার মস্তক ছিন্নভিন্ন করে দেব আর তলোয়ারের সাহায্যে কেটে টুকরো টুকরো করে দেব। তারপর সমস্ত কৌরব অনুচরদের বধ করব। প্রদ্যুম্ন যখন প্রধান কৌরব বীরদের সংহার করবেন সেইসময় তাঁর ছোঁড়া তীক্ষ্ণ তীরে আঘাত কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং বিকর্ণও সহ্য করতে পারবেন না। অভিমন্যুর বীরত্বও আমি খুব জানি, তিনি রণভূমিতে প্রদ্যুম্নেরই সমকক্ষ। শাম্বও তাঁর বাহুবলে রথ ও সারথি নিয়ে দুঃশাসনকে বধ করতে সক্ষম। জাম্ববতীনন্দন অত্যন্ত পরাক্রমী, কেউই তাঁর বল সইতে পারেন না আর শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কী বলব ? তিনি যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সুদর্শন চক্র ধারণ করেন, তখন তিনি অপরাজেয়।

দেবলোক ও এই পৃথিবীতে কোন্ কাজ তাঁর কাছে কঠিন ? এখন অনিরুদ্ধ, গদ, উল্মুক, বাহু, ভানু, নীথ এবং রণবীরকুমার নিশঠ ও রণযোদ্ধা সারণ এবং চারুদেষ্ণ—সকলেরই তাদের কুলোচিত পুরুষার্থ দেখানো উচিত। বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধক বংশের প্রধান যোদ্ধাগণ এবং সাত্বৎ ও শূরকুলের সেনারা একত্রিত হয়ে রণভূমিতে কৌরবদের বধ করে যশপ্রাপ্ত করতে পারে। তাহলে যতদিন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশায় হারজনিত নিয়ম পালন করবে, ততদিন অভিমন্যুর হাতে রাজ্যের শাসনভার থাকবে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'সাত্যকি ! তুমি নিঃসন্দেহে ঠিকই বলছ, আমরা তোমার কথা মেনে নিচ্ছি ; কিন্তু কুরুরাজ নিজে না জিতে রাজ্য গ্রহণ করতে চাইবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির কোনো ইচ্ছা, ভয় বা লোভের বশে স্বধর্ম ত্যাগ করতে পারেন না। তেমনই ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীও কাম, লোভ বা ভয়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করবেন না। ভীম ও অর্জুন অতিরথ, পৃথিবীতে তাঁদের সমকক্ষ এমন কোনো বীর নেই যে তাঁদের সম্মুখীন হতে পারে। মাদ্রীপুত্র নকুল, সহদেবও কিছু কম নয়। এঁদের সাহায্যেই এঁরা পৃথিবী শাসন করতে সক্ষম। যখন মহাত্মা পাঞ্চালরাজ, কেকয়নরেশ, চেদীরাজ এবং হয় একত্রিত হয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন শত্রুদের কোনো চিহ্নই থাকবে না।'

সব শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'মাধব ! আপনি যা বলছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বভাব ঠিকমতো জানেন, তাঁর স্বরূপও আমি যথার্থভাবে জানি। সাত্যকি ! তুমি নিশ্চিত জান, শ্রীকৃষ্ণ যখন পরাক্রম দেখানোর উপযুক্ত সময় মনে করবেন, তখনই তুমি এবং শ্রীকেশব দুর্যোধনকে পরাজিত করতে পারবে। এখন আপনারা সব যাদব বীররা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। আপনারা যে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ ধর্ম পালন করুন। আমরা আবার আপনাদের সকলকে সুস্থ শরীরে একত্রে দেখব আশা করি।

তখন সব যাদব বীররা বড়দের প্রণাম ও ছোটদের আশীর্বাদ করে নিজেদের ভবনে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবরা পুনরায় তীর্থযাত্রায় রওনা হলেন। শ্রীকৃষ্ণরা চলে যাওয়ার পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাই, অনুচর ও মহর্ষি লোমশের সঙ্গে পরমপবিত্র পয়োষ্ণী নদীর তীরে এলেন। এই নদীর তীরে অমূর্তরয়ার পুত্র রাজা গয় সাতটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ইন্দ্রকে তৃপ্ত করেছিলেন।

—o—

## রাজকুমারী সুকন্যা ও মহর্ষি চ্যবন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! পয়োষ্ণীতে স্নান করার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির বৈদূর্য পর্বত এবং নর্মদা নদীর দিকে গেলেন। ভগবান লোমশ তাঁদের সমস্ত তীর্থ ও দেবস্থানের কাহিনী শোনালেন। ধর্মরাজ ভাইদের সঙ্গে উৎসাহপূর্বক সব তীর্থ দর্শন করলেন এবং সহস্র ব্রাহ্মণকে ধনরত্ন দান করলেন।

লোমশ মুনি তারপর আর একটি স্থান দেখিয়ে বললেন—'রাজন্ ! এই হল মহারাজ শর্যাতির যজ্ঞস্থান, এখানে কৌশিক মুনি অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে সোমপান করেছিলেন। এই স্থানেই মহাতপস্বী চ্যবন মুনি ইন্দ্রের ওপর কুপিত হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁকে স্তম্ভিত করেছিলেন। এখানেই তিনি রাজকুমারী সুকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করেছিলেন।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মহাতপস্বী চ্যবন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কেন ? তিনি ইন্দ্রকে কেন স্তব্ধ করেছিলেন ? অশ্বিনীকুমারদের তিনি সোমপানের অধিকারী করলেন কেমন করে ? মুনিবর ! কৃপা করে আপনি আমাকে সব বলুন।'

লোমশ মুনি বললেন—'মহর্ষি ভৃগুর চ্যবন নামে এক মুনিবর অত্যন্ত তেজস্বী পুত্র ছিল। তিনি এই সরোবরের তীরে তপস্যায় ব্যাপৃত হলেন। চ্যবন মুনি বহুদিন ধরে বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল থেকে এক স্থানে বীরাসনে বসে রইলেন। অনেকদিন কেটে যাওয়ায় তাঁর শরীর ধীরে ধীরে তৃণ ও লতাগুল্মে ঢেকে গেলে তার ওপর পিঁপড়ে বাসা তৈরি করল। ফলে ঋষিকে একটি মাটির ঢিপির মতো দেখাচ্ছিল। এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন রাজা শর্যাতি সেই সরোবরে এলেন, সঙ্গে এলেন চার সহস্র সুন্দরী নারী এবং এক সুন্দর ভ্রূসমন্বিত কন্যা, সুকন্যা। দিব্য বসন ভূষণ পরিহিতা কন্যা তার সখীদের নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে চ্যবন মুনির ঢিপির কাছে এসে

পৌঁছাল। সুকন্যা সেই ঢিপির ছিদ্রের মধ্যে চ্যবনঋষির জ্বলজ্বলে চোখ দুটি দেখতে পেলেন। এতে তিনি কৌতূহলী হয়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ায় দুটি কাঁটা সেই জ্বলজ্বলে বস্তুতে ফুটিয়ে দিলেন। চোখ দুটি বিদ্ধ হওয়ায় চ্যবন মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শর্যাতির সৈন্যদের মল-মূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করে দিলেন। এতে সৈন্যরা অত্যন্ত কষ্ট পেতে লাগল। তাদের দুর্দশা দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'এখানে নিরন্তর তপস্যারত বয়োবৃদ্ধ মহাত্মা চ্যবন থাকেন, তিনি স্বভাবত অত্যন্ত ক্রোধী। তাঁকে জেনে অথবা না জেনে কেউ কী কোনো ক্ষতি করেছে? যে এই কাজ করেছে, সে যেন অবিলম্বে তা বলে দেয়।'

সুকন্যা এই কথা শুনে বললেন—'আমি বেড়াতে

বেড়াতে একটি ঢিপির কাছে গিয়েছিলাম, তার মধ্যে উজ্জ্বল কোনো জিনিস দেখা যাচ্ছিল। আমি তাকে জোনাকি মনে করে কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়েছি।' একথা শুনে শর্যাতি তৎক্ষণাৎ সেই ঢিপির কাছে গেলেন। সেখানে তিনি তপোবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ চ্যবন মুনিকে দেখে হাত জোড় করে সেনাদের ক্লেশমুক্ত করার জন্য প্রার্থনা জানালেন এবং বললেন—'মুনিবর! অজ্ঞতাবশত এই বালিকা যে অপরাধ করে ফেলেছে, কৃপা করে আপনি তা ক্ষমা করুন।' ভৃগু-নন্দন মহর্ষি চ্যবন রাজাকে বললেন—'এই অহংকারী কন্যা আমাকে অপমান করার জন্যই আমার চোখ ফুটো করেছে। আমি তাকে পেলেই ক্ষমা করতে পারি।'

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্! এই কথা শুনে রাজা শর্যাতি কোনো দ্বিধা না করেই তার কন্যাকে মহাত্মা চ্যবনের হাতে সমর্পণ করলেন। কন্যাকে পেয়ে চ্যবন মুনি প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর কৃপায় সৈন্যরা ক্লেশমুক্ত হয়ে রাজার সঙ্গে নগরে ফিরে গেল। সতী সুকন্যাও তপস্যা ও নিয়ম পালন করে প্রীতিসহকারে তপস্বী স্বামীর সেবায় নিযুক্ত রইলেন।'

সুকন্যা একদিন স্নান করে আশ্রমে দাঁড়িয়েছিলেন, সেইসময় অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে দেখতে পান। সুকন্যা সাক্ষাৎ দেবরাজের কন্যার ন্যায় সুন্দরী ছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'সুন্দরী! তুমি কার কন্যা, কার পত্নী, এই বনে কী করছ?'

তাঁদের কথায় সলজ্জভাবে সুকন্যা বললেন—'আমি মহারাজ শর্যাতির কন্যা এবং মহর্ষি চ্যবনের ভার্যা।'

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন—'আমরা দেবতাদের বৈদ্য, তোমার পতিকে যুবক এবং রূপবান করে দিতে পারি। তুমি তোমার পতিকে গিয়ে এই কথা জানাও।'

তাঁদের কথা শুনে সুকন্যা চ্যবন মুনিকে গিয়ে এই কথা জানালেন। মুনি তাতে সম্মত হলেন এবং অশ্বিনীকুমারদের সেইরূপ করতে অনুমতি দিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে সরোবরে নামতে বললেন। মহর্ষি চ্যবন রূপবান হওয়ার জন্য উৎসুক ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ
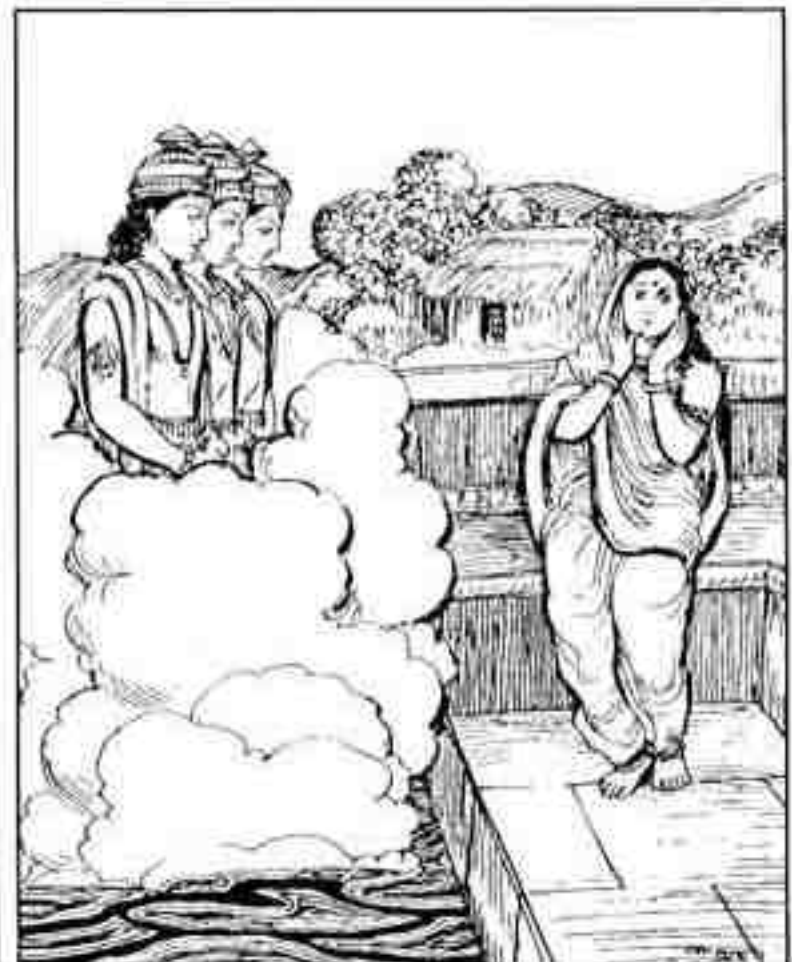
জলে নামলেন। তাঁর সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও ডুব দিলেন। এক মুহূর্ত পরে তিনজনেই জল থেকে বাইরে এলেন। তিনজনাই দিব্যরূপধারী, একই প্রকার চেহারার যুবক পুরুষ। তাঁদের তিনজনকে দেখেই চিত্তে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। সেই তিনজনে বলল, 'সুন্দরী ! তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নাও।' তিনজনাই সমান রূপবান। সুকন্যা একবার বিভ্রান্ত হলেন কিন্তু মন ও বুদ্ধিকে স্থির করে তিনি তাঁর পতিকে চিনতে পারলেন এবং তাঁকেই বরণ করলেন। এইভাবে নিজ পত্নী ও মনের মতো রূপযৌবন পেয়ে মহর্ষি চ্যবন খুব খুশি হলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বললেন—'আমি বৃদ্ধ ছিলাম, তোমরাই আমাকে এই রূপ ও যৌবন দিয়েছ। প্রত্যুপকারে আমি তোমাদের সোমপানের অধিকারী করব।' একথা শুনে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রসন্ন হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন এবং চ্যবন ঋষি তাঁর পত্নীর সঙ্গে সেই আশ্রমে দেবতার ন্যায় বিহার করতে লাগলেন।'

'রাজা শর্যাতি যখন শুনলেন যে, চ্যবন মুনি যৌবন প্রাপ্ত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আশ্রমে এলেন। তিনি দেখলেন সুকন্যা এবং চ্যবন ঋষি দেবদম্পতির মতো বিরাজমান। রাজা-রানি এতে এত খুশি হলেন, যেন তাঁরা সারা পৃথিবী জয় করেছেন। চ্যবন মুনি রাজাকে বললেন—'রাজন্ ! আমি আপনাকে দিয়ে যজ্ঞ করাব, আপনি সমস্ত যজ্ঞ সামগ্রী সংগ্রহ করুন।' রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁর কথা মেনে নিলেন। যজ্ঞের জন্য শুভ দিন উপস্থিত হলে রাজা শর্যাতি এক সুন্দর যজ্ঞমণ্ডপ তৈরি করিয়ে দিলেন। সেই মণ্ডপে ভৃগুনন্দন মহর্ষি চ্যবন রাজার যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। সেই যজ্ঞে এক নতুন ঘটনা ঘটল, তা শুনুন। চ্যবন মুনি যখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞে ভাগ দিলেন, তখন ইন্দ্র বাধাপ্রদান করে বললেন—'আমার বিচারে দুজন অশ্বিনীকুমারই যজ্ঞে ভাগ নেওয়ার অধিকারী নয়।' চ্যবন মুনি বললেন—'এই দুই কুমার অত্যন্ত উৎসাহী, উদার হৃদয়, রূপবান এবং ধনবান। তোমার অথবা অন্য দেবতাদের মতো এঁরা কেন সোমপানের অধিকার পাবেন না ?' ইন্দ্র বললেন—'এঁরা চিকিৎসক এবং ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করে পৃথিবীতেও বিচরণ করেন। অতএব এঁরা কী করে সোমপানের অধিকারী হবেন।'

'যখন চ্যবন ঋষি দেখলেন যে, দেবরাজ বারংবার ওই কথার ওপরই জোর দিচ্ছেন, তখন তিনি তাঁকে উপেক্ষা করে অশ্বিনীকুমারদের জন্য উত্তম সোমরস গ্রহণ করলেন। তাঁকে এই ভাবে আগ্রহপূর্বক সোমরস নিতে দেখে ইন্দ্র বললেন—'তুমি যদি এইভাবে আমাদের জন্য প্রস্তুত সোমরস অশ্বিনীকুমারদের প্রদান কর, তাহলে আমি তোমার ওপর আমার ভয়ংকর বজ্র ছুঁড়ে মারব।' তিনি একথা বললেও চ্যবন মুনি মৃদুহাস্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্য সোমরস আহরণ করলেন। তখন ইন্দ্র তাঁর ওপর বজ্র ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখনই চ্যবন তাঁর হাত দুটি অচল করে দিলেন এবং তপোবলের সাহায্যে অগ্নিকুণ্ড থেকে 'মদ' নামক এক ভয়ংকর রাক্ষসকে উৎপন্ন করলেন, যে ভীষণ গর্জন করে ত্রিভুবনকে ত্রস্ত করে

ইন্দ্রকে আত্মসাৎ করার জন্য তাঁর দিকে ছুটলেন। ইন্দ্র এতে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে বললেন—'আজ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমপানের অধিকারী হল, এখন আপনি আমাকে কৃপা করুন, আপনি যা চাইবেন, তাই হবে।' ইন্দ্র এই কথা বলায় মহাত্মা চ্যবনের ক্রোধ শান্ত হল এবং তখনই তিনি ইন্দ্রকে মুক্ত করে দিলেন। রাজন্ ! এই সুন্দর দ্বিজসংঘুষ্ট নামক সরোবরটি চ্যবন মুনির। তুমি তোমার ভাইদের নিয়ে এই সরোবরে দেবতা ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করো। এখানে ভগবান শংকরের মন্ত্র জপ করলে তুমি সিদ্ধিলাভ করবে। এখানে ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধির সমান

কাল বাস করে, এই তীর্থে যে স্নান করে, কলিযুগ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তার সব পাপ নাশ হয়। এতে স্নান করো। এর পরে একটি পর্বত আছে, আর্চীক পর্বত। সেখানে বহু মনীষী ও মহর্ষি বাস করেন। সেখানে নানা দেবস্থান আছে, এটি চন্দ্রতীর্থ। সেখানে বালখিল্য নামের তেজস্বী ও বায়ুভোজী বাণপ্রস্থ আশ্রমবাসীগণ থাকেন। এখানে তিনটি শিখর ও তিনটি ঝরনা আছে, সেগুলি অত্যন্ত পবিত্র। তুমি এগুলিকে প্রদক্ষিণ করে, স্নান করো। এর কাছেই যমুনা নদী প্রবাহিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এখানে তপস্যা করেছেন। নকুল, সহদেব, ভীম, দ্রৌপদী এবং আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে যাব। এইস্থানে মহাধনুর্ধর রাজা মান্ধাতাও যজ্ঞ করেছিলেন।

## রাজা মান্ধাতার জন্মবৃত্তান্ত

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্রহ্মন্ ! রাজা যুবনাশ্বের পুত্র নৃপশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা ত্রিলোকে বিখ্যাত। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।'

মহর্ষি লোমশ বললেন—'রাজা যুবনাশ্ব ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মেছিলেন। তিনি এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করে আরও বহু যজ্ঞ করে প্রভূত দক্ষিণা দান করেন। পরে মন্ত্রীর ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে মনোনিগ্রহ করে নিরন্তর বনেই বাস করতে লাগলেন। একবার মহর্ষি ভৃগু পুত্রসন্তান প্রাপ্তির আশায় যুবনাশ্বকে দিয়ে যজ্ঞ করান। রাত্রিবেলা উপবাসে থাকা রাজার জল পিপাসা পেয়েছিল। তিনি আশ্রমের ভিতরে গিয়ে জল চান। কিন্তু সকলেই রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে এত গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন যে, কেউই তাঁর আওয়াজ শুনতে পাননি। মহর্ষি মন্ত্রপূত জলভর্তি একটি কলসী রেখেছিলেন। রাজা সেই কলসী দেখেই জল পান করে তৃষ্ণা মিটিয়ে কলসী সেখানেই রেখে দিলেন।'

'কিছুক্ষণ পরে তপোধন ভৃগুপুত্র সহ সকলেই উঠলেন এবং দেখলেন কলসের জল খালি। তখন সকলে আলোচনা করতে লাগলেন যে, এটি কার কাজ। যুবনাশ্ব তখন সত্য কথাই বললেন যে 'আমি করেছি।' ভৃগুপুত্র তাই শুনে বললেন—'রাজন্ ! এই কাজটা ঠিক হয়নি। তোমার যাতে এক বলবান ও পরাক্রমশালী পুত্র হয়, তাই আমি এই জল মন্ত্রপূত করে রেখেছিলাম। এখন যা হয়ে গেছে তা ফেরানো যাবে না। অবশ্য যা ঘটেছে তা দৈবের প্রেরণাতেই হয়েছে। তুমি পিপাসার্ত হয়ে মন্ত্রপূত জল পান করেছ, অতএব তোমাকেই এক পুত্র প্রসব করতে হবে।'

'এই বলে মুনিরা যে যার স্থানে চলে গেলেন। একশত বছর পরে রাজার বাম দিকের উদর ভেদ করে সূর্যের ন্যায়

এক তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করল। কিন্তু এরূপ ঘটনাতেও রাজার মৃত্যু হল না, এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার। সেই বালককে দেখার জন্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে এলেন। দেবতাগণ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কিং ধাস্যতি' বালক কী পান করবে ? তাতে ইন্দ্র তার মুখে তর্জনী ঢুকিয়ে বললেন, 'মাং ধাতা' (আমার আঙুল পান করবে)। তাইতে দেবতারা তার নাম রাখলেন 'মান্ধাতা'। তারপর তিনি ধ্যান করতেই ধনুর্বেদ সহ সম্পূর্ণ বেদ এবং দিব্য অস্ত্র তাঁর কাছে উপস্থিত হল ; সঙ্গে এলো আজগব নামক ধনুক, শিং এর তৈরি বাণ এবং অভেদ্য কবচ। তারপর স্বয়ং ইন্দ্র তার রাজ্যাভিষেক করলেন।

'রাজা মান্ধাতা সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। এই পরম পবিত্র কুরুক্ষেত্রে তাঁর যজ্ঞ করার স্থান। তুমি তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলে, আমি সেই মহত্বপূর্ণ বৃত্তান্ত জানালাম। রাজন্! প্রথম প্রজাপতি এই ক্ষেত্রে এক হাজার বছরে সম্পূর্ণ হয় এরূপ 'ইষ্টীকৃত' যজ্ঞ করেছিলেন। এখানে নাভাগের পুত্র রাজা অম্বরীষ যমুনাতীরে যজ্ঞকারীদের দশপদ্ম গাভী দান করেছিলেন এবং নানা যজ্ঞ ও তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই দেশ নহুষের পুত্র পুণ্যকর্মা রাজা যযাতির। রাজা যযাতি এখানে বহু যজ্ঞ করেছিলেন। এখানেই মহারাজ ভরত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ঘোড়া ছেড়েছিলেন ; রাজা মরুৎও সংবর্তমুনির অধ্যক্ষতায় এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। রাজন্! যে ব্যক্তি এই তীর্থে আচমন করে, তার সমস্ত লোক দর্শন ও সর্বপাপ মুক্ত হয়। তুমি এখানে আচমন করো।'

'মহর্ষি লোমশের কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং ভ্রাতাগণ সকলেই স্নান করলেন। সেই সময় মহর্ষিরা স্বস্তিবাচন করছিলেন। স্নানের পর তিনি লোমশ মুনিকে বললেন—'হে সত্যপরাক্রমী মুনিবর ! এই তপের প্রভাবে আমি সর্বলোকের দর্শন দেখতে পাচ্ছি। আমি এখান থেকেই শ্বেত ঘোড়ায় অর্জুনকে দেখতে পাচ্ছি।' লোমশ মুনি বললেন—'মহাবাহো ! তোমার কথা ঠিক, মহর্ষিরা এইভাবে স্বর্গদর্শন করেন। এই পরম পবিত্র সরস্বতী নদী, এখানে স্নান করলে পুরুষ সর্ব পাপ মুক্ত হয়। এখানে চারদিকে পাঁচক্রোশ জুড়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার বেদী। এখানেই মহাত্মা কুরুর ক্ষেত্র, যা কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত।'

---

## অন্য তীর্থাদির বর্ণনা এবং রাজা উশীনরের কথা

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্! এ হল বিনাশন তীর্থ, সরস্বতী নদী এখানে অদৃশ্য হয়ে যান। এটি নিষাদ দেশের দ্বার। নিষাদরা যাতে তাঁকে দেখতে না পায়, তাই সরস্বতী নদী এখানে অন্তঃসলিলা। এরপরে চমসোদ্ভেদ নামক স্থান, সেখানে সরস্বতী পুনরায় প্রবাহমানা হন এবং এখানেই সমুদ্রে মিলিত হওয়ার জন্য সব নদী একত্রিত হয়। এটি সিন্ধু নদীর খুব বড় তীর্থ, এখানেই অগস্ত্য মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় লোপামুদ্রা তাঁকে পতি রূপে বরণ করেন। এখানে বিষ্ণুপদ নামক পবিত্র তীর্থ আর ওই হল বিপাশা নামক পবিত্র নদী। হে শত্রুদমন ! এই হল সর্ব পবিত্র কাশ্মীর মণ্ডল, এখানে অনেক মহর্ষি বাস করেন, তুমি ভ্রাতাদের নিয়ে তাঁদের দর্শন করো। এখান থেকেই মানসসরোবরের দ্বার দেখা যাচ্ছে। এই তীর্থে এক অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার আছে। এক যুগ অতিক্রান্ত হলে এখানে দেবী পার্বতী এবং পার্ষদগণের ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণকারী মহাদেবের সাক্ষাৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধালু যাজকগণ পরিবারের হিতার্থে এই সরোবরে চৈত্রমাসে স্নান করে মহাদেবের পূজা করেন।'

'সামনে উজ্জানক তীর্থ, এর কাছেই কুশবান সরোবর। এতে কুশেশয় নামক কমল উৎপন্ন হয়। পাণ্ডুনন্দন ! এবার তোমরা ভৃগুতুঙ্গ পর্বত দেখতে পাবে। আগে সর্বপাপহারি বিতস্তা নদীর দর্শন করো। এটি যমুনার দিক থেকে আসা জলা ও উপজলা নদী। এর তীরে যজ্ঞ করে রাজা উশীনর ইন্দ্রের থেকে বড় হয়েছিলেন। রাজন্! একবার ইন্দ্র এবং অগ্নি তাঁকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। ইন্দ্র বাজের রূপ আর অগ্নি পায়রার রূপ ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তারা রাজা উশীনরের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেন। বাজের ভয়ে পায়রা প্রাণরক্ষার জন্য রাজার কোলে আশ্রয় নেয়। তখন বাজ বলল—'রাজন্ ! সমস্ত রাজারা আপনাকে ধর্মাত্মা বলে থাকে। তাহলে আপনি কেন এই ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করছেন ? আমি ক্ষুধায় কাতর আর এই পায়রাটি আমার। আপনি ধর্মের লোভে একে রক্ষা করবেন না।' রাজা বললেন—'হে মহাপক্ষী ! এই পক্ষী তোমার ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য আমার শরণ নিয়েছে। সে অভয় পাবার

জন্য আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। আমি যদি একে তোমার আহার্য হওয়া থেকে রক্ষা করি তবে সেটি কী তোমার কাছে ধর্মযুক্ত বলে মনে হয় না ? দেখ, এ ভয়ে কেমন কাঁপছে, প্রাণরক্ষার জন্যই সে আমার কাছে এসেছে। এই অবস্থায় একে ত্যাগ করা অত্যন্ত অন্যায়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, যে জগন্মাতা গাভী হত্যা করে এবং যে শরণাগতকে ত্যাগ করে—এই তিনজনের সমান পাপ হয়।' বাজ বলল—'সমস্ত প্রাণীই আহারের ফলে সৃষ্টি হয়। আহারেই তাদের বৃদ্ধি, আহারই তাদের জীবন। যে সকল পার্থিব ধন পরিত্যাগ করা কষ্টকর মনে হয়, তা না পেলেও মানুষ অনেক দিন জীবিত থাকতে সক্ষম ; কিন্তু আহার বিনা কেউই বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না। আজ আপনি আমাকে আহার থেকে বঞ্চিত করলেন, তাই আমি আর বেঁচে থাকতে পারব না। আর আমি মারা গেলে আমার স্ত্রী-পুত্রও মারা যাবে। আপনি এই একটি পায়রাকে বাঁচাতে গিয়ে কয়েকটি প্রাণের ঘাতক হয়ে যাবেন। যে ধর্ম অন্য ধর্মের বাধাস্বরূপ, তা ধর্ম নয়। তাকে কুধর্মই বলে, ধর্ম তাকেই বলে, যা অন্য কোনো ধর্মের পরিপন্থী হয় না। যেখানে দুটি ধর্মের মধ্যে বিরোধ থাকে, সেখানে অবস্থার গুরুত্ব বিচার করে, যাতে প্রকৃত মঙ্গল হয়, সেই ধর্মের আচরণ করা উচিত। সুতরাং রাজন্ ! আপনিও ধর্ম-অধর্ম নির্ণয়ে লঘু-গুরুর দিকে দৃষ্টি রেখে যাতে ধর্মের প্রকৃত পালন হয় সেই আচরণ করুন।'

তখন রাজা বললেন—'পক্ষিপ্রবর ! আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। আপনি কি সাক্ষাৎ পক্ষীরাজ গরুড় ? আপনি যে ধর্মের মর্ম সম্যকভাবে জানেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি যে কথা বলছেন তা অতি বিচিত্র এবং ধর্মসম্মত। আমি এও লক্ষ্য করছি যে, এমন কোনো ব্যাপার নেই, যা আপনি জানেন না। কিন্তু শরণার্থীকে পরিত্যাগ করাকে আপনি কী করে ভালো বলেন ? পক্ষীবর ! আপনার এই সমস্ত চেষ্টাই খাদ্যের জন্য বলে মনে হচ্ছে। আপনাকে তো এর অধিক খাদ্য দেওয়া সম্ভব। আমি আপনাকে শিবি প্রদেশের সমৃদ্ধশালী রাজ্য প্রদান করছি, গ্রহণ করুন। এছাড়াও আপনি আর যা কিছু চান, তা-ও আমি দিতে পারি। এই শরণার্থী পক্ষীকে ত্যাগ করতে পারব না। হে পক্ষীশ্রেষ্ঠ ! কোন কাজ করলে আপনি একে ছেড়ে দেবেন, তা বলুন ! আমি তাই করব, কিন্তু এই পায়রাটিকে আমি দেব না।'

বাজ বলল—'নৃপবর ! আপনার যদি এই পায়রার ওপর এতই স্নেহ থাকে তাহলে এর সমান ওজনের মাংস ওজন করে দিন, তাতেই আমার তৃপ্তি হবে।'

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্ ! তখন পরম ধর্মজ্ঞ উশীনর নিজের শরীরের মাংস কেটে ওজন করতে আরম্ভ
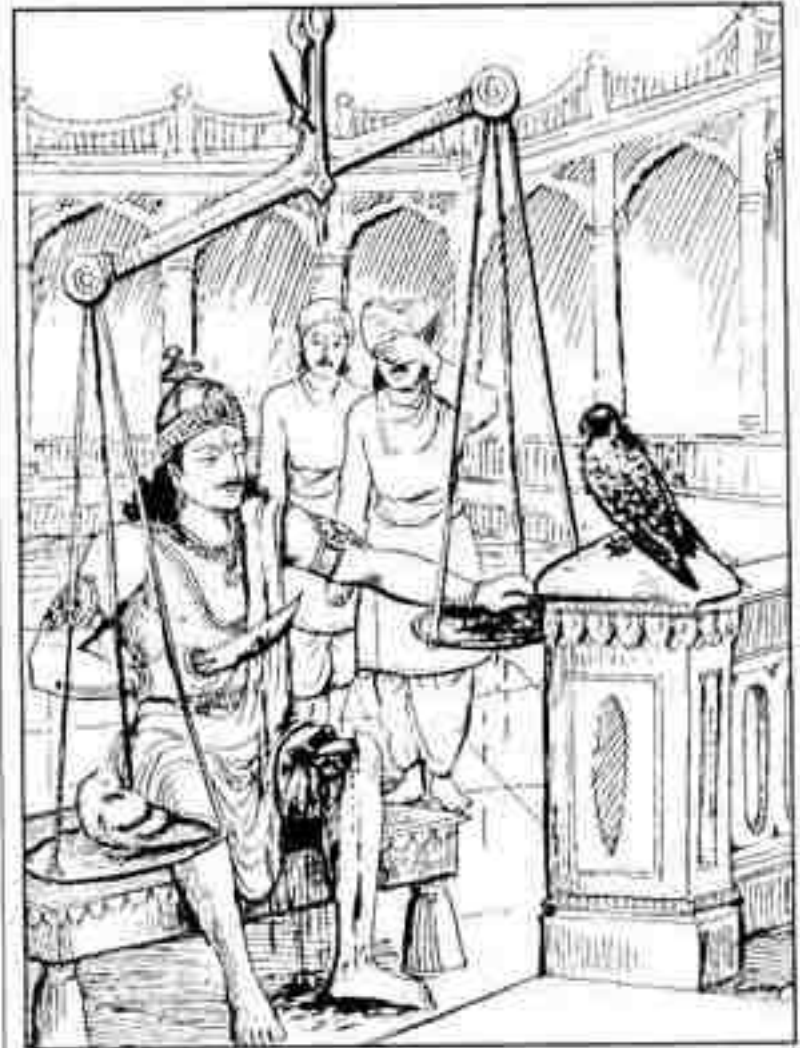
করলেন। অন্য পাল্লায় রাখা পায়রাটি তার থেকেও ভারী হয়ে গেল। তখন তিনি আরও মাংস গায়ের থেকে কেটে দিলেন। এভাবে বেশ কয়েকবার মাংস কেটে দিলেও যখন তা পায়রার সমান ওজনের হল না, তখন তিনি নিজেই সেই ওজন-যন্ত্রে চেপে বসলেন। তাই দেখে বাজ বলল—'হে ধর্মজ্ঞ ! আমি ইন্দ্র আর ইনি অগ্নিদেব ; আমরা আপনার ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্যই আপনার যজ্ঞশালায় এসেছি। রাজন্ ! যতদিন পৃথিবীতে লোকে আপনাকে স্মরণ করবে, ততদিন আপনার যশ অক্ষয় থাকবে এবং আপনি পুণ্যলোক ভোগ করবেন।' রাজাকে এই কথা বলে তাঁরা দুজনে দেবলোকে চলে গেলেন। মহারাজ ! এই পবিত্র আশ্রম সেই মহানুভব রাজা উশীনরের। এ অত্যন্ত পবিত্র এবং পাপনাশকারী। আপনি আমার সাথে এটির দর্শন করুন।'

—— o ——

# অষ্টাবক্রের জন্ম এবং শাস্ত্রার্থের বৃত্তান্ত

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্ ! উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতুকে এই পৃথিবীতে মন্ত্রশাস্ত্রে পারঙ্গম বলে মনে করা হয়। সদা বসন্ত বিরাজমান ফল-ফুলে সমন্বিত আশ্রমটি তাঁরই। আপনি এটি দর্শন করুন। এই আশ্রমে শ্বেতকেতু দেবী সরস্বতীকে সাক্ষাৎ মানবীরূপে দর্শন করেছিলেন।'

লোমশ মুনিবর বললেন—'উদ্দালক মুনির কহোড় নামে এক প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁর গুরুদেবকে অত্যন্ত নিষ্ঠা ভরে সেবা করতেন। এতে প্রসন্ন হয়ে তিনি তাঁকে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই বেদ অধ্যয়ন করিয়েছিলেন এবং তাঁর কন্যা সুজাতার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে সুজাতা গর্ভবতী হলেন, গর্ভস্থ সেই সন্তানটি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ছিল। একদিন কহোড় বেদপাঠ করছিলেন, তখন সে গর্ভের ভিতর থেকেই জানাল—'পিতা, আপনি সারা-রাত ধরে বেদপাঠ করছেন, কিন্তু তা ঠিকমতো হচ্ছে না।'

শিষ্যদের মধ্যে এইভাবে ভুল ধরায় পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই উদরস্থ সন্তানকে অভিশাপ দিলেন যে, তুমি গর্ভস্থ অবস্থাতেই এইরূপ অপ্রিয় কথা বলছ, এর জন্য তোমার অঙ্গের আট জায়গায় বক্রতা থাকবে। অষ্টাবক্র যখন গর্ভে বাড়তে লাগলেন তখন সুজাতা খুব পীড়িতা হলেন, তিনি তাঁর ধনহীন পতিকে একান্তে ডেকে কিছু ধন নিয়ে আসার জন্য প্রার্থনা করলেন। কহোড় রাজা জনকের কাছে ধনের জন্য গেলেন। কিন্তু সেখানে 'বন্দী' নামক শাস্ত্রার্থে প্রবীণ বিদ্বান তাঁকে পরাজিত করল এবং শাস্ত্রার্থের নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হল। উদ্দালক এই সংবাদ পেয়ে সুজাতার কাছে গিয়ে সব বললেন এবং জানালেন যে, 'তুমি অষ্টাবক্রকে এই বিষয়ে কিছু জানিও না।' তাই জন্মের পরেও অষ্টাবক্র এ বিষয়ে কিছু জানতেন না। তিনি উদ্দালককেই তাঁর পিতা বলে মনে করতেন এবং তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে নিজের ভাই বলে জানতেন।

অষ্টাবক্র যখন বারো বছর বয়সের বালক তখন একদিন যখন তিনি উদ্দালকের কোলে বসে ছিলেন, তখন শ্বেতকেতু সেখানে এসে তাঁকে কোল থেকে টেনে বলল 'এ তোমার পিতার কোল নয়।' শ্বেতকেতুর এই কটূক্তিতে তাঁর মনে অত্যন্ত আঘাত লাগল। তিনি গৃহে গিয়ে মাকে

জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, আমার পিতা কোথায় গেছেন ?' সুজাতা এতে খুব ভয় পেয়ে শাপের ভয়ে সব কথা বলে দিলেন। সব কথা শুনে তিনি রাত্রে শ্বেতকেতুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, 'আমরা দুজনে রাজা জনকের যজ্ঞে যাব। শুনেছি, সেই যজ্ঞ অত্যন্ত বিচিত্র, আমরা সেখানে বড় বড় শাস্ত্রার্থ শুনব।' এই পরামর্শ করে মামা-ভাগিনেয় দুজনে রাজা জনকের রাজবীরযজ্ঞের জন্য রওনা হলেন।

যজ্ঞশালার দ্বার দিয়ে তাঁরা যখন ভিতরে ঢুকছিলেন তখন দ্বারপাল তাঁদের বলল, 'আপনাদের প্রণাম। আমি আজ্ঞাপালনকারী মাত্র, রাজার আদেশে আমি আপনাদের যা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। এই যজ্ঞশালায় বালকদের প্রবেশের অনুমতি নেই, এখানে শুধু বৃদ্ধ ও বিদ্বান ব্রাহ্মণই প্রবেশ করতে পারবেন।'

অষ্টাবক্র বললেন—'দ্বারপাল ! মানুষ অধিক বৎসর বয়স হলে, চুল সাদা হলে, অর্থের দ্বারা বা অধিক কুটুম্বের দ্বারা বড় বলে মানা হয় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনিই বড়

যিনি বেদের প্রবক্তা। ঋষিরা তো এই নিয়মই জানিয়েছেন। আমি রাজসভায় বন্দী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তুমি আমাদের হয়ে রাজাকে খবর দাও। আজ তুমি বিদ্বানদের সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রার্থ করতে দেখবে আর বাদ-প্রতিবাদে বন্দীদের পরাস্ত করেছি দেখতে পাবে।'

দ্বারপাল বলল—'আচ্ছা, আমি কোনোভাবে আপনাদের সভায় নিয়ে যাওয়ায় চেষ্টা করছি, কিন্তু সেখানে গিয়ে আপনাদের বিদ্বানের যোগ্য কাজ করে দেখাতে হবে।' এই বলে দ্বারপাল তাঁদের রাজার কাছে নিয়ে গেল। অষ্টাবক্র সেখানে গিয়ে বললেন—'রাজন্! আপনি জনক বংশের প্রধান ব্যক্তি এবং চক্রবর্তী রাজা। আমি শুনেছি, আপনার এখানে 'বন্দী' নামের একজন বিদ্বান আছেন। তিনি ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রার্থে পরাস্ত করে দেন এবং আপনার অনুচররা পরাজিত ব্যক্তিকে জলে ডুবিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণদের মুখে এই কথা শুনে আমি অদ্বৈত ব্রহ্ম বিষয়ে তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রার্থ আলোচনা করতে এসেছি। বন্দী কোথায় আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

রাজা বললেন—'অনেক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ বন্দীর প্রভাব দেখেছেন। তুমি তাঁর শক্তি না জেনেই তাঁকে জিতে নেবার আশা করছ। আগে অনেক ব্রাহ্মণ এসেছেন ; কিন্তু সূর্যের কাছে যেমন নক্ষত্রসমূহ হতপ্রভ হয়ে পড়ে, তেমনই তাঁরাও এঁর কাছে হতপ্রভ হয়ে পড়েন।' তখন অষ্টাবক্র বললেন—'আমার মতো কোনো বিজ্ঞের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, তাই তিনি সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে কথা বলছেন। এবার আমার কাছে পরাজিত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা অচল গাড়ির মতো মূক হয়ে থাকবেন।'

তখন রাজা অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন—'যে ব্যক্তি ত্রিশ অবয়ব, দ্বাদশ অংশ, চব্বিশ পর্ব এবং তিন শত ষাট আরা সম্পন্ন পদার্থ জানে, সে খুব বড় বিদ্বান।' এই কথা শুনে অষ্টাবক্র বললেন—'যার মধ্যে পক্ষরূপ চব্বিশ পর্ব, ঋতুরূপ ছয় নাভি, মাস রূপ দ্বাদশ অংশ এবং দিন রূপ তিনশত ষাট আরা থাকে, সেই নিরন্তর ঘুরতে থাকা সংবৎসর রূপ কালচক্র আপনাকে রক্ষা করুক।'

যথার্থ উত্তর শুনে রাজা এবার প্রশ্ন করলেন—'ঘুমানোর সময়ে কে চোখ বন্ধ করে না ? জন্মের পরও

কার গতি থাকে না ? কার হৃদয় নেই ? কে বেগে বৃদ্ধি পায় ?' অষ্টাবক্র উত্তর দিলেন মাছ ঘুমানোর সময় চোখ বন্ধ করে না, ডিম জন্ম নিলেও তার গতি থাকে না, পাথরের হৃদয় নেই এবং নদী বেগের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। তাই শুনে রাজা বললেন, 'আপনি দেবতার মতোই প্রভাবশালী। আপনাকে আমার মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, আপনি বালকও নন, আপনাকে বিজ্ঞই মনে করি। বিচার-বিবাদে আপনার সমকক্ষ কেউই নেই। তাই আপনাকে আমি মণ্ডপে যাবার অনুমতি দিচ্ছি, সেখানেই বন্দী আছে।'

অষ্টাবক্র তখন বন্দীর দিকে ফিরে বললেন—'নিজেকে অতিবন্দী[1] বলে মনে করো বন্দী ! তুমি পরাজিত ব্যক্তিকে জলে ডুবিয়ে দেবে, এই নিয়ম করেছ। কিন্তু আমার সামনে তোমার মুখে কথা ফুটবে না। প্রলয়কালীন অগ্নির কাছে যেমন নদীর প্রবাহ শুকিয়ে যায়, তেমনই আমার সামনে তোমার তর্ক করার শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এবার তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও এবং আমিও তোমার কথার উত্তর দেব।'

রাজন্ ! পরিপূর্ণ সভায় অষ্টাবক্র ক্রোধভরে গর্জন করে তাকে আহ্বান করলে বন্দী বলল—'অষ্টাবক্র ! এক অগ্নিই নানাপ্রকারে প্রকাশিত হয়, এক সূর্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, শত্রু নাশকারী দেবরাজ ইন্দ্রই একমাত্র বীর এবং আমিও তোমার কথা উত্তর দেব।'

রাজন্ ! পরিপূর্ণ সভায় অষ্টাবক্র ক্রোধভরে গর্জন করে তাকে আহ্বান করলে বন্দী বলল—'অষ্টাবক্র ! এক অগ্নিই নানাপ্রকারে প্রকাশিত হয়, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করে, শত্রু নাশকারী দেবরাজ ইন্দ্রই একমাত্র বীর এবং পিতৃপুরুষের ঈশ্বর যমরাজও একজনই।'

অষ্টাবক্র—ইন্দ্র ও অগ্নি—এই দুই দেবতা, নারদ ও পর্বত—দেবর্ষি ও এই দুজন। অশ্বিনীকুমারও দুজন, রথের চাকাও দুটি হয় এবং বিধাতা পতি ও পত্নী উভয়ে উভয়ের সহচররূপেই দুজনকে সৃষ্টি করেছেন।

বন্দী—সমস্ত প্রজা কর্মবশত তিনপ্রকারে জন্মগ্রহণ করে ; সমস্ত কর্মের প্রতিপাদন বেদই করে, অধ্বর্যুজনও প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং—এই তিনটি সময়েই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় ; কর্মানুসারে প্রাপ্ত হওয়া ভোগাদির জন্য স্বর্গ, মর্ত্য ও নরক—এই তিনটি লোক আছে এবং বেদে কর্মজনিত জ্যোতিও তিন প্রকারের।

অষ্টাবক্র—ব্রাহ্মণদের জন্য আশ্রম চারপ্রকার, বর্ণও চার যজ্ঞাদি দ্বারা নিজেদের নির্বাহ করে থাকে। চারটিই প্রধান দিক, ওঁকারের অকার, উকার, মকার এবং অর্ধমাত্রা—এই চারটিই বর্ণ এবং পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা এবং বৈখরী ভেদে বাণীও চার প্রকারের বলে কথিত আছে।

বন্দী—যজ্ঞের অগ্নি পাঁচপ্রকারের (গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহ্বনীয়, সভ্য এবং আবসথ্য), পংক্তি ছন্দও পঞ্চপদবিশিষ্ট, যজ্ঞও পাঁচপ্রকারের (অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও সোম), পাঁচ ইন্দ্রিয়, বেদে পঞ্চ শিখাবিশিষ্ট অপ্সরাও পাঁচজন এবং জগতে পবিত্র নদও পাঁচটিই প্রসিদ্ধ।

অষ্টাবক্র—কত লোকে বলে থাকেন যে, অগ্নির

[1] শাস্ত্রার্থ বিজয়ী

আধান করার সময় ছয়টি গাভী দক্ষিণা দেওয়া উচিত ; কালচক্রে ঋতু ছয় প্রকার, মন-সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও ছয়টি, ছয় কৃত্তিকা এবং সমস্ত বেদে সাধস্ক যজ্ঞও ছয়টিই বলা হয়েছে।

বন্দী—গ্রাম্য পশু সাত, বন্য পশুও সাতটিই। যজ্ঞ পূর্ণকারী ছন্দ সাত, ঋষিও সাতজন, মান দেওয়ার প্রকার সাত এবং বীণার তারও সাতটিই প্রসিদ্ধ।

অষ্টাবক্র—অনেক বস্তু ওজন করার পাল্লার গুণ আট হয়ে থাকে। সিংশনাশকারী শরভের চরণও আট হয়ে থাকে, দেবতাদের মধ্যে বসু নামক দেবতারাও আটজন বলে শুনেছি এবং সমস্ত যজ্ঞেই যজ্ঞস্তম্ভ ভুজপ্রকৃতি হয়ে থাকে।

বন্দী—পিতৃযজ্ঞে সমিধ ত্যাগ করার মন্ত্র নয় বলে কথিত আছে, জগতে প্রকৃতির নয়টি ভাগ করা হয়েছে, বৃহতী ছন্দের অক্ষরও নয়টি এবং যার থেকে নানাপ্রকার সংখ্যা উৎপন্ন হয়, সেই এক থেকে নয় পর্যন্তই অঙ্ক হয়।

অষ্টাবক্র—জগতে দশদিক, সহস্রের সংখ্যাতেও একশতককে দশবার গণনা করতে হয়, গর্ভবতী নারী দশ মাস গর্ভধারণ করেন, তত্ত্ব উপদেশকারীও দশজন এবং পূজনীয় ব্যক্তিও দশ।

বন্দী—পশুদের শরীরে একাদশবিকার সম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদি এগারোটি হয়ে থাকে, যজ্ঞের স্তম্ভ এগারোটি হয়, প্রাণীদের এগারোরকম বিকার হয় এবং দেবতাদের মধ্যে রুদ্রও এগারোজন বলা হয়।

অষ্টাবক্র—এক বছরে বারো মাস থাকে, জগতী ছন্দে বারো অক্ষরের চরণ, প্রাকৃত যজ্ঞ বারোদিনের হয় এবং মহাত্মারা বলেন আদিত্যও বারো।

বন্দী—তিথিগুলির মধ্যে ত্রয়োদশীকে উত্তম তিথি বলা হয় এবং পৃথিবীও তেরোদ্বীপে সমন্বিত।[1]

বন্দী এই পর্যন্ত অর্ধেক শ্লোক বলে চুপ করে গেলে অষ্টাবক্র বাকী অর্ধেক শ্লোক সম্পূর্ণ করে বললেন—'অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য—এই তিন দেবতা তেরো দিনের যজ্ঞে ব্যাপক এবং বেদেও তেরোটি আদি অক্ষর বিশিষ্ট অতিছন্দ কথিত আছে।'[2] এই শুনেই বন্দী মুখ নীচু করল এবং অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে গেল। এদিকে অষ্টাবক্রর মুখে শাস্ত্রীয় কথনের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। তাই দেখে সভার ব্রাহ্মণরা হর্ষধ্বনি করতে করতে অষ্টাবক্রের কাছে এসে তাঁকে সম্মান জানাতে লাগলেন।

অষ্টাবক্র বললেন—রাজন্ ! এই 'বন্দী' বহু বিদ্বান ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রার্থে পরাজিত করে জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। এখন এরও শীঘ্রই সেই গতি হওয়া উচিত।

বন্দী বললেন—'মহারাজ ! আমি জলাধীশ বরুণের পুত্র। আমার পিতাও আপনার মতো দ্বাদশ বর্ষে পূর্ণ হওয়ার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন। সেইজন্যই আমি জলে ডুবিয়ে দেওয়ায় ছলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বরুণলোকে পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা সব এখনই ফিরে আসবেন। অষ্টাবক্র মুনি আমার পূজনীয়, এঁর কৃপায় জলে ডুবে আমিও আমার পিতা বরুণদেবের সঙ্গে শীঘ্র মিলনের সৌভাগ্য লাভ করব।'

রাজাকে বন্দীর কথার জালে আবদ্ধ হয়ে দেরী করতে দেখে অষ্টাবক্র বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! আমি কয়েকবার বলেছি, তবুও আপনি মদমত্ত হাতির মতো কিছুই শুনছেন না, হয় আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, নাহলে আপনি এর মনোহর কথায় সব ভুলে গেছেন।'

জনক বললেন—'দেব ! আমি আপনার দিব্য বাণী শুনছি, আপনি সাক্ষাৎ দিব্য পুরুষ। আপনি শাস্ত্রার্থে বন্দীকে পরাস্ত করেছেন। আমি আপনার ইচ্ছানুসারে এর দণ্ডের ব্যবস্থা করছি।'

বন্দী বললেন—'রাজন্ ! বরুণের পুত্র হওয়ায় আমার জলে ডোবার ভয় নেই। এই অষ্টাবক্র বহুদিন আগে ডুবে যাওয়া তার পিতা কহোড়কে এখনই দেখতে পাবে।'

লোমশ মুনি বললেন—'সভায় যখন এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল তখন সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া সমস্ত ব্রাহ্মণ বরুণদেব দ্বারা সম্মানিত হয়ে জল থেকে উঠে জনক রাজার সভায়

---

[1]ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ।

[2]ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী ত্রয়োদশাদীন্যতিছন্দাংসি চাহুঃ।

এসে পৌঁছলেন। তখন কহোড় বললেন—'মানুষ এরূপ কাজের জন্যই পুত্র কামনা করে। আমি যে কাজ করতে পারিনি, তা আমার পুত্র করে দেখিয়েছে। রাজন্ ! কোনো কোনো সময়ে দুর্বল ব্যক্তির বলবান এবং মূর্খেরও বিদ্বানপুত্র জন্ম নেয়।' তারপর বন্দীও রাজা জনকের অনুমতি নিয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন। তারপর ব্রাহ্মণরা অষ্টাবক্রের পূজা করলেন, অষ্টাবক্রও তাঁর পিতার পূজা করলেন। তারপর তাঁর মামা শ্বেতকেতুর সঙ্গে আশ্রমে ফিরে গেলেন। সেখানে পৌঁছে কহোড় অষ্টাবক্রকে বললেন—'তুমি এই সমঙ্গা নদীতে নামো।' অষ্টাবক্র যেমনই নদীতে ডুব দিলেন তখনই তাঁর সমস্ত শরীর সোজা হয়ে গেল। তাঁর স্পর্শে নদীও পবিত্র হয়ে গেল। যে ব্যক্তি এই নদীতে স্নান করে, সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। রাজন্ ! তুমিও তোমার ভ্রাতাগণ এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে এই নদীতে স্নান ও আচমন করো।'

—o—

## পাণ্ডবদের গন্ধমাদন যাত্রা

লোমশ মুনি বললেন—'রাজন্ ! এই যে মধুবিলা নদী দেখা যাচ্ছে, এরই অপর নাম সমঙ্গা। এ হল কর্দমিল ক্ষেত্র। এখানে রাজা ভরতের অভিষেক হয়েছিল। বৃত্রাসুরকে বধ করার পর শচীপতি ইন্দ্র যখন রাজ্যলক্ষ্মীচ্যুত হয়েছিলেন, তখন এই সমঙ্গা নদীতে স্নান করেই তাঁর পাপমুক্তি হয়। মৈনাক পর্বতের মধ্যভাগে এই হল বিনশন তীর্থ। এদিকে কনখল নামক পর্বতমালা ; এটি ঋষিদের প্রিয় স্থান। এর কাছেই মহানদী গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। পূর্বকালে এইখানে ভগবান সনৎকুমার সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রাজন্ ! এখানে স্নান করলে তুমি সর্বপাপ মুক্ত হবে। এর পরে পুণ্য নামে এক সরোবর ও ভৃগুতুঙ্গ নামে পর্বত দেখতে পাবে। সেখানে তুমি উষ্ণগঙ্গা তীর্থে তোমার মন্ত্রীদের নিয়ে স্নান করবে। দেখো, স্থূলশিরা মুনির সুন্দর আশ্রম দেখা যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে মন থেকে অহংকার ও ক্রোধ ত্যাগ করবে। এদিকে রৈভ্য ঋষির সুন্দর সুশোভিত আশ্রম। এখানকার বৃক্ষ সর্বদা ফলে ফুলে ভরে থাকে। এখানে বাস করলে তুমি সর্বপাপ হতে মুক্ত হবে।

রাজন্ ! তুমি উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেত এবং কাল নামক পর্বতসমূহ লঙ্ঘন করে এসেছ। এখানে ভাগীরথী সপ্তধারায় প্রবাহিত, এ অত্যন্ত নির্মল এবং পবিত্র স্থান। এখানে সর্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, এখন এই স্থান মানুষে দেখতে পায় না। তুমি ধৈর্য ধরে এখানে সমাধিতে বসো, তাহলে এই তীর্থগুলি দর্শন করতে পারবে। এবার আমরা মন্দরাচল পর্বতে যাব। সেখানে মণিভদ্র নামক যক্ষ এবং যক্ষরাজ কুবের থাকেন। রাজন্ ! এই পর্বতে অষ্টাশি হাজার গন্ধর্ব ও কিন্নর এবং তার চতুর্গুণ যক্ষ নানাপ্রকার শস্ত্র নিয়ে যক্ষরাজ মণিভদ্রের সেবার জন্য উপস্থিত থাকে। তারা নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে, গতিতে তারা সাক্ষাৎ বায়ুর সমকক্ষ। বলবান যক্ষ এবং রাক্ষস দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় এই পর্বত অত্যন্ত দুর্গম, তুমি এখানে সাবধানে থেক। আমাদের এখানে কুবেরের সঙ্গী মৈত্র নামক ভয়ানক রাক্ষসের সম্মুখীন হতে হবে। রাজন্ ! কৈলাস পর্বত ছয় যোজন উচ্চ। এর ওপরই বদরিকাশ্রম তীর্থ, যেখানে দেবতারা আসেন। অতঃপর তুমি আমার তপস্যা ও ভীমের

বলে সুরক্ষিত হয়ে এই তীর্থে স্নান করো। 'দেবী গঙ্গে ! কাঞ্চনময় পর্বত থেকে নেমে আসা আপনার কলকলধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনি এই নরেন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করুন।' গঙ্গাদেবীর কাছে এইভাবে প্রার্থনা করে লোমশ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন তাঁর ভ্রাতাদের বললেন—'ভাইসব ! মহর্ষি লোমশ এই স্থানকে খুবই ভয়ানক মনে করেন। অতএব তোমরা দ্রৌপদীকে সাবধানে রক্ষা করবে, কোনো বিপদ যেন না হয়। এখানে মন, বাণী এবং শরীরে খুব পবিত্রভাবে থাকবে। ভীম ! মুনিবর কৈলাস সম্পর্কে যা বলেছেন, তা তুমিও শুনেছ। এখন চিন্তা কর দ্রৌপদীকে নিয়ে কীভাবে অগ্রসর হবে ! তা নাহলে সহদেব, এক কাজ করো। ভগবান ধৌম্য, পাচকরা, পুরবাসীগণ, রথ, ঘোড়া, পরিচারকরা এবং আমি, নকুল এবং ভগবান লোমশদেব—আমরা তিনজন অল্পাহার করে নিয়ম মেনে এই পর্বতে উঠব। আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা সাবধানে হরিদ্বারে থাক এবং দ্রৌপদীর ভালোভাবে দেখাশোনা করো।'

ভীম বললেন—'রাজন্ ! এই পর্বত রাক্ষসে পরিপূর্ণ আর দুর্গম ও অসমতল। সৌভাগ্যবতী দ্রৌপদীও আপনাকে ছাড়া ফিরতে চান না। সহদেবও সেইমতো আপনার পশ্চাতেই থাকতে চান। আমি ওর মনের কথা খুব জানি, ও কখনো ফিরে আসবে না। তাছাড়া সকলেই অর্জুনকে দেখার জন্য খুবই উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে, তাই সকলেই আপনার সঙ্গেই যাবে। যদি গুহাকন্দরের জন্য পর্বতে রথে যাত্রা করা সম্ভব না হয় তাহলে আমরা পদব্রজেই যাব। আপনি চিন্তা করবেন না। যেসব স্থানে দ্রৌপদী পদব্রজে যেতে পারবেন না, সেসব স্থানে আমি তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে যাব। মাদ্রীপুত্র নকুল এবং সহদেবও অল্পবয়স্ক তরুণ, দুর্গম স্থানে ওরা যদি চলতে সক্ষম না হয়, তাহলে ওদেরও আমি পার করে দেব।'

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'তুমি যশস্বিনী পাঞ্চালী এবং নকুল, সহদেবকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার যে সাহস দেখাচ্ছ, তা অত্যন্ত আনন্দের কথা। অন্য কারো কাছে এরূপ আশা করা যায় না। ভাই, তোমার কল্যাণ হোক আর তোমার বল, ধর্ম এবং সুযশ বৃদ্ধিলাভ করুক।' তখন দ্রৌপদীও হেসে বললেন—'রাজন্ ! আমি আপনার সঙ্গেই যাব, আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না।'

লোমশ ঋষি বললেন—'কুন্তীনন্দন ! এই গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যার প্রভাবেই আরোহণ করা সম্ভব, তাই আমাদের সকলেরই তপস্যা করা উচিত। তপস্যার সাহায্যেই আমরা সকলে অর্জুনকে দেখতে পাব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে যেতে রাজা সুবাহুর বিস্তৃত রাজ্য নজরে পড়ল। সেখানে হাতি ঘোড়ার ভিড় লেগেছিল এবং বহু কিরাত, পুলিন্দ জাতির লোকের বাস ছিল। পুলিন্দ দেশের রাজা যখন জানতে পারলেন যে, পাণ্ডবরা তাঁদের দেশে এসেছেন তখন তিনি অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তাঁদের আহ্বান জানালেন। পাণ্ডবরা তাঁর আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হয়ে সেদিন সেখানে থাকলেন। পরদিন সূর্যোদয় হলে তাঁরা বরফের পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ইন্দ্রসেন প্রমুখ সেবক, পাচক এবং দ্রৌপদীর সমস্ত জিনিসপত্র পুলিন্দরাজের কাছে রেখে তাঁরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললেন।

যুধিষ্ঠির আবার বলতে লাগলেন—'ভীম ! অর্জুনকে

দেখার জন্যই পাঁচবছর ধরে তোমাদের সবাইকে নিয়ে সুরম্য তীর্থ, বন এবং সরোবরগুলিতে বিচরণ করছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই সত্যসন্ধ, শূরবীর ধনঞ্জয়কে না দেখতে পাওয়ায় আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। অর্জুনের গুণের কথা আর কী বলব ! যদি অতি হীন মানুষও তাকে অপমান করে তাহলেও অর্জুন তাকে ক্ষমা করে দেয়। সাধারণ ও সরল ব্যক্তিদের সে সুখ ও শান্তি প্রদান করে ও অভয় দেয়। যদি কেউ ছলনা বা কপটতার দ্বারা তার সঙ্গে সংঘাত করে তাহলে, সে ইন্দ্র হলেও ওর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। শরণাগত হলে, তার শত্রুর ওপরও অর্জুন উদার ভাব পোষণ করে। আমাদের সকলের সে-ই একমাত্র ভরসা। অর্জুন শত্রু দমনকারী, সর্বপ্রকার রত্নজয়কারী এবং সকলকে সুখপ্রদানকারী। তারই বাহুবলে আমাদের ত্রিলোকের বিখ্যাত সভাগৃহ প্রাপ্ত হয়েছিল। তাকে দেখার জন্যই আমরা এই গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণ করেছি। কোনো ক্রূর, লোভী এবং অশান্ত চিত্ত ব্যক্তি এখানে যাত্রা করতে পারে না। অসংযমী ব্যক্তিদের নানারকম দংশক প্রাণী, বাঘ, সাপ ইত্যাদি কষ্ট দেয়, সংযমী ব্যক্তিদের কাছে তারা আসে না। সুতরাং আমাদের সংযত-চিত্ত ও মিতাহারী হয়ে এই পর্বতে আরোহণ করতে হবে।'

লোমশ মুনি বললেন—'হে সৌম্য ! এখান দিয়ে শীতল ও পবিত্র অলকানন্দা নদী বহমানা। বদরিকাশ্রম থেকেই এর উৎপত্তি। দেবর্ষিগণ এই জল ব্যবহার করেন। আকাশচারী বালখিল্য এবং গন্ধর্বও এর তীরে আসেন। মরিচী, পুলহ, ভৃগু এবং অঙ্গিরা প্রমুখ মুনি এখানে শুদ্ধস্বরে সামগান করেন। গঙ্গাদ্বারে ভগবান শংকর এই নদীর জলই তাঁর জটায় ধারণ করেছিলেন। তোমরা সকলে বিশুদ্ধ ভাবে এই ভগবতী ভাগীরথীকে প্রণাম করো।'

মহামুনি লোমশের কথা শুনে পাণ্ডবরা অলকানন্দার কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর আনন্দিত মনে ঋষিদের সঙ্গে রওনা হলেন।

লোমশ মুনি বললেন—'সামনে যে কৈলাস পর্বতের শিখরের ন্যায় শ্বেতবর্ণের পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছে, সেগুলি নরকাসুরের অস্থি। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের হিতার্থে এই স্থানে ভগবান বিষ্ণু ওই দৈত্যকে বধ করেছিলেন। সেই দৈত্য দশ হাজার বর্ষ তপস্যা করে ইন্দ্রের আসন নিয়ে নিতে চেয়েছিল। নিজ তপোবল ও বাহুবলের জন্য সে দেবতাদের অপরাজেয় ছিল, তাই সে সর্বদা দেবতাদের বিরক্ত করত। ইন্দ্র তাইতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে মনে মনে ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতে থাকেন। ভগবান প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দিলে

সকল দেবতা ও ঋষিরা তাঁকে স্তুতি করে সমস্ত কষ্ট জানালেন। তখন ভগবান বললেন—'দেবরাজ ! তুমি নরকাসুরকে ভয় পাও, তা আমি জানি এবং একথাও জানি যে, তার তপস্যার প্রভাবে সে তোমার স্থান নিয়ে নিতে চায়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে যতই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করুক, আমি তাকে শীঘ্রই বধ করব।' দেবরাজকে এই কথা বলে তিনি এক চপেটাঘাতে তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে সেই আঘাতে পর্বতের মতো পৃথিবীর ওপর এসে পড়ল। ভগবানের দ্বারা বধ হওয়া সেই দৈত্যের স্তূপীকৃত অস্থিই সামনে দেখা যাচ্ছে।

এছাড়াও ভগবান শ্রীবিষ্ণু আর একটি কর্মের জন্য প্রসিদ্ধ। সত্যযুগে আদিদেব শ্রীনারায়ণ যমের কার্য করতেন। সেই সময় মৃত্যু না থাকায় সকল প্রাণী অত্যন্ত বৃদ্ধিলাভ করেছিল। তাদের ভারে আক্রান্ত পৃথিবী জলের মধ্যে শত যোজন ঢুকে গিয়েছিল, সে তখন শ্রীনারায়ণের কাছে গিয়ে বলল—'ভগবান ! আপনার কৃপায় আমি

বহুদিন স্থির হয়েছিলাম ; কিন্তু এখন বোঝা অত্যন্ত বেড়ে গেছে, তাই আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আপনিই আমার এই ভার কম করতে সক্ষম। আমি আপনার শরণাগত ; আপনি আমাকে কৃপা করুন।'

পৃথিবীর কথা শুনে শ্রীভগবান বললেন—'পৃথিবী ! তুমি ভারবহন করে পীড়িত, সে কথা ঠিক, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি এবার এমন উপায় অবলম্বন করব, যাতে তুমি ভারমুক্ত হয়ে যাও।' এই বলে তিনি পৃথিবীকে বিদায় দিয়ে নিজে একশৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহমূর্তি ধারণ করলেন। তারপর পৃথিবীকে তার ওপর ধারণ করে একশত যোজন নীচে থেকে তাকে জলের বাইরে বার করে আনলেন।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং লোমশ মুনির নির্ধারিত পথে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন।

—o—

## বদরিকাশ্রম যাত্রা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! পাণ্ডবরা যখন গন্ধমাদন পর্বতে উঠলেন, তখন সেখানে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। বায়ুর বেগে ধুলো এবং পাতা উড়ছিল। সেই ধুলো আকাশ বাতাস চতুর্দিক আচ্ছাদিত করে ফেলল। সেই ধুলোর অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে বা কারও কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বায়ুবেগ কম হলে ধুলো ওড়া বন্ধ হল এবং মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল এবং বজ্রপাতের মতো মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ঝড় কমে এলো, বাতাস শান্ত হল, মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যদেব উঁকি দিলেন।

এই অবস্থায় পাণ্ডবরা প্রায় এক ক্রোশ রাস্তা গেছেন এমন সময় পাঞ্চাল রাজকুমারী দ্রৌপদী এই ঝড়-বাদলে পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়লেন। তিনি এই কঠোর পরিশ্রম সহ্য করতে পারলেন না। পদব্রজে যেতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না, তাই তিনি আর চলতে পারলেন না। ধর্মরাজ তাঁকে নিজ ক্রোড়ে নিয়ে ভীমকে বললেন—'ভ্রাতা ভীম ! এবার তো বহু উঁচু নীচ পর্বত আসবে। বরফ থাকায় সেগুলি পেরোনো কঠিন হবে। সুকুমারী দ্রৌপদী তার ওপর দিয়ে কী করে যাবেন ?' তখন ভীম বললেন—'রাজন্ ! আপনি চিন্তা করবেন না, আমি নিজে আপনাকে, দ্রৌপদীকে এবং নকুল, সহদেবকে নিয়ে যাব। তাছাড়া হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচও আমার মতোই বলশালী, সে আকাশপথেও যেতে সক্ষম। আপনার আদেশ পেলে সে আমাদের সকলকে নিয়ে যাবে।'

এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'তাহলে ভীম ! তুমি ঘটোৎকচকে স্মরণ করো।' তাঁর নির্দেশ পেয়ে ভীম তাঁর রাক্ষসপুত্রকে স্মরণ করলেন, স্মরণ করতেই ঘটোৎকচ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি হাত জোড় করে পাণ্ডবদের এবং ব্রাহ্মণদের নমস্কার জানালেন। উপস্থিত সকলেও তাঁকে স্বাগত জানালেন। তারপর এই ভীষণ বীর ঘটোৎকচ হাত জোড় করে ভীমকে বললেন—'আপনি আমাকে স্মরণ করায় আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হয়েছি। বলুন কী আদেশ ?'

ভীম তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—'পুত্র ! তোমার মা দ্রৌপদী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গেছেন, তুমি এঁকে তোমার কাঁধে তুলে নাও। আস্তে আস্তে হাঁটবে, যেন এঁর কষ্ট না হয়।'

ঘটোৎকচ বললেন—'আমি একাই ধর্মরাজ, ধৌম্য, দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেব—সবাইকে নিয়ে যেতে পারি ; আমার সঙ্গে বহু শূরবীর আছে যারা ইচ্ছামতো রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আপনাদেরও নিয়ে

যাবে।' এই বলে বীর ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে কাঁধে করে পাণ্ডবদের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলেন। অন্য রাক্ষসরা পাণ্ডবদের নিয়ে চলল। অতুলনীয় তেজস্বী ভগবান লোমশ

তাঁর নিজ তপস্যা বলে আকাশপথে চললেন। তখন তাঁকে সূর্যের ন্যায় মনে হচ্ছিল। ঘটোৎকচের নির্দেশে অন্য রাক্ষসরাও ব্রাহ্মণদের কাঁধে করে নিয়ে চলল। এইভাবে সকলে সুরম্য বন উপবন দেখতে দেখতে বদরিকাশ্রমের দিকে রওনা হলেন। রাক্ষসরা অত্যন্ত দ্রুতগামী হয়। তাই, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা তাদের বহুদূরে নিয়ে এলো। পথে যাওয়ার সময় তাঁরা ম্লেচ্ছ অধ্যুষিত দেশ, রত্নের খনি, নানাপ্রকার ধাতু সম্পন্ন পর্বতের তরাই অঞ্চলও দেখলেন। সেইসব দেশে নানা বিদ্যাধর, কিন্নর, গন্ধর্ব এবং কিম্পুরুষ বিচরণ করছিল এবং এখানে ওখানে বহু বানর, ময়ূর, চমরী গাই, মৃগ, শূকর, মহিষ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছিল। পথে নানা নদীও দেখা গেল।

এইভাবে উত্তরে কুরুদেশকে লঙ্ঘন করে তাঁরা নানা আশ্চর্যময় কৈলাস পর্বত দেখতে পেলেন। তাঁরা শ্রীনর-নারায়ণের আশ্রম দর্শন করলেন। আশ্রমটি দিব্য বৃক্ষে সুশোভিত, সর্বদা ফল-ফুলে পরিপূর্ণ। সেখানে তাঁরা সুগোল শাখাবিশিষ্ট মনোহর বদরী দর্শন করলেন। এর ছায়া অত্যন্ত শীতল এবং ঘন, এর পাতাগুলি চকচকে এবং কোমল। এতে মিষ্টি ফল ধরে ছিল। বদরীর কাছে পৌঁছে সকলে রাক্ষসদের কাঁধ থেকে নেমে আশ্রমে শ্রীনর-নারায়ণ দর্শনে গেলেন। আশ্রমের ভিতর অন্ধকার ছিল না, কিন্তু বৃক্ষের পাতার ছায়াতে তার মধ্যে সূর্য কিরণও প্রবেশ করেনি। এই আশ্রমে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণতা কোনো কিছুই বাধা সৃষ্টি করে না এবং এখানে প্রবেশ করলেই শোক স্বতই দূর হয়ে যায়। এখানে মহর্ষিরা উপস্থিত থাকেন এবং ঋক্-সাম-যজুরূপা ব্রাহ্মী, লক্ষ্মী বিরাজমানা। যারা ধর্মপালনে অপারগ, তাদের তো এখানে প্রবেশই হতে পারে না। মহর্ষি ও সংযতেন্দ্রিয় মুমুক্ষু যতিগণ, যাঁদের তেজ সূর্য ও অগ্নির ন্যায় এবং অন্তরের মল তপস্যায় দগ্ধ হয়ে গেছে, তাঁরাই এখানে বাস করতে পারেন। তাছাড়া ব্রাহ্মী-স্থিতি প্রাপ্ত নানা ব্রহ্মজ্ঞ মহানুভবও বাস করেন।

জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্রাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের সঙ্গে মহর্ষিদের কাছে গেলেন। তাঁরা সকলেই দিব্য জ্ঞান সম্পন্ন। তাঁরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের আশ্রমে আসতে দেখে প্রসন্ন হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ জানাতে এগিয়ে এলেন। তাঁদের তপস্যার তেজ অগ্নির মতো এবং তাঁরা নিরন্তর স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁরা বিধিপূর্বক যুধিষ্ঠিরদের আদর ও আপ্যায়ন করলেন এবং জল-ফুল-ফল-মূল প্রদান করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের আপ্যায়ন স্বীকার করলেন। ভীম এবং বেদ-বেদাঙ্গ পারঙ্গম ব্রাহ্মণরাও সেই মনোরম আশ্রমে এলেন। সেই আশ্রম সাক্ষাৎ ইন্দ্রপুরীর ন্যায় মনে হচ্ছিল। সেখানকার সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখে তাঁরা পরম পবিত্র ভাগীরথী তীরে এলেন, এখানে তা সীতা নামে বিখ্যাত। তাতে স্নানাদি করে পবিত্র হয়ে, দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দে আশ্রমে থাকতে লাগলেন।

—o—

## ভীমসেনের শ্রীহনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় পাণ্ডবরা সেখানে ছয় রাত কাটালেন। এর মধ্যে দৈবযোগে ঈশান কোণ থেকে বাতাসে একটি সহস্রদল পদ্ম উড়ে এলো। সেটি অত্যন্ত দিব্য এবং সূর্যের ন্যায়, তার গন্ধ অতুলনীয় ছিল। মাটিতে পড়তেই দ্রৌপদীর দৃষ্টি তার ওপর পড়ল, তিনি সেই সুগন্ধি পদ্মটির কাছে এলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ভীমকে বললেন—'আর্য !

আমি এই কমলটি ধর্মরাজকে উপহার দেব। আপনার যদি আমার ওপর ভালোবাসা থাকে, তাহলে আমার জন্য এই রূপ ফুল আরও নিয়ে আসুন। আমি কাম্যকবনে আমাদের আশ্রমে নিয়ে যেতে চাই।'

ভীমসেনকে এই কথা বলে দ্রৌপদী তখনই সেই ফুলটি নিয়ে ধর্মরাজের কাছে গেলেন। রাজমহিষী দ্রৌপদীর মনের ইচ্ছা বুঝে মহাবলী ভীম তাঁকে উপহার দেবার ইচ্ছায়, যেদিক থেকে ফুলটি উড়ে এসেছিল, সেইদিকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গমন করলেন। রাস্তার বিপদ দূর করার জন্য তিনি সুবর্ণ মণ্ডিত ধনুক ও বাণ সঙ্গে নিয়ে মত্ত হাতির ন্যায় চলতে থাকলেন। পথে যাবার সময় মেঘে মেঘে ধাক্কা লেগে যেমন ভয়ংকর ধ্বনি শোনা যায়, ভীমও তেমনই গর্জন করে চলতে লাগলেন। সেই শব্দে চকিত হয়ে বাঘেরা তাদের গুহা ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। বুনো জীব-জন্তুও যেখানে সেখানে লুকিয়ে পড়ল, পাখিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উড়ে পালাল। ভীমসেনের গর্জনে সমস্ত দিক কেঁপে উঠল। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি গন্ধমাদনের চূড়ায় কয়েক যোজন বিস্তৃত এক কদলী বাগিচা দেখতে পেলেন। মহাবলী ভীম নৃসিংহের ন্যায় গর্জন করে একলম্ফে তার ভিতর প্রবেশ করলেন।

সেই কদলী বনে মহাবীর হনুমান বাস করতেন। তিনি ভ্রাতা ভীমের সেই দিকে আসার খবর পেয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন ভীমসেনের এদিক দিয়ে স্বর্গে যাওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে পথে কেউ তাঁকে অপমান করতে পারেন অথবা শাপ দিতে পারেন। এই ভেবে ভীমসেনকে রক্ষা করার জন্য তিনি কদলী বন দিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। শুয়ে শুয়ে যখন তাঁর তন্দ্রা আসছিল তখন তিনি হাই তুলে লেজ আছড়াতে লাগলেন, সেই প্রতিধ্বনি অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। সেই আওয়াজে মহা পর্বতও কেঁপে উঠছিল, সেই আওয়াজ শুনে ভীমের রোমাঞ্চ হল। তিনি তার কারণ খুঁজতে সেই কদলীবনে ঢুকে ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখতে পেলেন যে, এক বৃহৎ শিলার ওপর বানর রাজ হনুমান শয়ন করে আছে। তার জিভ এবং মুখ লাল, পাতলা ঠোঁট, কানের রংও লাল, উন্মুক্ত মুখে বড় বড় তীক্ষ্ণ দাঁত, শক্ত চোয়াল। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, তাঁর মুখ যেন কিরণযুক্ত চাঁদের মতো মনে হচ্ছিল। তাঁর অঙ্গকান্তি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, হলুদ চক্ষু খুলে এদিক ওদিক দেখছিলেন। তিনি স্থূল শরীর দিয়ে স্বর্গের পথ রোধ করে হিমালয়ের ন্যায় অবস্থান করছিলেন।

ওই মহাবনে হনুমানকে একা শয়ন করে থাকতে দেখে ভীম নির্ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে ভয়ানক সিংহনাদ করে উঠলেন। ভীমের গর্জনে বনের সব জীবজন্তু ভয়ে কাঁপতে

জাগল। মহাবলী হনুমান অল্প একটু চোখ খুলে উপেক্ষা সহকারে ভীমকে দেখে মৃদুহাস্যে বললেন—'আরে! আমি

অসুস্থ, এখানে একটু শুয়েছিলাম, আমাকে জাগালে কেন ? তুমি বুদ্ধিমান মানুষ, জীবের ওপর তোমার দয়া হওয়া উচিত। কেন তোমার কায়মনোবাক্য দূষিতকারী ক্রুর কর্মে প্রবৃত্তি হচ্ছে ? মনে হচ্ছে তুমি কখনো বিদ্বানদের সেবা করনি। তুমি কে বলো তো, এই বনে কেন এসেছ ? এখানে কোনো মানুষ থাকে না, তুমি এদিকে কোথায় যাবে ? এদিকের পাহাড় তো যাওয়ার অযোগ্য, এতে কেউই আরোহণ করতে পারে না। তুমি এখানে বসে ফল-মূল খেয়ে একটু বিশ্রাম কর আর আমার কথা যদি ভালো মনে হয় তাহলে এখান থেকে ফিরে যাও। অকারণে ওপরে উঠে কেন প্রাণ সংকট করছ ?'

তাই শুনে ভীম বলল—'বানররাজ ! আপনি কে ? কেন এই বানর মূর্তি ধারণ করেছেন ? আমি চন্দ্রবংশের অন্তর্গত কুরুবংশে জাত। মাতা কুন্তীর গর্ভে জন্মেছি, মহারাজ পাণ্ডু আমার পিতা। লোকে আমাকে পবনপুত্রও বলে থাকে, আমার নাম ভীমসেন।'

শ্রীহনুমান বললেন—'আমি তো বানর, তুমি যে এই পথ দিয়ে যেতে চাও, আমি তা হতে দেব না। ভালো হয় যদি তুমি এখান থেকেই ফিরে যাও, নাহলে মারা পড়বে।' ভীম বললেন 'আমি মরি বা বাঁচি তাতে আপনার কী ? আপনি একটু সরে গিয়ে আমার পথ দিন।' হনুমান বললেন—'আমি অসুখে জর্জরিত, তোমার যদি যেতেই হয়, আমাকে ডিঙিয়ে যাও।' ভীম বললেন—'জ্ঞানগম্য নির্গুণ পরমাত্মা সকল প্রাণীর দেহে ব্যাপ্তভাবে অবস্থান করছেন। তাই আমি তাঁকে ডিঙিয়ে অপমান করতে পারব না। শাস্ত্রের দ্বারা যদি আমার শ্রীভগবানের স্বরূপ জ্ঞান না হত, তাহলে শুধু আপনাকে কেন, এই পর্বতকে সেইভাবে ডিঙিয়ে যেতে পারতাম, যেভাবে শ্রীহনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন।' শ্রীহনুমান বললেন—'এই হনুমান আবার কে, যে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিল ? তার বিষয়ে তুমি কিছু জানলে, বলো।' ভীম বললেন—'সেই বানর প্রবর আমার ভ্রাতা। তিনি বল, বুদ্ধি, উৎসাহ সম্পন্ন এবং অত্যন্ত গুণবান এবং রামায়ণে তিনি অত্যন্ত বিখ্যাত। তিনি শ্রীরামের ভার্যা শ্রীমতী সীতা দেবীকে খোঁজবার জন্য এক লম্ফে একশত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন। আমিও বল-পরাক্রম এবং তেজে তাঁরই সমকক্ষ। সুতরাং তুমি সরে যাও, আমাকে পথ দাও। যদি আমার নির্দেশ মেনে না নাও, তাহলে তোমাকে আমি যমপুরীতে পাঠাব।' তখন শ্রীহনুমান বললেন—'হে অনঘ ! রাগ কোরো না, অতিশয় বৃদ্ধ হওয়ায় আমার ওঠবার শক্তি নেই। তুমি আমার লেজটি সরিয়ে চলে যাও।'

এই কথা শুনে ভীম অবজ্ঞাপূর্বক হেসে বাঁ হাত দিয়ে হনুমানের লেজ ওঠাতে গেলেন, কিন্তু তাকে বিন্দুমাত্র সরাতে পারলেন না। তারপর তিনি দুহাত দিয়ে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলেন। তখন তিনি লজ্জায় মাথা নত করলেন এবং দুহাত জোড় করে প্রণাম করে তাঁকে বললেন—'বানররাজ ! আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন। আমি যে কটুবাক্য বলেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার পরিচয় জানতে চাই, আপনি কৃপা করে বলুন এইরূপ বানরের রূপ ধারণকারী আপনি কে ? কোনো সিদ্ধ, দেবতা, গন্ধর্ব অথবা গুহ্যক ? যদি এটি গোপনীয় না হয় এবং আমার শোনবার উপযুক্ত হয় তাহলে

আমি আপনার শরণাগত হয়ে শিষ্যভাবে জিজ্ঞাসা করছি, কৃপা করে বলুন।' তখন শ্রীহনুমান বললেন—'কমলনয়ন ভীম ! আমি বানররাজ কেশরীর দ্বারা জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ু হতে উৎপন্ন হনুমান নামের বানর। অগ্নির যেমন বায়ুর সঙ্গে মিত্রতা, তেমনি আমার সঙ্গে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব ছিল। কোনো একটি কারণে বালী তাঁর ভাই সুগ্রীবকে বহিষ্কার করেছিলেন। তাই বহুদিন তিনি আমার সঙ্গে ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করছিলেন। সেইসময় মানবরূপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু দশরথ-নন্দন শ্রীরাম পৃথিবীতে বিচরণ করছিলেন। পিতার আদেশ পালন করার জন্য শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী শ্রীরাম তাঁর ভার্যা সীতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে আসেন। যখন তাঁরা অরণ্যে বাস করছিলেন, তখন সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠকে মায়াদ্বারা মুগ্ধ করে রত্নখচিত সুবর্ণময় মৃগের রূপ ধারণ করে মারীচ রাক্ষসের ছলনায় রাক্ষসরাজ রাবণ প্ররোচনা করে তাঁর ভার্যা সীতাকে অপহরণ করেন। পত্নী অপহৃত হলে তাকে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীরাম ঋষ্যমূক পর্বতে এলে সেখানে তাঁর সঙ্গে বানররাজ সুগ্রীবের সাক্ষাৎ হয়। তারপর তাঁদের বন্ধুত্ব হয় এবং শ্রীরাম বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা রূপে অভিষিক্ত করেন। নিজ রাজ্য লাভ করে সুগ্রীব সীতাদেবীর অনুসন্ধানের জন্য এক লক্ষ কোটি বানর নিযুক্ত করেন। তাদের সঙ্গে আমিও দক্ষিণ দিকে যাত্রা করি। গৃধ্ররাজ সম্পাতি আমাদের জানায় যে, রাবণরাজই সীতাকে নিয়ে গেছেন। তাই পুণ্যকর্মা ভগবান শ্রীরামের কার্যোদ্ধারের জন্য আমি সেই শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করি। হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্র নিজ পরাক্রমে পার হয়ে আমি রাবণের লংকাপুরীতে জনক-নন্দিনীর খোঁজ পাই। পরে অট্টালিকা, প্রাকার, গোপুর সজ্জিত লংকানগরীতে আগুন লাগিয়ে রাম নাম করতে করতে ফিরে আসি। আমার কথা শুনে শ্রীরাম অতি শীঘ্র বানরদের নিয়ে সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করে লংকায় পৌঁছান। সেখানে ভীষণ যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস এবং জগৎ ত্রাসকারী রাবণকে বধ করে রাবণের ভাই, আশ্রিতদের কৃপাকারী, পরম ধার্মিক বিভীষণকে লংকা-রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তারপর পত্নী সীতাদেবীকে নিয়ে অযোধ্যা নগরীতে ফিরে আসেন। সেখানে যখন তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়, তখন আমি তাঁর কাছে বর চাই যে, 'হে শত্রুদমন ! যতদিন এই পৃথিবীতে আপনার পবিত্র কাহিনী থাকবে, আমি যেন ততদিন জীবিত থাকি।' তাতে তিনি বলেছিলেন—'তাই হবে।' ভীম ! সীতাদেবীর কৃপায় এখানে আমি ইচ্ছানুসারে দিব্য-বস্তু পেয়ে থাকি। শ্রীরাম একাদশ সহস্র বছর রাজত্ব করে, তারপর নিজ ধামে ফিরে গেছেন। হে অনঘ ! এই স্থানে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ তাঁর কাহিনী শুনিয়ে আমাকে আনন্দপ্রদান করে। এখানে দেবতারা থাকেন। মানুষের জন্য এ স্থান অগম্য, তাই আমি তোমাকে বাধা দিয়েছি। এখানে হয়তো তোমাকে কেউ অপমান করত অথবা শাপ দিত ; কারণ এ পথ শুধু দেবতাদেরই, মানুষদের নয়। তুমি যেখানে যাবার জন্য এসেছ, সেই সরোবর এখানেই অবস্থিত।'

শ্রীহনুমানের কথায় মহাবাহু ভীম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং প্রীতিভরে ভ্রাতা বানররাজ শ্রীহনুমানকে প্রণাম করে মিষ্ট ভাষায় বললেন—'আজ আমার মতো সৌভাগ্যবান কেউ নেই, কারণ আজ আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দর্শন পেয়েছি। আপনি অত্যন্ত কৃপা করেছেন। আপনার দর্শন পেয়ে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। আমার একটি ইচ্ছা আছে, তা আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। বীরবর ! সমুদ্র লঙ্ঘন করার সময় আপনি যে অনুপম রূপ ধারণ করেছিলেন আমি তা দেখতে চাই। এতে আমি আনন্দ লাভ করব এবং আপনার কথায় আমার বিশ্বাসও হবে।'

ভীমসেনের কথায় পরম তেজস্বী হনুমান হেসে বললেন—'ভাই, তুমি বা অন্য কোনো পুরুষ আমার সেইরূপ দেখতে সক্ষম নয়। সেই সময় যে পরিবেশ ছিল, তা আজ নেই। সত্যযুগের সময় একরকম ছিল, আর ত্রেতা বা দ্বাপর যুগের সময় অন্যরকম। কাল নিত্য ক্ষয়কারী, এখন আমার আর সেই রূপ নেই। পৃথিবী, নদী, বৃক্ষ, পর্বত, সিদ্ধ, দেবতা এবং মহর্ষি—এসবই কালকে অনুসরণ করে। প্রত্যেক যুগ অনুসারে এইসবের দেহ, বল এবং প্রভাবে ন্যূনাধিকতা হতে থাকে। অতএব তুমি সেই রূপ দেখার আগ্রহ পরিত্যাগ করো। আমার মধ্যেও যুগ অনুযায়ীই বল-বিক্রম থাকে, কারণ কালকে অতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

ভীমসেন বললেন—'আপনি আমাকে যুগের সংখ্যা

এবং প্রত্যেক যুগের আচার, ধর্ম ও কামের রহস্য, কর্মফলের স্বরূপ এবং উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বলুন।'

শ্রীহনুমান বললেন—'ভ্রাতা ! সর্বপ্রথম হল কৃতযুগ, এতে সনাতন ধর্ম পূর্ণ বিদ্যমান থাকে এবং কারো কোনো কর্তব্যের অবশেষ থাকে না। সেই সময় ধর্মের একটুও ক্ষতি হয় না এবং পিতার জীবিতকালে পুত্রের মৃত্যু হয় না। কালক্রমে তাতে আর প্রাধান্য থাকে না। কৃতযুগে আধি-ব্যাধি থাকে না এবং ইন্দ্রিয় দৌর্বল্যও হয় না। সেই সময় কেউ কাউকে নিন্দা করে না, দুঃখে কারোকে কাঁদতে হয় না এবং কারো মধ্যে অহংকার, কপটতা থাকে না। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, আলস্য, দ্বেষ, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষা এবং হিংসা প্রভৃতির নাম-গন্ধও সে যুগে ছিল না। সেই সময় যোগীদের পরম আশ্রয় এবং সমস্ত জীবের আত্মা, শ্রীনারায়ণ হন শুক্ল বর্ণের। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—সকল বর্ণের ব্যক্তিরাই শম-দম লক্ষণ সম্পন্ন এবং প্রজারা নিজ নিজ কর্মে তৎপর হন। এক পরমাত্মাই সকলের আশ্রয়, আচার-বিচার এবং জ্ঞানও সকলের একই প্রকারের। সকলের ধর্ম পৃথক পৃথক হলেও, তাঁরা বেদকেই মানতেন ও এক ধর্মেরই অনুসরণকারী ছিলেন। চার আশ্রমের কর্মগুলি নিষ্কামভাবে পালন করে পরম গতি প্রাপ্ত করতেন। এইরূপ যখন আত্মতত্ত্বপ্রাপ্তিকারী ধর্ম বিদ্যমান থাকে, তখন তাকে কৃতযুগ বলে বুঝতে হবে। সেই সময় চার বর্ণের ধর্ম চারপাদে সম্পন্ন থাকত। এ হল সত্ত্বঃ, রজ, তম—তিনগুণ রহিত কৃতযুগের বর্ণনা। এবার ত্রেতাযুগের স্বরূপ শোনো। এই সময় লোকেদের যজ্ঞে প্রবৃত্তি হত। ধর্মের একপাদ নষ্ট হয়ে ভগবান রক্তবর্ণ ধারণ করতেন। লোকের সত্যে প্রবৃত্তি থাকত এবং তাঁদের নিজ নিজ সংকল্প এবং ভাব অনুসারে কর্ম ও দানের ফল প্রাপ্তি হত। তাঁরা নিজেদের ধর্ম লঙ্ঘন করতেন না এবং ধর্ম, তপস্যা ও দানাদিতে তৎপর থাকতেন। ত্রেতাযুগে মানুষ এইভাবে নিজ ধর্মে রত থেকে ক্রিয়াশীল ছিলেন। এরপর দ্বাপরে দুই পদ ধর্ম অবশিষ্ট থাকে। ভগবান বিষ্ণু পীত বর্ণ ধারণ করেন এবং বেদ চার ভাগে বিভক্ত হয়। সেই সময় কিছু ব্যক্তি চার বেদ পাঠ করতেন, কেউ তিন, কেউ দুই আবার কেউ এক ভাগ বেদপাঠ করেই স্বাধ্যায় করতেন। কিছু ব্যক্তি বেদপাঠ করতেনই না। এইভাবে শাস্ত্র ছিন্নভিন্ন হওয়ায় কর্মও ভিন্ন হয়ে যায়। প্রজারা তপস্যা ও দান এই দুই ধর্মে প্রবৃত্ত হয়ে রাজসিক হয়ে ওঠে। সেই সময় বেদের যথাযথ জ্ঞান না থাকায় বেদের অনেক ভাগ হয়ে যায় এবং সত্ত্বগুণ হ্রাস পাওয়ায় সত্যে প্রায়শ কারোরই স্থিতি থাকে না। সত্য থেকে চ্যুত হওয়ায় সেই সময় ব্যাধি এবং কামনা-বাসনাও খুব বেড়ে যায়। নানাপ্রকার দৈবী উপদ্রবও হতে থাকে। তাতে পীড়িত হয়ে লোকে তপস্যায় রত হয়, এর মধ্যে অনেকে আবার ভোগ ও স্বর্গের আকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। এইভাবে দ্বাপর-যুগে অধর্মের জন্য প্রজার শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। তারপর কলিযুগে ধর্ম কেবল একপাদে অবস্থিত থাকে। এই তমোগুণী যুগ আসাতে ভগবান শ্যামবর্ণ ধারণ করেন, বৈদিক আচার নষ্ট হয়ে যায় এবং ধর্ম, যজ্ঞ, ক্রিয়া হ্রাস পেতে থাকে। এই সময়ে ভীতি, ব্যাধি, তন্দ্রা এবং ক্রোধাদি দোষ ও নানাপ্রকারের উপদ্রব, মানসিক চিন্তা, ক্ষুধা—এইসব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইভাবে যুগের পরিবর্তনে ধর্মেও পরিবর্তন হতে থাকে, ধর্মে পরিবর্তন হওয়ায় মানুষের স্থিতিও পরিবর্তিত হতে থাকে। লোকের স্থিতি যখন অবনমিত হয়, তখন তার প্রবর্তক ভাবগুলিও ক্ষয় হতে থাকে। এবার শীঘ্রই কলিযুগ আসবে। তাই তোমার যে পূর্বরূপ দেখার কৌতূহল হয়েছিল, তা উচিত নয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৃথা কোনো ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে না। এইভাবে তুমি আমার কাছে যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, তা আমি তোমাকে সব জানালাম ; এবার তুমি প্রসন্ন মনে যেতে পার।'

ভীম বললেন—'আমি আপনার পূর্বের সেই রূপ না দেখে যেতে পারছি না। যদি আপনার আমার ওপর কৃপা থাকে, তাহলে সেইরূপ অবশ্যই দেখান।'

ভীম এই কথা বলায় শ্রীহনুমান হেসে নিজের সেই রূপ দেখালেন, যে রূপ তিনি সমুদ্র লঙ্ঘনের সময় ধারণ করেছিলেন। নিজের ভাইকে খুশি করার জন্য তিনি তাঁর দেহ বর্ধিত করে বিশাল আকার ধারণ করলেন। তখন তাঁর অতুলনীয় বিশাল চেহারায় অন্যান্য বৃক্ষসহ কদলী বাগিচাও আচ্ছাদিত হয়ে গেল। কুরুশ্রেষ্ঠ ভীমসেন তাঁর ভাইয়ের সেই বিশাল দেহ দেখে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হলেন। শ্রীহনুমানের সেই বিশাল দেহ তেজে সূর্যের সমান এবং

সুবর্ণ পর্বতের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল। তাঁর বিশালতার

বর্ণনা কী করে করা যায় ? মনে হয় যেন দেদীপ্যমান আকাশ, তাঁকে দেখেই ভীম চোখ বন্ধ করলেন। বিন্ধ্যাচলের মতো সেই বিচিত্র, ভয়ানক দেহ দেখে ভীম রোমাঞ্চিত হয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'হে সমর্থ শ্রীহনুমান ! আমি আপনার দেহের মহাবিস্তার দর্শন করেছি, এবার আপনি তা সংকুচিত করুন। আপনি সাক্ষাৎ উদীয়মান সূর্যের ন্যায় এবং মৈনাক পর্বতের মতো অপরিমিত ও দুর্ধর্ষ। আমি আপনার দিকে তাকাতে পারছি না। হে বীর ! আমি তো অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, আপনি কাছে থাকতে শ্রীরামকে কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হল। লংকাকে তো সমস্ত যোদ্ধাসহ আপনিই সহজে ধ্বংস করতে পারতেন। পবন-নন্দন ! এমন কোনো বস্তু নেই যা আপনার অলভ্য ; রাবণ তাঁর সমস্ত যোদ্ধাসহ যুদ্ধ করলেও আপনার সমকক্ষ হতে পারতেন না।'

ভীমের কথায় কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান গম্ভীর ও মধুর স্বরে বললেন—'ভরত ! তুমি ঠিকই বলেছ ; সেই অধম রাক্ষস আমার সামনে দাঁড়াতেই পারত না। কিন্তু সারা পৃথিবীকে জ্বালাতন করা এই রাবণকে যদি আমি বধ করতাম, তাহলে শ্রীরামের এই কীর্তি হত না, তাই আমি তা করিনি। বীরবর শ্রীরঘুনাথ সেই রাক্ষসাধমকে বধ করে সীতাদেবীকে নিয়ে অযোধ্যানগরীতে ফিরে এলেন। তাঁর সুযশ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। বুদ্ধিমান ভীম ! এবার তুমি যাও। দেখো, এই সামনের পথটি সৌগন্ধিক বনে যাচ্ছে। সেখানে যক্ষ ও রাক্ষস সুরক্ষিত কুবেরের বাগান পাবে। তুমি নিজেই যেন তাড়াতাড়ি করে ফুল তুলতে যেয়ো না। মানুষদের, বিশেষ করে দেবতাদের মান্য করা উচিত। তাই, তুমি বেশি সাহস দেখাবে না, নিজ ধর্ম পালন করবে। নিজ ধর্মে অবস্থান করে তুমি শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞান আহরণ করো এবং সেইমতো ব্যবহার করো। কারণ ধর্মজ্ঞান না থাকলে এবং বড়দের সেবা না করলে বৃহস্পতির মতো হয়েও তুমি ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব জানতে সক্ষম হবে না। কোনো সময় অধর্ম ধর্ম হয়ে যায় আবার ধর্ম অধর্ম হয়ে ওঠে। সুতরাং ধর্ম এবং অধর্মের পৃথক পৃথক জ্ঞান হওয়া উচিত। বুদ্ধিহীন লোকেরা এতে মোহগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ধর্ম আচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম বেদ প্রতিষ্ঠিত, বেদের থেকে যজ্ঞের প্রবৃত্তি হয় এবং যজ্ঞে দেবতাগণ অবস্থান করেন। দেবতাদের আচার-আচরণ বেদাচারের বিধানে কথিত যজ্ঞে অবস্থিত এবং মানুষের আধার বৃহস্পতি ও শুক্র কথিত নীতি। তাই ব্রাহ্মণরা বেদপাঠের দ্বারা, বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা এবং ক্ষত্রিয়গণ শাসননীতির দ্বারা তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করেন। এই তিনটির ঠিকমতো প্রয়োগ হলে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। এই তিনটি বৃত্তির সম্যক প্রবৃত্তি হলে এর দ্বারা প্রজা ধর্মকে প্রাদুর্ভূত করে। দ্বিজাতিদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রধান ধর্ম হল আত্মজ্ঞান তথা—যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান—এই তিনটি সাধারণ ধর্ম। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম প্রজাপালন, বৈশ্যের পশুপালন আর এই তিনবর্ণের সেবা হল শূদ্রের মুখ্য ধর্ম। তাদের ভিক্ষা, হোম অথবা ব্রতের অধিকার নেই, তাদের তো ব্রাহ্মণদের গৃহে অবস্থান করে তাদের সেবা করা উচিত। কুন্তী-নন্দন ! তোমার নিজধর্ম হল ক্ষত্রিয়ধর্ম, তার প্রধান কাজ প্রজাপালন, তুমি বিনয় এবং ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক তা পালন কর। যে রাজা বৃদ্ধ, সাধু, বুদ্ধিমান এবং বিদ্বানদের সঙ্গে পরামর্শ করে শাসন কার্য পরিচালনা করে, সে-ই রাজদণ্ড ধারণ করতে সক্ষম, দুরাচারী রাজাদের পরিণামে অপদস্থ হতে হয়। রাজা যখন প্রজার নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উচিত রীতিতে করেন, তখনই লোকেদের মর্যাদার সুব্যবস্থা হয়। অতএব রাজার তাঁর রাজ্যে ও দুর্গে নিজ শত্রু ও মিত্রের সেনার অবস্থান, বৃদ্ধি ও হ্রাস দূতের

দ্বারা সর্বদা খোঁজ রাখা উচিত। সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ—এই চারটি উপায়। দূত, বুদ্ধি, গুপ্ত বিচার, পরাক্রম, নিগ্রহ, অনুগ্রহ এবং দক্ষতা—এই সব গুণই রাজাদের কার্য সিদ্ধ করে। রাজার সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এবং উপেক্ষা—এই পাঁচটির এক সঙ্গে অথবা পৃথকভাবে প্রয়োগ দ্বারা নিজের কাজ সিদ্ধ করা উচিত। হে ভরত শ্রেষ্ঠ ! সমস্ত নীতি এবং দূতের মূল হল গুপ্ত বিচার ; তাই যে শুভ বিচারের দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয়, তা ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। স্ত্রীলোক, মূর্খ, বালক, লোভী এবং নীচ ব্যক্তির সঙ্গে অথবা যার মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ দেখা যায়, তার সঙ্গে গুপ্ত পরামর্শ করবে না। পরামর্শ করবে বিদ্বানের সঙ্গে, যাঁর সামর্থ্য আছে, তাঁকে দিয়ে কাজ করাবে ; যিনি হিতৈষী, তাঁকে দিয়ে ন্যায়ের কাজ করাবে। সব কাজ থেকে মূর্খদের দূরে রাখবে। রাজা ধর্মকার্যে ধার্মিকদের, অর্থকার্যে বিদ্বানদের এবং নারীদের মধ্যে কাজ করবার জন্য নপুংসকদের নিযুক্ত করবে আর কঠোর কাজে ক্রূর প্রকৃতির লোক নিযুক্ত করবে। কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে নিজের এবং শত্রু পক্ষের সম্মতি জানবে এবং শত্রুপক্ষের বলাবল সম্পর্কে অবহিত হবে। বুদ্ধির দ্বারা যাকে ভালো মতো পরীক্ষা করেছ, সেই সাধু ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করবে এবং মর্যাদাহীন অশিষ্ট ব্যক্তিদের দমন করবে। এইভাবে হে ভীম ! আমি তোমাকে কঠোর রাজধর্মের উপদেশ দিলাম। এর মর্ম বোঝা অত্যন্ত কঠিন। তুমি নিজ ধর্মের বিভাগ অনুসারে বিনয়পূর্বক তা পালন কর। ব্রাহ্মণ যেমন তপ, ধর্ম এবং দম ও যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা উত্তম লোক প্রাপ্ত হন, বৈশ্য দান ও আতিথ্যরূপ ধর্মের দ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হন, সেইরূপ যিনি দণ্ডকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন, কাম ও দ্বেষরহিত, লোভহীন, ক্রোধহীন, এইরূপ ক্ষত্রিয়রা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে স্বর্গলোকে গমন করেন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর নিজ ইচ্ছায় বর্ধিত করা শরীরকে সংকুচিত করে বানররাজ শ্রীহনুমান দুই হাত দিয়ে ভীমকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাতে ভীমের সমস্ত ক্লান্তি তৎক্ষণাৎ দূর হল এবং সমস্তই অনুকূলরূপে দেখা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল যে, তিনি মস্ত বলবান, তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তারপর হনুমান অশ্রুপূর্ণ চোখে গদগদ কণ্ঠে ভীমকে বললেন—'ভাই ! এবার তুমি যাও, কখনো

কোথাও বিপদে পড়লে আমাকে স্মরণ করবে। আর আমি যে এইস্থানে থাকি তা কাউকে বলবে না। এখানে এবার কুবের ভবন থেকে প্রেরিত দেবাঙ্গনা এবং অপ্সরাদের আসার সময় হয়েছে। তোমার মানব-দেহের স্পর্শে আমার জগৎ-সংসারের আনন্দবর্ধনকারী ভগবান শ্রীরামের কথা স্মরণ হচ্ছে। আমাকে দর্শন করার কিছু ফল তোমারও পাওয়া উচিত। তুমি আমার ভাই হওয়ার সুবাদে কোনো বর প্রার্থনা করো। তুমি যদি চাও যে, আমি হস্তিনাপুরে গিয়ে অপদার্থ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের বধ করি, তাহলে তা আমি করতে পারি। অথবা তুমি যদি চাও পাথরের আঘাতে তাদের নগর ধ্বংস করে দিই, অথবা এখনই দুর্যোধনকে বেঁধে তোমার কাছে নিয়ে আসি। মহাবাহো ! তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব।'

শ্রীহনুমানের কথায় ভীম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং বললেন—'বানররাজ ! আপনার মঙ্গল হোক ; আমার সমস্ত কাজই আপনি করে দিয়েছেন, এখন এগুলি যে পূর্ণ হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি চাই আপনার এই কৃপাদৃষ্টি যেন বজায় থাকে। আপনি আমাদের রক্ষক, এখন পাণ্ডবরা সনাথ হল। আপনার প্রতাপের সাহায্যেই আমরা

সব শত্রুকে পরাস্ত করব।'

ভীমসেনের কথায় হনুমান বললেন—'ভাই এবং সুহৃদ হওয়ার সুবাদে আমি তোমার প্রিয় কাজ করব। যখন তুমি তোমার শক্তি ও বাণের দ্বারা শত্রুসেনার মধ্যে ঢুকে সিংহনাদ করবে, তখন আমি আমার শক্তি দিয়ে তোমার গর্জন তীব্র করে দেব এবং অর্জুনের ধ্বজার ওপর বসে এমন ভয়ংকর গর্জন করব যে, শত্রুরা আতঙ্কিত হয়ে যাবে এবং তোমরা সহজেই তাদের বধ করতে পারবে।' এই কথা বলে শ্রীহনুমান ভীমসেনকে পথ দেখালেন এবং সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন।

———o———

## সৌগন্ধিক বনে যক্ষ-রাক্ষসদের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ এবং যুধিষ্ঠিরাদির সেই স্থানে আগমন, পরে সকলের প্রত্যাবর্তন

বৈশম্পায়ন বললেন—কপিবর শ্রীহনুমান অন্তর্হিত হলে মহাবলী ভীম তাঁর নির্দেশিত পথে গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণ করতে লাগলেন। পথে তিনি শ্রীহনুমানের বিশাল দেহ, অলৌকিক শোভা, দশরথনন্দন ভগবান শ্রীরামের মাহাত্ম্য ও তাঁর প্রভাবের কথা চিন্তা করতে করতে যাচ্ছিলেন। সৌগন্ধিক বনে যাবার সময় তিনি পথের রমণীয় বন ও উপবন দেখলেন এবং বহুরকম পুষ্পিত বৃক্ষে সুশোভিত বিভিন্ন সরোবর এবং নদ-নদী দেখতে পেলেন।

এইভাবে এগিয়ে গিয়ে তিনি কৈলাস পর্বতের নিকটে কুবেরের রাজভবনের কাছে একটি সরোবরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি প্রাণভরে সেই সরোবরের নির্মল জল পান করলেন। মহাত্মা কুবের এই সরোবরে জলক্রীড়া করেন। তার আশেপাশে দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং ঋষিগণ বাস করেন। সেই সরোবর এবং সৌগন্ধিক বনকে দেখে ভীম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। মহারাজ কুবেরের হাজার হাজার ক্রুদ্ধ রাক্ষস নানাপ্রকার শস্ত্র ও পরিধেয় সুসজ্জিত হয়ে এই স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণ করত। তারা মহাবাহু ভীমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কৃপা করে বলুন, আপনি কে? আপনার বেশভূষা মুনিদের মতো হলেও, হাতে অস্ত্র রয়েছে বলুন, আপনি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?'

ভীম বললেন—'হে রাক্ষসগণ! আমি ভীমসেন, আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা, মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র। আমরা বর্তমানে বিশালায় অবস্থান করছি। এখান থেকে একটি সুন্দর সৌগন্ধিক পুষ্প উড়ে গিয়ে আমাদের থাকবার স্থানে পড়েছে। তাই দেখে পত্নী দ্রৌপদীর সেইরকম আরও ফুল নেবার ইচ্ছা হয়েছে। তাই আমি এখানে এসেছি।'

রাক্ষসরা বলল—'পুরুষপ্রবর! এইস্থান কুবেরের অত্যন্ত প্রিয় ক্রীড়াস্থল। মরণধর্মী মানুষ এখানে আসতে পারে না। দেবর্ষি, যক্ষ এবং দেবতারাও যক্ষরাজার অনুমতি নিয়েই এখানে জলপান বা জলবিহার করতে পারেন। আপনি তার অসম্মান করে কীভাবে বলপ্রয়োগে কমল নিতে চাইছেন, আর এরকম অধর্ম করেও আপনি বলছেন যে, আপনি ধর্মরাজের ভাই! আপনি মহারাজের অনুমতি নিয়ে আসুন, তাহলে জলপান করতে পারবেন এবং কমলও নিতে পারবেন; নাহলে আপনি কমলের দিকে ফিরে তাকাতেও পারবেন না।'

ভীম বললেন—'হে রাক্ষসগণ! রাজারা ভিক্ষে চায় না, সেটাই হল ক্ষত্রিয়-ধর্ম। আমি কোনোভাবেই ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এই সুরম্য সরোবর পাহাড়ী ঝরনার দ্বারা সৃষ্ট। এতে সকলেরই কুবেরের মতোই সমান অধিকার। এই সর্বসাধারণ জিনিসের জন্য কে আবার কার কাছে চাইতে যাবে ?'

ভীম এই বলে তাদের অগ্রাহ্য করে সরোবরে স্নান করতে নামলেন। সব রাক্ষস তখন তাঁকে বাধা দিতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভীম তাঁর যমদণ্ডের মতো সুবর্ণমণ্ডিত ভারী গদা তুলে—'দাঁড়াও! দাঁড়াও' বলে আক্রমণ করলেন। তাতে রাক্ষসদের রাগ আরও বেড়ে গেল, তারা চারদিক থেকে ঘিরে তাঁর ওপর বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি দিয়ে

আক্রমণ করল। মহাত্মা ভীম তাদের সব প্রচেষ্টা বিফল করে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র খণ্ড-বিখণ্ড করে সরোবরের ধারে বহু বীরের প্রাণনাশ করলেন। ভীমসেনের আক্রমণে আহত ও হতচেতন হয়ে কিছু রাক্ষস রণাঙ্গন থেকে বিমানে করে কৈলাসপর্বতের চূড়ার ওপর চলে গেল। তারা যক্ষরাজ কুবেরের কাছে গিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভীমসেনের বল ও পরাক্রমের বর্ণনা দিল। এদিকে ভীম সুগন্ধি রমণীয় কমল চয়ন করতে লাগলেন।

রাক্ষসদের কথা শুনে কুবের হেসে বললেন—'আমি এ খবর জানি ; ভীম দ্রৌপদীর জন্য যত খুশি ফুল নিয়ে যাক।' তখন রাক্ষসরা শান্ত হয়ে ভীমসেনের কাছে এল।

এদিকে বদরিকাশ্রমে ভীমসেনের যুদ্ধের খবর দিতে অত্যন্ত বেগবান, তীক্ষ্ণ এবং ধূলিময় বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, বারংবার গর্জনধ্বনি সহ উল্কাপাত হতে লাগল, তাই দেখে সবার হৃদয়ে ভয় উৎপন্ন হল। ধুলায় সূর্যের তেজ কমে গেল, পৃথিবী কম্পমান হল, আকাশ রক্তবর্ণ হয়ে গেল, পশু-পক্ষী কোলাহল করতে লাগল, চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, চোখে আর কিছুই দেখা যায় না। এসব ছাড়াও সেখানে আরও নানা উৎপাত দেখা গেল। এই অদ্ভুত অবস্থা দেখে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বললেন—'পাঞ্চালী, ভীম কোথায় ? মনে হচ্ছে সে ভয়ংকর কিছু একটা করে বসেছে, নয়তো করতে চলেছে ; কারণ এই অকস্মাৎ উৎপাত কোনো মহাযুদ্ধের ইঙ্গিত করছে।'

দ্রৌপদী বললেন—'রাজন্! বাতাসে উড়ে একটি সুগন্ধি কমল এখানে এসেছিল, সেটি আমি প্রেমভরে ভীমসেনকে উপহার দিয়ে বলেছিলাম যে, যদি আপনি এমন ফুল আরও পান তাহলে তা শীঘ্র নিয়ে আসুন।

মহাবাহু ভীম আমার প্রিয় কাজ করার জন্য সেই কমলের খোঁজে পূর্বোত্তর দিকে গেছেন।'

দ্রৌপদী এই কথা জানালে মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেবকে বললেন—'ভীম যেদিকে গেছেন, আমাদের সকলকে সেইদিকে যেতে হবে। রাক্ষসরা তো ব্রাহ্মণদের নিয়ে যাবে আর পুত্র ঘটোৎকচ ! তুমি দ্রৌপদীকে নিয়ে চলো। দেখো, ভীম ব্রহ্মবাদী সিদ্ধ মুনিবদের প্রতি যেন কোনো অপরাধ না করে বসে, তার আগেই যদি আমরা তার সাহায্যে সেখানে পৌঁছে যাই তাহলে খুব ভালো হয়।'

তখন ঘটোৎকচ ইত্যাদি সব রাক্ষসরা 'যে আজ্ঞা' বলে পাণ্ডব এবং ব্রাহ্মণদের তুলে মহর্ষি লোমশের সঙ্গে প্রসন্ন চিত্তে রওনা হলেন, কারণ তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যস্থান কুবেরের সরোবর চিনতেন। তাঁরা অতি শীঘ্র গিয়ে এক সুন্দর বনে কমলগন্ধে সুবাসিত এক মনোহর সরোবর দেখতে পেলেন। সরোবরের তীরে পরম তেজস্বী ভীমসেনকে দেখতে পেলেন, তার আশে পাশে বহু মৃত যক্ষের দেহও দেখতে পেলেন। ভীমকে দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে বারংবার আলিঙ্গন করতে লাগলেন এবং মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—'কুন্তীনন্দন ! এ তুমি কী করেছ ? এর দ্বারা তুমি দেবতাদেরও অপ্রিয় হয়েছ। যদি তুমি আমার ভালো চাও, তাহলে এমন কাজ আর কোরো না।' ভীমকে বুঝিয়ে তিনি সুগন্ধি কমল নিয়ে দেবতাদের মতো সেই সরোবরে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। এর মধ্যে সেই বাগানের রক্ষক বিশালকায় যক্ষ-রাক্ষস এসে হাজির হল। তারা ধর্মরাজ, নকুল-সহদেব, মহর্ষি লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের দেখে মাথা নত করে বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম জানাল। কুবের পাণ্ডবদের আসার খবর পেলেন। তারপর তাঁরা অর্জুনের আসার অপেক্ষায় সেই গন্ধমাদন পর্বতে কিছুদিন বাস করলেন।

সেখানে থাকার সময় একদিন দ্রৌপদী, ভ্রাতাগণ এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনার কালে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'যেখানে আগে দেবতা ও মুনিঋষিরা নিবাস করতেন এবং তেমনই নানা পবিত্র ও কল্যাণকর তীর্থ এবং মনমোহনকর বন, উপবন আমরা দর্শন করেছি। সেই সঙ্গে নানা আশ্রমে বহু শুভ আলোচনা শুনেছি, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তীর্থস্নান করেছি, পুষ্পাদি ও ফল-মূল দিয়ে দেবতা এবং পিতৃপুরুষের তর্পণ করেছি। মহর্ষি লোমশ আমাদের এইভাবে ক্রমশ সমস্ত তীর্থস্থান দর্শন করিয়েছেন। এখন এই সিদ্ধসেবিত কুবেরের মন্দিরে আমরা কী করে প্রবেশ করব ?'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন এই কথা বলছিলেন সেই সময় তিনি দৈববাণী শুনতে পেলেন—'এখান থেকে তোমরা আর এগোতে পারবে না, এই পথ অত্যন্ত দুর্গম ; তাই কুবেরের আশ্রম অতিক্রম না করে তোমরা যে রাস্তায় এসেছ সেই পথ ধরে শ্রীনর-নারায়ণের স্থান বদরিকাশ্রমে ফিরে যাও। সেখান থেকে তোমরা সিদ্ধ ও চারণ সেবিত বৃষপর্বার আশ্রমে যাবে, সেটি অত্যন্ত রমণীয় এবং সিদ্ধচারণ সেবিত। তারপরে সেগুলি পেরিয়ে তোমরা আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে থাকবে। সেখান থেকে এগিয়ে গেলে তোমরা কুবেরের মন্দিরের দর্শন পাবে।' তখনই সেখানে দিব্য সুগন্ধি পবিত্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল এবং পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হল। সেই আশ্চর্য দৈববাণী শুনে রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি ধৌম্যের নির্দেশানুসারে সেখান থেকে শ্রীনর-নারায়ণের আশ্রমে ফিরে এলেন।

———o———

# জটাসুর-বধ

দৈবযোগে এক রাক্ষস একবার ধর্মরাজের কাছে এসে বলল 'আমি সমস্ত শাস্ত্রবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মন্ত্রবিদ্যা কুশল ব্রাহ্মণ।' এই বলে সে পাণ্ডবদের ধনুক, তূণীর এবং দ্রৌপদীকে হরণ করার সুযোগের অপেক্ষায় তাঁদের কাছে থাকতে লাগল। এই রাক্ষসের নাম জটাসুর। একদিন ভীম বনে গেছেন আর মহর্ষি লোমশ প্রমুখ ঋষি স্নানে গেছেন। সেইসময় জটাসুর ভীষণরূপ ধারণ করে তিন পাণ্ডব, দ্রৌপদী এবং সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে পালাতে লাগল। এঁদের

মধ্যে সহদেব কোনোমতে তার হাত ছাড়িয়ে, রাক্ষসের হাত থেকে নিজের কৌশিকী নামক তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে, যেদিকে ভীমসেন গেছেন, সেই দিকে ফিরে চিৎকার করতে লাগলেন।

তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, যাঁকে রাক্ষস নিয়ে যাচ্ছিল, বললেন—'ওরে মূর্খ ! এইভাবে চুরি করলে যে তোর ধর্ম নাশ হবে, সেকথা তুই চিন্তা করছিস না ! তোর সমস্ত ধর্মাধর্ম ভেবেই কাজ করা উচিত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের গুরু, ব্রাহ্মণ, মিত্র এবং বিশ্বাসকারীদের এবং যাঁর অন্ন খাওয়া হয়েছে আর যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত নয়। তুই আমাদের এখানে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সুখে বাস করছিলি। ওরে দুর্বুদ্ধি ! আমাদের অন্ন গ্রহণ করে তুই কী করে আমাদের হরণ করছিস ? এতে তোর আচার-ব্যবহার, আয়ু এবং বুদ্ধি—সবই নিষ্ফল হয়ে গেল। এখন তুই বৃথাই মরতে চাইছিস। ওরে রাক্ষস ! আজ যে তুই এই মানবীকে স্পর্শ করেছিস তা তোর কাছে বিষপানের সমান।'

এই বলে যুধিষ্ঠির নিজে ভারী হয়ে গেলেন, তাঁর ভারে রাক্ষসের গতি মন্থর হয়ে গেল। ধর্মরাজ তখন নকুল ও দ্রৌপদীকে বললেন—'তোমরা এই মূঢ় রাক্ষসকে ভয় পেয়ো না। আমি এর গতি হ্রাস করে দিয়েছি। একটু দূরেই মহাবাহু ভীম আছে, সে নিশ্চয়ই এদিকেই আসছে তারপর দেখো এর আর কোনো চিহ্ন থাকবে না।' সহদেব সেই মূঢ়বুদ্ধি রাক্ষসকে দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! দেশ ও কাল এমনই যে আমাকে এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। আমি যদি একে মেরে ফেলি তাহলে বিজয়ী হব আর যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমি সদ্গতি লাভ করব।' তারপর তিনি রাক্ষসকে আহ্বান করে বললেন—'ওরে ও রাক্ষস ! একটু দাঁড়া, হয় তুই আমাকে বধ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে যা, নাহলে আমার হাতে বধ হয়ে যমালয়ে যা।'

মাদ্রীকুমার সহদেব যখন এই কথা বলছিলেন, ঠিক সেইসময়ই অকস্মাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রের মতো গদাধারী ভীম সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে, রাক্ষস তাঁর ভ্রাতাদের এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং রাক্ষসকে বললেন—'ওরে পাপী ! আমি আগেই তোকে শাস্ত্র-পরীক্ষা করার সময় চিনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তুই ব্রাহ্মণ বেশধারী হয়েছিলি, তাই তোকে মারতে পারিনি। কাউকে রাক্ষস বলে চিনতে পারলেও অপরাধ না করলে তাকে বধ করা উচিত নয়। যে বিনা অপরাধে হত্যা করে, সে নরকে গমন করে। আজ মনে হচ্ছে তোর মৃত্যু সমাগত, তাই এই কুবুদ্ধি তোর মাথায় এসেছে। অবশ্য অদ্ভুতকর্মা কালই তোকে কৃষ্ণাকে অপহরণ করার বুদ্ধি দিয়েছে। এখন তুই যেখানে যেতে চাস, সেখানে যেতে পারবি না ; তোকে বক আর হিড়িম্বের পথে যেতে হবে।'

ভীমসেনের কথায় কালের প্রেরণায় রাক্ষস ভয় পেয়ে

গেল এবং সবাইকে ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হল। ক্রোধে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, সে ভীমকে বলল, 'ওরে পাপী ! তুই যে যে রাক্ষসদের যুদ্ধে বধ করেছিস, আমি

তাদের নাম শুনেছি, আজ তোরই রক্তে আমি তাদের তর্পণ করব।' তারপর তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বাহুযুদ্ধ হতে লাগল। দুই মাদ্রীকুমারও ক্রোধভরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীম হেসে তাঁদের বাধা দিয়ে বললেন—'আমি একাই এর পক্ষে যথেষ্ট, তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের যুদ্ধ দেখো।' তারপর দুজনে ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল। যেমন দেবতা ও দানব একে অন্যের বাড়-বাড়ন্ত সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধে রত হন, তেমনই ভীম ও জটাসুর একে অন্যকে আঘাত করতে লাগলেন। যেমন পূর্বে স্ত্রীর ইচ্ছায় বালী ও সুগ্রীবের সংগ্রাম হয়েছিল, তেমনই এই দুজনের মধ্যেও বৃক্ষযুদ্ধ হতে লাগল। এতে ওখানকার বহু গাছ নষ্ট হল। তারপর তারা বজ্রের মতো পাথর দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। শেষে একে অপরকে ঘুঁসি মারতে লাগল। তখন ভীম জটাসুরের ঘাড়ে দারুণ জোরে এক ঘুসি মারলেন, ঘুসির আঘাতে রাক্ষসটি শিথিল হয়ে পড়ল। তাকে অবসন্ন দেখে ভীম তাকে তুলে আছাড় মেরে তার সমস্ত দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। তারপর কনুইয়ের আঘাতে তার মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন।

রাক্ষসকে বধ করে ভীম যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। মরুদ্‌গণ যেমন ইন্দ্রের স্তুতি করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণরাও তখন ভীমের প্রশংসা করতে লাগলেন।

—o—

## পাণ্ডবদের বৃষপর্বা এবং আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! জটাসুর মারা যাওয়ার পর যুধিষ্ঠির আবার শ্রীনর-নারায়ণের আশ্রমে এসে থাকতে লাগলেন। এই সময় তাঁদের অর্জুনের কথা স্মরণ হল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীসহ সকল ভ্রাতাদের ডেকে বললেন—'অর্জুন আমাকে বলেছিল যে, সে পাঁচবছর স্বর্গে অস্ত্রবিদ্যা শিখে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। তাই সে যখন অস্ত্রবিদ্যা শিখে ফিরে আসবে, সেই সময় তার আদর-আপ্যায়নের জন্য আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকা প্রয়োজন।' এই কথা বলতে বলতে তিনি ব্রাহ্মণগণ ও ভ্রাতাদের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। তিনি কখনো পদব্রজে যেতেন আবার কখনো রাক্ষসগণ তাঁকে পিঠে করে নিয়ে যেত। পথে তাঁরা কৈলাসপর্বত, মৈনাক পর্বত এবং গন্ধমাদনের নিম্নভাগ শ্বেতগিরি এবং পাহাড়ের ওপরের অনেক বিশুদ্ধ নদী দেখতে দেখতে সপ্তম দিনে হিমালয়ের পবিত্র পৃষ্ঠে পৌঁছলেন। এখানে তাঁরা রাজর্ষি বৃষপর্বার পবিত্র আশ্রম দেখলেন। এটি নানা পুষ্পিত বৃক্ষে সুশোভিত। পাণ্ডবরা সেখানে পৌঁছে পরমধার্মিক রাজর্ষিকে প্রণাম করলেন। রাজর্ষির আপ্যায়নে তাঁরা সেখানে সাত রাত অতিবাহিত করলেন। অষ্টম দিনে তাঁরা রওনা হবার জন্য বৃষপর্বার অনুমতি চাইলেন। পাণ্ডবদের কাছে যেসব জিনিস ছিল সেসব এবং যজ্ঞপাত্র, রত্ন-বস্ত্র সবই তাঁর আশ্রমে রেখে গেলেন। রাজর্ষি বৃষপর্বা ভূত-ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং ধর্মজ্ঞ

ছিলেন। রওনা হওয়ার সময় তিনি পাণ্ডবদের পুত্রের ন্যায় উপদেশ দিলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবরা উত্তরদিকে রওনা হলেন।

সেখান থেকে সত্যপরাক্রমী যুধিষ্ঠির পদব্রজে রওনা হলেন, সেই প্রান্তর নানা প্রকার মৃগে পরিপূর্ণ। পথে পর্বতের ওপর ছোট ছোট কুঞ্জবনে রাত কাটিয়ে চতুর্থ দিনে তাঁরা শ্বেতপর্বতে এলেন। শ্বেতাচল বিশাল শ্বেতবর্ণের পাহাড়, এতে জলের আধিক্য আছে এবং এটি মণি, স্বর্ণ ও রৌপ্য শিলায় পরিপূর্ণ। পথে ধৌম্য, দ্রৌপদী, পাণ্ডব এবং মহর্ষি লোমশ একসঙ্গে চলতেন, তাঁরা কেউই পরিশ্রান্ত হতেন না। ক্রমশ তাঁরা মাল্যবান পর্বতে এসে হাজির হলেন। তার ওপরে উঠে তাঁরা কিম্পুরুষ, সিদ্ধ এবং চারণ সেবিত গন্ধমাদন দর্শন করলেন, গন্ধমাদন দর্শনে তাঁরা রোমাঞ্চিত হলেন। তারপর তাঁরা মন ও চক্ষু সার্থককারী পরম পবিত্র গন্ধমাদন বনে প্রবেশ করলেন। সেইসময় মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে প্রেমভরে বললেন—'ভীম ! এই গন্ধমাদন জঙ্গল কী অপূর্ব শোভাময় ! এই মনোহর বনে নানা দিব্য বৃক্ষ ও পত্র-পুষ্প-ফল সুশোভিত নানাপ্রকার লতা আছে। এদিকে দেখো, পরম পবিত্র গঙ্গা নদী, কত হংস এতে ক্রীড়া করছে। এর তীরে ঋষি এবং কিন্নররা বাস করেন। হে কুন্তীনন্দন ভীম ! নানাপ্রকার ধাতু, নদী, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মনোরম বন, নানা আকারের সর্প এবং বহু শিখর সমন্বিত এই পর্বতরাজের দিকে দৃষ্টিপাত করো।'

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! শূরবীর পাণ্ডবরা তাঁদের লক্ষ্য স্থানে পৌঁছে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সেই পর্বতরাজকে দেখে দেখে তাঁদের আর তৃপ্তি হচ্ছিল না। তাঁরা ফল-ফুল বৃক্ষাদি সুশোভিত রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রম দেখলেন, তিনি খুবই বড় তপস্বী। তাঁর দেহ অত্যন্ত কৃশ, শরীরের শিরা দেখা যাচ্ছিল, তিনি সমস্ত ধর্মে পারঙ্গম ছিলেন। পাণ্ডবরা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ধর্মজ্ঞ আর্ষ্টিষেণ দিব্য দৃষ্টিতে তাঁদের চিনতে পেরে বসবার জন্য বললেন।

পাণ্ডবরা আসন গ্রহণ করলে মহাতপা আর্ষ্টিষেণ কৌরব শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! তোমার মন তো কখনো অসত্যে যায় না, তুমি

সবসময় ধর্মে অবিচল থাক তো ? তোমার পিতা-মাতার সেবাতে কোনো ঘাটতি তো হয় না ? তোমরা সকল গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের আপ্যায়ন কর তো ? পাপকর্মে কখনো তোমার প্রবৃত্তি হয় না তো ? তুমি উপকারীর উপকার করো এবং অপকারীর অপকার ভুলে যাও তো ? তোমার শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার কোনো অহংকার নেই

তো ? তোমার কাছে সাধুব্যক্তিরা যথাযোগ্য সম্মান পেয়ে প্রসন্ন থাকেন তো ? বনে থেকেও তুমি ধর্ম অনুসারে চলো তো ? তোমার ব্যবহারে পুরোহিত ধৌম্য কখনো কষ্ট পাননি তো ? দান, ধর্ম, তপ, শৌচ, আর্জব এবং তিতিক্ষার আচরণ কালে তুমি তোমার পিতা-পিতামহের শীলতা অনুসরণ কর তো ? রাজর্ষি নির্দেশিত পথ অনুসরণ কর তো ? যখন বংশে পুত্র বা নাতি জন্ম নেয় তখন পিতৃলোকে পিতা-পিতামহ হাসেন আবার কাঁদেনও, কারণ তাঁরা ভাবতে থাকেন যে, কী জানি আমাদের এব কুকর্মের জন্য দুঃখভোগ করতে হবে নাকি সুকর্মের জন্য সুখভোগ হবে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, অগ্নি, গুরু এবং আত্মার পূজা করে, সে ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই জয় করে নেয়।'

মহারাজ যুধিষ্ঠির তার উত্তরে বললেন—'মুনিবর ! আপনি ধর্মের যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। আমিও যথাশক্তি আমার যোগ্যতা অনুযায়ী বিধিমত এটি পালন করি।'

আর্ষ্টিষেণ বললেন—'পূর্ণিমা এবং প্রতিপদের সন্ধিকালে এই পর্বতে শুধু জল ও হাওয়া সেবনকারী মুনিগণ আকাশ পথ দিয়ে আসেন। সেই সময় এখানে ভেরী, পণব, শঙ্খ এবং মৃদঙ্গের শব্দ শোনা যায়। তোমাদের এখান থেকেই তা শোনা উচিত, ওখানে যাবার কথা চিন্তা করো না। এখান থেকে আর এগোনো সম্ভব নয়, কারণ সেখানে দেবতাদের বিহারভূমি, মানুষ সেখানে যেতে পারে না। শুধু পরমসিদ্ধ ও দেবর্ষিগণই তাকে অতিক্রম করতে পারেন। কোনো ব্যক্তি চাপল্যবশত যাবার চেষ্টা করলে সমস্ত পার্বত্যজীব অসন্তুষ্ট হয় এবং রাক্ষসগণ লৌহশলাকা দিয়ে তাকে বধ করে। কৈলাস শিখরেই দেবতা, দানব, সিদ্ধ এবং কুবেরদের উদ্যান। যতক্ষণ অর্জুন না আসে ততক্ষণ তোমরা এখানে অপেক্ষা করো।'

অতুলনীয় তেজস্বী মুনি আর্ষ্টিষেণের হিতকর কথা শুনে পাণ্ডবরা তাঁর নির্দেশানুসারে কাজ করতে লাগলেন। তাঁরা হিমালয়ে থেকে মহর্ষি লোমশের কাছে নানা উপদেশ শুনতে লাগলেন। এইভাবে ওই স্থানে থাকার সময় তাঁদের বনবাসের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হল। ঘটোৎকচ আগেই রাক্ষসদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি আবার আসবেন। সেই আশ্রমে তাঁরা কয়েকমাস থাকলেন এবং বহু অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। একদিন হাওয়ার বেগে হিমালয়ের শিখর থেকে নানাপ্রকার সুন্দর ও সুগন্ধি ফুল উড়ে এলো। পাণ্ডবরা দ্রৌপদী ও বন্ধুবান্ধবসহ সেখানে পঞ্চ-রংগের ফুল দেখলেন।

—o—

## ভীম কর্তৃক যক্ষ-রাক্ষস বধ এবং কুবের দ্বারা শান্তিস্থাপন

ভীম একদিন ওই পর্বতে একান্তে প্রসন্ন মনে বসেছিলেন। তখন দ্রৌপদী তাঁকে বললেন—'মহাবাহো ! সমস্ত রাক্ষস যদি আপনার ভয় পেয়ে এই পর্বত থেকে পালিয়ে যায়, তাহলে কেমন হয় ? তাহলে আপনার সুহৃদেরা ভয়শূন্য হয়ে এই পর্বতের বিচিত্র পুষ্পাবলিমণ্ডিত মঙ্গলময় শিখরগুলি উপভোগ করতে পারবে। আর্যপুত্র, আমি অনেক দিন ধরেই এই কথা চিন্তা করছি।'

দ্রৌপদীর কথা শুনে ভীম সুবর্ণমণ্ডিত ধনুক, তরোয়াল, তূণীর এবং গদা নিয়ে বিনা বাক্য ব্যয়ে গন্ধমাদন পর্বতে উঠতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে দ্রৌপদী যারপর নাই আনন্দিত হলেন। পবনপুত্র ভীমের মনে গ্লানি, ভয়, কাপুরুষতা, প্রতিহিংসার কোনো চিহ্নই ছিল না। সেই পর্বতের শিখরে উঠে তিনি কুবেরের প্রাসাদ দেখতে পেলেন, সেটি স্বর্ণ ও স্ফটিক দিয়ে সুশোভিত ছিল। তার চতুর্দিক সোনার প্রাকার দিয়ে ঘেরা, তাতে নানা রত্ন ঝলমল

করছে। প্রাসাদের আশে পাশে সুন্দর সুশোভিত বাগিচা। রাক্ষসরাজ কুবেরের সেই সুন্দর প্রাসাদ দেখে ভীম তাঁর শত্রুদের ভীতি উৎপাদনকারী শঙ্খ বাদন করলেন এবং ধনুকের ছিলার ভয়ানক শব্দে সমস্ত প্রাণীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুললেন। সেই শব্দে যক্ষ-রাক্ষস ও গন্ধর্বদের গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল। তারা তখনই অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ভীমের দিকে দৌড়ে এল। ভীমের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হল। ভীমের অস্ত্রের আঘাতে যক্ষ ও রাক্ষসদের অস্ত্র-শস্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং তাদের শরীরও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই ভাবে আহত হয়ে তারা খুব ভয় পেয়ে অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে চিৎকার করে পালিয়ে যেতে লাগল। সেখানে কুবেরের বন্ধু মণিমান নামে এক রাক্ষস থাকত। সে যক্ষ-রাক্ষসদের পালাতে দেখে হেসে বলল—'আরে, তোমাদের এত লোককে একজন মানুষ পরাজিত করে দিয়েছে। তোমরা কুবেরের কাছে গিয়ে কী বলবে ?'

এই কথা বলে সেই রাক্ষস শক্তি, ত্রিশূল এবং গদা নিয়ে ভীমকে আক্রমণ করল। ভীমও মদমত্ত হাতির মতো তাকে আসতে দেখে বৎসদন্ত নামক তিনটি কঠোর বাণের সাহায্যে তাকে আঘাত করল, তাতে মণিমান অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তার ভারী গদা নিয়ে ভীমের ওপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু ভীম গদাযুদ্ধে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন ; তিনি মণিমানের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলেন। তখন রাক্ষসটি স্বর্ণ মণ্ডিত এক ইস্পাতের তীর ছুঁড়ল। সেটি ভীমের ডান হাতে আঘাত করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। সেই শক্তির আঘাতে অতুলনীয় পরাক্রমী ভীমের চোখ রাগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং তিনি তাঁর সুবর্ণমণ্ডিত গদা ওপরে তুলে ঘুরিয়ে মণিমানের ওপর ভীষণ গর্জন করে আঘাত করলেন। সেই গদা বায়ুবেগে সেই রাক্ষসকে বধ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। মণিমানকে মারা যেতে দেখে যে সব রাক্ষস তখনও বেঁচে ছিল, তারা চিৎকার করে পূর্বদিকে পালিয়ে গেল।

সেইসময় পর্বতের গুহা থেকে অস্ত্র-শস্ত্রের ভয়ানক শব্দ শুনে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ধৌম্য, দ্রৌপদী, ব্রাহ্মণ এবং অন্য সকলে ভীমকে না দেখতে পেয়ে বিমর্ষ হলেন। তাঁরা দ্রৌপদীকে আর্ষ্টিষেণ মুনির কাছে রেখে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে একসঙ্গে পর্বতে উঠলেন। পর্বতে আরোহণ করে তাঁরা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন একস্থানে ভীম দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর দ্বারা হত বহু রাক্ষস মাটিতে পড়ে রয়েছে। ভীমকে দেখে সব ভাইরা

তাঁকে আলিঙ্গন করে সেখানেই বসে পড়লেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কুবেরের প্রাসাদ এবং মৃত রাক্ষসদের দেখে বললেন—'ভাই ভীম ! তুমি সাহস অথবা মোহবশত যে পাপকাজ করেছ, তা তোমার শোভা পায় না। তুমি এখন

তপস্বীদের মতো জীবন কাটাচ্ছ, অতএব তোমার এরূপ সংহার করা উচিত নয়। দেখো, তুমি যদি আমায় প্রসন্ন দেখতে চাও, তাহলে এই কাজ আর কখনো করবে না।'

ইতিমধ্যে ভীমের আক্রমণের হাত থেকে যেসব রাক্ষস রক্ষা পেয়েছিল, তারা দ্রুত কুবেরের কাছে এসে আর্তস্বরে বলতে লাগল, 'যক্ষরাজ ! আজ যুদ্ধভূমিতে একজন মানুষ

'ক্রোধবশ' বংশের সকল রাক্ষসদের হত্যা করেছে, তারা সকলেই প্রাণহীন হয়ে পড়ে রয়েছে। আমরা কয়েকজন কোনোপ্রকারে পালিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনার মিত্র মণিমানও মারা গেছে। একজন ব্যক্তিই এই কাণ্ড করেছে। এখন যা ভালো মনে হয়, তাই করুন।' এই খবর শুনে যক্ষ ও রাক্ষসদের প্রভু কুবের অত্যন্ত কুপিত হলেন, তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'এসব কী করে হল ?' তারপর ভীমই আবার এইসব করেছেন শুনে তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন—'আমার পর্বতের ন্যায় উচ্চ রথ সাজাও।' রথ প্রস্তুত হলে রাজরাজেশ্বর মহারাজ কুবের তাতে উঠলেন। তিনি গন্ধমাদনে পৌঁছালে যক্ষ-রাক্ষস পরিবৃত প্রিয়দর্শন কুবেরকে দেখে পাণ্ডবদের রোমাঞ্চ হল। মহারাজ পাণ্ডুর ধনুর্বাণধারী মহারথী পুত্রদের দেখে কুবেরও অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি তাঁদের দ্বারা দেবতাদের একটি কাজ করাতে চাইছিলেন, তাই তাঁদের দেখে খুশি হলেন। কুবেরের যে সকল সেবক পিছনে ছিল, তারা পাখির মতো সোজা পর্বত শিখরে এসে পৌঁছাল এবং যক্ষরাজ কুবেরকে পাণ্ডবদের ওপর প্রসন্ন দেখে তাদের সকল মনোমালিন্য দূর হয়ে গেল।

ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব কুবেরকে প্রণাম করে নিজেদের অপরাধী বলে স্বীকার করলেন এবং সকলে যক্ষরাজের চারপাশে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। তখন ভীমের হাতে পাশ, খড়্গ, ধনুক ছিল, তিনি কুবেরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে কুবের ধর্মরাজকে বললেন—'রাজন্ ! আপনি সর্বদাই সমস্ত প্রাণীর হিতে রত থাকেন—সকলেই একথা জানে। আপনি ভাইদের নিয়ে নিঃসংশয়ে এই পর্বতে থাকুন। আপনি ভীমের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না। রাক্ষসরা তাদের আয়ুকাল ফুরোতেই মারা গেছে, আপনার ভ্রাতা এতে নিমিত্তমাত্র হয়েছেন। রাজন্ ! একবার কুশস্থলী নামের জায়গায় দেবতাদের এক মন্ত্রণা হয়েছিল, সেখানে আমিও গিয়েছিলাম। সেইসময় আমি নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত ভয়ংকর তিন শত যক্ষ নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। পথে অগস্ত্য মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। তিনি যমুনাতীরে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। সেই সময় আমার মিত্র রাক্ষসরাজ মণিমানও আমার সঙ্গে ছিল। সে মূর্খতা, অজ্ঞতা, গর্ব এবং মোহের অধীন হয়ে ওপর থেকে মহর্ষির গায়ে থুতু ফেলেছিল। তখন মুনিবর কুপিত হয়ে আমাকে বলেছিলেন—'কুবের ! দেখো, তোমার সখা আমাকে অপমান করেছে, তাই সে তার সৈন্য-সামন্ত সহ মাত্র একজন মানুষের হাতে মারা যাবে। তোমারও এই সেনাদের জন্য দুঃখ পেতে হবে, কিন্তু পরে সেই মানুষের সঙ্গে দেখা হলে তোমার দুঃখ দূর হবে।' মহর্ষি শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য

আমাকে এই শাপ দিয়েছিলেন। আপনার ভ্রাতা আজ আমাকে সেই শাপ থেকে মুক্ত করেছে। রাজন্ ! লৌকিক ব্যবহারে ধৈর্য, কুশলতা, দেশ, কাল এবং পরাক্রম—এই পাঁচটির অত্যন্ত প্রয়োজন। সত্যযুগে লোকে ধৈর্যশীল এবং নিজ কর্মে কুশল ও পরাক্রমশালী ছিল। যে ক্ষত্রিয় ব্যক্তি ধৈর্যশীল, দেশ-কাল সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন এবং সর্বপ্রকার ধর্মবিধিনিপুণ হয় সে বহুকাল দেশ শাসন করে। যে ব্যক্তি এভাবে তার কর্তব্য পালন করে, সে যশ প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর সদ্গতি লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধে মত্ত হয়ে নিজের পতনের দিকে দৃষ্টি রাখে না এবং যার মন-বুদ্ধি পাপেই নিমজ্জিত, সে শুধু পাপকেই অনুসরণ করে। কর্মের বিভাগ না জানায় তার ইহলোকে ও পরলোকে পতন হয়। ভীমও ধর্ম জানে না, সে অহংকারী এবং তার বুদ্ধিও বালকের মতো অপরিণত। সে অসহিষ্ণু এবং কোনো কিছুতে ভয়ও পায় না। সুতরাং আপনি একে নিয়ে আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গিয়ে বোঝান। এই কৃষ্ণপক্ষটি আপনি ওখানেই অতিবাহিত করুন। আমার নির্দেশে অলকাপুরীর সমস্ত যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর এবং পর্বতবাসীগণ আপনাদের দেখাশুনা করবে। ভীম সাহস করে এখানে এসেছে, আপনি ওকে বুঝিয়ে এই সব কাজ করতে বারণ করুন। এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন ব্যবহারে নিপুণ এবং সর্বপ্রকার ধর্মমর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত। সেইজন্য পৃথিবীতে যতপ্রকার স্বর্গীয় বিভূতি আছে, তা সবই সে প্রাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া তার মধ্যে দম, দান, বল, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৈর্য এবং তেজ—এই সব গুণও বিদ্যমান।'

কুবেরের কথা শুনে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ভীমও শক্তি, গদা, ধনুকে সজ্জিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। শরণাগতবৎসল কুবের ভীমকে বললেন—

'তুমি শত্রুদের মানভঙ্গকারী এবং সুহৃদ্গণের সুখবৃদ্ধিকারী হও।' তারপর ধর্মরাজকে বললেন, 'অর্জুন এখন অস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ হয়ে উঠেছে, দেবরাজ ইন্দ্র তাকে গৃহে যাবার অনুমতি দিয়েছেন ; তাই সে শীঘ্রই এখানে আসবে।' কুবের উত্তম কর্মকারী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়ে নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। ভীমের হাতে যেসব রাক্ষস মারা গিয়েছিল, কুবেরের নির্দেশে তাদের শব পাহাড়ের নীচে ফেলে দেওয়া হল। অগস্ত্যঋষির মণিমানকে প্রদান করা শাপ এইভাবে ভীমের হাতে তাদের মৃত্যুতে শেষ হল। পাণ্ডবরা সেই রাত কুবের ভবনে অতিবাহিত করলেন।

—o—

# যুধিষ্ঠিরকে ধৌম্যের নানা দর্শনীয় স্থান দেখানো এবং অর্জুনের গন্ধমাদনে ফিরে আসা

বৈশম্পায়ন বললেন—শত্রুদমন জনমেজয় ! সূর্যোদয় হলে মুনিবর ধৌম্য আহ্নিক শেষ করে রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের সঙ্গে পাণ্ডবদের কাছে গেলেন। পাণ্ডবগণ তাঁদের প্রণাম করলেন এবং অন্য ব্রাহ্মণদেরও হাত জোড় করে অভিবাদন
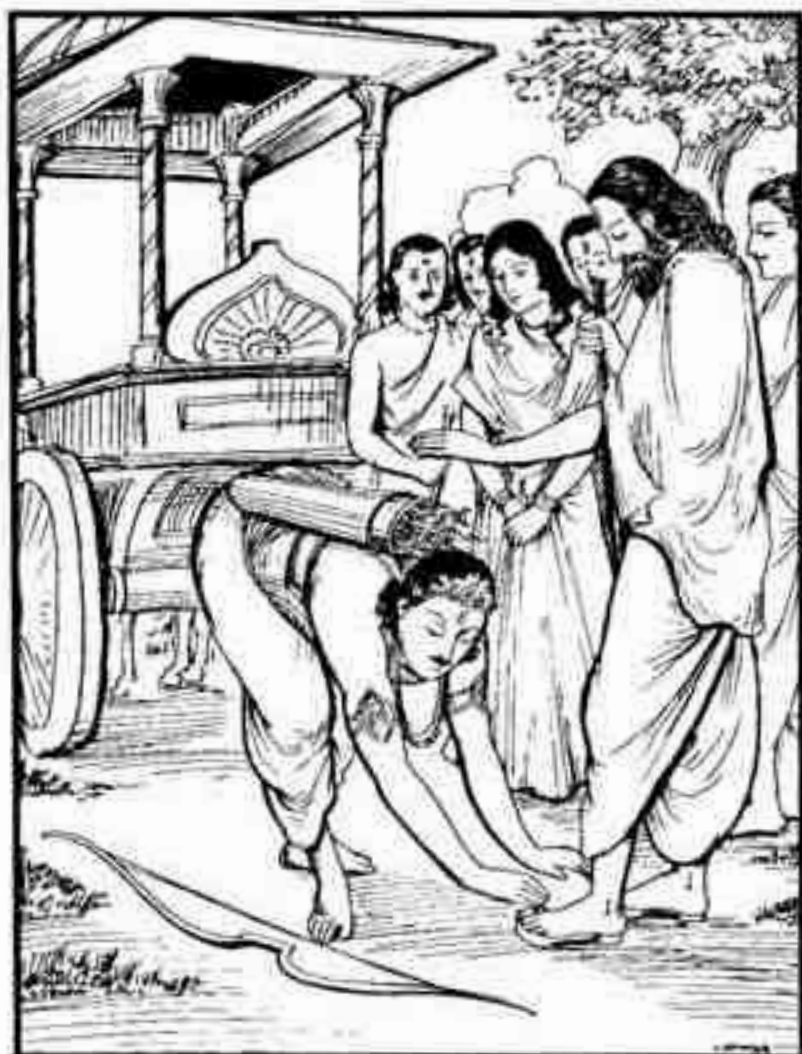
জানালেন। ধৌম্য ধর্মরাজের হাত ধরে পূর্ব দিক দেখিয়ে বললেন—'এই যে আসমুদ্র বিস্তৃত পর্বত দেখতে পাচ্ছেন, এর নাম মন্দরাচল। এর শোভা দেখুন। পর্বতমালা এবং সবুজ বনবীথিতে এই দিক কী রমণীয় দেখাচ্ছে ! এই দিক ইন্দ্র ও কুবেরের নিবাসস্থল বলে কথিত। সর্বধর্মজ্ঞ, মুনিগণ, প্রজাগণ, সিদ্ধ, সাধ্য ও দেবগণ এই দিকে উদিত হওয়া সূর্যের পূজা করেন। সমস্ত প্রাণীর প্রভু পরমধর্মজ্ঞ যমরাজ দক্ষিণ দিকে নিবাস করেন। মৃত প্রাণীদের এটিই গন্তব্য স্থান। এই পবিত্র এবং অদ্ভুত দর্শন সংযমনী পুরী, প্রেতরাজ যমের বাসস্থান। এটিও অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী। পশ্চিম দিকে যে পর্বত দেখা যাচ্ছে, তাকে বলা হয় অস্তাচল। মহারাজ বরুণ এই পর্বত ও মহাসমুদ্রে থেকে সকল প্রাণীকে রক্ষা করেন। সামনে উত্তর দিক আলোকিত করে পরম প্রতাপী মেরুপর্বত দণ্ডায়মান। শুধু ব্রহ্মবেত্তাগণই এর ওপরে যেতে পারেন। এর ওপরেই ব্রহ্মার সভা, তিনি এর ওপরেই স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করে বাস করেন। এই পর্বতের ওপরই বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণের উদয়-অস্ত হতে থাকে। আপনি মেরুপর্বতের এই পবিত্র শিখর দর্শন করুন। অনাদি-নিধন শ্রীনারায়ণের স্থান এরও পরে এবং সেটি দেদীপ্যমান, সর্বতেজোময় এবং পরম পবিত্র, দেবতারাও সেটি দর্শন করতে পারেন না। অগ্নি এবং সূর্য এই স্থানকে প্রকাশিত করতে পারেন না। তিনি স্বয়ং নিজ প্রকাশেই প্রকাশিত। তাঁর দর্শন দেবতা ও দানবদেরও দুর্লভ। সেই স্থানে অচিন্ত্য মূর্তি শ্রীহরি বিরাজমান। যিনি মহা তপস্বী এবং শুভকর্ম দ্বারা পবিত্র চিত্ত হয়েছেন, সেই অজ্ঞান ও মোহরহিত যোগসিদ্ধ মহাত্মা যতিজনই ভক্তির সাহায্যে তাঁর কাছে যেতে সক্ষম। সেখানে গেলে তাঁরা এই মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন না। রাজন্ ! এই পরমেশ্বরের স্থান ধ্রুব, অক্ষয় এবং অবিনাশী ; আপনি প্রণাম করুন। দেখুন, সূর্য, চন্দ্র এবং তারাগণ নিজ নিজ মর্যাদা রক্ষা করে সর্বদা এই পর্বতরাজ মেরুকেই প্রদক্ষিণ করে থাকে। এর পরিক্রমাকালে নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্র পর্ব সন্ধির সময় মাসের বিভাগ করে এবং মহাতেজস্বী সূর্য বর্ষা, বায়ু এবং সুখের সাহায্যে প্রাণীদের পোষণ করে। হে ভরত ! ভগবান সূর্যই সমস্ত জীবের আয়ু ও কর্মের বিভাগ করে দিন, রাত, কলা, কাষ্ঠা ইত্যাদি কালের অবয়ব সৃষ্টি করে থাকেন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর উত্তম ব্রত পালনকারী পাণ্ডবগণ সেই পর্বতের ওপরেই বসবাস করতে লাগলেন।

অর্জুন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে ইন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি পাঁচ বছর ইন্দ্রের ভবনে থেকে অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, বায়ু, বিষ্ণু, ইন্দ্র, পশুপতি, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, প্রজাপতি যম, ধাতা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং কুবেরাদি দেবতাদের অস্ত্র প্রাপ্ত করেন। তারপর ইন্দ্র তাঁকে গৃহে যাবার অনুমতি দেন। তখন অর্জুন তাঁকে প্রণাম করে আনন্দিত চিত্তে গন্ধমাদন পর্বতে ফিরে যান।

—o—

# অর্জুনের প্রবাসের কথা, কিরাতের প্রসঙ্গ এবং লোকপালদের থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা

বৈশম্পায়ন বললেন—মহাবীর অর্জুন ইন্দ্রের রথে করে অকস্মাৎ একদিন পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রথ থেকে নেমে প্রথমেই পুরোহিত ধৌম্য এবং পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেনকে প্রণাম করলেন। তারপর নকুল ও সহদেব তাঁকে অভিবাদন করলেন। তারপর কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি বিনীতভাবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। অতুলনীয় প্রভাবশালী অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাণ্ডবরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অর্জুনও এঁদের দেখা পেয়ে খুব খুশি হলেন এবং তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করতে লাগলেন। পাণ্ডবরা ইন্দ্রের রথ পরিক্রমা করলেন এবং সারথি মাতলিকে ইন্দ্রের মতোই আপ্যায়ন করলেন। তাঁর কাছে দেবতাদের সবরকম কুশল সংবাদ নিলেন। মাতলিও পিতা যেমন পুত্রকে উপদেশ দেয়, সেইমতো পাণ্ডবদের উপদেশ দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে সেই অলৌকিক রথে করে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন।

মাতলি ফিরে গেলে অর্জুন দেবরাজ প্রদত্ত অত্যন্ত সুন্দর বহুমূল্য অলংকার দ্রৌপদীকে প্রদান করলেন। তারপর সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পাণ্ডব এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবেশন করে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। তিনি বললেন—'আমি এইভাবে ইন্দ্র, বায়ু এবং সাক্ষাৎ শ্রীমহাদেবের থেকে অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছি, আমার ব্যবহারে ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট ছিলেন।' শুদ্ধকর্মা অর্জুন সংক্ষেপে তাঁর স্বর্গে প্রবাসকালের নানা কাহিনী শোনালেন। তারপর রাত্রে আনন্দের সঙ্গে নকুল, সহদেবের সঙ্গে শয়ন করলেন। রাত্রি প্রভাত হলে তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে ধর্মরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

সেইসময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সুবর্ণমণ্ডিত রথে করে সেই পর্বতে এলেন। পাণ্ডবরা তাঁকে দেখে তাঁর কাছে এসে বিনীতভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানালেন। পরম তেজস্বী অর্জুনও দেবরাজকে প্রণাম করে তাঁর সেবকের মতো তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। উদার চিত্ত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হলেন ইন্দ্র আসাতে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে বললেন—'পাণ্ডুপুত্র ! তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক তুমিই এই
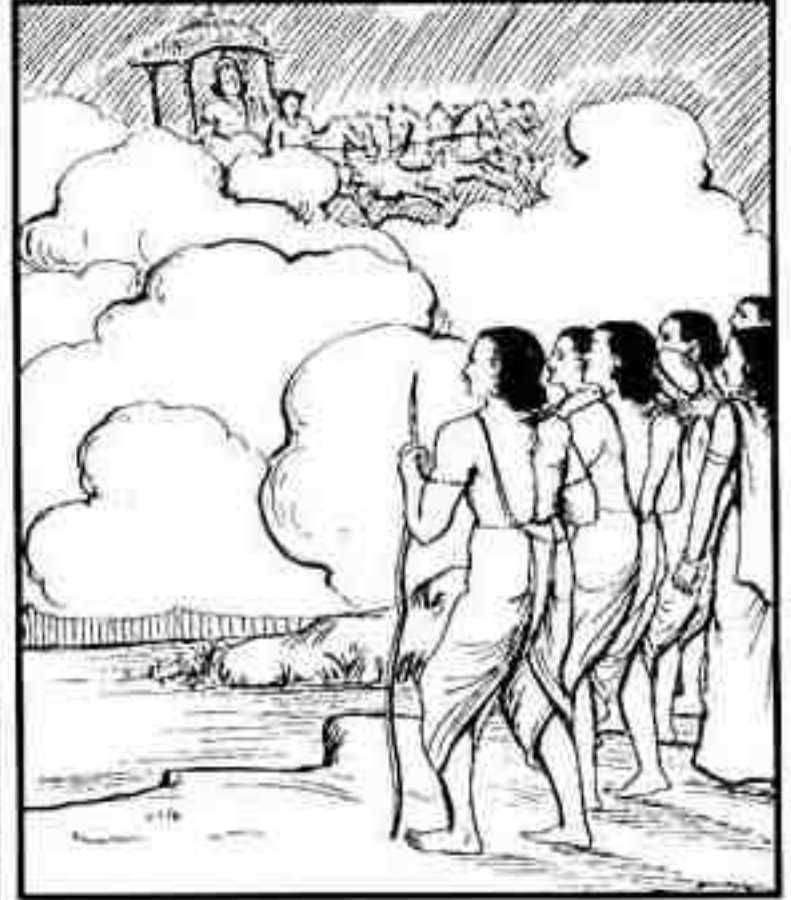
পৃথিবী শাসন করবে। এবার তোমরা কাম্যক বনে ফিরে যাও। অর্জুন অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে আমার সমস্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়, এখন এই ত্রিলোকে কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারবে না।' কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে গেলেন।

ইন্দ্র চলে গেলে ধর্মরাজ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভাই ! তুমি ইন্দ্রের দর্শন পেলে কী করে ? ভগবান শংকরের সঙ্গে কীভাবে সাক্ষাৎ হল ? সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা কীভাবে আয়ত্ত করলে ? শ্রীমহাদেবের আরাধনা কেমন করে করলে ?' ভগবান ইন্দ্র বলেছিলেন যে 'অর্জুন আমার প্রিয় কাজ করেছে', তুমি তাঁর কী প্রিয় কাজ করেছ ? সেইসব ঘটনা সবিস্তারে আমায় বলো।'

তাই শুনে অর্জুন বললেন—'মহারাজ ! আমার যেভাবে ইন্দ্র ও ভগবানের সাক্ষাৎ হয়েছে, তা শুনুন। আপনি আমাকে যে বিদ্যা প্রদান করেছিলেন, তার সাহায্যে আপনার নির্দেশে আমি তপস্যা করার জন্য বনে গিয়েছিলাম। কাম্যক বন থেকে রওনা হয়ে আমি ভৃগুতুঙ্গ পর্বতে গিয়ে তপস্যা আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু সেখানে

আমি মাত্র একটি রাতই ছিলাম। তারপর আমি হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে থাকি। হিমালয়ে একমাস শুধু কন্দ ও ফল আহার করেছিলাম, দ্বিতীয় মাসে শুধু জল এবং তৃতীয় মাস নিরাহারে ছিলাম। চতুর্থ মাসে আমি হাত ওপরে করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এতদ্ সত্ত্বেও বিচিত্র ব্যাপার হল যে, এতে আমার প্রাণত্যাগ হয়নি। পঞ্চম মাসে একদিন কাটার পরে এক শূকর এদিক ওদিক ঘুরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তার পিছন পিছন কিরাতবেশী এক ব্যক্তি আসে। তার হাতে ধনুর্বাণ ও তলোয়ার। তার পিছনে কয়েকজন নারীও ছিল। আমি তখন ধনুকে বাণ লাগিয়ে সেই শূকরটিকে মেরে দিলাম। তখনই সেই বিশালকৃতি ভীলও তার বিরাট ধনুক থেকে বাণ ছুঁড়ল, তাতে আমার মন একটু কেঁপে উঠেছিল। রাজন্ ! তারপর সে বলল—'এই শূকরটিকে আমি প্রথমে লক্ষ্য করেছি, তুমি শিকারের নিয়ম না মেনে তাকে কেন বধ করলে ? ঠিক আছে, এবার তুমি সাবধান হও, আমি এই ধারালো বাণ দিয়ে এখনই তোমার গর্ব চূর্ণ করে দেব।' এই বলে সেই বিরাটকায় ভীল পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আমাকে বাণ দিয়ে ঢেকে ফেলল, আমিও বাণ দ্বারা তাকে আচ্ছাদিত করে দিলাম। সেই সময় তার শত-সহস্রমূর্তি প্রকটিত হতে থাকল, আমি তাদের সকলের ওপরই বাণ ছুঁড়তে লাগলাম। পরে সে সব মূর্তি সংহত হয়ে একরূপে প্রকটিত হলে আমি তাকেও বাণ দ্বারা বিদ্ধ করি। এত বাণবর্ষা করাতেও যখন সে পরাজিত হল না, তখন আমি বায়ব্যাস্ত্র ছুঁড়লাম। কিন্তু তাতেও সে নিহত হল না, বায়ব্যাস্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই। তারপর আমি ক্রমশ তার ওপর স্থূণাকর্ণ, বারুণাস্ত্র, শরবর্ষাস্ত্র, শালভাস্ত্র এবং অশ্মবর্ষাস্ত্রও নিক্ষেপ করি, কিন্তু ভীল সে সবই ব্যর্থ করে। সব অস্ত্র ব্যর্থ হলে আমি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করি, তাতে প্রজ্বলিত বাণের আগুনে সমস্ত আচ্ছাদিত হয়েছিল। কিন্তু সেই মহাতেজস্বী ভীল সেই অগ্নি এক মুহূর্তে নির্বাপিত করে দিল। ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। তখন আমি ধনুক এবং দুই অক্ষয় তূণীর নিয়ে তাকে মারি, কিন্তু তাও কোনো কাজে এলো না। এইভাবে যখন সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হল তখন আমরা দুজন বাহুযুদ্ধে রত হলাম। বহু চেষ্টা করেও আমি তার সমকক্ষ হতে পারলাম না, বরং হতচেতন হয়ে আমি মাটির ওপর পড়ে গেলাম। তখন সে হাসতে হাসতে সেই স্ত্রীলোকগুলির সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাতে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

এই সব লীলার পর দেবাদিদেব মহাদেব কিরাতবেশ পরিত্যাগ করে নিজ দিব্যরূপে প্রকটিত হলেন। তাঁর কণ্ঠে সর্প, হাতে পিণাক ধনুক এবং সঙ্গে দেবী পার্বতী। আমি পূর্বের মতোই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু তিনি আমার কাছে এসে বললেন 'আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি।' তারপর আমার ধনুক ও তূণীর ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—'হে বীর ! এগুলি গ্রহণ করো। আমি তোমার ওপর প্রসন্ন ; তুমি বলো তোমার জন্য কী করব ? তোমার মনে যা আছে, বলো। অমরত্ব বাদ দিয়ে তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ করব।' আমার মনে অস্ত্রের ভাবনাই ছিল, তাই আমি হাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম করে বললাম—'ভগবান ! আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার মনে দেবতাদের দিব্য অস্ত্র পাবার এবং তার প্রয়োগ বিদ্যা জানার ইচ্ছা আছে এই বরই আমার অভীষ্ট।' ভগবান ত্রিলোচন তখন বললেন—'আচ্ছা, আমি এই বরই তোমায় দিচ্ছি। শীঘ্রই তুমি আমার পাশুপতাস্ত্র প্রাপ্ত হবে।' তারপর তিনি তাঁর পাশুপত অস্ত্র আমাকে দিলেন এবং বললেন—'তুমি এই অস্ত্র কখনো মানুষের ওপর প্রয়োগ করবে না, কারণ এটি অল্পবীর্য প্রাণীদের ওপর ছুঁড়লে, ত্রিলোক ভস্ম হয়ে যাবে। অতএব তুমি যখন অত্যন্ত পীড়িত হবে, তখনই এটি প্রয়োগ করবে। অথবা শত্রু নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে রোধ করতে চাইলে, এর প্রয়োগ করবে।' এইভাবে ভগবান শংকর প্রসন্ন হলে সমস্ত অস্ত্ররোধকারী এবং নিজে কোনো কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ার যে দিব্য অস্ত্র তা মূর্তিমান হয়ে আমার কাছে এলো। তারপর ভগবানের নির্দেশে আমি সেখানে বসলাম এবং তিনি সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন।

মহারাজ ! দেবাদিদেব শ্রীমহাদেবের কৃপায় আমি সেই রাত্রি আনন্দে অতিবাহিত করি। পরের দিন যখন দিন শেষ হচ্ছিল তখন সেই হিমালয়ের নীচে দিব্য, তাজা, সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল ; চতুর্দিকে দিব্য বাদ্য ধ্বনিত হতে লাগল এবং দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতি শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে শ্রেষ্ঠ ঘোড়ায় টানা এক অত্যন্ত সুসজ্জিত রথে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী সেখানে পদার্পণ করলেন। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক দেবতা এলেন। তারই মধ্যে আমি মহাঐশ্বর্যময় শ্রীকুবেরকে দেখতে পেলাম। তারপর আমি দেখলাম দক্ষিণ দিকে যমরাজ বিরাজমান, পূর্বদিকে ইন্দ্র অবস্থিত এবং পশ্চিমে মহারাজ বরুণ। রাজন্ ! তাঁরা আমাকে ধৈর্য ধরতে বললেন—'সব্যসাচী ! এখানে আমরা সব লোকপাল

উপস্থিত। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্যই তুমি দেবাদিদেবের দর্শন পেয়েছ। তুমি আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র গ্রহণ করো।' রাজন্! আমি তখন সকলকে অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রণাম করে তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত মহান্ অস্ত্র গ্রহণ করলাম। অস্ত্র নেওয়ার পর তাঁরা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং তাঁরাও নিজ নিজ ধামে চলে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর তেজোময় রথে উঠে আমাকে বললেন—'অর্জুন, তোমাকে স্বর্গে আসতে হবে। তুমি অনেক বার তীর্থে স্নান করেছ এবং কঠোর তপস্যাও করেছ। অতএব তোমাকে আসতে হবে। আমার নির্দেশে মাতলি তোমাকে স্বর্গে পৌঁছে দেবে।'

আমি তখন ইন্দ্রকে বললাম—'হে দেব! আপনি আমাকে কৃপা করুন, আমি অস্ত্রবিদ্যা শেখার জন্য আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই।' ইন্দ্র বললেন—'ভারত! তুমি আমার লোকে অবস্থান করে বায়ু, অগ্নি, বসু, বরুণ এবং মরুদ্গণ প্রমুখ সকলের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করো। এইভাবে সাধ্যগণ, ব্রহ্মা, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, বিষ্ণু এবং নিঋতি এবং আমার থেকেও অস্ত্র জ্ঞান লাভ করো।' আমাকে এই কথা বলে ইন্দ্র সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।'

—o—

## স্বর্গলোকে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির আলোচনা

অর্জুন বললেন—'রাজন্! তারপর দিব্য ঘোড়াযুক্ত ইন্দ্রের দিব্য এবং মায়াময় রথ নিয়ে মাতলি আমার কাছে এসে বললেন, 'দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।' তাই শুনে আমি পর্বতরাজ হিমালয়কে প্রদক্ষিণ করে তাঁর অনুমতি নিয়ে রথে আরোহণ করি। তারপর অশ্বচালনায় দক্ষ মাতলি সেই মন ও বায়ুর ন্যায় বেগবান ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মাতলি যখন লক্ষ্য করলেন যে, রথ চললেও আমি স্থির হয়ে বসে আছি তখন তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন—'আমি আজ এক বিচিত্র ব্যাপার দেখছি। ঘোড়া যখন রথ টানে তখন আমি দেবরাজকেও নড়তে দেখেছি, কিন্তু তুমি একেবারে স্থির হয়ে বসে আছ, তোমার এই নিষ্ঠা আমার কাছে ইন্দ্রের থেকেও বিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছে।' কথা বলতে বলতে মাতলি রথ আকাশের ওপরে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে দেবতাদের ভবন এবং বিমান দেখাতে লাগলেন। আরও কিছু এগিয়ে তিনি আমাকে দেবতাদের নন্দন বন এবং উপবন দেখালেন। তারপর ইন্দ্রের অমরাবতী দৃষ্টিগোচর হল। সেখানে সূর্যতাপ নেই এবং শীত, তাপ এবং শ্রমও নেই। সেখানে বার্ধক্যের কষ্ট নেই, কোথাও শোক, দৈন্য, ব্যাধি দেখা যায় না। সেখানকার অধিবাসীরা বিমানে বসে আকাশে বিচরণ করছিলেন। এইভাবে দেখতে দেখতে যখন আমি আরও এগোলাম তখন আমি বসু, রুদ্র, সাধ্য, পবন, আদিত্য এবং অশ্বিনীকুমারদের দর্শন পেলাম। আমি তাঁদের প্রণাম করলাম, তাঁরা আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন— 'তুমি বল, বীর্য, যশ, তেজ, অস্ত্র এবং যুদ্ধে বিজয় লাভ করো।'

তারপর আমি দেবতা ও গন্ধর্ব পূজিত অমরাবতী পুরীতে প্রবেশ করলাম এবং দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। ইন্দ্র আমাকে বসবার জন্য তাঁর অর্ধেক আসন ছেড়ে দিলেন। আমি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার সময় দেবতা ও গন্ধর্বের সঙ্গে বাস করতে থাকি। ওখানে থাকার সময় বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়।
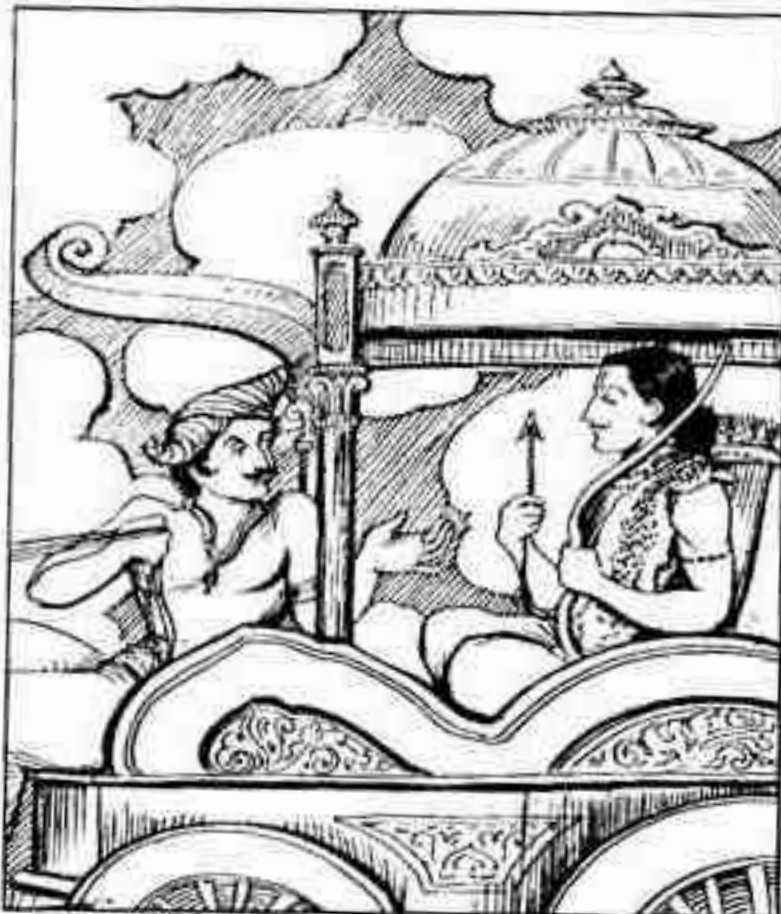
সে আমাকে সম্পূর্ণ গান্ধর্ব শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করে। ইন্দ্রভবনে থেকে আমি নানা প্রকার গীত ও বাদ্য শ্রবণ করি এবং অপ্সরাদের নৃত্য করতে দেখি। কিন্তু এগুলি অসার ভেবে আমি অস্ত্রশিক্ষাতেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করি। আমার এইভাব দেখে দেবরাজ ইন্দ্র আমার ওপর প্রসন্ন ছিলেন এবং আমিও স্বর্গে আনন্দে সময় কাটিয়েছি। আমার ওপর সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, অস্ত্রবিদ্যাতে আমি বেশ নিপুণতা অর্জন করেছি। ইন্দ্র একদিন আমাকে বললেন—'বৎস ! তোমাকে এখন আর দেবতারাও যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে না, মর্ত্যবাসীদের কথা আর কী বলব ? তুমি যুদ্ধে অতুলনীয়, অজেয় এবং অনুপম হবে। এমন কোনো বীর নেই যে যুদ্ধে তোমার সম্মুখীন হতে পারে। তুমি সর্বদা সতর্ক, কুশলী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণসেবী এবং শূরবীর। তুমি পনেরোটি অস্ত্রে সিদ্ধ হয়েছ এবং তার প্রয়োগ, উপসংহার, আবৃত্তি, প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রতিঘাত—এই পাঁচটি বিধিও ভালোভাবে জানো। অতএব হে শত্রুদমন ! এখন তোমার গুরুদক্ষিণা প্রদানের সময় এসেছে। নিবাতকবচ নামক দানব আমার শত্রু, সে সমুদ্রের মধ্যে দুর্গম স্থানে বাস করে। তার রূপ, বল, প্রভাব অসীম। তুমি তাকে বধ কর। তাহলেই তোমার গুরুদক্ষিণা প্রদান করা হবে।' ইন্দ্র এই কথা বলে আমাকে তাঁর অত্যন্ত প্রভাসম্পন্ন দিব্য রথ প্রদান করলেন। মাতলি ছিলেন তাঁর সারথি এবং তিনিও আমার মাথায় একটি উজ্জ্বল মুকুট পরালেন। এক অভেদ্য, সুন্দর কবচ পরিয়ে আমার গাণ্ডীব ধনুকে জ্যা পরালেন। সর্বপ্রকার যুদ্ধসামগ্রীতে সুসজ্জিত হয়ে আমি সেই রথে করে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রওনা হলাম। রথের ঘর্ঘর আওয়াজে দেবরাজ ইন্দ্র ভেবে সকলে আমার কাছে এলেন। সেখানে আমাকে দেখে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—'অর্জুন ! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?' আমি তাঁদের সব জানিয়ে বললাম—'আমি নিবাতকবচকে বধ করতে যাচ্ছি, আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি সফল হই।' তাঁরা প্রসন্ন হয়ে আমাকে বললেন—'এই রথে করে ইন্দ্র শম্বর, নমুচি, বল, বৃত্র এবং নরক

ইত্যাদি সহস্রাধিক দৈত্য জয় করেছেন ; অতএব হে কুন্তী-নন্দন ! এর সাহায্যে তুমিও নিবাতকবচকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে।'

—o—

## অর্জুনের নিবাতকবচদের সঙ্গে যুদ্ধের বর্ণনা

অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! পথে যেতে যেতেও স্থানে স্থানে মহর্ষিগণ আমার প্রশংসা করছিলেন। শেষে আমি সেই ভয়াবহ অর্থে সমুদ্রের কাছে পৌঁছে দেখলাম যে, পর্বতের ন্যায় উঁচু উঁচু ঢেউ উঠছে, কখনো তা তীরে আসছে আবার কখনো দুটো একসঙ্গে ভেঙে যাচ্ছে। হাজার হাজার মাছ, কচ্ছপ, তিমি এবং কুমীর সেই জলের মধ্যে খেলা করছে। সেই মহাসাগরের পাশেই দানব বহুল তাদের নগর দেখতে পেলাম। সেখানে পৌঁছে মাতলি রথ সেই নগরের দিকে চালিত করল। রথের শব্দে দানবরা ভয়ে কম্পিত হল। আমিও তখন খুশি হয়ে ধীরে ধীরে আমার দেবদত্ত শঙ্খ বাজাতে লাগলাম। সেই ধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সেই আওয়াজে অনেক বড় বড় জীব-জন্তু ভয় পেয়ে এদিক ওদিক লুকিয়ে পড়ল। বহু অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাজার হাজার নিবাতকবচ দৈত্য নগরের বাইরে বেরিয়ে

এল। তারা নানাপ্রকার ভীষণ আওয়াজ করে বাজনা বাজাতে লাগল। নিবাতকবচদের সঙ্গে আমার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে সেখানে অনেক মুনি, ঋষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ হাজির হলেন। আমার বিজয়লাভের জন্য তাঁরা মধুর স্বরে আমার প্রশংসা করতে লাগলেন।

দানবরা আমার ওপর গদা, শক্তি, শূল বৃষ্টি করতে লাগল, সেগুলি আমার রথের ওপর পড়তে লাগল। আমি বহু দানবকে ধরাশায়ী করলাম, ছোট ছোট অস্ত্রের সাহায্যে আমি হাজার হাজার অসুর বধ করলাম। এদিকে ঘোড়া এবং রথের চাকার আঘাতেও অনেক রাক্ষস মারা পড়ল, অনেকে পালিয়ে গেল। কিছু নিবাতকবচ সাহস করে বাণ বৃষ্টি করে আমাকে আটকাবার চেষ্টা করল। তখন আমি ব্রহ্মাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করে হাজার হাজার বাণ ছুঁড়ে তাদের নির্মূল করে দিলাম। সেই দৈত্যদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ থেকে এমন রক্ত প্রবাহ বাহিত হল যেন বর্ষাঋতুতে পর্বতের চূড়া থেকে জলধারা বইছে।

রাজন্ ! তারপর সবদিক থেকে বড় বড় পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারা আমাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ করে তুলেছিল, তখন আমি ইন্দ্রাস্ত্রের সাহায্যে বজ্রের ন্যায় বেগবান বাণ ছুঁড়ে তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলাম। এতে তারা পাথর ছোঁড়া বন্ধ করে বিশাল জলপ্রবাহ সৃষ্টি করল। ইন্দ্র আমাকে বিশোষণ নামের এক দীপ্তিশালী দিব্যাস্ত্র দিয়েছিলেন। সেটি প্রয়োগ করায় সমস্ত জল শুষ্ক হয়ে যায়। তারপর দানবরা মায়া দ্বারা অগ্নি ও বায়ু নিক্ষেপ করতে থাকে। আমি তৎক্ষণাৎ বরুণাস্ত্রের সাহায্যে অগ্নি নির্বাপিত করি এবং শৈলাস্ত্রের সাহায্যে বায়ু রোধ করি। এতে একে একে সমস্ত দানব অদৃশ্য হয়ে যায় এবং অন্তর্ধানী মায়াতে আমি প্রত্যক্ষ না থেকেও আমার ওপর অস্ত্র চালাতে থাকে, আমিও অদৃশ্যাস্ত্রের সাহায্যে তার মোকাবিলা করি, গাণ্ডীব ধনুক থেকে ছোঁড়া বাণ দিয়ে তাদের মাথা কেটে ফেলি। যখন এইভাবে আমি তাদের সংহার করতে থাকি তখন তারা মায়া সংহত করে নগরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। দৈত্যরা চলে যাওয়ার পর দেখলাম সেখানে হাজার হাজার দানব মরে পড়ে আছে। এত লাশ পড়েছিল যে ঘোড়ার পা রাখার জায়গা ছিল না, তাই ঘোড়া জমি থেকে আকাশে উঠে পড়ল। কিন্তু নিবাতকবচরা অদৃশ্যরূপে আবার পাথর বৃষ্টি করে আকাশ ঢেকে ফেলল। এতে ঘোড়ার গতি রুদ্ধ হওয়ায় আমি বড় বিরক্ত হলাম। তখন আমাকে মাতলি বললেন—'অর্জুন, বিরক্ত হয়ো না, বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করো।' মাতলির কথা শুনে আমি দেবরাজের প্রিয় অস্ত্র বজ্র নিক্ষেপ করলাম। তারপর এক নির্জন স্থানে বসে গাণ্ডীবকে অভিমন্ত্রিত করে আমি লৌহ নির্মিত বজ্রসম তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করি। সেই বজ্রতুল্য বাণগুলির বেগে আহত হয়ে সেই পর্বতের ন্যায় বিশালাকায় দৈত্য একে অপরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়তে লাগল। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, ভীষণ সংগ্রাম হওয়া সত্ত্বেও রথ, মাতলি অথবা ঘোড়াগুলির কোনো প্রকার ক্ষতি হয়নি।

মাতলি তখন হেসে আমাকে বললেন—'অর্জুন ! মনে হচ্ছে তোমার মতো পরাক্রম তো কোনো দেবতারও নেই।' নিবাতকবচ দৈত্যরা সব মারা গেলে নগরে তাদের পত্নীদের কান্না শোনা যেতে লাগল। আমি মাতলিকে নিয়ে নগরে গেলাম। রথের আওয়াজ শুনে তারা ভয় পেয়ে দলে দলে পালিয়ে যেতে লাগল। সেই নগর অমরাবতীর চেয়েও সুন্দর। সেই সুন্দর নগর দেখে আমি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করলাম—'এত সুন্দর নগরে দেবতারা বাস করেন না কেন ? আমার তো একে ইন্দ্রপুরীর থেকেও সুন্দর বলে মনে হচ্ছে।' মাতলি বললেন—'এই নগর আগে আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রেরই ছিল, তারপর নিবাতকবচ দৈত্যরা দেবতাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। কথিত আছে, পূর্বকালে মহাতপস্যা করে দানবরা ভগবান ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে নিজেদের থাকার এই স্থান এবং যুদ্ধে দেবতাদের সঙ্গে জয়ী হওয়ার পর বর প্রার্থনা করে। ইন্দ্র তখন ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা জানান যে 'ভগবান ! আমাদের হিতের জন্য আপনিই এদের সংহার করুন।' তখন ব্রহ্মা বলেন—'ইন্দ্র ! বিধাতার বিধান হল অন্য দেহ দ্বারা তুমিই এর নাশ করবে।' তাই এদের বধ করার জন্য ইন্দ্র তোমাকেই তাঁর অস্ত্র দিয়েছেন। তুমি যে অসুরদের সংহার করেছ, দেবতারা তাঁদের মারতে সক্ষম নন কারণ তুমি ইন্দ্রের অংশ বিশেষ, তাই এ কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব হয়েছে।'

এইভাবে দানবদের বধ করে সেই নগরে শান্তি স্থাপন করে আমি মাতলির সঙ্গে আবার দেবলোকে ফিরে গেলাম।'

———০———

# অর্জুনের সঙ্গে কালিকেয় এবং পৌলোমোর যুদ্ধ এবং স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা

অর্জুন বললেন—'ফেরার সময় পথে আমি এক দিব্য নগরী দেখতে পেলাম। সেই নগরী অত্যন্ত বিস্তৃত এবং অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন। সেটিকে যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। এতেও দৈত্যরা বাস করত। সেই বিচিত্র নগরী দেখে আমি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করলাম 'এই বিচিত্র মনোরম স্থানটি কার ?' মাতলি বললেন—'পুলোমা এবং কালিকা নামে দুই দানবী ছিল। তারা সহস্র দিব্য বছর ধরে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিল। তপস্যার শেষে ব্রহ্মা যখন প্রসন্ন হয়ে তাঁদের বর প্রার্থনা করতে বললেন, তারা বলল আমাদের পুত্ররা যেন কোনো কষ্ট না পায়, দেবতা, রাক্ষস বা নাগ—কেউ যেন তাদের মারতে না পারে এবং তাদের থাকার জন্য এক অতি রমণীয়, প্রকাশশীল এবং আকাশচারী নগর প্রয়োজন। তখন ব্রহ্মা কালিকার পুত্রদের জন্য সর্বভাবে সুসজ্জিত, দেবতাদের অজেয়, সর্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগে পূর্ণ রোগ-শোক রহিত এই নগর তৈরি করেন। একে মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ, অসুর বা রাক্ষস—কেউই জয় করে নিতে পারে না। এই নগরী আকাশে বিচরণ করে। এতে কালিকা এবং পুলমার পুত্ররাই থাকে। তারা সর্বপ্রকার উদ্বেগ ও চিন্তার থেকে দূরে থেকে অত্যন্ত আনন্দে এখানে বাস করে। কোনো দেবতাই এদের পরাজিত করতে পারে না। ব্রহ্মা এদের মৃত্যু মানুষের ওপরই ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং তুমি বজ্রদ্বারা এই দুর্জয় মহাবলী দৈত্যদের শেষ করে দাও।'

আমি খুশি হয়ে মাতলিকে বললাম—'আপনি আমাকে এখনই ওই নগরীতে নিয়ে চলুন। যে দুষ্টরা দেবরাজের সঙ্গে বিদ্রোহ করে, তাদের আমি এখনই ছারখার করে দেব।' মাতলি তৎক্ষণাৎ আমাকে সেই সুবর্ণময় নগরীর কাছে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেখেই দৈত্যরা কবচ পরে, রথে চড়ে আমাকে আক্রমণ করল এবং ক্রোধান্বিত হয়ে নানা অস্ত্র প্রয়োগ করল। আমি আমার অস্ত্রবিদ্যার সাহায্যে তাদের অস্ত্রবর্ষণ রোধ করলাম এবং সকলকে মায়াজালে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলাম, যার ফলে তারা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। তাদের এই অবস্থাতেই আমি বাণ ছুঁড়ে তাদের অনেকের মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলাম। এই অবস্থায় তারা আবার নগরে ঢুকে পড়ল এবং মায়ার সাহায্যে নগরীকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন দিব্যাস্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শরদ্বারা আমি দৈত্যসহ সেই নগরীকে ঘিরে ফেললাম। আমার নিক্ষিপ্ত লৌহবাণের আঘাতে সেই দৈত্যনগরী পৃথিবীর বুকে এসে পড়ল।

তখন তারা যুদ্ধ করার জন্য ষাটহাজার রথীসহ চারদিক থেকে আমাকে আক্রমণ করল। আমি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাদের সব নষ্ট করে দিলাম। একটু পরেই আবার সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আর একদল আক্রমণ করল। তখন আমি দেখলাম যে, সাধারণ অস্ত্রের দ্বারা এদের পরাস্ত করা কঠিন, তাই ধীরে ধীরে দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু এই দৈত্যরা অত্যন্ত কুশলী যোদ্ধা, তারা আমার দিব্যাস্ত্রও কেটে ফেলতে লাগল। আমি তখন দেবাদিদেব মহাদেবের শরণ নিয়ে 'সর্বপ্রাণীর কল্যাণ হোক' বলে তাঁর প্রসিদ্ধ পাশুপতাস্ত্র গাণ্ডীবে চড়ালাম। তারপর মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে দৈত্যদের বধ করার জন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করলাম। তার প্রচণ্ড আঘাতে দৈত্যরা ধ্বংস হয়ে গেল। রাজন্ ! এইভাবে একমুহূর্তে আমি তাদের শেষ করলাম।

সেই দিব্যাভরণভূষিত দৈত্যদের দিব্যাস্ত্রের প্রভাবে নাশ হতে দেখে মাতলি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হাত জোড় করে আমাকে বললেন—'এই আকাশচারী নগর দেবতা ও দৈত্য সবার পক্ষেই অজেয় ছিল, স্বয়ং দেবরাজও এদের পরাজিত করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু বীর ! তুমি তোমার পরাক্রম ও তপোবলে আজ এদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছ।' সেই আকাশচারী নগর ধ্বংস হওয়ায় এবং দানবদের মৃত্যু হওয়ায় তাদের পত্নীরা চিৎকার করতে করতে নগরের বাইরে এলো। তারা শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগল এবং ক্রমশ নগরটি গন্ধর্ব নগরের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমি খুব তৃপ্ত হলাম। তারপর সারথি আমাকে রণভূমি থেকে ইন্দ্রের রাজভবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে মাতলি হিরণ্য নগরের পতন, দানবী মায়ার নাশ এবং রণদুর্মদ নিবাতকবচ বধ ইত্যাদি বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শোনালেন। সব শুনে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং মধুর স্বরে বললেন, 'পার্থ ! তুমি দেবতা এবং অসুরদের থেকেও বড় কাজ করেছ। আমার

শত্রুদের বধ করে তুমি গুরুদক্ষিণাও দিয়েছ। এখন দেবতা, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, গন্ধর্ব, পক্ষী ও নাগ—সবার কাছেই তুমি যুদ্ধে অজেয় হয়েছ। সুতরাং তোমার বাহুবলে জয়লাভ করে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির পৃথিবীতে নিষ্কণ্টকভাবে বহুদিন রাজত্ব করবেন।' তুমি যে সকল দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছ, তাতে ভূমণ্ডলে কোনো যোদ্ধা তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। পুত্র ! তুমি যখন রণভূমিতে যাবে তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি বা অন্য কেউই তোমার যুদ্ধকলার সমকক্ষ হতে পারবে না।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র আমার শরীর রক্ষাকারী এই দিব্য অভেদ্য কবচ ও স্বর্ণহার প্রদান করেন, সঙ্গে এই দেবদত্ত নামক শঙ্খ দিয়েছেন, যার আওয়াজ অত্যন্ত তীব্র। তিনি নিজ হাতে এই দিব্য কিরীটি আমার মস্তকে পরিয়ে দিয়েছেন, বহু সুন্দর বসন-ভূষণ তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন। ইন্দ্রের দ্বারা সম্মানিত হয়ে গন্ধর্বকুমারদের সঙ্গে আমি অত্যন্ত আনন্দে সেখানে ছিলাম। সেখানে পাঁচবছর অতিক্রান্ত হলে ইন্দ্র একদিন আমাকে বললেন—'অর্জুন, এবার তোমার ফিরে যাওয়ার সময় উপস্থিত। তোমার ভ্রাতারা তোমাকে স্মরণ করছে।' তাই আমি সেখান থেকে এই গন্ধমাদন পর্বতে এসে ভ্রাতাদের সঙ্গে আপনার দর্শন পেলাম।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ধনঞ্জয় ! এ আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে আরাধনা দ্বারা প্রসন্ন করে এইসব দিব্যাস্ত্র লাভ করেছ। দেবী পার্বতী ও ভগবান শংকরকে তুমি প্রত্যক্ষ করেছ এবং তোমার যুদ্ধকলায় তাঁকে সন্তুষ্ট করেছ—এ তো বড় আনন্দের কথা। তুমি লোকপালদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছ এবং কুশলপূর্বক ফিরে এসেছ, এতে আমি খুবই সুখী হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে যেন আমি সমগ্র পৃথিবী জিতে নিয়েছি এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পরাস্ত করেছি। অর্জুন ! আমাকে সেই দিব্যাস্ত্রগুলি দেখাও, যা দিয়ে তুমি নিবাতকবচদের বধ করেছ।'

যুধিষ্ঠিরের কথায় অর্জুন দেবগণ প্রদত্ত দিব্যাস্ত্র দেখাতে গেলেন। প্রথমে তিনি স্নান করে শুদ্ধ হলেন এবং অঙ্গে কান্তিমান দিব্য কবচ ধারণ করলেন। এক হাতে গাণ্ডীব অন্যহাতে দেবদত্ত শঙ্খ নিলেন। এইরূপ বেশে সুশোভিত হয়ে মহাবাহু অর্জুন দিব্যাস্ত্র দেখাতে লাগলেন। যখন সেই অস্ত্র প্রদর্শনী শুরু হল, পৃথিবী কেঁপে উঠল, নদী ও সমুদ্রে তুফান উঠল, পৃথিবী ফাটতে লাগল, বায়ু রুদ্ধ হল এবং সূর্যের কান্তি কমে গেল, আগুন নিভে গেল।

তখন সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, মহর্ষি, দেবর্ষি ও স্বর্গবাসী

দেবতারা এসে উপস্থিত হলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এবং ভগবান শংকরও সেখানে পদার্পণ করলেন। দেবতারা একমত হয়ে নারদকে অর্জুনের কাছে পাঠালেন। তিনি এসে বললেন—'অর্জুন, দাঁড়াও ! এখন দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ কোরো না। কোনো লক্ষ্য বিনা এর প্রয়োগ উচিত নয়। কোনো শত্রু লক্ষ্য হলেও, যতক্ষণ সে আঘাত না করে, ততক্ষণ তার ওপরও দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত নয়। এর ব্যর্থ প্রয়োগ করলে মহা অনর্থ হবে। তুমি যদি নিয়মানুসারে একে রক্ষা করো তাহলে এটি শক্তিশালী ও রক্ষাকারী হবে। ব্যর্থ প্রয়োগে এ ত্রিলোক নাশ করবে। আর কখনো এ কাজ কোরো না। যুধিষ্ঠির ! তুমিও এখন এসব দেখার ইচ্ছা ত্যাগ করো ; যুদ্ধে শত্রু সংহারের সময় অর্জুন যখন এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করবে, তখন তুমি এগুলি প্রত্যক্ষ করবে।'

নারদ যখন এইভাবে অর্জুনকে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে নিষেধ করলেন, তখন সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য প্রাণী, যারা যেখান থেকে এসেছিল, সবাই ফিরে গেল এবং পাণ্ডবরাও দ্রৌপদীকে নিয়ে আনন্দে বনে থাকতে লাগলেন।

—o—

## গন্ধমাদন পর্বত থেকে পাণ্ডবদের অন্যত্র গমন এবং দ্বৈতবনে প্রবেশ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—হে মুনিবর বৈশম্পায়ন ! মহারথী বীর অর্জুন অস্ত্রবিদ্যা লাভ করে ইন্দ্রভবন থেকে ফিরে এলেন, তারপরে পাণ্ডবরা কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—অর্জুন অস্ত্রবিদ্যা শিখে ইন্দ্রের ন্যায় মহাপরাক্রমী বীর হয়ে উঠলেন। সকল পাণ্ডব একসঙ্গে সেই বনে থেকে রমণীয় গন্ধমাদন পর্বতে বিচরণ করতে লাগলেন। সেই পর্বতে অতি সুন্দর একটি ভবন এবং নানা রমণীয় বৃক্ষাদি ছিল। কিরীটধারী অর্জুন হাতে ধনুক নিয়ে সেখানে ভ্রমণ করতেন এবং অস্ত্র সঞ্চালন অভ্যাস করতেন। কুবেরের অনুগ্রহে পাণ্ডবরা সেখানে থাকার সুন্দর বাসস্থান পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে তাঁরা সেখানে চার বছর কাটালেন কিন্তু তাঁদের কাছে এই সময়কাল মাত্র একটি রাত বলে মনে হচ্ছিল। এইভাবে দশবছর অতিক্রান্ত হল।

তখন একদিন ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে একান্তে বসে কোমলস্বরে নিজেদের হিতের কথা বললেন—'কুরুরাজ ! আমরা চাই যে, আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য হোক ; আমরা আপনার প্রিয় কাজ করতে চাই। আমাদের বনবাসের একাদশ বছর চলছে। আপনার আদেশ শিরোধার্য করে, কষ্টের কথা না ভেবে আমরা নির্ভয়ে বনে বিচরণ করছি। আমরা বিশ্বাস করি যে ওই দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন দুর্যোধনকে বিস্মিত করে আমরা অজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশতম বর্ষও অতিবাহিত করব। অজ্ঞাতবাস কাটিয়ে আমরা ওই নরাধমকে সংহার করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—ধর্ম ও তত্ত্বে অভিজ্ঞ মহাত্মা যুধিষ্ঠির যখন তাঁর ভ্রাতাদের কথা ভালোভাবে জেনে নিলেন, তখন তাঁরা কুবেরের নিবাসস্থল প্রদক্ষিণ করে, সেখানকার সমস্ত যক্ষ-রাক্ষসদের কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর সব ভ্রাতা এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে যে পথে এসেছিলেন, সেই পথে ফিরে চললেন। পথে যেখানে পর্বত বা ঝরনা আসত, ঘটোৎকচ সকলকে একসঙ্গে কাঁধে করে সেগুলি পার করে দিত। মহর্ষি লোমশ পাণ্ডবদের সেখান থেকে যেতে দেখে স্নেহশীল পিতা যেমন তাঁর পুত্রদের উপদেশ দেন, তেমনই সবাইকে সুন্দর উপদেশ দিলেন এবং স্বয়ং মনে মনে খুশি হয়ে দেবতাদের নিবাসস্থানে ফিরে গেলেন। রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণও তাঁদের সবাইকে নানা উপদেশ দিলেন। তারপর সেই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পবিত্র তীর্থ, মনোহর তপোবন এবং বড় বড় সরোবর দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন। তাঁরা কখনো রমণীয় বনের মধ্যে, কখনো নদীর তীরে, কখনো পর্বতের ছোট-বড় গুহায় রাত কাটাতেন। এইভাবে চলতে চলতে তাঁরা রাজা বৃষপর্বার অতি মনোরম আশ্রমে পৌঁছলেন। বৃষপর্বা তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। পাণ্ডবদের ক্লান্তি দূর হলে তাঁরা কেমন ভাবে গন্ধমাদন পর্বতে ছিলেন, সেইসব সমাচার সবিস্তারে জানালেন।

বৃষপর্বার আশ্রমে দেবতা এবং মহর্ষিগণ এসে বাস করতেন, ফলে সেই আশ্রম অত্যন্ত পবিত্র হয়ে গিয়েছিল। পাণ্ডবরাও সেখানে একরাত্রি থেকে পরদিন সকালে বদরিকাশ্রম তীর্থ বিশালা নগরীতে এলেন। ভগবান নর-নারায়ণের ক্ষেত্রে তাঁরা একমাস অত্যন্ত আনন্দে কাটালেন। তারপর যে পথ দিয়ে এসেছিলেন, সেখান দিয়ে কিরাতরাজ সুবাহুর রাজ্যের দিকে রওনা হলেন। চীন, তুষার, দরদ, কুলিন্দ দেশ, যেখানে মণিরত্নের খনি আছে, সেগুলি পেরিয়ে হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশ পার হয়ে তাঁরা রাজা সুবাহুর নগরে এলেন।

রাজা সুবাহু যখন শুনলেন যে, তাঁর রাজ্যে পাণ্ডবরা পদার্পণ করেছেন, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নগরের বাইরে থেকে তাঁদের স্বাগত জানিয়ে আহ্বান করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে সম্মান জানালেন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁরা রাজা সুবাহুর রাজ্যে একরাত কাটালেন। পরদিন সকালে ঘটোৎকচকে তাঁর অনুচর সহিত বিদায় জানালেন এবং সুবাহু প্রদত্ত রথ ও সারথি সমভিব্যাহারে পর্বতের

ওপর যমুনানদীর উৎস স্থানে পৌঁছলেন। বীর পাণ্ডবরা সেই পর্বতের ওপর বিশাখযূপ নামক বনে বাস করলেন।

সেখানে বসবাসকালে একদিন ভীম পর্বতের কন্দরে এক মহাবলী অজগরের কাছে গিয়ে পড়লেন, সে ছিল অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং মৃত্যুর ন্যায় ভয়ংকর। তাকে দেখে ভীম ভীত হলেন, তাঁর অন্তরাত্মা বিষাদে ভরে গেল। সেই অজগর ভীমের শরীর জড়িয়ে ধরল। ভীম ভয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন। সেইসময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরই সমুদ্র মধ্যে দ্বীপের ন্যায় তার রক্ষাকারী হন। তিনি সেই সাপের কবল থেকে ভীমকে রক্ষা করেন।

সেই সময় পাণ্ডবদের একাদশ বৎসর পূর্ণ হয়ে দ্বাদশ বর্ষ শুরু হচ্ছিল। তাই তাঁরা কোনো অন্য বনে ভ্রমণ করার জন্য চৈত্ররথের ন্যায় সুন্দর বন থেকে বার হয়ে এসে মরুভূমির কাছে সরস্বতী নদীর তীরে দ্বৈতবনে পৌঁছলেন। সেখানে দ্বৈত নামে এক অতি সুন্দর সরোবর ছিল।

—— o ——

## ভীমের সর্প কবলিত হওয়া এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক মহাসর্পের প্রশ্নের উত্তর প্রদান

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! ভীম তো দশ হাজার হাতির সমান বলীয়ান এবং ভয়ানক পরাক্রমী ছিলেন, তিনি কেন অজগরকে এত ভয় পেলেন ? যিনি কুবেরকেও যুদ্ধে আহ্বান করেন, সেই শত্রুহন্তা ভীমকে আপনি সর্পের ভয়ে ভীত বলছেন ? এ তো অতি আশ্চর্য ব্যাপার, আমার সব ঘটনা জানার জন্য খুব উৎকণ্ঠা হচ্ছে, আপনি কৃপা করে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যখন পাণ্ডবরা মহর্ষি বৃষপর্বার আশ্রমে এসে সেখানকার নানাপ্রকার আশ্চর্যজনক ঘটনাযুক্ত বনে বাস করেন, এটি তখনকার কথা। একদিন ভীম বনের শোভা দেখার জন্য আশ্রমের বাইরে যান। তখন তাঁর কোমরে তলোয়ার ও হাতে ধনুক ছিল। ভীম পথে যেতে যেতে এক বিশালকায় অজগর দেখতে পান, সে এক পর্বত কন্দরে পড়েছিল। তার পর্বতের ন্যায় বিশাল দেহে সমস্ত গুহা বন্ধ হয়েছিল, তাকে দেখলেই শরীর ভয়ে শিহরিত হয়। তার গাত্রবর্ণ হলুদ, মুখ পর্বত গুহার ন্যায় বিশাল, তাতে চারটি লম্বা লম্বা দাঁত। তার লাল চোখ দিয়ে যেন আগুন বৃষ্টি হচ্ছে। সে বারবার জিভ বার করে মুখ চাটছিল। সেই অজগর কালের ন্যায় বিকট এবং সকল প্রাণীর ভীতি উদ্রেককারী। তার নিঃশ্বাসে যে শব্দ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সে যেন সব প্রাণীকে তাই দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করছিল।

ভীমকে হঠাৎ নিজের কাছে পেয়ে সেই মহাসর্প অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল এবং সবলে ভীমের দুই বাহু সমেত শরীরকে জড়িয়ে ধরল। শাপের প্রভাবে অজগর ভীমকে স্পর্শ করতেই তাঁর চেতনা লুপ্ত হল। যদিও তাঁর হাতে দশ হাজার হাতির বল, তবুও সাপের কবলে পড়ে তিনি কাবু হয়ে পড়লেন এবং মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করতে লাগলেন ; কিন্তু অজগর এমনভাবে ধরেছে যে তিনি নড়তেও পারলেন না। ভীমের জিজ্ঞাসার উত্তরে অজগর তার পূর্বজন্মের

পরিচয় দিল এবং শাপ ও বরপ্রদানের কথাও জানাল। ভীম বহু অনুনয় বিনয় করলেও সাপের কবল থেকে মুক্তি পেলেন না।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির নানা অমঙ্গলসূচক ঘটনায় ভয় পেলেন। তাঁদের আশ্রমের দক্ষিণ বনে ভীষণ আগুন লাগে এবং তাতে ভয় পেয়ে শৃগালী অমঙ্গলসূচক স্বরে চিৎকার করতে থাকে। ভীষণ বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে এবং তার সঙ্গে বালি ও কাঁকর বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বাঁ হাত কম্পিত হতে লাগল। এই সব দুর্লক্ষণ দেখে বুদ্ধিমান রাজা যুধিষ্ঠির বুঝে গেলেন যে, তাঁদের কোনো মহাভয় উপস্থিত হয়েছে।

তিনি দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভীম কোথায় ?' দ্রৌপদী বললেন—'তিনি তো অনেকক্ষণ বনে গেছেন !' তাই শুনে যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধৌম্য ঋষিকে নিয়ে ভীমের অনুসন্ধানে বেরোলেন। অর্জুনকে দ্রৌপদীর রক্ষার কার্য সমর্পণ করলেন এবং নকুল-সহদেবকে ব্রাহ্মণদের সেবায় নিযুক্ত করলেন। ভীমের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তিনি বনে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি পর্বতের দুর্গম প্রদেশে গিয়ে দেখলেন এক বিশাল অজগর ভীমকে জড়িয়ে ধরেছে এবং ভীম নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছেন।

তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে ধর্মরাজ বললেন—'ভীম ! বীরমাতা কুন্তীর পুত্র হয়ে তুমি এই বিপদে কী করে পড়লে ? এই পর্বতকায় অজগর কে ?'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজকে দেখে ভীম কী করে সাপের কবলে পড়লেন এবং নিশ্চেষ্ট হয়ে গেলেন ইত্যাদি সব জানালেন এবং পরে বললেন—'ভ্রাতা ! এই মহাবলী সাপ আমাকে খাওয়ার জন্য ধরে রেখেছে।'

যুধিষ্ঠির সর্পকে বললেন—'আয়ুষ্মন্ ! তুমি আমার এই অনন্ত পরাক্রমী ভাইকে ছেড়ে দাও। তোমার ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য আমি তোমাকে অন্য আহার দেব।'

সর্প বলল—'এই রাজকুমার আমার কাছে এসে স্বয়ং আহার হয়েছে। তুমি এখান থেকে চলে যাও, এখানে থাকলে ভালো হবে না, যদি থাক তাহলে কাল তুমিও আমার আহার হবে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সর্পরাজ ! তুমি কী কোনো দেবতা, না দৈত্য নাকি সত্যই সর্প ? সত্য বলো, তোমাকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করছে ! ভুজঙ্গম্ ! ঠিক করে বলো, এমন কোনো বস্তু কী আছে যা পেয়ে অথবা জেনে তুমি প্রসন্ন হবে ? কী পেলে তুমি ভীমকে ছেড়ে দেবে ?'

সর্প বলল—'পূর্ব জন্মে আমি তোমার পূর্বপুরুষ নহুষ নামক রাজা ছিলাম। চন্দ্রের পঞ্চম বংশধর, যিনি আয়ু নামের রাজা ছিলেন, আমি তাঁরই পুত্র। আমি অনেক যজ্ঞ ও স্বাধ্যায় করেছিলাম এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করেছিলাম। এই সব সৎকর্মের দ্বারা এবং নিজ পরাক্রমেও আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য লাভ করেছিলাম, সেইসব ঐশ্বর্য পেয়ে আমার অহংকার বৃদ্ধি হয়। আমি মদোন্মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের অপমান করেছিলাম, তাতে কুপিত হয়ে মহর্ষি অগস্ত্য আমার এই অবস্থা করেন। তাঁর কৃপাতেই আমার পূর্বজন্মের স্মৃতি লুপ্ত হয়নি। ঋষির শাপেই দিনের ষষ্ঠ ভাগে তোমার ভাইকে আমি খাদ্যরূপে পেয়েছি ; সুতরাং আমি একে ছাড়ব না এবং এর পরিবর্তে অন্য কোনো খাদ্যও নেব না। তবে একটা কথা, যদি তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের এখনই উত্তর দাও, তাহলে তোমার ভাইকে অবশ্যই ছেড়ে দেব।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সর্প ! তোমার যা ইচ্ছা প্রশ্ন করো। যদি সম্ভব হয়, তাহলে তোমার প্রসন্নতার জন্য আমি অবশ্যই সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'

সর্প প্রশ্ন করল—'রাজা যুধিষ্ঠির ! বলো, ব্রাহ্মণ

কে ? আর জানবার যোগ্য তত্ত্ব কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'নাগরাজ, শোনো। যাঁর মধ্যে সত্য, দান, ক্ষমা, সুশীলতা, কোমলতা, তপস্যা, দয়া—এই সব সদ্গুণ দেখা যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ, স্মৃতির এই হল সিদ্ধান্ত। আর জানার যোগ্য তত্ত্ব সেই পরব্রহ্মই, যিনি সুখ-দুঃখের অতীত এবং যেখানে গেলে বা যাঁ জানলে মানুষ শোক পার হয়ে যায়।'

সর্প বলল—'যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্ম ও সত্য চার বর্ণের জন্য হিতকর তথা প্রমাণভূত এবং বেদে কথিত সত্য, দান, ক্রোধ এবং ক্রূরতা না থাকা, অহিংসা, দয়া ইত্যাদি সদ্গুণ তো শূদ্রদের মধ্যেও দেখা যায় ; তাহলে তোমার মতে এদেরও ব্রাহ্মণ বলা যেতে পারে। তাছাড়াও, তুমি যে দুঃখ ও শোকের অতীত জানার যোগ্য পদ বলেছ, তাতেও আমার আপত্তি আছে। আমার বিচারে সুখ ও দুঃখ রহিত কোনো অন্য পদ নেই-ই।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যদি শূদ্রের মধ্যে সত্য ইত্যাদি উপরিউক্ত লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে তা না থাকে, তাহলে সেই শূদ্র শূদ্র নয় এবং সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়। হে সর্প ! যার মধ্যে সত্য আদি লক্ষণ থাকে, তাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে জানবে, যার মধ্যে এগুলির অভাব তাকে 'শূদ্র' বলা উচিত। আর তুমি যে বললে সুখ-দুঃখ রহিত অন্য কোনো পদ নেই, তোমার এই মতও ঠিক। প্রকৃতপক্ষে যা অপ্রাপ্ত এবং কর্মদ্বারাই প্রাপ্ত হয়, এরকম পদ যাই হোক না কেন, সুখ-দুঃখ শূন্য নয়। কিন্তু যেমন শীতল জলে উষ্ণতা থাকে না এবং উষ্ণ স্বভাব অগ্নিতে জলের শীতলতা থাকে না, কারণ এদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে, তেমনই যা জানার যোগ্য পদ, যাতে অজ্ঞানের আবরণ দূরীভূত হয়ে নিজেকে অভিন্ন ভাবা হয়, তার কখনো কোথাও প্রকৃত সুখ-দুঃখের সঙ্গে সম্পর্ক হয় না।'

সর্প বলল—'রাজন্ ! তুমি যদি আচরণের সাহায্যেই ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা করো, তাহলে জাতি অনুসারে যদি কর্ম না করা হয় তাহলে তো সেই জাতির ধ্বংস অনিবার্য।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'আমার মতে মানুষের জাতির পরীক্ষা করা খুবই কঠিন। কারণ এখন বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে সংমিশ্রণ হচ্ছে। সকলেই বিভিন্ন জাতির নারী থেকে সন্তান উৎপাদন করছে। চলন-বলন, মৈথুনে প্রবৃত্তি, জন্ম-মৃত্যু-সব মানুষের মধ্যে একই প্রকারের দেখা যায়। এই সব বিষয়ে আর্ষ প্রমাণও পাওয়া যায়। 'যে যজামহে' এই শ্রুতিবাক্য জাতির নিশ্চিত নির্ধারণ না হওয়ার কারণেই 'যে আমরা যজ্ঞ করি'—সাধারণভাবে এরূপ নির্দেশ প্রদান করে। এতে 'যে' (যে) এই সর্বনামের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কোনো বিশেষণ প্রযুক্ত হয়নি। তাই যিনি তত্ত্বদর্শী বিদ্বান, তিনি শীল (সদাচার)কেই প্রাধান্য দেন। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন নাড়ী কর্তনের আগে তার জাতকর্ম-সংস্কার করা হয়। তখন মাকে সাবিত্রী ও পিতাকে আচার্য বলা হয়। যতক্ষণ শিশুর সংস্কার সাধন করে তাকে বেদের স্বাধ্যায় না করানো হয়, ততক্ষণ সে শূদ্রের সমান। জাতিবিষয়ক সন্দেহ হওয়ায় স্বায়ম্ভুব মনু এই নির্দেশ দিয়েছেন। বৈদিক সংস্কারের পরে বেদাধ্যয়ন করলেও যদি তার মধ্যে শীল ও সদাচার না পাওয়া যায়, তাহলে তার মধ্যে বর্ণসংকরতা প্রবল এরূপ স্থির করা হয়েছে। যার মধ্যে সংস্কারের সঙ্গে শীল ও সদাচারের পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে আমি আগেই ব্রাহ্মণ বলে জানিয়েছি।'

সর্প বলল—'যুধিষ্ঠির ! জ্ঞাতব্য সব কিছুই তুমি জান ; তুমি আমার প্রশ্নের যা উত্তর দিয়েছ, তা আমি ভালোভাবে শুনেছি। আমি আর এখন তোমার ভ্রাতা ভীমকে কীভাবে গলাধঃকরণ করব ?'

---

## যুধিষ্ঠির এবং সর্পের প্রশ্নোত্তর, নহুষের সর্পজন্মের ইতিহাস, ভীমের রক্ষা পাওয়া এবং নহুষের স্বর্গগমন

সর্পের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যুধিষ্ঠির সর্পকে প্রশ্ন করলেন—'সর্পরাজ ! তুমি সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ ; বলো, কোন্ কর্ম আচরণের দ্বারা সর্বোত্তম গতি লাভ করা যায় ?'

সর্প বলল—'ভারত ! এই বিষয়ে আমার অভিমত হল সৎপাত্রে দান করলে, সত্য ও প্রিয় বাক্য বললে এবং অহিংসাধর্মে তৎপর থাকলে মানুষের উত্তম গতি লাভ হয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দান ও সত্যের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ? অহিংসা ও প্রিয়ভাষণ—এর মধ্যে কার মহত্ত্ব বেশি এবং কার কম ?'

সর্প বলল—'রাজন্ ! দান, সত্য, অহিংসা এবং প্রিয়ভাষণ এগুলির গুরুত্ব বা লঘুত্ব কাজের মহত্ত্ব অনুসারে দেখা হয়। কোনো দানের দ্বারা সত্যের গুরুত্ব বেড়ে যায়, কোনো সত্য ভাষণ থেকে দান বড় হয়ে ওঠে। এইরূপই কোথাও প্রিয় বাক্য বলার চেয়ে অহিংসা অধিক গৌরবময় আবার কোথাও অহিংসার থেকে প্রিয়ভাষণের গুরুত্ব বেশি। এইরূপ এর গুরুত্ব-লঘুত্ব পরিস্থিতি অনুসারে হয়।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মৃত্যুকালে মানুষ তার দেহ পৃথিবীতেই ফেলে যায় তাহলে বিনা দেহে সে কী করে স্বর্গে যায় এবং কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল কী করে ভোগ করে ?'

সর্প বলল—'রাজন্ ! নিজ নিজ কর্ম অনুসারে জীবের তিনপ্রকার গতি হয়—স্বর্গলোক প্রাপ্তি, মনুষ্য যোনিতে জন্ম এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি যোনিতে জন্ম।[১] এই তিন প্রকারেরই গতি হয়। এদের মধ্যে যে সব জীব মনুষ্য প্রজাতিতে জন্ম নেয়, সে যদি আলস্য ও প্রমাদ ত্যাগ করে অহিংসা পালন করে দানাদি শুভকর্ম করে, তাহলে পুণ্যের আধিক্যে তার স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। এর বিপরীত হলে মনুষ্য অথবা পশু-পক্ষী হয়ে জন্মাতে হয়। কিন্তু পশু-পক্ষী জন্মে কিছু বিশেষত্ব আছে ; তা হল কাম- ক্রোধ-লোভ-হিংসায় রত থেকে যে জীব মানবত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়—মানুষ হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তারই তির্যগ প্রজাতিতে জন্ম হয়। তারপর সৎকর্মের আচরণ করার জন্য মনুষ্য জন্মের ফলে তার তির্যগযোনি থেকে উদ্ধার লাভ হয়। তারপর জগতের ভোগে বীতরাগ হলে তার মুক্তি হয়।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'সর্প ! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এর আধার কী, এগুলি যথার্থভাবে বর্ণনা করো। সব বিষয়কে তুমি একসঙ্গে কেন গ্রহণ করো না, এর রহস্যও বুঝিয়ে বলো।'

সর্প বলল—'রাজন্ ! যাকে লোক আত্মা বলে, তা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীররূপী আধার স্বীকার করায় বুদ্ধি ইত্যাদি অন্তঃকরণে যুক্ত হয় এবং সেই আধারস্থ আত্মাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানাপ্রকার ভোগ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন—সেগুলিই এই ভোগসাধনের করণ। হে ধর্মরাজ ! বিষয়াদির আধারভূত যে সব ইন্দ্রিয়, তাতে স্থিত মনের সাহায্যে এই জীবাত্মা বাহ্যবৃত্তি দ্বারা ক্রমশ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উপভোগ করে। বিষয়াদি উপভোগের সময় বুদ্ধির দ্বারা মন কোনো একটিই বিষয়ে সংযুক্ত হয় ; তাই একসঙ্গে তার দ্বারা নানাবিষয় গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যাকে আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা যুক্ত হলে 'ভোক্তা' বলে থাকি, সেটিই আত্মা বা অনাত্মার চিন্তায় ব্যাপৃত উত্তম-অধম বুদ্ধিকে রূপাদি বিষয়ের দিকে প্রেরণ করে। বুদ্ধির উত্তরকালেও বিদ্বান ব্যক্তিদের এক অনুভূতি হয়, যেখানে বুদ্ধির লয় ও উদয় স্পষ্ট জানা যায়। সেই জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ এবং সেটিই সবকিছুর আধার। রাজন্ ! এই হল ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে প্রকাশিত করার বিধি।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'হে সর্প ! আমাকে মন ও বুদ্ধির সঠিক লক্ষণ বলো। অধ্যাত্মশাস্ত্রের জ্ঞানীদের এটি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

সর্প বলল—'বুদ্ধিকে আশ্রিত বলে বুঝতে হবে। তাই সে নিজের অধিষ্ঠানভূত আত্মার কামনা করতে থাকে ; অন্যথায় আধার বিনা তার অস্তিত্ব নেই। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, মন তো আগেই উৎপন্ন হয়ে যায়। বুদ্ধি নিজে বাসনা সম্পন্ন নয়, মনকেই বাসনা সম্পন্ন বলে মনে করা হয়। মন ও বুদ্ধিতে এতটাই পার্থক্য। তুমিও এই বিষয়ে অবগত। এতে তোমার কী মত ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'হে বুদ্ধিমান ! তোমার বুদ্ধি অতি উত্তম। যা কিছু জ্ঞাতব্য, তুমি সবই জান ; তাহলে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছ ? তোমার এই দুর্গতি দেখে আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে। তুমি অনেক বড় বড় ভালো কাজ করেছ, স্বর্গবাস করেছ এবং সর্বজ্ঞ তো তুমি আছই, তাহলে কীসে মোহগ্রস্ত হয়ে তুমি ব্রাহ্মণদের অপমান করে বসলে ?'

সর্প বলল—'রাজন্ ! এই ধন ও সম্পত্তি বড় বড় বুদ্ধিমান ও শূরবীর মানুষদেরও মোহগ্রস্ত করে। আমার মনে হয় সুখ ও বিলাসে জীবন-যাপনে রত সকল ব্যক্তিই মোহগ্রস্ত হয়। সেইজন্যই আমিও ঐশ্বর্যের মোহে মদোন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এই মোহের জন্য যখন আমার অধঃপতন হয়েছিল, তখন আমার চেতনা হল, সেজন্য আমিও তোমাকে সচেতন করছি। মহারাজ ! আজ তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা

[১]এগুলিই ক্রমশঃ উর্ধ্বগতি, মধ্যগতি এবং অধোগতি নামে প্রসিদ্ধ।

বলায় আমার সেই কষ্টদায়ক অভিশাপ নিবৃত্ত হয়েছে। এখন আমি তোমাকে আমার পতনের ইতিহাস বলছি।

পূর্বে আমি যখন স্বর্গের রাজা ছিলাম দিব্য বিমানে চড়ে আকাশে বিচরণ করতাম, তখন অহংকারবশত আমি কাউকে গ্রাহ্য করতাম না। ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগ আদি যারা ত্রিলোকে বাস করত, সকলেই আমাকে করপ্রদান করত। রাজন্‌! সেই সময় আমার দৃষ্টিতে এত শক্তি ছিল যে যার দিকে আমি তাকাতাম, তারই তেজ হরণ করতাম। আমার অন্যায় এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, এক হাজার ব্রহ্মর্ষি আমার পাল্কী বহন করতেন। এই অত্যাচারে আমি রাজ্যলক্ষ্মী থেকে ভ্রষ্ট হই। মুনিবর অগস্ত্য যখন পালকী বহন করছিলেন, আমি তাঁকে লাথি মারি। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—'ওরে ও মূর্খ, তুই নীচে পড়ে যা।' তিনি একথা বলতেই আমার রাজচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল, আমি সেই সুন্দর বিমান থেকে নীচে পড়ে গেলাম। তখন আমার মনে হল যে আমি সাপ হয়ে নীচের দিকে মুখ করে পড়ছি। আমি তখন অগস্ত্য মুনির কাছে প্রার্থনা জানালাম—'ভগবান ! আমি ভুলবশত বিবেকশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য এই ভয়ংকর অপরাধ করে ফেলেছি, আপনি ক্ষমা করুন আর কৃপা করে এই শাপের অন্ত করে দিন।'

আমাকে নীচে পড়ে যেতে দেখে তাঁর হৃদয় দয়ার্দ্র হয়ে যায় এবং তিনি বললেন, 'রাজন্‌, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে এই শাপ থেকে মুক্ত করবেন। যখন তোমার এই অহংকার ও ঘোর পাপের ফল ক্ষীণ হয়ে যাবে, তখন তুমি আবার তোমার পুণ্যের ফল ফিরে পাবে।'

আমি তখন তাঁর তপস্যার মহাবল দেখে আশ্চর্য হলাম। মহারাজ ! তোমার ভাই মহাবলী ভীমকে গ্রহণ করো। আমি একে আঘাত করিনি। তোমাদের কল্যাণ হোক, এবার আমাকে বিদায় দাও ; আমি পুনরায় স্বর্গলোকে যাব।'

এই বলে রাজা নহুষ অজগর দেহ ত্যাগ করে দিব্য দেহ ধারণ করে স্বর্গলোকে পুনরায় গমন করলেন। ধর্মাত্মা

যুধিষ্ঠির ও ভ্রাতা ভীম এবং ধৌম্য মুনিকে সঙ্গে করে আশ্রমে ফিরে এলেন। সেখানে ব্রাহ্মণদের যুধিষ্ঠির এই সব ঘটনা জানালেন।

—o—

## কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডবরা যখন সরস্বতী নদীর তীরে বাস করছিলেন, সেই সময় সেখানে কার্তিকী পূর্ণিমা উপলক্ষে অনুষ্ঠান চলছিল। সেই অবকাশে পাণ্ডবগণ বড় বড় তপস্বীর সঙ্গে সরস্বতী তীর্থে পুণ্য কর্ম করলেন এবং কৃষ্ণ পক্ষ আরম্ভ হতেই তাঁরা ধৌম্য মুনিকে নিয়ে সারথি এবং সেবক সহ কাম্যক বনের দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছলে মুনিরা তাঁদের স্বাগত জানালেন এবং তাঁরা দ্রৌপদীসহ সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।

একদিন অর্জুনের প্রিয় মিত্র এক ব্রাহ্মণ খবর নিয়ে এলেন 'মহাবাহু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই এখানে পদার্পণ করবেন। ভগবান জেনেছেন যে আপনারা এই বনে এসেছেন। তিনি সর্বদাই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎসুক হয়ে থাকেন এবং আপনাদের কল্যাণের কথা ভাবেন। আর একটি শুভ সংবাদ হল যে স্বাধ্যায় এবং তপস্যারত কল্পান্তজীবী মহাতপস্বী মহাত্মা মার্কণ্ডেয় শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।'

সেই ব্রাহ্মণ যখন এই সব কথা বলছেন তখনই দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে রথে করে

সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা রথ থেকে নেমে আনন্দিত চিত্তে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং মহাবলী ভীমকে প্রণাম করে

পুরোহিত ধৌম্যের পূজা করলেন। তারপর নকুল ও সহদেব তাঁদের প্রণাম করলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করে দ্রৌপদীকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহধর্মিণী সত্যভামাও দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করলেন।

সেই সব শিষ্টাচার সমাপ্ত হলে পাণ্ডবরা দ্রৌপদী ও ধৌম্যমুনির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামাকে আন্তরিক আপ্যায়ন করলেন এবং তারপর সকলে একত্রে বসলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! রাজ্য প্রাপ্তির থেকেও ধর্মপালন শ্রেষ্ঠ বলে বলা হয়, ধর্মপ্রাপ্তির জন্যই শাস্ত্র তপস্যার উপদেশ দেয়। তুমি সত্যভাষণ এবং সরল ব্যবহারের দ্বারা ধর্মপালন করে ইহলোক ও পরলোকে বিজয় লাভ করেছ। কোনো কামনার জন্য নয়, তুমি নিষ্কামভাবে শুভকর্মের আচরণ করে থাক। কোনো কিছুর লোভেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করো না। সেইজন্যই তোমাকে ধর্মরাজ বলা হয়। তোমার মধ্যে দান, সত্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা, ধৈর্য—সবই বিদ্যমান। রাজ্য, ধন ও ভোগাদি প্রাপ্ত হয়েও তুমি এই সদ্গুণে সদা অবিচল। সুতরাং তোমার সমস্ত ইচ্ছাই যে পূর্ণ হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বললেন—'যাজ্ঞসেনি ! তোমার পুত্র অত্যন্ত সুশীল, ধনুর্বেদ শিক্ষায় তার খুব অনুরাগ। সে তার মিত্রদের সঙ্গে থেকে সর্বদাই সৎ ব্যক্তিদের আচরণ অনুকরণ করে। রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন যেমন অনিরুদ্ধ ও অভিমন্যুকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেয়, তোমার পুত্রও তেমনই প্রতিবিন্ধ্য প্রমুখ পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করে থাকে।'

দ্রৌপদীকে এইভাবে তাঁর পুত্রদের কুশল-সংবাদ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আবার ধর্মরাজকে বললেন—'রাজন্ ! দশার্হ, কুকুর এবং অন্ধক বংশের বীররা সর্বদা তোমার নির্দেশ পালন করবে এবং তুমি যা বলবে, ওরা তাই করবে। তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলেই দশার্হ বংশীয় যোদ্ধা তোমার শত্রুসেনাদের সংহার করবে। তারপর তুমি শোকরহিত হয়ে নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করবে।'

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির যখন কথাবার্তা বলছিলেন, তখন হাজার বছর আয়ুসম্পন্ন তপোবৃদ্ধ মহাত্মা মার্কণ্ডেয় তাঁদের দর্শন দিলেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় অজর-অমর। তিনি রূপবান এবং উদারগুণসম্পন্ন ; অত্যন্ত বৃদ্ধ হলেও তাঁকে দেখতে পঁচিশ বছরের যুবকের মতো। তিনি পদার্পণ করলে ভগবান
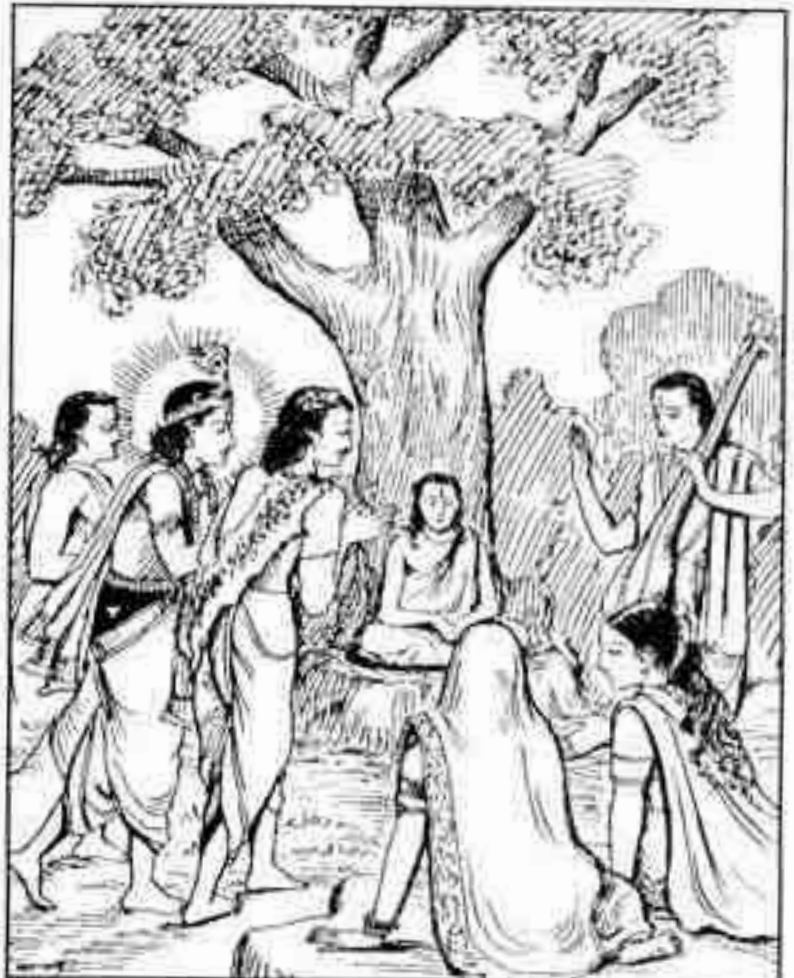
শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ এবং বনবাসী ব্রাহ্মণরা তাঁর পূজা করে তাঁকে সসম্মানে বসালেন। পাণ্ডবদের আতিথ্য স্বীকার করে মহর্ষি আসনে উপবেশন করলেন। সেইসময় দেবর্ষি নারদও সেখানে এসে পৌঁছলেন, পাণ্ডবরা তাঁকেও যথাযোগ্য সম্মান জানালেন। তারপর যুধিষ্ঠির কথাপ্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রশ্ন করলেন—'হে মুনিবর ! আপনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, দেবতা-দৈত্য-ঋষি-মহাত্মা এবং রাজর্ষি-সবার চরিত্র আপনি জানেন। তাই আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই। ধর্মপালন করেও যখন আমি নিজে সুখ থেকে বঞ্চিত হই আর দুরাচারে ব্যাপৃত দুর্যোধনাদিকে সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যশালী হতে দেখি তখন আমার মনে প্রায়শই প্রশ্ন আসে যে পুরুষ যেসব শুভ-অশুভ কর্মের আচরণ করে, তার ফল তারা কীভাবে ভোগ করে এবং ঈশ্বর কীভাবে কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন ? মানুষ কী কারণে সুখ বা দুঃখ পায় ?'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'রাজন্ ! তুমি একেবারে বাস্তব প্রশ্ন করেছ। এখানে জ্ঞাতব্য যা কিছু আছে, সেসব তুমি জান ; লোকমর্যাদা রক্ষার জন্যই তুমি আমাকে এসব জিজ্ঞাসা করছ। সুতরাং মানুষ ইহলোক বা পরলোকে যেমন করে সুখ-দুঃখ ভোগ করে সেই বিষয়ে বলছি, মন দিয়ে শোন। সর্বপ্রথম প্রজাপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তিনি জীবদের জন্য নির্মল ও বিশুদ্ধ শরীর গঠন করেন, সেই সঙ্গে শুদ্ধ ধর্মজ্ঞান উৎপন্নকারী উত্তম শাস্ত্র রচনা করেন। সেইসময় সকলেই উত্তম ব্রত পালন করত, তাদের সংকল্প কখনো ব্যর্থ হত না। তারা সদাই সত্যভাষণ করত। সব মানুষই ব্রহ্মভূত, পুণ্যাত্মা এবং দীর্ঘায়ু হত। সকলেই স্বচ্ছন্দে আকাশে বিচরণ করে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেত এবং পুনরায় নিজ ধামে ফিরে আসত। তারা নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী মারা যেত অথবা জীবিত থাকত। তাদের কোনো বাধা বা দুঃখ ছিল না এবং কোনো ভয়ও ছিল না। তারা উপদ্রব রহিত, পূর্ণকাম, সর্বধর্ম প্রত্যক্ষকারী, জিতেন্দ্রিয় এবং রাগ দ্বেষরহিত ছিল।

'তারপর কালের গতিতে মানুষের আকাশে বিচরণ বন্ধ হয়ে গেল, তারা পৃথিবীতেই বিচরণ করতে লাগল, কাম-ক্রোধ তাদের ওপর অধিকার কায়েম করল। তারা ছল-কপটের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল এবং লোভ ও মোহের বশীভূত হল। তাই শরীরের ওপর তাদের আর কোনো অধিকার থাকল না। নানাপ্রকার জন্ম নিয়ে তারা জন্ম-মরণের ক্লেশ ভোগ করতে লাগল। তাদের কামনা, সংকল্প এবং জ্ঞান—সবই নিষ্ফল হয়ে গেল। স্মরণশক্তি ক্ষীণ হল। একে অপরের ওপর সন্দেহ করে একে অন্যকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। এইভাবে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে পাপীরা তাদের কর্ম অনুসারে আয়ু ক্ষীণ করে ফেলে। হে কুন্তীনন্দন ! ইহজগতে মৃত্যুর পর জীবের গতি তার কর্ম অনুসারেই হয়ে থাকে। যমরাজের নির্দিষ্ট পাপ-পুণ্যকর্মের ফল জীব দূর করতে সক্ষম নয়। কোনো প্রাণী ইহলোকে সুখ পায় পরলোকে দুঃখ, কেউ পরলোকে সুখ পায়, ইহলোকে দুঃখ। কাউকে দুই লোকেই দুঃখ পেতে হয়, কেউবা দুই লোকেই সুখ পায়। যার অনেক অর্থ আছে, সে নিজ দেহকে নানাভাবে সাজিয়ে নিত্য আনন্দ লাভ করে। নিজ দেহ-সুখে আসক্ত সেই সব মানুষেরা কেবল ইহলোকেই সুখ পায় না, পরলোকে সুখভোগ করে। যারা ধর্ম আচরণ করে এবং ধর্মপূর্বক ধন উপার্জন করে সময়মত বিবাহ করে, যাগ-যজ্ঞ দ্বারা সেই ধনের সদ্ব্যবহার করে, তাদের কাছে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই সুখের স্থান। কিন্তু যেসব মূর্খ ব্যক্তি বিদ্যা, তপস্যা ও দান না করে বিষয়সুখে মত্ত থাকে তাদের জন্য ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও সুখ নেই। রাজা যুধিষ্ঠির ! তোমরা সকলেই অত্যন্ত পরাক্রমী এবং সত্যবাদী। দেবতাদের কার্য সিদ্ধ করার জন্যই তোমাদের সব ভাইয়ের জন্ম। তোমরা তপস্যা এবং সদাচারে সর্বদাই তৎপর এবং শূরবীর। ইহ জগতে বড় বড় মহত্বপূর্ণ কাজ করে তোমরা দেবতা ও ঋষিদের সন্তুষ্ট করবে এবং অন্তকালে উত্তম লোকে গমন করবে। তোমাদের এই বর্তমানের কষ্টে তোমরা কোনোরূপ দুঃখ কোরো না। এই দুঃখ তোমাদের ভবিষ্যতে সুখের কারণ হবে।'

———o———

# উত্তম ব্রাহ্মণদের মহত্ত্ব

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডুপুত্ররা তারপর মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে বললেন—'মুনিবর ! আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মহিমা শুনতে চাই, কৃপা করে তার বর্ণনা করুন।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়দের এক রাজকুমার, তাঁর নাম পরপুরঞ্জয়, যে অতি সুন্দর এবং বংশের মর্যাদাবৃদ্ধিকারী, একদিন বনে শিকারে গিয়েছিলেন। তৃণগুল্ম আচ্ছাদিত বনে বিচরণকালে রাজকুমার এক মুনিকে দেখতে পেলেন। যিনি কৃষ্ণ মৃগচর্ম পরিধান করে বসেছিলেন। তিনি তাঁকে কৃষ্ণ মৃগ মনে করে তীর দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করলেন। মুনিকে হত্যা করেছেন জানতে পেরে রাজকুমার অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন এবং শোকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তিনি হৈহয়বংশের ক্ষত্রিয়দের কাছে গিয়ে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিলেন। খবর পেয়ে তাঁরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং মুনি কার পুত্র তার খোঁজ করতে কশ্যপ নন্দন অরিষ্টনেমির আশ্রমে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা অরিষ্টনেমিকে প্রণাম করলেন, মুনি তাঁদের মধুপর্ক দিয়ে অতিথি সৎকার করলেন। তাতে তাঁরা বললেন—'মুনিবর ! আমরা আমাদের দুষ্কর্মের জন্য আপনার আতিথ্য পাওয়ার যোগ্য নই। আমরা এক ব্রাহ্মণকে বধ করেছি।'

ব্রহ্মর্ষি অরিষ্টনেমি বললেন—'আপনাদের দ্বারা কীভাবে ব্রাহ্মণ বধ হয়েছে ? ওই মৃত ব্রাহ্মণ কোথায় ?' তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে ক্ষত্রিয়রা মুনিবধের সমস্ত সংবাদ জানালেন এবং তাঁকে সেখানে নিয়ে এলেন যেখানে মুনির মৃতদেহ পড়ে ছিল ; কিন্তু তাঁরা সেখানে সেই দেহ পেলেন না।

তখন মুনি অরিষ্টনেমি পুরপুরঞ্জয়কে বললেন—'পুরপুরঞ্জয় ! এদিকে দেখ, এই সেই ব্রাহ্মণ যাকে তোমরা হত্যা করেছিলে, এ আমারই পুত্র, তপোবল যুক্ত।' মুনিকুমারকে জীবিত দেখে তাঁরা সকলে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'এ তো বড় আশ্চর্যের কথা, এই মৃত মুনি এখানে কী করে এলেন। ইনি কী করে জীবন ফিরে পেলেন ? এ কী তপস্যার ফল, যাতে ইনি পুনর্জীবিত হলেন ? বিপ্রবর, আমরা এর রহস্য জানতে চাই।'
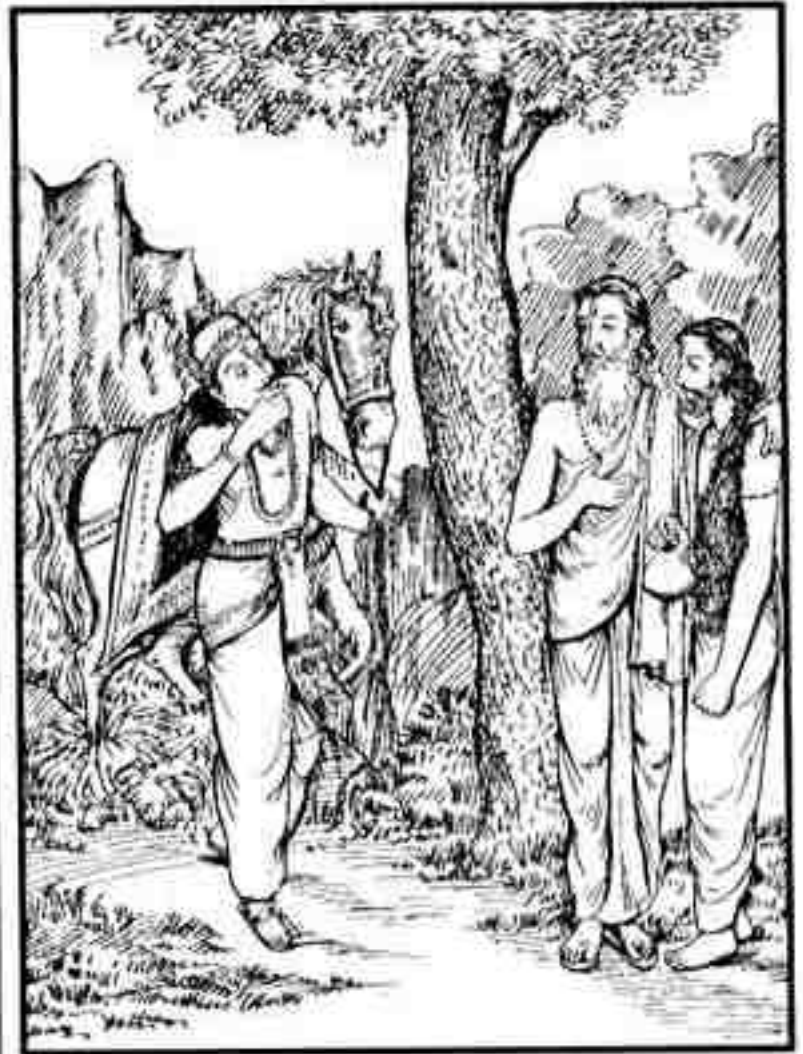
ব্রহ্মর্ষি তাঁদের বললেন—'রাজাগণ ! মৃত্যু আমাদের ওপর তার প্রভাব ফেলতে পারে না। তার কারণ আমি আপনাদের বলছি। আমরা সর্বদা সত্য কথা বলি এবং সর্বদা নিজ ধর্ম পালন করি। তাই আমাদের মৃত্যুভয় নেই। আমরা ব্রাহ্মণদের কুশলতা এবং তাঁদের শুভকর্মেরই চর্চা করি ; তাদের দোষ নিয়ে আলোচনা করি না। অতিথিদের আমরা অন্ন ও জলের দ্বারা তৃপ্ত করি ; আমরা যাদের পালন করি, তাদের পূর্ণ ভোজন করাই এবং যা উদ্বৃত্ত হয় পরে তাই গ্রহণ করি। আমরা সর্বদা শম, দম, ক্ষমা, তীর্থসেবন এবং দানে তৎপর থাকি ; পবিত্র স্থানে বাস করি। এইসব কারণেও আমাদের মৃত্যুভয় নেই। আমি আপনাদের সব সংক্ষেপে জানালাম। এবার আপনারা যেতে পারেন। ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে আপনাদের আর কোনো ভয় নেই।'

তাই শুনে হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়রা 'তাই হবে' বলে মহর্ষি অরিষ্টনেমিকে সম্মান ও পূজা করে প্রসন্ন মনে নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

—o—

# তার্ক্ষ্য-সরস্বতী সংবাদ

মার্কণ্ডেয়মুনি বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! মুনিবর তার্ক্ষ্য একবার দেবী সরস্বতীকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে দেবী যা বলেছিলেন, তা তোমাকে বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোন।'

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞেস করলেন—'ভদ্রে ! এই জগতে মানুষের মঙ্গলকারী বস্তু কী ? কীরূপ আচরণ করলে মানুষ ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয় না ? দেবী ! তুমি তার বর্ণনা করো, আমি তোমার নির্দেশ পালন করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তোমার উপদেশ গ্রহণ করলে আমি ধর্মচ্যুত হব না।'

দেবী সরস্বতী বললেন—'যে ব্যক্তি অকর্তব্য পরিত্যাগ করে পবিত্র ভাবে নিত্য স্বাধ্যায়—প্রণবমন্ত্র জপ করে এবং অর্চি ইত্যাদি পথে প্রাপ্তব্য সগুণ ব্রহ্মকে জেনে যায়, সেই দেবলোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং দেবতাদের সঙ্গে তার মিত্রভাব হয়। দানকারী ব্যক্তিও উত্তমলোক প্রাপ্ত হয়। বস্ত্র-দানকারী চন্দ্রলোকে যায়, স্বর্ণ প্রদানকারী দেবতা হয়। যে ব্যক্তি উত্তম দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করে, সে গাভীর গাত্রে যত রোম আছে, ততবছর পুণ্যভোগ করে। যে ব্যক্তি বস্ত্র, দ্রব্য, দক্ষিণা সহ কপিলা গাভী প্রদান করে, সেই গাভী কামধেনুরূপে এসে তার সমস্ত মনোস্কামনা পূর্ণ করে। গোদানকারী ব্যক্তি তার অধঃস্তন সাতপুরুষকে নরক থেকে রক্ষা করে। কাম-ক্রোধ ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছন্ন পতিত ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে পরিপূর্ণ নরকে পতিত মানুষকে এই গোদান রক্ষা করে। ব্রাহ্ম বিবাহ রীতিতে কন্যাদানকারী, ব্রাহ্মণকে জমি দানকারী এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে অন্য বস্তু প্রদানকারী ব্যক্তি ইন্দ্রলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি সদাচারী হয়ে নিয়মপূর্বক সাত বছর ধরে প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করে, সে তার পুণ্যকর্মের দ্বারা উপরোক্ত সাতপুরুষ এবং অধঃস্তন সাত পুরুষকে উদ্ধার করে।'

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞেস করলেন—'দেবী ! অগ্নিহোত্রের প্রাচীন নিয়ম কী ?'

দেবী সরস্বতী বললেন—'অপবিত্র অবস্থায় এবং হাত-পা না ধুয়ে হোম করা উচিত নয়। যে বেদপাঠ এবং তার অর্থ জানে না, অর্থ জেনেও যে ব্যক্তি সেরূপ আচরণ করে না, সে অগ্নিহোত্রের অধিকারী নয়। দেবগণ জানতে ইচ্ছুক যে মানুষ কী মনোভাব নিয়ে হোম করছে। তাঁরা পবিত্রতা চান, তাই তাঁরা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পূজা গ্রহণ করেন না। যারা বেদ

জানে না সেই অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিদের দেবতাদের জন্য হবিষ্য প্রদানের কাজে নিয়োগ করা উচিত নয় ; কারণ তাদের করা যজ্ঞ ব্যর্থ হয়ে যায়। অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিদের বেদে অপরিচিত বলা হয়েছে। মানুষ যেমন অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া অন্ন গ্রহণ করে না, তেমনই অশ্রোত্রিয় ব্যক্তি প্রদত্ত পূজা দেবতা গ্রহণ করেন না ; সুতরাং তার অগ্নিহোত্র করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি ধনাভিমান রহিত হয়ে সত্যব্রতপালন করে প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞের শেষে ভোজন করেন, তিনি পবিত্র সুগন্ধ ভরা পুণ্যলোকে গিয়ে পরম সত্য পরমাত্মাকে দর্শন করেন।'

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবী ! আমার বিচারে তুমি পরমাত্মস্বরূপে প্রবেশকারী ক্ষেত্রজ্ঞভূতা প্রজ্ঞা (ব্রহ্মবিদ্যা) এবং কর্মফল প্রকাশকারী উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি কে, আমি তাই জানতে চাই।'

দেবী সরস্বতী বললেন—'আমি পরাপর বিদ্যারূপা সরস্বতী। তোমার সংশয় দূর করার জন্যই আমি আবির্ভূতা হয়েছি। আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভক্তিতে আমার স্থিতি ; যেখানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকে সেখানেই আমি প্রকটিত হই।

তুমি সমীপস্থ বলে আমি তোমাকে এইসব তাত্ত্বিক বিষয় যথাবৎ বর্ণনা করলাম।'

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবী ! মুনিগণ যাকে পরম-কল্যাণ স্বরূপ বলে মনে করে ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ করেন এবং যে পরম মোক্ষস্বরূপে ধীর ব্যক্তিরা প্রবেশ করেন, সেই শোকরহিত পরম মোক্ষপদের বর্ণনা করো। কারণ যে পরম মোক্ষপদ সাংখ্যযোগী ও কর্মযোগী জানেন, সেই সনাতন মোক্ষতত্ত্ব আমি জানি না।'

দেবী সরস্বতী বললেন—'স্বাধ্যায়রূপ যোগে রত এবং তপকেই পরম ধনরূপে যে সকল যোগী মান্য করেন, তাঁরা ব্রত, পুণ্য ও যোগের দ্বারা যে পরমপদ লাভ করে শোকরহিত হয়ে মুক্ত হন, সেটিই হল পরাৎপর সনাতন ব্রহ্ম। বেদবেত্তাগণ সেই পরমপদ লাভ করেন। সেই পরমব্রহ্মে ব্রহ্মাণ্ডরূপী এক বিশাল বৃক্ষ আছে তা ভোগস্থানরূপী অনন্ত শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং শব্দাদি বিষয়রূপ পবিত্র সুগন্ধ-সম্পন্ন। সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষের মূল হল অবিদ্যা। অবিদ্যারূপী মূল থেকে ভোগবাসনাময়ী নিরন্তর প্রবহমানা অনন্ত নদী উৎপন্ন হয়। এই নদীগুলি উপর থেকে দেখলে রমণীয়, পবিত্র সুগন্ধ সম্পন্ন, মধুর ন্যায় মিষ্ট ও জলের ন্যায় তৃপ্তি প্রদানকারী বিষয়াদিতে বহমানা ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি ফল দিতে অসমর্থ, বহু ছিদ্রসম্পন্ন, মাংসের ন্যায় অপবিত্র, শুকনো পাতার মতো সারশূন্য। ক্ষীরের ন্যায় রুচিকর মনে হলেও তা চিত্তে মলিনতা উৎপন্ন করে। বালি কণার ন্যায় পরস্পরে বিচ্ছিন্ন এবং ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষশাখাগুলিতে অবস্থানকারী। হে মুনি ! ইন্দ্র, অগ্নি ও পবনাদি দেবগণ মরুদ্গণের সঙ্গে যে ব্রহ্মকে লাভ করার জন্য যজ্ঞ দ্বারা যাকে পূজা করেন, তাই হল আমার পরমপদ।'

—০—

# বৈবস্বত মনুর চরিত্র এবং মহামৎস্যের উপাখ্যান

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে অনুরোধ করলেন—'আপনি আমাদের বৈবস্বত মনুর চরিত্র বলুন।'

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—'রাজন্ ! বিবস্বান্ (সূর্য)-এর এক প্রতাপশালী পুত্র ছিলেন, যিনি প্রজাপতির ন্যায় কান্তিমান এবং একজন মহান ঋষি। বদরিকাশ্রমে গিয়ে তিনি দশ হাজার বছর ধরে একপায়ে দাঁড়িয়ে, দুই হাত তুলে তীব্র তপস্যা করেছিলেন। একদিন মনু গিরিণী নদীর তীরে যখন তপস্যা করছিলেন, তাঁর কাছে এক মৎস্য এসে বলল—'মহাত্মন্ ! আমি এক ক্ষুদ্র মৎস্য, এখানে আমি সর্বদা বৃহৎ মৎস্যদের ভয়ে থাকি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।'

বৈবস্বত মনুর এই মৎস্যের কথায় দয়া হল। তিনি তাকে নিয়ে একটি মাটির কলসে রেখে দিলেন। তাঁর সেই মৎস্যের ওপর পুত্রভাব এসেছিল। মনুর যত্নে সেই মৎস্য কলসের মধ্যে হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল। কিছুদিনের মধ্যেই সে অনেক বড় হয়ে গেল, কলসে থাকা কঠিন হয়ে উঠল।

একদিন সে মনুকে দেখে বলল—'মহারাজ ! আপনি আমাকে এবার এর থেকে ভালো অন্য কোনো জায়গা দিন।' তখন মনু তাকে সেখান থেকে বার করে এক বৃহৎ পুষ্করিণীতে রেখে দিলেন। সেই পুষ্করিণী দুই যোজন লম্বা,

এক যোজন চওড়া। সেখানেও সেই মৎস্য বহু বছর ধরে বৃদ্ধি পেতে লাগল, সে এত বেড়ে গেল যে তার বিশাল

শরীর সেই পুষ্করিণীতেও ধরে না। একদিন সে আবার মনুকে বলল—'ভগবান ! এবার আপনি আমাকে সমুদ্রের রানি গঙ্গাজলে দিয়ে দিন, সেখানে আমি আরামে থাকব। অথবা আপনি যা ভালো বোঝেন, সেখানেই আমাকে পৌঁছে দিন।'

মৎস্যের কথায় মনু তাঁকে গঙ্গাজলে ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল সে সেখান থেকে আরও বেড়ে গেল। একদিন সে মনুকে দেখে বলল—'ভগবান ! এখন আমি এত বৃদ্ধি পেয়েছি যে গঙ্গাতেও নড়াচড়া করতে পারি না। আপনি দয়া করে আমাকে সমুদ্রে নিয়ে চলুন।' তখন মনু তাঁকে গঙ্গা থেকে তুলে সমুদ্রের জলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলেন। সমুদ্রে ফেলার পর সেই মৎস্য হেসে মনুকে বলল—'তুমি আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করেছ। এখন পরিস্থিতি অনুসারে যা করণীয় তা মন দিয়ে বলছি, শোন। কিছুক্ষণ পরেই ভয়ানক প্রলয় উপস্থিত হবে। সমগ্র জগৎ নিমজ্জিত হবার উপক্রম হবে, সুতরাং একটি সুদৃঢ় নৌকা তৈরি কর এবং সেটিতে মজবুত দড়ি বাঁধ এবং সপ্তর্ষিদের নিয়ে তাতে আরোহণ কর। সর্বপ্রকার অন্ন এবং ঔষধির বীজ পৃথকভাবে সংগ্রহ করে সেগুলি নৌকায় সুরক্ষিত রাখো এবং নৌকায় বসে আমার প্রতীক্ষা করো। সময় মতো আমি শৃঙ্গযুক্ত মহামৎস্য-রূপে হাজির হব, তাতে তুমি আমাকে চিনে নিও। এখন আমি যাচ্ছি।'

সেই মৎস্যের কথা অনুযায়ী মনু সর্বপ্রকার বীজ নিয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন এবং উত্তাল তরঙ্গে সমুদ্রে দোল খেতে লাগলেন। তিনি সেই মহামৎস্যকে স্মরণ করলেন, তাঁকে চিন্তিত দেখে শৃঙ্গধারী মহামৎস্য নৌকার কাছে এলো। মনু তাঁর দড়ির ফাঁস মৎস্যের শৃঙ্গে বাঁধলেন। মৎস্য তখন অত্যন্ত বেগে নৌকাকে টানতে লাগল। নৌকার ওপরে সকলে বসেছিল, সমুদ্রে তখন বড় বড় ঢেউ উঠছিল এবং প্রলয়কালীন হাওয়ার বেগে নৌকা টলমল করছিল। সেই সময় কোনো দিক্ বা স্থলভূমি দেখা যাচ্ছিল না। আকাশ ও পৃথিবী সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। শুধু মনু, সপ্তর্ষি আর মৎস্য—এদেরই দেখা যাচ্ছিল। এইভাবে সেই মৎস্য বহুবর্ষ ধরে সেই নৌকাকে সাবধানে টানতে লাগল।

তারপর সে নৌকাকে টেনে হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ার কাছে নিয়ে গেল এবং নৌকায় উপবিষ্ট ঋষিদের ডেকে

বলল—'হিমালয়ের শিখরে এই নৌকা বেঁধে দাও, দেরী করো না।' তাই শুনে ঋষিরা তাড়াতাড়ি সেই হিমালয়ের শিখরে নৌকা বেঁধে ফেললেন। আজও হিমালয়ের সেই শিখর 'নৌকাবন্ধন' নামে বিখ্যাত। তারপর মহামৎস্য তাঁদের মঙ্গলের জন্য বলল—'আমি ভগবান প্রজাপতি, আমার অতীত অন্য কোনো কিছুই নেই। আমি মৎস্যরূপ ধারণ করে তোমাদের এই মহাসংকট থেকে রক্ষা করেছি। এখন মনুর কর্তব্য হল দেবতা, অসুর, মানুষ ও সমস্ত প্রজার, সব লোকের এবং সমস্ত চরাচর প্রাণীর সৃষ্টি করা। জগৎ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ইনি তপস্যাদ্বারা প্রাপ্ত হবেন এবং আমার কৃপায় প্রজাসৃষ্টির সময় মোহগ্রস্ত হবেন না।'

মহামৎস্য এই বলে অন্তর্ধান হয়ে গেল। তারপর যখন মনুর সৃষ্টির ইচ্ছা প্রবল হল তখন তিনি ভীষণ তপস্যা করে শক্তি লাভ করলেন এবং প্রজা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। সর্বপ্রথমে তিনি কল্পের সমান প্রজা উৎপন্ন করলেন। হে যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে সেই প্রাচীন মৎস্য উপাখ্যানের বর্ণনা করলাম।'

—o—

## শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এবং সহস্রযুগের অন্তে ভাবী প্রলয়ের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—মৎস্যোপাখ্যান শোনার পর যুধিষ্ঠির আবার মুনিবর মার্কণ্ডেয়কে বললেন—'হে মহামুনি! আপনি হাজার হাজার যুগের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া অনেক মহাপ্রলয় দেখেছেন। এই জগতে আপনার মতো দীর্ঘায়ু ব্যক্তি আর কেউ নেই। ভগবান নারায়ণের পার্ষদদের মধ্যে আপনি বিখ্যাত, পরলোকে সর্বত্র আপনার মহিমা গীত হয়। আপনি ব্রহ্ম উপলব্ধির স্থানভূত হৃদয়কমল কর্ণিকাকে যোগকলায় উদ্‌ঘাটন করে বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে বিশ্বরচয়িতা ভগবানের অনেক বার সাক্ষাৎলাভ করেছেন। তাই প্রত্যেককে বধ করে যে মৃত্যু এবং সকলের শরীর ক্ষীণ করে যে বৃদ্ধাবস্থা তা আপনাকে স্পর্শ করে না। মহাপ্রলয়ের সময় যখন সূর্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ইত্যাদি কোনো কিছুরই কোনো চিহ্নের অবশেষ থাকে না, সমস্ত চরাচর জলমগ্ন হয়ে যায়, স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, অসুর, সর্প আদি ধ্বংস হয়ে যায়, সেই সময় পদ্মপত্রে শায়িত সর্বভূতেশ্বর ব্রহ্মার কাছে থেকে কেবলমাত্র আপনিই তাঁর উপাসনা করেন। বিপ্রবর! সমস্ত পূর্বকালীন ইতিহাস আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, বহুবার অনুভবও করেছেন। সমস্ত জগতে এমন কোনো বস্তু নেই, যা আপনার অজ্ঞাত। সুতরাং আমি আপনার থেকে সমস্ত জগতের মূল কথা শুনতে চাই।'

মুনিবর মার্কণ্ডেয় বললেন—'রাজন্! আমি স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মাকে প্রণাম জানিয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আমাদের নিকটে উপবিষ্ট এই যে পীতাম্বরধারী জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই এই জগতের সৃষ্টি ও সংহারকারী, ইনিই সমস্ত ভূতের অন্তর্যামী এবং সেগুলির সৃষ্টিকর্তা। ইনি পরম পবিত্র, অচিন্ত্য এবং আশ্চর্যময় তত্ত্ব। ইনি সকলের কর্তা, এঁর কোনো কর্তা নেই। পুরুষার্থ প্রাপ্তিতেও ইনিই কারণ। অন্তর্যামীরূপে ইনি সকলকে জানেন, বেদও এঁকে জানে না। সমস্ত জগতের প্রলয় হওয়ার পরে এই আদিভূত পরমেশ্বর থেকেই সম্পূর্ণ আশ্চর্যময় জগত ইন্দ্রজালের ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয়।

চার হাজার দিব্য বর্ষে এক সত্যযুগ হয়, চার শত বর্ষ তাঁর সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের হয়। এইরূপ মোট আটচল্লিশ শত দিব্য বর্ষ সময়কাল হল সত্যযুগের। তিন হাজার দিব্য বর্ষে ত্রেতাযুগ হয়ে থাকে, এবং তিন-তিনশত দিব্য বর্ষ তার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের হয়ে থাকে। এইভাবে এই যুগ ছত্রিশশত দিব্য বর্ষের হয়। দ্বাপরের দুহাজার দিব্য বর্ষ এবং দুই শত দিব্য বর্ষ তার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের। অতএব সব মিলিয়ে দ্বাপরের কাল হল চব্বিশশত দিব্য বর্ষ। এই ভাবে বারো হাজার দিব্য বর্ষে এক চতুর্যুগী হয়। এক হাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। সমস্ত জগত ব্রহ্মার এক দিন পর্যন্ত অবস্থান করে, দিন সমাপ্ত হয়ে রাত্রির আগমনে এটি লোপ হয়। তাকেই বলা বিশ্বপ্রলয়।

সত্য যুগের সমাপ্তিতে যখন কিছুসময় অবশেষ থাকে, সেই সময় কলিযুগের অন্তিম ভাগে প্রায় সকল মানুষই মিথ্যাবাদী হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের কর্ম করে, শূদ্র বৈশ্যের ন্যায় ধন সংগ্রহে ব্যাপৃত হয় অথবা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় জীবিকা নির্বাহ করে। ব্রাহ্মণ যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দণ্ড, মৃগচর্ম ইত্যাদি পরিত্যাগ করে ভক্ষ্য-অভক্ষ্য বিচার ছেড়ে সব কিছু ভক্ষণ করতে আরম্ভ করে এবং জপ থেকে দূরে সরে যায় এবং শূদ্র গায়ত্রী জপ করতে থাকে।

মানুষের আচার-ব্যবহার যখন এইরূপ বিপরীত হয়ে যায় তখন প্রলয়ের পূর্বরূপ আরম্ভ হয়ে যায়। পৃথিবীতে ম্লেচ্ছদের রাজত্ব শুরু হয়। মহাপাপী এবং মিথ্যাবাদী, আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন এবং আভীর জাতির লোকরা রাজা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য বর্ণের কর্ম করতে থাকে। সকলেরই আয়ু, বল, বীর্য ও পরাক্রম কম হতে থাকে। মানুষ খর্বকায়, কদাকার হতে থাকে, তাদের বাক্যে সত্যের অংশ খুব কম থাকে। সেইসময় নারীরাও খর্বকায় ও বহুসন্তান উৎপন্নকারী হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে শীল ও সদাচার থাকে না। গ্রামে গ্রামে অন্ন বিক্রয় হয়, ব্রাহ্মণ ধর্মগ্রন্থ বিক্রয় করে, স্ত্রীলোকে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করে, গাভীর দুগ্ধ কমতে থাকে, বৃক্ষাদিতে ফলফুল কম হয়। বৃক্ষাদিতে সুন্দর পাখির পরিবর্তে কাক-চিল বাসা বাঁধে।

ব্রাহ্মণরা লোভের বশবর্তী হয়ে পাপাচারী রাজাদের থেকেও দক্ষিণা গ্রহণ করে, মিথ্যা ধর্মভাব দেখায়, ভিক্ষার ছুতোয় চারদিকে চুরি করে বেড়ায়। গৃহস্থরা নানাপ্রকার করের বৃদ্ধির ফলে নিরুপায় হয়ে অন্যায়ভাবে ধন আহরণ করে। ব্রাহ্মণ মুনির ভেক ধারণ করে বৈশ্যবৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, মদ্যপান করে এবং পরস্ত্রীর সঙ্গে

ব্যভিচার করে। শরীরে যাতে রক্ত-মাংস বৃদ্ধি পায় সেরূপ দুর্বল কর্মই করে, দুর্বল হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা ব্রত বা তপস্যার কথা ভাবে না। এই সময় সময়মতো বৃষ্টি হয় না এবং বীজও ভালোমতো বপন করা যায় না। ক্রেতাকে ওজনে কম দিয়ে, সঠিক ওজনের দাম নেয়। ব্যবসায়ীরা কপটাচারী হয়। রাজন্ ! কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস করে গচ্ছিত বস্তু কারো কাছে রাখলে পাপী নির্লজ্জ ব্যক্তি সেই ধন আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে।

স্ত্রীলোকরা পতিকে ছলনা করে নীচলোকের সঙ্গে ব্যভিচার করে। বীরপুরুষদের পত্নীরাও তাদের স্বামীকে পরিত্যাগ করে অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবে যখন সহস্র যুগ পূর্ণ হয়ে আসে তখন বহুবছর ধরে বৃষ্টি বন্ধ হতে থাকে, তার ফলে দুর্বল প্রাণীরা ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে মারা যায়। তার পরে সূর্যের তাপ খুব বৃদ্ধি পায় ; সূর্য তখন নদী ও সমুদ্রের জলও শুষ্ক করে দেয়। সেইসময় তৃণ, কাষ্ঠ অথবা অন্য যে কোনো পদার্থ দেখা যায় সবই ভস্মের রূপ ধারণ করে। তারপরে সংবর্তক নামের প্রলয়কালীন অগ্নি বায়ুর সাহায্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবী ভেদ করে সেই অগ্নি রসাতল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তার ফলে দেবতা, দানব এবং যক্ষরা মহাভয় পান। সেই অগ্নি নাগলোককে ভস্ম করে পৃথিবীর নীচে যা কিছু থাকে, মুহূর্তের মধ্যে তা নষ্ট করে দেয়। তারপর এই অশুভ বায়ু এবং অগ্নি দেবতা-অসুর-গন্ধর্ব-যক্ষ-সর্প-রাক্ষস ইত্যাদি সহ সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করে ফেলে।

তারপর আকাশে মেঘের ঘনঘোর ঘটা দেখা যায়, ভীষণ গর্জন করে বিদ্যুৎ ঝলক দেয় এবং এমন বৃষ্টি শুরু হয় যে সেই ভয়ানক অগ্নিও নিভে যায়। বারো বছর ধরে সেই মেঘ বর্ষণ করে। তাতে সমুদ্র সীমা ছাড়ায়, পাথরে ফাটল ধরে এবং পৃথিবী জলমগ্ন হয়। তারপর হাওয়ার বেগে সেই মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হয়। তারপরে ব্রহ্মা সেই প্রচণ্ড পবনকে পান করে একার্ণবের জলে শয়ন করেন। সেইসময় দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস এবং চরাচরের সমস্ত প্রাণী নাশ হয়ে যায়। শুধুমাত্র আমিই সেই একার্ণবের তরঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই।'

---

## মার্কণ্ডেয় মুনির বালমুকুন্দ দর্শন এবং তাঁর মহিমা বর্ণন

মার্কণ্ডেয় বললেন—'রাজা যুধিষ্ঠির ! কোনো এক সময়ের কথা, আমি যখন একার্ণবের জলে সতর্কতা সহকারে বহুক্ষণ ধরে সাঁতার কেটে বহুদূর গিয়ে দেখলাম, বিশ্রাম নেওয়ারও কোনো স্থান নেই। তখন সেই জলরাশিতে আমি এক সুন্দর বিশাল বটবৃক্ষ দেখলাম। তার বিস্তৃত শাখায় এক নয়নাভিরাম শ্যামসুন্দর বালক উপবিষ্ট ছিল। পদ্মের মতো তার সুন্দর কোমল মুখ, বিশাল নেত্র। রাজন্, তাকে দেখে আমি খুব অবাক হলাম, ভাবতে লাগলাম সমস্ত পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে গেছে, তাহলে এই বালক কোথা থেকে এলো ? অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—আমি তিন কালই জানি। তা সত্ত্বেও আমি আমার তপোবলের সাহায্যে ভালোভাবে ধ্যান করেও সেই বালককে চিনতে পারলাম না। সেই বালক, যার গাত্রবর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় শ্যামসুন্দর এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস শোভায়মান, তখন আমার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে বললেন—'মার্কণ্ডেয় ! আমি জানি তুমি খুব পরিশ্রান্ত, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। সুতরাং হে মুনিবর, তোমাকে কৃপা করে আমি এই নিবাস দিচ্ছি।'

বালক এই কথা বলায় আমার দীর্ঘ জীবন এবং মনুষ্য শরীরের ওপর বড় খেদ জন্মাল। এর মধ্যে বালকটি মুখব্যাদান করল এবং দৈবযোগে অবশ হয়ে আমি তার মধ্যে প্রবেশ করে তার উদরে ঢুকে পড়লাম। সেখানে সমস্ত রাজ্য ও নগরে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী দেখতে পেলাম। আমি সেখানে গঙ্গা, যমুনা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, নর্মদা, কাবেরী ইত্যাদি নদীগুলি দেখলাম এবং রত্ন ও জলজন্তুপূর্ণ সমুদ্র, সূর্য, চন্দ্রে শোভমান আকাশ ও পৃথিবীর নানা-বন-উপবনও দেখলাম। সেখানে আমি বর্ণাশ্রম-ধর্মও যথারীতি পালন হতে দেখেছি। ব্রাহ্মণরা যজন-যাজন করছিলেন, ক্ষত্রিয় রাজা সকল বর্ণের প্রজাদের মনোরঞ্জন করছিলেন—সকলকে সুখী ও প্রসন্ন করছিলেন, বৈশ্যরা চাষ-বাস ও ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন এবং শূদ্ররা তিনজাতির সেবায় ব্যাপৃত। তারপর সেই মহাত্মার উদরের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে এগিয়ে গেলে হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, শ্বেতগিরি, গন্ধমাদন, মন্দরাচল, নীলগিরি, মেরু, বিন্ধ্যাচল, মলয়, পারিযাত্র ইত্যাদি যত পর্বত আছে, সব আমি দেখতে পেলাম। এদিক-ওদিক বিচরণকালে আমি ইন্দ্রাদি দেবতা, রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, গন্ধর্ব, যক্ষ, ঋষি এবং দৈত্য-দানব

সমূহকে দেখলাম। কত আর বলব, এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখা যায়, সেই বালকের উদরে আমি সবই দেখতে পেলাম। আমি প্রত্যেকদিন ফলাহার করে ঘুরে বেড়াতাম। এইভাবে একশত বছর আমি বিচরণ করলাম, কিন্তু কখনো তাঁর শরীরের অন্ত দেখতে পেলাম না। শেষে আমি কায়মনোবাক্যে সেই বরদায়ক দিব্য বালকেরই শরণ গ্রহণ করি। তখন তিনি সহসা মুখ খোলেন আর আমি বায়ুর ন্যায় বেগে তাঁর মুখের বাইরে এসে পড়ি। দেখলাম, সেই অমিত তেজস্বী বালক আগের মতোই জগৎ চরাচরকে নিজ উদরে নিয়ে সেই বটবৃক্ষের শাখায় শায়িত আছেন। আমাকে দেখে মহাকান্তিসম্পন্ন পীতাম্বরধারী বালক প্রসন্ন হাস্যে আমাকে বললেন—'মার্কণ্ডেয় ! তুমি আমার শরীরে বিশ্রাম করেছ তো ? তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে ?'

সেই অতুলনীয় তেজস্বী বালকের অসীম প্রভাব দেখে আমি তাঁর রক্তবর্ণ পদতলে কোমল অঙ্গুলী সুশোভিত দুই সুন্দর চরণে মস্তক ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। তারপর বিনয়াবনত হয়ে কাছে গিয়ে সর্বভূতাত্মআত্মা কমলনয়ন ভগবানকে দর্শন করে তাঁকে বললাম, 'ভগবান ! আমি আপনার শরীরে প্রবেশ করে সমস্ত জগৎ চরাচর দর্শন করেছি। প্রভু, আপনি এই বিরাট বিশ্বকে উদরে ধারণ করে বালক বেশ ধরে কেন বিরাজ করছেন ? সমগ্র জগৎ আপনার উদরে অবস্থিত কেন ? কতদিন আপনি এইরূপে

এখানে থাকবেন ?'

আমার প্রার্থনা শুনে বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব পরমেশ্বর আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'বিপ্রবর ! দেবতারাও আমার স্বরূপ ঠিকমতো জানেন না ; তোমার প্রতি প্রেমে আমি তোমাকে জানাচ্ছি, কীভাবে আমি এই জগৎ সৃষ্টি করেছি। তুমি পিতৃভক্ত এবং মহান ব্রহ্মচর্য পালন করেছ, এতদ্‌ব্যতীত তুমি আমার শরণাগত। তাই তুমি আমার স্বরূপ দর্শন করেছ। পূর্বকালে আমি জলের নাম রেখেছিলাম 'নারা', সেই 'নারা' হল আমার 'অয়ন' বা বাসস্থান, তাই আমি 'নারায়ণ' নামে খ্যাত। আমি সকলের উৎপত্তির কারণ, সনাতন এবং অবিনাশী। সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহারকর্তা আমিই এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কুবের, শিব, সোম, প্রজাপতি কশ্যপ, ধাতা, বিধাতা এবং যজ্ঞও আমিই।

অগ্নি আমার মুখ, পৃথিবী চরণ, চন্দ্র ও সূর্য নেত্র, দ্যুলোক আমার মস্তক, আকাশ এবং দশদিক আমার কান। আমার ঘর্ম থেকে জল উৎপন্ন হয়েছে। বায়ু আমার মনে অবস্থিত। পূর্বকালে পৃথিবী যখন জলে মগ্ন হয়েছিল, আমিই বরাহরূপ ধারণ করে তাকে জল থেকে বার করে আনি। ব্রাহ্মণ আমার মুখ, ক্ষত্রিয় আমার দুই বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র হল চরণ। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—এই চার বেদ আমা হতে প্রকটিত হয় এবং আমাতেই লীন হয়ে যায়। শান্তির ইচ্ছায় মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযমকারী যতি ও ব্রাহ্মণগণ সর্বদা আমারই ধ্যান ও উপাসনা করে থাকেন। আকাশের নক্ষত্রসমূহ আমার রোমকূপ। সমুদ্র এবং চতুর্দিক আমার বস্ত্র, শয্যা এবং নিবাসমন্দির।

মার্কণ্ডেয় ! সত্য, দান, তপ ও অহিংসা—ধর্মের এই আচরণ দ্বারা মানুষের কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। দ্বিজগণ সম্যকভাবে বেদাদির স্বাধ্যায় এবং নানাপ্রকার যজ্ঞ করে শান্ত চিত্ত এবং ক্রোধশূন্য হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। পাপী, লোভী, কৃপণ, অনার্য এবং অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনো আমাকে প্রাপ্ত হয় না। যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের উত্থান হয়, তখনই আমি অবতার রূপ ধারণ করি। হিংসাকারী দৈত্য এবং উগ্র স্বভাব রাক্ষসকুল জগতে উৎপন্ন হয়ে যখন অত্যাচার করতে থাকে আর দেবতারাও তাদের বধ করতে সক্ষম হন না, তখন আমি পুণ্যবানদের গৃহে জন্ম নিয়ে অবতার হয়ে এসে সব অত্যাচারীদের সংহার করি। দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস ইত্যাদি প্রাণী এবং স্থাবর বিষয়াদিও আমি নিজ মায়াদ্বারা সৃষ্টি করি

এবং মায়াদ্বারাই সংহার করি। জগৎ-সৃষ্টির সময় আমি অচিন্ত্য স্বরূপ ধারণ করি এবং মর্যাদা স্থাপন ও রক্ষার জন্য মানব শরীরে অবতার গ্রহণ করি। সত্যযুগে আমার বর্ণ ছিল শ্বেত, ত্রেতায় হলুদ, দ্বাপরে লাল এবং কলিতে কৃষ্ণ। কলিতে ধর্মের এক ভাগ বাকী থাকে আর অধর্মের তিনভাগ। জগতের বিনাশকালে মহাকালরূপে আমি একাই স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত ত্রিলোককে ধ্বংস করে দিই।

আমি স্বয়ম্ভু, সর্বব্যাপক, অনন্ত, ইন্দ্রিয়াদির প্রভু এবং মহাপরাক্রমী। সমস্ত ভূতাদির সংহারকারী এবং সকলকে উদ্যোগশীলরূপে সৃষ্টিকারী নিরাকার যে কালচক্র, আমিই তার সঞ্চালক। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এই আমার স্বরূপ। সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই আমি অবস্থিত, কিন্তু কেউই আমাকে জানে না। আমি শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণকারী বিশ্বাত্মা নারায়ণ। সহস্র যুগের শেষে যে প্রলয় হয়, সেইসময়ে সমস্ত প্রাণীকে মোহিত করে আমি জলে শয়ন করি। যদিও আমি বালক নই, তা সত্ত্বেও যতক্ষণ ব্রহ্মা নিদ্রিত থাকেন, আমি বালকরূপ ধারণ করে থাকি। বিপ্রবর ! আমি তোমাকে আমার স্বরূপ সম্বন্ধে জানালাম, যা জানা দেবতা ও অসুরদের পক্ষেও অসম্ভব। যতক্ষণ ব্রহ্মা না জাগরিত হন, তুমি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্বক সুখে বিচরণ করো। ব্রহ্মা জাগরিত হলে আমি তাঁতে একীভূত হয়ে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এবং অন্যান্য চরাচর বিষয়ও সৃষ্টি করব।'

যুধিষ্ঠির ! এই বলে সেই পরম অদ্ভুত ভগবান বালমুকুন্দ অন্তর্হিত হলেন। আমি এইভাবে সহস্রযুগের শেষে সেই আশ্চর্যজনক প্রলয়লীলা প্রত্যক্ষ করি। সেই সময় যে পরমাত্মাকে আমি দর্শন করি, তিনি তোমারই আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর বরে আমার স্মরণশক্তি কখনো ক্ষীণ হয় না, দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়েছি এবং মৃত্যু আমার বশে থাকে। বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণকারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে পুরাণ পুরুষ পরমাত্মাই। তাঁর স্বরূপ অচিন্ত্য, তা সত্ত্বেও আমাদের সামনে লীলাময়রূপে প্রত্যক্ষ। ইনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি পালন ও সংহারকারী সনাতন পুরুষ, এঁর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। এই গোবিন্দই প্রজাপতিদেরও পতি। এঁকে এখানে দেখে আমার সেই ঘটনার স্মৃতি মনে হল। পাণ্ডবগণ ! এই মাধবই সকলের পিতা-মাতা, তোমরা এঁর শরণ গ্রহণ করো, তিনিই সকলকে শরণ দেন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—মার্কণ্ডেয় মুনির কথায় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। ভগবানও সস্নেহে তাঁদের আশীর্বাদ দিলেন।

---o---

## কলিধর্ম এবং কল্কি-অবতার

যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়র কথা শুনে পুনরায় তাঁকে বললেন—'ভার্গব ! আপনার কাছ থেকে আমি উৎপত্তি এবং প্রলয়ের আশ্চর্যময় কাহিনী শুনলাম। এখন আমার কলিযুগের বিষয়ে জানতে কৌতূহল হচ্ছে। কলিতে যখন সমস্ত ধর্মের উচ্ছেদ হয়ে যাবে, তারপর কী হবে ? কলিযুগে মানুষের পরাক্রম কেমন হবে ? তাদের আহার বিহারের স্বরূপ কী হবে, লোকের আয়ু কেমন হবে, পোশাক-আশাক কেমন হবে ? কলিযুগ কোন সীমায় পৌঁছলে আবার সত্যযুগ আরম্ভ হবে ? মুনিবর, এই সব বিস্তারিতভাবে বলুন ; আপনার বাচন-ভঙ্গী অত্যন্ত সুন্দর।'

যুধিষ্ঠির এই কথা বলায় মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের আবার বলতে আরম্ভ করলেন—'রাজন্ ! কলিকালে জগতের ভবিষ্যৎ কেমন হবে সেই বিষয়ে আমি যেমন শুনেছি ও অনুভব করেছি, তা তোমাদের বলছি ; মন দিয়ে শোন। সত্য যুগে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাতে ছল, কপট অথবা দম্ভ থাকে না। সেই সময় ধর্মরূপী গাভীর চারটি চরণই বিদ্যমান থাকে। ত্রেতাযুগে আংশিকভাবে অধর্ম এক পা নিয়ে নেয় ; তার ফলে ধর্মের এক পা ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন তিন পায়েই সে স্থিত হয়। দ্বাপরে ধর্ম অর্ধেক ক্ষয়ে যায় অর্থাৎ অর্ধেকে অধর্ম মিশে যায়। তারপর তমোময় কলিযুগ এলে তিন দিক থেকে এই জগতের ওপর অধর্মের আক্রমণ হয় এবং এক চতুর্থাংশে ধর্ম টিকে থাকে। সত্যযুগের পর যেমন যেমন অন্য যুগের আগমন হয় তেমনই মানুষের আয়ু, বল, বুদ্ধি, বীর্য এবং তেজ হ্রাস পেতে থাকে। যুধিষ্ঠির ! কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সব জাতির লোকই অন্তরে ছল কপটতা রেখে ধর্ম আচরণ করবে। মানুষ ধর্মের জাল ফেলে অন্যকে অধর্মে জড়াবে। নিজেকে পণ্ডিত ভেবে

লোকেরা সত্যের গলা টিপে ধরবে। সত্যের হানি হওয়ায় তাদের আয়ু হ্রাস পাবে। আয়ু হ্রাস হওয়ায় তারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। বিদ্যাহীন ব্যক্তি লোভের বশীভূত হবে। লোভ ও ক্রোধের বশীভূত হওয়ায় মূঢ় ব্যক্তি কামনায় আসক্ত হবে। তাতে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে এবং একে অপরের প্রাণনাশের চেষ্টাও করতে থাকবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—নিজেদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন করে বর্ণসংকর ঘটাবে। তখন জাতি বিভাগ করা কঠিন হয়ে পড়বে। তারা সকলেই তপস্যা ও সত্য পরিত্যাগ করে শূদ্রের সমান হয়ে যাবে।

কলিযুগের শেষে জগতের দশা এরকমই হবে। উত্তম বস্ত্র পরিত্যাগ করে লোকেরা নিকৃষ্ট মানের বস্ত্র পরিধান করবে, উত্তম খাবার ছেড়ে নিকৃষ্ট খাবার খাবে। সেই সময় পুরুষরা শুধু স্ত্রীলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। লোকে মাছ-মাংস খাবে, ভেড়া-ছাগলের দুধ খাবে, গোরু দেখতে পাওয়া যাবে না। লোকেরা পরস্পর মারামারি করবে, ঠকাবে। কেউই ভগবানের নাম করবে না, সকলেই নাস্তিক এবং চোর হয়ে উঠবে। পশুর অভাবে চাষ-বাস বন্ধ হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণরা ব্রত-নিয়ম পালন করবে না, বেদ, ধর্মগ্রন্থের নিন্দা করবে, শুকনো তর্কাতর্কিতে মেতে হোম-যজ্ঞ সব পরিত্যাগ করবে। গাভী এবং ছোট্ট বাছুরের কাঁধে জোয়াল রেখে লোকেরা জমি চাষ করবে। তারা 'অহং-ব্রহ্মাস্মি' বলে বাজে তর্ক করবে। কেউ এদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবে না। সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছ ব্যবহারে মেতে উঠবে ; সৎকর্ম ও যজ্ঞাদির কথা কেউ ভাববে না। জগৎ আনন্দ ও উৎসবহীন হয়ে উঠবে। লোকে দীন-দরিদ্র ও অসহায় বিধবার ধন অপহরণ করবে। ক্ষত্রিয়রা অহংকার ও অভিমানে মত্ত হবে, প্রজা রক্ষা না করে শুধু তাদের অর্থ আদায় করে নেবার জন্য ব্যস্ত থাকবে। রাজারা শুধু প্রজাদের দণ্ড দিতেই উৎসুক থাকবে। লোকে নির্দয় ভাবে সজ্জন ব্যক্তিদের আক্রমণ করে তার অর্থ ও স্ত্রীদের বলপূর্বক ভোগ করবে। নারীদের করুণ-ক্রন্দনেও তাদের দয়া আসবে না। কেউ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করবে না এবং কেউ কন্যাদানও করবে না। নারীপুরুষ কলিযুগে নিজেরাই স্বয়ংবর করবে। মূর্খ ও লোভী রাজন্যবর্গ বিভিন্ন উপায়ে অপরের ধন অপহরণ করবে। বাড়ির লোকেরাই অর্থ-সম্পদ চুরি করতে আরম্ভ করবে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বলে আর কিছু থাকবে না। সব এক হয়ে যাবে। ভক্ষ্য-অভক্ষ্য পরিত্যাগ করে সকলে একই প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করবে। নারী-পুরুষ সকলেই স্বেচ্ছাচারী হবে ; একে অন্যের কার্য পদ্ধতি সহ্য করতে পারবে না।

শ্রাদ্ধ-তর্পণ উঠে যাবে। কেউ কারো উপদেশ শুনবে না, কেউ কারো গুরুও হবে না। সকলে অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে থাকবে। মানুষের আয়ু সর্বাধিক ষোলো বছর হবে। পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকেই কন্যা গর্ভবতী হবে। পতি তাঁর স্ত্রীতে এবং স্ত্রী তাঁর পতিতে সন্তুষ্ট থাকবেন না, উভয়েই পরপুরুষ ও পরনারীতে আসক্ত হবেন।

ব্যবসায়ে ক্রয়-বিক্রয়কালে লোভবশত একে অপরকে ঠকাবে। সবাই স্বভাবত ক্রূর হবে। বৃক্ষ ও গাছপালা কেটে ফেলবে, তার জন্য কেউই দুঃখ বোধ করবে না। প্রত্যেকেই সন্দেহগ্রস্ত হবে। ব্রাহ্মণ হত্যা করে তার অর্থভোগ করবে, শূদ্রের দ্বারা পীড়িত হয়ে ব্রাহ্মণ হাহাকার করবে। অত্যাচারে বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণগণ নদীর তীরে অথবা পাহাড়ে আশ্রয় নেবে। দুষ্ট প্রকৃতির রাজার জন্য করভারে সাধারণ লোক পীড়িত থাকবে। শূদ্র ধর্মের উপদেশ দেবে এবং ব্রাহ্মণ তাদের সেবা করবে, তাদের উপদেশকে প্রামাণিক বলবে। সকল লোকের ব্যবহার কপটতায় পূর্ণ হবে। লোকেরা দেওয়ালে অঙ্কিত হাড়ের প্রতিকৃতির পূজা করবে। শূদ্র দ্বিজাতির সেবা করবে না। মহর্ষিদের আশ্রম, ব্রাহ্মণের ঘর, দেবস্থান, ধর্মসভা প্রভৃতিতে হাড়ের মতো অশুদ্ধ বস্তু ব্যবহৃত হবে। লোকে দেবমূর্তির পূজা করবে না, শূদ্র ব্রাহ্মণদের সেবা করবে না, কোথাও দেবমন্দির থাকবে না। এগুলি সবই যুগ অন্তের নিদর্শন যখন অধিকাংশ মানুষ ধর্মহীন, মাংসভোজী, মদ্যপায়ী হবে, তখনই যুগের অন্ত হবে। তখন অকালে বৃষ্টি হবে, শিষ্য গুরুর অপমান করবে, তাঁর অপকার করবে। আচার্য ধনহীন হবেন, শিষ্যের কাছে অসম্মান সহ্য করবেন। অর্থের মাধ্যমেই পরিবারের এবং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে।

যুগ অন্ত হলে সমস্ত প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সমস্ত দিক জ্বলে উঠবে। নক্ষত্র ও গ্রহাদির বিপরীত গতি হবে, প্রচণ্ড ঝড় হবে যাতে লোকে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে। মহাভয় উদ্রেককারী উল্কাপাত হবে। এক সূর্যের সঙ্গে আরও ছয়টি সূর্য উদিত হয়ে তাপপ্রদান করবে। ভয়ানক শব্দে বজ্রপাত হতে থাকবে। চারদিকে আগুন জ্বলে উঠবে।

অসময়ে বর্ষা হবে। চাষ করলেও অন্ন উৎপন্ন হবে না। উদয়-অস্তের সময় মনে হবে সূর্যকে রাহু গ্রাস করেছে। নারীরা কঠোর স্বভাবসম্পন্না, কটুভাষিণী হবে, পতির নির্দেশ পালন করবে না। পুত্র মাতা-পিতার হত্যাকারী হবে। পত্নীপুত্র একত্রিত হয়ে পতিকে বধ করবে। অমাবস্যা ব্যতীতই সূর্যগ্রহণ হবে। পথিকরা ক্লান্ত হলেও কোথাও খাদ্য-জল-আশ্রয় পাবে না। পশু-পক্ষী এই যুগ শেষের সময় কর্কশ ভাষায় ডাকবে। মানুষ, মিত্র, কুটুম্ব ও সম্বন্ধিদের পরিত্যাগ করবে। স্বদেশ পরিত্যাগ করে প্রবাসে আশ্রয় নেবে। যুগান্তে জগতের এই অবস্থা হবে এবং তখন এই পৃথিবীর সংহার হবে।

তারপরে কালান্তর হলে আবার সত্যযুগ আরম্ভ হবে। ক্রমশ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ শক্তিশালী হবে। লোক অভ্যুদয়ের জন্য পুনরায় দৈবের আনুকূল্য লাভ করবে। সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি যখন একই রাশিতে পুষ্য নক্ষত্রে একত্রিত হবে, তখন সত্যযুগ শুরু হবে। সময়মত বর্ষা হবে, গ্রহ অনুকূল হবে, সকলের মঙ্গল হবে এবং আরোগ্য বিস্তার লাভ করবে।

সেইসময় কালের প্রেরণায় শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের গৃহে এক বালক জন্ম নেবে, তার নাম হবে কল্কী বিষ্ণুযশা। সেই বালক অত্যন্ত বলশালী, বুদ্ধিমান এবং পরাক্রমী হবে। মনে চিন্তা করলেই সে ইচ্ছানুসারে বাহন, অস্ত্র-শস্ত্র, যোদ্ধা পেয়ে যাবে। সে ব্রাহ্মণ সেনা নিয়ে জগতের সর্বত্র ম্লেচ্ছদের বধ করবে। সেই সব দুষ্ট বধ করে সত্যযুগের প্রবর্তক হবে। ধর্মানুসারে বিজয়ী হয়ে সে রাজ-চক্রবর্তী হবে এবং সমস্ত জগৎকে আনন্দ প্রদান করবে।'

——o——

# যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র ধর্ম উপদেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজা যুধিষ্ঠির তারপর পুনরায় মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'হে মুনিবর ! প্রজাপালনের সময় আমার কোন্ ধর্ম পালন করা উচিত ? আমার আচার-আচরণ কেমন হবে, যাতে আমি স্বধর্মভ্রষ্ট না হয়ে যাই ?'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'রাজন্ ! তুমি সকল প্রাণীকে দয়া করবে, সকলের হিতসাধনে রত থাকবে। কারো গুণের মধ্যে দোষ দেখবে না, সর্বদা সত্যভাষণ করবে, সবার প্রতি বিনয়ী ও কোমল থাকবে। ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখবে, প্রজারক্ষায় তৎপর থাকবে। ধর্ম আচরণ করবে, অধর্ম ত্যাগ করবে। দেবতা ও পিতৃপুরুষের পূজা করবে। যদি অসতর্কভাবে কারো মনে আঘাত দিয়ে দাও, তাকে ভালোমত দান দক্ষিণা দিয়ে মার্জনা চেয়ে সন্তুষ্ট করবে। আমি সকলের প্রভু, এই অহংকার কখনো মনে আসতে দেবে না, নিজেকে সর্বদা সেবক বলে ভাববে।

তাত যুধিষ্ঠির ! আমি তোমাকে যে ধর্মের কথা জানালাম, ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা তা বর্তমানে পালন করে থাকেন এবং ভবিষ্যতেও এর পালন আবশ্যক। তুমি তো সবই জানো ; কারণ এই পৃথিবীতে ভূত-ভবিষ্যৎ এমন কিছুই নেই যা তোমার অজ্ঞাত। তুমি প্রসিদ্ধ কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেছ ; আমি তোমাকে যা সব বললাম, তা তুমি কায়-মনো-বাক্যে পালন করবে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দ্বিজবর ! আপনি যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমার অত্যন্ত মধুর ও প্রিয় বলে মনে হয়েছে। আমি সযত্নে তা পালন করব। প্রভো ! লোভ ও ভয় থেকে ধর্মত্যাগ হয়ে থাকে ; আমার মনে লোভ এবং ভয় কোনোটাই নেই। আমার কারো প্রতি হিংসা বা ঈর্ষাও নেই। তাই আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন, আমি তার সবই পালন করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণসহ সমস্ত পাণ্ডব এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত ঋষি-মহর্ষিগণ বুদ্ধিমান মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র মুখে ধর্মোপদেশ শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

——o——

# ইন্দ্র ও বক মুনির উপাখ্যান

তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে নিবেদন করলেন—'মুনিবর ! শোনা যায় বক এবং দাল্‌ভ্য—এই দুই মহাত্মা চিরজীবি এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে এঁদের বন্ধুত্ব আছে। আমি বক এবং ইন্দ্রের সমাগমের বৃত্তান্ত শুনতে চাই। আপনি যথাসাধ্য তার বর্ণনা করুন।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'কোনো একসময় দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ইন্দ্র বিজয়ী হয়েছিলেন এবং তিনি ত্রিলোকের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে বর্ষা ঠিকমতো হওয়ায় শস্যের ফলন ভালো ছিল। প্রজাদের কোনো রোগ হত না, সকলেই নিজ ধর্মে স্থিত ছিল। সকলেই আনন্দে দিন অতিবাহিত করত।

একদিন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রজাদের দেখার জন্য ঐরাবতে করে বার হলেন। তিনি পূর্বদিকে সমুদ্রের নিকটে এক সুন্দর, সুখদায়ক বৃক্ষসংবলিত স্থানে আকাশ থেকে নীচে নামলেন। সেখানে এক অত্যন্ত সুন্দর আশ্রম ছিল, সেখানে বহু মৃগ ও পক্ষী দেখা যাচ্ছিল। সেই রমণীয় আশ্রমে ইন্দ্র বকমুনির দর্শন পেলেন। বকও দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখে

অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁকে বসার আসন দিয়ে পাদ্য-অর্ঘ, ফল-মূল দিয়ে তাঁর পূজা করে আতিথ্য সৎকার করলেন। তারপর ইন্দ্র বক মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্রহ্মন্ ! আপনার বয়স এক লক্ষ বছর হয়েছে। আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলুন, বেশি দিন জীবিত থাকলে কী কী দুঃখ দেখতে হয় ?'

বক বললেন—'অপ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকতে হয়, প্রিয় ব্যক্তিদের মৃত্যু হলে তাদের দুঃখ সহ্য করে জীবন কাটাতে হয়, কখনো কখনো দুষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গ করতে হয়, চিরজীবি ব্যক্তিদের পক্ষে এর থেকে বড় দুঃখ আর কি হবে ? নিজের স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যু দেখতে হয়, ভাই-বন্ধু-মিত্রের বিয়োগ ব্যথা সহ্য করতে হয়। জীবন কাটাবার জন্য পরাধীন হয়ে থাকতে হয়, অনেকে অপমান করে, এর থেকে বেশি দুঃখ আর কি হতে পারে ?'

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! এবার বলুন, চিরজীবি মানুষ সুখী কিসে ?'

বক বললেন—'যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রমে উপার্জন করে নিজ ঘরে কেবল শাক-ভাতে সন্তুষ্ট, কারো অধীন নয়, সেই সুখী। অপরের কাছে দৈন্য না দেখিয়ে, নিজ গৃহে ফল-মূল ও শাক ভক্ষণ শ্রেয়, কিন্তু অন্যের গৃহে অপমান সহ্য করে প্রতিদিন উত্তম খাদ্য গ্রহণ করা ভালো নয়। সৎ ব্যক্তিদের একরূপই চিন্তা। যে অন্যের কাছে খাদ্য গ্রহণ করে সে কুকুরের মতো অপমানিত হয়। সেই দুরাত্মা ব্যক্তির ওইরূপ খাদ্যে ধিক্কার। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সর্বদা অতিথি, প্রাণীদের এবং পিতৃপুরুষকে অর্পণ করে শেষে অবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করে। তার থেকে বেশি সুখ আর কি হতে পারে ? এই যজ্ঞ শেষ অন্ন থেকে পবিত্র এবং মধুর আর কোনো খাদ্য নেই। যে ব্যক্তি নিজে অতিথিদের তৃপ্ত করে স্বয়ং শেষে ভোজন করে, তার অন্নের যত গ্রাস অতিথি ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, তত হাজার গাভীদানের পুণ্য সেই দাতা প্রাপ্ত হন। তার যুবাবস্থাতে করা সমস্ত পাপ, নষ্ট হয়ে যায়।'

দেবরাজ ইন্দ্র এবং বক মুনির মধ্যে এইভাবে বহুক্ষণ উত্তম আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। তারপর মুনির অনুমতি নিয়ে ইন্দ্র স্বর্গলোকে চলে গেলেন।

—— o ——

# ক্ষত্রিয় রাজাদের মহত্ত্ব—সুহোত্র, শিবি এবং যযাতির প্রশংসা

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর পাণ্ডবরা মার্কণ্ডেয় মুনিকে বললেন—'মুনিবর ! আপনি ব্রাহ্মণদের মহিমা শোনালেন, এবার ক্ষত্রিয়দের মহত্ত্ব শুনতে চাই।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'তাহলে শোনো ! আমি ক্ষত্রিয়দের মহত্ত্ব শোনাচ্ছি। কুরুবংশীয় রাজাদের মধ্যে সুহোত্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মহর্ষিদের কাছে সৎসঙ্গে গেলেন। ফেরবার সময় তিনি রাস্তায় উশীনর পুত্র রাজা শিবিকে রথে করে আসতে দেখলেন। কাছে এলে একে অপরকে অবস্থা অনুসারে সম্মান জানালেন ; কিন্তু গুণে তাঁরা দুজনেই সমান মনে করে কেউ কাউকে পথ ছাড়লেন না। এর মধ্যে দেবর্ষি নারদ সেখানে এলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'কী ব্যাপার, তোমরা দুজনে একে অপরের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?' তাঁরা

বললেন—'পথ দেওয়া হয় যিনি বড়, তাঁকে। আমরা দুজনেই সমান, তাহলে কে কাকে পথ দেবে ?' সেই কথা শুনে নারদ তিনটি শ্লোক বললেন, তার সারাংশ হল—'কৌরব ! নিজের প্রতি কোমল ব্যবহারকারীর প্রতি ক্রূর ব্যক্তিও কোমল হয়ে ওঠে। ক্রূরতা দেখায় সে ক্রূরেরই প্রতি। কিন্তু সাধু ব্যক্তি দুষ্ট লোকের সঙ্গেও সাধু ব্যবহার করে ; তাহলে সে সজ্জনের সঙ্গে কেন সাধু ব্যবহার করবে না ? নিজের ওপর করা একটি উপকারের বদলে মানুষ তার শতগুণ ফিরিয়ে দিতে পারে। দেবতাদের মধ্যেও এই উপকারের মনোভাব থাকবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। উশীনর কুমার রাজা শিবির ব্যবহার তোমার থেকে ভালো। নীচ প্রকৃতির মানুষকে দান দিয়ে বশ কর, মিথ্যাকে সত্যভাষণ দিয়ে জয় কর, ক্রূরকে ক্ষমা দিয়ে, দুষ্টকে ভালব্যবহার দিয়ে নিজ বশে আনো। সুতরাং তোমরা দুজনেই উদার হও ; এবার তোমাদের মধ্যে যে বেশি উদার সে পথ ছেড়ে দাও।' এই বলে নারদ ঋষি মৌন হলেন। এই কথা শুনে কুরুবংশীয় রাজা সুহোত্র শিবিকে নিজের ডান দিকে করে তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে গেলেন। মহর্ষি নারদ এইভাবে রাজা শিবির মহত্ত্ব নিজ মুখে বললেন।

এবার অন্য এক ক্ষত্রিয় রাজার মহত্ত্ব শোনো—নহুষের পুত্র রাজা যযাতি যখন সিংহাসনে ছিলেন, সেইসময় এক ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য ভিক্ষা চাইতে তাঁর কাছে এসে বললেন—'রাজন্ ! আমি গুরুকে দক্ষিণা দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই ভিক্ষা চাইছি। জগতের অধিকাংশ মানুষ ভিক্ষুকদের দ্বেষ করে, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আমার অভিষ্ট বস্তু দিতে পারবেন ?'

রাজা বললেন—'আমি দান দিয়ে তার ব্যাখ্যা করি না, যে বস্তু দানের যোগ্য, তা দান করে আমি মুখ উজ্জ্বল করি। আমি তোমাকে এক সহস্র রক্তবর্ণ গাভী প্রদান করছি, কারণ ন্যায্যত প্রার্থনাকারী ব্রাহ্মণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। প্রার্থনাকারীর ওপর আমার ক্রোধ হয় না এবং কোনো কিছু দান করে আমি অনুতাপ করি না।'

এই বলে রাজা তাঁকে এক সহস্র গাভী দিলেন এবং ব্রাহ্মণ সেই দান স্বীকার করলেন।

# রাজা শিবির চরিত্র

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—যুধিষ্ঠির ! দেবতারা কোনো এক সময়ে ঠিক করলেন যে, পৃথিবীতে গিয়ে তাঁরা উশীনরের পুত্র রাজা শিবির সাধুত্ব পরীক্ষা করবেন। অগ্নি তখন পায়রার রূপ ধারণ করলেন এবং ইন্দ্র বাজ পক্ষীর রূপ ধরে মাংস খাওয়ার জন্য পায়রার পিছনে পিছনে ধাওয়া করলেন। রাজা শিবি তাঁর দিব্য সিংহাসনে বসেছিলেন, পায়রা গিয়ে তাঁর কোলে পড়ল। রাজার পুরোহিত তাই

দেখে বললেন—'রাজন্ ! পায়রাটি বাজপাখীর ভয়ে প্রাণ রক্ষার তাগিদে আপনার শরণ গ্রহণ করেছে।'

পায়রাও বলল—'মহারাজ ! বাজ আমাকে তাড়া করেছে, তাতে ভয় পেয়ে আমি প্রাণরক্ষার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমি প্রকৃতপক্ষে পায়রা নই, ঋষি ; এক শরীর থেকে আমি অন্য শরীর পরিবর্তন করেছি। প্রাণরক্ষা করার জন্য এখন আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে ব্রহ্মচারী বলে জানবেন ; বেদের স্বাধ্যায় করে আমি শরীর দুর্বল করেছি, আমি তপস্বী এবং জিতেন্দ্রিয়। আচার্যের বিপক্ষে কখনো কোনো কথা বলি না। আমি সর্বতোভাবে নিষ্পাপ এবং নিরপরাধ, আমাকে বাজের কুক্ষিগত হতে দেবেন না।'

তখন বাজ বলল—'রাজন্ ! আপনি এই পায়রাটির জন্য আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাবেন না।'

রাজা বলতে লাগলেন—'এই বাজ ও পায়রা যেমন শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা বলছে ; কেউ কি তেমন কোনো পক্ষীর মুখে শুনেছে ? আমি কী করে এদের প্রকৃত স্বরূপ জেনে এদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারি ?

'যে ব্যক্তি তার শরণে আসা ভীতসন্ত্রস্ত প্রাণীকে তার শত্রুর হাতে তুলে দেয়, তার দেশে সময়মত সুবৃষ্টি হয় না, তার বপন করা বীজে গাছ হয় না এবং সংকট সময়ে কেউ তাকে রক্ষা করে না। তার সন্তানের অকালমৃত্যু হয় এবং পিতৃপুরুষদের পিতৃলোকে স্থান হয় না। সে স্বর্গে গেলেও সেখান থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেওয়া হয়। ইন্দ্রাদি দেবতা তাকে বজ্র দ্বারা প্রহার করেন। অতএব প্রাণত্যাগ করলেও আমি শরণাগত এই পায়রাকে ত্যাগ করব না। বাজ ! তুমি বৃথা চেষ্টা কোরো না, এই পায়রাকে আমি কোনোমতেই দিতে পারব না। এই পায়রা ব্যতীত অন্য যা কিছু তোমার প্রিয়, আমাকে বল ; আমি তা পূর্ণ করব।'

বাজ বলল—'রাজন্ ! আপনার দক্ষিণ জঙ্ঘা থেকে এই পায়রার সম ওজনে মাংস কেটে মেপে আমাকে অর্পণ করুন, তাহলে এই পায়রাটির প্রাণরক্ষা হতে পারে।'

রাজা তখন তাঁর দক্ষিণ জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে তুলাদণ্ডে রাখলেন, কিন্তু তা পায়রার ওজনের সমান হল না। আরও মাংস কেটে দিলেন, তাতেও পায়রাই ভারী হল। এই ভাবে তিনি ক্রমশ তাঁর সর্বঅঙ্গের মাংস কেটে কেটে তুলাদণ্ডে চাপালেন, তবুও পায়রা ভারী হয়ে থাকল। তখন রাজা শিবি নিজেই তুলাদণ্ডে চাপলেন। এইসব করতে তাঁর মনে একটুও কষ্ট হয়নি। তাই দেখে বাজ বলে উঠল—'পায়রা রক্ষা পেয়ে গেছে !' বলে সে অন্তর্ধান করল।

রাজা শিবি তখন পায়রাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পায়রা ! ওই বাজপাখীটি কে ?' পায়রা বলল—'বাজপাখী সাক্ষাৎ ইন্দ্র আর আমি অগ্নি। রাজন্ ! আমরা দুজনে আপনার সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য এখানে

এসেছিলাম। আপনি আমার পরিবর্তে নিজের মাংস যে কেটে দিয়েছেন, আমি এখনই আপনার ক্ষতস্থান সারিয়ে দিচ্ছি। সেই স্থানের চামড়া সুন্দর হয়ে যাবে। আপনার জঙ্ঘার এই চিহ্নের ধার থেকে এক যশস্বী পুত্র জন্ম নেবে, যার নাম হবে কপোতরোমা।'

অগ্নিদেব এই কথা বলে চলে গেলেন। রাজা শিবির কাছে কেউ কিছু প্রার্থনা করলে, তিনি তখনই সেটা দিয়ে দিতেন। একবার রাজার মন্ত্রীরা জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কী করে এরূপ সাহস করেন ? অদেয় বস্তুও দান করতে উদ্যত হন, আপনি কী যশলোভের জন্য এরূপ কাজ করেন ?'

রাজা বললেন—'না, আমি যশকামনায় বা ঐশ্বর্যের জন্য দান করি না, ভোগের অভিলাষেও নয়। ধর্মাত্মা ব্যক্তিরা এই পথ অনুসরণ করেন, তাই আমারও এটিই কর্তব্য—এই মনে করে আমি সব কাজ করি। সৎ ব্যক্তিরা যে পথ দিয়ে চলেন, সেই পথই উত্তম পথ সেকথা ভেবেই আমি উত্তম পথের আশ্রয় গ্রহণ করি।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—মহারাজ শিবির এই মহত্ত্ব আমি জানি, আমি তাই তোমাদের কাছে সেটি যথাসাধ্য বর্ণনা করলাম।

—০—

## দানের জন্য উত্তম পাত্রের বিচার এবং দানের মহিমা

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! মানুষ কোন অবস্থায় দান করলে ইন্দ্রলোকে গিয়ে সুখভোগ করে ? দান ইত্যাদি শুভকর্মের ভোগ সে কীভাবে প্রাপ্ত হয় ?'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—(১) যে ব্যক্তি অপুত্রক, (২) যে ব্যক্তি ধার্মিক জীবন যাপন করে না, (৩) যে অন্যের গৃহে সর্বদা ভোজন করে, (৪) যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্যই খাদ্য প্রস্তুত করে, দেবতা বা অতিথিকে অর্পণ করে না—এই চারপ্রকার মানুষের জন্ম বৃথা। যে ব্যক্তি বাণপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম থেকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে এসেছে, তার প্রদত্ত দান এবং অন্যায়ভাবে উপার্জন করা ধন দানও বৃথা হয়। এরূপ পতিত ব্যক্তি, চোর, ব্রাহ্মণ, মিথ্যাবাদী গুরু, পাপী, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, বেদ বিক্রয়কারী, শূদ্র দ্বারা যজ্ঞকারী, আচারহীন ব্রাহ্মণ, শূদ্রানীর পতি এবং নারীদের প্রদত্ত দানও ব্যর্থ হয়। এইসব দানের কোনো ফল হয় না। তাই সর্ব অবস্থায় সর্বপ্রকারের দান উত্তম ব্রাহ্মণদেরই দেওয়া উচিত।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে মুনিবর ! ব্রাহ্মণ কোন বিশেষ ধর্ম পালন করলে, তিনি নিজেও উদ্ধার হন আবার অন্যদেরও উদ্ধারে সমর্থ হন ?

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ব্রাহ্মণ জপ, মন্ত্র, পাঠ, হোম, স্বাধ্যায় এবং বেদ-অধ্যয়নের সাহায্যে বেদময়ী নৌকা নির্মাণ করেন, যার সাহায্যে তিনি অন্যদের সঙ্গে নিজেও উদ্ধার প্রাপ্ত হন। যিনি ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করেন, তাঁর ওপর সমস্ত দেবতা প্রসন্ন হন। শ্রাদ্ধাদিতে যত্ন করে উত্তম ব্রাহ্মণদেরই ভোজন করানো উচিত। যার দেহবর্ণ ঘৃণা উদ্রেক করে, যার নখ অপরিষ্কার, যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত, প্রতারক, পিতার জীবিতাবস্থায় মায়ের ব্যভিচারে জন্ম অথবা বিধবা মাতার গর্ভে জন্ম, যে ব্যক্তি পিঠে তীর ধনুক নিয়ে ক্ষত্রিয়বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে—এরূপ ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধকার্যে সযত্নে পরিহার করবে। কারণ তাদের ভোজন করালে শ্রাদ্ধ নিন্দিত হয়ে যায় এবং তা যজমানকে এমন ফলদান করে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু হে রাজন্ ! অন্ধ, বধির, বোবা ইত্যাদি যাদের শাস্ত্রে বর্জিত বলা হয়েছে, তাদের বেদপারঙ্গম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করতে পারো।

যুধিষ্ঠির ! আমি এবার তোমাকে জানাচ্ছি, কাদের দান করা উচিত। যে ব্যক্তি সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গম এবং দাতাকে বিপদে উদ্ধার করার শক্তি রাখে, এরূপ ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। অতিথিকে ভোজন করালে অত্যন্ত পুণ্য হয়। অতিথি ভোজন করালে অগ্নিদেব যত সন্তুষ্ট হন, তত সন্তুষ্ট তিনি হবিষ্য করলে বা ফুল-চন্দনে পূজা করলেও হন না। অতএব তোমার সর্বদা অতিথিকে ভোজন করানোর চেষ্টা থাকা উচিত। যে ব্যক্তি দূর থেকে আসা ব্যক্তিকে পা ধোওয়ার জল, রাত্রে আলো, খাবার অন্ন এবং থাকার স্থান দেয়, যমরাজ কখনো তার কাছে অসময়ে আসেন না। কপিলা গাভী দান করলে মানুষ সর্বপাপ মুক্ত হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণকে সুসজ্জিত গাভী দান করা উচিত। দান গ্রহিতা ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় হবে, নিত্য সন্ধ্যাহ্নিক করবে। দরিদ্রের

জন্য যাকে নিত্য স্ত্রী-পুত্রের অপমান সইতে হয় এবং যার থেকে কোনো উপকার পাওয়ার নেই এমন লোককেই গাভী দান করা উচিত, ধনীদের নয়। আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, একটি গাভী একজন ব্রাহ্মণকেই দেওয়া উচিত, বহুজনকে নয়। কারণ সকলে মিলে সেই গাভী বিক্রি করে দিলে দাতার পাপ হয়। যিনি চাষের যোগ্য বলশালী বলদ ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি দুঃখ ও ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে গমন করেন। যিনি বিদ্বান ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেন, তিনি তাঁর বাঞ্ছিত সমস্ত ভোগ লাভ করেন। অন্নদান সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বপূর্ণ। কোনো ক্লান্ত-দুর্বল, ধূলি ধূসরিত পথিক যদি এসে অন্ন পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তাকে যে ব্যক্তি খাদ্যের সন্ধান দেয়, সে-ও অন্নদানের পুণ্যলাভ করে। তাই যুধিষ্ঠির ! অন্য দানের চেয়ে অন্ন দানের প্রতি বিশেষ নজর দেবে। কারণ ইহজগতে অন্নদানের থেকে পুণ্য আর কোনো দানে নেই। যিনি নিজ শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণকে উত্তম অন্নদান করেন, তিনি সেই পুণ্যপ্রভাবে প্রজাপতিলোক প্রাপ্ত হন। বেদে অন্নকে প্রজাপতি বলা হয়, প্রজাপতিকে সংবৎসর মানা হয়। সংবৎসর যজ্ঞরূপ এবং যজ্ঞে সকলের স্থিতি। যজ্ঞ থেকেই সমস্ত চরাচর প্রাণী উৎপন্ন হয়। অন্নই সর্বপদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি জলের জন্য পুষ্করিণী খনন করায় বা কুয়ো তৈরি করে বা অপরের থাকার জন্য ধর্মশালা তৈরি করে, অন্ন দান করে, মিষ্ট বাক্য বলে, তাকে যমের দ্বারস্থ হতে হয় না।

---o---

## যমলোকের পথ এবং সেখানে ইহলোকে দানের ফল

বৈশম্পায়ন বললেন—যমরাজের নাম শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা অত্যন্ত কৌতূহলী হলেন, তাঁরা মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন—'মুনিবর ! আপনি বলুন মনুষ্যলোক থেকে যমলোক কতদূর, সেটি কেমন, কত বড়, কী করলে মানুষ তার থেকে রক্ষা পেতে পারে।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ধর্মাত্মা শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! তুমি অত্যন্ত গূঢ় প্রশ্ন করেছ, এ অত্যন্ত পবিত্র, ধর্মসম্মত এবং ঋষিদেরও অভিপ্রেত। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। মনুষ্যলোক এবং যমলোকের মধ্যে দূরত্ব হল ছিয়াশী হাজার যোজন। শূন্য আকাশ হল এর পথ, তা অত্যন্ত ভয়ানক এবং দুর্গম। সেই পথে কোনো বৃক্ষ ছায়া নেই, জল নেই, বিশ্রাম করার স্থান নেই। যমরাজের নির্দেশে তাঁর দূত এখানে আসে এবং মর্ত্যলোকের সকল জীবকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। যারা ইহলোকে ব্রাহ্মণদের ঘোড়া ইত্যাদি বাহন দান করে, তারা এই পথ বাহনের সাহায্যে অতিক্রম করে। ছত্রদানকারী ছত্রের সাহায্য লাভ করে, তাতে সে রৌদ্রে কষ্ট পায় না। অন্নদানকারী ক্ষুধায় কষ্ট পায় না, যে অন্নদান করে না সে ক্ষুধায় কাতর হয়। বস্ত্র দানকারী বস্ত্র পরিধানের সুযোগ পায়। ভূমিদানকারী সর্বকামনাতৃপ্ত হয়ে আনন্দে যাত্রা করে। গৃহদানকারী দিব্য বিমানে করে আরামে যাত্রা করে। জলদানকারী পিপাসায় কষ্ট পায় না। দীপদানকারী অন্ধকারে আলোর সাহায্য পায়। গোদানকারী সর্বপাপমুক্ত হয়ে সুখে যাত্রা করে। যে ব্যক্তি মাসাধিককাল উপবাসব্রত পালন করে, সে হংসযুক্ত বিমানে যাত্রা করে। ছয়রাত উপবাসকারী ময়ূর বিমানে যায় এবং ত্রিরাত্রি উপবাসকারী অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয়। জলদানের প্রভাব অত্যন্ত অলৌকিক, প্রেতলোকে জল অত্যন্ত সুখপ্রদানকারী হয়। মারা গেলে যাদের জলদান করা হয়, সেই পুণ্যাত্মাদের জন্য যমলোকের পথে পুষ্পোদকা নামে নদী আছে, তারা সেই নদীর মধুর শীতল জল পান করে। পাপী জীবদের নিকট এই জলই দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজের মতো হয়ে যায়। এই নদী এইভাবে সকল কামনা পূর্ণ করে।

অতএব হে রাজন্ ! তোমারও এই ব্রাহ্মণদের বিধিমতো পূজা করা উচিত। যে অন্নদাতা সন্ধান করে ভোজনের আশায় গৃহে আসে, সেই অতিথির, ব্রাহ্মণের তুমি বিধিমতো সৎকার করো। এরূপ অতিথি বা ব্রাহ্মণ যার গৃহে যায়, ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা তার সঙ্গে সেখানে যান। সেখানে অতিথি যদি সম্মান পান, তাহলে তাঁরাও প্রসন্ন হন আর যদি সম্মান না পান তাহলে দেবতারাও নিরাশ হয়ে ফিরে যান। অতএব হে রাজন্ ! তুমি অতিথির বিধিমতো সৎকার করতে থাক। এখন বলো, আর কী শুনতে চাও ?

---o---

# দান, পবিত্রতা, তপ ও মোক্ষ-বিচার

যুধিষ্ঠির বললেন—মুনিবর, আপনি ধর্মজ্ঞ, তাই আপনার কাছ থেকে বারংবার ধর্মের কথা শুনতে ইচ্ছা করে।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! এখন আমি তোমাকে ধর্ম সম্পর্কে অন্য কথা জানাচ্ছি, মন দিয়ে শোনো। ব্রাহ্মণকে স্বাগত জানালে অগ্নি, আসন প্রদান করলে ইন্দ্র, পদ প্রক্ষালন করলে পিতৃপুরুষ এবং ভোজনের অন্ন দিলে ব্রহ্মা তৃপ্ত হন। সদ্যজাত বৎস সহ গাভী প্রদান করলে পৃথিবী দানের সমান পুণ্য হয়।

যে দ্বিজ মৌনভাবে ভোজন করেন তিনি নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করতে সক্ষম। যিনি মদ্যপান করেন না, জগতে যাঁর নিন্দা হয় না, যিনি বৈদিক সংহিতা সুললিতভাবে পাঠ করেন, তিনি অপরকেও উদ্ধার করতে সমর্থ হন। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণই হব্য (যজ্ঞ বলি), কব্য (পিতৃবলি) দানের উত্তম পাত্র। প্রজ্বলিত অগ্নিতে যেমন যজ্ঞ সফল হয়, তেমনই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দেওয়া দান সার্থক হয়ে থাকে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আমি সেই পবিত্রতার কথা জানতে চাই, যা পালন করলে ব্রাহ্মণ সর্বদা শুদ্ধ থাকে।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—পবিত্রতা তিন প্রকারের—বাক্য, কর্ম ও জলের। যে ব্যক্তি এই তিন পবিত্রতায় যুক্ত, সেই স্বর্গের অধিকারী, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ করেন, গায়ত্রীর কৃপায় তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। তিনি সম্পূর্ণ পৃথিবী দান গ্রহণ করলেও প্রতিগ্রহ দোষ তাঁকে স্পর্শ করে না। গায়ত্রী জপকারী ব্রাহ্মণের গ্রহ যদি বিপরীত হয়, তাহলেও তা শান্ত হয়ে তাঁকে সুখী করে এবং কেউই তাঁকে বিপদে ফেলতে পারে না। ব্রাহ্মণ সর্বাবস্থায় সম্মানের যোগ্য। তিনি বেদ পড়ে থাকুন বা না থাকুন, সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন হোন বা না হোন, তাঁকে অপমান করা উচিত নয়—ছাই চাপা আগুনে যেমন পা দেওয়া ঠিক নয়। যেখানে সদাচারী, জ্ঞানী এবং তপস্বী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করেন, সেই স্থানই নগর। গোশালা হোক অথবা জঙ্গল—যেখানে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকেন, সেই স্থানকে তীর্থ বলা হয়। পবিত্র তীর্থে স্নান, পবিত্র বেদমন্ত্র অথবা ভগবৎ-নাম কীর্তন এবং সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা—বিদ্বান ব্যক্তিরা এইসব কার্যকে উত্তম বলে থাকেন। সজ্জন ব্যক্তি সৎসঙ্গে কথিত পবিত্র সুন্দর বাণীরূপ জলের সাহায্যেই নিজ আত্মাকে পবিত্র বলে মনে করেন। যিনি কায়মনোবাক্যে এবং বুদ্ধিতে কখনো পাপ করেন না, তিনিই মহাত্মা তপস্বী ; শুধু শরীর শুষ্ক করলেই তপস্বী হয় না। যে ব্যক্তি ব্রত-উপবাসের সাহায্যে মুনিবৃত্তিতে থাকে কিন্তু নিজ আত্মীয় পরিজনের ওপর একটুও দয়াভাব রাখে না, সে কখনো নিস্পাপ হতে পারে না। তার এই নির্দয় ভাব সমস্ত তপস্যা নাশ করে দেয়, শুধু আহার-ত্যাগ করলেই তপস্যা হয় না। যিনি নিরন্তর গৃহে বাস করে পবিত্রভাবে থাকেন এবং সর্বপ্রাণীর ওপর দয়াভাব রাখেন, তাঁকেই মুনি বলে বুঝতে হবে ; তিনি সর্ব পাপ মুক্ত হয়ে যান।

রাজন্ ! শাস্ত্রে যার উল্লেখ নেই, এরূপ কর্ম মন থেকে কল্পনা করে লোকে শিলা ইত্যাদির ওপর আসন গ্রহণ করেন। তপস্যার নামে পাপ নষ্ট করার জন্য এইসব করা হয় ; কিন্তু এর দ্বারা শুধু শরীরকেই কষ্ট দেওয়া হয়, আর কিছু লাভ হয় না। যার হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভাবশূন্য, অগ্নিও তার পাপকর্ম ভস্ম করতে পারে না। দয়া এবং কায়মনো-বাক্যের শুদ্ধিতেই শুদ্ধ বৈরাগ্য এবং এতে মোক্ষলাভ হয় ; শুধু ফল খেয়ে ও হাওয়া খেয়ে থাকলে অথবা মস্তক মুণ্ডন করলে, জটা রাখলে, গৃহত্যাগ করলে, পঞ্চাগ্নি সেবন করলে, জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে, কিংবা মাটিতে বা খোলা আকাশের নীচে বাস করলেই মোক্ষলাভ হয় না। জ্ঞান অথবা নিষ্কাম কর্মদ্বারাই জরা-মৃত্যু ইত্যাদি জাগতিক ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ হয় এবং উত্তম-পদ প্রাপ্তি হয়। অগ্নিদগ্ধ বীজে যেমন বৃক্ষ হয় না, তেমনই জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সমস্ত অবিদ্যাজনিত ক্লেশ দগ্ধ হয়ে গেলে পুনরায় তাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

একটি বা অর্ধেক শ্লোকেই যদি হৃদদেশে বিরাজমান আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়, তাহলে মানুষের সম্পূর্ণ শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়। কোনো ব্যক্তি 'তৎ' এই দুই অক্ষর দ্বারাই আত্মাকে জেনে যায় আবার কিছু লোক মন্ত্রপদযুক্ত হাজার হাজার উপনিষদের বাক্য দ্বারা আত্মতত্ত্বকে বোঝে। যেমনই হোক, আত্মতত্ত্বের সুদৃঢ় বোধই মোক্ষ। যার হৃদয়ে সংশয়, আত্মার প্রতি অবিশ্বাস, তার লোকও নেই, পরলোকও নেই এবং সে কখনো সুখ পায় না। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ এই কথাই বলেছেন, তাই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে নিশ্চয়াত্মক বোধই মোক্ষের স্বরূপ। যদি তুমি এক অবিনাশী এবং সর্বব্যাপক আত্মাকে যুক্তির

সাহায্যে জানতে চাও তাহলে কথা তর্ক ছেড়ে শ্রুতি এবং স্মৃতির আশ্রয় নাও। তাতে আত্মবোধকারী নানা উত্তম যুক্তি উপলব্ধ হবে। যে শুষ্ক তর্কের আশ্রয় নেয়, সাধন বৈপরীত্যের জন্য তার আত্মার সিদ্ধি হয় না। সুতরাং আত্মাকে বেদের সাহায্যেই জানা উচিত ; কারণ আত্মা বেদস্বরূপ, বেদই তার শরীর। বেদের দ্বারাই তত্ত্ববোধ হয়। আত্মাতেই বেদের উপসংহার বা লয় হয়। আত্মা নিজ উপলব্ধিতে স্বয়ংই সমর্থ নয়, সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারাই তার অনুভব হয়। সুতরাং মানুষের ইন্দ্রিয়াদির নির্মলতার সাহায্যে বিষয় ভোগাদি ত্যাগ করা উচিত। ইন্দ্রিয় নিরোধের দ্বারা যে অনশন, তা দিব্য হয়। তপস্যার দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, দানের সাহায্যে ভোগপ্রাপ্তি হয়, তীর্থস্নান করলে পাপ নষ্ট হয় ; মোক্ষলাভ হয় জ্ঞানের দ্বারা—এরূপ উপলব্ধি থাকা উচিত।

—o—

## ধুন্ধুমারের কথা—উত্তঙ্ক মুনির তপস্যা এবং তাঁকে বিষ্ণুর বরদান

মহারাজ যুধিষ্ঠির তারপর মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! আমরা শুনেছি যে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা কুবলাশ্ব অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। পরে তিনি 'ধুন্ধুমার' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁর এই নাম পরিবর্তনের কারণ কী ? আমরা তা ঠিকমতো জানতে চাই।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজা ধুন্ধুমারের ধার্মিক উপাখ্যান আমি শোনাচ্ছি। মন দিয়ে শোনো। বহু পূর্বে উত্তঙ্ক নামে এক প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন। মরুদেশের (মারবাড়ের) সুন্দর প্রদেশে তাঁর আশ্রম ছিল। মহর্ষি উত্তঙ্ক ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করার জন্য বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ভগবান প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দিলেন। তাঁকে দর্শন করে মুনি পূর্ণকাম হয়ে বিনয়ের সঙ্গে স্তোত্রপাঠ করে ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন।

উত্তঙ্ক বললেন—ভগবান ! আপনার থেকেই দেবতা, অসুর এবং মানুষ উৎপন্ন হয়েছে। আপনিই এই চরাচরের প্রাণীদের জন্ম দিয়েছেন। বেদবেত্তা ব্রহ্মা, বেদ এবং জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়, সবই আপনার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। দেবাদিদেব ! আকাশ আপনার মস্তক, সূর্য ও চন্দ্র নেত্র, বায়ু নিঃশ্বাস এবং অগ্নি আপনার তেজ। সর্বদিক আপনার বাহু, মহাসাগর উদর, পর্বত উরু এবং অন্তরীক্ষ জঙ্ঘা। পৃথিবী আপনার চরণ এবং বৃক্ষাদি আপনার রোম। ইন্দ্র, সোম, অগ্নি, বরুণ, দেবতা, অসুর, নাগ—এঁরা সকলেই নতমস্তকে নানা স্তুতি করেন এবং হাত জোড় করে আপনাকে প্রণাম করেন। ভুবনেশ্বর ! আপনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ব্যাপ্ত আছেন। বড় বড় যোগী এবং মহর্ষিগণ আপনারই স্তুতি করে থাকেন।

উত্তঙ্কের স্তুতি শুনে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—উত্তঙ্ক, আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা করো।

উত্তঙ্ক বললেন—প্রভো ! সমস্ত জগৎসৃষ্টিকারী দিব্য সনাতন পুরুষ ভগবান নারায়ণের দর্শন আমি পেয়েছি, আমার কাছে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বর।

ভগবান বিষ্ণু বললেন—হে মুনি ! তুমি লোভে চঞ্চল নও, আমাতে তোমার অনন্য ভক্তি ; তাই আমি তোমার ওপর বিশেষ প্রসন্ন হয়েছি। আমার কাছ থেকে কোনো বর তোমার অবশ্যই নেওয়া উচিত।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ভগবান বিষ্ণু যখন এইভাবে বারংবার বললেন তখন উত্তঙ্ক হাতজোড় করে বর চাইলেন—হে কমলনয়ন ! আপনি যদি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং আমাকে বর দিতে চান তাহলে এমন কৃপা করুন যাতে আমার বুদ্ধি সর্বদা শম-দম, সত্যভাষণ এবং ধর্মেই ব্যাপৃত থাকে এবং আপনার

ভজনের অনুরাগ যেন আমার কখনো দূর না হয়।

ভগবান বললেন—মুনিবর ! তুমি যা চেয়েছ, তা সব পূর্ণ হবে। তাছাড়াও তোমার হৃদয়ে সেই যোগবিদ্যারও প্রকাশ হবে, যাবা দ্বারা তুমি দেবতা এবং এই ত্রিলোকের অনেক বড় কাজ সিদ্ধ করবে। ধুন্ধু নামের এক বিশাল অসুর ত্রিলোক বিনাশ করার জন্য ভীষণ তপস্যা করবে। সেই অসুর যার হাতে নিহত হবে, আমি তার নাম তোমাকে বলছি ; শোনো। ইক্ষ্বাকুবংশে এক বলবান এবং বিজয়ী রাজা হবে, তার নাম হবে বৃহদশ্ব। তার এক পুত্র 'কুবলাশ্ব' নামে প্রসিদ্ধ হবে। সে আমার যোগবলের সাহায্যে তোমার নির্দেশে ধুন্ধুকে বিনাশ করবে ; তখন সে এই জগতে 'ধুন্ধুমার' নামে বিখ্যাত হবে।

মহর্ষি উত্তঙ্ককে এই কথা বলে ভগবান অন্তর্ধান করলেন।

—o—

## উত্তঙ্ক মুনির রাজা বৃহদশ্বকে ধুন্ধু বধের জন্য অনুরোধ

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—সূর্য বংশের রাজা ইক্ষ্বাকু পরলোকবাসী হলে তাঁর পুত্র শশাদ রাজা হলেন। তাঁর রাজধানী ছিল অযোধ্যায়। শশাদের পুত্র ককুৎস্থ, ককুৎস্থের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথুর বিশ্বগশ্ব, তাঁর অদ্রি, অদ্রির যুবনাশ্ব এবং যুবনাশ্বের পুত্র হলেন শ্রাব ; শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্ত যিনি শ্রাবস্তী নামের নগরী তৈরি করেছিলেন। শ্রাবস্তের পুত্রের নাম বৃহদশ্ব এবং বৃহদশ্বের পুত্র হলেন কুবলাশ্ব। কুবলাশ্বও তাঁর পিতার থেকে অনেক বেশি গুণবান ছিলেন। তিনি রাজা হওয়ার উপযুক্ত হলে তাঁর পিতা তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করে স্বয়ং তপস্যা করতে বনে যেতে উদ্যত হলেন।
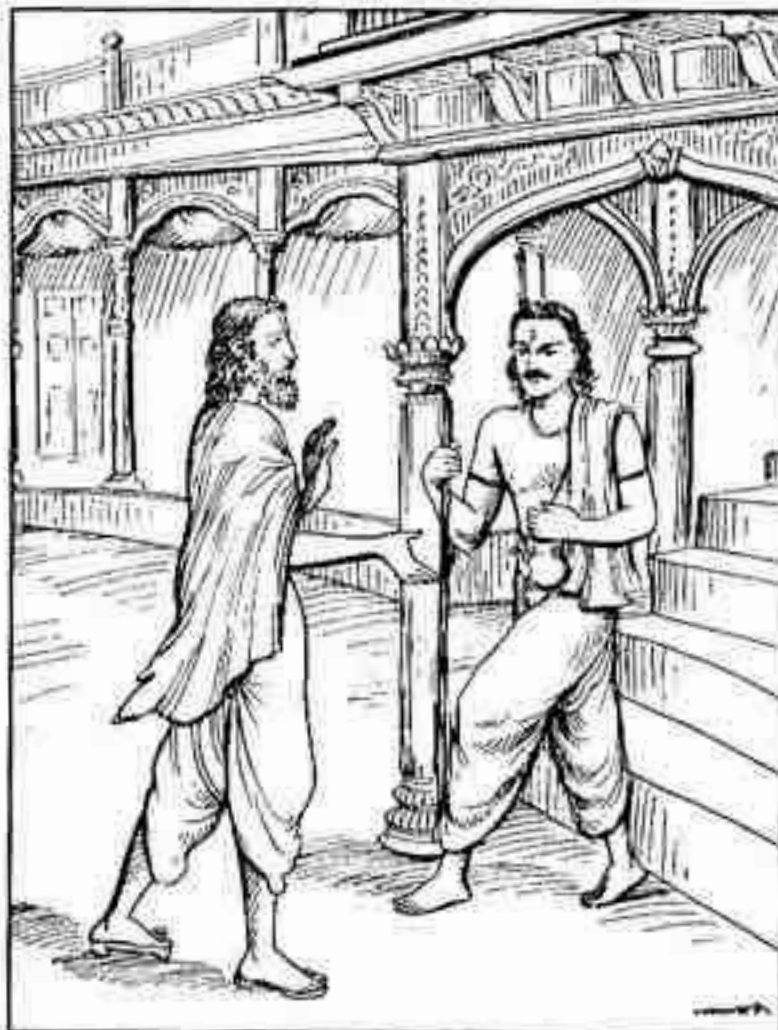
মহর্ষি উত্তঙ্ক যখন শুনলেন যে বৃহদশ্ব বনে যেতে উদ্যত তখন তিনি তাঁর রাজধানীতে এলেন এবং রাজাকে বাধা দিয়ে বলেন—রাজন্ ! আমরা আপনার প্রজা, আপনার কর্তব্য প্রজাদের রক্ষা করা। আপনি প্রথমে আপনার এই প্রধান কর্তব্য পালন করুন। আপনার কৃপাতেই সমস্ত প্রজা এবং পৃথিবীর উদ্বেগ দূর হবে। এখানে থেকে প্রজারক্ষা করায় যা পুণ্য, বনে গিয়ে তপস্যা করলে তেমন পুণ্য হয় না। সুতরাং আপনার এরকম চিন্তা করা উচিত নয়। আপনি না থাকলে আমরা নির্বিঘ্নে তপস্যা করতে পারব না। মরুদেশে আমার আশ্রমের কাছেই এক বালির সমুদ্র আছে, তার নাম উজ্জালক সাগর। সেটি লম্বা চওড়ায় কয়েক যোজন। সেখানে এক খুব বলবান দানব থাকে, তার নাম ধুন্ধু। সে মধুকৈটভের পুত্র। পৃথিবীর ভিতরে সে লুকিয়ে থাকে। সেই মহাক্রূর দৈত্য সারা বছরে বালির ভেতরে লুকিয়ে থেকে একবার মাত্র শ্বাস নেয়। যখন সে নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন পর্বত ও বনের সঙ্গে পৃথিবীও দুলতে থাকে। তার নিঃশ্বাসের ঝড়ে বালি এত দূরে ওঠে যে সূর্যও ঢেকে যায়, সাতদিন তার রেশ থাকে। মহারাজ ! এইসব উৎপাতের জন্য আশ্রমে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং হে রাজন্ ! মানুষের কল্যাণ করার জন্য আপনি ওই দৈত্যকে বধ করুন।

রাজা বৃহদশ্ব হাত জোড় করে বললেন—হে মুনিবর ! আপনি যে উদ্দেশে এখানে পদার্পণ করেছেন, তা নিষ্ফল হবে না। আমার পুত্র কুবলাশ্ব এই পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীর, ধৈর্যশীল এবং ক্ষিপ্র। আপনার অভীষ্ট কার্য ও অবশ্যই পূর্ণ করবে। তার বীর পুত্ররাও যুদ্ধে তার সঙ্গী হবে। আপনি আমাকে অব্যাহতি দিন, কারণ আমি শস্ত্র-ত্যাগ করেছি, যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়েছি।

উত্তঙ্ক বললেন—'ঠিক আছে।' তখন রাজা বৃহদশ্ব উত্তঙ্ক মুনির নির্দেশ পেয়ে তাঁর অভীষ্ট কাজ পূরণ করার জন্য পুত্র কুবলাশ্বকে আদেশ দিলেন এবং নিজে তপোবনে চলে গেলেন।

—o—

## ধুন্ধু বধ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! এরূপ মহাবলী দৈত্যের কথা আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি। কে সেই দৈত্য ? তার সম্পর্কে কিছু বলুন।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—মহারাজ ! মধুকৈটভের পুত্র হল ধুন্ধু। একসময় সে এক পায়ে বহুদিন দাঁড়িয়ে তপস্যা করেছিল। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে বর চাইতে বলেন। তখন সে বলে আমি এই বর চাই যেন দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সর্প—এদের কারো হাতে আমার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা বললেন—ঠিক আছে, তাই হবে। তাঁর স্বীকৃতি পেয়ে ধুন্ধু তাঁকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে গেল।

তখন থেকে সে উত্তঙ্কমুনির আশ্রমের কাছে তার নিঃশ্বাসের আগুনে চতুর্দিক জ্বালিয়ে সেই বালিতে বাস করতে লাগল। রাজা বৃহদশ্বের বনগমনের পর তাঁর পুত্র কুবলাশ্ব উত্তঙ্কমুনির সঙ্গে সৈন্যসহ তাঁর আশ্রমে এসে পৌঁছলেন। তাঁর পুত্রই ছিল একুশ হাজার। উত্তঙ্কের অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের জন্য রাজা কুবলাশ্বকে নিজের তেজ প্রদান করলেন। কুবলাশ্ব যেমনই যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন, আকাশে দৈববাণী শোনা গেল 'রাজা কুবলাশ্ব নিজে অবধ্য থেকে ধুন্ধুকে বধ করে ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হবেন।' দেবতারা তাঁর চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং দেবতাদের দুন্দুভি আপনিই বেজে উঠল, ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল, পৃথিবীর ধুলো শান্ত করার জন্য ইন্দ্র মৃদু বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

ভগবান বিষ্ণুর তেজে বলীয়ান রাজা শীঘ্রই সমুদ্রের তীরে পৌঁছলেন এবং পুত্রদের দিয়ে চতুর্দিকে বালি তুলতে লাগলেন। সাতদিন বালি তোলার পর মহাবলশালী ধুন্ধুকে দেখা গেল। বালির ভিতর তার বিকট শরীর লুক্কায়িত ছিল, প্রকটিত হয়ে সে নিজ তেজে সূর্যের মতো দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। ধুন্ধু প্রলয়কালের অগ্নির মতো পশ্চিম দিক ঘিরে শায়িত ছিল। কুবলাশ্বের পুত্ররা তাকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরে তীক্ষ্ণ বাণ, গদা, মুষল, তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল। তাদের প্রহারে সেই বলশালী দৈত্য ক্রোধে জ্বলে উঠে তাদের অস্ত্রগুলি আত্মসাৎ করতে লাগল। তারপর সে মুখ দিয়ে সংবর্তক অগ্নির মতো আগুনের শিখা বার করে এক মুহূর্তেই সব রাজকুমারদের ভস্ম করে ফেলল, যেমন বহুকাল আগে মহাত্মা কপিল সগর পুত্রদের দগ্ধ করেছিলেন।

সমস্ত রাজকুমার ধুন্ধুর ক্রোধাগ্নিতে পুড়ে মারা গেলে সেই মহাকায় দৈত্য দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণের মতো সাবধানে জেগে রইল, তখন মহাতেজস্বী রাজা কুবলাশ্ব তার দিকে এগোলেন। তাঁর শরীর থেকে জলের বৃষ্টি হচ্ছিল, ফলে ধুন্ধুর মুখ নিঃসৃত আগুন নিভে গেল। এইভাবে রাজা কুবলাশ্ব যোগবলে সেই অগ্নি নির্বাপিত করলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে সমস্ত জগতের ভয় দূর করার জন্য সেই দৈত্যকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলেন। ধুন্ধুকে বধ করার জন্য তিনি 'ধুন্ধুমার' নামে প্রসিদ্ধ হলেন। এই যুদ্ধে কুবলাশ্বের মাত্র তিন পুত্র বেঁচে গিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব এবং চন্দ্রাশ্ব। এই তিনজন থেকেই ইক্ষ্বাকুবংশের পরম্পরা এগিয়ে চলে।

—o—

# পতিব্রতা স্ত্রী এবং কৌশিক ব্রাহ্মণের কথা

ধুন্ধুমারের কাহিনী শোনার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে বললেন—মহর্ষিবর ! আমি এখন পতিব্রতা নারীদের সূক্ষ্ম ধর্ম এবং তাঁদের মাহাত্ম্যের কথা শুনতে চাই। মাতা পিতা আদি গুরুজনদের সেবাকারী বালক ও পাতিব্রত্য পালনকারী নারীরা—সকলের আদরণীয় হয়। নারীরা সদাচার পালন করে এবং পতিকে দেবতা মনে করে সম্মানভাবে তাঁর সেবা করে, তা কোনো সহজ কাজ নয়। সেইরূপ, মাতা পিতার সেবারও অনেক মহিমা। নারীরা অল্পবয়সে মাতা-পিতার এবং বিবাহের পরে পতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে সেবা করে, নারী ধর্ম অত্যন্ত কঠিন, এর থেকে কঠিন আর কোনো ধর্ম আছে বলে আমার মনে হয় না। তাই মুনিবর ! আপনি আমাকে পাতিব্রত্য মাহাত্ম্যের কথা বলুন।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! সতী নারীরা পতির সেবা করে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় এবং মাতা পিতার সেবার দ্বারা তাঁদের প্রসন্নকারী পুত্রও ইহ জগতে সুযশ এবং সনাতনধর্মের বিস্তার করে অন্তকালে উত্তম লোক প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে আমি পরে জানাব। প্রথমে পাতিব্রত্যের মহত্ত্ব এবং ধর্মের বর্ণনা করছি, মন দিয়ে শোনো।

অনেকদিন আগে কৌশিক নামে এক অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিল। সে বেদ, বেদাঙ্গ এবং উপনিষদ অধ্যয়ন করেছিল। একদিন ব্রাহ্মণ একটি গাছের নীচে বসে বেদপাঠ করছিল, সেইসময় গাছের ওপর এক বক বসেছিল, সে ব্রাহ্মণের ওপর বিষ্ঠা ত্যাগ করল। ব্রাহ্মণ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে বকের অনিষ্ট চিন্তা করে তার দিকে তাকাল, বেচারী বক গাছ থেকে পড়ে মরে গেল। মৃত বককে দেখে ব্রাহ্মণের মনে দয়ার উদ্রেক হল, সে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হল। দুঃখে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'ওঃ ! ক্রোধের বশীভূত হয়ে আজ আমি কী অন্যায় কাজ করে ফেললাম।'

বারবার এইভাবে দুঃখ প্রকাশ করে ব্রাহ্মণ গ্রামে গেল ভিক্ষা করতে। গ্রামে যারা শুদ্ধ ও পবিত্র আচার যুক্ত, তাদের কাছে ভিক্ষা করতে করতে এমন এক গৃহে গিয়ে পৌঁছাল, যেখানে সে আগেও ভিক্ষা করেছিল। দরজায় গিয়ে সে বলল—'কিছু ভিক্ষা দাও।' ভিতর থেকে এক নারী বলল—'দাঁড়াও বাবা !এখনই আনছি।' সেই নারী গৃহের ময়লা বাসন পরিষ্কার করছিল। যেমনই তার বাসন ধোওয়া শেষ হল, তখনই তার স্বামী গৃহে ফিরে এলো, সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। স্বামীকে দেখে তার আর বাইরে অপেক্ষারত ব্রাহ্মণের কথা মনে রইল না, সে স্বামীর সেবায় ব্যস্ত হয়ে গেল। জল এনে স্বামীর হাত-পা ধুয়ে আসন এনে বসতে দিল। থালায় করে খাদ্যবস্তু সাজিয়ে এনে স্বামীকে খেতে দিল।
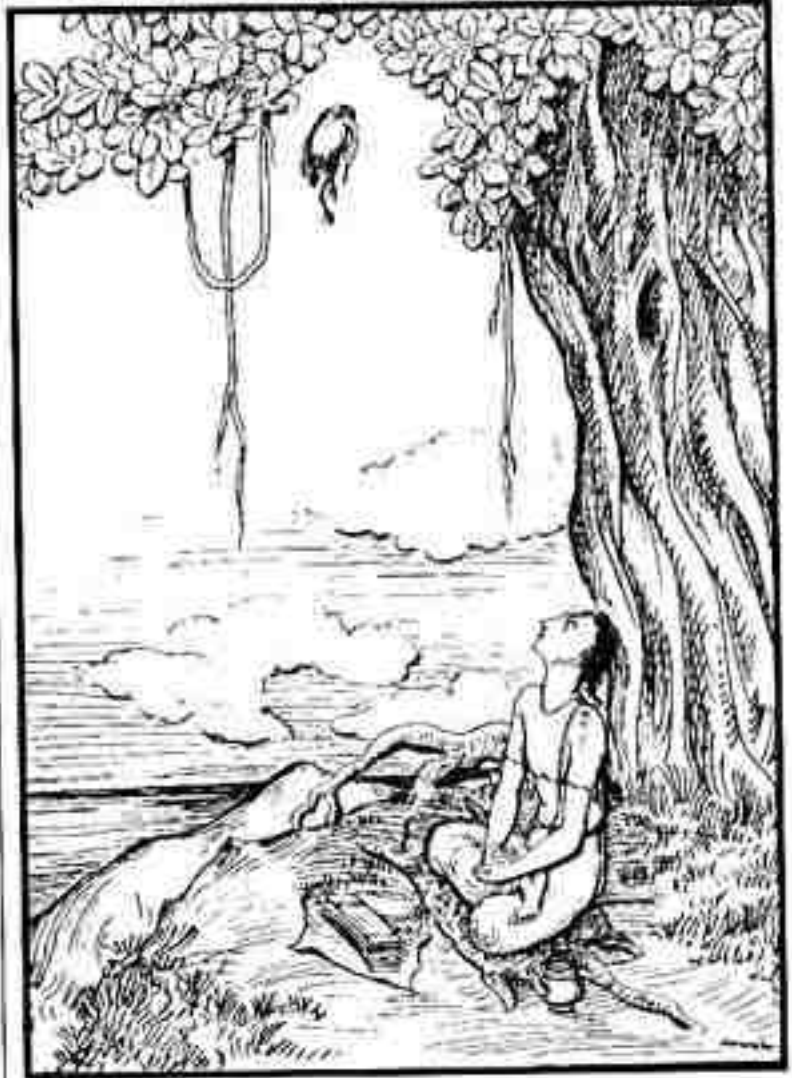
যুধিষ্ঠির ! সেই নারী প্রত্যহ স্বামীকে ভোজন করিয়ে তার উচ্ছিষ্টকে প্রসাদ মনে করে আনন্দে ভোজন করত, স্বামীকেই দেবতা বলে মনে করত এবং স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করত। কখনো মনে মনে অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করত না। নিজের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, ভাবনা, চিন্তা স্বামীর চরণে সঁপে দিয়ে সে অনন্যভাবে স্বামীর সেবাতেই ব্যাপৃত থাকত। তার জীবনের অঙ্গ ছিল সদাচার পালন, তার শরীর ও হৃদয় দুই-ই শুদ্ধ ছিল। সেই নারী গৃহকাজে কুশল ছিল, আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের মঙ্গল কামনা করত এবং স্বামীর মঙ্গলের দিকে সর্বদাই নজর রাখত। দেবতাদের পূজা, অতিথি সৎকার, সেবকদের ভরণ পোষণ

এবং শাশুড়ী শ্বশুরের সেবা—এইসব কাজে কখনো অসাবধান হয়নি। নিজ মন এবং ইন্দ্রিয়সম্পূর্ণ তার বশীভূত ছিল।

পতির সেবা করতে করতে সেই নারীর বাইরে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়ল। পতির সেবার তাৎক্ষণিক কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, সে সংকোচের সঙ্গে ভিক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে গেল। ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখে সে বলল—'দেবী ! তোমার যখন এতই কাজ তখন 'দাঁড়াও বাবা' বলে আমাকে আটকালে

কেন ? আমাকে যেতে দিলে না কেন ?' ব্রাহ্মণের রাগ দেখে সেই সতী নারী অত্যন্ত শান্তস্বরে বলল—'পণ্ডিত বাবা ! ক্ষমা করো ; আমার সব থেকে বড় দেবতা আমার স্বামী, তিনি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে গৃহে ফিরেছেন, তাকে ফেলে কেমন করে আসব ? তাঁর সেবা কাজেই ব্যস্ত ছিলাম।'

ব্রাহ্মণ বলল—কী বলছ, ব্রাহ্মণ বড় নয় ! স্বামীই সব থেকে বড় ? গার্হস্থ্য-ধর্মে থেকেও তুমি ব্রাহ্মণদের অপমান করছ ? ইন্দ্রও ব্রাহ্মণদের কাছে মাথা নত করেন, মানুষের কথা আর কী বলব। তুমি কী ব্রাহ্মণদের জান না ? বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে কখনো শোননি ? আরে, ব্রাহ্মণ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, সে ইচ্ছা করলে এই পৃথিবীকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলতে পারে।

সতী নারী বলল—তপস্বী বাবা ! রাগ কোরো না, আমি সেই বক পাখি নই। লাল চোখ করে আমাকে দেখছ কেন ? রাগ করে তুমি আমার কী ক্ষতি করবে ? আমি ব্রাহ্মণদের অপমান করি না। তারা তো দেবতা তুল্য। আমি অপরাধ করেছি, তাই ক্ষমা চাইছি। ব্রাহ্মণের তেজের সঙ্গে আমি অপরিচিত নই, তাদের মহাসৌভাগ্যের কথা আমি জানি। ব্রাহ্মণের ক্রোধের ফলেই সমুদ্রের জল পানযোগ্য নেই। তিনি এক মহাতপস্বী এবং শুদ্ধান্তঃকরণ মুনিই ছিলেন, যার ক্রোধাগ্নিতে আজও দণ্ডকারণ্য জ্বলছে। ব্রাহ্মণদের প্রতারণা এবং হত্যার জন্য বাতাপি রাক্ষস অগস্ত্যের পেটে গিয়ে হজম হয়ে গিয়েছিল। মহাত্মা ব্রাহ্মণদের প্রভাব যে অনেক বড় তা আমার শোনা আছে। মহাত্মাদের ক্রোধ এবং আশীর্বাদ উভয়ই মহান। এখন আমার দ্বারা আপনার যে অসম্মান হয়েছে, তা ক্ষমা করুন। পতিসেবায় যে ধর্ম পালন হয়, তা-ই আমার বেশি পছন্দের। দেবতাদের মধ্যেও আমার স্বামীই আমার সব থেকে বড় দেবতা। আমার দ্বারা এই পাতিব্রতধর্মেরই সাধারণভাবে পালন করা হয়। এই ধর্ম পালনের যে ফল, তাও আপনি প্রত্যক্ষ করুন। আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে বকপাখিকে দগ্ধ করেছিলেন, সে কথা আমি জেনে গিয়েছিলাম। বাবা ! মানুষের মধ্যেই এক বড় শত্রু তার নিজের সঙ্গে শত্রুতা করে ; তার নাম ক্রোধ। যে ক্রোধ এবং মোহকে জয় করেছে, যে সর্বদা সত্যভাষণ করে, গুরুজনদের সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট রাখে, কেউ মারলেও তাকে মারে না, যে নিজ ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে পবিত্রভাবে ধর্ম ও স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত থাকে, যে কাম জয় করেছে, দেবতাদের মতে সে-ই ব্রাহ্মণ। যে ধর্মজ্ঞ এবং মনস্বী পুরুষের সমস্ত জগতের প্রতি আত্মভাব থাকে এবং সকল ধর্মের ওপর অনুরাগ থাকে, যে যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ইত্যাদি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করে নিজ শক্তি অনুসারে দানও করে থাকে, ব্রহ্মচর্যকালে যে সর্বদা বেদ অধ্যয়ন করে, যার নিত্য স্বাধ্যায়ে কখনো ভুল হয় না, দেবতারা তাকেই ব্রাহ্মণ বলে মানেন। ব্রাহ্মণদের পক্ষে যা কল্যাণকর ধর্ম, তাই তাদের সমক্ষে বর্ণনা করা উচিত। সেজন্য আমি অপলকে এত কথা বলছি। ব্রাহ্মণরা সত্যবাদী হয়, তাদের মন কখনো অসত্যে যায় না। স্বাধ্যায়, দম, আর্জব (সরলতা) ও সত্যভাষণ, ব্রাহ্মণদের এগুলিই

পরমধর্ম। যদিও ধর্মের স্বরূপ বোঝা কিছু কঠিন, তবুও তা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, ধর্মের বিষয়ে বেদই প্রমাণ, বেদ থেকেই ধর্মজ্ঞান হয়। তবুও ধর্মের স্বরূপ খুবই সূক্ষ্ম। বেদপাঠ করলেই যে তার প্রকৃত রূপ প্রকটিত হবে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। আমার তো মনে হয় যে আপনার এখনও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হয়নি। ব্রাহ্মণদেব ! 'পরম ধর্ম কী ?' আপনি যদি তা জানতে চান তাহলে মিথিলাপুরীতে গিয়ে মাতা-পিতার ভক্ত, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনাকে ধর্মতত্ত্ব বুঝিয়ে দেবে। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন ; এখন আপনি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। আমি যদি কোনো অন্যায় কথা বলে থাকি ক্ষমা করবেন, কারণ নারীদের সকলেই দয়া করে থাকেন।

ব্রাহ্মণ বলল—দেবী ! তোমার কল্যাণ হোক ; আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। আমার ক্রোধ দূরীভূত হয়েছে। তুমি আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছ, আমার কাছে তা সতর্ক বার্তা। এর দ্বারা আমার কল্যাণ হবে। তোমার মঙ্গল হোক ; আমি এখন মিথিলা যাব এবং নিজ কার্য সফল করব।

—o—

## কৌশিক ব্রাহ্মণের মিথিলায় গিয়ে ধর্মব্যাধের নিকট উপদেশ গ্রহণ

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—সেই পতিব্রতা রমণীর কথা শুনে কৌশিক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হল। নিজের ক্রোধের কথা স্মরণ করে সে অপরাধীর মতো নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। তারপর ধর্মের সূক্ষ্ম গতির কথা চিন্তা করে সে মনে মনে ঠিক করল যে, তার এই সতীর কথায় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখা উচিত এবং অবশ্যই মিথিলায় গিয়ে ধর্মব্যাধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ধর্ম সম্বন্ধীয় কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

এইসব চিন্তা করে সে কৌতূহলবশত মিথিলাপুরীর দিকে রওনা হল। পথে অনেক জঙ্গল, গ্রাম, নগর পার হতে হল। ক্রমশ সে রাজা জনকের সুরক্ষিত মিথিলাপুরীতে এসে পৌঁছাল। সেই নগর অত্যন্ত শোভাময় ছিল, ধার্মিক মানুষরা সেখানে বাস করত এবং নানাস্থানে যজ্ঞ এবং ধর্মসম্বন্ধীয় নানা অনুষ্ঠান হচ্ছিল।

কৌশিক নগরে পৌঁছে সবদিক ঘুরে ঘুরে ধর্মব্যাধের অনুসন্ধান করছিল। এক জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ব্রাহ্মণরা তাকে ঠিকানা জানিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে কৌশিক দেখল ধর্মব্যাধ কসাইখানায় মাংস বিক্রয় করছে। ব্রাহ্মণ গিয়ে একান্তে বসল। ব্যাধ জেনে গেছে যে কোনো এক ব্রাহ্মণ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তাই সে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণের কাছে এসে বলল—ভগবান ! আপনার চরণে প্রণাম। আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমিই সেই ব্যাধ, যাকে খুঁজতে আপনি এত দূরে কষ্ট করে এসেছেন। আপনার মঙ্গল হোক, আদেশ করুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি। আমি জানি আপনি কেমন করে এখানে এসেছেন, সেই পতিব্রতা নারীই আপনাকে মিথিলাতে পাঠিয়েছেন।

ব্যাধের কথা শুনে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং ভাবতে লাগল এবার আর একটি আশ্চর্যজনক জিনিস দেখলাম। ব্যাধ বলল—এই স্থান আপনার উপযুক্ত নয় ; যদি কিছু মনে না করেন, চলুন আমরা দুজন গৃহে যাই।

ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হয়ে বলল—ঠিক আছে, তাই চলো। তারপর প্রথমে ব্রাহ্মণ এবং তারপর ব্যাধ চলল। গৃহে পৌঁছে ধর্মব্যাধ ব্রাহ্মণের পা ধুয়ে বসার আসন দিল। তাতে বসে ব্রাহ্মণ ব্যাধকে বলল—'বাবা, মাংস বিক্রয়ের কাজ তোমার উপযুক্ত নয়। তোমার এই ভীষণ কর্মে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

ব্যাধ বলল—বিপ্রবর ! একাজ আমি নিজ ইচ্ছায় করিনি। এই ব্যবসা আমার বংশে পিতা-পিতামহের সময় থেকে চলে আসছে। আমি নিজে এমন কোনো কাজ করি না যা ধর্ম-বিরুদ্ধ। সাবধানতার সঙ্গে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবা করি, সত্য কথা বলি, কারো নিন্দা করি না। যথাসাধ্য দান করি এবং দেবতা, অতিথি ও সেবকদের ভোজন করিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি।

শূদ্রের কর্তব্য হল সেবা ; বৈশ্যের কর্ম চাষ-আবাদ করা, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য যুদ্ধ করা। ব্রাহ্মণের পালন যোগ্য কর্তব্য ও ধর্ম হল ব্রহ্মচর্যপালন, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং রাজার কর্তব্য হল সত্যভাষণ, নিজ নিজ ধর্ম ও কর্তব্যপালনরত প্রজাদের ধর্মপূর্বক পালন করা এবং যারা ধর্মচ্যুত হবে, তাদের পুনরায় ধর্মে স্থাপন করা। ব্রহ্মন্ ! রাজা জনকের এই রাজ্যে এমন কেউ নেই যে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করে। চার বর্ণের লোক নিজ নিজ ধর্ম পালন করে। রাজা জনক দুরাচারীদের, ধর্ম বিরুদ্ধাচরণকারীদের, নিজ পুত্র হলেও, কঠোর শাস্তি দেন। (সুতরাং আপনি এখানে কোনো মিথিলাবাসীর মধ্যে অধর্মের আশংকা করবেন না।)

আমি নিজে জীবহত্যা করি না। অন্যের বধ করা শূকর এবং মহিষের মাংস বিক্রয় করি। আমি নিজে কখনো মাংস ভক্ষণ করি না। শুধু ঋতুকালেই স্ত্রী-সংসর্গ করি। সর্বদাই দিনে উপবাস করি আর রাত্রে ভোজন করি। কিছু লোকে আমার প্রশংসা করে, কিছু লোক নিন্দা করে, কিন্তু আমি সকলকেই সদ্‌ব্যবহারে সন্তুষ্ট রাখি।

দ্বন্দ্বসহ্য করা, ধর্মে দৃঢ় থাকা, সকল প্রাণীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান করা—এইসব মানবোচিত গুণ ত্যাগ ব্যতীত আসে না। ব্যর্থ বিবাদ পরিত্যাগ করে অন্যের ভালো করা উচিত। কোনো কামনার বশবর্তী হয়ে বা দ্বেষবশত ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। প্রিয়বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষোৎফুল্ল হওয়া উচিত নয়। নিজ মনের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো কাজ হলে দুঃখিত হবে না ; আর্থিক সংকট এলে ভয় পাবে না এবং কোনো অবস্থাতেই ধর্মত্যাগ করবে না। যদি ভ্রমক্রমে একবার ধর্ম বিপরীত কাজ হয়ে যায়, তা যেন দ্বিতীয়বার না হয়। যে কাজ অন্যের এবং নিজের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে হয়, সেই কাজ করা উচিত। বদ্ আচরণকারীর প্রতিও কখনো খারাপ ব্যবহার করবে না, নিজে সাধু ব্যবহার কখনো পরিত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি অন্যের খারাপ করতে চায়, সে পাপী নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে থাকা ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের কর্মকে অধর্ম বলে হাসি ঠাট্টা করে, সে ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পাপী ব্যক্তি হাপরের মতো ফুলে ওঠে গর্ব করে। প্রকৃতপক্ষে তার পুরুষার্থ বলে কিছু থাকে না।

যে ব্যক্তি পাপকাজ করে ফেলে সত্যই অনুতপ্ত হয়, সে ওই পাপ থেকে মুক্তি পায় ; আর 'কখনো এমন কাজ করব না' বলে প্রতিজ্ঞা করে পাপ কর্ম থেকে বিরত হলে ভবিষ্যতেও পাপ থেকে রক্ষা পায়। লোভই পাপের মূল, লোভী ব্যক্তিরাই পাপ চিন্তা করে। পাপী পুরুষ ওপর থেকে ধর্মের জাল বিছায়। যেমন কোনো খাদ (গর্ত) শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয় তেমনই এরা ধর্মের নামে পাপ কর্ম করে। এরা ইন্দ্রিয় সংযম, বাহ্য পবিত্রতা এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় কথাবার্তার উপদেশ করলেও ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের ন্যায় শিষ্টাচার সম্পন্ন হয় না।

——০——

# শিষ্টাচারের বর্ণনা

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ধর্মব্যাধের উপরিউক্ত উপদেশ শুনে ব্রাহ্মণ কৌশিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'নরশ্রেষ্ঠ ! সজ্জন ব্যক্তিদের আচরণ সম্বন্ধে আমি কীভাবে জানব ? তুমি আমাকে যথার্থ রীতিতে শিষ্টাচারের কথা বুঝিয়ে বলো।'

ব্যাধ বলল—ব্রাহ্মণ ! যজ্ঞ, তপ, দান, বেদের স্বাধ্যায় এবং সত্যভাষণ—শিষ্ট পুরুষদের ব্যবহারে এই পাঁচটি ব্যাপার সর্বদা থাকে। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ এবং মত্তভাব—এই দুর্গুণগুলি জিতে নেয়, কখনো এগুলির বশীভূত হয় না, তাকেই শিষ্ট (উত্তম) বলা হয় এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাকেই সম্মান করে থাকেন। তারা সর্বদাই যজ্ঞে এবং স্বাধ্যায়-কর্মে নিযুক্ত থাকেন। কখনো খুশিমতো আচরণ করেন না। সর্বদা সদাচার পালন করা শিষ্ট ব্যক্তিদের আর একটি লক্ষণ। শিষ্টাচারী ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুর সেবা, ক্রোধহীনতা, সত্যভাষণ এবং দান—এই চারটি গুণ অবশ্যই থাকে। বেদের সার সত্য, সত্যের সার ইন্দ্রিয় সংযম এবং ইন্দ্রিয়সংযমের সার ত্যাগ। শিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এই ত্যাগ সর্বদা বিদ্যমান। শিষ্ট পুরুষ সর্বদা নিয়মিত জীবন নির্বাহ করে, ধর্মপথে চলে এবং গুরুর নির্দেশ পালন করে থাকে।

সুতরাং হে প্রিয় ! তুমি ধর্মমর্যাদা ভঙ্গকারী নাস্তিক, পাপী এবং নির্দয় ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সর্বদা ধার্মিক ব্যক্তিদের সেবা করো। এই শরীর এক নদীর মতো, পাঁচ ইন্দ্রিয় জলের মতো আর কাম ও লোভ এর মধ্যে কুমীরের মতো বসবাস করে। জন্ম-মৃত্যুর দুর্গম প্রদেশে এই নদী বহমান। তুমি ধৈর্যের নৌকায় বসে এই দুর্গম স্থানের ক্লেশগুলি পার হয়ে যাও। শ্বেতবস্ত্রের ওপর যেমন যেকোনো রং খুব সুন্দর দেখায় তেমনই শিষ্টাচার পালনকারী ব্যক্তির ক্রমশ সঞ্চিত কর্ম এবং জ্ঞানরূপ মহাধর্ম সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। অহিংসা ও সত্য—এর দ্বারাই সমস্ত জীবের কল্যাণ হয়। অহিংসা সবথেকে বড় ধর্ম, কিন্তু সত্যেই এর প্রতিষ্ঠা। সত্যের আধারেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমস্ত কাজ আরম্ভ হয়, তাই সত্য গৌরবের বস্তু। ন্যায় সম্বলিত কর্মের পালনকেই ধর্ম বলা হয়। এর বিপরীত যে অনাচার, শিষ্ট ব্যক্তিরা তাকেই অধর্ম বলে থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ বা নিন্দা করে না, যার মধ্যে অহংকার ও ঈর্ষাভাব নেই, যে নিজ মনকে বশে রাখে এবং সরল স্বভাব সম্পন্ন হয়, তাকেই শিষ্টাচারী বলা হয়। তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। অন্যের পক্ষে যা পালন করা কঠিন সেরূপ সদাচারগুলিও সে সহজেই পালন করতে পারে। নিজ সৎকর্মের জন্যই সে সর্বত্র সম্মানিত হয়। তার দ্বারা কখনোই হিংসাদি ভয়ানক কর্ম হয় না। পুরাকাল থেকে সদাচার চলে আসছে, এটিই সনাতন ধর্ম কেউ এটি দূর করতে পারে না। সর্বপ্রধান ধর্ম তাকেই বলে যা বেদ প্রতিপাদন করে ; দ্বিতীয় স্তরের ধর্মগুলির বর্ণনা ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় স্তরের ধর্ম হল শিষ্ট ব্যক্তির আচরণ। ধর্মের এই তিনটিই লক্ষণ। বিদ্যায় পারঙ্গম হওয়া, তীর্থ স্নান করা এবং ক্ষমা, সত্য, কোমলতা এবং পবিত্রতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ শিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণেই দেখা যায়। যে সকলের প্রতি দয়াভাব পোষণ করে, কাউকে কষ্ট দেয় না, কখনো কঠোর বাক্য বলে না, তাকেই সাধু বা শিষ্ট ব্যক্তি বলা হয়। যার শুভ-অশুভ কর্মের পরিণামের জ্ঞান থাকে, যে ন্যায়যুক্ত, সদ্‌গুণসম্পন্ন, সমস্ত জগতের হিতৈষী এবং সর্বদা সুপথে চলে, সেই সজ্জন ব্যক্তিই শিষ্ট। তাঁর দান করার স্বভাব থাকে। সকল বস্তুই সে সকলের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে উপভোগ করে। দীন-দুঃখীর ওপর তার সর্বদা দয়া থাকে। স্ত্রী এবং অনুচরদের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্যও সজ্জন ব্যক্তি সদাই তৎপর থাকে এবং নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের অর্থ প্রদান করে। সে সর্বদা সৎপুরুষদের সঙ্গ করে। অহিংসা-সত্য-ক্রূরতার অভাব, কোমলতা, অহংকার, ত্যাগ, লজ্জা, ক্ষমা, শম, দম, বুদ্ধি, ধৈর্য, জীবে দয়া, কামনা ও হিংসাভাব না থাকা—এগুলি শিষ্ট ব্যক্তিদের গুণ। এর মধ্যেও তিনটির প্রাধান্য আছে—কারও সঙ্গে শত্রুতা না করা, দানে রত থাকা এবং সত্যভাষণ। শান্ত থাকা, সন্তুষ্টি-ভাব এবং মিষ্ট বাক্য—এগুলিও সৎপুরুষের গুণ। এরূপ ব্যক্তি মহাভয় হতে মুক্ত হয়ে যায়। হে ব্রাহ্মণ ! আমি যেমন জেনেছি ও শুনেছি, সেইমতো শিষ্ট আচারের বর্ণনা তোমাকে করলাম।

——○——

# ধর্মের সূক্ষ্ম গতি এবং ফলভোগে জীবের পরাধীনতা

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ধর্মব্যাধ কৌশিক ব্রাহ্মণকে বলল, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন ধর্মের ব্যাপারে বেদই প্রমাণ। সেকথা একেবারে যথার্থ ; তবুও ধর্মের গতি অতীব সূক্ষ্ম, তার নানা ভেদ, নানা শাখা। বেদে সত্যকে ধর্ম এবং অসত্যকে অধর্ম বলা হয় ; কিন্তু যদি কারো প্রাণ সংকট উপস্থিত হয় এবং অসত্য ভাষণের সাহায্যে তার প্রাণরক্ষা হয়, তবে সেইসময় অসত্য বাক্যই ধর্ম হয়ে ওঠে। ওইস্থানে অসত্যের দ্বারাই সত্যের কাজ হয়। ওই সময় সত্যকথা বললে তাতে অসত্যের ফল লাভ হয়। এর আসল কথা হল যাতে পরিণামে প্রাণীদের হিত হয়, তা বাহ্যত অসত্য মনে হলেও, বাস্তবে সত্য। অপরপক্ষে যাতে কারো অহিত হয়, অপরের প্রাণ সংকট উপস্থিত হয়, তা সত্য বলে প্রতিভাত হলেও বাস্তবে তা অসত্য এবং অধর্ম। এইভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। মানুষ যে শুভ-অশুভ কর্ম করে, তার ফল তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। মন্দকর্মের ফল হিসাবে যখন তার প্রতিকূল দশা প্রাপ্ত হয়, দুঃখ ভোগ করতে হয়, তখন সে দেবতার নিন্দা করে, ঈশ্বরকে দোষ দেয়, কিন্তু অজ্ঞতাবশত সে নিজ কর্মগুলির দিকে দৃষ্টি দেয় না। মূর্খ, কপট, অস্থির চিত্ত ব্যক্তি সর্বদাই সুখ-দুঃখের চক্রে আবর্তিত হয়। তার বুদ্ধি, শিক্ষা এবং পুরুষার্থ—কিছুই তাকে সেই চক্র থেকে রক্ষা করতে পারে না। পুরুষার্থের ফলে যদি পরাধীনতা না থাকত, তাহলে যার যা খুশি সে তাই করত। কিন্তু দেখা যায় যে বড় বড় সংযমী, কার্যকুশল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিও কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও তার ইচ্ছানুযায়ী ফল মেলে না। অন্য ব্যক্তি যে সকলকে হিংসা করে এবং সর্বদা লোকেদের ঠকিয়ে বেড়ায়, সে ফুর্তিতে জীবন কাটায়। কেউ বিনা চেষ্টাতেই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়, আবার কেউ সারাদিন খেটেও খেতে পায় না। কত মানুষ বহু কষ্ট সহ্য করে, দেবতাদির পূজা করে পুত্র সন্তান লাভ করে, কিন্তু সে বড় হয়ে কুলে কলঙ্ক লেপন করে। আবার এমন দেখা যায় যে, পিতৃ অর্জিত ধন-ধান্য ও প্রচুর ভোগ বিলাসের মধ্যেই কারোর জন্মলাভ হয়। আবার মানুষ যে রোগ-ভোগ করে, সেসব তার কর্মেরই ফল ; পশু-বন্দীকারীরা যেমন বাচ্চা হরিণকে বন্দী করে যাতনা দেয়, তেমনই কর্মফল অনুসারে অনেকেই বিভিন্ন রোগে কষ্ট পায়। ভোগ সমাপ্ত হলে চিকিৎসার মাধ্যমে চিকিৎসকের দ্বারা যেমন রোগীর অসুখ নিবারণ হয় তদনুরূপ সেই ধৃত পশুও যাতনা প্রদানকারীর হাত থেকে রক্ষা পায়। সাধারণত দেখা যায়, যার ভাণ্ডারে খাদ্য বস্ত্র মজুত থাকে, সে অজীর্ণ রোগে কষ্ট পায়, অন্যদিকে যে ব্যক্তি স্বাস্থ্যবান, অন্নের অভাবে সে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' করতে থাকে, অতিকষ্টে সে আহার সংগ্রহ করে। এইভাবে লোকে শোক ও মোহে ডুবে থাকে। কর্মের ভীষণ প্রবাহে পড়ে মানুষ নিরন্তর আধি-ব্যাধিরূপ তরঙ্গের আঘাত সহ্য করে। জীব যদি ফল ভোগেতে স্বাধীন হত, তাহলে কেউ বৃদ্ধও হত না, মৃত্যুমুখেও পতিত হত না, সকলেই ইচ্ছামতো কামনা পূর্ণ করত। দেখা যায় পৃথিবীতে সকলেই বড় হতে চায় এবং তারজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু তা হয় না। বহু মানুষই এক লগ্ন ও নক্ষত্রে জন্মায়, কিন্তু পৃথক পৃথক কর্মফল হওয়ায় তাদের ফল প্রাপ্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। এমনকী নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুতেও সকলের সমান অধিকার থাকে না। শ্রুতি অনুসারে জীবাত্মা সনাতন এবং সকল প্রাণীর শরীর বিনাশশীল। অস্ত্রাঘাতে শরীর নাশ হলেও অবিনাশী জীব মরে না ; সে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থেকে পুনরায় অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

—o—

# জীবাত্মার নিত্যতা এবং পুণ্য-পাপ কর্মের শুভাশুভ পরিণাম

কৌশিক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করল—হে ধর্মব্যাধ ! জীব সনাতন কীকরে, এই বিষয়ে আমি সঠিকভাবে জানতে চাই।

ধর্মব্যাধ বলল—দেহ নাশ হলে জীবনের অস্তিত্ব নাশপ্রাপ্ত হয় না। অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে বলে জীব মারা যায়, সে কথা ঠিক নয়। জীব এই দেহ ছেড়ে অন্য দেহে যায়। শরীরের পাঁচতত্ত্ব পৃথকভাবে পাঁচভূতে মিশে গেলে তাকেই নাশ বলা হয়। ইহজগতে মানুষের কৃতকর্ম অন্য কেউ ভোগ করে না ; যে যা কর্ম করে, তাকেই তার ফলভোগ করতে হয়। কৃত কর্মের কখনো নাশ হয় না। পবিত্র আত্মার ব্যক্তি পুণ্য কর্ম করে এবং নীচ ব্যক্তি পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সেই কর্মই মানুষকে অনুসরণ করে এবং কর্মানুসারে তার ভিন্ন জন্ম লাভ হয়।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করল—জীব অপর যোনিতে কেমন করে জন্ম নেয় ? পাপ ও পুণ্যের সঙ্গে তার কীরূপ সম্পর্ক এবং তার কেমন করে পাপ ও পুণ্য যোনির (ভিন্ন-জন্মের) প্রাপ্তি ঘটে ?

ধর্মব্যাধ বলল—জীব কর্মবীজ সংগ্রহ করে কীভাবে শুভ কর্ম অনুসারে উত্তম যোনি ও পাপকর্ম অনুসারে অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আমি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। শুধুমাত্র শুভকর্মের সংযোগে জীব দেবত্বলাভ করে, শুভাশুভ উভয়ের মিশ্রণে মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হয়। মোহে পতিতকারী তামস কর্মের আচরণের দ্বারা পশু-পক্ষীরূপে জন্ম নিতে থাকে। নিজের পাপের জন্যই তাকে বারংবার জগতের ক্লেশ ভোগ করতে হয়। কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ জীব হাজার প্রকার তির্যক যোনি এবং নরকে আবর্তিত হতে থাকে। মৃত্যুর পর পাপকর্মের ফলে দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং সেই দুঃখ ভোগ করার জন্যই জীবকে নীচ যোনিতে জন্ম নিতে হয়। সেখানে সে আবার নতুন করে বহু পাপ কাজ করে বসে, ফলে কুপথ্য খাওয়া রোগীর মতো তাকে আবার নানা কষ্ট ভোগ করতে হয়। এইভাবে যদিও যে নিত্য দুঃখভোগ করতে থাকে, তবু সে নিজেকে দুঃখী বলে মনে করে না, দুঃখকেই সুখ ভেবে থাকে। যতক্ষণ কর্মভোগ সম্পূর্ণ না হয় এবং সে নতুন করে কর্ম করতে থাকে, ততক্ষণ কষ্ট সহ্য করে জীবকে এই জগৎ সংসার চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

বন্ধনকারক কর্মের ভোগ পূর্ণ হলে এবং সৎকর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়ে গেলে তখন মানুষ তপ ও যোগ আরম্ভ করে। তখন পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ তার উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়। সেখানে গেলে তার আর শোক-দুঃখ থাকে না। মানুষের পাপ কর্ম করা উচিত নয়, পাপকর্ম ত্যাগ করতে হয়। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংস্কারসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় পবিত্র এবং মনকে বশে রাখতে সক্ষম, সে উভয় লোকেই সুখলাভ করে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিরই সৎব্যক্তির মতো ধর্ম পালন করা কর্তব্য। জগতে যাতে কেউ কষ্ট না পায়, তেমন জীবিকা অবলম্বন করা উচিত। নিজ ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করবে, যেন কর্ম সংকর (মিশ্রণ) না হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্মেই আনন্দ খুঁজে পান, তাতেই আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ধর্ম থেকে অর্জিত অর্থ দ্বারাই ধর্মের মূল সিঞ্চন করেন। এইরূপে যে ধর্মাত্মা, তার চিত্ত স্বচ্ছ এবং প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ধর্মাত্মা ব্যক্তি রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শ—এগুলি থেকে বিষয় সুখ প্রাপ্ত হয় এবং প্রভুত্ব লাভ করে। এসব তার ধর্মেরই ফল বলে মানা হয়। ধর্মের ফলরূপে জাগতিক সুখলাভ করে যে সন্তোষ ও তৃপ্তিলাভ করে না, জ্ঞানদৃষ্টিবশত সে ব্যক্তি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। বিবেক-বিচার সম্পন্ন ব্যক্তি রাগ- দ্বেষাদি দোষে যুক্ত হয় না। তার পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ হলেও সে ধর্ম ত্যাগ করে না। সমস্ত জগৎকে বিনাশশীল জেনে সে সবকিছুই পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে, তারপর প্রারব্ধের জন্য অপেক্ষা না করে সে মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। এইভাবে বৈরাগ্য লাভ করে সে পাপকর্ম পরিত্যাগ করে এবং ধার্মিক হয়ে শেষে মোক্ষ লাভ করে। জীবের কল্যাণের সাধন হল তপ আর তপের মূল হল শম ও দম—মন ও ইন্দ্রিয়াদির ওপর বিজয়লাভ করা। সেই তপের দ্বারাই মানুষ তার বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে। ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যভাষণ এবং শম-দম—এই সবের সাহায্যে মানুষ পরমপদ (মোক্ষ) লাভ করে।

——o——

## ইন্দ্রিয়াদির অসংযমে ক্ষতি এবং সংযমে লাভ

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করল—ধর্মাত্মন্ ! ইন্দ্রিয় কী কী, কীভাবে তার নিগ্রহ করা উচিত ? নিগ্রহের ফল কী এবং এই ফল কীভাবে প্রাপ্ত করা হয় ?

ধর্মব্যাধ বলল—ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কোন কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করার জন্য সর্ব প্রথম মানুষের মন প্রবৃত্ত হয়—সেটি জানার পর সেটির ওপর মনের রাগ বা দ্বেষ জন্মায়। যার প্রতি অনুরাগ জন্মায়, তার জন্য মানুষ প্রচেষ্টা করে, সেটি পাওয়ার জন্য বড় বড় কাজ আরম্ভ করে এবং তা প্রাপ্ত হলে নিজ অভীষ্ট বিষয় বারংবার সেবন করে। অধিক ব্যবহারে তাতে অনুরাগ জন্মায়, তার জন্য অন্যের প্রতি দ্বেষ ভাব জন্মায় ; তখন লোভ ও মোহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। লোভে আক্রান্ত ও রাগ-দ্বেষ পীড়িত ব্যক্তির বুদ্ধি ধর্মপথে যায় না। সে যে ধর্ম করে, তা হল এক বাহানা, তার মধ্যে তার স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। সুদের দ্বারা ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি আসলে অর্থ চায় এবং ধর্মের আড়ালে যখন অর্থ লাভ হতে থাকে, তখন সে তাতেই মোহমুগ্ধ হয়ে যায় ; তখন সেই ধন দ্বারা তার মনে পাপ-বাসনা জাগ্রত হয়। যখন তার বন্ধু এবং বিদ্বান ব্যক্তিরা তাকে সেই কর্মে বাধা প্রদান করে তখন সে তার উত্তরে নানা অশাস্ত্রীয় কথা বলে তাদের বাধা দেয়। রাগরূপী দোষের জন্য তিনপ্রকার অধর্ম তার দ্বারা সংঘটিত হয়—(১) সে মনে মনে পাপচিন্তা করে, (২) পাপকথা বলতে থাকে (৩) পাপ ক্রিয়া করতে থাকে। অধর্মে ব্যাপৃত হওয়ায় তার ভালো গুণ সব নষ্ট হয়ে যায়। নিজের মতো পাপস্বভাব সম্পন্ন লোকেদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেই পাপের কারণে সে ইহলোকে দুঃখ তো পায়ই, পরলোকেও তাকে দুর্গতি ভোগ করতে হয়। একে পাপাত্মা হওয়ার চক্র বলা যায়।

ধর্ম প্রাপ্তি হয় কীভাবে এখন সেই কথা শোনো। যে ব্যক্তি কিসে সুখ আর কিসে দুঃখ এই বিষয়ে কুশলী, সে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাহায্যে বিষয় সম্পর্কীয় দোষগুলি আগেই বুঝে যায়। তাই সে সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গ করতে থাকে, সাধু সঙ্গ করায় তার বুদ্ধি ধর্মে প্রবৃত্ত হয়।

বিপ্রবর ! পঞ্চভূতে তৈরি এই সমস্ত জগৎ চরাচর ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মের থেকে উৎকৃষ্ট কোনো পদ নেই। পঞ্চভূত হল—আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথিবী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এগুলি ক্রমশ এর বিশেষ গুণ। পাঁচ গুণের অতিরিক্ত ষষ্ঠ তত্ত্ব হল চেতনা, একেই মন বলা হয়। সপ্তম তত্ত্ব বুদ্ধি আর অষ্টম তত্ত্ব অহংকার। এতদ্ব্যতীত পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, জীবাত্মা এবং সত্ত্ব, রজ, তম—এই সব মিলে সতেরোটি তত্ত্বের এই সমূহকে অব্যক্ত (মূল প্রকৃতির কার্য) বলা হয়। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং মন ও বুদ্ধির যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিষয়, তা সম্মিলিত করলে এই সমূহকে চব্বিশ তত্ত্ব বলা হয় ; এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই-ই ভোগ্যরূপ।

পৃথিবীর পাঁচটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এর মধ্যে গন্ধ ছাড়া বাকী চার গুণ জলেরও আছে। তেজের তিন গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। বায়ুর দুটি গুণ শব্দ ও স্পর্শ আর আকাশের একটাই গুণ, তা হল শব্দ। এই পাঁচভূত একে অপরকে ছাড়া থাকে না, একই ভাব প্রাপ্ত হয়েই স্থূলরূপে প্রকাশিত হয়। যখন জগতের প্রাণী তীব্র সংকল্পের দ্বারা অন্য দেহ ভাবনা করে, তখন কালের অধীন হয়ে সে অন্য দেহে প্রবেশ করে। পূর্বদেহের স্মৃতি বিস্মরণ হওয়াকেই মৃত্যু বলা হয়। এইভাবে ক্রমশ আবির্ভাব ও তিরোভাব হতে থাকে। দেহের প্রতিটি অঙ্গে যে রক্ত ইত্যাদি ধাতু থাকে তা পঞ্চভূতেরই পরিণাম। সারা জগৎ এতে পরিব্যাপ্ত। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যার সংসর্গ হয়, তা ব্যক্ত ; কিন্তু যে বিষয় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, শুধু অনুমানের দ্বারা জানা যায়, তাকে অব্যক্ত বলে জানতে হবে।

নিজ নিজ বিষয়সমূহ অতিক্রম না করে শব্দাদি বিষয়াদির গ্রহণকারী এই ইন্দ্রিয়কে যখন আত্মা তার বশ করে, তখন সে তপস্যা করে—ইন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করে। এর ফলে আত্মদৃষ্টি লাভ করায় সে সমস্ত লোকে নিজেকে ব্যাপ্ত এবং নিজের মধ্যে সমস্ত জগৎকে স্থিত দেখে। এইরূপ পরাৎপর ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির যতক্ষণ প্রারব্ধ থাকে, ততক্ষণ সমস্ত প্রাণীকে দেখতে থাকে। সর্ব অবস্থায় সমস্ত প্রাণীকে আত্মরূপে অবলোকনকারী এই ব্রহ্মভূত জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো কোনো অশুভ কর্মে লিপ্ত হন না। যে মায়াময় ক্লেশ অতিক্রম করে, সেই যোগীর লোকবৃত্তির প্রকাশকারী জ্ঞানমার্গের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা বেদযুক্ত জীবকে আদি অন্ত রহিত, স্বয়ম্ভু অবিকারী, অনুপম এবং নিরাকার বলেছেন।

হে বিপ্র ! তপস্যাই সব কিছুর মূল এবং ইন্দ্রিয় সংযম করলেই তপস্যা হয়। স্বর্গ-নরক বলে যা আছে, তা সবই ইন্দ্রিয়গত। মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদি রোধ করাই হল যোগ। ইন্দ্রিয়কালকে বশে না রাখাই হল নরকের হেতু। ইন্দ্রিয়াদি রিপুর তাড়নায় তার ইচ্ছানুযায়ী চলাতেই সমস্ত প্রকার দোষ

সংঘটিত হয় এবং ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করলেই সিদ্ধিলাভ হয়। নিজ দেহে বিদ্যমান মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের ওপর যে ব্যক্তি অধিকার কায়েম করেছে, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আর পাপে লিপ্ত হয় না এবং কোনো অনর্থও তার দ্বারা সম্ভব হয় না। শরীর হল মানুষের রথ, আত্মা তার সারথি এবং ইন্দ্রিয় সমূহ হল ঘোড়া। কুশল সারথি যেমন ঘোড়াকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখে সুখে যাত্রা করে, তেমনই সাবধানী ব্যক্তি নিজ ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে সুখে জীবনযাত্রা পূর্ণ করে। যে ব্যক্তি দেহরূপ রথে মন এবং ইন্দ্রিয়রূপ ছটি বলবান ঘোড়াকে ঠিকমতো চালিত করে, সেই উত্তম সারথি। পথে ধাবিত ঘোড়ার ন্যায় বিষয়ে বিচরণকারী এই ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করার জন্য ধৈর্য সহকারে চেষ্টা করা উচিত, যারা ধৈর্য সহকারে চেষ্টা করে, তারা অবশ্যই ফললাভ করে। বিষয়ের অভিমুখী ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি মনকেও লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে, পতন হয়, যেমন সমুদ্রে চালিত নৌকাকে বায়ু পথভ্রষ্ট করে নিমজ্জিত করে। অজ্ঞান ব্যক্তি মোহবশত এই ছয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখের চিন্তা করে এবং তাতেই সিদ্ধিলাভ হয় বলে মনে করে। কিন্তু বীতরাগ পুরুষ, যিনি এগুলির দোষ অনুসন্ধান করেন, তিনি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে ধ্যানের দ্বারা আনন্দ লাভ করেন।

---

## তিন গুণের স্বরূপ এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—তারপর কৌশিক ব্রাহ্মণ ধর্মব্যাধকে বললেন—'আমি এবার সত্ত্বঃ, রজ, তম—এই তিনটি গুণের স্বরূপ জানতে চাই। আমাকে এগুলি যথাবৎ বর্ণনা কর।'

ধর্মব্যাধ বলল—আমি তোমাকে তিনটি গুণের পৃথক স্বরূপগুলি জানাচ্ছি, শোনো। তিনটি গুণের মধ্যে যেটি তমোগুণ, তা মোহ উদ্রেককারী, রজোগুণে কর্মে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সত্ত্বগুণ বিশেষ জ্ঞান প্রকাশক, তাই একে সর্বাপেক্ষা উত্তম বলা হয়। যার মধ্যে অজ্ঞানতা বেশি, মোহগ্রস্ত এবং অচেতনভাবে দিন রাত ঘুমিয়ে থাকে, যার ইন্দ্রিয় বশে নেই, অবিবেচক, ক্রোধী এবং আলস্যপ্রিয়—সে তমোগুণ সম্পন্ন বলে জানবে। যে শুধু প্রবৃত্তি সম্পর্কীয় কথা বলে, বিচারশীল, অন্যের দোষ দেখে না, সদাই কর্মব্যস্ত থাকে, যার মধ্যে বিনয়ের অভাব থাকে, অহংকারী, সে রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি। যার মধ্যে জ্ঞান বেশি, যিনি ধীর এবং অক্রিয়, অন্যের মধ্যে দোষ দেখেন না, জিতেন্দ্রিয়, অক্রোধী, তাঁকে বলে সাত্ত্বিক পুরুষ।

মানুষের অল্পাহারী হওয়া উচিত এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ রাখা কর্তব্য। সন্ধ্যা ও প্রভাতকালে মন আত্মচিন্তায় (ঈশ্বর চিন্তায়) মগ্ন রাখবে। যে ব্যক্তি এইভাবে সর্বদা নিজ হৃদয়ে আত্ম-সাক্ষাৎকারের অভ্যাস করে, সে নিজের মনের মধ্যে নিরাকার আত্মাকে দর্শন (বোধ) করে মুক্ত হয়ে যায়। সর্বভাবে ক্রোধ এবং লোভ পরিত্যাগ করা উচিত। জগতে এই হল তপস্যা এবং ভবসাগর থেকে পার হওয়ার সেতু। ক্রোধ হতে তপস্যাকে, দ্বেষ থেকে ধর্মকে, মান-অপমান থেকে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। সব থেকে বড় ধর্ম হল দয়া। প্রধান বল ক্ষমা, উত্তম ব্রত হল সত্য এবং আত্মজ্ঞানই সবথেকে বড় জ্ঞান। সত্যকথা বলা হল সদা কল্যাণময়ী, সত্যেই জ্ঞানের স্থিতি। প্রাণীদের যাতে কল্যাণ হয়, তাকেই সত্য বলে। যার কর্ম কামনাদ্বারা আবদ্ধ নয়, যে নিজের সব কিছু ত্যাগ রূপ অগ্নিতে অর্পণ করেছে, সে-ই বুদ্ধিমান এবং ত্যাগী। কোনো প্রাণীতে হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রভাব রাখবে। দুর্লভ মনুষ্য জীবন পেয়ে কারোর প্রতি শত্রুভাব পোষণ করবে না। সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, কামনা ও লোভ ত্যাগ করবে—এগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানের সাধন। সর্বপ্রকার সংগ্রহ পরিত্যাগ করে পরলোক ও ইহলোকের ভোগের প্রতি সুদৃঢ় বৈরাগ্য ধারণ করে বুদ্ধির সাহায্যে মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করবে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, যার মনের ওপর অধিকার আছে, যে অজিত পদ জয়ের ইচ্ছা রাখে, নিত্য তপস্যারত সেই মুনির আসক্তি উদ্রেককারী ভোগের থেকে দূরে (অনাসক্ত) থাকা উচিত। গুণাদিও যেখানে অগুণরূপ হয়, যা বিষয়াদি থেকে আসক্তি বর্জিত ও একমাত্র নিত্যসিদ্ধস্বরূপ এবং একমাত্র অজ্ঞান ভিন্ন যাঁর উপলব্ধিতে অন্য কোনো বাধা নেই—অজ্ঞান দূরীভূত হলে স্বতই অভিন্নরূপে যা প্রকাশিত হয়, তাই হল ব্রহ্মপদ, তাই অসীম আনন্দ। যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ের ইচ্ছাই ত্যাগ করে আসক্তিশূন্য হয়ে যায়, সেই ব্রহ্মকে লাভ করে। বিপ্রবর ! এ বিষয়ে আমি যেমন শুনেছি ও জেনেছি, তা সবই তোমাকে শোনালাম।

---

# ধর্মব্যাধের মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—যুধিষ্ঠির ! ধর্মব্যাধ যখন এইভাবে মোক্ষসাধক ধর্মের বর্ণনা করলেন তখন কৌশিক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললেন—'তুমি আমাকে সবই ন্যায়যুক্ত কথা বলেছ। আমার মনে হচ্ছে ধর্ম সম্বন্ধে এমন কোনো বিষয় নেই, যা তোমার অজ্ঞাত।'

ধর্মব্যাধ বললেন—'হে ব্রাহ্মণদেবতা ! আমার ধর্মপালনের প্রত্যক্ষ প্রভাবও আপনি এবার দেখবেন যার জন্য আমি এই সিদ্ধিলাভ করেছি। গৃহের ভিতর পদার্পণ করে আপনি আমার পিতা-মাতাকে দর্শন করুন।'

ব্যাধের অনুরোধে ব্রাহ্মণ তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করল। সেখানে সে এক অতি সুন্দর চার কক্ষ বিশিষ্ট শ্বেত বর্ণের ভবন দেখল। সেই গৃহের শোভায় মন মুগ্ধ হয়। যেন দেবতাদের নিবাসস্থান ! দেবতাদের সুন্দর মূর্তিদ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত। একদিকে শোবার জন্য পালঙ্কে বিছানা পাতা, অন্যদিকে বসার জন্য আসন রাখা ছিল। সেই গৃহ ধূপ ও কেশর ইত্যাদির মিষ্ট সুগন্ধে সুরভিত ছিল। ব্রাহ্মণ দেখলেন ধর্মব্যাধের পিতামাতা আহার সমাপ্ত করে প্রসন্ন চিত্তে এক সুন্দর আসনে বসে আছেন। তাঁরা শ্বেতবস্ত্র পরে আছেন এবং পুষ্প-চন্দন দিয়ে তাঁদের পূজা করা হয়েছে।

পিতা-মাতাকে দেখেই ধর্মব্যাধ তাঁদের চরণে মাথা রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। বৃদ্ধ পিতা-মাতা অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন—'বাবা ! ওঠো, ওঠো ; তুমি ধর্মকে জান, ধর্মই তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবে। আমরা তোমার সেবায়, তোমার শুদ্ধ ভাবে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, তুমি দীর্ঘায়ু হও। তুমি উত্তম গতি, তপ, জ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি লাভ করেছ। তুমি সৎপুত্র, নিত্য নিয়মিত আমাদের সেবা ও পূজা করেছ। আমাদের দেবতা বলে ভেবেছ। ব্রাহ্মণের মতো শম-দম পালন করেছ। আমার পিতার পিতামহ এবং প্রপিতামহগণ এবং আমরাও তোমার সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন। তুমি কায়মনোবাক্যে কখনো আমাদের সেবায় বিরত হও না। এখনও তোমার মধ্যে আমাদের সেবা ব্যতীত আর কোনো চিন্তা নেই। পরশুরাম যেভাবে তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করেছিলেন তার থেকেও ভালোভাবে তুমি আমাদের সেবা করেছ।'

ব্যাধ তখন মাতা-পিতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ দেবতার পরিচয় করাল। তাঁরা ব্রাহ্মণকে আদর-আপ্যায়ন করলেন। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা দুজনে এই গৃহে পুত্র-পরিবার সহ কুশলে আছেন তো ? আপনারা সুস্থ আছেন তো ?' তাঁরা বললেন—'হ্যাঁ ব্রাহ্মণদেবতা ! আমাদের গৃহে পরিবার-পরিজন সহ আমরা কুশলে আছি। আপনি আপনার কথা বলুন, আপনি এখানে ভালোভাবে এসেছেন তো ? পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো ?' ব্রাহ্মণ বললেন—'হ্যাঁ, আমি ভালোভাবেই এসেছি ; পথে কোনো কষ্ট হয়নি।'

তারপর ব্যাধ তাঁর মাতা-পিতার দিকে তাকিয়ে কৌশিক ব্রাহ্মণকে বলল—'ভগবান ! মাতা-পিতাই আমার প্রধান দেবতা, দেবতাদের জন্য যা করা উচিত, তা আমি এঁদের জন্য করি। এঁদের সেবা কাজে আমার কোনো আলস্য নেই। জগতে যেমন ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি (প্রকার) দেবতা পূজনীয়, তেমনই এই বৃদ্ধ পিতা-মাতা আমার পূজনীয়। দ্বিজগণ যেমন দেবতাদের নানাপ্রকার উপহার সমর্পণ করেন, আমিও এঁদের জন্য তাই করি। ব্রহ্মন্ ! মাতা-পিতাই আমার শ্রেষ্ঠ দেবতা। আমি ফল-ফুল-রত্নাদিতে এঁদেরই সন্তুষ্ট করে থাকি। বিদ্বানেরা যাঁকে অগ্নি বলেন, এঁরাও আমার কাছে সেরূপ অগ্নিস্বরূপ। আমার মাতা-

পিতাই আমার কাছে চতুর্বেদ ও যজ্ঞসমূহ। এঁদের জন্য আমি আমার প্রাণও সমর্পণ করতে পারি। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমি নিত্য এঁদের সেবা করি। আমি নিজেই এঁদের স্নান করাই এবং স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করে খাওয়াই। আমি জানি এঁরা কী ভালোবাসেন আর কী পছন্দ করেন না। তাই এঁদের পছন্দের জিনিস নিয়ে আসি। যা এঁরা পছন্দ করেন না, তা আনি না। আলস্য পরিত্যাগ করে এইভাবে আমি সর্বদা এঁদের সেবায় ব্যাপৃত থাকি।'

---
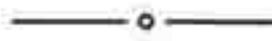
## ধর্মব্যাধ কর্তৃক মাতা-পিতার সেবার জন্য উপদেশ লাভ করে কৌশিকের গৃহে প্রত্যাবর্তন

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ধর্মাত্মা ব্যাধ ব্রাহ্মণকে এইভাবে তাঁর মাতা-পিতাকে দর্শন করিয়ে বললেন—'ব্রাহ্মণ ! মাতা-পিতার সেবাই আমার তপস্যা, এই তপস্যার প্রভাব দেখুন। এর প্রভাবে আমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছি। যার ফলে আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি এক পতিব্রতা স্ত্রীর কথায় এখানে এসেছেন। যে সাধ্বী নারী আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তিনি তাঁর পাতিব্রত্যের প্রভাবে এই সমস্তই জানেন। আমি এবার আপনার মঙ্গলের জন্য কিছু বলতে চাই, শুনুন। আপনি বেদ-স্বাধ্যায়ের জন্য পিতা-মাতার আদেশ না নিয়েই গৃহত্যাগ করেছেন, এতে তাঁদের অত্যন্ত অপমান করা হয়েছে এবং আপনারও এই কাজ উচিত হয়নি। আপনার শোকে আপনার দুই বৃদ্ধ মাতা-পিতা অন্ধ হয়ে গেছেন ; আপনি ফিরে গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করুন। তাতে আপনার ধর্ম নষ্ট হবে না। আপনি তপস্বী মহাত্মা এবং ধর্মানুরাগী। কিন্তু মাতা-পিতার সেবা বিনা সবই ব্যর্থ। আপনি সত্বর গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করুন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছি। আমি এর থেকে বড় কোনো ধর্ম বুঝি না।'

ব্রাহ্মণ বলল—'ধর্মাত্মা ! আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমি এখানে এসে তোমার সৎসঙ্গ লাভ করেছি। তোমার ন্যায় ধর্মতত্ত্ব জানা লোক ইহজগতে দুর্লভ। সহস্র মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিরল যিনি ধর্মতত্ত্ব জানেন এবং তাঁর দর্শন পাওয়া খুবই দুর্লভ। তোমার কল্যাণ হোক, তোমার সত্যপালনে আজ আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন। স্বর্গভ্রষ্ট যযাতিকে যেমন তাঁর দৌহিত্ররা রক্ষা করেছিলেন, তোমার ন্যায় সাধু ব্যক্তি আজ আমাকে নরক থেকে উদ্ধার করেছে। এখন থেকে আমি তোমার কথানুযায়ী মাতা-পিতার সেবা করব। যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়, সে ধর্ম-অধর্ম ঠিক করতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হল যে, এই সনাতন ধর্ম, যার তত্ত্ব বোঝা কঠিন, তা শূদ্র জাতির মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান। আমি তোমাকে শূদ্র বলে মনে করি না। কোনো প্রবল প্রারব্ধবশত তোমার শূদ্রকুলে জন্ম হয়েছে।'

ব্রাহ্মণের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্যাধ জানাল—'পূর্ব-জন্মে আমি বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ছিলাম ; সঙ্গদোষে আমি এমন কিছু কর্ম করেছি, যার ফলে আমি ঋষির দ্বারা শাপগ্রস্ত হই। সেই শাপের জন্যই আমি শূদ্রকুলে ব্যাধ হয়ে জন্মলাভ করেছি।'

ব্রাহ্মণ বলল—'শূদ্র হলেও আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলেই মনে করি। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয়েও পাপী, গর্বিত এবং অসৎ পথে বিচরণ করে, সে শূদ্রেরই সমান। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি শূদ্র হয়েও শম, দম, সত্য এবং ধর্ম সর্বদা পালন করে, তাকে আমি ব্রাহ্মণ বলেই মনে করি। কারণ মানুষ সদাচারের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। তুমি জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, তুমি ধর্মতত্ত্ব জান এবং জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত রয়েছ, তাই কৃতার্থ। এখন আমি ফিরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাইছি। তোমার কল্যাণ হোক এবং ধর্ম সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বলল—'ব্রাহ্মণের কথা শুনে ধর্মাত্মা ব্যাধ হাত জোড় করে বিদায় জানালেন। ব্রাহ্মণ ধর্মব্যাধকে প্রদক্ষিণ করে ওখান থেকে রওনা হলেন। গৃহে ফিরে তিনি মাতা-পিতার পূর্ণভাবে সেবা করলেন এবং বৃদ্ধ মাতা-পিতা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। যুধিষ্ঠির ! তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে, সেইমত আমি তোমাকে পতিব্রতা স্ত্রী এবং ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব শোনালাম এবং ধর্মব্যাধের মাতা-পিতার সেবার কথাও শোনালাম।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনিবর ! ধর্মের বিষয়ে আপনি আমাকে অত্যন্ত অদ্ভুত এবং সুন্দর উপাখ্যান শোনালেন।

এই কথা শুনে এত সুখ পেয়েছি, যাতে মনে হল এক পলকে সময় চলে গেল। আপনার কাছে ধর্মের কথা শুনতে শুনতে আমার তৃপ্তিতে মন ভরে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আরও শুনি।'

—— o ——

## কার্তিকের জন্ম এবং তাঁর দেবসেনাপতিত্ব গ্রহণের উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভার্গবশ্রেষ্ঠ ! স্বামী কার্তিকের জন্ম কীভাবে হয়েছিল এবং তিনি কেমন করে অগ্নিপুত্র হলেন, সেইসব কথা আমাকে যথাবৎ কৃপা করে বলুন।

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—কুরুনন্দন ! আমি তোমাকে স্বামী কার্তিকের জন্ম বৃত্তান্ত শোনাচ্ছি। পূর্বকালে দেবতা এবং অসুর নিজেদের মধ্যে প্রায়ই সংগ্রামে রত থাকতেন। ভয়ংকর রূপধারণকারী অসুররা দেবতাদের সর্বদাই পরাজিত করত। ইন্দ্র যখন বারবার তাঁর সেনাদের নাশ হতে দেখলেন, তখন তিনি মানস পর্বতে গিয়ে এক শ্রেষ্ঠ সেনাপতি কী করে লাভ করা যায় তার জন্য চিন্তা করতে লাগলেন। সেইসময় তিনি এক নারীর করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলেন। সে বারংবার চেঁচিয়ে বলছিল—'কোনো পুরুষ আছ, আমাকে রক্ষা করো !' ইন্দ্র তার আর্তনাদ শুনে বললেন—'ভয় পেয়ো না, এখানে তোমার ভয় পাবার কিছু

নেই।' এই বলে সেখানে পৌঁছে দেখলেন হাতে গদা নিয়ে কেশী দৈত্য সেই নারীটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দ্র সেই নারীর হাত ধরে বললেন—'ওরে নীচ কুকর্মকারী ! তুই কী করে এই নারীটিকে হরণ করতে চাস ? মনে রাখিস, আমি বজ্রধারী ইন্দ্র। তুই এখনই একে ছেড়ে দে।' তখন কেশী বলল—'আরে ইন্দ্র !, একে আমি বরণ করে নিয়েছি। তুই একে ছেড়ে দে তাহলেই তুই বেঁচে নিজপুরীতে ফিরতে পারবি।'

এই বলে কেশী তার গদা ইন্দ্রের ওপরে ছুঁড়ে দিল। ইন্দ্র বজ্রের সাহায্যে তাকে মধ্যপথে কেটে ফেললেন। কেশী তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রের ওপর এক বিশাল পাথর ছুঁড়ল। পাথর আসতে দেখে ইন্দ্র সেটিও টুকরো টুকরো করে দিলেন। সেই টুকরো পড়ার সময় তাতে কেশী আঘাত পেল। কেশী সেই আঘাতে ভয় পেয়ে নারীটিকে ফেলে পালিয়ে গেল। কেশী চলে গেলে ইন্দ্র সেই নারীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে ? কার কন্যা ? এখানে তোমার কী কাজ ?'

কন্যা উত্তর দিল—'ইন্দ্র ! আমি প্রজাপতির কন্যা, আমার নাম দেবসেনা। দৈত্যসেনা আমার বোন, কেশী তাকে নিয়ে গেছে। আমরা দুই বোন প্রজাপতির অনুমতি নিয়ে একসঙ্গে খেলার জন্য এই মানসপর্বতে আসতাম ; কেশী দৈত্য প্রতিদিন তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বলত, দৈত্যসেনার তার সঙ্গে প্রণয় ছিল, কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করতাম না। তাই দৈত্যসেনাকে কেশী নিয়ে গেলেও, আপনার পরাক্রমে আমি রক্ষা পেয়েছি। এখন আপনি যে পরাক্রমী বীরকে ঠিক করবেন, আমি তাকেই আমার পতি বলে বরণ করব।' ইন্দ্র বললেন—'আমার মা দক্ষকন্যা অদিতি, সুতরাং তুমি আমার মাসতুতো বোন। এখন বলো তোমার পতির কীরকম বিক্রম তুমি চাও।' কন্যা উত্তর দিল—'যিনি দেবতা, দানব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস এবং দুষ্ট দৈত্যদের পরাজিত করবেন, মহা পরাক্রমশালী, অত্যন্ত বলবান এবং যিনি আপনার সঙ্গে মিলে সমস্ত প্রাণীর ওপর বিজয়লাভ করবেন, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং কীর্তি

বৃদ্ধিকারী ব্যক্তিকেই আমি পতি হিসাবে চাই।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্! সেই কন্যার কথা শুনে ইন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ভাবলেন যে এই মেয়ে যেমন চায় তেমন কোনো পাত্র দেখা যাচ্ছে না। তখন তিনি কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মলোকে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'ভগবান! আপনি এই কন্যার জন্য কোনো

সদ্‌গুণ সম্পন্ন শূরবীর পাত্রের সন্ধান দিন।' ব্রহ্মা বললেন—'এরজন্য তুমি যেমন ভেবেছ, আমিও তেমনই ভেবেছি। অগ্নির সাহায্যে এক মহাপরাক্রমী বালক জন্ম নেবে, সেই হবে এই কন্যার পতি এবং তোমার সেনাধ্যক্ষের কাজও সেই করবে।'

ব্রহ্মার কথা শুনে ইন্দ্র তাঁকে প্রণাম করে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বশিষ্ঠ প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষি যেখানে ছিলেন, সেখানে গেলেন। সেইসময় এই মহর্ষিগণ যে যজ্ঞ করেছিলেন, দেবতারা এসে তার থেকে নিজেদের ভাগ গ্রহণ করতেন। ঋষিরা আবাহন করায় অগ্নিদেবও সেখানে এলেন এবং ঋষিদের মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক প্রদত্ত বলি গ্রহণ করে বিভিন্ন দেবতাদের দিতে লাগলেন। সেইসময় ঋষিপত্নীদের রূপে অগ্নিদেব মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেও সংযত হতে পারলেন না। কিন্তু সেই কামাগ্নি শান্ত করার কোনো উপায় করতে পারলেন না, কারণ ঋষিপত্নীরা ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা ও শুদ্ধচারিণী। অগ্নিদেব অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে নিরাশচিত্তে দেহত্যাগ করা স্থির করে বনে চলে গেলেন।

অগ্নিপত্নী স্বাহা যখন জানতে পারলেন যে অগ্নি ঋষিপত্নীদের রূপে মোহিত হয়ে বনগমন করেছেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, তিনি ঋষিপত্নীদের রূপ ধারণ করে তাঁকে নিজের প্রতি আসক্ত করবেন। তাতে অগ্নির তাঁর ওপর প্রেমবৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর কামনাও তৃপ্ত হবে। এই কথা ভেবে স্বাহা প্রথমে মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী রূপ-গুণশীলবতী শিবার রূপ ধারণ করে অগ্নিদেবের কাছে গিয়ে বললেন—'অগ্নিদেব! আমি কামাগ্নিতে জ্বলে যাচ্ছি, তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করো। তুমি তা না করলে আমার প্রাণ বাঁচবে না। আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী শিবা।' অগ্নি তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তার সঙ্গে সমাগম করলেন। স্বাহা তাঁর বীর্য হাতে নিয়ে একটি স্বর্ণকুণ্ডে রাখলেন। এইভাবে স্বাহা সপ্তঋষির প্রত্যেকের পত্নীর রূপ ধারণ করে অগ্নির কামবাসনা পূর্ণ করলেন। কিন্তু অরুন্ধতীর তপস্যা এবং শক্তির প্রভাবে তাঁর রূপ ধারণ করতে সক্ষম হলেন না। এইভাবে স্বাহা প্রতিপদের দিন ছয়বার অগ্নির বীর্য সেই সুবর্ণকুণ্ডে রাখলেন। সেই বীর্য থেকে এক ঋষিপূজ্য বালক জন্মগ্রহণ করলেন। স্খলিত বীর্য থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁর নাম হল 'স্কন্দ'। তাঁর ছয়টি মাথা, বারোটি কান, বারোটি চক্ষু, বারোটি হাত এবং একটি গ্রীবা ও একটি পেট ছিল। তিনি দ্বিতীয়াতে অভিব্যক্ত হয়ে তৃতীয়াতে শিশুরূপ হলেন, চতুর্থীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হন। উদীয়মান সূর্য যেমন অরুণবর্ণ মেঘে সুশোভিত থাকে, তেমনই এই বালককেও মনে হত অরুণবর্ণ মেঘে ঢাকা। ত্রিপুরবিনাশক মহাদেব দৈত্য সংহারকারী যে বিশাল রোমাঞ্চকারী ধনুক রেখেছিলেন, স্কন্দ সেই বিশাল ধনুক তুলে নিয়ে ভীষণ সিংহনাদ করে ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীকে হতচেতন করে দিলেন। তাঁর সেই মেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জনে বহু প্রাণী ভূমিতলে পতিত হল। সেইসময় যেসব প্রাণী তাঁর শরণ গ্রহণ করেছিল, তাদের তাঁর পার্ষদ বলা হয়। তাদের সকলকে মহাবাহু স্বামী কার্তিক সান্ত্বনা প্রদান করেন।

তারপর তিনি শ্বেতপর্বতে উঠে হিমালয়ের পুত্র ক্রৌঞ্চপর্বতকে বাণবিদ্ধ করেন। সেই ছিদ্রপথে এখনও হংস এবং গৃধ্রপক্ষী মেরুপর্বতের ওপর দিয়ে গমন করে থাকে। কার্তিকের বাণে বিদ্ধ হয়ে ক্রৌঞ্চপর্বত আর্তনাদ করতে

করতে পড়ে গেল। তাকে পড়তে দেখে অন্যান্য পর্বতও তীব্র চিৎকার করতে লাগল। পর্বতদের সেই আর্ত তীব্র চিৎকার শুনেও মহাবলী কার্তিক বিচলিত হননি। তিনি এক শক্তিশালী আয়ুধ হাতে নিয়ে সিংহনাদ করতে লাগলেন। তিনি সেই শক্তিশালী আয়ুধ ছুঁড়ে শ্বেতগিরির এক বিশাল শিখর ভেঙে ফেললেন। তাঁর আঘাতে বিদীর্ণ সেই শ্বেতপর্বত ভীত হয়ে অন্যান্য পাহাড়ের সঙ্গে পৃথিবী ত্যাগ করে আকাশে উড়ে গেল। পৃথিবীও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ায় তাতে যেখানে-সেখানে ফাটল ধরতে লাগল, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে কার্তিকের কাছে গেলে পৃথিবী আবার বলশালী হয়ে উঠল। পর্বতরাও তাঁর চরণে মস্তক অবনত করে আবার পৃথিবীতে ফিরে এল। তারপর থেকে প্রতি শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর দিন লোকে তাঁর পূজা করতে থাকল।

এদিকে সপ্তর্ষিরা যখন এই মহাতেজস্বী পুত্রের জন্ম-বৃত্তান্ত শুনলেন, তখন অরুন্ধতী ব্যতীত অন্য সকল ঋষি-পত্নীদেরই তাদের স্বামী-ঋষিরা পরিত্যাগ করলেন। স্বাহা বারবার সপ্তঋষিদের বলতে লাগলেন যে 'এ আমারই পুত্র, আপনারা যা মনে করছেন, তা নয়।' অগ্নিদেব যখন কামাতুর হয়ে বনগমন করেছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র গোপনে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন, তাই তিনি সবই জানেন। তিনিও সপ্তর্ষিদের জানালেন যে তাঁদের স্ত্রীদের কোনোই অপরাধ নেই। কিন্তু সবকিছু সম্পূর্ণভাবে শুনেও তাঁরা পত্নীদের আর গ্রহণ করলেন না।

দেবতারা স্কন্দের বল ও পরাক্রমের কথা শুনে ইন্দ্রের কাছে এসে বললেন, 'দেবরাজ ! স্কন্দের বল অসহ্য, আপনি শীঘ্র ওকে হত্যা করুন। যদি ওকে হত্যা না করেন, তাহলে সেই একদিন দেবতাদের রাজা হয়ে বসবে।' ইন্দ্রের যদিও তাঁর বলের সম্বন্ধে ধারণা ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি ঐরাবতে চড়ে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে স্কন্দকে আক্রমণ করলেন। স্কন্দের কাছে এসে ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবতা ভীষণ সিংহনাদ করলেন। সেই শব্দ শুনে কার্তিকও সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জন করলেন। সেই মহাগর্জনে দেবতাদের সেনাদল হতচেতন হয়ে পড়ল এবং তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। দেবতারা তাঁকে বধ করতে এসেছেন দেখে কার্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মুখ দিয়ে জ্বলন্ত অগ্নির হল্কা ছাড়তে লাগলেন। সেই আগুনের হল্কা ভীতসন্ত্রস্ত দেবতাদের দগ্ধ করতে লাগল। এতে দেবতাদের মস্তক, শরীর, অস্ত্র-শস্ত্র এবং বাহনও দগ্ধ হয়ে ছিন্নভিন্ন তারার মতো মনে হতে লাগল। এইভাবে দগ্ধ হয়ে তাঁরা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে অগ্নিপুত্র স্কন্দের শরণ গ্রহণ করলেন। ফলে দেবতারা কার্তিকের হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

দেবতারা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করলে ইন্দ্র স্কন্দের ওপর বজ্র নিক্ষেপ করলেন। সেই বজ্রের আঘাতে কার্তিকের দক্ষিণ অঙ্গ আহত হয়, এবং সেই অঙ্গ থেকে আর একজন পুরুষ প্রকটিত হয়। সেই পুরুষ যুবাবস্থা প্রাপ্ত এবং স্বর্ণ কবচ, শক্তি এবং দিব্যকুণ্ডল পরিহিত। স্কন্দের শরীরে বজ্র প্রবেশ হওয়াতে এই পুরুষ উৎপন্ন হওয়ায়, তিনি 'বিশাখ' নামে প্রসিদ্ধ হন। প্রলয়াগ্নির মতো তেজস্বী আর একজন পুরুষকে উৎপন্ন হতে দেখে ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হলেন, তিনি হাতজোড় করে তখন স্কন্দেরই শরণাপন্ন হলেন। স্কন্দ তখন সেনাসহ ইন্দ্রকে অভয়দান করলেন। দেবতারা তখন প্রসন্ন হয়ে বাদ্যধ্বনি করতে লাগলেন।

তখন ঋষিরা তাঁকে বললেন—'দেবশ্রেষ্ঠ ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি সমস্ত জগতের মঙ্গল করো। তুমি মাত্র ছয়দিন পূর্বে উৎপন্ন হয়েছ ; এর মধ্যেই তুমি সমস্ত পৃথিবীকে নিজ বশে এনেছ এবং তাদের অভয়প্রদান করেছ। সুতরাং তুমি এবার ইন্দ্র হয়ে তিনলোককে নির্ভয় করো।' স্বামী কার্তিক জিজ্ঞাসা করলেন—'হে মুনিগণ ! ইন্দ্র ত্রিলোকের কী কাজ করেন এবং কীভাবে দেবতাদের রক্ষা করেন ?' ঋষিরা বললেন—'ইন্দ্র সমস্ত প্রাণীকে

বল, তেজ ও সুখপ্রদান করেন এবং প্রসন্ন হয়ে সর্বপ্রকার ইচ্ছা পূরণ করেন। তিনি দুরাচারীকে সংহার করেন এবং সদাচারীকে রক্ষা করেন। সকল প্রাণীর প্রত্যেক কাজে তাঁর অনুশাসন মানা হয়। সূর্য না থাকেল তিনিই সূর্য হন, চন্দ্রের অভাবে তিনি চন্দ্র হয়ে থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন কারণে তিনি অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, জল হয়ে যান। এসব কাজই ইন্দ্রকে করতে হয়, কেননা ইন্দ্রের মধ্যে অত্যন্ত শক্তি আছে। বীরবর ! তুমিও অত্যন্ত বলবান, অতএব তুমিই আমাদের ইন্দ্র হও।' তখন ইন্দ্রও বললেন—'মহাবাহো ! তুমি ইন্দ্র হয়ে আমাদের সকলকে সুখী করো। তুমিই প্রকৃতপক্ষে এই পদের যোগ্য, অতএব আজই তোমার অভিষেক হোক।' স্কন্দ বললেন—'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ত্রিলোক শাসন করুন। আমি আপনার সেবক, আমার ইন্দ্রপদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।' ইন্দ্র বললেন—'বীর ! অদ্ভুত তোমার শক্তি, তোমার পরাক্রমে চমকিত হয়ে প্রাণী সব আমাকে হীনভাবে দেখবে। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। এইরূপ মতভেদ থাকলে তোমার আমার মধ্যে লড়াই চলতেই থাকবে। আমার ধারণা তাতে তোমারই জয় হবে। সুতরাং তুমি ইন্দ্র হও, এ নিয়ে আর চিন্তা-ভাবনা করো না।' স্কন্দ বললেন—'ত্রিলোকে আপনি আমারও রাজা ; বলুন আমি আপনার কোন নির্দেশ পালন করব ?' ইন্দ্র বললেন—'ঠিক আছে, তোমার কথায় আমিই ইন্দ্র হয়ে থাকলাম ; কিন্তু সত্যি যদি তুমি আমার আদেশ মানতে চাও, তাহলে শোনো, তুমি দেবসেনাপতির পদে অভিষিক্ত হও।' স্কন্দ বললেন—'ঠিক আছে ; দানবদের বিনাশ, দেবতাদের অর্থসিদ্ধি এবং গো-ব্রাহ্মণদের হিতার্থে আপনি প্রসন্নতা সহকারে আমাকে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—স্কন্দের ইচ্ছায় ইন্দ্র তাঁকে সমস্ত দেবতাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। মহর্ষিদের দ্বারা পূজিত হয়ে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভিত হয়ে ছিলেন। তাঁর মাথার ওপর সোনার ছাতা লাগানো হয়েছিল। সেইসময় পার্বতীসহ ভগবান শংকর সেখানে এলেন। তাঁরা এসে বিশ্বকর্মা নির্মিত একটি মালা তাঁর গলায় পরালেন। অগ্নিদেব প্রদত্ত লাল রংয়ের ধ্বজা সর্বদা তাঁর রথে শোভা পেত। যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রচেষ্টা, প্রভা, শান্তি এবং বল ও দেবতাদের জয়বৃদ্ধিকারী শক্তি সেই তিনি স্বয়ং তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর শরীরে জন্মের সঙ্গে উৎপন্ন হওয়া কবচে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধের সময় তা স্বয়ংই প্রকটিত হত। শক্তি, ধর্ম, বল, তেজ, কান্তি, সত্য, উন্নতি, ব্রহ্মণ্যতা, অসম্মোহ, ভক্তের রক্ষা, শত্রু সংহার এবং জগৎ রক্ষা—এইসব গুণ স্কন্দের মধ্যে জন্মগত ছিল। তাই সমস্ত দেবতাই তাঁকে সেনাপতিপদে বরণ করলেন।

তারপর কার্তিকেয় কাছে সহস্র সহস্র দেবসেনা উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল 'আপনিই আমাদের প্রভু।' তখন স্কন্দ তা মেনে নিলেন এবং তাঁদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে সকলকে আশ্বস্ত করলেন। ইন্দ্রের তখন কেশী দৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দেবসেনার কথা স্মরণ হল, তিনি ভাবলেন যে, 'এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে ব্রহ্মা এঁকেই দেবসেনার পতি হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন।' তখন তিনি দেবসেনাকে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করে তাকে স্কন্দের কাছে এনে বললেন—'দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনার জন্মের পূর্বেই ব্রহ্মা এঁকে আপনার পত্নীরূপে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ; অতএব আপনি বিধিপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করে এর পাণিগ্রহণ করুন।' স্কন্দ দেবসেনার পাণিগ্রহণ করলেন। মন্ত্রবেত্তা

বৃহস্পতি হোম-যজ্ঞ সহকারে বিবাহ সুসম্পন্ন করালেন। দেবসেনা কার্তিকের পাটরানি হলেন। তাঁকেই ব্রাহ্মণরা ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা, সিনীবালী, কুহু, সদ্‌বৃত্তি এবং অপরাজিতা নামে অভিহিত করেন।

—o—

# শ্রীকার্তিকের কয়েকটি উদার কর্মের কথা

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! কার্তিককে শ্রীসম্পন্ন এবং দেবসেনাপতি হতে দেখে সপ্তঋষির ছয়জন পত্নী তাঁর কাছে এলেন। তাঁরা সকলেই ধার্মিক ও ব্রতশীলা ছিলেন, তা সত্ত্বেও ঋষিরা তাঁদের পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা দেবসেনার পতি কার্তিকের কাছে গিয়ে বললেন—'পুত্র ! আমাদের দেবতুল্য পতিগণ অকারণে আমাদের ত্যাগ করেছেন, তাই আমরা পুণ্যলোক চ্যুত হয়ে রয়েছি। তাঁদের কেউ বুঝিয়েছে যে, আমাদের থেকেই তোমার জন্ম হয়েছে। তুমি আমাদের সত্যকাহিনী শুনে আমাদের রক্ষা করো। তোমার কৃপায় আমাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হতে পারে। তাছাড়া তোমাকে আমরা পুত্ররূপেও চাই।' স্কন্দ বললেন—'হে নির্দোষ দেবীগণ ! আপনারা আমার মাতা,

আমি আপনাদের পুত্র। এছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা যদি আপনাদের থাকে, তাও পূর্ণ হবে।'

কার্তিক যখন মাতাদের এইসব প্রিয় কথা বলছিলেন তখন স্বাহা তাঁকে বললেন—'তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র, আমি চাই তুমি আমার এক দুর্লভ প্রিয় কাজ করো।' স্কন্দ বললেন—কী তোমার ইচ্ছা ?' স্বাহা বললেন—'আমি দক্ষ প্রজাপতির প্রিয় কন্যা। শিশুকাল থেকেই আমি অগ্নিদেবের অনুরক্ত, কিন্তু অগ্নি সঠিকভাবে আমার প্রেমকে জানেন না। আমি সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকতে চাই।' স্কন্দ বললেন—'ব্রাহ্মণরা যাগ-যজ্ঞতে যেসব পদার্থ মন্ত্রদ্বারা শুদ্ধ করবেন, তাঁরা 'স্বাহা' বলেই তা অগ্নিতে প্রদান করবেন। কল্যাণী ! এইভাবে অগ্নিদেব সর্বদাই আপনার সঙ্গে থাকবেন।'

এইকথা বলে স্কন্দ স্বাহাকে পূজা করলেন, স্বাহা তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং অগ্নির সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্কন্দের পূজা করলেন। ব্রহ্মা তারপর স্কন্দকে বললেন—'তুমি তোমার পিতা ত্রিপুরারি শ্রীমহাদেবের কাছে যাও, কারণ সমস্ত জগতের হিতার্থে ভগবান রুদ্র অগ্নিতে ও উমা স্বাহাতে প্রবেশ করে তোমাকে উৎপন্ন করেছেন।' ব্রহ্মার কথা শুনে কার্তিক 'তথাস্তু' বলে মহাদেবের কাছে চলে গেলেন।

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ইন্দ্র যখন অগ্নিকুমার কার্তিককে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, তখন ভগবান শংকর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পার্বতীর সঙ্গে সূর্যসম কান্তিসম্পন্ন এক রথে চড়ে ভদ্রবটে গেলেন। সেইসময় গুহ্যকের সঙ্গে পুষ্পক বিমানে করে শ্রীকুবের তাঁদের আগে আগে চলতেন। ইন্দ্র ঐরাবতে করে দেবতাদের সঙ্গে তাঁর পিছন পিছন যেতেন। তাঁদের দক্ষিণ দিকে বসু এবং রুদ্র সহ বহু স্বনামধন্য দেবসেনানী ছিলেন। যমরাজও মৃত্যুর সঙ্গে তাঁদের অনুগমন করছিলেন। যমরাজের পশ্চাতে ভগবান শংকরের তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত বিজয় নামের ত্রিশূল চলত। তার পিছনে নানাপ্রকার জলচরবেষ্টিত হয়ে জলাধীশ বরুণ চলছিলেন। চন্দ্র তখন মহাদেবের মাথায় শ্বেতছত্র ধরেছিলেন। বায়ু এবং অগ্নি চামর নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের পিছনে রাজর্ষিদের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র স্তুতি করতে করতে যাচ্ছিলেন।

মহাদেব অত্যন্ত উদারভাবে তখন কার্তিককে বললেন—'তুমি সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে ব্যূহ রক্ষা করবে।' স্কন্দ বললেন—'ভগবান ! আমি অবশ্য তা রক্ষা করব। এছাড়া আর কোনো কাজ থাকলে বলুন।' শ্রীমহাদেব বললেন—'পুত্র ! কর্তব্যে রত থাকাকালেও তুমি আমার সঙ্গে মাঝেমধ্যে সাক্ষাৎ করবে। আমার দর্শনলাভে ও ভক্তির দ্বারা তোমার পরম কল্যাণ হবে।' এই বলে তিনি

কার্তিককে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। তিনি প্রস্থান করতেই অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হল। সমস্ত দেবতা তাতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নক্ষত্রসহ আকাশ জ্বলতে লাগল, জগৎ মুগ্ধ হয়ে গেল, পৃথিবী টালমাটাল হতে লাগল, জগৎ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। তার মধ্যে পর্বত ও মেঘের ন্যায় নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ভয়ানক সেনাবাহিনী দেখা গেল। তারা অত্যন্ত ভয়ংকর এবং অসংখ্য ছিল। সেই ভীষণ বাহিনী সহসা ভগবান শংকর এবং সমস্ত দেবতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে লাগল। সেই ভয়ংকর অস্ত্রযুদ্ধে আহত হয়ে একটু পরেই দেবসেনারা সংগ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল।

দানবদের আঘাতে আহত সেনাদের পালাতে দেখে ইন্দ্র তাদের সাহস দেবার জন্য বললেন—'বীরগণ ! ভয় পরিত্যাগ করো, অস্ত্র হাতে নাও, তোমাদের মঙ্গল হবে। একটু ধৈর্য ধরো, তোমাদের দুঃখ দূর হবে। এই ভয়ানক, দুষ্ট দানবদের পরাস্ত করো। এসো, আমরা সকলে মিলে ওদের আক্রমণ করি।' ইন্দ্রের কথা শুনে দেবতারা ধৈর্য ধরে ইন্দ্রের সঙ্গে এসে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সমস্ত দেবতা, মহাবলী মরুৎ, সাধ্য এবং বসুগণও যুদ্ধে যোগদান করলেন। তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে দৈত্যদের শরীর রক্তে লাল হয়ে গেল। তাদের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে রণভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এইভাবে দেবতারা দানবসেনাদের আহত করে দিলেন। এর মধ্যে মহিষ নামের এক দৈত্য বিশাল পর্বত নিয়ে দেবতাদের দিকে ধাবিত হল, তাকে দেখে দেবতারা পালাতে লাগলেন। কিন্তু সে তাঁদের পিছনে গিয়ে দেবতাদের ওপর সেই বিশাল পাহাড় ছুঁড়ে মারল। সেই আঘাতে দশ হাজার সৈন্য ধরাশায়ী হল। তারপর মহিষাসুর অন্য দানবদের নিয়ে দেবতাদের ওপর আক্রমণ হানল। তাকে আসতে দেখে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতা পালাতে লাগলেন। ক্রুদ্ধ মহিষাসুর তখন অতি বেগে গিয়ে ভগবান রুদ্রের রথের রশি ধরে
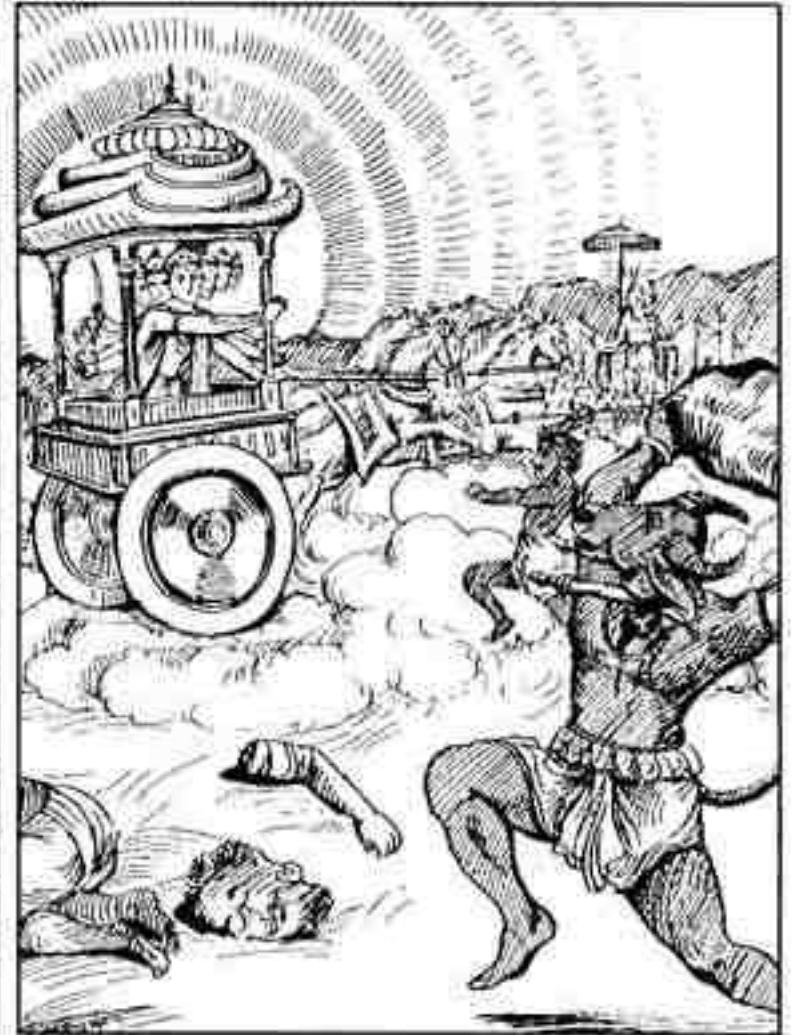
ফেলল। তাই দেখে শ্রীমহাদেব মহিষাসুর বধের সংকল্প করে কালরূপ শ্রীকার্তিককে স্মরণ করলেন। কান্তিমান কার্তিক তৎক্ষণাৎ রণভূমিতে উপস্থিত হলেন। তিনি ক্রোধে সূর্যের ন্যায় অগ্নিগর্ভ হয়েছিলেন। তিনি লালবস্ত্র পরিধান করেছিলেন, গলায় রক্তবর্ণের মালা, ঘোড়ার রংও লাল। তিনি স্বর্ণকবচ ধারণ করেছিলেন এবং অগ্নির ন্যায় সুন্দর কান্তিসম্পন্ন রথে আরোহণ করেছিলেন। তাঁকে দেখেই দৈত্যসেনারা রণভূমি পরিত্যাগ করে পালাতে লাগল।

মহাবলী কার্তিক মহিষাসুরকে বধ করার জন্য এক প্রজ্বলিত শক্তি নিক্ষেপ করলেন। সেটি গিয়ে তার বিশাল মস্তক কেটে ফেলল এবং মহিষাসুর প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মহিষাসুরের পর্বতসমান মস্তক গিয়ে উত্তর কুরুদেশের ষোলো যোজন বিস্তৃত পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। শক্তি বার বার নিক্ষেপ করে কার্তিক বহু দৈত্য সংহার করলেও তা পুনরায় কার্তিকের হাতেই ফিরে আসত। এইভাবে কার্তিক সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করলেন। সূর্য যেমন অন্ধকারকে, অগ্নি যেমন বৃক্ষকে এবং বায়ু যেমন মেঘকে নাশ করে, তেমনই কার্তিক সমস্ত শত্রুকে নাশ করলেন।

তারপর তিনি ভগবান শংকরকে প্রণাম করলেন এবং দেবতাদের পূজা করলেন। তাঁকে তখন কিরণজালমণ্ডিত সূর্যের মতো দীপ্ত বলে মনে হচ্ছিল। ইন্দ্র তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—'কার্তিক ! এই মহিষাসুর ব্রহ্মার কাছে বরপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাই সমস্ত দেবতাই এর কাছে তৃণের মতো, তাকে আজ আপনি বধ করলেন। এর ফলে আপনি আজ দেবতাদের এক ভয়ানক কণ্টক দূর করলেন। এতদ্ব্যতীত আপনি আরও অন্য বহু দৈত্য বধ করেছেন, যারা এর আগে বহু ক্লেশ দিয়েছে। দেব, আপনি ভগবান শংকরের মতোই সংগ্রামে অজেয় হবেন আর আপনার এই প্রথম যুদ্ধপরাক্রম প্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে। ত্রিলোকে আপনার অক্ষয় কীর্তি ছড়িয়ে পড়বে এবং হে মহাবাহো, সকল দেবতাই আপনার অধীনে থাকবেন।' এই কথা বলে ইন্দ্র ভগবান শিবের অনুমতি নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে করে রওনা হলেন। মহাদেব তখন অন্য সব দেবতাদের বললেন 'তোমরা কার্তিককে আমার মতোই মান্য করবে।' তারপর তিনি ভদ্রবটে চলে গেলেন এবং দেবতারাও যে যার নিজ স্থানে চলে গেলেন। অগ্নিকুমার কার্তিক একদিনেই সমস্ত দানব সংহার করে ত্রিলোক জয় করে নিলেন। মহর্ষিরা তাঁকে সাধ্যমতো পূজা করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন—দ্বিজবর ! ভগবান কার্তিকের তিনলোকে বিখ্যাত যে সব নাম আছে, আমি তা জানতে চাই।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—শুনুন ! আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্তকীর্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষমর্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশুশীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, ধর্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নক-প্রিয়, বাসুদেবপ্রিয় ও প্রিয়কৃৎ—কার্তিকেয়র এইগুলি দিব্য নাম। যে এটি পাঠ করে সে নিঃসন্দেহে স্বর্গ, কীর্তি ও ধনলাভ করে।

—o—

## দ্রৌপদীর নিজ দৈনন্দিন আচার-আচরণের বিবরণ সত্যভামাকে জানানো

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডবগণ এবং ব্রাহ্মণরা একসময় আশ্রমে উপবেশন করেছিলেন। প্রিয়বাদিনী দ্রৌপদী এবং সত্যভামাও একস্থানে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন। অনেক দিন পর তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁরা দুজনে কুরুকুল ও যদুকুলের সম্পর্কে নানা আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী মহারানি সত্যভামা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগ্নী ! তোমার পতি পাণ্ডবরা লোকপালের ন্যায় বীর ও সুদৃঢ় দেহসম্পন্ন ; এঁরা কখনো তোমার ওপর ক্রুদ্ধ হন না, সর্বদা তোমার ওপর প্রসন্ন থাকেন—তুমি কীভাবে তাঁদের সঙ্গে মানিয়ে চল ? প্রিয়ে, আমি দেখেছি পাণ্ডবরা সর্বদাই তোমার বশে থাকেন এবং তোমার ভালোর দিকেই চেয়ে থাকেন, এর রহস্য আমাকে বলো ! পাঞ্চালী ! তুমি আমাকে সেইরকম কোনো ব্রত, তপ, মন্ত্র, ওষধি, বিদ্যা অথবা যৌবনের প্রভাব বা জপ হোক বা জড়ী-বুটির কথা বলো, যা সৌভাগ্য বৃদ্ধিকারী এবং শ্যামসুন্দরকে সর্বদাই আমার অধীন করতে সক্ষম।'

তখন পতিপরায়ণা সৌভাগ্যবতী দ্রৌপদী তাঁকে বললেন—'সত্যভামা ! তুমি তো আমার কাছে দুরাচারিণী নারীদের আচরণের কথা জানতে চাইছ ! আমি সেই দুষ্ট আচরণকারী স্ত্রীলোকদের কথা কেমন করে জানব ? তাদের ব্যাপারে তোমারও কোনো জিজ্ঞাসা থাকা উচিত নয়। কারণ তুমি শ্রীকৃষ্ণের পাটরানি এবং বুদ্ধিমতী নারী। পতি যখন জানতে পারেন যে, তাঁর পত্নী তাঁকে বশ করার জন্য

মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছে তখন তিনি পত্নীর থেকে বহুদূরে সরে যান। এরূপ উদ্বিগ্ন-চিত্ত হলে স্বামীর হৃদয়ে শান্তি আসবে কীভাবে ? আর যে শান্ত নয়, সে সুখলাভ করবে কীভাবে ? সুতরাং তন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে পত্নী কখনো তার পতিকে বশ করতে পারে না। তাছাড়া এতে অনেক ক্ষতি হয়। লোকেরা সেইসব যন্ত্র-মন্ত্রের নামে এমন সব পদার্থ দিয়ে থাকে যাতে ভীষণ অসুখ হতে পারে, শত্রুরা এর ছলে বিষও দিয়ে দিতে পারে। এর ফলে পতি নানাপ্রকার শারীরিক মানসিক রোগের শিকার হয়। সাধ্বী নারীর কখনো এইরূপ অপ্রিয় কাজ করা উচিত নয়।

'যশস্বিনী সত্যভামা ! আমি মহাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করে থাকি তা বিশদভাবে জানাচ্ছি, শোনো। আমি অহংকার এবং কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করে অত্যন্ত সতর্কভাবে সমস্ত পাণ্ডবদের, তাঁদের অন্যান্য স্ত্রীদের সেবা করি। আমি ঈর্ষা পরিহার করে নিজের মনকে বশে রেখে শুধুমাত্র সেবার মনোভাবে পতিদের পছন্দমতো কাজ করি। কখনো অহংকার করি না। কটুবাক্য বলি না, কোনো অসভ্যতাকে স্থান দিই না, অপ্রিয় কথায় কান দিই না, মন্দ স্থানে যাই না, কোনো কু-অভিপ্রায় নিয়ে চলি না। পতিদের মনোভাব বুঝে সেভাবে চলি। দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব, যুবক, ধনী, রূপবান—যেমনই পুরুষ হোক, আমার মন পাণ্ডবগণ ব্যতীত আর কোনো দিকে যায় না। পতিদের আহার না হলে আমি ভোজন গ্রহণ করি না, তাঁদের স্নান না হলে স্নান করি না এবং তাঁরা না বসলে উপবেশন করি না। যখন তাঁরা গৃহে আসেন, আমি উঠে তাঁদের আসন এবং জল দিয়ে আপ্যায়ন করি। ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে রাখি এবং তাঁদের মনোমত আহার প্রস্তুত করি এবং সময়মতো তা পরিবেশন করি। সর্বদা সাবধান থাকি। প্রয়োজনে খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখি। কথাবার্তায় কখনো কাউকে অপমান করি না, দুষ্ট নারীর সংসর্গ করি না এবং সর্বদা পতির সেবায় তৎপর থেকে আলস্য থেকে দূরে থাকি। আমি দরজাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি না এবং আবর্জনাময়স্থানে যাই না। সদা সত্যভাষণ করি এবং পতিসেবায় তৎপর থাকি। পতিরা ছাড়া একা থাকা আমার পছন্দ নয়। পতিরা কোনো কাজে বাইরে গেলে পুষ্প ও চন্দন পরিত্যাগ করে নিয়ম ও ব্রতপালন করে থাকি। আমার স্বামীরা যা পছন্দ করেন না আমিও তা পরিহার করি। পত্নীদের জন্য শাস্ত্রে যেসব করণীয় কর্তব্য আছে, আমি তার সবই পালন করি। নিজেকে যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করি এবং সর্বদা সাবধানে থেকে পতিদের প্রিয় কাজে তৎপর থাকি।

'আমার শ্বশ্রূমাতা কুটুম্বের প্রতি পালনীয় যেসব ধর্ম বলেছেন, আমি সেগুলি সব পালন করি। ভিক্ষা প্রদান করা, পূজা, শ্রাদ্ধ, উৎসবে নানা আহার তৈরি করা, সম্মানীয়দের সম্মান জানানো এবং যেসব ধর্ম আমার পক্ষে বিহিত, আমি সতর্কতার সঙ্গে সেইসব আচরণ করি। আমি বিনয় এবং নিয়মাদি সবসময় পালন করি। আমার পতিরাও মৃদুভাষী, সরল স্বভাব, সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যধর্মপালন করে থাকেন। আমি সর্বদাই সতর্ক থেকে তাঁদের সেবায় তৎপর থাকি। আমার বিচারে নারীদের পতির অধীনেই থাকা উচিত, তিনিই তাদের ইষ্টদেব এবং আশ্রয়, তাই পতির অপ্রিয় কোনো নারী হবেন কেন ? আমি কখনো পতিদের কাছে স্পর্ধা দেখাই না, তাঁদের থেকে ভালো বেশভূষা করি না এবং শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে কখনো বাদ-বিবাদ করি না এবং সর্বদা সংযম পালন করি। সুভগে ! আমি প্রত্যহ স্বামীদের পূর্বেই ঘুম থেকে উঠি এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবায় ব্যাপৃত থাকি। এতেই আমার পতিরা বশে থাকেন। বীরমাতা, সত্যবাদিনী, আর্যা কুন্তীকে আমি সর্বদা খাদ্য-বস্ত্র-জল

ইত্যাদি দিয়ে সেবা করি। বস্ত্র, অলংকার এবং আহারাদিতে কখনো আমার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য রাখি না। আগে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মহলে প্রত্যহ আটহাজার ব্রাহ্মণ সুবর্ণ পাত্রে আহার করতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অষ্টআশি হাজার গৃহস্থ স্নাতকদের ভরণ-পোষণ করতেন, তাঁর দশহাজার পরিচারক ছিল। তাঁরা রত্নালংকারে সুসজ্জিত থাকত। আমি সকলের নাম, রূপ, আহার, বস্ত্রাদির খবর রাখতাম এবং কে কী কাজ করত তারও হিসাব রাখতাম। মতিমান কুন্তীনন্দনের দশ হাজার দাস-দাসী হস্তে ভোজনপাত্র নিয়ে দিন রাত অতিথিদের সেবায় ব্যস্ত থাকত। ইন্দ্রপ্রস্থে যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যপালন করতেন, তখন একলাখ ঘোড়া এবং এক লাখ হাতি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। তার সমস্ত পৃষ্ঠপোষকতা আমিই করতাম। তাদের প্রয়োজনের কথা জেনে সেইমতো ব্যবস্থা নিতাম। অন্তঃপুরের দাস-দাসী এবং পরিবার পরিজনের কাজের দেখাশোনা আমিই করতাম।

'যশস্বিনী সত্যভামা ! মহারাজের আয়-ব্যয় এবং জমা-খরচের হিসাব আমিই রাখতাম। পাণ্ডবরা আত্মীয় কুটুম্বের সমস্ত ভার আমার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে পূজা-পাঠ এবং অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। আমি সমস্ত সুখ-বিশ্রাম পরিত্যাগ করে সব কাজ করতাম। আমার ধর্মাত্মা পতিদের যে বিপুল রত্নভাণ্ডার ছিল, তা আমিই একমাত্র জানতাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে দিন-রাত পাণ্ডবদের সেবায় ব্যাপৃত থাকতাম, তাই দিন ও রাতের কোনো ভেদাভেদ আমার ছিল না। আমি সর্বদা সবার আগে নিদ্রা থেকে জেগে উঠতাম এবং সকলের শেষে ঘুমোতে যেতাম। পতিদের বশ করার এর থেকে ভালো কোনো উপায় আমার জানা নেই। দুষ্টা নারীদের মতো আচার-ব্যবহার আমি কখনো করি না এবং আমার তা ভালোও লাগে না।'

দ্রৌপদীর এই ধর্মপূর্ণ কথা শুনে সত্যভামা তাঁকে সম্মান জানিয়ে বললেন, 'পাঞ্চালী ! আমার একটি প্রার্থনা আছে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। সখীরা তো হাসি-তামাশা করেও এমন কথা বলে থাকে।'

———o———

## সত্যভামাকে দ্রৌপদীর উপদেশ এবং সত্যভামার বিদায় গ্রহণ

দ্রৌপদী বললেন—'সত্যভামা ! স্বামীর হৃদয় বশ করার নির্দোষ পথ তোমায় জানালাম। তুমি যদি এই পথ অনুসরণ কর, তাহলে স্বামীর মন স্বতই তোমার দিকে আকর্ষিত হবে। স্ত্রীদের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে পতির ন্যায় আর কোনো দেবতা নেই। তিনি প্রসন্ন হলে নারী সর্বপ্রকার সুখলাভ করতে সক্ষম আর তিনি অসন্তুষ্ট হলে সব সুখ মাটিতে মিশে যায়। হে সাধ্বী ! সুখের দ্বারা কখনো সুখ লাভ করা যায় না, দুঃখই সুখপ্রাপ্তির সাধন। অতএব তুমি সৌহার্দ, প্রেম, পরিচর্যা, কার্যকুশলতা এবং পুষ্প-চন্দন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করো এবং তিনি যাতে তোমার প্রিয়পাত্র হন, সেইরূপ কাজ করো। পতির ফিরে আসার সংবাদ পেলে তুমি অঙ্গনে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ভিতরে এলে আসন এবং পা ধোওয়ার জল দিয়ে আপ্যায়ন করবে। তিনি যদি দাসীকে কোনো কাজের জন্য আদেশ দেন, তুমি নিজে উঠে সেই কাজ করবে। শ্রীকৃষ্ণের যেন মনে হয় তুমিই তাঁকে সর্বভাবে কামনা করো। তোমার পতি যদি এমন কোনো কথা তোমাকে বলেন, যা গুপ্ত রাখার প্রয়োজন নেই, তবুও তুমি তা কাউকে বলবে না। যিনি পতিদেবের প্রিয়, বন্ধু এবং হিতৈষী, তাঁকে নানাভাবে খাদ্য ইত্যাদিতে সন্তুষ্ট রাখ এবং যিনি তাঁর শত্রু, তাঁর থেকে দূরে থাকবে। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব তোমার পুত্র হলেও, তাদের সঙ্গে একান্তে থেকো না। যেসব নারীরা কুলীন, সতী এবং দোষবর্জিত, তাঁদের সঙ্গেই তোমার ভালোবাসা হওয়া উচিত। ক্রূর, কলহপ্রিয়া, ভোজনপটু, চোর, দুষ্টা এবং চঞ্চল স্বভাবসম্পন্না নারীদের থেকে দূরে থাকবে। এইভাবে তুমি তোমার পতির সেবা করো। এরফলে তোমার যশ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাবে। অন্তকালে স্বর্গলাভ করবে এবং দুরাচারিণীরা পরাজিত হবে।'

সেইসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মার্কণ্ডেয় মুনির সঙ্গে এবং মহাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা করছিলেন। তিনি দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার জন্য রথে উঠতে গিয়ে সত্যভামাকে ডাকলেন। সত্যভামা তখন দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করে নানা স্নেহপূর্ণ প্রিয় কথা বললেন। তিনি

বললেন, 'কৃষ্ণা ! তুমি চিন্তা কোরো না, ব্যাকুল হয়ো না। রাতভর জেগে থেকো না। তোমার দেবতুল্য পতিরা আবার নিজ রাজ্য ফিরে পাবেন। তোমার মতো শীলসম্পন্না, সম্মানীয়া নারী বেশিদিন দুঃখভোগ করতে পারে না। আমি মুনি ঋষিদের কাছে শুনেছি যে, তুমি নিশ্চয়ই নিষ্কণ্টক হয়ে পতিদের সঙ্গে রাজ্যভোগ করবে। তুমি দেখবে অতি শীঘ্রই দুর্যোধনকে বধ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির পৃথিবী জয় করবেন। তোমার দুঃখ দেখেও যারা তোমার অপ্রিয় কাজ করেছে, জেনে রাখো তারা সকলেই নরকভোগ করবে। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব থেকে যে তোমার প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন নামক পাঁচপুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তারা সকলেই শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ বীর। তারা অভিমন্যুর মতোই অত্যন্ত আনন্দে দ্বারকায় রয়েছে। সুভদ্রা তোমার মতোই স্নেহে তাদের দেখাশোনা করেন। তিনি কোনোপ্রকার ভেদভাব না করে সকলকেই আদর-যত্নে রাখেন। প্রদ্যুম্নের মাতা রুক্মিণীও তাদের সব আবদার পূর্ণ করেন, শ্রীশ্যামসুন্দরও নিজ পুত্রদের মতোই তাদের ভালোবাসেন। আমার শ্বশুর তাদের খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির দেখাশোনা করেন এবং শ্রীবলরাম প্রমুখ সব অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশী যাদব তাদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন। প্রদ্যুম্ন এবং তোমার পুত্রদের প্রতি তাঁদের একই প্রকার স্নেহ ভালোবাসা।' এইরূপ নানা প্রিয়, সত্য, আনন্দদায়ক, অনুকূল কথা বলে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রথে চড়তে উদ্যত হলেন। দ্রৌপদীকে পরিক্রমা করে তিনি রথে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন এবং রথে করে দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

—o—

## কৌরবদের ঘোষযাত্রা এবং গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—এইভাবে বনে বসবাস করে শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, বাদল সহ্য করায় নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদের শরীর নিশ্চয়ই খুব কৃশ হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় তাঁরা দ্বৈতবনের পবিত্র সরোবরে এসে কী করলেন, আমাকে সেই কথা বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! সেই রমণীয় সরোবরে এসে পাণ্ডবরা তাঁদের হিতৈষীদের নিজ নিজ ঘরে পাঠিয়ে দিলেন, তারপর সেখানে কুটির নির্মাণ করে আশপাশের রমণীয় বন, পর্বত এবং নদীতীরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এই বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ যখন বনে বাস করছিলেন, তখন তাঁদের কাছে অনেক বেদাধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ আসতেন এবং পাণ্ডবরা যথাসাধ্য তাঁদের সেবা করতেন। সেইসময় এক ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন, তিনি কথাবার্তায় অত্যন্ত কুশলী ছিলেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে সেই ব্রাহ্মণ কৌরবদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। বৃদ্ধ কুরুরাজ তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর করে আগ্রহ সহকারে পাণ্ডবদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন—'যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই অত্যন্ত কষ্টে আছেন, গরমে এবং ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁরা সকলেই খুব কৃশ হয়ে গেছেন। দ্রৌপদী রাজবধূ হয়েও অনাথার মতো সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করছেন।'

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন রাজপুত্র এবং রাজা হয়েও তাঁরা এরূপ কষ্টে রয়েছেন, তখন তাঁর হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হল, তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে অপরাধী
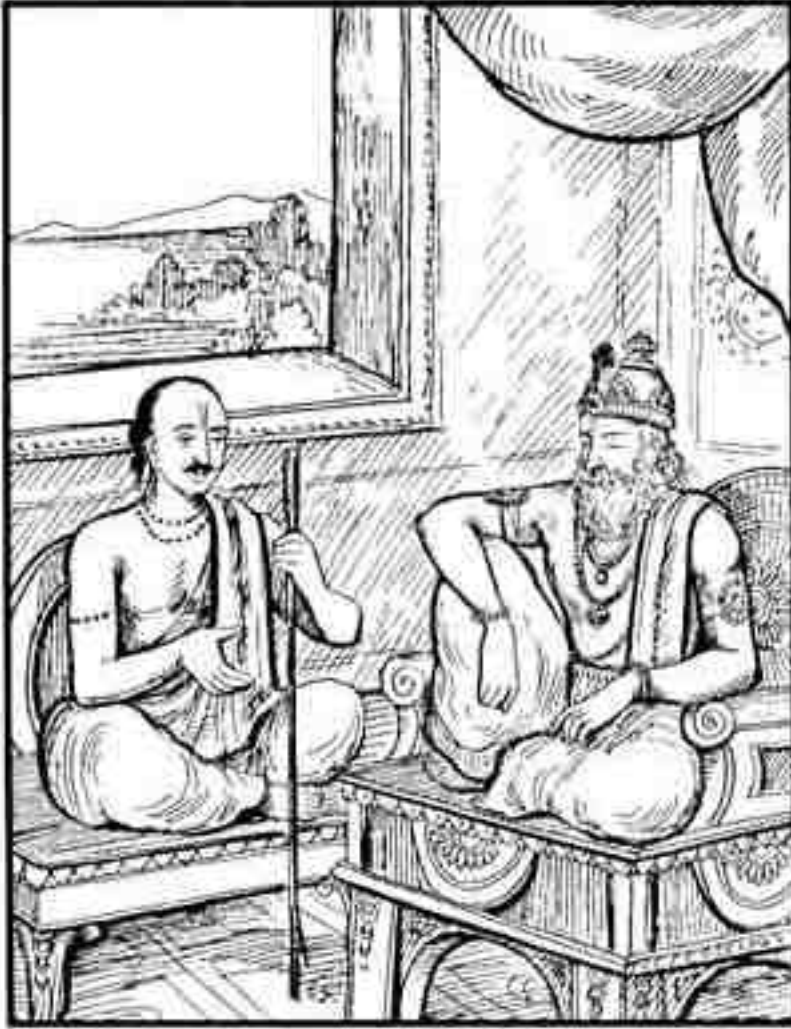
করবে না, অর্জুনও তাঁকেই অনুসরণ করবে। কিন্তু এই বনবাসের কষ্টে ভীমের কোপ তো তেমন করেই বেড়ে চলবে, যেমন করে হাওয়াতে আগুন বেড়ে ওঠে। সেই ক্রোধানলে সে আমার পুত্রদের জ্বালিয়ে ভস্মে পরিণত করবে। জানি না, এই দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনের বুদ্ধি কোথায় গিয়েছিল। তারা জুয়া খেলে যে রাজ্য জয় করেছে, যাকে মধুর মতো মিষ্ট বলে ভাবছে, তাতে যে কী সর্বনাশ হবে, তা তারা ভাবছে না। দেখো ! শকুনি কপট জুয়া খেলে ভালো করেনি, তা সত্ত্বেও পাণ্ডবরা এত ভালো যে তখনই তাকে বধ করেনি। কিন্তু আমিও আমার কুপুত্রের মোহে অন্ধ হয়ে এমন কাজ করে ফেললাম, যাতে তাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত হল। সব্যসাচী অর্জুন অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, তার গাণ্ডীব ধনুক অত্যন্ত বেগসম্পন্ন। তাছাড়া সে আরও বহু দিব্যাস্ত্র লাভ করেছে। আমাদের এখানে এমন কে আছে যে ওদের সেই তেজ সহন করতে সক্ষম !'

ধৃতরাষ্ট্রের এই বিলাপ শকুনি শুনলেন এবং কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গিয়ে একান্তে সব কথা জানালেন। এইসব কথা শুনে অল্পবুদ্ধি দুর্যোধনও বিমর্ষ হয়ে গেলেন। শকুনি আর কর্ণ তখন তাঁকে বললেন—'ভরত-নন্দন ! তুমি তোমার পরাক্রমেই পাণ্ডবদের এখান থেকে দূর করেছ। তুমি একাই ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য ভোগের মতো পৃথিবীর এই রাজ্য ভোগ করো। দেখো, তোমার বাহুবলে আজ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—চারদিকের নৃপতিরাই তোমাকে কর-প্রদান করেন। যে রাজলক্ষ্মী পূর্বে পাণ্ডবদের প্রতি ছিল, তা আজ তুমি ও তোমার ভাইরা লাভ করেছ। রাজন্ ! শুনেছি পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে এক সরোবরের তীরে কিছু ব্রাহ্মণ সহ বসবাস করেন। তাই আমাদের ইচ্ছা তোমরা অত্যন্ত সাজ-সজ্জা সহকারে সেইখানে যাও এবং সূর্য যেমন তাঁর তাপে পৃথিবীকে তপ্ত করেন, সেইভাবে তোমাদের তেজে পাণ্ডবদের সন্তপ্ত করো। তোমার মহিষীরাও যেন বহুমূল্য রত্নালংকারে সুসজ্জিত হয়ে তোমাদের সঙ্গে ভ্রমণে যান এবং মৃগচর্ম এবং বল্কলধারিণী কৃষ্ণাকে দেখে তৃপ্ত হন ও নিজ ঐশ্বর্যের দ্বারা কৃষ্ণাকে ক্রোধতপ্ত করে দেন।'

জনমেজয় ! দুর্যোধনকে এইসব কথা বলে কর্ণ ও শকুনি চুপ করলেন। রাজা দুর্যোধন তখন বললেন—'কর্ণ ! তুমি যা বলছ আমারও তা মনে হয়েছে, পাণ্ডবদের বল্কল ও মৃগচর্ম পরিহিত দেখে আমাদের যত আনন্দ হবে, সারা পৃথিবীর রাজ্য পেলেও তত আনন্দ হবে না। এর থেকে বেশি প্রসন্নতা আমার আর কীসে হবে যদি দ্রৌপদীকে গেরুয়া বস্ত্র পরে থাকতে দেখি ! কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না কী

হলে আমি দ্বৈতবনে যাব এবং মহারাজ আমাকে অনুমতি দেবেন কি না ! তুমি মাতুল শকুনি এবং দুঃশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে এমন এক উপায় বার কর যাতে আমি দ্বৈতবনে যেতে পারি।'

তখন সকলে 'ঠিক আছে' বলে যে যার স্থানে চলে গেলেন। রাত্রি শেষে আবার সকলে দুর্যোধনের কাছে এলেন। কর্ণ হেসে দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্ ! দ্বৈতবনে যাওয়ার আমি এক উপায় বার করেছি, শুনুন ! আপনার গোরুর পাল এখন দ্বৈতবনেই রয়েছে এবং তারা আপনারই প্রতীক্ষা করছে। সুতরাং ঘোষযাত্রার কথা বলে আমরা সেখানে যাব।' শকুনি এই কথা শুনে হেসে বললেন—'দ্বৈতবন যাওয়ার এই উপায় আমারও খুব উপযুক্ত মনে হয়েছে। মহারাজ এই কথায় আমাদের নিশ্চয়ই যাওয়ার অনুমতি দেবেন এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্যও বলবেন। গোরক্ষকেরা সেখানে তোমার প্রতীক্ষা করছে, অতএব ঘোষযাত্রার ছলে আমরা সেখানে নিশ্চয়ই যেতে পারি।'

জনমেজয় ! এইরূপ পরামর্শ করে তাঁরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। সকলে ধৃতরাষ্ট্রের কুশল সংবাদ নিলেন, ধৃতরাষ্ট্রও সুখ-সুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা আগে থেকেই সমঙ্গ নামক একজন গোপকে বুঝিয়ে ঠিক করে এনেছিলেন। সে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলল—'মহারাজ ! আপনার গো-ধন এখন রাজধানীর কাছেই এসেছে।' তখন কর্ণ এবং শকুনি বললেন—'মহারাজ, এখন আপনার গোধন অত্যন্ত রমণীয় স্থানে রয়েছে। এখনই গাভী এবং গোবৎস গণনা করা এবং তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার উপযুক্ত সময়। আপনি দুর্যোধনকে ওখানে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।' এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বৎস ! গোধন দেখাশোনা করাতে আমার কোনো আপত্তি নেই ; কিন্তু আমি শুনেছি নরশার্দুল পাণ্ডবরা এখন ওদিকেই আশপাশে কোথাও বাস করছে। সেইজন্য আমি তোমাদের ওদিকে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। কারণ তোমরা ওদের কপটভাবে জুয়াতে হারিয়েছ এবং ওরা বনে গিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করছে। কর্ণ ! ওরা বনে থেকে তপস্যা করছে এবং এখন ওরা সর্বপ্রকার শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। তোমরা অহংকারে মত্ত হয়ে আছ, তাই ওদের অসম্মান করে ছাড়বে ; তাহলে ওরাও ওদের তপস্যার বলের প্রভাবে অবশ্যই তোমাদের ভস্ম করে ফেলবে। শুধু তাই নয়, অনেক অস্ত্রশস্ত্রও আছে। সুতরাং ওরা ক্রোধান্বিত হলে তোমাদের আর রক্ষা নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ফলে তোমরা যদি কোনোপ্রকারে ওদের পরাজিত করো, তাহলেও তোমাদের নীচতাই প্রকাশ পাবে। আমি তো ওদের পরাজিত করা তোমাদের অসম্ভব বলেই মনে করি। দেখো, যখন অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভ করেনি, তখনই সে পৃথিবী জয় করেছিল ; এখন দিব্যাস্ত্র লাভ করে তোমাদের ধ্বংস করা ওদের পক্ষে এমন কী বড় কাজ ? তাই আমার মনে হয় ওখানে তোমাদের না যাওয়াই উচিত। গোধন গণনা করার জন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে পাঠানো যেতে পারে।' তখন শকুনি বললেন—'রাজন্ ! আমরা শুধু গোধনের সংখ্যা নির্ণয় করতে চাইছি। পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। তাই আমাদের দ্বারা কোনোপ্রকার অশালীন আচরণের সম্ভাবনা নেই। পাণ্ডবরা যেখানে বাস করছে, আমরা সেদিকে যাব না।'

শকুনির কথায় ইচ্ছা না থাকলেও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রীসহ দুর্যোধনকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। তাঁর আদেশ পেয়ে রাজা দুর্যোধন বিশাল সৈন্য নিয়ে হস্তিনাপুর থেকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে দুঃশাসন, শকুনি, আরো কয়েকজন ভাই এবং তাঁদের স্ত্রীরাও অনুগামী হলেন। এঁরা ছাড়াও আট হাজার রথ, ত্রিশ হাজার হাতি, হাজার হাজার পদাতিক এবং নয় হাজার ঘোড়সওয়ারও ছিল। অস্ত্রশস্ত্র ও

জিনিসপত্র বহন করার জন্য বহু গাড়ি, বাহন, বেনে ও বন্দীও তাঁদের সঙ্গে চলল। এঁরা যাওয়ার পথে মাঝে মাঝেই এক এক স্থানে শিবির ফেলে রাত কাটাতে লাগলেন। তাঁদের সঙ্গীরাও নিজ নিজ স্থান নির্বাচন করে শিবির স্থাপন করত। এইভাবে ক্রমশ তাঁরা ঘোষদের কাছে পৌঁছে রমণীয়, সজল, সুন্দর স্থান দেখে শিবির স্থাপন করলেন, তাঁদের সঙ্গীরাও আশেপাশে স্থান নির্বাচন করে বসলো।

সকলের ঠিকমতো শিবির স্থাপন হয়ে গেলে দুর্যোধন তাঁর অসংখ্য গোধন নিরীক্ষণ করে তাদের গণনা করে, পৃথক পৃথক নম্বর দিয়ে আলাদা করে নিলেন। তারপর তিন বছরের গোবৎসগুলিকে পৃথক করে তাদের চিহ্নিত করে রাখলেন। এইভাবে সমস্ত গাভী ও গোবৎস্য পৃথকভাবে চিহ্নিত করে তাঁরা মহানন্দে বনে বিচরণ করতে লাগলেন এবং ক্রমশ দ্বৈতবনে এসে পৌঁছলেন। সেই সময় তাঁদের সাজসজ্জা-বেশভূষায় অহংকারের মাত্রা খুবই বেশি হয়েছিল। অতি নিকটে সেই সরোবরের তীরেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি কুটির তৈরি করে বাস করছিলেন। তিনি সেই দিন মহারানি দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে দিব্য বিধিতে রাজর্ষি নামের এক যজ্ঞ করছিলেন। দুর্যোধন তাঁর হাজার হাজার সেবককে আদেশ দিলেন সেখানে অতি সত্বর এক ক্রীড়াভবন নির্মাণ করার জন্য। সেবকেরা রাজাজ্ঞায় ক্রীড়াভবন নির্মাণ করার জন্য দ্বৈতবনের সরোবরে গেলে গন্ধর্বরা তাদের বনে প্রবেশ করতে বাধাপ্রদান করেন। কারণ দুর্যোধনেরা আসার আগেই সেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন জলক্রীড়ার নিমিত্ত তাঁর সেবক, দেবতা এবং অপ্সরাদের নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁরাই সরোবরের পাশে অবস্থান করছিলেন।

দুর্যোধনের লোকেরা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দুর্যোধনের কাছে ফিরে এল। তাদের কথা শুনে দুর্যোধন তাঁর সেনাদের গন্ধর্বদের সেখান থেকে বার করার আদেশ দিয়ে পাঠালেন। তারা গিয়ে গন্ধর্বদের বলল 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র মহাবলী মহারাজ দুর্যোধন এখানে জলবিহার করতে আসছেন, তোমরা এখান থেকে চলে যাও।' সেনাদের কথায় গন্ধর্বরা হাসতে হাসতে বললেন—'তোমাদের রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত অল্পবুদ্ধি বলে মনে হচ্ছে, তার কোনো হুঁশ নেই, তাই আমাদের ওপর হুকুম দিচ্ছে, যেন আমরা তার প্রজা! তোমরাও নিঃসন্দেহে হতভাগ্য, মৃত্যুমুখে যেতে চাও। তোমরা তোমাদের রাজার কাছে ফিরে যাও, নাহলে এখনই তোমাদের যমের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

সব যোদ্ধারা একত্রিত হয়ে দুর্যোধনের কাছে এসে গন্ধর্বদের কথা জানাল। দুর্যোধন এই কথা শুনে ক্রোধে অগ্নিগর্ভ হয়ে সেনাপতিদের আদেশ দিলেন যে, 'আমার অপমানকারী পাপীদের শাস্তি দাও। ওখানে যদি দেবতাদের সঙ্গে স্বয়ং ইন্দ্রও এসে থাকেন তবে তোমরা তা গ্রাহ্য করবে না, সকলকেই আঘাত করবে।' দুর্যোধনের আদেশ পেয়েই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কয়েক সহস্র যোদ্ধা নিয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে জোর করে বনে প্রবেশ করল।

গন্ধর্বরা তাদের প্রভু চিত্রসেনকে গিয়ে সমস্ত বিবরণ জানাল। তখন তিনি তাদের বললেন—'যাও, এই নীচ কৌরবদের উচিত শাস্তি দাও।' গন্ধর্বরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবার কৌরবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের অস্ত্র নিয়ে আসতে দেখে কৌরবরা এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেল। তখন দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের আরো কয়েকজন পুত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কর্ণ সবার আগে চললেন। দুই পক্ষে ভীষণ রোমাঞ্চকর যুদ্ধ শুরু হল। কৌরবদের বাণের আঘাতে গন্ধর্বদের মনোবল ক্ষীণ হয়ে গেল। গন্ধর্বদের ভীত হতে দেখে চিত্রসেন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি কৌরবদের বধ করার জন্য মায়া অস্ত্র বার করলেন। চিত্রসেনের মায়াতে কৌরবরা হতচকিত হয়ে পড়ল। সেইসময় এক একজন কৌরবকে দশজন করে গন্ধর্ব বীর ঘিরে ধরেছিল। তাদের আঘাতে আহত হয়ে তারা রণভূমি থেকে পালাতে লাগল। কৌরব সেনা এইভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। শুধু কর্ণই নিজস্থানে অচল থেকে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি আহত হলেও গন্ধর্বদের কাছে তাঁরা পশ্চাৎ প্রদর্শন করলেন না। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে অটল হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন গন্ধর্বরা হাজারে হাজারে একত্রিত হয়ে কর্ণকে আক্রমণ করলেন। তাঁরা কর্ণের রথ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলেন। কর্ণ তখন ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে রথ থেকে নেমে প্রাণরক্ষার জন্য বিকর্ণের রথে চড়লেন।

অগত্যা দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য রণভূমি থেকে পালাতে লাগল। দুর্যোধনের অন্য ভাইরা রণভূমি পরিত্যাগ করলেও দুর্যোধন রণভূমি ত্যাগ করলেন না। তিনি যখন দেখলেন চিত্রসেনের সমস্ত সৈন্য তাঁর দিকেই আসছে, তিনি বাণের দ্বারা তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গন্ধর্বরা তার কোনোপ্রকার পরোয়া না করে চারদিক থেকে তাঁকে

ঘিরে ধরল। তারা বাণের আঘাতে দুর্যোধনের রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, দুর্যোধন রথ থেকে পড়ে যেতেই চিত্রসেন তাঁকে

জীবিত উদ্ধার করে বন্দী করলেন। গন্ধর্বরা তারপর দুঃশাসনকেও ধরে আনল। কিছু গন্ধর্ব রাজমহিষীদের ধরে নিয়ে এল। দুর্যোধনের যেসব সৈন্য আগেই পালিয়েছিল, তারা গিয়ে পাণ্ডবদের শরণ গ্রহণ করল। দুর্যোধনের মন্ত্রীরা করুণভাবে ধর্মরাজকে বলল—'মহারাজ ! আমাদের প্রিয়দর্শী মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্রকুমার দুর্যোধনকে গন্ধর্বরা বন্দী করেছে। তারা দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্মুখ, দুর্জয় এবং সমস্ত রানিদেরও বন্দী করেছে। আপনি সত্বর ওদের রক্ষা করুন।'

দুর্যোধনের প্রবীণ মন্ত্রীদের এইভাবে দীন ও দুঃখীর মতো যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রার্থনা করতে দেখে ভীম বললেন—'আমরা বহু চেষ্টা করে অস্ত্রশস্ত্র হাতি ঘোড়া নিয়ে যে কাজসম্পন্ন করতাম, আজ গন্ধর্বরা তা করে দিয়েছে। আমরা শুনেছি যারা দুর্বল ব্যক্তিদের ঈর্ষা করে, অন্য লোকই তাদের শায়েস্তা করে দেয়। গন্ধর্বরা আমাদের তাই প্রত্যক্ষ দেখাল। এই সময় আমরা বনবাসে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সহ্য করে এবং তপস্যা দ্বারা ক্লিষ্ট। অন্যদিকে দুর্যোধনরা অনুকূল অবস্থা পেয়ে আনন্দে আমাদের দুর্গতি দেখতে এসেছে। আসলে কৌরবরা অত্যন্ত কুটিল'—ভীম এইরূপ বলতে থাকলে ধর্মরাজ বললেন—'ভাই ভীম ! এখন কঠিন বাক্য বলার সময় নয়। দেখো, এঁরা অত্যন্ত ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে ত্রাণের আশায় আমাদের কাছে এসেছেন, এইসময় কেন এমন কথা বলছ ? আত্মীয়-কুটুম্বে বাদ বিবাদ হয়েই থাকে, কখনো শত্রুতাও হয় ; কিন্তু যখন বাইরের শত্রু আক্রমণ করে তখন সেই অপমান কারো সহ্য করা উচিত নয়। ভীম ! গন্ধর্বরা বলপূর্বক দুর্যোধনদের ধরে নিয়ে গেছে, আমাদের কুলবধূরা এখন অপরের অধীনে। প্রকান্তরে এটি আমাদের বংশেরই অপমান। সুতরাং হে শূরবীর ! যাও শরণাগতকে রক্ষা করতে এবং কুলের লজ্জা রক্ষা করতে অস্ত্রধারণ করো ! দেরী কোরো না, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলে গিয়ে ওদের উদ্ধার করে আনো। দেখো, কৌরবদের স্বর্ণনির্মিত রথে অস্ত্রশস্ত্র আছে, তোমরা তাইতে আহরণ করে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওদের মুক্ত করে সাবধানে নিয়ে এসো। প্রত্যেক রাজাই তাঁর শরণাগতকে যথাসাধ্য রক্ষা করে থাকেন, তুমি তো মহাবলী ভীম ! এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে যে আজ দুর্যোধন তোমার বাহুবলের অপেক্ষায় নিজের জীবন আশা করছে। বীর, আমি নিজেও তোমাদের সঙ্গে যেতাম, কিন্তু আমি যজ্ঞ আরম্ভ করেছি, আমার এখন অন্য কিছু ভাবতে নেই। দেখো, গন্ধর্বরাজকে বোঝালে তিনি যদি না বোঝেন, তাহলে একটু পরাক্রম দেখিয়ে যুদ্ধ করেও ওদের পরাজিত করে দুর্যোধনদের মুক্ত করে আনবে।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন,

'যদি বোঝালে গন্ধর্ব চিত্রসেন কৌরবদের মুক্ত করতে রাজি না হন, তাহলে পৃথিবী আজ গন্ধর্বরাজের রক্তপান করবে।' সত্যবাদী অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে কৌরবরা প্রাণের আশ্বাস পেল।

—— ০ ——

## গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাণ্ডবদের দুর্যোধনদের মুক্ত করে আনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীমাদি সকলেই হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যুদ্ধের জন্য উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তুত হলেন। তারপর তাঁরা অভেদ্য কবচ এবং দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গন্ধর্বদের আক্রমণ করলেন। বিজয়োন্মত্ত গন্ধর্বরা যখন দেখলেন যে, লোকপালের মতো চার পাণ্ডব রথে করে রণভূমিতে এসেছেন, তখন তাঁরা ব্যূহরচনা করে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন।

অর্জুন গন্ধর্বদের মিষ্টস্বরে বোঝালেন—'তোমরা আমার ভ্রাতা রাজা দুর্যোধনকে মুক্ত করে দাও।' গন্ধর্বরা বললেন—'আমরা একমাত্র গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ছাড়া আর কারো নির্দেশ মানি না। তিনি যেমন আদেশ করেন, আমরা সেইমতো কাজ করে থাকি।' গন্ধর্বদের কথা শুনে কুন্তী-নন্দন অর্জুন বললেন—'অপরের স্ত্রীদের ধরে আনা এবং মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করা—এরূপ নিন্দনীয় কাজ গন্ধর্বরাজের পক্ষে শোভনীয় নয়। তোমরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ মেনে মহাপরাক্রমশালী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের ছেড়ে দাও। আর যদি শান্তিপূর্ণভাবে এঁদের ছেড়ে না দাও, তাহলে আমি আমার পরাক্রমে এঁদের মুক্ত করব।' এই কথাও যখন গন্ধর্বরা মানলেন না তখন অর্জুন তাঁদের ওপর তীক্ষ্ণবাণ প্রয়োগ করতে লাগলেন, গন্ধর্বরাও বাণবর্ষা শুরু করলেন। অর্জুন আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা হাজার হাজার গন্ধর্বকে যমালয়ে পাঠালেন। মহাবলী ভীমও তীক্ষ্ণ তীরের দ্বারা বহু গন্ধর্বকে হত্যা করলেন। মাদ্রীপুত্র নকুল এবং সহদেবও সংগ্রাম-ভূমিতে এসে বহু শত্রুদের ঘিরে ফেলে হত্যা করতে লাগলেন। মহারথী পাণ্ডবরা যখন গন্ধর্বদের এইরূপ দিব্য অস্ত্রের সাহায্যে বধ করতে থাকলেন সেইসময় গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছিলেন। কুন্তীপুত্র অর্জুন তাঁদের আকাশে উড়তে দেখে বাণের দ্বারা এমন বিস্তৃত এক জাল রচনা করলেন, যার ফলে চারদিক দিয়ে তাঁদের যাত্রাপথ রুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁরা সেই জালে এমনভাবে আবদ্ধ হলেন যেমন খাঁচায় পাখি বন্ধ করে রাখা হয়। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের ওপর গদা, শক্তি, তোমর ইত্যাদি নানা অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। মহাবীর অর্জুনও তাঁদের ওপর স্থূলাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় এবং সৌম্য ইত্যাদি অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন। বাণের জালে তাঁরা কোথাও যেতে না পেরে অস্ত্রের আঘাতে আহত হতে থাকলেন।

চিত্রসেন যখন দেখলেন অর্জুনের বাণের আঘাতে গন্ধর্বরা ত্রাহি রবে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি একটি গদা হাতে করে সেই দিকে গেলেন। অর্জুন বাণের সাহায্যে সেই লৌহ গদাকে টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন চিত্রসেন মায়াদ্বারা অদৃশ্য হয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন তাতে ক্রোধান্বিত হয়ে আকাশচারী দিব্যাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করতে লাগলেন। বিপক্ষ অন্তর্ধানে থাকলেও এই অস্ত্র শব্দ অনুসরণ করে তাদের আঘাত করে। অর্জুনের অস্ত্রে জর্জরিত হয়ে চিত্রসেন প্রকটিত হয়ে বললেন—'অর্জুন !

দেখো এই যুদ্ধে তোমার সামনে তোমারই সখা চিত্রসেন উপস্থিত।' অর্জুন সখাকে অস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত হতে দেখে দিব্যাস্ত্র ফিরিয়ে নিলেন। পাণ্ডবরা এসব দেখে খুশি হলেন এবং রথে উপবিষ্ট ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, চিত্রসেনের কুশল সংবাদ নিতে লাগলেন।

মহাধনুর্ধর অর্জুন তখন মৃদুহাস্যে চিত্রসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বীরবর ! কৌরবদের তুমি কী উদ্দেশ্যে পরাজিত করেছ ? দুর্যোধনদের তাদের স্ত্রীসহ কেন বন্দী করে রেখেছ ?' চিত্রসেন বললেন—'বীর ধনঞ্জয় ! দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গেই দুরাত্মা দুর্যোধন ও পাপী কর্ণের অভিপ্রায় জানতে পেরেছিলেন। তারা ভেবেছিল এখন পাণ্ডবরা বনে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনাথের ন্যায় বহু কষ্টে আছে আর নিজেরা খুব আনন্দে আছে, তাই তোমাদের দেখতে এবং দুর্দশাগ্রস্ত যশস্বিনী দ্রৌপদীকে বিদ্রূপ করার জন্য এখানে এসেছিল। তাদের এই নীচ মনোবৃত্তি জানতে পেরে ইন্দ্র আমাকে বললেন—যাও দুর্যোধনকে তার মন্ত্রী এবং ভ্রাতাসহ এখানে বেঁধে নিয়ে এসো। কিন্তু অর্জুনকে তার ভ্রাতাসহ রক্ষা করবে, কারণ সে তোমার প্রিয় সখা এবং (সংগীত বিদ্যার) শিষ্য। দেবরাজের কথায় আমি সত্বর এখানে এসে দুষ্টকে বন্দী করেছি। এখন আমি ইন্দ্রের নির্দেশানুসারে এই দুরাত্মাকে নিয়ে দেবলোকে যাচ্ছি।' অর্জুন বললেন—'চিত্রসেন ! তুমি যদি আমার প্রিয়কাজ করতে চাও তাহলে ধর্মরাজের আদেশে আমার ভাই দুর্যোধনকে মুক্ত করে দাও।'

চিত্রসেন বললেন—'অর্জুন, এই দুর্যোধন বড়ই পাপী আর অহংকারী, একে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এ ধর্মরাজকে এবং কৃষ্ণাকে ছলনা করেছে। ধর্মরাজকে ও যে এখন কী করতে চেয়েছিল, তার ঠিক নেই। চলো, ধর্মরাজকে সব বলে আসি ; তারপর তাঁর যা ইচ্ছা হবে, তেমনই করা যাবে।'

তখন সকলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে তাঁকে সব ঘটনা জানালেন। অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন গন্ধর্বদের কথা শুনে তাঁদের প্রশংসা করলেন এবং সমস্ত কৌরবদের মুক্ত করার জন্য বললেন। তিনি গন্ধর্বদের বললেন—'আপনারা বলবান এবং শক্তিশালী, অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আপনারা আমার ভ্রাতা-বন্ধু ও মন্ত্রীগণসহ দুর্যোধনকে বধ করেননি। আমার ওপর আপনাদের অত্যন্ত দয়া।' তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অপ্সরাসহ চিত্রসেনাদি গন্ধর্বগণ প্রসন্নচিত্তে
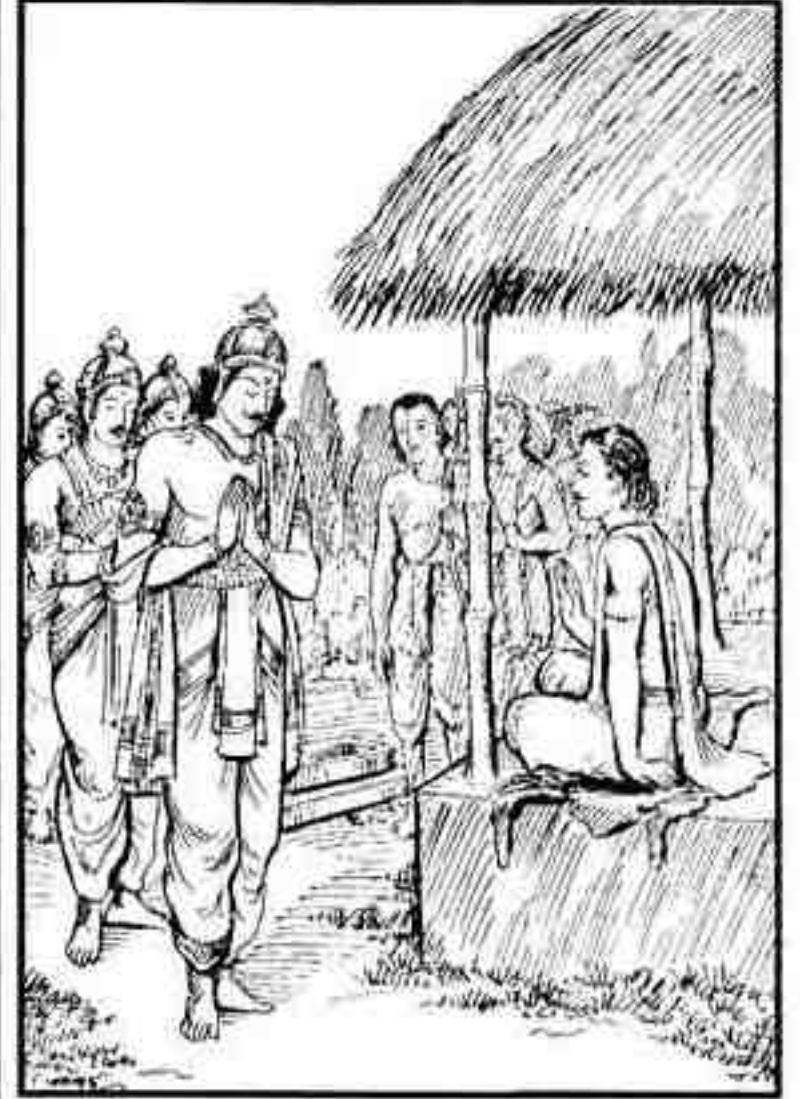
স্বর্গে চলে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত বর্ষণ করে কৌরবদের হাতে নিহত গন্ধর্বদের জীবন দান করলেন। স্বজন এবং রাজমহিষীদের গন্ধর্বদের থেকে মুক্ত করে পাণ্ডবরাও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কৌরবরাও স্ত্রী-পুত্র সহ পাণ্ডবদের অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করল।

ভ্রাতাসহ বন্ধনমুক্ত দুর্যোধনকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত মধুর স্বরে বললেন—'ভাই, আর কখনো এমন দুঃসাহসের কাজ কোরো না, দেখো দুঃসাহসী লোকেরা কখনো সুখ পায় না। তুমি এবার সকলকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাও। এই ঘটনার জন্য মনে কোনো দুঃখ রেখ না।' দুর্যোধন ধর্মরাজকে প্রণাম করে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। সেই সময় তিনি এত বিষণ্ণ হয়েছিলেন যেন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে দুঃখে-ক্ষোভে তাঁর হৃদয় ফেটে যাচ্ছিল।

—— o ——

# দুর্যোধনের অনুতাপ এবং প্রাণ-ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! লজ্জায় দুর্যোধনের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল এবং শোকেও নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় তিনি কীভাবে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন, আমাকে তা বিস্তারিতভাবে জানান।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যুধিষ্ঠির যখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে বিদায় জানালেন, তখন তিনি লজ্জায় মুখ নীচু করে চতুরঙ্গিণী সেনাসহ হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। পথে এক শ্যামল সরোবরের তীরে তাঁরা বিশ্রাম করলেন। কর্ণ সেখানে তাঁর কাছে এসে বললেন—'রাজন্ ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আপনার জীবন রক্ষা পেয়েছে এবং

আমরা পুনরায় মিলিত হতে পেরেছি। আপনার সামনেই গন্ধর্বরা আমাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করে আটকে রেখেছিল যে আমি তাদের বাণে আহত সৈন্যদের সামলাতে পারছিলাম না। শেষে আর না পেরে ওখান থেকে পালাতে হল। সেই অতিমানবিক যুদ্ধে আপনি রানি ও সৈন্যসহ ভালোভাবে ফিরে এসেছেন কোনোরকম আহত হননি দেখে আমি খুব বিস্মিত বোধ করছি। আপনি ভ্রাতাদের নিয়ে যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশ করলেন—জগতে অন্য কোনো পুরুষ এইরূপ করতে সক্ষম নয়।'

কর্ণের এই কথায় রাজা দুর্যোধন আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—'রাধেয় ! তুমি প্রকৃত কথা জানো না, তাই আমি তোমার কথার দোষ ধরছি না। তুমি মনে করছ যে আমি আমার পরাক্রমে গন্ধর্বদের হারিয়েছি। প্রকৃত ব্যাপার হল, আমার এবং আমার ভাইদের সঙ্গে গন্ধর্বদের বহুক্ষণ যুদ্ধ হয়েছিল। দুপক্ষেই বহু হতাহত হয়। কিন্তু ওরা যখন মায়ার আড়ালে যুদ্ধ করতে লাগল তখন আমরা আর ওদের সম্মুখীন হতে পারলাম না। শেষে আমরা পরাজিত হলাম এবং গন্ধর্বরা আমাদের সেবক, মন্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী সহ সকলকেই বন্দী করে ফেলল। তারপর তারা আমাদের আকাশপথে নিয়ে চললো। সেই সময় কয়েকজন মন্ত্রী এবং সৈন্য পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে আমাদের অবস্থার কথা জানাল। তখন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের বুঝিয়ে আমাদের উদ্ধারের নির্দেশ দিলেন। পাণ্ডবরা সেখানে এলেন এবং গন্ধর্বদের হারাবার শক্তি থাকলেও তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু গন্ধর্বরা আমাদের ছেড়ে দিতে রাজি হল না। তখন ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁদের দিকে বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। গন্ধর্বরা রণভূমি ছেড়ে তখন আমাদের আকাশপথে নিয়ে যেতে লাগল। আমি দেখলাম অর্জুন সমস্ত দিক বাণের জালে ঘিরে দিব্য অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করছে। অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণে গন্ধর্বরা আহত হতে থাকলে অর্জুনের মিত্র চিত্রসেন প্রকটিত হলেন। দুজনে তখন কুশলবার্তা বিনিময় করলেন। কর্ণ ! তারপর শত্রুদমন অর্জুন হেসে বললেন— 'বীরবর ! আপনি আমার ভাইদের ছেড়ে দিন। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকতে এদের এরূপ অপমান হওয়া উচিত নয়।' মহাত্মা অর্জুনের কথায় গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন বললেন যে আমরা পাণ্ডবদের তাদের স্ত্রীসহ কী দুর্দশায় আছে তাই দেখতে গেছি। চিত্রসেন যখন এই কথা বলছিলেন আমার লজ্জায় মনে হচ্ছিল যে যদি পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হয় তবে আমি তার মধ্যে মিশে যাই। তারপর পাণ্ডবদের সঙ্গে গন্ধর্বরা যুধিষ্ঠিরের কাছে আমাদের সেই বন্দী অবস্থায় দাঁড় করিয়ে সেই নীচ চিন্তার কথা জানাল। স্ত্রীদের সামনে এইভাবে দীন ও বন্দীরূপে আমাকে যুধিষ্ঠিরের সামনে হাজির করানো হয়েছিল, বলো, এর থেকে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে ? যাঁকে আমি সর্বদা অনাদর করেছি, যাঁকে সর্বদা শত্রু ভেবে রেখেছি। তিনিই আমার ন্যায় মন্দবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে জীবনদান করলেন। হে বীর ! এর থেকে ওই মহাসংগ্রামে যদি আমি মারা পড়তাম,

তাহলে অনেক ভালো হত। এইভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ ? গন্ধর্বরা যদি আমায় বধ করত, তাহলে জগতে আমার যশ হত আর ইন্দ্রলোকে অক্ষয় পুণ্যলাভ করতাম। এখন আমি যা ঠিক করেছি, শোনো। আমি এইখানেই অন্ন-জল ত্যাগ করে অনাহারে প্রাণ বিসর্জন করব। তুমি দুঃশাসনের সঙ্গে আমার ভাইদের নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে যাও। আমি সেখানে গিয়ে মহারাজকে কী বলব ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিদুর, সঞ্জয়, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা এবং যত প্রবীণ বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণরা আমাকে কী বলবেন, আর আমি কী উত্তর দেব ? এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।'

দুর্যোধন তখন অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে ছিলেন। পুনরায় তিনি দুঃশাসনকে বললেন—'ভাই, শোনো, আমি তোমাকে রাজ্য সমর্পণ করছি। তা স্বীকার করে তুমি রাজা হও এবং কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভোগ করো।' দুর্যোধনের কথায় দুঃশাসনের কণ্ঠ দুঃখে রুদ্ধ হয়ে এল। তিনি দুর্যোধনের চরণে মাথা রেখে বললেন—'মহারাজ, তা হয় না। যদি পৃথিবী বিদীর্ণ হয়, সূর্য তার তাপ এবং চন্দ্র তার শৈত্য পরিত্যাগ করে, হিমালয় তার স্থান ত্যাগ করে এবং অগ্নি তার উষ্ণতা পরিত্যাগ করে ; তাহলেও আমি আপনাকে ছাড়া পৃথিবী শাসন বা ভোগ করব না। আপনি প্রসন্ন হন।' এই বলে তিনি দুর্যোধনের চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন। দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে দুঃখিত হতে দেখে কর্ণও অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি বললেন—'আপনারা দুজনে না বুঝে সাধারণ মানুষের মতো কেন শোক করছেন ? শোকগ্রস্তদের শোক তো কখনো দূর হয় না। অতএব ধৈর্য ধারণ করুন, এইভাবে শোক করে শত্রুদের হর্ষোৎপাদন করবেন না। পাণ্ডবরা যে গন্ধর্বের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করেছে তাতে তারা তাদেরই কর্তব্যপালন করেছে। রাজ্যে যারা বাস করে, তাদের সর্বদাই রাজার প্রিয়কাজ করা উচিত। কাজেই তেমন কিছু হয়ে থাকলে তাতে আপনাদের শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। দেখুন, আপনার প্রায়োপবেশনের কথা শুনে আপনার সব ভায়েরাই শোকমগ্ন হয়ে রয়েছে। অতএব এই সংকল্প ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান এবং শোকসন্তপ্ত ভায়েদের সান্ত্বনা দিন। ধৈর্য ধরুন। আপনি যদি আমার কথা মেনে না নেন, তাহলে আমিও এখানে আপনার সেবায় রত থাকব। আপনি না থাকলে আমিও জীবিত থাকবো না।'

তখন সুবলপুত্র শকুনিও দুর্যোধনকে বুঝিয়ে বললেন—'রাজন্ ! কর্ণ ঠিক কথা বলেছে। তুমি তা শুনেছ। আমি যে সমৃদ্ধিশালী রাজলক্ষ্মী পাণ্ডবদের থেকে ছিনিয়ে তোমাকে দিয়েছি, মোহবশত তাকে তুমি হারাতে চাইছ কেন ? তুমি আজ মূর্খতাবশত প্রাণত্যাগ করতে চাইছ ! আমার মনে হয় তুমি কখনো বয়োবৃদ্ধদের সেবা করনি, তাই এমন বিপরীত কথা ভাবছ। যা ঘটেছে তা তো আনন্দের কথা আর এজন্য তোমার পাণ্ডবদের উপকার করা উচিত, তা না করে তুমি শোক করছ ? তুমি বিষণ্ণতা পরিত্যাগ করো এবং পাণ্ডবরা যে উপকার করেছে, তা স্মরণ করে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও। তাতে তুমি যশ ও ধর্মলাভ করবে। আমার কথা শুনে তাই করো, তাতে তোমাকে কৃতজ্ঞ বলে মনে হবে। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করে তাদের পৈতৃক রাজ্য সমর্পণ করো। এতে তুমি সুখ পাবে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দুর্যোধনকে এইভাবে
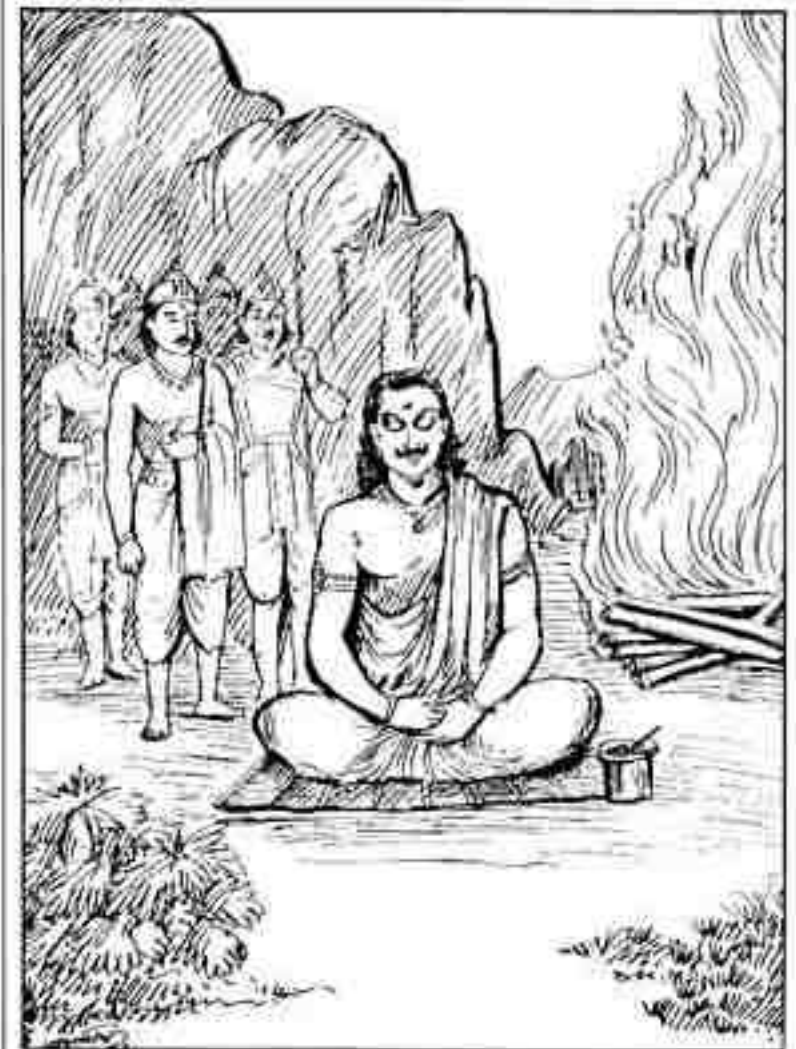
তাঁর সুহৃদ্, ভাই, মন্ত্রী এবং বন্ধু-বান্ধবরা বহুভাবে বোঝালেন ; কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে সরলেন না। তিনি কুশ ও বল্কল ধারণ করে স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় বাক্ সংযম করে উপবাস ও নিয়মাদি পালন করতে লাগলেন।

—o—

# দুর্যোধনের প্রাণ-ত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ

দুর্যোধনকে প্রায়োপবেশন করতে দেখে দেবতাদের কাছে পরাজিত হওয়া পাতালবাসী দৈত্য এবং দানবরা আলোচনা করল যে, যদি এইভাবে দুর্যোধন প্রাণত্যাগ করে, তাহলে আমাদের পক্ষ দুর্বল হয়ে যাবে। তাই তারা তাঁকে নিজের পক্ষে আনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্র বর্ণিত অথর্ব বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা ঔপনিষদ কর্মকাণ্ড শুরু করল। বেদকর্ম সমাপ্ত হলে কৃত্যা নামক এক অদ্ভুত রাক্ষসী যজ্ঞকুণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে বলল—'বলুন, আমাকে কী করতে হবে ?' দৈত্যরা প্রসন্ন হয়ে বলল—'প্রায়োপবেশনে উদ্যত দুর্যোধনকে এখানে নিয়ে এসো।' তখন সেই রাক্ষসী 'যথা হুকুম' বলে চলে গেল এবং পরক্ষণেই দুর্যোধনকে নিয়ে রসাতলে পৌঁছে দিল। দুর্যোধনকে দেখে দানবরা অত্যন্ত

প্রসন্ন হল এবং বলল—'ভরতকুলদীপ মহারাজ দুর্যোধন ! আপনার কাছে সর্বদাই বড় বড় শূরবীর এবং মহাত্মা হাজির থাকেন, তাহলে আপনি কেন প্রায়োপবেশনের কথা চিন্তা করছেন ? যে আত্মহত্যা করে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং লোকে তার নিন্দা করে। আপনার এই সিদ্ধান্ত ধর্ম, অর্থ ও সুখনাশকারী, এই সিদ্ধান্ত আপনি পরিত্যাগ করুন। আপনি কেন দুঃখ করছেন, আপনার আর কোনোরূপ চিন্তা নেই। আপনাকে সাহায্য করার জন্য বহু দানববীর পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। অন্য কয়েকজন দৈত্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাদির দেহে প্রবেশ করবেন, যার ফলে তাঁরা দয়া ও স্নেহ বিসর্জন দিয়ে আপনার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তাছাড়াও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে জাত বহু দৈত্য ও দানব আপনার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে পূর্ণ পরাক্রমে আপনাকে সহযোগিতা করবে। মহারথী কর্ণও অর্জুন এবং অন্য সব বীরদের পরাস্ত করবে। এই কাজের জন্য আমরা সংশপ্তক নামধারী সহস্র সহস্র দৈত্য এবং রাক্ষসদের নিযুক্ত করেছি। তারা বীর অর্জুনের পরাক্রম নষ্ট করে দেবে। আপনি দুঃখ করবেন না, এই পৃথিবী এখন আপনার শত্রুবর্জিত বলেই মনে করুন। নিশ্চিন্ত হয়ে আপনি পৃথিবী ভোগ করুন। দেবতারা যেমন পাণ্ডবদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তেমনই আপনি সর্বদাই আমাদের আশ্রয়দাতা।' দুর্যোধনকে এইসব কথা বলে তারা বলল—'এবার আপনি রাজধানীতে ফিরে যান এবং শত্রুদের পরাজিত করুন।'

দৈত্যরা তাঁকে বিদায় জানালে সেই কৃত্যা রাক্ষসী দুর্যোধনকে আবার পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হল। কৃত্যা চলে গেলে দুর্যোধনের চেতনা ফিরে এলো এবং তিনি এই ঘটনাকে স্বপ্ন বলে মনে করলেন। পরদিন প্রভাতে কর্ণ মৃদুহাস্যে বললেন—'মহারাজ ! কেউই মরে গিয়ে শত্রুদের জয় করতে পারে না। যে জীবিত থাকে, সেই সুখের দিন দেখার আশা করতে পারে। আপনি কেন এমন ভাবে রয়েছেন, এমন কী হয়েছে যাতে শোকগ্রস্ত হচ্ছেন ?' নিজ পরাক্রমে একবার শত্রুদের সন্তপ্ত করে এখন কেন মরতে চান ? অর্জুনের পরাক্রমে আপনি ভয় পাননি তো ? তা যদি হয়ে থাকে আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে আমি ওকে যুদ্ধে বধ করব। আমি অস্ত্র ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশবর্ষ সমাপ্ত হলেই আমি ওকে আপনার অধীন করে দেব।' কর্ণর কথায় এবং দুঃশাসনের বহু অনুনয় বিনয়ে আর দৈত্যদের কথা স্মরণ করে দুর্যোধন প্রাণত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করলেন।

তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে হস্তিনাপুর যাওয়ার জন্য রথ, হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিকযুক্ত তাঁর চতুরঙ্গ সেনা প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। সেই বিশাল বাহিনী সুসজ্জিত হয়ে গঙ্গার প্রবাহের মতো চলতে লাগল। এইভাবে তাঁরা সকলে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

## কর্ণের দিগ্বিজয় এবং দুর্যোধনের বৈষ্ণব-যজ্ঞ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! কৃপা করে বলুন, যে সময় মহামনা পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে বাস করছিলেন, তখন মহাধনুর্ধর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র, সূতপুত্র কর্ণ, মহাবলী শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে কী করছিলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দুর্যোধন ফিরে এলে পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে বললেন—'বৎস ! তোমরা যখন

দ্বৈতবনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলে, তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে তোমাদের ওখানে যাওয়া আমার ভালো মনে হচ্ছে না, কিন্তু তুমি কর্ণপাত করলে না। সেখানে শত্রুদের হাতে তোমাকে বন্দী হতে হল এবং ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবরা তোমাদের মুক্ত করল ; এতে তোমার লজ্জা হয় না ? সেই সময় তোমার সমস্ত সৈন্য এবং এই সূতপুত্র কর্ণও ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেইসময় তুমি মহাত্মা পাণ্ডব আর দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ উভয়ের পরাক্রম নিশ্চয়ই দেখেছ। এই কর্ণ ধনুর্বেদ, শৌর্য, বীর্য, এবং ধর্মে পাণ্ডবদের এক চতুর্থাংশও নয়। তাই এই কুলবৃদ্ধির জন্য আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই ভালো বলে মনে করি।'

ভীষ্মের এইসব কথা শুনে দুর্যোধন হেসে শকুনির সঙ্গে চলে গেলেন। তাঁকে যেতে দেখে কর্ণ ও দুঃশাসন তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁর সব কথা না শুনেই ওঁদের চলে যেতে দেখে ভীষ্মও নিজ গৃহে চলে গেলেন। তিনি চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন আবার সেখানে ফিরে এসে তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন যে 'আমাদের ভালো কিসে হবে এবং আমাদের এখন কী করা উচিত ?' তখন কর্ণ বললেন—'রাজন্ ! শুনুন , আমি আপনাকে একটা কথা বলি। ভীষ্ম সর্বদাই আমাদের নিন্দা করেন এবং পাণ্ডবদের প্রশংসা করেন। আপনাকে দ্বেষ করায় তাঁর প্রতি আমারও বিদ্বেষ জন্মেছে। আপনার কাছেও উনি আমার নামে নানাপ্রকার নিন্দা করে থাকেন। আমি ভীষ্মের কথা তাই সহ্য করতে পারি না। আপনি আমাকে সেবক ও সৈন্য দিয়ে পৃথিবী জয় করার নির্দেশ দিন, আপনার অবশ্যই জয় হবে। আমি অস্ত্রের শপথ করে বলছি।'

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন অত্যন্ত প্রীতিভরে বললেন—'বীর কর্ণ ! তুমি সর্বদাই আমার হিতের জন্য প্রস্তুত থাকো। তুমি যদি নিশ্চিতরূপে জানো যে আমি আমার সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করব, তাহলে তুমি প্রস্তুত হও। তাহলে আমিও শান্তি পাব।' দুর্যোধনের কথায় কর্ণ দিগ্বিজয় যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। তারপর শুভ মুহূর্ত দেখে স্নান করে শুভ নক্ষত্র ও তিথিতে তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণরা তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন, রথের ঘর্ঘর আওয়াজে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠল।

হস্তিনাপুর থেকে বিশাল সৈন্যদল নিয়ে এসে মহাধনুর্ধর কর্ণ রাজা দ্রুপদের রাজধানী ঘিরে ভীষণ যুদ্ধ করে বীর

দ্রুপদকে তাঁর বশে আনলেন। তাঁর কাছ থেকে কর বাবদ বহু সোনা, রূপা এবং রত্নাদি আদায় করলেন। তারপর যেসব রাজা দ্রুপদের অধীনে ছিলেন, তাঁদেরও পরাজিত করে তাঁদের থেকে কর আদায় করলেন। সেখান থেকে তিনি উত্তর দিকে রওনা হয়ে সেদিকের সব রাজাকে হারিয়ে দিলেন। মহারাজ ভগদত্তকে পরাজিত করে তিনি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হিমালয় পর্যন্ত চলে গেলেন। এইভাবে সেখানকার সব রাজাদের পরাজিত করে তিনি নেপালের রাজাকেও পরাস্ত করেন। তারপর সেখান থেকে এসে তিনি পূর্বদিকে আক্রমণ করেন। সেইদিকে তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুণ্ডিক, মিথিলা, মগধ, কর্কখণ্ড, আবশীর, যোধ্য, অহিক্ষত্র প্রভৃতি রাজ্য জয় করে তাদের নিজের বশে করেন। তারপর তিনি বৎসভূমি জয় করেন এবং কেবলা, মৃত্তিকাবতী, মোহনপত্তন, ত্রিপুরী এবং কোসলা ইত্যাদি নগরীও নিজ অধীনে আনেন। এদের সকলকে পরাস্ত করে এবং কর আদায় করে কর্ণ এবার দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। সেদিকেও তিনি অনেক মহারথীদের পরাস্ত করলেন। রুক্মির সঙ্গে কর্ণের ভয়ানক যুদ্ধ হল, শেষে তাঁকেও কর্ণের ইচ্ছানুসারে করপ্রদান করতে হল। তারপর তিনি গেলেন পাণ্ড্য এবং শ্রীশৈলের দিকে। সেখানে কেরল, নীল এবং বেণুদারিসুত প্রমুখ সব রাজাদের পরাজিত করে, কর আদায় করে তারপর শিশুপালের পুত্রকে পরাস্ত করেন। তার আশেপাশের রাজাদেরও মহাবীর কর্ণ নিজ অধীন করেন। এরপরে তিনি অবন্তি দেশের রাজা এবং বৃষ্ণিবংশীয়দের নিজপক্ষে এনে পশ্চিম দিক জয় করতে আরম্ভ করেন। পশ্চিম দিকে গিয়ে তিনি যবন এবং বর্বর রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করেন। এইভাবে তিনি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিকে সমস্ত পৃথিবী জয় করে নিলেন।

এইভাবে সমগ্র পৃথিবী নিজ বশে এনে যখন ধনুর্ধর বীর কর্ণ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন, তখন রাজা দুর্যোধন তাঁর সব ভাই, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বন্ধু-বান্ধবসহ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে যথাযোগ্য সমাদর জানালেন ও আনন্দের সঙ্গে তাঁর দিগ্বিজয়ের কথা ঘোষণা করলেন। তারপর কর্ণকে বললেন, 'কর্ণ ! তোমার মঙ্গল হোক। তোমার মধ্যে আমি এমন শক্তির সন্ধান পেয়েছি যা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ বা বাহ্লীকের মধ্যে পাইনি। সকল পাণ্ডব এবং অন্যান্য রাজারা তোমার ষোড়শ অংশের একাংশও নন। আমি পাণ্ডবদের বিশাল

রাজসূয় যজ্ঞ দেখেছি ; আমার ইচ্ছা সেইরূপ রাজসূয় যজ্ঞ করার, তুমি তা পূর্ণ করো।' দুর্যোধনের কথায় কর্ণ বললেন—'রাজন্ ! এখন সকল নৃপতিই আপনার অধীন। আপনি যাজককে ডেকে যজ্ঞ করার জন্য প্রস্তুত হোন।'

দুর্যোধন তাঁর পুরোহিতকে ডেকে বললেন—'দ্বিজবর ! আপনি শাস্ত্রসম্মতভাবে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করার ব্যবস্থা করুন। এই যজ্ঞ সমাপ্ত হলে আমি প্রচুর দক্ষিণা দেব।' তাতে পুরোহিত বললেন—'রাজন্ ! যুধিষ্ঠির জীবিত থাকতে আপনি এই যজ্ঞ করতে পারবেন না। কিন্তু অন্য আর একটি যজ্ঞ আছে, যা করতে কারো কোনো বাধা নেই। আপনি বিধিসম্মতভাবে তাই করুন। একে বলা হয় বৈষ্ণব যজ্ঞ, এই যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞেরই সমান। এই যজ্ঞ আমারও অত্যন্ত প্রিয়, এতে আপনার মঙ্গল হবে এবং বাধা বিঘ্ন ছাড়াই সেটি সম্পন্ন হবে।'

ঋত্বিকের এই কথায় রাজা দুর্যোধন কর্মচারীদের যথাযোগ্য নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর নির্দেশানুসারে যজ্ঞের সমস্ত ব্যবস্থা করা হল। মহামতি বিদুর এবং মন্ত্রীরা দুর্যোধনকে জানালেন—'রাজন্ ! যজ্ঞের সমস্ত জিনিসপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সুবর্ণ নির্মিত সভাকক্ষ তৈরি করা হয়েছে, যজ্ঞের নির্দিষ্ট তিথিও সমাগতপ্রায়।' দুর্যোধন তখন যজ্ঞ আরম্ভ করার নির্দেশ দিলেন। যজ্ঞকার্য শুরু হল,

দুর্যোধন শাস্ত্রানুসারে বিধিসম্মতভাবে যজ্ঞের দীক্ষা নিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি এবং গান্ধারী— সকলেই দুর্যোধনের কাজে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ব্রাহ্মণ ও রাজাদের আমন্ত্রণ জানাতে শীঘ্রগামী দূত পাঠান হল। দুঃশাসন একদল দূত দ্বৈতবনে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন—'তোমরা শীঘ্র দ্বৈতবনে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের বিধিসম্মতভাবে যজ্ঞের জন্য নিমন্ত্রণ করে এস।' তাঁরা পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন—'মহারাজ ! নৃপতিশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন নিজ পরাক্রমে বহুধন প্রাপ্ত হয়ে এক মহাযজ্ঞ শুরু করেছেন। বহু রাজা এবং ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞে সম্মিলিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন। মহামনা কুরুরাজ আমাদের আপনাদের সেবায় পাঠিয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্রকুমার মহারাজ

দুর্যোধন আপনাদের যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেছেন। আপনারা কৃপা করে এই যজ্ঞে উপস্থিত থাকবেন।'

দূতদের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'পূর্বপুরুষদের যশবৃদ্ধিকারী রাজা দুর্যোধন মহাযজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করছেন—এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরাও তাতে যোগদান করতে ইচ্ছা করি ; কিন্তু এখন তা হওয়া সম্ভব নয়, আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসের নিয়ম পালন করতে হবে।' ধর্মরাজের কথা শুনে ভীম বললেন—'তোমরা দুর্যোধনকে গিয়ে বল যে ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে যুদ্ধযজ্ঞে প্রজ্বলিত অস্ত্রের আগুনে যখন তোমাকে হোম করা হবে, তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেখানে আসবেন।' ভীম ব্যতীত আর কেউ কোনো কথা বললেন না। দূতরা হস্তিনাপুরে ফিরে গিয়ে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা দুর্যোধনকে জানাল।

বহুদেশ থেকে রাজা ও ব্রাহ্মণগণ হস্তিনাপুরে আসতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ বিদুর দুর্যোধনের নির্দেশে সকল বর্ণের ব্যক্তিদের যথাযোগ্য সমাদর করলেন এবং তাঁদের মনোমতো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, নানা বস্ত্র-আভরণ দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। রাজা দুর্যোধন সকলের জন্যই শাস্ত্রানুযায়ী নিবাসগৃহ তৈরি করালেন এবং রাজা ও ব্রাহ্মণদের বহু ধনরত্ন দিয়ে বিদায় করলেন। তারপর তিনি কর্ণ ও ভ্রাতাগণ সহ শকুনিকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! দুর্যোধনদের বন্ধন থেকে মুক্ত করার পর মহাবলী পাণ্ডবরা সেই বনে কী করলেন, কৃপা করে আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্‌ ! কিছুদিন সেই বনে বাস করে ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে সেখান থেকে রওনা হলেন। ইন্দ্রসেনাদি সেবকরাও তাঁদের সঙ্গ নিলেন। তারপর যে পথে শুদ্ধ অন্ন এবং সুপেয় জল ছিল সেইদিক দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ তাঁরা কাম্যকবনের পবিত্র আশ্রমে পৌঁছলেন।

## মহর্ষি ব্যাসদেবের যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে আগমন এবং তাঁকে তপ ও দানের মহত্ত্বের উপদেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! এইভাবে মহাত্মা পাণ্ডবগণ একাদশ বৎসর অনেক কষ্টে বনবাসে কাটালেন। তাঁরা সুখভোগের যোগ্য হয়েও মহাদুঃখ সহ্য করে ফলমূল খেয়ে থাকতেন। সকলেই মহাপুরুষ ছিলেন, তাই তাঁরা এই ভেবে হতাশ হতেন না যে 'এখন আমাদের কষ্টের সময়, ধৈর্য সহকারে একে সহ্য করা উচিত।' রাজা যুধিষ্ঠির ভাবতেন, 'আমার জন্যই আমার ভাইদের এই মহাদুঃখ, কষ্ট সহ্য করতে হল, আমার অপরাধেই তারা বনবাসে পড়ে রয়েছে।' কাঁটার মতোই ভাইদের এই দুঃখ-কষ্ট তাঁর বুকে বিঁধতো, তিনি সারারাত শান্তিতে ঘুমোতে পারতেন না। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীও স্বামী যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে সমস্ত কষ্ট ধৈর্য ধরে সহ্য করতেন। দুঃখের চিহ্ন চোখেমুখে ফুটে উঠতে দিতেন না। উৎসাহ ও চেষ্টার দ্বারা তাঁদের শরীরের ভাবই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

একদিন সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সেখানে এলেন। তাঁকে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির এগিয়ে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। সসম্মানে আসন দিয়ে তাঁকে বসালেন ও ভক্তিভরে প্রণাম জানালেন এবং তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় নিকটেই উপবেশন করলেন। পৌত্রদের বনবাসের কষ্টে দুর্বল শরীর এবং জঙ্গলের ফল-মূল খেয়ে জীবন নির্বাহ করতে দেখে ব্যাসদেব অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—'মহাবাহু যুধিষ্ঠির ! জগতে তপস্যা ব্যতীত (কষ্ট না করে) কেউই প্রকৃত সুখলাভ করে না। তপস্যার থেকে বড় কোনো সাধন নেই। তপস্যার দ্বারাই মহৎপদ (ব্রহ্ম) লাভ হয়। তপস্যার মহত্ত্ব আর কী বলব ! তুমি শুধু এটুকু জেনে রাখো যে, এমন কোনো বস্তু নেই যা তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায় না। সত্য, সরলতা, ক্রোধহীনতা, দেবতা ও অতিথিদের নিবেদন করে অন্নগ্রহণ করা, ইন্দ্রিয় ও মনকে বশে রাখা, অপরের দোষ না দেখা, কোনো প্রাণীকে হিংসা না করা, অন্তর-বাহিরে পবিত্রতা বজায় রাখা—এইসব সদ্‌গুণ মানুষকে পবিত্র করে, এর সাহায্যে মঙ্গল হয়। যেসব ব্যক্তি এই ধর্মপালন না করে অধর্মে রুচি রাখে, তাদের পশু-পক্ষী ইত্যাদি তির্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সেই সকল যোনিতে তারা কখনো সুখ পায় না। ইহলোকে যেসব কর্ম করা হয়, পরলোকে তার ফল ভোগ করতে হয়। তাই তপস্যা ও যম-নিয়মাদির পালন করা উচিত। রাজন্ ! কোনো ব্রাহ্মণ অথবা অতিথি এলে প্রসন্নভাবে নিজ সাধ্য অনুযায়ী তাকে দান করে পূজা করবে এবং মনে কোনোপ্রকার দ্বেষভাবকে স্থান দেবে না।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'হে মহামুনি ! দান ও তপস্যার মধ্যে অধিক ফল কিসে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি কঠিন ?'

ব্যাসদেব বললেন—'রাজন্ ! দানের থেকে কঠিন কাজ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। অর্থের প্রতি লোকের বিশেষ আকর্ষণ থাকে এবং অর্থ পাওয়াও অত্যন্ত কষ্টকর। উৎসাহী ব্যক্তি ধনের লোভে নিজ প্রিয় প্রাণের মায়াত্যাগ করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এবং সমুদ্রে রত্নের খোঁজ করে। কেউ চাষ-বাস করে, কেউ গোপালন করে। কেউ আবার ধনলোভে অপরের দাসত্বও স্বীকার করে নেয়। এরূপ কষ্ট সহ্য করে উপার্জন করা ধন ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। তাই দানের থেকে দুষ্কর কোনো কর্ম নেই, আমি তাই দানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। সেই ধন যদি ন্যায়ত উপার্জন করা

হয় এবং উত্তম দেশ, কাল, পাত্র বিচার করে দান করা হয় তাহলে তার মহত্ত্ব অনেক বেড়ে যায়। অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত ধন দান করলে, তা কর্তাকে মহাভয় হতে রক্ষা করে না। যুধিষ্ঠির ! ঠিক সময় মতো যদি শুদ্ধভাবে সৎপাত্রে সামান্যও দান করা হয়, তাহলে পরলোকে তার অনন্ত ফল লাভ হয়। এই বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা একটি উদাহরণ দেন যে মুদ্গাল ঋষি এক দ্রোণ (প্রায় সাড়ে পনের সের) ধান দান করে মহান ফল লাভ করেছিলেন।

—o—

## মুদ্গাল ঋষির কথা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! মহাত্মা মুদ্গাল এক দ্রোণ ধান কী করে কীভাবে দান করলেন এবং কাকে দান করলেন আমাকে সব বলুন।'

ব্যাসদেব বললেন—রাজন্ ! কুরুক্ষেত্রে মুদ্গাল নামে এক ঋষি বাস করতেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। সদা সত্য কথা বলতেন, কারো নিন্দা করতেন না। তাঁর ব্রত ছিল অতিথিসেবা, তিনি অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ মহাত্মা ছিলেন। শীল এবং উদ্বৃত্ত বৃত্তির দ্বারাই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পনেরো দিনে এক দ্রোণ ধান জমাতেন। তার দ্বারা তিনি 'ইষ্টীকৃত' নামক যজ্ঞ করতেন এবং পঞ্চদশতম দিন প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে দর্শ-পৌর্ণমাস যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞে দেবতা ও অতিথিদের সেবার পর যে অন্ন উদ্বৃত্ত হত তার দ্বারা সপরিবারে জীবন নির্বাহ করতেন। তাঁর সংসারে স্ত্রী, পুত্র—এই তিনজন ছিলেন। তিনজনই এক পক্ষে একদিনই আহার করতেন। মহারাজ ! তার প্রভাব এমনই ছিল যে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ সহ তাঁর যজ্ঞে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করতেন। এইরূপ মুনিবৃত্তিতে অবস্থান করে প্রসন্ন চিত্তে অতিথিদের অন্নদান করা—এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। কারো প্রতি দ্বেষ ভাব না রেখে অত্যন্ত শুদ্ধভাবে তিনি দান করতেন। তাই তাঁর এক দ্রোণ অন্ন পনের দিনের মধ্যে কখনো শেষ হত না, বেড়েই চলত ; বহু ব্রাহ্মণ এবং বিদ্বান ভোজন করলেও, তা কখনো কম পড়ত না।

মুনির এই ব্রতের খ্যাতি বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিন তাঁর এই কীর্তি দুর্বাসামুনির কানে গেল। তিনি ছিন্ন ভিন্ন পোশাক পরে পাগলের মতো এলোমেলো চুলে কটুকথা বলতে বলতে সেখানে এলেন। এসেই বললেন—'হে বিপ্রবর ! আপনার জানা উচিত যে আমি এখানে খেতেই এসেছি।' মুদ্গাল বললেন—'আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।' তারপর পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমন করার জন্য পূজার দ্রব্য দিলেন। তারপর তিনি তাঁর ক্ষুধার্ত অতিথিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে খাদ্য পরিবেশন করলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়া খাবার অত্যন্ত সরস হয়, মুনি ক্ষুধার্তই ছিলেন, সব খেয়ে ফেললেন। মুদ্গাল তাঁকে খাদ্য দিতে লাগলেন আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা গলাধঃকরণ করতে থাকলেন। শেষে ওঠবার
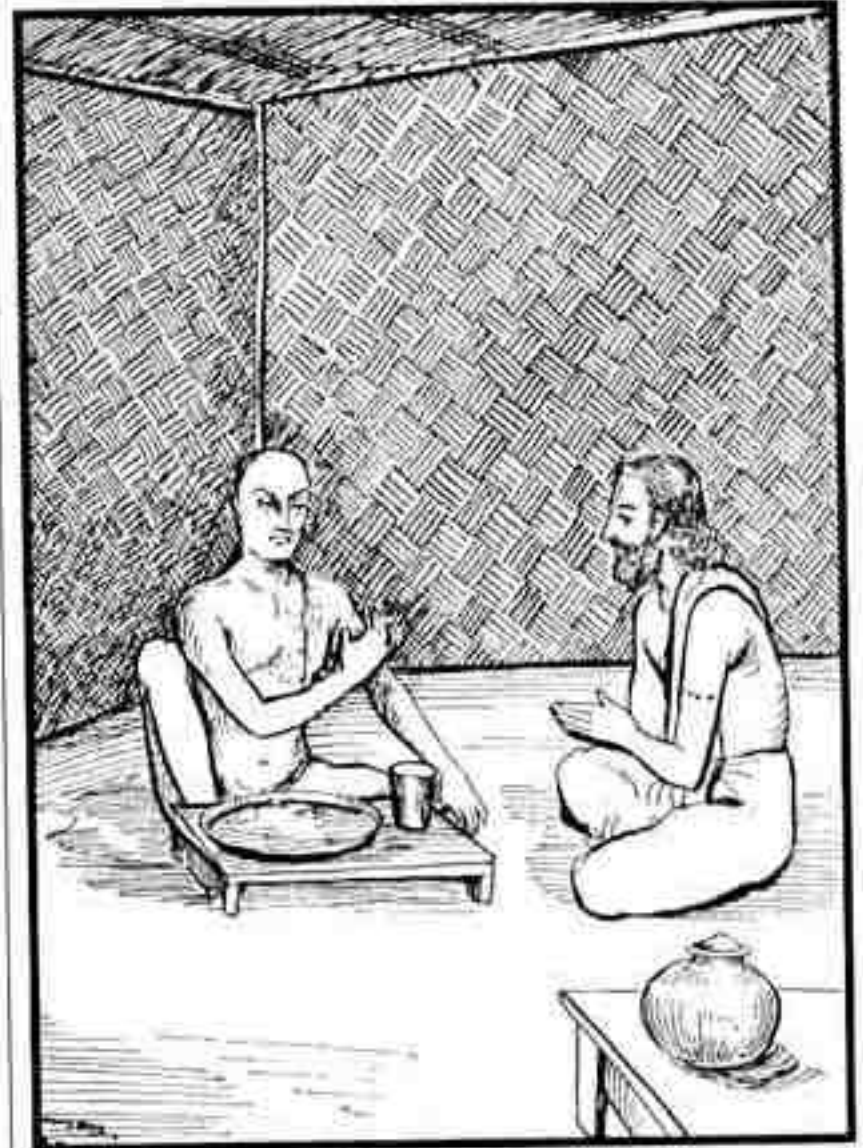
সময় যেটুকু অন্ন বেঁচেছিল, তা শরীরে মেখে নিয়ে, যেদিক থেকে এসেছিলেন, সেদিকেই চলে গেলেন। এরপরে দ্বিতীয় যজ্ঞের দিনও এলেন এবং আহার করে চলে গেলেন। মুদ্গাল মুনিকে সপরিবারে ক্ষুধার্তই থাকতে হল। তিনি আবার অন্ন সংগ্রহ করতে লাগলেন। স্ত্রী এবং পুত্রও তাঁকে সাহায্য করতে লাগল। ক্ষুধার জন্য তাঁদের মনে কোনোপ্রকার বিকার বা খেদ ছিল না। ক্রোধ, ঈর্ষা বা

অসম্মানের ভাবও আসেনি। তাঁরা একই রকম শান্ত ছিলেন। পরের যজ্ঞদিনে দুর্বাসা মুনি আবার উপস্থিত হলেন। এইভাবে তিনি ছয়বার প্রত্যেক যজ্ঞে হাজির হলেন। কিন্তু মুদ্গল মুনির মনে কোনোপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়নি। প্রত্যেকবারই তাঁর চিত্ত শান্ত ও নির্মল ছিল।

দুর্বাসা মুনি তা লক্ষ্য করে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি মুদ্গল মুনিকে বললেন—'মুনি! ইহজগতে তোমার সমান দাতা আর কেউ নেই। ঈর্ষা তো তোমাকে ছুঁতেই পারে না। বড় বড় ধার্মিক ব্যক্তিকেও ক্ষুধা কাবু করে দেয় এবং ধৈর্য হরণ করে। জিভকে রসনা বলা হয়, সে সর্বদা রস আস্বাদন করে এবং মানুষের চিত্তকে রূপের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। আহারের দ্বারাই প্রাণ রক্ষা পায়। মন এত চঞ্চল যে তাকে বশে রাখাই কঠিন বলে মনে হয়। মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাকেই নিশ্চিতরূপে তপস্যা বলা হয়। এইসব ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করে অত্যন্ত পরিশ্রমে প্রাপ্ত ধন শুদ্ধ চিত্তে দান করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তুমি এসবই সিদ্ধ করেছ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, আমার ওপর তোমার অনুগ্রহ মেনে নিচ্ছি। ইন্দ্রিয়জয়, ধৈর্য, দান, শম, দম, দয়া, সত্য ও ধর্ম—এ সবই তোমার মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তুমি শুভকর্মের দ্বারা সমস্ত লোক জয় করেছ, পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছ। দেবতারাও তোমার মহিমা গান করে সর্বত্র ঘোষণা করছেন।'

দুর্বাসা মুনি যখন এই কথা বলছেন তখন এক বিমানে করে দেবতার দূত সেখানে এসে পৌঁছালেন। সেই বিমান দিব্য হংস এবং সারস যুক্ত ছিল এবং তার থেকে দিব্য সুগন্ধ নিঃসৃত হচ্ছিল। সেই মনোরম বিমানটি মনের ইঙ্গিতে চালিত হত। দেবদূত মহর্ষি মুদ্গলকে বললেন—'মুনিবর! এই বিমান আপনি শুভকর্মের দ্বারা লাভ করেছেন। আপনি এতে বসুন। আপনি সিদ্ধ হয়েছেন।' দেবদূতের কথা শুনে মহর্ষি তাঁকে বললেন—'দেবদূত! সৎ পুরুষরা সাত পা একসঙ্গে চললেই তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, সেই সূত্রে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করছি; যা সত্য এবং হিতকর আমাকে তা বলুন। আপনার কথা শুনে তারপর কর্তব্য স্থির করব। প্রশ্ন হল—স্বর্গে কী সুখ এবং কী দোষ?'

দেবদূত বললেন—'মহর্ষি মুদ্গল! আপনার বুদ্ধি অত্যন্ত উত্তম। অন্যান্য ব্যক্তিরা যে স্বর্গ সুখকে অতি উত্তম সুখ বলে মনে করে, তা আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত; তা
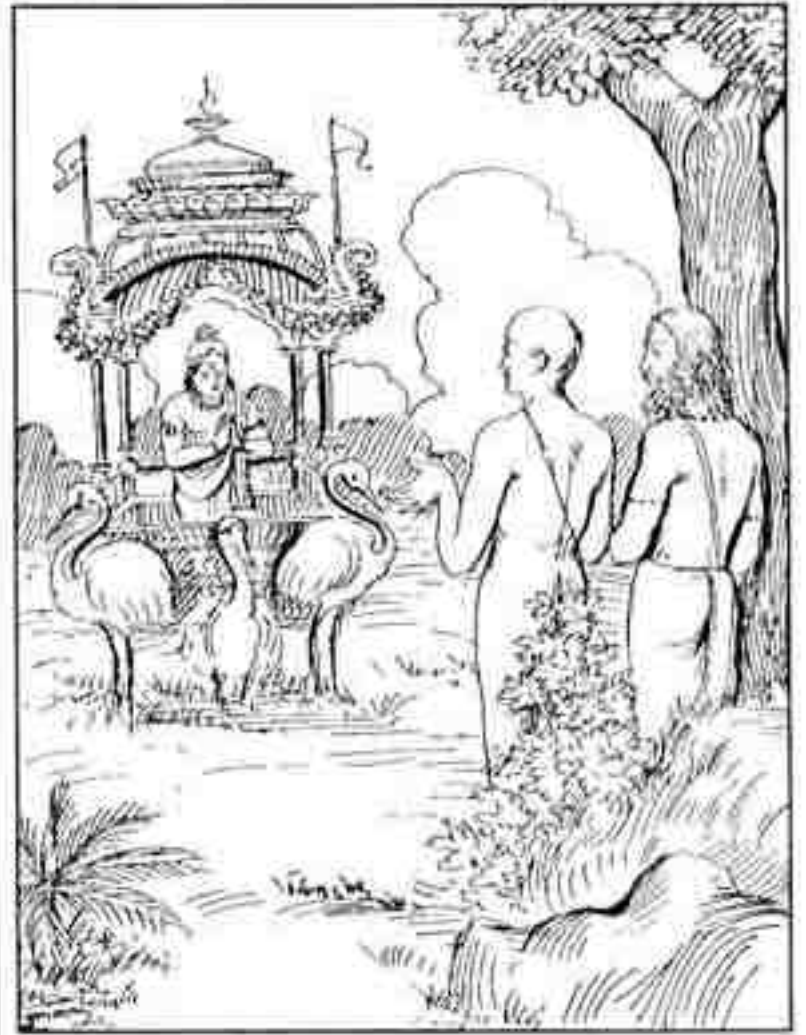
সত্ত্বেও আপনি না জানার ভান করে সেই সম্পর্কে আলোচনা করছেন—জিজ্ঞাসা করছেন তা কেমন? আপনার আদেশানুসারে আপনাকে তা জানাচ্ছি। স্বর্গ এখান থেকে অনেক ওপরের লোক, তাকে 'স্বর্লোক'ও বলা হয়। অত্যন্ত উত্তম পথ দিয়ে সেখানে যেতে হয়, সেখানে বসবাসকারীগণ সর্বদা বিমানে বিচরণ করে। যারা তপ, দান বা মহাযজ্ঞ করেনি অথবা যারা মিথ্যাবাদী বা নাস্তিক, তারা এই লোকে প্রবেশ করতে পারে না। যারা ধর্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, শম-দমসম্পন্ন এবং দ্বেষ রহিত ও দানধর্ম পালন করেছেন, তাঁরাই এই লোকে গমন করেন, এতদ্ব্যতীত যাঁরা শূরবীর, যাঁদের বীরত্ব যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁরাও স্বর্গলোকের অধিকারী। সেখানে দেবতা, সাধ্য, বিশ্বদেব, মহর্ষি যাম, ধাম, গন্ধর্ব এবং অপ্সরা—এঁদের সকলের পৃথক পৃথক অনেক লোক আছে, সেগুলি অত্যন্ত কান্তিমান, ইচ্ছানুযায়ী প্রাপ্তকারী ভোগসম্পন্ন এবং তেজঃপূর্ণ। স্বর্গে তেত্রিশ হাজার যোজন ব্যাপ্ত এক উচ্চ পর্বত বিদ্যমান, যার নাম সুমেরু পর্বত। সেটি সুবর্ণ মণ্ডিত, এর ওপরে দেবগণের নন্দনবন ইত্যাদি নানা সুন্দর উদ্যান আছে, সেগুলি পুণ্যাত্মাদের বিহার স্থান। সেখানে কারো ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাগে না, মন কখনো বিমর্ষ হয় না, শীত গ্রীষ্মের কষ্ট নেই এবং কোনোপ্রকার ভয়ও থাকে না।

সেখানে এমন কোনো বস্তু নেই, যা দেখে ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুন্দর সুগন্ধিত মৃদু শীতল বাতাস বইতে থাকে, মন ও প্রাণ স্নিগ্ধ করা মিষ্ট শব্দ শোনা যায়। সেখানে শোক নেই, কারো বিলাপ শোনা যায় না, বৃদ্ধত্ব আসে না এবং শরীরে ক্লান্তি অনুভূত হয় না। স্বর্গবাসীদের শরীরে তেজস তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে। তাঁরা পুণ্যকর্মের দ্বারাই সেই শরীর প্রাপ্ত হন, মাতা পিতার দ্বারা নয়। তাঁদের দেহে ঘর্ম হয় না, দেহ থেকে দুর্গন্ধ যুক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয় না, মল-মূত্র থাকে না। কোনো জিনিস ময়লা হয় না, ফুল কখনো শুষ্ক হয় না। এই যে বিমান দেখছেন, এরূপ বিমান ওখানে সকলের আছে। তাঁরা কারোকে হিংসা করেন না, বিদ্বেষভাবও রাখেন না। সকলে অত্যন্ত সুখে জীবন যাপন করেন।

এই দেবলোকের ওপরেও অনেক দিব্য লোক আছে। সব থেকে ওপরে ব্রহ্মলোক। নিজ নিজ শুভ কর্মের ফলে সেখানে মুনি ঋষিরা গমন করেন। ঋভু নামক এক দেবতা সেখানে থাকেন, যাঁকে দেবতারাও পূজা করেন। এই লোক স্বপ্রকাশ, তেজস্বী এবং সর্বপ্রকার কামনা পূরণকারী। কোনো ঐশ্বর্যের জন্য তাঁদের মনে ঈর্ষার উদয় হয় না। যজ্ঞে প্রদত্ত আহুতির উপর তাঁদের জীবন নির্ভর করে না। তাঁদের অমৃত পান করারও প্রয়োজন হয় না। তাঁদের দেহ দিব্য জ্যোতির্ময়, তা কোনো বিশেষ আকারসম্পন্ন নয়। তাঁরা সুখস্বরূপ, তাই তাঁদের সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা হয় না। তাঁরা দেবতাদেরও দেবতা এবং সনাতন। মহাপ্রলয়ের সময়ও তাঁদের বিনাশ হয় না, সুতরাং তাঁদের জরা-মৃত্যুর সম্ভাবনাও থাকে না। হর্ষ-প্রীতি, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, কিছুই তাঁদের থাকে না। স্বর্গের দেবতাগণও এই স্থিতি লাভ করতে চান। এ হল পরাসিদ্ধির অবস্থা, যা সকলের সুলভ নয়। ভোগ আকাঙ্ক্ষাকারী এই সিদ্ধিলাভ করতে কখনো সক্ষম নয়।

এই যে তেত্রিশ (কোটি) প্রকারের দেবতা আছেন, উত্তম আচরণ দ্বারা এবং বিধি পূর্বক দান করলে মহাত্মা ব্যক্তিগণ তাঁদের লোক প্রাপ্ত হন। আপনি আপনার দানের প্রভাবে এই সুখদ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, তপস্যার তেজে দেদীপ্যমান হয়ে আপনি তা উপভোগ করুন। হে বিপ্র ! একেই বলে স্বর্গসুখ। এ পর্যন্ত আমি স্বর্গের সুখের কথা বললাম, এখন দোষের কথা শুনুন। স্বর্গে আপনার পূর্বকৃত কর্মের ফলই ভোগ করতে পারবেন, নতুন কোনো কর্ম করা যায় না। মূল পুঁজি ভাঙিয়েই সেখানকার ভোগ লাভ করা যায়। আমার মনে হয় এটিই ওখানকার সব থেকে বড় দোষ এবং একদিন না একদিন সেখান থেকে পতন হবেই। সুখদায়ক ঐশ্বর্য উপভোগ করে নিম্নস্থানে পতিত প্রাণীদের যে বেদনা এবং অসন্তোষ হয়, তা বর্ণনা করা কঠিন। স্বর্গ থেকে পতনের সূচনা হয় তাদের গলার মালা শুকোতে আরম্ভ করলে। তাই দেখেই তাদের মনে ভয় ঢুকে যায় যে এবার পতিত হলাম। তাদের ওপর রজোগুণের প্রভাব পড়ে। পতিত হওয়ার সময় তাদের বুদ্ধি, চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যতলোক আছে, সবার মধ্যেই এই ভয় বজায় থাকে।'

মুদ্গল বললেন—'আপনি তো স্বর্গের মহাদোষের কথা বললেন। তাছাড়া যে নির্দোষ লোক আছে, তার কথা বলুন।'

দেবদূত বললেন—'ব্রহ্ম লোকেরও ওপরে বিষ্ণুর পরম ধাম। সেই ধাম শুদ্ধ সনাতন এবং জ্যোতির্ময়। একে পরব্রহ্মপদও বলা হয়। বিষয়ী ব্যক্তিরা সেখানে যেতেই পারে না। দম্ভ, লোভ, ক্রোধ, মোহ এবং দ্রোহযুক্ত ব্যক্তিরাও সেখানে পৌঁছতে পারে না। সেখানে কেবল মমতা ও অহংকার বর্জিত, দ্বন্দ্বের অতীত, জিতেন্দ্রিয় এবং ধ্যানযোগে ব্যাপৃত মহাত্মা ব্যক্তিই যেতে সক্ষম। মুদ্গল ! আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি সব কথাই আপনাকে জানালাম। কৃপা করে এবার তাড়াতাড়ি চলুন, দেরী করবেন না।'

ব্যাসদেব বললেন—দেবদূতের কথা শুনে মুদ্গল ঋষি সেইসব চিন্তা করে বললেন—'দেবদূত ! আপনাকে প্রণাম, আপনি ফিরে যান। স্বর্গের অনেক দোষ ; আমার সেই স্বর্গসুখে দরকার নেই। পতনের পরে স্বর্গবাসীদের অত্যন্ত দুঃখ ও অনুতাপ হয়। তাই আমি স্বর্গে যেতে চাই না। যেখানে গেলে দুঃখ কষ্টের মূল দূর হয়, আমি শুধু সেই স্থানেরই অনুসন্ধান করব।' এই বলে ধর্মাত্মা মুনি দেবদূতকে বিদায় জানালেন এবং পূর্ববৎ শিলোঞ্ছ বৃত্তিতে থেকে ভালোভাবে শমপালন করতে লাগলেন। তাঁর কাছে নিন্দা ও স্তুতি, মৃত্তিকা ও সুবর্ণ—সব এক হয়ে গিয়েছিল। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগের আশ্রয় নিয়ে নিত্য ধ্যানযোগ-পরায়ণ হয়ে থাকতেন। ধ্যান থেকে বৈরাগ্যের শক্তি পেয়ে তিনি উত্তম বোধ লাভ করলেন, যার সাহায্যে তিনি মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করলেন। তাই হে যুধিষ্ঠির ! তোমারও শোক করা উচিত নয়। মানুষের সুখের পরে দুঃখ

এবং দুঃখের পরে সুখ আসতে থাকে। ত্রয়োদশ বৎসর পরে তোমরা পিতা-পিতামহের রাজ্য অবশ্যই ফিরে পাবে। এখন মন থেকে চিন্তা দূর করো।

বৈশম্পায়ন বললেন—ভগবান ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ দিয়ে পুনরায় তপস্যা করার জন্য তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন।

—o—

# দুর্যোধনের দুর্বাসা মুনির অতিথি সৎকার ও বরদান লাভ

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—হে বৈশম্পায়ন ! মহাত্মা পাণ্ডবরা যে সময় বন থেকে মুনি-ঋষিদের অনুপম আলোচনা শুনে আনন্দে সময় কাটাচ্ছিলেন সেইসময় দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির কথায় চালিত পাপাচারী দুরাত্মা দুর্যোধনরা তাঁদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন—ভগবান ! আমাকে সেই কথা বলুন !

বৈশম্পায়ন বললেন—মহারাজ ! দুর্যোধন যখন শুনতে পেলেন যে পাণ্ডবরা বনে সেইরূপ আনন্দেই আছেন, যেমন আনন্দে তাঁরা নগরে থাকতেন, তখন তিনি তাদের খারাপ কিছু করার চিন্তা করলেন। ছল কপটে বিজ্ঞ কর্ণ এবং দুঃশাসন একত্রিত হয়ে পাণ্ডবদের ক্ষতি করার জন্য নানা উপায় ভাবতে লাগলেন। অত্যন্ত ক্রোধী দুর্বাসাকে সেখানে আসতে দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভাইদের নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন এবং নম্রতার সঙ্গে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। অত্যন্ত বিধিসম্মতভাবে তাঁর পূজা করলেন এবং দাসের মতো দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর সেবা করলেন। দুর্বাসা ঋষি কিছুদিন সেখানে থেকে গেলেন। দুর্যোধন আলস্য ত্যাগ করে রাত-দিন তাঁর সেবা করতেন, ভক্তিভাবের জন্য নয়, তাঁর শাপের ভয়েই তিনি সেবা করতেন। মুনির স্বভাবও ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। কখনো বলতেন—'আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, রাজন্ ! শীঘ্র খাদ্য প্রস্তুত করাও।' এই বলে স্নান করতে চলে যেতেন এবং অনেক দেরী করে ফিরতেন, এসে বলতেন—'আজ আর খাব না, খিদে নেই।' বলে চলে যেতেন। তিনি বারংবার এরূপ ব্যবহার করলেও দুর্যোধনের কোনো বিকার হত না বা রাগও প্রকাশ করতেন না। দুর্বাসা মুনি এতে প্রসন্ন হয়ে বললেন—'আমি তোমাকে বর দিতে চাই, যা ইচ্ছা চেয়ে নাও।'

দুর্বাসার কথা শুনে দুর্যোধনের মনে হল তিনি যেন নবজন্ম লাভ করেছেন। মুনি সন্তুষ্ট হলে তাঁর কাছ থেকে কী বর চাওয়া হবে—কর্ণ, দুঃশাসন এঁদের সঙ্গে তিনি আগেই শলা পরামর্শ করে রেখেছিলেন। মুনি যখন বর চাইতে বললেন, তখন দুর্যোধন প্রসন্ন হয়ে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! যুধিষ্ঠির আমাদের কুলে সর্বজ্যেষ্ঠ, তিনি এখন ভ্রাতাদের সঙ্গে বনে বাস করছেন। তিনি অত্যন্ত গুণবান এবং সুশীল। আপনি যেমন সশিষ্য আমাদের অতিথি হয়েছেন, তেমনই তাঁরও আতিথ্য গ্রহণ করুন। আপনার যদি আমার ওপর বিশেষ কৃপা থাকে তবে আমার আর একটি প্রার্থনা মনে রাখবেন। রাজকুমারী দ্রৌপদী যখন তাঁর সব অতিথি ব্রাহ্মণ এবং পতিদের আহারের পর নিজে আহার করে বিশ্রাম করবেন, আপনি সেইসময় ওখানে পদার্পণ করবেন।'

'তোমার প্রতি ভালোবাসা থাকায় আমি তাই করব'—বলে দুর্বাসা মুনি চলে গেলেন। দুর্যোধন মনে মনে ভাবলেন 'এবার আমি জিতে গেছি।' তিনি আনন্দের সঙ্গে কর্ণের করমর্দন করলেন। কর্ণও বললেন—'এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা ; এবার কাজ হাসিল হবে। রাজন্ ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হল, তোমার শত্রু দুঃখের মহাসাগরে ডুবে যাবে—এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয় !'

—o—

# যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে দুর্বাসার আতিথ্যগ্রহণ, ভগবান কর্তৃক পাণ্ডবদের রক্ষা

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর দুর্বাসা মুনি খবর পেলেন যে যুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রৌপদী আহারের পর বিশ্রাম করছেন, তখন তিনি দশ হাজার শিষ্য সমভিব্যাহারে বনে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অতিথিদের আসতে দেখে ভ্রাতাদের নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের স্বাগত জানালেন। প্রণাম করে তাঁদের আসনে বসালেন। তারপর বিধিমতো পূজা করে তাঁদের নিমন্ত্রণ জানালেন, বললেন—'ভগবান আপনি স্নানাদি পূজা নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে শীঘ্র
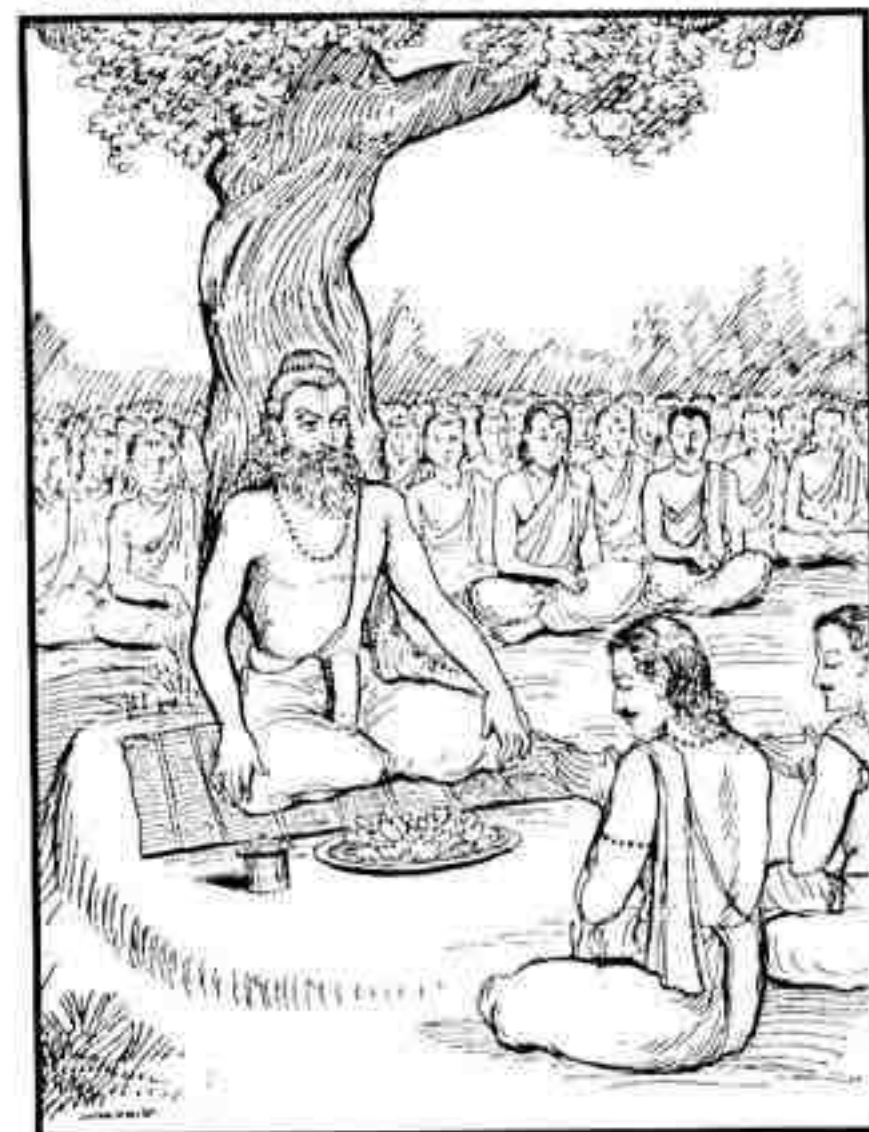
এসে আহার করুন।' মুনি শিষ্য পরিবৃত হয়ে স্নানে গেলেন। তিনি একবারও ভাবলেন না যে এইসময় এত জন শিষ্যসহ এঁরা কীভাবে আমাদের আহারের ব্যবস্থা করবেন। তাঁরা স্নান করে ধ্যানে বসলেন।

এদিকে দ্রৌপদীর তাঁদের খাদ্যের জন্য অত্যন্ত চিন্তা হল। তিনি অনেক ভাবলেন, কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ করার কোনো উপায়ই তাঁর মনে এলো না। তখন তিনি মনে মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে লাগলেন—'হে কৃষ্ণ ! হে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ! দেবকীনন্দন ! হে অবিনাশী বাসুদেব ! তোমার চরণে পতিত দুঃখীদের দুঃখহরণকারী হে জগদীশ্বর ! তুমিই সমস্ত জগতের আত্মা। এই বিশ্ব সৃষ্টি করা বা নাশ করা তোমার হাতেরই খেলা। প্রভো ! তুমি অবিনাশী, শরণাগতকে রক্ষাকারী গোপাল ! তুমিই সমস্ত প্রজার রক্ষক পরাৎপর পরমেশ্বর ; চিত্ত বৃত্তি এবং চিদ্‌বৃত্তি সমূহের প্রেরকও তুমিই, তোমাকে আমি প্রণাম করি। সবাকার বরণীয় বরদাতা অনন্ত ! এসো, তুমি ছাড়া যাকে রক্ষা করার কেউ নেই, সেই অসহায় ভক্তকে রক্ষা করো। পুরাণপুরুষ, প্রাণ এবং মনের বৃত্তি তোমার নিকটে পৌঁছায় না। সবার সাক্ষী পরমাত্মা ! আমি তোমার শরণাগত। হে শরণাগতবৎসল ! কৃপা করে আমাকে রক্ষা করো। নীল কমলদলের ন্যায় শ্যামসুন্দর ! কমলপুষ্পের মধ্যভাগের মতো কিঞ্চিৎ লাল নেত্র সম্পন্ন ! কৌস্তভমণিবিভূষিত এবং পীতাম্বর ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সমস্ত প্রাণীর আদি ও অন্ত, তুমিই পরম আশ্রয়। তুমি পরাৎপর, জ্যোতির্ময়, সর্বব্যাপক এবং সর্বাত্মা। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তোমাকেই এই জগতের পরম কারণ (বীজ) এবং সমস্ত সম্পদের অধিষ্ঠাতা বলেছেন। দেবেশ ! তুমি যদি আমার রক্ষক হও, তাহলে যত বিপদই আমার হোক না কেন তবুও আমার কোনো ভয় নেই। পূর্বে সভার মধ্যে দুঃশাসনের হাত থেকে তুমি আমাকে যেভাবে বাঁচিয়েছিলে, এই বর্তমান সংকট থেকে সেইভাবে তুমি আমাকে উদ্ধার করো।'[১]

দ্রৌপদী যখন এইভাবে ভক্তবৎসল ভগবানের স্তুতি

---

[১]কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দনাব্যয়॥

বাসুদেব জগন্নাথ প্রণতার্তিবিনাশন। বিশ্বাত্মন্ বিশ্বজনক বিশ্বহর্তঃ প্রভোঽব্যয়ঃ॥

প্রপন্নপাল গোপাল প্রজাপাল পরাৎপর। আকূতীনাং চ চিত্তীনাং প্রবর্তক নতাস্মি তে॥

বরেণ্য বরদানন্ত অগতীনাং গতির্ভব। পুরাণপুরুষ প্রাণমনোবৃত্ত্যাদ্যগোচর॥

সর্বাধ্যক্ষ পরাধ্যক্ষ ত্বামহং শরণং গতা। পাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল॥

নীলোৎপলদলশ্যাম পদ্মগর্ভারুণেক্ষণ। পীতাম্বরপরীধান লসৎকৌস্তুভভূষণ॥

ত্বমাদিরন্তো ভূতানাং ত্বমেব চ পরায়ণম্। পরাৎপরতরং জ্যোতির্বিশ্বাত্মা সর্বতোমুখঃ॥

ত্বামেবাহুঃ পরং বীজং নিধানং সর্বসম্পদাম্। ত্বয়া নাথেন দেবেশ সর্বাপদ্‌ভ্যো ভয়ং ন হি॥

দুঃশাসনাদহং পূর্বং সভায়াং মোচিতা যথা। তথৈব সংকটাদস্মান্মামুদ্ধর্তুমিহার্হসি॥ (মহাভারত, বনপর্ব ২৬৩।৮-১৬)

করলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, দ্রৌপদী সংকটে পড়েছেন। সেই অচিন্ত্যগতি পরমেশ্বর শীঘ্রই সেখানে এসে পৌঁছলেন। ভগবানকে আসতে দেখে দ্রৌপদীর আনন্দের সীমা থাকল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে দুর্বাসা মুনি আসার সমস্ত সমাচার জানালেন। ভগবান বললেন, 'কৃষ্ণা ! এখন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ; শীঘ্র আমাকে কিছু খেতে দাও, তারপর অন্য কাজ !'

তাঁর কথা শুনে দ্রৌপদী অত্যন্ত লজ্জা পেলেন, বললেন—'ভগবান ! সূর্যদেবের প্রদত্ত দিব্যপাত্র থেকে ততক্ষণই খাদ্য পাওয়া যায়, যতক্ষণ আমি খাদ্যগ্রহণ না করছি। আজ আমি আহার গ্রহণ করে ফেলেছি, সুতরাং এখন কিছুই নেই। কোথা থেকে আনব ?'

ভগবান বললেন, 'দ্রৌপদী ! আমি ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে কষ্ট পাচ্ছি, আর তোমার হাসি পাচ্ছে। এখন হাসির সময় নয়, শীঘ্র গিয়ে সেই পাত্র এনে আমাকে দেখাও।'

ভগবান দ্রৌপদীর কাছে তাড়াতাড়ি করে পাত্র চাইলেন। পাত্র এলে দেখলেন যে তার একস্থানে একটুকরো শাক লেগে আছে, তিনি সেটি তুলে মুখে দিয়ে বললেন—'এই

শাকের দ্বারা সমস্ত জগতের আত্মা যজ্ঞভোক্তা পরমেশ্বর তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট হোন।' তারপর সহদেবকে বললেন—'যাও, এবার শীঘ্র গিয়ে মুনিদের খাবার জন্য ডেকে আনো।' তাঁর নির্দেশে সহদেব দুর্বাসা এবং তাঁর শিষ্যরা, যাঁরা নদীতে স্নানাহ্নিক করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের ডাকতে গেলেন।
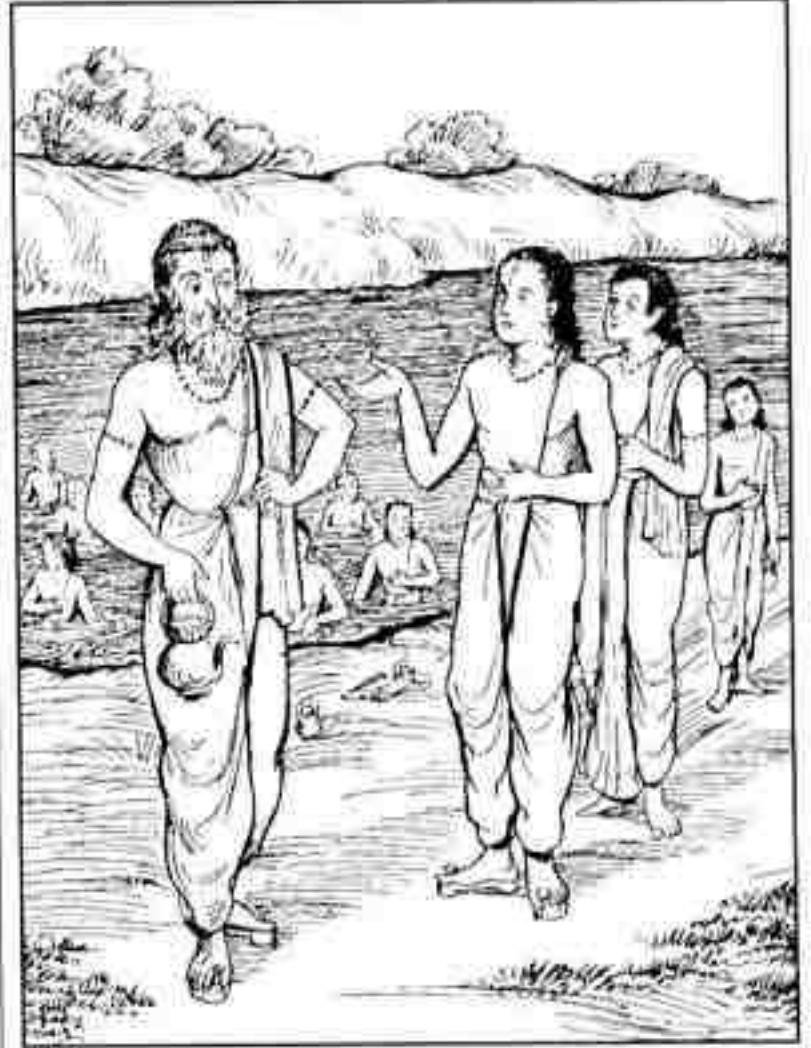
মুনিরা নদীর জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিকের অন্তিম মন্ত্রটি উচ্চারণ করছিলেন। তাঁরা হঠাৎ অনুভব করলেন যে খাওয়ার পর যে উদর পূরণ হয়ে তৃপ্তি হয়, সেই তৃপ্তি অনুভূত হচ্ছে, বারংবার ঢেঁকুর উঠছে। স্নান করে উঠে তাঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। একই অবস্থা সকলের। সকলে তখন দুর্বাসাকে বললেন—'ব্রহ্মর্ষি ! রাজাকে খাদ্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়ে আমরা স্নান করতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন এমন পেট ভরে গেছে মনে হচ্ছে গলা পর্যন্ত খাবার খাওয়া হয়েছে। কী করে খাদ্যগ্রহণ করব ? যে খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা বৃথা হবে। এখন আমরা কী করব ?'

দুর্বাসা মুনি বললেন—'সত্যই, বৃথা খাদ্যপ্রস্তুত করিয়ে আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে মহা অপরাধ করেছি। রাজা অম্বরীষের প্রভাব আমি এখনও ভুলে যাইনি, সেই ভয়ানক ঘটনা মনে রেখে ভগবানের ভক্তদের আমি সর্বদাই ভয় পাই। পাণ্ডবরা সকলেই মহাত্মা ব্যক্তি। তাঁরা ধার্মিক,

শূরবীর, বিদ্বান, ব্রতধারী, তপস্বী, সদাচারসম্পন্ন এবং নিত্য ভগবান বাসুদেবের ভজনা করেন। আগুন যেমন তুলোর বস্তা পুড়িয়ে ফেলে, তেমনই পাণ্ডবগণও ক্রুদ্ধ হলে আমাদের ভস্ম করে দিতে পারেন। তাই হে শিষ্যগণ ! পাণ্ডবদের কিছু না জানিয়েই আমরা এখান থেকে শীঘ্র চলে যাই চলো, তাতেই মঙ্গল।'

গুরুদেব দুর্বাসা মুনির কথা শুনে পাণ্ডবগণের ভয়ে কেউ আর এক পলও বিলম্ব না করে যেদিকে পারলেন রওনা হয়ে গেলেন। সহদেব নদীতে এসে কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি চারদিকে অন্য ঘাটগুলিতে খুঁজতে লাগলেন। সেখানকার অন্য ঋষিরা তাঁদের চলে যাওয়ার কথা সহদেবকে জানালেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জানালেন। এতদ্‌সত্ত্বেও জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডবগণ তাঁদের ফিরে আসার জন্য অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে রইলেন। তাঁরা মনে করছিলেন যে 'মুনি অর্ধরাত্রে হঠাৎ করে এসে আমাদের পরীক্ষা নেবেন, দৈববশে আমাদের ওপর এই বিশাল সংকট এসে পড়েছে, কীভাবে এর থেকে আমরা রক্ষা পাব ?' তাঁরা বারবার এইসব চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁদের অবস্থা দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ভীষণ ক্রোধসম্পন্ন দুর্বাসা মুনির থেকে আপনাদের অত্যন্ত ভয়ানক এক বিপদ আসতে পারে জেনে দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করেছিলেন ; তাই আমি সত্বর এখানে চলে এসেছি। আপনাদের এখন দুর্বাসাকে আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তিনি শিষ্যদের নিয়ে আপনাদের তেজে ভয় পেয়ে চলে গেছেন। যাঁরা সর্বদা ধর্মে তৎপর থাকে, তাঁরা দুঃখে পতিত হন না। এখন আপনাদের কাছে আমি বিদায় চাইছি, আমাকে অনুমতি দিন। আপনাদের কল্যাণ হোক।'

ভগবানের কথা শুনে দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবদের আশঙ্কা দূর হল। তাঁরা বললেন—'গোবিন্দ ! তোমাকে আমাদের রক্ষাকর্তারূপে পেয়ে আমরা অনেক বড় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। মহাসাগরে ডুবন্ত লোক যেমন জাহাজের দেখা পায়, তেমনই তুমি আমাদের সহায়ক হয়ে এসেছ। এমনি করেই তুমি ভক্তদেরও কল্যাণ করো।'

তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে ফিরে গেলেন এবং পাণ্ডবরাও দ্রৌপদীকে নিয়ে এক বন থেকে অপর বনে প্রসন্নতার সঙ্গে বিচরণ করতে লাগলেন।

—— ০ ——

## জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণ

বৈশম্পায়ন বললেন—কোনো এক সময়ের কথা, পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে একা আশ্রমে রেখে পুরোহিত ধৌম্যের নির্দেশে ব্রাহ্মণদের আহারের ব্যবস্থা করার জন্যে বনে চলে গিয়েছিলেন। সেই সময় সিন্ধুদেশের রাজা, বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র জয়দ্রথ, বিবাহের উদ্দেশ্যে শাল্বদেশে যাচ্ছিলেন। তিনি বহুমূল্য রাজসিক সাজপোশাকে সজ্জিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আরও অনেক রাজন্যবর্গ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি কাম্যক বনে এলেন। সেই নির্জন বনে আশ্রমের দ্বারে পাণ্ডবদের প্রিয় পত্নী দ্রৌপদী দাঁড়িয়েছিলেন, জয়দ্রথের দৃষ্টি তাঁর ওপরে পড়ল। দ্রৌপদী অনুপম সুন্দরী ছিলেন। তাঁর শ্যাম শরীর এক দিব্য তেজে পরিপূর্ণ ছিল। আশ্রমের নিকটস্থ বন তাঁর দেহ-কান্তিতে উজ্জ্বল হয়েছিল। জয়দ্রথের সঙ্গীরা সেই অনিন্দ্য সুন্দরীকে দেখে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন, তাঁরা ভাবলেন—এ কী কোন অপ্সরা না দেবকন্যা অথবা দেবতাসৃষ্ট কোনো মায়া ?

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই সুন্দরীকে দেখে চমকিত হলেন, তাঁর মনে কুচিন্তার উদয় হল, তিনি কামমোহিত হলেন। তাঁর সঙ্গী রাজা কোটিকাস্যকে তিনি বললেন—'কোটিক, তুমি গিয়ে অনুসন্ধান করো এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কার পত্নী, নাকি তিনি মানব পত্নী নন ! যদি একে পেয়ে যাই, তাহলে আমার আর বিবাহের প্রয়োজন থাকবে না। জিজ্ঞাসা করো ইনি কার, কোথা থেকে এসেছেন এবং এই কন্টকপূর্ণ জঙ্গলে কেন এসেছেন ? উনি কী আমার সেবা করবেন ? ওঁকে পেলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।'

সিন্ধুরাজের কথায় কোটিকাস্য রথ থেকে নেমে শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, তেমনই দ্রৌপদীর কাছে বললেন—'সুন্দরী ! কদম্বের ডাল ধরে এই আশ্রমে একলা দাঁড়িয়ে তুমি কে ? এই ভীষণ জঙ্গলে তোমার ভয় করছে না ? তুমি কি কোনো দেবতা, যক্ষ বা দানবের পত্নী ? অথবা কোনো শ্রেষ্ঠ অপ্সরা বা নাগকন্যা ? যমরাজ,

চন্দ্র, বরুণ বা কুবের—এদের কারো তুমি পত্নী নও তো ? ধাতা, বিধাতা, সবিতা, বিষ্ণু বা ইন্দ্র—কোন ধাম থেকে এসেছ বলো।'

'আমি রাজা সুরথের পুত্র, লোকে আমাকে কোটিকাস্য বলে। সৌবীর দেশের দ্বাদশ রাজকুমার হাতে ধ্বজা নিয়ে যাঁর রথ অনুসরণ করেন, ছয় হাজার রথী, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক সেনা সর্বদা যাঁকে অনুসরণ করেন, সেই সৌবীর-নরেশ (সিন্ধুদেশের) রাজা জয়দ্রথ ওইপাশে দণ্ডায়মান ; তুমি হয়তো তাঁর নাম শুনেছ। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন রাজা এসেছেন। আমরা আমাদের পরিচয় জানালাম, কিন্তু তোমার বিষয়ে কিছুই জানি না। এবার বলো, তুমি কার পত্নী এবং কার কন্যা ?'

কোটিকাস্যের প্রশ্ন শুনে দ্রৌপদী ধীরে ধীরে তার দিকে তাকালেন, তারপর কদম্বের ডালটি ছেড়ে গায়ের রেশমী চাদর জড়িয়ে দৃষ্টি নীচু করে বললেন—'রাজকুমার ! আমি আমার বুদ্ধিতে ভেবে দেখলাম যে আমার ন্যায় কোনো নারীর তোমার সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু এখানে এখন এমন কেউ নেই যে তোমার কথার জবাব দিতে পারে ; তাই কথা বলতে হচ্ছে। আমি একজন পাতিব্রত্য পালনকারী নারী, তা-ও আমি এখানে এখন একা ; এই বনে আমি একা তোমার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব ? কিন্তু আমি আগে থেকেই জানি যে তুমি রাজা সুরথের পুত্র, কোটিকাস্য, তাই তোমাকে আমার বিখ্যাত বংশের পরিচয় প্রদান করছি। আমি রাজা দ্রুপদের কন্যা, আমার নাম কৃষ্ণা। পাঁচ পাণ্ডবের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাসকারী ; তাঁদের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। তোমরা এখন এখানে বাহন থেকে নেমে এসো, পাণ্ডবদের আতিথ্য স্বীকার করে পরে নিজেদের অভীষ্ট স্থানে চলে যেও। তাঁদের আসার সময় হয়েছে। ধর্মরাজ অতিথিসেবা করতে ভালোবাসেন ; তোমাদের দেখে প্রসন্ন হবেন।'

দ্রৌপদী এই কথা বলে পর্ণকুটিরে ঢুকে গেলেন। তিনি তাঁদের বিশ্বাস করে অতিথি সৎকারে ব্যাপৃত হলেন। কোটিকাস্য রাজাদের কাছে গিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছে, তা জানালেন। তাঁর কথা শুনে দুষ্ট জয়দ্রথ বললেন—'আমি নিজে গিয়ে দ্রৌপদীকে দেখি।' তিনি তাঁর ছয় ভ্রাতাকে সঙ্গে করে মেষ যেমন সিংহের গুহায় প্রবেশ করে, তেমন করে পাণ্ডবদের আশ্রমে এসে বললেন—'সুন্দরী ! তুমি ভালো আছো তো ? তোমার স্বামীরা সুস্থ আছেন এবং যাঁদের তুমি কুশল-কামনা করো, তাঁরা সব কুশলে আছেন তো ?'

দ্রৌপদী বললেন—'রাজকুমার ! তুমি নিজে কুশলে আছো তো ? তোমার রাজ্য, সম্পদ এবং সেনারা কুশলে আছে তো ? আমার পতিগণ কুরুবংশীয় রাজা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবরা কুশলে আছেন। রাজন্ ! পা ধোওয়ার জল ও আসন গ্রহণ করো। তোমাদের সকলের আহারের ব্যবস্থা করি।'

জয়দ্রথ বললেন—'আমি কুশলে আছি। আহারের জন্য তুমি যা দেবে, আমরা সে সবই পেয়ে গেছি। এখন তোমাকে বলছি যে পাণ্ডবদের আর কোনো ধন-সম্পদ নেই, তাদের রাজ্যচ্যুত করা হয়েছে। এখন তাদের সেবা করা বৃথা। তুমি যে এত ভক্তি করে ওদের সেবা করো, তার ফল শুধুই কষ্টভোগ। তুমি পাণ্ডবদের ছেড়ে আমার পত্নী হয়ে সুখভোগ করো। আমার সঙ্গেই সমস্ত সিন্ধু এবং সৌবীর দেশের রাজ্য তুমি লাভ করবে আর রানি হবে।'

জয়দ্রথের কথা শুনে দ্রৌপদীর হৃদয় কেঁপে উঠল, ক্রোধে তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিনি পিছনে সরে গেলেন। তাঁর কথায় অপমান করে দ্রৌপদী অনেক কড়াকথা বললেন—'খবরদার ! আর কখনো এমন কথা মুখে আনবে না, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আমার পতিগণ

মহা যশস্বী, সর্বদা ধর্মে অবস্থান করেন, যুদ্ধে যক্ষ ও রাক্ষসদের সম্মুখীন হতে পারেন। এইরূপ মহারথী বীরদের সম্পর্কে এমন কুকথা বলতে তোমার লজ্জা করে না ? আরে মূর্খ ! বাঁশ, কলা এবং নরকুল—ফলপ্রদান করে নিজেকে নাশ করে, তেমনই তুইও নিজের মৃত্যুর জন্য আমাকে অপহরণ করতে চাস।'

জয়দ্রথ বললেন—'কৃষ্ণা ! আমি সব জানি। আমি ভালোভাবে জানি তোমার পতি রাজপুত্র পাণ্ডবরা কেমন ! এখন তাদের বিভীষিকা দেখিয়ে আমাকে ভয় পাওয়াতে পারবে না। তোমার সামনে এখন মাত্র দুটি পথই আছে, হয় সোজা গিয়ে রথে ওঠো অথবা পাণ্ডবরা যুদ্ধে গেলে সৌবীররাজ জয়দ্রথের কাছে হাতজোড় করে কৃপা ভিক্ষা করবে।'

দ্রৌপদী বললেন—'আমার বল ও শক্তি এবং আমার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ; কিন্তু সৌবীররাজের দৃষ্টিতে আমাকে দুর্বল বলে মনে হচ্ছে। । জোর জুলুম করলেও আমি জয়দ্রথের কাছে কখনো দীনবাক্য বলতে পারব না। দেবরাজ ইন্দ্র এসেও দ্রৌপদীকে নিয়ে যেতে পারবেন না, বেচারী মানুষের কী ক্ষমতা ! অর্জুন যখন শত্রুপক্ষের বীরদের সংহার করেন তখন মহাবল শত্রুর হৃদয়ও কেঁপে ওঠে। তিনি আমার জন্য তোমার সেনাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরে, আগুন যেমন তৃণকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তেমনভাবে তোমাদেরও ভস্ম করে দেবেন। যখন তুমি গাণ্ডীব ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত বাণগুলিকে ছুটে আসতে দেখবে এবং অর্জুনের ওপর তোমার দৃষ্টি পড়বে, তখন তুমি তোমার কুকর্মের কথা স্মরণ করে নিজ বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে থাকবে। ওরে নীচ ! ভীম যখন হাতে গদা নিয়ে ছুটে আসবেন, নকুল-সহদেবও ক্রোধজনিত বিষ উগরে দিয়ে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তখন তোমার খুবই অনুতাপ হবে। আমি যদি মনে মনেও কখনো আমার পতিদের উল্লঙ্ঘন করে না থাকি, যদি আমার অখণ্ড পাতিব্রত্য সুরক্ষিত থাকে তাহলে সেই সত্যের প্রভাবে আমি দেখব যে পাণ্ডবরা তোমাকে হারিয়ে জমিতে টেনে ঘষটে নিয়ে আসবেন। আমি জানি তুমি অত্যন্ত নৃশংস, আমাকে সবলে টেনে নিয়ে যাবে ; তাতে কিছু আসে যায় না। আমার পতি কুরুবংশীয় বীরদের আমি শীঘ্রই লাভ করব এবং তাঁদের সঙ্গে পুনরায় এই কাম্যক বনে এসে থাকব।'

তারপর দ্রৌপদী দেখলেন জয়দ্রথের লোকরা তাঁকে ধরতে আসছে। তখন তিনি ধমক দিয়ে বললেন—'খবরদার ! কেউ আমার গায়ে হাত দেবে না !' তারপর ভয় পেয়ে তিনি পুরোহিত ধৌম্যকে ডাকলেন। ইতিমধ্যে জয়দ্রথ এগিয়ে এসে দ্রৌপদীর শাড়ির আঁচল ধরলেন। দ্রৌপদী তাঁকে জোরে ধাক্কা মারলেন, তাতে জয়দ্রথ শিকড় কাটা গাছের মতো মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লেন। তারপর উঠে সবেগে দ্রৌপদীর আঁচল ধরে টানতে লাগলেন। দ্রৌপদী বারংবার ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন, অগত্যা ধৌম্য মুনির চরণে প্রণাম জানিয়ে যেমন তেমন ভাবে রথে উঠলেন।

ধৌম্য বললেন—'জয়দ্রথ ! ক্ষত্রিয়দের প্রাচীন ধর্মের কথা স্মরণ কর। মহারথী পাণ্ডব বীরদের পরাস্ত না করে এঁকে নিয়ে যাওয়ার তোমার কোনো অধিকার নেই। পাপী ! ধার্মিক পাণ্ডবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তুমি এই নীচ কর্মের ফল পাবে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।'

ধৌম্য এই বলে দ্রৌপদীকে যে সেনারা নিয়ে যাচ্ছিল তাদের অনুগমন করে পদব্রজে যেতে লাগলেন।

——o——

## পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রৌপদীকে রক্ষা এবং জয়দ্রথের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—পাণ্ডবরা যখন বন থেকে আশ্রমে ফিরে আসছিলেন তখন এক শৃগাল উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে ডাকতে তাঁদের বামপার্শ্ব দিয়ে চলে গেল। এই অশুভ লক্ষণ দেখে রাজা যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনকে বললেন—'শৃগালটি আমাদের বামভাগ দিয়ে যেভাবে ডেকে চলে গেল, এতে স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে পাপাচারী কৌরবরা এখানে এসে কোনো ভীষণ উপদ্রব করেছে।' এই কথা বলতে বলতে তাঁরা আশ্রমে এসে দেখলেন যে তাঁদের পত্নী দ্রৌপদীর দাসী ক্রন্দন করছে। দাসী ধাত্রেয়িকাকে এইভাবে দেখে সারথি ইন্দ্রসেন রথ থেকে নেমে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বলল—'তুমি এমন করে মাটিতে পড়ে কাঁদছ কেন ? তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে

কেন ? সেই নির্দয় পাপী কৌরবরা রাজকুমারী দ্রৌপদীকে কোনো কষ্ট দিয়ে যায়নি তো ?'

দাসী বলল—'ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী পাঁচ পাণ্ডবকে অপমান করে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। দেখো, এখনও তাদের রথের দাগ এবং পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রাজকুমারীকে এখনও বেশি দূরে নিয়ে যায়নি ; শীঘ্র রথে করে যাও, জয়দ্রথকে অনুসরণ কর। এখন তোমাদের বেশি দেরী করা উচিত নয়।'

পাণ্ডবরা বারংবার ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলেন এবং ধনুকে টংকার তুলে রথে করে রওনা হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পরই তাঁরা জয়দ্রথের ফৌজের ঘোড়ার পায়ের ধুলো উড়তে দেখতে পেলেন। তাঁরা পদাতিক সৈন্যের মধ্যে তাঁদের পুরোহিত ধৌম্যকে দেখলেন, যিনি তখনও ভীমের নাম করে ডাকছিলেন। পাণ্ডবরা ধৌম্যকে আশ্বস্ত করে বললেন 'এখন আপনি নির্ভয়ে চলুন।' তারপর তাঁরা যখন দেখলেন জয়দ্রথের সঙ্গে একই রথে দ্রৌপদীও রয়েছেন, তখন তাঁরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তারপর ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব— সকলে জয়দ্রথকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। পাণ্ডবদের আসতে দেখে শত্রুদের ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। পদাতিক সেনারা এত ভয় পেল যে তারা হাত জোড় করতে লাগল। পাণ্ডবরা তাদের কিছু করলেন না, কিন্তু বাকী যারা ছিল, তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরে বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। বর্ষার মতো নিক্ষিপ্ত বাণে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁর সঙ্গী রাজাদের তখন উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগলেন—'আপনারা সকলে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, শত্রুদের বধ করুন।' তারপর মহা কোলাহল শুরু হয়ে গেল। শিবি, সৌবীর এবং সিন্ধু দেশের সৈনিক মহা-বলবান ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীম-অর্জুনের বীরত্ব দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল। ভীমের ওপর অস্ত্রের আঘাত করলেও তিনি বিচলিত হলেন না। তিনি জয়দ্রথের সেনার অগ্রভাগের এক হাতি এবং কিছু পদাতিক সৈন্য বধ করলেন। অর্জুন পাঁচশত মহারথীকে সংহার করলেন। যুধিষ্ঠির একশত যোদ্ধাকে মারলেন। নকুল, সহদেবও তরবারি হাতে শত্রুদের মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন।

ত্রিগর্ত দেশের রাজা ইতিমধ্যেই ধনুক হাতে তাঁর রথ থেকে নেমে গদার প্রহারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রথের চারটি ঘোড়াকে বধ করলেন। তাঁকে কাছে আসতে দেখে রাজা যুধিষ্ঠির অর্ধচন্দ্রাকার বাণের সাহায্যে তাঁকে বধ করলেন। নিজের রথে ঘোড়া না থাকায় তখন যুধিষ্ঠির তাঁর সারথি ইন্দ্রসেনকে নিয়ে সহদেবের বিশাল রথে গিয়ে উঠলেন।

কোটিকাস্য ভীমের দিকে এগিয়ে গেলে ভীম ক্ষুরের আঘাতে তাঁর সারথির মাথা কেটে নিলেন, সারথিহীন রথের ঘোড়া এদিক ওদিক পালাতে লাগল। কোটিকাস্যকে পালাতে দেখে ভীম প্রাস নামক অস্ত্রে তাঁকে বধ করলেন। অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সৌবীর দেশের বারোজন রাজার অস্ত্র ও মাথা কেটে দিলেন। তিনি শিবি এবং ইক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের ও ত্রিগর্ত এবং সিন্ধুদেশের নৃপতিদেরও বধ করেন।

এতসব বীর নিহত হওয়ায় জয়দ্রথ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে প্রাণের ভয়ে বনের দিকে পালালেন। ধর্মরাজ দেখলেন ধৌম্যকে নিয়ে দ্রৌপদী আসছেন, তিনি তখন তাঁকে সহদেবের রথে তুলে নিলেন।

যুদ্ধ সমাপ্ত হলে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'শত্রুদের প্রধান প্রধান বীর হত হয়েছে, অনেকে পালিয়ে গেছে। আপনি নকুল, সহদেব এবং মহাত্মা ধৌম্যকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান এবং দ্রৌপদীকে শান্ত করুন। আমি ওই মূর্খ জয়দ্রথকে জীবিত ছাড়ব না, তা সে পাতালেই যাক অথবা

ইন্দ্র তার সাহায্য করতে আসুন না কেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মহাবাহু ভীম ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যদিও অত্যন্ত পাপাচারী ব্যক্তি, তবুও তুমি আমাদের বোন দুঃশলা এবং যশস্বিনী গান্ধারীর কথা মনে রেখে তার প্রাণনাশ কোরো না।'

রাজা যুধিষ্ঠির তারপর দ্রৌপদীকে নিয়ে পুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গে আশ্রমে এলেন। সেখানে মার্কণ্ডেয় মুনি এবং অনেক ঋষি ও ব্রাহ্মণ দ্রৌপদীর জন্য দুঃখ করছিলেন। তাঁরা যখন ধর্মরাজকে পত্নীসহ ফিরে আসতে দেখলেন এবং তাঁদের কাছে সিন্ধু ও সৌবীর দেশের বীরদের পরাজয়ের কথা শুনলেন, তখন সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের সঙ্গে বাইরে বসলেন, দ্রৌপদী নকুল-সহদেবের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

এদিকে ভীম ও অর্জুন খবর পেলেন জয়দ্রথ এক ক্রোশ দূরে পালিয়ে গেছে, তখন তাঁরা নিজেরাই ঘোড়ার রাশ ধরে অত্যন্ত বেগে চলতে লাগলেন। অর্জুন এই সময় এক অদ্ভুত পরাক্রম দেখালেন। যদিও জয়দ্রথ দুমাইল দূরে ছিলেন, তা সত্ত্বেও অর্জুন তাঁর অভিমন্ত্রিত করা বাণ চালিয়ে জয়দ্রথের ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। ঘোড়াগুলি মারা যেতে জয়দ্রথ অত্যন্ত দিশাহারা হলেন, তিনি অর্জুনের পরাক্রমে ভীত হয়ে বনের মধ্যে পালাতে লাগলেন। অর্জুন যখন দেখলেন জয়দ্রথ প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন তখন অর্জুন চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—'রাজকুমার ! ফিরে এসো ; তোমার পালানো উচিত নয়, তুমি কোন সাহসের ওপর নির্ভর করে অন্যের স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছিলে ? আরে, নিজের সৈন্যদের শত্রুর কবলে ফেলে কী করে পালাচ্ছ ?'

অর্জুনের কথা শুনেও সিন্ধুরাজ ফিরলেন না। তখন মহাবলী ভীম সবেগে ধাবিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও !' অর্জুনের তখন জয়দ্রথের ওপর করুণা হল, তিনি বললেন—'দাদা ! ওকে প্রাণে মেরো না।'

———o———

## ভীমের হাতে জয়দ্রথের হেনস্থা, বন্দী হওয়া এবং যুধিষ্ঠিরের দয়ায় মুক্ত হয়ে তপস্যা দ্বারা বর প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীম এবং অর্জুন—দুই ভাইকে তাঁকে বধ করতে আসতে দেখে জয়দ্রথ অত্যন্ত ভয় পেয়ে প্রাণ বাঁচাবার আশায় অত্যন্ত বেগে দৌড়তে লাগলেন। তাঁকে পালাতে দেখে ভীম রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে তাঁর চুলের মুঠি ধরলেন। তারপর ক্রুদ্ধ ভীম তাঁকে তুলে মাটিতে আছাড় মারলেন এবং খুব প্রহার করলেন। জয়দ্রথ আর্তস্বরে চেঁচাতে থাকলে ভীম তাঁকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর চেপে বসলেন। পীড়ন সহ্য করতে না পেরে জয়দ্রথ অচেতন হয়ে গেলেন, তবুও ভীমের ক্রোধ শান্ত হল না। তখন অর্জুন তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—'দুঃশলার বৈধব্যের কথা চিন্তা করে মহারাজ যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার কথা চিন্তা করুন।'

ভীম বললেন—'এই নীচ পাপী দ্রৌপদীকে কষ্ট দিয়েছে, সুতরাং আমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া তার উচিত নয়। কিন্তু কী করব ? রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদাই দয়ালু হয়ে থাকেন এবং তুমিও না বুঝে আমার কাজে বাধাপ্রদান করছ।'

এই বলে ভীম তাঁর চুলগুলি অর্ধচন্দ্রাকার বাণের সাহায্যে পাঁচভাগ করে কেটে পাঁচটি টিকি রেখে তাকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন—'ওরে মূঢ় ! যদি বেঁচে থাকতে চাস তো শোন। রাজাদের সভায় সর্বদা নিজেকে দাস বলে জানাবি, এই শর্ত মেনে নিলে তোকে জীবনদান করতে পারি।'

জয়দ্রথ তা স্বীকার করে নিলেন। তিনি ধুলায় ধূসরিত হয়ে অচেতনপ্রায় হয়ে ছিলেন এবং ওঠার চেষ্টা করছিলেন। ভীম তাই দেখে তাঁকে বেঁধে নিজের রথে তুলে নিলেন। তারপর অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন। ভীম জয়দ্রথকে সেই অবস্থাতে যুধিষ্ঠিরের কাছে অর্পণ করলেন। ধর্মরাজ হেসে বললেন—'এবার একে ছেড়ে দাও।' ভীম বললেন—'দ্রৌপদীর নিকটেও একে ঘোষণা করতে হবে যে এই পাপাচারী এখন পাণ্ডবদের দাস হয়ে গেছে।' তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে ভীমকে বললেন—'আপনি এর চুল কেটে পাঁচটি টিকি রেখে দিয়েছেন এবং এ এখন মহারাজের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে ; সুতরাং এবারে একে ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

জয়দ্রথকে মুক্তি দেওয়া হল। তিনি বিহ্বলভাবে যুধিষ্ঠির

ও উপস্থিত সমস্ত মুনিদের প্রণাম জানালেন। দয়ালু রাজা তাঁকে বললেন—'যাও, তোমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হল ; আর কখনো এমন কাজ কোরো না। তুমি নিজেও নীচ, তোমার সঙ্গীরাও নীচ। তুমি পরস্ত্রী হরণ করেছিলে। তোমাকে ধিক্। তুমি ছাড়া আর কে আছে এমন নীচ কাজ করবে ! জয়দ্রথ ! যাও, আর কখনো এমন পাপ কাজ

কোরো না ; নিজের রথ, ঘোড়া, সৈন্য—সব কিছু নিয়ে চলে যাও।'

যুধিষ্ঠিরের কথায় জয়দ্রথ অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি মুখ নীচু করে চুপচাপ চলে গেলেন। পাণ্ডবদের কাছে পরাজিত ও অপমানিত হয়ে তিনি ভীষণ দুঃখিত হয়ে নিজ রাজ্যে না গিয়ে হরিদ্বার চলে গেলেন। সেখানে তিনি ভগবান শংকরের কঠিন তপস্যা করলেন। মহাদেব তাঁর তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি প্রকটিত হয়ে পূজা স্বীকার করে তাঁকে বর চাইতে বললেন। জয়দ্রথ বললেন—'আমি যেন যুদ্ধে রথসহ পাঁচ পাণ্ডবকে হারিয়ে দিতে পারি, এই বর দিন।' ভগবান শংকর বললেন—'তা হবার নয়। পাণ্ডবদের যুদ্ধে কেউ হারাতে পারবে না, বধ

করতেও পারবে না। শুধুমাত্র একদিন তুমি অর্জুন ছাড়া বাকী চার পাণ্ডবকে যুদ্ধে পিছু হটাতে সক্ষম হবে। অর্জুনের ওপর তোমার কোনো জোর এইজন্য চলবে না, কারণ সে দেবতাদের প্রভু নরের অবতার, যিনি বদ্রীকাশ্রমে ভগবান নারায়ণের সঙ্গে তপস্যা করেছিলেন। বিশ্বে কেউই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না, তিনি দেবতাদেরও অজেয়। আমি তাঁকে পাশুপত নামক দিব্যাস্ত্র প্রদান করেছি, অন্য কোনো অস্ত্র যার তুল্য নয়। তেমনই অর্জুন অন্য দেবতাদের কাছ থেকেও বজ্র ইত্যাদি মহা অস্ত্র-শস্ত্র লাভ করেছেন। ভগবান বিষ্ণুও দুষ্টের নাশ এবং ধর্মরক্ষার জন্য এখন যদুবংশে জন্ম নিয়েছেন। তাঁকেই সকলে শ্রীকৃষ্ণ বলেন। তিনি অনাদি, অনন্ত, অজ পরমেশ্বরই বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও অঙ্গে সুন্দর পীতবাস ধারণ করে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের রূপে সর্বদা অর্জুনকে রক্ষা করে থাকেন। তাই অর্জুনকে দেবতারাও পরাস্ত করতে পারেন না ; তাহলে মানুষের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাঁকে পরাজিত করতে সক্ষম।' এই বলে পার্বতীসহ ভগবান শংকর সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। অল্পবুদ্ধি রাজা জয়দ্রথ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। পাণ্ডবরা সেই কাম্যক বনেই থাকতে লাগলেন।

———o———

# শ্রীরাম ও অন্যান্যদের জন্ম, কুবের এবং রাবণাদির উৎপত্তি, তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—হে বৈশম্পায়ন ! দ্রৌপদী এইভাবে অপহৃত হওয়ার পর মানুষের মধ্যে ইন্দ্রসম পরাক্রমশালী পাণ্ডবরা এত কষ্ট করার পরে কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! আমি যা বলছিলাম, জয়দ্রথকে হারিয়ে তার কাছ থেকে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মুনিদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। মহর্ষিরা পাণ্ডবদের এই সংকটের জন্য বারংবার দুঃখপ্রকাশ করছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষিকে লক্ষ্য করে যুধিষ্ঠির বললেন—'ভগবান ! আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—সবই জানেন। দেবর্ষিদের মধ্যেও আপনি বিখ্যাত। আপনাকে আমি আমার মনের এক প্রশ্নের কথা জিজ্ঞাসা করছি, দয়া করে তার নিরসন করুন। সৌভাগ্যশালিনী দ্রুপদকুমারী যজ্ঞবেদী থেকে প্রকটিত হয়েছেন, তাঁকে গর্ভবাসের কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ হওয়ারও গৌরব তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি কখনো কোনো পাপ বা নিন্দিত কর্ম করেননি। ইনি ধর্মের তত্ত্ব জানেন এবং তা পালন করেন। সেই নারীকে পাপী জয়দ্রথ অপহরণ করেছিল এবং সেই অপমানও আমাদের দেখতে হল। আত্মীয়-স্বজনের থেকে দূর জঙ্গলে বাস করে আমরা নানাবিধ কষ্ট সহ্য করছি। তাই জিজ্ঞাসা করছি—'আমাদের মতো হতভাগ্য পুরুষ আপনি ইহজগতে দেখেছেন কি ?'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—'রাজন্ ! শ্রীরামকেও বনবাস এবং স্ত্রীবিয়োগের মহাদুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ মায়াজাল ছড়িয়ে আশ্রম থেকে শ্রীরামের পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করেছিলেন। জটায়ু তাঁকে বাধা দিতে যাওয়ায় রাবণ তাঁকে বধ করেন। তারপরে শ্রীরাম সুগ্রীবের সাহায্যে সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণ করে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে বধ করে সীতাদেবীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'মুনিবর ! পুণ্যকর্মা শ্রীরামের কথা ও চরিত্র আমি বিস্তারিতভাবে শুনতে চাই ; সুতরাং শ্রীরাম কোন বংশে জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁর বল ও পরাক্রম কেমন ছিল। আমি আরও জানতে ইচ্ছা করি রাবণ কার পুত্র ছিলেন এবং শ্রীরামের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল কেন ?'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—ইক্ষ্বাকু বংশে অজ নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র দশরথ, যিনি অত্যন্ত পবিত্র স্বভাবসম্পন্ন এবং স্বাধ্যায়শীল ছিলেন। দশরথের চার পুত্র হয়—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এঁরা চারজনেই ছিলেন ধর্ম ও তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানী। কৌশল্যা ছিলেন রামের মা, ভরতের মা ছিলেন কৈকেয়ী আর সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন। বিদেহ দেশের রাজা জনকের কন্যা হলেন সীতা, বিধাতা তাঁকে শ্রীরামের জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন। আমি তোমাকে রাম ও সীতার জন্মবৃত্তান্ত জানালাম।

এবার রাবণের জন্মবৃত্তান্ত শোনো। সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকারী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ছিলেন রাবণের পিতামহ। পুলস্ত্য ছিলেন তাঁর পরম প্রিয় মানস পুত্র। পুলস্ত্যের পত্নীর নাম গৌ, তাঁর বৈশ্রবণ (কুবের) নামে এক পুত্র ছিল। সে পিতাকে ছেড়ে পিতামহের সেবা করত, তাতে পুলস্ত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যোগবলে অন্য দেহে প্রকটিত হন। এইভাবে অর্ধ শরীর থেকে রূপান্তরিত হওয়ায় পুলস্ত্য বিশ্রবা নামে বিখ্যাত হন। তিনি সর্বদাই বৈশ্রবণের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকতেন, কিন্তু ব্রহ্মা তাঁর ওপর প্রসন্ন ছিলেন। তাই তিনি তাঁকে অমরত্বের বর প্রদান করেন, ধনের প্রভু এবং লোকপাল নিযুক্ত করেন, মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপন করান এবং নলকুবের নামক এক পুত্র প্রদান করেন। তিনি রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কাকে কুবেরের রাজধানী করে, সেখানে ইচ্ছানুযায়ী বিচরণের জন্য পুষ্পক নামে এক বিমান অর্পণ করেন। এছাড়া তিনি কুবেরকে যক্ষদের প্রভু করে 'রাজরাজ' উপাধিও প্রদান করেন।

পুলস্ত্যের অর্ধদেহ থেকে 'বিশ্রবা' নামে যে মুনি প্রকটিত হয়েছিল, সে কুবেরকে কুপিত দৃষ্টিতে দেখত। রাক্ষসদের প্রভু কুবের জানতেন যে তাঁর পিতা তাঁর ওপর প্রসন্ন নয়, তাই তিনি তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতেন। তিনি তিনজন রাক্ষস কন্যাকে তাঁর পিতার সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁরা অত্যন্ত সুন্দরী ও নৃত্যগীত পটিয়সী ছিলেন। তিনজন কন্যাই নিজের ভালো চাইতেন, তাই একে অপরের থেকে দূরত্ব রেখে মহাত্মা বিশ্রবাকে সন্তুষ্ট রাখার

চেষ্টা করতেন ; তাঁদের নাম ছিল—পুষ্পোৎকটা, রাকা এবং মালিনী। মুনি তাঁদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যেককে লোকপালের ন্যায় পরাক্রমশালী পুত্র হওয়ার বরপ্রদান করেন। পুষ্পোৎকটার দুই পুত্র জন্মায়—রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ। পৃথিবীতে তাঁদের ন্যায় বলশালী কেউ ছিল না। মালিনীর এক পুত্র জন্মায়—বিভীষণ। রাকার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম নেয়, খর হল পুত্র আর শূর্পণখা কন্যার নাম। এঁদের মধ্যে বিভীষণ সব থেকে সুন্দর, ভাগ্যবান, ধর্মরক্ষক এবং সৎকর্মকুশল ছিলেন। সর্বজ্যেষ্ঠ রাবণ, তাঁর দশটি মুখ ছিল, উৎসাহ, বল এবং পরাক্রমে তিনি মহান ছিলেন। কুম্ভকর্ণ শারীরিক বলে সবার ওপরে ছিলেন। তিনি মায়াবী এবং রণদক্ষ ছিলেন আর ভীষণ দর্শন ছিল তাঁর চেহারা। খর ছিলেন ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পরাক্রমশালী ; তিনি মাংসাশী এবং ব্রাহ্মণ দ্বেষী ছিলেন। শূর্পণখার আকৃতিও বড় ভয়ানক ছিল, তিনি সর্বদা মুনিদের তপস্যায় বিঘ্ন প্রদান করতেন।

মহাসমৃদ্ধিযুক্ত হয়ে কুবের একদিন পিতার সঙ্গে উপবেশন করেছিলেন ; রাবণ প্রমুখ তাঁর বৈভব দেখে ঈর্ষান্বিত হন। তখন তাঁরা তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁরা ঘোর তপস্যা আরম্ভ করেন। রাবণ এক পায়ে দণ্ডায়মান হয়ে পঞ্চাগ্নিতে তাপিত হয়ে বায়ু ভক্ষণ করে একাগ্র চিত্তে এক হাজার বছর ধরে তপস্যা করতে থাকেন। কুম্ভকর্ণও আহার সংযম করেন। তিনি ভূমিশয্যা নিয়ে কঠোর নিয়ম পালন করতেন। বিভীষণ একটি মাত্র শুষ্ক গাছের পাতা খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। তিনি উপবাস করতে ভালোবাসতেন এবং সর্বদা জপ করতেন। খর এবং শূর্পণখা—এঁরা দুজন তপস্যা নিরত ভাইদের প্রসন্ন চিত্তে সেবা করতেন।

এক হাজার বৎসর পূর্ণ হলে রাবণ তাঁর মস্তক কেটে আগুনে আহুতি দেন। তাঁর এই অদ্ভুত কর্মে ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তিনি স্বয়ং এসে তাঁকে তপস্যায় বিরত করেন এবং সকলকে বরদানের কথা বলেন—'পুত্রগণ ! আমি তোমাদের সকলের ওপর প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা করো এবং তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হও। অমরত্ব ছাড়া যা খুশি প্রার্থনা করো, আমি তা পূর্ণ করব।' তারপর রাবণকে লক্ষ্য করে বললেন—'তুমি মহত্ত্বপূর্ণ পদলাভের আশায় তোমার যে মস্তকগুলি আহুতি দিয়েছ, তা সব পূর্বের মতোই তোমার দেহে অবস্থান করবে। তুমি ইচ্ছানুযায়ী রূপধারণ করতে সক্ষম হবে এবং যুদ্ধে বিজয়ী হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।'
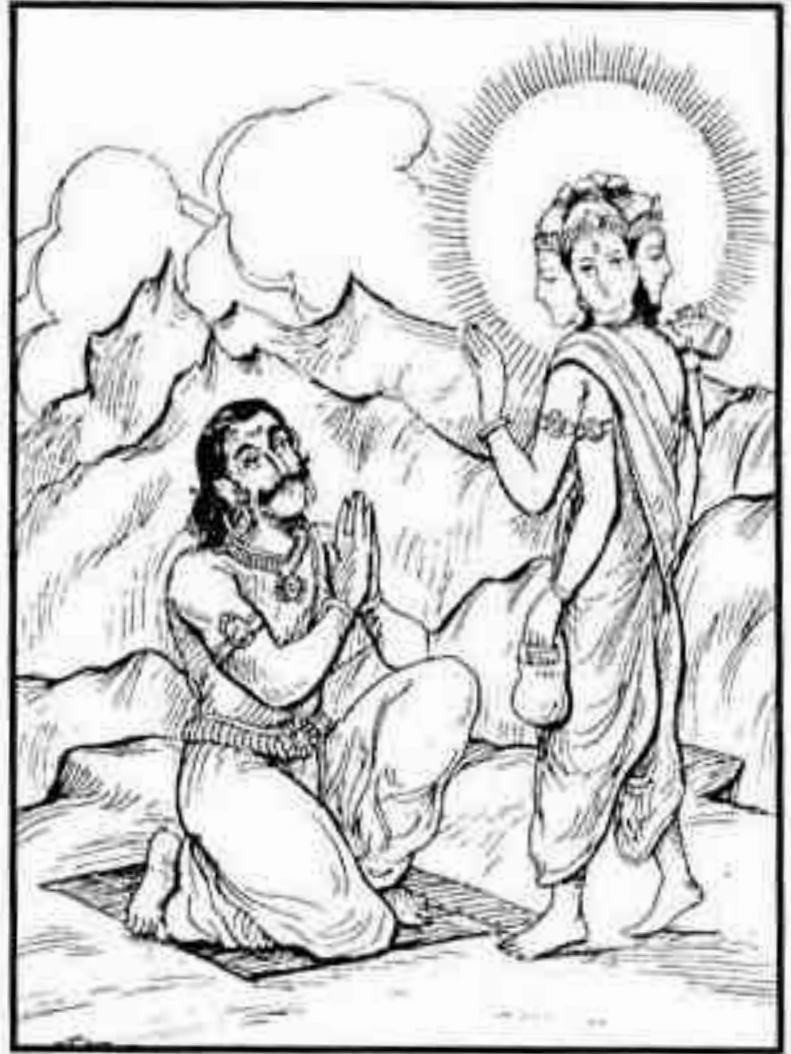
রাবণ বললেন—'গন্ধর্ব, দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর এবং ভূতগণের কাছে আমি যেন কখনো পরাজিত না হই।'

ব্রহ্মা বললেন—'তুমি যাঁদের নাম করেছ, এঁদের মধ্যে কারো হতে তোমার কোনো ভয় নেই। কেবল মানুষের থেকে ভয় হতে পারে।'

ব্রহ্মার কথায় রাবণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তিনি ভাবলেন—'আরে, মানুষ আমার কী করবে, আমি তো তাদের ভক্ষণ করে থাকি।' তারপর ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর চাইতে বললেন। তাঁর বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়েছিল, তাই তিনি অধিক সময় নিদ্রার জন্য বর প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা তাঁকে 'তথাস্তু' বলে বিভীষণের কাছে এসে বললেন—'পুত্র আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, তুমিও বর চাও।'

বিভীষণ বললেন—'ভগবান ! অনেক বড় সংকট-কালেও যেন আমার মনে পাপ চিন্তা না আসে এবং শিক্ষা ছাড়াই যেন আমার হৃদয়ে 'ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ বিধি' স্বতই স্ফুরিত হয়।'

ব্রহ্মা বললেন—'রাক্ষসী গর্ভে জন্ম নিলেও তোমার মন অধর্মে যায়নি, তাই তোমাকে 'অমর হওয়ার' বরও প্রদান করছি।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—এইভাবে বরলাভ করে রাবণ

সর্বপ্রথম লঙ্কার ওপর আক্রমণ করলেন এবং কুবেরকে পরাজিত করে লঙ্কা থেকে বার করে দিলেন। কুবের লঙ্কা ত্যাগ করে গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং কিন্নরদের সঙ্গে গন্ধমাদন পাহাড়ে এসে বাস করতে লাগলেন। রাবণ তাঁর পুষ্পক বিমানটিও কেড়ে নিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে কুবের তাঁকে শাপ দিলেন যে 'এই বিমানে তুমি কখনো চড়তে পারবে না ; যিনি তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করবেন, তাঁকেই এই বিমান বহন করবে। আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর তুমিই আমার অপমান করলে ! এর ফলে তুমি অতি শীঘ্রই নাশপ্রাপ্ত হবে।'

বিভীষণ ধর্মাত্মা ছিলেন, তিনি সৎপুরুষদের অনুকরণীয় ধর্মকে আশ্রয় করে সর্বদা কুবেরকে অনুসরণ করতেন। কুবের তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে যক্ষ ও রাক্ষসদের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এদিকে মনুষ্যখাদক রাক্ষস এবং মহাবলশালী পিশাচগণ মন্ত্রণা করে রাবণকে তাঁদের রাজা নিযুক্ত করেছিলেন। দশানন অত্যন্ত বলশালী ছিলেন ; তিনি দৈত্য ও দেবতাদের আক্রমণ করে তাঁদের যত ধনরত্ন ছিল, সব অপহরণ করেছিলেন। সমস্ত জগৎকে রোদন করানোর জন্য তাঁর 'রাবণ' নাম সার্থক হয়েছিল। দেবতাদেরও তিনি সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতেন।

---

## দেবতাদের ভালুক ও বানররূপে জন্মগ্রহণ করা

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—তারপর রাবণের কাছ থেকে উৎপীড়িত হয়ে ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি ও সিদ্ধগণ অগ্নিদেবকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মার শরণ নিলেন। অগ্নি বললেন—'ভগবান ! আপনি বিশ্রবার পুত্র রাবণকে বরপ্রদান করে তাঁকে যে অবধ্য করেছেন, সে এখন জগতের সমস্ত প্রজাকুলকে কষ্ট দিচ্ছে ; তার হাত থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।'

ব্রহ্মা বললেন—'হে অগ্নিদেব ! দেবতা বা অসুর তাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে না। তার জন্য যা প্রয়োজন, তা আমি করেছি ; এবার শীঘ্রই তার দমন হবে। আমি চতুর্ভুজ ভগবান বিষ্ণুকে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি আমার প্রার্থনাতে জগতে অবতাররূপ গ্রহণ করেছেন। তিনিই রাবণকে দমন করবেন। তারপর ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন— 'ইন্দ্র ! তুমিও সব দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীতে বানররূপে জন্মগ্রহণ করো এবং ইচ্ছানুযায়ী রূপধারণকারী বলবান পুত্র উৎপন্ন করো।' তারপর তিনি দুন্দুভি নামধারী গন্ধর্বীকে বললেন—'তুমিও দেবকার্য সিদ্ধির জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করো।'

ব্রহ্মার আদেশ শুনে দুন্দুভি মন্থরা নামে জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণও অবতীর্ণ হয়ে ভালুক ও বানর-স্ত্রীদের গর্ভে পুত্র উৎপন্ন করেন। এইসব ভালুক ও বানররা যশ ও বলে তাদের দেবতা-পিতারই সমকক্ষ ছিলেন। তাঁরা পর্বতের চূড়া ভেঙে ফেলতেন। শাল ও তালবৃক্ষ এবং পাথরের বড় বড় টুকরোই ছিল তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র। তাঁদের শরীর ছিল বজ্রের ন্যায় অভেদ্য এবং সুদৃঢ়। তাঁরা সকলেই ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী, বলবান এবং যুদ্ধনিপুণ ছিলেন। ব্রহ্মা এইসব ব্যবস্থা করে মন্থরাকে দিয়ে যে কাজ করাবার, তা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন।

---

# রামের বনবাস, খর-দূষণ রাক্ষসদের বধ এবং রাবণের মারীচের কাছে গমন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! আপনি শ্রীরামের সব ভাইদের জন্মকথা তো শোনালেন, আমি এখন তাঁর বনবাসের কারণ শুনতে চাই। দশরথপুত্র রাম এবং লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী সীতাকে কেন বনবাসে যেতে হয়েছিল ?

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—পুত্র জন্মগ্রহণ করায় রাজা দশরথ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর তেজস্বী পুত্ররা ক্রমশ বড় হতে লাগলেন। উপনয়নের পরে তাঁরা বিধিমত ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে বেদ এবং ধনুর্বেদ সম্পর্কে বিদ্বান হয়ে উঠলেন। যথাসময়ে তাঁদের বিবাহ হলে রাজা দশরথ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। চার পুত্রের মধ্যে রাম জ্যেষ্ঠ ; তিনি তাঁর মনোহর রূপ এবং সুন্দর স্বভাবে প্রজাকুলের প্রীতি উৎপাদন করতেন।

রাজা দশরথ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি ভাবলেন—'এখন আমার বয়স হয়েছে, অতএব রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করা উচিত।' এই ব্যাপারে তিনি তাঁর মন্ত্রী এবং ধর্মজ্ঞ পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সকলেই রাজা দশরথের সময়োচিত প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

শ্রীরামের সুন্দর চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ ছিল, হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ বাহু, দেবতার ন্যায় সুন্দর চলন, বিশাল বক্ষ, মাথায় একরাশ কুঞ্চিত কালো কেশ, দেহের দিব্যকান্তি যেন বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হচ্ছে। যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম ইন্দ্রের থেকে কম ছিল না। তাঁর নয়নাভিরাম রূপ শত্রুর মনও মুগ্ধ করে তুলত। তিনি সর্ব ধর্মবেত্তা এবং বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান ছিলেন। সমস্ত প্রজাই তাঁর অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, দুষ্টের দমনকারী, ধর্মাত্মা, সাধুদের রক্ষক, ধৈর্যবান, দুর্ধর্ষ, বিজয়ী এবং অজেয় ছিলেন। এমন গুণবান এবং মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী পুত্রকে দেখে রাজা দশরথ অত্যন্ত আনন্দে থাকতেন।

শ্রীরামের গুণাবলী স্মরণ করে রাজা দশরথ পুরোহিতকে ডেকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আজ রাত্রে অত্যন্ত পবিত্র পুষ্য নক্ষত্র যোগ হবে। আপনি রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করে রামকে খবর পাঠান।' রাজার এই কথা মন্থরাও শুনলেন। তিনি সময়মতো কৈকেয়ীর কাছে গিয়ে বললেন—'রানি ! আজ রাজা তোমার দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা করেছেন। কৌশল্যার ভাগ্য খুবই ভালো, তাঁর পুত্রেরই রাজ্যাভিষেক

হচ্ছে। তোমার আর তেমন ভাগ্য কোথায় ? তোমার পুত্র রাজ্যের অধিকারী নয়।'

মন্থরার কথা শুনে পরম সুন্দরী কৈকেয়ী রাজা দশরথের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করে মধুর হাস্যে প্রেম নিবেদন করে বললেন—'রাজন্ ! আপনি অত্যন্ত সত্যবাদী, আপনি আমাকে এক সময় বর দেবেন বলেছিলেন, তা এখন দিন।' রাজা বললেন—'বল, এখন দিচ্ছি ; তোমার যা ইচ্ছা হয় চেয়ে নাও।' কৈকেয়ী রাজাকে সত্যবদ্ধ করে বললেন—'আপনি রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য যে আয়োজন করেছেন, তাতে ভরতের অভিষেক করানো হোক আর রাম বনে গমন করুন।' কৈকেয়ীর অপ্রিয় বাক্যে রাজা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, তিনি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়লেন। রাম যখন জানতে পারলেন যে পিতা কৈকেয়ীকে বর দিয়ে তাঁর বনবাস স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন তিনি পিতার সত্য রক্ষার জন্য নিজেই বনে চলে গেলেন। লক্ষ্মণও ধনুর্বাণ নিয়ে ভ্রাতার অনুগমন করলেন, সীতাও পতির সঙ্গে

গেলেন। রাম বনবাসে গেলে দশরথ মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করলেন।

কৈকেয়ী এরপর ভরতকে তাঁর মাতুলালয় থেকে আনিয়ে বললেন—'পুত্র ! রাজা স্বর্গগমন করেছেন, রাম-লক্ষ্মণ বনে গেছেন। এখন এই বিশাল সাম্রাজ্য তুমি নিষ্কণ্টক হয়ে ভোগ করো।' ভরত অত্যন্ত ধর্মাত্মা ছিলেন। মাতার কথা শুনে তিনি বললেন—'কুলঘাতিনী ! ধনলোভে তুমি অত্যন্ত হীন কাজ করেছ। পতিকে হত্যা করেছ এবং এই বংশের সর্বনাশ করেছ। আমার মাথায় কলঙ্ক লেপন করেছ।' এই বলে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। তিনি সমস্ত প্রজাকে জানালেন যে এই ষড়যন্ত্রে তাঁর কোনো হাত ছিল না। তারপর তিনি শ্রীরামকে ফিরিয়ে আনার জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী এবং শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে বনে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে বশিষ্ঠ, বামদেব ও বহু ব্রাহ্মণ এবং হাজার হাজার নগরবাসী চললেন। ভরত চিত্রকূট পর্বতে রাম ও লক্ষ্মণকে তপস্বীবেশে বসবাস করতে দেখলেন। তিনি বহু অনুনয়-বিনয় করলেও রাম অযোধ্যায় ফিরতে রাজি হলেন না। পিতৃসত্য পালনে তিনি বদ্ধপরিকর—একথা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে ভরতকে ফেরত পাঠালেন। তখন ভরত অযোধ্যায় না ফিরে নন্দীগ্রামে গিয়ে ভগবান শ্রীরামের পাদুকা সামনে রেখে রাজ্যশাসন করতে থাকেন।
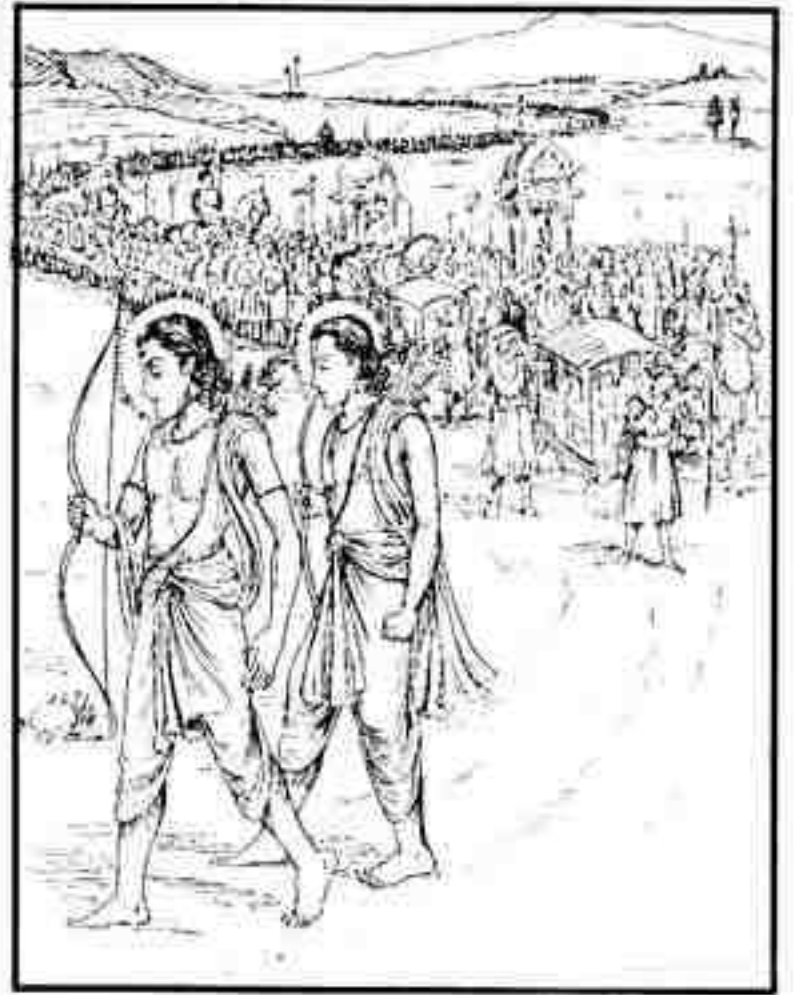
রাম দেখলেন, এখানে থাকলে নগরবাসীরা বারবার তাঁকে দর্শন করতে আসবেন। তাই তিনি শরভঙ্গ মুনির আশ্রমের কাছে ভীষণ জঙ্গলে চলে গেলেন। শরভঙ্গকে আপ্যায়ন করে তিনি গোদাবরী নদীর তীরে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে লাগলেন। তার কাছেই জনস্থান নামে আর একটি বন ছিল, সেখানে 'খর' নামক একজন রাক্ষস বাস করত। শূর্পণখার জন্য তার সঙ্গে রামের শত্রুতা হয়। শ্রীরাম সেখানকার তপস্বীদের রক্ষার জন্য চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করেন। মহাবলবান খর ও দূষণকে বধ করে তিনি সেই

স্থানটিকে নির্ভয় ধর্মারণ্য তৈরি করেন। শূর্পণখার নাক ও

ঠোঁট কাটার জন্য বিবাদের সূত্রপাত হয়। জনস্থানের সমস্ত রাক্ষস নিহত হলে শূর্পণখা লঙ্কায় গমন করে এবং ভ্রাতা রাবণকে তার দুঃখের কাহিনী শোনায়। নিজ ভগ্নীর এই করুণ দশা দেখে রাবণ ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠলেন এবং সিংহাসন থেকে উঠে পড়লেন। তিনি শূর্পণখাকে নিয়ে নির্জনে গিয়ে বললেন, 'কল্যাণী ! তুমি বলো, কে আমাকে ভয় না পেয়ে, আমাকে অপমানিত করে তোমার এই দশা করেছে ? তীক্ষ্ণ ত্রিশূলের দ্বারা কে হত হতে চায় ? সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করে কোন সাহসী মৃত্যুর অপেক্ষা করছে ?' কথাগুলি বলার সময় রাবণের নাক-মুখ-চোখ দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছিল।

শূর্পণখা রামের পরাক্রম, খর-দূষণ-সহ সমস্ত রাক্ষসের সংহার কাহিনী সবিস্তারে রাবণকে জানাল। রাবণ ভগ্নীকে সান্ত্বনা দিয়ে, কর্তব্য ঠিক করে নগর রক্ষার ব্যবস্থা করে আকাশপথে চললেন। তিনি গভীর মহাসমুদ্র পার হয়ে গোকর্ণ-তীর্থে পৌঁছলেন। সেখানে রাবণ তাঁর পূর্বপূর্ব মন্ত্রী মারীচের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, সে শ্রীরামের ভয়ে সেখানে লুকিয়ে তপস্যা করছিল।

—o—

## মৃগের বেশধারী মারীচ-বধ এবং সীতা-হরণ

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাবণকে আসতে দেখে মারীচ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাল এবং ফল-মূলাদি সহকারে তাঁকে আপ্যায়ন করল। কুশল সংবাদের পর মারীচ জিজ্ঞাসা করল—'রাক্ষসরাজ ! আপনার এমন কী প্রয়োজন হল যার জন্য আপনি এতদূরে কষ্ট করে এলেন। কোনো কঠিনতম কাজ থাকলেও আমাকে আপনি নিঃসঙ্কোচে জানান এবং মনে করুন, সেই কাজ পূর্ণ হয়ে গেছে।'

রাবণ ক্রোধ ও বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন, তিনি সমস্ত ঘটনা মারীচকে জানালেন। মারীচ শুনে বললেন—'রাক্ষসরাজ ! শ্রীরামের মোকাবিলায় আপনার কোনো লাভ হবে না। আমি তাঁর পরাক্রম জানি, জগতে এমন কেউ নেই যে তাঁর বাণের তেজ সহ্য করতে পারে। সেই মহাপুরুষের জন্যই আমি আজ সন্ন্যাসী হয়েছি। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে যাওয়া মৃত্যু-মুখে যাওয়ার সামিল। কোন দুরাত্মা আপনাকে এই পরামর্শ দিয়েছে ?'
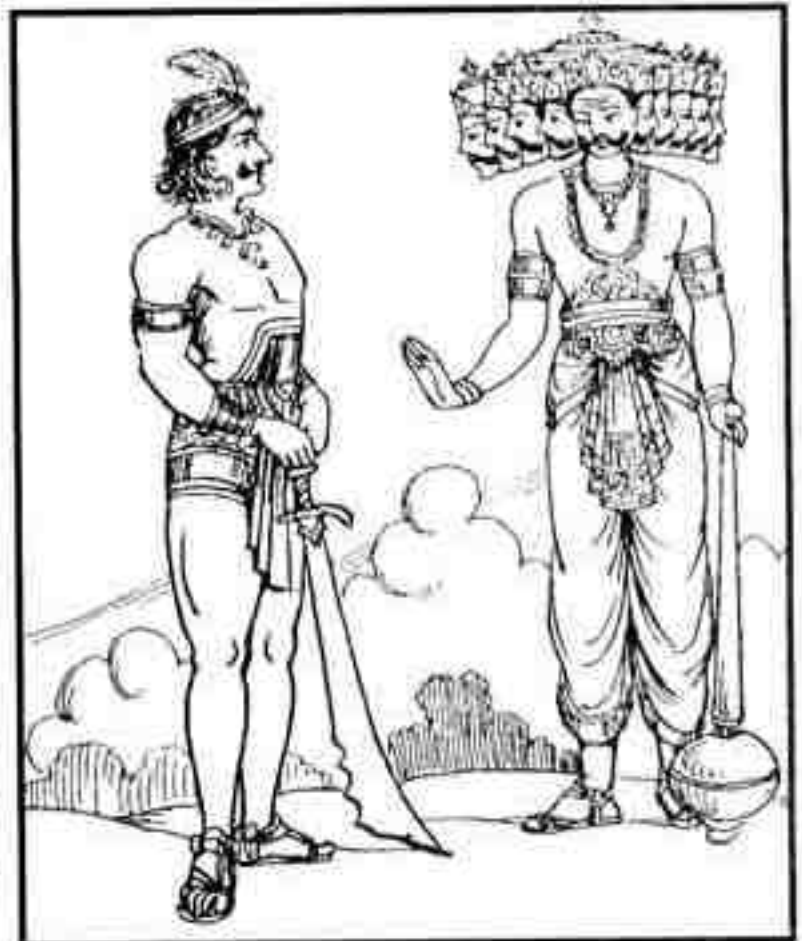
তাঁর কথায় রাবণ ক্রোধে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সগর্জনে বললেন—'মারীচ! তুমি যদি আমার কথা না শোনো তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে তোমাকে এখনই মৃত্যুমুখে যেতে হবে।'

মারীচ তখন মনে মনে ভাবল—'যদি মৃত্যু নিশ্চিত হয়, তাহলে শ্রেষ্ঠ পুরুষের হাতে মৃত্যুবরণই শ্রেয়।' তখন সে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা বলুন, আমাকে কী করতে হবে ?' রাবণ বললেন—'তুমি এক সুন্দর মৃগরূপ ধারণ করো, যার শৃঙ্গ এবং শরীরের রোমগুলি রত্নময় ও স্বর্ণখচিত বলে মনে হয়। তারপর সীতা দেখতে পান এমন স্থানে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করবে, যাতে তিনি তোমাকে ধরার জন্য রামকে পাঠান। তিনি তোমাকে ধরতে চলে গেলে সীতাকে বশ করা সহজ হবে। আমি তাঁকে হরণ করব আর রাম তাঁর প্রিয় পত্নীর বিয়োগ ব্যথায় প্রাণবিসর্জন দেবেন। তোমাকে শুধু এটুকুই করতে হবে।'

রাবণের কথা শুনে মারীচ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রাবণের সঙ্গে সঙ্গে গেল। শ্রীরামের আশ্রমের কাছে পৌঁছে দুজনে পরামর্শ করে কাজ শুরু করে দিলেন। মৃগরূপধারী মারীচ এমন স্থানে গিয়ে দাঁড়াল যাতে সীতা তাকে ভালোভাবে দেখতে পান। বিধির বিধান প্রবল ; তারই প্রেরণায় সীতা

রামকে সেই মৃগটি ধরে আনতে অনুরোধ করলেন। সীতার অনুরোধে শ্রীরাম ধনুর্বাণ হাতে লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার জন্য রেখে সেই মৃগকে ধরতে গেলেন। শ্রীরামকে তার পিছনে আসতে দেখে মারীচ কখনো দেখা দিয়ে কখনো লুক্কায়িতভাবে তাঁকে বহুদূরে নিয়ে গেল। শ্রীরাম জানতে পারলেন যে এ এক মায়াবী প্রাণী, তখন তিনি লক্ষ্যভেদী বাণ ছুঁড়লেন। বাণ গায়ে লাগতেই মারীচ রামের মত গলা নকল করে 'হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ!' বলে আর্তনাদ করতে লাগল। সেই করুণ আর্তনাদ শুনে সীতা সেই দিকে দৌড়তে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাই দেখে বললেন—'মাতা! ভয় পাবেন না ; পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে ভগবান রামকে বধ করতে পারে। এখনই শ্রীরাম এখানে এসে পৌঁছবেন।'

লক্ষ্মণের কথায় সীতা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। যদিও সীতা সাধ্বী এবং পতিব্রতা ছিলেন, সদাচারই ছিল তাঁর ভূষণ ; তা সত্ত্বেও স্ত্রী সুলভ স্বভাববশত তিনি লক্ষ্মণকে অত্যন্ত কঠোর বাক্য বলতে লাগলেন। লক্ষ্মণ ভগবান রামের অত্যন্ত প্রিয় এবং সদাচারী ছিলেন। সীতার মর্মভেদী বাক্যে তিনি দুই হাতে কান বন্ধ করে শ্রীরাম যে পথে গেছেন, সেই পথ অনুসরণ করলেন। হাতে ধনুক বাণ নিয়ে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ চিহ্ন ধরে যেতে লাগলেন।

সেই অবকাশে সাধ্বী সীতাকে হরণ করার জন্য রাবণ সন্ন্যাসী বেশে আশ্রমে হাজির হলেন। সন্ন্যাসীকে আশ্রমে আসতে দেখে ধার্মিক সীতা তাঁর আহারের জন্য ফল-মূলাদি এনে তাঁকে আহার করতে অনুরোধ করলেন। রাবণ বললেন—'সীতা! আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, আমার নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ। সমুদ্রপারে রমণীয় লঙ্কাপুরী আমার রাজধানী। সুন্দরী, তুমি এই তপস্বী রামকে পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে লঙ্কায় এস, সেখানে আমার পত্নী হয়ে থাকবে। অনেক সুন্দরী নারী তোমার সেবা করবে, তুমি তাদের রানি হয়ে থাকবে।'

রাবণের কথা শুনে সীতা দুই হাতে তাঁর কান চেপে ধরে বললেন 'এমন কথা বলবেন না। আকাশ যদি তারা শূন্য

হয়ে পড়ে, পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং অগ্নি তার উষ্ণতা পরিত্যাগ করে, তাহলেও আমি কখনো শ্রীরামকে পরিত্যাগ করব না।' এই বলে তিনি যেই আশ্রমে প্রবেশ করতে গেলেন, রাবণ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধরে ফেললেন এবং কঠোর স্বরে তাঁকে ধমক দিতে লাগলেন। কোমল হৃদয়া সীতা অচেতন হয়ে গেলেন, তখন রাবণ তাঁর কেশ ধরে সবলে আকাশপথে নিয়ে চললেন। সীতা 'রাম' নাম ধরে কাঁদতে লাগলেন। সেইসময় পর্বত গুহায় বাসকারী গৃধ্ররাজ জটায়ু সীতাকে দেখতে পেলেন।

—o—

## জটায়ু বধ এবং কবন্ধ উদ্ধার

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—রাজন্ ! গৃধ্ররাজ জটায়ু ছিলেন অরুণের পুত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। রাজা দশরথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাই তিনি সীতাকে পুত্রবধূর ন্যায় মনে করতেন। তাঁকে রাবণের হাতে বন্দী দেখে জটায়ুর ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি ছিলেন মহাবীর, রাবণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে তিনি বললেন—'নিশাচর ! তুমি জনকনন্দিনী সীতাকে এখনই ছেড়ে দাও। যদি আমার পুত্রবধূকে ছেড়ে না দাও, তাহলে তোমাকে জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হবে।'

এই বলে জটায়ু রাবণকে ঠোক্‌রাতে আরম্ভ করলেন, নখ, চঞ্চু ও পক্ষ দ্বারা আঘাত করে রাবণের সারা দেহ জর্জরিত করে তুললেন, রক্তের ধারা বইতে লাগল। শ্রীরামের হিতাকাঙ্ক্ষী জটায়ুকে এইভাবে আঘাত করতে দেখে রাবণ হাতে তরবারি নিয়ে জটায়ুর দুটি পক্ষই কেটে ফেললেন। জটায়ুকে পরাস্ত করে রাক্ষস রাবণ সীতাকে নিয়ে পুনরায় আকাশপথে চললেন। সীতা যেখানে যেখানে মুনির আশ্রম দেখতেন, নদী, পুষ্করিণী বা জীবিত প্রাণী দেখতে পাচ্ছিলেন, সেখানেই তিনি তাঁর গায়ের গহনা ফেলে দিচ্ছিলেন। কিছুদূরে গিয়ে এক পর্বত শিখরে তিনি পাঁচজন বিশালদেহ বানর দেখলেন, তিনি সেখানেও নিজ অঙ্গের বহুমূল্য বস্ত্র ফেলে দিলেন। রাবণ পাখির মতো

আকাশে তাঁর বিমানে করে যাচ্ছিলেন এবং অতি শীঘ্রই সীতাকে নিয়ে বিশ্বকর্মা নির্মিত মনোহরপুরী লঙ্কায় গিয়ে পৌঁছলেন।

সীতাকে রাবণ নিয়ে চলে গেলেন, এদিকে শ্রীরাম কপট

মৃগকে বধ করে ফিরছিলেন, পথে লক্ষ্মণের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন—'লক্ষ্মণ ! রাক্ষস পরিপূর্ণ এই ভয়ানক জঙ্গলে জানকীকে একা রেখে তুমি এখানে কী করছ ?' লক্ষ্মণ সীতার সব কথা রামকে জানালেন। শ্রীরাম সব শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তাঁরা সত্বর আশ্রমের কাছে এসে দেখলেন পর্বতের ন্যায় বিশাল এক গৃধ্র সেখানে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দুই ভাই তাঁর কাছে গেলে সেই গৃধ্র বললেন—'আপনাদের কল্যাণ হোক। আমি রাজা দশরথের প্রিয় মিত্র গৃধ্ররাজ জটায়ু।' তাঁর কথা শুনে রাম-লক্ষ্মণ ভাবতে লাগলেন—'ইনি কে ? আমাদের পিতার নাম বলে পরিচয় দিচ্ছেন !' কাছে গিয়ে তাঁরা দেখলেন জটায়ুর দুটি পক্ষই খণ্ডিত। গৃধ্র জানালেন 'সীতাকে মুক্ত করার জন্য রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে

তার হাতে আমার এই অবস্থা হয়েছে।' রাম জিজ্ঞাসা করলেন রাবণ কোন দিকে গেছেন। গৃধ্র ইশারায় দক্ষিণ দিকে মাথা হেলিয়েই প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর সংকেত বুঝে ভগবান শ্রীরাম পিতার বন্ধু হওয়ায় তাঁকে সম্মান জানিয়ে বিধিমতো তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

তারপর আশ্রমে গিয়ে তাঁরা দেখলেন সব শূন্য পড়ে আছে, সীতা কোথাও নেই। সীতা হরণ সত্যই হয়েছে জেনে দুই ভাই অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁরা দুঃখ শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, তারপর দুজনে দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণে যাত্রা করলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা মৃগদলকে পালাতে দেখলেন, কিছুদূরে গিয়ে তাঁরা এক ভয়ানক কবন্ধ দেখতে পেলেন, মেঘের মতো কালো আর পর্বতের ন্যায় বিশাল তার দেহ। সেই রাক্ষস হঠাৎ এসে লক্ষ্মণের হাত ধরে তাঁকে মুখের কাছে টেনে নিল। লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তখন ভগবান রাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'হে নরশ্রেষ্ঠ ! দুঃখ কোরো না, আমি থাকতে এ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি এর বাম হস্ত কাটছি, তুমি দক্ষিণ হস্ত কেটে নাও।' এই বলে শ্রীরাম তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে তার হাত কেটে ফেললেন ; লক্ষ্মণও নিজের খড়্গের সাহায্যে তার অপর হাত কেটে দিলেন। তাতে কবন্ধ প্রাণত্যাগ করল। তার দেহ থেকে সূর্যের ন্যায় এক উজ্জ্বল দিব্য পুরুষ বেরিয়ে আকাশে স্থিত হলেন। শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে ?' সে উত্তর

দিল—'ভগবান ! আমি বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব, ব্রাহ্মণের শাপে রাক্ষসজন্ম লাভ করেছিলাম। আজ আপনার স্পর্শে শাপমুক্ত হলাম। এখন সীতার সংবাদ শুনুন—লঙ্কার রাজা

রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন। এখান থেকে কিছু দূরে ঋষ্যমূক পর্বত, তার কাছে 'পম্পা' সরোবর। সেখানে সুগ্রীব তাঁর চার মন্ত্রীর সঙ্গে বাস করছেন। তিনি বানররাজ বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপনি আপনার সংকটের কথা জানান ; তাঁর শীল ও স্বভাব অত্যন্ত মধুর, তিনি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন। আমি শুধু একথাই বলতে পারি যে জানকীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবেই।'

কথাগুলি বলে সেই পরম কান্তিমান দিব্য পুরুষ অন্তর্হিত হলেন, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁর কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

——o——

## সুগ্রীবের সঙ্গে ভগবান শ্রীরামের বন্ধুত্ব ও বালী বধ

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—সীতাহরণের দুঃখে ব্যাকুল শ্রীরাম তারপর পম্পা সরোবরের কাছে এলেন। সেখানে স্নান করে তিনি পিতৃ-তর্পণ করলেন। তারপর দুভাই ঋষ্যমূক পর্বতে উঠলেন। সেই পর্বত শিখরে পাঁচটি বানর বসেছিল। সুগ্রীব তাঁদের আসতে দেখে সুদক্ষ মন্ত্রী হনুমানকে তাঁদের কাছে পাঠালেন। হনুমানের সঙ্গে কথা বলে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ দুজনে সুগ্রীবের কাছে এলেন। শ্রীরাম সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাঁকে নিজের কথা জানালেন। তাঁর কথা শুনে বানররা তাঁকে সেই দিব্য বস্ত্র দেখাল, যা সীতা রাবণের সঙ্গে যাওয়ার সময় আকাশ থেকে নীচে ফেলেছিলেন। সেটি দেখে রাম নিশ্চিত হলেন যে রাবণ সত্যই সীতাকে হরণ করেছেন। শ্রীরাম সুগ্রীবকে ভূমণ্ডলের সমস্ত বানরদের রাজারূপে অভিষিক্ত করেন। সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেন যে যুদ্ধে তিনি বালী বধ করবেন। সুগ্রীবও তখন সীতাকে খুঁজে আনার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এইভাবে প্রতিজ্ঞা করে দুজনে দুজনের বিশ্বাসভাজন হন। তারপর সকলে যুদ্ধ করতে কিষ্কিন্ধ্যায় রওনা হন। সেখানে গিয়ে সুগ্রীব ভীষণ গর্জন করে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই গর্জন শুনে বালী যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন তাঁর স্ত্রী তারা তাঁকে বাধাপ্রদান করেন বলেন—'স্বামী ! সুগ্রীব আজ যেরূপ সিংহনাদ করছে, তাতে মনে হয় এখন তার বল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ; কোনো বলবান সাহায্যকারী সে পেয়েছে। সুতরাং আপনি গৃহের বাইরে যাবেন না।' বালী বললেন—'তুমি কেবল প্রাণীদের আওয়াজেই তাদের সব কিছু জেনে যাও ; ভেবে বলো তো, সুগ্রীব কার সাহায্য লাভ করেছে ?' তারা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—'রাজা দশরথের পুত্র মহাবলী রামের পত্নী সীতাকে কেউ হরণ করেছে, তাঁর অনুসন্ধানের জন্য তিনি সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করেছেন। দুজনে একে অপরের শত্রুকে শত্রু ও মিত্রকে মিত্র মেনে নিয়েছেন। শ্রীরাম ধনুর্ধর বীর, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও যুদ্ধে অপরাজেয় বীর। তাছাড়াও সুগ্রীবের মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান ও জাম্ববান—এই চারজন বুদ্ধিমান, বলবান মন্ত্রী আছেন। সুতরাং এইসময় শ্রীরামের সাহায্য নেওয়ায় সুগ্রীব তোমাকে পরাজিত ও হত্যা করতে সক্ষম।'

তারা হিতার্থে অনেক কিছু বললেও বালী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে কিষ্কিন্ধ্যা গুহার দ্বার দিয়ে বার হয়ে এলেন। সুগ্রীব মালাবান পর্বতের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, বালী তাঁর কাছে এসে বললেন—'আরে ! অনেকবার যুদ্ধে হারিয়েও ভাই বলে তোকে জীবিত ছেড়ে দিয়েছি,

আজ কি মরার জন্য এসেছিস্?'

তাঁর কথা শুনে সুগ্রীব ভগবান রামকে লক্ষ্য করে বালীকে শুনিয়ে বললেন—'ভাই! তুমি আমার রাজ্য, স্ত্রী সবই কেড়ে নিয়েছ; আমি এখন আর কেন বেঁচে থাকব, এই ভেবেই মরতে এসেছি।' এইসব বলতে বলতে দুজনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। সেই যুদ্ধে গাছের ডাল, তালবৃক্ষ এবং বড় বড় পাথরের খণ্ড, এই ছিল তাদের হাতিয়ার। দুই ভাইয়ে ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল, দুজনের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। কে বালী আর কে সুগ্রীব তা চেনা যাচ্ছিল না। হনুমান তাঁকে চেনাবার জন্য সুগ্রীবের গলায় এক মালা পরিয়ে দিলেন। চিহ্নের সাহায্যে সুগ্রীবকে চিনে শ্রীরাম তাঁর ধনুক থেকে বালীকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়লেন। সেই বাণ বালীর শরীরে আঘাত করতেই তিনি সামনে দণ্ডায়মান লক্ষ্মণসহ রামকে দেখে, এই কার্যের নিন্দা করে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বালীর মৃত্যু হলে সুগ্রীব তারাকে গ্রহণ করলেন এবং কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হলেন। তখন বর্ষাকাল। সুতরাং মাল্যবান পর্বতে শ্রীরাম বর্ষার চার মাস অবস্থান করলেন। সেইসময় সুগ্রীব তাঁদের খুব আদর-আপ্যায়ন করেছিলেন।

—○—

## ত্রিজটার স্বপ্ন, রাবণের প্রলোভন এবং সীতার সতীত্ব

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—কামনার বশীভূত হয়ে রাবণ সীতাকে লঙ্কায় এনে এক সুরম্য ভবনে রাখলেন। সেই ভবনটি নন্দনবনের ন্যায় মনোহর উদ্যানের মধ্যে অশোকবনের নিকট নির্মিত। সীতা তপস্বিনি বেশে সেখানে থাকতেন এবং তপস্যা ও উপবাসে দিন কাটাতেন। সর্বদা শ্রীরামের চিন্তা করে করে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। রাবণ সীতার দেখাশোনার জন্য কয়েকজন রাক্ষসীকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাদের আকৃতি বড় ভয়ানক। সর্বদা ভয়ানক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তারা সীতাকে সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দিত। অনেক সময় তারা বিকট স্বরে সীতাকে ধমক দিয়ে নিজেরা বলাবলি করত—'এসো, আমরা সকলে একে টুকরো টুকরো করে কেটে খাই।' তাঁদের কথা শুনে সীতা একদিন তাদের ডেকে বললেন—'ভগ্নী! তোমরা আমাকে সবাই এখনই খেয়ে ফেল, এই জীবনের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আমি আমার স্বামী কমললোচন রামকে ছাড়া বাঁচতে চাই না। অনাহারে থেকে আমি শরীর কৃশ করে ফেলব, তাঁকে ছাড়া আর কোনো পুরুষের সেবা করতে পারব না, একথা তোমরা সত্য বলে জেনো।'

সীতার কথা শুনে সেই ভয়ংকর রাক্ষসীরা রাবণকে সব কথা জানাতে গেল। তারা চলে গেলে ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী, যে ধর্মজ্ঞ এবং প্রিয়বাক্যশীল ছিল, সীতাকে বলল—'সখী! তোমাকে একটা কথা বলি, আমাকে বিশ্বাস করো আর মন থেকে ভয় দূর করো। এখানে এক শ্রেষ্ঠ রাক্ষস থাকে, নাম অবিন্ধ্য। সে বৃদ্ধ হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সর্বদা শ্রীরামের হিত চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। সে তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছে, তোমার স্বামী শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ নিরাপদে আছেন। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করে তোমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন। রাবণকেও তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ নলকুবের তাকে যে অভিশাপ দিয়েছেন, তাতেই তুমি সুরক্ষিত থাকবে। রাবণ একবার নলকুবেরের স্ত্রী

রম্ভাকে স্পর্শ করেছিল, সেই থেকেই তিনি শাপগ্রস্ত। এখন এই কামলোলুপ রাক্ষস কোনো পরস্ত্রীকে বলাৎকার করতে পারবে না। তোমার স্বামী শ্রীরাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্রই এখানে আসবেন। সুগ্রীব তাঁদের রক্ষায় নিযুক্ত। আমিও অনিষ্টের সূচনাকারী এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি, যাতে রাবণের বিনাশকাল সন্নিকট। স্বপ্নে আমি রাবণ ও কুম্ভকর্ণের নানা দুর্দশা দেখেছি, শুধু বিভীষণই শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে শ্বেতচন্দনে চর্চিত হয়ে শ্বেতপর্বতের ওপর দণ্ডায়মান। বিভীষণের চারজন মন্ত্রীকেও তাঁর সঙ্গে একই প্রকার পরিধানে সজ্জিত অবস্থায় দেখা গেল। এঁরা সেই আসন্ন মহাভয় থেকে মুক্ত থাকবেন। স্বপ্নে আমি দেখেছি ভগবান শ্রীরামের বাণে সসাগরা পৃথিবী ঢেকে আছে ; তোমার পতির যশ যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সীতা, তুমি শীঘ্রই তোমার পতি ও দেবরের সঙ্গে মিলিত হবে।'

ত্রিজটার কথা শুনে সীতার মনে আশার সঞ্চার হল যে, তিনি পুনরায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। ত্রিজটার কথা শেষ হওয়ামাত্রই অন্য সব রাক্ষসীরা এসে তাঁকে ঘিরে বসল। সীতাদেবী একটি পাথরের ওপর বসে রামকে স্মরণ করে কাঁদছিলেন। কামপীড়িত রাবণ সেইসময় সেখানে এলেন, সীতা তাঁকে দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হলেন। রাবণ বললেন—'সীতা ! তুমি আজ পর্যন্ত তোমার পতির ওপর যে অনুগ্রহ করেছ, তা যথেষ্ট ; এবার আমাকে কৃপা করো। আমি আমার সব রানির থেকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে তোমাকে পাটরানি করে রাখব। দেবতা, গন্ধর্ব, দানব, দৈত্য—এদের কন্যারা সকলেই আমার স্ত্রীরূপে বিদ্যমান। চোদ্দ কোটি পিশাচ, আঠাশ কোটি রাক্ষস, এদের তিনগুণ যক্ষ এখানে আমার আদেশ পালন করে। অপ্সরাগণ আমার ভাই কুবেরের মতো আমার সেবাতেও উপস্থিত থাকে। আমার এখানে ইন্দ্রের ন্যায় দিব্য ভোগ প্রাপ্ত হয়। আমার কাছে থাকলে তোমার বনবাসের দুঃখ দূর হবে। সুতরাং হে সুন্দরী ! তুমি মন্দোদরীর মতো আমার পত্নী হও।'

রাবণের কথায় সীতা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, তাঁর অশ্রু অনর্গল প্রবাহিত হতে লাগল। তৃণের ন্যায় কম্পিত হয়ে সীতা বললেন—'রাক্ষসরাজ এ কথা তুমি অনেকবার আমাকে বলেছ, আমি এতে কষ্ট পেলেও আমার মতো অভাগিনীকে এসব কথা শুনতেই হবে। তুমি আমার থেকে মন সরিয়ে নাও, আমি অন্যের স্ত্রী, পতিব্রতা ; তুমি কিছুতেই আমাকে পাবে না।' এই বলে সীতা তাঁর আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। সীতার সোজা উত্তর শুনে রাবণ সেখান থেকে চলে গেলেন। সীতা রাক্ষসী পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানেই বসে রইলেন।

—— ০ ——

## সীতার অনুসন্ধানে বানরদের গমন এবং হনুমান কর্তৃক শ্রীরামকে সীতার সংবাদ জ্ঞাপন

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মাল্যবান পর্বতে বাস করছিলেন ; সুগ্রীব তাঁদের রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছিলেন। ভগবান রাম একদিন লক্ষ্মণকে বললেন—'সুমিত্রানন্দন ! কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে একবার দেখ সুগ্রীব কী করছে, আমার মনে হয় সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করতে জানে না, নিজ অল্পবুদ্ধির বশে সে উপকারীকে অবহেলা করছে। সে যদি সীতা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা না করে বিষয় ভোগেই আসক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে তুমি বালীর কাছে পৌঁছে দাও। সে যদি আমাদের জন্য কোনো উদ্যোগ নিয়ে থাকে, তাহলে তাকে সঙ্গে করে অবিলম্বে এখানে ফিরে আসবে।'

ভগবান শ্রীরামের কথা শুনেই বীর লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করলেন। নগরদ্বার দিয়ে তিনি রাজবাটিতে পৌঁছলেন। বানররাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণ রুষ্ট হয়েছেন জেনে অত্যন্ত বিনীতভাবে স্ত্রী সহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। আদর-আপ্যায়নের পর লক্ষ্মণ প্রসন্ন হয়ে শ্রীরামের নির্দেশ জানালেন। সব শুনে সুগ্রীব হাত জোড় করে বললেন—'লক্ষ্মণ ! আমি নির্বুদ্ধি নই এবং কৃতঘ্ন বা নির্দয়ও নই। সীতাদেবীর অনুসন্ধানের জন্য আমি যে-চেষ্টা করেছি, তা আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। দশদিকে সুশিক্ষিত বানরদের পাঠানো হয়েছে ; তাদের প্রত্যাবর্তনের সময়ও নির্দিষ্ট করা আছে। কেউই একমাসের বেশি সময় নিতে পারবে না। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন এই পৃথিবীর প্রতিটি পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, গ্রাম, নগর ও ঘরে

ঘরে সীতাদেবীর অনুসন্ধান করে। পাঁচরাত্রের মধ্যেই তাদের ফিরে আসার সময়কাল পূর্ণ হবে, তারপরে আপনি শ্রীরামের প্রিয় সংবাদ শুনতে পাবেন।'

সুগ্রীবের কথা শুনে লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করে সুগ্রীবের প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি তাঁকে সঙ্গে করে শ্রীরামের কাছে এসে সব কিছু জানালেন। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হতে না হতেই সব দিক থেকে অনুসন্ধান করে কয়েক হাজার বানর এসে পড়ল। শুধু দক্ষিণ দিক থেকে বানর এলো না। উপস্থিত বানররা জানাল বহু চেষ্টা করেও তারা রাবণ বা সীতার কোনো খোঁজ পায়নি। আরও দুমাস পার হওয়ার পর কিছু বানর এসে জানাল—'বানররাজ ! রাজা বালী এবং আপনি যে মধুবনকে আজ অবধি রক্ষা করে এসেছেন, সেটি আজ ধ্বংস হতে বসেছে। আপনি যাদের দক্ষিণ দিকে পাঠিয়েছিলেন, সেই পবন নন্দন হনুমান, বালিকুমার অঙ্গদ এবং আরও কয়েকজন বানরে সেটি ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে।'

তাদের ধৃষ্টতার সংবাদে সুগ্রীব বুঝতে পারলেন যে তারা কাজ পূর্ণ করে এসেছে। কারণ এমন কাজ সেইসব ভৃত্যরাই করতে পারে যারা প্রভুর কার্য ভালোভাবে সিদ্ধ করে আসতে পারে। এই ভেবে বুদ্ধিমান সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। শ্রীরামও অনুমান করলেন যে ওই বানররা নিশ্চয়ই সীতাদেবীর দর্শন পেয়েছে।

হনুমান প্রভৃতি বানররা মধুবনে বিশ্রামের পর সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে এলেন। হনুমানের হাব-ভাব এবং মুখের প্রসন্নতা দেখে শ্রীরাম বুঝলেন যে, হনুমানই সীতাকে দর্শন করেছে। হনুমানাদি অন্য বানররা এসে শ্রীরাম, সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণকে প্রণাম করলেন। তারপর রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে হনুমান বললেন—'শ্রীরাম ! আমি আপনাকে অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ জানাচ্ছি। আমি জানকী মায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথমে

আমরা সকলে এখান থেকে গিয়ে পর্বত, বন, গুহাতে খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে এক বিশাল গুহা নজরে আসে, সেটি বহু যোজন বিস্তৃত ; ভিতরে বহুদূর পর্যন্ত অন্ধকার, ঘন জঙ্গল ও হিংস্র প্রাণীতে পরিপূর্ণ। বহুদূর যাওয়ার পর সূর্যের আলো দেখা গেল। সেখানে অপূর্ব সুন্দর এক ভবন ছিল, সেটি ময়দানবের বলে বিদিত। তাতে প্রভাবতী নামে একজন তপস্বিনী তপস্যা করছিলেন। তিনি নানা সুস্বাদু আহাদের ভোজন করতে দেন, যা খেয়ে আমাদের ক্লান্তি দূর হয়। শরীরে নতুন বল আসে। তাঁর কথামতো আমরা গুহার বাইরে আসতেই

সমুদ্র দেখতে পেলাম। সামনেই সহ্য, মলয় এবং দর্দুর পর্বতও অবস্থিত ছিল। আমরা সকলে মলয় পর্বতে উঠলাম। সেখান থেকে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমার হৃদয় বিষাদ মগ্ন হল, ভয়ংকর জলজন্তু পরিবৃত শত শত যোজন বিস্তৃত এই মহাসাগর কেমন করে পার হব ভেবে অত্যন্ত চিন্তা হল। শেষে অনশনে প্রাণত্যাগ করব বলে আমরা সকলে সেখানে বসে পড়লাম। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা প্রসঙ্গে জটায়ুর কথা উঠল। সেই কথা শুনে পর্বতের ন্যায় বিশালাকায় এক ঘোররূপধারী ভয়ংকর পাখি আমাদের সামনে হাজির হয়, দেখে মনে হচ্ছিল যেন আর এক গরুড়পক্ষী। তিনি আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমরা কোন জটায়ুর কথা বলছ ? আমি সম্পাতি, তার বড় ভাই। বহুদিন আমি তাকে দেখিনি, তার সম্পর্কে কিছু জানলে আমাকে বলো।' আমরা তখন তাঁকে জটায়ুর মৃত্যু এবং আপনার সংকটের কথা জানালাম। এই অপ্রিয় সংবাদ শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—'রাম কে ? সীতাকে কেমন করে হরণ করা হয় ? জটায়ুর মৃত্যু কেমন করে হল ?' তখন আমরা আপনার পরিচয়, সীতাহরণ, জটায়ুর মৃত্যু ইত্যাদি বিবরণ, আমাদের অনশনের কারণ—সমস্ত বিস্তারিতভাবে জানাই। সব শুনে তিনি আমাদের অনশন করতে বারণ করেন ও বলেন—'রাবণকে আমি চিনি, তার মহাপুরী লঙ্কাও আমি দেখেছি। বিদেহকুমারী সীতা ওখানেই আছেন ; তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

তাঁর কথা শুনে আমরা সমুদ্র পারে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করতে থাকি। কেউই যখন সাহস করল না, তখন আমি আমার পিতা বায়ুর স্বরূপে প্রবেশ করে শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র পার হই। সমুদ্রের মধ্যে এক রাক্ষসী ছিল, যাওয়ার সময় তাকেও হত্যা করেছি। লঙ্কায় পৌঁছে রাবণের অন্তঃপুরে আমি সীতাদেবীকে দর্শন করেছি। তিনি আপনার দর্শনের আশায় তপস্যা ও উপবাসে রত। তাঁর কাছে গিয়ে আমি একান্তে বললাম—'দেবী ! আমি শ্রীরামের দূত এক বানর, আপনার দর্শনের আশায় আকাশপথে এসেছি। শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণ দুজনেই কুশলে আছেন। বানররাজ সুগ্রীব তাঁদের রক্ষা করছেন, তাঁরা সকলেই আপনার কুশল সংবাদের জন্য ব্যগ্র। কিছুদিনের মধ্যেই বানর সেনাসহ আপনার স্বামী এখানে পদার্পণ করবেন। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি রাক্ষস নই।' সীতাদেবী কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—'অবিন্ধ্যের কথা অনুযায়ী আমার মনে হয় তুমি 'হনুমান'। সে আমাকে তোমাদের মতো মন্ত্রী ও সুগ্রীবের পরিচয় দিয়েছে। মহাবাহু, তুমি এবার রামের কাছে যাও।' এই বলে তিনি একটি মণি আমাকে দিয়েছেন এবং বিশ্বাস করাবার জন্য একটি কথা বলেছেন, আপনি যখন চিত্রকূট পর্বতে ছিলেন, তখন আপনি একটি কাকের ওপর একটি শরবিহীন তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। এটিই হল সেই কথার প্রধান বিষয়। তারপর সীতার খবর হৃদয়ে ধারণ করে আমি লঙ্কায় আগুন লাগাই এবং আপনার সেবার উদ্দেশ্যে চলে আসি।' সমস্ত সংবাদ শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে শ্রীরাম হনুমানের খুব প্রশংসা করলেন।

——o——

## বানর সেনা সংগঠন, সেতু-বন্ধন, বিভীষণের অভিষেক এবং লঙ্কায় সৈন্য প্রবেশ

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—সুগ্রীবের নির্দেশে তখন সেখানে বড় বড় বানর বীররা একত্রিত হতে লাগল। সর্বপ্রথম বালীর শ্বশুর সুষেণ শ্রীরামের সেবায় উপস্থিত হলেন ; তাঁর সঙ্গে শত কোটি বেগবান বানর সৈন্য ছিল। মহাবলবান গজ গবয়ও সেই রূপ সেনা সঙ্গে নিয়ে এলেন। গন্ধমাদন পর্বত নিবাসী বানররাজাও তাঁর সঙ্গে শত কোটি বানর সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। গবাক্ষের সঙ্গে ছয় হাজার কোটি বানরসেনা ছিল। মহাবলী পনসের সঙ্গে বাহান্ন কোটি সৈন্য এল। অত্যন্ত পরাক্রমশালী দধিমুখও তেজস্বী বানরের বিশাল সৈন্যদল নিয়ে এলেন। জাম্ববানের সঙ্গেও পৌরুষসম্পন্ন শত কোটি সৈন্য এলো। এছাড়াও বহু বানর সেনার দল শ্রীরামের সাহায্যের জন্য একত্রিত হল। বানরদের সেই বিশাল সৈন্য সমাবেশ মহাসমুদ্রের ন্যায় দেখাল। সুগ্রীবের নির্দেশে মাল্যবান পর্বতের পাশেই সকলে শিবির স্থাপন করল।

সমস্ত সেনা একত্রিত হলে শ্রীরাম একদিন শুভ তিথি,

শুভ নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত দেখে সুগ্রীব সহ রওনা হলেন। সৈন্যদল ব্যূহ আকারে অবস্থিত ছিল, ব্যূহের অগ্রভাগ পবননন্দন হনুমান এবং পশ্চাৎভাগ শ্রীলক্ষ্মণ রক্ষা করছিলেন। এছাড়াও নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ, দ্বিবিদও সৈন্যদের রক্ষা করছিলেন। সেই সুরক্ষিত সৈন্যদল শ্রীরামের কার্য সিদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হল। পথে নানাস্থানে শিবির স্থাপন করতে করতে তারা সমুদ্রের তীরে পৌঁছে সেখানেই শিবির স্থাপন করল।

রাম তখন প্রধান প্রধান বানর সহ সুগ্রীবকে ডেকে বললেন—'আমাদের সৈন্যদল বিশাল এবং সামনে অগাধ মহাসমুদ্র, যা পার হওয়া কঠিন ; আপনারা এটি পার হওয়ার কোনো উপায় বলুন। এত সৈন্য পার করার জন্য আমাদের কোনো নৌকাও নেই। ব্যবসায়ীদের জাহাজে করে পার হওয়া সম্ভব, কিন্তু আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদের ক্ষতি করব কীভাবে ? আমাদের সেনারা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, এদের ঠিক মতো রক্ষা না করলে শত্রু এদের নাশ করতে পারে। আমার মনে হয় সমুদ্রের আরাধনা, উপবাসপূর্বক ধরনা দিলে, তিনিই কোনো উপায় জানাবেন। উপাসনা করলেও যদি ইনি রাস্তা না দেখান, তাহলে অগ্নি-বাণের সাহায্যে এঁকে শুষ্ক করে দেব।'

এই বলে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে নিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে সমুদ্রের ধারে বসলেন। নদ ও নদীর প্রভু সমুদ্র তখন জলচরসহ শ্রীরামকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে মধুর বাক্যে বললেন—'কৌশল্যানন্দন ! আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি ?' শ্রীরাম বললেন—'হে মহাসাগর ! আমি আমার সেনাদের জন্য পথ চাই, যাতে লঙ্কায় গিয়ে রাবণ বধ করতে পারি। আপনি যদি আমার অনুরোধে পথ না দেন, তাহলে অভিমন্ত্রিত অগ্নিবাণের সাহায্যে আপনাকে আমি শুষ্ক করে দেব।'

শ্রীরামের কথায় সমুদ্র অত্যন্ত ব্যথিত হলেন—তিনি হাত জোড় করে বললেন—'ভগবান ! আমি আপনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই না এবং আপনার কাজে বাধা দেওয়ারও আমার কোনো ইচ্ছা নেই। আগে আমার কথা শুনুন, তারপর যা ভালো মনে হয় করুন। আপনার নির্দেশে যদি পথ করে দিই, তাহলে অন্য জনও ধনুর্বাণ হাতে আমাকে রাস্তা দিতে আদেশ করবে। আপনার সেনার মধ্যে নল নামক একজন বানর আছে, সে বিশ্বকর্মার পুত্র। তার নির্মাণকার্যের খুব ভালো জ্ঞান আছে। সে নিজে তৃণ, কাঠ, পাথর যা কিছু জলে ফেলবে আমি সেগুলি জলে ভাসিয়ে রাখব। এইভাবে আপনার জন্য এক সেতু তৈরি হয়ে যাবে।'

সমুদ্র এই কথা বলে অন্তর্ধান করলেন। শ্রীরাম তখন অনশন ত্যাগ করে নলকে ডেকে বললেন—'নল ! তুমি সমুদ্রের ওপর একটি সেতু নির্মাণ করো। আমি জানতে পেরেছি তুমি এই ধরনের কাজে দক্ষ।' এই ভাবে শ্রীরাম নলকে দিয়ে সেতু নির্মাণ করালেন, সেই সেতু লম্বায় চারশত ক্রোশ এবং প্রস্থে চল্লিশ ক্রোশ। এখনও এই সেতু 'নলসেতু' নামে প্রসিদ্ধ।

তারপর শ্রীরামের কাছে রাক্ষসরাজ রাবণের ভাই পরম ধর্মাত্মা বিভীষণ এলেন। তাঁর সঙ্গে চারজন মন্ত্রীও ছিলেন। ভগবান রাম অত্যন্ত উদার হৃদয় ছিলেন, তিনি বিভীষণকে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন। সুগ্রীব আশংকা করছিলেন যে এ হয়ত শত্রুর কোনো গুপ্তচর ! কিন্তু শ্রীরাম
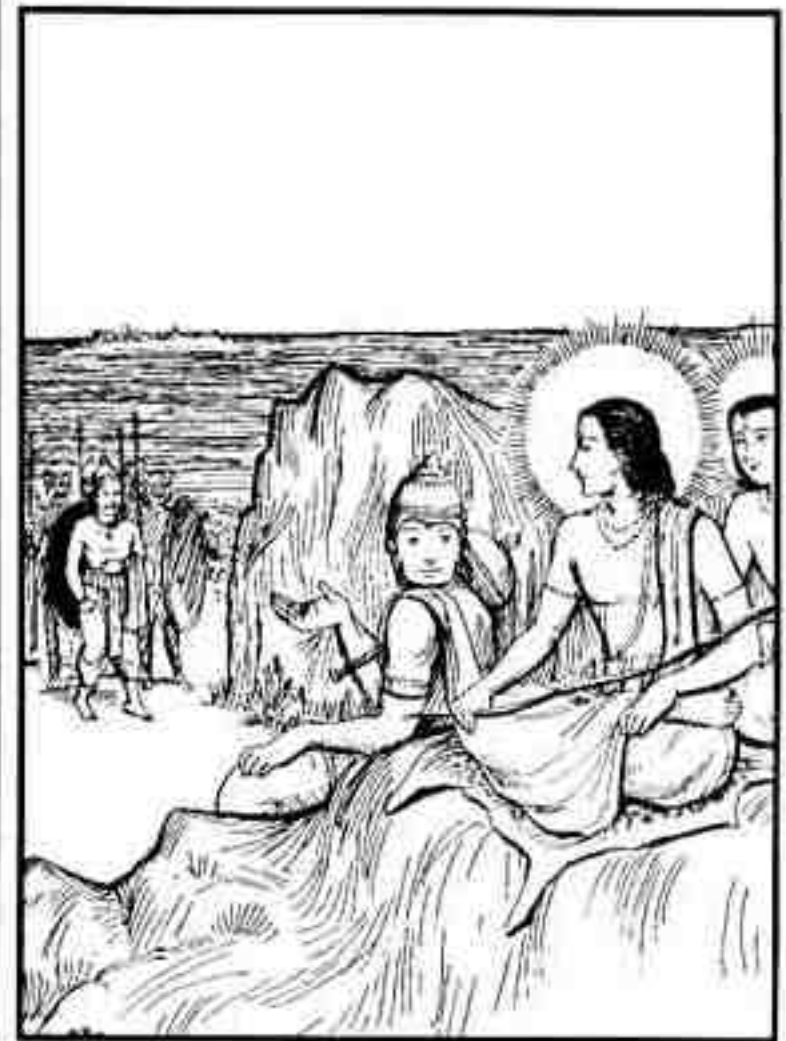
তাঁর হাবভাব, আচরণ এবং মনোভাব পরীক্ষা করে তাঁকে সৎ এবং শুদ্ধমনের জানতে পেরে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন এবং সেই মুহূর্তে তিনি বিভীষণকে রাক্ষসদের রাজারূপে অভিষিক্ত করলেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে

তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিলেন এবং তাঁকে নিজের মন্ত্রণাদাতা নিযুক্ত করলেন। তারপর বিভীষণের সম্মতি নিয়ে সকলে মিলে সেতুর রাস্তা ধরে রওনা হলেন এবং একমাসে সমুদ্রের অন্যপারে এসে পৌঁছলেন। লঙ্কার সীমানায় এসে তাঁরা সৈন্য শিবির স্থাপন করলেন। বানর সৈন্যগণ সেখানকার অনেক বাগান-বাড়ি তছনছ করে দিলেন। রাবণের দুজন মন্ত্রী শুক ও সারণ বানরের বেশে শ্রীরামের সৈন্যদলে মিশে গেল। বিভীষণ সেই দুজনকে চিনে ধরে ফেললেন। তারপর তাদের রামের সৈন্যবল দেখিয়ে ছেড়ে দিলেন। লঙ্কার উপবনে সৈন্যদল অবস্থিত হলে ভগবান রাম বুদ্ধিমান অঙ্গদকে দূত হিসাবে রাবণের কাছে পাঠালেন।

—o—

## রাবণের কাছে রামের দূত রূপে অঙ্গদকে প্রেরণ এবং রাক্ষস ও বানরদের সংগ্রাম

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—লঙ্কার যে বনে অন্ন এবং জলের কোনো অসুবিধা ছিল না, ফল এবং মূলও প্রচুর মাত্রায় ছিল ; সেখানে সৈন্য শিবির স্থাপন করা হয়েছিল, শ্রীরাম সবদিক দিয়ে তাদের রক্ষা করতেন। এদিকে রাবণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। লঙ্কার প্রাকার ও নগরদ্বার অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল ; তাই সাধারণভাবে কোনো আক্রমণকারীর নগরীর মধ্যে যাওয়া অসম্ভব ছিল। নগরের চারদিকে বিস্তৃত এবং গভীর পরিখা ছিল, যা জল পরিপূর্ণ থাকত এবং সেখানে কুমীর প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী বিচরণ করত। নগরের বিশাল ফটকগুলির পাশে লুকিয়ে পাহারা দেওয়ার জন্য বুরুজ ছিল এবং পাহারা দেওয়ার জন্য প্রাচীরের ওপর চলার পথ ছিল।

একদিন অঙ্গদ দূত হয়ে লঙ্কায় গেলেন। নগর দ্বারে গিয়ে তিনি রাবণকে সংবাদ পাঠালেন এবং নির্ভয়ে পুরীতে প্রবেশ করলেন। হাজার হাজার রাক্ষসের মধ্যে অঙ্গদ মধ্যাহ্ন গগনে সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। রাবণের কাছে গিয়ে তিনি বললেন—'রাক্ষসরাজ ! কোশল দেশের রাজা শ্রীরাম আপনাকে জানাবার জন্য যে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তা শুনুন এবং সেই মতো কার্য করুন ; যে ব্যক্তি নিজ মনকে বশে না রেখে অন্যায় কর্ম করে, সেইরূপ রাজার অধীনে থেকে দেশ ও নগর নষ্ট হয়ে যায়। সীতাকে বলপূর্বক অপহরণ করে আপনি একাই অপরাধ করেছেন, কিন্তু তার জন্য দণ্ড পেতে হবে আপনার নিরপরাধ প্রজাদের, আপনার সঙ্গে এদেরও বিনাশ হবে। আপনি বল ও অহংকারে উন্মত্ত হয়ে বনবাসী ঋষিদের হত্যা করেছেন, দেবতাদের অপমান করেছেন, রাজর্ষি এবং রোদনাকুল অবলাদেরও প্রাণ হরণ করেছেন। এখন এই সব অত্যাচারের ফল ভোগ করতে প্রস্তুত হন। আমি আপনাকে সপরিবার হত্যা করব ; সাহস থাকে তো যুদ্ধে পৌরুষ দেখান। নিশাচর ! আমি মনুষ্য দেহধারী হলেও আমার ধনুকের শক্তি দেখবেন। জনকনন্দিনী সীতাকে ছেড়ে দিন, অন্যথায় আমার হাত থেকে কখনো আপনার রেহাই নেই। আমি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে পৃথিবী রাক্ষসশূন্য করে দেব।'
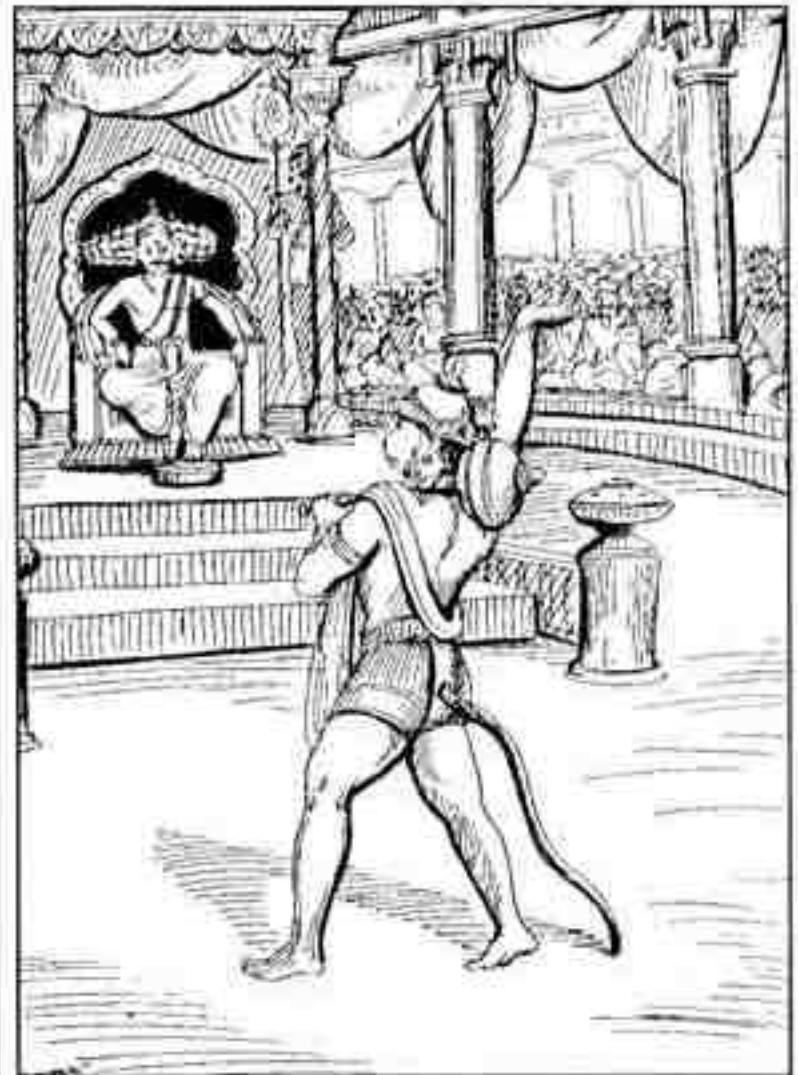
শ্রীরামের দূতের মুখে এরূপ কঠোর বাক্য রাবণ সহ্য

করতে পারলেন না, তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তাঁর ইশারায় চারজন রাক্ষস উঠে যেভাবে পাখি সিংহকে ধরে, সেইভাবে অঙ্গদকে চারদিক দিয়ে ধরে ফেলল। অঙ্গদ সেই চারজনকে নিয়েই একলাফে মহলের ছাতে গিয়ে উঠলেন। সেই লম্ফ প্রদানের সময় চার রাক্ষস ছিটকে নীচে পড়ে গেল আর তাদের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। অঙ্গদ মহলের শিখরে উঠে গেলেন এবং সেখান থেকে লাফিয়ে লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করে নিজ সেনাদলের কাছে চলে এলেন। শ্রীরামের কাছে এসে তিনি সমস্ত ঘটনা জানালেন। শ্রীরাম অঙ্গদের অত্যন্ত প্রশংসা করলেন, তারপর তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন।

তারপর ভগবান রাম বায়ুর ন্যায় বেগসম্পন্ন বানরদের এক সেনাদলকে দিয়ে লঙ্কার ওপর আক্রমণ হানলেন এবং নগর প্রাচীরের চারটি দরজা ভেঙে ফেললেন। নগরের দক্ষিণদ্বারে প্রবেশ করা কঠিন ছিল, কিন্তু লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও জাম্ববানকে সঙ্গে করে সেটিও ধুলায় মিশিয়ে দিলেন। তারপর যুদ্ধকুশল কয়েক কোটি বানর সৈন্য নিয়ে লঙ্কাপুরীতে ঢুকলেন। সেইসময় তাঁর সঙ্গে তিন কোটি ভালুক সেনাও ছিল। রাবণও আক্রমণ প্রতিহত করতে রাক্ষস বীরদের যুদ্ধে পাঠালেন। আদেশ পেয়ে ইচ্ছামতো রূপধারণে সক্ষম ভয়ংকর রাক্ষসের দল এসে পৌঁছাল এবং অস্ত্রের বর্ষণে বানরদের সেখান থেকে হটিয়ে নিজেদের মহাপরাক্রমের পরিচয় দিতে লাগল। বানররাও রাক্ষসদের বধ করতে লাগল, অন্যদিকে রামও বাণের দ্বারা তাদের সংহার করতে শুরু করলেন। লক্ষ্মণ অন্যদিকে তাঁর বাণের সাহায্যে কেল্লার মধ্যে রাক্ষসদের প্রাণ বধ করতে লাগলেন।

রাবণ সব শুনে বিষাদমগ্ন হয়ে পিশাচ এবং রাক্ষসদের ভয়াল সেনা সহ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। তিনি শুক্রাচার্যের মতো যুদ্ধশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। শুক্রের কথামত, তিনি সৈন্যব্যূহ সৃষ্টি করলেন এবং বানর বধ করতে শুরু করলেন। শ্রীরাম রাবণের সৈন্যব্যূহ দেখে বৃহস্পতির রীতি অনুসারে নিজ সৈন্য ব্যূহ তৈরি করলেন। তারপর রাবণের সঙ্গে ভগবান রামের, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে লক্ষ্মণের, বিরূপাক্ষের সঙ্গে সুগ্রীবের, নিখর্বটের সঙ্গে তারের, তুণ্ডের সঙ্গে নলের এবং পটুশের সঙ্গে পনসের যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রতিপক্ষের যাকে নিজের সমকক্ষ মনে হল তাঁরই সঙ্গে বানর-ভালুকসৈন্য যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। এমন ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল হল যে দেবাসুরের সংগ্রামও তার কাছে হীনপ্রভ হয়ে পড়ল।

---

## প্রহস্ত, ধূম্রাক্ষ এবং কুম্ভকর্ণ বধ

মার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন—ভয়ানক পরাক্রমী বীর প্রহস্ত সহসা রণক্ষেত্রে বিভীষণের কাছে এসে চিৎকার করে তাঁকে গদা দিয়ে আঘাত করে। বিভীষণও একটি মহাশক্তি নিয়ে সেটি অভিমন্ত্রিত করে প্রহস্তের মস্তকে মারলেন। সেই শক্তি বজ্রের ন্যায় বেগবান ছিল ; তার আঘাতে প্রহস্তের মাথা কেটে গেল এবং প্রহস্ত ঝড়ে নিপাতিত বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হল। তাকে বধ হতে দেখে ধূম্রাক্ষ নামের রাক্ষস তীব্র বেগে ছুটে এল। তার বাণের আঘাতে বানররা এদিক ওদিক পালাতে লাগল। তাই দেখে পবন-নন্দন হনুমান তাকে তার রথ, ঘোড়া এবং সারথিসহ বধ করলেন। তাকে মরতে দেখে বানররা একটু আশ্বস্ত হল এবং অন্যান্য রাক্ষসদের বিনাশ করতে লাগল। তাদের ভয়ংকর আঘাতে রাক্ষসরা হতাশ হয়ে লঙ্কা-পুরীতে ঢুকে পড়ল এবং রাবণকে যুদ্ধের বিস্তারিত খবর

জানাল।

তাদের কাছে সেনাসহ প্রহস্ত এবং ধূম্রাক্ষ বধের বৃত্তান্ত শুনে রাবণ অত্যন্ত শোকাতুর হলেন। তারপর সিংহাসন থেকে উঠে বললেন—'এখন কুম্ভকর্ণের পরাক্রম দেখাবার সময় হয়েছে।' এই বলে তিনি উচ্চনাদে নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি করলেন এবং বহু চেষ্টা করে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙালেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর কুম্ভকর্ণকে রাবণ বললেন—'ভাই কুম্ভকর্ণ! তুমি জানো না, আমাদের ভীষণ সংকট উপস্থিত হয়েছে, আমি রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করে এনেছি, তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্য রাম সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করে এখানে উপস্থিত হয়েছে ; তার সঙ্গে বানরদের এক বিশাল সৈন্যদলও এসেছে। ওরা আমাদের প্রহস্ত, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি আত্মীয়দের বধ করেছে এবং অনেক রাক্ষসও সংহার করেছে। তুমি ছাড়া এমন আর কোনো বীর নেই, যে ওকে হত্যা করতে পারে। তুমি বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধে গমন করো। রাম-

লক্ষ্মণাদি শত্রুদের সংহার করো।'

রাবণের নির্দেশে কুম্ভকর্ণ নিজ সৈন্য নিয়ে লঙ্কাপুরীর বাইরে এসে বিশাল সৈন্যের সমাবেশ দেখলেন। তারা তখন বিজয়োল্লাসে মগ্ন ছিল। কুম্ভকর্ণ তখন ভগবান রামের দর্শনেচ্ছায় এদিক ওদিক তাকাতে ধনুর্ধারী লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন। ইত্যবসরে বানররা তাঁকে দেখে চারদিক দিয়ে ঘিরে বড় বড় গাছ উপড়ে মারতে শুরু করল। কিছু বানর অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে লাগল। কুম্ভকর্ণ এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে হাসতে হাসতে বানরদের তুলে খেতে আরম্ভ করল। বল, চণ্ডবল, বজ্রবাহু নামক বানর তার মুখের গ্রাস হয়ে গেল। কুম্ভকর্ণের এই ভয়ানক কর্ম দেখে বানররা ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। তাদের চিৎকারে সুগ্রীব শীঘ্রই সেখানে এলেন এবং একটি শালগাছ উপড়ে কুম্ভকর্ণের মাথায় আঘাত করলেন। সেই শালগাছ টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের বিন্দুমাত্রও আঘাত লাগল না। তবে এবারে তিনি একটু সতর্ক হয়ে গেলেন। তারপর তিনি বিকট গর্জন করে

সুগ্রীবকে মুঠোয় ধরে নিয়ে চললেন। লক্ষ্মণ অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন। সুগ্রীবকে নিয়ে যেতে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁকে লক্ষ্য করে এক শক্তিশালী বাণ ছুঁড়লেন। সেই বাণ কুম্ভকর্ণের কবচ ভেদ করে শরীরকে ছিন্ন করে রক্তরঞ্জিত হয়ে মাটিতে পড়ল। শরীরে ছিদ্র হওয়ায় তিনি সুগ্রীবকে ছেড়ে এক বিরাট পাথর খণ্ড নিয়ে লক্ষ্মণের ওপর আক্রমণ করলেন। লক্ষ্মণও সত্বর দুই তীক্ষ্ণবাণের আঘাতে তাঁর দুই হাত কেটে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভকর্ণের হাত

চারটি হয়ে গেল। তখন তিনি চার হাতে লক্ষ্মণকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু সুমিত্রানন্দন আবারও তাঁর চার হাত কেটে ফেললেন। তখন কুম্ভকর্ণ তাঁর দেহকে বিশাল বড় করে ফেললেন ; তাতে বহু হস্ত, বহু পদ এবং বহু মস্তক দেখা গেল। তখন লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাঁর দেহ চিরে দিলেন। প্রলয় ঝড়ে যেমন বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়, তেমনই সেই দিব্যাস্ত্রে আহত হয়ে মহাবলী কুম্ভকর্ণ পৃথিবীতে পড়লেন। কুম্ভকর্ণকে প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়তে দেখে রাক্ষসরা ভয়ে পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধে বানরের তুলনায় রাক্ষস অধিক সংখ্যায় বধ হল।

—o—

## রাম-লক্ষ্মণের মূর্ছা এবং ইন্দ্রজিৎ বধ

মার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন—রাবণ তখন তাঁর বীরপুত্র ইন্দ্রজিতকে বললেন—'পুত্র ! তুমি শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী বীর, যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাজিত করে তুমি তোমার উজ্জ্বল কীর্তি বিস্তারিত করেছ ; সুতরাং তুমি যুদ্ধে যাও এবং রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বধ করো।'

ইন্দ্রজিৎ 'তাই হোক' বলে পিতার আদেশ স্বীকার করে কবচ ধারণ করে রথে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তিনি নিজ নাম ঘোষণা করে লক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। লক্ষ্মণও ধনুর্বাণ নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে এলেন এবং সিংহ যেমন তার হুংকারে মৃগদের ভীত সন্ত্রস্ত করে, তেমনই নিজ টংকার ধ্বনিতে রাক্ষসদের ভীত করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণ উভয়েই দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ জানতেন। দুজনেই একে অপরকে হারাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ; তাই দুজনেই মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। এর মধ্যে বালিকুমার অঙ্গদ একটি গাছ উপড়ে ইন্দ্রজিতের মাথায় আঘাত করলেন। আঘাত পেয়েও তিনি বিচলিত হলেন না। অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের খুব কাছে চলে এসেছিলেন, তখন ইন্দ্রজিৎ তাঁর বাম পাঁজরে গদা দিয়ে জোরে মারলেন। কিন্তু অঙ্গদও অত্যন্ত বলবান ছিলেন, তাই এই প্রহারে তিনি একেবারেই বিচলিত হলেন না। ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি আবার এক শালবৃক্ষ তুলে ইন্দ্রজিতের ওপর আঘাত হানলেন, তাতে তাঁর রথ ভেঙে ঘোড়া ও সারথি মারা গেল। রথ ভেঙে যেতে ইন্দ্রজিৎ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে মায়ার বলে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তাঁকে অন্তর্ধান হতে দেখে রাম সেখানে এসে সেনাদের রক্ষা করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে রাম ও লক্ষ্মণের সমস্ত শরীর হাজার হাজার বাণে ঢেকে দিলেন। বানররা তাঁকে দেখতে না পেয়ে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড নিয়ে আকাশ-পথে তাঁকে খুঁজতে লাগল। ইন্দ্রজিৎ লুকায়িতভাবে বানরদের এবং রাম ও লক্ষ্মণের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। দুই ভ্রাতার সারা গায়ে বাণবিদ্ধ হলে তাঁরা মাটিতে পড়ে গেলেন।

এরমধ্যে বিভীষণ সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি প্রজ্ঞাস্ত্রের সাহায্যে তাঁদের মূর্ছা দূর করলেন এবং সুগ্রীব বিশল্যা নামে ওষধি মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে তাঁদের দেহে লেপন করলেন। তার প্রভাবে সহজেই তাঁদের শরীরের বাণ অপসারিত হয়ে গিয়ে সব ক্ষত সেরে গেল। এর ফলে তাঁদের চেতনা ফিরে এল এবং আলস্য ও ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে গেল। ভগবান রামকে সুস্থ হতে দেখে বিভীষণ হাত জোড় করে বললেন—'মহারাজ আপনার সেবার জন্য শ্বেতগিরি থেকে একজন গুহ্যক এসেছে, কুবেরের আদেশে সে এই দিব্য জল নিয়ে এসেছে। এই পবিত্র জলে

আপনি চক্ষু ধৌত করলে মায়ার সাহায্যে লুক্কায়িত প্রাণীদের দেখতে পাবেন এবং যাকে এই জল দেবেন, সে-ও ওইসব প্রাণীদের দেখতে পাবে।'

ভগবান শ্রীরাম সেই পবিত্র জল নিয়ে তাঁর দুই চক্ষু ধৌত করলেন। পরে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্ববান, হনুমান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিধ এবং নীলও চক্ষু ধৌত করলেন। প্রায় সব বানর নেতাই এই জল নিয়ে নিজের নিজের চক্ষু ধৌত করেন। বিভীষণের কথা অনুসারেই তৎক্ষণাৎ সেই জলের প্রভাব দেখা গেল। মুহূর্তের মধ্যেই অগোচর সবকিছুই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে সেদিন যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তা জানাতে তিনি রাবণের কাছে যান ; সেখান থেকে এসে পুনরায় তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখনই লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে তাঁর ওপর আক্রমণ চালান। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে মর্মভেদী বাণের সাহায্যে বিদ্ধ করেন। লক্ষ্মণ তখন অগ্নির ন্যায় দহনকারী বাণে ইন্দ্রজিতকে আঘাত করেন। সেই বাণে আহত হয়ে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হয়ে বিষধর সাপের ন্যায় আটটি বাণ দিয়ে লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেন। তখন লক্ষ্মণ অগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণ মুখসম্পন্ন তিনটি বাণ দিয়ে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করেন। এই বাণগুলি ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করামাত্রই তাঁর দেহ প্রাণশূন্য হয়ে ধরাশায়ী হল।

—— o ——

## রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণ বধ এবং রাম-সীতার মিলন

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হলে রাবণ রত্নখচিত স্বর্ণ রথে করে লঙ্কাপুরী থেকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল নানা অস্ত্রে সজ্জিত ভয়ংকর রাক্ষসের দল। তারা বানর সেনাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শ্রীরামের দিকে এগিয়ে চলল। রাবণকে ক্রোধান্বিত হয়ে শ্রীরামের দিকে আসতে দেখে সেনাসহ মৈন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, হনুমান এবং জাম্ববান তাঁদের চার দিক থেকে ঘিরে ধরল। সেই বানর বীরদের বৃক্ষের আঘাতে রাবণের সৈন্যরা মৃতপ্রায় হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। মায়াবী রাবণ যখন দেখলেন শত্রু তাঁর সেনাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে, তখন তিনি মায়াজাল বিস্তার করলেন। তাঁর দেহ থেকে নানা দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত শত শত হাজার সৈন্য বার হতে থাকল। কিন্তু ভগবান রাম তাঁর দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে তাদের সকলকে বধ করলেন। তখন রাবণ অন্য মায়া বিস্তার করলেন। তিনি রাম ও লক্ষ্মণের রূপই ধারণ করে রাম-লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হলেন। রাক্ষসরাজের মায়া দেখে লক্ষ্মণ এতটুকু বিস্মিত হলেন না, তিনি শ্রীরামকে বললেন—'ভগবান ! আপনারই আকৃতি বিশিষ্ট এই পাপী রাক্ষসকে হত্যা করুন।' শ্রীরাম 'রামরূপী' রাবণ ও বহু রাক্ষসকে ধরাশায়ী করলেন।

এই সময় ইন্দ্রের সারথি মাতলি নীলবর্ণের ঘোড়া সমন্বিত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী রথ নিয়ে রণাঙ্গনে শ্রীরামের কাছে এসে বললেন—'রঘুনাথ ! নীলঘোড়া সমন্বিত এটি ইন্দ্রের জৈত্র নামক শ্রেষ্ঠ রথ। এই রথে করে ইন্দ্র রণভূমিতে বহু দৈত্য ও দানব বধ করেছেন। পুরুষসিংহ ! আপনি আমার সারথ্যে এই রথে চড়ে শীঘ্র রাবণকে বধ করুন, বিলম্ব করবেন না।' শ্রীরঘুনাথ প্রসন্ন হয়ে সেই রথে উঠলেন। রাবণকে আক্রমণ করতেই সব রাক্ষস হাহাকার করে উঠল এবং আকাশে দেবতারা দুন্দুভি বাজিয়ে
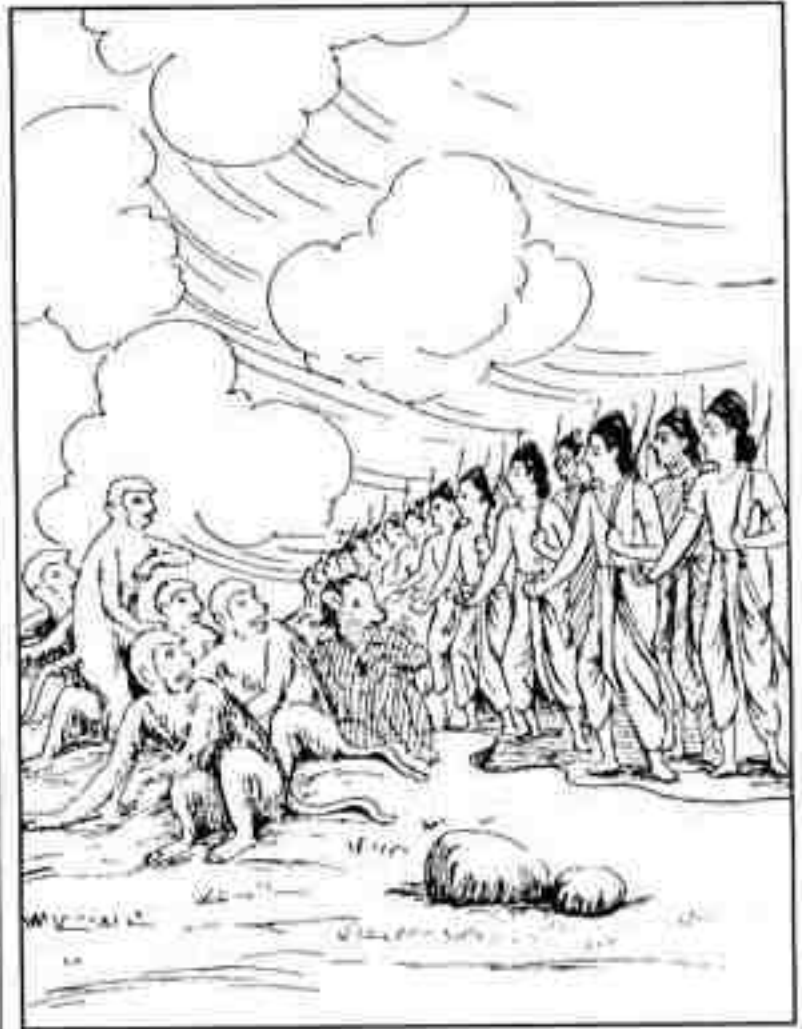
সিংহনাদ করতে লাগলেন। এইভাবে রাম ও রাবণের ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। এই যুদ্ধের আর কোনো তুলনা পাওয়া অসম্ভব। রাবণ রামের ওপর বজ্রের ন্যায় অত্যন্ত কঠিন এক ত্রিশূল ছুঁড়লেন। রাম তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণবাণ দিয়ে সেটি কেটে ফেললেন। তাঁর এই দুষ্কর কাজ দেখে রাবণ ভীত হলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে হাজার-হাজার তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। তাঁর সেনাদলও তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রের বন্যা বইয়ে দিল। রাবণের এই ভীষণ মায়াতে হতবুদ্ধি হয়ে বানররা চারদিকে পালাতে শুরু করল। তখন শ্রীরাম তাঁর গাণ্ডীব থেকে একটি বাণ ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে রাবণের উদ্দেশ্যে মারলেন। রাম যেই বাণটি ছুঁড়লেন তখনই সেই রাক্ষস রথ, ঘোড়া এবং সারথিসহ ভয়ানক অগ্নি পরিবৃত হয়ে জ্বলতে লাগল। পুণ্যকর্মা ভগবান শ্রীরামের হাতে এইভাবে রাবণকে বধ হতে দেখে গন্ধর্ব এবং দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

রাজন্ ! দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণকারী নীচ রাক্ষস রাবণকে বধ করে রাম-লক্ষ্মণ এবং তাঁদের সুহৃদরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দেবতা এবং ঋষিগণ জয়ধ্বনি করে মহাবাহু রামকে আশীর্বাদ জানিয়ে অভিনন্দিত করলেন। সকল দেবতা কমলনয়ন রামের স্তুতি করলেন, গন্ধর্বরা পুষ্পবৃষ্টি করে, কীর্তিগান করে তাঁর পূজা করলেন। তারপর ভগবান শ্রীরাম লঙ্কার রাজপদে বিভীষণকে অভিষিক্ত করলেন। অবিন্ধ্য নামক বুদ্ধিমান ও বয়োবৃদ্ধ

মন্ত্রী সীতাদেবীকে নিয়ে বিভীষণের সঙ্গে শ্রীরামের কাছে এলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন—'মহাত্মা ! সর্বগুণসম্পন্না, পতিপরায়ণা, শুদ্ধাচারী দেবী জানকীকে গ্রহণ করুন।' সুন্দরী সীতাদেবী একটি পালকিতে বসে ছিলেন, তিনি শোকে অত্যন্ত কৃশ হয়েছিলেন, তাঁর শরীরে ময়লা এবং চুলে জটা পড়েছিল। তাঁকে দেখে শ্রীরাম বললেন—'জনকনন্দিনী ! আমার যা কর্তব্য ছিল, তা আমি করেছি ; এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ পুরুষ অন্য পুরুষের স্পর্শ করা স্ত্রীকে এক মুহূর্তের জন্যও গ্রহণ করতে পারে না।' শ্রীরামের এরূপ কঠোর বাক্য শুনে সুকুমারী সীতা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কর্তিত কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন এবং সমস্ত বানর ও লক্ষ্মণ এই কথা শুনে প্রাণহীনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে গেলেন।

তখন জগৎ সৃষ্টিকারী দেবাদিদেব ব্রহ্মা বিমানে করে সেখানে পদার্পণ করলেন। তাঁর সঙ্গেই ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু,

যম, বরুণ, কুবের এবং সপ্তর্ষিরাও দর্শন দিলেন, দিব্য মূর্তি ধারণ করে রাজা দশরথও এক হংসবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ বিমানে সেখানে এলেন। সেই সময় দেবতা ও গন্ধর্বদের ভিড়ে সারা আকাশ শরৎকালীন নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের ন্যায় প্রতিভাত হতে লাগল। যশস্বিনী জানকী তাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশাল বক্ষ শ্রীরামকে বললেন—'রাজপুত্র ! স্ত্রী ও পুরুষের অবস্থান আপনি ভালোভাবেই জানেন, তাই আপনাকে কোনো দোষ দেব না। কিন্তু আপনি আমার কথা শুনুন। নিরন্তর গতিশীল বায়ু সকল প্রাণীর ভিতর বিদ্যমান, আমি যদি কোনো পাপ করে থাকি তাহলে সে যেন আমার প্রাণ হরণ করে। বীরবর ! যদি আমি স্বপ্নেও আপনি ব্যতীত আর কারো কথা চিন্তা না করে থাকি, তাহলে এই দেবতারা উত্তর দিন, উত্তরে সন্তুষ্ট হলে আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।' তখন বায়ু বললেন—'হে রাম ! আমি নিরন্তর গতিশীল বায়ু। সীতা সত্যই নিষ্কলঙ্ক। তুমি তোমার পত্নীকে গ্রহন করো।' অগ্নি বললেন—'রঘুনন্দন ! আমি প্রাণীদের শরীরের মধ্যে অবস্থান করি, তাই আমি তাদের অনেক গুপ্ত কথা জানি ; আমি সত্যই বলছি মৈথিলীর কোনোই অপরাধ নেই।' বরুণ বললেন—'রাঘব ! সমস্ত ভূতাদির রস আমা হতেই উৎপন্ন হয়, আমি নিশ্চিতভাবে জানাচ্ছি তুমি মিথিলেশ কুমারীকে গ্রহণ করো।' ব্রহ্মা বললেন—'রঘুবীর ! তুমি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প, দানব এবং মহর্ষিগণের শত্রু রাবণকে বধ করেছ ; আমার বরের প্রভাবে সে সমস্ত জীবের পক্ষে অবধ্য ছিল। কোনো কারণবশত কিছুকাল এই পাপীর পাপ উপেক্ষা করেছিলাম। এই দুষ্টকে বধ করার জন্যই সীতা হরণ হয়েছিল। নলকুবেরের শাপের সাহায্যে আমিই জানকীকে রক্ষা করেছি। রাবণ আগেই এই অভিশাপ পেয়েছিল যে 'যদি তুমি কোনো পরস্ত্রীর শ্লীলতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভঙ্গ করো, তাহলে তোমার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।' তাই হে রাম ! তুমি কোনো আশংকা না করে সীতাকে গ্রহণ করো। তুমি দেবতাদের জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় কাজ করেছ।' দশরথ বললেন, 'বৎস ! আমি তোমার পিতা দশরথ, তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি ; তোমার কল্যাণ হোক। আমি তোমাকে আদেশ করছি যে তুমি এবার অযোধ্যায় রাজত্ব করো।' তখন শ্রীরাম বললেন—'মহারাজ ! যদি আপনি আমার পিতা হন, তাহলে আপনাকে প্রণাম করি। আপনার আদেশে এবার আমি সুরম্যনগরী অযোধ্যায় যাব।'

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! শ্রীরাম তখন সকল দেবতাকে প্রণাম করে বন্ধুবর্গের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে সীতাদেবীকে পরম আনন্দে গ্রহণ করলেন। তারপর শত্রুসূদন শ্রীরামচন্দ্র অবিন্ধ্যকে অভীষ্ট বরপ্রদান করলেন এবং ত্রিজটা রাক্ষসীকে ধন ও মান দ্বারা সন্তুষ্ট করলেন। এরপর ভগবান ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—'কৌশল্যানন্দন ! প্রার্থনা কর, আজ তোমাকে আমি কী বর দেব ?' তখন শ্রীরাম বললেন—'আমার যেন সদা ধর্মে মতি থাকে, শত্রুর কাছে কখনো পরাজিত না হই এবং রাক্ষসদের হাতে যেসব বানর হত হয়েছে, তারা যেন পুনর্জীবন লাভ করে।' শ্রীব্রহ্মা তখন 'তথাস্তু' বলতেই সব বানর জীবিত হল। তখন সৌভাগ্যবতী সীতাদেবীও শ্রীহনুমানকে বর দিলেন, 'পুত্র ! যতদিন রামের কীর্তি থাকবে, ততদিন তোমার জীবন থাকবে এবং আমার কৃপায় তুমি সর্বদাই দিব্য ভোগ প্রাপ্ত হবে।' তারপর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

—o—

## শ্রীরামের অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন এবং রাজ্যাভিষেক

বিভীষণের দ্বারা সম্মানিত হয়ে শ্রীরাম লঙ্কার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন, তারপরে সুগ্রীব ইত্যাদি মুখ্য বানর নেতাদের সঙ্গে আকাশগামী পুষ্পক বিমানে সমুদ্র পার হলেন। সমুদ্রের এপারে এসে তিনি প্রথমে যেখানে তাঁর প্রধান মন্ত্রীদের সঙ্গে থাকতেন, সেখানে বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি সকলকে রত্নাদি উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। সকলে প্রস্থান করলে শ্রীরাম সীতাদেবী, ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণের সঙ্গে পুষ্পক বিমানে কিষ্কিন্ধ্যাপুরী রওনা হলেন। কিষ্কিন্ধ্যাতে পৌঁছে তিনি মহাপরাক্রমী বীর অঙ্গদকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করলেন।
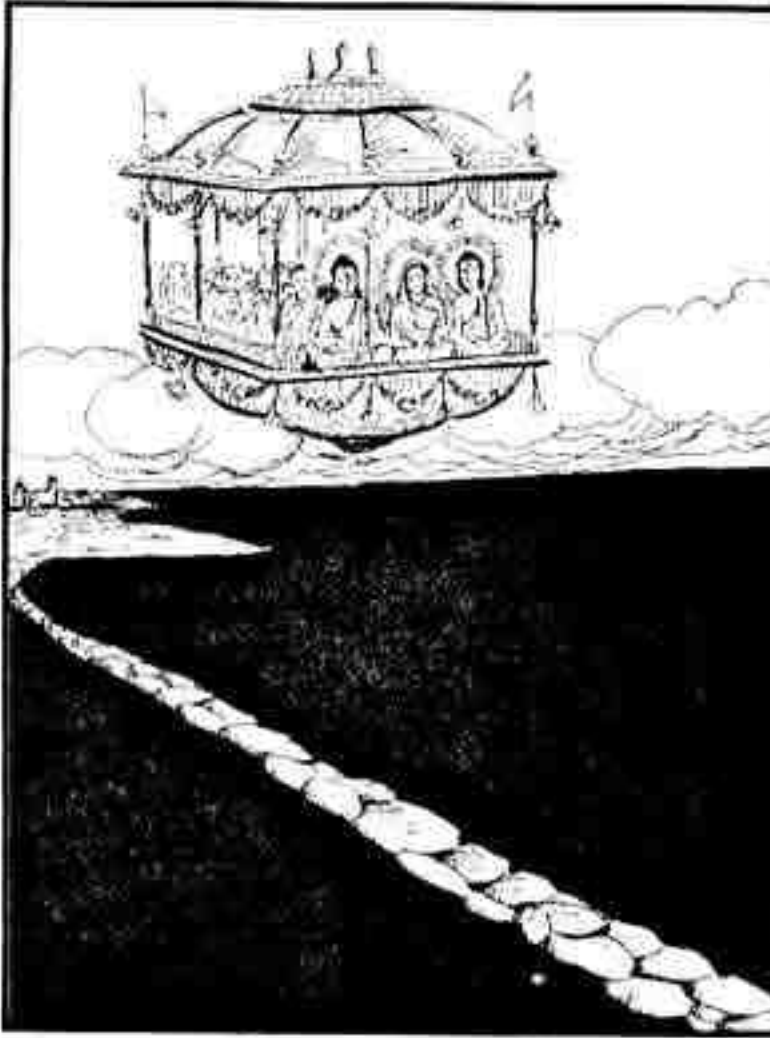
এরপর সকলকে নিয়ে যে পথে এসেছিলেন, সেই পথে নিজ রাজধানীতে ফিরে চললেন। অযোধ্যার কাছে পৌঁছে তিনি শ্রীহনুমানকে দূত করে পাঠালেন ভ্রাতা ভরতের কাছে। ভরতের আচরণে তাঁর মনোভাব বুঝে হনুমান তাঁকে শ্রীরামের পুনরাগমনের প্রিয় সংবাদ জানিয়ে ফিরে এলে সকলে নন্দীগ্রামে প্রবেশ করলেন। শ্রীরাম দেখলেন ভরত চীরবস্ত্র পরিধান করে আছেন, তাঁর দেহ তপস্বীর ন্যায় এবং তিনি শ্রীরামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে নীচে আসনে বসে আছেন। ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম পরাক্রমশালী রঘুনাথ ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। জানকীদেবীকে দেখে ভরত ও শত্রুঘ্ন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর ভরত আন্তরিক আনন্দে ভগবান রামকে তাঁর রাজ্য সমর্পণ করলেন। এরপর বিষ্ণুদেবযুক্ত শ্রবণ নক্ষত্রের পুণ্য দিবস উপস্থিত হলে বশিষ্ঠ ও বামদেব উভয়ে শুভ শিরোমণি ভগবান শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক করলেন।

অভিষেক কার্য সম্পন্ন হলে শ্রীরাম কপিরাজ সুগ্রীব এবং পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণকে রাজ্যে ফেরার অনুমতি প্রদান করলেন। রাম তাঁদের নানাভাবে আদর ও আপ্যায়ন করেন। তাতে এঁরাও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়কালে বিয়োগব্যথায় তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। ভগবান রাম পুষ্পক বিমানটি কুবেরকে প্রত্যার্পণ করে দেবর্ষিদের সাহায্যে গোমতী নদীর তীরে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন, যাতে প্রার্থনাকারীদের জন্য সব সময় ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখা ছিল।

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—মহাবাহু যুধিষ্ঠির! পূর্বকালে অতুলনীয় পরাক্রমশালী বীর শ্রীরাম এইরূপ বনবাসের ভয়ংকর কষ্ট ভোগ করেছিলেন। পুরুষসিংহ! তুমি ক্ষত্রিয়, দুঃখ কোরো না। তুমি তোমার বাহুবলের ওপর নির্ভর করে প্রত্যক্ষ ফল প্রদানকারী পথে দৃষ্ট রয়েছ। এতে তোমার বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই। এরূপ সংকটপূর্ণ জীবন ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ও অসুরদেরও ভোগ করতে হয়েছে। যেভাবে ইন্দ্র মরুতদের সাহায্যে বৃত্রাসুরকে নাশ করেছিলেন, তেমনই তুমি এই দেবতুল্য ধনুর্ধর ভ্রাতাদের সাহায্যে সমস্ত শত্রুকে যুদ্ধে পরাস্ত করবে। শ্রীরাম তো একাই সেই ভয়ংকর পরাক্রমশালী রাবণকে যুদ্ধে বধ করে জানকীদেবীকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর সাহায্যকারী শুধু বানর ও ভালুকই ছিল। এইসব কথা তুমি ভেবে দেখ।

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—এইভাবে মতিমান ঋষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য এবং মনোবল বাড়িয়ে দিলেন।

—o—

# সাবিত্রী চরিত্র—সাবিত্রীর জন্ম ও বিবাহ

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! দ্রৌপদীর জন্য আমার যেরূপ দুঃখ হয়, সেরূপ আমার নিজের জন্যও হয় না, এমনকী রাজ্য চলে যাওয়ার জন্যও হয় না। দ্রৌপদী যেমন পতিব্রতা নারী, এরূপ কোনো ভাগ্যবতী নারী আপনি কখনো দেখেছেন বা তাঁর সম্বন্ধে শুনেছেন কী ?

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! রাজকন্যা সাবিত্রী যেমনভাবে কুল-কামিনীদের পরম সৌভাগ্যরূপ পাতিব্রত্যের সুযশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, শোন। মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসেবী রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল, চতুর, পুরবাসী ও দেশবাসীর প্রিয়, সমস্ত প্রাণীর হিতে তৎপর এবং ক্ষমাশীল ছিলেন। সেই নিয়মনিষ্ঠ রাজার ধর্মশীলা জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে এক কমলনয়না কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রাজা প্রসন্ন মনে তাঁর জাতকর্মাদি সুসম্পন্ন করান। সাবিত্রীদেবীকে যজ্ঞে আহ্বান করায় সাবিত্রী দেবীই প্রসন্ন হয়ে এই কন্যা প্রদান করেন, তাই ব্রাহ্মণরা এবং রাজা তাঁর নাম 'সাবিত্রী' রাখেন।

মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় কন্যা ক্রমশ বড় হতে লাগলেন এবং যৌবনে প্রবেশ করলেন। যৌবনপ্রাপ্তা কন্যাকে দেখে মহারাজ অশ্বপতি অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তিনি সাবিত্রীকে বললেন, 'কন্যা ! তুমি এখন বিবাহযোগ্যা হয়েছ, তুমি

স্বয়ংই কোনো যোগ্য পাত্রের সন্ধান করো। ধর্মশাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে, বিবাহযোগ্যা কন্যাকে যে পিতা কন্যাদান করেন না, তিনি নিন্দনীয় হন। ঋতুকালে যে পতি স্ত্রী সমাগম করেন না, সেই পতি নিন্দার পাত্র হয়ে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুর পর যে পুত্র বিধবা মাতাকে পালন করেন না, তিনিও নিন্দনীয় হন। অতএব তুমি শীঘ্রই পতি অন্বেষণ করো এবং এমন কাজ করো যাতে আমি দেবতাদের কাছে অপরাধী না হই।' কন্যাকে এই কথা বলে তিনি বৃদ্ধমন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন সাবিত্রীকে অনুসরণ করেন।

তপস্বিনী সাবিত্রী সংকোচের সঙ্গে পিতার আদেশ মেনে নিলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে স্বর্ণরথে বৃদ্ধমন্ত্রীদের সঙ্গে পতি অন্বেষণে রওনা হলেন। তিনি রাজর্ষিদের তপোবনে গেলেন, সেখানে রাজর্ষিদের চরণবন্দনা করে ক্রমশ নানা উপবন পার হতে লাগলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত তীর্থে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ধন-রত্ন দান করতে করতে এগোতে লাগলেন।

রাজন্ ! একদিন মদ্ররাজ অশ্বপতি তাঁর সভায় বসে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। সাবিত্রীদেবী সেইসময় মন্ত্রীগণসহ তীর্থভ্রমণ করে পিতার কাছে এলেন। সেখানে নারদকে উপস্থিত দেখে তিনি উভয়কেই প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! আপনার কন্যা কোথায় গিয়েছিলেন, কোথা থেকে আসছেন ? ইনি যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছেন, এঁর বিবাহ দিচ্ছেন না কেন ?' অশ্বপতি বললেন—'আমি সেইজন্যই একে পাঠিয়েছিলাম এবং আজই ও ফিরে এসেছে। আপনি একে জিজ্ঞাসা করুন, ও কাকে পছন্দ করেছে ?' তারপর অশ্বপতি সাবিত্রীকে বললেন, 'তুমি তোমার কথা বলো।' সাবিত্রী তাঁর নির্দেশ মেনে বললেন—'শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক বিখ্যাত ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন, পরে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং পুত্র বাল্যাবস্থায় থাকার সুযোগে তাঁর পূর্বশত্রু এক প্রতিবেশী রাজা তাঁর রাজ্য দখল করেন। রাজা তখন তাঁর বালক পুত্র ও ভার্যাকে নিয়ে বনে চলে যান এবং ব্রত ও তপস্যা করে দিন কাটাতে থাকেন। তাঁদের পুত্র সত্যবান বনে থেকে যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই আমার যোগ্য আর আমি মনে

মনে তাঁকেই পতিরূপে বরণ করেছি।'

তাই শুনে নারদ বললেন—'রাজন্‌ ! অত্যন্ত চিন্তার কথা, সাবিত্রীর পক্ষে বড় ভুল হয়েছে, সে না জেনেই সত্যবানকে গুণবান মনে করে তাঁকে বরণ করেছে। এই কুমার সত্যবানের পিতা সত্যভাষী এবং মাতাও সত্যভাষণ করেন, তাই ব্রাহ্মণরা তাঁর নাম রেখেছেন 'সত্যবান'।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতার প্রিয় পুত্র রাজকুমার সত্যবান এখন তেজস্বী, বুদ্ধিমান, ক্ষমাবান এবং শূরবীর হয়ে উঠেছেন তো ?'

দেবর্ষি নারদ বললেন—'দ্যুমৎসেনের বীর পুত্র সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির মতো বুদ্ধিমান, ইন্দ্রের ন্যায় বীর, পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল, রন্তিদেবের মতো দাতা, উশীনরের পুত্র শিবির মতো ব্রহ্মণ্য এবং সত্যবাদী, যযাতির মতো উদার, চন্দ্রের মতো প্রিয়দর্শন এবং অশ্বিনীকুমারদের মতো রূপবান। তিনি জিতেন্দ্রিয়, মৃদু স্বভাব, শূরবীর, বন্ধুস্বভাবপন্ন, ঈর্ষাহীন, লজ্জাশীল এবং তেজস্বী। তপস্যা ও শীলে নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে থাকেন যে তাঁর মধ্যে সারল্য সর্বদা বিরাজ করে।'

অশ্বপতি বললেন—'ভগবান ! আপনি তো তাঁকে সর্বগুণসম্পন্ন বলে জানাচ্ছেন, তাঁর মধ্যে যদি কোনো দোষ থাকে তবে সেটাও আমাকে নির্দ্বিধায় বলুন।'

দেবর্ষি নারদ বললেন—'তাঁর মধ্যে একটিই মাত্র দোষ আছে, তাতেই তাঁর সমস্ত গুণ অবদমিত হয়ে আছে এবং কোনোভাবেই তা রোধ করা যাবে না। এছাড়া তাঁর মধ্যে আর কোনো দোষ নেই— সেই দোষ হল যে আজ থেকে ঠিক একবছর পরে সত্যবানের আয়ু শেষ হয়ে যাবে এবং সে দেহত্যাগ করবে।'

রাজা তখন সাবিত্রীকে ডেকে বললেন—'সাবিত্রী ! এখানে এস। তুমি আবার যাও এবং অন্য কোনো বরের সন্ধান করো। দেবর্ষি নারদ আমাকে বলেছেন সত্যবান অল্পায়ু, সে একবছর পরেই দেহত্যাগ করবে।'

সাবিত্রী বললেন—'পিতা ! কাঠ বা পাথরের টুকরো একবারই পৃথক হয়, কন্যাকে একবারই দান করা যায় এবং 'আমি দান করলাম' এই সংকল্প একবারই করা যায়। এখন আমি যাকে বরণ করেছি তিনি দীর্ঘায়ু হন অথবা স্বল্পায়ু, গুণবান হন অথবা গুণহীন—তিনিই আমার পতি হবেন। অন্য কোনো পুরুষকে আমি বরণ করতে পারব না। প্রথমে মনে মনে স্থির করে তারপর তা বলা হয় এবং তদনুরূপ কর্ম সম্পাদিত হয়। সুতরাং আমার কাছে মনই পরম সত্যি।'

দেবর্ষি নারদ বললেন—'রাজন্‌ ! তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। তাই একে কোনোভাবেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। সত্যবানের যে সব গুণ আছে, তা অন্য কোনো পুরুষের নেই। তাই আমারও মনে হয়, এই ঈশ্বরের ইচ্ছা, আপনি ওঁকেই কন্যাদান করুন।'

রাজা বললেন—'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, এ সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না, আপনি আমার গুরুদেব। সুতরাং আমি তাই করব।'

কন্যাদানের বিষয়ে নারদের আদেশ শিরোধার্য করে রাজা অশ্বপতি বিবাহের আয়োজন করলেন এবং গুরুজন ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের ডেকে শুভদিনে কন্যাকে নিয়ে রওনা হলেন। রাজা অশ্বপতি সেই পবিত্র-বনে ব্রাহ্মণসহ দ্যুমৎসেনের আশ্রমে পদব্রজে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দেখলেন সেই নেত্রহীন রাজা এক শালবৃক্ষের নীচে কুশাসনে বসে আছেন। রাজা অশ্বসেন রাজর্ষি দ্যুমৎসেনকে যথাযোগ্য সম্মান জানালেন এবং বিনীতভাবে নিজের পরিচয় দিলেন। ধর্মজ্ঞ রাজর্ষি অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে অশ্বপতিকে সমাদর জানালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—'বলুন, কী কারণে আপনি কৃপা করে এখানে পদার্পণ করেছেন ?' তখন রাজা অশ্বপতি বললেন—

'রাজর্ষি ! সাবিত্রী নামে আমার এক রূপবতী কন্যা আছে। একে ধর্ম অনুসারে আপনার পুত্রবধূরূপে স্বীকার করুন।'

দ্যুমৎসেন বললেন—'আমি রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছি, এখন এই বনে বাস করে সংযম সহকারে তপস্বী জীবন যাপন করছি। আপনার কন্যা এই কষ্ট সহ্য করতে পারবে না ; সে এখানে কেমন করে থাকবে ?'

অশ্বপতি বললেন—'রাজন্! সুখ এবং দুঃখ তো আসে আর যায়, আমি এবং আমার কন্যা একথা জানি। আমাকে আপনার একথা বলা উচিত নয়, আমি তো সব স্থির করেই এখানে এসেছি।'

দ্যুমৎসেন বললেন—'রাজন্ ! আমার আগেই এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাজ্যচ্যুত হওয়ায় সে চিন্তা পরিত্যাগ করেছি। এখন যদি আমার আগের ইচ্ছা স্বয়ংই পূর্ণ হয়ে যায়, তবে তাই হোক। আপনি আমার অভীষ্ট অতিথি।'

তারপরে আশ্রমে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণকে ডেকে দুই রাজা শাস্ত্রসম্মতভাবে বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করালেন। বিবাহের পর রাজা অশ্বপতি আনন্দিত মনে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। সর্বগুণসম্পন্না ভার্যা পেয়ে সত্যবান অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, সাবিত্রীও নিজ মনোমত স্বামী লাভ করে আনন্দিত হলেন। পিতা ফিরে গেলে সাবিত্রী তাঁর গায়ের সমস্ত গহনা খুলে গেরুয়া বসন ধারণ করলেন। তাঁর সেবা, গুণ, বিনয়, সংযম এবং সকলের মনের মতো কাজ করায় সকলেই তাঁর ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আন্তরিক সেবার দ্বারা এবং দেবতা জ্ঞানে সম্মান ও বাক্য সংযমের সাহায্যে শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রসন্ন করলেন। এই প্রকার মধুরবাক্য, কার্যকুশলতা, শান্তি ও একান্ত সেবার সাহায্যে পতিকেও সন্তুষ্ট করলেন।

—— o ——

## সাবিত্রী দ্বারা সত্যবানের জীবন লাভ

কিছুদিন কেটে যাবার পর সত্যবানের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এল। সাবিত্রীর মনে দেবর্ষি নারদের কথা সদা জাগরূক ছিল, তিনি একটি একটি করে দিন গুণছিলেন। যখন মৃত্যুর আর চারদিন মাত্র বাকি, তখন সাবিত্রী তিন দিনের ব্রত পালন করলেন এবং দিনরাত স্থির হয়ে বসে রইলেন। আগামীকাল পতিদেবের প্রাণ বিয়োগের দিন, সেই চিন্তায় সাবিত্রী বিনিদ্র রজনী কাটালেন। পরের দিন সূর্য উদিত হতে তিনি তাঁর আহ্নিক-কৃত্যাদি সমাপ্ত করলেন এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শাশুড়ী-শ্বশুর এবং তপোবনে অবস্থিত সকলকে প্রণাম করলেন, তাঁরা সকলেই সাবিত্রীকে অবৈধব্যসূচক আশীর্বাদ করলেন সাবিত্রীও 'তাই হোক' বলে ধ্যানযোগে সেই আশীর্বাণী গ্রহণ করলেন। সত্যবান কুড়ুল নিয়ে বনে কাষ্ঠ আহরণে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সাবিত্রী তখন তাঁকে বললেন, 'আপনি একা যাবেন না, আজ আমিও আপনার সঙ্গে যাব।' সত্যবান বললেন—'প্রিয়ে ! তুমি আগে কখনো বনে যাওনি, বনের পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং তুমি উপবাস করে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছ। এখন এই কঠিন পথে কী করে হাঁটবে ?' সাবিত্রী বললেন—'উপবাসের জন্য আমার কোনো দুর্বলতা বা ক্লান্তি নেই, আপনার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল। আপনি দয়া করে যেতে বারণ

করবেন না।' সত্যবান বললেন—'তোমার যদি যাওয়াতে উৎসাহ থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে চল, কিন্তু আগে তুমি মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে এস।'

সাবিত্রী তখন শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করে বললেন—'আমার স্বামী ফলাদি আহরণ করতে বনে যাচ্ছেন। আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আজ তাঁর সঙ্গে যেতে চাই।' দ্যুমৎসেন বললেন—'যখন থেকে তোমার পিতা কন্যাদান করেছেন, তখন থেকে আমার মনে হয় না তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ। সুতরাং আজ তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করা উচিত। আচ্ছা, মা ! তুমি যাও, পথে সত্যবানের কুশলাদিতে নিমগ্ন থেকো।'

শাশুড়ী-শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে যশস্বিনী সাবিত্রী তাঁর পতির সঙ্গে রওনা হলেন। বাইরে থেকে তাঁকে হাস্যময়ী দেখালেও হৃদয়ে তাঁর মর্মবেদনার আগুন প্রজ্বলিত ছিল। প্রথমে সত্যবান ফল তুলে একটি ঝুড়িতে রাখলেন, তারপর কাঠ কাটতে লাগলেন। কাঠ কাঠতে কাটতে পরিশ্রমবশত তাঁর গা ঘেমে উঠল এবং তাঁর মাথাব্যথা করতে লাগল। শ্রমে ক্লান্ত হয়ে তিনি সাবিত্রীর কাছে গিয়ে বললেন—'প্রিয়ে ! কাঠ কাটার পরিশ্রমে আমার মাথা ব্যথা করছে, সমস্ত অঙ্গে একপ্রকার জ্বালা হচ্ছে ; মনে হচ্ছে শরীর অসুস্থ হয়েছে, মাথায় যেন লোহা দিয়ে ছিদ্র করা হচ্ছে। কল্যাণী ! আমি একটু শুতে চাই, আর আমার বসে থাকার শক্তি নেই।'

তাঁর কথা শুনে সাবিত্রী সত্যবানের কাছে এসে তাঁর মাথা কোলে নিয়ে মাটিতে বসলেন। তখন তিনি নারদের কথা স্মরণ করে সেই মুহূর্ত, ক্ষণ ও দিনের হিসাব করতে লাগলেন। এরমধ্যে সেখানে এক পুরুষকে দেখা গেল।

তিনি রক্তবর্ণের পোশাক পরিহিত, মাথায় মুকুট এবং সূর্যের ন্যায় তেজস্বী। তাঁর দেহ শ্যামল, সুন্দর, চক্ষু রক্তবর্ণ, হাতে পাশ, তাঁকে দেখতে অত্যন্ত ভয়ংকর। তিনি সত্যবানের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে সাবিত্রী তাঁর স্বামীর মাথা ধীরে ধীরে মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল, অত্যন্ত আর্ত হয়ে হাত জোড় করে তাঁকে বললেন—'আমি জানি আপনি কোনো দেবতা, কারণ আপনার দেহ মানুষের মতো নয়। আপনি বলুন আপনি কে এবং কী চান ?'

তখন সেই পুরুষ বললেন—'সাবিত্রী ! তুমি পতিব্রতা এবং তপস্বিনী, তাই তোমাকে বলছি, আমি যমরাজ ! তোমার পতি রাজকুমার সত্যবানের আয়ু সমাপ্ত হয়ে গেছে, এখন আমি এঁকে পাশবদ্ধ করে নিয়ে যাব, তাই আমি এসেছি।'

সাবিত্রী বললেন—'আমি তো শুনেছি যে মানুষকে নিতে আপনার দূত আসে। এখানে আপনি স্বয়ং কেন পদার্পণ করেছেন ?'

যমরাজ বললেন—'সত্যবান ধর্মাত্মা, রূপবান এবং গুণের সাগর। এঁকে দূত দ্বারা নেওয়া যায় না। তাই আমি স্বয়ং এসেছি।'

তারপর যমরাজ সবলে সত্যবানের শরীর থেকে পাশবদ্ধ করা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ এক জীবকে বার করলেন। সেটি নিয়ে তিনি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। দুঃখাতুর সাবিত্রীও তাঁর পিছন পিছন চললেন। তাঁকে দেখে যমরাজ বললেন— 'তুমি ফিরে যাও এবং এঁর ঊর্ধ্বদৈহিক সংস্কার করো, তুমি পতিসেবার ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে গেছ। পতির পশ্চাতে তোমার যতটা আসবার ছিল, তুমি তা এসেছ।'

সাবিত্রী বললেন—'আমার স্বামীকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে অথবা যেখানে ইনি নিজে যাবেন, সেখানে আমারও যাওয়া উচিত, এই হল সনাতন ধর্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিপ্রেম, ব্রতাচরণ এবং আপনার কৃপায় আমার গতি কোথাও রুদ্ধ হবার নয়।'

যমরাজ বললেন—'সাবিত্রী ! তোমার স্বর, অক্ষর, ব্যঞ্জন এবং যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া অন্য কোনো বর প্রার্থনা করো। আমি তোমাকে যে কোনো বর দিতে প্রস্তুত।'

সাবিত্রী বললেন—'আমার শ্বশুর রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বনে বাস করছেন, তাঁর চোখও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনার কৃপায়

যেন তিনি চক্ষুলাভ করেন, বলশালী হন এবং অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হয়ে ওঠেন।'

যমরাজ বললেন—'সাধ্বী সাবিত্রী ! তোমাকে আমি বর দিচ্ছি, তুমি যা চাও, তেমনই হবে। এতদূর এসে তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ। এবার তুমি ফিরে যাও, নাহলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

সাবিত্রী বললেন—'পতির কাছে থাকলে আমার শ্রম কিসের ? যেখানে আমার প্রাণনাথ থাকবেন, সেখানেই আমার আশ্রম। দেবেশ্বর ! আপনি যেখানে আমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেই আমার স্থান হওয়া উচিত। সৎপুরুষের একবারের সমাগমও অত্যন্ত অভীষ্টকারী হয়। তার থেকেও বেশি হল যদি তাঁর প্রতি প্রীতি জাগে। সাধুপুরুষদের সঙ্গ কখনওও বিফল হয় না ; সুতরাং সর্বদা সৎপুরুষদের সঙ্গেই থাকা উচিত।'

যমরাজ বললেন—'সাবিত্রী তুমি যে হিতকথা বলেছ, তা আমার খুবই প্রিয় বলে মনে হয়েছে। এতে বিদ্বান ব্যক্তিদেরও বুদ্ধি বিকশিত হবে। সুতরাং সত্যবানের জীবন ব্যতীত তুমি অন্য কোনো বর প্রার্থনা কর।'

সাবিত্রী বললেন—'আমার মতিমান শ্বশুরের যে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা উনি ফিরে পান এবং তিনি নিজধর্ম যেন ত্যাগ না করেন—এই আমার দ্বিতীয় বর আপনার কাছে চাইছি।'

যমরাজ বললেন—'রাজা দ্যুমৎসেন শীঘ্রই তার রাজ্য স্বতই লাভ করবেন এবং তিনি কখনো ধর্মত্যাগ করবেন না। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, এবার ফিরে যাও, বৃথা শ্রম করো না।'

সাবিত্রী বললেন—'হে দেব ! এই সব প্রজাকুলকে আপনি নিয়মমত সঞ্চালন করেন এবং নিয়মের দ্বারাই তাদের অভীষ্ট ফলপ্রদান করেন ; তাই আপনি 'যম' নামে বিখ্যাত। অতএব আমি যা বলছি শুনুন। সৎপুরুষের ধর্ম হল মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা সকল প্রাণীর প্রতি অদ্রোহ রাখা, কৃপা করা ও দান করা। এইভাবে প্রায় সকলেই— সব মানুষ নিজ শক্তি অনুসারে কোমল ব্যবহার করে। কিন্তু যিনি সৎপুরুষ, তিনি তাঁর কাছে আসা শত্রুর প্রতিও দয়াভাব দেখান।'

যমরাজ বললেন—'কল্যাণী ! তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির যেমন জল পেলে আনন্দ হয় তেমনই তোমার কথা আমার ভালো লাগছে। সত্যবানের জীবন ছাড়া অন্য যেন কোনো বর তুমি চেয়ে নাও।'

সাবিত্রী বললেন—'আমার পিতা রাজা অশ্বপতি পুত্রহীন ; আমি তৃতীয় বর চাইছি যে তাঁর যেন কুলবৃদ্ধিকারী শতপুত্রের জন্ম হয়।'

যমরাজ বললেন—'রাজপুত্রী ! তোমার পিতার কুলবৃদ্ধিকারী শতপুত্র জন্মগ্রহণ করবে। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, এবার তুমি ফিরে যাও ; বহুদূর চলে এসেছ।'

সাবিত্রী বললেন—'পতির সান্নিধ্যবশত একে দূর বলে মনে হচ্ছে না। আমার মন তো বহু দূরের কথা ভাবছে। অতএব দয়া করে এবারে আমার কথা শুনুন। আপনি বিবস্বানের (সূর্যের) প্রতাপশালী পুত্র, পণ্ডিতরা তাই আপনাকে 'বৈবস্বত' বলে। আপনি শত্রুমিত্রের পার্থক্য ছেড়ে সকলের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করেন। তাই সব প্রজা ধর্মের আচরণ করে এবং আপনাকে 'ধর্মরাজ' বলা হয়। তাছাড়াও মানুষ সৎপুরুষদের যেমন বিশ্বাস করে, তেমন নিজের লোককেও করে না। তাই তারা সব থেকে বেশি সৎপুরুষকেই ভালোবাসতে চায় এবং সুহৃদতার জন্যই এই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকে ; সুতরাং সকলে সাধু-সন্তদের বিশ্বাস করে তাদের সুহৃদতার আধিক্যের কারণে।'

যমরাজ বললেন—'সুন্দরী ! তুমি যে কথা বলছ, তেমন কথা তুমি ছাড়া আর কারো কাছে শুনিনি। আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া চতুর্থ যে কোনো বর চেয়ে নিয়ে ফিরে যাও।'

সাবিত্রী বললেন—'সত্যবানের দ্বারা কুলবৃদ্ধিকারী অত্যন্ত বলবান ও পরাক্রমশালী আমার একশতটি পুত্র হোক—এই বর আমি চাই।'

যমরাজ বললেন—'হে অবলা ! তোমার বল ও পরাক্রমশালী একশত পুত্র হবে, যাদের দ্বারা তুমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করবে। রাজপুত্রী ! এবার তুমি ফিরে যাও। তুমি বহু পথ চলে এসেছ, ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

সাবিত্রী বললেন—'সৎপুরুষদের বৃত্তি সর্বদা ধর্মেই স্থিত হয়। কখনো তার অন্যথা হয় না। সৎপুরুষদের সঙ্গে সৎপুরুষদের যে সমাগম হয়, তা কখনো নিষ্ফল হয় না। সৎপুরুষ সত্যের প্রভাবে সূর্যকেও নিকটে ডেকে নেন। তিনি তাঁর তপঃপ্রভাবে পৃথিবী ধারণ করেন। সাধুপুরুষই ভূত ও ভবিষ্যতের আধার, তাঁর সঙ্গে থাকলে কখনো বিষাদ হয় না। এই সনাতন সদাচার সৎপুরুষ দ্বারা সেবিত—তাই জেনে সৎপুরুষ পরোপকার করেন এবং প্রত্যুপকারের আশা করেন না।'

যমরাজ বললেন—'হে পতিব্রতা রমণী ! তুমি যেমন গম্ভীর অর্থবহ এবং প্রিয় ধর্মানুকূল কথা আমায় শোনাচ্ছ ; তেমনই তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। এবার তুমি আমার কাছে এক অনুপম বর চেয়ে নাও।'

সাবিত্রী বললেন—'হে যমরাজ ! আপনি আমাকে পুত্রলাভের যে বর দিয়েছেন, দাম্পত্য ধর্ম ব্যতীত তা পূর্ণ হবার নয়। সুতরাং আমি এবার বর চাইছি যেন সত্যবান জীবিত হয়। এতে আপনার বাক্যই সত্য হবে, কারণ পতি বিনা আমি মৃত্যুমুখেই রয়েছি। পতি ব্যতিরেকে আমি

কোনো সুখ পেতে চাই না, তাঁকে বিনা আমি স্বর্গও কামনা করি না। পতি না থাকলে লক্ষ্মীদেবী এলেও তাঁকে আমার প্রয়োজন নেই এবং পতি বিনা আমি জীবিত থাকতেও চাই না। আপনিই আমাকে শত পুত্রলাভের বর দিয়েছেন, তবুও আপনি আমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন ! সুতরাং আমি এখন যে বর চাইছি যে সত্যবান জীবিত হোক, এতে আপনার দেওয়া বরই সত্য হবে।'

এই কথা শুনে সূর্যপুত্র যম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে 'তবে তাই হোক' বলে সত্যবানের বন্ধন খুলে দিলেন। তারপর তিনি সাবিত্রীকে বললেন—'হে কুলনন্দিনী কল্যাণী ! আমি তোমার পতিকে মুক্তি দিলাম, এখন থেকে ইনি সর্বতোভাবে নীরোগ হবেন, চারশত বছর জীবিত থাকবেন এবং ধর্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করে পৃথিবীতে যশস্বী হবেন। এঁর ঔরসে তোমার গর্ভে শত পুত্র জন্ম নেবে।' সাবিত্রীকে এই বর দিয়ে তাঁদের গৃহে ফিরিয়ে সত্যনিষ্ঠ যমরাজ নিজ লোকে চলে গেলেন।

যমরাজ চলে গেলে সাবিত্রী নিজ পতির জীবন ফিরে পেয়ে সেইখানে এলেন যেখানে তাঁর পতির শব পড়েছিল। তিনি বসে তাঁর মাথা ক্রোড়ে নিতেই কিছুক্ষণ পরে সত্যবানের চেতনা ফিরে এল, তিনি বারংবার সাবিত্রীকে আনন্দচিত্তে দেখতে লাগলেন এবং কথা বলতে লাগলেন, যেন বহুদিন প্রবাসে থেকে ফিরেছেন। তিনি বললেন—'আমি বহুক্ষণ ঘুমিয়ে রয়েছি, জাগাওনি কেন ? কালো রংয়ের ব্যক্তিটি কে ছিল, যে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ?' সাবিত্রী বললেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি অনেকক্ষণ আমার ক্রোড়ে শুয়ে আছেন। ওই শ্যামবর্ণ পুরুষ প্রজানিয়ন্ত্রণকারী দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান যম। এখন তিনি তাঁর লোকে ফিরে গিয়েছেন। দেখুন, সূর্যাস্ত হয়েছে, রাত্রি গভীর হচ্ছে। কাল আপনাকে সব ঘটনা জানাব। এখন চলুন, মাতা-পিতাকে দর্শন করুন।'

সত্যবান বললেন—'ঠিক আছে, চলো। দেখেছ এখন আমার আর কোনো পীড়া নেই, সারা শরীর সুস্থ হয়ে গেছে। আমি শীঘ্রই মাতা-পিতাকে দর্শন করতে চাই। প্রিয়ে ! আমি কখনো দেরী করে আশ্রমে যাই না। সন্ধ্যার

পর আমার মাতা আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করেন। দিনের বেলাও আশ্রমের বাইরে গেলে মাতা-পিতা আমার চিন্তায় ডুবে থাকেন এবং দেরী হলে আশ্রমবাসীদের খুঁজতে পাঠান। অতএব হে কল্যাণী ! এখন আমার মাতা-পিতার জন্য অত্যন্ত চিন্তা হচ্ছে। তাঁরা এখন আমার জন্য কত চিন্তা করছেন ! যতক্ষণ আমার মাতা-পিতা জীবিত থাকবেন, ততক্ষণ আমি জীবন ধারণ করব।'

পতির কথায় সাবিত্রী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সত্যবানকে তুলে নিজের বাম স্কন্ধে তাঁর হাত রেখে, ডান হাত দিয়ে তাঁর কোমর ধরে চললেন। সত্যবান বললেন, 'আরে ! এই পথে যাতায়াতের অভ্যাস থাকায় এই পথ আমার পরিচিত আর এখন চাঁদনী রাত হওয়ায় বৃক্ষের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসছে। কাল যে পথে ফল তুলেছিলাম, সেখানে এসে গেছি। এবার চিন্তা না করে সোজা চলো। আমি এখন যথেষ্ট সুস্থ ও সবল। মাতা-পিতাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছি।' এই বলে তাঁরা তাড়াতাড়ি আশ্রমের দিকে এগিয়ে চললেন।

---

## দ্যুমৎসেন এবং শৈব্যার চিন্তা, সত্যবান এবং সাবিত্রীর আশ্রমে ফেরা, দ্যুমৎসেনের রাজ্য ফিরে পাওয়া

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! ইত্যবসরে রাজা দ্যুমৎসেন দৃষ্টি ফিরে পেলেন এবং তিনি সব দেখতে পেতে লাগলেন। পুত্র ফিরে না আসায় তিনি এবং তাঁর পত্নী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে সব আশ্রমে ঘুরে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। তখন সমস্ত আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে ধৈর্য ধরতে বলে তাঁদের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সেখানে বৃদ্ধ আশ্রমবাসীরা তাঁকে নানা কাহিনী বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে সুবর্ণ নামে এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বললেন—'সত্যবানের স্ত্রী তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযম, সদাচারী ও গুরুজন মান্যকারী ; অতএব সত্যবান নিশ্চয়ই জীবিত আছেন।' অপর এক ব্রাহ্মণ গৌতম বললেন—'আমি বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেছি এবং বহু তপস্যা করেছি। যুবক অবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরু ও অগ্নিকে তৃপ্ত করেছি। সেই তপস্যার প্রভাবে আমি অপরের মনের কথা জানতে পারি। অতএব আমার কথা সত্য বলে জেনো যে সত্যবান অবশ্যই জীবিত আছেন।' সমস্ত ঋষি বলতে লাগলেন যে সত্যবানের স্ত্রী সাবিত্রীর মধ্যে অবৈধব্যসূচক সমস্ত শুভলক্ষণ বিদ্যমান। সুতরাং সত্যবান জীবিত আছেন। দাল্ভ্য বললেন—'দেখুন আপনি দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন এবং সাবিত্রী ব্রতের উদ্‌যাপন না করেই সত্যবানের সঙ্গে গেছেন, অতএব সত্যবান নিশ্চয়ই জীবিত।'

সত্যবক্তা ঋষিগণ দ্যুমৎসেনকে এইভাবে বোঝালে তিনি একটু শান্ত হলেন। কিছুক্ষণ পরেই সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রী আশ্রমে এলেন। তাঁদের দেখে ব্রাহ্মণরা বললেন—'রাজন্ ! দেখ তুমি তোমার পুত্রও পেয়ে গেছ আর চক্ষুও লাভ করেছ।' তারপর সত্যবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সত্যবান ! তুমি স্ত্রীকে নিয়ে আগেই কেন

ফিরে এলে না ? কী বাধা পড়েছিল ? রাজকুমার ! আজ তুমি তোমার মাতা-পিতা ও আমাদের সকলকে অত্যন্ত চিন্তায় ফেলেছিলে, আমরা তো জানি না তোমার কী হয়েছিল, আমাদের সব বলো।'

সত্যবান বললেন—'আমি পিতার আদেশ নিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেই জঙ্গলে কাঠ কাটার সময় আমার মাথাব্যথা শুরু হয়, সেইজন্য আমি বহুক্ষণ শুয়েছিলাম। এতবেশিক্ষণ আমি কোনোদিন ঘুমোইনি। আপনারা চিন্তা করবেন না, সেইজন্যই আমার আসতে এত বিলম্ব হয়েছে, আর কোনো কারণ নেই।'

গৌতম বললেন—'সত্যবান ! তোমার পিতা দ্যুমৎসেন আজ অকস্মাৎ দৃষ্টি লাভ করেছেন। তুমি প্রকৃত কারণ জানো না, সাবিত্রী সব বলতে পারবেন। সাবিত্রী ! তোমাকে আজ আমার সাক্ষাৎ সাবিত্রী (ব্রহ্মাণী দেবী) বলে মনে হচ্ছে। তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও জ্ঞান আছে। তুমি নিশ্চয়ই এর কারণ জান। যদি গোপনীয় না হয়, আমাদের সব বলো।'

সাবিত্রী বললেন—'আপনি যা ভাবছেন, তেমনই হয়েছে, আপনার ভাবনা মিথ্যা নয়। আমার কোনো কথা আপনাদের কাছে গোপনীয় নয়। সুতরাং যা সত্য, আমি তাই বলছি ; শুনুন। দেবর্ষি নারদ আমাকে বলে দিয়েছিলেন কবে আমার পতির মৃত্যু হবে। আজই সেই দিন, তাই আমি ওঁকে একা বনের মধ্যে যেতে দিইনি। ইনি যখন বনের মধ্যে ঘুমিয়েছিলেন তখন যমরাজ এসে এঁকে বেঁধে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি সত্যবাক্যের দ্বারা সেই দেবশ্রেষ্ঠর স্তুতি করি। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে পাঁচটি বর দেন। তার প্রথম দুটি ছিল—শ্বশুর মহাশয়ের চক্ষু এবং রাজ্যলাভ হোক। দ্বিতীয় দুটি বর ছিল—আমার পুত্রহীন পিতা শতপুত্র লাভ করুন এবং আমিও যেন শত পুত্র লাভ করি এবং পঞ্চম বর অনুসারে আমার পতির চারশত বৎসর আয়ু লাভ হয়। পতিদেবের জীবন প্রাপ্তির জন্যই আমি এই ব্রত রেখেছিলাম। আমি সবই বিস্তারিতভাবে আপনাদের জানালাম।'

ঋষিগণ বললেন—'সাধ্বী ! তুমি সুশীলা, ব্রতশীলা এবং পবিত্র গুণ সম্পন্না। তুমি উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করেছ। রাজা দ্যুমৎসেনের পরিবার আজ অন্ধকার গহ্বরে ডুবে যেত, তুমি আজ তাঁদের রক্ষা করেছ।'

ঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজন্ ! সেখানকার সমস্ত ঋষিরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করলেন এবং রাজা ও রাজকুমারের অনুমতি নিয়ে যে যাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। পরের দিন শাল্বদেশের সমস্ত রাজকর্মচারী সেখানে এসে রাজা দ্যুমৎসেনকে বলল—'ওখানে যে রাজা ছিলেন, সেখানে তাঁর মন্ত্রীই তাঁকে হত্যা করেছেন, তাঁর আত্মীয় স্বজনকেও জীবিত রাখেননি। তাঁর সমস্ত সৈন্য পালিয়ে গেছে এবং সমস্ত প্রজাকুল একমত হয়ে স্থির করেছে যে আপনি অন্ধ হলেও আমাদের রাজা। রাজন্ ! তারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই আমাদের এইখানে পাঠিয়েছে। আমরা আপনার জন্য রথ এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্য নিয়ে এসেছি। আপনার মঙ্গল হোক। এখন কৃপা করে ফিরে
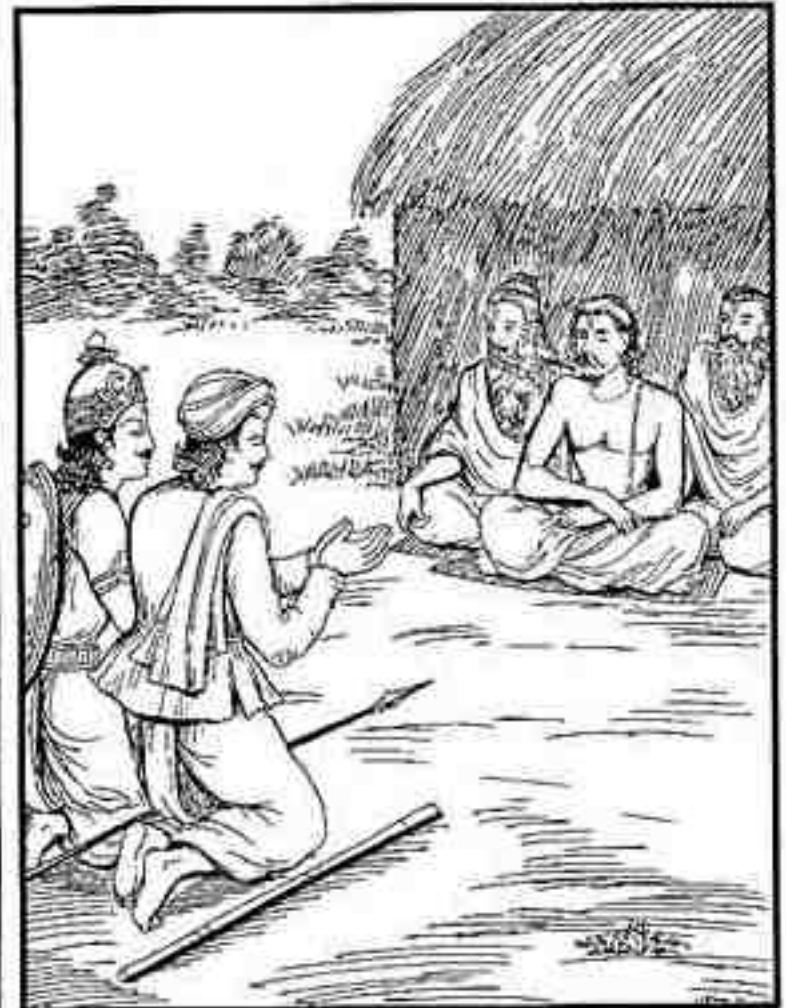
চলুন। নগরে আপনার জয় ঘোষিত হয়েছে। আপনি আপনার পূর্বপুরুষের রাজ্যভার গ্রহণ করুন।'

তাঁরা রাজা দ্যুমৎসেনকে সুস্থ এবং চক্ষুষ্মান দেখে বিস্ময়াপন্ন হলেন। রাজা আশ্রমস্থিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের অভিবাদন করে, তাঁদের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে নিজ রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। সেখানে রাজপুরোহিত অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দ্যুমৎসেনের রাজ্যাভিষেক করালেন এবং তাঁর পুত্র সত্যবানকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করলেন। এরপরে যথা সময়ে সাবিত্রীর শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা কখনো যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতেন না এবং

যশবৃদ্ধিকারী শূরবীর ছিলেন। সাবিত্রীর পিতা মদ্ররাজ অশ্বপতির পত্নী মালবীর গর্ভেও সেইরূপ শূরবীর শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সাবিত্রী এইভাবে নিজেকে এবং পিতৃকুল ও শ্বশ্রূকুল—উভয়কে সংকট থেকে উদ্ধার করেন। সাবিত্রীর ন্যায় শীলবতী, কুলকামিনী, কল্যাণী দ্রৌপদীও আপনাদের উদ্ধার করবেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ঋষি মার্কণ্ডেয়র কথায় মহারাজ যুধিষ্ঠির শোক ও সন্তাপ মুক্ত হয়ে কাম্যকবনে বসবাস করতে লাগলেন। যে ব্যক্তি এই পরম পবিত্র সাবিত্রী চরিত্র শ্রদ্ধাসহকারে শুনবেন, তিনি সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় সুখী হবেন এবং কখনো দুঃখ ভোগ করবেন না।

—o—

## কর্ণকে ব্রাহ্মণ বেশধারী সূর্যদেবের সাবধান বাণী

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মন্ ! মহর্ষি লোমশ ইন্দ্রের আজ্ঞা অনুযায়ী পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছিলেন—'তোমার মনে যে আশংকা হয়ে রয়েছে এবং যা তুমি কারো সামনে আলোচনাও করো না, তাও আমি অর্জুন স্বর্গে এলে দূর করে দেব।' অতএব হে বৈশম্পায়ন ! কর্ণের থেকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এমন কী আশংকা ছিল, যা নিয়ে তিনি কারো সঙ্গে আলোচনা করতেন না ?

বৈশম্পায়ন বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা জনমেজয় ! তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, তাই তোমাকে জানাচ্ছি, সাবধানে আমার কথা শোন। পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে ত্রয়োদশ বৎসর শুরু হলে পাণ্ডবদের হিতৈষী ইন্দ্র কর্ণের কাছ থেকে তাঁর কবচ ও কুণ্ডল চেয়ে নেবার জন্য তৈরি হলেন। সূর্য যখন ইন্দ্রের মনোভাব জানতে পারলেন তখন তিনি কর্ণের কাছে এলেন। ব্রাহ্মণসেবক ও সত্যবাদী বীর কর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে সুন্দর শয্যাবিশিষ্ট খাটে শুয়েছিলেন। সূর্যদেব পুত্রস্নেহবশত দয়ার্দ্র চিত্তে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের বেশে স্বপ্নাবস্থায় কর্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—'সত্যবাদী শ্রেষ্ঠ মহাবাহু কর্ণ ! আমি স্নেহবশত তোমার পরম হিতের কথা বলছি, মন দিয়ে শোন। দেখো, পাণ্ডবদের হিতার্থে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপে তোমার কাছে কবচ ও কুণ্ডল নিতে আসবেন। তিনি তোমার স্বভাব জানেন এবং সমস্ত জগতও তোমার এই নিয়ম সম্পর্কে অবহিত আছে যে কোনো সৎ ব্যক্তি প্রার্থনা করলে তুমি তার অভীষ্ট বস্তু প্রদান করো এবং নিজে কখনো কারো কাছে কিছু চাও না। কিন্তু তুমি যদি তোমার সহজাত এই কবচ ও কুণ্ডল দান করো, তাহলে

তোমার আয়ু ক্ষীণ হয়ে তোমার ওপর মৃত্যুর অধিকার বর্তাবে। তুমি জেনে রাখো, যতক্ষণ তোমার কাছে এই কবচ ও কুণ্ডল থাকবে, কোনো শত্রু তোমাকে যুদ্ধে বধ করতে পারবে না। এই রত্নখচিত কবচ-কুণ্ডল অমৃত হতে উৎপন্ন হয়েছে ; অতএব তোমার যদি জীবন প্রিয় হয়, তাহলে অবশ্যই এটি রক্ষা করবে।'

কর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! আপনি আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। দয়া করে বলুন ব্রাহ্মণবেশে আপনি কে ?'

ব্রাহ্মণ বললেন—'হে পুত্র ! আমি সূর্য, স্নেহবশত

তোমাকে এই উপদেশ দিলাম। আমার কথা শুনে এইরূপই করো, এতে তোমার বিশেষ কল্যাণ হবে।'

কর্ণ বললেন—'ভগবান ভাস্কর স্বয়ংই যখন আমার হিতার্থে উপদেশ দিচ্ছেন, তখন আমার পরম কল্যাণ তো নিশ্চিত। কিন্তু আপনি কৃপা করে আমার প্রার্থনা শুনুন। আপনি বরদাতা দেবতা, আপনাকে প্রসন্ন রেখে আমি বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে যদি আপনি আমাকে ভালোবাসেন, তাহলে এই ব্রত থেকে আমাকে বিচ্যুত করবেন না। সূর্যদেব ! জগতের সকলেই আমার এই ব্রতর কথা জানেন যে আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ চাইলে প্রাণ পর্যন্ত দান করতে পারি। দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যদি পাণ্ডবদের হিতার্থে ব্রাহ্মণের বেশে আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসেন আমি অবশ্যই তাঁকে আমার দিব্য কবচ ও কুণ্ডল প্রদান করব। এর ফলে ত্রিলোকে আমার যে নাম আছে তা কালিমালিপ্ত হবে না। আমার মতো লোকের যশই রক্ষা করা উচিত, প্রাণ নয়। জগতে যশস্বী হয়েই মরা উচিত।'

সূর্য বললেন—'কর্ণ ! তুমি দেবতাদের গুপ্ত কথা জানতে পারবে না। তাই এতে যে রহস্য আছে, তা আমি তোমাকে জানাতে চাই না ; সময় এলে তুমি নিজেই সব জেনে যাবে। কিন্তু আমি তোমাকে আবার বলছি যে চাইলেও তুমি ইন্দ্রকে তোমার কবচ-কুণ্ডল দেবে না ; কারণ এই কুণ্ডল তোমার সঙ্গে থাকলে অর্জুন এবং তাঁর সখা স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবেন না। তাই তুমি যদি অর্জুনকে যুদ্ধে হারাতে চাও, তাহলে এই দিব্য কবচ-কুণ্ডল ইন্দ্রকে কখনো দেবে না।'

কর্ণ বললেন—'সূর্যদেব আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি, তাতো আপনি জানেন আর আপনি এও জানেন যে আমার অদেয় কিছুই নেই। ভগবান ! আপনার প্রতি আমার যে অনুরাগ তেমন আমার স্ত্রী-পুত্র-নিজ শরীর অথবা সুহৃদের ওপরও নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মহানুভব পুরুষও তাঁর ভক্তদের প্রতি প্রীতি রাখেন। সুতরাং আপনি যা বলছেন, তার জন্য আপনাকে প্রণাম জানাই এবং আপনাকে প্রসন্ন করে আমি আপনার কাছে বারবার এই প্রার্থনা করি যে আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমার ব্রতপালনে সাফল্যর আশীর্বাদ করুন, ইন্দ্র আমার কাছে চাইলে প্রাণও যেন তাকে দান করতে পারি।'

সূর্য বললেন—'বেশ, তুমি যদি এই দিব্য কবচ-কুণ্ডল তাঁকে প্রদান করে দাও তাহলে তোমার বিজয়লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো যে, 'দেবরাজ ! আপনি আমাকে আমার শত্রুদের সংহারকারী অমোঘ শক্তি প্রদান করুন, তাহলেই আমি আপনাকে আমার কবচ ও কুণ্ডল দেব।' মহাবাহো ইন্দ্রের এই শক্তি অত্যন্ত প্রবল। যতক্ষণ না তা শত্রুকে সম্পূর্ণ সংহার করে, ততক্ষণ সে নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে না।'

সূর্য এই কথাগুলি বলে অন্তর্হিত হলেন। পরদিন জপ সমাপ্ত হলে কর্ণ এইসব কথা সূর্যদেবকে জানালেন। সব শুনে সূর্যদেব হেসে বললেন—'এ কোনো স্বপ্ন নয়, সত্য ঘটনা।' কর্ণও তখন সেই কথাগুলি সত্য মেনে নিয়ে শক্তি পাওয়ার ইচ্ছায় ইন্দ্রের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

## কর্ণের জন্মকথা—কুন্তীর ব্রাহ্মণ-সেবা এবং বরপ্রাপ্তি

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! সূর্যদেব যে গোপনীয় কথা কর্ণকে বলেননি, সেটি কী ? আর কর্ণের কাছে যে কবচ ও কুণ্ডল ছিল, তা কেমন ছিল, তিনি কোথা থেকে তা পেয়েছিলেন ? তপোধন ! আমি সব শুনতে চাই, কৃপা করে বলুন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাকে সূর্যদেবের সেই গুহ্য কথা শোনাচ্ছি, তার সঙ্গে এও জানাচ্ছি যে এই কবচ কুণ্ডল কেমন ছিল। পুরাতন দিনের কথা, একবার রাজা কুন্তীভোজের কাছে এক মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। অত্যন্ত দীর্ঘ চেহারা, দাড়ি-গোঁফ-জটা সমন্বিত দর্শনীয় ভব্যমূর্তি, হাতে তাঁর দণ্ড। তেজঃপূর্ণ দেহ, মিষ্ট বচনধারী এবং স্বাধ্যায়সম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন—'রাজন্ ! আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। কিন্তু আপনি বা আপনার সেবকরা আমার কাছে কোনো অপরাধ করবেন না। যদি তাতে রাজি থাকেন, তাহলে আমি এখানে থাকব এবং ইচ্ছানুযায়ী যাতায়াত করব।'

রাজা কুন্তীভোজ তাঁকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বললেন—

'মহামতি ! পৃথা নামে আমার এক কন্যা আছে। সে অত্যন্ত সুশীলা, সদাচারিণী, সংযমধারিণী এবং ভক্তিমতী। সেই আপনার সেবা-যত্ন-পূজা করবে। তার সদাচারে আপনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন।' রাজা এই কথা বলে বিধিমতো ব্রাহ্মণের সৎকার করলেন এবং বিশালনয়না পৃথাকে ডেকে বললেন—'কন্যা ! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ আমাদের কাছে থাকতে চান, আমি তোমার ভরসায় এঁর কথা মেনে নিয়েছি। দেখো কোনোপ্রকারে যেন আমার কথা মিথ্যা হয়ে না যায়। ইনি যা চাইবেন, প্রশ্ন না করে তাই তাঁকে দিয়ে দেবে। ব্রাহ্মণ পরম তেজরূপ এবং পরমতপঃস্বরূপ হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণরা নমস্কার করলে তবেই সূর্য উদিত হন। কন্যা ! এই ব্রাহ্মণদেবতার পরিচর্যার ভার আমি এখন তোমাকে সমর্পণ করছি। তুমি ঠিকমতো তাঁর সেবা করবে। আমি জানি তুমি শিশুকাল থেকে ব্রাহ্মণ, গুরুজন, বন্ধু, সেবক, মিত্র-বন্ধু, মাতা ও আমার প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করে এসেছ। এই নগরে বা অন্তঃপুরে এমন কেউ নেই যে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। তুমি বৃষ্ণিবংশে জন্ম নেওয়া শূরসেনের প্রিয়কন্যা। রাজা শূরসেন তোমাকে শিশুকালেই আমার কাছে দত্তক রূপে দিয়েছেন। তুমি বসুদেবের ভগ্নী এবং আমার সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাজা শূরসেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর প্রথম সন্তান আমাকে দেবেন। সেই অনুসারেই আজ তুমি আমার কন্যা। অতএব মা ! তুমি দর্প, দম্ভ, অভিমান পরিত্যাগ করে এই বরদায়ক ব্রাহ্মণের সেবা করো। তোমার অবশ্যই কল্যাণ হবে।'

তখন কুন্তী বললেন—'রাজন্ ! আপনার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এই ব্রাহ্মণ দেবতার সেবা করব। ব্রাহ্মণদের পূজা করাই তো আমার প্রিয় কাজ। এতে আপনার প্রিয় এবং আমার কল্যাণ হবে। ইনি যখনই আসুন, আমি কখনোই এঁকে কুপিত হওয়ার অবকাশ দেব না। রাজন্ ! এতে আমার লাভ এই যে আপনার আদেশে ব্রাহ্মণের সেবা করায় কল্যাণ হবে।'

কুন্তীর কথা শুনে রাজা কুন্তীভোজ তাঁকে বারংবার আদর করে উৎসাহ দিয়ে সমস্ত কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। রাজা বললেন—'কল্যাণী ! নিঃশঙ্ক হয়ে তোমার এই কাজ করা উচিত।' এই কথা বলে রাজা কুন্তীভোজ ব্রাহ্মণের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করলেন এবং তাঁকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আমার এই কন্যা অত্যন্ত অল্প বয়সী এবং সুখে প্রতিপালিত। যদি এর দ্বারা কোনো অপরাধ হয়ে যায়, তাহলে আপনি কিছু মনে করবেন না। ব্রাহ্মণরা তো বৃদ্ধ, বালক এবং তপস্বীদের অপরাধে ক্রুদ্ধ হন না।' ব্রাহ্মণ বললেন—'ঠিক আছে।' রাজা তখন তাঁকে শ্বেত প্রাসাদে নিয়ে রাখলেন। রাজকন্যা পৃথা আলস্য পরিত্যাগ করে তাঁর পরিচর্যায় নিরত হলেন। তাঁর আচরণ অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি শুদ্ধভাবে সেবা করে তপস্বী ব্রাহ্মণের মন পূর্ণভাবে প্রসন্ন করলেন। বিরক্তিকর, অপ্রিয় কথা শুনলেও পৃথা কখনো তাঁর অপ্রিয় কাজ করেননি। ব্রাহ্মণের ব্যবহার অত্যন্ত উল্টো-পাল্টা ছিল, কখনো অসময়ে আসতেন, কখনো আসতেনই না, কখনো এমন খাবার চাইতেন, যা পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু পৃথা অত্যন্ত যত্নে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতেন। তিনি শিষ্যা, পুত্রী এবং ভগ্নীর ন্যায় তাঁর সেবায় তৎপর থাকতেন। তাঁর স্বভাবে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, পৃথার কল্যাণের জন্য আশীর্বাদ করলেন।

রাজন্ ! কুন্তীভোজ প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় পৃথাকে জিজ্ঞাসা করতেন—'মা ! ব্রাহ্মণদেবতা তোমার সেবায় প্রসন্ন তো ?' যশস্বিনী পৃথা তাঁকে জানাতেন যে ব্রাহ্মণ খুবই প্রসন্ন। সেই শুনে উদারচিত্ত কুন্তীভোজ অত্যন্ত প্রসন্ন হতেন। এইভাবে এক বৎসর অতিক্রান্ত হলেও ব্রাহ্মণ পৃথার কোনো ত্রুটি দেখতে পেলেন না। ব্রাহ্মণ দেবতা

তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—'কল্যাণী ! তোমার সেবায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি আমার কাছে এমন বর প্রার্থনা কর যা ইহলোকে মানুষের পক্ষে দুর্লভ।' তখন কুন্তী বললেন—'বিপ্রবর ! আপনি শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ। আপনি এবং পিতা আমার ওপর প্রসন্ন। তাতেই আমার কাজ সফল হয়েছে/ আর আমার কোনো বরের প্রয়োজনীয়তা নেই।'
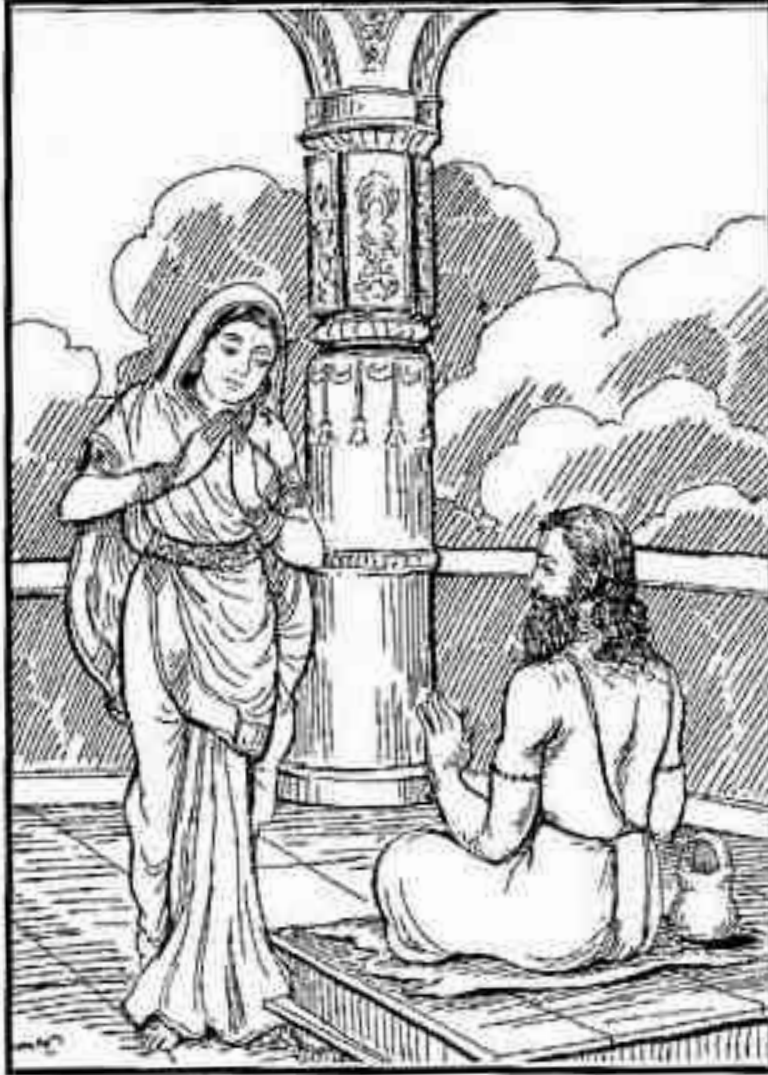
ব্রাহ্মণ বললেন—'ভদ্রে ! তুমি যদি কোনো বর নিতে না চাও, তাহলে দেবতাদের আবাহন করার জন্য আমার থেকে এই মন্ত্র গ্রহণ করো। এই মন্ত্রের দ্বারা তুমি যে দেবতাকে আবাহন করবে, তিনিই তোমার অধীন হবেন। তাঁর ইচ্ছা থাক বা না থাক, এই মন্ত্রের প্রভাবে তিনি শান্তভাবে তোমার সামনে উপস্থিত হবেন।'

ব্রাহ্মণ দেবতা এই কথা বলায় অনিন্দিতা পৃথা শাপের ভয়ে দ্বিতীয়বার না বলতে পারলেন না। তখন তিনি তাকে অথর্ব বেদ শিরোভাগে উক্ত মন্ত্র উপদেশ দিলেন। পৃথাকে মন্ত্রপ্রদান করে তিনি রাজা কুন্তীভোজকে বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার কাছে অত্যন্ত সুখে দিন কাটিয়েছি। তোমার কন্যা আমাকে সর্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রেখেছিল। এবার আমি যাচ্ছি।' বলে তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

—o—

## সূর্য কর্তৃক কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম এবং অধিরথের গৃহে তাঁর পালন ও বিদ্যাধ্যয়ন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ব্রাহ্মণদেবতা চলে গেলে পৃথা মন্ত্রের গুণাগুণ চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, 'মহাত্মা আমাকে কী মন্ত্র দিয়েছেন, তার শক্তি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' একদিন তিনি প্রাসাদে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিলেন, সেই সময় তিনি হঠাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে, কবচকুণ্ডলধারী সূর্যনারায়ণকে দর্শন করেন। তখন তাঁর ব্রাহ্মণ প্রদত্ত মন্ত্রের পরীক্ষা করতে কৌতূহল হয়। তিনি বিধিমতো আচমন ও প্রাণায়াম করে সূর্যদেবকে আবাহন করেন। সূর্যদেব তখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর দেহ পিঙ্গলবর্ণ, লম্বিত বাহু, শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা, মুখে মৃদুহাসি, হাতে বাজুবন্দ, মাথায় মুকুট, তেজোদ্দীপ্ত শরীর। তিনি যোগশক্তির সাহায্যে দুই রূপ ধারণ করে একটির দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করতে থাকলেন, দ্বিতীয়টির সাহায্যে পৃথার কাছে এলেন। তিনি মধুর বাক্যে কুন্তীকে বললেন—

'ভদ্রে ! তোমার মন্ত্র শক্তির বলে আমি তোমার অধীন হয়েছি ; এখন বলো কী করব ? তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।'

কুন্তী বললেন—'ভগবান ! আপনি যেখান থেকে এসেছেন, সেখানেই ফিরে যান ; আমি কৌতূহলবশত আপনাকে আবাহন করেছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

সূর্য বললেন—'তন্বী ! তুমি আমাকে ফিরে যেতে বললে আমি চলে যাব, কিন্তু দেবতাকে আহ্বান করে কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ না করে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া অন্যায়। সুন্দরী ! তোমার ইচ্ছা ছিল যে, সূর্যের দ্বারা তোমার এক পুত্র হবে, সে জগতে পরাক্রমী বীর হবে, কবচ-কুণ্ডল ধারণ করে থাকবে। সুতরাং তুমি তোমার দেহ আমাকে সমর্পণ করো ; তাহলে তোমার ইচ্ছানুযায়ী পুত্র লাভ করবে।'

কুন্তী বললেন—'হে প্রভু ! আপনি আপনার বিমানে করে প্রস্থান করুন। আমি এখনো কুমারী, অতএব এই ধরনের অপরাধ ঘটালে তা খুবই কলঙ্কজনক হবে। আমার মাতা-পিতা এবং গুরুজনই বিধিমত এই দেহ কন্যাদান রূপে দান করার অধিকারী। আমি এই ধর্মের লোপ হতে দেব না। জগতে নারীজাতির সদাচারকেই লোকে-মর্যাদা দেয়। অনাচার থেকে দেহকে রক্ষা করলে তবেই সেই সদাচার রক্ষা পায়। আমি অজ্ঞতাবশত মন্ত্রটি পরীক্ষার জন্য আপনাকে আবাহন করেছিলাম। হে প্রভু ! অবুঝ মনে করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

সূর্যদেব বললেন—'কুন্তী ! যেহেতু তুমি অবোধ কন্যা, কাজেই আমি তোমাকে শিষ্ট কথায় বলছি। অন্য কোনো নারীকে আমি এভাবে অনুনয় বিনয় করি না। তুমি আমাকে দেহ দান করো, এতে তুমি ইচ্ছানুযায়ী পুত্র লাভ করবে।'

কুন্তী বললেন—'হে দেব ! আমার মাতা-পিতা এবং অন্য গুরুজনরা জীবিত। তাঁরা থাকতে এই সনাতন বিধি লোপ পাওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রবিধির প্রতিকূলে যদি আপনার সঙ্গে আমার সমাগম হয় তবে আমার জন্য জগতে এই কুলের কীর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি যদি একে ধর্ম বলে মানেন, তাহলে আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি। কিন্তু আপনাকে আত্মদান করেও আমি সতীই থাকব ; কারণ আপনার ওপরেই জগতের প্রাণীদের ধর্ম, যশ, কীর্তি ও আয়ু নির্ভর করছে।'

সূর্য বললেন—'সুন্দরী ! এই কাজ করলে তোমার আচরণ অধর্মময় বলে মানা হবে না। লোকের হিতের দৃষ্টিতে আমিও কেন অধর্ম আচরণ করব ?'

কুন্তী বললেন—'ভগবান ! যদি তাই হয় এবং আমা হতে আপনার যে পুত্র জন্মাবে, সে জন্ম থেকেই উত্তম কবচ ও কুণ্ডল ধারণ করে থাকে, তাহলে আপনার সঙ্গে আমার সমাগম হতে পারে। কিন্তু সেই বালক পরাক্রম, রূপ, সত্ত্ব, ওজঃ এবং ধর্মসম্পন্ন হওয়া চাই।'

সূর্য বললেন—'রাজকন্যা ! আমার মা অদিতি আমাকে যে কবচ-কুণ্ডল দিয়েছেন, সেটিই আমি এই বালককে দেব।'

কুন্তী বললেন—'হে সূর্যদেব ! আপনি যা বলছেন, যদি সেইরূপ পুত্র আমার হয় তাহলে আমি সানন্দে আপনার সঙ্গে সহবাস করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—ভগবান ভাস্কর তখন নিজ তেজে তাঁকে মোহমুগ্ধ করে যোগশক্তির দ্বারা কুন্তীর গর্ভ সঞ্চার করলেন, যার ফলে কুন্তীর কন্যাত্ব অটুট থাকল। মাঘ শুক্ল প্রতিপদের দিন পৃথার গর্ভ সঞ্চারিত হল। তাঁর অন্তঃপুরস্থিত এক ধাত্রী ব্যতীত কেউই এ খবর জানলেন না। যথাসময়ে সুন্দরী পৃথা এক দেব সমান কান্তিমান পুত্রের জন্ম দিলেন, সূর্যদেবের কৃপায় তাঁর কন্যাত্ব বজায় রইল। বালক তার পিতার ন্যায় অঙ্গে কবচ ও কুণ্ডল পরিহিত ছিলেন। পৃথা ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বেতের ঝাঁপি এনে তাতে ভালোকরে কাপড় বিছিয়ে নবজাত শিশুকে তার মধ্যে শুইয়ে ওপরে ঢাকনা দিয়ে অশ্বনদীতে

ভাসিয়ে দিলেন। সেই ঝাঁপিটি জলে ভাসিয়ে তিনি কেঁদেকেঁদে বলতে লাগলেন—'পুত্র ! নভশ্চর, স্থলচর, জলচর জীব এবং দিব্য প্রাণীরা সকলে তোমার মঙ্গল করুন, তোমার পথ মঙ্গলময় হোক। শত্রু যেন তোমার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। জলাধিপতি বরুণ তোমার রক্ষা করুন, আকাশে সর্বত্রগামী পবন তোমার রক্ষক হোক, তোমার পিতা সূর্যদেব তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন। তোমাকে যেখানেই দেখি সেখানেই তোমাকে কবচ-কুণ্ডলের সাহায্যে আমি চিনে নেব।' পৃথা ব্যাকুলভাবে বিলাপ করতে করতে ধাত্রীর সঙ্গে মহলে ফিরে এলেন।

সেই ঝাঁপিটি ভাসতে ভাসতে অশ্বনদী থেকে চর্মণ্বতী (চম্বল) নদীতে গেল এবং শেষে যমুনা নদীতে গিয়ে পড়ল। তারপর সেটি গঙ্গায় পড়ে অধিরথ সূত যেখানে থাকতেন সেই চম্পাপুরীর কাছে এলো। সেইসময় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মিত্র অধিরথ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গঙ্গাতীরে এসেছিলেন। রাজন্ ! অধিরথের পত্নী রাধা অনুপম সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। পুত্রলাভের জন্য তাঁরা অনেক পূজা-যজ্ঞ করেছিলেন। সেদিন দৈবযোগে তাঁদের দৃষ্টি সেই ঝাঁপির ওপরে পড়ল। ঝাঁপিটি গঙ্গার ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরে এসে লেগেছিল, কৌতূহলবশত রাধা সেটি অধিরথকে দিয়ে

তুলে নিয়ে আনলেন। ঝাঁপিটির ঢাকা খুলে তাঁরা দেখলেন তরুণ সূর্যের ন্যায় এক সুন্দর শিশু সেখানে শায়িত। তার সঙ্গে সোনার কবচ কুণ্ডল। মুখ উজ্জ্বল কান্তিতে দীপ্তমান।

সেই শিশুকে দেখে অধিরথ এবং রাধা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। অধিরথ শিশুটিকে ক্রোড়ে নিয়ে পত্নীকে বললেন—'প্রিয়ে, আমি জন্মাবধি এরূপ সুন্দর বালক দেখিনি। আমার মনে হয় কোনো দেবশিশু আমাদের কাছে এসেছে। আমি অপুত্রক ছিলাম, তাই দেবতারা কৃপা করে আমাকে এই পুত্র দিয়েছেন।' এই কথা বলে তিনি সেই শিশুকে রাধার হাতে দিলেন। রাধা সেই দিব্যরূপ কমলের ন্যায় শোভাসম্পন্ন শিশুকে বিধিসম্মতভাবে গ্রহণ করে পালন করতে লাগলেন। এইভাবে সেই পরাক্রমী বালক বড় হতে লাগল। এরপর অধিরথের নিজেরও পুত্র জন্মাল। বালকের বসুবর্ম (স্বর্ণ কবচ) এবং স্বর্ণকুণ্ডল দেখে ব্রাহ্মণরা তাঁর নাম রাখলেন 'বসুষেণ'। সেই পুত্র ক্রমশ সূতপুত্র এবং 'বসুষেণ' বা 'বৃষ' নামে বিখ্যাত হন। দিব্যকবচধারী হওয়ায় পৃথাও দূত মারফৎ জেনে যান যে তাঁর পুত্র অঙ্গদেশে এক সূতের গৃহে পালিত হচ্ছেন। সেই বালক বয়োপ্রাপ্ত হলে অধিরথ শিক্ষার জন্য তাঁকে হস্তিনাপুর পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে লাগলেন। সেখানে দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল। তিনি দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের কাছে চার প্রকারের অস্ত্র সঞ্চালন শিখলেন এবং মহাধনুর্ধর হিসাবে জগতে পরিচিত হলেন। তিনি দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য সর্বদা পাণ্ডবদের অনিষ্ট করতে তৎপর থাকতেন এবং সর্বদা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন।

রাজন্ ! সূর্যদেবের এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে গোপনীয় যে, সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়েছিল এবং তিনি সূতপরিবারে পালিত হয়েছিলেন। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দেখে যুধিষ্ঠির মনে করতেন তিনি যুদ্ধে অজেয়, তাতে যুধিষ্ঠির চিন্তিত থাকতেন। মহারাজ ! কর্ণ মধ্যাহ্নে স্নান করে জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের স্তুতি করতেন। সেই সময় ব্রাহ্মণরা ধনলাভের আশায় তাঁর কাছে আসতেন ; সেই সময় কর্ণের কাছে এমন কিছু ছিল না যা ব্রাহ্মণদেরকে অদেয়।

—o—

## ইন্দ্রকে কবচ-কুণ্ডল প্রদান এবং কর্ণের অমোঘ শক্তি লাভ

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র একদিন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে কর্ণের কাছে এসে বললেন 'ভিক্ষাং দেহি'। কর্ণ বললেন, 'আসুন, আপনাকে স্বাগত। বলুন, আমি আপনার কী উপকারে লাগতে পারি ? কী সেবা করতে পারি ?'

ব্রাহ্মণ বললেন—'আপনি যদি বাস্তবিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তাহলে আপনার জন্মজাত এই কবচ ও কুণ্ডল আমাকে দিন। এগুলি নেওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহী, আমার আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।'

কর্ণ বললেন—'বিপ্রবর! আমার সঙ্গে জাত এই কবচ ও কুণ্ডল অমৃতময়। এরজন্য ত্রিলোকে আমাকে কেউ বধ করতে পারে না। আমি তাই একে আমার থেকে বিচ্যুত করতে চাই না। আপনি আমার কাছ থেকে বিস্তৃত শত্রুহীন রাজ্য নিয়ে নিন, এই কবচ ও কুণ্ডল আপনাকে দিলে আমি শত্রুদের শিকার হয়ে যাব।'

এই কথা শুনেও ইন্দ্র যখন অন্য কোনো বর চাইলেন না তখন কর্ণ হেসে বললেন—'দেবরাজ! আমি আপনাকে আগেই চিনেছি। কিন্তু আমি আপনাকে কিছু দিলে তার পরিবর্তে আমি যদি কিছু না পাই, সেটা কি ঠিক ? আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ ; আমাকেও আপনার কিছু দেওয়া উচিত। আপনি বহু জীবের প্রভু এবংতাদের সৃষ্টিকারী। দেবেশ্বর! আমি আপনাকে যদি কবচ ও কুণ্ডল দিয়ে দিই তাহলে আমি শত্রুদের বধ্য হয়ে উঠব, আপনারও কীর্তিনাশ হবে। অতএব পরিবর্তে কিছু দিয়ে আপনি এই দিব্য কবচ কুণ্ডল নিয়ে যান ; নাহলে আমি এটি দিতে পারি না।'

ইন্দ্র বললেন—'আমি যে তোমার কাছে আসব, সে কথা সূর্য জানতেন ; নিঃসন্দেহে তিনি তোমাকে এইসব জানিয়ে দিয়েছেন। ঠিক আছে, তুমি যা চাও, তাই হবে। বজ্র ছাড়া আমার কাছ থেকে অন্য কোনো জিনিস চেয়ে নাও।'

কর্ণ বললেন—'ইন্দ্রদেব! এই কবচ ও কুণ্ডলের পরিবর্তে আমাকে আপনার অমোঘ শক্তি প্রদান করুন, যা সংগ্রামে বহু শত্রু সংহার করবে।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে ইন্দ্র বললেন—'তুমি তোমার জন্মজাত কবচ-কুণ্ডলের পরিবর্তে আমার কাছ থেকে অমোঘ শক্তির অধিকারী হও। কিন্তু একটি শর্ত আছে। এই শক্তি তোমার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে, যে তোমাকে সংগ্রামে পরাস্ত করতে চলেছে, এমন একজন মাত্র প্রবল শত্রুকে নিশ্চিত বধ করে আমার কাছেই ফিরে আসবে।'

কর্ণ বললেন—'দেবরাজ! আমিও কেবল তেমনই একজন শত্রুকেই বধ করতে চাই, যে ঘনঘোর সংগ্রামে আমাকে প্রবলভাবে হেনস্থা করছে, যার থেকে আমার ভয় উৎপন্ন হয়েছে।'

ইন্দ্র বললেন—'তুমি যুদ্ধে এক প্রবল শত্রুকে মারতে চাও তো, কিন্তু যাকে তুমি বধ করতে চাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে রক্ষা করেন, তাঁকে বেদজ্ঞ পুরুষ অজিত ও নারায়ণ বলা হয়।'

কর্ণ বললেন—'ভগবান, সে যাই হোক ; আপনি আমাকে এক পুরুষ ঘাতিনী অমোঘ শক্তি দিন, যার দ্বারা আমি সন্তপ্তকারী শত্রুকে বধ করতে পারি।'

ইন্দ্র বললেন—'আরও একটি কথা! যদি অন্য অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও এবং প্রাণ সংকট উপস্থিত না হলেও তুমি প্রমাদবশত এই শক্তি নিক্ষেপ করো তাহলে এ তোমারই প্রাণনাশ করবে।'

কর্ণ বললেন—'ইন্দ্র! প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হচ্ছি যে, এই শক্তি অত্যন্ত ভয়ানক সংকট উপস্থিত হলেই নিক্ষেপ করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! তখন সেই প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণ করে কর্ণ এক তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা নিজ অঙ্গ থেকে কবচ ও কুণ্ডল কেটে তুলতে লাগলেন। তাঁকে হাসিমুখে
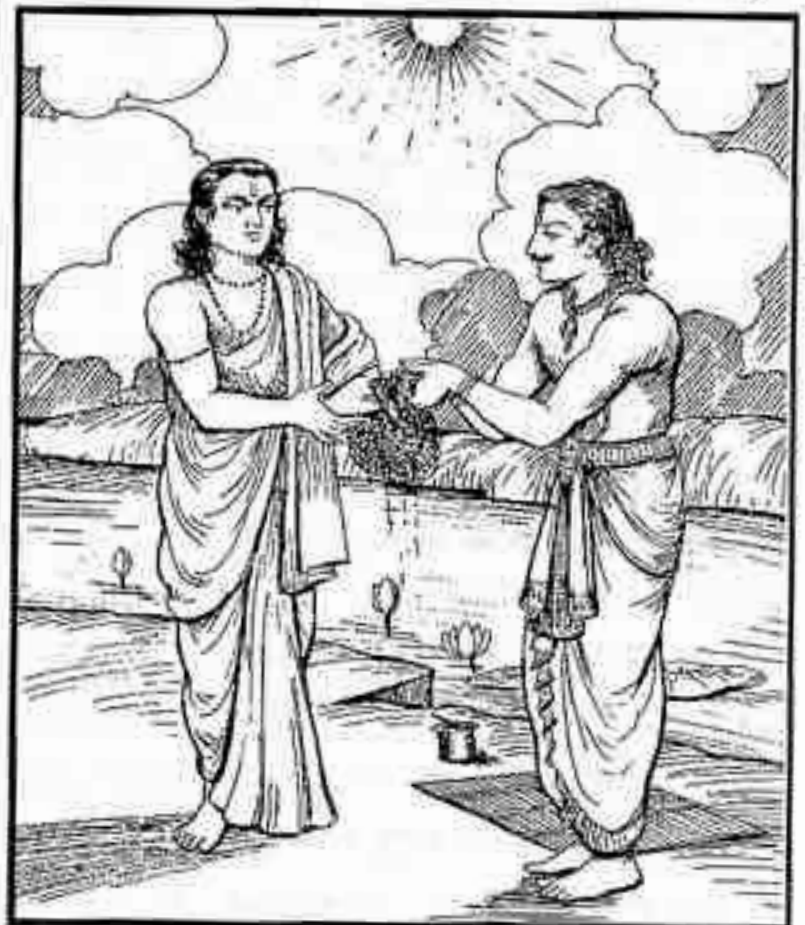
অস্ত্রের দ্বারা নিজ অঙ্গ কেটে কবচ-কুণ্ডল তুলতে দেখে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। এইভাবে নিজ অঙ্গ ও কর্ণ ছেদন করে কবচ-কুণ্ডল প্রদান করায় তিনি 'কর্ণ' নামে পরিচিত হলেন। রক্ত প্লাবিত দেহে তিনি সেই শোণিত-সিক্ত কবচ ও কুণ্ডল ইন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন।

কর্ণকে এইভাবে প্রতারিত করে, জগতে তাঁকে যশস্বী করে ইন্দ্র নিশ্চিত হলেন যে পাণ্ডবদের কাজ সিদ্ধ হয়েছে। তখন তিনি প্রসন্ন মনে দেবলোকে চলে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কর্ণের এই খবর জেনে অত্যন্ত আতঙ্কিত হলেন। এদিকে বনবাসী পাণ্ডবরা কর্ণের এই সংবাদ জেনে প্রসন্ন হলেন।

—o—

## ব্রাহ্মণের অরণি উদ্ধারের জন্য পাণ্ডবদের মৃগকে অনুসরণ এবং ভীম ও তিন ভ্রাতার এক সরোবরে অচেতন হয়ে পড়া

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর ! দ্রৌপদীকে জয়দ্রথ হরণ করায় পাণ্ডবরা তো অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন। ফিরে পাওয়ার পর তাঁরা কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—দ্রৌপদীকে জয়দ্রথ এইভাবে হরণ করায় রাজা যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন চিত্তে কাম্যকবন ছেড়ে ভ্রাতাদের নিয়ে পুনরায় দ্বৈতবনেই ফিরে এলেন। সেই বনে প্রচুর ফল-মূল ও রমণীয় বৃক্ষের সমাবেশ ছিল। সেখানে তাঁরা মিতাহারী হয়ে ফলাহার করে দ্রৌপদীকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন।

একদিন সেই বনে এক ব্রাহ্মণের অরণি কাষ্ঠে এক হরিণ তার শৃঙ্গ ঘষতে থাকে, দৈবাৎ সেটি তার শৃঙ্গে আটকে যায়। হরিণটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল, সে সেই মন্থন কাষ্ঠ সহ লাফাতে লাফাতে অন্য আশ্রমে চলে গেল। তাই দেখে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র রক্ষার জন্য কাষ্ঠ না পেয়ে হতচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি পাণ্ডবদের কাছে এলেন। তিনি ভ্রাতা-সহ উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের কাছে এসে বললেন—'রাজন্ ! আমি অরণি সহ মন্থন কাষ্ঠ এক বৃক্ষে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। এক হরিণ তাতে তার শৃঙ্গ ঘষতে গেলে, সেটি তার শৃঙ্গে আটকে যায়। বিশাল হরিণটি সেটি নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনারা তার পায়ের চিহ্ন দেখে সেই মন্থন কাষ্ঠটি খুঁজে এনে দিন, যাতে আমার অগ্নিহোত্র রক্ষা পায়।'

ব্রাহ্মণের কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির দুঃখিত হলেন এবং ভাইদের নিয়ে ধনুক হাতে হরিণ খুঁজতে গেলেন। ভাইরা সকলেই তাকে মারবার খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা সফল হলেন না এবং হরিণটিও তাঁদের চোখের আড়ালে চলে গেল। তাকে দেখতে না পেয়ে পাণ্ডবরা দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা গভীর জঙ্গলে এক বটবৃক্ষের কাছে পৌঁছলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তাঁরা সেই বৃক্ষের ছায়ায় বসলেন। তখন ধর্মরাজ নকুলকে বললেন—'নকুল ! তোমার ভ্রাতারা সবাই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। এখানে কাছেই কোথাও জল আছে কিনা দেখো তো ?' নকুল 'ঠিক আছে' বলে গাছে উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন—'রাজন্ ! জলের কাছে যেসব বৃক্ষ হয়, তেমন বহু বৃক্ষ আমি দেখতে পাচ্ছি এবং সারস পাখির
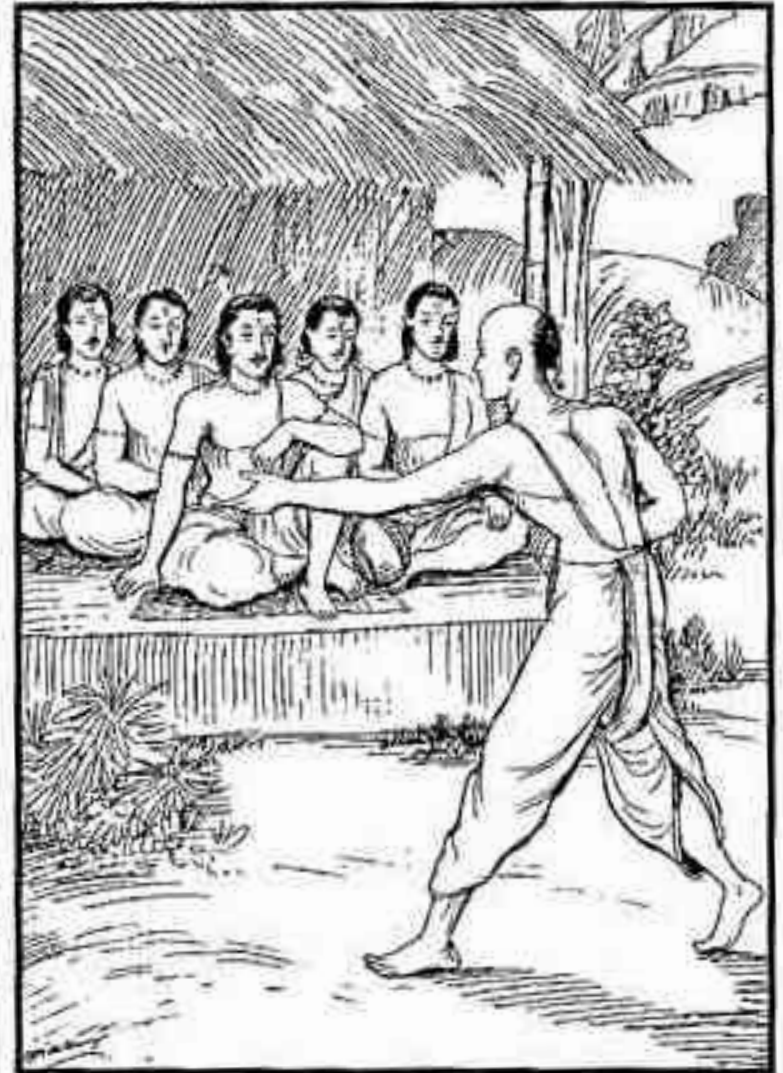
ডাকও শুনতে পাচ্ছি। তাই কাছেই নিশ্চয়ই জল আছে।' সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির তখন বললেন—'সৌম্য ! তুমি শীঘ্র যাও, আমাদের জন্য জল নিয়ে এসো।'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশে নকুল 'আচ্ছা' বলে খুব তাড়াতাড়ি সেই জলাশয়ের কাছে পৌঁছলেন। সারস বেষ্টিত নির্মল জলাশয় দেখে নকুল যেই জল পানের জন্য ঝুঁকলেন তখনই এক দৈববাণী শুনতে পেলেন—'প্রিয় নকুল ! জলপানের চেষ্টা কোরো না। আমার একটি নিয়ম আছে, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তারপরে জলপান করবে এবং নিয়ে যাবে।' কিন্তু নকুলের অত্যন্ত তৃষ্ণা পেয়েছিল। তিনি সেই বাণীর আদেশ গ্রাহ্য না করেই শীতল জল পান করলে তক্ষুণি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

নকুলের বিলম্ব দেখে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বীর সহদেবকে বললেন, 'সহদেব তোমার ভ্রাতা নকুল অনেকক্ষণ গেছে। অতএব তুমি গিয়ে তার খোঁজ করো এবং জলও নিয়ে এসো।' সহদেব 'ঠিক আছে' বলে জলের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়ে সহদেব দেখলেন নকুল মৃতাবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। ভাইয়ের জন্য তাঁর অত্যন্ত দুঃখ হল, এদিকে পিপাসাতেও কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাই তিনি জলের দিকে এগোলেন। তখন সেই দৈববাণী আবার শোনা গেল—'প্রিয় সহদেব ! জলপানের চেষ্টা কোরো না। আমার একটি নিয়ম আছে, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তারপর জলপান করবে এবং নিয়ে যাবে।' সহদেব অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ছিলেন। তিনিও সেই বাণী গ্রাহ্য করলেন না। যখনই তিনি সেই শীতল জলপান করলেন, তাঁরও নকুলের গতি প্রাপ্তি হল।

ধর্মরাজ এবার অর্জুনকে বললেন—'শত্রুদমন অর্জুন ! তোমার ভাই নকুল-সহদেব অনেকক্ষণ আগে গেছে। তুমি তাদের অন্বেষণ করো এবং জলও আনো। ভাই ! আমরা বিপন্ন, তুমিই একমাত্র উপায়।' অর্জুন তখন ধনুর্বাণ ও তলোয়ার নিয়ে সরোবরে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন তাঁর দুভাই মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। পার্থ অত্যন্ত শোকার্ত চিত্তে বনের মধ্যে সব দিকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কোনো প্রাণীরই সাক্ষাৎ পেলেন না। জলপিপাসা পাওয়ায় তিনি তখন জলে দিকে গেলেন। সেইসময় তিনি দৈববাণী শুনতে পেলেন—'কুন্তীনন্দন ! তুমি জলের দিকে কেন যাচ্ছ ? তুমি জোর করে এই জল পান করতে পারবে না। যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তাহলে জল পান করতে পারবে এবং নিয়েও যেতে পারবে।' এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অর্জুন বললেন—'সাহস থাকলে সামনে এস, তারপর আমার বাণে বিদ্ধ হলে আর এমন কথা বলার সাহস করবে না।' এই কথা বলে অর্জুন শব্দভেদের কৌশল দেখিয়ে সমস্ত দিক অভিমন্ত্রিত বাণের দ্বারা ব্যাপ্ত করে দিলেন। তখন যক্ষ বললেন—'অর্জুন ! এই বৃথা চেষ্টায় কী লাভ ? আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তুমি জলপান করতে পার। উত্তর না দিয়ে জলপান করলেই মারা পড়বে।' যক্ষের কথা গ্রাহ্য না করে সব্যসাচী অর্জুন জলপান করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে গেলেন।

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তারপর ভীমকে বললেন—'ভরত-নন্দন ! নকুল, সহদেব এবং অর্জুন অনেকক্ষণ জল আনতে গিয়েছে, এখনও তারা কেউ ফিরে এলো না। তুমি যাও, দেখো কেন ওদের এত দেরী, আসার সময় জল আনবে।' ভীম 'ঠিক আছে' বলে সেই স্থানে গেলেন, যেখানে তাঁর সব ভায়েরা মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন। তাঁদের এই অবস্থায় দেখে ভীম অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এদিকে পিপাসাতে তিনিও অত্যন্ত কাতর ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, 'এ কোনো যক্ষ বা রাক্ষসের কাজ, আজ আমার তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, অতএব আগে জলপান করে নিই।' এই ভেবে তিনি পিপাসার্ত হয়ে জলপান করতে গেলেন। এর মধ্যে যক্ষ বলে উঠলেন—'ভীম ! সাহস কোরো না, আমার একটি নিয়ম আছে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান করতেও পারবে এবং জল নিয়ে যেতেও পারবে।' তেজস্বী যক্ষ এই কথা বললেও ভীম তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলপান করলেন এবং তাঁরও একই দুর্দশা হল।

—o—

## যক্ষ-যুধিষ্ঠির কথোপকথন

বৈশম্পায়ন বললেন—মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমের বিলম্ব দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তাঁর হৃদয় নানা চিন্তায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হল এবং নিজেই যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। জলাশয়ের তীরে পৌঁছে তিনি দেখলেন তাঁর চারভাই সেখানে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁদের অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। শোকসমুদ্রে ডুবে তিনি ভাবতে লাগলেন, 'এই বীরদের কে মারল ? এদের দেহে তো কোনো অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই এবং এখানে পদচিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। যে আমার ভাইদের মেরেছে, সে অবশ্যই বিশেষ কেউ হবে। ঠিক আছে, আগে আমি একাগ্র হয়ে এর কারণ নির্ধারণ করি অথবা জলপান করলে আমি নিজেই তা জানতে পারব। এমনও হতে পারে যে কূটবুদ্ধি শকুনির সাহায্যে দুর্যোধন আমাদের অগোচরে এই সরোবরে বিষ মিশ্রিত করে রেখেছে। কিন্তু এই জলকে বিষাক্ত বলে মনে হচ্ছে না, কারণ মারা গেলেও আমার ভ্রাতাদের শরীরে কোনো বিকার দেখা যাচ্ছে না এবং এদের গাত্রবর্ণও স্বাভাবিক আছে। এরা প্রত্যেকেই দেবতাদের ন্যায় মহাবলী। একমাত্র যমরাজ ছাড়া আর কে এঁদের সম্মুখীন হতে সাহস করেন ?'

এইসব ভেবে তিনি জলে নামার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঠিক তখনই তিনি সেই দৈববাণী শুনতে পেলেন। তিনি বললেন—'আমি এক বক, আমিই তোমার ভাইদের মেরেছি। তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও, তাহলে তুমিও এদের দশা প্রাপ্ত হবে। হে পুত্র ! সাহস কোরো না, আমার একটি নিয়ম আছে। আগে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপর জল পান করো এবং নিয়ে যাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'এ তো কোনো পাখির কাজ হতে পারে না। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে আপনি রুদ্র, বসু অথবা মরুৎ ইত্যাদি দেবতাদের মধ্যে কে ?'

যক্ষ বললেন—'আমি কোন জলচর পক্ষী নই, আমি যক্ষ। তোমার এই মহাতেজস্বী ভাইদের আমিই মেরেছি।'

যক্ষের এই অমঙ্গলময় কঠোর বাক্য শুনে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর পাশে গেলেন। তিনি দেখলেন বিকট চক্ষুবিশিষ্ট বিশালকায় এক যক্ষ বৃক্ষের উপরে উপবিষ্ট আছে। সেই যক্ষ দুর্ধর্ষ, তালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘকায়, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং পর্বতের মতো বিশাল : সেই গম্ভীর স্বরে তাঁকে আহ্বান

করছে। তারপর সে যুধিষ্ঠিরকে বলল—'রাজন্ ! তোমার ভাইদের আমি বারংবার বাধা দিয়েছিলাম, তা সত্ত্বেও তারা মূর্খতাবশত জল নিতে চেয়েছিল ; তাই আমি এদের মেরে ফেলেছি। তোমার প্রাণ যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে এখানে জলপান কোরো না। এই স্থানটি আমার অধিকারে। আমার নিয়ম হল, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপরে জল পান কর এবং নিয়ে যাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি আপনার অধিকৃত জিনিস নিতে চাই না। আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন। কোনো সৎ ব্যক্তি নিজের প্রশংসা করেন না। আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে তার উত্তর দেব।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'সূর্য কার দ্বারা উদিত হয় ? তাঁর চার দিকে কারা চলেন ? কে তাঁকে অস্তে পাঠায় ? আর তিনি কিসে প্রতিষ্ঠিত ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সূর্য ব্রহ্ম দ্বারা উদিত হন। তাঁর চারদিকে দেবতারা চলেন। ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠায় এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'মানুষ কিসের দ্বারা বেদাধ্যেতা হয় ? কিসের দ্বারা মহৎ পদ লাভ হয় ? কিসের সাহায্যে

তারা ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয় ? এবং কী করে বুদ্ধিমান হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'শ্রুতির দ্বারা মানুষ বেদাধ্যেতা হয়। তপস্যার দ্বারা মহৎপদ প্রাপ্ত হয়। ধৃতির দ্বারা ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হয় এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবার দ্বারা বুদ্ধিমান হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ব্রাহ্মণদের দেবত্ব কী ? তাদের মধ্যে সৎপুরুষের ন্যায় ধর্ম কী ? মনুষ্যত্ব কী ? অসৎ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'বেদের স্বাধ্যায়ই ব্রাহ্মণদের দেবত্ব, তপস্যাই সৎ পুরুষদের ধর্ম, মৃত্যুই মানুষ ভাব এবং নিন্দা করাই হল অসৎ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—ক্ষত্রিয়দের দেবত্ব কী ? তাদের মধ্যে সৎপুরুষের ন্যায় ধর্ম কী ? মনুষ্যত্ব কী ? এবং তাদের অসৎ ব্যক্তির ন্যায় আচরন কী ?

যুধিষ্ঠির বললেন—অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শিতা ক্ষত্রিয়দের দেবত্ব, যজ্ঞ করা হল তাঁদের সৎপুরুষের ন্যায় ধর্ম, ভয় হল মানবিক ভাব এবং দীনকে রক্ষা না করা হল অসৎ ব্যক্তির আচরণ।

যক্ষ প্রশ্ন করল—'যজ্ঞীয় সাম বস্তুটি কী ? যজ্ঞীয় যজুঃ কী ? কোন বস্তুটি যজ্ঞকে বরণ করে ? এবং কাকে যজ্ঞ অতিক্রম করে না ?'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—'প্রাণই যজ্ঞীয় সাম, মন যজ্ঞীয় যজুঃ, একমাত্র ঋক্‌ই যজ্ঞ অতিক্রম করে না।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'দেবতর্পণকারীদের কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ ? পিতৃপুরুষদের তর্পণকারীদের জন্য কী শ্রেষ্ঠ ? প্রতিষ্ঠা যারা চায় তাদের নিকট কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ ? সন্তান আকাঙ্ক্ষাকারীদের নিকট শ্রেষ্ঠ কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দেবতর্পণকারীদের পক্ষে বর্ষাই শ্রেষ্ঠ, পিতৃতর্পণকারীদের জন্য ধন-ধান্য সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা যারা চায় তাদের কাছে গোধন শ্রেষ্ঠ এবং সন্তান আকাঙ্ক্ষাকারীদের কাছে পুত্রই শ্রেষ্ঠ ।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'এমন কোন ব্যক্তি আছে যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় অনুভব করে, শ্বাস গ্রহণ করে, বুদ্ধিমান, সম্মানিত এবং সকল প্রাণীগণের নিকট মাননীয় হয়েও প্রকৃতপক্ষে জীবিত নয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, সেবক, মাতা-পিতা ও আত্মা—এই পাঁচকে পোষণ করে না, সে শ্বাস-প্রশ্বাসকারী হলেও জীবিত নয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'পৃথিবীর থেকে ভারী কী ? আকাশের থেকে উঁচু কী ? বায়ুর থেকে বেগে কী চলে ? এবং তৃণের থেকে সংখ্যায় অধিক কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মাতা পৃথিবীর থেকে ভারী অর্থাৎ বেশি, পিতা আকাশের থেকেও উঁচু, মন বায়ুর থেকেও বেগে চলে এবং চিন্তা তৃণের থেকেও অধিক।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ঘুমোলে কার পলক বন্ধ হয় না ? জন্মালেও নিশ্চেষ্ট থাকে কে ? কার হৃদয় নেই ? বেগের সাহায্যে কে বৃদ্ধি পায় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মাছ ঘুমোলেও পলক বন্ধ করে না। ডিম উৎপন্ন হয়েও নিশ্চেষ্ট থাকে। পাথরের হৃদয় নেই, নদী বেগের সাহায্যে বৃদ্ধি পায়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'বিদেশে গমনকারীর মিত্র কে ? গৃহে বাসকারীর মিত্র কে ? রোগীর মিত্র কে ? মৃত্যুর নিকট পৌঁছান ব্যক্তির মিত্র কে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সঙ্গের যাত্রীই বিদেশ গমনকারীর মিত্র। গৃহবাসকারীর মিত্র তার স্ত্রী, বৈদ্য রোগীর মিত্র এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই হল তার মিত্র।'

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন—'সমস্ত প্রাণীর অতিথি কে ? সনাতন ধর্ম কী ? অমৃত কী এবং এই সমস্ত জগৎ কী ?'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—'অগ্নি সমস্ত প্রাণীর অতিথি ; অবিনাশী নিত্যধর্মই সনাতন ধর্ম, গোরুর দুধ অমৃত এবং বায়ু হল সমস্ত জগৎ।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'কে একাকী বিচরণ করে ? একবার উৎপন্ন হয়ে কে পুনর্বার উৎপন্ন হয় ? শীতের উপশম কী ? মহান্ ক্ষেত্র কোনটি ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সূর্য একাকী বিচরণ করেন। চন্দ্র একবার জন্ম নিয়ে পুনরায় জন্ম নেয়, শীতের প্রতিকার অগ্নি এবং পৃথিবী হল সর্বাপেক্ষা মহাক্ষেত্র।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ধর্মের প্রধান স্থান কী ? যশের প্রধান স্থান কী ? স্বর্গের প্রধান স্থান কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ধর্মের মুখ্য স্থান দক্ষতা, যশের মুখ্য স্থান দান, স্বর্গের মুখ্য স্থান সত্য এবং সুখের প্রধান স্থান শীল।'

যক্ষ প্রশ্ন করলেন—'মানুষের আত্মা কী ? তার দৈবকৃত সখা কে ? জীবনের সহায়ক কে এবং তার পরম আশ্রয় কী ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'পুত্র মানুষের আত্মা। স্ত্রী তার দৈবকৃত সখা। মেঘ তার জীবনের সহায়ক এবং দানই হল

পরম আশ্রয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'যিনি ধন্যবাদের পাত্র তাঁর উত্তম গুণ কী ? ধনের মধ্যে উত্তম ধন কী ? লাভের মধ্যে প্রধান লাভ কী এবং সুখের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ সুখ ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ধন্যবাদের যোগ্য ব্যক্তিদের দক্ষতাই উত্তম গুণ, ধনাদির মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান উত্তম, লাভের মধ্যে আরোগ্যই প্রধান এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই প্রধান সুখ।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কী ? নিত্য ফলদায়ক ধর্ম কী ? কাকে বশে রাখলে শোক হয় না ? কার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করলে তা নষ্ট হয় না ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হল দয়া, বেদোক্ত ধর্ম নিত্য ফলদায়ক। মনকে বশে রাখলে শোক হয় না এবং সৎব্যক্তির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করলে তা নষ্ট হয় না।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'কোন বস্তু ত্যাগ করলে মানুষ প্রিয় হয় ? কী ত্যাগ করে দিলে মানুষ শোক করে না ? কী ত্যাগ করলে মানুষ অর্থবান হয় এবং কী ত্যাগ করলে সে সুখী হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মান ত্যাগ করলে মানুষ প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক হয় না। কাম ত্যাগ করলে অর্থবান হয় এবং লোভ ত্যাগ করলে সুখী হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ব্রাহ্মণকে কেন দান করা হয় ? নট ও নটীদের কেন দান করা হয় ? সেবকদের দান করার প্রয়োজন কী ? এবং রাজাকে কেন দান দেওয়া হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ব্রাহ্মণকে ধর্মের জন্য দান করা হয়, নট ও নটীদের যশের জন্য দান বা পুরস্কৃত করা হয়, সেবকদের পালন-পোষণের জন্য দান (বেতন) দিতে হয়। রাজাকে ভয় হতে রক্ষার জন্য দান (কর) দেওয়া হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'জগৎ কোন বস্তু দিয়ে আচ্ছাদিত ? কীসের জন্য এটি প্রকাশিত হয় না ? মানুষ কীসের জন্য মিত্রকে ত্যাগ করে ? এবং কোন্ কারণে স্বর্গগমন হয় না ?'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—'জগৎ অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছাদিত, তমোগুণের কারণে তা প্রকাশিত হয় না। লোভের জন্য মানুষ মিত্রকে পরিত্যাগ করে এবং আসক্তির জন্য স্বর্গে গমন করে না।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'পুরুষকে কোন অবস্থায় মৃত বলা হয় ? কোন অবস্থায় রাষ্ট্রকে মৃত বলা হয় ? শ্রাদ্ধ কী করে মৃত হয়, এবং যজ্ঞ কীভাবে মৃত হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দরিদ্র ব্যক্তি মৃততুল্য, রাজা বিহনে রাষ্ট্র মৃততুল্য হয়ে থাকে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত শ্রাদ্ধ মৃত, বিনা দক্ষিণায় যজ্ঞ মৃত।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'দিশা (দিক) কী ? জল কী ? অন্ন কী ? বিষ কী ? এবং শ্রাদ্ধের সময় কী, তা বলো।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সৎ ব্যক্তিই দিশা (দিক)[১]। আকাশ জল, গাভী অন্ন[২], প্রার্থনা (কামনা) বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের সময়[৩]।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ক্ষমা কী ? লজ্জা কাকে বলে ? তপের লক্ষণ কী ? এবং দম কাকে বলে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'দ্বন্দ্ব সহ্য করাই ক্ষমা, করার মতো কাজ থেকে দূরে থাকাই লজ্জা, নিজ ধর্মে স্থিত থাকাই তপ এবং মনকে দমন করাকেই দম বলা হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'রাজন্ ! জ্ঞান কাকে বলে ? শম কী ? দয়া কার নাম এবং সরলতা কাকে বলা হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'প্রকৃত বস্তুকে সঠিকভাবে জানাই হল জ্ঞান, চিত্তের শান্তি হল শম, সকলের জন্য সুখের ইচ্ছা থাকা দয়া এবং সমচিত্ত হওয়াই সরলতা।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'মানুষের দুর্জয় শত্রু কে ? অনন্ত ব্যাধি কী ? সাধু বলে কাকে গণ্য করা হবে এবং অসাধু কাকে বলা হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ক্রোধ দুর্জয় শত্রু। লোভ অনন্ত ব্যাধি ; যে সকল প্রাণীর হিত করে থাকে সে সাধু এবং নির্দয় পুরুষকে অসাধু বলা হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'রাজন্ ! মোহ কাকে বলে ? মান কাকে বলে ? আলস্য কাকে বলে এবং শোক কাকে বলে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ধর্মমূঢ়তাই মোহ, আত্মাভিমানই মান, ধর্মপালন না করা হল আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ঋষিগণ স্থৈর্য কাকে বলেন ? ধৈর্য

[১] কারণ সৎ ব্যক্তিই ভগবদ্প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করেন।

[২] কারণ গাভী থেকেই দুধ-ঘি ইত্যাদি হব্য হয়, সেই হবন দ্বারাই বর্ষা হয় এবং বর্ষা থেকেই অন্নের উৎপত্তি হয়।

[৩] অর্থাৎ যখন উত্তম ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় তখনই শ্রাদ্ধ করা উচিত।

কাকে বলে, স্নান কাকে বলে এবং দান কিসের নাম ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'নিজ ধর্মে স্থির থাকাই স্থৈর্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ধৈর্য, মানসিক কলুষ ত্যাগ করা হল স্নান এবং প্রাণীদের রক্ষা করাকে বলা হয় দান।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'কোন ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলে বুঝতে হবে ? নাস্তিক কাকে বলে ? মূর্খ কে ? কাম কাকে বলে ? এবং মৎসর কাকে বলা হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলা হয়, মূর্খকে নাস্তিক বলা হয় আর নাস্তিক ব্যক্তি মূর্খ হয়, যা জন্ম-মৃত্যু চক্রে নিক্ষেপ করে সেই বাসনাকে কাম বলা হয় এবং হৃদয়ের সন্তাপকে বলা হয় মৎসর।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'অহংকার কাকে বলে ? দম্ভ কাকে বলে ? পরমদৈব কাকে বলা হয় ? পৈশুন্য কার নাম ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'অহংকার হল মহা অজ্ঞান, নিজেকে অযথা বড় ধর্মাত্মা বলে জাহির করা হল দম্ভ। দানের ফলকে দৈব বলে এবং অপরের দোষ অন্যকে বলা হল পৈশুন্য।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ধর্ম, অর্থ ও কাম—এগুলি পরস্পর বিরোধী। এই নিত্য বিরুদ্ধগুলি কী করে একস্থানে সংযুক্ত হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যখন ধর্ম ও ভার্যা পরস্পর বশবর্তী হয় তখন ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনের সংযুক্তি হওয়া সম্ভব।'[১]

যক্ষ প্রশ্ন করল—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! অক্ষয় নরক কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যে ব্যক্তি কোনো দরিদ্র ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে ডেকে তাকে ভিক্ষা না দেয়, সে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং পিতৃধর্মে মিথ্যাবুদ্ধি রাখে, সে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'রাজন্ ! কুল, আচার, স্বাধ্যায় এবং শাস্ত্রশ্রবণ—এগুলির মধ্যে কার সাহায্যে ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয়, ঠিক করে তা আমাকে জানাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'প্রিয় যক্ষ শোনো ! কুল, স্বাধ্যায় এবং শাস্ত্রশ্রবণ—এগুলির কোনোটিই ব্রাহ্মণত্বের কারণ নয় ; আচার ও আচরণই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। সুতরাং যত্ন পূর্বক সদাচার রক্ষা করা উচিত। ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত ; কারণ যার সদাচার অক্ষুণ্ণ থাকে, তারই ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে। যার সদাচার নষ্ট হয়ে গেছে, সে স্বয়ং নাশ হয়ে যায়। যে পড়ে, যে পড়ায় এবং যে শাস্ত্রবিচার করে—তারা সব বিলাসী এবং মূর্খ ; সেই পণ্ডিত, যে নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করে। চারবেদ পাঠ করার পরেও যদি কেউ দুষ্ট আচরণ সম্পন্ন হয়, তাহলে সে শূদ্রেরও অধম। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রে তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'মধুর বাক্য যারা বলে তারা কী পায় ? যারা ভেবে চিন্তে কাজ করে তারা কী পায় ? যে অনেক বন্ধু তৈরি করে, তার কী লাভ হয় ? যে ব্যক্তি ধর্মনিষ্ঠ, সে কী পায় ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যারা মধুর বাক্য বলে, তারা সকলের প্রিয় হয়। যারা ভেবে-চিন্তে কাজ করে তারা বেশি সাফল্য লাভ করে ; যে ব্যক্তি অনেক বন্ধু তৈরি করে, সে সুখে দিন কাটায় এবং যে ধর্মনিষ্ঠ, সে সদ্গতি লাভ করে।'

যক্ষ প্রশ্ন করল—'সুখী কে ? আশ্চর্য কী ? পথ কী ? বার্তা কী ? আমার এই চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যার কোনো ঋণ নেই, যে ব্যক্তি প্রবাসী নয়, যে দিনের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগেও নিজ গৃহে শাক-ভাত রান্না করে খেতে পারে—সেই সুখী। প্রাণী নিত্য যমের দ্বারে যাচ্ছে ; কিন্তু যে বেঁচে থাকে, সে সর্বদা বেঁচে থাকার আশা করে এর থেকে বেশি আশ্চর্যের আর কি হতে পারে ! তর্কের কোনো স্থিতি নেই, শ্রুতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়, কোনো একজন ঋষির বচন শিরোধার্য বলে মানা যায় না, ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ় ; সুতরাং যে পথে মহাপুরুষ গমন করেন, তাই হল প্রকৃত পথ। এই মহামোহরূপ কড়াইতে কালরূপ ভগবান সমস্ত প্রাণীকে মাস ও ঋতুরূপ হাতা দিয়ে সূর্যরূপ অগ্নি এবং রাত ও দিনরূপ ইন্ধন দিয়ে রান্না করছেন—এটাই বার্তা।'

যক্ষ বলল—'তুমি আমার সব প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়েছ। এবার তুমি পুরুষের ব্যাখ্যা করো এবং বল সবথেকে ধনী কে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যে ব্যক্তির পুণ্যকর্মের কীর্তির

[১]অর্থাৎ পত্নী ধর্মানুবর্তিনী যদি হয় তাহলে এই তিনের সংযোগ হওয়া সম্ভব ; কারণ পত্নী কামের সাধন, সে যদি অগ্নিহোত্র এবং দানাদির বিরোধ না করে তাহলে সেগুলির যথাযথ অনুষ্ঠান হলে তার অর্থ—তিনটিই একসঙ্গে সম্পাদন করা সম্ভব।

আওয়াজ স্বর্গ ও ভূমি স্পর্শ করে, পুরুষ সেই পর্যন্ত থাকেন। যাঁর কাছে প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ—সব সমান, তিনিই সব থেকে ধনী ব্যক্তি।'

যক্ষ বলল—'রাজন্ ! সব থেকে ধনী ব্যক্তির ব্যাখ্যা তুমি ঠিকমতোই করেছ। তাই তোমার ভাইদের মধ্যে তুমি একজনকে চেয়ে নাও, সে জীবিত হতে পারে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যক্ষ ! এই শ্যামবর্ণ, অরুণনয়ন, শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ, সুবিশাল বক্ষ সমন্বিত মহাবাহু নকুল যেন জীবিত হয়।'

যক্ষ বলল—'রাজন্ ! যার দশ হাজার হাতির মতো দেহের বল, সেই ভীমকে ছেড়ে তুমি নকুলকে কেন বাঁচাতে চাও ? অথবা যার বাহুবলের ওপর সমস্ত পাণ্ডবরা ভরসা করে আছে, সেই অর্জুনকে ছেড়ে তুমি নকুলকে কেন বাঁচিয়ে তুলতে চাও ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'যদি ধর্মনাশ করা হয়, তাহলে সেই নষ্ট ধর্ম কর্তাকেও নাশ করে আর যদি ধর্মরক্ষা করা হয়, তবে তা কর্তাকেও রক্ষা করে। তাই আমি ধর্মত্যাগ করি না, যাতে ধর্ম আমাকেই না নাশ করে দেয়। আমার বিচার হল সবার প্রতি সমানভাব রাখাই পরম ধর্ম। লোকে জানে যে রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা। আমার পিতার দুই পত্নী—কুন্তী এবং মাদ্রী, এঁরা দুজনেই যাতে পুত্রবতী থাকেন, সেটাই আমার বিচার। আমার কাছে কুন্তী ও মাদ্রী—দুজনেই সমান—কোনোই পার্থক্য নেই। আমি দুজনের প্রতি সমান আচরণ করতে চাই তাই আমি চাই নকুলই জীবিত হোক।'

যক্ষ বলল—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি অর্থ এবং কাজের থেকেও সমত্বকে বেশি সম্মান করেছ, সুতরাং তোমার সব ভাই-ই জীবিত হোক।'

—০—

## পাণ্ডবদের জীবন ফিরে পাওয়া, যুধিষ্ঠিরের বরলাভ এবং অজ্ঞাতবাসের জন্য ব্রাহ্মণদের কাছে বিদায় গ্রহণ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! যক্ষ বলামাত্রই মৃত পাণ্ডবরা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব মিটে গেল।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রভু ! দেবশ্রেষ্ঠ আপনি কে ? আপনি যে যক্ষ, আমার তা মনে হচ্ছে না। আপনি বসুগণ, রুদ্রগণ এবং মরুতগণের মধ্যে কেউ নয় তো, অথবা স্বয়ং ইন্দ্র ? আমার ভ্রাতারা শত-শত, হাজার-হাজার বীরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিপুণ। এমন কোনো যোদ্ধা আমি দেখিনি, যাঁরা আমার ভ্রাতাদের রণভূমিতে পরাজিত করেছেন। এখন জীবিত হলেও মনে হচ্ছে তাঁরা সুখনিদ্রায় ছিলেন, তাঁদের এত সুস্থ দেখাচ্ছে ; সুতরাং আপনি আমাদের কোনো সুহৃদ বা পিতা হবেন !'

যক্ষ বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার পিতা ধর্মরাজ, তোমাকে দেখার জন্যই এখানে এসেছি। যশ, সত্য, দম, শৌচ, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা, দান, তপ এবং ব্রহ্মচর্য—এগুলি আমার দেহ এবং অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপ, শৌচ এবং অমৎসর—এগুলিকে তুমি আমার পথ বলে জানবে। তুমি সর্বদাই আমার প্রিয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে তোমার শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা এবং সমাধান—এই পাঁচটি সাধনে প্রীতি আছে এবং তুমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-মোহ, জরা-মৃত্যু এই ছটি দোষও জয় করে নিয়েছ। এর প্রথম দুই দোষ জন্ম থেকেই থাকে, মধ্যের দুটি দোষ তরুণাবস্থাতে আসে আর অন্তিম দোষ দুটি শেষজীবনে আসে। তোমার মঙ্গল হোক, আমি ধর্ম, তোমার ব্যবহার জানার জন্যই এখানে এসেছিলাম। হে নিষ্পাপ রাজন্ ! তোমার সমদৃষ্টির জন্য আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি অভীষ্ট বর চেয়ে নাও ; যে আমার ভক্ত, তার কখনো দুর্গতি হয় না।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ভগবান ! প্রথম বরে আমার প্রার্থনা, যে ব্রাহ্মণের অরণিসহ মন্থনকাষ্ঠ মৃগ নিয়ে গেছে, তার অগ্নিহোত্র যেন রক্ষা হয়।'

যক্ষ বলল—'রাজন্ ! ওই ব্রাহ্মণের অরণিসহ মন্থন কাষ্ঠ আমি তোমার পরীক্ষার জন্যই মৃগরূপে হরণ করেছিলাম, সেটি আমি তোমায় দিচ্ছি। তুমি অন্য বর চেয়ে নাও।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'আমরা দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করেছি, এবার ত্রয়োদশ বৎসর আগত প্রায় ; সুতরাং এমন বর দিন যাতে কেউ আমাদের চিনতে না পারে।'

ভগবান ধর্ম এই কথা শুনে বললেন—'আমি তোমাকে এই বর দিলাম যে, যদি তুমি পৃথিবীতে নিজ

রূপেই বিচরণ কর, তাহলেও কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে যেমন চাইবে, সে তেমনই রূপধারণ করতে সক্ষম হবে। এছাড়া তুমি তৃতীয় বরও চেয়ে নাও। রাজন্ ! তুমি আমার পুত্র এবং বিদুরও আমার অংশ থেকে জন্ম নিয়েছে ; তাই আমার কাছে তোমরা দুজনেই সমান।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ভগবান ! আপনি সনাতন দেবাদিদেব। আজ সাক্ষাৎ আপনার দর্শন লাভ হল, এর চেয়ে দুর্লভ আর কী লাভ হতে পারে! তবুও আপনি আমাকে যে বর দেবেন, আমি তা শিরোধার্য করব। আমাকে এমন বর দিন যেন আমি লোভ, মোহ ও ক্রোধ জয় করতে পারি এবং

দান, তপ ও সত্যে আমার যেন সর্বদা মতি থাকে।'

ধর্মরাজ বললেন—'পাণ্ডুপুত্র ! তুমি স্বভাবতই এই গুণে সমৃদ্ধ, পরবর্তীকালেও তোমার ইচ্ছা অনুসারে এইসব ধর্ম তোমার মধ্যে বজায় থাকবে।'

বৈশম্পায়ন বললেন—এই কথা বলে ধর্ম অন্তর্ধান করলেন এবং পাণ্ডবরা সকলে আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমে এসে তাঁরা ব্রাহ্মণকে তাঁর অরণি ফিরিয়ে দিলেন।

যাঁরা এই শ্রেষ্ঠ আখ্যানকে স্মরণে রাখবেন তাঁদের মন অধর্মে, সুহৃদদ্রোহে, পরের ধন অপহরণে, পরস্ত্রীগমনে এবং কৃপণতাতে কখনো প্রবৃত্ত হবে না।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ধর্মরাজের নির্দেশে সত্যপরাক্রমী পাণ্ডবগণ ত্রয়োদশ বছরটি অজ্ঞাতভাবে কাটিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই নিয়ম ব্রত পালন করতেন। একদিন তাঁরা যখন বনবাসী মুনিদের সঙ্গে বসে ছিলেন, তখন অজ্ঞাতবাসের অনুমতি নেওয়ার জন্য তাঁরা হাতজোড় করে বললেন—'এই দ্বাদশ বৎসর আমরা নানা কঠিন পরিস্থিতিতে বনে বাস করেছি। এবার ত্রয়োদশতম বৎসর আগত, আমাদের এবার অজ্ঞাত থাকতে হবে, আমাদের অনুমতি দিন। দুরাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন এবং পুরবাসীদের জানিয়েছেন যে, আমাদের কেউ আশ্রয় দিলে তাদের কঠিন শাস্তি হবে। অতএব আমাদের অন্য দেশে যেতে হবে। আপনারা প্রসন্ন হয়ে আমাদের অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।'

তখন সকল মুনি ঋষিরা তাঁদের আশীর্বাদ করে পুনরায় মিলিত হওয়ার আশা রেখে, নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। তখন ধৌম্যের সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডব দ্রৌপদীসহ রওনা হলেন। প্রায় এক ক্রোশ পথ এসে তাঁরা অজ্ঞাতবাস শুরু করার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসলেন।

—o—

## বনপর্ব সমাপ্ত

—o—

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

# বিরাটপর্ব

## বিরাটনগরে কে কী কাজ করবেন, সেই নিয়ে পাণ্ডবদের আলোচনা

**নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।**
**দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥**

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মণ ! আমার প্রপিতামহগণ দুর্যোধনের ভয়ে কষ্ট সহ্য করে বিরাটনগরে কীভাবে অজ্ঞাতবাসের সময় পূর্ণ করলেন ? নিদারুণ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে দ্রৌপদী কীভাবে সেখানে গোপনভাবে থাকলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তোমার প্রপিতামহগণ কীভাবে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, বলছি শোন। যক্ষের কাছ থেকে বর পাওয়ার পর ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির একদিন তাঁর ভ্রাতাদের ডেকে বললেন—'রাজ্যচ্যুত হয়ে আমরা দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করেছি ; এবার ত্রয়োদশতম বৎসর শুরু হচ্ছে, এখন আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গুপ্তভাবে থাকতে হবে। অর্জুন ! তুমি তোমার পছন্দমতো কোনো সুন্দর বাসস্থানের কথা বলো, যেখানে আমরা এক বৎসর একসঙ্গে এমনভাবে থাকতে পারি যাতে শত্রুরা তার খবর জানতে না পারে।'

অর্জুন বললেন—'মহারাজ ! ধর্মরাজ প্রদত্ত বরের প্রভাবে আমাদের কেউই চিনতে পারবে না, এতে কোনো সন্দেহই নেই। সুতরাং আমরা স্বচ্ছন্দে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারি। তবুও গুপ্তভাবে থাকা যায় এমন নিবাসযোগ্য কয়েকটি রমণীয় দেশের নাম আমি আপনাকে বলছি। কুরুদেশের আশেপাশে অনেক সুরম্য দেশ আছে, যেগুলি শস্যপূর্ণ ; সেগুলি হল পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মলল, শাল্ব, যুগন্ধর, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী। এর মধ্যে যে কোনো একটি দেশকে আপনি পছন্দ করতে পারেন, সেখানে আমরা এক বৎসর থাকব।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'তোমার বর্ণিত দেশগুলির মধ্যে মৎস্য দেশের রাজা বিরাট অত্যন্ত বলবান এবং পাণ্ডুবংশের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা আছে ; তিনি অত্যন্ত উদার, ধর্মাত্মা এবং অভিজ্ঞ। অতএব আমরা এই এক বৎসর বিরাটনগরেই বসবাস করব এবং রাজার কিছু কাজ করব।'

অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! আপনি তার রাজ্যে কীভাবে থাকবেন ? বিরাটনগরে কোন কাজে আপনার মন লাগবে ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি পাশা খেলা জানি এবং পছন্দও করি ; অতএব 'কঙ্ক' নামে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর সভার সভাসদ হব। আমার কাজ হবে—পাশা খেলে রাজা, মন্ত্রী এবং রাজার আত্মীয়দের মনোরঞ্জন করা। ভীম ! তুমি বলো, তুমি বিরাট রাজার ওখানে কী কাজ করে আনন্দে থাকতে পারবে ?'

ভীম বললেন—'আমি রান্নায় পারদর্শী, সুতরাং আমি 'বল্লব' নামের পাচক হয়ে রাজ দরবারে উপস্থিত হব।'

যুধিষ্ঠির—'অর্জুন! তুমি কী কাজ করবে ?'

অর্জুন—'আমি হাতে শাঁখের চুড়ি পরে, মাথায় বেণী ঝোলাব এবং নিজেকে 'নপুংসক' ঘোষণা করে 'বৃহন্নলা' নামে পরিচিত হব। আমার কাজ হবে—রাজা বিরাটের অন্তঃপুরে নারীদের সংগীত ও নৃত্যকলা শিক্ষাপ্রদান। তার সঙ্গে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রও শেখাব। আমি নর্তকীরূপে নিজেকে লুকিয়ে রাখব।'

যুধিষ্ঠির—'ভাই নকুল ! এবার তোমার কথা বলো, রাজা বিরাটের রাজ্যে তুমি কী কাজ করতে সক্ষম হবে ?'

নকুল—'আমি অশ্ববিদ্যায় পারদর্শী, ঘোড়াকে পরিচালনা করা, লালনপালন, তার রোগের চিকিৎসা—এই সব কাজে আমি বিশেষ পারদর্শী ; সুতরাং বিরাট রাজসভায় গিয়ে আমার 'গ্রন্থিক' নাম জানাব এবং তাঁর অশ্বরক্ষক হয়ে থাকব।'

এবার যুধিষ্ঠির সহদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভাই ! রাজার কাছে গিয়ে তুমি তোমার কী পরিচয় দেবে এবং নিজেকে গুপ্ত রাখার জন্য কী কাজ করবে ?'

সহদেব—'আমি বিরাটরাজার গোধন রক্ষা করব। গোরু যতই রাগী ও উদ্ধত হোক, আমি সেগুলিকে বশ করতে দক্ষ। গাভীদোহনে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণে আমি পারদর্শী। গোরুর লক্ষণ এবং চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্যক জ্ঞান আছে। আমি শুভলক্ষণযুক্ত বৃষও চিনতে পারি, যার মূত্রের আঘ্রাণে বন্ধ্যা স্ত্রীও সন্তানলাভ করতে পারে। আমার নাম হবে 'তন্ত্রিপাল'। আমাকে কেউ চিনতেও পারবে না।'

রাজা যুধিষ্ঠির তখন দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'এই দ্রুপদকুমারী আমাদের প্রাণের অধিক প্রিয় ; তিনি সেখানে কী কাজ করবেন ?'

দ্রৌপদী বললেন—'মহারাজ ! আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। যেসব নারীরা অন্যের গৃহে বাসপূর্বক সেবা করে জীবন ধারণ করে, তাদের সৈরন্ধ্রী বলা হয় ; অতএব আমি 'সৈরন্ধ্রী' বলে নিজের পরিচয় দেব। কেশ পরিচর্যার কাজ আমি ভালোমতো জানি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব আমি দ্রৌপদীর দাসী ছিলাম। এইভাবে আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখব, বিরাট রাজার রানি সুদেষ্ণাও আমাকে রক্ষা করবেন। সুতরাং আমার সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

---

## যুধিষ্ঠিরকে ধৌম্য কর্তৃক রাজার কাছে থাকার নিয়মাদি শিক্ষা

বৈশম্পায়ন বললেন—দ্রৌপদী এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'বিধাতার ইচ্ছা অনুযায়ী অজ্ঞাতবাসে তোমরা যা করবে, তা আমাকে বলেছ ; আমিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যা উচিত কর্তব্য মনে করেছি, তা তোমাদের জানালাম। পুরোহিত ধৌম্য এখন সেবক এবং পাচকাদিসহ রাজা দ্রুপদের গৃহে থেকে আমাদের অগ্নিহোত্র রক্ষা করবেন। ইন্দ্রসেন ইত্যাদি সারথি এবং সেবকরা খালি রথ নিয়ে দ্বারকাতে চলে যাবে। অন্য সমস্ত নারী, দাসী ইত্যাদি যাঁরা আছেন, সকলে পাঞ্চাল রাজ্যে ফিরে যাবে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে যে, তাঁরা পাণ্ডবদের কোনো খবর জানেন না, পাণ্ডবরা তাঁদের দ্বৈতবনে রেখে কোথায় চলে গেছেন।'

এইভাবে সব কিছু ঠিক করে পাণ্ডবরা ধৌম্য মুনির কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ধৌম্য তাঁদের বললেন—

'হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, সেবক, বাহন, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অগ্নি ইত্যাদি সম্পর্কে যে ব্যবস্থা নিয়েছ, তা অতি উত্তম। এখন আমি তোমাদের জানাতে চাই যে, রাজগৃহে থাকলে কেমন ব্যবহার করা উচিত। রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রথমে দ্বারপালের অনুমতি নিতে হয়। রাজাদের ওপর কখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে না। নিজের জন্য এমন আসন বেছে নেবে যাতে অন্য কেউ না বসার থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কখনো রাজার পত্নীদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা উচিত নয়। সেইরূপ যারা অন্তঃপুরে আসা-যাওয়া করে, তাদের সঙ্গে অথবা রাজা যার প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন বা যারা রাজার সঙ্গে শত্রুতা করে, তাদের সঙ্গেও মিত্রতা করা উচিত নয়। অতি ক্ষুদ্র কাজও রাজাকে জানিয়ে করা উচিত, তাতে কখনো বিপদে পড়তে হয় না। রাজাকে অগ্নি ও দেবতার ন্যায় মান্য করে প্রতিদিন যত্নপূর্বক তাঁর পরিচর্যা করা উচিত। যে তাঁর সঙ্গে কপট আচরণ করে, তার বিনাশ হয়। রাজা যেসব কাজের জন্য আদেশ দেন, সেগুলিই পালন করবে ; বেপরোয়াভাব, অহংকার, ক্রোধ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে। প্রিয় এবং হিতকারী বাক্য বলবে। প্রিয়ের থেকেও হিতকারী বাক্যের গুরুত্ব বেশি। সমস্ত ব্যাপারে এবং সর্বকথায় রাজার অনুকূল থাকবে। যা রাজার পছন্দ নয়, তা কখনো করবে না। তাঁর শত্রুর সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না এবং কখনো কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না। এরূপ ব্যবহারকারী ব্যক্তিই রাজার কাছে থাকতে পারে। বিদ্বান ব্যক্তিরা রাজার ডান বা বামভাগে বসবেন, অস্ত্রধারী, যিনি পাহারা দেবেন, তাঁর পিছনে থাকা উচিত। রাজা যদি কোনো অপ্রিয় কথা বলেন, অন্যের নিকট তা প্রকাশ করবে না। 'আমি শূরবীর', 'আমি বুদ্ধিমান' এমন অহংকার দেখাবে না। সর্বদা রাজার প্রিয় কাজ করবে। নিজ দুই হাত, ঠোঁট বা হাঁটু বৃথা সঞ্চালন করবে না। বেশি কথা বলবে না। কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করা হলে, তাতে যোগ দেবে না। পাগলের মতো কখনো উচ্চহাস্য করবে না। যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর প্রাপ্তিতে আনন্দে আত্মহারা না হয়, অপমানিত হলে দুঃখিত হয় না এবং নিজ কাজে সর্বদা সতর্ক থাকে, সেই রাজার কাছে টিকে থাকে। কোনো মন্ত্রী যদি আগে রাজার কৃপাপাত্র থাকে, পরে অকারণে তাকে দণ্ড পেতে হয়, তা সত্ত্বেও যদি সে রাজার সমালোচনা না করে, তাহলে সে পুনরায় সব কিছু ফেরত পায়। নিজের লাভের কথা ভেবে রাজার সম্বন্ধে অপরের সঙ্গে কথা বলা ঠিক নয় ; যুদ্ধের সময়ে রাজাকে সর্বপ্রকারে রাজোচিত শক্তিতে বিশিষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যে ব্যক্তি সর্বদা উৎসাহ দেয়, বুদ্ধি-বলযুক্ত, শূরবীর, সত্যবাদী, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয় এবং ছায়ার ন্যায় রাজাকে অনুসরণ করে, সেই রাজগৃহে থাকার উপযুক্ত। যখন অন্য ব্যক্তিকে কোনো কাজে পাঠানো হয়, তখন যে ব্যক্তি উঠে 'আমাকে কী আদেশ করেন' বলে এগিয়ে আসে, সেই রাজগৃহে থাকার উপযুক্ত। রাজার মতো বেশভূষা করবে না, তাঁর অতি নিকটে থাকবে না এবং তাঁর মনের বিপরীত পরামর্শ দেবে না। এরূপ করলেই রাজার প্রিয় হতে পারবে। রাজা কোনো কাজে নিযুক্ত করলে, তার জন্য অন্যের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করবে না। কারণ উৎকোচ গ্রহণকারী ব্যক্তির কুকর্ম জানাজানি হয়ে একদিন তাকে ধরা পড়তেই হয় এবং ফলরূপে কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। পাণ্ডবগণ ! এইভাবে যত্নপূর্বক নিজ মনকে বশে রেখে ভালোভাবে ত্রয়োদশতম বর্ষ পূর্ণ করো ; তারপর নিজ রাজ্যে এসে স্বচ্ছন্দে বসবাস করবে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'ব্রহ্মণ ! আপনি আমাদের অনেক ভালো শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের মাতা কুন্তী এবং মহাবুদ্ধিমান বিদুর ছাড়া এমন কেউ নেই যে আমাদের এরূপ উপদেশ দিতে সক্ষম। এখন আমাদের এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে, এখান থেকে চলে যাবার ও বিজয়ী হওয়ার জন্য যে কর্তব্য করা প্রয়োজন, আপনি তা পূর্ণ করুন।'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজা যুধিষ্ঠিরের কথায় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ধৌম্য যাত্রাকালে যা কিছু শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য ছিল, তা বিধিমতো পালন করলেন। পাণ্ডবদের অগ্নিহোত্র সামগ্রী অগ্নি প্রজ্বলিত করে তাঁদের সমৃদ্ধি ও বিজয়ের জন্য বেদমন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞ করলেন। পাণ্ডবরা তারপর অগ্নি, ব্রাহ্মণ এবং তপস্বীদের প্রদক্ষিণ করে দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে অজ্ঞাতবাসের জন্য রওনা হলেন। তাঁরা চলে গেলে পুরোহিত ধৌম্য যজ্ঞের সেই অগ্নি নিয়ে পাঞ্চাল রাজ্যে চলে গেলেন। ইন্দ্রসেন প্রমুখ সেবকরা রথ ও ঘোড়াসহ দ্বারকায় চলে গেল।

—— ০ ——

## পাণ্ডবদের মৎস্য রাজ্যে গমন, শমীবৃক্ষের ওপর অস্ত্র সংরক্ষণ এবং যুধিষ্ঠির, ভীম ও দ্রৌপদীর ক্রমান্বয়ে রাজমহলে পৌঁছানো

বৈশম্পায়ন বললেন—মহাপরাক্রমী পাণ্ডবরা তারপর যমুনার কাছে পৌঁছে তার দক্ষিণ তট ধরে চলতে লাগলেন। তাঁরা পদব্রজেই যাচ্ছিলেন। তাঁরা কখনো পর্বতগুহা, কখনো জঙ্গলে যাত্রা বিরতি করছিলেন। ক্রমশ তাঁরা দশার্ণর উত্তর এবং পাঞ্চালের দক্ষিণে যকৃল্লোম এবং শূরসেন দেশগুলির মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে লাগলেন। তাঁদের হাতে ধনুক এবং কোমরে তলোয়ার ছিল। দেহ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল, চুল-দাড়ি বেড়ে গিয়েছিল। ক্রমশ বনপথ পার হয়ে তাঁরা মৎস্যদেশে বিরাটের রাজধানীর কাছে পৌঁছলেন। যুধিষ্ঠির তখন অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন! নগরে প্রবেশ করার আগে ঠিক করতে হবে যে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কোথায় রাখবে। তোমার গাণ্ডীব অত্যন্ত বড়, জগতে এটি প্রসিদ্ধ ; সুতরাং আমরা যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নগরে প্রবেশ করি, তাহলে সকলেই যে আমাদের চিনে ফেলবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা অনুসারে আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করতে হবে।'

অর্জুন বললেন—'রাজন্! শ্মশানের কাছে একটি বিশাল শমীবৃক্ষ দেখা যাচ্ছে ; তার শাখাগুলি অতি নিবিড়, কারো পক্ষে ওই বৃক্ষে ওঠা খুবই কঠিন। এখানে এখন কোনো লোকও দেখা যাচ্ছে না, যে আমাদের অস্ত্র রাখার জায়গা দেখে নেবে। এই বৃক্ষটি বসতি থেকে খুবই দূরে ঘন-জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এবং হিংস্র জন্তু ও সর্পাদি পরিবেষ্টিত। অতএব আমরা এই বৃক্ষের ওপরেই অস্ত্রশস্ত্র রেখে নগরে প্রবেশ করব।'

বৈশম্পায়ন বললেন—ধর্মরাজকে এই কথা বলে অর্জুন সেইখানে অস্ত্র রাখার উদ্যোগ করলেন। তাঁরা ধনুক, তীর, তলোয়ার, গাণ্ডীব সব একসঙ্গে বাঁধলেন। যুধিষ্ঠির নকুলকে বললেন—'বীর! তুমি বৃক্ষে উঠে এগুলি রেখে দাও।' তাঁর নির্দেশ পেয়ে নকুল গাছের ওপর উঠে, গাছের এক কোটরে, যাতে বৃষ্টির জল না পড়ে, এমন জায়গায় সব অস্ত্রগুলি মজবুত দড়ি দিয়ে শাখার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। তারপর তাঁরা একটি মৃতদেহ এনে সেই গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলেন, যাতে ভয়ে কেউ কাছে না আসে। সব ঠিকমতো ব্যবস্থা করে পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের নিজেদের এক একটি গুপ্ত নাম রাখলেন ; তা হল যথাক্রমে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন এবং জয়দ্বল। তারপরে তাঁরা অজ্ঞাতবাসের জন্য বিরাটনগরে প্রবেশ
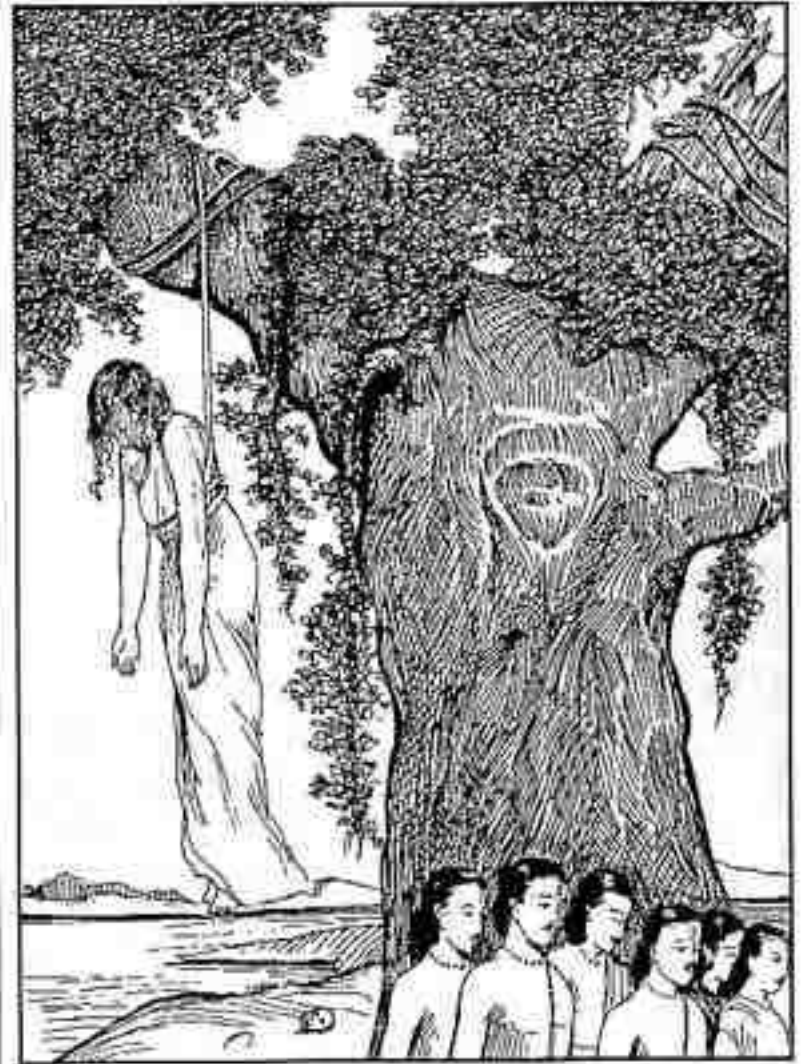
করলেন।

নগরে প্রবেশ কালে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাসহ দেবী ত্রিভুবনেশ্বরী দুর্গার স্তব করলেন, দেবী প্রসন্ন হয়ে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁদের বিজয় ও রাজ্যপ্রাপ্তি বর দিয়ে বললেন

'বিরাটনগরে তোমাদের কেউ চিনতে পারবে না।'

তারপর তাঁরা বিরাট রাজের সভায় গেলেন। রাজা রাজসভাতে বসেছিলেন। সর্বপ্রথম যুধিষ্ঠির সেখানে পৌঁছলেন, তিনি সঙ্গে পাশা নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি রাজাকে নিবেদন করলেন, 'সম্রাট ! আমি

একজন ব্রাহ্মণ ! আমার সব অপহরণ হয়ে গেছে, আমি তাই জীবিকা উপার্জনের আশায় আপনার কাছে এসেছি। আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ করে আপনার কাছে থাকতে ইচ্ছা করি।'

রাজা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর প্রার্থনা মেনে নিলেন। তারপরে প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রাহ্মণ ! আমি জানতে ইচ্ছুক যে আপনি কোন রাজার রাজ্য থেকে কষ্ট করে এখানে এসেছেন, আপনার নাম ও গোত্র কী ? আপনি কোন বিদ্যা জানেন ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজন্ ! ব্যাঘ্রপদ গোত্রে আমার জন্ম, নাম কঙ্ক। আগে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে থাকতাম। পাশা খেলায় আমার বিশেষ জ্ঞান আছে।'

বিরাট বললেন—'কঙ্ক ! আমি আপনাকে আমার বন্ধু করে নিলাম ; আমি যেমনভাবে থাকব, আপনিও তেমন থাকবেন। খাদ্য-বস্ত্রের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে। বহির্রাজ্য, রাজকোষ ও সৈন্য এবং অন্যান্য সম্পদ ইত্যাদির দেখাশোনার সব ভার আপনাকে দিলাম। আপনার জন্য রাজদ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে এবং আপনার কাছে কোনো কিছু গোপন থাকবে না। জীবিকার জন্য কেউ আপনার কাছে প্রার্থনা জানালে, তা আপনি সর্বদা আমাকে জানাবেন। আমি তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করব। আমাকে কোনো কিছু জানাতে আপনি ভয় বা সংকোচ করবেন না।'

রাজার সঙ্গে এইসব কথাবার্তার পর যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সেখানে সুখে থাকতে লাগলেন ; তাঁর গুপ্তকথা প্রকাশিত হল না।

তারপর সিংহের মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভীম রাজদরবারে হাজির হলেন। তাঁর হাতে চামচ, হাতা, ছুরি। তাঁর বেশভূষা পাচকের মতো হলেও, শরীর থেকে এক দিব্যকান্তি প্রস্ফুটিত হচ্ছিল। তিনি এসে বললেন—'রাজন্ ! আমার নাম বল্লব ! আমি রান্নার কাজ জানি, উত্তম রান্না করতে পারি। আপনি রান্নার কাজে আমাকে নিযুক্ত করুন।'

বিরাট বললেন—'বল্লব ! তোমাকে পাচক বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমাকে তো ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী এবং পরাক্রমী বলে মনে হচ্ছে !'

ভীম বললেন—'মহারাজ ! বিশ্বাস করুন, আমি

পাচক, আপনার সেবা করতে এসেছি। রাজা যুধিষ্ঠিরও আমার প্রস্তুত করা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। তাছাড়াও আপনি যা বললেন, আমি পরাক্রমশালীও, আমার ন্যায় বলশালী কেউ নেই। আমি সিংহ এবং হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনাকে প্রসন্ন করব।'

বিরাট বললেন—'ঠিক আছে! তুমি যখন রান্নার কাজে পারদর্শী বলছ, তখন সেই কাজই করো। যদিও আমার মনে হয় এ কাজ তোমার যোগ্য নয় তোমার আগ্রহ দেখেই আমি তা মেনে নিলাম। তুমি আমার পাকশালার প্রধান হবে। যারা আগে থেকে ওখানে কাজ করছে, আমি তোমাকে তাদের প্রভু হিসাবে নিযুক্ত করছি।'

এইভাবে রাজা বিরাটের পাকশালায় ভীমসেন প্রধান পাচক হলেন। তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি। তিনি ক্রমশ রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

দ্রৌপদী সৈরন্ধ্রীর ন্যায় বেশভূষা করে দুঃখিনীর মতো নগরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বিরাট রাজার রানি সুদেষ্ণা তাঁর মহলের বাতায়ন দিয়ে নগরের শোভা দেখছিলেন। তাঁর দৃষ্টি দ্রৌপদীর ওপর পড়ে, অনাথার ন্যায় বস্ত্র পরিহিত সুন্দরী রমণী দেখে রানি তাঁকে ডেকে আনালেন। গৃহে এনে

জিজ্ঞাসা করলেন—'কল্যাণী ! তুমি কে ? কী করতে চাও ?' দ্রৌপদী বললেন—'মহারানি ! আমি যোগ্য কোনো কাজ চাই ; যিনি আমাকে নিযুক্ত করবেন, আমি তাঁর কাজ করব।' সুদেষ্ণা বললেন—'সুকুমারী ! তোমার ন্যায় রূপবতী নারীরা সৈরন্ধ্রী হয় না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বহু দাস-দাসীর সেবার যোগ্যা। তোমার এত সুন্দর রূপ, লক্ষ্মী বলে মনে হচ্ছে। সত্য করে বলো, তুমি কে ? যক্ষ বা দেবতা নয় তো ? অথবা কোনো অপ্সরা, দেবকন্যা, নাগকন্যা, চন্দ্রপত্নী রোহিণী বা ইন্দ্রাণী ? অথবা ব্রহ্মা বা প্রজাপতির পত্নীদের মধ্যে কেউ ?'

দ্রৌপদী বললেন—'রানি ! আমি সত্যই বলছি—আমি দেবতা বা গন্ধর্বী নই—সেবিকা সৈরন্ধ্রী। আমি কেশপরিচর্যাতে পারদর্শিনী, অঙ্গরাগ করতে জানি। নানা পুষ্প সমাহারে সুন্দর মালা গাঁথতে জানি। এর আগে আমি মহারানি দ্রৌপদীর সেবা করতাম এবং খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়া কিছুই গ্রহণ করতাম না।'

রানি সুদেষ্ণা বললেন—'যদি রাজা তোমাকে দেখে মোহগ্রস্ত না হন, তবে আমি তোমাকে মাথায় করে রাখতে পারি। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, রাজা দেখেই তোমাকে চাইবেন।'

দ্রৌপদী বললেন—'মহারানি ! রাজা বিরাট অথবা কোনো পরপুরুষই আমাকে পেতে পারেন না। পাঁচ তরুণ গন্ধর্ব আমার স্বামী, যাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন। যিনি উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে দেন না, আমাকে দিয়ে পা ধোওয়ান না, আমার গন্ধর্ব পতিরা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু যদি কেউ আমাকে সাধারণ নারী মনে করে আমার ওপর বলপ্রয়োগ করতে চান, তাঁকে সেই রাতেই প্রাণত্যাগ করতে হয় ; আমার পতিরা তাঁকে বধ করেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তিই আমাকে সদাচার থেকে বিচ্যুত করতে পারেন না।'

সুদেষ্ণা বললেন—'নন্দিনী ! এমন ব্যাপার হলে আমি তোমাকে আমার মহলে রাখব। তোমাকে কারো পা ধুয়ে দিতে হবে না অথবা উচ্ছিষ্ট ছুঁতে হবে না।'

বিরাট রাজার রানি তাঁকে যখন এইভাবে আশ্বস্ত করলেন, তখন পতিব্রতা ধর্মপালনকারী সতী দ্রৌপদী সেখানে থেকে গেলেন ; তাঁকেও কেউ চিনতে পারল না।

—o—

# সহদেব, অর্জুন ও নকুলের রাজা বিরাটের ভবনে প্রবেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—তারপর একদিন সহদেব গোয়ালার বেশ ধারণ করে তেমনই ভাষা বলতে বলতে রাজা বিরাটের গোশালার কাছে এলেন। সেই তেজস্বী ব্যক্তিকে ডেকে রাজা স্বয়ং তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— 'তুমি কার লোক, কোথা থেকে এসেছ ? কী কাজ করতে চাও, ঠিক করে বলো।' সহদেব বললেন— 'আমি জাতিতে বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি ; আগে আমি পাণ্ডবদের গো-রক্ষকের কাজ করতাম, কিন্তু এখন জানিনা তাঁরা কোথায় গেছেন। কাজ না করলে জীবিকা

নির্বাহ হবে কীভাবে ? পাণ্ডব ব্যতীত আপনি ছাড়া আর কোনো রাজা আমার পছন্দ নয়, যার কাছে আমি কাজ করতে পারি।'

রাজা বিরাট বললেন—'তুমি কী কাজ করতে পার, কোন শর্তে এখানে কাজ করতে চাও ? এই কাজের জন্য কত বেতন চাও ?'

সহদেব বললেন—'আমি তো বলেছি যে, আমি পাণ্ডবদের গো-রক্ষক ছিলাম। সেখানে আমাকে সবাই 'তন্ত্রিপাল' বলত। চল্লিশ ক্রোশের মধ্যে যত গোরু ছিল, তাদের সমস্ত সংখ্যা আমার স্মরণে থাকত। যে উপায়ে গো-ধন বৃদ্ধি পায়, তাদের কোনো রোগ-ব্যাধি না হয়—আমি সেসব দেখতাম। এছাড়া উত্তম লক্ষণযুক্ত বলদ আমি চিনি, যার মূত্রের ঘ্রাণের দ্বারা বন্ধ্যা নারীর গর্ভ সঞ্চার হয়।'

বিরাট বললেন—'আমার কাছে একই গাত্রবর্ণের এক লাখ পশু আছে, তাদের মধ্যে সবগুণের সংমিশ্রণ আছে। আজ থেকে সেই পশুদের এবং তার রক্ষকদের তোমার হাতে সমর্পণ করছি। আমার পশুগুলি এখন থেকে তোমার অধিকারে থাকবে।'

এইভাবে রাজার সঙ্গে পরিচয় করে সহদেব সেখানে সুখে থাকতে লাগলেন, কেউ তাঁকে চিনতে পারল না। রাজা তাঁর ভরণ-পোষণের সুব্যবস্থা করে দিলেন।

কিছুদিন পর এক অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ দেখা গেল, যিনি নারীদের ন্যায় সুন্দর বস্ত্র-অলংকার পরেছিলেন। তাঁর চলন ছিল হাতির ন্যায় ধীর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। ইনি হলেন বীর অর্জুন। রাজা বিরাটের সভায় পৌঁছে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন—'মহারাজ ! আমি নপুংসক ! আমার নাম বৃহন্নলা, আমি নাচ-গান ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারি। নৃত্য ও সংগীত কলায় আমি পারদর্শী। আপনি উত্তরাকে এই কলা শিক্ষা প্রদানের জন্য আমাকে নিযুক্ত করুন।'

বিরাট বললেন—'বৃহন্নলা ! তোমার ন্যায় ব্যক্তির এই কাজ আমার উচিত বলে মনে হচ্ছে না। তবুও আমি তোমার প্রার্থনা স্বীকার করছি। তুমি আমার কন্যা উত্তরা এবং রাজপরিবারের অন্যান্য কন্যাদের নৃত্যকলা শিক্ষা দেবে।'

এই বলে মৎস্যনরেশ বৃহন্নলার সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের পরীক্ষা নিলেন। তারপর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, এঁকে অন্তঃপুরে রাখা উচিত কিনা। যুবতী কন্যাদের পাঠিয়ে অর্জুনের নপুংসকত্ব যাচাই করালেন। সর্বভাবে যখন অর্জুনের নপুংসকত্ব প্রমাণিত হল তখন তাঁকে অন্তঃপুরে থাকার অনুমতি প্রদান করা হল। সেখানে থেকে অর্জুন উত্তরা এবং তাঁর সখীদের গান-বাজনা ও নৃত্য শিক্ষা দিতে লাগলেন ; ক্রমে তিনি অন্তঃপুরে সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন। কপটরূপে তিনি কন্যাদের সঙ্গে থাকলেও নিজের মনকে সর্বদা বশে রাখতেন। তাই বাইরে বা অন্দরমহলে কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি।

তারপরে নকুল অশ্বপালকের বেশ ধারণ করে রাজা বিরাটের কাছে উপস্থিত হলেন এবং রাজভবনের কাছে গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে ঘোড়া দেখতে লাগলেন। তারপরে রাজার দরবারে এসে বললেন—'মহারাজ ! আপনার কল্যাণ হোক। আমি অশ্বদের শিক্ষাপ্রদানে নিপুণ, অনেক বড় বড় রাজার কাছে সম্মান পেয়েছি, আমার ইচ্ছা আপনার কাছে থেকে আপনার ঘোড়াদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ করি।'

বিরাট বললেন—'আমি তোমাকে থাকার ঘর এবং অনেক অর্থ দেব। তুমি আমার এখানে থেকে ঘোড়াদের শিক্ষা ও পরিচর্যার কাজ করতে পার। কিন্তু আগে বলো অশ্বসম্বন্ধীয় কোন্ কলায় তোমার বিশেষ জ্ঞান আছে, এবং তোমার পরিচয় প্রদান করো।'

নকুল বললেন—'মহারাজ ! আমি ঘোড়ার জাতি ও স্বভাব চিনতে পারি। তাদের শিক্ষা দিয়ে কর্মপোযোগী করতে পারি। দুষ্ট ঘোড়াকে শিষ্ট করার উপায় আমি জানি। এছাড়াও ঘোড়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার পূর্ণ জ্ঞান আছে।
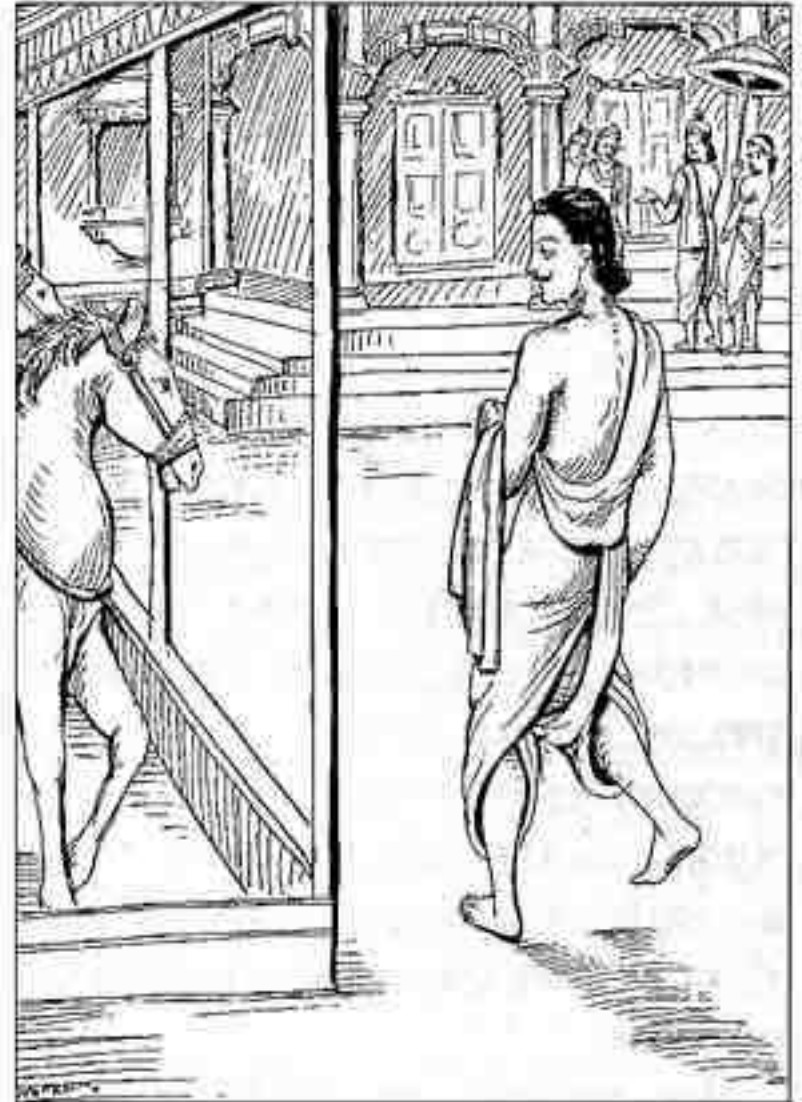
আমার কাছে ঘোড়া কখনো নির্দেশ অমান্য করে না। আমি আগে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে কাজ করতাম। সেখানে তাঁরা আমাকে গ্রন্থিক বলে ডাকতেন।'

বিরাট বললেন—'আমার এখানে যত ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার আছে, তাদের সকলকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। পুরাতন সারথিরাও তোমার অধীনে থাকবে। তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে আজ আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, যেমন খুশি হতাম রাজা যুধিষ্ঠিরের দর্শন পেলে।'

রাজা বিরাটের কাছে এইভাবে সম্মানিত হয়ে নকুল সেখানে থাকতে লাগলেন। নগরে বেড়াবার সময়ও এই সুন্দর যুবককে কেউ চিনতে পারত না। যাঁদের দর্শনমাত্রে পাপ নাশ হয়, সেই আসমুদ্রহিমাচল পৃথিবীর প্রভু পাণ্ডবরা এইভাবে তাঁদের প্রতিজ্ঞা অনুসারে অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ করতে লাগলেন।

—০—

# ভীমের হাতে জীমূত নামক মল্ল বধ

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মণ ! পাণ্ডবরা বিরাটনগরে লুকিয়ে থেকে কী করলেন ?

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজণ ! পাণ্ডবরা বিরাটনগরে লুকিয়ে থেকে রাজা বিরাটকে প্রসন্ন রেখে যেসব কাজ করলেন, তা শোনো। পাণ্ডবদের সর্বদাই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের থেকে ধরা পড়ার আশঙ্কা থেকে গিয়েছিল। সেইজন্য তাঁরা সর্বদাই দ্রৌপদীসহ সতর্কভাবে থাকতেন, যেন মাতৃগর্ভে বাস করছেন। এই ভাবে তিনমাস কেটে গিয়ে চতুর্থমাস আরম্ভ হল। সেই সময় মৎস্যদেশে অত্যন্ত মহাসমরোহে ব্রহ্মমহোৎসব শুরু হল। সব দিক থেকে সমস্ত মল্লবীরেরা সেখানে আসতে লাগল, রাজা তাদের বিশেষভাবে সম্মান জানালেন। সিংহের মতো তাদের কাঁধ, গ্রীবা এবং কোমর, গৌরবর্ণ দেহ। রাজার মল্লের আখড়াতে তারা বহুবার বিজয় লাভ করেছিল।

এইসব মল্লবীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল জীমূত। সে মল্লভূমিতে নেমে একে একে সবাইকে ডাকলেও, তার গর্জন এবং কসরৎ দেখে কেউই তার কাছে যুদ্ধের জন্য যেতে সাহস করল না। সব মল্লবীর উৎসাহহীন হয়ে পড়লে মৎস্যনরেশ তাঁর পাচক বল্লবকে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে আহ্বান করলেন। রাজার সম্মান রক্ষার্থে বল্লব নামধারী ভীম সিংহের ন্যায় বীরপদে রণভূমিতে প্রবেশ করলেন। তাঁকে প্রস্তুত হতে দেখে জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল। ভীমসেন প্রস্তুত হয়ে বৃত্রাসুরের ন্যায় পরাক্রমশালী জীমূতকে মল্লে আহ্বান করলেন। দুজনেই ভীষণ পরাক্রমী এবং হাতির ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট। দুজনে ঘোর গর্জনে কুস্তি আরম্ভ করলেন। পরস্পরের আঘাতে ভীষণ শব্দ হতে লাগল। কখনো একজন অপরকে মাটিতে ফেলে দেন, তখন অপরজন নীচে থেকেই পায়ের আঘাতে তাঁকে দূরে নিক্ষেপ করেন। দুজনই দুজনকে বলপূর্বক হারাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। বাহুবল, প্রাণবল এবং দেহবলের দ্বারাই সেই বীরদের ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল, কেউই কোনো অস্ত্র নেননি।

তারপর সিংহ যেমন হাতিকে ধরে, সেইভাবে ভীম জীমূতকে দুই বাহু ধরে মাথার ওপরে তুলে ঘোরাতে আরম্ভ করলেন, তাঁর এই পরাক্রম দেখে সমস্ত মল্লবীর, মৎস্য দেশের জনতা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হল। ভীম তাকে বহুবার
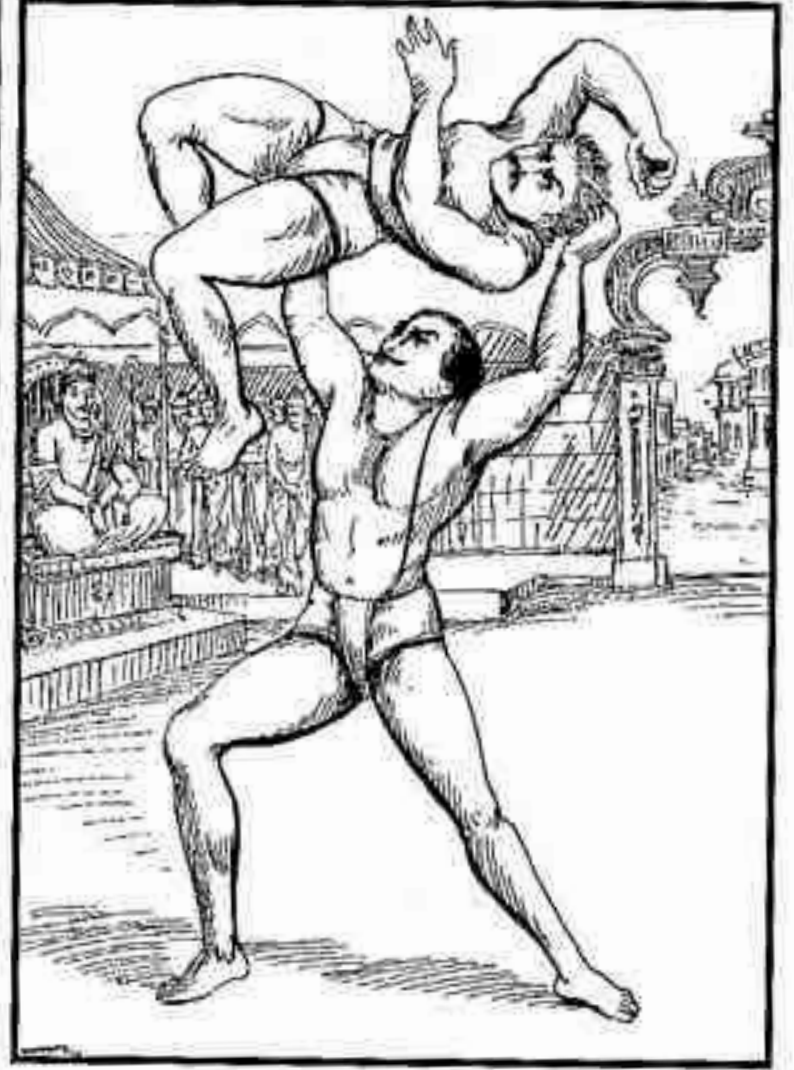
ঘোরালেন যাতে সে অচেতন হয়ে যায়, তারপর তাকে সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেললেন। ভীমের হাতে সেই জগৎপ্রসিদ্ধ মল্লবীর জীমূত মারা পড়ায় রাজা বিরাট অত্যন্ত খুশি হলেন।

সেই মল্লভূমিতে ভীম আরও অনেক মল্লবীরকে মেরে রাজা বিরাটের স্নেহভাজন হলেন। অর্জুনও তাঁর নৃত্য-গীত বিদ্যার দ্বারা অন্তঃপুরের নারীদের ও রাজাকে প্রসন্ন করেছিলেন। নকুলও এইভাবে তাঁর শিক্ষার সাহায্যে ঘোড়ার নানাপ্রকার শিক্ষাকর্ম দেখাতেন এবং সহদেবের গোধন রক্ষা ও বৃদ্ধি করার প্রয়াস দেখে মৎস্য নরেশ বিরাট অত্যন্ত প্রসন্ন থাকতেন। এইভাবে সকল পাণ্ডবই বিরাট রাজের কাছে থেকে তাঁদের কাজ সম্পাদন করতেন।

—o—

## কীচকের দ্রৌপদীর প্রতি আসক্তি এবং দ্রৌপদীকে অপমান

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এইভাবে পাণ্ডবদের মৎস্যনরেশের রাজধানীতে দশমাস কেটে গেল। যজ্ঞসেনী দ্রৌপদী, যিনি স্বয়ং রানির মতো সেবা পাবার যোগ্য, তিনি রানি সুদেষ্ণার সেবা করে বড় কষ্টে দিন যাপন করছিলেন। একদিন রাজা বিরাটের সেনাপতি কীচকের দৃষ্টি দ্রৌপদীর ওপর পড়ল, যিনি রাজমহলে দেবকন্যার ন্যায় প্রতীত হচ্ছিলেন। কীচক ছিলেন মৎস্যনরেশের শ্যালক। তিনি সৈরন্ধ্রীকে দেখেই কামমোহিত হলেন। তিনি তাঁর ভগ্নী রানি সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে হেসে বললেন—'সুদেষ্ণা ! এই

সুন্দরী, যে তাঁর রূপে আমাকে উন্মত্ত করেছে, আগে তো তাঁকে কখনো এই মহলে দেখিনি ! ইনি কে ? কার স্ত্রী ? কোথা থেকে আসছেন ? ইনি আমার হৃদয় হরণ করেছেন, এখন ওঁকে না পেলে আমি হৃদয়ে শান্তিলাভ করব না। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, ইনি তোমার কাছে দাসীর কাজ করছেন, এই কাজ এঁর যোগ্য নয়। আমি এঁকে আমার সর্বস্বের অধিকারিণী করতে চাই।'

রানি সুদেষ্ণাকে এইসব কথা বলে কীচক রাজবধূ দ্রৌপদীর কাছে এসে বললেন—'কল্যাণী ! তুমি কে ? কার কন্যা, কোথা থেকে এসেছ ? তোমার এই সুন্দর রূপ দিব্য দেহ এবং সৌকুমার্য জগতে সব থেকে বড় সম্পদ। তোমার উজ্জ্বল মুখ এবং কমনীয় কান্তি চন্দ্রকেও লজ্জিত করছে। তোমার ন্যায় মনোহারিণী নারী আমি আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে দেখিনি। তুমি কমলবন বিহারিণী দেবী লক্ষ্মী নয় তো ? এই স্থান তোমার উপযুক্ত নয়। আমি তোমাকে পৃথিবীর সর্বোত্তম সুখ প্রদান করতে চাই, তুমি তা স্বীকার করো। নচেৎ তোমার এই রূপ ও সৌন্দর্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরী ! যদি তুমি অনুমতি দাও তাহলে আমি আমার প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করব অথবা তোমার দাসী করে রাখব, আমি নিজেও তোমার সেবক হয়ে তোমার অধীন থাকব।'

দ্রৌপদী বললেন—'আমি পরস্ত্রী, আমাকে এমন কথা বলা উচিত নয়। জগতের সকল প্রাণীই তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, তুমিও তাই করো। অন্যের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। সৎপুরুষদের নিয়ম হল, তাঁরা অনুচিত কর্ম সর্বদা ত্যাগ করেন।'

সৈরন্ধ্রীর কথা শুনে কীচক বললেন—'সুন্দরী ! তুমি আমার প্রার্থনা এইভাবে ফিরিয়ে দিও না, তোমার জন্য আমি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি ; আমাকে অস্বীকার করলে তুমি অনুতাপ করবে। এই সম্পূর্ণ রাজ্য আমার শাসনাধীন, শারীরিক বলেও কেউ আমার সমকক্ষ নয়। আমি সমস্ত রাজ্য তোমাকে সমর্পণ করব। তুমি আমার পাটরানি হয়ে আমার সঙ্গে সর্বোত্তম সুখ ভোগ করো।'

সৈরন্ধ্রী বললেন—'সূতপুত্র ! তুমি এইভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে জীবন হারিয়ো না। মনে রেখো আমার পাঁচ গন্ধর্ব পতি বড় ভয়ানক, তাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন। সুতরাং এই কুৎসিত চিন্তা দূর করো, নাহলে আমার স্বামীরা ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে বধ করবেন। কেন নিজের সর্বনাশ করতে চাও ? কীচক ! আমার ওপর কুদৃষ্টি দিয়ে তুমি আকাশ, পাতাল বা সমুদ্রের তলাতেও যদি লুকিয়ে থাক তবুও আমার দেবতুল্য পতিদের কাছ থেকে তুমি জীবিত ফিরতে পারবে না। কোনো রোগী যেমন কষ্ট পেয়ে মৃত্যুকে ডাকে, তেমনই তুমিও কালরাত্রির মতো কেন আমাকে প্রার্থনা করছ ?'

রাজকুমারী দ্রৌপদী কীচককে ফিরিয়ে দিলে তিনি কামসন্তপ্ত হয়ে সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বললেন—'ভগ্নী ! এমন কোনো উপায় করো যাতে সৈরন্ধ্রী আমাকে স্বীকার করে। তা যদি না হয় আমি তাহলে প্রাণত্যাগ করব।' কীচকের এইরূপ বিলাপ শুনে রানি বললেন—'ভাই ! আমি সৈরন্ধ্রীকে একান্তে তোমার কাছে পাঠাব, তুমি তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাবে।' ভগ্নীর কথা মেনে নিয়ে কীচক চলে গেলেন। এক উৎসবের দিনে কীচক তাঁর গৃহে নানা খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করেন এবং সুদেষ্ণাকে সেখানে আমন্ত্রণ করেন। সুদেষ্ণা সৈরন্ধ্রীকে ডেকে বললেন কীচকের গৃহ থেকে কিছু পানীয় তাঁর জন্য নিয়ে আসতে।

সৈরন্ধ্রী বললেন—'রানি ! আমি ওঁর ঘরে যাব না। আপনি তো জানেন, তিনি কেমন, আমি এখানে ব্যাভিচারিণী হয়ে থাকব না। আমি এখানে থাকার সময়ই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণে আছে। তাহলে আমাকে কেন পাঠাচ্ছেন ? মূর্খ কীচক কামপীড়িত হয়ে রয়েছে, আমাকে দেখলেই তিনি অপমান করবেন। আপনার কাছে তো অনেক দাস-দাসী আছে, তাদের মধ্যে কাউকে পাঠিয়ে দিন। আমি অপমানের ভয়ে সেখানে যেতে চাই না।'

সুদেষ্ণা বললেন—'আমি তোমাকে এখান থেকে পাঠাচ্ছি, সুতরাং সে কখনো তোমাকে অপমান করবে না।'

এই বলে তিনি তাঁর হাতে সোনার ঢাকনিসহ একটি স্বর্ণপাত্র দিলেন। দ্রৌপদী সেটি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কীচকের গৃহে চললেন। তিনি তাঁর সতীত্ব রক্ষার জন্য মনে মনে সূর্যকে ডাকতে লাগলেন। সূর্য তাঁকে রক্ষার জন্য গুপ্তভাবে এক রাক্ষসকে পাঠিয়ে দিলেন, যে সর্বভাবে তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগল।

দ্রৌপদী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হরিণীর ন্যায় কম্পিত কলেবরে সেখানে গেলেন। তাঁকে দেখে কীচক আনন্দে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'সুন্দরী, স্বাগত ! আমার আজকের রাত্রি প্রভাত অত্যন্ত মঙ্গলময় হবে। আমার রানি, তুমি আমার গৃহে এসেছ, এবার আমার প্রিয় কাজ করো।' দ্রৌপদী বললেন—'আমাকে রানি সুদেষ্ণা এখানে পাঠিয়েছেন তোমার কাছ থেকে পানীয় নেওয়ার জন্য, তিনি অত্যন্ত পিপাসার্ত।' কীচক বললেন—'কল্যাণী ! তিনি যা চেয়েছেন অন্য দাসী তা নিয়ে যাবে।' এই বলে তিনি দ্রৌপদীর দক্ষিণ হাত ধরলেন। দ্রৌপদী বললেন—'পাপী ! আমি যদি আজ পর্যন্ত মনে মনেও কখনো পতির বিরুদ্ধাচরণ না করে থাকি, তাহলে সেই সত্যের প্রভাবে দেখব যে, তুমি শত্রুর হাতে পরাজিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছ।'

এইভাবে কীচককে অপমান করতে করতে দ্রৌপদী পিছু হটছিলেন এবং কীচকও এগিয়ে আসছিলেন। তিনি তাঁকে ছাড়াবার চেষ্টা করতেই কীচক তাঁর শাড়ির আঁচল ধরে ফেললেন, তিনি দ্রৌপদীকে নিজের বশ করতে চেষ্টা করছিলেন। দ্রৌপদী খুব জোরে কীচককে এক ধাক্কা মারতেই কীচক কাটা গাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন।

সেই অবসরে দ্রৌপদী কম্পিত কলেবরে রাজসভায় চলে এলেন। কীচকও উঠে তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর চুল ধরলেন। তারপর রাজার সামনেই তাঁকে মাটিতে ফেলে লাথি মারলেন। এর মধ্যে সূর্যদেব দ্বারা নিযুক্ত রাক্ষস কীচককে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, কীচক নিশ্চেষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে রইলেন।

সেইসময় রাজসভায় যুধিষ্ঠির এবং ভীম উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা দুজনে দ্রৌপদীর এই অপমান প্রত্যক্ষ করলেন। এই অন্যায় তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না, তাঁরা অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। ভীম দুরাত্মা কীচককে বধ করার ইচ্ছায় ক্রোধে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলেন। তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন যুধিষ্ঠির গুপ্ত রহস্য প্রকটিত হওয়ার ভয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে বাধা দিলেন।

দ্রৌপদী মৎস্যরাজের সভাদ্বারে এসে বললেন— 'আমার পতিরা সমস্ত জগত ধ্বংস করার শক্তি রাখেন, কিন্তু তাঁরা ধর্মপাশে বাঁধা আছেন। আমি তাঁদের সম্মানিত ধর্ম-পত্নী, তা সত্ত্বেও একজন সূতপুত্র আমাকে পদাঘাত করেছে। হায় ! যাঁরা শরণার্থীদের সাহায্য করেন, আজ তাঁরা এই জগতে অজ্ঞাতভাবে রয়েছেন, আমার সেই মহারথী বীর

পতিরা কোথায় ? অত্যন্ত বলবান এবং তেজস্বী হয়েও তাঁরা তাঁদের প্রিয়তমা পত্নীকে এক সূতের দ্বারা অপমানিত হতে দেখেও কাপুরুষের মতো বরদাস্ত করছেন কী করে ? এখানকার রাজা বিরাটও ধর্মদূষণকারী। এক নিরপরাধা নারীকে তিনি তাঁর সামনে মার খেতে দেখেও সহ্য করছেন। ইনি রাজা হয়েও রাজোচিত ন্যায় করছেন না। মৎস্যরাজ ! আপনার এই চোরের মতো ধর্ম রাজসভাতে শোভা পায় না। আপনার কাছে এসেও কীচকের হাতে যে ব্যবহার আমি পেয়েছি, তা কখনো উচিত নয়। সভাসদরা এর বিচার করুন। কীচক নিজে তো পাপীই, এই মৎস্যনরেশেরও ধর্মজ্ঞান নেই। এই সভাসদরাও ধর্মকে জানে না, তাই তো এরা এরূপ অধার্মিক রাজার সেবা করছে।'

দ্রৌপদী এইভাবে ক্রন্দন করে বিরাটরাজাকে সব জানালেন। সভাসদরা তাঁকে কলহের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁদেরও সব বৃত্তান্ত জানালেন। সব সভাসদরাই তখন তাঁর সৎ সাহসের প্রশংসা করে কীচককে ধিক্কার জানিয়ে বলল—'যিনি এই সাধ্বীর পতি, তিনি জীবনে অনেক ভালো কিছু পেয়েছেন। মানুষের মধ্যে এরূপ স্ত্রী-রত্ন পাওয়া কঠিন। ইনি মানবী নন, দেবী বলেই আমরা মনে করি।'

সভাসদরা যখন দ্রৌপদীর প্রশংসা করছিল তখন যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—'সৈরন্ধ্রী ! তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, রানি সুদেষ্ণার মহলে যাও। তোমার গন্ধর্ব পতির এখন অবকাশ নেই সেজন্য আসতে পারছেন না। তিনি অবশ্যই এসে যে তোমাকে এই কষ্ট দিয়েছে তার সমুচিত ব্যবস্থা করবেন।'

দ্রৌপদী চলে গেলেন, তাঁর চোখ লাল, খোলা চুল। তাঁকে কাঁদতে দেখে রানি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কল্যাণী, তোমাকে কে মেরেছে ? কাঁদছ কেন ? কে এমন অপ্রিয় কাজ করেছে ?' দ্রৌপদী বললেন—'আজ রাজদরবারে রাজার সামনেই কীচক আমাকে মেরেছে।' সুদেষ্ণা বললেন—'সুন্দরী ! কীচক কামোন্মত্ত হয়ে বারংবার তোমাকে অপমান করছে। তুমি যদি বল আমি আজই ওকে মৃত্যুদণ্ড দিই।' দ্রৌপদী বললেন—'ও যাঁদের কাছে অপরাধ করেছে, তাঁরাই ওকে বধ করবেন। এবারে সে অবশ্যই যমলোকে যাত্রা করবে।'

—০—

## দ্রৌপদী এবং ভীমসেনের গোপন আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—সেনাপতি কীচক যখন দ্রৌপদীকে পদাঘাত করেছিলেন, তখন থেকেই যশস্বিনী রাজকুমারী দ্রৌপদী তাঁকে বধ করার কথা চিন্তা করছিলেন। সেই কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি ভীমের কথা স্মরণ করে রাত্রে শয্যাত্যাগ করে তাঁর ভবনে গেলেন। সেই সময় অপমানে তিনি অত্যন্ত কাতর ছিলেন। পাকশালায় প্রবেশ করে তিনি বললেন—'ভীমসেন! ওঠো, ওঠো, আমার শত্রু মহাপাপী সেনাপতি আমাকে পদাঘাত করে এখনও জীবিত রয়েছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এইখানে কেমন করে নিদ্রারত?'

দ্রৌপদীর ডাকে ভীম পালঙ্কের ওপর উঠে বসে তাঁকে বললেন—'প্রিয়ে! এমন কী প্রয়োজন হল, যার জন্য তুমি

উতলা হয়ে আমার কাছে চলে এসেছ? তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, তুমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে রয়েছ, কী হল? সব কথা খুলে বলো।'

দ্রৌপদী বললেন—'আমার দুঃখ কি তুমি জানো না? সেইদিনের কথা কি ভুলে গেছ যেদিন প্রাতিকামী আমাকে 'দাসী' বলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল? সেই অপমানের আগুনে আমি সর্বদা জ্বলে যাচ্ছি। জগতে আমার মতো এমন কোনো রাজকন্যা আছে যে, এত দুঃখভোগ করেও বেঁচে আছে? বনবাসের সময় যে দুরাত্মা জয়দ্রথ আমাকে স্পর্শ করেছিল, তা আমার কাছে অসম্মানজনক ছিল, তাও আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। এবার আবার এখানে বিরাট রাজার সামনে কীচক আমাকে অপমান করেছে। এইভাবে বারংবার অপমান সহ্য করে কোনো নারী জীবনধারণ করতে পারে? এরূপে নানাভাবে অপমানিত হচ্ছি আর তুমি এসবের কথা একবারও ভাবছ না! এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ? এখানে কীচক নামে এক সেনাপতি আছে, যে রাজা বিরাটের শ্যালক, সে অত্যন্ত পাপী। প্রতিদিন সে আমাকে তার স্ত্রী হওয়ার জন্য বলে। রোজ একই কথা শুনতে শুনতে আমার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জীবিকার জন্য অন্য রাজার সেবা করতে দেখে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়। পাকশালায় রান্না করার পর যখন তুমি বিরাটের জন্য খাবার নিয়ে উপস্থিত হও, তখন আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করি। তরুণ বীর অর্জুন, যে একাই দেবতা ও মানুষকে পরাজিত করতে সক্ষম, ধর্মে, বীরত্বে, সত্যবাদিতায় সকলের আদর্শস্বরূপ, সে নারীর বেশে বিরাটের অন্তঃপুরে নৃত্য-গীত শেখাচ্ছে, তাঁর জন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা হচ্ছে। সহদেবকে যখন গোয়ালার বেশে গোশালাতে দেখি, আমার রক্ত হিম হয়ে যায়। আমার মনে পড়ে, বনে আসার সময় মাতা কুন্তী আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন—'পাঞ্চালী! সহদেব আমার অত্যন্ত প্রিয়, মধুরভাষী, ধর্মাত্মা এবং সব ভাইয়ের প্রিয়; কিন্তু বড়ই লাজুক, তুমি নিজ হাতে একে খাবার খাওয়াবে, যেন বনে গিয়ে ও কোনো কষ্ট না পায়, এই বলে তিনি সহদেবকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আজ সেই সহদেব রাতদিন গোসেবাতে ব্যস্ত, রাত্রে সেই গোশালার একপ্রান্তে শুয়ে থাকে। এইসব দুঃখ দেখে আমি কী করে বেঁচে থাকব? গ্রহের ফের! অপূর্ব সুন্দর চেহারা, অস্ত্র-বিদ্যা এবং মেধাসম্পন্ন নকুল—আজ রাজা বিরাটের অশ্বশালায় অশ্বসেবায় নিযুক্ত। এগুলি দেখে আমি কি সুখে থাকতে পারি? রাজা যুধিষ্ঠিরের জুয়ার নেশার জন্য আজ আমাকে সৈরন্ধ্রীর বেশে রানি সুদেষ্ণার সেবা করতে হচ্ছে। পাণ্ডবদের মহারানি এবং দ্রুপদ রাজকুমারী হয়েও আজ আমার এই দশা। আমার এই ক্লেশে কৌরব, পাণ্ডব এবং পাঞ্চালবংশেরও কত অপমান হচ্ছে। একদিন আসমুদ্রের

রাজত্ব যাদের অধীন ছিল, আজ তাদের রানি দ্রৌপদী সুদেষ্ণার সেবা করছে। দুঃখ আরও এইজন্য যে, আগে মাতা কুন্তী ব্যতীত কারো জন্য আমি চন্দন ঘষার কাজ করিনি। আজ রাজার জন্য চন্দন ঘষতে হয়, দেখো, আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে, আগে এমন ছিল না।'

দ্রৌপদী এই বলে ভীমসেনকে তাঁর হাত দেখালেন, তারপর বললেন—'না জানি দেবতাদের কাছে আমি কী অপরাধ করেছি! আমার মৃত্যুও কেন আসে না !' ভীম তাঁর কোমল হাতটি ধরে দেখলেন, সত্যি তাঁর হাতে কালো কালো দাগ পড়েছে। ভীম অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন—'কৃষ্ণা ! আমার বাহুবলকে ধিক্কার দিই। গাণ্ডীব ধনুকধারী অর্জুনকেও ধিক্কার জানাই। আমি সেই দিনই সভায় বিরাটের সর্বনাশ করতাম অথবা ঐশ্বর্য মদমত্ত কীচকের মাথা গুঁড়িয়ে ফেলতাম ; কিন্তু ধর্মরাজ বাধা প্রদান করায় আমি তা করতে পারিনি। ওইভাবে রাজ্যচ্যুত হওয়ার পরেও যে আমি কৌরবদের বধ করিনি, দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনের মাথা কেটে নিইনি—তার জন্য আজও আমার শরীর ক্রোধে জ্বলে যায়। সেই ভুল আজও আমার হৃদয়ে কাঁটার মতো বেঁধে। সুন্দরী ! তুমি তোমার ধর্মত্যাগ কোরো না, তুমি বুদ্ধিমতী, ক্রোধ দমন করো। পূর্বকালেও অনেক নারী তাদের পতির সঙ্গে এইরূপ কষ্ট স্বীকার করেছেন। ভৃগুবংশীয় চ্যবনমুনি যখন তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর দেহে উইপোকার বাসা হয়েছিল। তাঁর পত্নী রাজকুমারী সুকন্যা, তাঁর অত্যন্ত সেবা করেন। রাজা জনকের কন্যা সীতার কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ ; তিনি ভয়ানক জঙ্গলে শ্রীরামের সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। একদিন রাক্ষস অপহরণ করে তাঁকে লঙ্কায় নিয়ে যায় এবং সেখানে তাঁকে নানাপ্রকার কষ্ট দেয়। তবুও তিনি শ্রীরামের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। অবশেষে শ্রীরাম তাঁকে উদ্ধার করেন। লোপামুদ্রাও এইভাবে জাগতিক সুখ পরিত্যাগ করে অগস্ত্য মুনিকে অনুগমন করেন। সাবিত্রী তাঁর পতি সত্যবানকে অনুসরণ করে যমলোকে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এইসব রূপবতী পতিব্রতা নারীদের মহত্ত্ব যেমন বলা হয়, তুমিও তাঁদেরই মতো ; তোমার মধ্যেও সমস্ত সদ্‌গুণ বর্তমান। কল্যাণী, আর বেশি দিন তোমাকে প্রতীক্ষা করতে হবে না, আর মাত্র দেড়মাস বাকি একবৎসর পূর্ণ হতে। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হলেই তুমি রাজরানি হবে।'

দ্রৌপদী বললেন—"স্বামী ! অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, তাই আমার চোখে জল এসেছে। এখন যে কাজ করতে হবে, তার জন্য প্রস্তুত হও। পাপী কীচক সর্বদা আমার পিছনে আসে। একদিন আমি ওকে বলেছি—'কীচক ! কামমোহিত হয়ে মৃত্যুকে ডেকে আনছ, আমি পাঁচ গন্ধর্বের রানি, তাঁরা অত্যন্ত বীর এবং সাহসী। তাঁরা তোমাকে অবশ্যই প্রাণদণ্ড দেবেন।' আমার কথা শুনে সেই দুষ্ট বলল—'সৈরিন্ধ্রী, আমি গন্ধর্বদের একটুও ভয় পাই না। যুদ্ধে এক লাখ গন্ধর্ব এলেও আমি তাদের বধ করব। তুমি আমাকে স্বীকার করো।'

তারপর কীচক রানি সুদেষ্ণার সঙ্গে পরামর্শ করে। সুদেষ্ণা ভ্রাতার প্রতি স্নেহবশত আমাকে বলে—'কল্যাণী ! তুমি কীচকের গৃহ থেকে আমার জন্য পানীয় নিয়ে এসো।' আমি গেলে, সে আমাকে তার কথা মেনে নেওয়ার জন্য বলে। কিন্তু আমি যখন তার কথা অগ্রাহ্য করি, তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সতীত্ব নাশ করার চেষ্টা করে। সেই দুষ্টের মনোভাব বুঝতে পেরে আমি রাজার শরণ নিতে দৌড়ে তাঁর কাছে যাই। সেখানে পৌঁছেও সে আমাকে রাজার সামনেই মাটিতে ফেলে লাথি মারে। কীচক রাজার সেনাপতি, তাই রাজারানি দুজনেই তার কথা শোনেন। প্রজারা যতই কাঁদুক, দুঃখ করুক, সে তাদের ধন লুট করে নেয়। সদাচার এবং ধর্মপথে সে কখনো চলে না। আমার প্রতি তার ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ, আমাকে দেখলেই সে কুপ্রস্তাব করবে। সুতরাং আমি আজ প্রাণত্যাগ করব। বনবাসের সময় পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যদি তুমি চুপ করে থাক, তাহলে আমাকে হারাতে হবে। ক্ষত্রিয়ের সব থেকে বড় ধর্ম শত্রুনাশ করা। কিন্তু ধর্মরাজ এবং তোমার সামনে কীচক আমাকে পদাঘাত করে আর তোমরা চুপ করে থাক। তুমি জটাসুরের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছ, জয়দ্রথের হাত থেকে আমাকে ছাড়িয়ে এনেছ। এবার এই পাপীকে বধ করো। যদি সে কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত জীবিত থাকে, তবে আমি বিষপান করব। ভীমসেন ! এই কীচকের হাতে যাওয়ার থেকে আমি তোমার সামনে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয় বলে মনে করি।"

দ্রৌপদী এই কথা বলে ভীমের বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। ভীম তাঁকে হৃদয়ে ধরে আশ্বাস দিলেন এবং তাঁর চোখের জল মুছিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন— 'কল্যাণী ! তুমি যেমন বলবে, তাই করব ; আজই কীচককে তার বন্ধুসহ বধ করব। তুমি নিজের দুঃখ

ও শোক দূর করো, কাল সন্ধ্যায় তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সংকেত দাও। রাজা বিরাট যে নতুন নৃত্যশালা নির্মাণ করেছেন, তাতে দিবসকালে নৃত্যগীত শিক্ষা হয়, রাত্রে সেটি ফাঁকা থাকে। সেখানে খাট-বিছানা সবই আছে। তুমি এমন করো যাতে সে ওখানে আসে, আমি সেখানেই তাকে যমপুরীতে পাঠাব।'

এইসব কথাবার্তা বলে দুজনে বাকি রাত অত্যন্ত দুঃখে কাটালেন, উগ্র সংকল্প মনে মনেই রাখলেন। সকাল হতেই কীচক পুনরায় রাজমহলে এসে দ্রৌপদীকে বললেন—'সৈরন্ধ্রী ! সভায় রাজার সামনে তোমাকে যে লাথি মেরেছিলাম, তার প্রভাব দেখেছ ? এখন তুমি আমার মতো বীরের হাতে পড়েছ, কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। বিরাট তো শুধু নামেই মৎস্যদেশের রাজা, সেনাপতি হওয়ায় আমি এখানকার প্রভু। তাই ভালোয় ভালোয় আমাকে স্বীকার করে নাও, তাতেই তোমার মঙ্গল।'

দ্রৌপদী বললেন—'কীচক ! যদি তাই হয়, তাহলে আমার এক শর্ত আছে। আমাদের দুজনের মিলনের কথা তোমার কোনো ভাই বা বন্ধু যেন জানতে না পারে।'

কীচক বললেন—'সুন্দরী, তুমি যা বলছ তাই করব।'

দ্রৌপদী বললেন—'রাজা যে নৃত্যশালা তৈরি করেছেন, সেটি রাত্রে খালি থাকে ; অন্ধকার হলে তুমি ওইখানে চলে আসবে।'

কীচকের সঙ্গে কথা বলতে দ্রৌপদীর অত্যন্ত ঘৃণা হচ্ছিল। কীচক তাঁর কথায় আনন্দে মত্ত হয়ে গৃহে ফিরে গেলেন, তিনি জানতেও পারলেন না যে, সৈরন্ধ্রীরূপে মৃত্যু তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে।

পাকশালায় গিয়ে দ্রৌপদী ভীমসেনকে জানালেন—'পরন্তপ ! তোমার কথা অনুযায়ী আমি কীচককে নৃত্যশালায় যেতে বলেছি। সে রাত্রে ওখানে আসবে, আজই তুমি তাকে অবশ্যই বধ করবে।' ভীম বললেন—'আমি ধর্ম, সত্য এবং ভাইদের নামে শপথ করে বলছি, ইন্দ্র যেভাবে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, আমিও সেইভাবে কীচককে বধ করব। মৎস্যদেশের লোকজন তাকে সাহায্য করতে এলে, তাদেরও বধ করব ; তারপর দুর্যোধনকে বধ করে পৃথিবীর অধিপতি হব।'

দ্রৌপদী বললেন—'স্বামী ! আমার জন্য তুমি সত্য পরিত্যাগ করো না ; তুমি অজ্ঞাত থেকেই কীচককে বধ করো।'

ভীমসেন বললেন—'তুমি যা বলছ, তাই করব ; আজ কীচককে সবান্ধবে বধ করব।'

—o—

## কীচক এবং তার ভাইদের প্রাণসংহার এবং সৈরন্ধ্রীকে রাজার সন্দেশ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর ভীমসেন রাত্রে নৃত্যশালায় গিয়ে লুকিয়ে রইলেন এবং সিংহ যেমন মৃগের জন্য প্রতীক্ষা করে, সেইভাবে কীচকের জন্য প্রতীক্ষায় রইলেন। পাঞ্চালীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় কীচকও মনের মতো সাজসজ্জা করে নৃত্যশালায় এলেন। সেইসময় নৃত্যশালা অন্ধকার ছিল, পরাক্রমী বীর ভীম আগে থেকেই সেখানে এক শয্যায় শুয়ে ছিলেন। দুর্মতি কীচক সেখানে পৌঁছে তাঁকে দ্রৌপদী মনে করে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে উদ্যত হলেন। দ্রৌপদীকে অপমান করায় ভীম তখন কীচকের ওপর ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়েছিলেন। কামমোহিত কীচক তাঁর কাছে পৌঁছে হর্ষে উন্মত্তচিত্ত হয়ে হেসে বললেন—'সৈরন্ধ্রী, আমি নানাভাবে যত ধন সঞ্চিত করেছি, সেসব তোমাকে উপহার দিচ্ছি। এছাড়া ধন-রত্নাদি ও দাস-দাসী পরিবৃত আমার যে রমণীয়, সুশোভিত ভবন আছে, তাও আমি তোমাকে সমর্পণ করছি। আমার

অন্তঃপুরের নারীরাও আজ আমার বেশভূষার এবং আমার রূপের প্রশংসা করেছে।'

ভীম বললেন—'আপনি যে দর্শনীয়—এ বড় আনন্দের কথা, কিন্তু আপনি এরূপ স্পর্শ আগে কখনো পাননি।'

এই বলে মহাবাহু ভীম সহসা উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন—'ওরে পাপী ! তুই পর্বতের ন্যায় বিশাল দেহসম্পন্ন ; কিন্তু সিংহ যেমন বিশাল গজরাজকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনই আজ আমি তোকে মাটিতে ফেলে পিষব, তোর ভগ্নী এইসব দেখবে। তুই এই পৃথিবী ত্যাগ করে গেলে সৈরন্ধ্রী বিনা বাধায় বিচরণ করতে পারবে আর ওর পতিরাও নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।' তারপর মহাবলী ভীম তার চুল টেনে ধরলেন। কীচকও অত্যন্ত বলবান ছিলেন, তিনি তাঁর চুল ছাড়িয়ে অত্যন্ত তেজে ভীমের দুই হাত ধরলেন। তারপর ক্রুদ্ধ দুই পুরুষসিংহ পরস্পর বাহুযুদ্ধে রত হলেন। দুজনেই বড় বীর ছিলেন। প্রচণ্ড ঝড়ে যেমন গাছগুলি উৎপাটিত হয়, ভীম তেমনই কীচককে ধাক্কা দিয়ে নৃত্যশালাতে ঘোরাতে লাগলেন। মহাবলী কীচকও তাঁর হাঁটুর আঘাতে ভীমকে মাটিতে ফেলে দিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দুজনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল। শেষে ভীম তাঁর চুলের মুঠি ধরে নিজের হাতের মধ্যে এমন চেপে ধরলেন, যেন পশুকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। কীচক সেই বন্ধন মুক্ত করার জন্য ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু ভীম তাঁকে দুই হাতে ধরে মাটিতে আছাড় মারতে লাগলেন। তারপর মাটিতে ফেলে দুই হাঁটু দিয়ে তাঁর পিঠে চেপে বসলেন। কীচকের দুই চোখ বেরিয়ে এল, তখন ভীম তাঁর হাতের চাপে কীচককে অবলীলাক্রমে মেরে ফেললেন।

কীচককে বধ করে ভীমসেন তার হাত পা ভেঙে শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর দ্রৌপদীকে ডেকে বললেন—'দ্রৌপদী ! এদিকে এসে, দেখো, এই দুষ্ট কীটের কী অবস্থা করেছি !' তারপর সেই মৃতদেহকে পদাঘাত করে বললেন—'যে তোমার ওপর কুদৃষ্টি দেবে, তার এমনই দশা হবে।' তারপর ক্রোধ শান্ত হলে তিনি পাকশালাতে ফিরে গেলেন।

কীচক বধ হওয়াতে দ্রৌপদী অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তাঁর সব দুঃখ দূর হল। তারপর তিনি নৃত্যশালার সংরক্ষককে বললেন—'দেখো, এখানে কীচকের দেহ পড়ে রয়েছে, আমার গন্ধর্ব পতিগণ তার এই অবস্থা করেছে।' দ্রৌপদীর কথা শুনে সব চৌকিদার মশাল নিয়ে ছুটে এল এবং কীচককে রক্তাপ্লুত ও মৃত অবস্থায় দেখল। তাঁর সেই মৃত চেহারা দেখে সকলেই বিস্মিত ও ব্যথিত হল।

কীচকের সকল ভাই-বন্ধু সেখানে এসে তাঁর এই অবস্থা দেখে শোক করতে লাগল, কীচকের দশা দেখে
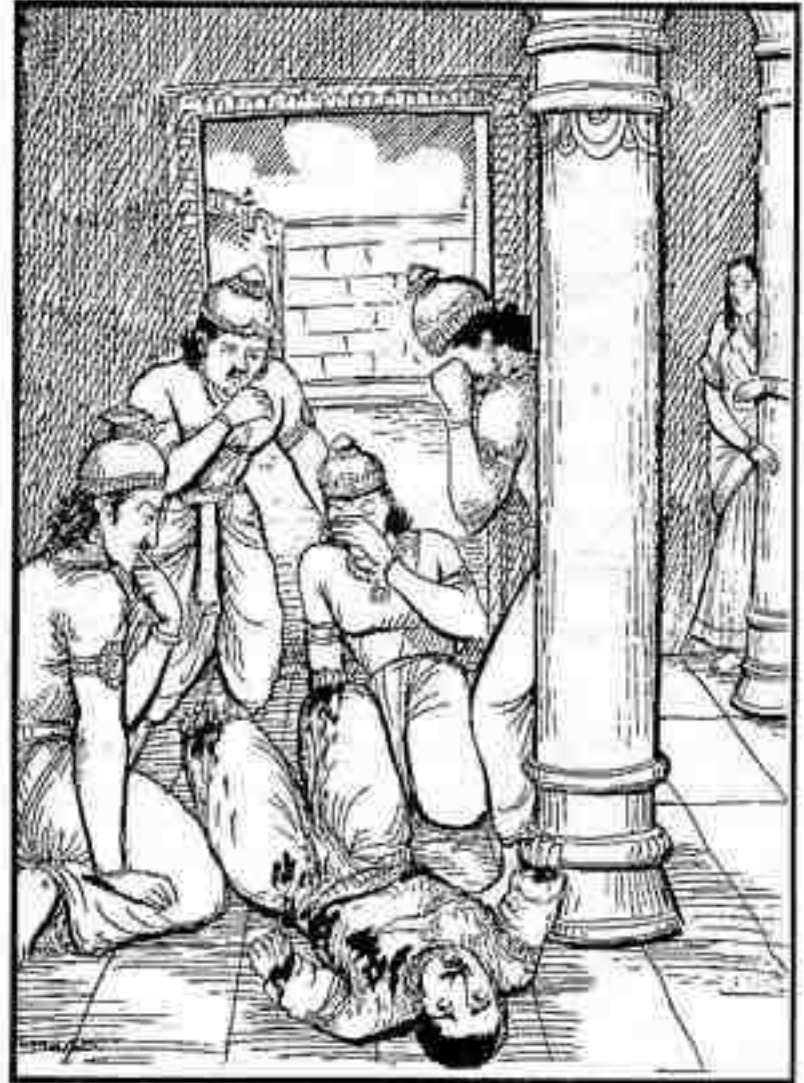
সকলেই ভয়ে কাঁপতে লাগল, তাঁর সারা অঙ্গ শরীরের মধ্যে ঢোকানো থাকায় সেটি কচ্ছপের আকার ধারণ করেছিল। কীচকের বন্ধু এবং আত্মীয়রা তাঁর দাহ-সংস্কারের জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তাদের দৃষ্টি দ্রৌপদীর ওপর পড়ল। কীচকের ভাইরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল—'এই দুষ্টা নারীকে এখনই মেরে ফেলা উচিত, ওর জন্যই কীচক মারা গেছে। একে কীচকের সঙ্গেই দাহ করা হোক, তাতে মৃত কীচকের আত্মা শান্তি পাবে।' তারা তখন রাজা বিরাটের কাছে গিয়ে বলল—'কীচকের মৃত্যু সৈরন্ধ্রীর জন্যই হয়েছে, তাই আমরা কীচকের সঙ্গেই ওকে পুড়িয়ে ফেলতে চাই, আপনি অনুমতি দিন।' রাজা বিরাট সূতপুত্রদের পরাক্রম দেখে কীচকের সঙ্গে সৈরন্ধ্রীকে পোড়াবার অনুমতি দিলেন।

কীচকের ভাইরা ভীতচকিত কমলনয়নী কৃষ্ণাকে ধরে

কীচকের শববাহী শকটে তুলে বেঁধে দিল। তারপর সকলে শ্মশানের দিকে রওনা হল। সনাথা কৃষ্ণা সূতপুত্রদের কবলে পড়ে অনাথের ন্যায় সাহায্যের জন্য ক্রন্দন করে বিলাপ করতে লাগলেন—'জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল আমার আওয়াজ শোনো, সূতপুত্রেরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। যে বেগবান গন্ধর্বদের ধনুকের ভীষণ টংকার সংগ্রামভূমিতে বজ্রের মতো শোনায় এবং যাদের রথের প্রচণ্ড ঘর্ঘর আওয়াজ, তারা আমার এই ডাক শোনো, সূতপুত্ররা আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে।'

কৃষ্ণার সেই আর্ত আওয়াজ এবং বিলাপ শুনে ভীম কোনো চিন্তা না করেই শয্যা থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন—'সৈরন্ধ্রী! তোমার কথা আমি শুনতে পেয়েছি। তোমার আর এখন সূতপুত্রদের কাছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' এই বলে তিনি দ্রুত শ্মশানের দিকে রওনা হলেন। তিনি সূতপুত্রদের আগেই শ্মশানে পৌঁছলেন। চিতার কাছে এক বিরাট লম্বা গাছ ছিল তার ওপরের কিছু মোটা ডাল শুকনো হয়েছিল। ভীম সেই মোটা ডাল ভেঙে কাঁধে নিয়ে দণ্ডপাণি যমরাজের মতো সূতপুত্রদের দিকে চললেন।

ভীমসেনকে সিংহের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের দিকে আসতে দেখে কীচকের ভাই-বন্ধুরা ভয় ও বিষাদে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল—'ওই দেখ, বলবান গন্ধর্ব একটা গাছ উঠিয়ে নিয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে আমাদের দিকে আসছে; শীঘ্রই সৈরন্ধ্রীকে ছেড়ে দাও। ওর জন্যই এই বিপদ উপস্থিত হয়েছে।' তারা তখন সৈরন্ধ্রীকে ফেলে নগরের দিকে পালাতে লাগল। তাদের পালাতে দেখে পবননন্দন ভীমসেন, ইন্দ্র যেমনভাবে দানবদের বধ করেন, সেইভাবে বৃক্ষের আঘাতে কীচকের একশত পাঁচ ভাইকে যমের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি পাঞ্চালীকে বন্ধন মুক্ত করে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁর চক্ষু দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা বয়ে যাচ্ছিল। বীর ভীমসেন বললেন—'কৃষ্ণা! যারা তোমাকে জ্বালাতন করবে, তারা এমনভাবেই মারা পড়বে। এবার তুমি নগরে ফিরে যাও, আর কোনো ভয় নেই। আমি অন্য পথ ধরে বিরাটরাজের পাকশালাতে যাব।'

নগরবাসীরা এই কাণ্ড দেখে রাজা বিরাটকে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল যে, গন্ধর্বরা সূতপুত্রদের বধ করেছে, সৈরন্ধ্রী সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে রাজভবনের দিকে গেছেন। তাদের কথা শুনে রাজা বিরাট বললেন—'আপনারা সূতপুত্রদের অন্ত্যেষ্টি করুন। সুগন্ধিত পুষ্প-চন্দন ও রত্নাদির দ্বারা সব ভ্রাতাসহ কীচককে একই চিতায় প্রজ্বলিত করা হোক।' তারপর কীচক বধে ভীত হয়ে রাজা মহারানি সুদেষ্ণাকে গিয়ে বললেন—'সৈরন্ধ্রী এখানে এলে আমার হয়ে তাকে বলে দিও যে, সে যেন যেখানে খুশি চলে যায়, তার মঙ্গল হোক, এখানে থাকার দরকার নেই। আমি গন্ধর্বদের বলে ভীত হয়েছি।'

রাজন্ ! মনস্বিনী দ্রৌপদী যখন সিংহের ভয়ে হরিণীর ন্যায় স্নান করে সিক্ত বসনে নগরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে দেখে নগরবাসীরা গন্ধর্বদের ভয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে যেতে লাগল, কেউ বা চোখ বন্ধ করে নিল। পথে নৃত্যশালায় তাঁর সঙ্গে অর্জুনের সাক্ষাৎ হল। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—'সৈরন্ধ্রী ! তুমি পাপীদের হাত থেকে কীভাবে ছাড়া পেলে ? ওরা কীভাবে মারা পড়ল, সব আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।' সৈরন্ধ্রী বললেন—'বৃহন্নলা ! তোমার আর তাতে কাজ কী ? তুমি তো মজা করে এই অন্তঃপুরে থাক। আজকাল সৈরন্ধ্রীর যে দুঃসময় চলছে, তাতে তোমার কী ? তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?' বৃহন্নলা বললেন—'কল্যাণী ! এই নপুংসক হয়ে বৃহন্নলাও যে কী মহাদুঃখ সহ্য করছে, তুমি কি তা বোঝ না ? আমরা সকলে একসঙ্গে থাকি, তোমার দুঃখে আমরা কি দুঃখিত হব না ?'

তারপরে অন্যান্য সেবিকাদের সঙ্গে দ্রৌপদী রাজভবনে গিয়ে সুদেষ্ণার কাছে দাঁড়ালেন। সুদেষ্ণা তখন বিরাটের কথা অনুযায়ী তাঁকে বললেন—'ভদ্রে ! মহারাজের গন্ধর্বদের থেকে খুবই ভয় হচ্ছে। জগতে তোমার ন্যায় রূপবতী তরুণী দেখা যায় না, পুরুষরা স্বভাবতই রূপমুগ্ধ। তোমার গন্ধর্ব স্বামীরাও অত্যন্ত ক্রোধী। অতএব তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারো।' সৈরন্ধ্রী বললেন—'মহারাজ যেন তেরো দিনের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন। তারপর গন্ধর্বরা নিজে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন এবং আপনাদেরও মঙ্গল করবেন। তাঁদের সাহায্যে মহারাজ এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অবশ্যই অনেক উপকার হবে।'

—o—

## কৌরব সভায় পাণ্ডবদের অনুসন্ধানের ব্যাপারে আলোচনা এবং বিরাটনগর আক্রমণের সিদ্ধান্ত

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভ্রাতাসহ কীচক অকস্মাৎ বধ হয়েছে শুনে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হল এবং সেই নগর ও অন্যান্য রাষ্ট্রেও সকলে আলোচনা করতে লাগল যে, 'মহাবলী কীচক তাঁর শৌর্যের জন্য বিরাট রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, তিনি বহু শত্রু বধ করেছিলেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অত্যন্ত দুষ্ট ও পরস্ত্রীগামী পাপাচারী ছিলেন, তাই তাঁকে গন্ধর্বরা হত্যা করেছে।' মহারাজ ! শত্রুনিপাতকারী বীর কীচকের বিষয়ে দেশ-বিদেশে এইরূপ আলোচনা হতে লাগল।

সেইসময় পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের খোঁজ করার জন্য দুর্যোধন যে বহু সংখ্যায় গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন, তারা বহু দেশ, রাষ্ট্র ঘুরে হস্তিনাপুরে ফিরে এল। তারা রাজসভায় কুরুরাজ দুর্যোধনের কাছে এল, যেখানে মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ এবং দুর্যোধনের ভাইরা উপস্থিত ছিলেন। তারা সেখানে এসে বলল—'রাজন্ ! পাণ্ডবদের অনুসন্ধানের জন্য আমরা বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাঁরা কোথায় গেলেন আমরা তার খোঁজ পাইনি। আমরা পর্বতে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, গ্রামে, নগরে অনুসন্ধান চালিয়েছি। আমাদের মনে হয় তাঁরা আর বেঁচে নেই। আমরা অবশ্য খবর নিয়ে জেনেছি যে, ইন্দ্রসেন প্রমুখ সারথিগণ পাণ্ডবদের ছাড়াই দ্বারকাপুরীতে ফিরে গেছে এবং সেখানেই আছে, পাণ্ডবরা সেখানে যাননি। তবে অন্য এক সুসমাচার আছে, রাজা বিরাটের মহাপরাক্রমশালী সেনাপতি কীচক, যিনি মহাপরাক্রমে ত্রিগর্তদেশকে পরাজিত করেছিলেন, তাঁকে তাঁর ভ্রাতাগণসহ গন্ধর্বরা গুপ্তভাবে হত্যা করেছে।'

দূতদের কথা শুনে দুর্যোধন বহুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর সভাসদদের ডেকে বললেন—'পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশবর্ষ শেষ হতে আর অল্পদিন বাকী। তা সমাপ্ত হলে পাণ্ডবরা মদমত্ত হাতি এবং বিষধর সর্পের ন্যায় কৌরবদের আক্রমণ করবে। তারা সকলেই সময়ের হিসাব করে কোথাও লুকিয়ে আছে। এমন কোনো উপায় বার করতে হবে যাতে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে বাইরে এসে আবার বনে যেতে পারে। অতএব শীঘ্র তাদের খোঁজ করো, যাতে আমাদের রাজ্য চিরকালের জন্য বাধাবিপত্তিমুক্ত হতে পারে।'

তাই শুনে কর্ণ বললেন—'ভরতনন্দন ! শীঘ্র কুশলী গুপ্তচর পাঠান। তারা গুপ্তভাবে নানা জনাকীর্ণ দেশে যাবে এবং সুরম্য সভা, মহাত্মাদের আশ্রম, তীর্থাদি, গুহা এবং নগরবাসীদের বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করে ওঁদের অনুসন্ধান করবে।'

দুঃশাসন বললেন—'রাজন্ ! যে সব দূতের ওপর আপনার বিশেষ আস্থা আছে, তাদের পাঠান। কর্ণের কথা আমার ঠিক বলে মনে হয়।'

তত্ত্বদর্শী, পরমপরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য তখন বললেন—'পাণ্ডবরা শূরবীর, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্মরাজের নির্দেশে কাজ করে। এরূপ মহাপুরুষগণের নাশও হয় না এবং তাঁরা কারো দ্বারা অসম্মানিতও হন না। এঁদের মধ্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত, গুণবান, সত্যবান, নীতিবান, পবিত্রাত্মা এবং তেজস্বী। তাঁকে চোখে দেখলেও কেউ চিনতে পারবে না। অতএব এই কথা স্মরণ রেখে আমাদের ব্রাহ্মণ, সেবক, সিদ্ধপুরুষদের, যাঁরা ওঁদের চেনেন, তাঁদের মধ্যে থেকে গুপ্তচর বেছে নিতে হবে।'

তারপর ভরতবংশের পিতামহ, দেশ-কাল জ্ঞাতা, ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম কৌরবদের হিতার্থে বললেন—'ভরতনন্দন ! পাণ্ডবদের ব্যাপারে আমার যা ধারণা, তা আমি বলছি। নীতিমান ব্যক্তিদের নীতি দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা নষ্ট করতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের যে নীতি, তাকে আমার মতো ব্যক্তিরা কখনো নিন্দা করতে পারে না। তাকে সুনীতিই বলা উচিত, দুর্নীতি বলা ঠিক নয়। রাজা যুধিষ্ঠির যে নগর বা রাষ্ট্রে থাকবেন, সেখানকার জনতাও দানশীল, প্রিয়বাদিনী, জিতেন্দ্রিয় এবং লজ্জাশীল হবেন। যেখানে তাঁরা থাকবেন সেখানকার লোক সংযমী, হৃষ্টপুষ্ট, পবিত্র এবং কার্যকুশল হবেন, তাঁরা ঈর্ষাপূর্ণ, অভিমানী, অহংকারী এবং দোষদর্শী হবেন না। সেখানে সর্বসময় বেদধ্বনি হবে এবং বড় বড় যজ্ঞাদি হবে। মেঘ ঠিকমতো বৃষ্টি দেবে, রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ ও ভয়শূন্য হবে। মলয়বায়ু প্রবাহিত হবে, পাষণ্ডশূন্য রাজ্য হবে, কোনো প্রভাবের ভীতি থাকবে না। গো-ধনের আধিক্য থাকবে। গোদুগ্ধ, ঘৃত, দই খুবই সরস ও পুষ্টিদায়ক হবে। রাজা যুধিষ্ঠির খুবই ধর্মনিষ্ঠ। তাঁর মধ্যে সত্য, ধৈর্য, দান, শান্তি, ক্ষমা, লজ্জা, শ্রী, কীর্তি, তেজ, দয়ালুভাব ও সারল্য সর্বদাই বিরাজ করে। সাধারণ লোকের কী কথা, বিচক্ষণ ব্রাহ্মণও তাঁকে চিনতে পারবেন না। সুতরাং যে স্থানে এইসব লক্ষণ দেখা যাবে, সেইস্থানেই মতিমান পাণ্ডবরা গুপ্তভাবে বসবাস করছেন, জানবে। তোমরা সেই সব জায়গাতে অনুসন্ধান করো, আমি এছাড়া আর কিছু বলতে চাই না। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করো তবে যা ভালো বলে মনে হয় করো।'

তারপর মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র কৃপ বললেন—'বয়োবৃদ্ধ ভীষ্ম পাণ্ডবদের বিষয়ে যা বলেছেন, তা যুক্তিযুক্ত এবং সময়ানুসার। এতে ধর্ম, অর্থ দুইই নিহিত এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেই বিষয়ে আমার বক্তব্য শোন। তোমরা গুপ্তচরের সাহায্যে পাণ্ডবদের গতি ও স্থিতির খোঁজ নাও আর এইসময় যা হিতকারিণী, তার আশ্রয় নাও। স্মরণ রেখো যে, অজ্ঞাতবাসের কাল সমাপ্ত হলেই মহাবলী পাণ্ডবদের উৎসাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। তারা অতুল পরাক্রমী। সুতরাং এখন তোমাদের সেনা, কোষাগার এবং নীতি সাবধানে রক্ষা করা প্রয়োজন। যাতে তারা ফিরে এলে আমরা সসম্মানে সন্ধি করতে পারি। তোমার সৈন্যদের পরীক্ষা করা উচিত যে, তারা তোমার ওপর সন্তুষ্ট কি না। সেই অনুসারেই আমাদের সন্ধি বা যুদ্ধ করতে হবে। সেনারা সন্তুষ্ট থাকলে, তারা যুদ্ধে জয় লাভের চেষ্টা করে, অসন্তুষ্ট থাকলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে তারা সন্ধি করে নেয়। নীতি হল—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও কর গ্রহণ। এতে শত্রুকে আক্রমণের দ্বারা, দুর্বলকে বলের সাহায্যে, মিত্রকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে এবং সেনাদিকে মিষ্টভাষণ ও সুবেতন দিয়ে বশ করতে হয়। তুমি যদি এইভাবে রাজকোষ ও সেনাদের ঠিক রাখ তাহলে সফল হবে।

এরপর ত্রিগর্তদেশের রাজা মহাবলী সুশর্মা কর্ণের দিকে তাকিয়ে দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন ! মৎস্যদেশের শাল্ববংশীয় রাজা বারংবার আমাদের ওপর আক্রমণ করে থাকেন। মৎস্যরাজের সেনাপতি মহাবলী সূতপুত্র কীচক বন্ধুবান্ধবসহ আমাকে নানাভাবে জ্বালাতন করেছে। কীচক

অত্যন্ত বলবান, ক্রূর, দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছিল, তার পরাক্রম জগদ্বিখ্যাত। আমরা সেসময় কিছু করতে পারিনি। এখন সেই পাপীকে গন্ধর্বরা বধ করেছে, তার মৃত্যুতে বিরাটরাজ বলহীন ও নিরুৎসাহ হয়েছেন। তাই যদি আপনাদের ঠিক মনে হয় তাহলে এসময় ওই দেশ আক্রমণ করা উচিত বলে মনে হয়। সেই দেশ জয় করে যে সব ধন, রত্ন, নগর, গ্রাম পাওয়া যাবে, আমরা নিজেদের মধ্যে তা ভাগ করে নেব।'

ত্রিগর্তরাজের কথা শুনে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন—'রাজা সুশর্মা বড় ভালো কথা বলেছেন। এ অত্যন্ত সময়ানুসার কাজের কথা। আপনি যেমন বলেন, সেইভাবে সেনা সাজিয়ে আমরা শীঘ্রই ওদের আক্রমণ করি।' ত্রিগর্তরাজ ও কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন দুঃশাসনকে নির্দেশ দিলেন, 'ভাই, তুমি সবার সঙ্গে পরামর্শ করে আক্রমণের প্রস্তুতি করো। প্রথমে সুশর্মা আক্রমণ করবেন, দ্বিতীয় দিন আমরা যাব। এরা গোয়ালাদের থেকে গোধন ছিনিয়ে নেবে। তারপর আমরাও সেনাদের দুভাগে ভাগ করে রাজা বিরাটের এক লাখ গোধন অধিকার করব।'

—o—
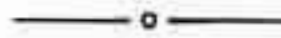
## বিরাট ও সুশর্মার যুদ্ধ এবং ভীমসেনের হাতে সুশর্মার পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! সুশর্মা তাঁর পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ত্রিগর্তদেশের সমস্ত রথী-মহারথীদের নিয়ে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে বিরাট রাজার গোধন অপহরণের জন্য অগ্নিকোণ থেকে আক্রমণ করলেন। আর দ্বিতীয় দিন সমস্ত কৌরব মিলে অন্য দিক থেকে আক্রমণ করে বিরাটের হাজার হাজার গোধন অধিকার করে নিল। এইসময় পাণ্ডবদের ত্রয়োদশতম বর্ষের অজ্ঞাতবাসকাল সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সুশর্মাও অন্যদিক থেকে আক্রমণ করে বিরাটের বহু গোধন দখল করল। তাই দেখে রাজার প্রধান গোপ রথে করে নগরে এসে রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে জানাল—'মহারাজ ! ত্রিগর্তদেশের যোদ্ধারা আমাদের পরাস্ত করে আপনার এক লাখ গাভী নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনি শীঘ্র ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন, নাহলে ওরা বহুদূরে চলে যাবে।' তাই শুনেই মৎস্যরাজ সব বীরদের একত্রিত করলেন। রথ, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক সর্বপ্রকার রথী-মহারথী যুদ্ধসাজে সেজে নগরের বাইরে গেলেন।

সব সেনা প্রস্তুত হলে রাজা বিরাট তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শতানীককে বললেন—'আমার মনে হয় কঙ্ক, বল্লব, তন্তিপাল এবং গ্রন্থিক, এরাও বড় বীর এবং যুদ্ধ করতে সক্ষম। এঁদেরও সুশোভিত রথ ও কবচ দেওয়া হোক।' তাই শুনে শতানীক পাণ্ডবদের জন্যও রথ তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন। পাণ্ডবরাও সুবর্ণ মণ্ডিত রথে করে রাজা বিরাটের সঙ্গে চললেন। তাঁদের সঙ্গে আট হাজার রথী, এক হাজার হাতি, ষাট হাজার ঘোড়সওয়ার চলল। তারা গোরুর পদচিহ্ন দেখে চলতে লাগল। নগরের বাইরে তারা ব্যূহরচনা করে চলছিল এবং সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই ত্রিগর্তের সেনাকে ধরে ফেলল। দুই পক্ষে ভয়ংকর রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। দেখতে দেখতে রণভূমি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মস্তক ও দেহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। শতানীক একশত এবং বিশালাক্ষ চারশত ত্রিগর্ত বীরকে ধরাশায়ী করলেন। রাজা বিরাট পাঁচশত রথী, আটশত ঘোড়সওয়ার এবং পাঁচ মহারথীকে বধ করলেন। তারপর তিনি রথযুদ্ধ করতে করতে ক্রমশ স্বর্ণরথে উপবিষ্ট সুশর্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি দশবাণ সুশর্মাকে এবং পাঁচবাণ চারটি ঘোড়াকে মারলেন। সুশর্মা অত্যন্ত চতুর বীর ছিলেন, তিনি মৎস্যরাজের সমস্ত সৈন্যকে নিজের প্রবল পরাক্রমে দমন করলেন এবং রাজা বিরাটকে ধরতে দৌড়লেন। তিনি বিরাটের রথের ঘোড়াগুলি এবং সারথিকে বধ করে বিরাটকে জীবিত তাঁর রথে তুলে নিলেন এবং রথ চালিয়ে রওনা হলেন।

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তাই দেখে ভীমসেনকে বললেন—'মহাবাহো ! ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা মহারাজ বিরাটকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি শীঘ্র তাঁকে ছাড়িয়ে আনো, তিনি যেন শত্রুর ফাঁদে না পড়ে যান।' ভীমসেন বললেন—'মহারাজ ! আপনার আদেশে আমি এখনই যাচ্ছি। সামনের গাছের ডালগুলি খুব সুন্দর, গদার মতো। এগুলি তুলে আমি শত্রুকে আঘাত করব।' যুধিষ্ঠির বললেন—'ভীম ! এমন সাহসের কাজ কোরো না। তুমি যদি অতি মানুষের মতো এরূপ কাজ কর, তাহলে সকলেই তোমাকে ভীম বলে চিনে ফেলবে। সুতরাং তুমি কোনো মনুষ্যোচিত

অস্ত্র ধারণ করো।'

ধর্মরাজের কথায় ভীম অতি শীঘ্র তাঁর ধনুক তুলে বর্ষার জলধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। তাই দেখে ভ্রাতাসহ সুশর্মা ফিরে এসে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন।

ভীম তখন গদা হাতে বিরাটের সামনেই হাজার হাজার রথী, মহারথী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিকদের সংহার করতে লাগলেন। এই ভীষণ যুদ্ধ দেখে রণোন্মত্ত সুশর্মার সমস্ত অহংকার ধূলিসাৎ হল, তিনি সেনা-সংহার দেখে বলতে লাগলেন—'হায় ! যে সবসময় ধনুর্বাণ হাতে শত্রু সংহার করত, আমার সেই ভাই মারা পড়েছে।' তিনি ভীমের ওপর বাণ ছুঁড়তে আরম্ভ করলে পাণ্ডবরা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ত্রিগর্তের রাজাকে আক্রমণ করলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব সকলেই বহু সৈন্য সংহার করলেন।

শেষকালে ভীমসেন সুশর্মার কাছে এসে তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাঁর ঘোড়া এবং অঙ্গরক্ষকদের বধ করলেন এবং সারথিকে রথ থেকে ফেলে দিলেন। বিরাট রাজা বৃদ্ধ হলেও রথ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে গদা হাতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রথহীন হওয়ায় সুশর্মা পালাতে লাগলেন। ভীম চেঁচিয়ে বললেন—'রাজকুমার পালিয়ো না ! যুদ্ধে পিঠ দেখানো তোমার উচিত নয়। এই বীরত্ব নিয়ে তুমি গোরু নিয়ে যেতে চাইছিলে ?' এই বলে ভীম সুশর্মাকে ধরার জন্য তাঁর পিছনে দৌড়লেন। তিনি সুশর্মার চুল ধরে তাঁকে ওপরে তুলে মাটিতে আছাড় মারলেন। সুশর্মা চিৎকার করতে থাকলে ভীম তাঁর পিঠের ওপর চেপে বসে ঘুঁষি মারতে লাগলেন, সুশর্মা অচেতন হয়ে পড়লেন। মহারথী সুশর্মাকে ধরে নিয়ে গেলে ত্রিগর্তের সমস্ত সেনা ভীত হয়ে পালাতে লাগল। মহারথী পাণ্ডবরা তখন সমস্ত গোধন নিয়ে ফিরে এলেন এবং সুশর্মাকে পরাস্ত করে তার সমস্ত ধন ছিনিয়ে নিলেন।

ভীমসেনের পায়ের নীচে পড়ে সুশর্মা প্রাণরক্ষার তাগিদে ছটফট করছিলেন। তাঁর শরীর ধূলায় ধূসরিত, অর্ধচেতন অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন। ভীম তাঁকে বেঁধে রথে তুলে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে দেখে হেসে বললেন—'ভাই ! এই নরাধমকে ছেড়ে

দাও।' ভীমসেন সুশর্মাকে বললেন—'ওরে মূঢ় ! যদি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে বিদ্বান এবং রাজাদের সভায় গিয়ে তোমাকে বলতে হবে যে 'আমি দাস' তবেই তোমার জীবন দান করব।' তখন ধর্মরাজ স্নেহ সহকারে বললেন—'ভাই ! আমার কথা শোনো, এই পাপী সুশর্মাকে মুক্ত করে দাও। এ তো মহারাজ বিরাটের দাস হয়েই গেছে।' তারপর

ত্রিগর্ত রাজকে বললেন—'যাও, তুমি এখন আর দাস নয়, আর কখনো এমন সাহস কোরো না।'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে সুশর্মা লজ্জায় মুখ নিচু করে বিরাট রাজের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে দেশে চলে গেলেন। মৎস্যরাজ বিরাট প্রসন্ন হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন 'আসুন, আপনাকে এই সিংহাসনে অভিষিক্ত করি। এখন আপনিই এই মৎস্যদেশের রাজা। তাছাড়া আপনি যদি কোনো দুর্লভ জিনিস পেতে চান, তাহলে আমি তা-ও দিতে প্রস্তুত।'

তখন যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজকে বললেন—'মহারাজ ! আপনার বাক্য অত্যন্ত মধুর। আপনি অত্যন্ত দয়ালু, ভগবান যেন সর্বদা আপনাকে আনন্দে রাখেন। রাজন্, শীঘ্রই দূতদের নগরে পাঠান, তারা সকলকে গিয়ে আপনার বিজয় সমাচার ঘোষণা করুক।' তখন রাজা দূতদের নির্দেশ দিলে তারা রাজার আদেশ শিরোধার্য করে আনন্দ সহকারে একরাত্রের মধ্যে বহু রাস্তা পার হয়ে ভোরবেলা নগরে পৌঁছে রাজার বিজয় ঘোষণা করল।

—o—

## কৌরবদের আক্রমণ, বৃহন্নলাকে সারথি করে উত্তরের যুদ্ধ যাত্রা এবং কৌরব সৈন্য দেখে ভয়ে পলায়ন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মৎস্যরাজ বিরাট যখন গোধন ফিরিয়ে আনতে ত্রিগর্তসেনার দিকে গেলেন তখন দুর্যোধন সুযোগ বুঝে মন্ত্রীদের নিয়ে বিরাটনগর আক্রমণ করলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, দুঃশল প্রমুখ বহু মহারথী সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা সকলে বিরাটরাজার ষাট হাজার গো-ধন রথের দ্বারা ঘিরে নিয়ে চললেন। গোয়ালারা এই মহারথীদের হাতে মার খেয়ে আর্তনাদ শুরু করলে, তাদের সর্দার কোনোমতে একটি রথে করে নগরে এসে রাজমহলে ঢুকে গেল। সেখানে তার সঙ্গে বিরাটরাজার পুত্র ভূমিঞ্জয় (উত্তর)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। গোপরাজ তাঁকে

সব জানিয়ে বলল—'রাজকুমার ! কৌরবরা আমাদের ষাট হাজার গোধন নিয়ে যাচ্ছে। রাজা আপনার ওপরেই সব ভার দিয়েছেন। সভায় আপনার প্রশংসা করে তিনি বললেন যে, 'আমার এই কুলদীপক পুত্র আমারই মতো বীর।' অতএব আপনি সত্বর গিয়ে গো-ধন রক্ষা করুন।'

রাজকুমার অন্তঃপুরে নারীমহলে ছিলেন, তিনি গোপের কথা শুনে অহংকার করে বলে উঠলেন—'যেদিকে গোধন নিয়ে যাচ্ছে, আমি অবশ্যই সেখানে যাব। আমার অস্ত্রশস্ত্র খুবই মজবুত। কিন্তু মুশকিল হল যে, এমন একজনও সারথি এখন নেই যে রথ চালনায় নিপুণ। তুমি শীঘ্র গিয়ে এক কুশল সারথির অনুসন্ধান করো। তারপর ইন্দ্র যেমন দানবদের ভীত সন্ত্রস্ত করেন, আমিও সেইভাবে দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ ও অশ্বত্থামা—এই সকল মহাধনুর্ধরদের এক লহমায় উড়িয়ে দিয়ে গোধন ফেরত আনব। যুদ্ধে আমার পরাক্রম দেখে তাঁরা বলবেন যে, এ সাক্ষাৎ পৃথাপুত্র অর্জুন নয় তো ?'

রাজপুত্র বারংবার নারীদের মধ্যে বসে অর্জুনের কথা বলছিলেন শুনে দ্রৌপদী আর থাকতে পারলেন না। তিনি উঠে উত্তরের কাছে গিয়ে বললেন—'ওই যে হাতির মতো বিশালকায় সুন্দর যুবক বৃহন্নলা নামে খ্যাত, ও আগে অর্জুনের সারথি ছিল। ওকে যদি সারথিরূপে নেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই কৌরবদের পরাজিত করে গোধন ফিরিয়ে আনতে পারবেন।' সৈরন্ধ্রীর কথা শুনে উত্তর তাঁর ভগ্নী উত্তরাকে ডেকে বললেন—'ভগ্নী ! তুমি তাড়াতাড়ি বৃহন্নলাকে ডেকে আন।' ভাইয়ের কথায় উত্তরা তখনই নৃত্যশালায় গেলেন, তাঁকে দেখে বৃহন্নলা বললেন—

'বলো রাজকুমারী। এখানে কেন এসেছ ?' রাজকুমারী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন—'বৃহন্নলা ! কৌরবরা আমাদের রাজ্যের গোধন অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমার ভাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। তুমি আমার ভাইয়ের রথের সারথি হও এবং কৌরবরা বহু দূর চলে যাওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছে যাও।' রাজকুমারী উত্তরার কথায় অর্জুন রাজকুমার উত্তরের কাছে চললেন। তাঁকে আসতে দেখে রাজকুমার বলে উঠলেন—'বৃহন্নলা ! আমি যখন গোধন ফিরিয়ে আনার জন্য কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তখন তুমি আমার ঘোড়াগুলিকে ঠিকমতো বশে রেখো। আমি শুনেছি যে, তুমি নাকি আগে অর্জুনের রথের সারথি ছিলে এবং তোমার জন্যই পাণ্ডবপ্রবর অর্জুন সমস্ত জগৎ জয় করেছিলেন।' তারপর উত্তর কবচ ধারণ করে রথে সিংহধ্বজ লাগিয়ে, বহুমূল্য ধনুক এবং তীক্ষ্ণ বাণ নিয়ে যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন। সেইসময়ে বৃহন্নলাকে উত্তরা এবং সখীগণ বলল—'বৃহন্নলা তুমি যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণাদি কৌরবদের হারিয়ে আমাদের পুতুলের জন্য রং-বেরং-এর বস্ত্র নিয়ে আসবে।' অর্জুন তখন হেসে বললেন—'এই রাজকুমার যদি তাঁদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয় তাহলে আমি অতি অবশ্য তাঁদের দিব্য সুন্দর বস্ত্র নিয়ে আসব।'

রাজকুমার উত্তর রাজধানীর বাইরে এসে অর্জুনকে বললেন—'যেদিকে কৌরবরা গেছেন, তুমি সেই দিকে রথ নিয়ে চলো। কৌরবরা যে এখানে জয়লাভের আশায় একত্রিত হয়েছে, আমি তাদের সকলকে হারিয়ে, গোধন নিয়ে শীঘ্র ফিরে আসব।' পাণ্ডুনন্দন অর্জুন উত্তরের উত্তম ঘোড়াগুলির লাগাম আলগা করে দিলেন। তখন ঘোড়াগুলি যেন হাওয়ায় উড়ে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর উত্তর এবং অর্জুন মহাবলী কৌরবদের সেনা দেখতে পেলেন, বিশাল সেই বাহিনী হাতি, ঘোড়া এবং রথ সমন্বিত ছিল। কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপাচার্য, ভীষ্ম এবং অশ্বত্থামা সেই গোধন রক্ষা করছিলেন। তাঁদের দেখে উত্তর ভয়ে কম্পিত হলেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে অর্জুনকে বললেন—'আমার এত ক্ষমতা নেই যে, এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করি, দেখো আমার সমস্ত রোম কণ্টকাকার ধারণ করেছে। এদের মধ্যে অগণিত বীর দেখছি, দেবতারাও এদের সম্মুখীন হতে ভয় পাবেন। আমি তো বালক, তেমন করে অস্ত্রাভ্যাস করিনি। আমি একা কী করে এদের সম্মুখীন হব ? অতএব বৃহন্নলা, ফিরে চলো।'

বৃহন্নলা বললেন—'রাজকুমার ! তুমি অন্তঃপুরে নিজের পুরুষার্থের খুব অহংকার করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছ, তবে এখন কেন যুদ্ধে পিছপা হচ্ছো ? তুমি যদি যুদ্ধে এদের পরাস্ত না করে ফিরে যাও, তাহলে রাজধানীর সবাই তোমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করবে। সৈরন্ধ্রী আমাকে তোমার সারথি করে পাঠিয়েছে, তাই গোধন ব্যতীত আমিও নগরে ফিরে যাব না।'

উত্তর বললেন—'বৃহন্নলা, কৌরবরা মৎস্যরাজের গোধন নিয়ে যায় তো যাক, অন্তঃপুরে নারীপুরুষে আমাকে বিদ্রূপ করুক, কিন্তু যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

রাজকুমার উত্তর এই বলে রথ থেকে নেমে মান-মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে অস্ত্র ফেলে পালালেন। বৃহন্নলা বললেন—'শূরবীরদের দৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়, তাঁদের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুই শ্রেয়, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা উচিত নয়।' অর্জুন এই বলে রথ থেকে নেমে দৌড়ে উত্তরকে ধরলেন। উত্তর কাপুরুষের মতো কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'বৃহন্নলা ! তুমি শীঘ্র রথ ফেরাও, বেঁচে থাকলে অনেক সুদিনের দেখা পাওয়া যাবে।'

উত্তর এইভাবে অনুনয়-বিনয় করলেও অর্জুন হাসতে
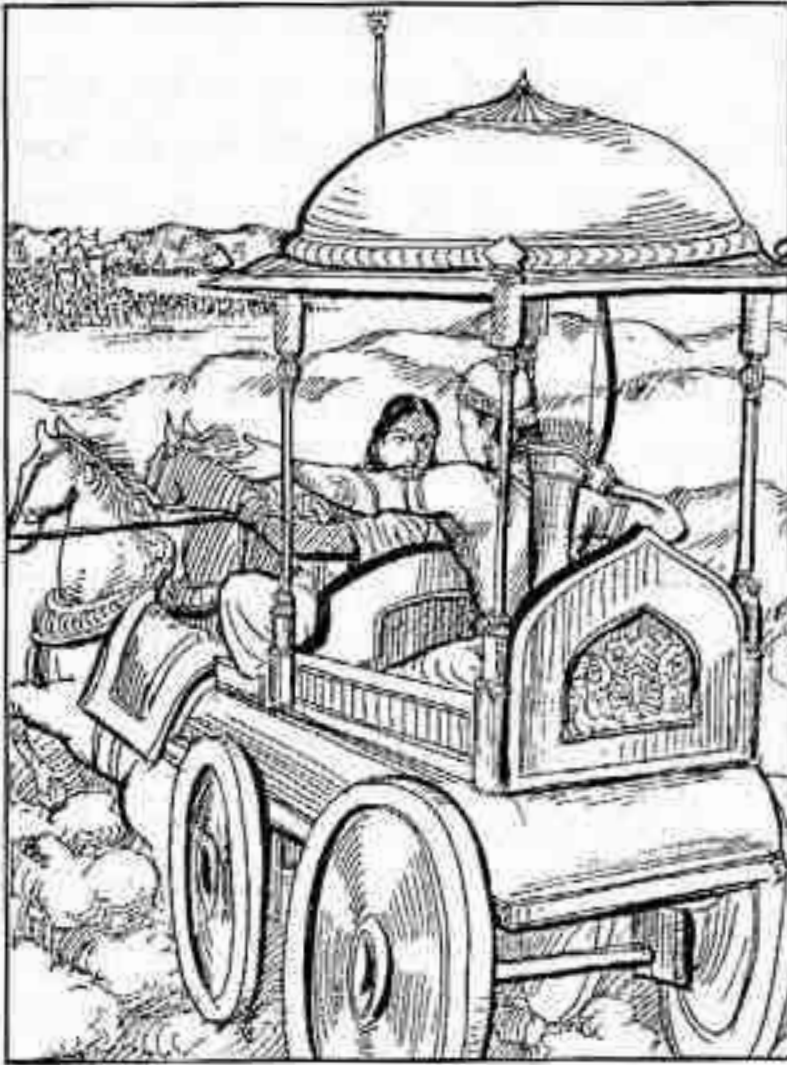
হাসতে তাকে রথের কাছে নিয়ে এসে বললেন—'রাজকুমার ! যদি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার তোমার সাহস না থাকে, তাহলে তুমি ঘোড়া সামলাও, আমি যুদ্ধ করছি। ভয় পেয়ো না, আমি আমার বাহুবলে তোমায় রক্ষা করব। ভয় পাচ্ছ কেন, তুমি তো ক্ষত্রিয় বালক। শত্রুদের সম্মুখীন হতে ভয় কীসের ? দেখ, আমি এই দুর্জয় সেনার মধ্যে ঢুকে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং তোমাদের গোধন ছাড়িয়ে আনব। তুমি আমার সারথির কাজ করো।' এই বলে অর্জুন যুদ্ধে ভীত রাজকুমার উত্তরকে বুঝিয়ে রথের ওপরে বসালেন।

—o—

## শমীবৃক্ষের কাছে গিয়ে অর্জুনের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে উত্তরকে নিজ পরিচয় প্রদান এবং কৌরবসেনাদের দিকে যাত্রা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ প্রধান প্রধান কৌরব মহারথীরা যখন নপুংসক বেশধারী ওই পুরুষকে রাজকুমার উত্তরের সঙ্গে শমীবৃক্ষের দিকে যেতে দেখলেন, তখন তাঁরা তাঁকে অর্জুন মনে করে ভীত হলেন। শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য পিতামহ ভীষ্মকে বললেন—'গঙ্গাপুত্র ! এই নারীবেশধারী ব্যক্তিকে ইন্দ্রপুত্র অর্জুন বলে মনে হচ্ছে। সে অবশ্যই আমাদের পরাজিত করে গোধন ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এই সৈন্যদলে ওর সম্মুখীন হবার মতো কোনো যোদ্ধা নেই। শুনেছি, হিমালয়ে তপস্যা করার সময় অর্জুন কিরাতবেশী মহাদেবকেও যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন।' তখন কর্ণ বললেন—'আচার্য ! আপনি সর্বদা অর্জুনের গুণগান করে আমাদের নিন্দা করেন, কিন্তু অর্জুন আমার এবং দুর্যোধনের ষোলো অংশের এক অংশও নয়।' দুর্যোধন বললেন—'আরে কর্ণ ! এ যদি অর্জুন হয়, তাহলে আমাদের কার্য সিদ্ধ হয়েছে ; কারণ ওকে চিনে ফেলায় এবার পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বৎসর বনে যেতে হবে। আর যদি অন্য কোনো ব্যক্তি নপুংসকের বেশে আসে তাহলে আমি তীক্ষ্ণ বাণে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলব।'

রাজন্ ! অর্জুন এদিকে শমীবৃক্ষের কাছে রথ নিয়ে

গেলেন এবং উত্তরকে বললেন—'রাজকুমার ! তুমি শীঘ্র

এই বৃক্ষ থেকে আমার ধনুক পেড়ে আন, তোমার ধনুক আমার বাহুবল সহ্য করতে পারবে না। এই বৃক্ষে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র রাখা আছে।' এই কথা শুনে রাজকুমার উত্তর রথ থেকে নেমে বৃক্ষের ওপর উঠলেন। অর্জুন রথ থেকেই নির্দেশ দিলেন, 'তাড়াতাড়ি নামিয়ে আন, দেরি কোরো না, ওর ওপরের কাপড় তাড়াতাড়ি খুলে ফেলো।' উত্তর পাণ্ডবদের অত্যুত্তম ধনুকগুলি নিয়ে নেমে এলেন এবং কাপড়গুলি খুলে অর্জুনের সামনে রাখলেন। গাণ্ডীব ছাড়া উত্তর আরও চারটি ধনুক দেখলেন, সেই তেজস্বী ধনুকগুলিতে সূর্যের আলো পড়ায় দিব্যকান্তি ছড়িয়ে পড়ল। উত্তর সেই বিশাল ধনুকগুলি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'এগুলি কার ?'

অর্জুন বললেন—'রাজকুমার ! এটি অর্জুনের সুপ্রসিদ্ধ গাণ্ডীব, যুদ্ধ ক্ষেত্রে এটি ক্ষণকালের মধ্যেই শত্রু সৈন্য নাশ করে। ত্রিলোকে এটি সুপ্রসিদ্ধ এবং সকল অস্ত্রের মধ্যে এটি সব থেকে শ্রেষ্ঠ। এটি দিয়েই এক লাখ অস্ত্রের মোকাবিলা করা যায়। অর্জুন এর সাহায্যেই যুদ্ধে দেবতা ও মানুষদের পরাস্ত করেছেন। প্রথমে এটি এক হাজার বছর ব্রহ্মার কাছে ছিল, তারপর পাঁচশত তিন বছর প্রজাপতির কাছে ছিল। তারপর পঁচাশি বছর ইন্দ্র একে ধারণ করেছিলেন। তারপর পাঁচশত বছর চন্দ্র এবং একশত বছর বরুণ একে নিজের কাছে রেখেছিলেন। এখন সাড়ে বত্রিশ বছর ধরে এই পরম দিব্য ধনুকটি অর্জুনের কাছে আছে, সে এটি বরুণের কাছ থেকে পেয়েছে। অপর যে স্বর্ণমণ্ডিত দেবতা ও মনুষ্য পূজিত ধনুক রয়েছে, সেটি ভীমসেনের। শত্রুদমন ভীম এর সাহায্যে সমস্ত পূর্ব দিক জিতে নিয়েছিলেন। তৃতীয় এই ইন্দ্রগোপ চিহ্নিত মনোহর ধনুকটি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। চতুর্থ ধনুক, যেটির স্বর্ণবর্ণ সূর্যের আলোয় চমকিত হচ্ছে, সেটি নকুলের আর অন্য যেটিতে চিত্রবিচিত্র করা আছে, সেই পঞ্চমটি মাদ্রীনন্দন সহদেবের ধনুক।'

উত্তর বললেন—'বৃহন্নলা ! যেসব পরাক্রমী মহাত্মাদের সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র এখানে রয়েছে সেই পৃথাপুত্র অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব এঁরা সব কোথায় আছেন ? তাঁরা সকলেই তো অত্যন্ত মহানুভব এবং শত্রুসংহারকারী। ওঁরা যখন জুয়ায় হেরে রাজ্যচ্যুত হলেন, তার পরে তাঁদের সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায়নি। নারীরত্ন-স্বরূপা পাঞ্চালকুমারী দ্রৌপদী বা কোথায় গেলেন ?'

অর্জুন বললেন—'আমিই পৃথাপুত্র অর্জুন, প্রধান সভাসদ কঙ্ক-যুধিষ্ঠির, তোমার পিতার ভোজন প্রস্তুতকারী বল্লব-ভীমসেন, অশ্বশিক্ষক গ্রন্থিক-নকুল, গোপালক-তন্ত্রিপাল সহদেব এবং যাঁর জন্য কীচক বধ হয়েছে, সেই হল সৈরন্ধ্রী-দ্রৌপদী।'

উত্তর বললেন—'আমি অর্জুনের দশটি নাম শুনেছি, তুমি যদি সেই নামের কারণ বলে দিতে পার তবে তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি।'

অর্জুন বললেন—'আমি সমস্ত দেশ জয় করে ধনের অধিপতি হয়েছিলাম, তাই আমার এক নাম 'ধনঞ্জয়'। আমি যখন যুদ্ধে যাই, তখন যুদ্ধোন্মত্ত শত্রুদের পরাজিত না করে ফিরি না, তাই আমার নাম 'বিজয়'। যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমার রথে সুন্দর সজ্জাবিশিষ্ট শ্বেত অশ্ব লাগানো হয়, তাই আমি 'শ্বেতবাহন'। আমি উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে হিমালয়ের ওপরে জন্ম নিয়েছিলাম, তাই আমাকে 'ফাল্গুনী' বলে থাকে। আগে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমার মাথায় সূর্যের ন্যায় তেজস্বী কিরীট পরিয়েছিলেন তাই আমি 'কিরীটি'। যুদ্ধের সময় আমি কোনো বীভৎস (ভয়ানক) কর্ম করি না, তাই দেবতা ও মানুষের মধ্যে 'বীভৎসু' নামে পরিচিত। গাণ্ডীব চালনায় আমার দুই হাত

সমানভাবে কুশল তাই আমি 'সব্যসাচী' নামে প্রসিদ্ধ। আসমুদ্র পৃথিবীতে আমার ন্যায় শুদ্ধবর্ণ দুর্লভ, তাছাড়া আমি শুদ্ধ কর্ম করি, তাই লোকে আমাকে 'অর্জুন' বলে। আমি দুর্লভ, দুর্জয়, দমনকারী এবং ইন্দ্রের পুত্র,তাই দেবতা ও মানুষের মধ্যে 'জিষ্ণু' নামে বিখ্যাত। পিতা আমার দশম নাম 'কৃষ্ণ' রেখেছিলেন, কারণ আমি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের এবং প্রিয় বালক হওয়ায় চিত্ত আকর্ষণকারী ছিলাম।'

সব শুনে বিরাটপুত্র অর্জুনকে প্রণাম করলেন এবং বললেন—'আমি ভূমিঞ্জয় নামক রাজকুমার, অপর নাম উত্তর। আজ আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আমি পৃথাপুত্র অর্জুনের দর্শন পেলাম। আপনাকে চিনতে না পারার জন্য যে সব অন্যায় কথা বলেছি, তার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি এই রথে উঠুন, আমি সারথি হয়ে যেখানে আপনি নিয়ে যেতে বলবেন, সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাব।'

অর্জুন বললেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি ; তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, যুদ্ধে আমি তোমার সব শত্রুকে পরাস্ত করব। তুমি শান্তভাবে থেকে যুদ্ধে শত্রুদের সঙ্গে আমি কী ভীষণ সংগ্রাম করি, তা দেখ। আমি যদি গাণ্ডীব ধনুক নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হই, তাহলে শত্রুর সৈন্যরা আমাকে কোনোভাবেই পরাস্ত করতে পারবে না। এখন তোমার অমূলক ভয় দূর হওয়া উচিত।'

উত্তর বলল—'আমি আর এখন এদের ভয় পাচ্ছি না ; কারণ আমি ভালোভাবেই জানি যে, আপনি যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সম্মুখীন হতে সক্ষম। এখন আপনার সহায়তা পেয়েছি তাই যুদ্ধে দেবতাদেরও সম্মুখীন হতে পারি। আমার ভয় দূর হয়েছে, এখন বলুন কী করব ? পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি পিতার কাছে সারথির কাজ শিখেছি। আমি আপনার রথের ঘোড়া ঠিকমতো চালাতে পারব।'

অর্জুন তখন শুদ্ধভাবে রথের ওপর পূর্বমুখে বসে একাগ্রচিত্তে সমস্ত অস্ত্রকে স্মরণ করলেন। তাঁরা প্রকটিত হয়ে হাতজোড় করে বললেন—'পাণ্ডুকুমার ! আমরা সব উপস্থিত হয়েছি।' অর্জুন বললেন—'তোমরা আমার মনে নিবাস করো।' এইভাবে অস্ত্রগুলি গ্রহণ করায় অর্জুনের চেহারা প্রসন্নভাব ধারণ করল, তিনি গাণ্ডীব ধারণ করে তাতে টংকার তুললেন। তখন উত্তর বললেন—'পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! আপনি একাকী বহু মহারথীর সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করবেন—তাই ভেবে আমি একটু ভয় পাচ্ছি।' তাই শুনে অর্জুন সশব্দে হেসে উঠলেন এবং বললেন—'বীর, ভয় পেয়ো না। বলো তো কৌরবদের ঘোষযাত্রার সময় যখন আমি মহাবলী গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম, তখন কে আমায় সাহায্য করেছিল ? দেবরাজের জন্য নিবাতকবচ এবং পৌলোম দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় কে আমার সঙ্গী ছিল ? দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় যখন আমাকে বহু রাজার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তখন কে আমাকে সাহায্য করেছিল ? আমি গুরুদেব দ্রোণাচার্য, ইন্দ্র, কুবের, যমরাজ, বরুণ, অগ্নিদেব, কৃপাচার্য, লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান শংকর—এঁদের সবার আশীর্বাদ লাভ করেছি। তাহলে এদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে পারব না। তুমি মন থেকে ভয় দূর করে শীঘ্র রথ নিয়ে চলো।'

উত্তরকে এইভাবে নিজ সারথি করে পাণ্ডবপ্রবর অর্জুন শমীবৃক্ষকে পরিক্রমা করে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অগ্নিদেব প্রদত্ত রথের ধ্যান করলেন। ধ্যান করতেই আকাশ থেকে ধ্বজা-পতাকা সুশোভিত এক দিব্যরথ নেমে এল। অর্জুন বানর ধ্বজ বিশিষ্ট সেই রথ প্রদক্ষিণ করে রথে উঠে ধনুর্বাণ নিয়ে উত্তর দিকে রওনা হলেন। অর্জুন তাঁর মহাশঙ্খ বাজালেন, সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শুনে শত্রুরা ভয়ে রোমাঞ্চিত হল। রাজকুমার উত্তরও অত্যন্ত ভয় পেয়ে রথের ভিতরে ঢুকে বসলেন। অর্জুন তখন রাশ ধরে ঘোড়া থামালেন এবং উত্তরকে আলিঙ্গন দ্বারা আশ্বস্ত করে

বললেন—'রাজপুত্র ! ভয় পেয়ো না ! তুমি তো ক্ষত্রিয় ; তাহলে শত্রুদের দেখে ভয় পাও কেন ?'

উত্তর বললেন—'আমি অনেক শঙ্খ এবং ভেরীর আওয়াজ শুনেছি এবং অনেকবার যুদ্ধস্থলে সৈন্য এবং হাতি ঘোড়ার চিৎকারও শুনেছি। কিন্তু শঙ্খের এমন আওয়াজ আগে কখনো শুনিনি। তাই এই শঙ্খের আওয়াজ, ধনুকের টংকার, ধ্বজায় অবস্থিত অমানবী প্রাণীর হুংকার এবং রথের ঘর্ঘর শব্দে আমার মন আতঙ্কে ভরে উঠেছে।'

অর্জুন উত্তরকে বললেন—'এবার তুমি ঠিকভাবে পা দিয়ে শক্ত করে ধরে বসে রথ সামলাও, আমি আবার শঙ্খ বাজাব।' তারপর অর্জুন এত জোরে শঙ্খ বাজালেন যেন সেই আওয়াজে পর্বত, গুহা এবং দিগ্বিদিক বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেই আওয়াজে ভয় পেয়ে উত্তর আবার রথের মধ্যে ঢুকে বসলেন। অর্জুন আবার উত্তরকে ধৈর্য ধরতে বললেন।

—o—

## অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার বিষয়ে কৌরব মহারথীদের মধ্যে বিবাদ

এই ভয়ংকর শব্দ শুনে দ্রোণাচার্য কৌরব সেনাদের বললেন—'মেঘগর্জনের ন্যায় এই যে ভীষণ রথের ঘর্ঘর আওয়াজ, যাতে পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে—এ আওয়াজ অর্জুন ছাড়া আর কারো নয় বলে আমার মনে হচ্ছে। দেখ, আমাদের অস্ত্রগুলি অনুজ্জ্বল হয়ে গেছে, ঘোড়াগুলি যেন ভয় পেয়েছে, অগ্নিহোত্রের অগ্নিও যেন প্রকাশহীন হয়ে পড়েছে। এতে মনে হচ্ছে যুদ্ধের পরিণাম আমাদের পক্ষে ভালো হবে না। যোদ্ধাদের মুখও নিস্তেজ এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সুতরাং আমাদের উচিত এখন গোধনকে হস্তিনাপুরের দিকে পাঠিয়ে ব্যূহরচনা করে দাঁড়ানো।'

রাজা দুর্যোধন তখন ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপাচার্যকে বললেন—'আমি এবং কর্ণ একথা আপনাদের কয়েকবার বলেছি এখন আবার বলছি, পাণ্ডবদের সঙ্গে কথা হয়েছিল যে, জুয়াতে হারলে ওরা দ্বাদশ বছর বনে থাকবে এবং একবছর কোনো নগরে বা বনে অজ্ঞাতবাস করবে। এখনো ওদের ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হয়নি, অতএব অর্জুন যদি আমাদের সামনে আসে তাহলে পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বৎসর বনে থাকতে হবে। পিতামহ ভীষ্ম একথা ঠিক করে বলতে পারবেন। তাছাড়া ওই রথে করে মৎস্যরাজ বিরাট আসুন অথবা অর্জুন, আমাদের সবার সঙ্গেই লড়তে হবে। আমরা তাই ঠিক করেই এসেছি। তাহলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা মহারথীরা এরূপ নিরুৎসাহ হয়ে রয়েছেন কেন ? মনে হচ্ছে সকলেই ভয় পেয়ে গেছেন। কিন্তু এই সময় আমাদের পক্ষে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই, তাই আপনারা সকলে উৎসাহিত হোন। যদি দেবরাজ ইন্দ্র এবং স্বয়ং যমরাজও যুদ্ধ করে গোধন ছিনিয়ে নেন তাহলে এখানে এমন কে আছে যে প্রাণ নিয়ে হস্তিনাপুর ফিরে যেতে চাইবে ?'

দুর্যোধনের কথা শুনে কর্ণ বললেন—'আপনারা আচার্য দ্রোণকে সেনার পিছনে রেখে যুদ্ধনীতি ঠিক করুন, কেননা অর্জুনকে আসতে দেখে উনি তার প্রশংসা করতে শুরু করেছেন। এতে আমাদের সেনার ওপর কী প্রভাব পড়বে ? অতএব আমাদের এমন পন্থা গ্রহণ করা উচিত, যাতে আমাদের সেনাদের মধ্যে কোনো মতভেদ না হয়। এরা অর্জুনের ঘোড়ার রব শুনলে হতচকিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। এখন আমরা ভিন্ন দেশে এক ভয়ানক জঙ্গলে রয়েছি। একে গরমের সময়, তার ওপর শত্রুরা পিছনে নিঃশ্বাস ফেলছে ; এমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত যাতে সেনারা উৎসাহিত হয়, ভয় না পায়। আচার্যরা তো দয়ালু, বুদ্ধিমান এবং হিংসার বিরুদ্ধ নীতিধারণকারী হয়ে থাকেন। সংকটকালে এঁদের পরামর্শ নিতে নেই। পণ্ডিতরা শোভা পান মনোরম মহলে, সভাগৃহে এবং সুন্দর বাগিচায় যেখানে তাঁরা নানাপ্রকার তত্ত্ব কথা শোনাতে পারেন। সুতরাং শত্রুর প্রশংসাকারী এই পণ্ডিতদের পিছনে রেখে এমন নীতির আশ্রয় নাও যাতে শত্রু নাশ হয়। গোধন মধ্যবর্তী স্থানে রাখ, তার চারপাশে ব্যূহরচনা করে রক্ষক নিযুক্ত করে রণক্ষেত্র সামনে রাখ, যাতে আমরা নিশ্চিন্তে যুদ্ধ করতে পারি। আমি আগে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সেই অনুযায়ী আজকের যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করে দুর্যোধনের অক্ষয় ঋণ শোধ করে দেব।'

কর্ণের কথা শুনে কৃপাচার্য বললেন—'কর্ণ ! যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত সর্বদাই অত্যন্ত কড়া। তুমি কাজের বিষয়ে চিন্তা করো না এবং তার পরিণামও ভেবে দেখো না। বিচার করলে দেখা যায় যে, আমরা অর্জুনের সঙ্গে সম্মুখীন

যুদ্ধে সক্ষম নই। সে একাই চিত্রসেন গন্ধর্বের সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সমস্ত কৌরবদের রক্ষা করেছে এবং একাই অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেছে। কিরাতবেশী ভগবান শংকর ওর সামনে এলে অর্জুন একাই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। নিবাতকবচ এবং কালকেয় দানবদের দেবতারাও অবদমন করতে পারেননি, কিন্তু অর্জুন একাই তাদের বধ করেছে। অর্জুন একাই বহু রাজাকে অধীন করেছে ; এখন কর্ণ আপনি বলুন, আপনি এমন কোনো কাজ করে দেখিয়েছেন কি ? ইন্দ্রেরও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই ; আপনি যে ওর সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে যে, আপনার মাথার ঠিক নেই। আপনার মাথার চিকিৎসা করা উচিত। ঠিক আছে, দ্রোণ, দুর্যোধন, ভীষ্ম, আপনি, অশ্বত্থামা এবং আমি—সবাই মিলে অর্জুনের সম্মুখীন হব ; একা তার সম্মুখীন হওয়ার সাহস করবেন না।'

তারপর অশ্বত্থামা বললেন—'এখনও পর্যন্ত আমরা গোধন নিয়ে যেতে পারিনি এমনকী মৎস্যরাজ্যের সীমানাও পেরোতে পারিনি, হস্তিনাপুরও এখন বহুদূর ; তাহলে কর্ণ তুমি এতো বড় বড় কথা বলছ কেন ? দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রূর এবং নির্লজ্জ ; তা না হলে পাশা খেলায় ছলনা করে রাজ্য জয় করে কোনো ক্ষত্রিয় সন্তুষ্ট হয় ? অতএব যেভাবে তোমরা জুয়া খেলে, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজধানী জিতে নিয়েছিলে এবং দ্রৌপদীকে জোর করে সভাস্থলে এনেছিলে, সেইভাবে এখন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আরে ! কাল, পবন, মৃত্যু এবং দাবানল যখন কুপিত হয়, তারাও কিছু অবশেষ রেখে যায়, কিন্তু অর্জুন কুপিত হলে কিছুই অবশেষ থাকবে না। তাই যেভাবে তোমরা শকুনির পরামর্শে জুয়া খেলেছিলে, এখন তাঁর পরামর্শেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আর যে যুদ্ধে যেতে চায় যাক, আমি যাব না। গোধন নিতে যদি মৎস্যরাজ বিরাট নিজে আসেন, তবে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই যুদ্ধ করব।'

তখন পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্যের বিচারই ঠিক। কর্ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে উতলা হয়ে রয়েছে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই আচার্য দ্রোণের দোষ ধরা উচিত নয়। অর্জুন যদি আমাদের সামনে আসে, তাহলে নিজেদের মধ্যে বিরোধের কোনো অবকাশই নেই। আচার্য কৃপ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে এই সময় ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সেনাসম্বন্ধীয় যত দুর্বলতার কথা বলেছেন, তাতে সব থেকে বড় সেনার মধ্যে মতভেদ।'

দুর্যোধন বললেন—'আচার্যগণ ! আমাদের ক্ষমা করুন এবং এখন শান্তি বজায় রাখুন। এখন গুরুদেবের চিত্তে যদি কোনো পার্থক্য না এসে থাকে, তাহলেই আমাদের পক্ষে এগোনো সম্ভব হবে।'

তখন কর্ণ, ভীষ্ম ও কৃপাচার্যের সঙ্গে দুর্যোধন আচার্য দ্রোণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দ্রোণাচার্য তখন শান্ত হয়ে বললেন—'শান্তনুনন্দন যা বলেছেন, তাতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। এবার যুদ্ধের নীতি নির্ধারণ করো। দুর্যোধনের সন্দেহ আছে পাণ্ডবদের ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে, কিন্তু তা পূর্ণ না হলে অর্জুন কখনো আমাদের সামনে আসত না। দুর্যোধন এ নিয়ে কয়েকবার সন্দেহ প্রকাশ করেছে। অতএব ভীষ্ম এই বিষয়টি কৃপা করে ঠিক মতো নির্ণয় করুন।'

তখন পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, দিন, পক্ষ, মাস, নক্ষত্র, গ্রহ, ঋতু এবং সংবৎসর—এই সব মিলে এক কালচক্র তৈরি হয়। এটি কলাকাষ্ঠাদির বিভাগে আবর্তিত হয়। এতে সূর্য ও চন্দ্র নক্ষত্রদের লঙ্ঘন করে যায় এবং কাল কিছু বৃদ্ধি পায়। এর জন্য প্রত্যেক পাঁচ বছরে দুমাস বৃদ্ধি পায়। তাই আমার বিচার হল যে,

পাণ্ডবদের এখন ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ করে আরও পাঁচ মাস এবং বারো দিন সময় বেশি হয়ে গেছে। পাণ্ডবরা যে সব প্রতিজ্ঞা করেছিল, তারা তা ঠিকভাবে পালন করেছে। অর্জুন এখন ঠিকভাবে নিশ্চিত হয়েই আমাদের সামনে এসেছে। ওরা সকলেই মহাত্মা এবং ধর্ম ও অর্থের মর্মজ্ঞ। যুধিষ্ঠির যাঁদের পথপ্রদর্শক, ধর্মের বিষয়ে তারা কী করে ভুল করবে ? পাণ্ডবরা নির্লোভ, তারা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম করেছে ; সুতরাং তারা কোনো নীতিবিরুদ্ধ উপায়ে রাজ্যগ্রহণ করতে চাইবে না। বনবাসের সময়ও তারা তাদের পরাক্রম বলে রাজ্য নিতে সক্ষম ছিল। কিন্তু ধর্মপাশে আবদ্ধ থাকায় তারা ক্ষত্রিয়ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। সুতরাং যে অর্জুনকে মিথ্যাচারী বলবে, তাকেই অপদস্থ হতে হবে। পাণ্ডবরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে, কিন্তু অসত্য কাজ কখনো করবে না। সেই সঙ্গে তাদের শৌর্যও আছে, সময় এলে তারা তাদের নিজের জিনিস, বজ্রধর ইন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত হলেও ছাড়বে না। অতএব রাজন্ ! এখন অর্জুন কাছে এসে পড়েছে, যুদ্ধোচিত বা ধর্মোচিত কোনো কাজ শীঘ্র করো।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতামহ ! আমি পাণ্ডবদের রাজ্য কখনোই দেব না ; সুতরাং এখন যুদ্ধের জন্য যা করা উচিত, তাই শীঘ্র করুন।'

ভীষ্ম বললেন—'এ বিষয়ে আমার কথা শোনো। তুমি এক চতুর্থাংশ সেনা নিয়ে হস্তিনাপুর চলে যাও। দ্বিতীয় চতুর্থাংশ গোধন নিয়ে যাক। বাকী অর্ধেক সৈন্য নিয়ে আমরা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। অর্জুন যুদ্ধ করতে আসছে, অতএব আমি, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য ওর সঙ্গে যুদ্ধ করব। তারপরে যদি রাজা বিরাট বা স্বয়ং ইন্দ্রও আসেন, তাহলে তটের দ্বারা যেমন সমুদ্রকে রোধ করা হয় তেমনই আমি তাকে রোধ করব।'

মহাত্মা ভীষ্মের কথা সকলেরই মনোমতো হল। কৌরবরাজ দুর্যোধন সেইমতোই কাজ করলেন। ভীষ্ম প্রথমেই দুর্যোধন ও গোধনকে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর প্রধান প্রধান সেনানীদের নিয়ে ব্যূহরচনা করলেন। তিনি বললেন—'দ্রোণ ! আপনি মধ্যভাগে থাকুন, অশ্বত্থামা বামভাগে, কৃপাচার্য সেনাদের দক্ষিণ ভাগে পার্শ্ব রক্ষা করুন। কর্ণ কবচধারণ করে সেনাদলের সম্মুখে থাকবে আর আমি সমস্ত সেনার পিছনে থেকে তাদের রক্ষা করব।'

---o---

## অর্জুনের দুর্যোধনের সম্মুখীন হওয়া, বিকর্ণ ও কর্ণকে পরাজিত করা এবং উত্তরকে কৌরব বীরদের পরিচয় দেওয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—কৌরব সেনাদের ব্যূহরচনা হতে না হতেই অর্জুনের রথ ঘর্ঘর শব্দে আকাশ কম্পিত করে সেখানে এসে পড়ল। দ্রোণাচার্য তাই দেখে বললেন—'বীরগণ ! ওই দেখ, দূর থেকেই অর্জুনের ধ্বজার অগ্রভাগ দেখা যাচ্ছে। ওই রথের তুমুল ঘর্ঘর শব্দ এবং রথের ধ্বজায় উপবিষ্ট হনুমান ভয়াবহ শব্দে চতুর্দিক কম্পিত করছে। সেই উত্তম রথে উপবিষ্ট মহারথী অর্জুন বজ্রের ন্যায় গাণ্ডীব ধনুকে টংকার ধ্বনি তুলছে। দেখ ! দুটি বাণ একসঙ্গে আমার পদতলে পড়ল এবং দুটি বাণ আমার কান স্পর্শ করে চলে গেল। অর্জুন অনেক অতিমানবিক কর্ম করে বনবাস থেকে ফিরেছে, তাই এইগুলি দিয়ে সে আমাকে প্রণাম জানাচ্ছে এবং কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করছে। আমাদের প্রিয় অর্জুনকে বহুদিন পরে দেখতে পেলাম।'

এদিকে অর্জুন বললেন—'সারথি ! তুমি রথটি কৌরবসেনাদের কাছাকাছি নিয়ে চলো, যাতে আমি দেখতে পাই কুরুকুলাধম দুর্যোধন কোথায় রয়েছে !'

অর্জুন সমস্ত সেনার মধ্যে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু দুর্যোধনকে কোথাও দেখতে পেলেন না। তিনি বললেন, 'মনে হয় দুর্যোধন দক্ষিণদিকের পথ ধরে প্রাণ বাঁচাবার জন্য গোধন নিয়ে পালিয়ে গেছে ! ঠিক আছে এখন এইসব সৈন্যদের ছেড়ে ওদিকে চলো যেদিকে দুর্যোধন গেছে।' অর্জুনের নির্দেশে উত্তর, যেদিকে দুর্যোধন গেছেন, সেইদিকে রথ চালালেন। দুর্যোধনের কাছে পৌঁছে অর্জুন নিজের নাম বলে তাঁর সৈন্যের ওপর বৃষ্টির মতো বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই বাণে সমগ্র আকাশ ঢেকে গেল। অর্জুনের শঙ্খধ্বনি, রথের চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ, গাণ্ডীবের টংকারধ্বনি এবং ধ্বজায় বিরাজমান দিব্য প্রাণীর

শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠল এবং গাভীর দল পুচ্ছ উঠিয়ে আওয়াজ করে দক্ষিণ দিকে পালাতে লাগল।

বৈশম্পায়ন বললেন—ধনুর্ধারী শ্রেষ্ঠ অর্জুন শত্রু-সৈন্যকে অবদমিত করে অতি সহজেই গোধন জয় করে নিলেন। তারপরে যুদ্ধ করার জন্য দুর্যোধনের দিকে এগোলেন। কৌরব বীররা দেখলেন গোরুর দল তীব্র গতিতে বিরাটনগরের দিকে চলে যাচ্ছে এবং অর্জুন দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগোচ্ছেন, তখন তাঁরা অতি শীঘ্র সেই দিকে এলেন। কৌরব সেনাদের দেখে অর্জুন বিরাট রাজপুত্র উত্তরকে বললেন—'রাজকুমার ! দুর্যোধনের সহায়তা পেয়ে আজকাল কর্ণ বড় অহংকারী হয়ে উঠেছে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সে উতলা হয়ে রয়েছে ; সুতরাং আগে কর্ণের দিকে রথ অগ্রসর করো।'

উত্তর অর্জুনের রথ যুদ্ধভূমির মধ্যস্থলে নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যেই চিত্রসেন, সংগ্রামজিৎ প্রমুখ মহারথী বীররা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। যুদ্ধ শুরু হলে অর্জুন এঁদের রথগুলি দাবানলের মতো ভস্ম করে দিলেন। এই ভয়ংকর সংগ্রাম দেখে কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বিকর্ণ রথে করে সেখানে উপস্থিত হলেন। এসেই তিনি বিপাঠ নামক বাণ বর্ষণ শুরু করলেন। অর্জুন তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন এবং
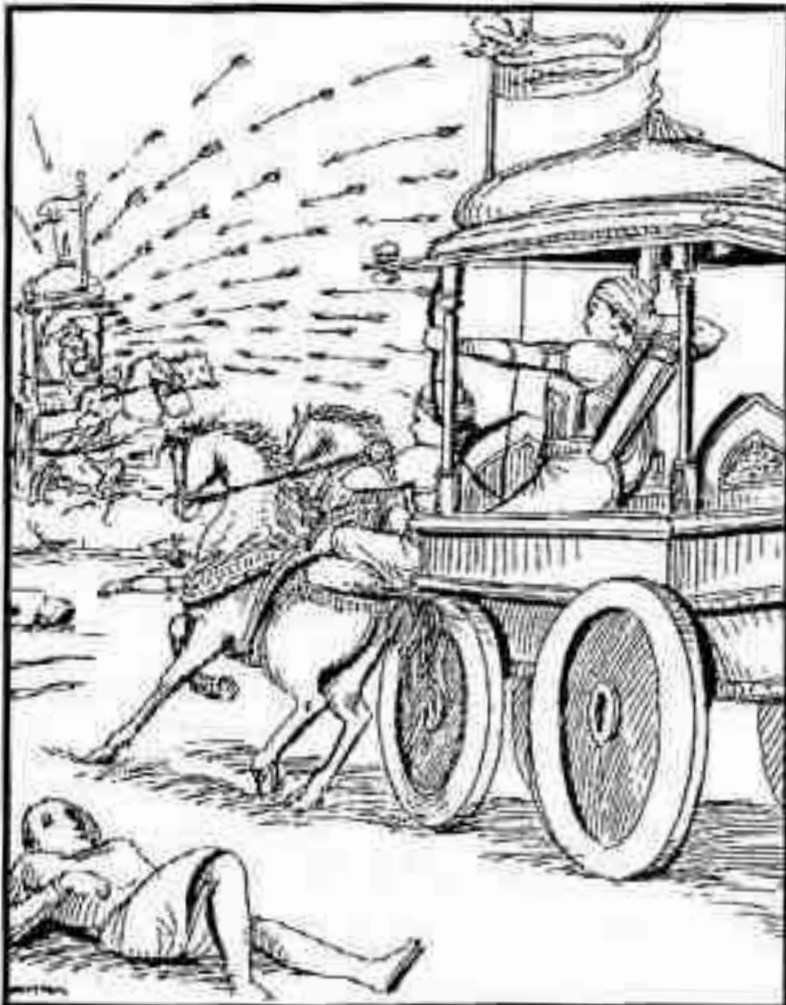
রথের ধ্বজা টুকরো টুকরো করে দিলেন। বিকর্ণ পালিয়ে গেলেন, কিন্তু 'শত্রুন্তপ' নামক রাজা সামনে এসে অর্জুনের হাতে মারা পড়লেন। তারপর প্রচণ্ড ঝড়ে যেমন বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, তেমনই অর্জুনের বাণে কৌরব সেনার বীররা উৎপাটিত হয়ে পড়তে লাগলেন। বহু বীরের প্রাণ গেল। ইন্দ্রসম পরাক্রমী বীরও এই যুদ্ধে অর্জুনের কাছে পরাস্ত হলেন। তিনি শত্রুসংহার করতে করতে রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন। এর মধ্যে কর্ণের ভাই সংগ্রামজিৎ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। অর্জুন তাঁর রথের লাল ঘোড়াগুলিকে মেরে একবাণেই তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। ভাই মারা গেলে কর্ণ নিজ পরাক্রম দেখাতে অর্জুনের দিকে ছুটে এলেন এবং বারোটি বাণের সাহায্যে অর্জুনকে আঘাত করলেন, তাঁর ঘোড়াকে বিদ্ধ করলেন এবং রাজকুমার উত্তরের হাতেও আঘাত করলেন। তাই দেখে অর্জুনও গরুড় যেমন সাপের দিকে ধেয়ে যায় তেমন করে কর্ণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুজন বীরই ধনুর্ধরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাবলী এবং শত্রুর আঘাত সহনকারী। এঁদের দুজনের যুদ্ধ দেখার জন্য সকল কৌরব বীর যে যেখানে ছিলেন দাঁড়িয়ে গেলেন।

অপরাধী কর্ণকে সামনে পেয়ে অর্জুন ক্রোধান্বিত হয়ে এত বাণ ছুঁড়লেন যে, কর্ণ রথ, সারথি ও অশ্বসহ লুকোতে বাধ্য হল। তারপরে অর্জুন অন্যান্য কৌরব যোদ্ধাদেরও রথ ও হাতিসহ ধ্বংস করলেন। ভীষ্ম এবং অন্যান্য সকলেই অর্জুনের বাণে ঢাকা পড়ে গেলেন। সেনাদের মধ্যে হাহাকার রব উঠল। ইতিমধ্যে কর্ণ অর্জুনের সমস্ত বাণ প্রতিহত করলেন এবং ক্রোধভরে তাঁর চারটি ঘোড়া এবং সারথিকে বিদ্ধ করলেন। তিনি রথের ধ্বজা কেটে অর্জুনকেও আঘাত করলেন। কর্ণের বাণে আহত হয়ে অর্জুন সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন এবং পুনরায় কর্ণকে বাণদ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর বজ্রের ন্যায় তেজস্বী বাণে কর্ণের হাত, জানু, মস্তক, ললাট, কণ্ঠ ইত্যাদি অঙ্গ বিদ্ধ করলেন। কর্ণের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, তিনি খুবই আহত হলেন। তখন হাতি যেমন একটি হাতির কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তেমনই কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন।

কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে দুর্যোধন ও অন্যান্য বীর নিজ নিজ সেনার সঙ্গে ধীরে ধীরে অর্জুনের দিকে এগোতে লাগলেন। অর্জুন তখন মৃদুহাস্যে দিব্য অস্ত্রদ্বারা কৌরব সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করলেন। সেই সময়

কৌরব সেনাদলে এমন কেউ ছিল না যার দেহে অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাত-চিহ্ন ছিল না। প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় অর্জুন শত্রুদের ভস্ম করে দিচ্ছিলেন ; সেই সময় তাঁর তেজস্বীরূপের দিকে কেউ তাকাতেও সাহস করছিল না। অর্জুনের রথকে একবারই নিকটে আসতে দেখা যেত, দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ মিলত না। কারণ তার আগেই অর্জুন তাকে পরলোক পাঠিয়ে দিতেন। সমস্ত কৌরব সৈন্যের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল—এক অর্জুনই পারেন শত্রুপক্ষকে এইভাবে ছত্রভঙ্গ করতে, আর কারো সঙ্গেই তাঁর কোনো তুলনা হয় না। তিনি দ্রোণাচার্য, দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ভীষ্ম, দুর্যোধন সকলকেই তাঁর বাণের দ্বারা আহত করেছিলেন। কর্ণি নামক বাণের দ্বারা কর্ণের কান ছেদন করে তার অশ্ব ও সারথিকে নিহত করেন। তাই দেখে সকল কৌরব সৈন্য চতুর্দিকে পলায়ন করল।

বিরাটকুমার উত্তর তখন অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বিজয় ! এখন আপনি কোন দিকে যাবেন ? আদেশ করুন, আমি সেই দিকেই রথ নিয়ে যাব।' অর্জুন বললেন—'উত্তর ! যে রথের ঘোড়া লাল বর্ণের, যার ওপরে নীল পতাকা উড্ডীয়মান, সে রথে কল্যাণকারী বেশে যে ব্যাঘ্রচর্মধারী মহাপুরুষকে দেখা যাচ্ছে, তিনিই কৃপাচার্য এবং পাশে তাঁরই সেনা। তুমি আমাকে ওই সেনার নিকটে নিয়ে চলো। আর দেখ যাঁর ধ্বজায় স্বর্ণময় কমণ্ডলু চিহ্ন, তিনি হলেন সমস্ত শস্ত্রধারীদের শ্রেষ্ঠ আচার্য দ্রোণ। তুমি রথ নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করো। তিনি যদি আমাকে আঘাত করেন, তাহলেই আমি তাঁর ওপর অস্ত্রাঘাত করব, তাতে তিনি কুপিত হবেন না। তাঁর থেকে একটু দূরে, যাঁর ধ্বজায় 'ধনুক' চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, তিনি হলেন আচার্য দ্রোণের পুত্র মহারথী অশ্বত্থামা। আর অন্য যে রথটিতে সেনার মধ্যে সুবর্ণ কবচ ধারণ করে আছে, যার ধ্বজায় সুবর্ণময় হাতি চিহ্ন, সেটি হল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র রাজা দুর্যোধনের। যার ধ্বজার অগ্রভাগে হাতির সুন্দর শুঁড় দেখা যাচ্ছে, সে হল কর্ণ, তা তো তুমি আগেই জেনে গেছ। যাঁর সুন্দর রথের ওপর সুবর্ণময় পাঁচমণ্ডলসম্পন্ন নীল রঙের পতাকা উড্ডীয়মান, যাঁর ধনুক বিশাল এবং যিনি মহাপরাক্রমশালী, যাঁর সুন্দর রথে সূর্য ও নক্ষত্র চিহ্ন যুক্ত অনেক ধ্বজা, মস্তকে সোনার টুপি এবং তার ওপর শ্বেতছত্র শোভা পাচ্ছে, যা আমার মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে—ইনি আমাদের সকলের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। এঁর কাছে সব থেকে পরে যেতে হবে ; কারণ ইনি আমার কাজে বিঘ্ন ঘটাবেন না।'

অর্জুনের কথা শুনে উত্তর সতর্ক হয়ে যেখানে কৃপাচার্যের রথ দাঁড়িয়ে ছিল, সেই দিকে অর্জুনের রথ নিয়ে গেলেন।

—o—

## আচার্য কৃপ এবং দ্রোণের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—বিরাটকুমার রথ নিয়ে কৃপাচার্যকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং তারপর তাঁর সামনে রথটি স্থাপন করলেন। অর্জুন তখন তাঁর নাম বলে পরিচয় জানালেন এবং জোরে দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন। সেই আওয়াজে মনে হল পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মহারথী কৃপাচার্যও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শঙ্খ বাজালে তার আওয়াজ ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত হল। তারপর তিনি ধনুক হাতে অর্জুনের ওপর দশ হাজার বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং ভীষণ গর্জন করতে লাগলেন। অর্জুন তখন তাঁর ভল্ল নামক তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে কৃপাচার্যের ধনুক এবং কবচ টুকরো টুকরো করে দিলেন। কিন্তু তাঁর শরীরে কোনো আঘাত করলেন না। কৃপাচার্য আর একটি ধনুক নিলে তিনি সেটিও কেটে ফেললেন। এইভাবে অর্জুন কৃপাচার্যের কয়েকটি ধনুক কেটে ফেললে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে প্রজ্বলিত বজ্রের ন্যায় এক শক্তি অর্জুনের ওপর নিক্ষেপ করলেন। উল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত শক্তি তাঁর দিকে আসতে দেখে অর্জুন দশবাণ দিয়ে সেটি প্রতিহত করলেন। তারপর তিনি বাণের আঘাতে রথের চারটি ঘোড়াকে নিহত করলেন এবং রথের রশি কেটে দিলেন। অপর একবাণে সারথির মাথা কেটে ফেললেন। ধনুক, রথ, ঘোড়া এবং সারথি সব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃপাচার্য হাতে গদা নিয়ে নেমে এসে অর্জুনের ওপরে সেটি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন বাণের দ্বারা গদাকে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিলেন। এবারে কৃপাচার্যের সঙ্গী সৈন্যরা চারদিক থেকে কুন্তীনন্দনকে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করতে

লাগল। তাই দেখে বিরাটকুমার রথকে বামদিকে ঘুরিয়ে 'যমক' নামক মণ্ডল তৈরি করে শত্রুর গতি রুদ্ধ করলেন। তখন কৃপাচার্যের সৈন্যরা তাঁকে নিয়ে অর্জুনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

কৃপাচার্যকে রণভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে লাল ঘোড়াবিশিষ্ট রথে করে দ্রোণাচার্য অর্জুনকে ধনুর্বাণ হাতে আক্রমণ করলেন। দুজনেই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, ধৈর্যশালী এবং মহাবলবান। দুজনেই পরাজয় কাকে বলে জানেন না। দুই গুরু শিষ্যের সম্মুখ যুদ্ধ দেখে ভরত বংশীয় বিশাল সেনা ভীত কম্পিত হয়ে পড়েছিল। মহারথী অর্জুন তাঁর রথ দ্রোণাচার্যের রথের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করে বললেন—'যুদ্ধে সদা বিজয়ী হে গুরুদেব ! আমরা আজকাল বনে বিচরণ করে থাকি, এবার শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই ; আপনি আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না। আমি ঠিক করেছি, যতক্ষণ আপনি আমাদের ওপর অস্ত্রনিক্ষেপ না করছেন, আমিও অস্ত্র নিক্ষেপ করব না ; সুতরাং আপনি আগে অস্ত্র ধরুন।'

আচার্য দ্রোণ তখন অর্জুনকে লক্ষ্য করে একুশটি বাণ নিক্ষেপ করলেন ; সেই বাণগুলি লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই অর্জুন তা কেটে ফেললেন। তারপর দ্রোণ তাঁর অস্ত্রকৌশলে হাজার হাজার বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, অর্জুনের শ্বেতবর্ণের ঘোড়াগুলিও আহত হল। এইভাবে উভয়েই সমানভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুজনেই তেজস্বী ও পরাক্রমশালী বীর। দুজনেরই বেগ ছিল বায়ুর মতো তীব্র এবং দুজনেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে জানতেন। সুতরাং তাঁদের দুজনের যুদ্ধ দেখে উপস্থিত রাজারা মোহিত হলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—'অর্জুন ব্যতীত আর কে আছেন যে যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হতে পারেন ? ক্ষত্রিয়ের ধর্মও কী কঠিন, যার জন্য অর্জুনকেও নিজ গুরুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে !' দ্রোণাচার্য ঐন্দ্র, বায়ব্য এবং আগ্নেয় ইত্যাদি যে সব অস্ত্র অর্জুনের ওপর নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন সে সবই তাঁর দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে নষ্ট করে দিলেন। আকাশচারী দেবতারা আচার্য দ্রোণের প্রশংসা করে বললেন, 'সমস্ত দৈত্য ও দেবতাদের জয় করেছেন যে প্রবল প্রতাপশালী অর্জুন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে দ্রোণাচার্য অত্যন্ত দুষ্কর কাজ করেছেন।'

অর্জুন যুদ্ধ কলা অতি উত্তমভাবে শিক্ষা করেছিলেন, তাঁর নিশানা কখনো ভুল হত না, বাণ চালনায় তিনি খুবই ক্ষিপ্রগতি ছিলেন এবং তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণ বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করত। এইসব দেখে আচার্য দ্রোণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। গাণ্ডীব ধনুক উঠিয়ে অর্জুন যখন দুই হাতে গুণ টানলেন তখন বাণের বর্ষায় আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল এবং যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা আশ্চর্য হয়ে ধন্য ধন্য করল। এইভাবে আচার্য দ্রোণের রথ যখন বাণের বর্ষায় ঢেকে গেল, তখন তাঁর সৈন্যরা হাহাকার করে উঠল। দ্রোণাচার্যের রথের ধ্বজা কেটে গিয়েছিল, তাঁর শরীরও বাণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ; দ্রোণ একটু সুযোগ পেয়েই তাঁর দ্রুতগামী ঘোড়ায় করে রণভূমির গণ্ডি অতিক্রম করলেন।

—০—

## অর্জুনের সঙ্গে অশ্বত্থামা ও কর্ণের যুদ্ধ এবং তাদের পরাজয়

বৈশম্পায়ন বললেন—এরপর অশ্বত্থামা অর্জুনের ওপর আক্রমণ করলেন। মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, তেমনই অশ্বত্থামার ধনুক থেকে বাণবর্ষণ হতে লাগল। তার বেগ বায়ুর মতো প্রচণ্ড হলেও অর্জুন তাকে প্রতিহত করে নিজ বাণের সাহায্যে অশ্বত্থামার ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করে দিলেন। মহাবলী অশ্বত্থামাও অর্জুনের এতটুকু অসতর্কতার অবকাশে একটি বাণের সাহায্যে তাঁর ধনুকের ছিলা কেটে দিলেন। অশ্বত্থামার এই কাজ দেখে দেবতাদের সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণ ও কৃপাচার্য তাঁর প্রশংসা করলেন। তারপর অশ্বত্থামা তাঁর শ্রেষ্ঠ ধনুক দিয়ে অর্জুনের দেহ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। তারপর দুজনে রোমাঞ্চকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। দুজনেই মহা শূরবীর, দুজনেই দুজনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অর্জুনের কাছে ছিল দিব্য তূণীর, যাতে কখনো বাণের অভাব হত না ; তাই তিনি যুদ্ধে পর্বতের ন্যায় অচল থাকতেন। এদিকে অশ্বত্থামা এত বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন যে, তাঁর বাণ ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর থেকে অর্জুন যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন। তাই দেখে কর্ণ তাঁর ধনুকে টংকার তুললেন, সেই শব্দে অর্জুন তাকিয়ে কর্ণকে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে অর্জুন ক্রোধান্বিত হয়ে কর্ণকে বধ করার ইচ্ছায় তাঁর দিকে রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি অশ্বত্থামাকে ছেড়ে সহসা কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'কর্ণ ! তুমি যে সভার মধ্যে অহংকার করে বলতে যে, যুদ্ধে তোমার সমকক্ষ কেউ নেই, সেই কথা প্রমাণ করার আজ সময় এসেছে। আমার সঙ্গে যুদ্ধ না করেই যে তুমি এতদিন বড় বড় কথা বলে এসেছ, আজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি তা প্রমাণ করো। মনে আছে, সভার মধ্যে দ্রৌপদীকে দুষ্ট লোকেরা যখন কষ্ট দিচ্ছিল, তখন তুমি মজা দেখছিলে ? আজ সেই অন্যায়ের ফলভোগ করো। তখন আমি ধর্মবন্ধনে বাঁধা থাকায় সব কিছু সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলাম, আজ সেই ক্রোধের ফল এই যুদ্ধে আমার বিজয়ের রূপে তুমি দেখ।'

কর্ণ বললেন—'অর্জুন ! তুমি যা বলছ, তা করে দেখাও। অনেক বড় বড় কথা বলছ : কিন্তু তুমি যে কাজ করেছ, তা কারো কাছে গোপন নেই। আগে তুমি যা সহ্য করেছ, তোমার অক্ষমতাই তার কারণ। আজ যদি তোমার পরাক্রম দেখি, তবে তা স্বীকার করব। আমার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করার ইচ্ছা নতুন বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আজ তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমার পরাক্রমও দেখ।'

অর্জুন বললেন—'রাধাপুত্র ! কিছুক্ষণ আগেই তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে ; তাই তোমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, শুধু তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মারা গেছে। তুমি ছাড়া এমন কে আছে যে ভাইকে মরতে দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে তারপরে আবার এসে এমন বড় বড় কথা বলে ?'

এই বলে অর্জুন কর্ণের কবচ ছিন্নভিন্ন করার জন্য বাণ ছুঁড়লেন। কর্ণও বাণ ছুঁড়ে তা প্রতিরোধ করতে লাগলেন। অর্জুন বারংবার বাণ দিয়ে কর্ণের ঘোড়াগুলি বিদ্ধ করলেন, তাঁর হাতের ঢাল কেটে ফেললেন, রথের রশি কেটে ফেললেন। তখন কর্ণ তূণীর থেকে তীর উঠিয়ে অর্জুনের হাতে বিদ্ধ করলেন। অর্জুন কর্ণের ধনুক কেটে ফেললেন। ধনুক কেটে যেতে কর্ণ শক্তিপ্রয়োগ করলেন, কিন্তু সেটি আঘাত করার আগেই অর্জুন তাকে কেটে ফেললেন। তাই দেখে কর্ণের অনুগামী যোদ্ধারা একযোগে অর্জুনকে
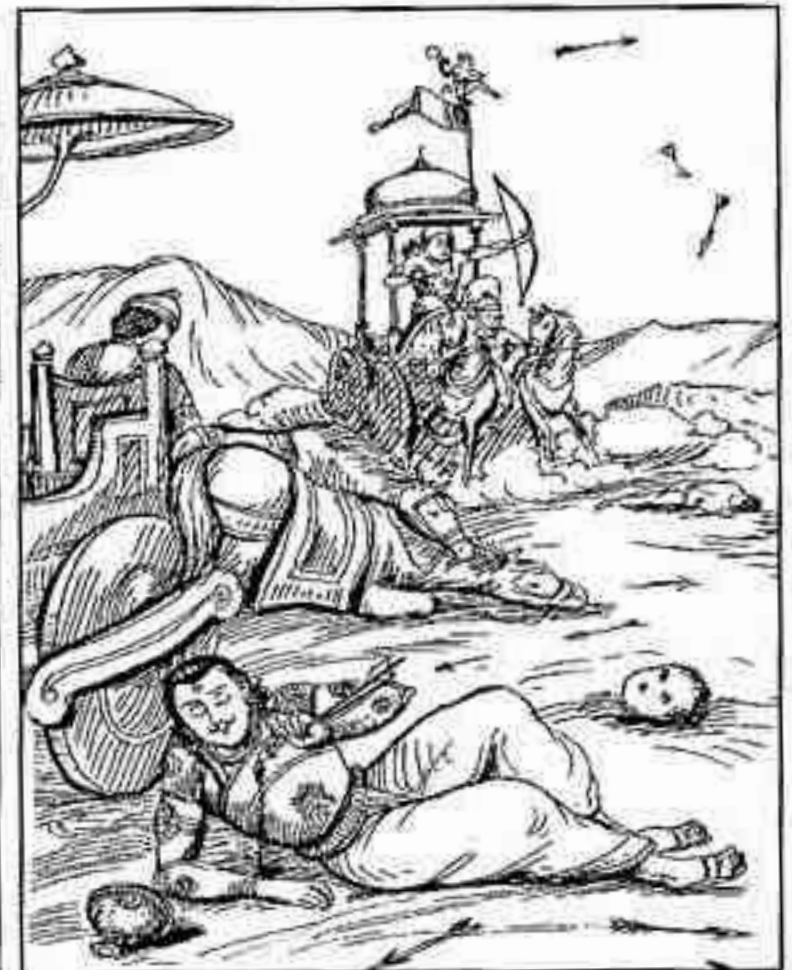
আক্রমণ করল। অর্জুনের গাণ্ডীব থেকে নিক্ষিপ্ত বাণে তারা সকলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ল। অর্জুন তারপর কর্ণের রথের ঘোড়াগুলি বধ করলেন। এরপর অর্জুন এক তেজস্বী বাণ কর্ণের দিকে নিক্ষেপ করলেন, সেই বাণ কর্ণের কবচ ভেদ করে তাঁর বুকে আঘাত করল। কর্ণ অচেতন হয়ে পড়লেন, পরে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে উত্তর দিকে পালিয়ে গেলেন। মহারথী অর্জুন এবং উত্তর উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগলেন।

——o——

## অর্জুন ও ভীষ্মের যুদ্ধ এবং ভীষ্মের মূর্ছা যাওয়া

বৈশম্পায়ন বললেন—কর্ণকে পরাজিত করার পর অর্জুন উত্তরকে বললেন—'যেখানে রথের ধ্বজায় স্বর্ণময় তারকা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, আমাকে সেই সেনাদের কাছে নিয়ে চলো। সেখানে আমার পিতামহ, যাঁকে দেবতার ন্যায় দেখতে, রথে বিরাজমান রয়েছেন এবং তিনি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান।' উত্তরের দেহও বাণের আঘাতে আহত হয়েছিল। তাই অর্জুনকে তিনি বললেন—'বীরবর! আমি আর আপনার ঘোড়াগুলি বশে রাখতে পারছি না। আমার প্রাণ সংশয় হয়েছে, আমি একটু ভয় পেয়েছি। আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে আমি এত বড় বড় যোদ্ধার সমাবেশ দেখিনি। আপনার সঙ্গে এঁদের যুদ্ধ দেখে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। এইসব অস্ত্রশস্ত্রের ঢক্কা-নিনাদ শুনে শুনে আমি বধির হয়ে যাচ্ছি, স্মরণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন আমার আর চাবুক ও রথের রশি ধরার শক্তি নেই।'

অর্জুন বললেন—'নরশ্রেষ্ঠ! ভয় পেয়ো না, ধৈর্য ধরো; তুমিও যুদ্ধে বড় অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়েছ। তুমি রাজার পুত্র, শত্রু দমনকারী মৎস্যনরেশের বিখ্যাত বংশে তোমার জন্ম। তাই এই সময়ে তোমার নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। রাজপুত্র! ঠিকভাবে ধৈর্য ধরে বস এবং ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করো। চলো, এবার ভীষ্মের সেনার সামনে যাই আর দেখ আমি কীভাবে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করি। আজ দেখবে সমস্ত সৈন্য কেমন চক্রের ন্যায় ঘোরে। আমি এখন তোমায় বাণ চালানো এবং অন্যান্য অস্ত্র সঞ্চালনও শেখাবো। আমি মুষ্টি দৃঢ় করা ইন্দ্রের কাছ থেকে, হাতির ন্যায় তেজ ব্রহ্মার কাছ থেকে এবং সংকটের সময় বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করার কৌশল প্রজাপতির কাছে শিখেছি। এইভাবে রুদ্রের কাছে রুদ্রাস্ত্র, বরুণের কাছে বারুণাস্ত্র, অগ্নির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং বায়ুদেবতার কাছে বায়ব্যাস্ত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং তুমি ভয় পেয়ো না, আমি একাই কৌরবরূপী বন উজাড় করে দেব।'

অর্জুন যখন এইভাবে উত্তরকে শান্ত করলেন, তখন উত্তর তাঁর রথ ভীষ্মদ্বারা সুরক্ষিত সেনার কাছে নিয়ে গেলেন। কৌরবদের পরাস্ত করার ইচ্ছায় অর্জুনকে তাঁর দিকে আসতে দেখে ভীষণ পরাক্রমশালী ভীষ্ম ধৈর্য সহকারে তাঁর গতিরোধ করলেন। অর্জুন বাণের আঘাতে ভীষ্মের রথের ধ্বজা কেটে ফেলে দিলেন। এই সময় মহাবলী দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ এবং বিবিংশতি এসে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন। দুঃশাসন এক বাণে উত্তরকে বিদ্ধ করলেন এবং অপর বাণে অর্জুনের বুক বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে দুঃশাসনের সুবর্ণমণ্ডিত ধনুক কেটে দিলেন এবং তাঁকে পাঁচটি বাণ মারলেন। সেই বাণের আঘাতে দুঃশাসন অত্যন্ত পীড়িত হলেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। এরপর বিকর্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন তাঁর কপালে একটি বাণ মারতেই তিনি আহত হয়ে রথ থেকে পড়ে গেলেন। তারপর দুঃসহ ও বিবিংশতি ভাইদের

প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একযোগে এসে অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অর্জুন একটুও বিচলিত হলেন না, তিনি দুটি তীক্ষ্ণ বাণে দুজনকে একসঙ্গে বিদ্ধ করলেন এবং ঘোড়াগুলিও বধ করলেন। তাঁদের সহচররা যখন দেখল যে, তাঁদের ঘোড়া মারা গেছে এবং দুঃসহ ও বিবিংশতি রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে আছেন, তখন তারা তাদের অন্য রথে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে গেল। অর্জুন রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

জনমেজয় ! ধনঞ্জয়ের এরূপ পরাক্রম দেখে দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা এবং মহারথী কৃপাচার্য ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বধ করার জন্য ধনুকে টংকার দিতে দিতে পুনরায় অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। তাঁরা একযোগে অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁদের দিব্যাস্ত্র সব দিক আচ্ছন্ন করায় অর্জুনের দেহের এমন কোনো অংশ বাকী ছিল না, যেখানে বাণ বিদ্ধ হয়নি। সেই অবস্থাতে তিনি মৃদুহাস্যে গাণ্ডীবে ঐন্দ্র-অস্ত্র সন্ধান করে বাণের বর্ষায় কৌরবদের আচ্ছন্ন করে দিলেন। রণভূমিতে উপস্থিত হাতি ও রথের সওয়ার সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সমস্ত সেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, সমস্ত যোদ্ধা জীবন রক্ষার জন্য প্রাণভয়ে পালাতে লাগল।

তাই দেখে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বর্ণখচিত ধনুক এবং মর্মভেদী বাণ নিয়ে এসে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। তিনি অর্জুনের ধ্বজায় আটটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। তাঁর ধ্বজায় স্থিত বানর এবং তার অগ্রেস্থিত ভূতাদিও আহত হল। অর্জুন তখন এক বিশাল ভল্লের সাহায্যে ছত্র কেটে ফেললেন, সেটি মাটিতে পড়ে গেল। সেইসঙ্গে তিনি তাঁর ধ্বজায় বাণ দ্বারা আঘাত হানলেন এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর ঘোড়াগুলি, পার্শ্বরক্ষক এবং সারথিকেও আহত করলেন। পিতামহ ভীষ্ম আর সহ্য করতে না পেরে অর্জুনের ওপর দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন। উত্তরে অর্জুনও দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। দুই মহাবলী বীরের মধ্যে এইসময় বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় ভয়ংকর রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হতে লাগল। কৌরবরা প্রশংসা করে বলতে লাগল—'ভীষ্ম অর্জুনের সঙ্গে যে যুদ্ধ শুরু করেছেন, তা অত্যন্ত দুষ্কর কাজ। অর্জুন বলবান, তরুণ, রণকৌশলী এবং ক্ষিপ্রতাসম্পন্ন ; যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম এবং দ্রোণ ছাড়া আর কে তাঁর বেগ সহ্য করতে পারবেন ? অর্জুন এবং ভীষ্ম দুই মহাপুরুষই এই যুদ্ধে প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, রৌদ্র, বারুণ, কৌবের, যাম্য এবং বায়ব্য ইত্যাদি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করছেন।'

অর্জুন এবং ভীষ্ম সকল অস্ত্রেই কুশল ছিলেন। প্রথমে এঁরা দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে যুদ্ধ করলেন। তারপর বাণ দিয়ে সংগ্রাম শুরু করলেন। অর্জুন ভীষ্মের স্বর্ণময় ধনুক কেটে ফেললেন। মহারথী ভীষ্ম তখনই অন্য একটি ধনুক নিয়ে তাতে ছিলা পরালেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর বাণে অর্জুনের বামভাগ বিদ্ধ করলেন। অর্জুন তখন হেসে তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে

ভীষ্মের ধনুক টুকরো করে দিলেন। তারপর দশটি বাণে তাঁর বুকে আঘাত করলেন। ভীষ্ম এতে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে রথের দণ্ড ধরে বহুক্ষণ বসে রইলেন। ভীষ্মকে অচেতন দেখে সারথি তার কর্তব্য মনে করে তাঁকে রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধভূমির বাইরে নিয়ে গেলেন।

—o—

## দুর্যোধনের পরাজয়, কৌরব সেনার মোহগ্রস্ত হয়ে কুরুদেশে প্রত্যাবর্তন

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীষ্ম যখন সংগ্রামভূমি ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন, তখন দুর্যোধন তাঁর রথের পতাকা উড়িয়ে হাতে ধনুক নিয়ে গর্জন করতে করতে ধনঞ্জয়ের ওপর আক্রমণ করলেন। তিনি অর্জুনের ললাট লক্ষ্য করে বাণ ছুড়লেন ; অর্জুনের ললাট ঘেঁষে সেই বাণ বেরিয়ে গেল আর গরম রক্তের ধারা তাঁর ললাট থেকে গড়িয়ে পড়ল। অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিষাগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে দুর্যোধনকে আঘাত করতে শুরু করলেন। দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল। অর্জুনের একটি বাণে দুর্যোধনের বুকে আঘাত লাগায় দুর্যোধন আহত হয়ে পড়লেন। অর্জুন তারপর সমস্ত প্রধান সেনানীদের মেরে রণক্ষেত্র থেকে ফেরত পাঠালেন। যোদ্ধাদের পালাতে দেখে দুর্যোধনও তাঁর

রথ ঘুরিয়ে পালাতে লাগলেন। অর্জুন দেখলেন দুর্যোধন আহত হয়ে রক্তবমন করতে করতে অত্যন্ত বেগে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন ; তখন তিনি দুর্যোধনকে আহ্বান করে বললেন—'ধৃতরাষ্ট্রনন্দন ! যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাচ্ছ কেন ? এতে তোমার বিশাল কীর্তিনাশ হবে। তোমার বিজয়ের বাদ্য আগে যেমন বাজত, আর তা বাজবে না। তুমি যে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছ, আজ তাঁরই আদেশ পালনকারী ভ্রাতা যুদ্ধের জন্য উপস্থিত, তোমার মুখটা একবার দেখাও। বীর দুর্যোধন, রাজার কর্তব্য স্মরণ করো। এখন তোমার সামনে পিছনে কেউ আর রক্ষাকারী নেই, অতএব পালাও, পালিয়ে পাণ্ডবদের হাত থেকে তোমার প্রিয় প্রাণকে রক্ষা করো।'

মহাত্মা অর্জুন এইভাবে যুদ্ধে আহ্বান করায় আহত মত্ত হাতীর ন্যায় দুর্যোধন ফিরে এলেন। ক্ষত-বিক্ষত শরীর কোনোমতে সামলে নিয়ে তাঁকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরতে দেখে উত্তর দিক থেকে কর্ণ দুর্যোধনের রক্ষার জন্য এলেন। পশ্চিম দিক থেকে ভীষ্মও তাঁর ধনুক উঁচিয়ে এগিয়ে এলেন। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বিবিংশতি ও দুঃশাসনও অস্ত্রাদি নিয়ে সত্বর চলে এলেন। দিব্য অস্ত্র ধারণ করে এই সব যোদ্ধারা অর্জুনকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন আর বৃষ্টির ন্যায় বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর অস্ত্র দিয়ে এঁদের অস্ত্র নিবারণ করলেন এবং কৌরবদের লক্ষ্য করে সম্মোহন নামক অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, যা নিবারণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তারপর অর্জুন দুই হাতে শঙ্খ তুলে ভয়ংকর শব্দে উচ্চৈঃস্বরে সেটি বাজালেন। শঙ্খের সেই গম্ভীর ধ্বনিতে দিক-বিদিক, আকাশ-বাতাস, পৃথিবী কেঁপে উঠল। অর্জুনের শঙ্খের আওয়াজে কৌরব বীররা অচেতন হয়ে পড়লেন, তাঁদের হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র পড়ে গেল—তাঁরা শান্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন।

তাঁদের অচেতন হতে দেখে অর্জুনের উত্তরার কথা স্মরণ হল, তিনি তখন উত্তরকে বললেন—'রাজকুমার ! এঁদের চেতনা ফিরে আসার আগেই, তুমি এই সেনাদের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের শ্বেতবস্ত্র, কর্ণের হলুদ বস্ত্র, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধনের নীল বস্ত্র নিয়ে এসো। আমার মনে হয় পিতামহ ভীষ্ম সচেতন আছেন, কারণ তিনি সম্মোহনাস্ত্র নিবারণ করতে জানেন। তাই তাঁর ঘোড়াগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাবে, কেননা যিনি অচেতন হননি, তাঁর থেকে সাবধানে থাকা উচিত।'

অর্জুনের কথায় রাজকুমার উত্তর ঘোড়ার রশি ছেড়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে মহারথীদের বস্ত্র নিয়ে ফিরে আবার রথে এসে বসলেন। তারপর রথ চালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে এলেন। অর্জুনকে চলে যেতে দেখে ভীষ্ম তাঁর দিকে বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। অর্জুনও তাঁর ঘোড়াদের দশবাণে বিদ্ধ করলেন। পরে তাঁর সারথিরও প্রাণনাশ করলেন। তারপর অর্জুন যুদ্ধভূমি থেকে বাইরে চলে এলেন। তখন তাঁকে মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় দেখাচ্ছিল।

পরে সমস্ত কৌরব ক্রমশ চেতনা ফিরে পেল। দুর্যোধন যখন দেখলেন অর্জুন যুদ্ধভূমির বাইরে একা দাঁড়িয়ে তখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! ও আপনার হাত থেকে রক্ষা পেল কী করে ? এখনই ওকে শেষ করুন, যেন পালাতে না পারে।' ভীষ্ম হেসে বললেন—'কুরুরাজ ! যখন তুমি অস্ত্র ছেড়ে অচেতন হয়ে এখানে পড়েছিলে, তখন তোমার বুদ্ধি কোথায় ছিল ? পরাক্রম কোথায় গিয়েছিল ? অর্জুন কখনো নির্দয় ব্যবহার করতে পারে না, তার মন কখনো পাপাচারে প্রবৃত্ত হয় না ; ত্রিলোকের রাজ্যের জন্যও সে কখনো নিজ ধর্ম ত্যাগ করবে না। সেইজন্যই অর্জুন এই যুদ্ধে আমাদের বধ করেনি। এখন চলো, শীঘ্র কুরুদেশে ফিরে যাই। অর্জুনও গোধন জিতে নিয়ে ফিরে যাবে। মোহবশত নিজ স্বার্থ নষ্ট কোরো না ; সকলেরই নিজের হিতের জন্য কাজ করা উচিত।'

পিতামহের হিতকর কথা শুনে দুর্যোধন দেখলেন এই যুদ্ধে আর কোনো আশা নেই। তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। ভীষ্মের কথা অন্য যোদ্ধাদেরও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল। যুদ্ধ করলে অর্জুনরূপী অগ্নি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, তাই সকলে দুর্যোধনকে রক্ষা করার জন্য ফিরে যাওয়াই ঠিক করলেন।

কৌরব বীরদের ফিরে যেতে দেখে অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি তাঁর পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণকে মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং অন্যান্য কুরুবংশীয় পূজ্য ব্যক্তিদের বাণের দ্বারা বিচিত্র রীতিতে প্রণাম জানালেন। তারপর এক বাণে দুর্যোধনের রত্নখচিত মুকুটটি দু-টুকরো করে দিলেন। এরপর তিনি গাণ্ডীবে টংকার দিয়ে, দেবদত্ত শঙ্খ বাজিয়ে শত্রুর হৃদয় কম্পিত করে দিলেন। সেইসময় তাঁর রথের সুবর্ণমালামণ্ডিত ধ্বজা সমস্ত শত্রুকে পদানত করে বিজয়োল্লাসে সুশোভিত হচ্ছিল। কৌরবরা ফিরে গেলে অর্জুন প্রসন্ন হয়ে বললেন—'রাজকুমার ! এবার ঘোড়াদের ফেরাও। তোমাদের গোধন আমরা জয় করেছি, শত্রু চলে গেছে ; অতএব আনন্দ সহকারে নগরে ফিরে চলো।'

অর্জুনের সঙ্গে কৌরবদের এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখে দেবতারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর পরাক্রম স্মরণ করতে করতে নিজ নিজ লোকে ফিরে গেলেন।

—o—

## উত্তরের নগরে প্রবেশ এবং সম্বর্ধিত হওয়া, রাজা বিরাট কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের অপমান এবং পরে ক্ষমা প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বললেন—এইরূপ উত্তমদৃষ্টিসম্পন্ন অর্জুন কৌরবদের যুদ্ধে পরাস্ত করে বিরাটরাজার বিশাল গোধন ফিরিয়ে আনলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা যখন যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে চলে গেলেন, তখন কৌরবদের বহু সৈনিক যারা এদিক-ওদিকে লুকিয়ে ছিল, তারা ভয়ে ভয়ে অর্জুনের কাছে এল। তারা ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত। বিদেশ বিভুঁই হওয়ায় তাদের কষ্ট আরও বেড়ে গিয়েছিল। তারা অর্জুনকে প্রণাম করে বলল, 'কুন্তীনন্দন ! আমরা আপনার আদেশ পালন করব।'

অর্জুন বললেন—'তোমাদের কল্যাণ হোক ! ভয় পেয়ো না, নিজ রাজ্যে ফিরে যাও। যারা বিপদগ্রস্ত আমি তাদের মারি না। তোমরা বিশ্বাস রাখ।'

অভয়বাণী শুনে তারা সকলে আয়ু, কীর্তি ও যশপ্রদান-রূপ আশীর্বাদে অর্জুনকে প্রসন্ন করলেন। তারপর অর্জুন উত্তরকে আলিঙ্গন করে বললেন—'পুত্র ! তুমি তো জেনে গেছ যে, তোমার পিতার কাছে পাণ্ডবরা বসবাস করছে ; কিন্তু নগরে প্রবেশ করে তুমি পাণ্ডবদের প্রশংসা করবে না, তাহলে তোমার পিতা ভয়ে প্রাণত্যাগ করবেন।' উত্তর বললেন—'সব্যসাচী ! যতদিন পর্যন্ত আপনি এটি প্রকাশ করতে নিজে আমাকে না বলবেন, ততদিন আমি পিতাকে এই বিষয়ে কিছুই বলব না।'

তারপর অর্জুন আবার সেই শ্মশানের কাছে এসে সেই শমীবৃক্ষের কাছে দাঁড়ালেন। তখন রথের ধ্বজার ওপর স্থিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বিশালকায় বানর শক্তিরূপে আকাশে চলে গেল। এইভাবে সমস্ত মায়া বিলীন হয়ে গেল। তারপর রথের ওপর সিংহ চিহ্নিত রাজা বিরাটের ধ্বজা লাগালেন এবং অর্জুনের সমস্ত অস্ত্র গাণ্ডীবসহ পুনরায় শমীবৃক্ষের ডালে বেঁধে রাখলেন। এবার অর্জুন সারথি হয়ে রথের রশি ধরে বসলেন এবং উত্তর আনন্দ সহকারে নগরের দিকে চললেন। অর্জুন আবার মাথায় বেণী বেঁধে বৃহন্নলা সেজে চললেন। পথে তিনি উত্তরকে বললেন—'রাজকুমার ! এখন গোয়ালাদের নির্দেশ দাও তারা যেন শীঘ্র নগরে গিয়ে এই আনন্দ সংবাদ জানায় এবং তোমার বিজয়ের কথা ঘোষণা করে।'

অর্জুনের কথা মেনে উত্তর তখনই দূতদের আদেশ

দিলেন—'তোমরা নগরে পৌঁছে খবর দাও যে, শত্রু পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে, আমরা বিজয়ী হয়েছি এবং গোধন জিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।'

জনমেজয় ! সেনাপতি রাজা বিরাটও দক্ষিণ দিক থেকে গোধন জিতে চার পাণ্ডবকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করলেন। তিনি যুদ্ধে ত্রিগর্তের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি যখন গোধন নিয়ে পাণ্ডবগণ-সহ পদার্পণ করলেন, তখন তাঁর বিজয়শ্রী অপরূপ শোভা ধারণ করেছিল। রাজসভায় এসে তিনি সিংহাসন সুশোভিত করলেন, তাঁকে দেখে তাঁর আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সকলে পাণ্ডবদের সঙ্গে রাজার সেবা করতে লাগল। রাজা বিরাট জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজকুমার উত্তর কোথায় ?' তার উত্তরে রানিমহলের নারী ও কন্যারা জানাল 'মহারাজ ! আপনি যুদ্ধে যাওয়ার পর কৌরবরা এখানে এসে গো-ধন হরণ করে নিয়ে যেতে থাকে। তখন কুমার উত্তর ক্রোধান্বিত হয়ে অত্যন্ত সাহস দেখিয়ে একাই তাদের পরাস্ত করতে গেছে। সঙ্গে বৃহন্নলা তার সারথিরূপে

গেছেন। কৌরব সেনাতে ভীষ্ম, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা—এই ছয় মহারথী এসেছেন।'

বিরাট যখন শুনলেন যে, তাঁর পুত্র একাই বৃহন্নলাকে সারথি করে মাত্র একটি রথ নিয়ে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে বললেন—'আমার যে সব যোদ্ধা ত্রিগর্তের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়নি তারা যেন শীঘ্র বহু সৈন্য নিয়ে উত্তরের রক্ষার জন্য চলে যায়।' সৈন্যদের যাওয়ার আদেশ দিয়ে তিনি পুনরায় মন্ত্রীদের বললেন—'আগে শীঘ্র খবর নাও রাজকুমার জীবিত আছে কি না। যার সারথি এক নপুংসক, তার এতক্ষণ জীবিত থাকার সম্ভাবনা নেই।'

রাজা বিরাটকে দুঃখিত ও চিন্তিত দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হেসে বললেন—'রাজন্ ! বৃহন্নলা যদি সারথিরূপে গিয়ে থাকে, তাহলে বিশ্বাস করুন আপনার পুত্র সমস্ত রাজাদের, কৌরব এবং দেবতা, অসুর, সিদ্ধ এবং যক্ষদেরও যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে।' এর মধ্যে উত্তরের প্রেরিত দূত বিরাট নগরে এসে পৌঁছাল এবং উত্তর রাজকুমারের বিজয় সংবাদ জানাল। সেই খবর শুনে মন্ত্রী রাজার কাছে এসে বললেন—'মহারাজ ! উত্তর সমস্ত গোধন জিতে এবং কৌরবদের পরাজিত করে তাঁর সারথিসহ কুশলে ফিরে আসছেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, গোধন ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং কৌরবরাও পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই ; বৃহন্নলা যার সারথি, তার বিজয় নিশ্চিত।'

পুত্রের বিজয়ী হওয়ার সংবাদে রাজার আনন্দের কোনো সীমা ছিল না। তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হল। দূতদের পুরস্কার দিয়ে তিনি মন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন, 'সড়কের দুধারে বিজয় পতাকা উত্তোলন করা হোক। ফুল এবং নানা উপচারে দেবতার পূজা করা হোক। সমস্ত রাজপুত্র, যোদ্ধা এবং বাদ্যবাজিয়েদের আমার পুত্রকে স্বাগত জানাতে যেতে বলা হোক এবং একজন ব্যক্তি হাতির ওপর বসে ঘণ্টা বাজিয়ে নগরবাসীকে এই আনন্দ সংবাদ শোনাতে থাকুক।'

রাজার নির্দেশ শুনে সকল নগরবাসী, নর-নারী, সূত-মাগধী মাঙ্গলিক উপচার নিয়ে গীত-বাদ্য সহযোগে বিরাটকুমার উত্তরকে স্বাগত জানাতে গেলেন। তাঁরা সকলে চলে গেলে রাজা বিরাট প্রসন্ন হয়ে বললেন—'সৈরন্ধ্রী, যাও পাশা নিয়ে এসো। কঙ্ক ! এবার পাশা খেলা আরম্ভ করা যাক।' একথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন—'আমি শুনেছি হর্ষান্বিত চতুর খেলোয়াড়ের সঙ্গে পাশা খেলা উচিত নয়। আপনি এখন আনন্দ মগ্ন হয়ে রয়েছেন ; তাই আপনার সঙ্গে খেলতে সাহস হচ্ছে না। আপনি কেন পাশা খেলেন ? এতে নানা দোষ আছে। আপনি যুধিষ্ঠিরের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন ; তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য এবং ভাইদেরও কপট পাশাতে হারিয়েছেন। তাই আমি এই খেলা পছন্দ করি না। তবুও যদি আপনার বিশেষ ইচ্ছা হয়, তবে খেলব।'

খেলা আরম্ভ হল। খেলতে খেলতে বিরাট রাজা

বললেন—'দেখ, আজ আমার পুত্র প্রসিদ্ধ কৌরবদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে।' যুধিষ্ঠির বললেন—'বৃহন্নলা যার সারথি, সে কেন যুদ্ধে জিতবে না ?' তার কথা শুনে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'অধম ব্রাহ্মণ ! তুই একটা নপুংসকের সঙ্গে আমার পুত্রের তুলনা করছিস ? মিত্র হওয়ায় আমি তোর এই অপরাধ ক্ষমা করছি ; কিন্তু যদি বেঁচে থাকতে চাস, তাহলে এই ধরনের কথা আর বলবি না।' রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজন্ ! যেখানে দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কর্ণ, কৃপাচার্য এবং দুর্যোধনাদি মহারথীরা যুদ্ধ করতে এসেছেন, সেখানে

বৃহন্নলা ব্যতীত আর কে তাঁদের সম্মুখীন হতে পারে! তার মতো বাহুবল আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের হয়নি, পরেও আর হবে না। যে দেবতা, মানুষ এবং অসুরের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করেছে, সেই বীরের সাহায্য পেয়ে উত্তর কেন জয়লাভ করবে না!' বিরাট বললেন—'বহুবার বলা সত্ত্বেও তোর কথা বন্ধ হল না! সত্যই শাস্তিপ্রদানকারী না থাকলে মানুষ ধর্ম-আচরণ করতে পারে না।' এই বলে রাজা ক্রোধে অধীর হয়ে পাশা তুলে কঙ্কের মুখে মারলেন। তারপর ধমক দিয়ে বললেন—'আর কখনো এমন করবি না।'

পাশা খুব জোরে লেগেছিল, যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ার আগেই যুধিষ্ঠির তা হাত দিয়ে ধরে নিলেন এবং পাশে দাঁড়ানো দ্রৌপদীর দিকে তাকালেন। দ্রৌপদী স্বামীর ইচ্ছা বুঝতে

পেরে একটি জলপূর্ণ সোনার বাটি নিয়ে এলেন এবং তাতে সব রক্ত ধরে নিলেন।

রাজকুমার উত্তর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করলেন। বিরাটনগরের নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এবং পার্শ্ববর্তী সকল দেশের লোক তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিল—সকলেই তাঁর জয়ধ্বনি করল। উত্তর রাজভবনের দ্বারে পৌঁছে পিতাকে সংবাদ পাঠালেন। দ্বারপাল দরবারে গিয়ে বিরাট রাজাকে বলল—'মহারাজ! বৃহন্নলার সঙ্গে রাজকুমার উত্তর সিংহদ্বারে অপেক্ষমান।' শুভ সংবাদ শুনে রাজা অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি দ্বারপালকে বললেন—'উভয়কেই সভায় নিয়ে এস। আমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে খুবই উৎসুক।' যুধিষ্ঠির বললেন 'প্রথমে শুধু উত্তরকে এখানে আনো, বৃহন্নলাকে নয়; কারণ সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, যে আমার দেহে যুদ্ধ বিনা অন্য কারণে রক্তপাত ঘটাবে, সে তার প্রাণবধ করবে। আমার মুখে রক্ত দেখে ও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠবে এবং তখন বিরাটকে তাঁর সৈন্য, মন্ত্রীসহ সকলকে বধ করবে।'

তারপর উত্তরই প্রথম সভাভবনে প্রবেশ করলেন। এসেই প্রথমে পিতাকে পরে কঙ্ককে প্রণাম করলেন। তিনি দেখলেন কঙ্কের নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কঙ্ক একান্তে মাটির ওপর বসে আছেন আর সৈরন্ধ্রী তাঁর সেবা করছেন। রাজকুমার অত্যন্ত উতলা হয়ে তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্! এঁকে কে মেরেছে, কে এই পাপ কাজ করেছে?' বিরাট বললেন—'আমিই একে মেরেছি, এ অতি কুটিল; এঁকে যে সম্মান করা হয়, এ তার যোগ্য নয়। যখন আমি তোমার প্রশংসা করি তখনই এ ওই নপুংসকের প্রশংসা করে।' উত্তর বললেন—'মহারাজ! আপনি খুব অন্যায় করেছেন; এঁকে শীঘ্র প্রসন্ন করুন; নাহলে ব্রাহ্মণের কোপে আপনি সমূলে নাশ হবেন।'

পুত্রের কথা শুনে রাজা বিরাট কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। রাজাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজন্! আমি চিরকালের জন্য ক্ষমাব্রত ধারণ করেছি, আমার ক্রোধ হয়ই না। আমার নাকের রক্ত যদি মাটিতে পড়ত, তাহলে আপনি যে রাজ্যসহ সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হতেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই; তাই আমি মাটিতে রক্ত পড়তে দিইনি।'

যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত বন্ধ হলে বৃহন্নলা সভাগৃহে এসে বিরাট এবং কঙ্ককে প্রণাম করলেন। রাজা বিরাট অর্জুনের সামনেই উত্তরের প্রশংসা করতে লাগলেন—'কৈকেয়ীনন্দন, তোমার জন্য আমি আজ প্রকৃত পুত্রবান হয়েছি। পুত্র! যে কর্ণ একসঙ্গে এক হাজার নিশানা বিদ্ধ করতে কখনো ব্যর্থ হন না, তাঁর সঙ্গে; ইহ জগতে যে ভীষ্মের সম্মুখীন হওয়ার কেউ নেই, তাঁর সঙ্গে; কৌরবদের আচার্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং যোদ্ধাদের হৃদয়

কম্পিতকারী কৃপাচার্যের সঙ্গে তুমি কী করে যুদ্ধ করলে ? দুর্যোধনের সঙ্গে কীভাবে সংগ্রাম করলে ? আমাকে বিস্তারিত সব জানাও।'

উত্তর বললেন—'মহারাজ ! এ আমার বিজয় নয়। এই সব কাজ একজন দেবকুমার করেছেন। আমি ভয়ে পালিয়ে আসছিলাম, কিন্তু সেই দেবপুত্র আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেই রথে বসে গোধন জিতে আনেন এবং কৌরবদের পরাজিত করেন। তিনিই কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কর্ণ এবং দুর্যোধন—এই ছয় মহারথীকে মহাযুদ্ধে পরাজিত করে রণভূমি থেকে অপসারণ করেন। তিনি সেই সেনাদের হারিয়ে হাসতে হাসতে তাদের বস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে আসেন।'

বিরাট বললেন—'সেই বীর মহাবাহু দেবপুত্র কোথায় ? আমি তাঁর দর্শন পেতে চাই।' উত্তর বললেন—'তিনি সেখানেই অন্তর্ধান করেছেন। কাল-পরশুর মধ্যে এসে দর্শন দেবেন।'

উত্তরের এই সংকেত অর্জুনের সম্বন্ধেই ছিল। তিনি নপুংসক বেশে থাকায় বিরাট তাঁকে চিনতে পারেননি। তাঁর নির্দেশে বৃহন্নলা সেইসব রঙীন বস্ত্র, যা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আনা হয়েছিল, সব রাজকুমারী উত্তরাকে দিয়ে দিলেন। সেই বহুমূল্য রঙীন বস্ত্রাদি পেয়ে উত্তরা অত্যন্ত খুশি হলেন।

এরপর অর্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরের পরিচয় প্রদানের ব্যাপারে উত্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে তদনুরূপ করতে মনস্থ করলেন।

—o—

## পাণ্ডবদের পরিচয় প্রদান এবং অর্জুনের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ প্রস্তাব

বৈশম্পায়ন বললেন—উত্তরের ফিরে আসার তৃতীয় দিনে মহারথী পঞ্চপাণ্ডব স্নানান্তে শ্বেতবস্ত্র এবং রাজোচিত অলংকার ধারণ করে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে সভাভবনে প্রবেশ করলেন। সভায় পৌঁছে তাঁরা রাজার আসনে উপবেশন করলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজকার্য দেখার জন্য স্বয়ং রাজা বিরাট সভাগৃহে পদার্পণ করলেন। অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পাণ্ডবদের রাজাসনে উপবিষ্ট দেখে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তারপর নিজে কিছুক্ষণ চিন্তা করে কঙ্ককে বললেন—'তুমি পাশা খেলতে এসেছ, সভায় পাশা খেলার জন্য আমি তোমাকে নিযুক্ত করেছি। আজ এইভাবে সাজসজ্জা করে সিংহাসনে বসেছ কেন ?'

রাজা পরিহাসের ভঙ্গীতে কথাগুলি বলছিলেন। তাই শুনে অর্জুন সহাস্যে বললেন—'রাজন্ ! আপনার সিংহাসনের তো কথাই নেই, ইনি ইন্দ্রের সিংহাসনেরও অর্ধেক অধিকারী। ইনি ব্রাহ্মণদের রক্ষক, শাস্ত্রাদিতে বিজ্ঞ, ত্যাগী, যজ্ঞকারী এবং দৃঢ়তা সহকারে নিজ ব্রত পালন করেন। ইনি মূর্তিমান ধর্ম, পরাক্রমী পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই জগতে সব থেকে বুদ্ধিমান এবং তপস্যার আশ্রয়। যেসব অস্ত্র সমস্ত দেবতা, অসুর, মানুষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর এবং নাগরা জানে না, সেই সবের সম্পর্কে ইনি অভিজ্ঞ। ইনি দীর্ঘদর্শী, মহাতেজস্বী এবং তাঁর দেশবাসী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, বীর, সত্যবাদী, বুদ্ধিমান ও জিতেন্দ্রিয়। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যে ইনি ইন্দ্র ও কুবেরের সমকক্ষ। ইনি হলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, কৌরবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। উদীয়মান সূর্যের স্নিগ্ধ প্রভার ন্যায় এঁর কীর্তি সমগ্র বিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ। কুরুদেশে দশ হাজার বলবান হাতি এবং উত্তম ঘোড়াযুক্ত সুবর্ণমণ্ডিত রথ এঁকে অনুসরণ করত। দেবতারা যেমন কুবেরের উপাসনা করেন, তেমনই সমস্ত রাজা এবং

কৌরবরা এঁর উপাসনা করত। এঁর কাছে প্রত্যহ অষ্টআশী হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইনি বৃদ্ধ, অনাথ, পঙ্গু মানুষদের রক্ষা করতেন, প্রজাদের পুত্রসম দেখতেন। রাজন্! এরূপ উত্তম গুণসম্পন্ন হয়েও ইনি কি আপনার আসনে বসার অধিকারী নন ?'

বিরাট বললেন—'ইনি যদি কুরুবংশী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির হন তাহলে এঁর ভ্রাতা অর্জুন ও মহাবলী ভীম কে ? নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীরা কোথায় ? ওঁরা পাশা খেলায় হেরে যাওয়ার পর ওঁদের কোথাওই কোনো খবর পাওয়া যায়নি।'

অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! বল্লব নামক এই যে আপনার পাচক, এই হল ভয়ংকর পরাক্রমশালী ভীম। কীচক হত্যাকারী গন্ধর্বও এই বল্লব। যে আপনার ঘোড়ার দেখাশোনা করে, সে নকুল। আর সহদেব আপনার গোধন রক্ষা করে। এই দুই মহারথী মাদ্রীপুত্র। এই যে সুন্দরী, সৈরন্ধ্রীরূপে এখানে আছেন, ইনিই দ্রৌপদী ; এঁর জন্যই কীচক বধ হয়েছে। আমি হলাম অর্জুন, আমার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন !'

অর্জুনের কথা শেষ হলে কুমার উত্তরও তাঁদের পরিচয় দিলেন এবং অর্জুনের পরাক্রম বলতে আরম্ভ করলেন। 'পিতা ! ইনিই যুদ্ধে গোধন জিতে নিয়ে এসেছেন, ইনিই কৌরবদের পরাজিত করেছেন। এঁর শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনিতে আমি বধির হয়ে গিয়েছিলাম।'

সব শুনে রাজা বিরাট বললেন—'উত্তর ! এখন আমরা পাণ্ডবদের প্রসন্ন করার শুভ সময় পেয়েছি। তুমি রাজি থাকলে আমি অর্জুনের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ সম্পন্ন করি।' উত্তর বললেন—'পাণ্ডবরা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, পূজনীয় এবং সম্মানীয়। আপনি অবশ্যই এঁদের যথাযোগ্য আপ্যায়ন করুন।' বিরাট বললেন—'আমিও যুদ্ধে শত্রুর ফাঁদে পড়েছিলাম, তখন ভীমসেনই আমাকে উদ্ধার করে গোধন উদ্ধার করে আনেন। আমি না জেনে রাজা যুধিষ্ঠিরকে যা কিছু অনুচিত কথা বলেছি, তার জন্য ধর্মাত্মা পাণ্ডুপুত্র আমাকে ক্ষমা করুন।' ক্ষমা প্রার্থনা করে রাজা বিরাট সন্তোষ লাভ করলেন এবং পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের রাজ্য ও অর্থকোষ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করলেন। তারপর পাণ্ডবদের দর্শন পাওয়ায় নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালেন। সকলকে আলিঙ্গন করলেন এবং প্রসন্ন চিত্তে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, আপনারা কুশলে বন থেকে ফিরে এসেছেন। অজ্ঞাত-বাসের কাল যে আপনাদের সম্পূর্ণ হয়েছে, তাও অতি আনন্দের কথা। আমার সর্বস্ব আপনার, নিঃসংকোচে এসব স্বীকার করুন। অর্জুন আমার কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করুন, তিনি সর্বতোভাবে তার স্বামী হওয়ার যোগ্য।'

বিরাটের কথা শুনে যুধিষ্ঠির অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন তখন মৎস্যরাজকে বললেন—'রাজন্ ! একবৎসর কাল আমি উত্তরাকে সন্তান স্নেহে শিক্ষাদান করেছি। আমি আপনার কন্যাকে আমার পুত্রবধূরূপে স্বীকার করছি। মৎস্য এবং ভরতবংশের এই সম্পর্ক সর্বতোভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত।'

---

## অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ

বৈশম্পায়ন বললেন—অর্জুনের কথা শুনে রাজা বিরাট বললেন—'পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! আমি আমার কন্যাকে আপনার হাতে সমর্পণ করছি, আপনি কেন তাকে পত্নীরূপে স্বীকার করছেন না ?' অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! আমি বহুদিন আপনার রানিমহলে বাস করেছি, আপনার কন্যাকে আমি কন্যারূপেই দেখে এসেছি। সেও আমাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করেছে, বিশ্বাস করেছে। আমি নৃত্য করতাম, সংগীতেরও সমঝদার ; তাই সে আমাকে খুবই ভালোবাসে কিন্তু গুরু বলে মান্য করে। উত্তরা যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে, তাই আপনাদের কারো মনে যাতে অনুচিত সন্দেহ না হয়, তাই উত্তরাকে আমি আমার পুত্রবধূরূপে বরণ করছি। এমতো করলে আমি শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূতরূপে খ্যাতি লাভ করব এবং আপনার কন্যার চরিত্রও শুদ্ধ বলে সবাই মেনে নেবে। আমি নিন্দা এবং মিথ্যা কলঙ্ককে ভয় পাই, সেইজন্য উত্তরাকে পুত্রবধূরূপেই বরণ করতে চাই। আমার পুত্র দেবকুমারের মতো, সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়, তিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। ওর নাম অভিমন্যু, সে সর্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং আপনার কন্যার পতি হওয়ার সর্বতোভাবে যোগ্য।'

রাজা বিরাট বললেন—'যুধিষ্ঠির ! আপনি কৌরবশ্রেষ্ঠ

কুন্তীপুত্র। ধর্মাধর্মের এরূপ বিচার আপনারই যোগ্য। আপনি সর্বদা ধর্মে তৎপর ও জ্ঞানী। তাহলে এরপর যা কিছু কর্তব্য, তা আপনি পূর্ণ করুন। অর্জুন যখন আমার বৈবাহিক হচ্ছেন, তখন আমার আর কোন্ কামনা অপূর্ণ থাকে ?'

বিরাটের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির দুজনের কথা অনুমোদন করলেন। রাজা বিরাট এবং যুধিষ্ঠির নিজ নিজ মিত্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত প্রেরণ করলেন। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই পাণ্ডবরা বিরাটের উপপ্লব্য নামক স্থানে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। অভিমন্যু, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য দশার্হ বংশীয়োদের আসার জন্য আমন্ত্রণ করা হল। কাশীরাজ এবং শৈব্য এক এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রসন্নতাপূর্বক পদার্পণ করলেন। রাজা দ্রুপদও এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে সেখানে এলেন। রাজা বিরাট তাঁদের যথোচিত আদর ও সম্মান জানিয়ে উত্তম স্থানে রাখলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, কৃতবর্মা, সাত্যকি, অক্রূর এবং শাম্ব প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণ অভিমন্যু, সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। যেসব সারথি এক বৎসর যাবৎ দ্বারকায় বাস করছিলেন, সেই ইন্দ্রসেন প্রমুখ সারথিও রথসহ সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দশ হাজার হাতি, দশ হাজার ঘোড়া, এক কোটি রথ এবং দশ কোটি পদাতিক সৈন্য ছিল। বৃষ্ণি, অন্ধক এবং ভোজবংশেরও অনেক বলবান রাজকুমার এলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহু দাস-দাসী, নানাপ্রকার বস্ত্র-অলংকার যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিলেন।

রাজা বিরাটের গৃহে শঙ্খ, ভেরী এবং গোমুখ ইত্যাদি নানাপ্রকার বাদ্য বাজতে লাগল। অন্তঃপুরের সুন্দরী নারীরা নানা বস্ত্রালংকারে সেজে রানি সুদেষ্ণাসহ মহারানি দ্রৌপদীর কাছে এলেন। তাঁরা সকলে রাজকুমারী উত্তরাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন। অর্জুন সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর
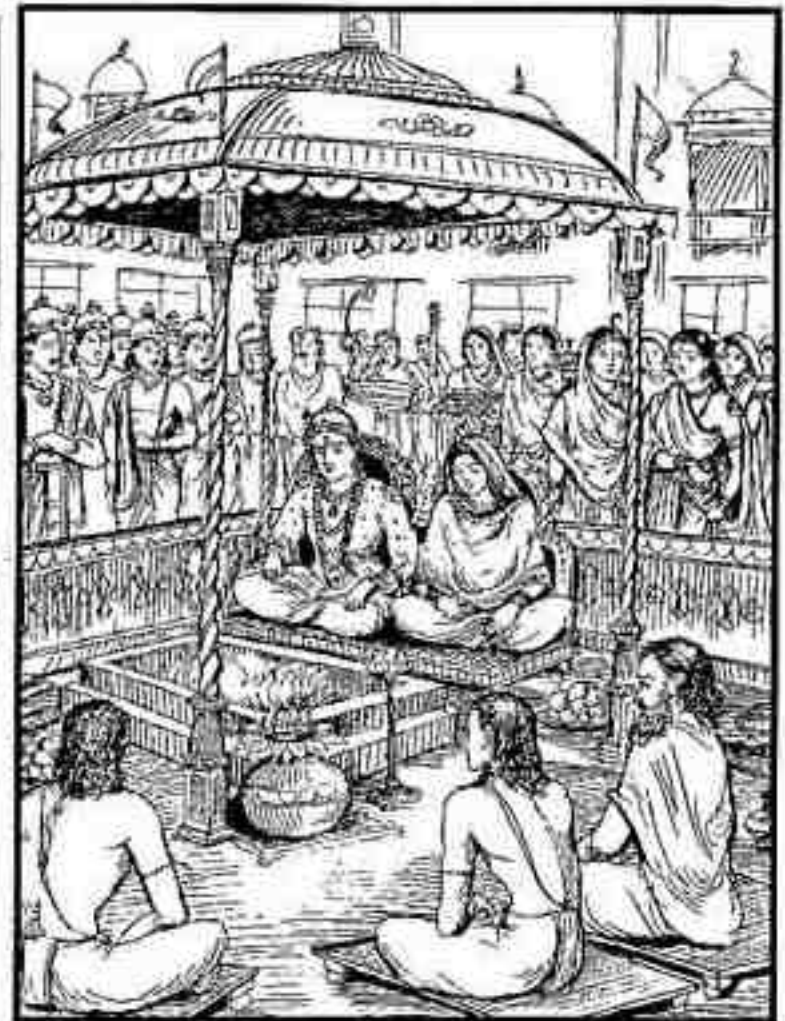
জন্য সুন্দরী বিরাটকুমারী উত্তরাকে মনোনীত করেছিলেন। অন্যান্য সব পাণ্ডব ভ্রাতারাও তাঁর এই মনোনয়ন স্বীকার করেছিলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে অভিমন্যু এবং উত্তরার বিবাহ পর্ব সমাপ্ত হল। বিবাহের সময় রাজা বিরাট প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিধিসম্মতভাবে হোম করে ব্রাহ্মণদের আপ্যায়ন করলেন। বিবাহে তিনি কন্যার সঙ্গে সাত হাজার দ্রুতগামী ঘোড়া, দুই শত মদমত্ত হাতি এবং নিজেকেও পাণ্ডবদের সেবায় সমর্পণ করলেন।

বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হলে যুধিষ্ঠির ভগবান কৃষ্ণের কাছ হতে প্রাপ্ত উপহার থেকে ব্রাহ্মণদের অনেক কিছু দান করলেন। এই মহোৎসবে মৎস্য নগরী নানা ফুল ও পতাকায় অপূর্বরূপ ধারণ করেছিল।

---

বিরাটপর্ব সমাপ্ত

---

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

# উদ্যোগপর্ব

## বিরাটনগরে পাণ্ডবপক্ষীয় রাজাদের পরামর্শ, সৈন্যসংগ্রহের উদ্যোগ এবং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে রাজা দ্রুপদের দূত প্রেরণ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবরা অভিমন্যুর বিবাহ সম্পন্ন হলে তাঁদের সুহৃদ যাদবদের সঙ্গ লাভ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন প্রভাতে বিরাটের সভায় পৌঁছলেন। সর্বপ্রথম সকল রাজার সম্মানীয় রাজা বিরাট এবং দ্রুপদ আসন গ্রহণ করলেন। তারপর পিতা বসুদেবকে নিয়ে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করলেন, সাত্যকি ও বলরাম বসলেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির রাজা বিরাটের নিকটে বসলেন। এঁদের পশ্চাতে বসলেন দ্রুপদরাজার পুত্ররা এবং ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব। বিরাটপুত্রদের সঙ্গে অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর সব পুত্ররা স্বর্ণখচিত মনোহর সিংহাসনে আসন গ্রহণ করলেন।

সকলে উপবেশন করলে পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনার জন্য সকলে তাঁর দিকে তাকালেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'সুবলপুত্র শকুনি যেভাবে কপটদ্যূতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে রাজ্যের অধিগ্রহণ এবং বনবাসের নিয়ম করে দিয়েছিল, সে সবই আপনারা জানেন। পাণ্ডবরা সেই সময় নিজেদের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে সক্ষম ছিলেন ; কিন্তু তাঁরা সত্যনিষ্ঠ, তাই তাঁরা এই ত্রয়োদশ বর্ষ ধরে কঠোর নিয়ম পালন করেছেন। এখন আপনারা একটি এমন উপায় ভেবে বার করুন, যা কৌরব ও পাণ্ডবদের জন্য ধর্মানুকূল এবং সুখকর হয়, কারণ অধর্মের সাহায্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবতাদের রাজ্যও নিতে চান না। ধর্ম, অর্থযুক্ত হলে একটিমাত্র গ্রামের আধিপত্য মেনে নিতেও তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের জন্য ইনি অসহ্য কষ্ট সহ্য করেছেন, তবুও তিনি সর্বদা তাদের মঙ্গলকামনাই করে থাকেন। এখন এই পুরুষপ্রবর সেই রাজ্যই ফিরে পেতে চান, যা তিনি নিজ বাহুবলে রাজাদের পরাস্ত করে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আপনাদের কাছে এটিও অজানা নেই যে, এঁরা যখন বালক ছিলেন, তখন থেকেই ক্রূরস্বভাব কৌরবরা এঁদের ক্ষতিতে মগ্ন ছিল এবং তাঁদের রাজ্য নিয়ে নেবার জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করেছিল। এখন তাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লোভ, যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞতা এবং এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে আপনারা কিছু ঠিক করুন। এঁরা সর্বদা সত্যে স্থির থাকেন এবং প্রতিজ্ঞা ঠিকমতো পালন করেছেন। অতএব এখন যদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ আবার কোনো অন্যায় করেন, তাহলে এঁরা ওঁদের বধ করবেন এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের অন্যায় কার্যে সুহৃদবর্গও যুদ্ধে আমাদের পক্ষে যোগ দেবেন। কিন্তু এখনও আমরা জানি না দুর্যোধন কী করবেন এবং অপরপক্ষের নির্ণয় না জেনে আমরা কোনো কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারি না। সেইজন্য তাঁদের বোঝাতে এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অর্ধরাজ্য প্রদানের জন্য এদিক থেকে কোনো ধর্মাত্মা, পবিত্রচিত্ত, কুলীন, সতর্ক এবং সমর্থ ব্যক্তির দূত হয়ে যাওয়া উচিত।'

রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ অত্যন্ত ধর্মার্থপূর্ণ, মধুর এবং পক্ষপাতশূন্য ছিল। বলরাম তার অত্যন্ত প্রশংসা করে বলতে লাগলেন—'আপনারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম ও অর্থযুক্ত ভাষণ শুনলেন। তা ধর্মরাজের পক্ষে যেমন হিতকর তেমন কুরুরাজ দুর্যোধনের কাছেও হিতকর। বীর কুন্তীপুত্রগণ অর্ধেক রাজ্য কৌরবদের দিয়ে বাকী অর্ধেক পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে চান। সুতরাং দুর্যোধন যদি অর্ধেক রাজ্য প্রদান করে তাহলে সে আনন্দে থাকতে পারে। অতএব দুর্যোধনের সিদ্ধান্ত জানার জন্য এবং যুধিষ্ঠিরের দাবি জানানোর জন্য কোনো দূত পাঠিয়ে কৌরব-পাণ্ডবদের বিসংবাদ যদি মেটানো যায়, তাহলে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হব। যখন কেউ দূত হয়ে সেখানে সভায় উপস্থিত হবেন তখন যেন সেই সভায় কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বত্থামা, বিদুর, কৃপাচার্য, শকুনি, কর্ণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা এবং সব বয়োবৃদ্ধ ও বিদ্বান পুরবাসীও উপস্থিত থাকেন। দূতকে তাদের সকলকে প্রণাম জানিয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের কার্য যাতে সিদ্ধ হয় সেইরূপ কথা বলতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কৌরবদের অসন্তুষ্ট করা উচিত হবে না। তাঁরা সবল হয়েই এঁদের ধন জয় করে নিয়েছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের পাশাতে আসক্তি ছিল, তাই যুধিষ্ঠির-প্রিয় দ্যূত ক্রীড়ার আশ্রয় নেওয়াতেই তাঁরা পাণ্ডবদের রাজ্য হরণ করেছিলেন। শকুনি যদি এঁদের পাশাখেলায় হারিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে অপরাধী বলা যায় না।'

বলরামের কথা শুনে সাত্যকি উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং বলরামের ভাষণের নিন্দা করে বললেন—'মানুষের হৃদয় যেমন, তার কথাও তেমনই
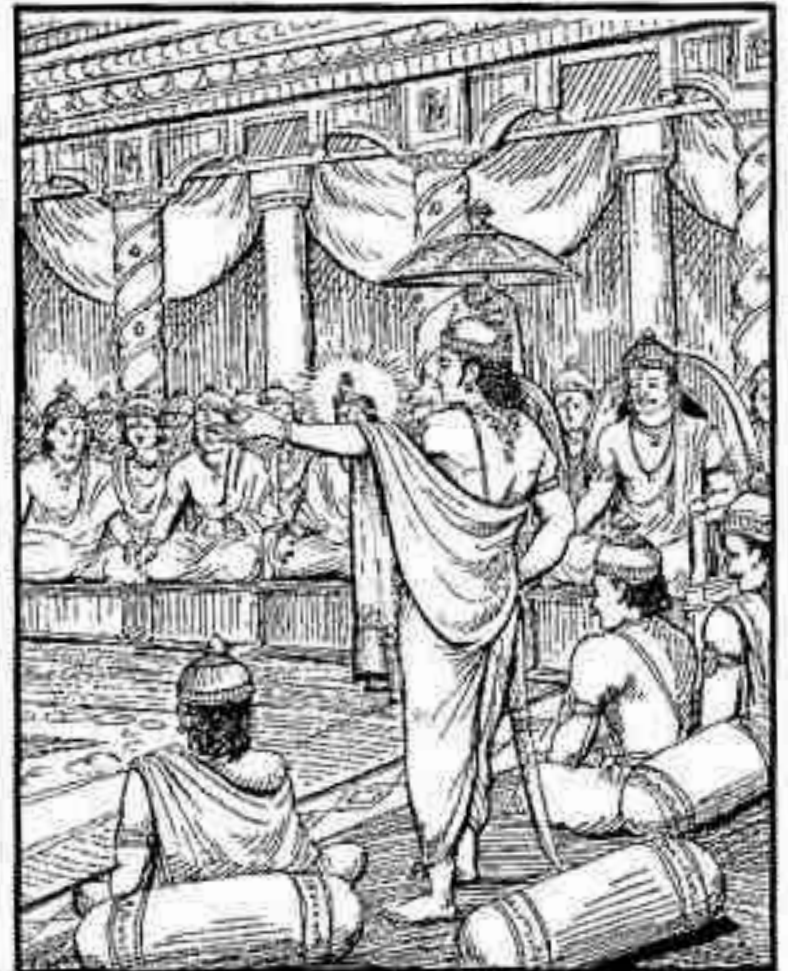
হয়ে থাকে। আপনারও যেমন হৃদয়, তেমন কথাই আপনি বলেছেন। জগতে শূরবীরও থাকে আর কাপুরুষও থাকে। একথা ঠিক যে, ধর্মরাজ পাশা খেলায় দক্ষ নয়, শকুনি এই ক্রিয়ায় পারঙ্গম। কিন্তু ধর্মরাজের পাশা খেলায় প্রীতি ছিল না। এই পরিস্থিতিতে যদি শকুনি তাঁকে আমন্ত্রণ করে জিতে থাকে তাহলে সেই জয়কে কি ধর্মানুকূল বলা যায় ? আরে, কৌরবরা ধর্মরাজকে এনে তো কপটতাপূর্বক হারিয়ে দিয়েছিল ; তাহলে তাদের ভালো হবে কী করে ? মহারাজ যুধিষ্ঠির বনবাসের কাল পূর্ণ করে এখন স্বতন্ত্র এবং তাঁর পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী। এই অবস্থায় তিনি ওঁদের কাছে ভিক্ষা চাইবেন তা কী করে সম্ভব ? ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর—এরা সকলেই নানাভাবে বুঝিয়েছেন ; কিন্তু দুর্যোধনাদি পাণ্ডবদের পৈতৃক সম্পত্তি সমর্পণ করতেই চান না। এখন আমি রণভূমিতে আমার তীক্ষ্ণবাণের সাহায্যে ওদের শিক্ষা দিয়ে দেব এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের পদতলে তাদের এনে ফেলব। যদি তারা আগেই নত হতে রাজি না হয়, তাহলে তাদের মন্ত্রীসহ যমরাজের কাছে পাঠিয়ে দেব। এমন কে আছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে গাণ্ডীবধারী অর্জুন, চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ, দুর্ধর্ষ ভীম, ধনুর্ধর নকুল-সহদেব, বীরবর বিরাট এবং দ্রুপদ ও আমার বেগ সহ্য করতে সক্ষম ! ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবদের পাঁচপুত্র, ধনুর্ধর অভিমন্যু এবং কাল ও সূর্যের মতো পরাক্রমশালী গদ, প্রদ্যুম্ন—এঁদের অস্ত্রাঘাত সহ্য করার ক্ষমতা কার আছে ? আমরা শকুনির সঙ্গে দুর্যোধন ও কর্ণকে বধ করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক করব। আততায়ী শত্রুদের বধ করলে কখনো কোনো দোষ হয় না। শত্রুদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া অধর্ম এবং অপযশের কারণ হয়। অতএব আপনারা সতর্কভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই ইচ্ছা পূরণ করুন যেন ধৃতরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় পাণ্ডবদের রাজ্যের অংশ প্রদান করেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেন। হয় তিনি এইভাবে রাজ্য লাভ করবেন, নচেৎ সমস্ত কৌরব যুদ্ধে নিহত হবে।'

এই শুনে রাজা দ্রুপদ বললেন—'মহাবাহো ! দুর্যোধন শর্ত অনুযায়ী রাজ্য সমর্পণ করবে না। পুত্রের প্রতি মোহবশত ধৃতরাষ্ট্রও তাকেই সমর্থন করবেন, ভীষ্ম-দ্রোণ দীনতাবশত ও কর্ণ, শকুনি মূর্খতাবশত একই কথা বলবেন। শ্রীবলরামের কথাও আমার বুদ্ধিতে ঠিক বলে মনে হয়নি, তবুও যারা শান্তি চায়, তাদের এইরূপই করা উচিত। দুর্যোধনকে কোনোমতেই মিষ্টবাক্য বলা উচিত নয়। আমার মনে হয় সে মিষ্টি বাক্যে ভোলার পাত্র নয়। দুষ্ট লোকরা মৃদুভাষী ব্যক্তিদের শক্তিহীন বলে মনে করে ; যেখানে নরমভাব দেখে, সেখানেই নিজের কাজ হাসিল করার পথ খোঁজে। আমরা দূত পাঠালেও, সঙ্গে সঙ্গে অন্য উদ্যোগও নিতে থাকব। আমাদের মিত্র-বন্ধুদের কাছে দূত পাঠাতে হবে, যাতে তাঁরা আমাদের জন্য প্রয়োজনে সৈন্য-সহ প্রস্তুত থাকেন। শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন; কেকয়রাজ—এঁদের সকলের কাছে শীঘ্রই দূত পাঠানো উচিত। দুর্যোধনও নিশ্চয়ই এইসব রাজাদের কাছে দূত পাঠাবেন এবং এঁরা প্রথমে যাঁর আমন্ত্রণ পাবেন, তাঁকেই অঙ্গীকার করবেন। সুতরাং এই রাজাদের কাছে যাতে আমাদের আমন্ত্রণ আগেই পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার তো মনে হয় আমাদের এখন অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের পুরোহিত অত্যন্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণ, এঁকে আপনাদের সংবাদ দিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রেরণ করুন। দুর্যোধন, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও দ্রোণাচার্য—এঁদেরকে যদি পৃথকভাবে কিছু বলার থাকে, দূতকে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহারাজ দ্রুপদ ঠিক কথাই বলেছেন। এঁর পরামর্শ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাজ সিদ্ধ করবে। আমাদের সঠিক নীতি নির্ধারণ করে কাজ করা উচিত। সুতরাং আমাদের প্রথমে মহারাজ দ্রুপদের কথামতো কাজ করা উচিত। যে ব্যক্তি বিপরীত আচরণ করে, সে মহামূর্খ। বয়স এবং জ্ঞানের দৃষ্টিতে রাজা দ্রুপদই সবথেকে প্রবীণ, আমরা সকলে তাঁর শিষ্যের মতো। অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এরূপ সন্দেশই পাঠান, যাতে পাণ্ডবদের কার্যসিদ্ধ হয়। রাজা দ্রুপদ যে সংবাদ পাঠাবেন, আমরা সকলে তা অবশ্যই মান্য করব। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র যদি ন্যায়সংগতভাবে সন্ধি করেন তাহলে কৌরব-পাণ্ডবদের আর ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। কিন্তু যদি অহংকারবশত দুর্যোধন সন্ধি করতে না চায়, তাহলে গাণ্ডীবধারী অর্জুন ক্রুদ্ধ হলে দুর্যোধনকে তার পরামর্শদাতা আত্মীয়-স্বজনসহ নিশ্চিহ্ন হতে হবে।'

তারপর রাজা বিরাট শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু ও আত্মীয়সহ দ্বারকায় চলে গেলেন। তাঁরা চলে যাওয়ার পর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচভাই এবং রাজা বিরাট যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে লাগলেন। রাজা বিরাট, দ্রুপদ এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজনরা সব রাজাদের কাছে পাণ্ডবদের সাহায্য করার জন্য সংবাদ পাঠালেন। সব নৃপতি

কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদের এবং বিরাট ও দ্রুপদের আমন্ত্রণ পেয়ে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে চারদিক ছিল মুখরিত।

রাজা দ্রুপদ তাঁর পুরোহিতকে বললেন—'পুরোহিত! ভূতাদির মধ্যে প্রাণধারী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধির দ্বারা যারা কাজ করে তারা শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, দ্বিজের মধ্যে বিদ্বানের স্থান ঊর্ধ্বে, বিদ্বানের মধ্যে সিদ্ধান্ত জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এবং সিদ্ধান্ত জ্ঞানীর মধ্যে ব্রহ্মবেত্তা শ্রেষ্ঠ। আমার বিচারে আপনি সিদ্ধান্ত বেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আপনার কুলও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, বয়স এবং শাস্ত্রজ্ঞানের দৃষ্টিতেও আপনি প্রাজ্ঞ। আপনার বুদ্ধি শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতির ন্যায়। আপনি তো জানেন যে, কৌরবরা পাণ্ডবদের ঠকিয়েছিল, শকুনি কপটদ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে বোকা বানিয়েছিল, অতএব তারা নিজেরা কিছুতেই রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। আপনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তাঁকে ধর্মযুক্ত কথা বলে তাঁদের হৃদয় পরিবর্তন নিশ্চয়ই করতে পারবেন। আপনি ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপ প্রমুখের মধ্যে মতভেদ জাগাতে সক্ষম। এইভাবে তাঁদের মন্ত্রীদের মধ্যে যখন মতভেদ হবে এবং যোদ্ধারা তাঁদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করবেন তখন কৌরবরা তাদের একমতে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সেই অবকাশে পাণ্ডবগণ সৈন্য সংগ্রহ এবং অর্থ সঞ্চয় করে নেবেন। আপনি সেখানে বেশিদিন থাকার চেষ্টা করবেন। কেননা আপনি থাকাকালীন ওঁরা সৈন্য সংগ্রহের কাজ করতে পারবেন না। এমনও হতে পারে যে আপনার সঙ্গতপূর্ণ ধর্মানুকূল কথা ধৃতরাষ্ট্র মেনে নেবেন। আপনি ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, তাই আমার বিশ্বাস যে, তাঁদের সঙ্গে ধর্মানুকূল ব্যবহার করে, কুলধর্মের আলোচনা করে আপনি তাঁদের হৃদয় পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং আপনি যুধিষ্ঠিরের কার্যসিদ্ধির জন্য পুষ্যা নক্ষত্রে বিজয় মুহূর্তে রওনা হোন।'

দ্রুপদ পুরোহিতকে এইভাবে বলায় সেই সদাচারসম্পন্ন এবং অর্থনীতিবিশারদ পুরোহিত পাণ্ডবদের হিতার্থে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

——○——

## অর্জুন ও দুর্যোধনের শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ এবং তাঁর দুই পক্ষকে সাহায্য করা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! পুরোহিতকে হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে পাণ্ডবরা নানাস্থানে রাজাদের কাছে দূত পাঠাতে লাগলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করার জন্য কুন্তীনন্দন অর্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্যোধনও তাঁর গুপ্তচরদের সাহায্যে পাণ্ডবদের সমস্ত প্রয়াসের খবর পাচ্ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বিরাটনগর থেকে দ্বারকায় গেছেন, তিনিও কয়েকজন সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্বারকায় পৌঁছলেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনও সেই দিনই দ্বারকায় পৌঁছলেন। তাঁরা দুজনে সেখানে পৌঁছে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাচ্ছেন। দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শয়নকক্ষে গিয়ে পালঙ্কের মাথার দিকে একটি উত্তম সিংহাসনে উপবেশন করলেন। অর্জুন তাঁর পিছনেই শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং বিনীতভাবে হাতজোড় করে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘুম ভেঙে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই অর্জুনকে দেখতে পেলেন। তারপর তিনি দুজনকেই আদর-আপ্যায়ন করে তাঁদের

আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দুর্যোধন সহাস্যে বললেন—'পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের যে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে, তাতে আপনাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। আপনার অর্জুনের সঙ্গেও যেমন বন্ধুত্ব আছে, তেমনই আমাদের সঙ্গেও একই রকম সম্পর্ক ; আজ আমিই প্রথম এসেছি। সৎ ব্যক্তিরা তাকেই অগ্রাধিকার দেয়, যে প্রথমে আসে ; অতএব আপনারও সৎব্যক্তির আচরণ অনুসরণ করা উচিত।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'আপনি যে আগে এসেছেন, এতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু আমি প্রথমে অর্জুনকে দেখেছি। আপনি প্রথমে এসেছেন আর আমি প্রথমে অর্জুনকে দেখেছি—তাই আমি দুজনকেই সাহায্য করব। আমার কাছে এক অক্ষৌহিণী গোপ আছে, এরা আমারই মতো বলিষ্ঠ এবং রণে পারদর্শী, তাদের নাম নারায়ণ। একদিকে এই দুর্জয় নারায়ণী সেনা থাকবে, অন্যদিকে আমি নিজে থাকব ; কিন্তু আমি যুদ্ধও করব না এবং কোনো অস্ত্রও ধারণ করব না। অর্জুন ! ধর্মানুসারে প্রথমে তোমারই বেছে নেওয়ার অধিকার ; কেননা তুমি ছোট। অতএব এই দুইয়ের মধ্যে তোমার যেটি নেবার ইচ্ছা হয়, তুমি সেটি নিয়ে নাও।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন তাঁকে নেওয়ার ইচ্ছাই প্রকাশ করলেন। অর্জুন যখন স্বেচ্ছায় মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ শত্রুদমন শ্রীনারায়ণকে তাদের পক্ষে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন দুর্যোধন তাঁর সমস্ত গোপ সেনাকে নিজের পক্ষে নিলেন। তারপর তিনি মহাবলী বলরামের কাছে গেলেন এবং তাঁকে সমস্ত সংবাদ জানালেন। বলরাম বললেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এক মুহূর্ত থাকতে পারি না ; তাই ওর মনোভাব বুঝে আমি স্থির করেছি যে আমি অর্জুনকেও সাহায্য করব না এবং তোমার সঙ্গেও থাকব না।'

বলরাম একথা বলে দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করলেন। দুর্যোধন নারায়ণী সেনা নিয়ে মনে করলেন তিনি খুব জিতে গেছেন এবং যুদ্ধে নিজের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। তারপর তিনি কৃতবর্মার কাছে এলে তিনি তাঁকে এক অক্ষৌহিণী সেনা দিলেন। সেই সমস্ত সৈন্য নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে দুর্যোধন রওনা হলেন।

দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের মহল থেকে যাবার পর ভগবান অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—'অর্জুন ! আমি তো যুদ্ধ করব না, তাহলে তুমি কী মনে করে আমাকে নিলে ?' অর্জুন বললেন—'প্রভু ! আমার মনে সর্বদাই ইচ্ছা ছিল আপনাকে সারথি করার, আপনি দয়া করে তা পূর্ণ করুন।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'তোমার কামনা পূর্ণ হবে, আমি তোমার সারথি হব।' তাঁর কথায় অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য দাশার্হ বংশীয় প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন।

—o—

# শল্যের আপ্যায়ন এবং তাঁর দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠির—
# উভয়কেই সাহায্যের আশ্বাস

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! দূতের কাছে পাণ্ডবদের সংবাদ পেয়ে রাজা শল্য বিশাল সেনাবাহিনী এবং নিজ মহারথী পুত্রকে নিয়ে পাণ্ডবদের সহায়তার জন্য রওনা হলেন। তাঁর সৈন্যদল এত বড় ছিল যে তাদের শিবির পড়ত দুই ক্রোশ ধরে। তিনি এক অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন এবং তাঁর সৈন্যের মধ্যে হাজার হাজার ক্ষত্রিয় বীর সেনাপতি ছিল। এই বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি বিশ্রাম করতে করতে ধীর লয়ে পাণ্ডবদের কাছে চললেন।

দুর্যোধন যখন মহারথী শল্যকে পাণ্ডবদের সাহায্য করতে আসার কথা শুনলেন, তখন তিনি নিজে গিয়ে তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। রাজা শল্যের আপ্যায়নের জন্য তিনি শিল্পী দ্বারা পথের রমণীয় প্রদেশে সুন্দর সুন্দর রত্ন মণ্ডিত সভা ভবন তৈরি করালেন, তাতে নানাপ্রকার ক্রীড়াসামগ্রী রাখলেন। শল্য যখন সেই স্থানে এলেন, দুর্যোধনের মন্ত্রীরা তাঁকে দেবতার ন্যায় সাদর সম্ভাষণ

জানালেন। একের পর অপর স্থানে পৌঁছলে, সেখানেও অনুরূপ সভাভবনে নানা অলৌকিক বিষয় উপভোগ করলেন। শল্য প্রসন্ন হয়ে একজন সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন—'যুধিষ্ঠিরের কোন শিল্পীরা এই সভাগৃহ নির্মাণ করেছেন ? তাঁদের এখানে নিয়ে এসো, তাঁদের কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমি তাঁদের পুরস্কার দেব। যুধিষ্ঠিরেরও এই বিষয়ে আমাকে সমর্থন করা উচিত।'

সেবকরা সতর্ক হল এবং দুর্যোধনকে সব জানাল। দুর্যোধন যখন বুঝলেন যে শল্য এখন অত্যন্ত প্রসন্ন, নিজের প্রাণও দিতে পারেন, তখন দুর্যোধন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। মদ্ররাজ শল্য দুর্যোধনকে দেখে এবং সমস্ত ব্যবস্থা তাঁরই করা জেনে প্রসন্ন হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন—'আপনার যা ইচ্ছা হয় আমার কাছে চেয়ে নিন।' দুর্যোধন বললেন—'মহানুভব! আপনার কথা সত্য হোক, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে বর দেবেন। আমার ইচ্ছা আপনি আমার সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর প্রধান হোন।' শল্য বললেন—'আমি আপনার কথা মেনে নিলাম। বলুন! আপনার জন্য আর কী করব ?' দুর্যোধনও তখন তাঁকে বললেন—'আপনি আমার কাজ তো পূর্ণ করে দিয়েছেন।'

তারপর শল্য বললেন—'দুর্যোধন! আপনি রাজধানী ফিরে যান, আমি এবার যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি শীঘ্রই আপনার কাছে ফিরে আসব।' দুর্যোধন বললেন—'রাজন্! যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শীঘ্রই ফিরে আসুন। আমি তো এখন আপনারই অধীন ; আমাকে বর প্রদানের কথা স্মরণ রাখবেন।' তারপর দুজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন এবং দুর্যোধন শল্যের অনুমতি নিয়ে নিজ নগরে ফিরে গেলেন। শল্য দুর্যোধনের সব কথা জানাবার জন্য যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। বিরাট নগরের উপপ্লব্য প্রদেশে পৌঁছে তাঁরা পাণ্ডবদের শিবিরে এলেন। সেখানে তাঁদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, পাণ্ডবরা তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে স্বাগত জানালেন। মদ্ররাজ তাঁদের কুশল প্রশ্ন করে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করলেন এবং ভীম-অর্জুন ও তাঁর ভাগিনেয় নকুল-সহদেবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আসন গ্রহণ করে রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কুরুশ্রেষ্ঠ, তোমার সব কুশল তো ? অত্যন্ত আনন্দের কথা যে তোমাদের বনবাসের কাল সমাপ্ত হয়েছে। তুমি দ্রৌপদী

ও ভাইদের সঙ্গে বনে থেকে অত্যন্ত দুষ্কর কাজ করেছ। তার থেকেও কঠিন অজ্ঞাতবাসের কালও তোমরা ভালোভাবে পার করেছ, সত্যি, রাজ্যচ্যুত হয়ে তো তোমাদের দুঃখভোগ করতেই হয়েছে, সুখ কোথায় ? রাজন্ ! ক্ষমা, দম, সত্য, অহিংসা এবং অদ্ভুত সম্পত্তি এসব তোমার মধ্যে স্বভাবতই বিদ্যমান। তুমি অত্যন্ত মৃদুস্বভাব, উদার, ব্রাহ্মণসেবক, দানশীল এবং ধর্মনিষ্ঠ। তোমরা এই মহাদুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছ দেখে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।'

তারপর রাজা শল্য দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর যেসব কথাবার্তা হয়েছিল এবং যেভাবে দুর্যোধন তাঁকে সেবা যত্ন করেছেন এবং তার পরিবর্তে শল্য যে তাঁকে বর দিয়েছেন সমস্ত যুধিষ্ঠিরকে জানালেন। তাই শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'মহারাজ ! আপনি যে প্রসন্ন হয়ে দুর্যোধনকে সাহায্য করার কথা দিয়েছেন, খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু আমিও আপনাকে একটি কাজ সমর্পণ করতে চাই। রাজন্ ! আপনি যুদ্ধে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রমী। যখন কর্ণ আর অর্জুন রথে করে দুজনে যুদ্ধ করবে, তখন আপনি যে কর্ণের সারথি হবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি যদি আমাদের মঙ্গল চান, তাহলে সেই সময় অর্জুনকে রক্ষা করবেন এবং আমাদের জয়ের জন্য কর্ণের উৎসাহ নষ্ট করতে থাকবেন।'

শল্য বললেন—'যুধিষ্ঠির ! তোমার মঙ্গল হোক ! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্যই কর্ণের সারথি হব, কারণ সে আমাকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ মনে করে। সেই-সময় আমি অবশ্যই কর্ণকে কটু ও অপ্রিয় বাক্য বলব। তাতে তার গর্ব ও তেজ নষ্ট হবে এবং তখন তাকে বধ করা সহজ হবে। রাজন্ ! দ্রৌপদীও পাশাখেলার সময় অনেক দুঃখ সহ্য করেছে। সূতপুত্র কর্ণ তোমাকে অনেক কটুবাক্য বলেছে। কিন্তু তুমি তার জন্য মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না। বড় বড় মহাপুরুষকেও দুঃখভোগ করতে হয়। স্মরণ করো ইন্দ্রকেও ইন্দ্রাণীসহ মহাদুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল।'

—o—

## ত্রিশিরা এবং বৃত্রাসুরের বধের বিবরণ এবং ইন্দ্রের অপমানিত হয়ে জলে লুকিয়ে থাকা

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—'রাজন্ ! ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীকে কেন ভীষণ দুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল, তা জানতে আমার আগ্রহ হচ্ছে।'

শল্য বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! শোনো, তোমাকে আমি এক পুরাতন ইতিহাস শোনাচ্ছি। দেবশ্রেষ্ঠ ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। ইন্দ্রের প্রতি ঈর্ষাবশত তিনি একটি তিন মস্তক বিশিষ্ট পুত্রের জন্ম দেন। সেই বালক একটি মুখে বেদপাঠ করত, দ্বিতীয়টির দ্বারা সুধাপান করত এবং তৃতীয় মুখটির দ্বারা সমস্ত দিকগুলি এমনভাবে দেখত যেন সব আত্মসাৎ করে নেবে। সে অত্যন্ত তপস্বী, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম ও তপস্যায় তৎপর ছিল। তার তপস্যা অত্যন্ত তীব্র এবং দুষ্কর ছিল। সেই অতুলনীয় তেজস্বী বালকের তপোবল দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের মনে বড় ভয় হল। তিনি ভাবলেন এই বালক তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র না হয়ে

ওঠে। কীভাবে একে তপস্যা থেকে সরিয়ে ভোগাসক্ত করা যায়, এইসব অনেক ভাবনা চিন্তা করে তিনি তার তপস্যা নষ্ট করার জন্য অপ্সরাদের নির্দেশ দিলেন।

ইন্দ্রের নির্দেশে অপ্সরারা ত্রিশিরার কাছে এসে তাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাতে লাগলেন। কিন্তু ত্রিশিরা তাঁর

ইন্দ্রিয়াদি বশে রেখে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো শান্ত থাকলেন। বহু চেষ্টা করার পর অপ্সরাগণ ইন্দ্রের কাছে ফিরে গিয়ে হাতজোড় করে বলতে লাগলেন—'মহারাজ ! ত্রিশিরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, একে ধৈর্যচ্যুত করা সম্ভব নয়। এখন অন্য কিছু করতে চাইলে করুন।' ইন্দ্র অপ্সরাদের সসম্মানে বিদায় করলেন। তারপর ভাবলেন—'ত্রিশিরার ওপর আজ আমি বজ্র নিক্ষেপ করব, যাতে সে শীঘ্রই নাশ হয়।' এরূপ স্থির করে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিশিরার ওপর ভয়ংকর বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বজ্রের আঘাতে ত্রিশিরা বিশাল পর্বত শিখরের মতো মাটিতে মৃত হয়ে পড়ে গেলেন। ইন্দ্র তখন প্রসন্ন হয়ে নির্ভয়ে স্বর্গলোকে গেলেন।

প্রজাপতি ত্বষ্টা যখন জানতে পারলেন যে ইন্দ্র তাঁর পুত্রকে বধ করেছেন, তিনি তখন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে বললেন—'আমার পুত্র ক্ষমাশীল এবং শম-দম-সম্পন্ন ছিল, সে তপস্যায় নিরত ছিল। বিনা অপরাধে ইন্দ্র তাকে হত্যা করেছেন। আমি এবার ইন্দ্রকে বধ করার জন্য বৃত্রাসুরকে উৎপন্ন করব, লোকে আমার পরাক্রম এবং তপোবল দেখুক।' এইরূপ চিন্তা করে মহা যশস্বী এবং তপস্বী ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হয়ে জলে আচমন করে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বৃত্রাসুরকে উৎপন্ন করে তাকে বললেন—'ইন্দ্রশত্রু ! আমার তপস্যার প্রভাবে তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।' অমনি সূর্য আর অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বৃত্রাসুর তখনই বৃদ্ধিলাভ করে আকাশ ছুঁতে লাগল এবং বলল—'বলুন আমি কী করব ?' ত্বষ্টা বললেন—'ইন্দ্রকে বধ করো।' তখন সে

স্বর্গে গেল। সেখানে ইন্দ্র এবং বৃত্রের প্রচণ্ড সংগ্রাম হল। শেষকালে বীর বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে ধরে আত্মসাৎ করে ফেলল। দেবতারা তখন ইন্দ্রকে উদ্ধার করার জন্য বৃত্রাসুরের দেহে এমন অনুভূতির সৃষ্টি করলেন, যাতে সে মুখগহ্বর উন্মুক্ত করে। বৃত্র যেই হাই তুলল দেবরাজ ইন্দ্র দেহ সংকুচিত করে তার মুখ বিবর দিয়ে বাইরে এলেন। দেবতারা তাঁকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর আবার ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ শুরু হল। ত্বষ্টার তেজ এবং বল পেয়ে বীর বৃত্রাসুর অত্যন্ত প্রবলভাবে যুদ্ধ করতে থাকলে ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন।

ইন্দ্র চলে যেতে দেবতারা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং

ত্বষ্টার ভয় পেয়ে ইন্দ্র ও মুনিগণের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন যে কী করা উচিত ! ইন্দ্র বললেন—'দেবগণ ! বৃত্রাসুর সমস্ত জগৎ অধিকার করে নিয়েছে। আমাদের কাছে এমন কোনো অস্ত্র নেই, যা দিয়ে ওকে বধ করতে পারি। সুতরাং আমার মনে হয় যে আমরা সকলে ভগবান বিষ্ণুর ধামে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে এই দুষ্ট বধের উপায় ঠিক করি।'

ইন্দ্রের কথায় সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ শরণাগতবৎসল ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হলেন এবং তাঁকে বললেন—'পূর্বকালে আপনি আপনার তিন পদ দিয়ে তিন লোক মেপেছিলেন। আপনি সমস্ত দেবতার প্রভু, সমস্ত জগৎ আপনাতেই পরিব্যাপ্ত, আপনি দেব-দেবেশ্বর। সমস্ত লোক আপনাকে স্মরণ করেন। এখন সমস্ত জগতে বৃত্রাসুর পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ; অতএব হে অসুরনিকন্দন ! আপনি ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবতাদের আশ্রয় দিন।' ভগবান বিষ্ণু বললেন—'আমি অবশ্যই তোমাদের মঙ্গল করব। তাই আমি এমন উপায় বলছি, যাতে এর অন্ত হয়। সমস্ত দেবতা, ঋষি এবং গন্ধর্ব সকলে মিলে তোমরা বিশ্বরূপধারী বৃত্রাসুরের কাছে যাও এবং তার প্রতি সামনীতি প্রয়োগ করো। এতে তোমরা ওকে পরাজিত করতে পারবে। দেবতাগণ ! এইভাবে আমার এবং ইন্দ্রের প্রভাবে তোমাদের জয়লাভ হবে। আমি অদৃশ্যরূপে দেবরাজের অস্ত্রবজ্রের মধ্যে প্রবেশ করব।'

ভগবান বিষ্ণুর কথায় সব দেবতা এবং ঋষি ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বৃত্রাসুরের কাছে গিয়ে বললেন—'দুর্জয় বীর ! সমস্ত জগৎ তোমার তেজে পরিব্যাপ্ত, তা সত্ত্বেও তুমি ইন্দ্রকে পরাজিত করতে পারোনি। তোমাদের দুজনের যুদ্ধে বহু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ; এর ফলে দেবতা, অসুর, মানুষ—সকল প্রজাই খুব কষ্ট পাচ্ছে। অতএব এখন চিরকালের মতো তুমি ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নাও।' মহর্ষিদের কথা শুনে পরম তেজস্বী বৃত্রাসুর বলল—'আপনারা তপস্বী, আমার মাননীয়। কিন্তু আমি যা বলছি, তা যদি পূর্ণ করা হয়, তাহলে আপনারা যা বলছেন, আমি তা করতে রাজি আছি। আমাকে ইন্দ্র অথবা দেবতাগণ কোনো শুষ্ক বা সিক্ত বস্তুর দ্বারা, পাথর অথবা কাঠের দ্বারা, অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা এবং দিন বা রাত্রে মারতে পারবেন না এই শর্তে আমি ইন্দ্রের সঙ্গে সর্বদার জন্য সন্ধি করতে রাজি আছি।' ঋষিরা বললেন—'ঠিক আছে, তাই হবে।' এইভাবে সন্ধি হওয়াতে বৃত্রাসুর অত্যন্ত প্রসন্ন হল। দেবরাজ ইন্দ্র যদিও প্রসন্নভাব দেখালেন তবুও তিনি সর্বদাই বৃত্রাসুরকে বধ করার সুযোগ খুঁজতে থাকলেন।

ইন্দ্র একদিন সন্ধ্যার সময় বৃত্রাসুরকে সমুদ্রতটে বিচরণ করতে দেখলেন। তখন তিনি বৃত্রাসুরকে তাঁর প্রদত্ত

বরগুলি নিয়ে চিন্তা করছিলেন—'এখন সন্ধ্যার সময়, না দিন না রাত্রি ; আমার শত্রু বৃত্রাসুরকে অবশ্যই বধ করতে হবে। যদি আজ একে ছলনা করে বধ করতে না পারি,

তাহলে আমার মঙ্গল হবে না।' এই ভেবে ইন্দ্র যেমনই ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন, তখনই তিনি দেখতে পেলেন সমুদ্রের ওপর পর্বতের ন্যায় উঁচু ঢেউ উঠছে। তিনি ভাবতে লাগলেন— 'এটি শুষ্ক নয়, সিক্ত নয় এবং কোনো অস্ত্রও নয়। সুতরাং আমি যদি এটি বৃত্রাসুরের ওপর ফেলি, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই তার বিনাশ হবে।' এইভেবে তিনি তাড়াতাড়ি নিজ বজ্রটিকে ফেনার সঙ্গে বৃত্রাসুরের ওপর ফেললেন। ভগবান বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ সেই ফেনায় প্রবেশ করে বৃত্রাসুরকে বধ করলেন। বৃত্রাসুর বধ হতেই সমস্ত প্রজা প্রসন্ন হল এবং দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ ও ঋষি—সকলে ইন্দ্রের স্তুতি করতে লাগলেন।

ইন্দ্র, দেবতাদের ত্রাসের কারণ মহাবলী বৃত্রাসুরকে বধ করলেও, এর আগে ত্রিশিরাকে বধ করায় তাঁর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের কারণে এবং এখন অসত্য ব্যবহারের জন্য তিরস্কৃত হওয়ায়, মনে মনে অত্যন্ত দুঃখবোধ করতে লাগলেন। এই পাপের জন্য তিনি সংজ্ঞাহীন ও অচেতনবৎ হয়ে জগৎ সীমার প্রান্তে জলের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে ব্রহ্মহত্যা-জনিত দুঃখে পীড়িত হয়ে স্বর্গত্যাগ করে চলে গেলে সমস্ত পৃথিবীর গাছপালা ও জঙ্গল শুকিয়ে গেল। নদীর ধারা শুকিয়ে গেল এবং সরোবরও জলহীন হয়ে পড়ল। অনাবৃষ্টির জন্য সমস্ত প্রাণী ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং দেবতা ও ঋষিগণ ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। রাজা না থাকায় সমস্ত জগৎ উপদ্রবে ভরে গেল। দেবতারাও ভয় পেয়ে ভাবলেন, এখন আমাদের দেবতা কে ? কেননা কোনো দেবতাই রাজ্যের ভার সামলাতে রাজি ছিলেন না।

—o—

## নহুষের ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রাণীর ওপর আসক্ত হওয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রের শুদ্ধ হওয়া

রাজা শল্য বললেন—যুধিষ্ঠির ! সমস্ত দেবতা ও ঋষি তখন বললেন—'রাজা নহুষ বর্তমানে অত্যন্ত প্রতাপশালী, তাঁকেই দেবতাদের রাজপদে অভিষিক্ত করো। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, যশস্বী এবং ধার্মিক।' এইরূপ পরামর্শ করে তাঁরা রাজা নহুষের কাছে গিয়ে বললেন—'আপনি আমাদের রাজা হন।' নহুষ বললেন—'আমি অত্যন্ত দুর্বল, আপনাদের রক্ষা করার শক্তি আমার নেই।' ঋষি এবং দেবতাগণ বললেন—'রাজন্ ! দেবতা, দানব, যক্ষ, ঋষি, রাক্ষস, পিতৃগণ, গন্ধর্ব এবং ভূতগণ—এরা আপনার সামনে হাজির থাকবে। আপনি এদের দেখে এঁদের থেকে তেজ সংগ্রহ করেই বলবান হয়ে যাবেন। আপনি ধর্মকে অগ্রে রেখে সমস্ত জগতের প্রভু হন এবং স্বর্গলোকে বাস করে ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাদের রক্ষা করুন।' একথা বলে তাঁরা স্বর্গলোকে রাজা নহুষের রাজ্যাভিষেক করলেন। রাজা নহুষ এইভাবে সমস্ত জগতের প্রভু হলেন।

এই দুর্লভ বর এবং স্বর্গরাজ্য লাভ করে রাজা নহুষ—যিনি পূর্বে নিরন্তর ধর্মপরায়ণ ছিলেন ক্রমশ ভোগী হয়ে উঠলেন। তিনি দেবউদ্যান, নন্দনবন, কৈলাস, হিমালয় পর্বতের শিখর সমূহে নানাপ্রকার ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে রইলেন। তাতে তাঁর মন দূষিত হয়ে গেল। একদিন যখন তিনি ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন, তখন তাঁর দৃষ্টি দেবরাজের সাধ্বী স্ত্রী

ইন্দ্রাণীর ওপর পড়ল। তাঁকে দেখে দুষ্ট নহুষ তাঁর সভাসদদের বলতে লাগলেন—'আমি দেবতাদের রাজা এবং সমস্ত লোকের প্রভু। তাহলে ইন্দ্রের মহিষী দেবী ইন্দ্রাণী আমার সেবার জন্য কেন উপস্থিত হচ্ছেন না ? আজ শীঘ্র শচীদেবীকে আমার মহলে নিয়ে আসতে হবে।'

নহুষের কথা শুনে দেবী ইন্দ্রাণী অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি বৃহস্পতিকে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার শরণাগত, নহুষের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আপনি অনেকবার আমাকে অখণ্ড সৌভাগ্যবতী হওয়ার, একজনের পত্নী হওয়ার এবং পতিব্রতা হওয়ার আশীর্বাদ করেছেন, অতএব আপনি আপনার বাক্যের সত্য রক্ষা করুন।' তখন বৃহস্পতি ভীত ব্যাকুল ইন্দ্রাণীকে বললেন—'দেবী ! আমি তোমাকে যা বলেছি, তা অবশ্যই সত্য হবে। তুমি নহুষকে ভয় পেয়ো না। আমি সত্য বলছি, শীঘ্রই তোমাকে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত করে দেব।' এদিকে নহুষ যখন জানতে পারলেন যে, ইন্দ্রাণী বৃহস্পতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁকে ক্রুদ্ধ দেখে দেবতা এবং ঋষিগণ বললেন—'দেবরাজ ! ক্রোধ পরিহার করুন, আপনার মতো সৎ ব্যক্তিরা ক্রুদ্ধ হন না। ইন্দ্রাণী পরস্ত্রী, অতএব তাঁকে ক্ষমা করুন এবং পরস্ত্রী-গমন-জনিত পাপ হতে নিজেকে দূরে রাখুন। আপনি দেবতাদের রাজা, প্রজাদের ধর্মপূর্বক পালন করা আপনার কর্তব্য। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

ঋষিগণ নহুষকে অনেক ভাবে বোঝালেন, কিন্তু কামাসক্ত হওয়ায় তিনি তাঁদের কোনো কথাই শুনলেন না। তখন তাঁরা ভগবান বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন—'দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ ! আমরা শুনেছি ইন্দ্রাণী আপনার আশ্রয়ে আছেন এবং আপনি তাঁকে অভয়প্রদান করেছেন। কিন্তু আমরা দেবতা ও ঋষিগণ আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে আপনি ইন্দ্রাণীকে নহুষের হাতে সমর্পণ করুন।' দেবতা এবং ঋষিদের কথা শুনে দেবী ইন্দ্রাণীর চোখ জলে ভরে গেল। তিনি দীনভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'ব্রহ্মন্ ! আমি নহুষকে পতিরূপে বরণ করতে চাই না ; আমি আপনার শরণাগত, আপনি এই মহাভয় থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' বৃহস্পতি বললেন—'ইন্দ্রাণী ! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে আমি কখনো শরণাগতকে ত্যাগ করি না।

অনিন্দিতা ! তুমি ধর্মজ্ঞ এবং সত্যশীলা, সুতরাং আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।' তারপর দেবতাদের বললেন—'আমি ধর্মবিধি জানি, ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করেছি এবং আমার সত্যে নিষ্ঠা আছে ; এতদ্‌ব্যতীত আমি ব্রাহ্মণ। সুতরাং আমি কখনো অকর্তব্যের আচরণ করতে পারি না। আপনারা যান, আমি এমন কাজ করতে পারব না। এই বিষয়ে ভগবান ব্রহ্মা যা বলেছেন, তা শুনুন—

'যে ব্যক্তি ভীত হয়ে শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুর হাতে অর্পণ করে, তার রোপণ করা বীজ সময় মতো ফল দেয় না, তার জমিতে সময়মতো বৃষ্টি হয় না। কেউ আক্রমণ করলে, তাকে রক্ষা করার কেউ থাকে না। এরূপ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি যে অন্ন (ভোগ) লাভ করে, তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তার চৈতন্যশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, স্বর্গ থেকে পতন হয় এবং দেবতারাও তার সমর্পিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। তার সন্তান অকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তার পিতৃপুরুষরা নরক বাস করে এবং ইন্দ্র ও দেবতারা তার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন[১]।'

'এইরূপ শ্রীব্রহ্মার বাক্য অনুসারে শরণাগতের ত্যাগ

---

[১]ন তস্য বীজং রোহতি রোহকালে ন তস্য বর্ষং বর্ষতি বর্ষাকালে। ভীতং প্রপন্নং প্রদদাতি শত্রবে ন স ত্রাতারং লভতে ত্রাণমিচ্ছন্॥
মোঘমন্নং বিন্দতি চাপ্যচেতাঃ স্বর্গাল্লোকাদ্ ভ্রশ্যতি নষ্টচেষ্টঃ। ভীতং প্রপন্নং প্রদদাতি যো বৈ ন তস্য হব্যং প্রতিগৃহ্ণন্তি দেবাঃ॥
প্রমীয়তে চাস্য প্রজা হ্যকালে সদা বিবাসং পিতরোঽস্য কুর্বতে। ভীতং প্রপন্নং প্রদদাতি শত্রবে সেন্দ্রা দেবাঃ প্রহরন্ত্যস্য বজ্রম্॥

করলে যে অধর্ম হয় তা জেনে আমি ইন্দ্রাণীকে নহুষের হাতে সমর্পণ করতে পারি না। আপনারা এমন কোনো পথ নির্ণয় করুন, যাতে এঁর এবং আমার দুজনেরই মঙ্গল হয়।'

দেবতারা তখন ইন্দ্রাণীকে বললেন—'দেবী ! সমস্ত পৃথিবীর স্থাবর-জঙ্গম এক আপনার আধারেই স্থিত। আপনি পতিব্রতা এবং সত্যনিষ্ঠ। একবার নহুষের কাছে চলুন, আপনাকে কামনা করলে ওই পাপী শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হবে এবং দেবরাজ শক্র নাশ করে পুনরায় তাঁর ঐশ্বর্য লাভ করবেন।' নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য দেবতাদের কথামতো ইন্দ্রাণী সসংকোচে নহুষের কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে দেবরাজ নহুষ বললেন—'শুচিস্মিতে ! আমি ত্রিলোকের প্রভু ! অতএব হে সুন্দরী ! তুমি আমাকে পতিরূপে বরণ করো।' নহুষের কথা শুনে পতিব্রতা ইন্দ্রাণী ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি হাতজোড় করে ব্রহ্মাকে নমস্কার করে দেবরাজ নহুষকে বললেন—'সুরেশ্বর ! আমি আপনার কাছে কিছু সময় চাইছি। আমি এখনও জানিনা ইন্দ্র কোথায় গেছেন এবং ফিরে আসবেন কি না। তাঁর ঠিকমতো অনুসন্ধানের পরেও যদি সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহলে আমি আপনার সেবায় ব্যাপৃত হবো।' নহুষ বললেন—'সুন্দরী, তুমি যা বলছ, তাই হবে। শক্রর অনুসন্ধান করো। তুমি তোমার কথা স্মরণ রাখবে।'

নহুষের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে ইন্দ্রাণী বৃহস্পতির গৃহে গেলেন। ইন্দ্রাণীর কথায় অগ্নি এবং অন্যান্য দেবতা একত্রিত হয়ে ইন্দ্রের সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর তাঁরা দেবাদিদেব ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাকুল হয়ে বললেন—'দেবেশ্বর ! আপনি জগতের প্রভু এবং আমাদের আশ্রয়, পূর্বপুরুষ। সমস্ত প্রাণীর রক্ষার জন্যই আপনি বিষ্ণুরূপে অবস্থিত। ভগবান ! আপনার তেজে বৃত্রাসুর বিনাশপ্রাপ্ত হলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপের পাতক হন। আপনি তা হতে মুক্তি পাবার উপায় বলুন।' দেবতাদের কথা শুনে ভগবান বিষ্ণু বললেন—'ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করে আমার পূজা করুক। আমি তাকে

ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। এর ফলে সে সর্বভয় হতে মুক্ত হয়ে পুনরায় দেবতাদের রাজা হবে এবং দুষ্টবুদ্ধি নহুষ নিজ কুকর্মের ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।'

ভগবান বিষ্ণুর এই সত্য, শুভ এবং অমৃতময় বচন শুনে দেবতারা ঋষি এবং উপাধ্যায়দের সঙ্গে ইন্দ্র যেখানে ভীতব্যাকুল হয়ে লুকিয়ে ছিলেন সেখানে গেলেন। সেইখানে ইন্দ্রের শুদ্ধির জন্য ব্রহ্মহত্যানিবৃত্তিকারী অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ শুরু হল। যজ্ঞকারীগণ ব্রহ্মহত্যাকে বিভক্ত করে তা বৃক্ষ, নদী, পর্বত, পৃথিবী এবং নারীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। ফলে ইন্দ্র নিষ্পাপ ও নিঃশঙ্ক হলেন। কিন্তু তিনি নিজ স্থান অধিকার করতে এসে দেখলেন নহুষ দেবতাদের বরের প্রভাবে দুঃসহ হয়ে রয়েছে এবং নিজ দৃষ্টির প্রভাবে সে সমস্ত প্রাণীর শক্তিনাশ করে দেয়। তাই দেখে ইন্দ্র ভয়ে কম্পিত হয়ে সেখান থেকে ফিরে গেলেন এবং অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষায় অদৃশ্যভাবে বিচরণ করতে লাগলেন।

—০—

## ইন্দ্র কথিত যুক্তির দ্বারা নহুষের পতন এবং ইন্দ্রের পুনরায় দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া

যুধিষ্ঠির ! ইন্দ্র চলে গেলে ইন্দ্রাণী পুনরায় শোকসাগরে নিমগ্ন হলেন। তিনি দুঃখিত হয়ে 'হায় ইন্দ্র !' বলে বিলাপ করে বলতে লাগলেন—'আমি যদি দান করে থাকি, যজ্ঞ করে থাকি, গুরুজনদের সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করে থাকি, যদি আমি সত্যনিষ্ঠ হই এবং আমার পাতিব্রত্য ধর্ম অবিচল থাকে তাহলে আমাকে যেন কখনো অন্য পুরুষের দিকে তাকাতে না হয়। আমি উত্তরায়ণের অধিষ্ঠাত্রী রাত্রিদেবীকে প্রণাম জানাই, তিনি যেন আমার মনোরথ পূর্ণ করেন।' একবার তিনি একাগ্রচিত্তে রাত্রিদেবী উপশ্রুতির উপাসনা করে প্রার্থনা জানালেন যে, যে স্থানে দেবরাজ আছেন, তিনি যেন সেই স্থান দেখিয়ে দেন।

ইন্দ্রাণীর প্রার্থনা শুনে উপশ্রুতি দেবী মূর্তিমতি হয়ে আবির্ভূতা হলেন। তাঁকে দেখে ইন্দ্রাণী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পূজা করে বললেন—'দেবী ! আপনি কে ? আপনার পরিচয় জানতে আমি খুবই আগ্রহী।' উপশ্রুতি বললেন—'দেবী ! আমি উপশ্রুতি। তোমার সত্যের প্রভাবে আমি তোমাকে দর্শন দিতে এসেছি। তুমি পতিব্রতা, যম-নিয়মাদি যুক্ত, আমি তোমাকে ইন্দ্রের কাছে নিয়ে যাব। শীঘ্র তুমি আমার সঙ্গে এসো, দেবরাজের দর্শন লাভ করবে।' তারপর

উপশ্রুতি দেবীর পিছন পিছন ইন্দ্রাণী দেবতাদের বন, নানা পর্বত, হিমালয় লঙ্ঘন করে এক দিব্য সরোবরে পৌঁছলেন। সেই সরোবরে এক বিশাল সুন্দর কমল ছিল। সেটি এক উচ্চ নালবিশিষ্ট গৌরবর্ণ মহাকমল দিয়ে বেষ্টন করা ছিল। উপশ্রুতি সেই নাল ছিঁড়ে তার মধ্যে ইন্দ্রাণী সহ প্রবেশ করলেন, সেখানেই তাঁরা ইন্দ্রকে খুঁজে পেলেন। ইন্দ্রাণী পূর্বকর্ম স্মরণ করে ইন্দ্রের স্তুতি করলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবী ! তুমি কী করে এখানে এলে, কী করে আমার খোঁজ পেলে ?' ইন্দ্রাণী তাঁকে নহুষের সব কথা বলে নিজের সঙ্গে যেতে বললেন এবং নহুষকে বিনাশ করার জন্য প্রার্থনা করলেন।

ইন্দ্রাণীর কথা শুনে ইন্দ্র বললেন—'দেবী ! এখন নহুষের বলবৃদ্ধি পেয়েছে, ঋষিরা তাঁর বল অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব এখন পরাক্রম দেখাবার সময় নয়। আমি তোমাকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি, তুমি সেই অনুসারে কাজ করো। তুমি একান্তে নহুষের কাছে গিয়ে বলো সে যেন ঋষিদের দ্বারা পাল্কীবাহিত হয়ে তোমার কাছে আসে, তাহলেই তুমি প্রসন্ন হয়ে তার অধীন হবে।' দেবরাজের কথায় শচী 'যে আজ্ঞে' বলে নহুষের কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে নহুষ সহাস্যে বললেন—'সুন্দরী ! বলো, তোমার কী সেবা করব ? আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করছি তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।' ইন্দ্রাণী বললেন—'জগৎপতে ! আমি আপনার কাছে যে সময় চেয়েছিলাম, তা পূর্ণ হওয়ার প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি, তা আপনি চিন্তা করে দেখুন। আপনি যদি আমার সেই প্রণয়বাক্য পূর্ণ করেন, তাহলে আমি অবশ্যই আপনার অধীন হব। আমার ইচ্ছা ঋষিরা যেন আপনাকে পাল্কীতে বসিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসেন।'

নহুষ বললেন—'সুন্দরী ! তুমি তো এক অপূর্ব কথা বলেছ, এরকম বাহনে কেউ বোধহয় চড়েনি। এ আমার খুব মনোমত হয়েছে, আমাকে তোমার অধীন বলে মনে করো। এখন সপ্তর্ষি এবং মহর্ষিরা আমার পাল্কী বহন করবেন।' এই বলে রাজা নহুষ ইন্দ্রাণীকে বিদায় জানালেন এবং অত্যন্ত কামাসক্ত হয়ে ঋষিগণ দ্বারা পাল্কী বহন করাতে লাগলেন।

শচী তখন বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন—'নহুষ আমাকে যে সময় দিয়েছিলেন, তার সামান্যই অবশেষ আছে। এবার আপনি শীঘ্র ইন্দ্রের অনুসন্ধান করুন। আমি আপনার ভক্ত, আমায় কৃপা করুন।' বৃহস্পতি বললেন—'ঠিক আছে তুমি দুষ্ট বুদ্ধি নহুষকে ভয় পেয়ো না। নরাধম ঋষিদের দিয়ে পাল্কী বহন করায়, ধর্মের কোনো স্থানই তার নেই। মনে করো এবারই তার শেষ। সে এখানে আর থাকতে পারবে না। ভয় পেয়ো না, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।' তারপর মহাতেজস্বী বৃহস্পতি অগ্নি প্রজ্বলিত করে উত্তমরূপে যজ্ঞ করলেন এবং অগ্নিকে ইন্দ্রের

অনুসন্ধান করতে বললেন। তাঁর আদেশে অগ্নি নানাস্থানে খুঁজতে খুঁজতে সেই সরোবরে গিয়ে পৌঁছলেন যেখানে ইন্দ্র লুকিয়ে ছিলেন। তিনি সেই কমলনালের তন্তুতে ইন্দ্রকে দেখে বৃহস্পতিকে জানালেন যে, ইন্দ্র অণুমাত্ররূপ ধারণ করে কমলনালের তন্তুতে লুকিয়ে আছেন। তাঁর কথা শুনে বৃহস্পতি সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্বদের নিয়ে সেখানে এলেন এবং ইন্দ্রের প্রাচীন কর্মসমূহের উল্লেখ করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। তখন ক্রমশ ইন্দ্রের তেজ বাড়তে লাগল এবং তিনি পূর্বরূপ ধারণ করে শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তিনি তখন বৃহস্পতিকে বললেন—'বলুন, আপনার কী কাজ বাকি আছে ? মহাদৈত্য বিশ্বরূপ এবং বিশালকায় বৃত্রাসুর উভয়েরই অন্ত হয়েছে।' বৃহস্পতি বললেন—'দেবরাজ, নহুষ নামে এক মানবরাজা দেবতা ও ঋষিদের তেজে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁদের অধিপতি হয়েছে। সে আমাদের ভীষণ জ্বালাতন করছে। তুমি তাকে বধ করো।'

'বৃহস্পতি যখন ইন্দ্রকে এই কথা বলছিলেন, তখন কুবের, যম, চন্দ্র এবং বরুণও সেখানে এলেন এবং সকলে মিলে নহুষের বধের উপায় ভাবতে লাগলেন। এর-মধ্যে পরম তপস্বী ঋষি অগস্ত্যও সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি ইন্দ্রকে অভিনন্দন করে বললেন—'আনন্দের কথা যে বিশ্বরূপ এবং বৃত্রাসুরকে বধ করা হয়েছে। আজ নহুষও দেবরাজপদ হতে ভ্রষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।' ইন্দ্র অগস্ত্যমুনিকে যথারীতি আপ্যায়ন করলেন, তিনি আসন গ্রহণ করলে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! আমি জানতে চাই পাপবুদ্ধি নহুষের পতন হল কীভাবে ?' মহর্ষি অগস্ত্য বললেন—'দুষ্টচিত্ত নহুষের যার জন্য স্বর্গ হতে পতন হয়েছে, তা বলছি শোনো। মহাভাগ দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি পাপাত্মা নহুষের পাল্কীবহন করেছিলেন। সেইসময় ঋষিদের সঙ্গে তার বিবাদ হয় এবং অধর্মে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় সে আমার মস্তকে পদাঘাত করে, তাতে তার তেজ ও কান্তি নষ্ট হয়ে যায়। আমি তাকে বলি—রাজন্ ! তুমি প্রাচীন মহর্ষিদের আচার-আচরণ নিয়ে দোষারোপ করছ, ব্রহ্মার ন্যায় তেজস্বী ঋষিদের দিয়ে

পাল্কী বহন করাচ্ছ এবং আমার মস্তকে পদাঘাত করেছ, অতএব তুমি পুণ্যহীন হয়ে পৃথিবীতে পতিত হও। এখন তুমি দশ হাজার বছর ধরে অজগরের রূপধারণ করে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াবে। এইসময় অতিক্রান্ত হলে আবার স্বর্গলাভ করবে। এইভাবে আমার শাপে সে ইন্দ্রপদচ্যুত হয়েছে। এখন তুমি স্বর্গে গিয়ে সব লোক পালন করো।'

'তখন দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে অগ্নি, বৃহস্পতি, যম, বরুণ, কুবের সমস্ত দেবতা গন্ধর্ব এবং অপ্সরাসহ দেবলোকে গেলেন। সেখানে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে থেকে আনন্দে সব লোক পালন করতে লাগলেন। ইত্যবসরে ভগবান অঙ্গিরা সেখানে পদার্পণ করলেন। ভগবান অঙ্গিরা অথর্ববেদের মন্ত্রদ্বারা দেবরাজের পূজা করলেন। ইন্দ্র এতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিলেন, 'আপনি অথর্ববেদ গান করেছেন, তাই এই বেদে আপনি অথর্বাঙ্গিরা নামে বিখ্যাত হবেন এবং যজ্ঞের ভাগও প্রাপ্ত হবেন।' এইভাবে অথর্বাঙ্গিরা ঋষিকে আপ্যায়ন করে ইন্দ্র তাঁকে বিদায় জানালেন। তারপর তিনি সমস্ত দেবতা এবং তপোধন ঋষিদের আদর আপ্যায়ন করে ধর্মপূর্বক প্রজাপালন করতে লাগলেন।'

## শল্যের বিদায় গ্রহণ এবং কৌরব ও পাণ্ডবদের সৈন্যসংগ্রহের বর্ণনা

মহারাজ শল্য বললেন—'যুধিষ্ঠির ! ইন্দ্রকে এইভাবে সপত্নীক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল এবং শত্রুকে বধ করার জন্য অজ্ঞাতবাসও করতে হয়েছিল। সুতরাং তোমাকে যদি দ্রৌপদী এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে বনে কষ্ট সহ্য করতে হয় তার জন্য তুমি অসন্তুষ্ট হয়ো না। বৃত্রাসুরকে বধ করে যেমন ইন্দ্র রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন তেমনই তুমিও রাজ্য ফিরে পাবে। ঋষি অগস্ত্যের অভিশাপে যেমন নহুষের পতন হয়েছিল, তেমনই তোমার শত্রু কর্ণ এবং দুর্যোধনাদিরও বিনাশ হবে।'

রাজা শল্য এইভাবে সান্ত্বনা দেওয়ায় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর বিধিমতো আপ্যায়ন করলেন। তারপর মদ্ররাজ শল্য যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদায় নিয়ে সেনাসহ দুর্যোধনের কাছে চলে এলেন।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর যাদব মহারথী সাত্যকি বিশাল এক চতুরঙ্গিণী সৈন্য নিয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। তাঁর সৈন্যদল বিভিন্ন দেশের বীরগণের দ্বারা সুশোভিত ছিল। নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে তারা সুসজ্জিত ছিল। তারপর এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এলেন, এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এলেন জরাসন্ধের পুত্র জয়ৎসেন এবং পাণ্ড্যরাজও সমুদ্রতীরবর্তী নানা যোদ্ধাকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সেবায় উপস্থিত হলেন। এইভাবে বিভিন্ন দেশের সৈন্য সমাগম হওয়ায় পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যদল অত্যন্ত আকর্ষক, ভব্য এবং শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠল। মহারাজ দ্রুপদের সেনা ও তাঁর মহারথী পুত্র এবং দেশ-বিদেশ থেকে আসা শূরবীরদের সমাবেশে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের সেনাদলে বহু পার্বত্য রাজা ছিলেন। তাঁরাও পাণ্ডবদের শিবিরে যোগদান করলেন।
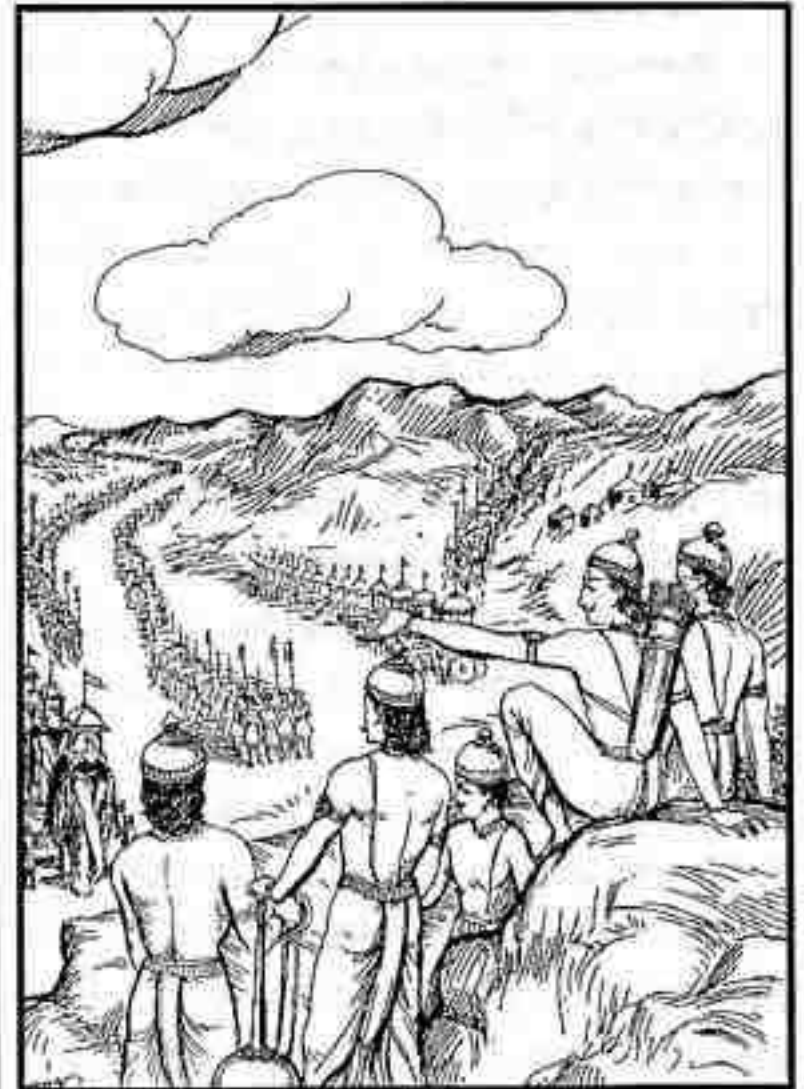
এইভাবে নানাস্থান থেকে আগত সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য মহাত্মা পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করল। কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসুক এই বিশাল বাহিনী দেখে পাণ্ডবরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

এদিকে রাজা ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে কৌরবদের উৎসাহ বর্ধন করলেন, তাঁর সৈন্যদলে চীন, কিরাত দেশের বীরগণ ছিল। রাজা দুর্যোধনের পক্ষে আরও কয়েক দেশের রাজা এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্য দিয়ে এলেন। কৃতবর্মা, ভোজ, অন্ধক এবং কুকুরবংশীয় যাদব বীরদের সঙ্গে অক্ষৌহিণী সৈন্য দিয়ে দুর্যোধনের সমীপে উপস্থিত হলেন। সিন্ধু সৌবীর দেশের জয়দ্রথ প্রমুখ রাজাদের সঙ্গেও কয়েক অক্ষৌহিণী সেনা এল। কম্বোজ দেশের রাজা সুদক্ষিণ শক এবং যবন বীরদের সঙ্গে এলেন, তাঁর সঙ্গেও এক অক্ষৌহিণী সেনা ছিল। মাহিষ্মতী পুরীর রাজা নীল দক্ষিণ দেশের মহাবলী বীরদের সঙ্গে এলেন। অবন্তী দেশের রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ এক-এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে দুর্যোধনের সেবায় উপস্থিত হলেন। কেকয় দেশের রাজারা ছিলেন পাঁচভাই। তাঁরাও এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এসে কুরুরাজকে প্রসন্ন করলেন। এছাড়াও এদিক সেদিক থেকে অন্যান্য রাজারা আরো তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে এলেন। দুর্যোধনের পক্ষে এইভাবে সর্বমোট একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্রিত হল। তাঁরা সব নানাপ্রকার ধ্বজা-পতাকায় সুশোভিত হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। পঞ্চনদ, কুরুজাঙ্গল, রোহিতবন, মারবাড়, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাতট, বারণ, বটধান এবং যমুনাতটের পার্বত্য প্রদেশ—এই সমস্ত ধন-ধান্যপূর্ণ বিস্তৃত ক্ষেত্র কৌরব সেনায় ভরে গিয়েছিল। মহারাজ দ্রুপদ তাঁর যে পুরোহিতকে দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন, তিনি এইসব একত্রিত কৌরব সৈন্য দেখলেন।

—o—

## দ্রুপদের পুরোহিতের সঙ্গে ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্রের মত বিনিময়

বৈশম্পায়ন বললেন—দ্রুপদের পুরোহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর তাঁকে সাদর আপ্যায়ন করলেন। পুরোহিত প্রথমে নিজ পক্ষের কুশল-সমাচার জানালেন, পরে তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি সমস্ত সেনাপতিদের সমক্ষে বলতে লাগলেন—'একথা সকলেই জানেন যে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ে একই পিতার পুত্র ; তাই পিতার সিংহাসনে দুজনেরই সমান অধিকার। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা তাঁদের পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হলেও পাণ্ডুর পুত্ররা তা পাননি—তার কারণ কী ? কৌরবরা বহুবার নানা উপায়ে পাণ্ডবদের বধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আয়ু ছিল, তাই তাঁদের যমলোকে পাঠাতে পারেননি। এত কষ্ট সহ্য করেও তাঁরা নিজ শক্তিতে রাজ্যের বৃদ্ধি করেছিলেন, কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ শকুনির সঙ্গে মিলিত হয়ে ছলনা দ্বারা পাণ্ডবদের সমস্ত রাজ্য অধিকার করে নিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তা অনুমোদন করেছেন এবং পাণ্ডবগণ ত্রয়োদশবর্ষ ধরে অসহায় হয়ে বনে বাস করেছেন। সমস্ত অপরাধ ভুলে তাঁরা এখনও কৌরবদের সঙ্গে সবকিছু মিটিয়ে নিতে চান। সুতরাং দুই পক্ষের কথা মনে রেখে হিতৈষীগণের উচিত দুর্যোধনকে বোঝানো। পাণ্ডবরা বীর হলেও কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না। তাঁদের ইচ্ছা এই যে, যুদ্ধে প্রাণীবধ না করে যদি তাঁরা তাঁদের অংশ পেয়ে যান, সেটাই মঙ্গল। দুর্যোধন যে লাভের কথা মনে রেখে যুদ্ধ করতে চাইছেন, তা কখনোই সফল হবে না। পাণ্ডবরাও কম শক্তিশালী নন। যুধিষ্ঠিরের কাছে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য আছে এবং তারা যুদ্ধের জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে। এতদ্ব্যতীত পুরুষসিংহ সাত্যকি, ভীম, নকুল এবং সহদেব—এঁরা একাই হাজার অক্ষৌহিণী সেনার সমান। অর্জুন একাই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে জয় করতে সক্ষম। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণও তাই । পাণ্ডব সৈন্যদলে প্রাবল্য, অর্জুনের পরাক্রম এবং শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা দেখে কোন ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহস করবেন ? সুতরাং ধর্ম এবং সময়ের কথা ভেবে আপনারা পাণ্ডবদের যে অংশ প্রাপ্য, তা শীঘ্র প্রদান করুন। এই উপযুক্ত সময় যেন বৃথা না চলে যায়, তা স্মরণে রাখবেন।'

পুরোহিতের বক্তব্য শুনে মহাবুদ্ধিমান ভীষ্ম তাঁর অত্যন্ত প্রশংসা করে এক সময়োচিত কথা বললেন—'ব্রহ্মন্! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে সকল পাণ্ডব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কুশলে আছেন। শুনে সুখী হলাম যে তাঁরা অন্যান্য রাজাদের কাছে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা ধর্মে তৎপর রয়েছেন জেনেও আনন্দলাভ করলাম। পাঁচ ভ্রাতা যে যুদ্ধের চিন্তা ছেড়ে ভ্রাতা-বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধি করতে

চান, একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। মহারথী কিরীটধারী অর্জুন প্রকৃতই বলবান এবং অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ; ওর সঙ্গে যুদ্ধে সম্মুখীন হওয়ার সাহস কার আছে ? সাক্ষাৎ ইন্দ্রেরও এত ক্ষমতা নেই, অতএব অন্য ধনুর্ধরদের আর কীকথা ? আমার বিশ্বাস অর্জুনই ত্রিলোকে একমাত্র বীর !'

ভীষ্ম যখন এই কথা বলছিলেন তখন কর্ণ ক্রোধান্বিত হয়ে ধৃষ্টতাপূর্বক তাঁর কথার মাঝখানে বলতে লাগলেন—

'ব্রহ্মন্ ! অর্জুনের পরাক্রমের কথা কারো অজানা নয়, বারবার তা উল্লেখ করে কী লাভ ? এসব পূর্বের কথা। শকুনি দুর্যোধনের হয়ে যুধিষ্ঠিরকে পাশাতে হারিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁরা একটি শর্ত মেনে বনে গিয়েছিলেন। সেই শর্ত পূরণ না করেই তাঁরা মৎস্য এবং পাঞ্চাল দেশের ভরসায় মূর্খের মতো পৈতৃক সম্পত্তি নিতে চাইছেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের ভয়ে রাজ্যের এক চতুর্থাংশও দেবেন না। যদি তাঁরা পিতৃপুরুষের রাজ্য নিতে চান, তাহলে প্রতিজ্ঞা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁদের পুনরায় বনে যেতে হবে। তারা যদি ধর্মত্যাগ করে যুদ্ধ করতেই অবতীর্ণ হয়, তবে এই কৌরব বীরদের কাছে এলে আমার কথা ভালোমতোই মনে পড়বে।'

পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'রাধাপুত্র ! মুখে বলার দরকার কী ? একবার অর্জুনের পরাক্রমের কথা স্মরণ কর, যখন বিরাটনগরের যুদ্ধে সে একাই ছয় মহারথীকে পরাস্ত করেছিল। তোমার পরাক্রম সেই সময়েই দেখা গেছে, বহুবার তুমি তার সামনে থেকে পরাজয় বরণ করে ফিরেছিলে। আমরা যদি এই ব্রাহ্মণের কথা অনুযায়ী কাজ না করি তাহলে অবশ্যই এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের হাতে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।'

ভীষ্মের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সম্মান জানালেন এবং ভীষ্মকে প্রসন্ন করার জন্য কর্ণকে ধমক দিয়ে বললেন—'ভীষ্ম যা বললেন, তাতে আমাদের এবং পাণ্ডবদের উভয়েরই মঙ্গল। এতে জগতেরও কল্যাণ। ব্রাহ্মণদেবতা ! আমি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের কাছে পাঠাবো। আপনি সত্বর ফিরে যান।' এই বলে ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতকে সাদর আপ্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন করে পাণ্ডবদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

—o—

## ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্জয়কে সভায় ডেকে বললেন—'সঞ্জয় ! সকলে বলছে পাণ্ডবরা উপপ্লব্য নামক স্থানে বসবাস করছেন। তুমি সেখানে গিয়ে তাঁদের খবর নাও। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে সম্মান করে বলবে—'অত্যন্ত আনন্দের কথা যে আপনারা এখন নিজ স্থানে ফিরে এসেছেন।' তাঁদের কুশল সংবাদ নেবে এবং আমাদের কুশল সংবাদ তাঁদের জানাবে। তাঁরা কদাপি বনবাসের উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তবুও তাঁরা আমাদের ওপর ক্রোধপ্রকাশ করেননি। প্রকৃতই তাঁরা অত্যন্ত নিষ্কপট এবং সজ্জনের উপকারকারী। সঞ্জয় ! আমি কখনো পাণ্ডবদের অধর্ম করতে দেখিনি। এঁরা নিজ পরাক্রমে লক্ষ্মীলাভ করেও সমস্তই আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সর্বদাই ওদের দোষ দেখতাম ; কিন্তু কখনোই ওদের মধ্যে একটিও দোষ খুঁজে পাইনি, যাতে তাঁদের নিন্দা করতে পারা যায়। তাঁরা অসময়ে বন্ধুদের অর্থপ্রদান করে সাহায্য করে থাকেন।

প্রবাসে গিয়েও তাঁদের আচার-ব্যবহারে কোনো পার্থক্য হয়নি। তাঁরা সকলকেই যথোচিত আদর আপ্যায়ন করেন। আজমীঢ় বংশীয় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দুর্যোধন এবং কর্ণ ব্যতীত এদের কোনো শত্রুই নেই। সুখ এবং প্রিয়জন বিচ্ছিন্ন এই পাণ্ডবদের ক্রোধকে এই দুজনেই বাড়িয়ে থাকে। মূর্খ দুর্যোধন পাণ্ডবদের জীবিতকালেই তাদের অংশ অপহরণ করে নিতে চায়। যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, সাত্যকি, নকুল, সহদেব এবং সমস্ত সৃঞ্জয়বংশীয় বীর রয়েছেন, তাঁদের রাজ্যের অংশ যুদ্ধ করার আগেই দিয়ে দেওয়া মঙ্গলের হবে। গাণ্ডীবধারী অর্জুন একাই রথে বসে সমস্ত পৃথিবীকে নিজ অধিকারে আনতে সক্ষম। তেমনই বিজয়ী এবং দুর্ধর্ষ বীর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণও ত্রিলোকের প্রভু এবং পাণ্ডবদের সখা। ভীমের ন্যায় গদাধারী এবং হাতীতে চড়ে যুদ্ধ করায় কেউই সমকক্ষ নয়। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করলে সে আমার পুত্রদের পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবে। সাক্ষাৎ ইন্দ্রও তাঁকে পরাস্ত করতে পারেন না। মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেবও শুদ্ধচিত্ত এবং বলবান। দুটি বাজ যেমন পক্ষীকুলকে নষ্ট করে, এঁরা দুভাই তেমনই শত্রুদের জীবিত রাখবে না। পাণ্ডবপক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত বড় যোদ্ধা। মৎস্য নরেশ বিরাটও পুত্রসহ পাণ্ডবদের সহায়ক, তিনি যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত বড় ভক্ত। পাঞ্চালদেশের রাজাও বহুবীর নিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্যে এসেছেন। সাত্যকি তো এঁদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আছেনই।

'কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা, লজ্জাশীল এবং বলবান। কারও প্রতি তাঁর শত্রুভাব নেই। দুর্যোধন তাঁর সঙ্গে কপটতা করেছে। ক্রোধান্বিত হয়ে যুধিষ্ঠির আমার ছেলেদের ভস্ম না করে দেয়। আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধকে যত ভয় পাই তত শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবে পাই না ; কারণ

যুধিষ্ঠির একজন বড় তপস্বী এবং নিয়ম অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। সুতরাং তিনি যা সংকল্প করেন, তা পূর্ণ অবশ্যই হয়। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি রাখেন, তাঁকে আত্মার সমান দেখেন। কৃষ্ণ অত্যন্ত বিদ্বান এবং সদা পাণ্ডবদের হিতসাধনে তৎপর। তিনি সন্ধির কথা বললে যুধিষ্ঠির তা অবশ্যই মেনে নেবেন। সঞ্জয় ! তুমি আমার হয়ে এঁদের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করবে এবং রাজাদের মধ্যে যথোচিত কথাবার্তা বলবে। ভরতবংশের যাতে মঙ্গল হয়, পরস্পর ক্রোধ এবং মনোমালিন্য বৃদ্ধি না পায় এবং যুদ্ধের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়—সেইভাবে আলোচনা করবে।'

---o---

## উপপ্লব্য নগরে সঞ্জয় এবং যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথায় সঞ্জয় পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপপ্লব্য নগরে গেলেন। সেখানে তিনি প্রথমে কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন, তারপর প্রসন্ন বদনে বললেন—'রাজন্ ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আজ আপনাদের সকলকে কুশলে দেখা গেল। অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলে কুশলে আছেন তো ? সত্যব্রতধারিণী বীরপত্নী রাজকুমারী দ্রৌপদী প্রসন্ন আছেন তো ?'

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'সঞ্জয় ! তোমাকে স্বাগত জানাই, তোমার সাক্ষাৎ লাভ করে আমরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি ভ্রাতৃগণসহ কুশলে আছি। আমাদের পিতামহ

ভীষ্ম কুশলে আছেন তো, আমাদের ওপর তাঁর স্নেহ পূর্বের মতো বজায় আছে তো ? পুত্রগণসহ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মহারাজ বহ্লীক কুশলে আছেন তো ? সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, রাজা শল্য, সপুত্র দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্য—এই সকল প্রধান ধনুর্ধরও ভালো আছেন তো ? ভরতবংশের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী, মাতাগণ এঁদের কোনো কষ্ট নেই তো ? যাঁরা রন্ধনকার্য করেন, গৃহকাজ করেন তাঁরা, তাঁদের পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী, ভাগিনেয় সকলে স্বচ্ছন্দভাবে আছেন তো ? রাজা দুর্যোধন পূর্বের মতোই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করেন তো ? আমি তাঁদের যে বৃত্তি প্রদান করেছিলাম, তা তিনি ফিরিয়ে নেননি তো ? কৌরব প্রজাগণ কখনো একত্রিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনকে আমাকে রাজ্যভাগ দেওয়ার কথা বলেন কী ? রাজ্যে ডাকাত ও লুটেরা দেখে কখনো কি তাঁদের অর্জুনের কথা মনে পড়ে ? কেননা অর্জুন একই সঙ্গে একষট্টিটি বাণ চালাতে সক্ষম, ভীমও যখন গদা হাতে করেন, শত্রু ভয়ে কম্পিত হয়। তাঁরা কি সেই পরাক্রমশালী ভীমকে স্মরণ করেন ? মহাবলী এবং অতুল পরাক্রমশালী নকুল ও সহদেবকে তাঁরা ভুলে যাননি তো ? মন্দবুদ্ধি দুর্যোধনাদি যখন দুর্বুদ্ধিবশত ঘোষ যাত্রার জন্য বনে গিয়ে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শত্রুদের হাতে বন্দী হন, সেইসময় ভীম ও অর্জুনই তাঁদের রক্ষা করেন—একথা তাঁর স্মরণে আছে কি না ? সঞ্জয় ! আমার তো মনে হয় সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত, শুধুমাত্র একবারের উপকারের দ্বারা দুর্যোধনের মতি ফেরানো যাবে না।'

সঞ্জয় বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি যাঁদের কথা বললেন তাঁরা সকলেই সানন্দে আছেন। দুর্যোধন তো শত্রুদেরও দান করেন, সুতরাং ব্রাহ্মণদের বৃত্তি তিনি কেন ফিরিয়ে নেবেন ? ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে বারণ করেন। তাঁরা আপনাদের প্রতি যে ব্যবহার করেন, তা শুনে তিনি মনে মনে কষ্ট পান। কেননা তিনি আগত ব্রাহ্মণদের কাছে শুনে থাকেন যে 'মিত্রদ্রোহ সব থেকে বড় পাপ'। যুদ্ধের কথা হলে ধৃতরাষ্ট্র বীরাগ্রণী অর্জুন, গদাধারী ভীম এবং রণধীর নকুল—সহদেবের কথা সর্বদা চিন্তা করেন। অজাতশত্রু ! এখন আপনিই এমন কোনো পথ প্রদর্শন করুন যাতে কৌরব, পাণ্ডব এবং সৃঞ্জয় বংশের সকলে সুখে থাকে। এখানে যে রাজারা উপস্থিত, তাঁদের সংবাদ দিন। আপনার পুত্র ও মন্ত্রীদেরও সঙ্গে রাখুন। তারপর আপনার জেষ্ঠতাত যে বার্তা পাঠিয়েছেন, তা শুনুন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সঞ্জয় ! এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং রাজা বিরাট উপস্থিত ; পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সবাই আছেন। এখন ধৃতরাষ্ট্রের সংবাদ বলুন।'

সঞ্জয় বললেন—'রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তি চান, যুদ্ধ নয়। তিনি অত্যন্ত উতলা হয়ে রথ প্রস্তুত করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমার মনে হয় ভাই, পুত্র এবং কুটুম্বসহ রাজা যুধিষ্ঠিরও এই কথা অনুমোদন করবেন। এতে পাণ্ডবদের মঙ্গল হবে। কুন্তী পুত্রগণ ! আপনারা দিব্য শরীর, নম্রতা, সারল্য ও সব ধর্ম এবং উত্তমগুণসম্পন্ন, আপনাদের জন্মও উত্তম বংশে। আপনারা অত্যন্ত দয়ালু, দানশীল এবং স্বভাবতই শীলবান ও কর্মের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত। আপনাদের হৃদয় সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ, তাই আপনাদের দ্বারা কোনো অমর্যাদাকর কাজ হওয়া অসম্ভব। পরিষ্কার সাদা কাপড়ে কোনো দাগ পড়লে তা যেমন স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে, তেমনি আপনাদের মধ্যে কোনো দোষ থাকলে তা গোপন থাকত না। যে কর্মের দ্বারা সকলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, যা সর্বপ্রকারের পাপের জন্মদাতা এবং পরিণামে যা নরকগামী করে, এমন ভাবে

যুদ্ধের মতো ঘোর কর্মে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রবৃত্ত হতে চায় ? সেখানে জয়-পরাজয় দুই-ই সমান। কুন্তীর পুত্ররা কীকরে অধম ব্যক্তিদের ন্যায় এরূপ কর্ম করতে উদ্যত হতে পারে, যারা ধর্ম বা অর্থ কোনোটিই প্রদান করে না। এখানে ভগবান বাসুদেব আছেন, বয়োবৃদ্ধ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ আছেন ; এঁদের আমি প্রণাম করে প্রসন্ন করতে চাই। আমি হাত জোড় করে আপনাদের শরণ নিচ্ছি ; আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে যাতে কৌরব এবং সৃঞ্জয়বংশের কল্যাণ হয়, তাই করুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন আমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই ফেরাবেন না। আমি তো মনে করি, চাইলে অর্জুন প্রাণও দিতে পারেন। এইসব ভেবেই আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, সন্ধিই শান্তির সর্বোত্তম উপায়। পিতামহ ভীষ্ম এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও এই অভিমত।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সঞ্জয় ! তুমি এমন কী শুনেছ, যাতে আমার যুদ্ধের ইচ্ছা আছে জেনে ভীত হচ্ছ ? যুদ্ধ করার থেকে না করাই ভালো। সন্ধির প্রস্তাব পেলে কে যুদ্ধ করতে চাইবে ? আমি মনে করি বিনা যুদ্ধে যদি সামান্য লাভ হয়, তাকেই যথেষ্ট বলে মেনে নেওয়া উচিত। সঞ্জয় ! তুমি জানো বনে আমরা কত কষ্ট সহ্য করেছি। তা সত্ত্বেও তোমার কথায় আমরা কৌরবদের অপরাধ ক্ষমা করতে পারি। কৌরবরা আমাদের সঙ্গে আগে যে ব্যবহার করেছে এবং পাশা খেলার পরে আমরা ওদের সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করেছি, তা তোমার অজানা নেই। এখনও সব কিছু তেমনই হতে পারে। তোমার কথা অনুযায়ী আমরা শান্তি অবলম্বন করব। কিন্তু তা তখনই সম্ভব, যখন ইন্দ্রপ্রস্থ আমার রাজ্য থাকবে এবং দুর্যোধন এই কথা মেনে ওই রাজ্য আমাদের ফেরত দেবে।'

সঞ্জয় বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! আপনার প্রতিটি কাজ ধর্মযুক্ত—একথা লোকপ্রসিদ্ধ এবং তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এই জীবন অনিত্য হলেও কীর্তি দ্বারা মহাযশ প্রাপ্তি হতে পারে—এই কথা ভেবে আপনি আপনার কীর্তিনাশ করবেন না। হে অজাতশত্রু ! যদি কৌরবরা যুদ্ধবিনা আপনাদের রাজ্যভাগ দিতে না চায় তাহলে আমি যুদ্ধ করে সমস্ত রাজ্য পাওয়ার বদলে অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশীয় রাজাদের রাজ্যে ভিক্ষা করেও জীবন নির্বাহ করা ভালো বলে মনে করি। মানুষের জীবন খুবই অল্প সময়ের, তা সর্বদাই ক্ষয়িষ্ণু, দুঃখময় ও চঞ্চল। অতএব হে পাণ্ডব ! এই জীবন সংহার আপনার যশের অনুকূল নয়। আপনি যুদ্ধরূপ পাপে প্রবৃত্ত হবেন না। ইহজগতে ধনের তৃষ্ণা বন্ধন প্রদানকারী, তাতে আবদ্ধ হলে ধর্মে বাধা আসে। যিনি ধর্মের অঙ্গীকার করেন, তিনি জ্ঞানী। ভোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অর্থসিদ্ধির দ্বারা ভ্রষ্ট হয়ে যায়। যারা ব্রহ্মচর্য এবং ধর্মাচরণ পরিত্যাগ করে অধর্মে প্রবৃত্ত হয় আর যারা মূর্খতাবশত পরলোকে অবিশ্বাস করে, সেই সব অজ্ঞানী মৃত্যুর পর অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে। পরলোকে গমন করলেও নিজের কৃত পুণ্যপাপরূপী কর্মগুলি নষ্ট হয় না। প্রথমে পাপ-পুণ্য মানুষের অনুগমন করে তারপর মানুষকেই তার পিছনে চলতে হয়। শরীর থাকতেই যে কোনো সৎকর্ম করা সম্ভব, মৃত্যুর পর আর কিছুই করা সম্ভব নয়। আপনি পরলোকে সুখ পাওয়ার মতো অনেক পুণ্য কর্ম করেছেন, সৎপুরুষরা যার প্রশংসা করে থাকেন। এরপর যদি আপনাদের আবার যুদ্ধরূপ পাপকর্ম করতে হয়—তার থেকে চিরকালের মতো আপনারা বনে বাস করুন—তাই ভালো। বনবাসে দুঃখ হলেও, ধর্ম আছে। কুন্তীনন্দন ! আপনার বুদ্ধি কখনো অধর্মে নিযুক্ত হয় না ; আপনি ক্রোধবশতও যে কখনো পাপকর্ম করেছেন তা বলা যায় না। তাহলে বলুন, কীজন্য আপনি আপনার বিবেচনা বিরুদ্ধ কাজ করতে চাইছেন ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সঞ্জয় ! সর্ব কর্মের মধ্যে ধর্মই যে শ্রেষ্ঠ, তোমার একথা ঠিক। কিন্তু আমি যা করতে চলেছি, তা ধর্ম না অধর্ম—প্রথমে তার বিচার করো, তারপর আমার নিন্দা করবে। কোথাও অধর্মই ধর্মের বেশ ধারণ করে, কোথাও সম্পূর্ণ ধর্মই অধর্মরূপে প্রতীত হয় আবার কোথাও ধর্ম নিজ স্বরূপেই অবস্থান করে। বিদ্বান ব্যক্তিরা নিজ বুদ্ধির দ্বারা তার পরীক্ষা করেন। এক বর্ণের কাছে যা ধর্ম, অপর বর্ণের কাছে তা অধর্ম। এইভাবে যদিও ধর্ম ও অধর্ম নিত্যই বিরাজমান, আপৎকালে তার একটু-আধটু পরিবর্তন হয়ে থাকে। যে ধর্ম যার কাছে প্রধান বলা হয়, তাই তার কাছে প্রমাণভূত। অন্যের দ্বারা আপৎকালেই তা ব্যবহৃত হতে পারে। জীবিকার্জন সর্বতোভাবে নষ্ট হলে যে বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করলে জীবন রক্ষা এবং সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হতে পারে, তারই আশ্রয় নেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি আপৎকাল না হলেও সেই সময়ের ধর্মপালন করে এবং যে ব্যক্তি আপৎগ্রস্ত হয়েও সেই অনুযায়ী জীবিকানির্বাহ করে না তারা উভয়েই নিন্দার পাত্র। জীবিকার মুখ্য সাধন না হলেও ব্রাহ্মণরা যাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হয়, তাই বিধাতা অন্য বর্ণের বৃত্তি থেকে জীবিকা চালিয়ে ব্রাহ্মণদের জন্য

প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী তুমি যদি আমাকে বিপরীত আচরণ করতে দেখো, তাহলে অবশ্যই নিন্দা করবে। মনীষী ব্যক্তিরা সত্ত্বাদি বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে সৎব্যক্তিদের কাছে ভিক্ষাগ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন, শাস্ত্রে তাঁদের ক্ষেত্রে এইরূপ বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণ নন, ব্রহ্মবিদ্যায় যাঁর নিষ্ঠা নেই, তাঁদের জন্য নিজ ধর্ম পালনই উত্তম বলে মানা হয়। আমার পিতৃ-পিতামহ এবং তাঁদেরও পূর্বপুরুষরা যে পথ মেনে এসেছেন এবং যজ্ঞের জন্য তাঁরা যা যা কর্ম করেছেন, আমিও সেই পথ এবং কর্ম মানি, তার বেশি নয়। অতএব আমি নাস্তিক নই। সঞ্জয় ! ইহজগতে যত ধন আছে, দেবতা, প্রজাপতি এবং ব্রহ্মলোকেও যে বৈভব আছে তা আমি যদি পাই, তাও আমি সেগুলি অধর্ম দ্বারা নিতে চাই না। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন, ইনি সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা, কুশল, নীতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণভক্ত এবং মনীষী। তিনি বলবান রাজাদের এবং ভোজবংশকে শাসন করেন। আমি যদি সন্ধি পরিত্যাগ করে অথবা যুদ্ধ করে নিজ ধর্মভ্রষ্ট হয়ে নিন্দাপাত্র হই, তাহলে ভগবান বাসুদেব এই বিষয়ে তাঁর বিবেচনা জানান, কারণ তিনি এই দুই পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি প্রত্যেক কর্মের পরিণাম জানেন, এঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। ইনি আমাদের সবথেকে প্রিয়, আমরা কখনো এঁর কথা অমান্য করতে পারি না।'

—o—

## সঞ্জয়ের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'সঞ্জয় ! আমি যেমন পাণ্ডবদের বিনাশ থেকে রক্ষা করতে চাই, তাঁদের ঐশ্বর্য ফিরে পেতে এবং প্রিয়কাজ করতে চাই, সেইরূপ বহুপুত্র-সম্পন্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শান্তি সমৃদ্ধিও কামনা করি। আমার একমাত্র ইচ্ছা যে দুপক্ষই শান্ত থাক। রাজা যুধিষ্ঠিরও শান্তিপ্রিয়, একথা শুনেছি এবং পাণ্ডবদের সামনে তা স্বীকারও করছি। কিন্তু সঞ্জয় ! শান্তি হওয়া কঠিন বলে মনে হয় ; ধৃতরাষ্ট্র যখন তাঁর পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লোভের বশে এঁদের রাজ্য দখল করে নিতে চান, তাহলে বিবাদ বৃদ্ধি পাবে না কেন ? তুমি জান যে আমার দ্বারা অথবা যুধিষ্ঠিরের দ্বারা ধর্মলোপ পেতে পারে না ; তাহলে উৎসাহের সঙ্গে নিজ ধর্মপালনকারী যুধিষ্ঠিরের ধর্মলোপের আশঙ্কা তোমার কেন হচ্ছে ? ইনি তো প্রথম থেকেই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কুটুম্বদের সঙ্গে আছেন ; নিজের রাজ্য ভাগ প্রাপ্ত করার যে প্রয়াস ইনি করেছেন, তাকে তুমি ধর্মলোপ বলছ কেন ? গার্হস্থ্যজীবনেও তো এর বিধান আছে ; ব্রাহ্মণরাই এইসব ত্যাগ করে বনবাসের কথা ভাবেন। কেউ হয়তো গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকে কর্মযোগের দ্বারা পারলৌকিক সিদ্ধি হওয়া মানেন, কেউ কর্ম ত্যাগ করে জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধি প্রতিপাদন করেন ; কিন্তু খাওয়া-দাওয়া না করলে ক্ষুধা দূর হয় না। তাই ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানীর জন্যেও গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা নেওয়ার বিধান আছে। এই জ্ঞানযোগের বিধিরও কর্মের সঙ্গেই

বিধান করা আছে ; জ্ঞানপূর্বক যে কর্ম করা হয় তা ছিন্ন হয়ে যায়, বন্ধনকারক হয় না। এরমধ্যে কর্মত্যাগ করে যাঁরা শুধু সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাঁরা দুর্বল ; তাঁদের কথার কোনো মূল্য নেই। সঞ্জয় ! তুমি তো সব ধর্মের কথাই জানো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের ধর্মও তোমার

অজ্ঞাত নয়। এরূপ জ্ঞানবান হয়েও তুমি কৌরবদের জন্য কেন হঠকারী কাজ করছ ? রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদা স্বাধ্যায় করেন, ইনি অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞও করেছেন। ইনি ধনুক, কবচ, হাতি, ঘোড়া, রথ এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি সম্পন্ন। পাণ্ডবরা স্বধর্ম অনুসারে কর্তব্যপালন করে থাকেন এবং ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে যদি দৈববশত মৃত্যুও প্রাপ্ত হন তবে সেই মৃত্যুকেও উত্তম বলে মানা হবে। তুমি যদি মনে করো সব কিছু ছেড়ে শান্তিধারণ করাই ধর্মপালন তাহলে বল যুদ্ধ করলে রাজার ধর্মপালন করা হয়, না যুদ্ধ ছেড়ে পৃষ্ঠ পদর্শন করলে হয় ? এই বিষয়ে তোমার মতামত আমি জানতে চাই। ধর্ম অনুসারে যে রাজ্য ভাগ পাণ্ডবদের পাওয়া উচিত, ধৃতরাষ্ট্র তা অধিকার করে নিতে চান, তাঁর পুত্ররাও তাঁকে মদদ দিচ্ছেন। প্রকৃত সনাতন রাজধর্মের কথা কেউ ভেবে দেখছে না ! লুটেরা ধন অপহরণ করে এবং ডাকাতে বলপূর্বক ধন ছিনিয়ে নেয়—উভয়েই নিন্দার পাত্র। সঞ্জয় ! তুমিই বলো দুর্যোধনের সঙ্গে এদের পার্থক্য কোথায় ? দুর্যোধন যে ক্রোধের বশীভূত হয়ে রয়েছে, সে ছলনাপূর্বক রাজ্য অপহরণ করেছে, লোভের জন্য তাকে ধর্ম বলে মনে করে এবং রাজ্য দখল করতে চায়। কিন্তু পাণ্ডবদের রাজ্য তারা গচ্ছিত হিসাবে রেখেছিল, কৌরবরা তা কী করে নিজেদের অধিকারে রাখতে পারে ? দুর্যোধন যাঁদের যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত করেছেন, সেই মূর্খ রাজারা অহংকারবশত মৃত্যু ফাঁদে এসে পড়েছে। সঞ্জয় ! পরিপূর্ণ সভাগৃহে কৌরবরা যে পাপকর্ম করেছিল, সেইকথা স্মরণ কর। পাণ্ডবদের প্রিয় পত্নী সুশীলা দ্রৌপদী রজস্বলা অবস্থায় আনীত হয়েছিলেন ; তখন ভীষ্ম প্রমুখ প্রধান প্রধান কৌরব পুরুষগণও তা উপেক্ষা করেছিলেন। সেইসময় যদি সকলেই দুঃশাসনের এই মন্দ কাজ বন্ধ করতেন তাহলে আমাদের প্রিয় কাজ হত এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদেরও মঙ্গল হত। সভায় বহু রাজা একত্রিত ছিলেন, কিন্তু দীনতাবশত কেউই সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেননি। শুধু বিদুর নিজের ধর্ম মেনে মূর্খ দুর্যোধনকে বারণ করেছিলেন। সঞ্জয় ! ধর্ম না জেনেই তুমি এই সভায় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম উপদেশ দিতে চাও ? দ্রৌপদী সেই সভায় গিয়ে এক অসম্ভব কাজ করেছিলেন, যা তাঁর স্বামীদের সংকট থেকে রক্ষা করেছিল। তাঁকে সেখানে বহু অপমান সহ্য করতে হয়েছে। সভায় তিনি তাঁর শ্বশুরদের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও সূতপুত্র কর্ণ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'যাজ্ঞসেনী ! তোর আর কোনো উপায় নেই, দাসী হয়ে দুর্যোধনের মহলে যা, তোর পতি তোকে পাশাখেলায় হারিয়েছে ; এখন অন্য পতির সন্ধান কর।' যখন পাণ্ডবরা বনে যাওয়ার জন্য মৃগচর্ম ধারণ করেছিল, সেইসময় দুঃশাসন অত্যন্ত কটুভাষায় বলে ওঠে—'এই সব নপুংসকেরা এবার শেষ হয়ে গেল, চিরকালের জন্য এরা নরকের গর্তে পতিত হল।' সঞ্জয় ! কী আর বলব, পাশা খেলায় সময় যত নিন্দনীয় ও অবমাননাকর বাক্য বলা হয়েছিল, সেগুলি সবই তুমি জানো ; তা সত্ত্বেও এই নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনর্বার ঠিক করার জন্য আমি নিজে হস্তিনাপুরে যেতে চাই। পাণ্ডবদের স্বার্থ নষ্ট না করে যদি কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি করা সম্ভব হয় তাহলে আমি এই কাজ খুবই পুণ্যের এবং অত্যন্ত অভ্যুদয়কারী বলে মনে করব আর কৌরবরাও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। কৌরবগণ লতাগাছের তুল্য আর পাণ্ডবগণ হলেন বৃক্ষের শাখার ন্যায়। বৃক্ষ-শাখার সাহায্য না পেলে লতা বাড়তে পারে না। পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করতেও প্রস্তুত এবং যুদ্ধ করতেও। এখন ধৃতরাষ্ট্র যা ভালো মনে করেন, তাই করুন। পাণ্ডবরা ধর্ম আচরণকারী ; এঁরা শক্তিশালী বীর হয়েও সন্ধি করতে উদ্যত। তুমি এসব কথা ধৃতরাষ্ট্রকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবে।'

—০—

## যুধিষ্ঠিরের সম্ভাষণ, সঞ্জয়ের বিদায় গ্রহণ

সঞ্জয় বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি অনুমতি দিন আমি বিদায় গ্রহণ করি। আমি আবেগবশত যা বলেছি, তাতে আপনি কষ্ট পাননি তো ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'সঞ্জয় ! এবার তুমি যেতে পার, তোমার কল্যাণ হোক। আমাকে কষ্ট দেওয়ার কথা তুমি কখনো চিন্তাই করতে পার না। সমস্ত কৌরব এবং আমরা পাণ্ডবরা জানি যে তোমার অন্তর শুদ্ধ এবং তুমি কারো পক্ষপাতী হয়ে মধ্যস্থতা করো না। তুমি বিশ্বাসী এবং

তোমার কথা কল্যাণকারী, তুমি শীলবান এবং সন্তোষকারী, তাই তুমি আমার প্রিয়। তোমার বুদ্ধি কখনো মোহগ্রস্ত হয় না। কটু কথা বললেও তোমার কখনো ক্রোধের উদ্রেক হয় না। সঞ্জয় ! তুমি আমার প্রিয় এবং বিদুরের মতো দূত হয়ে এসেছ, তুমি অর্জুনেরও প্রিয় সখা। হস্তিনাপুরে গিয়ে তুমি স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী এবং বনবাসী তপস্বী এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আমার প্রণাম জানাবে। বাকী যাঁরা আছেন, তাঁদের কুশল সমাচার জানাবে। আচার্য দ্রোণকে আমার প্রণাম জানাবে, অশ্বত্থামাকে কুশল প্রশ্ন করবে এবং কৃপাচার্যের গৃহে গিয়ে আমার হয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করবে। যাঁর মধ্যে শৌর্য, তপস্যা, বুদ্ধি, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, সত্ত্ব এবং ধৈর্য ইত্যাদি সদ্‌গুণ বিদ্যমান, সেই ভীষ্মের চরণে আমার হয়ে প্রণাম জানাবে। ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে আমার কুশল জানাবে। দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং কর্ণ ইত্যাদিদের কুশল সংবাদ দেবে। দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যে বশাতি, শাল্বক, কেকয়, অম্বষ্ঠ, ত্রিগর্ত এবং পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ও পার্বত্য প্রান্তের রাজাদের একত্রিত করেছে, তাঁদের মধ্যে যারা ক্রূরতা বর্জিত, সুশীল এবং সদাচারী তাঁদের সকলের কুশল সংবাদ নেবে।'

'তাত সঞ্জয় ! বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন, দীর্ঘদর্শী বিদুর আমাদের প্রিয়, গুরু, স্বামী, পিতা, মাতা, মিত্র এবং মন্ত্রী ; আমাদের হয়ে তাঁর কুশল সংবাদ নেবে। কুরুকুলের যেসব সর্বগুণসম্পন্ন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন, তাঁদের আমাদের প্রণাম জানাবে এবং আমার ভাইদের স্ত্রীদের কুশল জিজ্ঞাসা করবে। এইসব সুন্দর কীর্তিযুক্ত এবং প্রশংসনীয় আচরণ সম্পন্না নারীরা সুরক্ষিত থেকে সতর্কতা-পূর্বক গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করছেন তো ? তাঁদের জিজ্ঞাসা করবে—দেবী, তোমরা সকলে শ্বশুর-শাশুড়িদের সঙ্গে কল্যাণময় কোমল ব্যবহার করো তো ? তোমাদের পতি যাতে প্রসন্ন থাকেন, সেইরূপ ব্যবহার তাঁদের সঙ্গে করো তো ?'

'সেবকদের জিজ্ঞাসা করবে—ধৃতরাষ্ট্রপুত্র পূর্বতন সদাচার পালন করে তো ? তোমাদের সর্বপ্রকার সুখসুবিধা দেয় তো ? দুর্যোধনকে বলবে—'আমি কিছু ব্রাহ্মণদের জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম, কিন্তু দুঃখের কথা হল যে তোমার কর্মচারীরা তাঁদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে না। আমি তাঁদের পূর্ববৎ বৃত্তিযুক্ত দেখতে চাই। এইভাবে রাজার কাছে যত অতিথি-অভ্যাগত পদার্পণ করেছেন এবং নানাদিক থেকে যত দূত এসেছেন, তাঁদের সকলের কুশল বার্তা নেবে এবং আমাদের কুশল বার্তা তাঁদের জানাবে। যদিও দুর্যোধন যেসব যোদ্ধা সংগ্রহ করেছেন, তেমন আর পৃথিবীতে নেই, তবু ধর্মই নিত্য। শত্রুনাশ করার জন্য আমার তো এক 'ধর্মই' মহাবলবান অস্ত্র। সঞ্জয় ! দুর্যোধনকে তুমি একথাও জানিয়ো যে—তুমি যে মনে করছ যে কৌরবরা নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করবে, তা হওয়ার উপায় নেই। আমরা চুপচাপ থেকে তোমাকে এই প্রিয়কাজ করতে দেব না। হে বীর, হয় তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য আমাদের প্রত্যর্পণ করো, নাহলে যুদ্ধ করো।'

'সঞ্জয় ! সজ্জন-অসজ্জন, বালক-বৃদ্ধ, নির্বল ও বলবান—সকলেই বিধাতার বশে থাকে। আমার সৈন্যবল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তুমি সকলকেই আমার সঠিক স্থিতি জানাবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আমার হয়ে কুশল প্রশ্ন করে তাঁকে জানাবে—'আপনার পরাক্রমেই পাণ্ডব সুখে জীবন নির্বাহ করছে। এরা যখন অল্পবয়স্ক ছিল, তখন আপনার কৃপাতেই রাজ্যলাভ করেছিল। একবার রাজ্য দিয়ে এখন তা নষ্ট হতে দেখে আপনি উপেক্ষা করবেন না।' সঞ্জয়, আর বলবে যে 'তাত ! এই রাজ্য একজনের জন্য পর্যাপ্ত নয়, আমরা সকলে একসঙ্গে থেকে জীবন অতিবাহিত করব, তা হলে আপনাকে কখনো শত্রুর বশীভূত হতে হবে না।'

পিতামহ ভীষ্মকেও আমার নাম করে প্রণাম জানিয়ে বলবে—'পিতামহ ! এই শান্তনুর বংশ মর্যাদা একবার নেমে গিয়েছিল, আপনিই এর পুনরুদ্ধার করেছেন। এবার আপনি আপনার বুদ্ধিতে এমন কোনো উপায় স্থির করুন যাতে আপনার পৌত্ররা পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে জীবন ধারণ করতে সক্ষম হয়।' মন্ত্রী বিদুরকেও বলবে—'সৌম্য ! আপনি যুদ্ধ না হওয়ার পরামর্শ দিন ; আপনি তো সর্বদাই যুধিষ্ঠিরের মঙ্গল চেয়ে থাকেন।'

'তারপর দুর্যোধনকেও বারংবার অনুনয়-বিনয় করে বলবে—তুমি কৌরব নাশের কারণ হয়ো না। অত্যন্ত বলবান হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, একথা সকল কৌরবই জানেন। তোমার অনুমতিক্রমে দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুল ধরে তাকে অপমান করেছে, এই অপরাধের তো আমরা হিসাবই রাখিনি। কিন্তু এবার আমরা আমাদের উচিত ভাগ নেব। তুমি অপরের ধনের লোভ করো না। এতেই পরস্পরে শান্তি স্থাপিত

হবে। আমরা শান্তি চাই, তুমি রাজ্যের এক ভাগ আমাদের দিয়ে দাও। দুর্যোধন ! অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং পঞ্চম যে কোনো গ্রাম দিয়ে দাও, যাতে এই যুদ্ধ বন্ধ হয়। আমাদের পাঁচভাইকে পাঁচটি মাত্র গ্রাম দাও, যাতে শান্তি বজায় থাকে।' সঞ্জয় ! আমি শান্তি বজায় রাখতে এবং যুদ্ধ করতেও সক্ষম। ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। আমি প্রয়োজনে কোমলও হতে পারি আবার কঠোরও হতে পারি।'

—o—

## ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সঞ্জয়ের সাক্ষাৎ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে সঞ্জয় বিদায় গ্রহণ করলেন। হস্তিনাপুরে গিয়ে তিনি শীঘ্রই অন্তঃপুরে গিয়ে দ্বারপালকে বললেন—'প্রহরী ! তুমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আমার আসার সংবাদ দাও, তাঁর সঙ্গে আমার অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন আছে।' দ্বারপাল গিয়ে বলল—'রাজন্ ! প্রণাম ! সঞ্জয় আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছেন, তিনি পাণ্ডবদের কাছ থেকে এসেছেন। বলুন, তাঁর জন্য কী আদেশ আছে ?'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয়কে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে এসো ; ওর সঙ্গে দেখা করতে তো সময়ের কোনো বাধা নেই, তাহলে সে বাইরে কেন ?'

রাজার নির্দেশে সঞ্জয় তাঁর মহলে প্রবেশ করে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন—'রাজন্ ! আমি সঞ্জয় আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি। পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করে এসেছি। পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির আপনাকে প্রণাম জানিয়ে আপনার কুশল জানতে চেয়েছেন। তিনি প্রসন্নতার সঙ্গে আপনার পুত্রদের সংবাদ জানতে চেয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি আপনার পুত্র, নাতি, মিত্র, মন্ত্রী এবং আশ্রিতদের নিয়ে আনন্দে আছেন তো ?'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'তাত সঞ্জয় ! ধর্মরাজ তাঁর মন্ত্রী, পুত্র এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে কুশলে আছে তো ?'

সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! যুধিষ্ঠির তাঁর মন্ত্রীসহ কুশলে আছেন। এখন তিনি তাঁর রাজ্যের ন্যায্য ভাগ চান। তাঁরা বিশুদ্ধভাবে ধর্ম ও অর্থ নীতিজ্ঞ, মনস্বী, বিদ্বান এবং শীলবান। কিন্তু আপনি আপনার কর্মের দিকে একটু নজর দিন। ধর্ম ও অর্থ যুক্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের থেকে আপনার ব্যবহার একেবারে বিপরীত। তার ফলে ইহলোকে আপনার অত্যন্ত নিন্দা হয়েছে, এই পাপ পরলোকে আপনাকে রেহাই দেবে না। আপনি আপনার পুত্রদের বশীভূত হয়ে পাণ্ডবদের বাদ দিয়েই সমস্ত রাজ্য নিজের অধীনস্থ করে নিতে চাইছেন। রাজন্ ! আপনার দ্বারা পৃথিবীতে অনেক পাপ ছড়িয়ে পড়বে ; একাজ আপনার উপযুক্ত নয়। বুদ্ধিহীন, কুবংশজাত, ক্রূর, দীর্ঘকাল ধরে বৈরীভাবসম্পন্ন, শস্ত্রবিদ্যায় অনিপুণ, পরাক্রমহীন এবং অভদ্র ব্যক্তিদের উপর ঘোর বিপদ নেমে আসে। যারা সৎকুলে জন্ম নেয়, বলবান, যশস্বী, বিদ্বান এবং জিতেন্দ্রিয়, তাঁরা প্রারব্ধ অনুযায়ী সম্পত্তি লাভ করেন।'

'আপনার মন্ত্রীরা যে সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত থেকে নিত্য একত্রিত হয়ে বৈঠক করেন ; তাঁরা পাণ্ডবদের রাজ্য না দেবার জন্য যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেছেন সেটিই হল কৌরবদের বিনাশের কারণ। যদি নিজেদের পাপের জন্য কৌরবরা অসময়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তাহলে তার সমস্ত অপরাধ আপনার ওপর ন্যস্ত করে যুধিষ্ঠির এঁদের বিনাশ করতে চাইবেন। তখন জগতে আপনার অত্যন্ত নিন্দা হবে। রাজন্ ! এই জগতে প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা এসব মানুষ প্রাপ্ত হতেই থাকে। কিন্তু নিন্দা তার হয়, যে অপরাধ করে আর প্রশংসা তার হয় যার ব্যবহার উত্তম। ভরতবংশে বিরোধ বাড়াবার জন্য আমি আপনারই নিন্দা করছি। এই বিরোধের জন্য প্রজাগণের অবশ্যই সর্বনাশ হবে। সমস্ত জগতে এইরূপ পুত্রের অধীন হতে আমি একমাত্র আপনাকেই দেখেছি। আপনি এমন সব লোক সংগ্রহ করেছেন যারা বিশ্বাসের যোগ্য নয়, এরা বিশ্বাসী পাত্রকেই দণ্ডদান করেছে। এই দুর্বলতার জন্যই আপনি আপনার রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না। এখন রথে করে আসার জন্য আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ; যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি একটু বিশ্রাম করতে যাই। প্রাতঃকালে সমস্ত কৌরব যখন সভায় একত্রিত হবেন, তখন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের কথা শোনাব।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সূতপুত্র ! আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। সকালে সভায় তোমার মুখে যুধিষ্ঠিরের সমাচার সকলে শুনবে।'

—o—

# ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের নীতির উপদেশ প্রদান (বিদুর নীতি)

## প্রথম অধ্যায়

সঞ্জয় বিদায় গ্রহণ করলে মহাবুদ্ধিমান রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্বারপালকে বললেন—'আমি বিদুরের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাঁকে শীঘ্রই এখানে ডেকে নিয়ে এসো।' ধৃতরাষ্ট্র প্রেরিত দূত বিদুরকে গিয়ে বলল—'মহামতি ! আমাদের প্রভু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।' তার কথা শুনে বিদুর রাজমহলে এসে দ্বারপালকে বললেন—'দ্বারপাল ! ধৃতরাষ্ট্রকে আমার আসার খবর দাও।' দ্বারপাল গিয়ে বলল—'মহারাজ ! আপনার নির্দেশে মহামতি বিদুর এসেছেন, তিনি আপনার চরণ দর্শন করতে চান, আমাকে আদেশ করুন, তাঁকে কী বলব ?' ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'মহাবুদ্ধিমান দূরদর্শী বিদুরকে এখানে নিয়ে এসো। বিদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কোনো সময়ই আমার অসময় নয়।' দ্বারপাল বিদুরের কাছে গিয়ে বলল—'মহামতি বিদুর ! আপনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন। মহারাজ আমাকে বলেছেন যে তাঁর আপনার সঙ্গে দেখা করার কোনো সময় অসময় নেই।'॥ ১-৬ ॥

বৈশম্পায়ন বললেন—বিদুর অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের মহলে গিয়ে চিন্তান্বিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে হাতজোড় করে বললেন—'মহাপ্রাজ্ঞ ! আমি বিদুর, আপনার নির্দেশে এখানে এসেছি। আদেশ করুন, আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হয়েছি।'॥ ৭-৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বিদুর ! সঞ্জয় এসেছিল, আমাকে ভালো-মন্দ নানা কথা বলে গেছে। কাল সভায় সে যুধিষ্ঠিরের কথা বলবে। কুরুবীর যুধিষ্ঠিরের সকল সংবাদ জানতে না পারায় আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হচ্ছে, তাতেই আমি এতক্ষণ জেগে রয়েছি। আমার পক্ষে যা কল্যাণকর বলে মনে করো, তা বলো, কেননা তুমি অর্থ ও ধর্মজ্ঞান নিপুণ। যখন থেকে সঞ্জয় পাণ্ডবদের ওখান থেকে ফিরে এসেছে, তখন থেকে আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না। সকল অঙ্গ বিকল হয়ে রয়েছে। কাল সে যে কী বলবে, সেই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে আছি'॥ ৯-১২ ॥

বিদুর বললেন—'সহায় সম্বলহীন দুর্বল মানুষের যদি শক্তিশালী পুরুষের সঙ্গে বিরোধ হয় তাহলে সেরূপ ব্যক্তির, কামাসক্ত পুরুষের এবং চোরের রাতজাগা অসুখ হয়। নরেন্দ্র, আপনারও ঐরূপ কোনো মহাদোষ হয়নি তো ? পরধনের লোভে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন না তো ?'॥ ১৩-১৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'আমি তোমার ধর্মযুক্ত ও কল্যাণময়ী সুন্দর কথা শুনতে চাই, কারণ এই রাজর্ষিবংশে একমাত্র তুমিই বিদ্বানদের মধ্যেও মাননীয়।'॥ ১৫ ॥

বিদুর বললেন—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! শ্রেষ্ঠ লক্ষণযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের প্রভু হওয়ার উপযুক্ত। তিনি আপনার আদেশ পালনকারী ছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁকে বনে পাঠিয়েছেন। আপনি ধর্মাত্মা এবং ধর্মকে জানলেও চক্ষুষ্মান না হওয়ায় তাঁকে চিনতে পারেননি, তাই তাঁর প্রতি প্রতিকূল আচরণ করেছেন এবং তাঁর রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দিতেও আপনার আপত্তি রয়েছে। যুধিষ্ঠিরের মধ্যে ক্রূরতার অভাব, দয়া, ধর্ম, সত্য ও পরাক্রম আছে, তিনি আপনাকে শ্রদ্ধা করেন। এইসব সদ্গুণের জন্য তিনি ভেবে চিন্তে বহু ক্লেশ সহ্য করছেন। আপনি দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ বা দুঃশাসনের মতো অযোগ্য ব্যক্তিদের ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে কী করে ঐশ্বর্য বৃদ্ধি চান ? নিজ অবস্থা

স্বরূপের জ্ঞান, উদ্যোগ, দুঃখ সহ্য করার শক্তি এবং ধর্মে স্থিরতা যে মানুষকে পুরুষার্থচ্যুত করতে না পারে, তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। যিনি ভালো কাজ করেন এবং মন্দকাজ থেকে দূরে থাকেন এবং আস্তিক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, এসকল সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই পণ্ডিত নামের যোগ্য। ক্রোধ, হর্ষ, গর্ব, লজ্জা, অসহিষ্ণুতা এবং নিজেকে পূজনীয় বলে ভাবা এইসব ভাব যাকে পুরুষার্থ থেকে ভ্রষ্ট করতে না পারে, তাকেই পণ্ডিত বলা হয়। অন্য লোক যার কর্তব্য, পরামর্শ এবং আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি জানতে পারে না, কাজ সম্পূর্ণ হলে তবেই জানতে পারে, তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। শীত-গ্রীষ্ম, ভয়-ভালোবাসা, অর্থ বা দারিদ্র্য এইসব যাঁর কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে না, তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। যাঁর লৌকিক বুদ্ধি ধর্ম এবং অর্থই অনুসরণ করে এবং যিনি ভোগ পরিত্যাগ করে পুরুষার্থকেই বরণ করেন, তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ শক্তি অনুসারে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন ও কাজ করেন এবং কোনো বস্তুকেই তুচ্ছ ভেবে অবহেলা করেন না। কোনো কথা ধৈর্য ধরে শোনা কিন্তু শীঘ্রই সেটির তাৎপর্য বুঝে নেওয়া, বুঝে নিয়ে কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা পুরুষার্থে প্রবৃত্ত হওয়া কামনাদ্বারা নয়, জিজ্ঞাসিত না হয়ে অন্যের ব্যাপারে বৃথা কথা না বলা এগুলি পণ্ডিতদের লক্ষণ। পণ্ডিতদের মতো বুদ্ধিধারী ব্যক্তি দুর্লভ বস্তু কামনা করেন না, হারিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য শোক করেন না এবং বিপদে পড়লে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যান না। যিনি প্রথমে সিদ্ধান্ত স্থির করে তারপর কাজ আরম্ভ করেন এবং মধ্যপথে থেমে যান না, বৃথা সময় ব্যয় করেন না, চিত্তকে বশে রাখেন, তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। ভরতকুলভূষণ! পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ কর্মে রুচি রাখেন, উন্নতির জন্য কাজ করেন এবং উপকারী ব্যক্তির দোষ ধরেন না। যিনি সম্মানিত হলে আনন্দে অধীর হন না, অসম্মানিত হয়ে দুঃখিত হন না, গঙ্গার কুণ্ডের ন্যায় যাঁর চিত্তে ক্ষোভ হয় না, তাঁকেই পণ্ডিত বলে। যিনি সমস্ত ভৌতিক পদার্থের যথার্থ স্বরূপ অবগত, সমস্ত কাজ করার নিয়ম জানেন এবং জটিল পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। যাঁর বাণী মাঝ পথে থেমে যায় না, আলোচনায় যিনি দক্ষ, তর্কে নিপুণ এবং প্রভাবশালী, যিনি গ্রন্থের তাৎপর্য সম্পর্কে শীঘ্রই অবহিত হন তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়। যাঁর বিদ্যা বুদ্ধিকে অনুসরণ করে এবং বুদ্ধি বিদ্যার, যিনি শিষ্ট ব্যক্তির মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনিই 'পণ্ডিত' নামের যোগ্য। যারা না পড়েই গর্ব করে, দরিদ্র হয়েও বড় বড় কথা বলে এবং কাজ না করেই ধনী হওয়ার কথা ভাবে, পণ্ডিতরা তাদেরই মূর্খ বলেন। নিজের কর্তব্য ত্যাগ করে যে অপরের কর্তব্য পালন করে এবং বন্ধুর প্রতিও শত্রুর ন্যায় আচরণ করে তাকে মূর্খ বলা হয়। যে অনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সঙ্গ কামনা করে এবং আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে এবং যে নিজের থেকে বলবান ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা করে, তাকে মূঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলা হয়। যে শত্রুকে মিত্র মনে করে এবং মিত্রকে হিংসা করে তাকে কষ্ট দেয়, সর্বদা খারাপ কাজ করতে থাকে তাকে 'মূঢ় চিত্ত সম্পন্ন' বলা হয়। এরূপ মানুষ না ডাকতেই ভিতরে আসে, জিজ্ঞাসা না করলেও অনেক কথা বলে এবং অবিশ্বাসী মানুষকে বিশ্বাস করে। ভরতশ্রেষ্ঠ! যে নিজ কাম বৃথাই বাড়িয়ে তোলে, সকলকে সন্দেহ করে এবং শীঘ্র হওয়ার কাজে বিলম্ব ঘটায়, সে মূঢ়। যে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করে না এবং যার সুহৃদ্ মিত্র নেই, তাকে 'মূঢ় চিত্তসম্পন্ন' বলা হয়। নিজ ব্যবহার দোষণীয় হলেও যে অপরের দোষে আক্ষেপ করে এবং নিজে অক্ষম হয়েও বৃথা ক্রোধ করে, সে মহামূর্খ। যে নিজের সামর্থ্য না বুঝে কিছু না করেই ধর্ম ও অর্থের প্রতিকূল এবং না পাওয়ার যোগ্য জিনিস পেতে চায়, তাকে জগতে 'মূঢ়বুদ্ধি' বলা হয়। রাজন্! যে অনধিকারীকে উপদেশ দেয়, যে শূন্যের উপাসনা করে এবং যে কৃপণের আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে মূঢ়চিত্ত বলা হয়। যিনি বহু ধন, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য পেয়েও উচ্ছ্বসিত হন না, তাঁকে পণ্ডিত বলা হয়। যিনি তাঁর দ্বারা ভরণ পোষণের উপযুক্ত ব্যক্তিদের না দিয়ে একাই উত্তম আহার করেন এবং উত্তম বস্ত্র পরিধান করেন, তাঁর থেকে বেশি ক্রূর আর কে হবে? একজন মানুষ পাপ করে আর বহু লোকে তার থেকে মজা করে, মজা করা ব্যক্তিরা পার পেয়ে যায়, কিন্তু পাপ করে যে, সে-ই দোষের ভাগী হয়। কোনো ধনুর্ধরের নিক্ষিপ্ত তীর কারোকে আঘাত করুক বা না করুক, বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধি রাজাসহ সমস্ত রাষ্ট্রকে বিনাশ করতে পারে। এক

(বুদ্ধি) থেকে দুই (কর্তব্য-অকর্তব্য) স্থির করে তিন (শত্রু-মিত্র-উদাসীন)কে বশীভূত করে চার-এর (সাম-দান-দণ্ড-ভেদ) সাহায্যে। পাঁচ (ইন্দ্রিয়) কে জিতে নিয়ে ছয় (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বিধাভাব, সমাশ্রয়রূপ) গুণাদি জেনে এবং সাত (নারী, জুয়া, মৃগয়া, মদ্য, কঠোর বচন, শাস্তির কঠোরতা এবং অন্যায়রূপে অর্থ উপার্জন) কে পরিত্যাগ করে সুখী হয়ে যান। বিষ একজনকেই (পানকারীকে) বধ করে, শস্ত্র দ্বারা একজনই বধ হয়, কিন্তু মন্ত্র স্ফুরিত হলে রাষ্ট্র এবং প্রজার সঙ্গে রাজাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। একা স্বাদু খাদ্য ভোজন করা উচিত নয়, একা কোনো বিষয় স্থির করা উচিত নয়, একা পথ চলা ঠিক নয় এবং বহুলোক নিদ্রিত থাকলে সেখানে জেগে থাকা উচিত নয়॥ ১৬-৫১ ॥

রাজন্! সমুদ্রপারে যাওয়ার জন্য নৌকাই যেমন একমাত্র উপায়, তেমনই স্বর্গে যাওয়ার জন্য সত্যই একমাত্র সোপান, দ্বিতীয় নেই। কিন্তু আপনি তা বুঝতে পারছেন না। ক্ষমাশীল পুরুষদের মধ্যে একটি দোষই আরোপিত হয়, দ্বিতীয়র সম্ভাবনা নেই, সেই দোষ হল যে ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে লোকে অসমর্থ বলে মনে করে। কিন্তু ক্ষমাশীল ব্যক্তির পক্ষে সেটি দোষ নয়, কারণ ক্ষমা খুব বড় শক্তি। ক্ষমা অক্ষম ব্যক্তির গুণ এবং সমর্থ ব্যক্তির ভূষণ। জগতে ক্ষমা বশীকরণরূপ। ক্ষমার দ্বারা কি না সিদ্ধ করা যায়। যার হাতে শান্তিরূপ তলোয়ার থাকে, দুষ্ট ব্যক্তি তার কী করবে ? তৃণ শূন্য স্থানে আগুন স্বতই নিভে যায়। ক্ষমাহীন ব্যক্তি নিজেকে এবং অপরকে দোষের ভাগী করে নেয়। কেবল ধর্মই পরম কল্যাণকারক, একমাত্র ক্ষমাই শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বিদ্যাই একমাত্র পরম সন্তোষ প্রদানকারী এবং একমাত্র অহিংসাই সুখপ্রদান করতে পারে। জলে বাসকারী ভেককে যেমন সাপ গিলে নেয় তেমনই শত্রুকে প্রতিরোধ না করা রাজাকে এবং পরিভ্রমণ না করা ব্রাহ্মণকে এই পৃথিবী বিনষ্ট করে। যাঁরা কঠোর বাক্য বলেন না এবং দুষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান করেন না তাঁরা ইহলোকে বিশেষ সম্মান পান। অপর নারী দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে যে নারী কামনা করে এবং অপরের দ্বারা পূজিত পুরুষকে যে ব্যক্তি সম্মান করে, তাঁরা অপরের প্রতি বিশ্বাস ভাবাপন্ন হয়ে থাকে। যে নির্ধন হয়েও বহুমূল্য বস্ত্র আকাঙ্ক্ষা করে এবং অক্ষম হয়েও ক্রোধ করে এরা দুজনেই নিজ দেহ শুষ্ককারী কাঁটার ন্যায়। অকর্মণ্য গৃহস্থ এবং প্রপঞ্চে ব্যাপৃত সন্ন্যাসী—এই দুজনই তাদের বিপরীত কর্মের শোভা পায় না। শক্তিশালী হয়েও ক্ষমাপ্রদানকারী ব্যক্তি এবং নির্ধন হয়েও দানশীল ব্যক্তি—এই দুজনই স্বর্গেরও উর্ধ্বে স্থান পায়। ন্যায়পূর্বক উপার্জিত ধনের দুভাবে অপব্যবহার হতে পারে—অপাত্রে দান এবং সৎপাত্রে দান না করা। যে ব্যক্তি ধনী হয়েও দান করে না এবং দরিদ্র হয়েও যে কষ্ট সহ্য করতে পারে না এই দুই প্রকারের মানুষকে গলায় পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিতে হয়। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! দুই প্রকারের মানুষ সূর্যমণ্ডল ভেদ করে উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়—যোগযুক্ত সন্ন্যাসী এবং সংগ্রামে মৃত যোদ্ধা। ভরতশ্রেষ্ঠ ! বেদবেত্তা বিদ্বানরা জানেন যে মানুষের কার্যসিদ্ধির জন্য তিন প্রকার উপায় শোনা যায়—উত্তম, মধ্যম এবং অধম। পুরুষও তিন প্রকারের হয় উত্তম, মধ্যম এবং অধম, এদের যথাযোগ্য তিন প্রকারের কর্মে লাগানো উচিত। রাজন্! তিনজনকে ধনের অধিকারী মানা হয় না—স্ত্রী, পুত্র এবং দাস। এরা যা কিছু উপার্জন করে, তা তারই হয় যার অধীনে এরা থাকে। অপরের ধন হরণ, পরস্ত্রীগমন এবং সুহৃদ মিত্রকে পরিত্যাগ—এই তিনদোষই বিনাশের কারণ হয়। কাম, ক্রোধ এবং লোভ—আত্মনাশকারী নরকের এই তিনটি দ্বার, এগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। বরপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও পুত্রের জন্ম একত্রে এই তিনটি লাভ করা এবং অপরদিকে শত্রুর নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করা, উভয়ই সমকক্ষ। ভক্ত, সেবক এবং আমি আপনার শরণাগত, এরূপ যে বলে—এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে সংকট এলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন, দীর্ঘসূত্রী, ব্যস্ত-সমস্ত এবং স্তুতিকারী লোকের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করা উচিত নয়—এই চার প্রকারের লোক রাজার পক্ষে ত্যাগের যোগ্য বলা হয়। আপনার মতো গৃহস্থ ধর্মে স্থিত লক্ষ্মীবান ব্যক্তির গৃহে চার প্রকারের মানুষ সর্বদা থাকা উচিত—নিজ আত্মীয়ের মধ্যে বৃদ্ধ, উচ্চকুলজাত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি, ধনহীন মিত্র, সন্তানহীনা ভগ্নী। মহারাজ ! ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে বৃহস্পতি যে চারটি তৎকালীন ফলপ্রদানকারী বলে জানিয়েছিলেন, সেগুলি আমার কাছে শুনুন—দেবতাদের সংকল্প, বুদ্ধিমানের প্রভাব, বিদ্বানের নম্রতা এবং

পাপীদের বিনাশ। চারটি কর্ম ভয় দূর করে, কিন্তু ঠিকভাবে সম্পাদিত না হলে যা ভয়প্রদান করে, সেগুলি হলো সম্মানের সঙ্গে অগ্নিহোত্র, সম্মানের সঙ্গে মৌন পালন, সম্মানের সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং সম্মানের সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠান। ভরতশ্রেষ্ঠ ! পিতা-মাতা-অগ্নি-আত্মা-গুরু—মানুষের এই পাঁচ অগ্নিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেবা করা উচিত। দেবতা, পিতৃপুরুষ, মানুষ, সন্ন্যাসী এবং অতিথি—এই পাঁচজনকে পূজা করেন যে ব্যক্তি, তিনি শুদ্ধ যশ প্রাপ্ত হন। রাজন্ ! আপনি যেখানে যাবেন, সেখানেই মিত্র, শত্রু, উদাসীন, আশ্রয় প্রদানকারী ও আশ্রয় গ্রহণকারী—এই পাঁচজন আপনার সান্নিধ্যে আসবে। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তির যদি একটি ইন্দ্রিয় দোষযুক্ত হয়, তাহলে তার বুদ্ধি এমনভাবে নির্গত হয় যেমন জলাধারের ছিদ্র থেকে জল নির্গত হয় ॥ ৫২-৮২ ॥

উন্নতিকামী ব্যক্তিদের নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা ( যে কাজ শীঘ্র করা যায় তাতে অধিক সময় ব্যয় করা) এই ছয় দোষ পরিত্যাগ করা উচিত। উপদেশ প্রদান করেন না যে আচার্য, মন্ত্রোচ্চারণ করেন না যে পুরোহিত, রক্ষা করতে অক্ষম রাজা, কটুবাক্য বলে যে পত্নী, গ্রামে থাকার ইচ্ছা সম্পন্ন গোয়ালা এবং বনে বাস করার ইচ্ছাসম্পন্ন নাপিত— এদের তেমনভাবে পরিত্যাগ করা উচিত, যেমনভাবে সমুদ্রে মানুষ ভাঙা নৌকা পরিত্যাগ করে। মানুষের কখনো সত্য, দান, কর্মণ্যতা, অনসূয়া (লোকের দোষ না খোঁজা), ক্ষমা এবং ধৈর্য—এই ছয়গুণ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অর্থোপার্জন, নীরোগ থাকা, স্ত্রীর অনুকূল এবং প্রিয়বাদিনী থাকা, আজ্ঞা-পালনকারী এবং অর্থোপার্জনকারী বিদ্যার জ্ঞান—এই ছয়টি জিনিস পৃথিবীতে সুখদায়ক হয়ে থাকে। মনে নিত্যবাসকারী ছয় শত্রু —কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যকে বশে রাখেন যিনি, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হন না এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির এই ষড়রিপুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নিম্নলিখিত ছয় প্রকারের মানুষ ছয় প্রকার ব্যক্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, এর অতিরিক্ত কোনো পথ নেই। চোর অসতর্ক ব্যক্তি হতে, বৈদ্য রোগী হতে, দুশ্চরিত্রা নারী কামী পুরুষ দ্বারা, পুরোহিত যজমান দ্বারা, রাজা কলহপ্রিয় লোকদ্বারা এবং বিদ্বান ব্যক্তি মূর্খের দ্বারা নিজ জীবিকা নির্বাহ করে। সতর্ক না থাকলে ছটি জিনিস নষ্ট হয়ে যায়—গাভী, সেবা, খেত, পত্নী, বিদ্যা এবং শূদ্রের সঙ্গে মেলামেশা। এই ছয়জন সর্বদা নিজ পূর্ব উপকারীকে অনাদর করে—শিক্ষা সমাপ্ত হলে শিষ্য আচার্যের, বিবাহিত পুত্র মায়ের, কামবাসনা দূর হলে মানুষ তার পত্নীর, কৃতকার্য ব্যক্তি তার সাহায্যকারীর, নদীর দুর্গম ধার পার করার পর সেই ব্যক্তির নৌকার এবং অসুস্থ ব্যক্তির অসুখ সেরে যাবার পর চিকিৎসকের। নীরোগ থাকা, অঋণী থাকা, প্রবাসী না হওয়া, ভালোলোকের সঙ্গে মেলামেশা, নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ এবং নির্ভয়ে থাকা—এই ছয়টি দ্বারা মানুষ সুখী হয়। ঈর্ষাকারী, ঘৃণাকারী, অসন্তুষ্ট, ক্রোধী, সদাশঙ্কিত এবং অপরের রোজগারে জীবিকা নির্বাহকারী—এই ছয়টি কারণে মানুষ সর্বদা দুঃখী থাকে। নারীতে আসক্তি, জুয়া, শিকার, মদ্যপান, কঠোর বাক্য, কঠিন শাস্তি প্রদান এবং অর্থের অপচয়—এই সাতটি দুঃখদায়ক দোষ রাজার সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। এর দ্বারা প্রতাপশালী রাজাও প্রায়শই বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৮৪-৯৭ ॥

বিনাশ হওয়ার পূর্বে মানুষের আটটি চিহ্ন দেখা যায়—প্রথম সে ব্রাহ্মণদের দ্বেষ করে, তারপরে তাদের বিরোধের পাত্র হয়, ব্রাহ্মণের ধন আত্মসাৎ করে নেয়, তাঁকে মারতে চায়, ব্রাহ্মণের নিন্দাতে আনন্দ পায়, তাঁদের প্রশংসা শুনতে চায় না, যাগ-যজ্ঞতে তাঁকে আমন্ত্রণ করে না এবং তিনি কিছু চাইলে নানা দোষ খুঁজতে থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই সব দোষ ভেবেচিন্তে ত্যাগ করা উচিত। ভারত ! মিত্র সমাগম, অধিক ধন প্রাপ্তি, পুত্রের আলিঙ্গন, মৈথুনে প্রবৃত্তি, সময়ে প্রিয় বাক্য বলা, নিজ শ্রেণীর লোকের মধ্যে উন্নতি, অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তি এবং জনসমাজে সম্মান—এই আটটি আনন্দের মুখ্য হেতু এবং এগুলি লৌকিক সুখেরও সাধন। বুদ্ধি, কৌলিন্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, অধিক কথা না বলা, সামর্থ্য অনুসারে দান এবং কৃতজ্ঞতা—এই আটটি গুণ পুরুষের খ্যাতি বৃদ্ধি করে। যে বিদ্বান ব্যক্তি (চোখ, কান ইত্যাদি) নয় দ্বার সম্পন্ন, তিন (বাত, পিত্ত, কফরূপী) স্তম্ভ-সম্পন্ন, পাঁচ (জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ) সাক্ষীরূপ, আত্মার নিবাসস্থল এই শরীররূপ গৃহকে জানেন, তিনি খুব বড় জ্ঞানী॥ ৯৮-১০৫ ॥

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! দশ প্রকারের লোক ধর্ম জানেন না,

তাদের নাম শুনুন। নেশায় মত্ত, অসতর্ক, উন্মাদ, ক্লান্ত, ক্রোধী, ক্ষুধার্ত, চপল, লোভী, ভীত এবং কামুক। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তিরা যেন এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করেন। এই বিষয়ে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ সুধন্বা ও তাঁর পুত্রকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। যে রাজা কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করেন, সুপাত্রে ধন দান করেন, বিশেষজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, কর্তব্য কর্ম শীঘ্র সম্পাদন করেন, তাঁকে সকলেই আদর্শ বলে মনে করেন। যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জাগাতে পারেন, যার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তাকেই দণ্ড দেন, যিনি দণ্ড প্রদানের ন্যূনাধিক মাত্রা এবং ক্ষমার ব্যবহার জানেন, সেই রাজার সেবায় সকল প্রজা এগিয়ে আসেন। যিনি কোনো দুর্বলকে অপমান করেন না, সর্বদা সতর্ক থেকে শত্রুর সঙ্গে বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার করেন, বলবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না এবং সময়মতো পরাক্রম দেখান, তিনিই ধীর। যে মহাপুরুষ বিপদে পড়লে দুঃখী হন না, বরং সাবধানতার সঙ্গে নানা উদ্যোগের আশ্রয় নেন এবং পরিস্থিতি অনুসারে দুঃখ সহ্য করেন, তাঁর শত্রু তো পরাজিত হবেই। যে ব্যক্তি নিরর্থক বিদেশ বাস করেন না, পাপীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন না, পরস্ত্রী গমন করেন না, দম্ভ, চুরি এবং মদ্যপান করেন না, তিনি সর্বদা সুখী থাকেন। যিনি ক্রোধ বা উতলা হয়ে ধর্ম, অর্থ এবং কামে লিপ্ত হন না, জিজ্ঞাসা করলেও প্রকৃত কথা বলেন না, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য কারও সঙ্গে ঝগড়া করেন না, সম্মান না পেলে ক্রুদ্ধ হন না, বিবেক ত্যাগ করেন না, অন্যের দোষ ধরেন না, সকলের প্রতি দয়াশীল, নিজের ক্ষমতা চিন্তা করে তবেই অপরের দায়িত্ব স্বীকার করেন, বাড়িয়ে কথা বলেন না এবং বাদ-বিসংবাদ সহ্য করেন—তিনি সর্বত্রই প্রশংসিত হন। যে ব্যক্তি উগ্রবেশ ধারণ করেন না, অপরের কাছে নিজের পরাক্রমের অহংকার করেন না, ক্রোধান্বিত হলেও কটু বাক্য বলেন না, তাঁকে সকলেই ভালোবাসে। যিনি শান্ত হয়ে যাওয়া শত্রুকে প্রজ্বলিত করেন না, গর্ব করেন না, দীনতা দেখান না এবং 'আমি বিপদে পড়েছি' বলে অন্যায় কাজ করেন না, সেই উত্তম আচরণধারী মানুষকে আর্যগণ সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানেন। যিনি নিজ সুখে প্রসন্ন হন না, অপরের দুঃখে আনন্দিত হন না এবং দান করে অনুতাপ করেন না, তাঁকে সজ্জনরা সদাচারী ব্যক্তি বলেন। যে ব্যক্তি দেশাচার, লোকাচার এবং জাতির ধর্ম জানতে আগ্রহী, তাঁর উত্তম-অধমের বিবেক জ্ঞান হয়। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই শ্রেষ্ঠ সমাজে তাঁর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য, পাপকর্ম, রাজদ্রোহ, চুকলি, অনেকের সঙ্গে শত্রুভাব, উন্মত্ত পাগল এবং দুর্জন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদ পরিত্যাগ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি দান, হোম, দেবপূজা, মাঙ্গলিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত এবং নানা লৌকিক আচার পালন করেন, দেবতারা তাঁর অভিলাষ সিদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি তাঁর সমগোত্রীয়ের সঙ্গে বিবাহ, মিত্রতা, ব্যবহার এবং আলাপ আলোচনা করেন, হীন ব্যক্তির সঙ্গে নয় এবং গুণবান ব্যক্তিদের সর্বদা সম্মান করেন, সেই বিদ্বান ব্যক্তির নীতি শ্রেষ্ঠ। যিনি আশ্রিতদের দিয়ে নিজে সামান্য আহার করেন, বেশি কাজ করেন এবং অল্প নিদ্রা যান, ধন চাইলে মিত্র না হলেও যিনি সাহায্য করেন সেই মনস্বী ব্যক্তিকে কোনো অনর্থ স্পর্শ করে না। যাঁর নিজ ইচ্ছানুকূল এবং অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধের কাজ অপরে বিন্দুমাত্র জানতে পারে না, মন্ত্র গুপ্ত থাকায় এবং অভীষ্ট কার্য ঠিকমতো সম্পাদিত হওয়ায় তাঁর কাজ একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে ব্যক্তি সকলকে শান্তিপ্রদান করতে তৎপর, সত্যবাদী, কোমল, অপরকে সম্মানপ্রদানকারী এবং পবিত্র চিন্তা সম্পন্ন, তিনি সুন্দর খনি হতে নির্গত শ্রেষ্ঠ রত্নের ন্যায় নিজ জাতির মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ হন। যিনি অত্যন্ত লজ্জাশীল, তাঁকে সব লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। তিনি তাঁর অনন্ত তেজ, শুদ্ধ হৃদয় এবং একাগ্রতার জন্য সূর্যের ন্যায় কান্তিমান হয়ে শোভা পান। অম্বিকানন্দন ! শাপগ্রস্ত রাজা পাণ্ডুর যে পাঁচ পুত্র বনে জন্মেছেন, তাঁরা ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী, তাঁদের আপনিই শিশুকালে পালন করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন ; তাঁরাও আপনার আদেশ পালন করে এসেছেন। তাত ! তাঁদের ন্যায়সংগত রাজ্য ভাগ দিয়ে আপনি পুত্রসহ আনন্দ করুন। নরেন্দ্র ! এই করলে আপনি দেবতা ও মানুষের সমালোচনার বিষয় হবেন না॥ ১০৬-১২৮ ॥

—o—

# বিদুর-নীতি
## (দ্বিতীয় অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! আমি চিতায় জ্বলে এখনও বেঁচে আছি ; আমার কী কর্তব্য, তাই বলো ; কারণ তুমি ধর্ম ও অর্থজ্ঞানে নিপুণ। উদার চিত্ত বিদুর ! তুমি তোমার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে আমাকে সঠিক উপদেশ দাও। যুধিষ্ঠিরের কাছে যা হিতকর এবং দুর্যোধনের পক্ষেও যা কল্যাণকর, তা আমাকে বলো। হে বিদ্বান ! আমার মনে অনিষ্ট আশঙ্কা হচ্ছে। আমি সর্বত্র অনিষ্টের ছায়া দেখতে পাচ্ছি ; তাই ব্যাকুল হয়ে তোমাকে অনুরোধ করছি—অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কী চান—আমাকে তা ঠিক করে বলো॥ ১-৩ ॥

বিদুর বললেন—মানুষের উচিত, সে যার পরাজয় চায় না, সে জিজ্ঞাসা না করলেও তার পক্ষে কল্যাণকর বা অনিষ্টকর—যাই হোক, তাকে জানিয়ে দেওয়া। তাই রাজন্ ! যাতে সমস্ত কৌরবদের মঙ্গল হয়, সেই কথাই আপনাকে বলব। আমি যে কল্যাণকর এবং ধর্মযুক্ত কথা বলব, আপনি তা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন—ভারত ! অসৎ উপায় (জুয়া ইত্যাদি) দ্বারা যে কপট কার্য সিদ্ধ হয়, তাকে আপনি অনুমোদন দেবেন না। অনুরূপভাবে সৎ উপায়ে সাবধানের সঙ্গে কোনো কর্ম করলে তা যদি সফল না-হয় তাহলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তির তা নিয়ে মনে কোনো গ্লানি রাখা উচিত নয়। কোনো কাজ করার আগে তার প্রয়োজন জেনে নিতে হয়। খুব ভেবেচিন্তে কোনো কাজ করা উচিত, হঠকারী হয়ে কোনো কাজ করা উচিত নয়। ধৈর্যশীল মানুষের উচিত কোনো কাজ করার আগে সেই কাজের প্রয়োজন, পরিণাম এবং নিজের উন্নতির কথা ভেবে তারপর কাজটা করা। যে রাজা তাঁর অবস্থিতি, লাভ, ক্ষতি, সম্পদ, দেশ, দণ্ড ইত্যাদির মাত্রা জানেন, তাঁর রাজত্ব স্থায়ী হয়। উপরোক্ত বিষয়ে যাঁর সঠিক জ্ঞান আছে এবং ধর্ম ও অর্থনীতিতে যিনি পারঙ্গম তিনিই রাজ্য লাভ করেন। 'এখন তো রাজা হয়েই গেছি'—এই ভেবে অনুচিত ব্যবহার করা উচিত নয়। উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পত্তি নষ্ট করে, যেমন নষ্ট হয় সুন্দর রূপ বৃদ্ধ অবস্থাতে। মাছ পরিণাম না ভেবে লোহার বঁড়শিকে গেলে ভালো খাদ্যের সন্ধানে। সুতরাং যে নিজের উন্নতি চায় সেই ব্যক্তির তেমন বস্তুই গ্রহণ করা উচিত যা গ্রহণযোগ্য এবং হিতকারক। যে বৃক্ষ থেকে অপক্ক ফল পাড়ে, সে যে শুধু ফলের রস পায় না তাই নয়, গাছের বীজটিও নষ্ট করে। কিন্তু যে সময়ের পাকা ফল গ্রহণ করে, সে সেই ফলের স্বাদ তো পায়ই উপরন্তু সেই বীজটি হতে পুনরায় গাছ জন্ম নেয়। ভ্রমর যেমন ফুলকে কষ্ট না দিয়ে মধু আস্বাদন করে, তেমনই রাজারও উচিত প্রজাকে কষ্ট না দিয়ে অর্থ আহরণ করা। মালী বাগান থেকে একটি একটি করে ফুল সংগ্রহ করে কিন্তু গাছের শিকড় কাটে না। তেমনই রাজারও উচিত প্রজাবর্গকে সুরক্ষিত রেখেই কর আদায় করা। কীসে আখেরে লাভ হবে, কী করলে ক্ষতি হবে, এইসব ভালোভাবে চিন্তা করে মানুষের কর্ম করা উচিত। এমন কিছু কর্ম আছে, যার কোনো ফলই হয় না, অতএব তার জন্য করার উদ্যমও ব্যর্থ হয়। যার প্রসন্নতা কোনো কাজে আসে না এবং ক্রোধও ব্যর্থ হয়, তাকে প্রজারা রাজা হিসাবে চায় না, যেমন কোনো নারী নপুংসককে স্বামী হিসাবে চায় না। যার মূল (সাধন) ছোট আর ফল মহান ; বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা শীঘ্রই আরম্ভ করে দেয়, সেই কাজে বিঘ্ন আসতে দেয় না। যে রাজার দৃষ্টিতেই স্নেহবর্ষণ হয়, তিনি কথা না বললেও প্রজারা তাঁর অনুরক্ত হয়। রাজা অধিক সম্পদশালী হলেও বড় দানী হওয়া উচিত নয়। বড় দানী হলেও তার সর্বদা গাম্ভীর্য রক্ষা করতে হবে। রাজা দুর্বল হলেও নিজেকে শক্তিশালী বলে প্রচার করতে হবে। এরূপ করলে সে বিনষ্ট হবে না। যে রাজা চক্ষু, মন, বাক্য ও কর্ম—এই চারটির সাহায্যে প্রজাপ্রসন্ন করেন, প্রজা তাতেই প্রসন্ন থাকে। হরিণ যেমন ব্যাধকে ভয় পায়, তেমনই যাঁর দ্বারা সব প্রাণী ভীত হয়ে থাকে, তিনি যদি আসমুদ্র পৃথিবীরও রাজা হন তাহলে তাঁকে প্রজারা গ্রহণ করে না। পিতা পিতামহের রাজ্য লাভ করে অন্যায় কর্মকারী রাজা তাকে সেইভাবেই নষ্ট করেন যেমনভাবে প্রবল হাওয়া মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করে। পরম্পরা দ্বারা প্রাপ্ত রাজধর্ম আচরণকারী রাজার দ্বারা ধন-ধান্যে পূর্ণ হয়ে উন্নতি ও ঐশ্বর্যের শিখরে উঠে যায়। যে রাজা ধর্মত্যাগ করে অধর্ম করে তার রাজ্য আগুনের ওপর স্থিত চর্ম দ্রব্যের ন্যায় সংকুচিত হয়ে যায়।

অন্য রাষ্ট্র বিনাশের জন্য যে চেষ্টা, তা নিজ রাজ্য রক্ষা ও উন্নতির জন্য করা উচিত। ধর্ম দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত করে ধর্মের দ্বারা তা রক্ষা করা উচিত। কারণ ধর্মমূলক রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করে রাজা তাকে ছাড়েন না, তিনিও রাজাকে পরিত্যাগ করেন না। যারা অকারণে কথা বলে, অনর্গল অসংলগ্ন কথা বলে যায় কিংবা পাগল—তাদের কথার মধ্যেও খনির পাথরের ভিতর থেকে সোনার মতো সারকথা গ্রহণ করবে। উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী যেমন এক একটি কণা খুঁটে নেয়, তেমনই ধৈর্যশীল ব্যক্তির এখান সেখান থেকে ভাবপূর্ণ কথা ও সৎকর্ম ইত্যাদি সংগ্রহ করা উচিত। গোরু গন্ধের সাহায্যে, ব্রাহ্মণরা বেদের সাহায্যে, রাজা গুপ্তচরের সাহায্যে এবং সর্বসাধারণের চোখের দ্বারা দেখে থাকেন। যে গোরু অনেক চেষ্টার ফলে দুধ দেয় তাকে কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু যে গোরুটিকে সহজেই দোহন করা যায় তাকে কষ্ট পেতে হয় না। যে ধাতু তপ্ত না করলেই বেঁকে যায়, তাকে কেউ অগ্নিতে তপ্ত করে না। যে কাঠ আপনিই বেঁকে আছে, তাকে কেউ বাঁকাতে চেষ্টা করে না। এই দৃষ্টান্ত মেনে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বলবানের সামনে নীচু হয়ে থাকা উচিত। যে বলবানের সামনে নীচু হয়, সে যেন ইন্দ্রদেবকে প্রণাম করছে মনে হয়। পশুদের রক্ষক বা প্রভু হল মেঘ, রাজার সহায়ক মন্ত্রী, নারীদের বন্ধু ও রক্ষক স্বামী এবং ব্রাহ্মণদের বন্ধু হল বেদ। সত্য দ্বারা ধর্মরক্ষা হয়, যোগের দ্বারা বিদ্যা সুরক্ষিত থাকে, পরিচ্ছন্নতার দ্বারা রূপ রক্ষা পায় এবং সদাচার দ্বারা কুলরক্ষা পায়। ওজন করে সুরক্ষিত রাখলে শস্য রক্ষা পায়, ছোটাছুটি করালে অশ্বকুল সুস্থ থাকে, প্রতিনিয়ত দেখাশোনা করলে গোবংশ রক্ষা পায় এবং নোংরা বস্ত্রাদির পরিধানে নারী রক্ষা পায়। সদাচার পালন না করলে শুধুমাত্র উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করলেই তাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না। নিম্ন বংশে জন্মালেও সদাচারের পালন তাকে শ্রেষ্ঠ করে তুলবে। যে ব্যক্তি অপরের ধন, রূপ, পরাক্রম, কৌলিন্য, সুখ, সৌভাগ্য ও সম্মানে হিংসা করে তার কপালে দুঃখ আছে। না করার যোগ্য কাজ করলে, করার উপযুক্ত কাজে ভুল করলে এবং কার্য সিদ্ধ হওয়ার আগেই গোপন কথা প্রকটিত হলে সতর্ক থাকতে হয়। যাতে নেশা বাড়ে সেই বস্তু পান করা উচিত নয়। বিদ্যার (অহংকার) মদ, অর্থের (অহংকার) মদ এবং উচ্চকুলের (অহংকার) মদ ভয়ংকর জিনিস। অহংকারী ব্যক্তিদের কাছে এগুলি মদ হলেও সজ্জন ব্যক্তিদের কাছে এগুলি দমের সাধন। কখনো কোনো কাজে সজ্জন দ্বারা প্রার্থিত হলেও দুষ্ট ব্যক্তি নিজেকে দুষ্ট বলে জানলেও নিজেকে সজ্জনের মতো জাহির করে। মনস্বী ব্যক্তিকে সাধু ব্যক্তি সাহায্য করেন, সাধু ব্যক্তিরও সহায়ক সাধুই হন, দুষ্টদেরও সাহায্য করেন সাধু, কিন্তু দুষ্টরা সাধুর সহায়ক হয় না। পুরুষের শীল (আচরণ)-ই প্রধান, যার সেটি নষ্ট হয়ে যায়, ইহজগতে তার জীবন, ধন এবং বন্ধুদ্বারাও কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। ভরতশ্রেষ্ঠ ! ধনোন্মত্ত মানুষের আহারে মাংসের, মধ্যম শ্রেণীর মধ্যে ভোজনে গোরস এবং দরিদ্রদের মধ্যে ভোজনে তেলের প্রাধান্য থাকে। দরিদ্র ব্যক্তিদের সর্বদাই স্বাদু আহার ; কারণ ক্ষুধাই স্বাদের জননী। ধনীদের কাছে তা সর্বদাই দুর্লভ। রাজন্ ! পৃথিবীতে ধনীদের প্রায়শই আহার করার শক্তি থাকে না। কিন্তু দরিদ্ররা কাঠও হজম করে ফেলে। অধম পুরুষরা জীবিকা না হওয়ার ভয় পায়, মধ্যম শ্রেণীর মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় এবং উত্তম পুরুষরা অপমানকে মহা ভয় পায়। পান করা নেশা হলেও ঐশ্বর্যের নেশা সব থেকে খারাপ ; কারণ ঐশ্বর্যের অহংকারে মত্ত মানুষ ভ্রষ্ট না হয়ে ঠিকপথে ফেরে না॥ ৪-৫৪ ॥

যে ব্যক্তিকে জীব বশীভূতকারী পাঁচ ইন্দ্রিয় জয় করে নিয়েছে, তার বিপদ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বর্ধিত হয়। ইন্দ্রিয়াদিসহ মনকে জয় না করেই যিনি মন্ত্রীদের জয় করতে চান এবং মন্ত্রীদের নিজ অধীন না করেই যিনি শত্রুকে জয় করতে চান, সেই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে সকলেই পরিত্যাগ করে। যিনি প্রথমে ইন্দ্রিয়সহ মনকেও শত্রু মনে করে জয় করেন, তারপরে যদি তিনি মন্ত্রী বা শত্রুদের জয় করতে চান তাহলে তিনি অনায়াসে সফল হন। ইন্দ্রিয় এবং মনকে জয় করেন যিনি, অপরাধীদের দণ্ড প্রদান করেন যিনি এবং ভেবে চিন্তে কাজ করেন যে ধৈর্যশীল পুরুষ লক্ষ্মী তাঁর সহায়ক হন। রাজন্ ! মানুষের শরীর হল রথ, বুদ্ধি তার সারথি এবং ইন্দ্রিয়গুলি তার ঘোড়া। এরূপ চিন্তা করে সাবধানে থাকা চতুর এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি বশে আনা ঘোড়া

দ্বারা চালিত হয়ে সুখে যাত্রা করেন। শিক্ষা না পাওয়া ঘোড়া যেমন মূর্খ সারথিকে রাস্তায় ফেলে মেরে দেয়, তেমনই ইন্দ্রিয়াদি বশে না হলে সেই ব্যক্তি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত না থাকায় মূর্খ ব্যক্তি অর্থকে অনর্থ এবং অনর্থকে অর্থ মনে করে অতি বড় দুঃখকেও সুখ বলে মনে করে। যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় সে শীঘ্রই ঐশ্বর্য, প্রাণ, ধন এবং স্ত্রীকে খুইয়ে ফেলে। যে অধিক ধনের অধিপতি হয়েও ইন্দ্রিয়কে বশে রাখে না, সে ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে নিজেই নিজের আত্মাকে জানার চেষ্টা করা উচিত, কারণ আত্মাই বন্ধু এবং আত্মাই নিজের শত্রু। যিনি স্বয়ং আত্মাকে জয় করেছেন, আত্মাই তাঁর বন্ধু। রাজন্! সূক্ষ্ম ছিদ্রসম্পন্ন জালে আবদ্ধ বড় বড় মাছ যেমন জাল কেটে ফেলে, তেমনই কাম ও ক্রোধ সম্মিলিতভাবে জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে দেয়। যিনি ইহজগতে ধর্ম ও অর্থের বিচার করে বিজয় সাধনের সামগ্রী সংগ্রহ করেন, তিনি সেই সামগ্রীতে যুক্ত হওয়ায় সদা সুখ ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে থাকেন। যিনি চিত্তের বিকারভূত পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপ নিজের শত্রুকে জয় না করে অন্য শত্রুদের পরাস্ত করতে চান, শত্রুরা তাঁকে পরাজিত করে। ইন্দ্রিয়াদির ওপর অধিকার না থাকায় বড় বড় সাধু-মহাত্মা এবং রাজারাও ভোগ বিলাসে আবদ্ধ থাকেন। দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ না করে তার সঙ্গে মিলে মিশে থাকলে নিরপরাধ সৎ ব্যক্তিও সমান দণ্ড পান, শুকনো কাঠের সঙ্গে থাকলে ভেজা কাঠও যেমন পুড়ে যায়। তাই দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কখনো মেলামেশা করবেন না। যে ব্যক্তি পাঁচ বিষয় এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মোহবশত বশ না-করে, তাকে বিপদ গ্রাস করে। গুণাদিতে দোষ না দেখা উচিত, সরলতা, পবিত্রতা, সন্তোষ, প্রিয় বাক্য বলা, ইন্দ্রিয়দমন, সত্যভাষণ এবং স্থৈর্য—দুরাত্মা ব্যক্তির এই গুণগুলি থাকে না। আত্মজ্ঞান, অশান্তচিত্ত না হওয়া, সহনশীলতা, ধর্মপরায়ণতা, বাক্য পালন এবং দান করা—দুরাত্মাদের এই সকল গুণ থাকে না। মূর্খ ব্যক্তি বিদ্বানদের গালিগালাজ ও নিন্দা দ্বারা কষ্ট দেয়। গালি যে দেয় সে পাপের ভাগী হয় এবং ক্ষমাকারী পাপ হতে মুক্ত হয়। দুষ্ট ব্যক্তির বল হচ্ছে হিংসা, রাজার বল শাস্তিপ্রদান, নারীদের বল সেবা এবং গুণবানদের বল ক্ষমা। রাজন্! বাক্‌সংযম পূর্ণভাবে করা কঠিন বলা হয়; কিন্তু বিশেষ অর্থ যুক্ত ও মনোমোহন বাক্যও বেশি বলা যায় না। রাজন্! মধুরবাক্য নানাপ্রকার কল্যাণ করে থাকে কিন্তু সেই কথাগুলিই কটুভাবে বললে মহা অনর্থের কারণ হয়ে ওঠে। বাণবিদ্ধ পশু এবং কুঠার দিয়ে কাটা বনও পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়, কিন্তু কটু বাক্য বলা ঘা কখনো সারে না। বাণের কাঁটা বের করে শরীর সারানো সম্ভব কিন্তু কটুবাক্যরূপ কাঁটা মন হতে বার করা যায় না কারণ তা হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে থাকে। বচনরূপ বাণ মুখ থেকে নির্গত হয়ে অন্যের মর্মে এমন আঘাত করে যে আহত ব্যক্তি রাতদিন সেই দুঃখবোধ নিয়ে সন্তপ্ত হতে থাকে। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্যের ওপর এরূপ ব্যবহার করা উচিত নয়। দেবতারা যাকে পরাজিত করতে চান, তাঁরা তার বুদ্ধি আগে থেকেই হরণ করেন; তাতে সেই ব্যক্তির নীচ কর্মের দিকে অধিক দৃষ্টি থাকে। বিনাশকাল হলে বুদ্ধি মলিন হয়; তখন অন্যায়কেও ন্যায় বলে প্রতীত হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্রদেরও বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে; পাণ্ডবদের সঙ্গে আপনার বিরোধের জন্য আপনি আপনার পুত্রদের কুমতলব জানতে পারছেন না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! যিনি রাজলক্ষণযুক্ত হওয়ায় ত্রিভুবনের রাজা হতে সক্ষম, আপনার আদেশপালনকারী সেই যুধিষ্ঠির এই সমগ্র পৃথিবীর শাসক হওয়ার যোগ্য। তিনি ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব জানেন, তেজ ও বুদ্ধিযুক্ত, পূর্ণ সৌভাগ্যশালী এবং আপনার সকল পুত্রের থেকে সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ। রাজেন্দ্র! ধর্মধারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দয়া, সৌম্য-ভাব এবং আপনার প্রতি সৌজন্যবশত কষ্ট সহ্য করছেন॥ ৫৫-৮৬ ॥

—০—

# বিদুর-নীতি

## (তৃতীয় অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বুদ্ধিমান ! তুমি আরও ধর্ম অর্থযুক্ত কথা শোনাও। এতে আমার পূর্ণ তৃপ্তি হয়নি। এইসব বিষয়ে তুমি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করছ॥ ১ ॥

বিদুর বললেন—সর্ব তীর্থে স্নান এবং সকলের সঙ্গে নম্র ব্যবহার—এই দুটিই সমান ; কিংবা বলা যায় কোমল ব্যবহারের বিশেষ মহত্ত্ব আছে। বিভো ! আপনি আপনার পুত্র কৌরব এবং পাণ্ডব—উভয়ের প্রতিই সমানভাবে নম্র ব্যবহার করুন। তাতে আপনি ইহলোকে মহৎ যশ প্রাপ্ত হবেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে যাবেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ইহলোকে যতদিন মানুষের পুণ্যগাথা কীর্তন করা হয় ততদিন সে স্বর্গলোকেও সম্মান পায়। এই ব্যাপারে সেই প্রচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়, যাতে 'কেশিনী'কে পাওয়ার জন্য সুধন্বা ও বিরোচনের বিবাদের উল্লেখ রয়েছে।

রাজন্ ! কোনো এক সময়ের কথা, কেশিনী নামে এক সুন্দরী কন্যা শ্রেষ্ঠ পতি বরণের ইচ্ছায় স্বয়ংবর সভায় এসেছিলেন। তখন দৈত্যকুমার বিরোচন তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় সেখানে উপস্থিত হন। সেই সময় কেশিনীর সঙ্গে দৈত্যরাজের এইরূপ কথাবার্তা হয়॥ ২-৭ ॥

কেশিনী বললেন—বিরোচন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, না দৈত্য ? যদি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে আমি কেন সুধন্বাকে বিবাহ করব না ? ॥ ৮ ॥

বিরোচন বললেন—কেশিনী ! আমরা প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত জগৎ আমাদেরই। আমাদের কাছে দেবতা আর ব্রাহ্মণ কী বস্তু ? ॥ ৯ ॥

কেশিনী বললেন—বিরোচন ! আমরা দুজন এখানে অপেক্ষা করি, কাল প্রাতে সুধন্বা এখানে আসবেন, তারপর আমি তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখব॥ ১০ ॥

বিরোচন বললেন—কল্যাণী ! তুমি যা বলছ, তাই করব। কেশিনী ! কাল প্রাতে তুমি আমাকে ও সুধন্বাকে একত্রে উপস্থিত দেখতে পাবে ॥ ১১ ॥

বিদুর বললেন— রাজন্ ! তারপর রাত্রি প্রভাত হলে সুধন্বা প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ও কেশিনীর নিকটে এলেন। ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে কেশিনী উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে আসন এবং পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করলেন॥ ১২-১৩ ॥

সুধন্বা বললেন—প্রহ্লাদনন্দন ! আমি তোমার এই সুবর্ণ সিংহাসনটি শুধু ছুঁয়ে দেখব, তোমার সঙ্গে এর ওপর বসা সম্ভব নয় ; কারণ তাহলে আমরা সমকক্ষ হয়ে যাব॥ ১৪ ॥

বিরোচন বললেন—সুধন্বন্ ! তোমার বসার পক্ষে কাষ্ঠ পিঁড়ি, চাটাই বা কুশাসনই উপযুক্ত। তুমি আমার সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য নও॥ ১৫ ॥

সুধন্বা বললেন— পিতা ও পুত্র এক সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন ; দুজন ব্রাহ্মণ, দুজন ক্ষত্রিয়, দুই বৃদ্ধ, দুজন বৈশ্য এবং দুজন শূদ্রও একসঙ্গে বসতে পারেন। কিন্তু অন্য কোনো দুজন ব্যক্তি পরস্পর একসঙ্গে বসতে পারেন না। তোমার পিতা প্রহ্লাদ নীচে বসেই আমার সেবা করতেন। তুমি এখনও বালক, সুখে পালিত ; তাই তোমার এই সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই॥ ১৬-১৭ ॥

বিরোচন বললেন—সুধন্বন ! আমাদের অসুরদের কাছে যা সোনা, গাভী, ঘোড়া ইত্যাদি সম্পত্তি আছে, সেগুলি আমি বাজী রাখছি, চলো আমরা দুজনে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ॥ ১৮ ॥

সুধন্বা বললেন—বিরোচন ! স্বর্ণ, গাভী এবং ঘোড়া

তোমারই থাক। আমাদের দুজনের প্রাণ বাজী রেখে যিনি এসবে অভিজ্ঞ, তাঁকে জিজ্ঞাসা করো॥ ১৯ ॥

বিরোচন বললেন—ঠিক আছে, প্রাণ বাজী রেখে আমরা কার কাছে যাব ? আমি তো দেবতাদের কাছেও যেতে পারি না এবং মানুষদেরও বিচারক নিযুক্ত করতে পারি না॥ ২০ ॥

সুধন্বা বললেন—প্রাণ বাজী রেখে আমরা দুজন তোমার পিতার কাছে যাব। (আমার বিশ্বাস) প্রহ্লাদ নিজের পুত্রের জন্যও মিথ্যা বলবেন না॥ ২১ ॥

বিদুর বললেন— এইভাবে প্রাণের বাজী রেখে উভয়ে উত্তেজিত হয়ে যেখানে প্রহ্লাদ ছিলেন, সেখানে গেলেন॥ ২২ ॥

প্রহ্লাদ (মনে মনে) বললেন—যাদের কখনো একসঙ্গে দেখা যায়নি, তারা দুজনে, সুধন্বা আর বিরোচনকে আজ সাপের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে একসঙ্গে আসতে দেখা যাচ্ছে। (তারপর বিরোচনকে বললেন) বিরোচন ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমার কি সুধন্বার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে ? নাহলে একসঙ্গে আসছ কী করে ? আগে তো তোমাদের একসঙ্গে দেখা যায়নি॥ ২৩-২৪ ॥

বিরোচন বললেন— পিতা ! সুধন্বার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়নি। আমরা দুজন প্রাণ বাজী রেখে এসেছি। আমি আপনার নিকট একটি প্রশ্নের সত্য উত্তর জানতে চাইছি। আমার প্রশ্নের অসত্য উত্তর দেবেন না॥ ২৫ ॥

প্রহ্লাদ বললেন— সেবকগণ ! সুধন্বার জন্য জল এবং মধুপর্ক নিয়ে এসো। (তারপর সুধন্বাকে বললেন।) ব্রহ্মন্ ! আপনি আমার পূজনীয় অতিথি, আমি আপনার জন্য সাদা গাভী প্রস্তুত করে রেখেছি॥ ২৬ ॥

সুধন্বা বললেন—প্রহ্লাদ ! জল আর মধুপর্ক আমি পথেই পেয়েছি। তুমি আমার প্রশ্নের ঠিকমতো উত্তর দাও—ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, না বিরোচন ? ॥ ২৭ ॥

প্রহ্লাদ বললেন — ব্রহ্মণ ! আমার একটিই পুত্র আর এদিকে আপনি নিজে উপস্থিত ; আপনাদের বিবাদে আমার মতো মানুষ কী করে স্থির সিদ্ধান্ত নেবে ? ॥ ২৮ ॥

সুধন্বা বললেন— মতিমন্ ! তোমার যে গো-ধন এবং প্রিয় সম্পত্তি আছে সে সব তোমার নিজের পুত্র বিরোচনকে দিয়ে দাও ; কিন্তু আমাদের দুজনের বিবাদে তোমাকে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদ বললেন— সুধন্বন্ ! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি— যে ব্যক্তি সত্য বাক্য বলে না অথবা অসৎ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, সেই অসৎ বক্তার কী হয় ? ॥ ৩০ ॥

সুধন্বা বললেন— সতীনসম্পন্না নারী, জুয়াতে হেরে যাওয়া জুয়াড়ী এবং ভার বয়ে ব্যথিত দেহী মানুষের রাত্রে যে অবস্থা হয়, বিপরীত ন্যায় প্রদানকারী বক্তারও তাই হয়। যে মিথ্যা বিচার করে, সেই রাজা নগরে বন্দী হয়ে বাইরের দরজায় ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে বহু শত্রুর সম্মুখীন হয়। মিথ্যা বলার অপরাধে যদি পশু মারা যায় তাহলে তার পরবর্তী পাঁচ পুরুষ, গাভী মারা গেলে দশ পুরুষ, অশ্ব মারা গেলে একশ পুরুষ এবং মানুষ মারা গেলে পরবর্তী এক হাজার পুরুষদের নরকবাস করতে হয়। স্বর্ণের জন্য মিথ্যা বলে যে সে ভূত ভবিষ্যতের সমস্ত কুলকে নরকে পতিত করে দেয়। পৃথিবী এবং নারীর জন্য যে মিথ্যা বলে সে নিজের সর্বনাশ করে বসে, অতএব তুমি স্ত্রীর জন্য কখনো মিথ্যা বলবে না॥ ৩১-৩৪ ॥

প্রহ্লাদ বললেন—বিরোচন ! সুধন্বার পিতা অঙ্গিরা আমা হতে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বা তোমা হতে শ্রেষ্ঠ, এঁর মাতাও তোমার মাতার থেকে শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং আজ তুমি সুধন্বার কাছে পরাজিত হয়েছ। বিরোচন ! সুধন্বা এখন তোমার প্রভু। সুধন্বন্ ! যদি এখন বিরোচনকে আমাকে দিয়ে দেন, আমি ওকে চাই॥ ৩৫-৩৬ ॥

সুধন্বা বললেন — প্রহ্লাদ ! তুমি ধর্ম স্বীকার করেছ, স্বার্থবশত মিথ্যা কথা বলনি ; তাই তোমার পুত্রকে তোমাকে দিয়ে দিলাম। প্রহ্লাদ ! তোমার পুত্র বিরোচনকে আমি তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। কিন্তু এবার কুমারী কেশিনীর কাছে গিয়ে আমার পা ধুইয়ে দেবে॥ ৩৭-৩৮ ॥

বিদুর বললেন—তাই রাজেন্দ্র ! আপনি পৃথিবীর

সম্রাজ্যের জন্যও মিথ্যা বলবেন না। পুত্রের স্বার্থের জন্য অসত্য বলে পুত্র এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে বিনাশের মুখে পা দেবেন না। দেবতারা রাখালের মতো লাঠি হাতে পাহারা দেন না, তাঁরা যাকে রক্ষা করতে চান, তাকে উত্তম বুদ্ধি দিয়ে পাঠান। মানুষ যখনই কল্যাণমুখী হয়, তখনই তার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হতে থাকে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কপট ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের পাপ, বেদও দূর করতে সক্ষম হয় না। ডানা গজালে পাখি যেমন নীড় ছেড়ে উড়ে যায় তেমনই বেদও অন্তকালে পাপী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। মদ্যপান, বিবাদ, সকলের সঙ্গে শত্রুতা, পতি-পত্নীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা, আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে ভেদাভেদ করা, রাজার সঙ্গে দ্বেষ, স্ত্রী-পুরুষে বিবাদ এবং কু-মার্গে গমন—এগুলি ত্যাজ্য বলা হয়েছে। হস্তরেখাবিদ্, চুরি করে ব্যবসায়ী হওয়া, জুয়াড়ী, বৈদ্য, শত্রু, মিত্র এবং চারণ—এই সাত ব্যক্তিকে কখনো সাক্ষী করবে না। সম্মানের সঙ্গে অগ্নিহোত্র, সম্মানের সঙ্গে মৌন পালন, সম্মানের সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং সম্মানের সঙ্গে যজ্ঞ অনুষ্ঠান—এই চারকর্ম ভয় দূর করে। কিন্তু এগুলি ঠিকভাবে সম্পাদন না করলে ভয়প্রদানকারী হয়। গৃহে অগ্নিপ্রদানকারী, বিষপ্রদানকারী, জারজ সন্তানের উপার্জনে জীবিকা নির্বাহকারী, মদ্যবিক্রেতা, অস্ত্র প্রস্তুত কারক, কলহকারী, মিত্রদ্রোহী, ব্যভিচারী, গর্ভপাতকারী, গুরুপত্নীগামী, ব্রাহ্মণ হয়েও মদ্যপানকারী, তীক্ষ্ণ স্বভাবসম্পন্ন, কাকের মতো কর্কশবাক্য বলা, নাস্তিক, বেদ নিন্দাকারী, ঘুষখোর, পতিত, ক্রূর এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শরণাগতকে রক্ষা না করে যে হিংসা করে তারা সকলেই ব্রহ্মহত্যার ন্যায় পাপের পাতক হয়। আগুনে সোনা চেনা যায়, সদাচারের দ্বারা সৎ ব্যক্তির, ব্যবহার দ্বারা সাধুর, ভয়ে শূরবীরের, অর্থ কষ্টে ধৈর্যশীলের এবং কঠিন বিপদে শত্রু-মিত্রের পরীক্ষা হয়। বৃদ্ধত্ব সুন্দর রূপকে, আশা ধৈর্যকে, মৃত্যু প্রাণকে, দোষ দেখার স্বভাব ধর্মাচরণকে, ক্রোধ লক্ষ্মীকে, নীচ ব্যক্তির সেবা সৎ স্বভাবকে, কাম লজ্জাকে এবং অভিমান সর্বস্ব নষ্ট করে দেয়। শুভ কর্মের দ্বারা লক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়, বাক্য নৈপুণ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, চাতুর্যে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং সংযমে সুরক্ষিত থাকে। আটটি গুণ পুরুষের শোভা বৃদ্ধি করে—বুদ্ধি, কৌলিন্য, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, বাজে কথা না বলা, যথাশক্তি দান এবং কৃতজ্ঞতা। তাত ! একটি এমন গুণ আছে যা এইসব মহত্ত্বপূর্ণ গুণগুলির ওপর হঠাৎ অধিকার কায়েম করে বসে। রাজা যখন কোনো ব্যক্তিকে সম্মান জানান, তখন সেই একটি গুণই (রাজসম্মান) সমস্ত গুণের ওপর শোভা পায়। রাজন্ ! ইহলোকের এই আটটি গুণ স্বর্গলোক দর্শন করায় ; এর মধ্যে চারটি সৎ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে এবং অপর চারটি সৎব্যক্তি স্বয়ং অনুসরণ করে থাকেন। যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন এবং তপ—এই চারটি সৎব্যক্তিকে অনুগমন করে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য, সারল্য এবং কোমলতা—এই চারটি স্বয়ং সৎ ব্যক্তি অনুসরণ করেন। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপ, সত্য, ক্ষমা, দয়া এবং লোভহীন হওয়া—ধর্মের এই আটটি পথ। এর মধ্যে প্রথম চারটি দম্ভের জন্যও অনুষ্ঠান করা যায় ; কিন্তু বাকি চারটি যারা মহাত্মা নয়, তাদের মধ্যে থাকতেই পারে না। যে সভায় বৃদ্ধ ও প্রাচীন ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন না, তা সভাই নয়। যিনি ধর্মকথা বলেন না, তাঁরা বৃদ্ধ নন ; যাতে সত্য নেই, তা ধর্ম নয় এবং যা কপটতাপূর্ণ, তা সত্য নয়। সত্য, বিনয়ের ভাব, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, কৌলিন্য, শীল, ধন, শৌর্য এবং সুন্দর কথা বলা—এই দশটি স্বর্গের সাধন। পাপকীর্তি-সম্পন্ন মানুষ পাপাচরণ করে পাপরূপ ফলই লাভ এবং পুণ্যকর্মা ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে পুণ্যফলই উপভোগ করেন। তাই প্রশংসনীয় ব্রত আচরণকারী ব্যক্তির পাপকাজ করা উচিত নয় ; কারণ বারংবার পাপ কাজ করলে তা বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। তেমনই বারংবার পুণ্য করলে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। যাঁর বুদ্ধি বাড়ে তিনি সর্বদা পুণ্য কাজ করে থাকেন। পুণ্যকর্মা ব্যক্তি পুণ্যলোকেই গমন করেন। তাই মানুষের উচিত সর্বদা একাগ্রচিত্তে পুণ্য কর্ম করা। দোষদর্শী, মর্মে আঘাতকারী, নির্দয়, শত্রুতাকারী এবং শঠ ব্যক্তি পাপাচরণ করে সত্বরই মহাকষ্ট প্রাপ্ত হয়। দোষদৃষ্টিরহিত, শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির থেকে সদ্বুদ্ধি লাভ করেন, তিনিই পণ্ডিত ; কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ধর্ম, অর্থ লাভ করে অনায়াসে নিজ উন্নতি করতে সক্ষম হন। সারাদিন কাজ করেন, যাতে রাতে সুখে কাটাতে পারেন এবং আট মাস কাজ করেন যাতে বৎসরের বাকি চার মাস সুখে কাটাতে পারেন। জীবনের প্রথম দিকে অর্থ উপার্জন করবে যাতে বৃদ্ধাবস্থায় সুখে জীবন অতিবাহিত হয় এবং আজীবন এমন কাজ করবে যাতে মৃত্যুর পরেও শান্তি থাকে। ভালোভাবে হজম হলে সজ্জন ব্যক্তি সেই অন্নের, নিষ্কলঙ্কভাবে যৌবন অতিবাহিত করলে সেই পত্নীর, যুদ্ধ জয়ী বীরের এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত তপস্বীর প্রশংসা করেন।

অধর্মের দ্বারা অর্জিত অর্থের দ্বারা যে দোষ চাপা দেওয়া হয়, তা চাপা তো পড়েই না, তার থেকেও ভিন্ন নতুন দোষ প্রকটিত হয়ে পড়ে। মন ও ইন্দ্রিয়বশকারী শিষ্যের গুরুই তাঁর শাসক, দুষ্টের শাসক রাজা এবং যারা গোপনে পাপ করে তাদের শাসক সূর্যপুত্র যমরাজ। ঋষি, নদী, মহাত্মাদের কুল এবং নারীদের দুশ্চরিত্রের মূল জানা যায় না। রাজন্! ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধাকারী, দাতা, কুটুম্বদের প্রতি কোমল ব্যবহারকারী এবং শীলবান রাজা বহুদিন পৃথিবী পালন করেন। শূর, বিদ্বান এবং সেবাধর্মজ্ঞাতা—এই তিন ব্যক্তি পৃথিবী থেকে স্বর্ণময় পুষ্প সঞ্চয় করেন। ভারত! বুদ্ধিদ্বারা বিচার করা কর্ম শ্রেষ্ঠ, বাহুবলে করা কার্য মধ্যম শ্রেণীর, জঙ্ঘার দ্বারা কর্ম অধম এবং ভারবহনের কর্ম মহা অধম হয়ে থাকে। রাজন্! আপনি দুর্যোধন, শকুনি, মূর্খ দুঃশাসন এবং কর্ণের ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে উন্নতির আশা করেন কী করে ? ভরতশ্রেষ্ঠ ! পাণ্ডবরা উত্তম গুণসম্পন্ন এবং আপনার প্রতি পিতার মতো ব্যবহার করেন ; আপনিও তাদের প্রতি পুত্রভাব বজায় রেখে আচরণ করুন॥ ৩৯-৭৭ ॥

---

# বিদুর নীতি
## (চতুর্থ অধ্যায়)

বিদুর বললেন—এই বিষয়ে দত্তাত্রেয় এবং সাধ্য দেবতাদের কথোপকথন রূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়, একথা আমার শোনা। প্রাচীন কালের কথা, উত্তম ব্রত সম্পন্ন মহাবুদ্ধিমান মহর্ষি দত্তাত্রেয় পরমহংস রূপে বিচরণশীল ছিলেন ; সেইসময় সাধ্য দেবতাগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—॥ ১-২ ॥

সাধ্য বললেন—মহর্ষি ! আমরা সাধ্য দেবতা ; আপনাকে শুধুমাত্র দেখে আপনার বিষয়ে কিছু অনুমান করতে পারছি না। আপনাকে শাস্ত্রজ্ঞানী, ধৈর্যশীল এবং বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে ; আপনি আমাদের বিদ্বত্বপূর্ণ কিছু উদার বাণী কৃপা করে শোনান॥ ৩ ॥

পরমহংস বললেন—দেবগণ ! আমি শুনেছি যে ধৈর্য-ধারণ, মনো-নিগ্রহ, সত্য ধর্ম পালনই কর্তব্য ; পুরুষের এর সাহায্যে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি উন্মোচন করে প্রিয় এবং অপ্রিয়কে নিজের আত্মার সমান বলে জানা উচিত। অপরে কুকথা বললেও তাকে গালি দেওয়া উচিত নয়। ক্ষমাকারীর অবরুদ্ধ ক্রোধই গালিপ্রদানকারীর ক্ষতি করে এবং তার পুণ্য হরণ করে। অপরকে গালি দেবে না এবং তাকে অসম্মানও করবে না, মিত্রের সঙ্গে দ্রোহ এবং নীচব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করবে না, সদাচারশূন্য ও অহংকারী হবে না, রুক্ষ এবং ক্রোধযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ করবে। যাঁর বাক্য কঠোর এবং স্বভাব রুক্ষ, যে মর্মে আঘাত করে বাক্-বাণে মানুষকে দুঃখ দেয়, বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে মহা দরিদ্র এবং নিজ বাক্যে দারিদ্র্য বয়ে বেড়ায়। রুক্ষ ও কঠোর বাক্য মানুষের মর্মস্থান, হৃদয় এবং প্রাণকে দগ্ধ করে ; তাই ধর্মানুরাগী ব্যক্তি জ্বালাপ্রদানকারী রুক্ষ, কঠোর বাক্য সততই পরিত্যাগ করেন। যদি কেউ বিদ্বান ব্যক্তিকে অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় দগ্ধকারী তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করে, তবে সেই বিদ্বান পুরুষ অত্যন্ত আহত হয়েও মনে

করেন যে এর দ্বারা তাঁর পুণ্য পুষ্ট হচ্ছে। বস্ত্র যেমন যে রঙে রঙ করা হয় সেই রঙই ধারণ করে তেমনই যদি কোনো ব্যক্তি সজ্জন, অসজ্জন, তপস্বী অথবা চোরের সেবা করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর সেই রঙই প্রভাব বিস্তার করে। যে ব্যক্তি কারো প্রতি খারাপ বাক্য বলেন না, অন্যকেও বলান না, মার খেয়েও পরিবর্তে নিজে মারেন না এবং অপরকেও দিয়েও মার দেওয়ান না দেবতারাও তাঁর আগমনের অপেক্ষায় থাকেন। কথা বলার চেয়ে না বলাই উত্তম বলা হয় ; কিন্তু সত্য কথার অন্য বিশেষত্ব আছে, মৌন থাকার চেয়ে তাতে দ্বিগুণ লাভ হয়। সেই সত্য যদি প্রিয় হয়, তবে তা তিনগুণ বিশেষত্ব এবং তা যদি ধর্মসম্মতভাবে বলা হয় তবে তা চতুর্গুণ বিশেষত্ব লাভ করে। মানুষ যেমন লোকেদের সঙ্গে বাস করে, যেমন লোকেদের সেবা করে এবং যেমন হতে চায়, সে তেমনই হয়ে যায়। যে যে বিষয় থেকে মনকে সরানো হয়, সেইসব থেকে মুক্তি হয়ে যায়। এইভাবে সর্বদিক থেকে যদি নিবৃত্ত হওয়া যায় তাহলে মানুষ কখনো লেশমাত্র দুঃখ পায় না। যিনি নিজে কখনো কারোর দ্বারা বিজিত হন না, অপরকে জেতার ইচ্ছা রাখেন না, কারো সঙ্গে শত্রুতা করেন না, কাউকে দুঃখ বা আঘাত দিতে চান না, নিন্দা ও প্রশংসাতে যিনি সমভাবে থাকেন, তিনি হর্ষ- শোকের অতীত হয়ে যান। যিনি সকলের কল্যাণ কামনা করেন, কারো অকল্যাণের কথা মনেও আনেন না, যিনি সত্যবাদী, কোমল এবং জিতেন্দ্রিয়, তাঁকে উত্তম পুরুষ বলা হয়। যিনি মিথ্যা সান্ত্বনা দেন না, দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে দিয়ে ফেলেন, অপরের দোষ সম্বন্ধে অবহিত, তিনি মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ। দেখুন, দুঃশাসনকে গন্ধর্বরা মেরেছিল, অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, (সেই সময় পাণ্ডবরা ওদের রক্ষা করেছিল) ; তা সত্ত্বেও সেই কৃতঘ্ন ক্রোধের বশীভূত হয়ে পাণ্ডবদের ক্ষতি করতে পিছন হটেনি। এই দুরাত্মা কারোরই মিত্র নয়। অধম পুরুষেরই এরূপ চিত্তবৃত্তি হয়। যে নিজের ব্যাপারে সন্দেহ থাকায় অপরের দ্বারা ভালো হলেও তাকে বিশ্বাস করে না, মিত্রকে দূরে রাখে, সে অবশ্যই অধম পুরুষ। যে নিজের উন্নতি চায়, তার অবশ্যই উত্তম পুরুষের সেবা করা উচিত। প্রয়োজন হলে মধ্যম পুরুষেরও সেবা করা যেতে পারে, কিন্তু অধম পুরুষের কখনো নয়। মানুষ দুষ্ট পুরুষের বলের দ্বারা, নিরন্তর চেষ্টা দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা এবং পুরুষার্থের দ্বারা যতই অর্থ লাভ করুন, কিন্তু এগুলির দ্বারা উত্তম কুলীন ব্যক্তির সম্মান এবং সদাচার কখনো লাভ করতে পারেন না॥ ৪-২১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! ধর্ম এবং অর্থের নিত্যজ্ঞাতা এবং বহুশ্রুত দেবতারাও উত্তম কুলে জন্ম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, উত্তম কুল কাকে বলে ? ॥ ২২ ॥

বিদুর বললেন — যাতে তপ, ইন্দ্রিয় সংযম, বেদের স্বাধ্যায়, যজ্ঞ,পবিত্র বিবাহ, সদা অন্নদান এবং সদাচার— এই সাতগুণ বর্তমান, তাকে উত্তম কুল বলা হয়। যাঁর সদাচার শিথিল হয় না, যিনি নিজ দোষে পিতা মাতাকে কষ্ট দেন না, প্রসন্ন চিত্তে ধর্ম আচরণ করেন এবং অসত্য পরিত্যাগ করে নিজ কুলের বিশেষ কীর্তি রাখতে চান, তাঁর কুলই উত্তম। যজ্ঞ না করলে, নিন্দনীয় কুলে বিবাহ করলে, বেদ পরিত্যাগ ও ধর্ম উল্লঙ্ঘন করলে উত্তম কুলও অধম হয়ে যায়। ভারত ! দেবতাদের ধন নাশ, ব্রাহ্মণদের ধন অপহরণ, ব্রাহ্মণদের মর্যাদা লঙ্ঘন করলেও উত্তম কুল অধম হয়ে যায়। ভারত ! ব্রাহ্মণদের অসম্মান এবং নিন্দাতে এবং গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করলে উত্তম কুলও নিন্দনীয় হয়ে যায়। জনবল, গো-পশু ও ধনসম্পত্তি সম্পন্ন হয়েও যে কুল সদাচারহীন হয়, তা উত্তম কুলের গণনার মধ্যে থাকে না। অল্পসম্পদ-বিশিষ্ট কুলও যদি সদাচারসম্পন্ন হয়, তাহলে তাকে ভালো কুলের মধ্যে গণনা করা হয় এবং তা মহাযশপ্রাপ্ত করে। যত্নপূর্বক সদাচার রক্ষা করা উচিত, ধন তো আসে এবং যায়। ধন ক্ষীণ হলেও সদাচারী মানুষকে ক্ষীণ বলে মনে করা হয় না কিন্তু যে ব্যক্তি সদাচার ভ্রষ্ট হয়েছে, তাকে নষ্ট বলে মনে করা উচিত। যে কুল সদাচারহীন, তা যতই ধন-সম্পদ সম্পন্ন হোক, উন্নতি করতে পারে না। আমাদের কুলে যেন কেউ শত্রুতাকারী না থাকে, অন্যের ধন অপহরণকারী রাজা বা মন্ত্রী না থাকে এবং মিত্রদ্রোহী, কপট মিথ্যাবাদী না থাকে। এইরূপ মাতা-পিতা এবং দেবতা-অতিথির আহারের পূর্বে কেউ যেন আহারও না করে। আমাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, ব্রাহ্মণকে হিংসা করে এবং পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান বা তর্পণ করে না, সে যেন আমাদের সভায় না আসে। তৃণাসন, মাটি, জল ও মিষ্ট বাক্য—সজ্জনের গৃহে এই চারটি জিনিসের কখনো অভাব হয় না। রাজন্ ! পুণ্যকর্মকারী ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের গৃহে এই তৃণাদি বস্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সৎকারের জন্য দেওয়া হয়। নৃপবর ! ছোট রথ

ভারবহন করতে সক্ষম হয়, কিন্তু অন্য কাঠ বৃহৎ হলেও ভারবহনে অক্ষম হয়ে থাকে। তেমনই উত্তম কুলে উৎপন্ন উৎসাহী ব্যক্তি ভার বহন করতে সক্ষম, অন্য ব্যক্তিরা তা পারে না। যার কোপে ভীত হতে হয় এবং শঙ্কিত চিত্তে সেবা করতে হয়, সে মিত্র নয়। মিত্র তাকেই বলে, যার ওপর পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা যায় ; অপরেরা তো শুধু সঙ্গী। আগে থেকে কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও যে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে, সেই বন্ধু, সেই মিত্র, সেই আশ্রয়। যার চিত্ত চঞ্চল, যে বৃদ্ধদের সেবা করে না, সেই চঞ্চলমতি মানুষের স্থায়ী বন্ধু হয় না। হংস যেমন শুষ্ক সরোবরের পাশে ঘুরে বেড়াতে থাকে, ভিতরে প্রবেশ করে না, তেমনই যার চিত্ত চঞ্চল, যে অজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ের দাস, তার অর্থ প্রাপ্তি হয় না। দুষ্ট ব্যক্তির স্বভাব মেঘের ন্যায় চঞ্চল, সে সহসা ক্রোধান্বিত হয় আবার অকারণে প্রসন্ন হয়ে ওঠে। যে মিত্রের দ্বারা সম্মানিত হয়ে, তার সাহায্যে কৃতকার্য হয়েও তার বন্ধু হয় না, সেই কৃতঘ্নের মৃত্যুর পর মাংসভোজী জন্তুও তার মাংস খায় না। অর্থ থাক বা না থাক, বন্ধুকে আপ্যায়ন করতেই হয়। বন্ধুর কাছ থেকে কিছু যাচ্ঞা করার মনোভাব রাখবে না এবং তাদের ভালো-মন্দের পরীক্ষা করবে না। দুঃখে রূপ নষ্ট হয়, বল নষ্ট হয় এবং জ্ঞান নষ্ট হয়, দুঃখে মানুষ রোগগ্রস্ত হয়। শোক করলে অভীষ্ট লাভ করা যায় না, এতে শুধু শরীরের কষ্ট হয় এবং শত্রু আনন্দিত হয়। অতএব আপনি শোক করবেন না। মানুষ বারংবার মরে এবং জন্ম নেয়, বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং লাভ করে। বারংবার অপরের কাছ থেকে যাচ্ঞা করলে, অপরে তার কাছে যাচ্ঞা করে। সে অপরের জন্য শোক করে, অপরে তার জন্য শোক করে। সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি-বিনাশ, লাভ-ক্ষতি এবং জীবন-মরণ—এইসব বারবার আসে যায় ; তাই ধৈর্যশীল ব্যক্তির তার জন্য হর্ষ বা শোক করা উচিত নয়। ছয়টি ইন্দ্রিয় অত্যন্ত চঞ্চল ; যে ইন্দ্রিয় যে বিষয়ের প্রতি গভীরতরভাবে আসক্ত হতে থাকে বুদ্ধি ততই ক্ষীণ হতে থাকে, যেমন ছিদ্রযুক্ত কলস থেকে জল নির্গত হতে থাকে ॥ ২৩-৪৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন— তুষের আগুনের মতো সূক্ষ্ম ধর্মে আবদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমি কপট ব্যবহার করেছি ; সুতরাং সে যুদ্ধের দ্বারা আমার পুত্রদের বিনাশ করবে। মহামতি ! আমার মন সর্বদা ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ; তাই যা উদ্বেগশূন্য এবং শান্তিপ্রদ, তা আমাকে বলো॥ ৪৯-৫০ ॥

বিদুর বললেন—নিষ্পাপ নরেশ ! বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং লোভ পরিত্যাগ ব্যতীত আপনার জন্য আর কোনো শান্তির উপায় দেখি না। মানুষ তার ভয় বুদ্ধির সাহায্যে দূর করে। তপস্যা দ্বারা মহানপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, গুরু শুশ্রূষা দ্বারা জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা শান্তিলাভ হয়। মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ দানের পুণ্যের আশ্রয় নেন না, বেদের পুণ্যেরও আশ্রয় গ্রহণ করেন না ; নিষ্কামভাবে রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে তাঁরা ইহলোকে বিচরণ করেন। সম্যক্ অধ্যয়ন, ন্যায়োচিত যুদ্ধ, পুণ্যকর্ম এবং ভালোভাবে করা তপস্যার শেষে সুখ বৃদ্ধি হয়। রাজন্ ! যারা নিজেদের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে চলে, তারা সুন্দর বিছানায় শয়ন করলেও সুখে নিদ্রা যেতে পারে না ; সুন্দরী নারীর কাছে থাকলে অথবা চাটুকারীগণ স্তুতি করলেও তারা প্রসন্ন হয় না। যারা নিজেদের মধ্যে ভেদভাব রাখে, তারা কখনো ধর্ম আচরণ করে না, সুখও পায় না। তারা গৌরব প্রাপ্ত হয় না এবং শান্তির বার্তাও সহ্য করতে পারে না। হিতের কথাও তাদের ভালো লাগে না, যোগ-ক্ষেমের সিদ্ধিও তারা পায় না ; রাজন্ ! ভেদাভেদ রাখে যেসব পুরুষ, বিনাশ ছাড়া তাদের আর কোনো গতি নেই। গোরুতে দুধ, ব্রাহ্মণে তপ এবং যুবতী স্ত্রীর মধ্যে চপলতার ন্যায় জ্ঞাতি-পরিবারের দ্বারা ভয়েরও কারণ থাকতে পারে। নিত্য জলসেচন করে যে লতাকে বড় করা হয়, তা অনেকদিন নানা ঝড় বাদল সহ্য করতে পারে ; সৎপুরুষদের বিষয়েও একথা ঠিক। তাঁরা দুর্বল হলেও সামূহিক শক্তির দ্বারা বলবান হয়ে ওঠেন। ভরত-শ্রেষ্ঠ ! জ্বলন্ত কাঠ পৃথকভাবে থাকলে অগ্নি উদ্গীরণ করে, কিন্তু একসঙ্গে থাকলেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এইরূপই আত্মীয়-বন্ধু পৃথক হলে দুঃখ বাড়ে আর একত্রে থাকলে সুখী হয়। ধৃতরাষ্ট্র ! যারা ব্রাহ্মণ, নারী, আত্মীয়-কুটুম্ব এবং গাভীর ওপর বীরত্ব দেখায়, তারা চারাগাছের ফলের মতো মাটিতে পড়ে যায়। গাছ যদি একা দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তা যতই বলবান, দৃঢ়মূল এবং বৃহৎ হোক ঝড়ের দাপটে একমুহূর্তে শাখা-প্রশাখাসহ ধরাশায়ী হয়। কিন্তু যদি বহু গাছ একসঙ্গে থাকে তাহলে অনেক বড় ঝড়ও তাদের ধরাশায়ী করতে পারে না। এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন মানুষও একা হয়ে গেলে শত্রু তাকে নিজের অধীনে পেয়ে যায়। কিন্তু পরস্পর একসঙ্গে থাকলে, একে অন্যের সাহায্য পেলে, কোনো শত্রু তার সামনে আসতে পারে না। ব্রাহ্মণ, গাভী, কুটুম্ব, বালক, নারী, অন্নদাতা এবং শরণাগত—এরা অবধ্য। রাজন্ ! আপনার কল্যাণ

হোক, মানুষের অর্থ এবং আরোগ্য ছাড়া আর কোনো গুণ নেই, কারণ রোগী মৃত ব্যক্তিরই মতো। যা রোগ ছাড়াই উৎপন্ন হয়, তা পাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। কঠোর, তীক্ষ্ণ, গরম, যা সৎ ব্যক্তিরা সহ্য করেন আর দুর্জনেরা সম্বরণ করতে পারেন না— আপনি সেই ক্রোধ সম্বরণ করে শান্ত হন। পীড়িত ব্যক্তি মধুর ফলের স্বাদ বোঝে না, বিষয়েও তার কিছু সার মেলে না। রোগী সর্বদাই দুঃখিত হয়ে থাকে ; সে ধন সম্পর্কের ভোগ এবং সুখ কোনোটিই অনুভব করে না। রাজন্! আগে দ্রৌপদীকে পাশাতে জিতে নেওয়ার পর আমি বলেছিলাম, 'আপনি দ্যূত ক্রীড়ায় আসক্ত দুর্যোধনকে বাধাপ্রদান করুন, বিদ্বানরা এই প্রবঞ্চনা করতে বারণ করেছেন ; কিন্তু আপনি আমার বারণ শোনেননি। তাকে শক্তি বলা যায় না, যা মৃদুস্বভাবের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়। সূক্ষ্মধর্ম সত্বরই সেবন করা উচিত। ক্রূরভাবে উপার্জন করা অর্থ নশ্বর হয় ; যদি স্বাভাবিকভাবে উপার্জন করা অর্থ হয় তবে তা পুত্র-পৌত্র পর্যন্ত স্থির থাকে। রাজন্ ! আপনার পুত্র পাণ্ডবদের রক্ষা করুক আর পাণ্ডুপুত্রগণ আপনার পুত্রদের রক্ষা করবে। সকল কৌরব একে অপরের শত্রুকে শত্রু এবং মিত্রকে মিত্র বলে জানবে। সকলের যেন একই কর্তব্য হয়, সকলেই সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী হয়ে যেন জীবন কাটায়। আজমীঢ় কুলনন্দন ! আপনিই এখন কৌরবদের আধারস্তম্ভ, কুরুবংশ আপনারই অধীন। তাত ! কুন্তীর পুত্ররা এখনও অল্পবয়স্ক এবং বনবাসে বহু কষ্ট পেয়েছে ; এখন আপনি আপনার যশরক্ষা করে পাণ্ডবদের পালন করুন। কুরুরাজ ! পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নিন ; যাতে শত্রুরা আপনার ছিদ্রান্বেষণ করতে না পারে। হে নরেশ ! পাণ্ডবরা সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এখন আপনি দুর্যোধনকে শাসন করুন॥ ৫১-৭৪ ॥

——०——

# বিদুর নীতি
## (পঞ্চম অধ্যায়)

বিদুর বললেন—রাজেন্দ্র ! বিচিত্রবীর্যনন্দন ! স্বয়ম্ভুব মনু বলেছেন নিম্নলিখিত সতেরো প্রকারের পুরুষকে যমরাজের দূত পাশ হাতে করে নরকে নিয়ে যায়—আকাশে মুষ্টি দ্বারা প্রহার করা ; বর্ষার ইন্দ্রধনু যাকে অবনত করা যায় না, তাকে অবনত করার চেষ্টা ; যে সূর্যকিরণ ছোঁয়া যায় না, তাকে ধরার চেষ্টা ; শাসন করার অযোগ্য ব্যক্তিকে শাসনের চেষ্টা ; মর্যাদা লঙ্ঘন করে যে সন্তুষ্ট থাকে ; শত্রুর সেবা করে ; নারীদের রক্ষায় নিযুক্ত থেকে জীবিকা-নির্বাহ করে ; ভিক্ষা চাওয়ার অযোগ্য ব্যক্তির কাছে ভিক্ষা চায় এবং আত্মপ্রশংসা করে ; উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেও নীচকর্ম করে ; দুর্বল হয়েও বলবানের সঙ্গে শত্রুতা করে ; শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করে ; না চাওয়ার বস্তু চায়, শ্বশুর হয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করে এবং পুত্রবধূর সাহায্যে সংকট মুক্ত হয়ে পুনরায় তার কাছে প্রতিষ্ঠা চায় ; পরস্ত্রীতে সমাগম করে ; প্রয়োজনের বেশি পত্নী-নিন্দা করে ; কারো কাছে কিছু পেয়েও 'মনে নেই' বলে তাকে লুকিয়ে রাখতে চায় ; কেউ কিছু চাইলে সেটি দিয়ে তার জন্য অহংকার করা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। যে ব্যক্তি যেমন ব্যবহার করে, তার সঙ্গেও সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত—এটি হল নীতি। কপট আচরণকারীর সঙ্গে কপট ব্যবহার করা এবং ভালো আচরণকারীর সঙ্গে সাধু ব্যবহারই করা উচিত। বৃদ্ধাবস্থা রূপের, আশা ধৈর্যের, মৃত্যু প্রাণের, হিংসা ধর্মাচরণের, কাম লজ্জার, নীচ ব্যক্তির সেবা সদাচারের, ক্রোধ লক্ষ্মীর এবং অভিমান সর্বস্ব নাশ করে দেয়॥ ১-৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সকল বেদেই যখন বলা হয়েছে মানুষের আয়ু শতবর্ষ তাহলে কী কারণে মানুষ পূর্ণ আয়ু পায় না ? ॥ ৯ ॥

বিদুর বললেন—রাজন্ ! আপনার কল্যাণ হোক। অত্যন্ত অভিমান, বেশি কথা বলা, ত্যাগের অভাব, ক্রোধ, নিজের ভরণ পোষণেই ব্যস্ত থাকা এবং মিত্রদ্রোহ— এই ছয়টি তীক্ষ্ণ তরবারি দেহধারীর আয়ু নষ্ট করে দেয়। এগুলিই মানুষকে বধ করে, মৃত্যু নয়। ভারত ! যে ব্যক্তি তার ওপর বিশ্বাসকারী ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে সমাগম করে, গুরুস্ত্রীগামী হয়, ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, মদ্যপান করে, বয়স্ক ব্যক্তিকে হুকুম করে, অপরের জীবিকা নষ্ট

করে, ব্রাহ্মণদের সেবাকাজের জন্য পাঠায়, শরণাগতের অনিষ্ট করে—তারা সকলেই ব্রহ্মহত্যার ন্যায় পাপ করে। বেদের নির্দেশ হল এদের সঙ্গ করলে প্রায়শ্চিত্ত করা। বয়স্ক ব্যক্তির নির্দেশপালনকারী, নীতিজ্ঞ, দাতা, যজ্ঞশেষ অন্নগ্রহণকারী, হিংসারহিত, অনর্থ কার্য থেকে দূরে থাকা, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী এবং কোমল স্বভাবসম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তি স্বর্গগামী হন। রাজন্ ! সর্বদা প্রিয়বাক্য বলা মানুষ সহজেই পাওয়া যায় ; কিন্তু অপ্রিয় এবং হিতবাক্য বলা ব্যক্তি এবং শ্রোতা দুই-ই দুর্লভ। যিনি ধর্মের আশ্রয় নিয়ে এবং রাজার প্রিয় লাগুক বা না লাগুক এই চিন্তা পরিত্যাগ করে অপ্রিয় হলেও হিতবাক্য বলেন, তাঁর থেকেই সত্যকার সহায়তা পান। কুলরক্ষার জন্য একজন ব্যক্তিকে, গ্রাম রক্ষার জন্য একটি কুলকে, দেশরক্ষার জন্য একটি গ্রামকে এবং আত্মার কল্যাণের জন্য সমগ্র পৃথিবীকে পরিত্যাগ করা উচিত। বিপদের জন্য ধনরক্ষা করা উচিত, ধনের দ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করা উচিত এবং স্ত্রী এবং ধন উভয়ের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত। আগেকার দিনে পাশা খেলায় মানুষদের মধ্যে শত্রুতার উৎপন্ন হত ; সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি তামাশা করেও জুয়া খেলবেন না। রাজন্ ! আমি পাশা খেলা শুরু হওয়ার আগেও বলেছিলাম এসব ঠিক নয় ; কিন্তু রোগীদের যেমন ওষুধ এবং পথ্য ভালো লাগে না, তেমনই আমার কথাও আপনার ভালো লাগেনি। নরেন্দ্র ! আপনি আপনার কাকের ন্যায় পুত্রদের দ্বারা বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট ময়ূরের মতো পাণ্ডবদের পরাজিত করার চেষ্টা করছেন, সিংহকে ছেড়ে শিয়ালকে রক্ষা করছেন ; পরে এরজন্য আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। তাত ! যে প্রভু তাঁর হিতে রত নিজের সেবকের ওপর কখনো ক্রোধ করেন না, তাঁর ভৃত্যগণ তাঁকে বিশ্বাস করেন এবং বিপদের সময়ও পরিত্যাগ করে না। সেবকদের জীবিকা বন্ধ করে অপরের রাজ্য এবং ধন অপহরণের চেষ্টা করা উচিত নয় ; কারণ জীবিকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কার্যরত প্রিয় মন্ত্রীরাও বিরোধী হয়ে, রাজাকে পরিত্যাগ করে। আগে কর্তব্য, আয়-ব্যয় এবং উচিত বেতন ইত্যাদি ঠিক করে তারপর সুযোগ্য সাহায্যকারী সংগ্রহ করা উচিত কারণ কঠিনতম কাজও সাহায্যকারীর দ্বারা সম্ভব হয়। যে সেবক প্রভুর অভিপ্রায় বুঝে আলস্য পরিত্যাগ করে সমস্ত কার্য পূর্ণ করে, হিতবাক্য বলে, স্বামীভক্ত, সজ্জন এবং রাজার শক্তি জানে, তাকে নিজের মতন ভেবে কৃপা করা উচিত। যে সেবক প্রভু নির্দেশ দিলেও, তা পালন করে না ; নিজের বুদ্ধি নিয়ে অহংকারী ; অপ্রিয় বাক্য বলা সেই ভৃত্যকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করা উচিত। অহংকারবর্জিত, নির্ভীক, শীঘ্র কাজ পূর্ণ করে, দয়ালু, শুদ্ধ হৃদয়, অন্যের বাক্যে কর্ণপাত না করা, নীরোগ এবং উদার বক্তা—এই আটটি-গুণ যুক্ত মানুষকে 'দূত' করার যোগ্য বলা হয়েছে। সতর্ক ব্যক্তির সন্ধ্যাবেলা কখনো বিশ্বাসযোগ্য শত্রুর গৃহে যাওয়া উচিত নয়, রাতে চৌরাস্তায় গোপনে দাঁড়ানো উচিত নয় এবং রাজা যাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে চান তাকে প্রাপ্ত করার চেষ্টা না করা উচিত। দুষ্ট মন্ত্রণাকারীর সঙ্গে রাজা যখন বহু লোকের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসেন, তখন তাঁর কোনো কথা খণ্ডন করা উচিত নয় ; 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না' এরকমও বলা উচিত নয় বরং কোনো যুক্তিসংগত বাহানা করে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। অত্যন্ত দয়ালু রাজা, ব্যাভিচারিণী স্ত্রী, রাজকর্মচারী, পুত্র, ভাই, অল্পবয়স্ক পুত্রের বিধবা মা, সৈনিক এবং যার অধিকার নিয়ে নেওয়া হয়েছে, সেই ব্যক্তিদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক না রাখাই উচিত। নিম্নোক্ত আটটি গুণ পুরুষের শোভাবৃদ্ধি করে বুদ্ধি, কৌলিন্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পরাক্রম, বেশি কথা না বলার স্বভাব, যথাশক্তি দান এবং কৃতজ্ঞতা। তাত ! একটি গুণ এমন আছে যা এইসব মহত্ত্বপূর্ণ গুণগুলিকে হঠাৎ অধিকার করে নেয়। রাজা যখন কোনো মানুষকে সম্মান জানান, তখন এইগুণ (রাজসম্মান) উপরিউক্ত সমস্ত গুণের থেকে বড় হয়ে শোভা পায়। নিত্য স্নান করে যে তার বল, রূপ, মধুর স্বর, উজ্জ্বল বর্ণ, কোমলতা, সুগন্ধ, পবিত্রতা, শোভা, সৌকুমার্য এবং সুন্দরী নারী—এই দশপ্রকার লাভ হয়। অল্প আহার-কারীদের নিম্নলিখিত ছয়টি গুণ লাভ হয়—আরোগ্য, আয়ু, বল এবং সুখলাভ তো হয়ই, তার সন্তান সুন্দর হয় এবং 'এ অধিক আহার করে' এই বলে লোকে তাকে কটাক্ষ করতে পারে না। অকর্মণ্য, অধিক ভোজনকারী, সবার সঙ্গে শত্রুতাকারী, অধিক মায়াবী, ক্রূর, দেশ-কাল সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কুশ্রীবেশ পরিধানকারী মানুষকে কখনো গৃহে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। ভীষণ দুঃখী হলেও কৃপণ, গালি দেওয়া স্বভাব, মূর্খ,

জঙ্গলবাসী, ধূর্ত, নীচসেবী, নির্দয়ী, শত্রুতাকারী এবং অকৃতজ্ঞের কাছ থেকে কখনো সহায়তা চাওয়া উচিত নয়। ক্লেশকারী কর্ম করে যে, যে অত্যন্ত প্রমাদী, সদা মিথ্যা বলে, অস্থির ভক্তিসম্পন্ন, স্নেহবর্জিত, নিজেকে চতুর বলে মনে করে—এই ছয় প্রকারের অধম ব্যক্তির সেবা করা উচিত নয়। ধন সহায়কের অপেক্ষায় থাকে এবং সহায়ক ধনের অপেক্ষায় থাকে, এই দুটি একে অপরের আশ্রিত, পরস্পরের সহায়তা ছাড়া এদের সিদ্ধি হয় না। পুত্রের জন্ম দিয়ে তাকে ঋণভার থেকে মুক্ত করে তার কোনো প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হয় ; পরে কন্যাদের যোগ্য পাত্রে বিবাহ দিয়ে মৌন বৃত্তি ধারণ করে বনে বাস করা উচিত। যা সকল প্রাণীর হিতকর এবং নিজের জন্যও সুখদ, সেই কাজ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করা উচিত, সমস্ত সিদ্ধির এই মূলমন্ত্র। যার মধ্যে বৃদ্ধি পাবার শক্তি, প্রভাব, তেজ, পরাক্রম, উদ্যোগ এবং স্থির সিদ্ধান্ত থাকে, তার নিজের জীবিকা নাশের ভয় থাকে না। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করায় যে দোষ রয়েছে, তাতে দৃষ্টি দিন। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও কষ্ট হবে। এতদ্ব্যতীত পুত্রদের মধ্যে শত্রুতা, নিত্য উদ্বেগপূর্ণ জীবন, কীর্তিনাশ এবং শত্রুদের আনন্দ বৃদ্ধি হবে। আকাশে উদিত বাঁকাভাবের ধূমকেতু যেমন সমস্ত জগতে অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করে, তেমনই ভীষ্ম, আপনার এবং দ্রোণাচার্য ও রাজা যুধিষ্ঠিরের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রোধ এই জগৎকে সংহার করতে পারে। আপনার শত পুত্র, কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব—এঁরা সম্মিলিতভাবে আসমুদ্র ধরিত্রীর শাসন করতে সক্ষম। রাজন্ ! আপনার পুত্ররা জঙ্গলের ন্যায় এবং পাণ্ডবরা তাতে বসবাসকারী ব্যাঘ্রের ন্যায়। আপনি ব্যাঘ্র সহ সমস্ত বনকে নষ্ট করবেন না এবং বন থেকে বাঘকেও তাড়িয়ে দেবেন না। বাঘ না থাকলে বন রক্ষা পায় না এবং বন ছাড়াও বাঘ থাকে না। কারণ বাঘ বনরক্ষা করে এবং বন বাঘকে। যার মন পাপে লিপ্ত, সে অন্যের দোষের খবর রাখতে যতটা ইচ্ছা করে, অপরের কল্যাণময় গুণ জানার তেমন ইচ্ছা করে না। যে অর্থের পূর্ণ সিদ্ধি চায়, তার প্রথমে ধর্মাচরণই করা উচিত। স্বর্গ থেকে যেমন অমৃত দূর হয় না, তেমনই ধর্ম থেকে অর্থও পৃথক হয় না। যার বুদ্ধি পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎ কর্মে সংলগ্ন হয়েছে, সে জগতের সমস্ত প্রকৃতি ও বিকৃতি জেনে গেছে। যে ব্যক্তি সময় মতো ধর্ম, অর্থ ও কাম সেবন করে, সে ইহলোকে এবং পরলোকেও ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হয়। রাজন্ ! যে ব্যক্তি হর্ষ ও ক্রোধের বেগ প্রশমন করে এবং বিপদে ধৈর্যচ্যুত হয় না, সে-ই রাজলক্ষ্মীর অধিকার লাভ করে । রাজন্ ! আপনার কল্যাণ হোক, মানুষের পাঁচ প্রকারের বল থাকে ; সেগুলি হল বাহুবল যাকে বলা হয়, তা হল কনিষ্ঠ বল ; দ্বিতীয় বল হল মন্ত্রী পাওয়া ; মনীষীগণ ধনলাভকে বলেন তৃতীয় বল ; এবং রাজন্ ! পিতা, পিতামহ থেকে প্রাপ্ত স্বাভাবিক বল (আত্মীয় বল) তাকে বলা হয় 'অভিজাত' নামক চতুর্থ বল ! ভারত ! যার দ্বারা এই সব বল সংগ্রহ হয়, সব বলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই বল হল 'বুদ্ধিবল '। যে খুব ক্ষতি করতে পারে, তার সঙ্গে শত্রুতা করে এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় যে 'আমি তার থেকে দূরে আছি (ও আমার কিছু করতে পারবে না)। এমন কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন, যিনি নারী, রাজা, সাপ, পঠিত বস্তু, সামর্থ্যবান শত্রু, ভোগ এবং আয়ুর ওপর বিশ্বাস করতে পারেন ? যার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, তার পক্ষে কোনো বৈদ্য, ওষুধ, হোম, মন্ত্র, মাঙ্গলিক কার্য, বেদাদি প্রয়োগ এবং অতিশয় উত্তম জড়ি-বুটি কিছুই কার্যকারী হয় না। ভারত ! মানুষের সাপ, অগ্নি, সিংহ এবং নিজ কুলে উৎপন্ন ব্যক্তির অনাদর করা উচিত নয় ; কারণ এগুলি অত্যন্ত তেজস্বী হয়। জগতে অগ্নি এক মহা তেজ, তা শক্তিরূপে কাঠে লুকিয়ে থাকে ; কিন্তু যত-ক্ষণ তা অন্য কেউ প্রজ্বলিত না করে, ততক্ষণ তা কাঠকে জ্বালায় না। সেই অগ্নিকে যদি প্রজ্বলিত করা হয় তাহলে তা কাঠসহ সমস্ত জঙ্গলকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়। এইরূপ নিজ কুলে উৎপন্ন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পাণ্ডব ক্ষমা ভাবযুক্ত এবং বিকারশূন্য হয়ে কাঠে লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় শান্তভাবে অবস্থান করছেন। আপনি আপনার পুত্র সহ লতার ন্যায় এবং পাণ্ডবরা মহাশালবৃক্ষ স্বরূপ ; মহাবৃক্ষের আশ্রয় ব্যতীত লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। রাজন্ ! অম্বিকানন্দন ! আপনার পুত্রদের বন এবং পাণ্ডবদের তার মধ্যে স্থিত সিংহ বলে জানবেন। তাত ! সিংহশূন্য হলে বন নষ্ট হয়ে যায় এবং বন না থাকলে সিংহও বিনষ্ট হয়॥ ১০-৬৪ ॥

—০—

# বিদুর নীতি
## (ষষ্ঠ অধ্যায়)

বিদুর বললেন—যখন কোনো মাননীয় বৃদ্ধ কোনো নবযুবকের কাছে আসেন, তখন তাঁর প্রাণ ওপর দিকে উঠতে থাকে ; তারপর সে যখন বৃদ্ধকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম জানায়, তখন সে তা পুনরায় প্রকৃত অবস্থান ফিরে পায়। ধৈর্যশীল ব্যক্তির উচিত যখন কোনো সাধু ব্যক্তি অতিথিরূপে আসেন, তখন তাঁকে প্রথমে আসন দিয়ে, জল এনে তাঁর পা ধুয়ে দেবে, তারপরে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করে নিজের কথা বলবে এবং পরে আবশ্যক হলে তাঁকে ভোজন করাবে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ যার গৃহে দাতার লোভ, ভয় বা কৃপণতার জন্য জল, মধুপর্ক ইত্যাদি গ্রহণ করেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই গৃহস্থের জীবন ব্যর্থ বলে জানান। বৈদ্য, ব্রহ্মচর্য ভ্রষ্ট, চোর, ক্রূর, মাতাল, গর্ভপাতকারী, সৈনিক এবং বেদবিক্রেতা—যদিও এরা পা ধোয়ারও যোগ্য নয়, তবু এরা যদি অতিথিরূপে আসে তাহলে সম্মানের যোগ্য হয়। নুন, রান্না করা অন্ন, দই, দুধ, মধু, তেল, ঘি, তিল, মাংস, ফল, মূল, শাক, লালকাপড়, সর্বপ্রকার সুগন্ধী ও গুড়—এইসব বস্তু বিক্রি করার উপযোগী নয়। যিনি ক্রোধ করেন না, মাটি-পাথর ও সোনাকে একই প্রকার দেখেন, শোকহীন, সন্ধি-বিগ্রহ বর্জিত, নিন্দা-প্রশংসারহিত, প্রিয়-অপ্রিয় ত্যাগী এবং উদাসীন—তিনিই ভিক্ষুক (সন্ন্যাসী)। যিনি জঙ্গলের ফল-মূল শাকাদি খেয়ে জীবন ধারণ করেন, মনকে বশে রাখেন, অগ্নিহোত্র করেন এবং বনে বাস করেও অতিথিসেবায় রত থাকেন, সেই পুণ্যাত্মাকে (বাণপ্রস্থী) শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির হাত অনেক প্রসারিত হয়, তাঁকে বিরক্ত করলে তিনি সেই প্রসারিত হাতে প্রতিশোধ নেন। যে বিশ্বাসনীয় নয়, তাকে তো বিশ্বাস করাই উচিত নয়। কিন্তু যে বিশ্বাসপাত্র, তাকেও বেশি বিশ্বাস করা উচিত নয়। বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি মোহভঙ্গ হলে বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হয়। মানুষের উচিত ঈর্ষারহিত, নারীদের রক্ষাকারী, ধনসম্পত্তি ন্যায়পূর্বক বিভাজনকারী, স্বচ্ছ প্রিয়বাদী এবং নারীদের কাছে মিষ্টভাষী হওয়া—কিন্তু কখনো এগুলির বশীভূত হওয়া উচিত নয়। নারীদের গৃহলক্ষ্মী বলা হয় ; তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী, পূজার যোগ্য, পবিত্র এবং গৃহের শোভা বলা হয় ; সুতরাং এঁদের বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। অন্তঃপুর রক্ষার কাজ পিতাকে সমর্পণ করতে হয়, মাতার হাতে রন্ধনশালার ভার, গাভীর সেবা নিজের মতো কোনো বিশ্বাসী পাত্রের ওপর এবং কৃষিকাজ নিজেই করা উচিত। সেবকের দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য করা এবং পুত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ সেবা করা উচিত। জল থেকে অগ্নি, ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয় এবং পাথর থেকে লোহা উৎপন্ন হয়। এর তেজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হলেও নিজ উৎপত্তিস্থানে শান্ত হয়ে যায়। উত্তম কুলজাত, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, ক্ষমাশীল এবং বিকারশূন্য সাধু ব্যক্তি সর্বদা তুষের অগ্নির ন্যায় শান্তভাবে অবস্থিত থাকেন। যে রাজার মন্ত্রণা তাঁর বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সভাসদরাও জানেন না, সবদিকে দৃষ্টিরক্ষাকারী সেই রাজা বহুকাল ঐশ্বর্য উপভোগ করেন। ধর্ম, কাম এবং অর্থসম্পর্কীয় কাজ করার আগে বলা উচিত নয়, করেই দেখাতে হয়। এরূপ করলে নিজের মন্ত্রণা প্রকটিত হয় না। পর্বত শিখরে গিয়ে অথবা রাজমহলের একান্ত স্থানে গিয়ে বা জঙ্গলে নির্জন স্থানে গিয়ে মন্ত্রণা করা উচিত। ভারত! যে মিত্র নয়, মিত্র হলেও পণ্ডিত নয়, পণ্ডিত হলেও যার মন বশে নেই, সে গুপ্ত মন্ত্রণা জানার অধিকারী নয়। ভালোভাবে পরীক্ষা না করে রাজা কাউকে মন্ত্রী নিযুক্ত করবেন না। কারণ ধনপ্রাপ্তি এবং মন্ত্রণা রক্ষার ভার মন্ত্রীর ওপরেই থাকে। যাঁর ধর্ম, অর্থ এবং কামবিষয়ক সব কাজ পূর্ণ হওয়ার পরই সভাসদরা জানতে পারেন, সেই রাজা সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নিজ মন্ত্রণা গোপনকারী সেই রাজা নিঃসন্দেহে সাফল্য অর্জন করেন। যে মূঢ়তাবশত নিন্দনীয় কর্ম করে, সেই কর্মের প্রতিকূল প্রভাবে তার জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান সুখদায়ক হয় কিন্তু তা না করলে অনুতাপের কারণ হয়। যেমন বেদ না পাঠ করলে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের অধিকারী হয় না, তেমনই সন্ধি বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধভাব এবং সমাশ্রয় নামের ছয়টি গুণ না জানলে কেউ গুপ্তমন্ত্রণা শোনার অধিকারী হয় না। রাজন্! যিনি সন্ধি-বিগ্রহ ইত্যাদি দুটি গুণে অভিজ্ঞ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, যিনি স্থিতি-বৃদ্ধি ও হ্রাস জানেন এবং যার স্বভাবের প্রশংসা সকলেই করে থাকেন, পৃথিবী সেই রাজার অধীন হয়। যাঁর হর্ষ ও ক্রোধ বৃথা যায় না, প্রয়োজনীয় কাজ যিনি নিজেই দেখাশোনা করেন এবং অর্থ

বিষয়েও যিনি নিজে খোঁজ রাখেন, পৃথিবী তাঁকে অপর্যাপ্ত ধন সম্পদ প্রদান করে। ভূপতির 'রাজা' নামে এবং রাজোচিত 'ছত্র' ধারণে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেবকদেরও অর্থ প্রদান করতে হয়, শুধু একা ভোগ করতে নেই। ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ জানে, পতি তার স্ত্রীকে জানে, মন্ত্রীকে জানে রাজা এবং রাজাকে রাজাই জানে। নিজ বশে আসা বধযোগ্য শত্রুকে কখনো ছেড়ে দিতে নেই। যদি অধিক সামর্থ্য না থাকে, তাহলে নম্র হয়ে সময় কাটানো উচিত এবং শক্তি সংগ্রহ করে তাকে বধ করা উচিত ; কারণ শত্রুকে না মারলে শীঘ্রই তার থেকে ভয় উপস্থিত হয়। দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা, বৃদ্ধ এবং রোগীর ওপর হওয়া ক্রোধকে সযত্নে পরিহার করা উচিত। মূর্খরা নিরর্থক বিবাদ করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের তা ত্যাগ করা উচিত। এতে তাঁর যশ বৃদ্ধি পায় এবং অনর্থের সম্মুখীন হতে হয় না। যিনি প্রসন্ন হলেও কোনো লাভ হয় না এবং ক্রোধও ব্যর্থ হয়, সেইরূপ রাজাকে কোনো প্রজা চায় না। যেমন নপুসংককে নারী কামনা করে না। বুদ্ধির দ্বারা ধনলাভ হয় এবং মূর্খতাই দরিদ্রতার কারণ—এমন কোনো নিয়ম নেই। জগৎ চক্র সম্পর্কে বিদ্বান পুরুষই অবহিত থাকেন, অন্যেরা নয়। ভারত ! মূর্খ ব্যক্তিরা বিদ্যা, শীল অবস্থা, বুদ্ধি, ধন ও কুলে মাননীয় ব্যক্তিদের সর্বদা অসম্মান করে থাকে। যার চরিত্র নিন্দনীয়, যে মূর্খ, গুণসমূহে দোষ দেখে, অধার্মিক, কুকথা বলে, ক্রোধী, তার শীঘ্রই বিপদ উপস্থিত হয়। লোককে প্রতারণা না করা, দান করা, নিজের কথায় অটল থাকা, হিতবাক্য বলা—সকল লোকই এর দ্বারা আপন হয়ে ওঠে। কাউকে প্রতারণা না করা, চতুর, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং সরল রাজা ধনসম্পদ নিঃশেষ হলেও সাহায্যকারীর সহায়তা পেয়ে যান। ধৈর্য, মনোনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়সংযম, পবিত্রতা, দয়া, কোমল বাক্য এবং মিত্রদ্রোহ না করা উচিত—এই সাতটি রক্ষা করলে লক্ষ্মীবৃদ্ধি পায়। রাজন্ ! যে ব্যক্তি তাঁর আশ্রিতদের মধ্যে অর্থ ঠিকমতো বিতরণ করেন না এবং যিনি দুষ্ট, কৃতঘ্ন, নির্লজ্জ—এইরূপ রাজাকে ত্যাগ করা উচিত। যিনি নিজে দোষী হয়েও নির্দোষ আত্মীয়দের কুপিত করেন, তিনি সর্প যুক্ত গৃহে থাকা মানুষের ন্যায় রাত্রে সুখে নিদ্রা যেতে পারেন না। ভারত ! যার ওপর দোষ আরোপ করলে যোগ ও ক্ষেত্রে বাধা আসে, সেই ব্যক্তিকে দেবতার মতো সর্বদা প্রসন্ন রাখা উচিত। যে ব্যক্তি ধন এবং স্ত্রী প্রমাদী, পতিত এবং নীচ পুরুষদের হাতে সমর্পণ করেন, তাঁরা সংশয়ে পতিত হন। রাজন্ ! যেস্থানে স্ত্রী, জুয়াড়ী এবং বালকের হাতে শাসনভার থাকে, সেখানকার লোক নদীতে পাথরের নৌকায় আরোহণ করার মতো বিপদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। যারা যতটা প্রয়োজন, ততটুকু কাজেই ব্যাপৃত থাকে, অধিক কাজে হাত দেয় না, তাঁদের পণ্ডিত বলে মনে করা হয় ; কারণ বেশি কাজে হাত দেওয়া সংঘর্ষের কারণ হয়। জুয়াড়ী ব্যক্তি যার প্রশংসা করে, চারণ যার গুণ গায়, বারবণিতারা যাকে নিয়ে অহংকার করে, সে ব্যক্তি বেঁচে থেকেও মৃতের সমান। ভারত ! আপনি সেই মহা ধনুর্ধর এবং অত্যন্ত তেজস্বী পাণ্ডবদের ছেড়ে এই মহাঐশ্বর্যের ভার যে দুর্যোধনের ওপর রেখেছেন ; এর ফলে আপনি অতি শীঘ্রই সেই ঐশ্বর্য মদ-মত্ত মূঢ় দুর্যোধনকে ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য থেকে রাজা বলির ন্যায় রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে পতিত হতে দেখবেন॥ ১-৪৭ ॥

---

# বিদুর নীতি

## (সপ্তম অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া ও নষ্ট করা, কোনো কিছুতেই মানুষ স্বাধীন নয়। ব্রহ্মা সুতোয় বাঁধা পুতুলের ন্যায় এদের প্রারব্ধের অধীন করে রেখেছেন ; অতএব তুমি বলো, আমি ধৈর্য ধরে শুনছি॥ ১ ॥

বিদুর বললেন—ভারত ! সময়ের প্রতিকূলে বৃহস্পতিও যদি কিছু বলেন তবে তাঁকেও অপমানিত হতে হয় এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। জগতে কোনো ব্যক্তি দান করলে প্রিয় হয়, অপর কেউ প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রিয় হয় আবার কেউ মন্ত্র বা ঔষধের বলে প্রিয় হয়। কিন্তু যে যথার্থভাবে প্রিয়, সে সর্বদাই প্রিয় হয়ে থাকে। যার প্রতি দ্বেষ হয় তাকে সাধু, বিদ্বান বা বুদ্ধিমান বলেও মনে হয় না। প্রিয়তমের সকল কাজই শুভ এবং দুরাত্মার সব কাজই

পাপময় মনে হয়। রাজন্ ! দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করতেই আমি বলেছিলাম যে, 'শুধু এই একটি পুত্রকে আপনি পরিত্যাগ করুন। একে ত্যাগ করলে শত পুত্র শ্রীবৃদ্ধিশালী হবে এবং ত্যাগ না করলে শতপুত্র বিনাশপ্রাপ্ত হবে। যা বৃদ্ধি হলে ভবিষ্যতে বিনাশের কারণ হয়, তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। যা পরবর্তীকালে শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়, তাকেই মর্যাদা দেওয়া উচিত। যে ক্ষয় বৃদ্ধির কারণ হয়, তা আসলে ক্ষয় নয়। কিন্তু সেই লাভকে ক্ষয় মনে করা উচিত, যা পেলে বহু ক্ষতি হয়। ধৃতরাষ্ট্র ! কিছু মানুষ গুণের জন্য ধনী হন আর কিছু অর্থের কারণে। যিনি ধনের দ্বারা ধনী হয়েও গুণের কাঙাল, তাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবেন॥ ২-৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! তুমি যা বলছ, তার পরিণাম হিতকর ; বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তা অনুমোদন করেন। এও সত্য যে যেদিকে ধর্ম থাকে, সেই পক্ষেরই জয় হয়, তা সত্ত্বেও আমি আমার পুত্রকে পরিত্যাগ করতে পারব না॥ ৯ ॥

বিদুর বললেন—যিনি অধিক গুণসম্পন্ন এবং বিনয়ী, তিনি প্রাণীদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হতে দেখলে উপেক্ষা করতে পারেন না। যে ব্যক্তি অন্যের নিন্দায় মুখর, অপরকে দুঃখ দিতে এবং বিভেদ সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট, যার দর্শন দোষযুক্ত (অশুভ) এবং যার সঙ্গে থাকলে ভীষণ বিপদ হতে পারে, সেই ব্যক্তির অর্থ গ্রহণ করলেও মহাদোষ এবং তাকে অর্থ দিলেও ভীষণ ভয়ের সম্ভাবনা থাকে। অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করা যার স্বভাব, যারা কামাসক্ত, নির্লজ্জ, শঠ এবং পাপী, তাদের সঙ্গে রাখা উচিত নয়। এদের নিন্দিত বলে মানা হয়। উপরিউক্ত দোষ ব্যতীত আর যে সব মহাদোষ আছে, সেই দোষযুক্ত ব্যক্তিদেরও ত্যাগ করা উচিত। সৌহার্দভাব নিবৃত্ত হলে নীচ ব্যক্তির ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়, তার ফলে সৌহার্দের দ্বারা যে ফল ও সুখ পাওয়া যায় তাও নষ্ট হয়ে যায়। তখন সেই নীচ ব্যক্তি নিন্দা করার চেষ্টা করে এবং অল্প অপরাধেই বিনাশের চেষ্টা করে। সে একটুও শান্তি পায় না। বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার-বিবেচনা করে সেই নীচ, ক্রূর এবং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। যিনি তাঁর আত্মীয়, দরিদ্র, দীন এবং রোগীদের অনুগ্রহ করেন তিনি পুত্র ও ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে অশেষ সুখ লাভ করেন। রাজেন্দ্র ! যাঁরা নিজের ভালো চান, তাঁদের নিজ-জাতির সমৃদ্ধি করা উচিত। তাই আপনার ভালোভাবে নিজের কুলবৃদ্ধি করা উচিত। রাজন্ ! যে নিজ কুটুম্বদের সৎকার করে, সে কল্যাণভাগী হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ ! নিজ আত্মীয় কুটুম্ব গুণহীন হলেও তাদের রক্ষা করা উচিত। তাহলে যারা আপনার কৃপাপ্রার্থী এবং গুণবান্, তাদের আর কথাই কী ? রাজন্ ! আপনি সমর্থ, বীর পাণ্ডবদের ওপর কৃপা করুন এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কয়েকটি গ্রাম প্রদান করুন। নরেশ্বর ! এরূপ করলে আপনি এই জগতে যশ লাভ করবেন। রাজন্ ! আপনি গুরুজন, সুতরাং আপনার পুত্রদের শাসন করা উচিত। ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমার আপনাকে হিতের কথা বলা উচিত। আপনি আমাকে আপনার হিতৈষী বলে জানবেন। রাজন্ ! যারা নিজের ভালো চায়, তাদের কখনো নিজের জ্ঞাতি ভাইদের সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয় ; তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে সুখভোগ করা উচিত। জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে একত্রে আহার, কথাবার্তা ও ভালো ব্যবহার করা কর্তব্য ; তাঁদের সঙ্গে কখনো বিরোধ করা উচিত নয়। জগতে জ্ঞাতি ভাইরা বাঁচাতেও পারে আবার বিনাশও করতে পারে। রাজেন্দ্র ! আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে সুব্যবহার করুন। রাজন্ ! তাঁদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আপনি শত্রু আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবেন। বিষযুক্ত বাণ হাতে নেওয়া ব্যাধের কাছে গেলে মৃগ যে কষ্ট পায়, তেমনই কোনো ব্যক্তি তার ধনী আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে যে কষ্ট পায় সেই পাপের ভাগী ধনী আত্মীয়ই হয়ে থাকে। নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি পাণ্ডবরা অথবা আপনার পুত্ররা মারা গেছে শুনলে পরে অনুতাপ করবেন ; অতএব এই কথা আগেই চিন্তা করে নিন (এই জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই)। যে কর্ম করলে পরে অনুতাপ করতে হয়, তা আগে থেকেই পরিহার করতে হয়। শুক্রাচার্য ব্যতীত এমন কেউ নেই যিনি নীতি লঙ্ঘন করেন না ; সুতরাং যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, এখন বাকি কর্তব্যের বিচার আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির ওপরই নির্ভর করছে। নরেশ্বর ! দুর্যোধন আগে পাণ্ডবদের সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করেছে, এখন এই বংশের প্রবীণ ব্যক্তি হওয়ায় আপনি তা সংশোধন করুন। নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি যদি যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে অভিষেক করেন তাহলে জগতে আপনার যে কলঙ্ক আছে তা মিটে যাবে এবং আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত হবেন। যে ব্যক্তি ধীর পুরুষের কথায় পরিণাম চিন্তা করে সেগুলি কাজে পরিণত করে, সে চিরকাল যশের ভাগী হয়ে থাকে। বিদ্বান ব্যক্তির উপদিষ্ট জ্ঞানও ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি তার দ্বারা কর্তব্য

জ্ঞান না হয় অথবা সেটি কাজে পরিণত করা না হয়। যে বিদ্বান পাপরূপ ফলপ্রদানকারী কর্ম করেন না, তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্বকৃত পাপের কথা না ভেবে, সেগুলিই পুনরায় অনুসরণ করে, সেই বুদ্ধিহীন ব্যক্তি নরকে পতিত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নোক্ত ছটি বিষয়কে যথার্থভাবে জেনে এবং সম্পদ সুরক্ষিত রাখতে এগুলিকে সযত্নে পরিহার করবে—নেশা, অতিনিদ্রা, প্রয়োজনীয় জিনিস না জানা, নিজ চোখ-মুখ ইত্যাদির বিকার, দুষ্ট মন্ত্রীদের এবং মূর্খ দূতের ওপর বিশ্বাস। রাজন্! যাঁরা এগুলি থেকে সর্বদা দূরে থাকেন তাঁরা ধর্ম, অর্থ ও কামে ব্যাপৃত থেকে শত্রুদেরও বশীভূত রাখেন। বৃহস্পতির ন্যায় ব্যক্তিও শাস্ত্রজ্ঞান অথবা বৃদ্ধের সেবা না করে ধর্ম ও অর্থের জ্ঞানলাভ করতে পারেন না। সমুদ্রে পতিত বস্তু নষ্ট হয়ে যায়, যে শোনে না—তাকে বলা কথাও তদনুরূপ নষ্ট হয়ে যায়। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞানও ছাই-এ প্রদত্ত আহুতির ন্যায় ব্যর্থ হয়ে যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভেবে চিন্তে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো বিষয়ে স্থির নিশ্চয় করা উচিত। পরে অন্যের কাছ থেকে শুনে এবং নিজে দেখে ভালোভাবে চিন্তা করে বিদ্বানগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত। বিনয়ভাব অপযশ নাশ করে, পরাক্রম অনর্থ দূর করে, ক্ষমা ক্রোধনাশ করে এবং সদাচার কুলক্ষণের বিনাশ করে। রাজন্! নানাপ্রকারের ভোগ্যসামগ্রী, মাতা, ঘর, স্বাগত-সংকারের কায়দা এবং আহার ও বস্ত্রাদির দ্বারা কুলের পরীক্ষা করা উচিত। দেহাভিমান রহিত ব্যক্তির কাছেও যদি ন্যায়যুক্ত পদার্থ স্বত উপস্থিত হয়, তাহলে তিনি তার বিরোধ করেন না, তাহলে কামাসক্ত মানুষের কথা আর বলার কী আছে ? যিনি বিদ্বানদের সেবায় রত, বৈদ্য, ধার্মিক, দেখতে সুন্দর, বহু বন্ধু-বান্ধব যুক্ত এবং মধুরভাষী, সেই সুহৃদকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। অধম কুলে জন্ম হোক বা উত্তম কুলে—যিনি ধর্মকে লঙ্ঘন করেন না, ধর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, কোমল স্বভাবসম্পন্ন সলজ্জ, তিনি বহু কুলীনের থেকেও উঁচো। যে দুটি মানুষের হৃদয়, গুপ্ত রহস্য এবং বুদ্ধি মিলে যায়, তাদের মিত্রতা কখনো নষ্ট হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হল দুর্বুদ্ধি এবং বিচারশক্তিহীন ব্যক্তিদের তৃণ আচ্ছাদিত কূপের মতো পরিত্যাগ করা, কারণ তাদের সঙ্গে মিত্রতা করলে তা স্থায়ী হয় না। বিদ্বান ব্যক্তিদের অহংকারী, মূর্খ, ক্রোধী, বেপরোয়া এবং ধর্মহীন ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা না করা উচিত। মিত্রের হওয়া উচিত কৃতজ্ঞ, ধার্মিক, সত্যবাদী, উদার, দৃঢ় অনুরাগী, জিতেন্দ্রিয়, মর্যাদাব্যঞ্জক এবং বন্ধুত্ব ত্যাগ না করা। ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে রুদ্ধ করা মৃত্যুর থেকেও কঠিন আবার এগুলি যেমন তেমনভাবে ব্যবহার করলে দেবতারাও বিনাশপ্রাপ্ত হন। বিদ্বানরা বলেন সমস্ত প্রাণীর প্রতি কোমল ব্যবহার, গুণে দোষ না দেখা, ক্ষমা, ধৈর্য এবং মিত্রদের অপমান না করা—এই সবগুণ আয়ুবৃদ্ধিকারী। যিনি অন্যায়ভাবে নষ্ট হওয়া অর্থ স্থিরবুদ্ধিযুক্ত হয়ে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন, তাঁর আচরণ বীরপুরুষোচিত। যিনি অনাগত দুঃখ রোধ করার উপায় জানেন, কর্তব্য পালনে স্থির, অটল এবং অতীতে সম্পাদিত কর্তব্য-কর্মের বাকি কাজ সম্পর্কে অবহিত, সেই ব্যক্তি কখনো অর্থহীন হন না। মানুষ কায়-মনোবাক্যে যা নিরন্তর চিন্তা করেন, সেই কাজ তাঁকে স্বতই আকর্ষণ করে। তাই সর্বদা কল্যানময় কাজই করা উচিত। মাঙ্গলিক পদার্থ স্পর্শ, চিত্তবৃত্তির নিরোধ, শাস্ত্র অভ্যাস, উদ্যোগশীলতা, সরলতা এবং সৎপুরুষদের বারংবার দর্শন—এগুলি কল্যাণকর। উদ্যোগে লেগে থাকা, ধন লাভ এবং কল্যাণের মূল। অতএব যিনি উদ্যম ত্যাগ করেন না, তিনি শেষে জয়ী হয়ে সুখে কালাতিপাত করেন। তাত ! সমর্থ পুরুষের পক্ষে সর্বত্র এবং সর্বসময় ক্ষমার ন্যায় হিতকর এবং শ্রীসম্পন্নকারী আর কিছুই নেই। যে শক্তিহীন, সে তো সকলকেই ক্ষমা করবে কিন্তু যে শক্তিমান তারও উচিত ধর্মের দৃষ্টিতে সকলকে ক্ষমা করা। যার কাছে অর্থ ও অনর্থ দুই-ই সমান, তার কাছে ক্ষমা হিতকারক , যে সুখভোগ করলে মানুষ ধর্ম ও অর্থ থেকে ভ্রষ্ট হয় না, তা ভোগ করা উচিত, কিন্তু আসক্তি এবং অন্যায়ভাবে নয়। যে ব্যক্তি দুঃখ পীড়িত, প্রমাদী, নাস্তিক, অলস, অজিতেন্দ্রিয় এবং উৎসাহরহিত তার কাছে লক্ষ্মীবাস করেন না। দুষ্ট বুদ্ধি লোক সরল এবং সারল্যের জন্য লজ্জাশীল মানুষকে অক্ষম মনে করে অপমান করে। অতি শ্রেষ্ঠ, অতি দানী, অত্যন্ত বড় যোদ্ধা, অত্যধিক ব্রত-নিয়মপালনকারী, অতি অহংকারী মানুষের কাছে লক্ষ্মী ভয়ে আসেন না। রাজলক্ষ্মী অতিগুণবানের কাছেও থাকেন না এবং অতি নির্গুণের কাছেও যান না। রাজলক্ষ্মী বহুগুণীরও ইচ্ছা করেন না আবার একেবারে গুণহীনেরও অনুরক্ত হন না। উন্মত্ত গোরুর ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ স্থানেই ইনি স্থির হয়ে বাস করেন। বেদের ফল হল অগ্নিহোত্র করা,

শাস্ত্রাধ্যয়নের ফল সুশীলতা এবং সদাচার, স্ত্রীর ফল রতি - সুখ এবং পুত্রলাভ, ধনের ফল দান এবং উপভোগ। যে অধর্মে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পরলোকে সুখ পাবার আশায় কর্মাদি করে, সে মৃত্যুর পর সেই ফললাভ করে না ; কারণ সেই অর্থ অনর্থ দ্বারা প্রাপ্ত। ভয়ানক জঙ্গলে, দুর্গম পথে, কঠিন বিপদের সময়, আঘাতের জন্য অস্ত্র উদ্যত হলেও মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তি তাতে ভয় পায় না। উদ্যম, সংযম, দক্ষতা, সতর্কতা, ধৈর্য, স্মৃতি এবং ভাবনা-চিন্তা করে কাজ আরম্ভ করা—এগুলিই উন্নতির মূলমন্ত্র বলে জানবে। তপস্বীদের বল তপস্যা, বেদবিদ্‌দের বল বেদ, অসাধুদের বল হিংসা এবং গুণবানদের বল ক্ষমা। জল, মূল, ফল, দুধ, ঘি, ব্রাহ্মণের ইচ্ছাপূর্তি, গুরুবাক্য এবং ঔষধ— এই আটটি ব্রতের নাশক হয়। যা নিজের প্রতিকূল মনে হয়, তা অন্যের প্রতিও করা উচিত নয়। সংক্ষেপে এটিই হল ধর্মের স্বরূপ। এর বিপরীত অর্থাৎ যার দ্বারা কামনা-বাসনার উদ্রেক হয় তা হল অধর্ম। অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ জয় করবে, অসাধুকে সৎ ব্যবহার দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দানের দ্বারা মিথ্যাকে সত্যের দ্বারা জয় করবে। নারী, ধূর্ত, অলস, ভীতু, ক্রোধী, অহংকারী পুরুষ, চোর, কৃতঘ্ন এবং নাস্তিককে বিশ্বাস করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি নিত্য গুরুজনকে প্রণাম করে এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবায় ব্যাপৃত থাকে, তার কীর্তি, আয়ু, যশ এবং বল বৃদ্ধি পায়। যে ধন অত্যন্ত কষ্টে, ধর্ম লঙ্ঘন করলে অথবা শত্রুর কাছে মস্তক অবনত করলে পাওয়া যায়, তাতে মন দেওয়া উচিত নয়। বিদ্যাহীন ব্যক্তি, সন্তান জন্ম না দিতে পারা নারী প্রসঙ্গ, ক্ষুধার্ত প্রজা এবং রাজাবিহীন রাষ্ট্রের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। অত্যধিক চলা-ফেরা দেহধারীগণের পক্ষে দুঃখময় বৃদ্ধাবস্থার মতো, ক্রমাগত বারিপাত হল পর্বতের বৃদ্ধাবস্থা, সম্ভোগশূন্য অবস্থা হল স্ত্রীর পক্ষে বৃদ্ধাবস্থা এবং শরবিদ্ধ তীরের ন্যায় দুর্বাক্য হল মনের বৃদ্ধাবস্থা। অভ্যাস না করা হল বেদের কলুষ, ব্রাহ্মণোচিত নিয়মাদি পালন না করা ব্রাহ্মণদের কলুষ, বহ্লীক দেশ পৃথিবীর কলুষ এবং মিথ্যা বাক্য হল পুরুষদের কলুষ। ক্রীড়া এবং হাস্য-পরিহাস পতিব্রতা স্ত্রীর কলুষ এবং স্বামী ছাড়া একাকী বাস নারী মাত্রেরই কলুষ। সোনার কলুষ রূপা, রূপার কলুষ রঙ্গধাতু, রঙ্গধাতুর কলুষ সীসা, সীসার কলুষ হল কলুষই। শুয়ে নিদ্রা জয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। কামোপভোগের দ্বারা নারীকে জয় করার চেষ্টা করবে না, কাঠ ফেলে আগুনকে জয় করার চেষ্টা করবে না এবং বেশি মদ্যপান করে মদ্যপান ছাড়ার চেষ্টা করবে না। যার মিত্র ধন-দানের দ্বারা বশীভূত, শত্রু যুদ্ধে পরাজিত এবং নারীরা ভরণ পোষণের সাহায্যে বশীভূত হয়েছে, তার জীবন সফল। যার কাছে হাজার আছে, সে-ও জীবিত আছে, যার কাছে পাঁচশত আছে সেও জীবিত আছে ; সুতরাং মহারাজ ! আপনি অধিক লোভ আকাঙ্ক্ষা করুন, এর দ্বারাও জীবন বিপন্ন হবে। পৃথিবীতে যত অর্থ, সোনা-হীরে, গবাদি পশু এবং নারীকুল রয়েছে—মিলিতভাবে একজনকেও সন্তুষ্ট করতে পারে না। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি এগুলিতে মোহগ্রস্ত হন না। রাজন্‌! আমি আবার বলছি, আপনার যদি পাণ্ডব ও কৌরবদের প্রতি এক প্রকারেরই মনোভাব থাকে তাহলে কৌরব-পাণ্ডব সব পুত্রদের প্রতি সম ব্যবহার করুন॥ ১০-৮৫ ॥

—o—

# বিদুর নীতি

## (অষ্টম অধ্যায়)

বিদুর বললেন—যে সৎ ব্যক্তি সম্মান পেয়েও আসক্তিরহিত হয়ে নিজ শক্তি অনুযায়ী সাধনে লগ্ন থাকে, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সত্বর সুখপ্রাপ্ত হন ; কিন্তু সাধুরা যার ওপর প্রসন্ন হন, তিনি সদা সুখী থাকেন। যিনি অধর্ম হতে উপার্জিত ধনরাশি পরিত্যাগ করেন, তিনি সাপ যেমন খোলস পরিত্যাগ করে নতুন দেহলাভ করে, তেমন তিনিও দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখে বাস করেন। মিথ্যা কথা বলে উন্নতি করা, রাজার কাছে মিথ্যা কথা লাগানো, গুরুর কাছে মিথ্যা আগ্রহ দেখানো—এই তিনটি কাজ ব্রহ্মহত্যার সমকক্ষ। গুণাদিতে দোষ দর্শন করা মৃত্যুর সমান, কঠোর বাক্য বলা এবং নিন্দা করা লক্ষ্মীবধের সমান। বিদ্যার তিনটি শত্রু— শোনার ইচ্ছা না থাকা, উতলা হওয়া এবং আত্ম-প্রশংসা। আলস্য, দম্ভ, মোহ, চাঞ্চল্য, দলবাজি, উদ্দামতা, অহংকার এবং লোভ— বিদ্যার্থীদের পক্ষে এই সাতটিকে

গুরুতর দোষ বলে মানা হয়। বিদ্যার্জনকারীদের জন্যে সুখ নেই। সুখ চাইলে বিদ্যাকে ছাড়তে হয় আর বিদ্যা চাইলে সুখত্যাগ করতে হয়। আগুন ইন্ধনের দ্বারা, সমুদ্র নদীর দ্বারা, মৃত্যু সমস্ত প্রাণীর দ্বারা, কুলটা নারী পুরুষের দ্বারা কখনো তৃপ্ত হয় না। আশা ধৈর্যের, ক্রোধ লক্ষ্মীর, কৃপণতা যশের খ্যাতি, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পশুকুলকে নষ্ট করে দেয়। একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হলে সমস্ত রাষ্ট্রকে বিনাশ করতে পারে। ছাগল, কাঁসার বাসন, রূপা, মধু, পাখি, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ আত্মীয় এবং বিপদগ্রস্ত কুলীন ব্যক্তি—এরা যেন আপনার গৃহে থাকে। ভারত ! মনু বলেছেন দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি, সেবার জন্য ছাগল, বৃষভ, চন্দন, বীণা, তর্পণ, মধু, ঘি, লোহা, তাম্রপাত্র, শঙ্খ, শালগ্রাম এবং গোরোচনা—এই সব বস্তু গৃহে রাখা উচিত। তাত ! আমি আপনাকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যজনক কথা বলছি—কামনার জন্য, ভয়ে, লোভে কিংবা জীবনের জন্যও কখনো ধর্মত্যাগ করবেন না। ধর্ম নিত্য, সুখ-দুঃখ অনিত্য ; জীব নিত্য কিন্তু এর কারণ (অবিদ্যা) অনিত্য। আপনি মন্ত্রীদের পরিত্যাগ করে নিত্যে স্থিত হন এবং সন্তোষ লাভ করুন। কারণ সন্তোষই বড় লাভ। ধন-ধান্যপূর্ণ এই পৃথিবী শাসন করে শেষে সমস্ত রাজ্য ও বিপুল ভোগ এখানেই পরিত্যাগ করে যমরাজের কাছে যাওয়া বড় বড় বলবান এবং মহানুভব রাজাদের দিকে দেখুন। রাজন্ ! যে পুত্রকে বহু কষ্টে পালন- পোষণ করা হয়, তারও মৃত্যু হলে তাকে ঘর থেকে সত্বরই বার করে দেওয়া হয়। প্রথমে তার জন্য যতই কান্নাকাটি হোক, পরে সাধারণ বস্তুর মতোই তাকে চিতায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মৃত মানুষের অর্থ অন্য লোকেরা ভোগ করে। দেহটি পশু-পক্ষী ভক্ষণ করে কিংবা আগুনে ভস্মীভূত হয়। মৃত মানুষের আত্মা তার পাপ-পুণ্যসহ পরলোক গমন করে। তাত ! ফল-ফুলবিহীন গাছ যেমন পাখিরাও ত্যাগ করে, তেমনই মৃত ব্যক্তিকে তার আত্মীয়, সুহৃদ এবং আপনজনরাও পরিত্যাগ করে। মানুষের কৃত শুভ-অশুভ কর্মই তার পরলোকের সঙ্গী হয়। তাই মানুষের উচিত জীবিতকালে যত্নপূর্বক পুণ্য সঞ্চয় করা। ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বত্র অজ্ঞানরূপ মহা অন্ধকার প্রসারিত রয়েছে ; সেগুলি ইন্দ্রিয়কে মোহগ্রস্ত করে রাখে। রাজন্ ! আপনি এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হোন, যাতে এইসব আপনাকে স্পর্শ করতে না পারে। আমার কথা যদি আপনি ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারেন, তাহলে ইহলোকে আপনি মহাযশ লাভ করবেন এবং ইহলোকে ও পরলোকে আপনার কোনো ভয় থাকবে না। ভারত ! জীবাত্মা এক নদী। এতে পুণ্যতীর্থ আছে, সত্য স্বরূপ পরমাত্মা থেকে এর উদ্ভব, ধৈর্য হল এর তীর, এতে দয়ার ঢেউ ওঠে, পুণ্যকর্মকারী মানুষ এতে স্নান করে পবিত্র হয়। কারণ লোভরহিত আত্মা সর্বদাই পবিত্র। কাম-ক্রোধরূপ কুমীর ভর্তি, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের জলে পূর্ণ এই সংসার নদীর জন্ম-মৃত্যুরূপ দুর্গম প্রবাহকে ধৈর্যের নৌকা দিয়ে পার করুন। যে ব্যক্তি বুদ্ধি, ধর্ম, বিদ্যা এবং অবস্থায় শ্রেষ্ঠ নিজ বন্ধুকে আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করে তাকে কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করে, সে কখনো মোহগ্রস্ত হয় না। কামবেগ এবং ক্ষুধা ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হয়। এইভাবে হাত-পা, চক্ষু-কর্ণ, মন ও বাক্যকে সৎকর্ম দ্বারা রক্ষা করা উচিত। যিনি প্রতিদিন স্নান-সন্ধ্যা-তর্পণাদি করেন, নিত্য স্বাধ্যায় করেন, দরিদ্রকে অন্নদান করেন, সত্যকথা বলেন এবং গুরুসেবা করেন, সেই ব্রাহ্মণ কখনো ব্রহ্মলোক ভ্রষ্ট হন না। বেদপাঠী, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানকারী নানাপ্রকার যজ্ঞকারী, গো-ব্রাহ্মণদের হিতার্থে সংগ্রামে মৃত্যুবরণকারী ক্ষত্রিয় শস্ত্র দ্বারা পবিত্র হওয়ায় ঊর্ধ্বলোকে গমন করেন। যদি বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং আশ্রিতদের সময়-অসময়ে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে এবং যজ্ঞের পবিত্র অগ্নির ধূম গ্রহণ করে তাহলে মৃত্যুর পর সে স্বর্গলোকে দিব্য সুখ ভোগ করে। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে ক্রমানুসারে সেবা করে তাদের সন্তুষ্ট রাখে, তাহলে সে ব্যথারহিত হয়ে পাপমুক্ত হয়ে দেহত্যাগের পর স্বর্গসুখ ভোগ করে। মহারাজ ! আপনাকে আমি চার বর্ণের ধর্মের কথা জানালাম ; এগুলি বলার কারণ শুনুন, আপনার জন্য পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ধর্ম থেকে চ্যুত হচ্ছেন, সুতরাং আপনি তাঁকে পুনরায় রাজধর্মে নিযুক্ত করুন॥ ১-২৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! তুমি প্রতিদিন আমাকে যা উপদেশ দাও, তা অত্যন্ত শাস্ত্রসম্মত এবং সময়োচিত। সৌম্য ! তুমি আমাকে যা বলছ, আমারও তাই মনে হয়। আমি যদিও যুধিষ্ঠিরের জন্য সর্বদা ওইরূপই চিন্তা করে থাকি, কিন্তু দুর্যোধন এলেই আমার বুদ্ধি অন্যরকম হয়ে যায়। প্রারব্ধ পালটে নেবার শক্তি কোনো প্রাণীরই নেই। আমি প্রারব্ধকেই অটল বলে মনে করি, তার কাছে পুরুষার্থও ব্যর্থ॥ ৩০-৩২ ॥

—০—

## সনৎ সুজাত ঋষির আগমন

## (সনৎ সুজাতীয়—প্রথম অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! তোমার যদি আর কিছু বলা বাকি থাকে তা হলে বলো ; আমার শুনতে খুব আগ্রহ হচ্ছে। কারণ তোমার বলার ভঙ্গী অপূর্ব॥ ১ ॥

বিদুর বললেন—ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র ! 'সনৎসুজাত' নামে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মাপুত্র একজন প্রাচীন সনাতন ঋষি আছেন। তিনি একবার বলেছিলেন—'মৃত্যু বলে কিছু নেই।' মহারাজ তিনি সমস্ত বুদ্ধিমানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আপনার হৃদয়ে স্থিত ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন॥ ২-৩ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! তুমি কি সেই তত্ত্ব জানো না, যা এখন তুমি সনাতন ঋষির দ্বারা আমাকে শোনাবে ? তোমার বুদ্ধি যদি কাজ করে, তাহলে তুমিই আমাকে উপদেশ দাও॥ ৪ ॥

বিদুর বললেন—রাজন্ ! আমি শূদ্রা নারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছি ; সুতরাং এর থেকে বেশি উপদেশ দেবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু কুমার সনৎসুজাতের বুদ্ধি সনাতন ব্রহ্ম বিষয় গোচরকারী, আমি তা জানি। ব্রাহ্মণ বংশে যাদের জন্ম, তারা গোপনীয় তত্ত্ব প্রতিপাদন করলেও নিন্দার পাত্র হন না। সেইজন্যই আমি আপনাকে সনৎসুজাতের নাম বলেছি॥ ৫-৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর ! সেই প্রাচীন সনাতন ঋষি এখন কোথায় আমাকে জানাও। তিনি এখানে কীভাবে আসবেন ? ॥ ৭ ॥

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! তারপর বিদুর উত্তম ব্রতধারী সেই সনাতন ঋষিকে স্মরণ করলেন। তিনিও বিদুর স্মরণ করেছেন জেনে সেখানে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য, মধু-পর্কাদির দ্বারা স্বাগত জানালেন। পরে তিনি যখন সুখাসনে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন বিদুর তাঁকে বললেন—'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ ! ধৃতরাষ্ট্রের মনে কিছু সংশয়াদির উদয় হয়েছে, যার সমাধান করা আমার উচিত নয়। আপনিই তা নিবারণের যোগ্য। যা শুনে এই নরেশ সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি পান এবং লাভ-ক্ষতি, প্রিয়-অপ্রিয়, জরা-মৃত্যু, ভয়-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অহংকার-ঐশ্বর্য, চিন্তা-আলস্য, কাম-ক্রোধ এবং উন্নতি-অবনতি—এইসব দ্বন্দ্ব এঁকে কষ্ট দিতে না পারে॥ ৮-১২ ॥

—o—

## সনৎ সুজাতের ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নাদির উত্তর

## (সনৎ সুজাতীয়—দ্বিতীয় অধ্যায়)

বৈশম্পায়ন বললেন—তখন বুদ্ধিমান এবং মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা অনুমোদন করে তাঁর বুদ্ধি পরমাত্মার বিষয়ে নিবেশ করার জন্য একান্তে সনৎসুজাত মুনিকে প্রশ্ন করলেন॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—প্রভু সনৎসুজাত ! আমি শুনেছি যে আপনার সিদ্ধান্ত হল যে 'মৃত্যু বলে কিছু নেই'। আর এও শুনেছি যে দেবতা ও অসুররা মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। এই দুটির মধ্যে কোনটি ঠিক ? ॥ ২ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! তুমি যে প্রশ্ন করেছ তার দুটি পক্ষ। মৃত্যু আছে এবং তা কর্ম দ্বারা দূর হয়—একপক্ষ ; এবং 'মৃত্যু বলে কিছু নেই' এটি হল দ্বিতীয় পক্ষ। এটি প্রকৃতপক্ষে কী, তা তোমাকে বলছি ; মন দিয়ে শোনো, আমার কথায় সন্দেহ কোরো না। ক্ষত্রিয় ! এই প্রশ্নের দুটি

ভাগই সত্য বলে জেনো। কিছু বিদ্বান ব্যক্তি মোহবশত মৃত্যুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হল যে প্রমাদই মৃত্যু আর অপ্রমাদ অমৃত। প্রমাদবশতই আসুরী সম্পদযুক্ত মানুষ মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয় এবং অপ্রমাদের সাহায্যে দৈবী সম্পদ বিশিষ্ট মহাত্মা পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠেন। মৃত্যু যে ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রাণীদের খেয়ে ফেলে না একথা নিশ্চিত, কারণ মৃত্যুর রূপ চক্ষুগোচর নয়। কিছু লোকে আমার বলায় ভুল করে 'যম' কে মৃত্যু বলে এবং হৃদয় দিয়ে দৃঢ়তা সহকারে পালন করা ব্রহ্মচর্যকেই অমৃত বলে মনে করে। যম দেবতা পিতৃলোকে রাজ্য-শাসন করেন। তিনি পুণ্যকর্মকারীদের কাছে সুখদায়ক এবং পাপীদের পক্ষে ভয়ংকর। যমের নির্দেশেই ক্রোধ, প্রমাদ এবং লোভরূপ মৃত্যু মানুষের বিনাশে প্রবৃত্ত হয়। অহংকার-বশীভূত হয়ে বিপরীত পথে চলা কোনো মানুষই আত্মার সাক্ষাৎ পায় না। মানুষ মোহবশত অহংকারের অধীন হয়ে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। মৃত্যুর পর তার মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ সঙ্গে যায়। শরীর থেকে প্রাণরূপী ইন্দ্রিয় বিয়োগ হওয়াকেই মৃত্যু বা 'মরণ' বলা হয়। প্রারব্ধকর্মের উদয় হলে কর্মের ফলে যারা আসক্তি রাখে তারা স্বর্গ লোকে গমন করে, তাই তারা মৃত্যুকে পার করতে পারে না। দেহাভিমানী জীব পরমাত্মাসাক্ষাৎকারের উপায় না জানায় ভোগবাসনায় নানাপ্রকারের প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করতে থাকে। এইরূপ যারা বিষয়ে আসক্ত তারা অবশ্যই ইন্দ্রিয়াদি সুখভোগে মোহগ্রস্ত থাকে। এই মিথ্যা বিষয়ে যারা আসক্তি রাখে তাদের সেইদিকে প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। মিথ্যা ভোগে আসক্ত হওয়ায় যার অন্তরের জ্ঞানশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, সে মনে মনে সেই বিষয় আস্বাদন করতে থাকে। প্রথমত বিষয় চিন্তাই মানুষের সর্বনাশ করে। ক্রমে এই বিষয়-চিন্তা, কাম-ক্রোধের সাহায্যে বিবেকহীন মানুষদের মৃত্যুমুখে পৌঁছে দেয়। কিন্তু যারা স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা ধৈর্যসহকারে মৃত্যু পার হয়ে যায়। সুতরাং যারা মৃত্যুকে জয় করতে চায়, তাদের বিষয়ের সম্যক বিচার করে কামনাগুলি উৎপন্ন হওয়ামাত্রই তাকে নষ্ট করে দেওয়া উচিত। এইভাবে যারা বিষয় কামনা দূর করে দেয়, তারা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কামনা অনুসরণকারী মানুষ কামনার দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কামই সমস্ত প্রাণীদের মোহের কারণ হওয়ায়, তমোগুণ ও অজ্ঞানরূপ এবং নরকের সমান দুঃখদায়ী। মত্ত ব্যক্তি যেমন পথ চলতে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে, কামনাসক্ত ব্যক্তিও ভোগকেই সুখ মনে করে সেইরূপ পাপগর্তে পতিত হয়। যার চিত্তবৃত্তি কামনাতে মোহগ্রস্ত হয়নি, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে ইহলোকে তৃণ-নির্মিত ব্যাঘ্রের ন্যায় মৃত্যু কিছুই করতে পারে না। তাই রাজন্! কামের অস্তিত্ব নষ্ট করার জন্য বিষয়ভোগের চিন্তা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা উচিত। রাজন্! তোমার শরীরের মধ্যে যে অন্তরাত্মা বাস করেন, মোহের বশীভূত হয়ে সেটিই ক্রোধ, লোভ এবং মৃত্যুরূপ হয়ে ওঠে। মোহ থেকে উৎপন্ন মৃত্যুকে জেনে যে ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সে ইহলোকে মৃত্যুকে ভয় পায় না। তার কাছে মৃত্যু সেইভাবেই পরাজিত হয়, যেভাবে মৃত্যুর অধিকারে আসা মরণশীল মানুষ এই গতি প্রাপ্ত হয়॥ ৩-১৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—দ্বিজাতিদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের) জন্য যজ্ঞের দ্বারা যে পবিত্রতম, সনাতন এবং শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, বেদ এখানে তাকেই পরম পুরুষার্থ বলে জানিয়েছেন। যে বিদ্বান এগুলি জানেন, তাঁরা উত্তম কর্মের আশ্রয় কেন নেন না? ॥ ১৭ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্! অজ্ঞান ব্যক্তিরাই এইসব ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করে এবং বেদকর্মের নানা প্রয়োজনের কথাও বলে থাকে। কিন্তু যাঁরা নিষ্কাম পুরুষ, তাঁরা জ্ঞানমার্গের সাহায্যে অন্য সমস্ত পথ জেনে পরমাত্মস্বরূপ হয়ে একমাত্র পরমাত্মাকেই লাভ করেন॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদ্বান! যদি সেই পরমাত্মাই ক্রমশ এই সমস্ত জগৎরূপে প্রকটিত হন তাহলে সেই অজ, পুরাতন পুরুষকে কে শাসন করবে? তাঁর এইরূপে আসার কী প্রয়োজন এবং কী সুখ তিনি পান—আমাকে এগুলি ঠিকমতো বুঝিয়ে বলুন॥ ১৯ ॥

সনৎসুজাত বললেন—তোমার প্রশ্নে যে নানা বিকল্প রয়েছে, সেই অনুসারে ভেদ প্রাপ্তি হয় এবং সেটি স্বীকার করলে মহাদোষ হয়; কারণ অনাদি মায়ার সম্পর্কে জীবদের নিত্যপ্রবাহ চলতে থাকে—এটি মেনে নিলে এই পরমাত্মার মহত্ত্ব নষ্ট হয় না এবং তাঁর মায়ার সংস্পর্শে জীব পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হতে থাকে। এই যে দৃশ্যমান জগৎ, সেটি হল পরমাত্মার স্বরূপ এবং পরমাত্মা নিত্য। তিনি বিকার অর্থাৎ মায়ার সংস্পর্শে এই বিশ্বকে উৎপন্ন করেন। মায়া হল সেই পরমাশক্তির শক্তি—এরূপ মানা হয়। আর এই অর্থের প্রতিপাদনে বেদই প্রমাণ॥ ২০-২১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—ইহজগতে কিছুলোক ধর্মাচরণ করে না এবং কিছু লোক ধর্মাচরণ করে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি, ধর্ম পাপের দ্বারা নষ্ট হয়, না ধর্মই পাপকে নষ্ট করে ?॥ ২২ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! ধর্ম এবং পাপ—দুইয়ের দুপ্রকার ফল হয় এবং দুটিই আলাদা-আলাদভাবে ভোগ করতে হয়। পরমাত্মাতে স্থিতি হলে বিদ্বান ব্যক্তি সেই নিত্য তত্ত্ব জ্ঞানের সাহায্যে নিজ পূর্বকৃত পাপ এবং পুণ্য—উভয়ই চিরকালের মতো বিনাশ করেন। যদি এরূপ স্থিতিলাভ না হয় তাহলে দেহাভিমানী ব্যক্তি কখনো পুণ্যফল লাভ করে আবার কখনো পূর্ব অর্জিত পাপের ফলভোগ করে। এইরূপ পুণ্য ও পাপের যে স্বর্গ-নরকরূপ দুই অস্থির ফল আছে, তা ভোগ করে সে ইহজগতে জন্ম নিয়ে পুনরায় তদনুসারে কর্মে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু কর্মের তত্ত্ব জানা নিষ্কাম ব্যক্তি ধর্মরূপ কর্মের সাহায্যে নিজ পূর্বকৃত পাপের এখানেই বিনাশ করেন। তাই ধর্ম অত্যন্ত বলবান। সুতরাং ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি সময়ানুসারে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করেন॥ ২৩-২৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদ্বান ! পুণ্যকর্মকারী দ্বিজাতিরা নিজ নিজ ধর্মের ফলস্বরূপ যে সনাতন লোক প্রাপ্ত হন বলে বলা হয়েছে, ক্রমানুসারে তা আমাকে জানান এবং এছাড়াও যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মোক্ষসুখ আছে, তা-ও নিরূপণ করুন। আমি এখন সকাম কর্মের কথা জানতে ইচ্ছুক নই॥ ২৬ ॥

সনৎসুজাত বললেন— বলবান ব্যক্তি যেমন বলবৃদ্ধির নিমিত্ত অপরের সঙ্গে স্পর্ধা করেন, তেমনই যিনি নিষ্কামভাবে নিয়মাদি পালনের দ্বারা অপরের থেকে বড় হওয়ার চেষ্টা করেন, সেই ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে নিজ তেজ প্রকটিত করেন। যাঁর বর্ণাশ্রমে স্পৃহা থাকে, তাঁর জন্য সেই জ্ঞানের সাধন বিহিত। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যদি সকামভাবে তা অনুষ্ঠিত করে, তাহলে সে মৃত্যুর পর দেবতাদের নিবাসস্থান স্বর্গে গমন করে। ব্রাহ্মণের সম্যক আচারের বেদবেত্তা ব্যক্তিগণ প্রশংসা করেন। কিন্তু বর্ণাশ্রমের অহংকার থাকায় যে ব্যক্তি বহির্মুখী, তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। যে নিষ্কামভাবে শ্রোতধর্ম পালন করে অন্তর্মুখী হয়েছে, তাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে জানতে হবে। বর্ষাঋতুতে যেমন তৃণসমূহ বৃদ্ধি পায়। সেইরূপ যেখানে ব্রহ্মবেত্তা সন্ন্যাসীর যোগ্য অন্ন-জল ইত্যাদির আধিক্য থাকে, সেই দেশে বাস করে জীবন-নির্বাহ করা উচিত। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দ্বারা কষ্ট না করাই উচিত। কিন্তু যেখানে নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশিত না করলে ভয় ও অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়, সেখানে থেকেও যে নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করে না, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে কারো আত্মপ্রশংসা শুনে ঈর্ষা করে না, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে উপভোগ করে না, তার অন্ন স্বীকার করতে সৎপুরুষদেরও সম্মতি থাকে। কুকুর যেমন নিজের বমন করা খাদ্য পুনরায় ভক্ষণ করে তেমনই যারা নিজেদের পরাক্রম বা পাণ্ডিত্য দেখিয়ে জীবিকা-নির্বাহ করে তারা কুকুরের মতোই বমন ভক্ষণকারী। এদের সর্বদাই অবনতি হয়। যিনি আত্মীয়দের সঙ্গে থেকেও সর্বদা নিজের সাধনকে তাঁদের থেকে গুপ্ত রাখার চেষ্টা করেন, সেই ব্রাহ্মণদেরই বিদ্বান পুরুষ, ব্রাহ্মণ বলে মনে করেন। উপরিউক্ত রূপে জীবন যাপন করা ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মের প্রকাশ প্রাপ্ত হন, তিনিও তাঁর ব্রহ্মভাবকে অবলোকন করেন। এইরূপ যে ভেদবিহীন, চিহ্নরহিত, অবিচল, শুদ্ধ এবং দ্বৈতরহিত আত্মা, তাঁর স্বরূপ যাঁরা জানেন সেই ব্রহ্মবেত্তা ব্যক্তিরা তাঁকে হনন করেন না। যাঁরা আত্মাকে এর বিপরীত মনে করেন সেই আত্মা অপহরণকারীরা সর্বপ্রকার পাপ করে থাকে। যে কর্তব্য পালনে ক্লান্ত হয় না, দান গ্রহণ করে না, সম্মানিত এবং শান্ত ও শিষ্ট হয়েও তা প্রদর্শন করে না—সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং বেদবেত্তা। যে লৌকিক ধনের দৃষ্টিতে নির্ধন হয়েও দৈবী সম্পদ এবং যজ্ঞ উপাসনাসম্পন্ন, সে দুর্ধর্ষ এবং নির্ভয়, তাঁকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের মূর্তি বলে জানতে হবে। কেউ যদি ইহলোকে অভীষ্ট সিদ্ধিকারী সমস্ত দেবতাদের জেনে যান, তা হলেও তিনি ব্রহ্মবেত্তার সমকক্ষ হতে পারেন না। কেননা তিনি তো অভীষ্ট ফললাভের জন্যই সচেষ্ট রয়েছেন। যিনি অন্যের কাছে সম্মানিত হয়েও অহংকার করেন না এবং সম্মানীয় ব্যক্তিদের দেখে ঈর্ষা করেন না, তিনিই প্রকৃত সম্মানিত ব্যক্তি। এই জগতে যারা অধর্মে নিপুণ, ছল-কপটে চতুর এবং সম্মানীয় ব্যক্তিদের অপমানকারী মূঢ় ব্যক্তি, তারা কখনো সম্মানীয় ব্যক্তিদের সম্মান করে না। একথা নিশ্চিত যে মান এবং মৌন সর্বদা একসঙ্গে থাকে না ; কারণ মানের দ্বারা ইহজগতে সুখ পাওয়া যায় এবং মৌনদ্বারা পরলোকে। জ্ঞানীরা একথা জানেন। ঐশ্বর্যাদিকে জগতে সুখের একটি মুখ্য আধার বলে মানা হয়েছে, কিন্তু লুণ্ঠনকারীদের মতো এটিও পরলোকের কল্যাণমার্গে বিঘ্ন প্রদানকারী। রাজন্ ! প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানময়ী লক্ষ্মী সর্বতোভাবেই দুর্লভ। সন্ত পুরুষ সেই ব্রহ্মসুখের

অনেক উপায় জানিয়েছেন, যা মোহকে জাগ্রত করে না এবং যা অত্যন্ত কষ্টে ধারণ করা হয়। সেগুলি হল—সত্য, সরলতা, লজ্জা, দম, শৌচ এবং বিদ্যা॥ ২৭-৪৬ ॥

---

## ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী মৌন, তপ ইত্যাদির লক্ষণ এবং গুণ-দোষ নিরূপণ
## (সনৎ সুজাতীয়—তৃতীয় অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদ্বান ! মৌন কাকে বলে ? বাক্ সংযম এবং পরমাত্মার স্বরূপ এই দুটির মধ্যে মৌন কোনটি ? আপনি মৌনভাবের বর্ণনা করুন। বিদ্বান ব্যক্তিরা কি মৌনের দ্বারা মৌনরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হতে পারে ? হে মুনি ! জগতে লোকে কীভাবে মৌন আচরণ করে ? ॥ ১ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন ! যেখানে মনের সঙ্গে বাক্যরূপ বেদ পৌঁছতে পারে না, সেই পরমাত্মাকেই মৌন বলা হয় ; তাই সেটিই মৌনস্বরূপ। বৈদিক এবং লৌকিক শব্দাবলীর যেখান থেকে উদ্ভব হয়েছে, সেই পরমেশ্বরকে তন্ময়ভাবে ধ্যান করলে তিনি প্রকাশিত হন॥ ২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—যে ঋক্ বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ জানে এবং পাপ করে সে পাপে লিপ্ত হয় কী না ? ॥ ৩ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি না ; ঋক্, সাম অথবা যজুর্বেদ—কোনো পাপাচারী অজ্ঞান ব্যক্তিকে তার পাপকর্ম হতে রক্ষা করে না। যে কপটতাপূর্বক ধর্ম আচরণ করে, সেই মিথ্যাচারীকে বেদ পাপ হতে উদ্ধার করে না। পাখির পাখা হলে সে যেমন বাসা ছেড়ে উড়ে যায়, তেমনি অন্তকালে বেদও তাকে পরিত্যাগ করে॥ ৪-৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদ্বান ! ধর্ম ব্যতীত বেদ যদি রক্ষা করতে সক্ষম না হয় তাহলে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণের পবিত্র হওয়ার কথা[১] কেন চিরকাল ধরে চলে আসছে ? ॥ ৬ ॥

সনৎসুজাত বললেন—মহানুভাব ! পরমাত্মার নাম এবং স্বরূপেরই বিশেষরূপে এই জগতে প্রতীতি হয়। বেদ এই কথা (**'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে'** ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা) বিশেষ ভাবে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এর স্বরূপ এই বিশ্বের থেকে বিশিষ্ট বলা হয়েছে। তার প্রাপ্তির জন্যই বেদে (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ইত্যাদি) তপ এবং (জ্যোতিষ্টম ইত্যাদি) যজ্ঞের প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই তপ এবং যজ্ঞাদির দ্বারা ওইসকল শ্রোত্রিয় বিদ্বান পুরুষ পুণ্য প্রাপ্ত করেন। তারপর সেই পুণ্য দ্বারা পাপ নষ্ট হলে জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা তিনি নিজ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বিদ্বান ব্যক্তি এইভাবে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মাকে লাভ করেন। না হলে ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ ফলের ইচ্ছা রাখায় সে ইহলোকে করা সমস্ত কর্মগুলি সঙ্গে নিয়ে পরলোকে ফল ভোগ করে এবং ভোগ সমাপ্ত হলে পুনরায় এই সংসার-চক্রে ফিরে আসে। ইহলোকে তপস্যা করা হয় এবং পরলোকে তার ফল ভোগ করা হয় (সকলের জন্যই এই সাধারণ নিয়ম)। কিন্তু অবশ্য পালন করার উপযুক্ত তপস্যায় স্থিত ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ এই লোকেই তাঁর জ্ঞানরূপ ফল (জীবৎকালেই) প্রাপ্ত হন॥ ৭-১০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—মুনিবর ! একই তপে কখনো বৃদ্ধি কখনো ক্ষতি কীভাবে হয় ? আপনি এমনভাবে বলুন যাতে আমি ভালোভাবে বুঝতে পারি॥ ১১ ॥

সনৎসুজাত বললেন—যা কোনো কামনা বা পাপরূপ দোষে যুক্ত নয়, তাকে বিশুদ্ধ তপ বলা হয়। সেই তপই শুধুমাত্র ঋদ্ধ এবং সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। (কিন্তু যখন সেই তপে কামনা বা পাপরূপ দোষের সংসর্গ ঘটে, তখন তার হানি হতে থাকে।) রাজন্ ! তুমি আমাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করছ, সেগুলি সবই তপস্যামূলক—তপ থেকেই প্রাপ্তি হয় ; বেদবেত্তা ব্যক্তিগণ এই তপ থেকেই পরম অমৃত (মোক্ষ) লাভ করেন॥ ১২-১৩ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে মহাভাগ ! আমি দোষরহিত তপস্যার কথা শুনেছি ; এবার তপস্যার যে দোষ থাকে, তার কথা বলুন, যাতে আমি এই সনাতন গোপনীয় তত্ত্ব

---

[১] 'ঋগ্‌যজুঃসামভিঃ পূতো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।' (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ দ্বারা পবিত্র হয়ে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হন) ইত্যাদি বচন দ্বারা বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের পবিত্র এবং নিষ্পাপ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

জানতে পারি।। ১৪ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! তপস্যার ক্রোধ ইত্যাদি বারোটি দোষ থাকে এবং তেরো প্রকারের ক্রূর মানুষ হয়ে থাকে। পিতৃপুরুষ এবং ব্রাহ্মণদের ধর্মাদি বারোটি গুণ শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অসন্তোষ, নির্দয়ভাব, পরদোষ-দর্শন, অভিমান, শোক, স্পৃহা, হিংসা, ঈর্ষা ও নিন্দা—মানুষের এই বারোটি দোষ সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত। নরশ্রেষ্ঠ ! ব্যাধ যেমন মৃগকে শিকারের জন্য তার পিছনে ধাবমান হয়, তেমনই এই সব এক একটি দোষ মানুষের স্বভাবে ছিদ্র পথে তার ওপর আক্রমণ চালায়। নিজের সম্বন্ধে অহংকারী, লোলুপ, নিরন্তর ক্রোধযুক্ত, চঞ্চল, গর্বিত এবং আশ্রিতকে রক্ষা করে না—এই ছয় প্রকারের মানুষ পাপী। এরূপ ব্যক্তি মহা সংকটে পড়লেও নির্ভয় হয়ে এই সব পাপ কর্মের আচরণ করে। সর্বদা সম্ভোগে আকাঙ্ক্ষিত, বিষম ব্যবহারকারী, অত্যন্ত মানী, দান করে অনুতপ্ত, অত্যন্ত কৃপণ, অর্থ ও কামের প্রশংসাকারী, স্ত্রীদোষযুক্ত—এই সাত এবং আগের ছয়, সর্বমোট তেরো প্রকারের মানুষকে নৃশংস বর্গ (ক্রূর-সম্প্রদায়) বলা হয়। ধর্ম, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপ, মৎসরতার অভাব, লজ্জা, সহনশীলতা, কারো দোষ না দেখা, যজ্ঞ করা, দান দেওয়া, ধৈর্য এবং শাস্ত্রজ্ঞান—এই বারোটি হল ব্রাহ্মণদের ব্রত। যে এই বারোটি ব্রতের (গুণের) ওপর নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখে, সে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে নিজ অধীন করতে পারে। এর মধ্যে তিন, দুই অথবা একটি গুণেও যে যুক্ত, তার কাছে সর্বপ্রকারের ধন থাকে—তাই বুঝতে হবে। দম, ত্যাগ এবং আত্মকল্যাণে প্রমাদ করা উচিত নয়—এই তিনেই অমৃত বাস করে। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি বলেন এই গুণগুলি সত্যস্বরূপ পরমাত্মামুখী করে অর্থাৎ এগুলি পরমাত্মপ্রাপ্তি করায়। দম অষ্টাদশ গুণসম্পন্ন (নিম্নলিখিত আঠারোটি দোষ পরিত্যাগ করাকেই আঠারোটি গুণ বলে জানতে হবে)। কর্তব্য-অকর্তব্যে বিপরীত ধারণা, অসত্যভাষণ, গুণাদিতে দোষদৃষ্টি, স্ত্রীবিষয়ক কামনা, সর্বদা অর্থোপার্জনে ব্যাপৃত থাকা, ভোগেচ্ছা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ, পরচর্চা, ঈর্ষা, হিংসা, সন্তাপ, চিন্তা, কর্তব্য বিস্মৃতি, বাজে কথা বলা এবং নিজেকে বড় বলে ভাবা—যারা এইসব দোষমুক্ত, তাদের সৎপুরুষ বা জিতেন্দ্রিয় বলা হয়।। ১৫-২৫ ॥

অহংকারের আঠারোটি দোষ ; আগে যে দমের বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকেই অহংকারের দোষ বলা হয় (পরে এর পৃথক দোষের কথাও জানানো হবে।) ত্যাগ ছয় প্রকারের এবং তা অতিশয় উত্তম ; কিন্তু এগুলির তৃতীয়টি অর্থাৎ কামত্যাগ করা অত্যন্তই কঠিন, এটি পালন করলে মানুষ নানা দুঃখ থেকে অবশ্যই মুক্তিলাভ করে। কামত্যাগের দ্বারা সব কিছু জয় করা সম্ভব। রাজেন্দ্র ! সর্বশ্রেষ্ঠ ছয়প্রকার ত্যাগ হল—লক্ষ্মীলাভ করে হর্ষোৎফুল্ল না হওয়া, প্রথম ত্যাগ। হোম-যজ্ঞ এবং জলের কুয়া বা পুষ্করিণী তৈরি করা, তাতে অর্থব্যয় করা দ্বিতীয় ত্যাগ, সর্বদা বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে কাম ত্যাগ করা—তৃতীয় ত্যাগ, এরূপ ত্যাগীকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলা হয়, তাই এই তৃতীয় ত্যাগটি খুবই বিশিষ্ট এরূপ ত্যাগীকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপই বলা হয়। পদার্থত্যাগে যে নিষ্কামভাব আসে, স্বেচ্ছায় তা উপভোগ করলে আসে না। অধিক ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করলেও নিষ্কামভাব সিদ্ধ হয় না এবং কামনাপূর্তির জন্য তা উপভোগ করলেও কামত্যাগ হয় না। কর্ম সিদ্ধ না হলেও তার জন্য দুঃখ করা উচিত নয়, সেই দুঃখে গ্লানি যেন না থাকে। এইসব গুণযুক্ত ব্যক্তি সম্পদশালী হলেও ত্যাগী। কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটলেও কখনো ব্যথিত হওয়া উচিত নয়—এ হল চতুর্থ ত্যাগ। নিজ অভীষ্ট পদার্থ—স্ত্রী-পুত্রাদি কখনো কামনা করবে না—এটি পঞ্চম ত্যাগ। সুযোগ্য লোক এলে তাকে দান করবেন—এটি ষষ্ঠ ত্যাগ। এইসবে কল্যাণ হয়। এই ত্যাগের গুণে মানুষ অপ্রমাদী হয়। অপ্রমাদেরও আটগুণ—সত্য, ধ্যান, সমাধি, তর্ক, বৈরাগ্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। ত্যাগ এবং অপ্রমাদ—এই আটটি গুণ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এইভাবে অহংকারের যে আঠারোটি দোষের কথা বলা হয়েছে, তা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। প্রমাদের আট দোষও ত্যাগ করা উচিত। ভারত ! পাঁচটি-ইন্দ্রিয় এবং মন—এরা নিজ নিজ বিষয়ে ভোগবুদ্ধিতে যে প্রবৃত্ত হয়—তার ছয়টি প্রমাদ বিষয়ক দোষ আর দুটি দোষ হল অতীত চিন্তা এবং ভবিষ্যতের আশা। এই আটটি দোষ থেকে মুক্ত পুরুষ সুখী হয়। রাজেন্দ্র ! তুমি সত্যস্বরূপ হও, সত্যেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। এই দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ ইত্যাদি গুণও সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তি করায়, সত্যেই অমৃতের প্রতিষ্ঠা। দোষাদি নিবৃত্ত করে তপ ও ব্রত আচরণ করা উচিত। এই নিয়মগুলি হল বিধাতা সৃষ্ট। শ্রেষ্ঠপুরুষদের ব্রত হল সত্য। মানুষের উপরিউক্ত দোষরহিত এবং গুণযুক্ত হওয়া উচিত। এরূপ ব্যক্তির তপই বিশুদ্ধ এবং সমৃদ্ধ হয়। রাজন্ ! আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে জানালাম।

এই জপ জন্ম-মৃত্যু ও বৃদ্ধাবস্থার কষ্ট দূর করে, পাপহারী ও পবিত্র॥ ২৬-৪০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে মুনিবর ! পঞ্চবেদে কিছু ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে করা হয়েছে (তাদের পঞ্চবেদী বলা হয়)। অন্যদের চতুর্বেদী, ত্রিবেদী বলা হয়। এই রূপ কিছু লোককে দ্বিবেদী, একবেদী ও অনৃচ[১] বলা হয় । এদের মধ্যে কাকে ব্রাহ্মণ বলে জানব ? ॥ ৪১-৪২ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! একটি বেদকে যথার্থ-ভাবে না জানার ফলেই অনেক বেদ সৃষ্ট হয়েছে। সেই সত্যস্বরূপ বেদের সারতত্ত্ব পরমাত্মাতে যিনি স্থিত হন তিনিই ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্য। এইরূপ বেদের তত্ত্ব না জেনেও কিছু লোক 'আমি বিদ্বান' বলে মনে করে এবং দান, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞাদি কর্মের লৌকিক এবং পারলৌকিক ফলের লোভে প্রবৃত্ত হয়। বাস্তবে যে সত্যস্বরূপ পরমাত্মা থেকে চ্যুত হয়েছে, তারই এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগে। তারপর সত্যরূপ বেদের প্রামাণ্য স্থির করেই তিনি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন। কারো যজ্ঞ মন দ্বারা, কারো বাক্যের সাহায্যে এবং কারো যজ্ঞ ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়। পুরুষ সংকল্প করতে থাকে তাই সে নিজ সংকল্প অনুসারে প্রাপ্ত লোকে অধিষ্ঠান করে। কিন্তু যতক্ষণ সংকল্প সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ দীক্ষিত ব্রত আচরণ অর্থাৎ যজ্ঞাদি করা কর্তব্য। এই 'দীক্ষিত' শব্দটি 'দীক্ষ ব্রতাদেশে' ধাতুতে তৈরি। সৎপুরুষের জন্য সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই সবথেকে বড়। কারণ (পরমাত্মার) জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ এবং তপের ফল পরোক্ষ (তাই জ্ঞানের আশ্রয়ই নেওয়া উচিত)। অনেক পড়াশোনা করেন যেসব ব্রাহ্মণ তাঁদের বহুপাঠী বলে জানতে হয়। তাই ক্ষত্রিয় ! বাক্যচাতুরীতে দক্ষ হলেই কাউকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করবে না। যিনি সত্যস্বরূপ পরমাত্মা থেকে কখনো পৃথক হন না, তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলে জানবে। রাজন্, অথবা মুনি এবং মহর্ষিগণ পূর্বকালে যার ভজন করেছেন, তাকেই ছন্দ (বেদ) বলে। কিন্তু সমস্ত বেদপাঠ করার পরও যিনি বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য পরমাত্মতত্ত্ব জানেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষে বেদবিদ্ নন। নরশ্রেষ্ঠ ! ছন্দ (বেদ) সেই পরমাত্মার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে স্থিত (অর্থাৎ স্বতঃ প্রমাণিত)। তাই বেদ অধ্যয়ন করেই বেদবেত্তা আর্যগণ বেদ্যরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব লাভ করেছেন। রাজন্ ! বাস্তবে বেদতত্ত্ববিদ কেউ নেই অথবা মনে কর কোনো বিরল ব্যক্তিই তার রহস্য জানতে পারে। যে শুধু বেদের বাক্য জানে সে বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য সেই পরমাত্মাকে জানে না। কিন্তু যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই বেদ্‌বিদ পরমাত্মাকে জানেন। জ্ঞেয় বস্তু অর্থাৎ মন প্রভৃতি হল অচেতন। এদের কেউই জ্ঞাতা নন। অতএব মন প্রভৃতির দ্বারা আত্মা বা অনাত্মা—কাউকেও জানা যায় না। যে আত্মাকে জানতে পারে, সে অনাত্মাকেও জানে। যে শুধু অনাত্মাকে জানে, সে সত্যআত্মাকে জানে না। যে (বেদ্য) পুরুষ বেদকে জানে, সে বেদ্য (জগৎ ইত্যাদি)ও জানে ; কিন্তু সেই জ্ঞাতাকে বেদপাঠীও জানে না, বেদও জানে না। তবুও বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ সেই আত্মতত্ত্বকে বেদের দ্বারাই জানতে পারেন। শাখাচন্দ্র ন্যায়ের মতো সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে জানার জন্য বেদের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। আমি তাকেই ব্রাহ্মণ মনে করি যিনি পরমাত্মতত্ত্ব জানেন এবং বেদের যথার্থ ব্যাখ্যা করেন ; যাঁর নিজের সন্দেহ দূর হয়েছে এবং তিনি অন্যের সংশয়ও মেটাতে সক্ষম। এই আত্মাকে অনুসন্ধান করার জন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই, কোনো দিকেই তাঁকে খুঁজতে হয় না। কোনো অনাত্ম-পদার্থে আত্মার অনুসন্ধান করা উচিত নয়। বেদবাক্যে না খুঁজে শুধু তপের সাহায্যেই তাঁর সাক্ষাৎকার করা উচিত। সর্বপ্রকার চেষ্টা ছেড়ে পরমাত্মার উপাসনা করা কর্তব্য, মনের দ্বারাও চেষ্টা করা উচিত নয়। রাজন্ ! তুমিও তোমার হৃদয়োস্থিত সেই পরমাত্মার উপাসনা করো। মৌন অথবা বনে বাস করলেই মুনি হওয়া যায় না। যিনি আত্মার স্বরূপ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি। সমস্ত অর্থ প্রকট করার জন্যই জ্ঞানীদের বৈয়াকরণ বলা হয়। সমস্ত অর্থ মূলভূত ব্রহ্ম হতেই প্রকটিত, তাই তিনি মুখ্য বৈয়াকরণ। বিদ্বান পুরুষও ব্রহ্মভূত (ব্রহ্মস্বরূপ লাভে সমর্থ) হওয়ায় এবং ব্রহ্মের যথার্থ তাৎপর্য ব্যাকৃত (ব্যক্ত) করতে সমর্থ হওয়ায় তিনিও বৈয়াকরণ। যিনি সমস্ত লোক প্রত্যক্ষ দেখেন, তাঁকে সর্বলোকের দ্রষ্টামাত্র বলা হয় (সর্বজ্ঞ নয়)। কিন্তু যিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে স্থিত, সেই ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণকে সর্বজ্ঞ বলা হয়। রাজন্ ! পূর্বোক্ত ধর্মাদিতে স্থিত হলে ও বেদাদি বিধিবৎ অধ্যয়ন করলেও মানুষ পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে এই কথা আমি বুদ্ধির সাহায্যে স্থির করে তোমাকে জানাচ্ছি॥ ৪৩-৬৩ ॥

—০—

[১]যারা ঋক্ বেদাদি অধ্যয়ন করেনি, তাদের অনৃচ বলা হয়।

# ব্রহ্মচর্য এবং ব্রহ্মের নিরূপণ
## (সনৎ সুজাতীয়—চতুর্থ অধ্যায়)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে মুনিবর ! আপনি যে সর্বোত্তম এবং সর্বরূপা ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় বিদ্যার উপদেশ দিলেন, তাতে বিষয় ভোগের কোনো আলোচনা নেই। আমি বলছি যে আপনি এই পরম দুর্লভ বিষয় পুনরায় ব্যাখ্যা করুন॥ ১ ॥

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! তুমি আমাকে প্রশ্ন করার সময় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছ, এরূপ ভাব থাকলে ব্রহ্ম উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধির দ্বারা মন লয় হলে সমস্ত বৃত্তি নিরোধকারী যে স্থিতি হয় তাকেই বলা হয় ব্রহ্মবিদ্যা এবং ব্রহ্মচর্য পালন করলেই তা উপলব্ধ হয়॥ ২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—যা কর্মদ্বারা আরম্ভ হয় না এবং কাজের সময়ও যা এই আত্মাতেই থাকে, সেই অনন্ত ব্রহ্মে সম্পর্ক রাখা এই সনাতন বিদ্যাকে যদি আপনি ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলেন, তাহলে আমার মতো লোক ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় অমৃতত্ব (মোক্ষ) কেমন করে লাভ করতে সক্ষম ? ॥ ৩ ॥

সনৎসুজাত বললেন—আমি এবার অব্যক্ত ব্রহ্মে সম্পর্কযুক্ত সেই পুরাতন বিদ্যার বর্ণনা করব, যা মানুষ সদবুদ্ধি এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারা লাভ করে। যা লাভ করে বিদ্বান ব্যক্তিরা এই মৃত্যুশীল শরীর চিরকালের মতো ত্যাগ করে এবং যে বুদ্ধি গুরুজনের মধ্যে নিত্য বিদ্যমান॥ ৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—ব্রহ্মন্ ! এই ব্রহ্মবিদ্যা যদি ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই সহজে জানা যায়, তাহলে আমাকে প্রথমে বলুন যে ব্রহ্মচর্য পালন হয় কীভাবে ? ॥ ৫ ॥

সনৎসুজাত বললেন—যাঁরা আচার্যের আশ্রমে বাস করেন, সেবার দ্বারা তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁরা সেখানেই শাস্ত্রকার হয়ে যান এবং দেহত্যাগের পর পরম যোগরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। ইহজগতে বাস করে যিনি সমস্ত কামনা জয় করেন এবং ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করার জন্য নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব সহ্য করেন, তিনি সত্ত্বগুণে স্থিত হয়ে দেহ থেকে আত্মাকে (বিবেকের সাহায্যে) পৃথক করে নেন। ভারত ! যদিও মাতা ও পিতা —এঁরা দুজনেই শরীরের জন্ম দেন, তবুও আচার্যের উপদেশে যে জন্মলাভ হয়, তা পরম পবিত্র এবং অজর, অমর। যিনি পরমার্থ তত্ত্বের উপদেশে সত্যকে প্রকটিত করে অমরত্ব প্রদান করত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ রক্ষা করেন, সেই আচার্যকে পিতা মাতা বলেই জানা উচিত এবং তাঁর কৃত উপকারের কথা স্মরণে রেখে কখনো তাঁর বিরোধিতা করা উচিত নয়। ব্রহ্মচারী শিষ্যের প্রত্যহ গুরুকে প্রণাম করা উচিত। অন্তর বাহিরে পবিত্র হয়ে প্রমাদ ত্যাগ করে স্বাধ্যায়ে মন নিয়োজিত করা, অহং-অভিমান না রাখা এবং মনে ক্রোধ না রাখা উচিত। ব্রহ্মচর্যের এটিই হল প্রথম চরণ। যিনি শিষ্যবৃত্তির ক্রমানুসারে জীবন নির্বাহ করে পবিত্র হয়ে বিদ্যালাভ করেন, এই নিয়ম তাঁর পক্ষেও ব্রহ্মচর্যের প্রথম পাদ বলা হয়। নিজ প্রাণ ও অর্থের দ্বারা মন, বাক্য এবং কর্ম দ্বারা আচার্যকে খুশি করা—এটি হল দ্বিতীয় পাদ। গুরুর প্রতি শিষ্যের যেমন সম্মানপূর্ণ ব্যবহার হবে, তেমনই গুরুপত্নী এবং তাঁর পুত্রদের সঙ্গেও হওয়া উচিত। এটিও ব্রহ্মচর্যের দ্বিতীয় পাদ। আচার্য যে উপকার করেছেন, তা স্মরণে রেখে এবং তাতে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে, তার বিচার করে মনে মনে প্রসন্ন হয়ে শিষ্য তাঁর প্রতি যেন এইভাব রাখেন, 'ইনি আমাকে অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় তুলে দিয়েছেন' — ব্রহ্মচর্যের এটি হল তৃতীয় পাদ। আচার্যের উপকারের দাম না দিয়ে অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা প্রভৃতির দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট না করে বিদ্বান শিষ্য যেন অন্যত্র না যান। (দক্ষিণা দিয়ে অথবা সেবা করে) মনে কখনো এমন চিন্তা যেন না আসে যে 'আমি গুরুর উপকার করছি', মুখ থেকে যেন এমন কথা কখনো না নির্গত হয়। ব্রহ্মচর্যের এই হল চতুর্থ পাদ। ব্রহ্মচারী শিষ্য প্রথমে গুরুর নিকট শিক্ষা ও সদাচারের এক চরণ লাভ করে, পরে উৎসাহ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে দ্বিতীয় পাদের জ্ঞান হয়। তারপরে বহুদিন মনন করলে তৃতীয় পাদের জ্ঞান লাভ হয়। পরে শাস্ত্রের দ্বারা সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করলে চতুর্থ পাদ জানতে পারে। এইরূপ ব্রহ্মচর্য পালনে প্রবৃত্ত হয়ে যা কিছু ধন লাভ করা যায়, তা আচার্যকে সমর্পণ করা উচিত। এরূপ করলে শিষ্য সৎ ব্যক্তিদের নানাগুণসম্পন্ন বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। এরূপ বৃত্তি থাকলে শিষ্য ইহজগতে সর্বপ্রকার উন্নতি প্রাপ্ত হয়। সে বহুপুত্র ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেশে-বিদেশে তার ওপর সুখের বর্ষা হয় এবং বহু লোক তার কাছে ব্রহ্মচর্য-পালনের জন্য আসে। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারাই দেবতারা

দেবত্ব লাভ করেছেন এবং মহাসৌভাগ্যশালী ঋষিগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। এর প্রভাবেই গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ দিব্য রূপ লাভ করেছেন। এই ব্রহ্মচর্যের প্রতাপেই সূর্যদেব সকল লোককে প্রকাশিত করতে সক্ষম হন। ব্রহ্মচর্য মনোবাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করে—এই জেনে ঋষি-দেবতারাও ব্রহ্মচর্য পালন করেন। রাজন্ ! যে এই ব্রহ্মচর্য পালন করে, সেই ব্রহ্মচারী যম-নিয়ম ও তপ আচরণ করে নিজের সম্পূর্ণ দেহকে পবিত্র করে তোলে। বিদ্বান ব্যক্তিরা এর দ্বারা আত্মবল প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুকে জয় করেন। রাজন্ ! সকাম ব্যক্তি নিজ পুণ্যকর্মের দ্বারা বিনাশশীল লোক প্রাপ্ত হয় কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, সেই বিদ্বান এই জ্ঞানের দ্বারা সর্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। মোক্ষের জন্য জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনো পথ নেই॥ ৬-২৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—এখানে বিদ্বান ব্যক্তিরা সত্যস্বরূপ পরমাত্মার যে অমৃত এবং অবিনাশী পরমপদ সাক্ষাৎ করেন, তার রূপ কেমন ? সেই রূপ কী শ্বেত শুভ্র, রক্তবর্ণ, না কাজল কালো অথবা সোনার মতো হলুদ বর্ণের বলে মনে হয় ? ॥ ২৫ ॥

সনৎসুজাত বললেন—এগুলি যদিও শ্বেত, লাল, কালো, লৌহ সদৃশ সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান এবং নানারূপে প্রতীত হয়, তবুও ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ পৃথিবীতেও নেই, আকাশেও নয় সেই রূপ সমুদ্রের জল ও নক্ষত্রে নেই, বিদ্যুৎ বা মেঘেরও আশ্রিত নয়। তেমনই বায়ু, দেবগণ, চন্দ্র এবং সূর্যেও দেখা যায় না। রাজন্ ! ঋক্ বেদের ঋচাতে, যর্জুবেদের মন্ত্রে, অর্থববেদের সূক্তে এবং সামবেদেও তা দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্রহ্মের সেই স্বরূপের কেউ সাক্ষাৎ পায় না, তা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত। মহাপ্রলয়ে সবকিছুর অন্তকারী কালও এতেই লীন হয়। এটি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর এবং মহৎ থেকে মহত্তর। তিনিই সবকিছুর আধার, অমৃত, লোক, যশ এবং তিনিই ব্রহ্ম। সমস্ত ভূত তাঁর থেকেই প্রকটিত এবং তাঁতেই লীন হয়ে যায়। বিদ্বানগণ বলেন—কার্যরূপ জগৎ বাণীর বিকারমাত্র। কিন্তু এই সম্পূর্ণ জগৎ যাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই নিত্যকারণ স্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন। এই ব্রহ্ম রোগ, শোক এবং পাপরহিত এবং তাঁর মহান যশ সর্বত্র প্রসারিত॥ ২৬-৩১॥

—o—

# যোগপ্রধান ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন
## (সনৎ সুজাতীয়—পঞ্চম অধ্যায়)

সনৎসুজাত বললেন—রাজন্ ! শোক, ক্রোধ, লোভ, মোহ, কাম, মান, অধিক নিদ্রা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, কাপুরুষতা, গুণাদিতে দোষদর্শন এবং নিন্দা করা—এই বারোটি মহাদোষ মানুষের প্রাণনাশক। রাজেন্দ্র ! মানুষ একে একে সব দোষ গ্রহণ করে এবং তার সংস্পর্শে মূঢ়বুদ্ধি মানুষ পাপকাজ করতে থাকে। লোলুপ, ক্রূর, কঠোরভাষী, কৃপণ, ক্রোধী এবং নিজ প্রশংসাকারী—এই ছয়প্রকারের মানুষ ক্রূর কর্মকারী হয়। এরা পেলেও ভালো ব্যবহার করে না। সম্ভোগকারী, বিষম ব্যবহারকারী, অত্যন্ত অহংকারী, স্বল্প দান করে অধিক বর্ণনাকারী, কৃপণ, দুর্বল হয়েও শক্তির অহংকার প্রদর্শনকারী এবং নারীবিদ্বেষকারী—এই সাত প্রকারের মানুষকে পাপী এবং ক্রূর বলা হয়েছে। ধর্ম, সত্য, তপ, ইন্দ্রিয় সংযম, ঈর্ষা না করা, লজ্জা সহনশীলতা, কারো দোষ না দেখা, দান, শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য এবং ক্ষমা—ব্রাহ্মণদের এই হল বারোটি মহাব্রত। যিনি এই বারোটি ব্রত হতে কখনো চ্যুত হন না, তিনি সমস্ত পৃথিবী শাসন করতে সক্ষম। এরমধ্যে তিন, দুই বা একগুণেও যাঁরা যুক্ত—তাঁদেরও কোনো বস্তুতে মমত্ববোধ থাকে না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ত্যাগ এবং অপ্রমাদ—এতেই অমৃতের স্থিতি হয়। ব্রহ্মই যাঁর প্রধান লক্ষ্য, সেই বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের এগুলিই মুখ্য সাধন। সত্য হোক অথবা মিথ্যা, অপরের নিন্দা করা ব্রাহ্মণদের শোভা পায় না। যারা অপরের নিন্দা করে তারা অবশ্যই নরকগমন করে। অহংকার বা দম্ভের আঠেরোটি দোষ, যা প্রথমে উল্লেখ করলেও স্পষ্টভাবে বলা হয়নি—লোকবিরুদ্ধ কাজ করা, শাস্ত্রের প্রতিকূল আচরণ করা, গুণীদের ওপর দোষারোপ, অসত্যভাষণ, কাম, ক্রোধ, পরাধীনতা, অপরের দোষ দেখা, পরনিন্দা অর্থের অপব্যবহার, কলহ, হিংসা, প্রাণীদের কষ্ট দেওয়া,

ঈর্ষা, হর্ষ, বেশি কথা বলা ও বিবেক-শূন্যভাব। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তিদের অহংকারের বশীভূত হওয়া উচিত নয় ; কারণ সংব্যক্তিরা সর্বদাই এর নিন্দা করে থাকেন। সৌহার্দ বা মিত্রতার ছয়টি গুণ অবশ্যই জেনে রাখা উচিত। সুহৃদের ভালো হলে তাতে হর্ষোৎফুল্ল হওয়া, খারাপ কিছু হলে মনে কষ্ট অনুভব করা—এই দুটি গুণ। তৃতীয় গুণ হল, নিজের যা সঞ্চিত ধন থাকে মিত্র চাইলে তা দিয়ে দিতে হয়। মিত্রের জন্য অযাচ্য বস্তুও অবশ্যই প্রদানযোগ্য হয়। তাছাড়াও সুহৃদ চাইলে তার হিতের জন্য শুদ্ধভাবে নিজ প্রিয় পুত্র, অর্থসম্পদ এবং পত্নীকেও দিয়ে দেওয়া যায়। মিত্রকে অর্থপ্রদান করে প্রত্যুপকার পাবার কামনা না করা—এ হল চতুর্থ গুণ। নিজ পরিশ্রমে অর্জিত ধন উপভোগ করা উচিত (মিত্রের উপার্জন অবলম্বন করে নয়)—এটি পঞ্চম গুণ। মিত্রের ভালো করার জন্য নিজের ভালোর পরোয়া না করা—এটি ষষ্ঠ গুণ। যে ধনী গৃহস্থ এইরূপ গুণবান, ত্যাগী ও সাত্ত্বিক হয়, সে তার পাঁচ ইন্দ্রিয় থেকে পাঁচটি বিষয়কে প্রত্যাহার করে নিতে পারে। যিনি বৈরাগ্যের অভাব থাকায় সত্ত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, এরূপ মানুষের দিব্যলোক প্রাপ্তির সংকল্পে সঞ্চিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ তপস্যা সমৃদ্ধ হলেও, তা কেবল ঊর্ধ্বলোক প্রাপ্তির কারণ হয়, মুক্তির নয়। কারণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মবোধ না হওয়ায় তাদের দ্বারা সকাম যজ্ঞের বৃদ্ধি ঘটে। কারো যজ্ঞ মনের দ্বারা, কারো বাক্যের দ্বারা আবার কারো যজ্ঞ ক্রিয়ার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। সংকল্পসিদ্ধ অর্থাৎ সকামপুরুষ থেকে সংকল্পরহিত অর্থাৎ নিষ্কাম পুরুষের অবস্থান উচ্চে। কিন্তু ব্রহ্মবেত্তার অবস্থান তারও ঊর্ধ্বে। তাছাড়া আর একটি কথা, এই মহত্ত্বপূর্ণ শাস্ত্র যশরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করায়, এটি শিষ্যদের অবশ্যই পাঠ করানো উচিত। পরমাত্মা হতে ভিন্ন এই সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চ বাক্যের বিকারমাত্র—বিদ্বানরা এই কথা বলে থাকেন। এই যোগশাস্ত্রে পরমাত্মাবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যে এটি জেনে যায়, সে অমরত্ব লাভ করে। রাজন্ ! কেবল সকাম পুণ্যকর্মের দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জয় করা যায় না। অথবা যাগযজ্ঞ করেও অজ্ঞানী পুরুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে না এবং মৃত্যুকালেও সে শান্তি পায় না। সর্বপ্রকার কর্ম প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়ে একান্তে উপাসনা করা, মনে মনেও কোনো কাজ না করা এবং স্তুতিতে খুশি ও নিন্দায় ক্রুদ্ধ না হওয়া উচিত। রাজন্ ! উপরিউক্ত সাধন করলে মানুষ এখানেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করে তাতে অবস্থিত হন। বিদ্বান ! বেদাদি বিচার করে আমি যা জেনেছি, তাই তোমাকে জানালাম॥ ১-২১ ॥

—o—
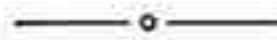
## পরমাত্মার স্বরূপ এবং যোগিগণের দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎকার (সনৎ সুজাতীয়—ষষ্ঠ অধ্যায়)

সনৎসুজাত বললেন—ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধ, মহান, জ্যোতির্ময়, দেদীপ্যমান এবং বিশাল যশরূপ ; সর্বদেবতা তাঁরই উপাসনা করেন। তাঁর প্রকাশেই সূর্য প্রকাশিত হন, সেই সনাতন ভগবানকে যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম থেকে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হয় এবং তার থেকেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই শুদ্ধ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মই সূর্য আদি সমস্ত জ্যোতির মধ্যে স্থিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছেন ; তিনি অপরের দ্বারা প্রকাশিত না হয়ে স্বয়ংই সকলের প্রকাশক, যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানেরই সাক্ষাৎ করেন। পরমাত্মা থেকে প্রকৃতি উৎপন্ন হয়েছে, প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব প্রকটিত, তার মধ্যে আকাশে সূর্য ও চন্দ্র—এই দুটি দেবতা আশ্রিত। জগৎ উৎপন্নকারী ব্রহ্মের যে স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ, তা সর্বদা সতর্ক থেকে এই দুই দেবতা ও পৃথিবী এবং আকাশকে ধারণ করে। যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের সাক্ষাৎ করেন। উক্ত দুই দেবতাকে, পৃথিবী এবং আকাশ, সর্বদিক এবং এই বিশ্বকে সেই শুদ্ধ ব্রহ্মই ধারণ করেন। তাঁর থেকেই দিক্‌গুলি প্রকটিত হয়, তাঁর থেকে নদী প্রবাহিত হয়, তাঁর থেকেই বড় বড় সমুদ্র প্রকটিত হয়। যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের সাক্ষাৎ করেন। নিজে বিনাশশীল হলেও যাঁর কর্ম নষ্ট হয় না, সেই দেহরূপী রথে মনরূপ চক্রে সংযুক্ত ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়া, বুদ্ধিমান-দিব্য-অজর (নিত্য নবীন) জীবাত্মাকে যে পরমাত্মার দিকে নিয়ে যায়, সেই সনাতন ভগবানের যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন। সেই পরমাত্মার সঙ্গে কারো

স্বরূপ তুলনীয় নয়। তাঁকে কেউ জাগতিক চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না। যিনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে বুদ্ধি, মন ও হৃদয় দিয়ে জেনে যান, তিনি অমর হয়ে যান ; যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের সাক্ষাৎকার করেন। দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশ বিষয় যাঁর মধ্যে থাকে, অবিদ্যা নামক নদীর বিষয়রূপ মধুর জল ব্যবহারকারীরা ইহজগতে ভয়ংকর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, যে সনাতন পরমাত্মা এই দুর্গতি থেকে মুক্ত করেন, যোগিগণ তাঁর সাক্ষাৎ করেন। মধুমক্ষিকা যেমন অর্ধমাস-ব্যাপী মধুসংগ্রহ করে বাকি অর্ধমাস তা সেবন করে, তেমন সংসারী জীব পূর্বজন্মের সঞ্চিত ফল ইহজন্মে সেবন করে। পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীর জন্যই তার কর্মানুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন ; যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের সাক্ষাৎ করেন, যাঁর বিষয়রূপ পাতাগুলি স্বর্ণের ন্যায় মনোরম। সেই জগৎ সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষে আরূঢ় হয়ে জীব কর্মরূপ পাখাধারণ করে নিজ বাসনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রজাতিতে জন্ম নেয় ; কিন্তু যাঁর জ্ঞান লাভ করে জীবগণ মুক্তিলাভ করেন, যোগিগণ সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেন। পূর্ণ পরমেশ্বর থেকেই পূর্ণ-চরাচর প্রাণী উৎপন্ন হয়, পূর্ণ থেকেই এই সব পূর্ণ প্রাণী কাজ করে, তারপর সেই পূর্ণ ব্রহ্মেই তা মিলিত হয় এবং শেষে একমাত্র পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ; যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। পূর্ণ ব্রহ্ম থেকেই বায়ুর উৎপত্তি এবং তাতেই স্থিতি। ব্রহ্ম থেকেই অগ্নি এবং সোমের উৎপত্তি এবং তার থেকেই প্রাণের বিস্তার। আমি আর পৃথকভাবে নাম বলতে অসমর্থ ; শুধু জেনে রেখো সব কিছু সেই পরমাত্মা হতেই প্রকটিত। যোগিগণ সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। অপানকে প্রাণ নিজের মধ্যে লীন করে নেয়, প্রাণকে চন্দ্র, চন্দ্রকে সূর্য এবং সূর্যকে পরমাত্মা তাঁর মধ্যে লীন করেন, যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। এই সংসার সাগরের উপরে উত্থিত হংসরূপ পরমাত্মা নিজের একটি অংশকে ওপরে তোলেননি ; যদি সেই অংশটিও ওপরে উঠিয়ে নেন, তাহলে সকলের মোক্ষ ও বন্ধন, চিরকালের মতো দূর হবে। যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। হৃদ্দেশে স্থিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অন্তর্যামী পরমাত্মা লিঙ্গশরীর ধারণ করে জীবাত্মারূপে সর্বদা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন। সকলের শাসক, স্তবনীয়, সর্বসমর্থ, সকলের আদিকারণ এবং সর্বত্র বিরাজমান সেই পরমাত্মাকে মূঢ় ব্যক্তিরা দেখতে পায় না ; কিন্তু যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ পান। কোনো ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন হোক অথবা সাধনহীন, সকল মানুষের মধ্যেই সমানরূপে এই ব্রহ্ম পরিলক্ষিত হন। তিনি বদ্ধ ও মুক্ত সবার মধ্যেই সমভাবে অবস্থিত। পার্থক্য শুধু এই যে, যিনি মুক্ত পুরুষ তিনি আনন্দের মূলস্রোত পরমাত্মাকে লাভ করেন। সেই সনাতন ভগবানকেই যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন। বিদ্বান ব্যক্তিরা ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা ইহলোক এবং পরলোক—উভয়কেই ব্যাপ্ত করে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে তাঁরা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম না করলেও তাঁদের পূর্ণ বলেই জানতে হয়। রাজন্ ! এই ব্রহ্মবিদ্যা যেন তোমার মধ্যে লঘুত্ব প্রাপ্ত না হয় ; এর দ্বারা তুমি সেই প্রজ্ঞা লাভ করো যা ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা লাভ করেন। সেই প্রজ্ঞার দ্বারাই যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। এইভাবেই পরমাত্মাভাব লাভ করা মহাত্মা ব্যক্তি অগ্নিকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন। যিনি সেই পূর্ণ পরমেশ্বরকে জানতে পারেন, তিনি কৃতকৃত্য হয়ে যান। যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই পরমাত্মার স্বরূপ দেখা যায় না ; যাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত শুদ্ধ, তিনিই তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম। যিনি সকলের হিতৈষী এবং মনকে বশে রাখেন, যাঁর মনে কখনো দুঃখ হয় না—এইভাবে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি মুক্ত হয়ে যান। সেই সনাতন পরমাত্মাকে যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন। সাপ যেমন নিজেকে গর্তে লুকিয়ে রাখে, দাম্ভিক ব্যক্তিরা তেমনই তাদের শিক্ষা ও ব্যবহারের দ্বারা তাদের পাপ লুকিয়ে রাখে। মূর্খ ব্যক্তিরা তাদের ওপর বিশ্বাস করে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং যাঁরা যথার্থ পথ অর্থাৎ পরমাত্মার দিকে যেতে চান, তাঁদেরও সেই দাম্ভিক ব্যক্তিরা ভয় দেখিয়ে মোহগ্রস্ত করার চেষ্টা করে ; কিন্তু যোগিগণ ভগবৎকৃপায় তাদের ফাঁদে না পড়ে সেই সনাতন পরমাত্মাকেই সাক্ষাৎ করে থাকেন। রাজন্ ! আমি কখনো কারো অসম্মানের পাত্র হই না। আমার মৃত্যুও হয় না জন্মও হয় না, তাহলে মোক্ষ হবে কী প্রকারে (কারণ আমি নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম)। সত্য এবং অসত্য সবই আমাস্থিত সনাতন ব্রহ্মে অবস্থিত। আমিই একমাত্র সৎ ও অসতের উৎপত্তির স্থান। আমার স্বরূপভূত সেই সনাতন পরমাত্মাকেই যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন। পরমাত্মার সাধু কর্মের সঙ্গেও

সম্পর্ক নেই, অসাধু কর্মের সঙ্গেও নয়। এই বিষমভাব দেহাভিমানী মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ব্রহ্মের স্বরূপ সর্বত্রই সমান বলে জানতে হবে। এইভাবে জ্ঞানযোগে যুক্ত হয়ে সেই আনন্দময় ব্রহ্মকেই লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। যোগিগণ সেই সনাতন পরমাত্মাকেই সাক্ষাৎ করেন। এই সকল ব্রহ্মবেত্তা পুরুষদের হৃদয় নিন্দাবাক্যে সন্তপ্ত হয় না। 'আমি স্বাধ্যায় করিনি, অগ্নিহোত্র করিনি' এইসব ব্যাপারও তাঁদের মনকে ক্লিষ্ট করে না। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁদের অতি সত্বর স্থির বুদ্ধি প্রদান করে। সেই বুদ্ধিদ্বারা তাঁরা যা লাভ করেন, সেই সনাতন পরমাত্মাকে যোগিগণ সাক্ষাৎ করেন॥ ১-২৪ ॥

এইভাবে যিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিরন্তর পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি সেইরূপ দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে নানা বিষয়াসক্ত মানুষের জন্য কেন শোক করবেন ? সর্বত্র জল পরিপূর্ণ স্থানে বাস করে যেমন কেউ জলের জন্য অন্যত্র যায় না, তেমনই আত্মজ্ঞানীর জন্য বেদাদির কোনো প্রয়োজন নেই। সেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অন্তর্যামী পরমাত্মা সবার হৃদয়ে স্থিত কিন্তু কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। তিনি অজ, চরাচরব্যাপ্ত স্বরূপ এবং সর্বদা অবস্থিত। যিনি তাঁকে জেনে যান, সেই বিদ্বান পরমানন্দে নিমগ্ন হন॥ ২৫-২৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র ! আমিই সবার মাতা ও পিতা, আমিই পুত্র এবং সকলের আত্মাও আমি। যা আছে তা আমি আর যা নেই তা-ও আমিই। ভারত ! আমি তোমার পিতামহ, পিতা এবং পুত্রও। তোমরা সকলে আমার আত্মাতেই অবস্থিত ; তবুও তুমি আমার নয়, আমিও তোমার নয় (কারণ আত্মা একই)। আত্মাই আমার স্থান, আত্মাই আমার জন্ম (উদ্গম)। আমি সবেতে ওতপ্রোত ও নিত্যনূতনভাবে অবস্থিত। আমি জন্মরহিত, চরাচরস্বরূপ সর্বক্ষণেই সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন। আমাকে জেনে বিদ্বান ব্যক্তিগণ পরম প্রসন্নতা লাভ করেন। পরমাত্মা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং বিশুদ্ধ মন সম্পন্ন, তিনিই সকল প্রাণীতে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান। সম্পূর্ণ প্রাণীতে হৃদয়কমলে অবস্থিত সেই পরম পিতাকে বিদ্বান ব্যক্তিরাই জানেন॥ ২৮-৩১ ॥

—o—

## কৌরব সভায় এসে সঞ্জয়ের দুর্যোধনকে অর্জুনের সংবাদ জানানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এইভাবে ভগবান সনৎ-সুজাত এবং বুদ্ধিমান বিদুরের সঙ্গে কথোপকথন করতে ধৃতরাষ্ট্রের সারারাত কেটে গেল। প্রাতঃকালে দেশ-দেশান্তরের রাজারা এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, বিদুর এবং মহারাজ যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে ও দুঃশাসন, চিত্রসেন, শকুনি, দুর্মুখ, দুঃসহ, কর্ণ, উলুক আর বিবিংশতি কুরুরাজ দুর্যোধনের সঙ্গে সভায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা সকলেই সঞ্জয়ের মুখ থেকে পাণ্ডবদের ধর্মার্থযুক্ত কথা শোনার জন্য উৎসুক ছিলেন। সভায় এসে সকলেই নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে আসনে উপবেশন করলেন। এর মধ্যে দ্বারপাল জানাল যে, সঞ্জয় সভাদ্বারে উপস্থিত। সঞ্জয় সত্বর রথ থেকে নেমে সভায় এসে বলতে লাগলেন, 'কৌরবগণ ! আমি পাণ্ডবদের কাছ থেকে আসছি। তাঁরা আপনাদের সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! আমি জানতে চাই ওখানে রাজাদের মধ্যে দুষ্টদের বিনাশকারী অর্জুন কী বললেন ?
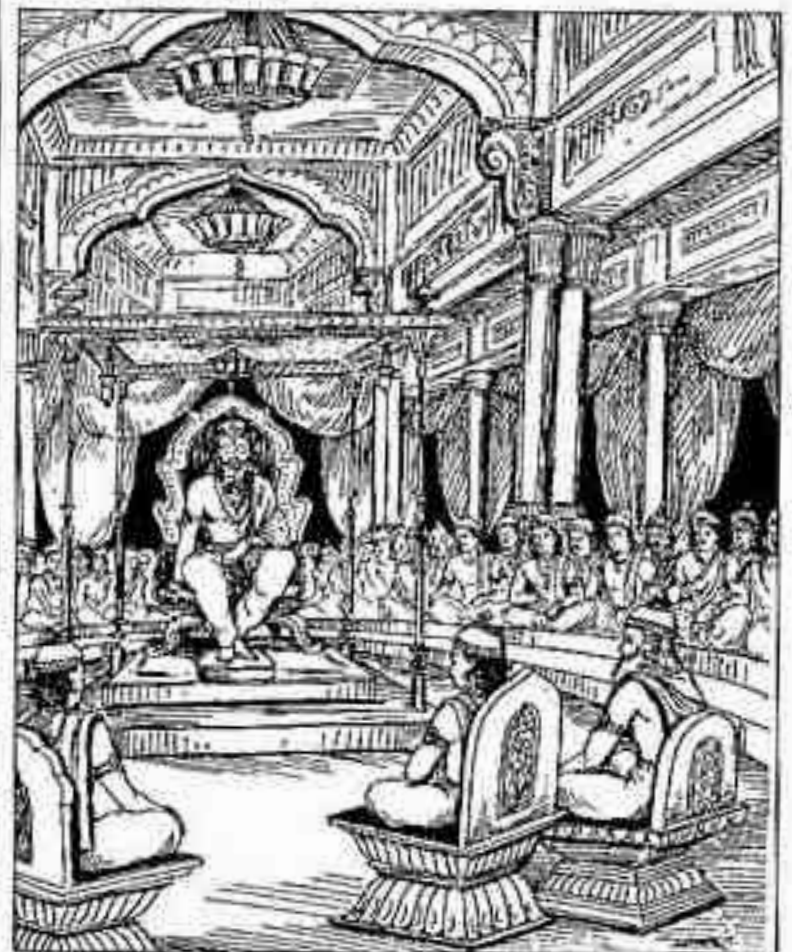
সঞ্জয় বললেন—রাজন্! সেখানে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মতিক্রমে মহাত্মা অর্জুন যা বলেছেন, কুরুরাজ দুর্যোধন তা শুনুন। তিনি বলেছেন যে 'যে কালের মুখে পতিত, অল্পবুদ্ধি, মহামূঢ় সূতপুত্র সর্বদাই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য স্পর্ধা দেখায় সেই কটুভাষী দুরাত্মা কর্ণ এবং যেসব রাজা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন তাঁদের শুনিয়ে তুমি আমার খবর এমন ভাবে দেবে যাতে মন্ত্রিগণসহ রাজা দুর্যোধনও সব শুনতে পান।' গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসুক বলে মনে হল। তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করে বললেন—দুর্যোধন যদি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে রাজি না থাকেন, তাহলে জানবেন অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা এমন কোনো পাপকর্ম করেছে, যার ফলভোগ করতে তাদের বাকি আছে। দুর্যোধন যদি মনে করে থাকে যে, কৌরবরা ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং স্ব-ইচ্ছাতেই পৃথিবী এবং আকাশ ভস্ম করতে সমর্থ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তাহলে ঠিক আছে ; এতে পাণ্ডবদের মনোবাসনাই পূর্ণ হবে। পাণ্ডবদের হিতের জন্য আপনার সন্ধি করার কোনো প্রয়োজন নেই, যুদ্ধ হতে দেওয়াই উচিত। মহারাজ যুধিষ্ঠির নম্রতা, সরলতা, তপ, দম, ধর্মরক্ষা এবং বল এই সব গুণে সম্পন্ন। তিনি বহুদিন ধরে বহু প্রকার কষ্ট সহ্য করলেও, সত্যকথাই বলেন এবং আপনাদের কপট ব্যবহার সহ্য করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যখন বহু বৎসর কষ্ট সহ্য করার পর একত্রিত হয়ে নিজেদের ক্রোধ প্রকাশ করবেন, তখন দুর্যোধনকে অনুতাপ করতে হবে। দুর্যোধন যখন রথে আরোহণ করে ভীমকে গদাহস্তে সবেগে আসতে দেখবেন, তখন তাঁর এই যুদ্ধ করার জন্য অনুতাপ করতে হবে। যেমন তৃণের কুটিরসমূহ একটিমাত্র আগুনের স্ফুলিঙ্গে ভস্মে পরিণত হয়, তেমনই নিজের বিশাল বাহিনীকে পাণ্ডবদের ক্রোধাগ্নিতে নিঃশেষ হতে দেখে দুর্যোধন যুদ্ধ করার জন্য নিশ্চয়ই অনুতাপ করবে। পরাক্রমী যোদ্ধা নকুল যখন যুদ্ধে শত্রুর মস্তকের পাহাড় তৈরি করবে, লজ্জাশীল সত্যবাদী ধর্মাচরণকারী সহদেব যখন শত্রু সংহার করতে করতে শকুনিকে আক্রমণ করবে এবং দুর্যোধন যখন দ্রৌপদীর

মহাধনুর্ধর ও রথযুদ্ধবিশারদ পুত্রদের কৌরবদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত দেখবে, তখন নিশ্চয়ই সে তার অতীত কর্মের কথা ভেবে দিশেহারা হবে। অভিমন্যু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বলশালী ; যখন সে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাণবর্ষণ করে শত্রু সংহার করবে, দুর্যোধন তখন এই

যুদ্ধবীজ রোপণ করার জন্য অবশ্যই অনুতপ্ত হবে। যখন মহারথী বিরাট এবং দ্রুপদ নিজ নিজ সেনা নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন, তখন দুর্যোধনকে অনুতাপ করতেই হবে। কৌরবদের শিরোমণি ভীষ্ম যখন শিখণ্ডীর হাতে মারা পড়বেন তখন আমি সত্য বলছি যে, দুর্যোধনরা বাঁচার আর কোনো পথই খুঁজে পাবে না, তুমি এতে সন্দেহ প্রকাশ করো না। অতুল তেজস্বী সেনানায়ক ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন তাঁর বাণে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের আহত করে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করবেন তখন দুর্যোধন যুদ্ধ শুরু করার জন্য অনুতপ্ত হবে। সোমক বংশের শ্রেষ্ঠ মহাবলী যে সৈন্য দলের নেতা, তার বেগ শত্রু সহ্য করতে পারে না। তুমি দুর্যোধনকে গিয়ে বলবে রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করতে। কারণ আমরা শিনির পৌত্র, অদ্বিতীয় রথী মহাবলী সাত্যকিকে সহায়ক পেয়েছি। দুর্যোধন যখন রথে গাণ্ডীব ধনুক, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর দিব্য শঙ্খ, দুটি অক্ষয় তূণীর, দেবদত্ত শঙ্খসহ আমাকে দেখবে তখন তার যুদ্ধ করার জন্য অনুতাপ হবে। যুদ্ধ করার জন্য আমরা যখন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় কৌরবদের ভস্ম করতে থাকব তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ব্যথিত হবেন। দুর্যোধনের সমস্ত অহংকার ধূলিসাৎ হবে এবং ভাই, সেনা, সেবকসহ রাজা ভ্রষ্ট হয়ে কম্পিত হৃদয়ে

অনুতাপ করবে। আমি বজ্রধর ইন্দ্রের কাছে এই বর পেয়েছি যে, শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধে আমার সহায়ক হবেন।

একদিন আমি সকালে জপ-ধ্যান সমাপনে বসেছিলাম, তখন এক ব্রাহ্মণ এসে আমাকে বলেন—'অর্জুন! তোমাকে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তুমি কী চাও ? উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ায় বসে বজ্র হাতে ইন্দ্র তোমার শত্রুদের বধ করতে করতে প্রথমে যাবেন, না, সুন্দর ঘোড়াযুক্ত দিব্য রথে করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার রক্ষাকর্তা হয়ে পিছনে যাবেন ?' তখন আমি বজ্রপাণি ইন্দ্রের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণকেই যুদ্ধে সহায়করূপে বরণ করি। মনে হয় এ দেবতাদেরই বিধান। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ না করলেও, তিনি মনে মনে কারো জয় চাইলে তিনি অবশ্যই শত্রুদের পরাস্ত করবেন ; তা যদি দেবতা বা ইন্দ্র হন তাহলেও, মানুষের তো কথাই নেই। শ্রীকৃষ্ণই আকাশচারী সৌভায়নের প্রভু ভয়ংকর মায়াবী রাজা শাল্বর সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং সৌভের দরজাতেই শাল্ব নিক্ষিপ্ত শতঘ্নী হাত দিয়ে ধরে নিয়েছিলেন —যার বেগ কোনো মানুষই সহ্য করতে পারে না। আমি রাজ্যলাভের আশায় পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং বীর কৃপাচার্যকে প্রণাম করে যুদ্ধ করব। আমি মনে করি, যে সকল পাপাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তাদের নিধন ধর্মতঃ নিশ্চিত। আমি তোমাকে স্পষ্ট জানাচ্ছি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে রক্ষা পাবেন, যুদ্ধ হলে কেউ বাঁচবে না। আমি যুদ্ধে কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের বধ করে কৌরবদের রাজ্য নিশ্চয়ই জয় করে নেবো। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যেমন শত্রু সংহারে আমাদের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত, তেমনই অদৃষ্ট জ্ঞাতা শ্রীকৃষ্ণেরও এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমিও যুদ্ধের পরিণাম তেমনই দেখতে পাচ্ছি। আমার যোগদৃষ্টিও ভবিষ্যৎ দর্শন করতে ভুল করে না। আমি স্পষ্ট দেখছি যে, যুদ্ধ হলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ জীবিত থাকবে না। গ্রীষ্মকালে দাবাগ্নি যেমন গহন বনকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়, সেইরূপ আমিও বিভিন্ন অস্ত্র-বিদ্যা—স্থূলাকর্ণ, পশুপতাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, ইন্দ্রাস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগ করে শত্রুপক্ষের একজনকেও জীবিত রাখবো না। সঞ্জয় ! তুমি ওঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দেবে যে, এইরূপ করলেই আমরা শান্তি পাব। সুতরাং পিতামহ ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য,অশ্বত্থামা ও মহামতি বিদুর যা বলবেন, ওদের তাই করা উচিত। সেরূপ করলেই কৌরবরা জীবিত থাকতে পারবে।

—o—

# কর্ণ, ভীষ্ম এবং দ্রোণের সম্মতি এবং সঞ্জয় কর্তৃক পাণ্ডবপক্ষের বীরদের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—ভরতনন্দন ! সেই সময় কৌরব সভায় সমস্ত রাজারা উপস্থিত ছিলেন। সঞ্জয়ের ভাষণ সমাপ্ত হলে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন—'কোনো এক সময় বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতা ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন এবং সকলে ব্রহ্মাকে বেষ্টন করে বসেছিলেন। সেইসময় দুজন প্রাচীন ঋষি নিজেদের তেজে সকলের চিত্ত এবং তেজ হরণ করে সকলকে লঙ্ঘন করে চলে গেলেন। বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এঁরা দুজন কে ?

এঁরা আপনার উপাসনা না করেই চলে গেলেন ?' ব্রহ্মা বললেন—'এঁরা প্রবল পরাক্রমী নর-নারায়ণ ঋষি, যাঁরা তাঁদের তেজে পৃথিবী এবং স্বর্গকে প্রকাশিত করেন। এঁরা তাঁদের কর্মের দ্বারা সমগ্র লোকের আনন্দ বর্ধন করেছেন। এঁরা পরস্পর অভিন্ন হয়েও অসুর বিনাশ করার জন্য দুটি দেহ ধারণ করেছেন। এঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং শত্রুসন্তপ্তকারী। সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব এঁদের পূজা করেন।' শুনেছি এই যুদ্ধে যে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ একত্রিত হয়েছেন, তাঁরা দুজনই সেই নর-নারায়ণ নামের প্রাচীন দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ হলেন নারায়ণ আর অর্জুন নর। প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ ও নর এঁরা দুজনেই দুই রূপে অভিন্ন প্রকাশ। দুর্যোধন ! যখন তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণকে নানা অস্ত্রে সজ্জিত গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সঙ্গে একই রথে দেখবে, তখন তোমার আমার কথা স্মরণ হবে। তুমি যদি আমার কথায় গুরুত্ব না দাও, তাহলে জেনো যে কৌরবদের অন্তকাল উপস্থিত হয়েছে এবং তোমার বুদ্ধি, ধর্ম ও অর্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তোমার তো তিনজনের পরামর্শই উপযুক্ত বলে মনে হয়—এক সূতপুত্র অধম জাতি কর্ণের, দুই সুবলপুত্র শকুনির এবং তৃতীয় তোমার অল্পবুদ্ধি ভাই দুঃশাসনের।'

তখন কর্ণ বলে উঠলেন—'পিতামহ ! আপনি যা বলছেন, তা আপনার মতো বয়োবৃদ্ধের মুখে মানায় না। আমি ক্ষত্রিয়ধর্মে স্থিত এবং কখনো আমার ধর্ম পরিত্যাগ করি না। আমি এমন কী দুষ্কর্ম করেছি, যার জন্য আপনি আমার নিন্দা করছেন ? আমি দুর্যোধনের কখনো কোনো অনিষ্ট করি না এবং আমি একাই সমস্ত পাণ্ডবদের যুদ্ধে বিনাশ করব।'

কর্ণের কথা শুনে পিতামহ ভীষ্ম রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন—'কর্ণ যে সর্বদাই বলে থাকে যে সে

পাণ্ডবদের বধ করবে, কিন্তু সে তো পাণ্ডবদের ষোলো

অংশের এক অংশও নয়। তোমার দুষ্ট পুত্ররা যে অনিষ্ট ফল ভোগ করতে যাচ্ছে, তাতে এই দুষ্টবুদ্ধি সূতপুত্রের অবদান কম নয়। তোমার অল্পবুদ্ধি পুত্র দুর্যোধনও এর বলে বলীয়ান হয়েই পাণ্ডবদের অপমান করেছে। পাণ্ডবরা একত্রে অথবা পৃথকভাবে যেসব অসাধ্য কর্ম সাধন করেছে, এই সূতপুত্র তেমন কী পরাক্রম দেখিয়েছে ? বিরাট নগরে অর্জুন এর সামনেই যখন এর প্রিয় ভাইকে বধ করে তখন সে কী করতে পেরেছিল ? যখন অর্জুন একাই সমস্ত কৌরবদের আক্রমণ করে এবং একে পরাজিত করে এর বস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল, তখন সে কোথায় ছিল ? ঘোষযাত্রার সময় গন্ধর্বরা যখন তোমার পুত্রকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, কর্ণ তখন কোথায় ছিল ? এখন সে নানাকথা বলছে। সেখানে কিন্তু এই ভীম অর্জুন আর নকুল-সহদেবই গন্ধর্বদের পরাস্ত করেছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ ! কর্ণ বড়ই বাক্যবাগীশ, এর সব কথাই এই প্রকার অতিরঞ্জিত। এ ধর্ম ও অর্থ দুইই নষ্ট করে দেবে।'

ভীষ্মের কথা শুনে মহামনা আচার্য দ্রোণ তাঁর প্রশংসা করে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—রাজন্ ! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যা বলছেন, তেমনই করুন। যারা অর্থ ও কামের দাস, তাদের কথা শোনা উচিত নয়। আমি তো মনে করি যুদ্ধ না করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই ভালো। অর্জুন যা বলেছে এবং সঞ্জয় যে সংবাদ আপনাকে শুনিয়েছে, আমি তার সবই বুঝেছি। অর্জুনের ন্যায় ধনুর্ধর ত্রিলোকে নেই।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণের কথায় কর্ণপাত না করে সঞ্জয়ের কাছে পাণ্ডবদের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! আমাদের এই বিশাল সেনার খবর শুনে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কী বলেছে ? যুদ্ধের জন্য তারা কীরূপ প্রস্তুত হয়েছে এবং তার আদেশ পাওয়ার জন্য কারা অপেক্ষা করছে ?'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল—উভয় পক্ষের সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের নির্দেশের অপেক্ষায় এবং তিনিও সকলকে সময়মতো নির্দেশ দিচ্ছেন। পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য এইসব দেশের রাজারা সকলেই তাঁকে সম্মান করেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! তুমি বলো পাণ্ডবরা কাদের সহায়তায় আমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায় ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! পাণ্ডবদের পক্ষে যারা যোগদান করেছেন, তাঁদের নাম শুনুন। বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, হিড়িম্ব রাক্ষসও ওদের পক্ষে। ভীম তাঁর শক্তির জন্য বিখ্যাত, বারণাবত নগরে তিনিই পাণ্ডবদের দগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। ভীম গন্ধমাদন পর্বতে ক্রোধবশ নামক রাক্ষসকে বধ করেছেন, তাঁর গায়ে দশহাজার হাতির বল। সেই মহাবলী ভীম যুদ্ধকালে অন্যান্য পাণ্ডবদের সঙ্গে আক্রমণ করবেন। অর্জুনের পরাক্রমের কথা আর কী বলব ! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একা অর্জুনই অগ্নির তৃপ্তির জন্য ইন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ দেবাদিদেব ত্রিশূলপাণি ভগবান শংকরকে যুদ্ধ দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন। এছাড়া ধনুর্ধর অর্জুনই সমস্ত লোকপালকে জয় করেছিলেন। সেই অর্জুনকে সঙ্গে নিয়েই পাণ্ডবরা আপনাদের আক্রমণ করবে। ম্লেচ্ছ অধ্যুষিত পশ্চিম দিক জয় করেছে যে নকুল, তিনিও এঁদের সঙ্গে থাকবেন এবং কাশী, অঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গ দেশ জয়ী সহদেবও তাঁদের সহায়ক হবেন। পিতামহ ভীষ্মকে বধের নিমিত্ত যিনি পুরুষরূপে জন্ম নিয়েছেন, সেই শিখণ্ডীও ধনুক হাতে পাণ্ডবদের সঙ্গে রয়েছেন। কেকয়দেশের পঞ্চ ভ্রাতা বড়ই পরাক্রমশালী ও বীর, তাঁরাও সুসজ্জিত হয়ে আপনাদের আক্রমণ করতে প্রস্তুত। সাত্যকি অত্যন্ত বেগে অস্ত্রচালনা করেন। তাঁর সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হবে। মহারথী কাশীরাজ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে পাণ্ডবদলে যোগ দিয়েছেন। যিনি বীরত্বে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ এবং সংযমে যুধিষ্ঠিরের সমান, সেই অভিমন্যুও ওঁদের সঙ্গে থেকে আপনাদের ওপর আক্রমণ হানবেন। শিশুপালের পুত্র এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব এবং জয়ৎসেন—এঁরা রথযুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রমী, এঁরাও পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। মহাতেজস্বী দ্রুপদ বহু সেনা দিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়েছেন। এইরূপ পূর্ব ও উত্তরদিকের আরও বহু রাজা পাণ্ডবপক্ষে আছেন, যাঁদের সাহায্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

—o—

# পাণ্ডবপক্ষের বীরদের প্রশংসা করে ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! তুমি যাঁদের কথা উল্লেখ করলে, এঁরা সকলেই অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা। তা সত্ত্বেও একদিকে এঁদের সকলকে একসঙ্গে দেখ আর অন্যদিকে একা ভীমকে। অন্য সব জীব যেমন সিংহকে ভয় পায়, তেমনই আমি ভীমের ভয়ে সারারাত দুশ্চিন্তায় জেগে থাকি। কুন্তীপুত্র ভীম অত্যন্ত অসহিষ্ণু, ভীষণ প্রতিশোধ পরায়ণ, উন্মত্ত, বঙ্কিম দৃষ্টিধারী, গর্জনশীল, মহা বেগশালী, উৎসাহী, বিশাল বাহু এবং বলবান। সে যুদ্ধ করে অবশ্যই আমার অল্পবলী পুত্রদের মেরে ফেলবে। তার কথা স্মরণে এলেই আমার হৃদয় কম্পিত হয়। বাল্যাবস্থাতেও যখন আমার পুত্ররা ওর সঙ্গে খেলাধুলা করতে করতে যুদ্ধ করত, তখন ভীম ওদের হাতির মতো পিষে দিত। ও যখন ক্রুদ্ধ হয়ে

রণভূমিতে অবতীর্ণ হবে তখন গদা দ্বারা রথ, হাতি, মানুষ এবং ঘোড়া—সব কিছুই ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে। যুদ্ধক্ষেত্রে গদা হাতে এসে সে সব সৈন্য হটিয়ে প্রলয়নৃত্য করতে থাকবে। দেখো ! মগধের রাজা মহাবলী জরাসন্ধ সমস্ত পৃথিবীকে বশে এনে শোক সন্তপ্ত করে রেখেছিল ; কিন্তু ভীম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার অন্তঃপুরে গিয়ে তাকে হত্যা করেছে। ভীমের বল শুধু আমি নয়— ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপাচার্যও ভালোমতো জানেন। আমার তাদের জন্যই দুঃখ হচ্ছে, যারা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ব্যগ্র। বিদুর প্রথমেই যে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন, আজ তাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন কৌরবদের যে বিপদ আসছে, তার প্রধান কারণ পাশা খেলা বলেই মনে হয়। আমি বড়ই মন্দমতি। হায় ! ঐশ্বর্যের লোভেই আমি এই মহাপাপ করেছি। সঞ্জয় ! আমি কী করব ? কেমন করে বাঁচব ? কোথায় যাব ? এই মন্দমতি কৌরবরা তো কালের অধীন হয়ে বিনাশের দিকেই যাচ্ছে। হায় ! শতপুত্রের মৃত্যুর পর যখন আমাকে অসহায় হয়ে তাদের পত্নীদের করুণ ক্রন্দন শুনতে হবে, তখন মৃত্যুও আমাকে গ্রাস করতে কুণ্ঠিত হবে। বায়ুর সাহায্যে যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি ঘাস-খড়ের গাদাকে ভস্মে পরিণত করে, তেমনই অর্জুনের সহায়তায় ভীম আমার সব পুত্রদের বধ করবে।

দেখো, আমি আজ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরকে একটিও মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি ; এছাড়া অর্জুনের মতো বীর ওর পক্ষে, সুতরাং সে তো ত্রিলোক জয় করতে সক্ষম। সারাক্ষণ ভেবেও আমি এমন কোনো যোদ্ধা দেখছি না যে রথযুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হতে পারে। বীরবর দ্রোণাচার্য এবং কর্ণ তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এগোলেও তাঁরা যে অর্জুনকে পরাজিত করতে পারবেন, তাতে আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং আমাদের জেতার কোনো আশা নেই। অর্জুন সমস্ত দেবতাদেরও জয় করেছে। কোথাও পরাজিত হয়েছে বলে আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি। কারণ স্বভাব ও আচরণে যিনি ওর সমকক্ষ, সেই শ্রীকৃষ্ণই ওর সারথি। সে যখন রণভূমিতে রোষভরে তীক্ষ্ণবাণের সাহায্যে যুদ্ধ করবে তখন বিধাতা সৃষ্ট সর্বসংহারক কালের ন্যায় তাকে পরাজিত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন রাজপ্রাসাদে বসে আমি নিরন্তর কৌরবদের পরাজিত হওয়ার এবং বিনাশের সংবাদ শুনব। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ সর্বদিক থেকে ভরতবংশের ওপর বিনাশকারী বলে সিদ্ধ হবে।

সঞ্জয় ! পাণ্ডবরা যেমন বিজয়লাভের জন্য উৎসুক, তেমনই তাঁদের পক্ষে যোগ দেওয়া সৈন্য-সামন্তগণও পাণ্ডবদের বিজয়লাভের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্গ্রীব। তুমি শত্রুপক্ষের পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য এবং মগধ দেশের রাজাদের নাম আমাকে বলেছ। জগৎস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র ইন্দ্রের সঙ্গে একত্র হয়ে ত্রিলোক বশীভূত করতে পারেন !

তিনিও পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত করেছেন। সাত্যকিও অর্জুনের থেকে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছে ; সে-ও যুদ্ধে বাণবর্ষা করবে। মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নও অত্যন্ত বীর, শস্ত্রজ্ঞ, তিনিও ওদের পক্ষে যুদ্ধ করবেন। আমার সবসময় যুধিষ্ঠিরের কোপ এবং অর্জুনের পরাক্রম ও নকুল-সহদেব আর ভীমের থেকে ভয় হয়। যুধিষ্ঠির সর্বগুণসম্পন্ন এবং জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। কোন মূঢ় পতঙ্গের মতো তাতে পুড়তে যাবে ? সুতরাং কৌরবগণ ! আমার কথা শোন। আমি মনে করি ওদের সঙ্গে যুদ্ধ না করাই ভালো। যুদ্ধ করলে অবশ্যই এই কুলের বিনাশ ঘটবে। এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত এবং তাতেই আমি শান্তিলাভ করব। তোমরা যদি যুদ্ধ না করা ঠিক করো তাহলে আমি সন্ধির জন্য চেষ্টা করব।

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমিও দেখতে পাচ্ছি যে, গাণ্ডীব ধনুক দ্বারাই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হবে। দেখুন, এই কুরুজাঙ্গল তো পৈতৃক রাজ্য এবং অবশেষে সবই পাণ্ডবদের জয় করা রাজ্য আপনারা পেয়েছেন। পাণ্ডবরা তাঁদের বাহুবলে এইসব রাজ্য জয় করে আপনাদের উপহার দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা মনে করেন এগুলি আপনারাই জিতে লাভ করেছেন। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন যখন আপনার পুত্রদের বন্দী করেছিলেন, তখন অর্জুনই তাঁদের মুক্ত করে আনেন। বাণ চালানোতে অর্জুন শ্রেষ্ঠ, ধনুকের মধ্যে গাণ্ডীব শ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ এবং ধ্বজাগুলির মধ্যে বানর চিহ্নিত ধ্বজা সর্বশ্রেষ্ঠ। এগুলি সবই অর্জুনের কাছে আছে। সুতরাং যুদ্ধ হলে অর্জুন কালচক্রের ন্যায় আমাদের সকলের বিনাশ করবে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনি নিশ্চিতভাবে জানবেন—ভীম ও অর্জুন যার সহায়ক, সমস্ত পৃথিবী তারই অধীন।

—o—

## দুর্যোধনের বক্তব্য এবং সঞ্জয় কর্তৃক অর্জুনের রথের বর্ণনা

সমস্ত কথা শুনে দুর্যোধন বললেন—'মহারাজ ! ভয় পাবেন না। আমাদের জন্য চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং শত্রুদের সংগ্রামে পরাস্ত করতে সক্ষম। যখন ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে কিছুদূরে বনবাসী পাণ্ডবদের কাছে বিশাল সৈন্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন এবং কেকয়রাজ, ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পাণ্ডবদের মিত্র অন্যান্য মহারথী একত্রিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই আপনার ও কৌরবদের অত্যন্ত নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা আত্মীয়সহ আপনাকে বিনাশ করার জন্য প্রস্তুত এবং পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা বলছিলেন। এই কথা আমার কানে আসতেই আত্মীয় বিনাশের আশংকায় আমি ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে সে কথা জানাই। সেইসময় আমার মনে হচ্ছিল যে, পাণ্ডবরাই এবার রাজসিংহাসনে আসীন হবে। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে 'শ্রীকৃষ্ণ তো আমাদের উৎখাত করে যুধিষ্ঠিরকেই কৌরবদের একচ্ছত্র রাজা করতে চান। এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত বলুন—তাদের কাছে মাথা নত করব ? ভয়ে পালিয়ে যাব ? না কী প্রাণের মায়া ছেড়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব ? যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করলে আমাদের অবশ্যই পরাজয় হবে ; কেননা সব রাজাই তাঁদের পক্ষে। দেশের প্রজাগণও আমাদের প্রতি

প্রসন্ন নয়। মিত্ররাও রুষ্ট হয়ে আছেন এবং সমস্ত রাজা ও আত্মীয় স্বজন আমাদের নানা কথা শোনাচ্ছেন।

আমার কথা শুনে দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কৃপাচার্য এবং

অশ্বত্থামা বলেছিলেন—'রাজন্ ! ভয় পেয়ো না। আমরা যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হব, শত্রু আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। আমরা প্রত্যেকে একাই সমস্ত রাজাদের হারাতে সক্ষম। ওদের আসতে দাও, আমরা তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে ওদের সমস্ত গর্ব ভেঙে দেব।' সেই সময় মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্যরাও এরূপই ঠিক করেছিলেন। আগে সমগ্র পৃথিবী আমাদের শত্রুদেরই অধীন ছিল, কিন্তু সব এখন আমাদেরই অধীনে। এছাড়া এখানে যেসব রাজা একত্রিত হয়েছেন, এঁরাও আমাদের সুখদুঃখকে নিজেদের বলেই মনে করেন। প্রয়োজন হলে এঁরা আমাদের জন্য আগুনেও প্রবেশ করতে পারেন এবং সমুদ্রেও ঝাঁপ দিতে পারেন বলে জানবেন। আপনি শত্রুদের সম্পর্কে নানা কথা শুনে দুঃখিত হয়ে বিলাপ করছেন এবং উন্মাদ প্রায় হয়েছেন দেখে এইসব রাজা মজা পাচ্ছেন। এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে পাণ্ডবদের সমকক্ষ বলে মনে করেন। অতএব আপনি যে ভয়ে ভীত হচ্ছেন, তা দূর করুন।

মহারাজ ! যুধিষ্ঠিরও এবার আমার প্রভাবে এত ভীত হয়েছে যে নগরের পরিবর্তে পাঁচটি গ্রাম মাত্র ভিক্ষা চাইছে। আপনি যে কুন্তীপুত্র ভীমকে অত্যন্ত বলবান বলে মনে করেন, তাও আপনার ভ্রান্ত ধারণা। আপনি আমার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে জানেন না। পৃথিবীতে গদাযুদ্ধে আমার সমকক্ষ কেউ নেই, আগেও ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না। রণভূমিতে যখন ভীমের ওপর আমার গদাঘাত হবে তখন সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মরে মাটিতে পড়বে। অতএব এই মহাযুদ্ধে আপনি ভীমকে ভয় পাবেন না। বিষণ্ণ হবেন না, ওকে আমি অবশ্যই বধ করব। তাছাড়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, প্রাগ্‌জ্যোতিষনগরের রাজা, শল্য এবং জয়দ্রথ—এইসকল বীররা প্রত্যেকেই পাণ্ডবদের বধ করতে সক্ষম। এঁরা যখন একত্রে ওঁদের আক্রমণ করবেন, তখন এক মুহূর্তেই ওদের সকলকে যমের দ্বারে পৌঁছে দেবে। গঙ্গাদেবীর পুত্র ব্রহ্মর্ষিকল্প পিতামহ ভীষ্মের পরাক্রম দেবতারাও সহ্য করতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত এই পৃথিবীতে তাঁকে বধ করারও কেউ নেই ; কারণ তাঁর পিতা শান্তনু প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বীর ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। তাঁর পুত্র অশ্বত্থামাও অস্ত্রে পারঙ্গম, আচার্য কৃপকেও কেউ বধ করতে পারবেন না। এইসব মহারথীগণ দেবতার ন্যায় বলশালী। অর্জুন এঁদের কারো দিকেই মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পাবে না। কর্ণকেও আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্যেরই সমকক্ষ বলে মনে করি। সংশপ্তক ক্ষত্রিয়রাও তেমনই পরাক্রমশালী। তাঁরা অর্জুনকে বধ করতে নিজেদের পর্যাপ্ত বলে মনে করেন। তাই অর্জুন বধের জন্য আমি তাঁদেরই নিযুক্ত করেছি। রাজন্ ! আপনি মিথ্যাই পাণ্ডবদের ভয় পাচ্ছেন। আপনিই বলুন, ভীম মারা পড়লে ওদের মধ্যে কে আছে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ? যদি কাউকে মনে হয়, তাহলে বলুন। শত্রু সেনার মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—এই সাতজন বীরই প্রধান বল। কিন্তু আমাদের পক্ষে—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা, শল্য, অবন্তীরাজ বিন্দ-অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, দুর্মুখ, দুঃসহ, শ্রুতায়ু, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল, ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ—এইসব বড় বড় বীর এবং একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্রিত হয়েছে। শত্রুপক্ষে আমাদের থেকে কম—মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য আছে। তাহলে আমরা কী করে পরাজিত হব ? সুতরাং আপনি আমার সেনাদের সক্ষমতা এবং পাণ্ডব সেনাদের দুর্বলতা বুঝে আর ভয় পাবেন না।'

এই কথা বলে রাজা দুর্যোধন সময় মতো সব কিছু জানার জন্য সঞ্জয়কে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! তুমি তো পাণ্ডবদের খুব প্রশংসা করছ। বলো তো অর্জুনের রথে কেমন ঘোড়া আর কেমন ধ্বজা আছে ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ওই রথের ধ্বজায় দেবতারা মায়ার সাহায্যে নানাপ্রকার ছোটবড়, দিব্য-বহুমূল্য মূর্তি

তৈরি করেছেন। পবননন্দন হনুমান তার ওপর নিজ মূর্তি স্থাপন করেছেন এবং সেই ধ্বজা সব দিকে এক যোজন অবধি প্রসারিত। বিধাতার এমনই মায়া যে বৃক্ষাদির জন্যও তার গতি কখনো রুদ্ধ হয় না। অর্জুনের রথে চিত্ররথ গন্ধর্ব প্রদত্ত বায়ুর ন্যায় বেগসম্পন্ন শ্বেতবর্ণের উত্তম ঘোড়া সংযুক্ত করা হয়েছে। তাদের গতি পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, কোনো স্থানেই বাধা পায় না এবং সেই ঘোড়াগুলির মধ্যে যদি কোনো একটি মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহলে বরের প্রভাবে সেই স্থানে নতুন ঘোড়া উৎপন্ন হয়ে সেই একশত সংখ্যা কখনো কমে না।

—o—

## সঞ্জয়ের কাছে পাণ্ডবপক্ষের বীরদের বিবরণ শুনে ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন, দুর্যোধনের ক্ষোভ প্রকাশ এবং সঞ্জয়ের রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানানো

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! যুধিষ্ঠিরের প্রসন্নতার জন্য যারা পাণ্ডবপক্ষে আমার পুত্রের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেই সৈন্যদলের শক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা দাও।

সঞ্জয় বললেন—আমি অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদের প্রধান শ্রীকৃষ্ণ এবং চেকিতান ও সাত্যকিকে ওখানে দেখেছি। এই দুই প্রসিদ্ধ মহারথী প্রত্যেকে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এবং পাঞ্চালনরেশ দ্রুপদ তাঁর দশপুত্র সত্যজিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এসেছেন। মহারাজ বিরাটও শঙ্খ এবং উত্তর নামক তাঁর পুত্র এবং সূর্যদত্ত ও মদিরাক্ষ প্রমুখ বীরদের সঙ্গে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এসেছেন। এছাড়া কেকয় দেশের পাঁচ সহোদর রাজাও এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে পাণ্ডবদের পক্ষে সমবেত হয়েছেন। আমি ওখানে শুধু এঁদেরই দেখে এসেছি, যাঁরা পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করবেন।

রাজন্ ! সংগ্রামের জন্য শিখণ্ডীকে ভীষ্মের জন্য রাখা হয়েছে। তার পৃষ্ঠপোষকরূপে মৎস্য দেশীয় বীরদের সঙ্গে রাজা বিরাট থাকবেন। মদ্ররাজ শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে সুরক্ষিত রাখবে। দুর্যোধনের একশত ভ্রাতা ও পুত্রগণের দিকে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের ভাগে নজরে রাখবেন রাজা ভীমসেন। কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ভার অর্জুনের ওপর সমর্পণ করা হয়েছে। এছাড়াও যে রাজাদের সঙ্গে অন্য কারো যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাঁদেরও অর্জুন নিজে আক্রমণের পরিকল্পনা রেখেছেন। কেকয় দেশের যে মহাধনুর্ধর পাঁচ সহোদর রাজপুত্র আছেন, তাঁরা আমাদের পক্ষের কেকয় বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। দুর্যোধন ও দুঃশাসনের সব পুত্র এবং রাজা বৃহদ্বল সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর বিরুদ্ধে রাখা হয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্নর নেতৃত্বে দ্রৌপদীর পুত্রগণ আচার্য দ্রোণের সম্মুখীন হবেন। সোমদত্তের সঙ্গে চেকিতানের রথযুদ্ধ হবে এবং ভোজবংশের কৃতবর্মার সঙ্গে সাত্যকি যুদ্ধ করবেন। মাদ্রীপুত্র সহদেব স্বয়ং আপনার শ্যালক শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান এবং নকুল উলূক, কৈতব্য এবং সারস্বতদের সঙ্গে যুদ্ধ করা স্থির করেছেন। এঁরা ব্যতীত আরও যেসব যোদ্ধা আপনার পক্ষে যুদ্ধ করবেন পাণ্ডবরা তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যোদ্ধা নিযুক্ত করেছেন।

রাজন্ ! আমি নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করছিলাম, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে বললেন—তুমি শীঘ্র এখান থেকে যাও এবং গিয়ে দুর্যোধনের পক্ষের বীরদের, বাহ্লীক, কুরু এবং প্রতীপের বংশধরদের, কৃপাচার্য, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, বিকর্ণ, রাজা দুর্যোধন ও পিতামহ ভীষ্মকে সত্বর জানাও যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে, নাহলে দেবতাদ্বারা সুরক্ষিত অর্জুন তোমাদের বধ করবে। তোমরা শীঘ্রই ধর্মরাজকে তাঁর রাজ্য সমর্পণ করো, তিনি পৃথিবীতে সুপ্রসিদ্ধ বীর, তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায় পরাক্রমী বীর যোদ্ধা এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। গাণ্ডীবধারী অর্জুনের রথ দেবতারা রক্ষা করেন, কোনো মানুষের পক্ষে তাঁকে হারানো সম্ভব নয় ; অতএব যুদ্ধের জন্য মন স্থির কোরো না।

একথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—দুর্যোধন ! তুমি যুদ্ধের চিন্তা ত্যাগ করো। মহাপুরুষগণ কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধ

করাকে ভালো বলেন না। অতএব পুত্র ! তুমি পাণ্ডবদের যথোচিত অংশ দিয়ে দাও, তোমার ও তোমার পারিষদবর্গের জন্য অর্ধ রাজ্যই যথেষ্ট। দেখো, আমিও যুদ্ধে সম্মত নই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, সোমদত্ত, শল্য এবং কৃপাচার্যও যুদ্ধে রাজি নন। এ ছাড়া সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয় এবং ভূরিশ্রবাও যুদ্ধের পক্ষে নেই। আমার মনে হয় তুমিও নিজ ইচ্ছায় যুদ্ধ করছ না ; পাপাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনিই তোমাকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে।

তখন দুর্যোধন বললেন—পিতা ! আমি আপনার, দ্রোণের, ভীষ্মের, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, কাম্বোজ নরেশ, কৃপ, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, ভূরিশ্রবা বা অন্যসব যোদ্ধার সাহায্যে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রস্তুত হইনি। আমি, কর্ণ এবং দুঃশাসন—এই তিনজনেই যুদ্ধে পাণ্ডবদের বিনাশ করব। হয় পাণ্ডবদের বধ করে আমি রাজা হব, নাহলে পাণ্ডবরাই আমাদের বধ করে রাজ্য ভোগ করবে। আমি ধন, জীবন ও রাজ্য সবকিছু ছাড়তে পারি ; কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সূচাগ্রে যেটুকু মাটি ধরে, সেটুকুও আমি ওদের দিতে পারব না।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'বন্ধুগণ ! তোমাদের—কৌরবদের জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। দুর্যোধনকে আমি ত্যাগ করেছি ; কিন্তু যারা এই মূর্খকে অনুসরণ করবে তারা অবশ্যই যমালয়ে যাবে। পাণ্ডবদের আঘাতে কৌরবসেনা যখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের আমার কথা স্মরণ হবে।' তারপর সঞ্জয়কে বললেন—'সঞ্জয় ! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন তোমাকে যা বলেছেন, আমাকে সব বলো ; আমার শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে যেভাবে দেখেছি এবং তাঁরা যা বলেছেন, তা সবই আপনাকে জানাচ্ছি। মহারাজ ! আপনার বার্তা জানাবার জন্য আমি অত্যন্ত সতর্কভাবে করজোড়ে তাঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। সেইস্থানে অভিমন্যু বা নকুল-সহদেবও যেতে পারেন না। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণ দুটি অর্জুনের ক্রোড়ে রেখে বসেছিলেন। অর্জুন আমাকে বসার জন্য একটি স্বর্ণ আসন দিলে আমি সেটি হাতে নিয়ে মাটিতেই উপবিষ্ট হলাম। দুই মহাপুরুষকে একত্রে দেখে আমি ভীত হয়ে ভাবতে লাগলাম যে অল্প বুদ্ধি দুর্যোধন কর্ণের কথায় এই বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের ন্যায় বীরদের স্বরূপ চিনতে পারেননি। তখনই আমি দৃঢ়নিশ্চিত হলাম যে এঁরা দুজন যাঁর আদেশে থাকেন, সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমাকে তাঁরা আহারাদি দ্বারা তৃপ্ত করেন। তারপর ভালোভাবে বসে আমি ওঁদের আপনার বার্তা জানালাম। তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে উত্তর দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসে মৃদু কঠিন বাক্যে বলতে লাগলেন—'সঞ্জয় ! বুদ্ধিমান ধৃতরাষ্ট্র, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণকে তুমি আমাদের হয়ে এই সংবাদ জানাবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের আমাদের প্রণাম জানাবে এবং কনিষ্ঠদের কুশল জিজ্ঞাসা করে তাঁদের বলবে ' তোমাদের মাথার ওপর এক মহা সংকট উপস্থিত হয়েছে ; সুতরাং তোমরা নানা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করো, ব্রাহ্মণদের দান করো এবং স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে কিছুদিন আনন্দ ভোগ করে নাও।' দেখো, দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণের সময় তিনি যে ' হে গোবিন্দ' বলে আমাকে ডেকেছিলেন, সেই ঋণ আমার ওপর বৃদ্ধি পেয়েছে ; সেই ঋণ এক মুহূর্তও আমি ভুলতে পারছি না। আরে, যার সঙ্গে আমি থাকি, সেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কে চাইবে ? আমার তো দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং নাগেদের মধ্যে এমন কেউ নজরে আসেনি যে রণভূমিতে অর্জুনের সম্মুখীন হওয়ার সাহস রাখে। তার পর্যাপ্ত প্রমাণ হল,

বিরাটনগরে অর্জুন একাই সমস্ত কৌরবদের মধ্যে হাহাকার ফেলে দিয়েছিল, যাতে তারা পালিয়ে বাঁচে। বল-বীর্য-তেজ-কাজের তৎপরতা, অবিষাদ ও ধৈর্য—এই সমস্ত গুণ অর্জুন ব্যতীত আর কারো মধ্যে দেখা যায় না।' অর্জুনকে উৎসাহ প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় গুরুগম্ভীর স্বরে এই কথাগুলি বললেন।

## কর্ণের বক্তব্য, ভীষ্মের কর্ণকে অবমাননা, কর্ণের প্রতিজ্ঞা, বিদুরের বক্তব্য এবং ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনকে বোঝানো

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! কর্ণ তখন দুর্যোধনকে উৎসাহ দিতে বললেন—গুরু পরশুরামের কাছে আমি যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হয়েছি, তা এখনও আমার কাছে আছে। সুতরাং আমি অর্জুনকে পরাজিত করতে ভালোভাবেই সক্ষম, তাকে পরাস্ত করার ভার আমার। শুধু তাই নয়, আমি পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য এবং পুত্র পৌত্রাদিসহ অন্য পাণ্ডবদের বধ করে যোদ্ধাদের প্রাপ্ত যে লোক তা প্রাপ্ত করব। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং অন্য রাজারাও সকলে আপনার সঙ্গেই থাকুন ; পাণ্ডবদের আমি আমার প্রধান সেনাদের সাহায্যেই বিনাশ করব। এ আমার দায়িত্ব।'

কর্ণ এইসব বললে ভীষ্ম বলতে লাগলেন—'কর্ণ ! তোমার বুদ্ধি কালবশে নষ্ট হয়ে গেছে, তুমি কী এত বড় বড় কথা বলছ ? মনে রেখো, কৌরবদের আগেই তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে। সুতরাং তুমি নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করো। আরে ! খাণ্ডবদহনের সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুন যা করেছে, তা শুনে তোমার কাণ্ডজ্ঞান হওয়া উচিত ছিল। বাণাসুর এবং ভৌমাসুরকে বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করেন। এই ভয়ানক সংগ্রামে তিনি তোমার মতো বীরদের অনায়াসে বিনাশ করবেন।'

তাঁর কথা শুনে কর্ণ বললেন—'পিতামহ যা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে তেমনই—বরং তার চেয়েও বেশি। কিন্তু তিনি আমার সম্পর্কে যে কঠিন কথা বললেন, তার পরিণামও তিনি শুনে রাখুন। আমি আমার অস্ত্রত্যাগ করছি। আজ থেকে পিতামহ রণভূমি বা রাজসভাতে আমাকে আর দেখতে পাবেন না। আপনার দিন শেষ হলে তারপর পৃথিবীর রাজারা আমার প্রভাব দেখতে পাবেন।' এই কথা বলে মহাধনুর্ধর কর্ণ সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

পিতামহ ভীষ্ম তখন হেসে রাজা দুর্যোধনকে বললেন —'রাজন্ ! কর্ণ তো সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। তাহলে সে যে

রাজাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করল যে প্রত্যহ সহস্র বীর সংহার করবে, তা সে কেমন করে পূর্ণ করবে ? এর ধর্ম ও তপস্যা তখনই নষ্ট হয়ে গেছে, যখন সে ভগবান পরশুরামের কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণের পরিচয় দিয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছে।'

ভীষ্ম যখন এইকথা বলছিলেন এবং কর্ণ অস্ত্রত্যাগ করে সভা ত্যাগ করলেন তখন অল্পবুদ্ধি দুর্যোধন বলতে লাগলেন—'পিতামহ ! পাণ্ডবরা এবং আমরা অস্ত্রবিদ্যা, অস্ত্র-সঞ্চালনের বেগ এবং যুদ্ধে সমান আর উভয়েই মানুষ ; তা সত্ত্বেও আপনার কেন মনে হচ্ছে যে পাণ্ডবরাই বিজয় লাভ করবে ? আমি, আপনি-দ্রোণাচার্য-কৃপাচার্য-বাহ্লীক বা অন্য রাজাদের ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করতে মনস্থির করিনি, পাঁচ পাণ্ডবকে আমি, কর্ণ আর ভাই

দুঃশাসনই তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা শেষ করে দেব।'

তখন মহাত্মা বিদুর বললেন—'বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা দমকেই কল্যাণের সাধন বলে জানিয়েছেন। যে ব্যক্তি দম, দান, তপ, জ্ঞান এবং স্বাধ্যায়ের অনুসরণ করে থাকেন, তিনি দান, ক্ষমা এবং মোক্ষ যথাবৎ প্রাপ্ত হন। দম তেজ বৃদ্ধি করে, দম পবিত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। যাঁর পাপ এইভাবে নিবৃত্ত হয়ে তেজ বৃদ্ধি হয়, সেই ব্যক্তি পরমপদ প্রাপ্ত হন। রাজন্ ! যে ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধৈর্য, মৃদুভাব, লজ্জা, অচঞ্চলতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ এবং শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণ থাকে, তাদের দমযুক্ত বলা হয়। দমনশীল ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, নিদ্রা, বাক্য বিস্তার ; মান, ঈর্ষা এবং শোক—এগুলিকে নিজেদের কাছে আসতে দেন না। কুটিলতা এবং শঠতা বর্জিত হওয়া এবং শুদ্ধভাবে থাকা—ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের লক্ষণ। যে ব্যক্তি লোভবর্জিত, ভোগাদি বিমুখ এবং সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, তাকে বলে দমশীল ব্যক্তি। সদাচারসম্পন্ন, সুশীল, প্রশান্তচিত্ত, আত্মবিদ্ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহলোকে সম্মানলাভ করে মৃত্যুর পর সদগতি পায়।

তাত ! আমরা পূর্বপুরুষের মুখে শুনেছি যে একদিন এক ব্যাধ পাখি ধরার উদ্দেশ্যে জাল পেতেছিল। সেই জালে একসঙ্গে থাকা দুটি পাখি ধরা পড়ে যায়। দুটি পাখি জালটি নিয়ে উড়ে চলতে লাগল। ব্যাধটি মন খারাপ করে তাদের পিছন পিছন দৌড়তে লাগল। এক মুনি সেই ব্যাধকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে ব্যাধ ! তুমি ওই পাখিদের পিছন পিছন ছুটছ কেন ?' ব্যাধ বলল—'এই দুটি পাখির খুব ভাব, তাই আমার জালটি দুজনে নিয়ে পালাচ্ছে। যখন ওদের মধ্যে ঝগড়া হবে তখনই আমি ওদের ধরে ফেলব।' কিছুক্ষণ পরে দুটি পাখির মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল, তারা দুটিতে লড়াই করতে করতে মাটিতে

এসে পড়ল। তখনই ব্যাধ চুপচাপ গিয়ে তাদের ধরে ফেলল। এইরূপ যখন দুজন আত্মীয়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বাধে তখনই তারা শত্রুর কবলে পড়ে। ভালোবাসার কাজ হল একসঙ্গে বসে আহার করা, মিষ্ট কথা বলা, একে অপরের সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করা এবং মিলেমিশে থাকা, শত্রুতা না করা। যে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সময়মত গুরুজনদের আশ্রয় গ্রহণ করে সে সিংহদ্বারা সুরক্ষিত বনে বাস করে।

একবার কিছু ভীল এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আমরা গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিলাম। আমরা সেখানে মধুভর্তি একটি মৌচাক দেখতে পেলাম। বহু বিষধর সর্প সেটি রক্ষা করছিল। সেই মধু বহুগুণযুক্ত ছিল। কোনো ব্যক্তি তা পান

করলে অমর হয়ে যায়, অন্ধ পান করলে দৃষ্টি ফিরে পাবে এবং বৃদ্ধ যৌবন প্রাপ্ত হবে। আমরা কবিরাজের কাছে একথা জেনেছি। ভীলেরা সেটি পাওয়ার লোভে গুহায় ঢুকে বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। আপনার পুত্র দুর্যোধন তেমনই একাই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করতে চায়। মোহবশত সে মধু তো দেখেছে, কিন্তু নিজের বিনাশের রাস্তা দেখতে পায়নি। মনে রাখবেন, অগ্নি যেমন সব কিছু জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলে তেমনই দ্রুপদ, বিরাট এবং ক্রুদ্ধ অর্জুন—এই যুদ্ধে কাউকে ছেড়ে দেবে না। তাই রাজন্ ! আপনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আপনার ক্রোড়ে স্থান দিন, নচেৎ এই দুই পক্ষের যুদ্ধে কে যে জিতবে—তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।'

বিদুরের বক্তব্য সমাপ্ত হলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'পুত্র দুর্যোধন ! আমি তোমায় যা বলছি, মন দিয়ে শোন। তুমি অজ্ঞ পথিকের ন্যায় কুপথকে সুপথ বলে মনে করছ। তাই তুমি পঞ্চপাণ্ডবকে পরাস্ত করার কথা ভাবছ। কিন্তু মনে রেখো, ওদের পরাজিত করার চিন্তা করা নিজের প্রাণকেই সংকটে ফেলা। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে তাঁর দেহ, গৃহ, স্ত্রী, পরিবার ও রাজ্য এবং অপরদিকে অর্জুনকে রাখেন। অর্জুনের জন্য তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করতে পারেন। যেখানে অর্জুন, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ থাকেন ; আর যে সৈন্যদলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, পৃথিবীর কাছে সেই শক্তি অজেয় হয়ে যায়। দুর্যোধন ! তুমি সৎ ব্যক্তি এবং তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদদের কথানুসারে চলো এবং বয়োবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের কথায় মন দাও। আমিও কৌরবদের হিতের কথাই চিন্তা করছি। তোমার আমার কথাও শোনা উচিত এবং দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ এবং মহারাজ বাহ্লীকের কথায়ও মন দেওয়া উচিত। ভরতশ্রেষ্ঠ ! এঁরা সকলে ধর্মজ্ঞ এবং কৌরব ও পাণ্ডবদের ওপর সমান স্নেহশীল। অতএব তুমি পাণ্ডবদের সহোদর ভাই মনে করে অর্ধেক রাজ্য দিয়ে দাও।'

---

## বেদব্যাস এবং গান্ধারীর উপস্থিতিতে সঞ্জয়ের রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শোনানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! দুর্যোধনকে এই কথা বলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে আবার বললেন—'সঞ্জয় ! এবার যা বাকি আছে, তাও বলো। শ্রীকৃষ্ণের পর অর্জুন তোমাকে কী বলল ? তা শোনার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে।'

সঞ্জয় বললেন—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে কুন্তীপুত্র অর্জুন তাঁর সামনেই বললেন—'সঞ্জয় ! তুমি পিতামহ ভীষ্ম, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, রাজা বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং ওখানে সমবেত সমস্ত রাজাদের আমার যথাযোগ্য সম্মান জানাবে এবং আমার হয়ে তাদের কুশল খবর নেবে এবং পাপাত্মা দুর্যোধন, তাঁর মন্ত্রী সকলকে শ্রীকৃষ্ণের সমাধানযুক্ত বার্তা জানিয়ে আমার হয়ে শুধু এটাই বলবে যে মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজের যে ন্যায্য ভাগ চাইছেন, তা যদি তুমি প্রত্যর্পণ না করো, তাহলে আমি আমার তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তোমার ঘোড়া, হাতি এবং পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে তোমাকেও যমালয়ে পাঠাবো।' মহারাজ ! তারপর আমি অর্জুনের কাছে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁদের সংবাদ আপনাকে জানাবার জন্য সত্বর এখানে চলে এসেছি।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই কথাতে দুর্যোধন কোনোপ্রকার গুরুত্ব দিলেন না। সকলেই চুপ করে রইলেন। তারপর সেখানে অন্য যেসব রাজারা এসেছিলেন, তাঁরা উঠে যে যার নিজ স্থানে চলে গেলেন। সেই অবকাশে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! তোমার তো উভয় পক্ষের বলাবল সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তাছাড়াও তুমি ধর্ম ও অর্থের রহস্য ভালোই জানো আর কোনো কিছুর পরিণাম তোমার অজানা নয়। সুতরাং তুমি ঠিক করে বলো যে এদের দুই পক্ষের মধ্যে কে সবল আর কে দুর্বল।'

সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! আমি কোনো কথাই আপনাকে একান্তে বলতে চাই না, এর ফলে আপনার অন্তরে বিদ্বেষ উৎপন্ন হবে। অতএব আপনি মহাতপস্বী ভগবান ব্যাসদেব এবং মহারানি গান্ধারীকে ডেকে নিন। তাঁদের দুজনের উপস্থিতিতে আমি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্কিত মাহাত্ম্য শোনাব।'

সঞ্জয়ের কথায় গান্ধারী এবং ব্যাসদেবকে সেখানে

আসার জন্য অনুরোধ করা হল। বিদুরও তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে এলেন। মহামুনি ব্যাসদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের মনোভাব জেনে বললেন—'সঞ্জয় ! ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে প্রশ্ন করছে, তার নির্দেশানুসারে তুমি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বিষয়ে যা জানো সব ঠিকমতো বলো।'

সঞ্জয় বললেন—'অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনেই অত্যন্ত সম্মানিত ধনুর্ধর। শ্রীকৃষ্ণের চক্রের ভিতরের ভাগ পাঁচ হাত বিস্তৃত এবং তিনি এটি ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগ করতে পারেন। নরকাসুর, শম্বর, কংস এবং শিশুপাল—এঁরা সব খুবই বড় বীর ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এঁদের খেলাচ্ছলেই বধ করেন। যদি একদিকে সমস্ত জগৎ আর অন্যদিকে একা শ্রীকৃষ্ণকে রাখা যায়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই অধিক হবে। তিনি ইচ্ছামাত্রই সমস্ত জগৎকে ভস্মীভূত করে ফেলতে পারেন। যেখানে সত্য, ধর্ম, লজ্জা এবং সরলতা বাস করে, শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই থাকেন আর যেখানে শ্রীকৃষ্ণের নিবাস সেখানে বিজয় থাকে। এই সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম জনার্দন খেলাচ্ছলেই পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গলোককে প্রেরিত করছেন। এখন তিনি সকলকে নিজ মায়ায় মোহিত করে পাণ্ডবদের নিমিত্ত করে আপনার অধর্মনিষ্ঠ মূঢ় পুত্রদের ভস্মীভূত করতে চান। শ্রীকেশবই নিজ চিৎশক্তির দ্বারা অহর্নিশ কালচক্র, জগৎচক্র এবং যুগচক্রকে চালিত করছেন। আমি সত্য বলছি—ইনিই একমাত্র কাল, মৃত্যু এবং সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের প্রভু এবং নিজ মায়াদ্বারা এই পৃথিবীকে মোহগ্রস্ত করে রাখেন। যাঁরা তাঁর শরণ গ্রহণ করেন তাঁরা মোহগ্রস্ত হন না।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত জগতের অধীশ্বর—তা তুমি কেমন করে জানলে আর আমি কেন জানি না ? এর রহস্য আমাকে বলো।'

সঞ্জয় বললেন—'রাজন্ ! আপনার এ বিষয়ে জ্ঞান নেই আর আমার জ্ঞানদৃষ্টি কখনো মন্দ হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন, সে শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবরূপ কখনো জানতে পারে না। আমি আমার জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিনাশকারী অনাদি মধুসূদন ভগবানকে জানি।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! ভগবান কৃষ্ণে যে তোমার সর্বদাভক্তি থাকে, তার স্বরূপ কী ?'

সঞ্জয় বললেন—'মহারাজ ! আপনার কল্যাণ হোক, শুনুন। আমি কখনো কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করি না, কোনো ব্যর্থ ধর্মের আচরণ করি না, ধ্যানযোগের দ্বারা আমার দেহ-মন শুদ্ধ হয়েছে ; সুতরাং শাস্ত্রবাক্য দ্বারা আমার শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞান হয়েছে।'

এসব শুনে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন—'পুত্র দুর্যোধন ! সঞ্জয় আমাদের হিতকারী এবং বিশ্বাসের পাত্র ; সুতরাং তুমিও হৃষিকেশ, জনার্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করো।'

দুর্যোধন বললেন—'দেবকীনন্দন ভগবান কৃষ্ণ যতই ত্রিলোক সংহার করে থাকুন, তিনি যখন নিজেকে অর্জুনের সখা বলে ঘোষণা করেছেন, আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করব না।'

ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারীকে বললেন—'গান্ধারী ! তোমার এই দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন এবং অহংকারী পুত্র ঈর্ষাবশত সৎব্যক্তির পরামর্শ না শুনে অধোগতির দিকে যাচ্ছে।'

গান্ধারী বললেন—'দুর্যোধন ! তুমি অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধি ও মূর্খ। আরে, তুমি ঐশ্বর্যের লোভে পড়ে নিজের গুরুজনদের নির্দেশ লঙ্ঘন করছ ! মনে হয় তুমি এবার তোমার ঐশ্বর্য, জীবন, পিতা, মাতা—সবার থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। যখন ভীম তোমার প্রাণ বধ করতে আসবে, তখন তোমার পিতার কথা স্মরণ হবে।'

তখন মহর্ষি ব্যাসদেব বললেন—'ধৃতরাষ্ট্র ! তুমি আমার কথা শোন। তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সঞ্জয় তোমার এমনই

দূত, যে তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। পুরাণ পুরুষ শ্রীহৃষীকেশের স্বরূপ সম্বন্ধে ওর সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে ; সুতরাং তুমি যদি ওর কথা শোন, তাহলে এ তোমাকে জন্ম-মরণের মহাভয় থেকে মুক্ত করবে। যারা কামনায় অন্ধ, তারা অন্ধের পিছনে লেগে অন্ধের মতো নিজ নিজ কর্ম অনুসারে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। মুক্তির পথ সব থেকে আলাদা, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই সেই পথ অনুসরণ করে। সেই পথ অনুসরণ করে মহাপুরুষগণ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন এবং তাঁদের কোথাও কোনো আসক্তি থাকে না।'

ধৃতরাষ্ট্র তখন সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! তুমি আমাকে এমন কোনো নির্ভয় পথের কথা জানাও, যা অনুসরণ করলে আমি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারি এবং পরমপদ প্রাপ্ত হই।'

সঞ্জয় বললেন—'কোনো অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শ্রীহৃষীকেশকে লাভ করতে পারেন না। এছাড়া তাঁকে লাভ করার আর কোনো উপায় নেই। ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত উগ্র, এদের জয় করতে হলে সতর্ক হয়ে ভোগাদি পরিত্যাগ করতে হয়। প্রমাদ এবং হিংসা থেকে দূরে থাকা—এগুলি নিঃসন্দেহে জ্ঞানের প্রধান কারণ। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের অধীনে রাখাকেই বিদ্বানরা জ্ঞান বলে অভিহিত করেন। বাস্তবে এটি জ্ঞান এবং এটিই হল উপায়, যার দ্বারা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সেই পরমপদ লাভ করতে পারেন।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয় ! তুমি আর একবার শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করো, যাতে তাঁর নাম এবং কর্মরহস্য জেনে আমি তাকে লাভ করতে পারি।'

সঞ্জয় বললেন—'আমি শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি নামের ব্যুৎপত্তি (তাৎপর্য) শুনেছি। তার মধ্যে যতটা আমার স্মরণে আছে, শোনাচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রমাণের বিষয় নন। সমস্ত প্রাণীকে নিজ মায়াদ্বারা আবৃত করে থাকায় এবং দেবতাদের জন্মস্থান হওয়ায় তিনি 'বাসুদেব' ; ব্যাপক এবং মহান হওয়ায় তিনি 'বিষ্ণু' ; মৌন, ধ্যান এবং যোগের সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি 'মাধব', মধুদৈত্যকে বধ করায় এবং সর্বতত্ত্বময় হওয়ায় তিনি 'মধুসূদন'। 'কৃষ্' ধাতুর অর্থ অস্তিত্ব এবং 'ণ' আনন্দের বাচক ; এই দুটি ভাবে যুক্ত হওয়ায় যদুকুলে অবতীর্ণ শ্রীবিষ্ণুকে 'কৃষ্ণ' বলা হয়। হৃদয়রূপ পুণ্ডরীক (শ্বেতকমল)ই তাঁর নিত্য আলয় এবং অবিনাশী পরমস্থান, তাই তাঁকে বলা হয় 'পুণ্ডরীকাক্ষ' এবং দুষ্টের দমন করায় তাঁকে 'জনার্দন' বলা হয়, কারণ তিনি কখনো সত্ত্বগুণ থেকে চ্যুত হন না এবং সত্ত্বও কখনো তাঁর থেকে কমে না, তাই তিনি শাশ্বত। আর্ষ ও উপনিষদে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি আর্ষভ, বেদই তাঁর নেত্র, তাই তিনি 'বৃষভেক্ষণ'। তিনি কোনো প্রাণী থেকেই উৎপন্ন নন, তাই 'অজ'। 'উদর'—ইন্দ্রিয়াদির আপনি স্বয়ং প্রকাশক এবং 'দাম' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকে দমন করায় আপনি 'দামোদর'। বৃত্তিসুখ ও স্বরূপসুখকে 'হৃষিক' বলে, তাঁদের ঈশ হওয়ায় তিনি 'হৃষীকেশ'। নিজ বাহু দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ ধারণ করায় তিনি 'মহাবাহু'। তাঁর কখনো অধঃ (নীচু) হলেও স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত, তাই 'অধোক্ষজ' এবং নরদের (জীবদের) অয়ন (আশ্রয়) হওয়ায় তিনি 'নারায়ণ'। যিনি সবেতে পূর্ণ এবং সকলের আশ্রয় তাঁকে 'পুরুষ' বলা হয় ; তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তিনি 'পুরুষোত্তম'। তিনি সৎ ও অসৎ—সকলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান এবং সর্বদা তাঁদের জানেন, তাই তিনি 'সর্ব'। শ্রীকৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য তাঁতে প্রতিষ্ঠিত, তাই 'সত্য'ও তাঁর নাম। তিনি বিক্রমণ (বামনাবতার কালে নিজ ক্রমে বিশ্বকে ব্যাপ্তকারী) হওয়ায় 'বিষ্ণু', জয় করায় তিনি 'জিষ্ণু', নিত্য বলে 'অনন্ত' এবং গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা হওয়ায় 'গোবিন্দ'। তিনি নিজ অস্তিত্বের বেগে অসত্যকে সত্যে প্রতিভাত করে সমস্ত প্রজাকে মোহিত করেন। নিরন্তর ধর্মে স্থিত মধুসূদনের স্বরূপ এমনই। সেই অচ্যুত ভগবান কৌরবদের বিনাশ থেকে বাঁচাতে এখানে পদার্পণ করবেন।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'সঞ্জয় ! যারা নিজ চক্ষে ভগবানের তেজোময়রূপ দেখেন সেই ব্যক্তিদের ভাগ্যে আমার লোভ হচ্ছে। আমি আদি-মধ্য ও অন্তরহিত, অনন্তকীর্তি ও ব্রহ্মাদি হতে শ্রেষ্ঠ পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করি। যিনি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্তা, যিনি দেবতা, অসুর, নাগ ও রাক্ষসাদির উৎপত্তিকারী এবং রাজা ও বিদ্বানদের প্রধান, সেই ইন্দ্রানুজ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করি।'

———০———

# কৌরবদের সভায় দূত হয়ে যাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন

বৈশম্পায়ন বললেন—সঞ্জয় নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর রাজা যুধিষ্ঠির যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মিত্রবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ! আমি, আপনি ছাড়া এমন কাউকে দেখছি না, যে আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবে। আপনার জন্যই আমি নির্ভয় হয়েছি এবং দুর্যোধনের কাছে রাজ্য ফিরে চাইছি।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্ ! আমি আপনার সেবায় উপস্থিত। আপনি যা কিছু বলতে চান, বলুন। আপনি যা বলবেন, আমি সব পূর্ণ করব।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্ররা যা করতে চান তা আপনি শুনেছেন। সঞ্জয় আমাদের যা বলেছেন, সেসব ওঁদেরই মত। কারণ দূত তার প্রভুর কথাই বলে, সে অন্য কথা বললে প্রাণদণ্ডের যোগ্য হয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের বড় লোভ, তাই তিনি আমাদের ও কৌরবদের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন না হয়ে আমাদের রাজ্য না দিয়েই সন্ধি করতে চান। আমি তো এই ভেবেই তাঁর নির্দেশে দ্বাদশ বৎসর বনে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করলাম যে, তিনি তাঁর বাক্য রক্ষা করবেন। কিন্তু এখন তাঁকে লোভী বলে মনে হচ্ছে। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই করছেন না এবং নিজে মূর্খ পুত্রদের মোহে অন্ধ হওয়ায় তাদের নির্দেশেই চলছেন। জনার্দন ! একটু ভাবুন যে এর থেকে বেশি দুঃখ আর কী হতে পারে যে আমরা আমাদের মায়ের সেবা করতে পারছি না এবং পারছি না আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ করতে। কাশীরাজ, চেদিরাজ, পাঞ্চাল-নরেশ, মৎস্যরাজ এবং আপনি আমাদের সহায়ক হলেও আমি শুধু পাঁচটি গ্রামই চেয়েছি। আমি বলেছি অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং পঞ্চম অন্য যে কোনো গ্রাম তাঁরা আমাদের সমর্পণ করুন। যাতে আমরা পাঁচভাই একত্রে থাকতে পারি এবং ভরতবংশ বিনাশপ্রাপ্ত না হয়। কিন্তু দুষ্ট দুর্যোধন এতেও রাজি নয়, সে সবকিছুর ওপরই নিজ অধিকার রাখতে চায়। লোভে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়, বুদ্ধিভ্রষ্ট হলে লজ্জা থাকে না, সেই সঙ্গে ধর্ম চলে যায় এবং ধর্ম বিদায় নিলে শ্রীও বিদায় নেয়। শ্রীহীন পুরুষের থেকে স্বজন, সুহৃদ এবং ব্রাহ্মণরা দূরে থাকেন, পুষ্প-ফলহীন বৃক্ষে যেমন পক্ষী থাকে না। নির্ধন অবস্থা বড়ই দুঃখময়। কেউ কেউ এই অবস্থায় পড়লে মৃত্যুকামনা করে। যারা জন্ম থেকেই নির্ধন তারা এত কষ্ট পায় না, কষ্ট পায় তারা, যারা লক্ষ্মীলাভ করার পরে নির্ধন হয়ে যায়।

মাধব ! এই ব্যাপারে আমার প্রথম চিন্তা হল যে আমরা কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি করে শান্তিপূর্বক সমানভাবে এই রাজ্যলক্ষ্মীকে উপভোগ করি ; যদি তা না হয়, তবে শেষে এই করতে হবে যে ওদের যুদ্ধে বধ করে এই সারা রাজ্য আমাদের অধীনে করতে হবে। যুদ্ধে তো সর্বদা বিবাদই থাকে এবং প্রাণ সংকটগ্রস্ত হয়। আমি নীতির আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধই করব। কারণ আমি রাজ্য ছাড়তেও চাই না এবং কুলনাশ হোক তা-ও চাই না। আমরা সাম-দান-দণ্ড- ভেদ —সমস্ত উপায়েই নিজ কাজ সিদ্ধ করতে চাই ; কিন্তু যদি সামান্য ক্ষতি স্বীকার করেও সন্ধি হয়, তাহলে সেটিই সবথেকে বড় কথা। সন্ধি না হলে, যুদ্ধ হবেই, তখন বীরত্ব দেখাতেই হবে। শান্তিতে কাজ না হলে কটুত্ব অবশ্যই আসে। পণ্ডিতরা এর উদাহরণ কুকুরের বিবাদেই দিয়েছেন। কুকুর প্রথমে লেজ নাড়ে, পরে একে অন্যের দোষ দেখে, তারপর গর্জন শুরু করে, তারপর দাঁত দেখিয়ে চিৎকার করতে থাকে, তারপরে তারা লড়াই শুরু করে। এদের মধ্যে যে বলবান সে অন্যের মাংস খায়। মানুষের মধ্যেও এর থেকে কোনো পার্থক্য নেই।

শ্রীকৃষ্ণ ! আমি জানতে চাই যে এরূপ অবস্থা হলে আপনি কী করা উচিত বলে মনে করেন। এমন কী উপায় আছে, যাতে আমরা অর্থ ও ধর্ম থেকে বঞ্চিত না হই ! পুরুষোত্তম ! এই সংকটের সময় আপনি ছাড়া কে আমাদের পরামর্শ দেবে ? আপনার মতো প্রিয় এবং হিতৈষী এবং সমস্ত কর্মের পরিণাম জানা এমন আর কে আছেন ?'

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'আমি উভয়পক্ষের হিতার্থে কৌরব সভায় যাব এবং সেখানে আপনার লাভের পথে কোনো বাধা দান না করে যদি সন্ধি করা সম্ভব হয়, তাহলে মনে করব আমার দ্বারা কোনো একটি পুণ্যকার্য সম্ভব হয়েছে।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি যে সেখানে যাবেন, তাতে আমার সম্মতি নেই ; কারণ বহু যুক্তিপূর্ণ কথা বললেও দুর্যোধন তা মেনে নেবেন না। এখন ওখানে দুর্যোধনের অধীন সমস্ত রাজাও একত্রিত আছেন, তাই সেখানে তাদের মধ্যে আপনার যাওয়া আমার ভালো মনে হচ্ছে না। মাধব ! আপনার কষ্ট হলে অর্থ, সুখ ও দেবত্ব এবং সমস্ত দেবগণের উপর আধিপত্য হলেও আমরা প্রসন্ন হতে পারব না।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহারাজ ! দুর্যোধন যে কত পাপী তা আমি জানি ! কিন্তু আমরা যদি নিজে থেকে সমস্ত কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিই, তাহলে কেউই আমাদের দোষী বলতে পারবে না। আমার বিপদের কথা ভাবছেন ? সিংহের সামনে যেমন অন্য কোনো বন্য প্রাণী টিকতে পারে না, তেমনই আমি যদি ক্রুদ্ধ হই, তাহলে কোনো রাজাই আমার সম্মুখীন হতে পারবে না। সুতরাং ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে কোনো প্রকারেই নিরর্থক নয়। কাজ সফল হতেও পারে, তা যদি না হয় তাহলেও অন্ততপক্ষে নিন্দার হাত থেকে রক্ষা হবে।'

যুধিষ্ঠির বললেন— 'শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি যদি তাই উচিত মনে করেন তাহলে আপনি প্রসন্ন মনে কৌরবদের কাছে গমন করুন। আশা করি, আপনাকে কার্য সফল করে কুশলে ফিরতে দেখব। আপনি ওখানে গিয়ে কৌরবদের শান্ত করুন, যাতে আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি। আপনি আমাদেরও জানেন, কৌরবদেরও জানেন ; সুতরাং আমাদের উভয় পক্ষের হিত কীসে তা আপনি ভালোই জানেন। আলাপ আলোচনাতেও আপনি দক্ষ। অতএব যাতে আমাদের মঙ্গল হয় আপনি তাই করুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্ ! আমি সঞ্জয় ও আপনার উভয়ের কথা শুনেছি এবং আপনাদের এবং কৌরবদের আন্তরিক ইচ্ছাও জানি। আপনার বুদ্ধি ধর্মের আশ্রিত আর ওদের মনোভাব কপটতায় পরিপূর্ণ। যা বিনা যুদ্ধে পাওয়া যায়, আপনি সেটিই ভালো বলে মনে করেন। কিন্তু মহারাজ ! ক্ষত্রিয়ের এটি স্বাভাবিক কর্ম নয়। আশ্রমবাসীরা বলে থাকেন ক্ষত্রিয়দের ভিক্ষা করা উচিত নয়। বিধাতা তাঁদের জন্য একেই সনাতন ধর্ম বলেছেন যে ক্ষত্রিয়রা হয় সংগ্রামে জয়লাভ করবেন নতুবা যুদ্ধে মৃত্যুলাভ করবেন। ক্ষত্রিয়দের তাই হল স্বধর্ম, দীনতা তাদের পক্ষে প্রশংসনীয় নয়। রাজন্ ! দীনতার আশ্রয় গ্রহণ করলে ক্ষত্রিয়ের জীবিকা চলে না। অতএব আপনিও পরাক্রমপূর্বক শত্রুদমন করুন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা অত্যন্ত লোভী। বহুদিন ধরে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে সুব্যবহার করে দুর্যোধন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, এতে তার শক্তি অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই সে যে আপনার সঙ্গে সন্ধি করবে, তা মনে হয় না। তাছাড়া ভীষ্ম, কৃপাচার্য প্রমুখের জন্যও সে নিজেকে শক্তিশালী মনে করছে। সুতরাং আপনি যতক্ষণ ওর সঙ্গে নরমভাবে কথা বলবেন, ও আপনার রাজ্য দখল করার চেষ্টাই করবে। রাজন্ ! এরূপ কুটিল স্বভাব ব্যক্তির সঙ্গে সন্ধি করার চেষ্টা করবেন না ; শুধু আপনারই নয়, দুর্যোধন তো সকলেরই বধ্য।

যখন পাশাখেলা হয়েছিল এবং দুঃশাসন ক্রন্দনরতা অসহায় দ্রৌপদীকে কেশ আকর্ষণ করে রাজসভায় টেনে আনে, তখন দুর্যোধন বারংবার ভীষ্ম ও দ্রোণের সামনে তাঁকে গাভী বলে ডাকছিল। সেইসময় আপনি আপনার মহাপরাক্রমশালী ভাইদের বাধা দিয়েছিলেন। ধর্মপাশে বাঁধা থাকায় তখন তাঁরা এর কোনো প্রতিকার করতে পারেননি। কিন্তু দুষ্ট এবং অধম ব্যক্তিকে বধ করাই উচিত। অতএব আপনি কোনো চিন্তা না করে ওকে বধ করুন। তবে আপনি যে পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতামহ ভীষ্মের প্রতি বিনয়ভাব প্রদর্শন করেন, তা আপনার যোগ্য কাজ। আমি কৌরবসভায় গিয়ে সমস্ত রাজাদের সামনে আপনার গুণাবলী প্রকাশ করব এবং দুর্যোধনের দোষগুলি জানাব। ধর্ম ও অর্থের অনুকূল কথাও আমি বলব। শান্তির কথা বললেও আপনার অপযশ হবে না। সব রাজাই ধৃতরাষ্ট্র এবং কৌরবদেরই নিন্দা করবেন। আমি কৌরবদের কাছে গিয়ে এমন ভাবে সন্ধির কথা বলব যাতে আপনার স্বার্থ

সাধনে কোনো ত্রুটি না থাকে, তা ছাড়া আমি ওদের গতিবিধিও জেনে নেব। আমার তো মনে হয় শত্রুদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবেই ; আমি সেইরকম লক্ষণই দেখছি। অতএব আপনারা সব বীররা একত্র হয়ে শস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, রথ, হাতি এবং ঘোড়া প্রস্তুত করুন। তাছাড়া যুদ্ধোপযোগী সমস্ত সামগ্রীও একত্রিত করুন। এটা জেনে রাখুন যতক্ষণ দুর্যোধন জীবিত থাকবে, ও কোনোভাবেই আপনাদের কিছু দেবে না।'

## শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকির কথাবার্তা

ভীমসেন বললেন—মধুসূদন ! আপনি কৌরবদের এমন কথা বলবেন যাতে তাঁরা সন্ধি করতে প্রস্তুত হয়ে যান ; ওঁদের যুদ্ধের কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করবেন না। দুর্যোধন অত্যন্ত অসহনশীল, ক্রোধী, অদূরদর্শী, নিষ্ঠুর, নিন্দুক এবং হিংসুটে। সে মরে গেলেও নিজ জেদ ছাড়বে না। গ্রীষ্মকালে দাবানল হলে যেমন সমস্ত বন ভস্মীভূত হয়, তেমনই দুর্যোধনের ক্রোধে একদিন সমস্ত ভরতবংশ ভস্ম হয়ে যাবে। কেশব ! কলি, মুদাবর্ত, জনমেজয়, বহুল, বসু, অজাবিন্দু, রুষর্দ্ধিক, অর্কজ, ধৌতমূলক, হয়গ্রীব, বরযু, বাহু, পুরূরবা, সহজ, বৃষধবজ, ধারণ, বিগাহন এবং শম—এই আঠারোজন রাজা এইভাবেই নিজেদের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুদের সংহার করেছিলেন। এখন কুরুবংশীয়দের সংহারের সময় এসেছে। তাই কালগতি চক্রে এই কুলাঙ্গার পাপাত্মা দুর্যোধনের জন্ম হয়েছে। সুতরাং আপনি মিষ্ট ও কোমল বাক্যে ওদের ধর্ম ও অর্থযুক্ত হিতের কথা বলবেন, দেখবেন সেই কথা যেন তাদের মনোমত হয়। আমরা সকলেই দুর্যোধনের বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে রাজি আছি, যাতে ভরতবংশের বিনাশ না হয়। আপনি কৌরব সভায় গিয়ে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ এবং অন্যান্য সভাসদদের বলবেন যে, তাঁরা যেন এমন কিছু করেন যাতে আমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে ভালোবাসা থাকে এবং দুর্যোধন শান্ত হয়।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভীমসেনের কাছে কেউ কখনো নম্রভাষা শোনেনি। সুতরাং তাঁর কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ হেসে ফেললেন, তারপর ভীমসেনকে উত্তেজিত করার জন্য বললেন, 'ভীমসেন ! তুমি তো অতীতে সর্বদাই এই ক্রূর ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের বধ করার জন্য যুদ্ধ করতেই প্রস্তুত ছিলে। তাছাড়া তুমি তোমার ভাইদের সামনে গদা তুলে প্রতিজ্ঞাও করেছ যে তুমি যুদ্ধভূমিতে গদা দিয়ে দ্বেষদূষিত দুর্যোধনকে বধ করবে। কিন্তু এখন দেখছি যে যুদ্ধের সময় উপস্থিত হলে যেমন যুদ্ধ উন্মুখ বীরদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে
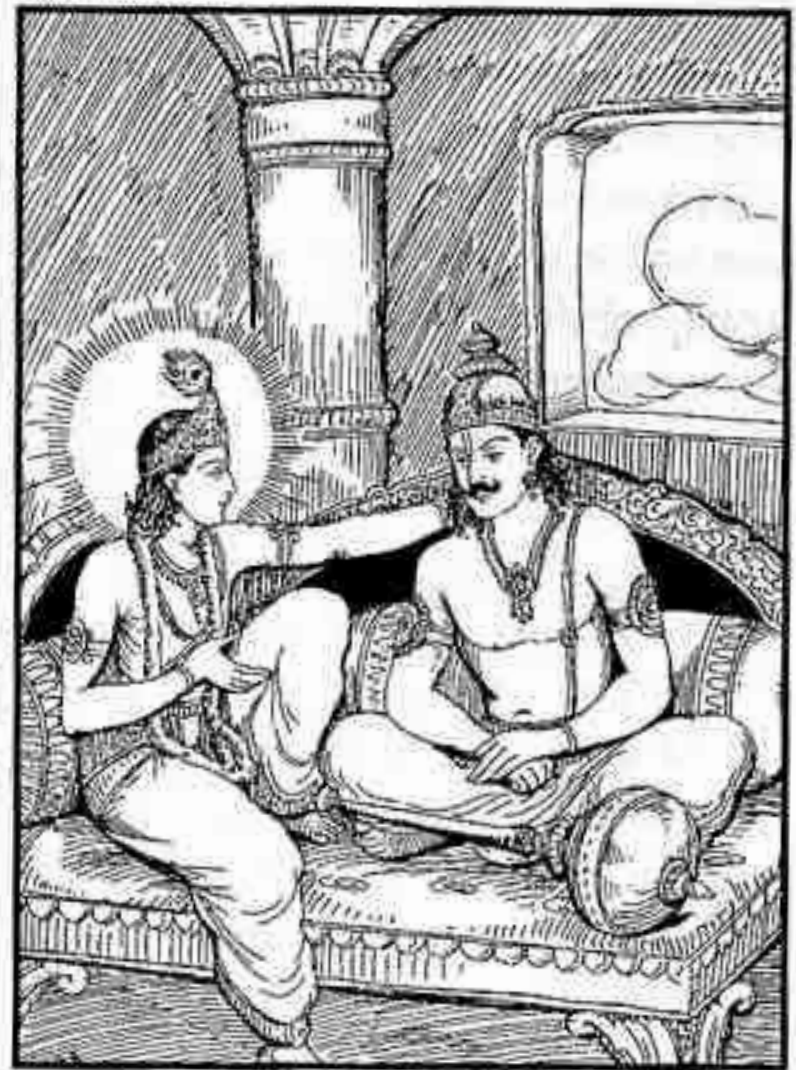
তেমনই তুমি যুদ্ধে ভয় পাচ্ছ। এ তো অত্যন্ত দুঃখের কথা। এই সময় তুমি নপুংসকদের মতো কথা বলছ ! হে ভরতনন্দন ! তুমি তোমার কুল, জন্ম এবং কর্মের ওপর দৃষ্টি রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াও। কোনো কিছুর জন্য বৃথা দুঃখ কোরো না, নিজ ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে সজাগ থাকো। তোমার মনে যে এইসময় বন্ধুবধের জন্য গ্লানি উৎপন্ন হয়েছে, তা তোমার যোগ্য নয় ; কারণ ক্ষত্রিয়রা যা পুরুষার্থ দ্বারা লাভ করে না, তা তারা কাজে লাগায় না।'

ভীমসেন বললেন—'বাসুদেব ! আমি অন্য কিছু বলতে চাইছিলাম, আপনি অন্য কথা বুঝেছেন। আমার বল এবং পুরুষার্থ অন্য কোনো পুরুষের পরাক্রমের থেকে কম নয়।

নিজ মুখে নিজের গর্ব করা—সৎপুরুষদের পক্ষে উচিত নয়। কিন্তু আপনি আমার পুরুষার্থের নিন্দা করেছেন, তাই আমাকে নিজের বলের কথা বর্ণনা করতে হবে। লৌহদণ্ডের ন্যায় শক্ত মোটা আমার এই হাত দুটিকে দেখুন। এর কবলে পড়ে বেঁচে ফিরে যাবে—এমন কাউকে দেখি না। আমি যাকে আক্রমণ করব, ইন্দ্রেরও সাধ্য নেই তাকে রক্ষা করার। আমি যখন পরাক্রমশালী রাজাদের পরাস্ত করে আমাদের অধীন করেছিলাম, আপনি কী সেসব ভুলে গেছেন ? যদি সমস্ত পৃথিবী আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবুও আমি ভয় পাই না। আমি সৌহার্দের জন্যই শান্তির কথা বলেছি ; আমি দয়াপরবশ হয়ে সব কষ্ট সহ্য করতে চাই এবং তাই ভরতবংশের বিনাশ হোক, তা আমি চাই না।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ভীমসেন ! আমি তোমার মনের ভাব জানার জন্যই ভালোবেসে এসব কথা বললাম, নিজের বুদ্ধি বা ক্রোধ দেখাতে একথা বলিনি। আমি তোমার প্রভাব এবং পরাক্রম ভালোমতোই জানি, তোমাকে আমি অসম্মান করতেই পারি না। কাল আমি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তোমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সন্ধির চেষ্টা করব। তিনি যদি সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেন, তাহলে আমার যশ হবে, আপনাদের কাজ হবে এবং ওঁদেরও খুব উপকার হবে। আর যদি অহংকারবশত ওঁরা আমার কথা মেনে না নেন, তাহলে ভয়ংকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হবে। ভীমসেন ! এই যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব তোমাকে অথবা অর্জুনকেই বহন করতে হবে, অন্য সকলে তোমাদের নির্দেশ পালন করবে। যুদ্ধ হলে আমি অর্জুনের রথের সারথি হব, অর্জুনেরও তাই ইচ্ছা। এতে তুমি যেন ভেবো না যে আমি যুদ্ধ করতে চাই না। তাই তুমি যখন কাপুরুষের মতো কথা বলছিলে, তখন তোমার চিন্তার ওপর আমার সন্দেহ হয়েছিল। সেইজন্য আমি ওইসব কথা বলে তোমার তেজ বৃদ্ধি করে দিয়েছি।'

অর্জুন তখন বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ, যা বলার ছিল, মহারাজ যুধিষ্ঠির সেসব বলে দিয়েছেন। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে, লোভ এবং মোহের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করা সহজ হবে না বলে আপনার মনে হচ্ছে। কিন্তু কোনো কাজ ঠিকমতো করলে তা অনেক সময় সফলও হয়। অতএব আপনি এমন কিছু করুন, যাতে সন্ধি হয়। আপনি যা ভাবছেন, আমরা তা-ই সমর্থন করি। কিন্তু যিনি ধর্মরাজের ঐশ্বর্য দেখে সহ্য করতে পারেননি এবং কপটদ্যূতে কুটিল উপায়ে তাঁর রাজ্য সম্পদ হরণ করেছেন, সেই দুরাত্মা দুর্যোধন কী তাঁর পুত্র- পৌত্র, বন্ধু-বান্ধব-সহ মৃত্যুমুখে প্রেরণের যোগ্য নয় ? ওই পাপী সভার মধ্যে যেভাবে দ্রৌপদীকে অসম্মানিত করে কষ্ট দিয়েছিল, তাতো আপনি জানেন। আমরা তাও সহ্য করে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে সেই দুর্যোধন এখন পাণ্ডবদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন। ঊষর জমিতে বীজ বপন করে কেউ কি অংকুরিত হবার আশা করেন ? সুতরাং আপনি যা ভালো মনে করেন এবং পাণ্ডবদের যাতে মঙ্গল হয়, সেই কাজ করুন এবং আমরা কী করব তাও বলুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মহাবাহো অর্জুন ! তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমি যাতে কৌরব ও পাণ্ডবদের মঙ্গল হয়, সেই কাজই করব। কিন্তু প্রারব্ধ বদল করা আমার কাজ নয়। দুরাত্মা দুর্যোধন ধর্ম ও লোক উভয়ই জলাঞ্জলি দিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। এরূপ কর্ম করেও সে অনুতপ্ত নয়। অপর পক্ষে তার পরামর্শদাতারা শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসন তার সেই পাপবুদ্ধিকে আরও বৃদ্ধি করে তুলছে। সুতরাং অর্ধেক রাজ্য দিয়ে তারা শান্ত হবে না। সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেই তারা শান্ত হবে। অর্জুন ! তোমার তো দুর্যোধনের মন ও আমার চিন্তাধারা জানা আছে। তাহলে আমার থেকে কেন ভয় পাচ্ছ ? পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য দেবতারা অবতীর্ণ হয়েছেন— তাঁদের দিব্য বিধানও তুমি জানো। তাহলে বলো ওদের সঙ্গে সন্ধি হবে কীভাবে ? তবুও আমাকে সর্বপ্রকারে ধর্মরাজের নির্দেশ তো পালন করতেই হবে।'

তখন নকুল বললেন—'মাধব ! ধর্মরাজ আপনাকে অনেক কিছু বলেছেন, আপনি সেসব শুনেছেন। ভীমসেনও সন্ধির কথা বলে পরে তাঁর বাহুবলের বর্ণনা দিয়েছেন। এইভাবে অর্জুনও যা বলেছেন, তা আপনি শুনেছেন এবং আপনার মতামতও ব্যক্ত করেছেন। অতএব হে পুরুষোত্তম ! এইসব কথা ছেড়ে আপনি শত্রুদের মতামত জেনে যা করা উচিত, তাই করবেন। শ্রীকৃষ্ণ ! আমাদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের সময় যে চিন্তাধারা ছিল, এখন তার থেকে চিন্তাধারা পৃথক। বনে থাকাকালীন আমাদের রাজ্য পাওয়ার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল না, যা এখন হয়েছে। আপনি কৌরব সভায় গিয়ে আগে সন্ধির কথাই বলবেন, পরে যুদ্ধের ভয় দেখাবেন এবং এমনভাবে কথা বলবেন যাতে অল্পবুদ্ধি দুর্যোধন মনে ব্যথা

না পায়। আপনি চিন্তা করে দেখুন, এমন কোনো ব্যক্তি আছেন, যিনি রণভূমিতে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, সহদেব, আপনি, বলরাম, সাত্যকি, বিরাট, উত্তর, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু ও আমার সামনে দাঁড়াতে পারেন ? আপনার কথায় বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বাহ্লীক একথা বুঝতে পারবেন যে কীসে কৌরবদের মঙ্গল ! তাহলে তাঁরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং পরামর্শদাতাসহ দুর্যোধনকে সব বুঝিয়ে বলবেন।'

তারপর সহদেব বললেন—'মহারাজ সনাতন ধর্মের কথাই বলেছেন, কিন্তু আপনি দেখবেন, যাতে যুদ্ধ হয়। কৌরবরা সন্ধি করতে চাইলেও আপনি যুদ্ধ করার জন্যই পথ প্রশস্ত করবেন। শ্রীকৃষ্ণ ! সভাস্থলে দ্রৌপদীর যে দুর্গতি করা হয়েছিল, তাই দেখে আমার দুর্যোধনের ওপর যে ক্রোধ জন্মেছে, তা ওর প্রাণ না নিলে শান্ত হবে না।'

সাত্যকি বললেন— 'মহাবাহো ! মহামতি সহদেব ঠিক বলেছেন। এঁর এবং আমার ক্রোধ শান্ত হবে দুর্যোধনের বিনাশ হলে তবেই। বীরবর সহদেব যা বলেছেন প্রকৃতপক্ষে সব যোদ্ধাদেরই সেই মত।'

সাত্যকির কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সমস্ত যোদ্ধা ভয়ংকর সিংহনাদ করে উঠলেন। সেই যুদ্ধে উৎসুক বীররা 'সাধু, সাধু' বলে সাত্যকিকে হর্ষিত করে সর্বভাবে তাঁর মতকে সমর্থন করলেন।

—— o ——

## ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর কথাবার্তা এবং হস্তিনাপুরে গমন

শ্রীবৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম ও অর্থযুক্ত কথা শুনে এবং ভীমসেনকে শান্ত দেখে দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা সহদেব ও সাত্যকির প্রশংসা করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'ধর্মজ্ঞ মধুসূদন ! দুর্যোধন যেভাবে ক্রূরতার আশ্রয় নিয়ে পাণ্ডবদের রাজসুখ থেকে বঞ্চিত করেছে, তাতো আপনি জানেন এবং সঞ্জয়কে রাজা ধৃতরাষ্ট্র একান্তে তাঁর যে মতামত জানিয়েছেন, তাও আপনার অজানা নয়। অতএব দুর্যোধন যদি রাজ্যভাগ দিয়েও আমাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চান, তাহলে আপনি কখনো তা মেনে নেবেন না। এই সৃঞ্জয় বীরদের সঙ্গে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের রণোন্মত্ত সেনাদের ভালোভাবেই নাশ করতে পারবেন। সাম বা দানের দ্বারা কৌরবদের সঙ্গে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার কোনো আশা নেই, তাই আপনিও ওদের প্রতি কোনো দুর্বলতা দেখাবেন না ; কারণ যার নিজ জীবিকা রক্ষার তাগিদ থাকে, তার সাম বা দানের দ্বারা বশে না আসা শত্রুদের প্রতি দণ্ডই প্রয়োগ করা উচিত। অতএব অচ্যুত ! আপনারও পাণ্ডব এবং সৃঞ্জয় বীরদের নিয়ে ওদের সত্বর কঠোর দণ্ড দেওয়া উচিত।

জনার্দন ! শাস্ত্রের মত হল অবধ্যকে বধ করলে যে পাপ হয় বধ্যকে বধ না করলেও সেই পাপ হয়। সুতরাং আপনিও পাণ্ডব, যাদব এবং সৃঞ্জয় বীরদের নিয়ে এমন কাজ করুন, যাতে এই দোষ আপনাকে স্পর্শ না করে। বলুন তো পৃথিবীতে আমার ন্যায় কোন নারী আছেন ? আমি মহারাজ দ্রুপদের যজ্ঞবেদী থেকে উদ্ভূত অযোনিজ কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী, আপনার প্রিয় সখী, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ এবং ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী পাঁচ পাণ্ডবের পত্নী পাটরানি। এইরূপ সম্মানিতা হওয়া সত্ত্বেও আমাকে চুল ধরে টেনে সভায় নিয়ে আসা হয়, সেও পাণ্ডবদের উপস্থিতিতে এবং আপনি জীবিত থাকাকালীনই আমাকে এইভাবে অপমানিত করা হয়েছে। হায় ! পাণ্ডব, যাদব এবং পাঞ্চাল বীররা জীবিত থাকতেই আমাকে এই পাপীদের সভায় দাসীর মতো আনা হয়েছিল। কিন্তু আমাকে ওই অবস্থায় দেখেও পাণ্ডবরা কোনো প্রতিকারের চেষ্টা বা আমাকে রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই করেননি। তাই আমি বলছি যে, দুর্যোধন যদি এক মুহূর্তও জীবিত থাকে তাহলে অর্জুনের ধনুর্ধারিতা এবং ভীমসেনের বাহুবলকে ধিক্কার জানাই। সুতরাং আপনি যদি আমাকে কৃপাপাত্রী বলে মনে করেন এবং আমার প্রতি যদি দয়াদৃষ্টি থাকে তাহলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করুন।'

তারপর দ্রৌপদী তাঁর ঘন লম্বা কালো চুল বাঁহাতে ধরে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাকে বললেন—কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার ইচ্ছা শত্রুপক্ষের

সঙ্গে সন্ধি করা ; কিন্তু আপনার সর্বপ্রচেষ্টার মধ্যে স্মরণ রাখবেন দুঃশাসন দ্বারা আকর্ষিত আমার এই চুলগুলিকে। ভীম ও অর্জুন যদি কাপুরুষের মতো সন্ধির জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন, তাহলে আমার বৃদ্ধ পিতা তাঁর পুত্রের সাহায্যে কৌরবদের বধ করবেন এবং অভিমন্যুর সঙ্গে আমার পাঁচপুত্রও তাতে যোগদান করবে। দুঃশাসনের হাতগুলি কেটে ধূলি ধূসরিত হতে না দেখলে আমি শান্ত হব না। সেই জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড ক্রোধকে আমি তেরো বছর ধরে অন্তরে প্রজ্বলিত করে রেখেছি। আজ ভীমসেনের বাক্যবাণে আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে। এখন এঁরা ধর্ম দেখাতে চান !

এই কথা বলতে বলতে দ্রৌপদীর কণ্ঠরোধ হল, তাঁর চক্ষু জলে পূর্ণ হল, ঠোঁট কাঁপতে লাগল, তিনি কাঁদতে লাগলেন।

তখন বিশালবাহু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ধৈর্য ধরতে বলে বললেন—'কৃষ্ণে ! তুমি অতি শীঘ্রই কৌরব নারীদের ক্রন্দন করতে দেখবে। আজ যাঁদের ওপর তোমার ক্রোধ, সেই শত্রুদের আত্মীয়-স্বজন, সেনাদি নষ্ট প্রাপ্ত হলে তাঁদের স্ত্রীরাও এমন ভাবেই কাঁদবে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম, অর্জুন এবং নকুল-সহদেবের সঙ্গে আমিও সেই কাজ করব। কালের বশে যদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্র আমার কথা না শোনে তাহলে তাঁরা যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে কুকুর ও শৃগালের খাদ্য হবেন। তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, হিমালয় যদি স্থানচ্যুত হয়, পৃথিবী শতধা বিভক্ত হয়, নক্ষত্রখচিত আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে — তবু আমার বাক্য কখনো মিথ্যা হবে না। কৃষ্ণে ! চোখের জল সংবরণ করো,

আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে তুমি শীঘ্রই শত্রুদের বধ করে তোমার পতিদের শ্রীসম্পন্নরূপে দেখবে।'

অর্জুন বললেন—শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি এখন সমস্ত কুরুবংশীয়দেরই অত্যন্ত সুহৃদ। আপনি উভয় পক্ষেরই আত্মীয় এবং প্রিয়। সুতরাং পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের বিবাদ মিটিয়ে উভয়ের মধ্যে সন্ধি করতে সক্ষম।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সেখানে আমি ধর্ম অনুকূল কথাই বলব এবং যাতে আমাদের ও কৌরবদের মঙ্গল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখব। এবার আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হচ্ছি।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ শরৎ ঋতুর শেষে, হেমন্তের প্রাক্কালে, কার্তিক মাসে রেবতী নক্ষত্রে, মৈত্র মুহূর্তে যাত্রা করলেন। যাত্রার আগে তিনি সাত্যকিকে বললেন, 'তুমি আমার রথে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধনুক-শক্তি

ইত্যাদি সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দাও।' তাঁর সেবকরা শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নামের ঘোড়াগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রথে জুড়ে দিলেন এবং রথের ধ্বজে পক্ষীরাজ গরুড়কে শোভিত করালেন। শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করলেন, সাত্যকি তাঁর সঙ্গী হলেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন।

ভগবান যাত্রা শুরু করলে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, চেকিতান, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সপুত্র বিরাটরাজ, কেকয়রাজ তাঁকে এগিয়ে দিতে চললেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির সর্বগুণসম্পন্ন শ্রীশ্যামসুন্দরকে আলিঙ্গন করে বললেন—'গোবিন্দ! আমাদের অবলা মাতা, যিনি আমাদের শিশুকাল থেকে পালন- পোষণ করে বড় করেছেন, যিনি নিরন্তর উপবাস ও তপে ব্যাপৃত থেকে আমাদের কুশলের জন্য প্রার্থনা করেন, যাঁর দেবতা ও অতিথি সৎকারে অত্যন্ত অনুরাগ, আপনি তাঁর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করবেন। তাঁকে সবসময় আমাদের বিরহ কষ্ট দেয়। আপনি আমার হয়ে তাঁকে প্রণাম করবেন। শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ! কখনো কি এমন সময় আসবে যখন আমার দুঃখিনী মাতাকে একটু সুখ দিতে পারব ? এতদ্ব্যতীত রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সোমদত্ত এবং অন্যান্য ভরতবংশীয়দের আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন জানাবেন এবং প্রধানমন্ত্রী অগাধবুদ্ধি ধর্মজ্ঞ বিদুরকে আমার হয়ে প্রণাম জানাবেন।' এই বলে মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমা করে তাঁর আদেশ নিয়ে ফিরে গেলেন।

পথে যেতে যেতে অর্জুন বললেন—'গোবিন্দ ! আগে মন্ত্রণার সময় আমাদের অর্ধ রাজ্য দেওয়ার কথা হয়েছিল—সব রাজারা তা জানেন। দুর্যোধন যদি তাতে রাজি থাকে, তাহলে তো খুবই ভালো কথা ; সে অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা লাভ করবে। তাতে যদি সে রাজি না থাকে, তাহলে আমি তার সমস্ত ক্ষত্রিয়বীরকে বিনাশ করব।' অর্জুনের কথা শুনে ভীম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন। তাতে ভীত হয়ে বড় বড় ধনুর্ধররাও কেঁপে উঠল। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়ে, আলিঙ্গন করে ফিরে গেলেন। ক্রমশ সব রাজা ফিরে গেলে

শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হস্তিনাপুরের দিকে চললেন।

পথের দুধারে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন অনেক মহর্ষি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা সকলে ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান, তাঁদের দেখে শ্রীকৃষ্ণ সত্বর রথ থেকে নেমে তাঁদের প্রণাম করে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বললেন, 'আপনারা সকলে কুশল তো ? ঠিক মতো ধর্মপালন হচ্ছে তো ? এখন আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, আমি আপনাদের কী সেবা করতে পারি ? আপনারা কিজন্য এখানে পদার্পণ করেছেন ?'

শ্রীপরশুরাম শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন—'যদুপতে ! এইসব দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষিরা প্রাচীন কালের বহু দেবতা এবং অসুরদের দেখেছেন। এই সময় হস্তিনাপুরে একত্রিত হয়েছেন যে সব ক্ষত্রিয় রাজা ও সভাসদ, তাঁদের এবং আপনাকে দর্শন করার জন্য এঁরা সেখানে যাচ্ছেন। এই সমারোহ অবশ্যই অত্যন্ত দর্শনীয়। কৌরব সভায় আপনি যে ধর্ম ও অর্থ সমন্বিত ভাষণ দেবেন, আমরা তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। সেই সভায় ভীষ্ম, দ্রোণ এবং মহামতি বিদুরের ন্যায় মহাপুরুষ এবং আপনিও উপস্থিত থাকবেন। আমরা সকলে আপনাদের দিব্য ভাষণ শুনতে চাই। সেই ভাষণ অবশ্যই অত্যন্ত হিতকর এবং
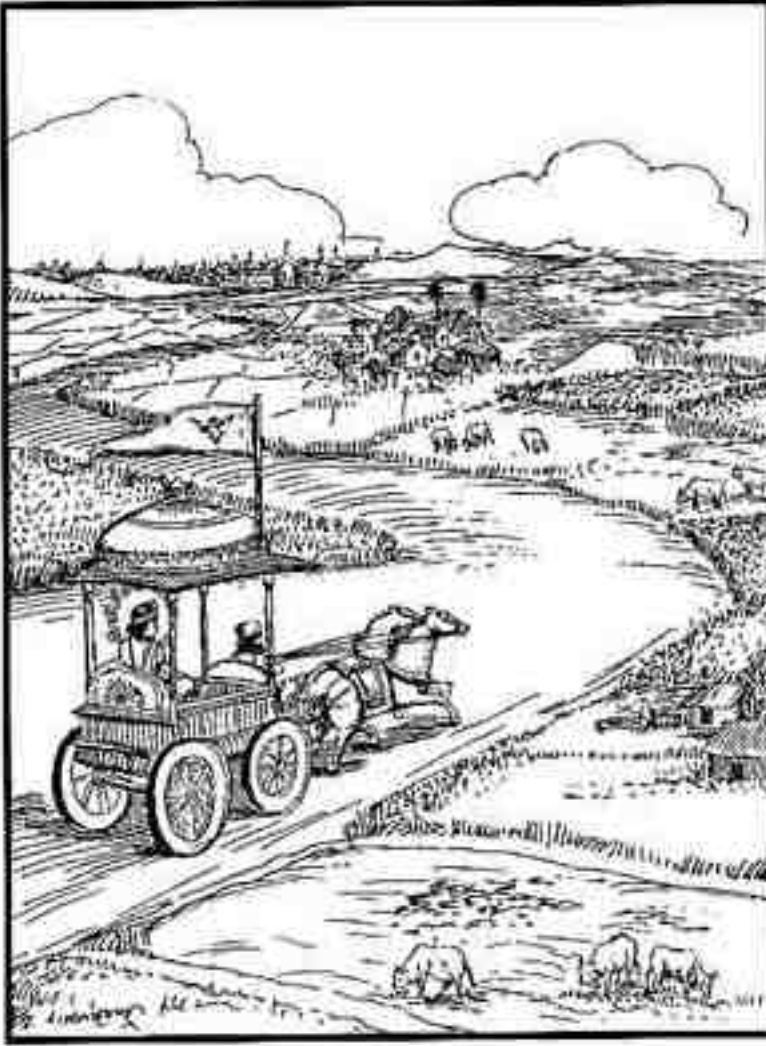
যথার্থ হবে। বীরবর ! আপনি অগ্রসর হোন, আমরা সভাতেই আপনাকে দর্শন করব।'

রাজন্! দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে দশ মহারথী, এক হাজার পদাতিক, এক হাজার ঘোড়সওয়ার,বহু আকার সামগ্রী এবং কয়েকশত সেবক ছিল। তাঁর যাওয়ার সময় যেসব শুভ ও অশুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, সেসব বর্ণনা করছি। সেই সময় বিনা মেঘে ভয়ংকর গর্জন করে বাজ পড়েছিল এবং বৃষ্টিপাতও হচ্ছিল। পূর্বগামিনী ছয়টি নদীও সমুদ্রের বিপরীতগামী হয়েছিল। সর্ব দিকেই এমন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল যে কিছুই ঠিক ছিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন সেইদিকে অত্যন্ত সুখদায়ক হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিল এবং শুভলক্ষণও দেখা যাচ্ছিল। পথে নানাস্থানে ব্রাহ্মণরা তাঁকে মধুপর্ক ইত্যাদি দ্বারা স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন ও মাঙ্গলিক দ্রব্যের দ্বারা তাঁর পূজা আরতি করছিলেন। পথের নানাস্থানে অনেক পশু-পক্ষী, নগর-গ্রাম পার হয়ে শ্রীকৃষ্ণ শালিয়বন নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানকার অধিবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আদর ও আপ্যায়ন করলেন। পরে সন্ধ্যার সময় যখন অস্তমান সূর্যের কিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন তিনি বৃকস্থল নামক গ্রামে এসে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি রথ থেকে নেমে স্নানাদি নিত্যকর্ম সমাপন করলেন এবং সন্ধ্যাবন্দনা করলেন। দারুক ঘোড়াগুলিকে রথ থেকে খুলে বিশ্রাম দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত অধিবাসীদের বললেন—'আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের কাজে যাচ্ছি, আজকের রাত্রি এখানেই অবস্থান করব।' তাঁর কথা শুনে গ্রামবাসীরা সেখানে রাত্রিযাপনের এবং খাওয়া-দাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা করে ফেলল। তারপর সেই গ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণরা এসে আশীর্বাদ ও মাঙ্গলিক বাণী বলে তাঁদের বিধিমতো অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর ভগবান ব্রাহ্মণদের সুস্বাদু আহারে পরিতৃপ্ত করে নিজেও আহার করলেন এবং সকলের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেখানে রাত্রিযাপন করলেন।

—— ০ ——

## হস্তিনাপুরে শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার প্রস্তুতি এবং কৌরবদের সভায় পরামর্শ

বৈশম্পায়ন বললেন—এদিকে দূতমুখে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন জানতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আসছেন, তখন আনন্দে তিনি রোমাঞ্চিত হলেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয়, বিদুর, দুর্যোধন এবং মন্ত্রীদের বললেন—'শুনছি, পাণ্ডবদের কাজে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসছেন। তিনি সর্বপ্রকারে আমাদের মাননীয় এবং পূজনীয়। সমস্ত লোকব্যবহারের একমাত্র তিনিই অধিষ্ঠিতা, কারণ তিনি সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর ; তাঁর মধ্যে শৌর্য, বীর্য, প্রজ্ঞা, ওজ ইত্যাদি সমস্ত গুণ বিদ্যমান। তিনি সনাতন ধর্মরূপ, তাই সর্বভাবে তিনি সম্মানের যোগ্য। তাঁকে অভ্যর্থনা করাতেই সুখ, অসৎকার করা হলে তিনি দুঃখের নিমিত্ত হয়ে ওঠেন। তিনি যদি আমাদের অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হন, তাহলে আমাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। দুর্যোধন ! তুমি আজ থেকেই তাঁর স্বাগত অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নাও, পথিমধ্যে আবশ্যক সামগ্রী সম্পন্ন বিশ্রামস্থান নির্মাণ করাও। তুমি এমন কাজ করবে, যাতে শ্রীকৃষ্ণ তোমার ওপর প্রসন্ন হন। পিতামহ ! এই বিষয়ে আপনার কী মত ?'

ভীষ্ম এবং অন্যান্য সভাসদ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্যের প্রশংসা করে বললেন—'আপনার সিদ্ধান্ত একেবারে ঠিক।' তখন তাঁদের সকলের জন্য দুর্যোধন পথের স্থানে স্থানে সুন্দর বিশ্রামস্থান নির্মাণ করাতে শুরু করলেন। তিনি দেবগণের ন্যায় অভ্যর্থনার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই নানা রত্নে সজ্জিত বিশ্রামস্থলের দিকে তাকালেনই না।

দুর্যোধনের কাছে সব কিছু প্রস্তুতির খবর পেয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন—'বিদুর ! শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্য থেকে এদিকেই আসছেন। আজ তিনি বৃকস্থলে বিশ্রাম নিয়েছেন। কাল প্রাতে তিনি এখানে আসবেন। তিনি অত্যন্ত উদারচিত্ত, পরাক্রমী এবং মহাবলী। যাদবদের বিস্তৃত রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন তিনিই করে থাকেন। তিনি ত্রিলোকের পিতা, ব্রহ্মারও পিতা। অতএব আমাদের নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলেরই তাঁকে সাক্ষাৎ সূর্যের ন্যায় দর্শন করা উচিত। সব দিকে বড় বড় ধ্বজা এবং পতাকা দিয়ে সাজাও, তাঁর আসার পথ পরিষ্কার করে সুগন্ধি জল ছিটিয়ে রাখো। দুঃশাসনের ভবন দুর্যোধনের মহলের থেকে উত্তম। তাকে পরিষ্কার করে সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করে রাখো। ওই ভবনটিতে সুন্দর সুন্দর বৃহৎ কক্ষ আছে এবং আরামের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে। আমার এবং দুর্যোধনের মহলে যেসব সুন্দর জিনিস আছে, সেগুলিও ওখানে সাজিয়ে দাও, তার মধ্যে যেগুলি শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত, সেগুলি তাঁকে উপহার দিও।'

বিদুর বললেন—'রাজন্ ! ত্রিলোকে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত, প্রতিষ্ঠিত এবং মাননীয় ব্যক্তি। আপনি যা বলছেন, তা শাস্ত্র এবং উত্তম যুক্তির ওপর নির্ভর করেই। এতেই জানা যায় আপনি স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। আপনি বয়োবৃদ্ধ, কিন্তু একটি কথা আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে অর্থ অথবা অন্য কিছুর দ্বারা চেষ্টা করলেও আপনি শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের থেকে পৃথক করতে সক্ষম হবেন না। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আমি জানি এবং পাণ্ডবদের ওপর তাঁর যে কী সুদৃঢ় অনুরাগ, তাও আমি জানি। অর্জুন তাঁর প্রাণের ন্যায় প্রিয়, তাকে তিনি কখনোই ত্যাগ করবেন না। তিনি জলপূর্ণ কলস, পা ধোওয়ার জল এবং কুশলপ্রশ্ন করা ব্যতীত আর কোনো কিছুতেই আকৃষ্ট হবেন না। তবে তিনি অতিথি সৎকারের যোগ্য সম্মানীয় ব্যক্তি, তাঁকে অবশ্যই সাদর অভ্যর্থনা জানানো উচিত। শ্রীকৃষ্ণ উভয়পক্ষেরই হিতার্থে যে কাজ নিয়ে আসছেন, আপনি অবশ্যই তা পূর্ণ করবেন। তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে আপনাদের সন্ধি করাতে ইচ্ছুক। আপনি তাঁর ইচ্ছা মেনে নিন। মহারাজ ! আপনি পাণ্ডবদের পিতা, তাঁরা আপনার পুত্র ; আপনি বৃদ্ধ, এঁরা আপনার কাছে বালক সমান। ওঁরা আপনার সঙ্গে পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন, আপনিও ওঁদের সঙ্গে পিতার মতো ব্যবহার করুন।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতা ! বিদুর একেবারে ঠিক কথা বলেছেন। পাণ্ডবদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অনুরাগ, তাঁকে ওদিক থেকে এদিকে আনা যাবে না। সুতরাং আপনি তাঁর অভ্যর্থনায় যে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করতে চান, তাঁকে কখনো ওসব দেওয়া উচিত নয়।'

দুর্যোধনের কথা শুনে পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে একবার যা স্থির করেন, তাকে কেউ কোনোভাবে বদলাতে পারে না। তাই তিনি যা বলেন

নিঃসংশয় হয়ে তাই করা উচিত। তুমি শ্রীকৃষ্ণ সচিবের সাহায্যে পাণ্ডবদের সঙ্গে শীঘ্রই সন্ধিস্থাপন করো। ধর্মপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই কথাই বলবেন যা ধর্ম ও অর্থের অনুকূল। সুতরাং তোমার এবং তোমার সহযোগীদের তাঁর সঙ্গে প্রিয়বাক্য বলা উচিত।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতামহ ! ইহজীবনে আমি বেঁচে থেকে এই রাজ্য পাণ্ডবদের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করব—এ আমার চিন্তার বাইরে। আমি যে মহৎ কাজ করব বলে ঠিক করেছি, তা হল এই যে পাণ্ডবদের পক্ষপাতিত্ব করা কৃষ্ণকে বন্দী করে রাখব। তাঁকে বন্দী করলেই সমস্ত যাদবকুল, সারা জগৎ এবং পাণ্ডবরা আমার অধীন হবে। তিনি কাল প্রাতঃকালেই আসছেন। আপনারা আমাকে এখন সেই পরামর্শ দিন, যাতে কৃষ্ণ একথা জানতে না পারে এবং কোনো ক্ষতিও না হয়।'

শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে দুর্যোধনের এই ভয়ংকর মনোভাব জেনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর মন্ত্রীরা অত্যন্ত আঘাত পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন—'পুত্র ! তুমি এমন চিন্তা ত্যাগ করো, এ সনাতন ধর্ম বিরুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ দূত হয়ে এখানে আসছেন, তা ছাড়াও তিনি আমাদের আত্মীয় এবং সুহৃদ। তিনি কৌরবদের কোনো ক্ষতি করেননি। তাহলে তাঁকে বন্দী করার কথা ভাবছ কেন ?'

ভীষ্ম বললেন—'ধৃতরাষ্ট্র ! তোমার এই পুত্রকে মৃত্যু ঘিরে ধরেছে বলে মনে হয়। এর সুহৃদরা একে হিতবাক্য বললেও, সে অনর্থকেই ডেকে আনছে। এই পাপী তো

কুপথে গেছে তুমিও হিতৈষীদের কথা না শুনে এর ইশারাতেই চলেছ। তুমি জানো না, এই দুর্বুদ্ধি যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এক মুহূর্তে নিজের পরামর্শদাতাসহ বিনাশ হবে। এ তো ধর্মকে ত্যাগ করেছে, হৃদয়ও অত্যন্ত কঠোর। আমি এর অর্থহীন প্রলাপ শুনতে পারছি না।'

এই কথা বলে পিতামহ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

## হস্তিনাপুরে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণের ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও কুন্তীর নিকট গমন

বৈশম্পায়ন বললেন—এদিকে বৃকস্থলে প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হলে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকর্ম সমাপন করে ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হলেন। তাঁর যাত্রা শুরু হলে যে সব গ্রামবাসী তাঁর সঙ্গে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁর নির্দেশে ফিরে গেলেন। নগরের নিকটস্থ স্থানে দুর্যোধন ব্যতীত সব ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ সুসজ্জিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বহু নগরবাসী পায়ে হেঁটে অথবা গোরু বা ঘোড়ার গাড়ি করে সেখানে এসেছিলেন। পথেই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং তাঁরা একত্রে নগরে প্রবেশ করলেন। সমস্ত নগরী শ্রীকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে সাজানো হয়েছিল। নানা বহুমূল্য জিনিস দিয়ে পথ সাজানো হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পথে ভিড় করেছিল। সকলেই পথিমধ্যে তাঁকে নতমস্তকে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সেই জনতার ভিড় পেরিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে প্রবেশ করলেন। এই মহল অন্য সব মহলের থেকে সুশোভিত ছিল, এতে তিনটি দ্বার, তিনটি দ্বার পেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এলেন। তিনি এসে

পৌঁছতেই ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ সকল সভাসদ দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণাম ও বন্দনা করলেন, তারপর ক্রমশ সমস্ত রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মর্যাদা অনুসারে সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সেখানে এক স্বর্ণ সিংহাসন রাখা হয়েছিল, ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় তিনি সেখানে উপবেশন করলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও তাঁকে বিধিমতো আদর-অভ্যর্থনা করলেন।

কিছু পরে তিনি কুরুরাজের অনুমতি নিয়ে বিদুর ভবনে এলেন। বিদুর সমস্ত মাঙ্গলিক বস্তুর দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা করে, গৃহে এনে তাঁর পূজা করলেন, তারপর বললেন— 'কমলনয়ন ! আজ অপানার দর্শন পেয়ে আমি যেমন আনন্দিত হয়েছি, তা আমি প্রকাশ করতে অপরাগ, আপনি সমস্ত দেহধরীর অন্তরাত্মা।' অতিথিসৎকারের পর ধর্মজ্ঞ বিদুর ভগবানের কাছে পাণ্ডবদের কুশল জানতে চাইলেন। বিদুর ছিলেন পাণ্ডবদের প্রিয় এবং তিনি ধর্ম ও অর্থে তৎপর। ক্রোধ কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি। শ্রীকৃষ্ণ তাই পাণ্ডবরা যা করবেন স্থির করেছেন, সে সব বিদুরকে সবিস্তারে জানালেন।

তারপর দ্বিপ্রহরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসিমা কুন্তীর কাছে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে কুন্তী তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে পুত্রদের স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। অতিথি সৎকারের পর শ্রীশ্যামসুন্দর উপবেশন করলে কুন্তী গদগদকণ্ঠে বললেন— 'মাধব ! আমার পুত্ররা বালক বয়স থেকেই গুরুজনদের সেবা করে। তাদের নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসা ছিল। সকলেই তাদের সম্মান করত আর ওরাও সবার প্রতি সমান মনোভাব বজায় রাখত। কৌরবরা কপটপূর্বক তাদের রাজ্যচ্যুত করেছে এবং তাদের নির্জন বনে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তারা হর্ষশোক জয়ী ব্রাহ্মণদের সেবা পরায়ণ এবং সর্বদা সত্যভাষী। তাই ওরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রাজ্য ও ভোগের থেকে মুখ ফিরিয়ে, আমাকে ক্রন্দনরতা অবস্থায় ফেলে বনে চলে গেছে। পুত্র ! ওরা বনে যাবার সময় আমার হৃদয়ও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, আমি হৃদয়হীনা হয়ে গিয়েছি। যে অত্যন্ত লজ্জাশীল, সত্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, দয়াশীল, সদাচারসম্পন্ন, ধর্মজ্ঞ, সর্বগুণসম্পন্ন, ত্রিলোকের রাজা হওয়ার উপযুক্ত, সেই কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির এখন কেমন আছে ? যার দেহে দশ হাজার হাতির বল, বায়ুর ন্যায় বেগবান, ভাইদের প্রিয় কাজ করার জন্য যে তাদের অত্যন্ত প্রিয়, যে কীচক, ক্রোধাবশ, হিড়িম্ব এবং

বক প্রভৃতি রাক্ষসদের কথায় কথায় বধ করে, পরাক্রমে ইন্দ্র এবং ক্রোধে মহাদেবের সমান, সেই মহাবলী ভীমের এখন কী অবস্থা ? যে তেজে সূর্য, মন সংযমে মহর্ষি, ক্ষমায় পৃথিবী এবং পরাক্রমে ইন্দ্রসম, সকল প্রাণীকে পরাজিত করে কিন্তু নিজে কখনো কারো দ্বারা পরাজিত হয় না, সেই তোমার ভাই এবং সখা অর্জুন এখন কেমন আছে ? সহদেব অত্যন্ত দয়ালু, লজ্জাশীল, অস্ত্র-শস্ত্রে পারঙ্গম, মৃদু স্বভাব, ধর্মজ্ঞ এবং আমার বড় প্রিয়। ধর্ম-অর্থে কুশল এবং ভাইদের সেবায় সদা তৎপর, তার সদাচারের জন্য সব ভাই তার প্রশংসা করে, সেই সহদেব এখন কোথায়, কেমন আছে ? নকুলও অত্যন্ত সুকুমার, শূরবীর এবং দর্শনীয় যুবক, ভাইদের সে প্রাণ, নানা যুদ্ধে কুশল এবং অত্যন্ত বড় ধনুর্ধর ও পরাক্রমী। সে কুশলে আছে তো ? আমার পুত্রবধূ দ্রৌপদী, সর্বগুণসম্পন্না, পরম রূপবতী, উচ্চকুলের কন্যা, আমার সব পুত্রদের থেকে বেশি প্রিয়। সে সত্যবাদিনী এবং নিজপুত্রদেরও ছেড়ে বনবাসে গিয়ে পতিদের সেবা করছে। এখন সে কেমন আছে ?

কৃষ্ণ ! আমি কখনো কৌরব ও পাণ্ডবদের পৃথক দৃষ্টিতে দেখিনি। সেই সত্যের প্রভাবে এখন আমি শত্রুনাশ হলে পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমাকে রাজ্যসুখ উপভোগ করতে দেখব। হে পরন্তপ ! অর্জুনের জন্মের সময় আকাশবাণী হয়েছিল যে, 'তোমার এই পুত্র সমস্ত পৃথিবী জয় করবে, এর যশ স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, মহাযুদ্ধে কৌরবদের বধ করে তাদের রাজ্যলাভ করবে এবং নিজ ভ্রাতাদের সঙ্গে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে।' আমি সব থেকে মহান নারায়ণ স্বরূপ ধর্মকেই নমস্কার করি। তিনিই সমস্ত জগতের বিধাতা এবং তিনিই সমস্ত প্রজাকে ধারণ করেন। ধর্ম যদি সত্য হয় তুমি এই কাজ পূর্ণ করবে, যা দৈববাণীতে আমি শুনেছি।

মাধব ! তুমি ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে বলবে, ' তোমার ধর্মের অত্যন্ত হানি হচ্ছে ; তুমি একে বৃথা নষ্ট হতে দিও না।' কৃষ্ণ ! যে নারী অন্যের আশ্রিতা হয়ে জীবন নির্বাহ করে, তাকে ধিক্। দীনভাবে প্রাপ্ত জীবিকার থেকে মৃত্যুও শ্রেয়। তুমি অর্জুন ও পরাক্রমী ভীমকে বলবে যে 'ক্ষত্রিয়ানি যে জন্য পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, তার সময় সমাগত। এই উপযুক্ত সময়ে যদি তুমি যুদ্ধ না করো, তাহলে তা বৃথাই যাবে। তুমি সর্বলোকে সম্মানিত, এরূপ অবস্থায় তুমি যদি কোনো নিন্দনীয় কাজ করো, তাহলে আমি তোমার মুখদর্শন করব না। সময় এলে নিজের প্রাণের ওপরও মায়া করবে না।' মাদ্রীর পুত্ররা নকুল ও সহদেব সর্বদা ক্ষাত্রধর্মে অটল থাকে, তাদের বলবে যে 'প্রাণপণ করেও নিজ পরাক্রম প্রাপ্ত সম্পদ ভোগ করলেই সুখ লাভ করা যায়।'

'শত্রুরা রাজ্য নিয়ে নিয়েছে-তা কোনো দুঃখের ব্যাপার নয় ; পাশাতে পরাজয় হওয়াও কোনো দুঃখের কারণ নয়, আমার পুত্রদের বনে থাকতে হয়েছে তাতেও আমি দুঃখিত নই। কিন্তু আমার যুবতী পুত্রবধূ, যে সেদিন একবস্ত্রে ছিল, তাকে টেনে পরিপূর্ণ সভায় নিয়ে গিয়ে কঠোর ভাষায় অপমান করা হয়েছিল—এর থেকে অধিক দুঃখ আমার আর কী হতে পারে! তখন দ্রৌপদী রজস্বলা ছিল। তার বীর পতিরা সেখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাকে অনাথার ন্যায় ক্রন্দন করতে হয়েছে। পুরুষোত্তম ! আমি পুত্রবতী, এরা ছাড়াও তুমি বলরাম এবং প্রদ্যুম্ন আমার আশ্রয়। তা সত্ত্বেও আমি এই দুঃখ ভোগ করছি। হায় ! দুর্ধর্ষ ভীম এবং যুদ্ধে অপরাজেয় অর্জুন থাকতেও আমার এই দুর্দশা।'

কুন্তী পুত্রদের দুঃখে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। তাঁর কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন—'পিসিমা ! তোমার মত সৌভাগ্যবতী নারী আর কে আছেন ! তুমি রাজা শূরসেনের কন্যা এবং মহারাজ অজমীঢ়ের বংশে তোমার বিবাহ হয়েছে। তুমি সর্বপ্রকার শুভগুণ সম্পন্ন, তোমার স্বামীও তোমাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তুমি বীরমাতা এবং বীরপত্নী। তোমার মতো নারীই সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করতে পারে। পাণ্ডবরা নিদ্রা-জাগরণ, ক্রোধ-হর্ষ, ক্ষুধা-পিপাসা, শীত-গ্রীষ্ম সবকিছু জয় করে বীরোচিত আনন্দ উপভোগ করছেন। তাঁরা এবং দ্রৌপদী তোমাকে প্রণাম জানিয়েছেন এবং তাঁদের কুশল জানিয়ে তোমার কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছেন। তুমি শীঘ্রই পাণ্ডবদের নীরোগ ও সফল মনোরথ হতে দেখবে। তাঁদের সমস্ত শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হবে এবং তাঁরা সমস্ত জগতে আধিপত্য লাভ করে রাজলক্ষ্মীর দ্বারা সুশোভিত হবেন।'

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে কুন্তীকে সান্ত্বনা দিলে কুন্তীর অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হল । তিনি বললেন—'কৃষ্ণ ! পাণ্ডবদের পক্ষে যা হিতকর এবং তাদের জন্য যা তুমি করতে চাও, তাই করো। ওদের যেন ধর্মলোপ না হয় এবং কপটতার আশ্রয় না নিতে হয়। আমি তোমাদের সত্য ও কুলের প্রভাব ভালো করেই জানি। তুমি তোমার বন্ধুদের কাজ করার সময় যে বুদ্ধি ও পরাক্রমের পরিচয় দাও,

তা-ও আমার অজানা নয়। আমাদের বংশে তুমি মূর্তিমান ধর্ম, সত্য এবং তপ। তুমি সকলের রক্ষাকারী, পরব্রহ্ম এবং তোমাতেই সমস্ত প্রপঞ্চ অধিষ্ঠিত। তুমি যা বলছ, তোমার দ্বারা সেসবই সত্য হবে।'

তারপর মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীর অনুমতি নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে দুর্যোধনের মহলে চলে গেলেন।

---

## রাজা দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিদুরের নিকট আহার গ্রহণ এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ পৌঁছতেই দুর্যোধন মন্ত্রীসহ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীকৃষ্ণ সব রাজাদের যথাযোগ্য সম্মান জানালেন এবং তারপর এক বিস্তৃত স্বর্ণ পালঙ্কে উপবেশন করলেন। আদর-অভ্যর্থনার পর দুর্যোধন তাঁকে আহারের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন,

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সে আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন না। তখন দুর্যোধন প্রথমে মধুর পরে ক্রমশ শঠতাপূর্ণ বাক্যে বলতে লাগলেন—'জনার্দন ! আমি আপনাকে যে উত্তম খাদ্য-পানীয় এবং বস্ত্র-শয্যা প্রদান করতে চাই, তা আপনি অস্বীকার করছেন কেন ? আপনি উভয় পক্ষকেই সাহায্য করেছেন এবং দুপক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী। এতদ্ব্যতীত আপনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয় এবং প্রিয়। ধর্ম ও অর্থের রহস্য আপনি ভালোভাবেই জানেন। অতএব এর কারণ কী আমি তা জানতে চাই।'

দুর্যোধনের কথা শুনে মহামনা মধুসূদন তাঁর দীর্ঘবাহু তুলে মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বললেন—'রাজন্ ! নিয়ম হল দূত তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে তবেই আহারাদি গ্রহণ করেন। সুতরাং আমার কাজ শেষ হলে তবেই আপনি আমাকে ও আমার মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানাবেন। আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, স্বার্থ, কাপট্য অথবা লোভের বশবর্তী হয়ে ধর্মকে কোনোভাবে পরিত্যাগ করতে পারি না। আহার এক প্রেমবশত করা হয় অথবা বিপদে পড়লে করা হয়। আপনার তো আমার ওপর প্রেম নেই এবং আমি বিপদগ্রস্তও নই। পাণ্ডবরা আপনার ভাই, তাঁরা সর্বদা তাঁদের স্নেহভাজনদের অনুকূল কার্য করেন, তাঁদের মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণ বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও বিনা কারণে আপনি জন্ম থেকেই ওদের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন। তাঁদের দ্বেষ করা উচিত নয়। তাঁরা সর্বদা ধর্মে স্থিত। তাঁদের প্রতি যাঁর দ্বেষ থাকে, সে তো আমাকেও দ্বেষ করে। যারা তাঁর অনুকূল, তারা আমারও অনুকূল। ধর্মাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি একই, তা জেনে রাখুন। যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বশ এবং মূর্খতাবশত গুণবানদের সঙ্গে বিরোধ ও দ্বেষ করে, তাকে অধম বলা হয়। আপনার সমস্ত খাদ্য দুষ্ট পুরুষদ্বারা যুক্ত, তাই এগুলি খাওয়ার যোগ্য নয়। আমি স্থির করেছি যে আমি বিদুরের গৃহে অন্নগ্রহণ করব।'

দুর্যোধনকে এই কথাগুলি বলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহল থেকে বেরিয়ে বিদুরের গৃহে এলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বিদুরের গৃহেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক এবং অন্যান্য কয়েকজন কুরুবংশীয় ব্যক্তি এলেন। তাঁরা বললেন—'বার্ষ্ণেয় ! আমরা আপনাকে উত্তমরূপে সজ্জিত কয়েকটি ভবন দিচ্ছি, আপনি সেখানে বিশ্রাম করুন।' শ্রীমধুসূদন তাঁদের বললেন—'আপনারা আসুন, আপনারা

সর্বপ্রকারে আমাকে অভ্যর্থনা করেছেন।' কৌরবরা বিদায় গ্রহণ করলে বিদুর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। তারপর তিনি তাঁকে উত্তম ও পুষ্টিকর খাদ্য-পানীয়

আহার করতে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সেই খাদ্য ও পানীয় ব্রাহ্মণদের সমর্পণ করলেন, তারপর নিজ অনুচরদের সঙ্গে বসে ভোজন করলেন।

আহারের পর ভগবান যখন বিশ্রাম করছিলেন, সেই রাত্রে বিদুর বললেন—'আপনি যে এখানে এসেছেন, এটা ঠিক হয়নি। অল্পবুদ্ধি দুর্যোধন ধর্ম ও অর্থ দুই-ই পরিত্যাগ করেছে। সে অত্যন্ত ক্রোধী এবং গুরুজনদের আদেশ অমান্যকারী ; ধর্মশাস্ত্র কিছুই বোঝে না, শুধু হঠকারী করে। ওকে সুপথে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সমস্ত বিষয়ের কীট-স্বরূপ, নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে, মিত্রদের সঙ্গে বিবাদ করে, সকলকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে, কৃতঘ্ন এবং বুদ্ধিহীন। এছাড়াও তার মধ্যে আরও অনেক দোষ আছে। আপনি তাকে হিতের কথা বললে, সে ক্রোধবশত তা শুনবেই না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং জয়দ্রথের সাহায্যে সে রাজ্য দখল করে নেওয়ার বিশ্বাস রাখে, তাই সে সন্ধির কথা চিন্তাও করে না। তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল যে কর্ণ একাই সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করবে। তাই সে সন্ধি করতে চায় না। আপনি সন্ধির জন্য চেষ্টা করছেন ; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, পাণ্ডবদের কোনো ভাগ তারা কখনো দেবে না। তাদের সিদ্ধান্ত যখন এটাই, তখন তাদের সঙ্গে কথা বলা বৃথা। মধুসূদন ! যেখানে ভালো বা মন্দ দুপক্ষের কথাই একভাবে শোনা যায়, সেখানে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কিছু বলা উচিত নয়।

শ্রীকৃষ্ণ ! যে সব রাজারা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেছিল, তারা সকলে আপনার ভয়ে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছে। এরা দুর্যোধনের সঙ্গে এক হয়ে নিজেদের প্রাণপণ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। সুতরাং আমার ইচ্ছা নয়, আপনি সেখানে যান। যদিও দেবতারাও আপনার সামনে দাঁড়াতে পারেন না এবং আমি আপনার বল, বুদ্ধি, প্রভাব ভালোমতই জানি, তা সত্ত্বেও আপনার প্রতি প্রেম ও সৌহার্দবশত এই কথা বলছি। হে কমলনয়ন ! আপনার দর্শন লাভে আমি যে প্রসন্নতা লাভ করেছি, তা আর কী বলব ? আপনি সকল দেহধারীর অন্তরাত্মা, আপনি সবই জানেন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'বিদুর ! অতিশয় বুদ্ধিমানের যেরূপ বলা উচিত এবং আমার ন্যায় প্রেম-পাত্রকে আপনার যা বলা উচিত, আপনার মুখ থেকে যেরূপ ধর্ম-অর্থযুক্ত সত্য বাক্য বের হওয়া উচিত, তেমন কথাই মাতা-পিতার সমান আপনি স্নেহবশে আমাকে বলেছেন। আমি দুর্যোধনের ধৃষ্টতা এবং ক্ষত্রিয় বীরদের শত্রুতার কথা জেনেই এখানে এসেছি। মানুষের কর্তব্য হল ধর্মত কাজ করা। যথাসম্ভব চেষ্টা করেও যদি সে তা পূর্ণ করতে না পারে তাহলেও সে যে পুণ্যলাভ করবে এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। দুর্যোধন এবং তার মন্ত্রীসমূহের আমার শুভ, হিতকারী এবং ধর্ম-অর্থের অনুকূল কথা মানা উচিত। আমি নিষ্কপটভাবে কৌরব, পাণ্ডব এবং পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়দের হিতের চেষ্টা করব। এইভাবে হিতের চেষ্টা করলেও যদি দুর্যোধন আমাকে সন্দেহ করে, তাহলেও আমি প্রসন্ন থাকব এবং আমার কর্তব্য থেকে অঋণী হয়ে থাকব। কোনো অধার্মিক মূঢ় ব্যক্তি যাতে না বলতে পারে যে 'শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি করাতে পারতেন, কিন্তু তিনি ক্রোধবশে কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেননি।'

তাই আমি সন্ধির জন্য এখানে এসেছি। দুর্যোধন যদি আমার ধর্ম ও অর্থের অনুকূল হিতবাক্য না শোনে, তাহলে সে তার কর্মফল ভোগ করবে।'

তারপর যদুকুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণ পালঙ্কে শয়ন করলেন। মহাত্মা বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণের আলাপ-আলোচনায় সেই রাত্রি কেটে গেল।

—o—

## শ্রীকৃষ্ণের কৌরব সভায় এসে সমবেত সকলকে পাণ্ডবদের কথা জানানো

বৈশম্পায়ন বললেন—প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ স্নান, জপ ও অগ্নিহোত্রাদি সমাপন করে সূর্য পূজা করলেন, তারপর বস্ত্র-ভূষণ ধারণ করলেন। সেইসময় রাজা দুর্যোধন সুবল-পুত্র শকুনিকে নিয়ে সেই স্থানে এলেন। দুর্যোধন বললেন—'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মাদি সহ সকল কৌরব মহানুভব সভায় উপস্থিত হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। তখন সারথি এসে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করল এবং তাঁর উত্তম ঘোড়া যুক্ত শুভ্র রথটি নিয়ে এল। শ্রীযদুনাথ রথে আরোহণ করলেন। সব কৌরববীররা তাঁকে নিয়ে রওনা হলেন। ভগবানের সঙ্গে সেই রথে ধর্মজ্ঞ বিদুরও আরোহণ করলেন। দুর্যোধন ও শকুনি অন্য রথে তাঁদের অনুসরণ করলেন। ভগবানের রথ রাজসভায় পৌঁছলে, তাঁরা রথ থেকে নেমে সভার মধ্যে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিদুর ও সাত্যকির সঙ্গে সভায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর কান্তিতে সমস্ত কৌরবরা ম্লান হয়ে পড়েছিল। তাঁদের আগে দুর্যোধন এবং কর্ণ, পিছনে কৃতবর্মা এবং বৃষ্ণিবংশীয় বীররা প্রবেশ করলেন। সভায় পৌঁছলে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ সভাস্থ সকলেই
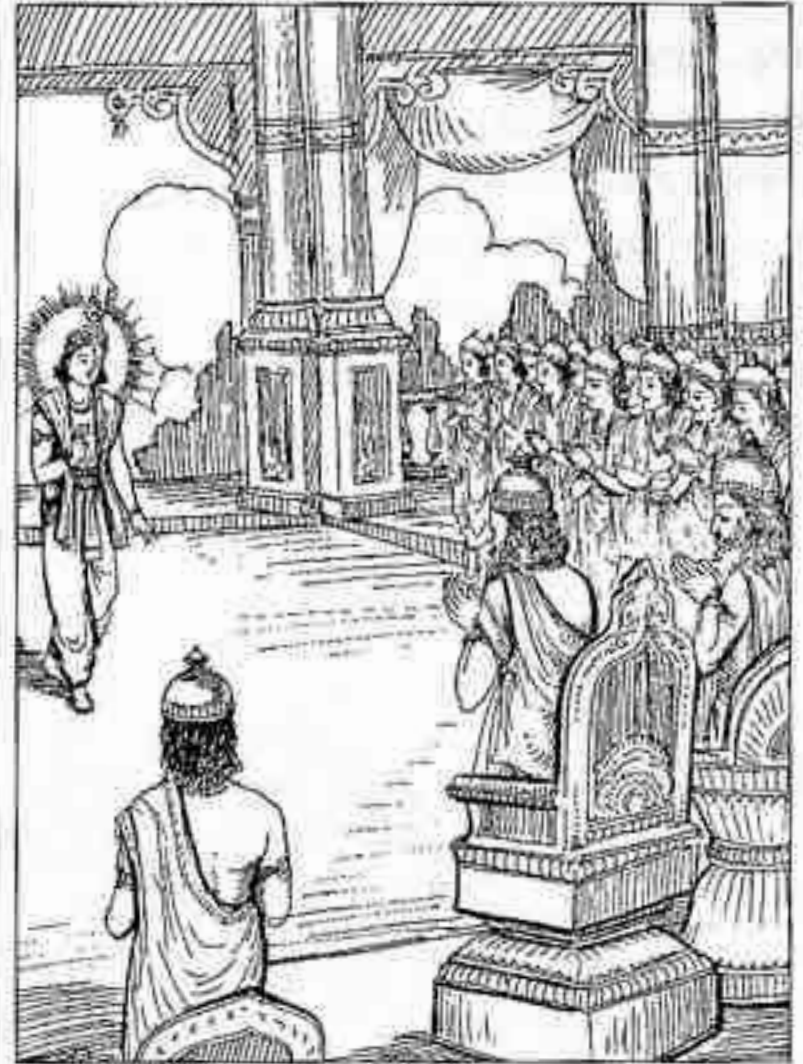
দণ্ডায়মান হলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাজসভায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে সর্বতোভদ্র নামে এক স্বর্ণময় সিংহাসন স্থাপিত ছিল। তাতে উপবেশন করে শ্রীশ্যামসুন্দর হাসিমুখে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন এবং সমস্ত কৌরব ও রাজারা সভায় উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করলেন।

সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ সভার মধ্যেই অন্তরীক্ষে নারদ প্রমুখ

ঋষিদের উপস্থিত থাকতে দেখলেন। তখন তিনি শান্তভাবে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে বললেন — 'এই সভা দেখার জন্য ঋষিরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের আসন প্রদান করে সম্মানের সঙ্গে সকলকে অভ্যর্থনা করুন। তাঁরা না বসলে এখানে কারও আসন গ্রহণ করা উচিত নয়। এই শুদ্ধচিত্ত মুনিদের পূজা করুন।' মুনিদের সভার দ্বারে আসতে দেখে ভীষ্ম সত্বর সেবকদের আসন আনার জন্য আদেশ দিলেন। তারা শীঘ্রই আসন নিয়ে এল। ঋষিরা যখন আসনে উপবেশন করে পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি গ্রহণ করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য রাজারা আসন গ্রহণ করলেন। মহামতি বিদুর শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসনের পাশে এক মণিময় আসনে শ্বেত মৃগচর্মের ওপরে বসেছিলেন। রাজারা শ্রীকৃষ্ণকে বহুদিন পরে দেখলেন, তাই অমৃত পান করতে করতে যেমন কখনো তৃপ্তির শেষ হয় না, তেমনই তাঁদের শ্রীকৃষ্ণকে দেখে আশা মিটছিল না। সভার সকলের মনই তাঁতে আকৃষ্ট হয়ে ছিল, তাই কেউই কোনো কথা বলতে পারছিলেন না।

সব রাজাই যখন মৌন হয়ে বসে রইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন—'রাজন্! আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হল যাতে ক্ষত্রিয় বীরদের বিনাশ না হয় এবং কৌরব ও পাণ্ডব

সন্ধি করে নেন। রাজাদের মধ্যে এই সময় কুরুবংশকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। এঁদের মধ্যে শাস্ত্র ও সদাচারের সম্যক সম্মান আছে এবং আরও নানাগুণে এঁরা ভূষিত। অন্য রাজবংশের তুলনায় কুরুবংশীদের মধ্যে দয়া, কৃপা, ক্ষমা, করুণা, মৃদুতা, সরলতা, সত্য—এইসব গুণগুলি বিশেষভাবে দেখা যায়। এইরূপ নানাগুণে গৌরবান্বিত বংশে আপনার জন্য কোনো অনুচিত কর্ম যেন না হয়। কৌরবদের মধ্যে যদি গুপ্ত বা প্রকটরূপে কোনো অসৎ ব্যবহার হয়, তাতে বাধাপ্রদান করা আপনারই কর্তব্য। দুর্যোধন প্রমুখ আপনার পুত্রগণ ধর্ম ও অর্থের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্রূর ব্যক্তিদের ন্যায় আচরণ করছে। নিজের আপন ভাইদের সঙ্গে এঁদের অশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় আচরণ এবং হৃদয়ে লোভ জন্মানোয় এঁরা ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। আপনি তো এসবই জানেন। এক ভীষণ বিপদ কৌরবদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, আপনি যদি তাকে উপেক্ষা করেন, তাহলে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি যদি আপনার কুলরক্ষা করতে চান তাহলে এখনও তা নিবারণ করা সম্ভব। এখন শান্তিরক্ষার ভার আপনার ও আমার ওপরে রয়েছে। আমার মনে হয় দুপক্ষের মধ্যে সন্ধি করানো এখনও অসম্ভব নয়। আপনি আপনার পুত্রদের শান্ত রাখুন, আমিও পাণ্ডবদের সংযত করব। আপনার পুত্রদের আপনার নির্দেশ পালন করা উচিত, তাহলে এঁদের মঙ্গল হবে। মহারাজ! আপনি পাণ্ডবদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে ধর্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান করুন। এরূপ রক্ষক আপনি চেষ্টা করলেও পাবেন না। ভরতশ্রেষ্ঠ! যাদের মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি এবং যুযুৎসুর মতো বীর থাকেন, কোন বুদ্ধিহীন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস করবে! কৌরব এবং পাণ্ডব একত্রে মিলিত হলে আপনি সমস্ত জগতের আধিপত্য লাভ করবেন এবং শত্রুরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। যেসব রাজা আপনার সমকক্ষ বা আপনার থেকে ক্ষমতাশালী, তারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবে। তাহলে আপনি আপনার পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভাই এবং সুহৃদরা সর্বপ্রকার সুরক্ষিত থেকে সুখে জীবন কাটাতে পারবেন। মহারাজ! যুদ্ধের পরিণাম অত্যন্ত মর্মান্তিক, জীবন হানিকর। এইভাবে দুপক্ষের বিনাশে আপনি কোন্ ধর্ম দেখতে পাচ্ছেন? সুতরাং আপনি এদের রক্ষা করুন এবং এমন

করুন যাতে আপনার প্রজারা বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। আপনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করলে সকলেই রক্ষা পায়।

মহারাজ ! পাণ্ডবরা আপনাদের প্রণাম জানিয়ে আপনার প্রসন্নতা চেয়েছেন এবং বলেছেন যে 'আমরা আপনার নির্দেশেই এতদিন সকলে মিলে অনেক দুঃখ ভোগ করেছি। আমরা বারো বছর বনবাসে এবং ত্রয়োদশতম বর্ষে অজ্ঞাতবাসে কাটিয়েছি। বনবাসে যাওয়ার সময় আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আমরা ফিরে এলে আপনি আমাদের মাথার ওপর পিতার ন্যায় থাকবেন। আমরা আমাদের শর্ত পূর্ণ করেছি ; এবার আপনিও সেইমতো ব্যবহার করুন। আমাদের এবার নিজ রাজ্য ফিরিয়ে দিন। আপনি ধর্ম ও অর্থের স্বরূপ জানেন, সুতরাং আপনার আমাদের রক্ষা করা উচিত। গুরুর প্রতি শিষ্য যেমন ব্যবহার করে, আপনার সঙ্গেও আমরা সেই ব্যবহারই করি। অতএব আপনিও আমাদের সঙ্গে গুরুর ন্যায় আচরণ করুন। আমরা যদি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকি, তাহলে আপনি আমাদের সঠিক পথে নিয়ে আসুন এবং আপনি নিজেও সঠিক পথে অবস্থান করুন।' এতদ্ব্যতীত আপনার ওই পুত্ররা এই সভাসদদের উদ্দেশ্যেও বলেছেন যে, যেখানে ধর্মজ্ঞ সভাসদ থাকেন, সেখানে কোনো অনুচিত কাজ হতেই পারে না। যদি সভাসদদের সামনে অধর্মের দ্বারা ধর্মের এবং অসত্যের দ্বারা সত্যের বিনাশ হয়, তাহলে সভাসদরাও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। এখন পাণ্ডবরা ধর্মের ওপর নির্ভর করে চুপ করে আছেন। তাঁরা ধর্ম অনুযায়ী সত্য ও ন্যায়যুক্ত কথা বলেছেন। রাজন্ ! আপনি পাণ্ডবদের রাজ্য তাদের সমর্পণ করুন—এছাড়া আপনাকে আর কিছু বলার নেই। এই সভায় যেসব রাজা বসে আছেন, তাঁদের যদি কিছু বলার থাকে তো বলুন। ধর্ম অর্থের বিচার করে যদি সত্য কথা বলার হয়, তাহলে বলছি যে এই ক্ষত্রিয়দের আপনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করুন। ভরতশ্রেষ্ঠ ! শান্তি বজায় রাখুন, ক্রোধের বশ হবেন না, পাণ্ডবদের তাদের পিতার রাজ্য সমর্পণ করুন। তাহলে আপনি আপনার পুত্রদের সঙ্গে আনন্দে রাজ্যভোগ করতে পারবেন। রাজন্ ! এখন আপনি অর্থকে অনর্থ এবং অনর্থকে অর্থ মনে করছেন। আপনার পুত্ররা লোভের বশবর্তী হয়ে আছে, তাদের আপনি বশে রাখুন। পাণ্ডবরা আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত এবং যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত। এই দুয়ের মধ্যে যেটি আপনার হিতের বলে মনে হয়, সেটিই বেছে নিন।'

—o—

## ঋষি পরশুরাম এবং মহর্ষি কণ্ব কর্তৃক সন্ধির জন্য অনুরোধ এবং দুর্যোধনের ঔদ্ধত্য

বৈশম্পায়ন বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইসব কথা শুনে সভাসদদের রোমাঞ্চ হল এবং তাঁরা চমকিত হলেন। তাঁরা মনে মনে নানাপ্রকার বিচার-বিবেচনা করতে লাগলেন, কোনো কথা বলতে পারলেন না। সব রাজাদের এইভাবে মৌন বসে থাকতে দেখে, সভায় উপস্থিত মহর্ষি পরশুরাম বলতে লাগলেন, 'রাজন্ ! তুমি সমস্ত সন্দেহ ত্যাগ করে আমার এক সত্য কথা শোনো। তা যদি তোমার ভালো লাগে, সেই অনুসারে কাজ করো। পুরাকালে দম্ভোদ্ভব নামে এক সার্বভৌম রাজা ছিলেন। সেই মহারথী সম্রাট প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জিজ্ঞাসা করতেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রদের মধ্যে এমন কি কেউ শস্ত্রধারী আছেন যিনি যুদ্ধে আমার সমকক্ষ অথবা আমার থেকে বড় !' এই কথা বলে রাজা গর্বে উন্মত্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতেন। রাজার অহংকার দেখে কয়েকজন তপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন—এই পৃথিবীতে

দুজন সদ্‌ব্যক্তি আছেন, যাঁরা সংগ্রামে অনেক ব্যক্তিকে পরাস্ত করেছেন। তুমি কখনো তাঁদের সমকক্ষ হতে পারবে না। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'সেই বীরপুরুষরা এখন কোথায় ? কোথায় জন্মেছেন ? তাঁরা কী করেন ?' ব্রাহ্মণরা বললেন—'তাঁরা নর এবং নারায়ণ নামক দুজন তপস্বী, এখন তাঁরা এই পৃথিবীতেই আছেন ; তুমি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতের ওপর ঘোর তপস্যা করছেন।'

রাজা এই কথা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তখনই বিশাল সৈন্য সাজিয়ে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে তাঁদের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি দুজন মুনিকে দেখতে পেলেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় তাঁরা এতই কৃশ হয়েছিলেন যে তাঁদের শরীরের শিরাগুলি দেখা যাচ্ছিল। রাজা তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের চরণস্পর্শ করে কুশল প্রশ্ন

করলেন। মুনিরাও ফল-মূল-জল-আসন দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে জিজ্ঞাসা করলেন—'বলুন, আমরা আপনাদের জন্য কী করতে পারি ?' রাজা প্রথমেই তাঁদের সব জানিয়ে বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি। এ আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা, তাই এটি মেনে নিয়ে আপনারা আমার আতিথ্য করুন।' নর-নারায়ণ বললেন—'রাজন্ ! এই আশ্রমে ক্রোধ- লোভ ইত্যাদি দোষ থাকতে পারে না ; এখানে যুদ্ধের কোনো পরিবেশ নেই, তাহলে এখানে অস্ত্র-শস্ত্র অথবা কুটিল ব্যক্তি কী করে থাকবে ? পৃথিবীতে বহু ক্ষত্রিয় আছেন, তুমি অন্যত্র গিয়ে যুদ্ধের জন্য চেষ্টা করো।' নর-নারায়ণ বারবার রাজাকে বোঝালেও তাঁর যুদ্ধ লিপ্সা শান্ত হল না, তিনি যুদ্ধের জন্য পীড়াপিড়ি করতে লাগলেন।

তখন ভগবান একমুঠি তৃণ নিয়ে বললেন—'আচ্ছা, তোমার যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহলে অস্ত্র ধারণ করো, নিজ সেনাদের প্রস্তুত করো।' একথা শুনে রাজা দম্ভোদ্ভব এবং তাঁর সৈনিকরা তাঁদের ওপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। ভগবান নর একটি তৃণকে অমোঘ অস্ত্রে পরিণত করে নিক্ষেপ করলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার দেখা গেল যে সমস্ত বীরের চোখ-কান-নাক তৃণে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। সমস্ত আকাশ এইভাবে শ্বেত তৃণে ভর্তি হয়ে গেছে দেখে রাজা দম্ভোদ্ভ তাঁর চরণে পড়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন—'আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।' তখন শরণাগতবৎসল নর শরণাপন্ন রাজাকে বললেন—'রাজন্ ! তুমি ব্রাহ্মণদের সেবা করো এবং ধর্ম আচরণ করো ; এরূপ কাজ আর কখনো কোরো না। তুমি বুদ্ধির আশ্রয় নাও, লোভ পরিত্যাগ করো। অহংকারশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, মৃদু এবং শান্ত হয়ে প্রজাপালন করো। ভবিষ্যতে আর কখনো কারো অপমান করবে না।'

তারপর রাজা দম্ভোদ্ভব মুনীশ্বরের চরণে প্রণাম করে নিজ নগরে ফিরে এলেন এবং ধর্মানুকূল ব্যবহার করতে লাগলেন। সেইসময় নর এই এক ভীষণ কাজ করেছিলেন। সেই নরই অর্জুন। সুতরাং তার গাণ্ডীবে বাণ সংযোজন করার পূর্বে, তুমি অহংকার পরিত্যাগ করে তার শরণ গ্রহণ করো। যিনি সমস্ত জগতের নির্মাতা, সকলের প্রভু এবং সর্বকর্মের সাক্ষী, সেই নারায়ণ অর্জুনের সখা। তাই যুদ্ধে তাদের পরাক্রম সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে। অর্জুনের মধ্যে অগণিত গুণ আছে আর কৃষ্ণের তো তার থেকেও অনেক বেশি। কুন্তীপুত্র অর্জুনের গুণের পরিচয় তুমি তো কয়েক বারই পেয়েছো। নর এবং নারায়ণ এখন অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ। এঁদের দুজনকে সমস্ত পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বীর বলে জানবে। আমার কথা যদি তোমার ঠিক মনে হয় এবং বাক্যে তোমার যদি কোনো সন্দেহ না থাকে, তাহলে তুমি সদ্‌বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও।

পরশুরামের কথা শুনে মহর্ষি কণ্বও দুর্যোধনকে বলতে লাগলেন— লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং নর-নারায়ণ—এঁরা অক্ষয় এবং অবিনাশী। অদিতির পুত্রদের মধ্যে শুধু বিষ্ণুই সনাতন, অজেয়, অবিনাশী, নিত্য এবং সকলের ঈশ্বর। তিনি ছাড়া চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, গ্রহ এবং নক্ষত্র—এগুলি সবই বিনাশের সময় এলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জগতে যখন প্রলয় হয় তখন এইসব জিনিসই নষ্ট হয়ে যায় এবং পুনরায় সৃষ্টির সময় উৎপন্ন হয়। এইসব ভেবে তোমার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত। এর ফলে কৌরব এবং পাণ্ডব একত্রে পৃথিবীর প্রজাপালন করবে। দুর্যোধন ! মনে কোরো না তুমিই শ্রেষ্ঠ বীর। জগতে এক বলবানের চেয়ে আরও অধিক বলবান অন্য ব্যক্তি দেখা যায়। সত্যকার যোদ্ধার কাছে সৈন্যবল কোনো কাজে লাগে না। পাণ্ডবরা সমস্ত দেবতার ন্যায় বীর ও পরাক্রমী। এঁরা বায়ু, ইন্দ্র, ধর্ম এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পুত্র, সেই দেবতাদের দিকে তো তুমি তাকিয়ে দেখতেই পারবে না। অতএব বিরোধ ত্যাগ করে সন্ধি করে নাও। এই তীর্থস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তোমার নিজ কুলরক্ষার চেষ্টা করা উচিত। মহাতপস্বী দেবর্ষি নারদ এখানে উপস্থিত আছেন, ইনি শ্রীভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষভাবে জানেন এবং সেই চক্র-গদাধারী শ্রীবিষ্ণুই এখানে শ্রীকৃষ্ণরূপে বিদ্যমান।

মহর্ষি কণ্বের কথা শুনে দুর্যোধন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টি কুটিলতর হল, কর্ণের দিকে তাকিয়ে তিনি তাচ্ছিল্য ভরে হেসে উঠলেন। দুরাত্মা দুর্যোধন কণ্বের কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং তাল ঠুকে বলতে লাগলেন— 'মহর্ষি ! যা হবার এবং আমার যা হবে,ঈশ্বর আমাকে সেইভাবেই সৃষ্টি করেছেন, আমার আচরণও সেইরূপই। আপনার কথায় আর কী হবে ?'

—o—

## দুর্যোধনকে বোঝাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রচেষ্টা এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থন

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভগবান বেদব্যাস, ভীষ্ম এবং নারদও দুর্যোধনকে নানাভাবে বোঝালেন। তখন নারদ তাঁকে যা বললেন, তা শুনুন। তিনি বললেন— 'জগতে সহৃদয় শ্রোতা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ পাওয়াও কঠিন ; কারণ ঘোর সংকটে যখন আত্মীয়-স্বজনরাও পরিত্যাগ করে চলে যায়, সেখানে একমাত্র সত্যকার বন্ধুই সঙ্গে থাকেন। অতএব কুরুনন্দন ! তোমার হিতৈষীদের কথায় মনোযোগ দেওয়া উচিত। তোমার এরূপ হঠকারী হওয়া উচিত নয়। কারণ হঠকারিতার পরিণাম দুঃখদায়ক হয়।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'ভগবান ! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমিও তাই চাই, কিন্তু তা করতে পারছি না।'

তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন—কেশব ! আপনি যা বলেছেন, তা সর্বভাবে সুখপ্রদ এবং সদ্গতি-দায়ক, ধর্মানুকূল এবং ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু আমি স্বাধীন নই। মন্দমতি দুর্যোধন আমার মনোমত আচরণ করে না এবং শাস্ত্র অনুসরণও করে না। আপনি ওকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করুন। সে গান্ধারী, বুদ্ধিমান বিদুর এবং ভীষ্ম প্রমুখ আমাদের আরও যেসব হিতৈষী আছেন, তাঁদের শুভ উপদেশেও কর্ণপাত করে না। এবার আপনি নিজেই এই পাপী, ক্রূর এবং দুরাত্মা দুর্যোধনকে বোঝান। ও যদি আপনার কথা মেনে নেয়, তাহলে আপনার দ্বারা আপনার সুহৃদদের অত্যন্ত উপকার হবে।'

তখন সমস্ত ধর্ম ও অর্থের জ্ঞাতা শ্রীকৃষ্ণ মধুর স্বরে দুর্যোধনকে বলতে আরম্ভ করলেন— 'কুরুনন্দন ! আমার কথা শোন, এতে তোমার এবং তোমার পরিবারের সকলেই সুখী হবে। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তাই তোমার এই শুভ কাজ অবশ্যই করা উচিত। তুমি যা করতে চাইছ, যারা নীচকুলে জন্ম নেয় এবং দুষ্টব্যক্তি, ক্রূর এবং নির্লজ্জ তেমন কাজ তারাই করে। এই ব্যাপারে তোমার জেদ অতি ভয়ংকর, অধর্মরূপী এবং প্রাণসংশয়কারী। এর দ্বারা অনিষ্টই হয়। এর কোনো প্রয়োজন নেই এবং তা সফলও হবে না। এই অনর্থ পরিত্যাগ করলে তুমি তোমার ভাই-বন্ধু, সেবক এবং পরিবারের সকলের হিত সাধনে সক্ষম হবে এবং তুমি যে অধর্ম এবং অপযশের কাজ করতে চাইছ, তার থেকে মুক্ত হবে। দেখো, পাণ্ডবরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, শূরবীর, উৎসাহী, আত্মজ্ঞ এবং বহুশ্রুত। তুমি ওদের সঙ্গে সন্ধি করো। এতেই

তোমার মঙ্গল এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, বিদুর, কৃপাচার্য, সোমদত্ত, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিংশতি এবং তোমার অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুও তাই চান। সন্ধি করলেই সমস্ত জগতের শান্তি। তোমার মধ্যে লজ্জা, শাস্ত্রজ্ঞান এবং অক্রূরতা ইত্যাদি গুণ বিদ্যমান। সুতরাং তোমার পিতা-মাতার নির্দেশ মেনে চলা উচিত। পিতা যা শিক্ষা দেন, তা সকলেই হিতকর বলে জানেন। মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন তার পিতামাতার শিক্ষা স্মরণে আসে। তোমার পিতা পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই উচিত মনে করেন। সুতরাং তোমার এবং তোমার মন্ত্রণাদাতাদেরও তা ভালো লাগা উচিত। যে ব্যক্তি মোহবশে হিতবাক্য শোনে না, সেই দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তির কোনো কাজই পূর্ণ হয় না এবং অনুতাপ করলেও তা ফিরে আসে না। কিন্তু যে হিতবাক্য শুনে নিজের জেদ পরিত্যাগ করে এবং সেই মতো আচরণ করে, সে সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি উত্তম পরামর্শদাতাকে পরিত্যাগ করে নীচ ব্যক্তির সঙ্গ করে, সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয় এবং তার থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না।

'ভ্রাতা ! তুমি জন্ম থেকেই তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে কপট ব্যবহার করেছ ; তা সত্ত্বেও যশস্বী পাণ্ডবরা তোমাদের প্রতি সদ্ভাব বজায় রেখেছে। তোমারও তাদের প্রতি তেমনই ব্যবহার করা উচিত। তারা তোমার আপন ভাই, তাদের প্রতি দ্বেষ থাকা উচিত নয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এমন কাজ করেন যাতে অর্থ, ধর্ম ও কাম প্রাপ্ত হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটি পৃথক পৃথক। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ধর্মের অনুকূলে থাকেন, মধ্যম ব্যক্তি অর্থের প্রাধান্য মানেন, মূর্খ ব্যক্তিরা কলহের হেতু হয়ে কামের বশীভূত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে লোভবশত ধর্ম পরিত্যাগ করে, সে দূষিত উপায়ে অর্থ ও কামপ্রাপ্তির বাসনায় বিনষ্ট প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অর্থ ও কামের জন্য উৎসুক, তার প্রথমে ধর্মের আচরণই করা উচিত। বিদ্বানরা ধর্মকেই ত্রিবর্গপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ বলে জানিয়েছেন। যে ব্যক্তি তার সঙ্গে সুব্যবহারকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, সে নিজের মৃত্যুফাঁদ নিজেই তৈরি করে। যার বুদ্ধি লোভের দ্বারা দূষিত নয়, তার মন কল্যাণ সাধনে মগ্ন থাকে। এরূপ শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পাণ্ডবদের কেন, জগতের সাধারণ ব্যক্তিদেরও অসম্মান করে না। কিন্তু ক্রোধী ব্যক্তিরা নিজেদের হিতাহিত বোঝে না। বেদ ও ধর্মগ্রন্থে যে সব প্রমাণ প্রসিদ্ধ, তার থেকেও সে পতিত হয়। সুতরাং দুর্জনদের পরিবর্তে তুমি যদি পাণ্ডবদের সঙ্গ করো তবে তোমার কল্যাণই হবে। তুমি যে পাণ্ডবদের থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদের ভরসায় নিজেকে রক্ষা করতে চাও, দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনির হাতে সব ঐশ্বর্য সমর্পণ করে পৃথিবী জয়ে আশা রাখ ; স্মরণ রেখো—এরা তোমাকে জ্ঞান, ধর্ম বা অর্থ প্রাপ্তি করাতে পারবে না। পাণ্ডবদের পরাক্রমের সমকক্ষ এরা নয়। তোমার সঙ্গে থেকেও এইসব রাজারা পাণ্ডবদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তোমার কাছে যেসব সৈন্য একত্রিত হয়েছে, তারা চোখ তুলে ভীমসেনের ক্রুদ্ধরূপের দিকে তাকাতে সাহস করবে না। এই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, ভূরিশ্রবা,অশ্বত্থামা এবং জয়দ্রথ — সকলে একত্র হয়েও অর্জুনের সঙ্গে পেরে উঠবে না। অর্জুনকে যুদ্ধে পরাস্ত করা সমস্ত দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং মানব—কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তুমি যুদ্ধ করতে চেয়ো না। তুমি এঁদের মধ্যে এমন এক রাজাকে দেখাও যিনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সুস্থভাবে ঘরে ফিরতে পারেন। প্রমাণরূপে বিরাটনগরে একা অর্জুনের অনেক মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার যে অদ্ভুত ঘটনা, তাই যথেষ্ট। মূঢ়, যে সংগ্রামে সাক্ষাৎ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছেন, সেই অজেয় বিজয়ী বীর অর্জুনকে তুমি পরাস্ত করার আশা রাখো ? আর আমি যখন তার সঙ্গে আছি, তখন সাক্ষাৎ ইন্দ্র অথবা অন্য কেউই কি তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে সাহস পাবে ? যে ব্যক্তি অর্জুনকে যুদ্ধে জয় করার শক্তি রাখে সে তো নিজ হাতে পৃথিবী তুলে ধরতে পারে, ক্রোধানলে সমস্ত প্রজাকে ভস্মীভূত করে ফেলতে পারে এবং দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করতে পারে। তুমি একটু তোমার পুত্র মিত্র ভ্রাতা, আত্মীয়দের দিকে তাকাও, তোমার জন্য যেন তাদের বিনাশ না হয়। কৌরব বংশ বাঁচিয়ে রাখ, এই বংশের পরাভব কোরো না, 'কুলঘাতী' হয়ো না, নিজ কীর্তি কলঙ্কিত করো না। মহারথী পাণ্ডবরা তোমাকেই যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করবে এবং তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকেই রাজারূপে মেনে নেবে। যে রাজলক্ষ্মী তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁকে অসম্মান কোরো না এবং পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রদান করে মহান ঐশ্বর্য লাভ করো। তুমি যদি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও এবং হিতৈষীদের কথা মেনে নাও, তাহলে চিরকাল তোমার মিত্রদের সঙ্গে আনন্দে সুখভোগ করবে।

ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ শুনে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন—'তাত ! আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যে কথা বোঝালেন, তার তাৎপর্য হল যে তুমি এখনও সন্ধির কথা মেনে নাও এবং অসহিষ্ণুভাব পরিত্যাগ করো। তুমি যদি মহামান্য শ্রীকৃষ্ণের কথা না শোন, তাহলে কখনো তোমার মঙ্গল হবে না এবং সুখী হতে পারবে না। শ্রীকেশব ধর্ম ও অর্থের অনুকূল কথাই বলেছেন, তুমি তা স্বীকার করো, প্রজাদের বৃথা সংহার কোরো না। তুমি যদি তা না করো, তাহলে তোমার মন্ত্রী, পুত্র এবং বন্ধু-বান্ধবদের জীবনের মায়া কাটাতে হবে। ভরতনন্দন ! শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের নীতিযুক্ত কথা লঙ্ঘন করে তুমি কুলঘ্ন, কুমতি, কুপুরুষ এবং কুমার্গগামী বলে পরিচিত হয়ো না এবং পিতা-মাতাকে শোকসাগরে ভাসিয়ো না।'

তখন দ্রোণাচার্য বললেন—'রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ এবং ভীষ্ম অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয়, অর্থনিষ্ঠ এবং বহুশ্রুত। তাঁরা তোমার হিতের কথাই বলেছেন, তুমি তাঁদের কথা মেনে নাও এবং মোহবশত শ্রীকৃষ্ণের অসম্মান কোরো না। যারা তোমাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করছে, তাদের দ্বারা তোমার কোনো কাজ হবে না, এরা যুদ্ধের দায় অপরের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। তুমি তোমার প্রজা, পুত্র, বন্ধু-বান্ধবদের প্রাণ সংকটে ফেলো না। এ কথা নিশ্চয়ই জেনো যে, যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন থাকবে, তাদের কেউ হারাতে পারবে না। তুমি যদি তোমার হিতৈষীদের কথা না শোন, তবে পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। পরশুরাম অর্জুনের বিষয়ে যা বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে তার থেকেও বড় আর দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তো দেবতাদেরও অপরাজেয়। কিন্তু রাজন্ ! তোমাকে সুখ ও হিতের কথা বলে কী হবে ? যাইহোক তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলা হয়েছে ; এখন তোমার যা ইচ্ছা, তাই করো। আমি তোমাকে আর কিছু বলতে চাই না।'

তার মধ্যে বিদুর বলে উঠলেন—'দুর্যোধন ! তোমার জন্য আমার কোনো চিন্তা হচ্ছে না, তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্যই আমার দুঃখ হচ্ছে, যারা তোমার মতো দুষ্ট প্রকৃতি ব্যক্তির সঙ্গ করার ফলে একদিন সমস্ত পরামর্শদাতা ও সুহৃদের মৃত্যুতে আহত পক্ষীর ন্যায় অসহায় হয়ে পড়বে।'

শেষকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলতে লাগলেন—'দুর্যোধন ! মহাত্মা কৃষ্ণের কথা সর্ব প্রকারে কল্যাণকারী। তুমি তাঁর কথায় মন দাও এবং সেই অনুসারে কাজ করো। পুণ্যকর্মা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে আমরা সমস্ত অভীষ্ট পদার্থ প্রাপ্ত করতে সক্ষম। তুমি এঁর সঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে যাও আর যাতে সমস্ত ভরতবংশীয়ের মঙ্গল হয়, তাই করো। আমার মনে হয় এখনই সন্ধির উপযুক্ত সময়, তুমি এই সুযোগ হাতছাড়া করো না। শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির কথা বলছেন এবং তোমার হিতের কথা বলছেন। এখন যদি তুমি ওঁর কথা না শোনো, তাহলে তোমার পতন কিছুতেই রোধ করা সম্ভবপর হবে না।'

—o—
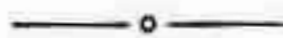
## দুর্যোধন ও শ্রীকৃষ্ণের বিবাদ, দুর্যোধনের সভাকক্ষ ত্যাগ, ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীকে ডেকে আনা এবং গান্ধারীর দুর্যোধনকে বোঝানো

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এই অপ্রিয় কথা শুনে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'কেশব ! আপনার ভালোকরে ভেবে কথা বলা উচিত। আপনি পাণ্ডবদের ভালোবাসার দোহাই দিয়ে নানা উল্টোপাল্টা কথা বলে আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন। আপনি কী বলাবল চিন্তা করেই সর্বদা আমার নিন্দা করেন ? আমি দেখছি যে আপনি, বিদুর, আমার পিতা ও পিতামহ সর্বদা আমার ওপরেই সমস্ত দোষ ন্যস্ত করেন। আমি খুব ভেবেও আমার ছোট-বড় কোনো দোষ খুঁজে পাইনি। পাণ্ডবরা নিজেরাই শখ করে পাশা খেলতে এসেছিল ; তাতে মাতুল শকুনি ওদের হারিয়ে রাজ্য জয় করেছে, তাতেই ওদের বনে যেতে হয়েছে। বলুন, এতে আমার দোষ কোথায় ? ওরা অযথা শত্রুতা করে আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করছে ? আমি জানি পাণ্ডবদের আমাদের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি নেই, তা সত্ত্বেও তারা কেন আমাদের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করছে ? আমরা ওদের ভয়ানক কর্ম দেখে অথবা

আপনাদের কথা শুনে ভীত হওয়ার মানুষ নই। আমরা এইভাবে ইন্দ্রের সামনেও মাথা নত করব না। কৃষ্ণ! আমরা তো এমন কোনো ক্ষত্রিয় দেখছি না, যারা যুদ্ধে আমাদের হারাতে পারে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণকে তো দেবতারাও যুদ্ধে হারাতে সক্ষম নন ; সেখানে পাণ্ডবদের আর কী কথা ? স্বধর্ম পালন করে যদি আমরা যুদ্ধে হতও হই, আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। ক্ষত্রিয়ের এটিই প্রধান ধর্ম। যুদ্ধে যদি আমরা বীরগতি প্রাপ্ত হই, তাহলে কোনো অনুতাপই থাকবে না। কারণ পুরুষের ধর্মই হল উদ্যোগ করা। তাতে মানুষ যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহলেও তার মাথা নত করা উচিত নয়। আমার মতো বীরপুরুষ শুধু ধর্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণকে নমস্কার করে, আর কাউকে মানে না। ক্ষত্রিয়ের সেটাই ধর্ম বলে আমার মত। পিতা পাশায় জেতার পর আমাকে রাজ্যের যে ভাগ দিয়েছেন, আমি জীবিত থাকতে তা কেউ নিতে পারবে না। বাল্যাবস্থায় আমার যখন জ্ঞান হয়নি তখন পাণ্ডবরা রাজ্য পেয়েছিল, এখন আর ওরা তা পাবে না। কেশব! যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ততক্ষণ সূঁচের অগ্রভাগে যে মাটি ওঠে, তা-ও আমি দেব না।'

দুর্যোধনের এই সব কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। কিছুক্ষণ ভেবে পরে তিনি বললেন—'দুর্যোধন! তোমার যদি বীরশয্যা লাভ করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তোমার মন্ত্রণাকারীদের সঙ্গে কিছুদিন অপেক্ষা করো। তুমি অবশ্যই তা লাভ করবে এবং তোমার কামনা পূর্ণ হবে। কিন্তু স্মরণ রেখো, মর্মান্তিক প্রজা হত্যা হবে। তুমি যে মনে করছ যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে তুমি কোনো দুর্ব্যবহার করনি, এখানে উপস্থিত রাজারাই তার বিচার করবেন। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যে ঈর্ষাপীড়িত হয়েই তুমি এবং শকুনি পাশা খেলার বদ্‌মতলব করেছিলে। পাশা খেলায় সদ্‌ব্যক্তিরও বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। যে অসৎ ব্যক্তিরা পাশায় প্রবৃত্ত হয়, তাদের শুধু কলহ ও ক্লেশই বৃদ্ধি পায়। আর তুমি যে দ্রৌপদীকে সভায় এনে সবার সামনে যে সব অসভ্য আচরণ করেছিলে, নিজ ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে কেউ কি তেমন অনুচিত ব্যবহার করতে পারে ? সদাচারী, নির্লোভ, সর্বদা ধর্ম আচরণকারী ভাইদের সঙ্গে কেউ কি তোমার মতো দুর্ব্যবহার করতে পারে ? সেই সময় কর্ণ, দুঃশাসন এবং তুমি ক্রূর এবং নীচ ব্যক্তির ন্যায় বহু কটু বাক্য বলেছ। তুমি বারণাবতে মাতা কুন্তীর সঙ্গে অল্পবয়সী পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিলে। সেইসময় পাণ্ডবদের বহু কষ্ট সহ্য করে মাতা কুন্তীকে নিয়ে একচক্রা নগরীতে ভিক্ষা দ্বারা জীবন কাটাতে হয়েছিল। তাছাড়া বিষপ্রয়োগ ইত্যাদি নানা উপায়ে তুমি ওদের বধ করার চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু তোমার কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। পাণ্ডবদের প্রতি সবসময়ই তোমার কুবুদ্ধি এবং কপট আচরণ ছিল। তবে কী করে বলা যায় যে পাণ্ডবদের প্রতি তোমার কোনো অপরাধ নেই! তুমি যদি পাণ্ডবদের তাদের পৈতৃক রাজ্যের ভাগ না দাও, তাহলে পাপাত্মা ! স্মরণ রেখো, ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হয়ে ওদের হাতে তোমার মৃত্যু অবধারিত। তুমি কুটিল ব্যক্তির মতো পাণ্ডবদের প্রতি না করার যোগ্য বহু কাজ করেছ, আজও তুমি বিপরীত কাজ করে চলেছ। তোমার পিতা-মাতা-পিতামহ-আচার্য এবং বিদুর বারংবার সন্ধির কথা বললেও, তুমি তাতে রাজি নও। হিতৈষীদের কথা না মেনে নিলে, তুমি কখনো সুখ পাবে না। তুমি যে কাজ করতে চাও তা অধর্ম এবং অপযশের কারণ।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথাগুলি বলছিলেন, তার মধ্যেই দুঃশাসন দুর্যোধনকে বলতে লাগলেন—'রাজন্! আপনি যদি নিজ ইচ্ছায় পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি না করেন, তাহলে মনে হচ্ছে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আমাদের পিতা আপনাকে, আমাকে ও কর্ণকে বেঁধে পাণ্ডবদের কাছে সমর্পণ করবেন।' ভাইয়ের এই কথা শুনে দুর্যোধনের ক্রোধ আরও বর্ধিত হল, তিনি সাপের মতো ফুঁসে উঠে বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, কৃপ, সোমদত্ত, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং শ্রীকৃষ্ণ—সকলকে অপমান করে সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। তাঁকে যেতে দেখে তাঁর ভাই, মন্ত্রী এবং অনুগত রাজারা সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। পিতামহ ভীষ্ম বললেন— 'রাজকুমার দুর্যোধন বড়ই দুষ্ট চিত্ত, সে সর্বদা অসদ্ উপায়েরই আশ্রয় নেয়, মিথ্যা অহংকার, ক্রোধ ও লোভই তাকে অবদমিত করেছে। শ্রীকৃষ্ণ! আমার মনে হয় ক্ষত্রিয়দের অন্তিম সময় এসে গেছে। তাই দুর্যোধন তার কুমন্ত্রণাকারীদের কথা অনুসরণ করছে।'

ভীষ্মের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'কৌরবকুলের বয়োবৃদ্ধের সব থেকে বড় ভুল হল যে তাঁরা বলপূর্বক উন্মত্ত দুর্যোধনকে বন্দী করে রাখছেন না। এই ব্যাপারে আমার যেটা সম্পূর্ণভাবে হিতের কথা মনে হয়, তা আমি বলে দিচ্ছি। আপনাদের যদি তা অনুকূল এবং ঠিক বলে মনে হয়, তা হলে তা করবেন। ভোজরাজ উগ্রসেনের পুত্র

কংস অত্যন্ত দুরাচারী ও দুর্বুদ্ধি ছিল। সে পিতার জীবিতকালেই তাঁর রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল। শেষে তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। সুতরাং আপনারাও দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনকে বন্দী করে পাণ্ডবদের নিকট সমর্পণ করুন। কুল রক্ষার জন্য একজন ব্যক্তিকে, গ্রাম রক্ষার জন্য একটি কুলকে, দেশ রক্ষার জন্য একটি গ্রামকে এবং নিজেকে রক্ষার জন্য সমস্ত পৃথিবীকেই পরিত্যাগ করা উচিত। সুতরাং আপনারাও দুর্যোধনকে বন্দী করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নিন। তাতে এইভাবে ক্ষত্রিয়কুলের নাশ হবে না।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন—'ভ্রাতা ! তুমি পরম বুদ্ধিমতী গান্ধারীর কাছে গিয়ে তাঁকে এখানে ডেকে আনো। আমি তাঁর সঙ্গে দুরাত্মা দুর্যোধনকে বোঝাবো।' মহাত্মা বিদুর গিয়ে দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে সভাকক্ষে নিয়ে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে

বললেন—'গান্ধারী ! তোমার দুষ্ট পুত্র আমার কথা শুনতে চায় না। সে অসৎ ব্যক্তির ন্যায় সমস্ত শিষ্টাচার পরিত্যাগ করেছে। হিতৈষীদের কথা না শুনে তার পাপী, দুষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে সে সভাকক্ষ ত্যাগ করেছে।'

পতির কথা শুনে যশস্বিনী গান্ধারী বললেন—'রাজন্ ! আপনি পুত্রের মোহে আবদ্ধ হয়ে আছেন এর জন্য আপনিই দায়ী। দুর্যোধন অত্যন্ত পাপী জেনেও আপনি তাকে সায় দিচ্ছেন। কাম, ক্রোধ ও লোভের কবলে দুর্যোধন পড়ে রয়েছে। এখন বল প্রয়োগ করেও আপনি তাকে সেই পথ থেকে সরাতে পারবেন না। আপনি কিছু না জেনে বুঝেই আপনার এই মূর্খ, দুরাত্মা, কুসঙ্গী, লোভী পুত্রকে রাজ্যের ভার অর্পণ করেছেন। এখন তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে। আপনার ঘরে যে বিরোধ রয়েছে, তা কেন উপেক্ষা করছেন ? এই ভাবে আত্মীয়ের মধ্যে বিরোধিতা থাকলে, শত্রুরাও মজা পাবে। যদি সাম বা ভেদের সাহায্যে বিপদ দূর করা যায়, তাহলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বজনের জন্য দণ্ড প্রয়োগে ইতস্তত করেন না।'

তারপর রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর কথায় মহাত্মা বিদুর পুনরায় দুর্যোধনকে সভায় ডেকে আনলেন। দুর্যোধনের চোখ রাগে রক্তবর্ণ হয়েছিল এবং তিনি সাপের মতো ফুঁসছিলেন। মাতা ডেকেছেন কেন—তা শোনার জন্য তিনি রাজসভাতে এলেন। মাতা গান্ধারী দুর্যোধনকে তিরস্কার করে সন্ধি করার জন্য বললেন—'পুত্র দুর্যোধন ! আমার কথা শোন। এতে তোমার এবং তোমার সন্তানের মঙ্গল হবে এবং ভবিষ্যতে তোমার সুখ হবে। তোমার পিতা, আমার, দ্রোণাচার্য প্রমুখ সকলেরই তোমার দ্বারা অনেক সেবা প্রাপ্ত হবে। পুত্র ! রাজ্য লাভ করা, তা রক্ষা করা এবং ভোগ করা—তোমার কর্ম নয়। যিনি জিতেন্দ্রিয় হন, তিনিই রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম। কাম ও ক্রোধ মানুষকে অর্থচ্যুত করে দেয়। উন্মত্ত ঘোড়া যেমন পথেই মূর্খ সারথিকে বধ করে, তেমনই ইন্দ্রিয়কে বশে না রাখলে, মানুষ তাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে নিজ মনকে জিতে নেয় সে নিজের শত্রু ও মন্ত্রীকেও জিতে নেয়। তেমনই যে ইন্দ্রিয়কে বশে রাখে, মন্ত্রীদের ওপর যার অধিকার থাকে, অপরাধীদের যে শাস্তি দেয় এবং সব কাজ ভালো করে ভেবে করে, লক্ষ্মী চিরকাল তার কাছে বাঁধা থাকেন। পুত্র ! ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে কেউ হারাতে পারে না। সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও,তিনি প্রসন্ন থাকলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। যুদ্ধে কোনো কল্যাণ নেই। তাতে ধর্ম বা অর্থ নেই, সুখ কী করে হবে ? যুদ্ধে যে বিজয় হবেই—একথাও বলা যায় না ; অতএব যুদ্ধ করতে চেয়ো না। তুমি যদি রাজ্য ভোগ করতে চাও তাহলে ন্যায়োচিত ভাগ দিয়ে

দাও। ওদের যে তেরো বছর বনবাসে থাকতে হল, সে-ও খুবই অন্যায় হয়েছে। এবার সন্ধি করে ভুল সংশোধন করো। তুমি যে পাণ্ডবদের ভাগ দখল করতে চাও, তোমার সে শক্তি নেই, কর্ণ বা দুঃশাসনও তা পারবে না। তোমার যে মনে হচ্ছে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ মহারথীগণ পূর্ণ শক্তিতে তোমার পক্ষে যুদ্ধ করবেন—তা কখনো সম্ভব নয়। কারণ এঁদের দৃষ্টিতে তোমাদের এবং পাণ্ডবদের স্থান সমান। এই রাজ্যে অন্নগ্রহণ করার জন্য তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যুধিষ্ঠিরের দিকে বাঁকা চোখে তাকাবেন না। পুত্র ! জগতে লোভের দ্বারা কোনো সম্পত্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং তুমি লোভ পরিত্যাগ করে, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও।'

—o—

## দুর্যোধনের কুমন্ত্রণা, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন এবং কৌরব সভা থেকে প্রস্থান

বৈশম্পায়ন বললেন—মাতার এই নীতিযুক্ত কথা দুর্যোধন কানেই তুললেন না, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রীদের কাছে চলে এলেন। তারপর দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসন—চারজনে মিলে পরামর্শ করলেন, 'দেখো এই কৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মের সঙ্গে মিলে আমাদের বন্দী করতে চান ; অতএব আমরাই ওকে আগে বলপ্রয়োগ করে বন্দী করে ফেলি। কৃষ্ণ বন্দী হয়েছে শুনেই পাণ্ডবদের সমস্ত উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আর ওরা

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।'

সাত্যকি ইশারার দ্বারাই অপরের মনের কথা জেনে ফেলতেন। তিনি শীঘ্রই তাদের মনোভাব বুঝে গেলেন এবং সভার বাইরে এসে কৃতবর্মাকে বললেন—'সত্বর সেনা সমাবেশ করো, আর যতক্ষণ আমি এই কুমন্ত্রণার কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানাচ্ছি, তুমি কবচ ধারণ করে সভাভবনের দ্বারে অবস্থান করো।' তারপর তিনি সভায় প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণকে এই কুচক্রের কথা জানালেন। তারপর তিনি হেসে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে বলতে লাগলেন—'সদ্ব্যক্তির দৃষ্টিতে দূতকে বন্দী করা ধর্ম, অর্থ ও কামের বিরুদ্ধ, কিন্তু মূর্খ তাই করার কথা ভাবছে। তার মনোবাসনা কখনো পূর্ণ হবে না। সে বড়ই ক্ষুদ্রচিত্ত, সে জানে না কৃষ্ণকে বন্দী করা বালকের আগুন দিয়ে কাপড় ধরার মতো বিপজ্জনক।'

সাত্যকির কথা শুনে দূরদর্শী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন —'রাজন্ ! মনে হচ্ছে আপনার সকল পুত্রকেই মৃত্যু ঘিরে ধরেছে ; তাই তারা না করার যোগ্য এবং অপযশ প্রাপ্তি করার মতো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। দেখুন, এরা একসঙ্গে মিলে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করে এখন বলপ্রয়োগে বন্দী করার কথা ভাবছে। কিন্তু এরা জানে না আগুনের কাছে গেলে যেমন পতঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেই ওদের সাধ মিটবে।'

তখন শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—'রাজন্ ! এরা যদি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বন্দী করার সাহস করে, তাহলে আপনি অনুমতি করুন আর দেখুন ওরা আমাকে বন্দী করে, না আমি ওদের বেঁধে রাখি ! আমি যদি এখন ওকে এবং ওর অনুচরদের বেঁধে পাণ্ডবদের কাছে সমর্পণ করি, তাহলে তা নিশ্চয়ই অন্যায় কাজ হবে না ! রাজন্ ! আমি আপনার সব

পুত্রদেরই অনুমতি দিচ্ছি ; ওরা যেন দুর্যোধনের ইচ্ছামত কাজ করার সাহস দেখায় !'

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তখন বিদুরকে বললেন— 'তুমি শীঘ্র গিয়ে পাপী দুর্যোধনকে এইখানে নিয়ে এসো, আশা করি এবার আমি তাকে ঠিক পথে আনতে পারব।' বিদুর তখনই দুর্যোধন আসতে না চাইলেও তাকে সভায় ফিরিয়ে আনলেন, তাঁর সঙ্গীসাথী এবং ভাইরাও সঙ্গে এলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বললেন—'কুটিল দুর্যোধন ! তুমি তোমার পাপী সঙ্গীদের নিয়ে পাপকর্ম করতে একেবারে নীচে নেমে গেছ ? মনে রেখো, তোমার মতো মূঢ় এবং কুলকলঙ্ককারী ব্যক্তি যা কিছু করতে চায়, তা কখনো পূর্ণ হয় না ; এতে সদ্ব্যক্তিরা তোমার নিন্দা করবে। তুমি নাকি তোমার পাপী সঙ্গীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করে রাখতে চাও ? এঁকে তো ইন্দ্রসহ কোনো দেবতাই পরাস্ত করতে পারেননি। তোমার এই দুঃসাহস এমনই যেন কোনো শিশুর চাঁদ ধরতে চাওয়া। মনে হচ্ছে শ্রীকেশবের প্রভাব সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। আরে, হাওয়াকে যেমন হাত দিয়ে ধরা যায় না, পৃথিবীকে মাথার ওপর তোলা যায় না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণকে কেউ বলপ্রয়োগ করে বাঁধতে পারে না।'

তারপর মহাত্মা বিদুর বললেন—দুর্যোধন ! তুমি আমার কথা শোন। শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করার কথা নরকাসুরও ভেবেছিল ; কিন্তু সমস্ত দানবদের সঙ্গে নিয়েও সে তা করতে পারেনি। তুমি কী করে নিজের বলবুদ্ধির সাহায্যে এঁকে ধরবার সাহস করছ ? ইনি বাল্যাবস্থাতেই পূতনা ও বকাসুরকে বধ করেছেন, গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেছিলেন। অরিষ্টাসুর, ধেনুকাসুর, চাণূর, কেশী এবং কংসকে ধূলিসাৎ করেছেন। তাছাড়াও তিনি জরাসন্ধ, দন্তবক্ত্র, শিশুপাল, বাণাসুর এবং আরও অনেক রাজাকে পরাস্ত করেছেন। সাক্ষাৎ বরুণ, অগ্নি এবং ইন্দ্রও তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। ইনি তাঁর অন্যান্য অবতাররূপে মধু-কৈটভ এবং হয়গ্রীব ইত্যাদি নানা দৈত্যকে বিনাশ করেছেন। ইনি সমস্ত প্রবৃত্তির প্রেরক, কিন্তু নিজে কারো প্রেরণায় কোনো কাজ করেন না। ইনিই সব পুরুষার্থের কারণ। ইনি সব কাজই অনায়াসে করতে সক্ষম। তুমি এঁর প্রভাব জানো না। তুমি যদি এঁকে অপমান করার সাহস করো, তাহলে তেমারও তেমনই দশা হবে, কোনো চিহ্ন থাকবে না, যেমন আগুনে পড়ে পতঙ্গের চিহ্নও নষ্ট হয়ে যায়।

বিদুরের বক্তব্য শেষ হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'দুর্যোধন ! তুমি যে অজ্ঞানতাবশত মনে করছ যে আমি একা, আমাকে বলপ্রয়োগে বন্দী করবে, তাহলে স্মরণে রেখো যে সমস্ত পাণ্ডব এবং বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় যাদবও এখানে আছেন। শুধু তাই নয়, আদিত্য, রুদ্র, বসু এবং সকল মহর্ষিগণও এখানে উপস্থিত রয়েছেন।' এই কথা বলে শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ অট্টহাস্য করলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর

সর্ব অঙ্গে বিদ্যুতের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সব দেবতাকে দেখা গেল। তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থলে রুদ্র, হাত দুটিতে লোকপাল এবং মুখে অগ্নিদেবকে দেখা গেল। আদিত্য, সাধ্য, বসু, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র-সহ মরুদ্গণ, বিশ্বদেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস—এ সবই তাঁর দেহে অভিন্ন হয়ে রয়েছেন। তাঁর দুই হাতে বলভদ্র এবং অর্জুন প্রকটিত হলেন। ধনুর্ধারী অর্জুন তাঁর দক্ষিণ হাতে এবং হলধর বলরাম তাঁর বাম হাতে বিরাজমান ছিলেন। ভীম, যুধিষ্ঠির এবং নকুল-সহদেব তাঁর পৃষ্ঠভাগে ছিলেন আর প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশীয় যাদবগণ অস্ত্র-শস্ত্র সহ তাঁর সম্মুখে ছিলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণের বহু বাহু দৃষ্টিগোচর হল, সেই বাহুগুলিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, ধনুক, হল এবং খড়্গ ধরা ছিল। তাঁর চক্ষু, নাসিকা এবং

কর্ণরন্ধ্রে ভীষণ আগুনের শিখা এবং রোমকূপ থেকে সূর্যের কিরণের মতো জ্যোতি দেখা যাচ্ছিল।

শ্রীকৃষ্ণের সেই ভয়ংকর রূপ দেখে সমস্ত রাজা ভীত হয়ে চোখ বন্ধ করলেন। শুধু দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় এবং ঋষিগণই তা দর্শন করতে সক্ষম হলেন। কারণ ভগবান তাঁদের দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। সভাগৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত কাজ দেখে দেবতারা দুন্দুভি বাজাতে লাগালেন এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'কমলনয়ন ! সমস্ত জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী আপনি, আপনি আমাদের কৃপা করুন। আমার প্রার্থনা, আপনি এখন আমাকে দিব্যদৃষ্টি দিন ; আমি শুধু আপনাকেই দর্শন করতে চাই, আর কাউকে দেখার আমার বাসনা নেই।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'কুরুনন্দন, অদৃশ্যরূপে আপনার দুটি নেত্র হোক।' সভায় উপস্থিত রাজা ও ঋষিগণ যখন দেখলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র চক্ষুষ্মান হয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন। তখন পৃথিবী টলমল করে উঠল, সমুদ্র উত্তাল হল এবং রাজারা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর ভগবান তাঁর দিব্য, চিত্র-বিচিত্র অদ্ভুত রূপ সংবরণ করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ ঋষিদের অনুমতি নিয়ে সাত্যকি ও কৃতবর্মাকে সঙ্গে নিয়ে সভাভবন ত্যাগ করলেন। তিনি প্রস্থান করতেই নারদ ও অন্য ঋষিগণ অন্তর্ধান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে যেতে দেখে রাজাদের সঙ্গে সমস্ত কৌরবও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন না। দারুক তাঁর রথ নিয়ে উপস্থিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তাতে উঠলেন, মহারথী কৃতবর্মাও তাতে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন যাত্রা শুরু করছেন তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন—'জনার্দন ! পুত্রের ওপর আমার অধিকার কতটুকু কাজ করে—তা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। আমি চাই কোনোভাবে কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে মিল হয়ে যাক, তার জন্য চেষ্টাও করেছি। আপনি এখন আমাকে কোনো সন্দেহ করবেন না।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, বিদুর, কৃপাচার্য এবং বাহ্লীককে বললেন—'এখন কৌরব সভায় যা কিছু হয়েছে তা সবই আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন কীভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন তাও আপনাদের সামনেই ঘটেছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই ব্যাপারে কিছু করতে অক্ষম বলে জানাচ্ছেন। সুতরাং আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে এবার রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে যাচ্ছি।' শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে যাত্রা শুরু করলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং যুযুৎসু প্রমুখ কৌরব বীর কিছুদূর পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকে তাঁর পিসিমা কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

---

## কুন্তীর বিদুলার কথা বলে পাণ্ডবদের সংবাদ প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের সেখান হতে বিদায় গ্রহণ করে পাণ্ডবদের কাছে আসা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! ভগবান কৃষ্ণ কুন্তীর কাছে গিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করলেন এবং কৌরব সভার বিবরণ সংক্ষেপে জানালেন। তিনি বললেন—'পিসিমা ! আমি এবং ঋষিগণ নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু দুর্যোধন কোনো কথাই শোনেনি। আমি এখন আপনার কাছে বিদায় চাইছি, কারণ আমাকে শীঘ্রই পাণ্ডবদের কাছে যেতে হবে। বলুন, ওদের কাছে আপনার কথা কী বলব ?'

কুন্তী বললেন—'কেশব ! আমার হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলবে তোমার ধর্ম পৃথিবী পালন করা, একাজে বড়ই ক্ষতি হচ্ছে। পুত্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর হস্ত থেকে ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তাদের বাহুবলেই জীবিকা-নির্বাহ করতে হবে। পূর্বকালে কুবের রাজা মুচকুন্দকে সমগ্র পৃথিবী অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু মুচকুন্দ তা স্বীকার করেননি। তিনি যখন নিজ বাহুবলে রাজ্য লাভ করেন, তখন ক্ষাত্রধর্মের আশ্রয় নিয়ে তিনি যথাবৎ পৃথিবী পালন করেন। রাজা দ্বারা সুরক্ষিত থেকে প্রজা যে ধর্মকর্ম করে, তার চতুর্থাংশ রাজা প্রাপ্ত হন। রাজা ধর্মাচরণ করলে দেবলোক প্রাপ্ত হন, অধর্ম করলে নরক গমন হয়। তিনি যদি দণ্ডনীতি ঠিকমতো প্রয়োগ করেন, তাহলে চার বর্ণের লোক অধর্ম করতে বাধা পেয়ে ধর্মে প্রবৃত্ত হয়। বাস্তবে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—

এই চার যুগের কারণ হলেন রাজন্যবর্গ। এখন তুমি যে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছ তা তোমার পিতা পাণ্ডু, আমি অথবা তোমার পিতামহ কখনো চাইনি। আমি সর্বদা তোমার যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শৌর্য, প্রজ্ঞা, সন্তানোৎপত্তি, মহত্ত্ব, বল এবং তেজস্বীতারই কামনা করেছি। ধর্মাত্মা ব্যক্তির কর্তব্য হল যে রাজ্যলাভ করে কাউকে দানের দ্বারা, কাউকে বলের সাহায্যে এবং কাউকে মিষ্ট ভাষায় বশীভূত করা। ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে, ক্ষত্রিয় প্রজাপালন করে, বৈশ্য ধনসংগ্রহ করে এবং শূদ্র এদের সকলের সেবা করে। তোমার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ এবং কৃষিকাজও উচিত নয়। তুমি ক্ষত্রিয়, প্রজাদের রক্ষক ; বাহুবলই তোমার জীবন-সাধন। মহাবাহো ! তোমার যে পৈতৃক অংশ শত্রুরা দখল করেছে, সাম-দান-দণ্ড-ভেদ বা নীতির সাহায্যে তোমার সেটি উদ্ধার করা উচিত। এর থেকে দুঃখের আর কী হতে পারে যে তোমার ন্যায় পুত্র থাকতেও আমাকে অন্যের গৃহে থাকতে হয়। সুতরাং ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে তুমি যুদ্ধ করো।

'কৃষ্ণ ! এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাচ্ছি। এতে বিদুলা এবং তাঁর পুত্রের সংবাদ বলা হয়েছে। বিদুলা ক্ষত্রিয়াণী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত যশস্বিনী, তেজস্বিনী, সংযমী, দীর্ঘদর্শিনী এবং কুলীন বংশীয়া নারী ছিলেন। রাজসভায় তাঁর খুব খ্যাতি ছিল, তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল অগাধ। একবার তাঁর পুত্র সিন্ধুরাজার কাছে পরাস্ত হয়ে অত্যন্ত দীন হয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর পুত্রকে তিরস্কার করে বললেন— আরে, অপ্রিয়দর্শী ! তুমি আমার পুত্র নও। তুমি শত্রুর আনন্দবর্ধনকারী, তোমার মধ্যে একটুও আত্মাভিমান নেই। তাই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তুমি ধর্তব্য নও। তোমার বুদ্ধি এবং অবয়বও নপুংসকের ন্যায়। প্রাণ থাকতেও তুমি নিরাশ হয়ে রয়েছ। যদি নিজের কল্যাণ চাও, তাহলে যুদ্ধের প্রস্তুতি করো, আত্মার অনাদর কোরো না এবং মনকে সুস্থ করে ভীতি ত্যাগ করো। কাপুরুষ ! উঠে দাঁড়াও, হার স্বীকার করে নিস্তেজ হয়ে থেকো না। এইভাবে নিজের মান বিসর্জন দিয়ে কেন শত্রুদের আনন্দ প্রদান করছ ! এতে তোমার সুহৃদদের দুঃখ বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণ গেলেও পরাক্রম ছাড়া উচিত নয়। বাজপাখি যেমন নিঃশঙ্ক হয়ে আকাশে ওড়ে, তুমিও তেমনই নির্ভয় হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে

বিচরণ করো। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বাজপড়া মৃত মানুষ। তুমি শুধু উঠে দাঁড়াও ; শত্রুর কাছে হেরে গিয়ে পড়ে থেকো না। তুমি সাম, দান ও ভেদরূপ মধ্যম, অধম ও নীচ উপায়ের আশ্রয় নিয়ো না। দণ্ডই সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই আশ্রয় নিয়েই শত্রুর সামনে রুখে দাঁড়াও। বীরপুরুষরা রণভূমিতে গিয়ে উচ্চ কোটির মনুষ্যোচিত পরাক্রম দেখিয়ে নিজ ধর্ম থেকে ঋণ পরিশোধ করে। বিদ্বান ব্যক্তি ফল পাওয়া যাক বা না যাক তার জন্য চিন্তা করে না, সে নিরন্তর পুরুষার্থ সাধ্য কর্ম করতে থাকে। তার নিজের জন্য অর্থের আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। তুমি হয় নিজ পুরুষার্থ বৃদ্ধি করে জয় লাভ করো, নচেৎ বীরগতি প্রাপ্ত হও। ধর্মকে পিঠ দেখিয়ে এইভাবে কেন বেঁচে আছ ? আরে নপুংসক ! এইভাবে সমস্ত কর্ম এবং সুখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তোমার যে রাজ্য ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেছে ; তোমার কীসের জন্য বেঁচে থাকা ?'

দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা, ধনসংগ্রহের প্রসঙ্গ হলে যে ব্যক্তির সুনাম করা হয় না, সে তার মাতার বিষ্ঠা স্বরূপ। সত্যকার ব্যক্তি তাঁকেই বলা হয় যিনি তাঁর বিদ্যা, তপ, ঐশ্বর্য এবং পরাক্রমে সকলকে স্তব্ধ করে রাখেন। তোমার ভিক্ষাবৃত্তি করা উচিত নয়, তা অকীর্তিকর, দুঃখদায়ক এবং

কাপুরুষের কাজ। সঞ্জয় ! মনে হয় পুত্ররূপে আমি কলিযুগকে জন্ম দিয়েছি। তোমার মধ্যে একটুও স্বাভিমান, উৎসাহ বা পুরুষার্থ নেই। কোনো নারীই যেন এরূপ কুপুত্রের জন্ম না দেয়। যে ব্যক্তি নিজের হৃদয় লোহার মতো দৃঢ় করে রাজ্য ও ধনাদি সংগ্রহ করে এবং শত্রুর সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, তাকেই পুরুষ বলা হয়। যে ব্যক্তি নারীর মতো কোনোপ্রকারে জীবিকা-নির্বাহ করে, তাকে 'পুরুষ' বলা বৃথা। যদি শূরবীর, তেজস্বী, বলীয়ান এবং সিংহের ন্যায় পরাক্রমী রাজা বীরগতি প্রাপ্ত হন, তাহলেও তাঁর রাজ্যের প্রজারা প্রসন্ন হয়। সকল প্রাণীর খাদ্যই যেমন মেঘ থেকে হয়, তেমনই ব্রাহ্মণ এবং তোমার আত্মীয়-স্বজনের জীবিকা তোমার ওপরই নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

'যাও, কোনো পার্বত্য কেল্লাতে গিয়ে বাস করো এবং শত্রুদের বিপদ আসার প্রতীক্ষা করো। মানুষ তো অজর-অমর নয়। পুত্র ! তোমার নাম সঞ্জয়, কিন্তু তোমার মধ্যে তেমন কোনো গুণ দেখতে পাচ্ছি না, তুমি যুদ্ধে জয় লাভ করে নিজ নাম সার্থক করো। তুমি যখন শিশু ছিলে তখন এক বুদ্ধিমান ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ তোমাকে দেখে বলেছিলেন যে 'এই বালক এক বার ভীষণ বিপদে পড়ে তারপর উন্নতি করবে।' সেই কথা স্মরণ করে আমার তোমার বিজয় সম্পর্কে পূর্ণ আশা আছে, তাই তোমাকে এইসব বলছি। শম্বর মুনির বক্তব্য ছিল—যেখানে আজ আহার নেই, কালকের জন্যও কোনো ব্যবস্থা নেই—এরূপ চিন্তা থাকে, তার চেয়ে খারাপ অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। তুমি যখন দেখবে তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় না থাকলে কাজ করার দাস, সেবক, আচার্য, ঋত্বিক, পুরোহিত সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে, তখন তোমার বেঁচে থাকার আর কী দরকার ? আগে কখনো আমি এবং আমার পতি কোনো ব্রাহ্মণকে 'না' বলতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হত। আমরা সর্বদা অপরকে আশ্রয় প্রদান করেছি, অন্যের নির্দেশ শোনার অভ্যাস আমার নেই। আমাকে যদি অন্যের আশ্রয়ে জীবন কাটাতে হয়, তাহলে আমি প্রাণত্যাগ করব। তোমার যদি জীবনের মায়া না থাকে তাহলে তোমার সব শত্রুই পরাস্ত হবে। তুমি যুবক এবং বিদ্যা, কুল ও রূপে সম্পন্ন। তোমার মতো যশস্বী এবং জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যদি এরূপ বিপরীত আচরণ করে এবং নিজ কর্তব্য পালন না করে, তাহলে আমি তাকে মৃত্যু বলেই মনে করি। আমি যদি তোমাকে শত্রুদের সঙ্গে মিষ্টবাক্য বলতে শুনি এবং তাদের অনুসরণ করতে দেখি, তাহলে আমার হৃদয় কী করে শান্তি পাবে ? এই কুলে এমন কেউ জন্মায়নি যে তার শত্রুর পিছনে পিছনে ঘোরে। শত্রুর সেবক হয়ে বেঁচে থাকা তোমার কখনোই উচিত নয়। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম নিয়েছে এবং যার ক্ষাত্রধর্মের জ্ঞান থাকে, সে কখনো ভয়ে বা জীবিকা নির্বাহের জন্য কারোও কাছে নত হবে না। সেই মহান বীর মত্ত হাতির ন্যায় রণভূমিতে বিচরণ করে এবং ধর্মরক্ষার নিমিত্ত শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের কাছেই নত হয়।'

পুত্র বলতে লাগলেন—'মাতা ! তুমি বীরদের ন্যায় বুদ্ধিশালী, কিন্তু বড় নিষ্ঠুর এবং ক্রোধী। তোমার হৃদয় যেন লৌহ-নির্মিত। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম অত্যন্ত কঠিন, যার জন্য তুমি আমাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করছ। আমি তোমার একমাত্র পুত্র, তাও তুমি আমাকে এমনভাবে বলছ ? আমাকে যদি তুমি দেখতে না পাও, তাহলে এই পৃথিবী, অলংকার, ভোগ-বিলাস ভরা জীবনে তুমি কী সুখ পাবে ? তোমার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র আমি তো সংগ্রামে নিহত হব।'

মাতা বললেন—'সঞ্জয় ! বুদ্ধিমানরা ধর্ম ও অর্থকে লক্ষ্য রেখেই উপযুক্ত ব্যবস্থা করে থাকেন। সেইজন্যই আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করছি। এখন তোমার কাজ করে দেখানোর সময় এসেছে। এইসময় যদি তোমার পরাক্রম না দেখাও এবং নিজ শরীর ও শত্রুর ওপর শক্ত না হও তাহলে তোমার অত্যন্ত অসম্মান হবে। যখন অসম্মান তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তখন আমি যদি তোমাকে কিছু না বলি, তাহলে লোকে আমার অপযশ করবে। সুতরাং তুমি এই নিন্দিত এবং মূর্খসেবিত পথ পরিত্যাগ করো। প্রজারা যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সে তো বড়ই অজ্ঞান। আমার তখনই তোমাকে প্রিয় বলে মনে হবে, যখন তোমার আচরণ সৎ ব্যক্তির ন্যায় হবে। যে ব্যক্তি অবিনয়ী, শত্রুকে আক্রমণ করতে ভয় পায়, দুষ্ট এবং দুর্বুদ্ধিশালী পুত্র- পৌত্র পেয়েও নিজেকে সুখী বলে মনে করে, তার সন্তান লাভ ব্যর্থ। যে নিজ কর্তব্যকর্ম করে না, অপর দিকে নিন্দনীয় আচরণ করে সেই অধম ব্যক্তি ইহলোকেও সুখ পায় না, পরলোকেও নয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ এবং বিজয়প্রাপ্ত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যুদ্ধে বিজয় অথবা মৃত্যুপ্রাপ্ত হলে ক্ষত্রিয়

ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত করে। শত্রুকে বশীভূত করে ক্ষত্রিয় যে সুখ অনুভব করে, তা ইন্দ্রভবন বা স্বর্গেও পাওয়া যায় না।'

পুত্র বললেন—'মাতা ! সে কথা ঠিক, কিন্তু তোমার নিজপুত্রকে এমনভাবে বলা উচিত নয়। পুত্রের প্রতি তোমার দয়াদৃষ্টি রাখা উচিত।'

মাতা বললেন—'পুত্র ! তুমি যেমন আমাকে আমার কর্তব্য জানাচ্ছ, তেমনই আমি তোমাকে তোমার কর্তব্য জানাচ্ছি। যখন তুমি সিন্ধুদেশের সমস্ত যোদ্ধাদের বধ করবে, তখন আমি তোমার প্রশংসা করব। আমি তোমার বীরত্বে প্রাপ্ত বিজয়লাভই দেখতে চাই।'

পুত্র বললেন—'মাতা ! আমার অর্থও নেই, আর কোনো সাহায্যকারীও নেই ; তাহলে আমি কী করে বিজয়লাভ করব ? এই ভয়ানক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আমি নিজেই রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করেছি, যেমন পাপী ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করে। যদি এই পরিস্থিতিতে তুমি কোনো উপায় দেখতে পাও তবে আমাকে বলো ; তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।'

মাতা বললেন—'পুত্র ! যদি প্রথমেই তোমার কাছে অর্থ না থাকে, তার জন্য দুঃখ কোরো না। ধনসম্পত্তি আগে না হয়ে পরে হয় এবং পরে হয়েও আবার নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং জেদের বশে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা কোরো না। বুদ্ধিমান পুরুষদের ধর্মানুসারে অর্থ উপার্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। কর্মফলের সঙ্গে সর্বদা অনিত্যতা লেগে থাকে। কখনো তার ফল পাওয়া যায়, কখনো পাওয়া যায় না। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কর্ম করেই যান। যে কর্ম করে না, সে তো কখনোই ফল পায় না। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের স্থির বিশ্বাস নিয়ে যে 'আমার অভীষ্ট কর্ম সফল হবেই' বলে অগ্রসর হওয়া উচিত, সাবধানে, ঐশ্বর্য প্রাপ্তির কাজে লেগে থাকা উচিত। কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় পুরুষের মাঙ্গলিক কর্ম করা উচিত। ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের পূজা করা উচিত, এই কাজ করলে রাজার উন্নতি হয়। যারা লোভী, শত্রু দ্বারা অবদমিত এবং অপমানিত, তাকে ঈর্ষা করে—তাদের তুমি নিজের পক্ষে আন। তাতে তুমি অনেক শত্রুনাশ করতে পারবে। তাদের বেতন দাও, প্রভাতে উঠে সকলের সঙ্গে প্রিয় কথা বলো। তাতে তারা অবশ্যই তোমার প্রিয় কাজ করবে। শত্রু যখন জেনে যায় যে আমার প্রতিপক্ষ প্রাণপণে যুদ্ধ করবে, তখন তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে।'

কোনো বিপদ এলে রাজার ভয় পাওয়া উচিত নয়। ভয় পেলেও তা প্রকাশ করা উচিত নয়। রাজাকে ভীত দেখলে প্রজা, সেনা, মন্ত্রী সকলেই ভয় পেয়ে তাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করবে। এদের মধ্যে কেউ শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, কেউ দূরে সরে যাবে আবার অন্য কেউ, যে আগে অপমানিত হয়েছিল, রাজ্য দখল করার চেষ্টা করবে। সেইসময় শুধু প্রকৃত বন্ধুরাই সঙ্গে থাকে ; কিন্তু হিতৈষী হলেও শক্তিহীন হওয়ায় এরাও কিছুই করতে পারে না।

আমি তোমার পুরুষার্থ ও বুদ্ধিবল জানাতে এবং তোমার উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য এই আশ্বাস দিয়েছি। তোমার যদি মনে হয় যে আমি ঠিক কথাই বলেছি, তাহলে মনকে স্থির করে বিজয়লাভের জন্য উঠে দাঁড়াও। আমার কাছে বহু ধন-সম্পদ আছে, যা আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি তোমাকে সেগুলি সমর্পণ করছি। সঞ্জয় ! এখন তোমার অনেক সুহৃদ আছে, যারা সুখ-দুঃখ সহনকারী এবং যুদ্ধে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না।'

রাজা সঞ্জয় ছিলেন অত্যন্ত হীন প্রকৃতির মানুষ । কিন্তু মায়ের কথা শুনে তাঁর মোহ নষ্ট হয়ে গেল। তিনি মাকে বললেন—'আমার এই রাজ্য শত্রুরূপ জলে নিমজ্জিত ; এবার আমাকে তা উদ্ধার করতে হবে, নাহলে আমি রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করব। আমি কত সৌভাগ্যবান যে তোমার মতো মা আমি লাভ করেছি। আমার আর কীসের চিন্তা ? আমি সবসময় তোমার উপদেশ শুনতে চাই তাই কথার মাঝে চুপ করে থাকি। তোমার অমৃতসম বাক্য শোনা খুবই ভাগ্যের কথা। এবার আমি শত্রু দমন করে জয়লাভ করার জন্য প্রস্তুত। শত্রু জয়ই আমার তৃপ্তি এনে দেবে।'

কুন্তী বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! মাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো মাতার আজ্ঞানুসারে সঞ্জয় সব কাজ করলেন। এই কাহিনী অত্যন্ত উৎসাহবর্ধক এবং তেজবৃদ্ধিকারী। কোনো রাজা যখন শত্রু পীড়িত হয়ে কষ্টে পড়বে, তখন তার মন্ত্রী যেন এই প্রসঙ্গ তাকে শোনায়। এই কাহিনী শুনলে গর্ভবতী নারী বীর পুত্র উৎপন্ন করে। যদি কোনো ক্ষত্রিয় নারী এটি শোনেন তাহলে তাঁর গর্ভে বিদ্যাশূর, তপঃশূর, দানশূর, তেজস্বী, বলবান, ধৈর্যবান, অজেয়, বিজয়ী, দুষ্টদমনকারী, সাধুদের রক্ষক, ধর্মাত্মা এবং শূরবীর পুত্র উৎপন্ন হয়।'

'কেশব ! তুমি অর্জুনকে জানিও যে 'তোমার জন্মের সময় আমি আকাশবাণী শুনেছিলাম যে এই পুত্র ইন্দ্রের সমান হবে। ভীমকে সঙ্গে নিয়ে সে যুদ্ধস্থলে সমস্ত

কৌরবদের পরাস্ত করবে, শত্রুসৈন্যকে ভীত করে তুলবে। সমস্ত পৃথিবীকে নিজেদের অধীন করবে এবং স্বর্গলোক পর্যন্ত এই যশ ছড়িয়ে পড়বে। শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত কৌরবকে যুদ্ধে পরাজিত করে অর্জুন নিজ হারানো পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করবে এবং পঞ্চভ্রাতা মিলে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে। কৃষ্ণ ! আমার মনের ইচ্ছাও তাই যে দৈববাণীতে আমি যেমন শুনেছি, তেমনই যেন হয় ; যদি ধর্ম সত্য হয়, তাহলে তেমনই হবে। তুমি অর্জুন ও ভীমকে বলবে, 'ক্ষত্রিয়াণী যে জন্য সন্তানের জন্ম দেয়, তার উপযুক্ত সময় এসেছে। দ্রৌপদীকে বলবে 'তুমি উচ্চবংশে উৎপন্ন হয়েছ, তুমি যে আমার সব পুত্রের সঙ্গে ধর্ম অনুযায়ী ব্যবহার করেছ—তা তোমারই যোগ্য কাজ।' নকুল ও সহদেবকে বলবে যে 'তোমরা প্রাণপণে পূর্ণ শৌর্য প্রদর্শন করে ভোগাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো।'

'কৃষ্ণ ! রাজ্য হারানোতে অথবা কপট পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে পুত্ররা বনবাসে যাওয়াতে আমার তত দুঃখ হয়নি ; কিন্তু আমার যুবতী পুত্রবধূ সভায় ক্রন্দন করতে করতে দুর্যোধনের যে কুব্যবহার সহ্য করেছে, তাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ভীম ও অর্জুনের পক্ষে এটি অত্যন্ত অপমানজনক ঘটনা ! তুমি ওদের একথা স্মরণ করিয়ে দেবে। দ্রৌপদী, পাণ্ডব এবং তাদের পুত্রদের আমার হয়ে কুশল সংবাদ এবং আশীর্বাদ জানিয়ো। এবার তুমি অগ্রসর হও, আমার পুত্রদের সহায় থেকো। তোমার যাত্রা যেন নির্বিঘ্ন হয়।'

বৈশম্পায়ন বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর পিসিমা কুন্তীকে প্রণাম করলেন এবং প্রদক্ষিণ করে বাইরে এলেন। বাইরে ভীষ্ম প্রমুখ প্রধান কৌরবদের বিদায় করে এবং কর্ণকে রথে তুলে দিয়ে সাত্যকির সঙ্গে রওনা হলেন। ভগবান চলে গেলে কৌরবরা নিজেদের মধ্যে নানা অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক কথা বলতে লাগলেন। নগরের বাইরে এসে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে কয়েকটি গোপনীয় কথা বললেন। তারপর কর্ণের কাছে বিদায় নিয়ে রথ চালিয়ে দিলেন। তিনি এতো শীঘ্র রথ চালালেন যে অতি অল্প সময়েই উপপ্লব্য এসে পৌঁছে গেলেন।

---

## দুর্যোধনের সঙ্গে ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের আলোচনা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও কর্ণের গুপ্ত পরামর্শ

বৈশম্পায়ন বললেন—কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পুত্রদের যে আদেশ পাঠিয়েছেন,তা শুনে মহারথী ভীষ্ম এবং দ্রোণ রাজা দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্ ! কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে যে অর্থ আর ধর্মের অনুকূল কথা বলেছেন তা অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ এবং মর্মদায়ক, তা কি তুমি শুনেছ ? এবার পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাই করবে। তারা নিজ রাজ্য না নিয়ে ছাড়বে না। সুতরাং তুমি তোমার মা-বাবা এবং হিতৈষীদের কথা জেনে নাও। এখন সন্ধি অথবা যুদ্ধ—এর একটি তোমার উপর নির্ভর করছে। এখন যদি আমাদের কথা তোমার ভালো না লাগে, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের ভীষণ সিংহনাদ এবং গাণ্ডীবের টংকার শুনে অবশ্যই একথা স্মরণ করবে।'

দুর্যোধন একথা শুনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তিনি মুখ নীচু করলেন, ভ্রূ কুঁচকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁকে বিষণ্ণ দেখে ভীষ্ম এবং দ্রোণ নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলেন। ভীষ্ম বললেন—'যুধিষ্ঠির সর্বদা আমাদের সেবায় তৎপর থাকে, কখনো কাউকে ঈর্ষা করে না, ব্রাহ্মণ ভক্ত এবং সত্যবাদী। তার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, এর থেকে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে।' দ্রোণাচার্য বললেন—'আমার পুত্র অশ্বত্থামার থেকেও অর্জুন আমার বেশি প্রিয়, তার সঙ্গেই আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। এই ক্ষাত্রবৃত্তিকে ধিক্। দুর্যোধন ! তোমাকে তোমার পিতামহ ভীষ্ম, আমি, বিদুর এবং শ্রীকৃষ্ণ সকলেই বোঝাতে গিয়ে হার মেনেছি। কিন্তু তুমি কোনো হিতের কথাই শুনছ না। দেখো, আমরা অনেক দান, যজ্ঞ এবং স্বাধ্যায় করেছি ; ব্রাহ্মণদেরও দান ধ্যানের দ্বারা তৃপ্ত করেছি, আয়ুও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের যেসব কাজ করার ছিল, তা করে নিয়েছি। পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করে তোমাকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে। তোমার সুখ, রাজ্য, মিত্র, অর্থ—সবই শেষ হয়ে যাবে। অতএব

সেই বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চিন্তা ছেড়ে তুমি সন্ধি করে নাও। এতেই কুরুকুলের মঙ্গল। তোমার পুত্র, মন্ত্রী এবং সৈন্যদের পরাজয়ের সম্মুখীন কোরো না।'

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে রথে তুলে নিয়ে হস্তিনাপুরের বাইরে এসে তীক্ষ্ণ, মৃদু এবং ধর্মযুক্ত বাক্যে বললেন—

'কর্ণ ! তুমি বেদবেত্তা ব্রাহ্মণদের খুব সেবা করেছ এবং তাঁদের কাছে অনেক পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে জেনেছ ; কিন্তু আমি তোমাকে একটি অত্যন্ত গোপনীয় কথা জানাচ্ছি। তুমি কুন্তীর কন্যাবস্থায় তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ। তাই ধর্মানুসারে তুমি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সুতরাং শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে তুমিই রাজ্যের অধিকারী। তুমি আমার সঙ্গে চলো, পাণ্ডবরা যখন জানবে তুমি যুধিষ্ঠিরের পূর্বে জাত কুন্তীরই পুত্র, তখন পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং অভিমন্যু তোমার পদধূলি নেবে। পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করা সব রাজারা, রাজপুত্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের সমস্ত যাদবও তোমার চরণবন্দনা করবে। আমার মনে হয় ধৌম্যমুনি আজই তোমার জন্য হোম করবেন এবং চতুর্বেদ জ্ঞাতা ব্রাহ্মণরা তোমার অভিষেক করবেন। আমরাও সকলে মিলিতভাবে তোমার রাজ্যাভিষেক করব। ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজ হবেন এবং শ্বেত চামর হাতে তোমার পিছনে থাকবেন। ভীম তোমার মস্তকে শ্বেতছত্র নিয়ে দাঁড়াবেন, অর্জুন তোমার রথ চালাবেন। অভিমন্যু সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবে এবং নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, পাঞ্চাল রাজকুমার এবং মহারথী শিখণ্ডী তোমার পিছনে থাকবেন। আমিও তোমার পিছনে থাকব। তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে রাজ্যভোগ করো এবং জপ, হোম এবং নানা মঙ্গলকৃত্য করতে থাকো।'

কর্ণ বললেন—'কেশব ! আপনি বন্ধুত্ব, স্নেহ এবং প্রীতির বশে আমার মঙ্গলকামনায় যা কিছু বলেছেন, তা সবই যথার্থ। আপনি যা বলছেন তা সবই আমি জানি, ধর্মানুসারে আমি পাণ্ডুরই পুত্র। মাতা কুন্তী কন্যাবস্থায় সূর্যদেবের দ্বারা আমাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং জন্মের পরেই ত্যাগ করেন। অধিরথ সূত তখন আমাকে দেখতে পান এবং গৃহে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত স্নেহভরে তাঁর পত্নী রাধার ক্রোড়ে আমাকে সমর্পণ করেন। তিনি আমার সব কিছু সহ্য করে, মল-মূত্র পরিষ্কার করে মাতৃস্নেহে বড় করেছেন। সুতরাং ধর্মশাস্ত্র জেনে আমি কীভাবে তাঁর পিণ্ডলোপ করব ? তেমনই অধিরথ সূতও আমাকে পুত্র বলে জানেন, আমি তাঁকে সর্বদা পিতা বলেই জানি। তিনি আমার জাতকর্ম সংস্কার করিয়েছেন, ব্রাহ্মণের দ্বারা বসুষেণ নাম রেখেছেন। যুবাবস্থা প্রাপ্ত হলে সূতজাতির নারীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন, তার থেকে আমার পুত্র এবং পৌত্রাদিও জন্মেছে। অতএব এখন যদি আমাকে প্রভূত অর্থ-সম্পদ সমস্ত পৃথিবীও দেওয়া হয় কিংবা ভয়ও দেখানো হয়, তবুও আমি এই সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারব না। দুর্যোধনও আমার জন্যই যুদ্ধ করতে সাহস করেছে এবং অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথে সে আমাকেই নির্দিষ্ট করে রেখেছে। এখন আমি মৃত্যু, বন্ধন, ভয় বা লোভ কোনো কারণেই দুর্যোধনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। এইসময় অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ না হলে আমার ও অর্জুন, দুজনেরই অপযশ হবে।

কিন্তু মধুসূদন ! এখন আমরা একটি শর্ত করি, আমাদের দুজনের গোপনীয় কথা আমাদের মধ্যেই থাক। কারণ ধর্মাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির যদি এই বিষয় জানতে পারেন যে আমি কুন্তীর প্রথম পুত্র, তাহলে তিনি রাজ্য গ্রহণ করবেন না আর আমি এই বিশাল রাজ্য পেলে, তা দুর্যোধনকেই প্রদান করব। কিন্তু আমার প্রকৃত ইচ্ছা হল যে

যাদের নেতা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন, সেই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সর্বদা রাজ্যশাসন করুন। আমি দুর্যোধনের খুশির জন্য পাণ্ডবদের প্রতি যে কটুবাক্য বলেছি, সেই কুকর্মের জন্য আমার অত্যন্ত অনুতাপ হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি যখন আমাকে অর্জুনের হাতে বধ হতে দেখবেন, যখন ভীষণ গর্জন করে ভীম দুঃশাসনের রক্তপান করবে, যখন পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডী দ্রোণাচার্য এবং ভীষ্মকে বধ করবেন, মহাবলী ভীম দুর্যোধনকে বধ করবেন, তখনই রাজা দুর্যোধনের এই রণ যজ্ঞ সমাপ্ত হবে। কেশব ! কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। সমস্ত বৈভবশালী ক্ষত্রিয়সমাজ সেখানেই স্বর্গলাভ করবে, আপনি তাঁদের এই অনুগ্রহ করুন। ক্ষত্রিয়ের অর্থ হল সংগ্রামে জয় লাভ অথবা পরাক্রম দেখিয়ে মৃত্যুলাভ করা। সুতরাং আপনি আমাদের এই কথা গোপনে রেখেই অর্জুনকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠাবেন।'

কর্ণের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ হেসে তাঁকে বলতে লাগলেন —'কর্ণ ! তুমি কি তাহলে এই রাজ্য প্রাপ্ত করতে চাও না ? আমার প্রদত্ত পৃথিবীর শাসনভার নিতে চাও না ? পাণ্ডবরাই যে জয়ী হবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঠিক আছে, তাহলে তুমি গিয়ে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য এবং ভীষ্মকে বলবে যে এই মাসই উত্তম সময়। এখন ফসলের অভাব নেই, কীট-পতঙ্গ কম আছে, মাটি শুষ্ক হয়েছে, জলে স্বাদ এসেছে এবং শীত বা গ্রীষ্ম কিছুরই আধিক্য নেই। আজ থেকে সপ্তম দিনে অমাবস্যা, সেই দিনই যুদ্ধ আরম্ভ করো। ওখানে যেসব রাজা একত্রিত হয়েছেন, তাঁদের এই সংবাদ জানিয়ে দিও। তোমার যুদ্ধ করার ইচ্ছা হলে, আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দুর্যোধনের অধীনে যেসব রাজা বা রাজপুত্র আছেন, তাঁরা যুদ্ধে মৃত হয়ে উত্তমগতি লাভ করবেন।'

কর্ণ তখন শ্রীকৃষ্ণকে আপ্যায়ন করে বললেন— 'মহাবাহো ! আপনি জেনেশুনে আমাকে কেন মোহগ্রস্ত করছেন ? এখন তো পৃথিবীর সংহারের সময় হয়েছে। শকুনি, আমি, দুঃশাসন ও দুর্যোধন তো নিমিত্তমাত্র। দুর্যোধনের অধীনে যত রাজা আছেন, সকলেই শাস্ত্রাগ্নিতে ভস্ম হয়ে যমলোকে যাবেন ! এখন চারিদিকে অলক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাই দেখে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। এতে স্পষ্টভাবে দুর্যোধনের পরাজয় এবং যুধিষ্ঠিরের বিজয় লাভ সুনিশ্চিত মনে হচ্ছে। পাণ্ডবদের হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি বাহনগুলিকে প্রসন্ন দেখাচ্ছে আর মৃগ তাঁদের দক্ষিণ দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে—এগুলি সবই বিজয়ের লক্ষণ। কৌরবদের বামদিক দিয়ে মৃগ গেছে—এতেই তাদের পরাজয় সূচিত হয়েছে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'কর্ণ ! এই পৃথিবী নিঃসন্দেহে বিনাশের সম্মুখীন হয়েছে, তাই আমার কথা তোমার হৃদয় স্পর্শ করেনি। বিনাশকাল নিকটবর্তী হলে অন্যায়কে ন্যায় বলে মনে হয়।'

কর্ণ বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! এই মহাযুদ্ধে যদি বেঁচে থাকি, তবেই আবার আপনার দর্শন পাব। অন্যথায় স্বর্গে তো আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবেই। এবার যুদ্ধে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।'

এই বলে কর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তাঁর রথ থেকে নেমে, নিজ সুবর্ণ মণ্ডিত রথে উঠে হস্তিনাপুর নগরীতে ফিরে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সাত্যকিকে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পাণ্ডবদের দিকে রওনা হলেন।

———o———

## কুন্তীর কর্ণের সমীপে গমন এবং কর্ণ কর্তৃক অর্জুন ব্যতীত অন্য পুত্রদের না বধ করার অঙ্গীকার

বৈশম্পায়ন বললেন— শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে চলে যাওয়ার পর বিদুর বিষণ্ণ মনে কুন্তীর কাছে গিয়ে বললেন, 'দেবী ! আপনি জানেন আমি সর্বদাই যুদ্ধের বিরোধী। আমি অনেক ভাবে বোঝালেও দুর্যোধন আমার কথা শোনেনি। এখন শ্রীকৃষ্ণও সন্ধির চেষ্টা করে বিফল হয়ে ফিরে গেছেন। তিনি এবার পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করবেন। কৌরবদের দুর্নীতির জন্য সব বীর বিনাশপ্রাপ্ত হবে, সেই কথা ভেবে আমার রাতের নিদ্রা চলে গেছে।'

বিদুরের কথা শুনে কুন্তী চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন—এই অর্থ-সম্পদ ধিক্, হায় ! এরজন্যই আত্মীয় স্বজন বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এই যুদ্ধে আমাদের সুহৃদরাও পরাজিত

হবে, এইসব ভেবে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ প্রমুখ দুর্যোধনের পক্ষেই থাকবেন, তাই তো আমার ভয় আরো বেড়ে যাচ্ছে। আচার্য দ্রোণ হয়তো তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করবেন না, পিতামহও যে পাণ্ডবদের স্নেহ করেন না, তা নয়। শুধু কর্ণই একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সে মোহবশত দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনকে অনুসরণ করে সর্বক্ষণ পাণ্ডবদের হিংসা করে। সে ভয়ানক কিছু একটা করার জন্য পণ করেছে। আজ আমি কর্ণকে পাণ্ডবদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করব এবং তাকে তার জন্মবৃত্তান্ত জানাব।

এইভেবে কুন্তী গঙ্গাতীরে কর্ণের কাছে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর সত্যনিষ্ঠ পুত্রের বেদপাঠ শুনতে পেলেন। কর্ণ পূর্বমুখ হয়ে হাতদুটি উপরে তুলে মন্ত্রপাঠ করছিলেন। তপস্বিনী কুন্তী তাঁর জপ সমাপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় পিছনে প্রতীক্ষা করছিলেন। সূর্যতাপ যখন পিঠের দিকে এলো তখন জপ শেষ করে কর্ণ পিছন ফিরে কুন্তীকে দেখতে পেলেন। কুন্তীকে দেখে তিনি হাতজোড় করে প্রণাম করে শ্রদ্ধা সহকারে বললেন—'আমি অধিরথ পুত্র কর্ণ, আপনাকে প্রণাম জানাই। আমার মাতার নাম রাধা। আপনি এখানে কেন এসেছেন ? বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি ?'

কুন্তী বললেন—'কর্ণ ! তুমি রাধার পুত্র নও, কুন্তীর সন্তান। অধিরথও তোমার পিতা নয়। তুমি সূতকুলে জন্ম নাওনি। পুত্র, এই বিষয়ে আমি যা বলছি শোন। আমি যখন রাজা কুন্তীভোজের ভবনে ছিলাম, তখন আমি তোমায় গর্ভে ধারণ করেছি। তুমি আমার কুমারী অবস্থায় উৎপন্ন সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান। স্বয়ং সূর্যনারায়ণের দ্বারা তোমার জন্ম। জন্মের সময় তুমি কবচ-কুণ্ডল ধারণ করেছিলে এবং দেহ দিব্য ও তেজস্বী ছিল। পুত্র ! তুমি নিজ ভ্রাতাদের চিনতে না পারায় মোহবশত যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পক্ষে যোগ দিয়েছ, এ তোমার যোগ্য কাজ নয়। মনুষ্যধর্ম অনুসারে পিতা মাতা যাতে প্রসন্ন থাকেন, তাই ধর্মের ফল। অর্জুন প্রথমে রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করেছিল, পাপী কৌরবরা সেই লক্ষ্মী লোভবশত ছিনিয়ে নিয়েছে। এবার তুমি সেগুলি জয় করে ভোগ করো। তোমাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হতে দেখলে, পাপী দুর্যোধন তোমার সম্মুখে মাথা নত করবে। কৃষ্ণ ও বলরামের যেমন একতা, কর্ণ ও অর্জুনেরও তেমন একতা হোক। এইভাবে তোমরা দুজন যখন মিলে যাবে তখন জগতে তোমাদের অসাধ্য আর কী থাকবে ? তুমি সর্বগুণসম্পন্ন এবং সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; নিজেকে 'সূতপুত্র' বোলো না, তুমি কুন্তীর পরাক্রমশালী পুত্র।'

সেইসময় কর্ণ সূর্যমণ্ডল থেকে আগত এক আওয়াজ শুনতে পেলেন। তা পিতার কণ্ঠস্বরের মতোই স্নেহপূর্ণ। তিনি শুনতে পেলেন—'কর্ণ ! কুন্তী সত্যই বলেছেন, তুমি মাতার কথা মেনে নাও। তাহলে তোমার সর্বপ্রকারে মঙ্গল হবে।'

কর্ণের ধৈর্য ছিল অপরিসীম। মাতা কুন্তী দেবী এবং পিতা সূর্যনারায়ণ স্বয়ং এইরূপ বললেও তাঁর বুদ্ধি বিচলিত হয়নি। তিনি বললেন—'ক্ষত্রিয় মাতা ! আপনার এই নির্দেশ মেনে নেওয়া হলে সেটি আমার ধর্মনাশ করার সমতুল্য হবে। মাতা ! আপনি আমাকে ত্যাগ করে আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছেন। এতে আমার সমস্ত যশ এবং কীর্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি ক্ষত্রিয় জাতিতে জন্মগ্রহণ করলেও আপনার জন্যই আমার ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংস্কার হয়নি। এর থেকে বেশি অহিত আর কোনো শত্রু করতে পারে ? আপনি আগে কখনো আমার প্রতি মাতার দায়িত্ব পালন করেননি, এখন নিজের কার্য সাধনের জন্য আমাকে বোঝাতে এসেছেন ! এতদিন পর্যন্ত আমাকে কেউ

পাণ্ডবদের ভ্রাতারূপে চিনতে পারেননি, যুদ্ধের সময় সেটা জানা গেল ? এখন যদি আমি পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করি তাহলে ক্ষত্রিয়রা আমাকে কী বলবে ? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণই আমাকে সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য প্রদান করেছে, এখন আমি কীভাবে তাদের উপকার অস্বীকার করব ? এবার দুর্যোধনের এই আশ্রিতের মৃত্যুর সময় হয়েছে। অতএব নিজের প্রাণের মায়া না করে এখন আমার ওদের ঋণশোধ করার সময় এসেছে। যাদের পালন-পোষণ করা হয়, প্রয়োজনের সময় তারা নিজেদের কাজ ঠিকমতো করে কৃতার্থ হয় ; চঞ্চল হৃদয় পাপীরাই সেই উপকার ভুলে কর্তব্য পরিত্যাগ করে। তারা রাজার কাছে অপরাধী হয়ে থাকে। আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের জন্য নিজের সর্বশক্তি দিয়ে আপনার পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। আপনার কাছে আমি মিথ্যা কথা বলব না, আমাকে সৎব্যক্তির ন্যায় দয়া ও সদাচার রক্ষা করতে হবে। কিন্তু মাতা ! আপনার এই চেষ্টা বিফল হবে না। যদিও আমি আপনার সব পুত্রদেরই বধ করতে সক্ষম, তা সত্ত্বেও আমি অর্জুন ব্যতীত আর কারো—যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব —এদের কোনো ক্ষতি করব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদলে আমি শুধু অর্জুনের সঙ্গেই যুদ্ধ করব। তাকে বধ করলেই আমার সংগ্রাম করার ফল ও সুযশ লাভ হবে। অতএব যে কোনো উপায়েই আপনার পাঁচপুত্র থাকবে। অর্জুন না থাকলে কর্ণকে নিয়ে পাঁচপুত্র থাকবে, আমার মৃত্যু হলে অর্জুন সহ পাঁচটি পুত্র থাকবে।'

তখন কুন্তী অপরিসীম ধৈর্যশালী কর্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন—'কর্ণ বিধাতা অত্যন্ত বলবান। মনে হয় তুমি যা বলছ, তাই হবে। কৌরবরা এবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু পুত্র ! তুমি চার পুত্রের জন্য যে অভয় বাক্য প্রদান করেছ, তা স্মরণ রেখো।' তারপর কুন্তীদেবী তাঁকে কুশলে থাকার আশীর্বাদ করলেন। কর্ণ বললেন 'তথাস্তু'। পরে দুজন নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন।

—— ০ ——

## শ্রীকৃষ্ণের কাছে রাজা যুধিষ্ঠিরের কৌরবসভার সংবাদ শ্রবণ

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! হস্তিনাপুর থেকে উপপ্লব্যতে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল, তা পাণ্ডবদের জানালেন। তিনি বললেন—'হস্তিনাপুরে গিয়ে আমি কৌরবসভাতে দুর্যোধনকে সত্য, মঙ্গলকারক এবং দুপক্ষেরই কল্যাণকারী কথা বলেছি। কিন্তু দুরাত্মা দুর্যোধন কিছুই মানতে চাইল না।'

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! দুর্যোধন যখন কুপথ ছাড়তে রাজি হল না, তখন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ তাকে কী বললেন ? তাছাড়া আচার্য দ্রোণ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মাতা গান্ধারী, ধর্মজ্ঞ বিদুর এবং সভায় উপস্থিত অন্যান্য রাজারা কী উপদেশ দিলেন, আমাকে সব বলুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্ ! কৌরব সভায় রাজা দুর্যোধনকে যা বলা হয়েছে তা শুনুন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করলে দুর্যোধন হেসে ওঠে। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্ম বললেন—'দুর্যোধন ! এই বংশের কল্যাণের জন্য আমি যা বলি, মন দিয়ে শোন। তুমি বিবাদ কোরো না, অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের প্রদান করো। আমি জীবিত থাকতে এখানে কে রাজত্ব করতে পারবে ? তুমি আমার কথার অন্যথা কোরো না। আমি সর্বদাই সকলের মঙ্গল কামনা করি। পুত্র ! আমার

কাছে পাণ্ডবদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আর তোমার পিতা-মাতা এবং বিদুরেরও এই মত। তোমার বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা শোনা উচিত। আমার কথার অবহেলা কোরো না। আমাদের কথা যদি শোনো, তাহলে তুমি নিজেকে এবং সমস্ত পৃথিবীকে বিনাশের হাত থেকে বাঁচাবে।'

'পিতামহ ভীষ্মের পর আচার্য দ্রোণ দুর্যোধনকে বললেন —'দুর্যোধন ! মহারাজ শান্তনু ও ভীষ্ম যেভাবে এই কুলকে রক্ষা করতেন, তেমনভাবে মহাত্মা পাণ্ডুও তাঁর কুলরক্ষায় তৎপর ছিলেন। যদিও ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর রাজ্যের অধিকারী ছিলেন না তা সত্ত্বেও তিনি এঁদেরই রাজ্য সমর্পণ করেছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে দুই পত্নীকে নিয়ে বনে গিয়ে বাস করেছিলেন। বিদুরও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসিয়ে দাসের ন্যায় তাঁর সেবা করতেন। বিদুর রাজকোষ দেখাশোনা, দান ধ্যান করা, সেবকদের দেখাশোনা করা এবং সকলের পালন-পোষণে ব্যস্ত থাকতেন এবং মহাতেজস্বী ভীষ্ম রাজাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক তথা রাজস্বের দিকটি দেখাশোনা করতেন। সেই কুলে জন্ম নিয়ে তুমি বিভেদের চেষ্টা করছ। ভাইদের সঙ্গে সন্ধি করে তুমি এই রাজ্যভোগ করো। আমি কোনো প্রকার ভয় বা স্বার্থবশত একথা বলছি না। আমি ভীষ্মের প্রদত্ত জিনিসই নিতে চাই, তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না। তুমি নিশ্চয়ই জানো, যেখানে ভীষ্ম থাকেন, সেখানেই দ্রোণ ! সুতরাং তুমি পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দিয়ে দাও। আমি যেমন তোমাদের গুরু, তেমন পাণ্ডবদের গুরু। আমার কাছে তোমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু জয় সে পক্ষেরই হবে যেখানে ধর্ম থাকে।'

'তারপরে বিদুর পিতামহ ভীষ্মের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ভীষ্ম ! আমি যা নিবেদন করছি, তা একটু শুনুন ! এই কুরুবংশ একপ্রকার বিনষ্ট হয়েই গিয়েছিল। আপনি এর সম্মান পুনরুদ্ধার করেছেন। এখন আপনি দুর্যোধনের বুদ্ধিতে চলছেন। কিন্তু তার মাথার লোভ চেপে বসেছে। সে অত্যন্ত কৃতঘ্ন এবং অনার্য মানুষ। দেখুন, সে তার ধর্ম ও অর্থ বিচারকারী পিতার নির্দেশও অমান্য করছে। এই দুর্যোধনের জন্য কৌরব বংশ নাশ হবে। মহারাজ ! আপনি কৃপা করে এমন কিছু করুন যাতে এই বংশের বিনাশ না হয়। কুলনাশ হতে দেখে উপেক্ষা করবেন না। মনে হচ্ছে কুরুবংশ বিনাশের সময় নিকটবর্তী হওয়াতেই আপনার বুদ্ধিও এমন হয়েছে। আপনি হয় আমাকে ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে বনে চলুন, নাহলে এই ক্রূরবুদ্ধি দুরাত্মা দুর্যোধনকে বন্দী করে পাণ্ডবদের দ্বারা এই রাজ্যের সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন।' এই কথা বলে বিদুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৌন হয়ে রইলেন।

'তখন গান্ধারী স্বজন নাশের আশংকায় ক্রোধান্বিত হয়ে কতগুলি ধর্ম ও অর্থযুক্ত কথা বলতে লাগলেন— 'দুর্যোধন ! তুমি অত্যন্ত পাপবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ক্রূর-কর্মকারী। আরে ! এই রাজ্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা ভোগ করে এসেছেন, এই আমাদের কুলধর্ম। কিন্তু এবার তুমি অন্যায় কর্ম করে এই কৌরব রাজ্য ধ্বংস করে দেবে। এখনও এই রাজ্যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর ছোট ভাই বিদুর বিদ্যমান, তাহলে মোহবশত তুমি একে কীভাবে দখল করতে চাইছ ? পিতামহ ভীষ্মের সামনে তো এঁরা দুজন এখনও পরাধীনই। মহাত্মা ভীষ্ম ধর্মজ্ঞ, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য রাজ্য গ্রহণ করেননি। এই রাজ্য তো প্রকৃতপক্ষে মহারাজ পাণ্ডুরই, অতএব এই রাজ্যের অধিকার তাঁর পুত্রদেরই, অন্য কারো নয়। তাই কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভীষ্ম যা বলছেন, কোনোরকম দ্বিধা না করে সেটি আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। এখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতামহ ভীষ্মের নির্দেশে যুধিষ্ঠিরই এই কুরুবংশের পৈতৃক রাজ্য পালন করুন।'

গান্ধারীর এইরূপ কথা শুনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন —'পুত্র ! পিতার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্র সম্মান থেকে থাকে তাহলে আমি যা বলছি, তা মন দিয়ে শোনো এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করো। কুরুবংশের পূর্বসূরি নহুষের পুত্র যযাতি প্রথমে রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচপুত্র হয়। এঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন যদু এবং সর্বকনিষ্ঠ পুরু। পুরু রাজা যযাতির আজ্ঞাপালনকারী পুত্র ছিলেন, তিনি পিতার এক বিশেষ কার্য সম্পন্ন করেন। তাই সর্বকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও যযাতি তাঁকেই রাজসিংহাসন প্রদান করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অহংকারী বলে সে রাজ্যলাভ করে না, কনিষ্ঠপুত্র গুরুজনের সেবা দ্বারা সিংহাসন প্রাপ্ত হয়। আমার প্রপিতামহ মহারাজ প্রতীপও এইরূপ সর্ব ধর্মজ্ঞ এবং ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর দেবতার ন্যায় যশস্বী তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবাপি এবং তাঁর কনিষ্ঠ বাহ্লীক আর সর্বকনিষ্ঠ হলেন আমার পিতামহ শান্তনু। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি যদিও উদার, ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ ও

প্রজাদের প্রেমপাত্র ছিলেন, কিন্তু চর্মরোগ থাকায় তাঁকে রাজসিংহাসনের যোগ্য বলে মনে করা হয়নি। বাহ্লীক পৈতৃক রাজ্য ছেড়ে তাঁর মাতুলের রাজ্যে প্রতিপালিত হতে থাকেন। তাই পিতার মৃত্যুর পর বাহ্লীকের অনুমতিক্রমে শান্তনু রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এইভাবে পাণ্ডুও আমাকে এই রাজ্য সমর্পণ করেন। আমি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হলেও নেত্রহীন হওয়ার জন্য রাজসিংহাসনের অযোগ্য বলে পাণ্ডুই রাজা হন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর এই রাজ্য এখন তাঁর পুত্রদেরই। আমি রাজ্যের ভাগীদার নই, তুমি রাজপুত্রও নও, রাজ্যের প্রভুও নয়, তাহলে অন্যের অধিকার কেন হরণ করতে চাও ? যুধিষ্ঠিরের মধ্যে রাজার উপযুক্ত ক্ষমা, তিতিক্ষা, দম, সারল্য, সত্যনিষ্ঠা, শাস্ত্রজ্ঞান, অপ্রমাদ, জীবে দয়া এবং সদুপদেশ প্রদানের ক্ষমতা—এই সমস্ত গুণই বিদ্যমান। সুতরাং তুমি মোহ পরিত্যাগ করে অর্ধরাজ্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করো এবং অর্ধেক তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে জীবিকা নির্বাহের জন্য রাখো।'

ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে এইভাবে বুঝিয়ে বললেও মন্দমতি দুর্যোধন তা গ্রাহ্যই করলেন না। উপরন্তু তাঁদের কথা অসম্মান করে, ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে সেখান থেকে চলে গেলেন। তাঁকে পশ্চাদনুসরণ করলেন সেইসব রাজারা, যাঁদের মৃত্যু নিকটবর্তী। সেইসব রাজাদের দুর্যোধন নির্দেশ দিলেন, 'আজ পুষ্যা নক্ষত্র, অতএব আজই সকলে কুরুক্ষেত্রের জন্য রওনা হও।' তখন তাঁরা ভীষ্মকে সেনাপতি করে অত্যন্ত আশা নিয়ে কুরুক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলেন। যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে সৌহার্দ বজায় থাকে, তাই আমি প্রথমে সামনীতি প্রয়োগ করেছিলাম, কিন্তু তারা যখন তা মানল না,

তখন ভেদনীতি প্রয়োগ করি। আমি সব রাজাকে তাদের অসামর্থ্যের কথা জানিয়েছি, দুর্যোধনের মুখ বন্ধ করেছি এবং শকুনি ও কর্ণকে ভয়ও দেখিয়েছি। কুরুবংশে যাতে মতবিরোধ না হয়, তাই সামনীতির সঙ্গে দানের কথাও বলেছি। আমি দুর্যোধনকে বলেছি যে সমস্ত রাজ্য তোমাদের থাক, তুমি শুধু পাঁচটি গ্রাম প্রত্যর্পণ করো ; কেননা তোমাদের পিতার পাণ্ডবদের পালন করা উচিত। একথা শুনেও সেই দুরাত্মা আপনাকে ভাগ দিতে স্বীকার করেনি। এখন ওইসব পাপীদের জন্য আমার তো দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত বলে মনে হয় ; কোনোভাবেই তাকে আর বোঝানো সম্ভব নয়। দুর্যোধন সমস্ত বিনাশের কারণ, মৃত্যু তার শিয়রে অপেক্ষা করছে।

—o—

## পাণ্ডবসেনার সেনাপতি নির্বাচন এবং কুরুক্ষেত্রে গিয়ে শিবির স্থাপন

বৈশম্পায়ন বললেন— শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সামনেই তাঁর ভাইদের বললেন ' কৌরব সভায় যা হয়েছে, তা সবই তোমরা শুনেছ এবং শ্রীকৃষ্ণও যা বললেন, তাও নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করেছ। সুতরাং এখন সব সৈন্যদের সুসংগঠিত করো। আমাদের যুদ্ধে এই সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্রিত হয়েছে, এঁদের সাত সেনাধ্যক্ষ হলেন—দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান এবং ভীমসেন। এই বীররা সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করবেন। এঁরা সকলেই লজ্জাশীল, নীতিমান এবং যুদ্ধকুশল। কিন্তু সহদেব, তুমি বলো—এই সাতজনেরও

নেতা কে হবেন, যিনি রণভূমিতে ভীষ্মরূপ অগ্নির সম্মুখীন হবেন ?'

সহদেব বললেন—'আমার বিচারে মহারাজ বিরাটই এই পদের যোগ্য।' তখন নকুল বললেন—'আমি বয়স, শাস্ত্রজ্ঞান, কৌলিন্য এবং ধর্মের দৃষ্টিতে মহারাজ দ্রুপদকেই এই পদের যোগ্য বলে মনে করি।' মাদ্রীকুমারদের বলা শেষ হলে অর্জুন বললেন— 'আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান সেনাপতি হওয়ার যোগ্য বলে মনে করি। ইনি ধনুক, কবচ এবং তলোয়ার সম্পন্ন হয়েই অগ্নিকুণ্ড থেকে প্রকটিত হয়েছেন। তিনি ছাড়া এমন কোনো বীর আমি দেখছি না, যিনি মহাব্রতী ভীষ্মের সামনে দাঁড়াতে পারেন।' ভীমসেন বললেন— 'দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীর জন্ম ভীষ্মকে বধ করার জন্যই, তাই আমার বিচারে তিনিই প্রধান সেনাপতি হওয়ার যোগ্য।'

তাই শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—'ভ্রাতাগণ ! ধর্মমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগতের সার-অসার এবং প্রতিপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত। সুতরাং ইনি যাঁকে বলবেন, তাঁকেই সেনাপতি করা হোক। তা তিনি অস্ত্রকুশল হোন বা না হোন, বৃদ্ধ হোন অথবা যুবক। একমাত্র কৃষ্ণই আমাদের জয় বা পরাজয়ের মূল কারণ। আমাদের প্রাণ, রাজ্য, ভাব-অভাব এবং সুখ-দুঃখ এঁর ওপরই নির্ভরশীল। ইনিই সকলের প্রভু-স্বামী এবং এঁর অধীনেই সর্ব কার্য সিদ্ধ হয়।'

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে কমলনয়ন ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'মহারাজ ! আপনার সৈন্যদলের নেতৃত্বের জন্য যেসব বীরেদের নাম জানানো হয়েছে, তাঁরা সকলকেই এই পদের যোগ্য বলে আমি মনে করি। এঁরা সকলেই অত্যন্ত পরাক্রমশালী যোদ্ধা এবং আপনার শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম। কিন্তু আমার মনে হয় ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান সেনাপতি করা উচিত হবে।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, তাঁরা হর্ষধ্বনি করলেন। সৈনিকরা রওনা হবার জন্য তোড়-জোড় শুরু করে দিল, সর্বদিকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেল। হাতি-ঘোড়া-রথের এবং সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের ভীষণ ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। সৈন্যদলের অগ্রবর্তী হয়ে ভীম, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যান্য পাঞ্চালবীর রওনা হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির রণহস্তি, খাদ্যসামগ্রী, তাঁবুর সরঞ্জাম, পাল্কী, রথ, অস্ত্র চিকিৎসক, বাদক প্রমুখ নিয়ে রওনা হলেন। ধর্মরাজকে রওনা করিয়ে পাঞ্চাল কুমারী দ্রৌপদী অন্য মহিলাদের এবং দাসদাসীদের নিয়ে উপপ্লব্য শিবিরে ফিরে এলেন। পাণ্ডবরা পাহারাদারের দ্বারা তাঁদের ধন-সম্পদ এবং নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা করে ব্রাহ্মণদের গোধন ও স্বর্ণ দান করে বিশাল বাহিনী নিয়ে মণিখচিত রথে আরোহণ করে কুরুক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের স্তুতি করতে করতে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। কেকয় দেশের পাঁচ রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজের পুত্র অভিভূ, শ্রেণিমান, বসুদনা এবং শিখণ্ডী—এইসব বীররাও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র, কবচ এবং বসনভূষণে সজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন। সেনার পশ্চাদ্ ভাগে রাজা বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সুধর্মা, কুন্তিভোজ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ছিলেন। অনাধৃষ্টি, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু এবং সাত্যকি—এঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কাছাকাছি যাচ্ছিলেন। ব্যূহরচনা রীতিতে রওনা হয়ে তাঁরা কুরুক্ষেত্রে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে একদিকে সমস্ত পাণ্ডব এবং অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শঙ্খধ্বনি করলেন। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্যের বজ্রসম ধ্বনি শুনে সমস্ত সৈন্যরা ভয়ে রোমাঞ্চিত হল। শঙ্খ এবং সমস্ত বাদ্যধ্বনি ও সৈন্যদের কোলাহল মিলে সমস্ত আকাশ, পৃথিবী এবং সমুদ্র গুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

রাজা যুধিষ্ঠির এসে এক বিশাল সমতল ভূমি, যেখানে ঘাস ও জ্বালানী পর্যাপ্ত ছিল, সেখানে সৈন্য শিবির স্থাপন করলেন। এই স্থান শ্মশান, ঋষি-আশ্রম, তীর্থভূমি ও দেব-মন্দির থেকে দূরে এক পবিত্র ও রমণীয় ভূমি। পাণ্ডবদের যেরূপ শিবির স্থাপিত হল, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক অন্যান্য রাজাদের জন্যও সেরূপ শিবির তৈরি করালেন। সেই সব শিবিরে ভোজ্য-পেয় ও জ্বালানী প্রচুর পরিমাণে রাখা ছিল। সেইসব শিবির নির্মাণের জন্য বহু শিল্পীকে সবেতনে নিয়োগ করা হয়েছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রতিটি শিবিরে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য-পানীয়, ঘাস-খড়, অগ্নি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু প্রচুর পরিমাণে রেখে দিয়েছিলেন। সেখানে যোদ্ধাদের সঙ্গে বহু রণমত্ত হাতি পর্বতের ন্যায় রক্ষিত ছিল। পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে আসার খবর শুনে তাঁদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখতে উৎসুক রাজারা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে এলেন।

—o—

## কৌরব পক্ষের সৈন্য সংগঠন এবং দুর্যোধনের পিতামহ ভীষ্মকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ

জনমেজয় বললেন—মুনিবর ! দুর্যোধন যখন জানতে পারলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধের নিমিত্ত সৈন্যসহ কুরুক্ষেত্রে এসেছেন, তখন তিনি কী করলেন ? কৌরব ও পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্রে কী করেছিলেন, আমি তা বিস্তারিত ভাবে শুনতে চাই।

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলে রাজা দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে বললেন, 'কৃষ্ণ তাঁর উদ্দেশ্যে অসফল হয়ে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেছেন, তিনি নিশ্চয়ই ক্রোধান্বিত হয়ে ওদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধই চেয়েছিলেন, ভীম ও অর্জুন তাঁর মতেই চলেন। যুধিষ্ঠিরও ভীমসেনের মতই জানেন। এছাড়া আমি আগে ওদের অসম্মান করেছি। বিরাট এবং দ্রুপদের সঙ্গেও আমার শত্রুতা আছে, এঁরা দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের ইশারাতে চলেন। অতএব এই যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ংকর এবং রোমাঞ্চকারী হবে। সুতরাং সাবধানে যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুত করতে হবে। কুরুক্ষেত্রে অনেক শিবির স্থাপন করো, যার মধ্যে অনেক ফাঁকা স্থান থাকবে, সেখানে জল ও কাঠের সুবিধা থাকবে। এমনভাবে পথ রাখবে, যাতে আসা-যাওয়ার পথ শত্রু বন্ধ করতে না পারে। নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র সেখানে রাখ এবং নানা ধ্বজা-পতাকা লাগিয়ে দাও। আর দেরী না করে আজই ঘোষণা কর যে, আগামীকাল সৈন্য রওনা হবে।' তাঁরা তিনজনে 'যে আজ্ঞা' বলে পরদিন উৎসাহের সঙ্গে রাজাদের থাকার জন্য শিবির স্থাপন করলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে রাজা দুর্যোধন তাঁর এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্য বিভাগ করলেন। তিনি পদাতিক, হাতি, রথ ও ঘোড়সওয়ার সৈন্যের মধ্যে উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীদের পৃথক করে তাদের যথাস্থানে নিযুক্ত করলেন। এই সব বীর অনুকর্ষ (রথ সারানোর জন্য নীচে বাঁধা কাঠ), তূণীর, বরূথ (রথ ঢাকার ব্যাঘ্রচর্ম), উপাসঙ্গ (হাতি বা ঘোড়া তুলতে পারে এরূপ তূণীর), শক্তি, নিষঙ্গ (পদাতিক সৈন্যের অস্ত্র), ঋষ্টি ( লৌহদণ্ড), ধ্বজা, পতাকা, ধনুর্বাণ, দড়ি, পাশ, কচগ্রহ ক্ষেপ (চুল ধরে মাটিতে ফেলার যন্ত্র), তেল, গুড়, বালি, বিষধর সাপের কলস, তৈলনিষিক্ত রেশমী বস্ত্র, ঘি এবং অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী ছিল। সব রথে চারটি করে ঘোড়া এবং শত শত বাণ রাখা ছিল, তাতে একজন করে সারথি এবং দুজন করে চক্ররক্ষক ছিল। তারা সকলেই উত্তম রথচালক ও অশ্ববিদ্যা কুশল ছিল। রথের মতো হাতিও সাজানো হয়েছিল। তার ওপর সাতব্যক্তি বসতে পারত। তার মধ্যে দুজন অঙ্কুশ হাতে মাহুতের কাজ করত, দুজন ধনুর্ধর যোদ্ধা, দুজন খড়্গধারী, একজন শক্তি ও একজন ত্রিশূলধারী ছিল। এইভাবে সুসজ্জিত লক্ষ লক্ষ হাতি, ঘোড়া ও সহস্র সহস্র পদাধিক সৈন্য সেনাদের সঙ্গে রওনা হল।

রাজা দুর্যোধন তারপরে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বিশেষ বুদ্ধিমান, শূরবীর ব্যক্তিদের সেনাপতিপদে নিযুক্ত করলেন। তিনি কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, শল্য, জয়দ্রথ, কর্ণ, সুদক্ষিণ, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শকুনি ও বাহ্লীক—এই এগারো বীরকে এক এক অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক করলেন। তারপর সব রাজাদের নিয়ে পিতামহ ভীষ্মের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন—'পিতৃব্য ! যত বড়ই সেনা হোক, তাদের যদি কোনো পরিচালক না থাকে, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তারা পিপীলিকার ন্যায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শোনা যায় একবার হৈহয় বীরদের ওপর ব্রাহ্মণরা আক্রমণ করেছিল, সেই সময় বৈশ্য এবং শূদ্ররাও তাদের সঙ্গে ছিল।

এইভাবে একদিকে তিনবর্ণের মানুষ, অন্যদিকে হৈহয় ক্ষত্রিয়রা ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনবর্ণের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং তাদের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়গণ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে। ব্রাহ্মণরা তখন ক্ষত্রিয়দের বিজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলে ধর্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ তার কারন জানিয়ে বলে 'আমরা যুদ্ধের সময় একজন পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তির নির্দেশ মেনে যুদ্ধ করি আর তোমরা সকলে পৃথকভাবে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে যুদ্ধ করছিলে।' তখন ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে থেকে এক যুদ্ধনীতি কৌশল যোদ্ধাকে তাদের সেনাপতি করে এবং ক্ষত্রিয়দের পরাস্ত করে। এইভাবে যে যুদ্ধ সঞ্চালনে কৌশলী, হিতকারী, নিষ্কপট, শূরবীরকে নিজেদের সেনাপতি করে, সেই যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করে। আপনি শুক্রাচার্যের ন্যায় নীতিকুশল এবং আমার পরম হিতৈষী,

কালও আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং ধর্মে আপনার অবিচল স্থিতি। অতএব আপনিই আমাদের সেনাধ্যক্ষ হবেন। কার্তিক যেমন দেবতাদের অগ্রে থাকেন, তেমনই আপনিও আমাদের অগ্রবর্তী থাকবেন।'

ভীষ্ম বললেন—'মহাবাহো! তুমি ঠিকই বলেছ, আমার কাছে তোমরাও যেমন, পাণ্ডবরাও তেমনই। সুতরাং আমাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাদের মঙ্গলের কথা বলতে হবে এবং তোমাদের জন্য, আমি আগে যা বলেছিলাম, যুদ্ধও করতে হবে। আমি নিজের অস্ত্রশক্তির দ্বারা এক মুহূর্তেই দেবতা ও অসুর যুক্ত এই সমগ্র জগৎকে মনুষ্যহীন করে ফেলতে পারি। কিন্তু পাণ্ডুর পুত্রদের আমি বধ করতে পারি না। তবুও আমি প্রত্যহ ওদের পক্ষের দশ হাজার যোদ্ধা সংহার করব। তোমার সেনাপতিত্ব আমি একশর্তে স্বীকার করতে পারি, কর্ণ অথবা আমি যে কোনো একজন যুদ্ধ করব, কারণ সূতপুত্র সর্বদাই আমার বিরোধিতা করে।'

কর্ণ বললেন—'রাজন্! গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না। তাঁর মৃত্যুর পরই অর্জুনের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে।'

এইভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে দুর্যোধন ভীষ্মকে শাস্ত্রীয় রীতিতে সেনাপতিপদে বরণ করলেন। রাজাজ্ঞায় বাদ্যকারেরা শত শত শঙ্খ ও ভেরী বাজাতে লাগল। ভীষ্মের সেনাপতি পদে অভিষেকের সময় নানা দুর্লক্ষণ দেখা গেল। ভীষ্মকে সেনাপতি করে দুর্যোধন বহু গোধন এবং মোহর দক্ষিণা

দিয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করালেন। তারপর তাঁদের জয়যুক্ত আশীর্বাদ বাণীতে উৎসাহিত হয়ে ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে দুর্যোধন সমস্ত রাজা ও ভাইদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কর্ণের সঙ্গে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে এক সমতল ভূমিতে সেনাদের শিবির স্থাপন করলেন। সেই শিবির দূর থেকে হস্তিনাপুর বলেই প্রতিভাত হত।

—o—

## বলরামের পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তীর্থে গমন করা

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—বৈশম্পায়ন! গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে সেনাপতি পদে বরণ করা হয়েছে শুনে মহাবাহো যুধিষ্ঠির কী বললেন? ভীম, অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ তার কী উত্তর দিলেন?

বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন—আপৎ ধর্মে কুশল মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সব ভাইদের এবং শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে বললেন, 'তোমরা খুব সাবধানে থাকবে। তোমাদের সর্ব প্রথম পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এখন তোমরা আমাদের সাতজন সেনা নায়ক নিযুক্ত করো।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'রাজন্! এই সময়ে যা বলা উচিত, আপনি সেই কথাই বলেছেন। আপনার কথা আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে। আপনি অবশ্যই প্রথমে আপনার সেনানায়ক নিয়োগ করুন।'

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী এবং মগধরাজ সহদেবকে ডেকে তাঁদের শাস্ত্রীয় রীতিতে সেনানায়ক পদে অভিষিক্ত করলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে এঁদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। সেনাধ্যক্ষের অধ্যক্ষ হলেন অর্জুন এবং অর্জুনেরও উপদেষ্টা ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ঘোর সংহাররূপ যুদ্ধ নিকটস্থ জেনে ভগবান বলরাম, অক্রূর, গদ, শাম্ব, উদ্ধব,

প্রদ্যুম্ন এবং চারুদেষ্ণ প্রমুখ প্রধান কুরুবংশের বীরদের সঙ্গে করে শিবিরে এলেন। তাঁদের দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম এবং অন্যান্য সব রাজা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা সকলে বলভদ্রকে স্বাগত জানালেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রেমপূর্বক তাঁর হাত ধরলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর তিনি ও যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আসীন হলে সকলেই নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন—'এবার এক ভয়ংকর নরসংহার হবে। একে আমি অনিবার্য দৈবলীলা বলেই মনে করি, একে রোধ করা সম্ভব নয়। আমার আকাঙ্ক্ষা যে আমি যেন আমার সুহৃদ সকলকে এই যুদ্ধের শেষে সুস্থ দেখতে পাই। এখানে যেসব রাজা যুদ্ধে একত্রিত হয়েছেন তাঁদের মৃত্যুকাল এসেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কৃষ্ণকে আমি বারংবার বলেছি যে, ভাই! তোমার আত্মীয়দের সঙ্গে একই প্রকার ব্যবহার করো ; কারণ আমাদের কাছে যেমন পাণ্ডব, তেমনই রাজা দুর্যোধন। কিন্তু ও অর্জুনকে দেখলে, তার ওপরেই ভালোবাসা পড়ে যায়। রাজন্! আমার নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে পাণ্ডবরাই জিতবেন, শ্রীকৃষ্ণের

প্রতিজ্ঞাও সেইরূপই। আমি তো শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া এই লোকেদের দিকে দৃষ্টি দিতেই পারি না ; তাই সে যা করে, আমি তারই অনুসরণ করি। ভীম এবং দুর্যোধন—এই দুই বীর আমার শিষ্য এবং গদাযুদ্ধে কুশল। সুতরাং এদের দুজনের ওপরই আমার স্নেহ সমান। তাই আমি সরস্বতীর তীরের তীর্থগুলিতে যাত্রা করব, কারণ আমি উদাসীনের মতো কুরুবংশের বিনাশ দেখতে পারব না।' এই কথা বলে বলরাম পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তীর্থযাত্রায় রওনা হলেন।

—০—

## রুক্মীর সাহায্য করতে আসা, কিন্তু পাণ্ডব এবং কৌরব—উভয়েরই তাঁর সাহায্য গ্রহণে অস্বীকার করা

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়! সেই সময় রাজা ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে এলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য সূর্যের ন্যায় তেজোদীপ্ত ধ্বজা নিয়ে পাণ্ডবদের শিবিরে প্রবেশ করলেন।

তিনি পাণ্ডবদের পরিচিত ছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে স্বাগত জানালেন। রুক্মী সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও অভিবাদন করলেন। তারপর সব বীরদের সামনে অর্জুনকে

বললেন, 'অর্জুন ! তোমরা ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য এসেছি। আমি যুদ্ধে তোমাদের এমন সাহায্য করব যে শত্রু তা সহ্য করতে পারবে না। জগতে আমার ন্যায় পরাক্রমশালী বীর আর নেই। তুমি যুদ্ধে আমাকে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলবে, আমি তাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দেব। দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, কর্ণ—যে যেমনই বীর হোক না কেন, সকলে একত্র হলেও আমি সকলকে বধ করে তোমাকেই পৃথিবীর ভার সমর্পণ করব।'

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্মরাজের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে হেসে বললেন—'আমি কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেছি, তার ওপর মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র এবং দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণ আমার সহায়ক এবং গাণ্ডীব ধনুক আমার হস্তগত। তাহলে কী করে বলি যে আমি ভয় পেয়েছি। বীরবর ! যখন কৌরবদের ঘোষযাত্রার সময় আমি গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন কে আমাকে সাহায্য করেছিল ? বিরাটনগরে অনেক কৌরব সৈন্যের সঙ্গে একাই যুদ্ধ করতে হয়েছে তখন কে সাহায্য করতে এসেছিল ? আমি যুদ্ধের জনাই ভগবান শংকর, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেছি। অতএব 'আমি যুদ্ধে ভয় পাই' এমন অপযশের কথা সাক্ষাৎ ইন্দ্রও বলতে পারেন না। তাই মহাবাহো ! আমার কোনো কিছুর ভয় নেই এবং কোনো সাহায্যেরও প্রয়োজন নেই। তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে যেখানে যেতে চাও যেতে পারো আর থাকতে চাইলে আনন্দ সহকারে থাকো।'

তখন রুক্মী তার সমুদ্রের ন্যায় বিশাল বাহিনী নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গেলেন এবং সেখানেও আগের মতো কথা বললেন। দুর্যোধনের নিজের বীরত্বের অহংকার ছিল, তাই তিনিও রুক্মীর সাহায্য নিতে অস্বীকার করলেন। এইভাবে বলরাম ও রুক্মী যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন।

দুপক্ষের সৈন্য সমাবেশ হয়ে গেলে এবং তাঁদের ব্যূহরচনাও ঠিক হয়ে গেলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! তুমি আমাকে বলো কৌরব ও পাণ্ডবদের সেনা শিবির স্থাপিত হলে তারপর সেখানে কী হল ? আমার মনে হয় ভাগ্যই বলবান, পুরুষার্থ দ্বারা কিছু হয় না। আমি বুদ্ধিদ্বারা দোষগুলি বুঝতে পারি, কিন্তু দুর্যোধন এলেই সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। সুতরাং যা হবার, তা হবেই।'

---

## উলূক দ্বারা দুর্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবগণকে কটু কথা শোনানো

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! মহাত্মা পাণ্ডবরা হিরণ্যবতী নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন এবং কৌরবরাও অন্য একটি স্থানে শাস্ত্রবিধি মেনে শিবির স্থাপন করেন। রাজা দুর্যোধন উৎসাহের সঙ্গে তাঁর সেনাদের স্থান নির্ধারণ করলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে সমস্ত রাজাদের অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তিনি কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের সঙ্গে গোপনীয় পরামর্শ করে উলূককে ডেকে বললেন—'উলূক ! তুমি পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে

শ্রীকৃষ্ণের সামনে তাদের বলবে, যার জন্য আমরা কয়েক বছর ধরে অপেক্ষা করেছি সেই যুদ্ধের সময় আগত। অর্জুন ! তুমি কৃষ্ণ ও ভাইদের সঙ্গে চিৎকার করে যে কথা বলেছিলে, তা সে কৌরব সভাতে বলেছে। এখন তার প্রত্যুত্তরের সময় এসেছে। রাজন্! তোমাকে বড় ধার্মিক বলা হয়। এখন তুমি অধর্মে নিযুক্ত কেন ? একে তো বিড়াল-তপস্বী বলা হয়। একবার নারদ আমার পিতাকে এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বলেছিলেন, তা বলছি শোন। একবার একটি বিড়াল শক্তিহীন হয়ে গঙ্গাতীরে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে সব প্রাণীকে বিশ্বাস করাবার জন্য বলতে লাগল 'আমি ধর্মাচরণ করছি'। বহুক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর পাখিদের তার ওপর বিশ্বাস জন্মাল এবং তারা বিড়ালকে সম্মান দেখাতে লাগল। বিড়াল ভাবল আমার তপস্যা সফল হয়েছে। অনেকদিন পর সেখানে এক ইঁদুর এল, সে বিড়াল তপস্বীকে দেখে ভাবল, 'আমাদের অনেক শত্রু, সুতরাং এই বিড়াল আমাদের রক্ষাকর্তা হয়ে আমাদের মধ্যে যেসব বৃদ্ধ ও শিশু আছে, তাদের রক্ষা করুক।' তখন সব ইঁদুর এসে বিড়ালকে বলল— 'আপনি আমাদের আশ্রয় এবং পরম সুহৃদ্। তাই আমরা আপনার শরণে এসেছি। আপনি সর্বদা ধর্মে তৎপর। সুতরাং বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রক্ষা করেন, আপনিও সেইমত আমাদের রক্ষা করুন।'

ইঁদুরের কথায় তাদের ভক্ষণকারী বিড়াল বলল—'আমি তপস্যা করব আবার তোমাদের সকলকে রক্ষাও করব— আমি দুটি কাজ একসঙ্গে করার কোনো উপায় দেখছি না। তবুও তোমাদের মঙ্গলার্থে তোমাদের কথা আমার অবশ্যই মেনে নেওয়া উচিত। কঠোর নিয়ম পালন করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, নিজের চলা ফেরার শক্তি নেই। সুতরাং আজ থেকে তোমরা আমাকে প্রতিদিন নদীতীরে পৌঁছে দিও।'
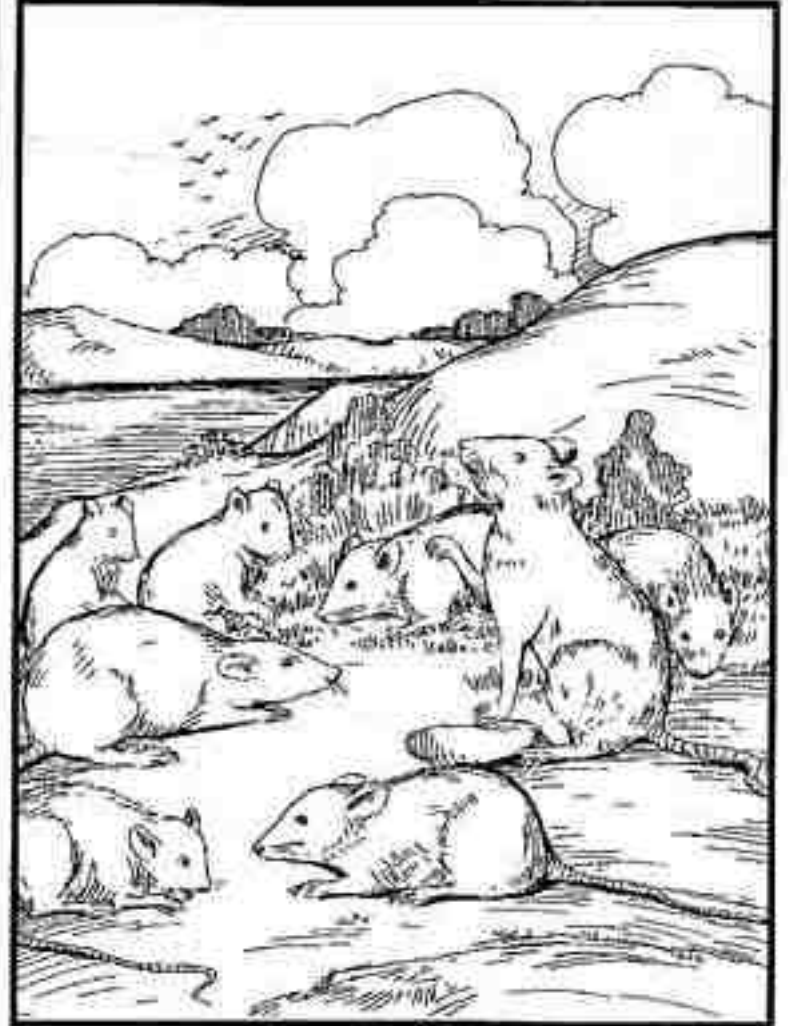
ইঁদুরেরা 'ঠিক আছে' বলে তা মেনে নিল এবং সমস্ত বালক-বৃদ্ধ ইঁদুরকে তার কাছে সমর্পণ করল।

তারপর সেই বিড়াল ইঁদুর খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গেল। এদিকে ইঁদুরের সংখ্যা প্রত্যহ কমে যেতে লাগল। তখন সকলে বলতে লাগল, 'কী ব্যাপার ? বিড়াল ক্রমশ মোটা হচ্ছে আর আমাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, এর কী কারণ ?' তখন কৌলিক নামে এক অতি বৃদ্ধ ইঁদুর বলল —'বিড়াল ধর্মের কোনো পরোয়া করে না। সে সং সেজে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা বাড়িয়েছে। যে প্রাণী শুধু ফল-মূল খায়, তার বিষ্ঠাতে লোম দেখা যায় না। এতো মোটা হচ্ছে আর আমাদের সংখ্যা কমছে, সাত আটদিন ধরে ডিণ্ডিক ইঁদুরকেও দেখা যাচ্ছে না।' কৌলিকের কথা শুনে সব ইঁদুর পালিয়ে গেল এবং বিড়াল তার দুষ্ট মুখ নিয়ে চলে গেল।

দুষ্টাত্মা ! তুমিও এইরূপ বিড়ালব্রত ধারণ করেছ। ইঁদুরদের মধ্যে বিড়াল যেমন ধর্মাচরণের সাজ নিয়েছিল, তেমনই তুমি আত্মীয় স্বজনের কাছে ধর্মাচারী সেজে রয়েছ। তোমার কথা একপ্রকার, কর্ম অন্যপ্রকার। তুমি জগৎকে ঠকাবার জন্যই বেদাভ্যাস এবং শান্তির সং সেজে রয়েছ। এই সাজ ছেড়ে ক্ষাত্রধর্মের আশ্রয় নাও। তোমার মাতা বহু বৎসর ধরে দুঃখ ভোগ করছেন। তাঁর অশ্রুমোচন করে যুদ্ধে শত্রুদের পরাস্ত করে সম্মান লাভ করো। তোমরা আমাদের কাছে পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলে। কিন্তু আমরা তোমাদের কুপিত করতে চাইনি, তাই তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিনি। তোমার জন্যই আমি দুরাত্মা বিদুরকে ত্যাগ করেছি। আমি তোমাদের লাক্ষা ভবনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলাম—সেকথা স্মরণ করে একবার পুরুষ হয়ে ওঠো। জাতি ও শক্তিতে তুমি আমার সমকক্ষ, তা সত্ত্বেও কৃষ্ণের ভরসায় রয়েছ কেন ?

উলুক ! তারপর ওখানেই কৃষ্ণকে বলবে যে তুমি নিজের এবং পাণ্ডবদের রক্ষা করার জন্য এবার আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। তুমি মায়াদ্বারা সভায় যে রূপধারণ করেছিলে, তেমনই রূপ ধারণ করে অর্জুনের সঙ্গে আমাদের আক্রমণ করো। ইন্দ্রজাল, মায়া এবং কপটতা ভীতিপ্রদ, কিন্তু যারা রণাঙ্গণে শস্ত্র ধারণ করে থাকে, তাদের এসব কিছু করতে পারে না। আমরাও ইচ্ছা করলে আকাশে উড়তে পারি, পাতালে প্রবেশ করতে পারি, ইন্দ্রলোকে যেতে পারি। কিন্তু তার দ্বারা নিজের স্বার্থও সিদ্ধ হবে না এবং প্রতিপক্ষকেও ভয় দেখানো যাবে না। আর তুমি যে বলেছিলে 'রণভূমিতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করে পাণ্ডবদের তাদের রাজ্য সমর্পণ করব', তোমার সেই সমাচারও সঞ্জয় আমাকে জানিয়েছে। এখন তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আমরাও তোমার বীরত্ব দেখব। জগতে হঠাৎই তোমার বড় যশ ছড়িয়েছে, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি যে তোমাকে যারা মাথায় তুলেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে নপুংসক। তুমি কংসের একজন সেবক মাত্র। আমার মতো রাজা-মহারাজের তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসাই উচিত নয়।

বহুভোজী, অজ্ঞ, মূর্খ ভীমসেনকে বোলো যে, 'তুমি কৌরব সভায় আগে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তাকে মিথ্যা হতে দিও না। যদি শক্তি থাকে, তাহলে দুঃশাসনের রক্ত পান কোরো। তুমি যে বলেছ 'আমি রণভূমিতে একসঙ্গে সব ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে মেরে ফেলব, এখন তার সময় এসেছে। আর নকুলকে বোলো ভালো করে যুদ্ধ করতে। আমরা তোমার বীরত্ব দেখব। এখন তুমি যুধিষ্ঠিরের অনুরাগ, আমার প্রতি দ্বেষ এবং দ্রৌপদীর ক্লেশের কথা স্মরণ করো। তেমনই সমস্ত রাজাদের সামনে সহদেবকে বলবে যে তোমাকে যে দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে, তা স্মরণ করে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করো।

বিরাট ও দ্রুপদকে আমার হয়ে বলবে ' তোমরা সবাই একত্রে এসো আমাকে বধ করবে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলবে, দ্রোণাচার্যের সামনে তুমি যখন আসবে তখন তুমি বুঝতে পারবে তোমার মঙ্গল কীসে। এবার তুমি তোমার সুহৃদদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসো। তারপর শিখণ্ডীকে বলবে, মহাবাহু ভীষ্ম তোমাকে নারী মনে করে বধ করবেন না, তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ করো।'

দুর্যোধন তারপর উচ্চহাস্য করে উলুককে বলতে লাগলেন—'তুমি কৃষ্ণের সামনেই আর একবার অর্জুনকে বলবে যে তুমি আমাকে পরাজিত করে পৃথিবীর রাজা হও, নাহলে আমার হাতে মৃত্যুবরণ করে পৃথিবীতে শয্যাগ্রহণ করতে হবে। ক্ষত্রিয়াণী যার জন্য পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, সেই কাজের সময় সমাগত। এখন তুমি রণভূমিতে বল, বীর্য, শৌর্য, অস্ত্রলাঘব এবং পৌরুষ দেখিয়ে তোমার ক্রোধ ঠাণ্ডা করো। আমরা তোমাদের পাশাতে হারিয়েছি, তোমাদের সামনেই আমরা দ্রৌপদীকে রাজসভায় টেনে নিয়ে এসেছি, আমরাই দ্বাদশ বৎসরের জন্য তোমাদের গৃহচ্যুত করে বনে পাঠিয়েছি এবং এক বৎসর বিরাট রাজার গৃহে দাসত্ব করতে বাধ্য করেছি। এই সব দুঃখের কথা স্মরণ করে একবার পুরুষ হয়ে ওঠো এবং কৃষ্ণকে সঙ্গী করে রণভূমিতে এসো। তুমি অনেক বড় বড় কথা বলেছ, এখন বৃথা বাক্যব্যয় না করে পৌরুষ দেখাও। ভালো কথা, তুমি পিতামহ ভীষ্ম, দুর্ধর্ষ কর্ণ, মহাবলী শল্য এবং আচার্য দ্রোণকে যুদ্ধে পরাজিত না করে কীভাবে রাজ্যলাভ করতে চাইছ ? আরে, পৃথিবীতে এমন কোন জীব আছে, যাকে ভীষ্ম এবং দ্রোণ মারবার সংকল্প করেন আর তবুও সে বেঁচে থাকে ? আমি জানি যে শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহায়ক এবং তোমার কাছে গাণ্ডীব ধনুক আছে— আর তোমার ন্যায় কোনো যোদ্ধা নেই, তাও আমি জানি। এতো সব জেনেও আমি তোমার রাজ্য নিয়ে নিয়েছি। গত তেরো বছর ধরে তোমরা বিলাপ করেছ আর আমরা রাজ্য ভোগ করেছি। এরপরেও বন্ধু-বান্ধব সহকারে আমরাই রাজ্য ভোগ করব।

অর্জুন ! যখন দাসত্বের পণে আমি তোমাকে পাশাতে জিতেছিলাম, তখন তোমার গাণ্ডীব কোথায় ছিল ? ভীমের শক্তির কী হয়েছিল ? সেই সময় কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর) অনুগ্রহ না হলে গদাধারী ভীম এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনেরও দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। আমরাই পৌরুষের দ্বারা ভীমসেনকে বিরাটনগরে রাঁধুনি হয়ে আর অর্জুনকে মাথায় বেণী বেঁধে নপুংসক হয়ে এক বছর কাটাতে বাধ্য করেছি। আমি তোমার অথবা কৃষ্ণের ভয়ে রাজ্য প্রত্যর্পণ করব না। এবার তুমি আর কৃষ্ণ মিলে যুদ্ধ করো দেখি। আমার অমোঘ বাণ যখন ছাড়ব, তখন হাজার হাজার কৃষ্ণ আর শত শত অর্জুন দশ দিকে পালাতে থাকবে। তোমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন সকলেই যুদ্ধে মারা পড়বে। তখন তোমরা অত্যন্ত শোকান্বিত হবে আর পুণ্যহীন ব্যক্তি যেমন স্বর্গপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করে, তেমনই তোমাদের পৃথিবী লাভের আশাও পরিত্যক্ত হবে। অতএব তুমি ক্ষান্ত হও।'

—o—

## উলূকের দুর্যোধনের সংবাদ পাণ্ডবদের শোনানো এবং আবার পাণ্ডবদের সংবাদ নিয়ে দুর্যোধনের কাছে ফিরে আসা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! দুর্যোধনের সংবাদ নিয়ে উলূক পাণ্ডবদের শিবিরে এসে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন—'আপনি তো দূতের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত, তাই আমাকে যেমন বলা হয়েছে, তেমনইভাবেই আমি দুর্যোধনের বক্তব্য শোনাতে এসেছি, আপনি আমার ওপর কুপিত হবেন না।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'উলূক ! তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তুমি বিনা দ্বিধায় অদূরদর্শী দুর্যোধনের বক্তব্য শোনাও।'

উলূক বললেন—'রাজন্ ! মহামান্য রাজা দুর্যোধন সমস্ত কৌরবদের সামনে আপনাকে যা বলেছেন, তা শুনুন ! তিনি বলেছেন—'পাণ্ডব ! তুমি রাজ্যহরণ, বনবাস এবং দ্রৌপদীকে উৎপীড়নের কথা স্মরণ করে একটু পৌরুষ দেখাও। ভীমসেন তার সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও পণ করেছিল যে 'আমি দুঃশাসনের রক্তপান করব, তাহলে ক্ষমতা থাকলে পান করুক।' অস্ত্রশস্ত্রে মন্ত্রের সাহায্যে দেবতাদের আবাহন করা হয়েছে, কুরুক্ষেত্রের ময়দানও যুদ্ধের উপযুক্ত হয়েছে, রাস্তাও প্রস্তুত। সুতরাং তোমরা কৃষ্ণকে সঙ্গে করে যুদ্ধক্ষেত্রে এসো। তুমি পিতামহ ভীষ্ম, দুর্ধর্ষ কর্ণ, মহাবলী শল্য এবং আচার্য দ্রোণকে যুদ্ধে পরাস্ত না করে কী করে রাজ্য নিতে চাইছ ? পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী আছে, যাকে ভীষ্ম এবং দ্রোণ বধ করবার সংকল্প করলে এবং তাঁদের অস্ত্রের আঘাত সত্ত্বেও বেঁচে থাকতে পারে।'

মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলে উলূক অর্জুনের দিকে ফিরে বললেন—'অর্জুন ! মহারাজ দুর্যোধন আপনাকে বলেছেন—'তুমি বৃথা বাক্যব্যয় করো কেন,

এসব ছেড়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হও। এখন যুদ্ধ দ্বারাই কাজ হতে পারে, বৃথা বাক্যে নয়। আমি জানি যে কৃষ্ণ তোমার সহায়ক এবং তোমার গাণ্ডীব ধনুক আছে এবং

তোমার সমকক্ষ কোনো যোদ্ধা নেই, তাও আমার জানা আছে। এসব জেনেও আমি তোমাদের রাজ্য দখল করেছি। বিগত তেরো বছর ধরে তোমরা বিলাপ করেছ আর আমরা রাজ্য ভোগ করেছি। ভবিষ্যতেও তোমাদের ও তোমাদের উত্তরসূরীদের বধ করে আমরাই রাজ্যশাসন করব। দ্যূতক্রীড়ার সময় তোমরা যখন দাসত্বে আবদ্ধ ছিলে তখন দ্রৌপদীর সাহায্য ব্যতীত গদাধারী ভীমসেন এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন, তোমরা কিছুই করতে পারোনি। আমার পরিকল্পনায় বিরাটনগরে নপুংসক বেশে নৃত্যগীতের সাহায্যে অর্জুনকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছিল। আমি তোমার বা কৃষ্ণের ভয়ে রাজ্য সমর্পণ করব না। এবার তুমি ও কৃষ্ণ দুজনে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আমার অমোঘ বাণে শতশত কৃষ্ণ ও অর্জুন দশদিকে ছুটে পালাবে। এইভাবে যখন তোমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে হত হবে, তখন তোমাদের সম্বিত ফিরবে এবং পুণ্যহীন ব্যক্তি যেমন স্বর্গের আশা পরিত্যাগ করে, তেমনই তোমার পৃথিবীর রাজ্যপ্রাপ্তির আশা ভঙ্গ হবে। অতএব তুমি শান্ত হও।'

পাণ্ডবরা আগেই ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। উলূকের কথা শুনে তাঁরা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে একে অপরের দিকে দেখতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করে উলূককে বললেন — 'উলূক ! তুমি সত্বর দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বলো যে তার কথা আমরা সকলে শুনেছি এবং তিনি যা চান, তাই হবে।'

ভীম কৌরবদের ইশারা এবং মনোভাব বুঝে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি দাঁতে দাঁত পিষে উলূককে বললেন — 'মূর্খ ! দুর্যোধন তোমাকে যা বলেছে তা আমরা শুনলাম। এবার আমি যা বলি তা শোনো ! তুমি সব ক্ষত্রিয়, সূতপুত্র কর্ণ এবং তোমার পিতা দুরাত্মা শকুনির সামনে দুর্যোধনকে বলবে, 'ওরে দুরাত্মা ! আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সত্য রক্ষার জন্য সর্বদাই তোমার অন্যায় সহ্য করে এসেছি। মনে হচ্ছে, আমাদের সেই ব্যবহারে তোমার হৃদয়ে কোনো প্রভাবই পড়েনি। ধর্মরাজ তাঁর কুলের কল্যাণার্থেই বিরোধের মীমাংসা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই তিনি কৌরবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তোমার শিয়রে শমন নৃত্য করছে, তাই তুমি ওঁর কথা গ্রাহ্য করনি। ঠিক আছে, অবশ্যই তোমার সঙ্গে আমাদের রণভূমিতে সাক্ষাৎ হবে। আমি তো তোমাকে তোমার ভাইদের সঙ্গে যেভাবে বধ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি তাই করব। সমুদ্র যদি শুষ্ক হয়ে যায়, পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, তবুও আমার কথার অন্যথা হবে না। ওরে দুর্বুদ্ধি ! সাক্ষাৎ যম, কুবের, রুদ্র তোমার সহায়তা করলেও পাণ্ডবরা নিজেদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে দুঃশাসনের রক্তপান করব। ভীষ্মকে সামনে রেখেও যদি তারা যুদ্ধ করতে আসে, তাহলেও তাকে তৎক্ষণাৎ যমালয়ে পাঠিয়ে দেব। ক্ষত্রিয়ের সভায় আমি যে কথা বলেছি, তা সবই পালিত হবে—আমি আত্মার শপথ করে বলছি।

ভীমসেনের কথা শুনে সহদেবও ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন —'উলূক ! আমার কথা শোনো। তুমি তোমার পিতাকে গিয়ে বলবে যে, 'যদি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের তুমি শ্যালক না হতে, তাহলে আমাদের ভাই-ভাইতে এই বিরোধ উৎপন্ন হত না। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের বংশ এবং অন্য সব লোকেদের বিনাশের জন্যই জন্ম নিয়েছ। তুমি সাক্ষাৎ কালের মূর্তি, নিজ কুলের উচ্ছেদকারী এবং পাপী। উলূক ! স্মরণ রেখো, এই যুদ্ধে আমি প্রথমে তোমাকে বধ করব তারপর তোমার পিতার প্রাণ নেব।'

ভীম এবং সহদেবের কথা শুনে অর্জুন মৃদুহাস্যে ভীমসেনকে বললেন—'ভ্রাতা ! আপনার সঙ্গে যাঁদের শত্রুতা, আপনি জেনে রাখুন যে তারা জগতে কেউই বেঁচে থাকবে না। উলূককে আপনার কটুবাক্য বলা উচিত নয়। দূত বেচারী কী অপরাধ করেছে, তাকে তো যেমন বলা হয়েছে, সে তেমনই বলে যাবে।' ভীমসেনকে এই কথা বলে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ তাঁর শ্যালকদের বললেন — 'আপনারা পাপী দুর্যোধনের কথা শুনেছেন তো ? এতে বিশেষভাবে আমার ও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা হয়েছে। এর কথা শুনে আপনারা, আমাদের হিতৈষীরা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছেন, তবে আপনারা অনুমতি দিলে এবারে আমি উলূককে এর উত্তর দিতে পারি। কিন্তু আমি যুদ্ধক্ষেত্রে গাণ্ডীব ধনুক দিয়ে এই বৃথা বাক্যের জবাব দেব।' অর্জুনের কথা শুনে সব রাজারা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠির সকল কৌরবদের যথাযোগ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা নিবেদন করে দুর্যোধনকে জানাবার জন্য উলূককে বললেন—'উলূক ! তুমি গিয়ে অভিমানী কুলকলঙ্ক দুর্যোধনকে বলো— তোমার বুদ্ধি পাপগ্রস্ত। তুমি আমাদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছ, কিন্তু তুমি তো ক্ষত্রিয়, সুতরাং আমাদের মাননীয় ভীষ্ম এবং কর্ণ, দ্রোণদের সামনে রেখে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে

না। তুমি তোমার নিজের এবং সৈন্যদের পরাক্রমের ওপর নির্ভর করেই পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে। সম্পূর্ণভাবে ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজই করবে। যে ব্যক্তি অপরের পরাক্রমের আশ্রয় নিয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে, যার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, তাকে নপুংসক বলা হয়।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'উলূক ! দুর্যোধনকে এরপরে তুমি আমার সংবাদ জানিয়ে বলবে, 'কালই তুমি রণভূমিতে এসে তোমার পৌরুষ দেখাও। তুমি যে মনে করছ কৃষ্ণ যুদ্ধ করবে না ; কারণ পাণ্ডবরা তাকে অর্জুনের রথের সারথি হতে বলেছে—তাতে কি তোমার আমাকে ভয় হচ্ছে না ? স্মরণ রেখো, যুদ্ধের শেষে তোমাদের কেউই বেঁচে থাকবে না ; আগুন যেমন ঘাস-খড় জ্বালিয়ে দেয় তেমনই রণক্ষেত্রে আমি সব ভস্ম করে দেব। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে আমি যুদ্ধের সময় অর্জুনের সারথি হয়েই থাকব। যুদ্ধে তুমি যেখানেই থাকো, সামনে অর্জুনের রথই দেখতে পাবে। তুমি যে মনে করছ ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে, জেনো রাখো, ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করবেই। তুমি বৃথাই নিজের জয়ের কথা ভাবছ। মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তোমাকে একটুও গ্রাহ্য করেন না।'

তখন মহাযশস্বী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে উলূককে বলতে লাগলেন—'যে ব্যক্তি নিজের পরাক্রমে শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাকেই পুরুষ বলা হয়। যাও, দুর্যোধনকে গিয়ে বলো যে অর্জুন তোমার আহ্বান মেনে নিয়েছে, আজকের রাত্রি প্রভাত হলেই যুদ্ধ হবে। তোমার সামনে আমি প্রথমেই কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে সংহার করব। তোমার অধার্মিক ভাই দুঃশাসনকে ভীম ক্রোধভরে যে কথা বলেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই তা সত্য হবে। দুর্যোধন ! অভিমান, দর্প, ক্রোধ, কটুত্ব, নিষ্ঠুরতা, অহংকার, ক্রূরতা, তীক্ষ্ণতা, ধর্মবিদ্বেষ, গুরুজনের আদেশ না মানা এবং অধর্মের পথে চলার পরিণাম খুব শীঘ্রই তুমি দেখতে পাবে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের যুদ্ধস্থলে হত হওয়া মাত্রই তুমি তোমার জীবন, রাজ্য ও পুত্রদের আশা ছেড়ে দেবে। তুমি যখন তোমার ভাই ও পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ পাবে আর ভীম তোমাকে বধ করতে উদ্যত হবে, তখন তোমার নিজের কুকর্মের কথা স্মরণ হবে। আমি তোমাকে বলছি, এ সবই সত্য হবে।'

তারপর যুধিষ্ঠির আবার বললেন—'ভ্রাতা উলূক ! তুমি দুর্যোধনকে গিয়ে বলবে যে আমি কীট-পতঙ্গকেও কষ্ট দিতে চাই না, তাহলে নিজের আত্মীয়-স্বজন-নাশের ইচ্ছা কেন করব ? তাই আমি বসবাসের জন্য মাত্র পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার মন লোভে আচ্ছন্ন, তাই তুমি বৃথাই বাক্যব্যয় করছ। তুমি শ্রীকৃষ্ণের হিত কথাও শোনোনি। এখন আর বেশি কথায় কাজ কী, তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রণাঙ্গণে চলে এসো।'

তখন ভীম বললেন—'উলূক ! দুর্যোধন অত্যন্ত খল, পাপী, শঠ, ক্রূর, কুটিল এবং দুরাচারী। তুমি আমার হয়ে ওকে বলবে যে সভামধ্যে আমি যে পণ করেছি, সত্য-শপথ করে বলেছি, তা অবশ্যই সত্য করব। আমি রণভূমিতে দুঃশাসনকে মেরে তার রক্তপান করব, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করব এবং তার ভাইদের বিনাশ করব। জেনে রেখো আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সাক্ষাৎ যম। আরও একটি কথা শোন—ভ্রাতাসহ দুর্যোধনকে বধ করে আমি ধর্মরাজের সামনে তার মস্তকে পা রাখব।'

নকুল তখন বললেন—'উলূক ! তুমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধনকে বলবে যে আমরা তার সব কথাই ভালোমত শুনেছি। তুমি আমাদের যা করতে বলছ, আমরা তাই করব।' সহদেব বললেন—'দুর্যোধন ! তোমার যা আশা, তা সবই ব্যর্থ হবে এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে তোমার জন্য শোক করতে হবে।' তারপর শিখণ্ডী বললেন—'বিধাতা আমাকে নিঃসন্দেহে পিতামহ ভীষ্মকে বধ করার জন্যই উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং আমি সব ধনুর্ধরকে ধরাশায়ী করে দেব।' তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—'আমার হয়ে তুমি দুর্যোধনকে বলবে, আমি দ্রোণাচার্যকে তাঁর সঙ্গী-সাথী সহ বধ করব।' শেষে মহারাজ যুধিষ্ঠির করুণাপরবশ হয়ে বললেন—'আমি কোনোভাবেই আমার আত্মীয়-স্বজনদের বধ করতে চাই না। তোমার জন্যই এই দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি হয়েছে, আর উলূক ! এখন তুমি ইচ্ছা হলে এখানে থাকতেও পারো অথবা ফিরে যেতেও পারো, কারণ আমরাও তোমার আত্মীয়।'

উলূক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পেয়ে রাজা দুর্যোধনের কাছে এলেন এবং অর্জুনের সন্দেশ আনুপূর্বিক শুনিয়ে দিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পৌরুষের বর্ণনা করে নকুল, বিরাট, দ্রুপদ, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সব

কথাই যথাযথভাবে জানালেন। উলূকের কথা শুনে রাজা দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনিকে বললেন 'সমস্ত রাজা এবং আমাদের পক্ষের সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে দাও কাল সূর্যোদয়ের আগেই যেন সব সেনাপতি প্রস্তুত থাকেন।' তখন কর্ণের নির্দেশে দূতরা সমস্ত সেনা এবং রাজাদের দুর্যোধনের আদেশ জানাল।

এদিকে উলূকের কথা শুনে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে তাঁর চতুরঙ্গিণী সেনা রওনা করিয়ে দিলেন। মহারথী ভীম এবং অর্জুন সব দিক দিয়ে তাঁদের রক্ষা করে চলতে লাগলেন। সর্বাগ্রে মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন। তিনি যে বীরের যেমন ক্ষমতা এবং যোগ্যতা তাকে তেমনই উপযুক্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। অর্জুনকে কর্ণের সঙ্গে, ভীমসেনকে দুর্যোধনের সঙ্গে, ধৃষ্টকেতুকে শল্যের সঙ্গে, উত্তমৌজাকে কৃপাচার্যের সঙ্গে, নকুলকে অশ্বত্থামার সঙ্গে, শৈব্যকে কৃতবর্মার সঙ্গে, সাত্যকিকে জয়দ্রথের সঙ্গে এবং শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত করলেন। সেইভাবেই সহদেবকে শকুনির সঙ্গে, চেকিতানকে শল্যের সঙ্গে, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রকে ত্রিগর্ত বীরদের সঙ্গে এবং অভিমন্যুকে বৃষসেন এবং অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। কারণ তিনি অভিমন্যুকে যুদ্ধে অর্জুনের থেকেও অধিক শক্তিশালী বলে মনে করতেন। এইভাবে সমস্ত যোদ্ধাদের বিভক্ত করে তিনি নিজের বিপক্ষে দ্রোণাচার্যকে রাখলেন এবং তারপর পাণ্ডবদের বিজয়লাভের জন্য রণাঙ্গনে সুসজ্জিত হয়ে দণ্ডায়মান হলেন।

## ভীষ্মের কাছে দুর্যোধনের তাঁর সৈন্যের রথী ও মহারথীদের বিবরণ শোনা

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! অর্জুন যখন রণভূমিতে ভীষ্মকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেন তখন আমার মূর্খ পুত্র দুর্যোধন কী করল ? আমার তো মনে হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী হয়ে অর্জুন সংগ্রামে আমার পিতৃব্য ভীষ্মকে বধ করবে। তাছাড়া মহাপরাক্রমী ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হয়ে কী করলেন ?'

সঞ্জয় বলতে লাগলেন—'মহারাজ ! সেনাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হয়ে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্যোধনের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্য বললেন—আমি শক্তিপাণি ভগবান স্বামিকার্তিককে নমস্কার করে আজ তোমার সেনাপতি পদ গ্রহণ করছি। আমি সৈন্য সম্পর্কীয় ব্যবস্থা এবং নানাপ্রকার ব্যূহরচনায় কুশল এবং দেবতা, গন্ধর্ব এবং মানুষ—তিনপ্রকার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনায় অভিজ্ঞ। এখন তুমি সর্বপ্রকার চিন্তা পরিত্যাগ করো। আমি শাস্ত্রানুসারে তোমার সৈন্যদের যথোচিত সুরক্ষিত রেখে নিষ্কপটভাবে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।'

দুর্যোধন বললেন—'পিতামহ ! আমি দেবতা বা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও ভয় পাই না। উপরন্তু আপনি যখন সেনাপতি এবং পুরুষসিংহ আচার্য দ্রোণ আমাদের রক্ষার জন্য উপস্থিত, তখন আর বলার কী আছে ? আপনি আমাদের এবং বিপক্ষীয়দের সমস্ত রথী ও মহারথীদের ভালো মতোই জানেন। তাই আমি এবং উপস্থিত রাজন্যবর্গ আপনার কাছে তাঁদের পূর্ণ বিবরণ শুনতে আগ্রহী।'

পিতামহ ভীষ্ম বললেন—'রাজন্ ! তোমার সৈন্যদলে

যেসব রথী ও মহারথী আছেন, তাঁদের বিবরণ শোনো। তোমার পক্ষে কোটি কোটি রথী আছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান, তাঁদের নাম শোনো। সর্বপ্রথম দুঃশাসন প্রমুখ একশত ভ্রাতার সঙ্গে তুমিও একজন বড় রথী। তুমি সর্ব অস্ত্র কুশল এবং গদা, প্রাস ও ঢাল-তলোয়ারে বিশেষ পারঙ্গম। আমি তোমার প্রধান সেনাপতি। আমার কোনো কিছুই তোমার অজানা নয় ; নিজের মুখে নিজ গুণগান করা উচিত নয়। শস্ত্রধারির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃত তাঁর ভাগিনেয় নকুল ও সহদেব ছাড়া অন্য সব পাণ্ডবদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবেন। রথযূথ-পতিদের অধিপতি ভূরিশ্রবাও শত্রুসৈন্য ভীষণভাবে সংহার করবেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুজন রথীর সমকক্ষ। ইনি প্রাণ পণ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ একজন রথীর সমান। মাহিষ্মতী পুরীর রাজা নীলকেও রথী বলা যায়। আগে থেকেই সহদেবের সঙ্গে এঁর শত্রুতা আছে। তাই তিনি তোমার জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। অবন্তীর রাজা বিন্দ এবং অনুবিন্দ কুশল রথী বলে পরিচিত, এঁরা দুজনেই যুদ্ধে উৎসাহী, তাই তাঁরা শত্রুসেনার মধ্যে খেলার মতো শত্রুসংহার করবেন। আমার বিবেচনায় ত্রিগর্ত দেশের পাঁচ ভাইও খুব বড় রথী, এঁদের মধ্যে সত্যরথ প্রধান। তোমার পুত্র লক্ষ্মণ এবং দুঃশাসনের পুত্ররা—এরা যদিও তরুণ এবং সুকুমার, তবুও আমি তাদের বড় রথী বলেই মনে করি। রাজা দণ্ডধারও একজন রথী, তিনি তাঁর বিপক্ষের সৈন্যদের দেখে নেবেন। আমার বিবেচনায় বৃহদ্বল এবং কৌসল্যও ভালো রথী। কৃপাচার্য তো রথযূথপতিদের অধ্যক্ষ আছেনই। তিনি তাঁর প্রাণের মায়া ত্যাগ করে শত্রুসংহার করবেন। ইনি সাক্ষাৎ কার্তিক স্বামীর ন্যায় অজেয়।

তোমার মাতুল শকুনিও একজন রথী। তিনিই পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা বাধিয়েছেন, সুতরাং তিনি নিঃসন্দেহে ওদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করবেন। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা মহারথী, কিন্তু তাঁর নিজের প্রাণ অত্যন্ত প্রিয়। যদি তাঁর মধ্যে মধ্যে এই দোষ না থাকত, তাহলে তাঁর মতো যোদ্ধা দুই পক্ষে আর কেউই ছিল না। এঁর পিতা দ্রোণ বৃদ্ধ হলেও যুবকদের থেকেও ক্ষিপ্র। তিনি যে রণাঙ্গণে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন—এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি অর্জুনের ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল, তাই তিনি তাঁর আচার্য হওয়ার সুবাদে তাকে কখনো নিহত করবেন না ; কেননা তিনি অর্জুনকে নিজ পুত্র অপেক্ষা বেশি স্নেহ করেন। নাহলে সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ একত্রিত হয়ে তাঁর সম্মুখীন হলে, তিনি একাই তাঁর দিব্য অস্ত্রের সাহায্যে সব কিছু ছিন্ন-ভিন্ন করতে পারেন। ইনি ছাড়া মহারাজ পৌরবকেও আমি মহারথী বলে মনে করি। ইনি পাঞ্চাল বীরদের বধ করবেন। রাজপুত্র বৃহদ্বলও একজন সত্যকার রথী। সে কালের মতো তোমার শত্রুদের সামনে বিচরণ করবে। আমার বিবেচনায় মধুবংশী রাজা জরাসন্ধও রথী। নিজ সৈন্যসহ সেও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করবে। মহারাজ বাহ্লীক তো মহারথী, তাঁকে এই যুদ্ধে আমি সাক্ষাৎ যম বলে মনে করি। তিনি একবার যুদ্ধে এলে আর পিছন ফেরেন না। সেনাপতি সত্যবানও একজন মহারথী। তাঁর দ্বারা আশ্চর্যজনক কর্ম সম্পাদিত হবে। রাক্ষসরাজ অলম্বুষ তো একজন মহারথীই, ইনি সমস্ত রাক্ষস সৈন্যের মধ্যে সর্বোত্তম রথী এবং মায়াবী ও প্রতাপশালী। তিনি হাতির পিঠে থেকে যুদ্ধ করায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রথযুদ্ধেও কুশলী। ইনি ছাড়াও গান্ধারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অচল এবং বৃষক—এই দুই ভাইও শ্রেষ্ঠ রথী। এরাও দুজনে মিলে অজস্র শত্রু সংহার করবে।

কর্ণ, যে তোমার প্রিয় মিত্র এবং পরামর্শদাতা ; তোমাকে সর্বদাই পাণ্ডবদের সঙ্গে বিবাদ করার জন্য উত্তেজিত করে, অত্যন্ত অভিমানী, বাক্যবাগীশ এবং নীচপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি। সে রথীও নয় মহারথীও নয়। আমি মনে করি সে অর্ধরথী, সে যদি একবারও অর্জুনের সামনে পড়ে, তাহলে আর জীবিত ফিরবে না।'

তখন দ্রোণাচার্য বলতে লাগলেন—'ভীষ্ম ! আপনি তো একেবারে ঠিক কথা বলেন, আপনার কথা কখনো মিথ্যা হয় না। আমরাও প্রতিটি যুদ্ধে তাকে গর্ব ভরে এগিয়ে আবার সেখান থেকে পালিয়ে আসতে দেখেছি। এর বুদ্ধি স্থির নয়, তাই আমিও তাকে অর্ধরথী বলেই মনে করি।'

ভীষ্ম ও দ্রোণের কথা শুনে কর্ণের দৃষ্টি বাঁকা হল, তিনি ক্রোধ ভরে বলে উঠলেন—'পিতামহ ! আমার কোনো অপরাধ না থাকলেও আপনারা দ্বেষবশত এভাবে কথায় কথায় আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। আমি রাজা দুর্যোধনের জন্যই আপনাদের সব কিছু সহ্য করি। আপনি যদি আমাকে অর্ধরথী মনে করেন, তাহলে সমস্ত জগৎও তাই মনে করবে, কেননা তারা জানে যে ভীষ্ম কখনো মিথ্যা বলেন না। কিন্তু হে কুরুনন্দন ! বয়োজ্যেষ্ঠ হলে, চুল পেকে গেলে অথবা ধন বা আত্মীয়স্বজন বেশি হলেই

কোনো ক্ষত্রিয়কে মহারথী বলা যায় না। বলের জন্যই ক্ষত্রিয়কে শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। সেইরূপ ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্রের জ্ঞানে, বৈশ্য অধিক ধনসম্পত্তিতে এবং শূদ্রের অধিক আয়ু হলে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। আপনি পক্ষপাতিত্বে পূর্ণ হয়ে আছেন, তাই মোহবশত নিজের পছন্দ অনুযায়ী রথী-মহারথীদের বিভাগ করছেন। মহারাজ দুর্যোধন ! আপনি ঠিকমতো বিচার করুন। ভীষ্ম পিতামহের মনোভাব অত্যন্ত দূষিত এবং ইনি আপনার অহিতকারী, অতএব আপনি এঁকে ত্যাগ করুন। কোথায় রথী মহারথীদের বিচার আর কোথায় এই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ভীষ্ম ! এঁর কী সেই বুদ্ধি থাকতে পারে ! আমি একাই সমস্ত পাণ্ডবদের পরাস্ত করব। ভীষ্মের আয়ু শেষ হয়েছে। তাই কালের প্রেরণায় এঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। ইনি যুদ্ধ, সংপরামর্শ ও জয়-পরাজয় সম্বন্ধে আর কী জানবেন ! শাস্ত্র বৃদ্ধের কথায় মন দিতে বলেছে, অতি বৃদ্ধের কথায় নয়। কারণ তারা বালকের মতো হয়ে যায়। যদিও আমি একাই পাণ্ডবদের বিনাশ করব, কিন্তু সেনাপতি থাকায় যশ ইনিই লাভ করবেন ! সুতরাং যতদিন ইনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন আমি যুদ্ধ করব না। এঁর মৃত্যুর পর আমি সমস্ত মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেখিয়ে দেব।'

ভীষ্ম বললেন—'সূতপুত্র ! আমি তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাই না, তাই তুমি এখনও জীবিত আছো। আমি বৃদ্ধ হলে কী হয়, তুমি তো এখনও শিশুই। তবুও আমি তোমার যুদ্ধের জন্য ইচ্ছা এবং জীবনের আশা শেষ করছি না। জামদগ্নিনন্দন পরশুরামও অনেক অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে আমার কিছু করতে পারেননি, তুমি আমার কী করবে ? আরে কুলকলঙ্ক ! যদিও বুদ্ধিমান মানুষরা নিজের মুখে নিজের পৌরুষের অহংকার করে না, কিন্তু তোমার কথার জনাই আমাকে এসব বলতে হচ্ছে। দেখ, যখন কাশীরাজের রাজসভায় স্বয়ংবর সভা হয়েছিল, তখন সেখানে আমি একত্রিত সমস্ত রাজাকে পরাজিত করে কাশীরাজের কন্যাদের হরণ করেছিলাম। সেইসময় হাজার হাজার রাজাদের আমি একাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করেছিলাম।'

এই বিবাদ দেখে রাজা দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে বললেন—'পিতামহ ! আপনি আমাকে দেখুন, আপনার ওপর অত্যন্ত বড় এক দায়িত্ব এসে পড়েছে। এখন আপনি একমাত্র আমার হিতের দিকেই নজর দিন। আমার বিবেচনায় আপনারা দুজনেই আমার খুব উপকার করতে পারেন। আমি এখন শত্রু সেনামধ্যে যেসব রথী-মহারথী আছেন, তাঁদের বিবরণ শুনতে চাই। শত্রুদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে আমি জানতে চাই ; কারণ আজকের রাত্রি প্রভাত হলেই যুদ্ধ শুরু হবে।'

—o—

## পাণ্ডবপক্ষের রথী-মহারথীদের শক্তি বর্ণনা

ভীষ্ম বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার পক্ষের রথী, মহারথী এবং অর্ধরথীর কথা জানালাম ; এখন তোমার যদি পাণ্ডবপক্ষের রথীদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ থাকে তাহলে শোন। প্রথমত, রাজা যুধিষ্ঠিরও একজন ভালো রথী, ভীম আটজন রথীর সমান, বাণ ও গদাযুদ্ধে তার সমকক্ষ কেউ নেই। তার গায়ে দশহাজার হাতির বল এবং সে অত্যন্ত মানী এবং তেজস্বী। মাদ্রীর পুত্র নকুল-সহদেবও ভালো রথী। এই সকল পাণ্ডব বাল্যকাল থেকেই তোমাদের থেকে দ্রুত ছুটতে, লক্ষ্যভেদে পারঙ্গম। এরা রণভূমিতে আমাদের সৈন্য ধ্বংস করবে, তুমি এদের সঙ্গে যুদ্ধ কোরো না। অর্জুন তো সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের ছত্রছায়ায় রয়েছে। দুই পক্ষের সেনানীর মধ্যে অর্জুনের মতো রথী আর কেউ নেই। শুধু এখনই নয়, অতীতেও আমি এমন রথীর কথা শুনিনি। সে ক্রুদ্ধ হলে তোমার সমস্ত সৈন্য বিনাশ করবে। অর্জুনের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা এক আমার আছে আর আছে দ্রোণাচার্যের। আমরা দুজন ছাড়া উভয় সেনাতে তৃতীয় আর কোনো বীর নেই যে তার সামনে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আমরা দুজনও বৃদ্ধ হয়েছি, অর্জুন এখন যুবক এবং সর্বপ্রকার যুদ্ধকুশল।

এরা ছাড়া দ্রৌপদীর পাঁচ মহারথী পুত্র আছে। বিরাটের পুত্র উত্তরকেও আমি একজন রথী বলে মনে করি। মহাবাহু অভিমন্যুও রথযূথপতিদের যূথের অধ্যক্ষ, সেও যুদ্ধে স্বয়ং অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সমান। বৃষ্ণিবংশী বীরদের মধ্যে পরম শূরবীর সাত্যকিও যূথপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সে অত্যন্ত অসহনশীল এবং নির্ভয়। উত্তমৌজাকেও আমি ভালো রথী বলে মনে করি এবং আমার বিবেচনায় যুধামন্যুও উত্তম

রথী। বিরাট এবং দ্রুপদ বৃদ্ধ হলেও যুদ্ধে অজেয় ; আমি এঁদের অত্যন্ত পরাক্রমী এবং মহারথী বলে মনে করি। দ্রুপদের পুত্র শিখণ্ডীও ওদের সেনার মধ্যে এক প্রধান রথী। দ্রোণাচার্যের শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত সেনার অধ্যক্ষ। তাকেও আমি মহারথী বলে মনে করি। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মা অর্ধরথী ; বালক বয়স হওয়ায় সে এখনও পূর্ণ রথী হয়ে ওঠেনি। শিশুপালের পুত্র চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অত্যন্ত বড় বীর এবং ধনুর্ধর। সে পাণ্ডবদের আত্মীয় এবং মহারথী। এছাড়া ক্ষত্রদেব, জয়ন্ত, অমিতৌজা, সত্যজিৎ, অজ এবং ভোজও হলেন পাণ্ডব পক্ষের মহাপরাক্রমী, মহারথী।

কেকয় দেশের পাঁচ সহোদর রাজকুমার অত্যন্ত দৃঢ়পরাক্রমী, নানাশাস্ত্রবিদ্ এবং উচ্চকোটির রথী। কৌশিক, সুকুমার, নীল, সূর্যদত্ত, শঙ্খ এবং মদিরাশ্ব—এরা সকলেই বড় রথী এবং যুদ্ধকলায় পারঙ্গম। মহারাজ বার্দ্ধক্ষেমিকে আমি মহারথী বলে মনে করি। রাজা চিত্রায়ুধও রথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অর্জুনের ভক্ত। চেকিতান, সত্যধৃতি, ব্যাঘ্রদত্ত, চন্দ্রসেন—এঁরাও পাণ্ডব পক্ষের বড় রথী। সেনাবিন্দু বা ক্রোধহন্তা নামে যে বীর আছে, সে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সমানই বলবান। তাকেও একজন উত্তম রথী বলে মেনে নেওয়া উচিত। কাশীরাজ শস্ত্র নিক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষ এবং শত্রুবিনাশকারী, তিনি একজন রথীরই সমকক্ষ। দ্রুপদের যুবক পুত্র সত্যজিৎ আটজন রথীর সমান। তাকে ধৃষ্টদ্যুম্নের মতোই মহারথী বলা যায়। রাজা পাণ্ড্যও পাণ্ডবসৈন্যদলে একজন মহারথী। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমী এবং মহাধনুর্ধর। ইনি ছাড়া শ্রোণিমান এবং রাজা বসুদানকেও আমি মহারথী বলে মনে করি।

পাণ্ডবদের পক্ষে রোচমানও একজন মহারথী। পুরুজিৎ কুন্তীভোজ মস্ত বড় বড় ধনুর্ধর এবং মহাবলী, ইনি ভীমসেনের মামা, আমার বিবেচনায় তিনি মহারথী। ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ, রাক্ষসরাজ এবং অত্যন্ত মায়াবী। আমি তাকে রথযূথপতিদের অধিপতি বলেই মনে করি। রাজন্! আমি তোমাকে পাণ্ডবদের প্রধান প্রধান রথী, মহারথী ও অর্ধরথীর কথা জানালাম। আমি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন অথবা অন্য রাজাদের মধ্যে যাকে যেখানেই দেখতে পাব, সেখানেই তাকে আটকাবার চেষ্টা করব। কিন্তু যদি দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী আমার সামনে এসে যুদ্ধ করে, তাহলে আমি তাকে মারব না ; কারণ আমি রাজাদের সামনে আজন্ম ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতিজ্ঞা করেছি। অতএব কোনো নারী অথবা যে আগে নারী ছিল, সেই ব্যক্তিকে আমি কখনো বধ করব না। তুমি হয়ত শুনেছ যে শিখণ্ডী আগের জন্মে নারী ছিল। এই জন্মেও সে কন্যারূপেই জন্ম নিয়েছিল, পরবর্তীকালে সে পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না। সে ছাড়া আর যেসব রাজা আমার সম্মুখীন হবে, তাদের সকলকে বধ করব, কিন্তু কুন্তীপুত্রদের প্রাণ হরণ করব না।'

—o—

## ভীষ্ম কর্তৃক শিখণ্ডীর পূর্বজন্মের বর্ণনা, অম্বা-হরণ এবং শাল্ব দ্বারা অম্বার তিরস্কার

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! শিখণ্ডী যদি রণক্ষেত্রে বাণের দ্বারা আপনাকে আক্রমণ করে, তাহলেও আপনি তাকে বধ করবেন না কেন ?'

ভীষ্ম বললেন—'দুর্যোধন ! শিখণ্ডীকে রণভূমিতে আমার সামনে দেখলেও কেন ওকে মারব না, তার কারণ শোনো। আমার জগৎ বিখ্যাত পিতা স্বর্গবাসী হলে আমি প্রতিজ্ঞা পালন করে চিত্রাঙ্গদকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করি। তারও মৃত্যু হলে আমি মাতা সত্যবতীর পরামর্শে বিচিত্রবীর্যকে রাজা করি। বিচিত্রবীর্যের বয়স কম হওয়ায় রাজকার্যে তার আমার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হলে তার অনুরূপ কোনো কুলীন কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার কথা আমার মনে হল। তখন আমি শুনলাম যে কাশীরাজের অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নামের তিনটি অনুপম রূপবতী কন্যার স্বয়ংবর সভা হবে। স্বয়ংবর সভায় পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমি একা রথে করে কাশীরাজের রাজধানী গেলাম। সেখানে নিয়ম করা হয়েছিল, যে ওখানে সবথেকে পরাক্রমী হবে, তার সঙ্গেই কন্যাদের বিবাহ দেওয়া হবে। আমি যখন এই কথা শুনলাম, তখন তিনটি কন্যাকেই রথে তুলে ওখানকার সমবেত সমস্ত রাজাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'মহারাজ

শান্তনুর পুত্র ভীষ্ম এই কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছে, ক্ষমতা থাকলে আপনারা সকলে মিলে এঁদের মুক্ত করুন।'

তখন সমস্ত রাজা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে একত্রে আমার ওপর আক্রমণ হানল এবং তাদের সারথিদের রথ প্রস্তুত রাখার আদেশ দিল। তারা রথে চড়ে চারদিক দিয়ে আমাকে ঘিরে ধরল আর আমিও বাণ বর্ষণ করে তাদের ঢেকে দিলাম। আমি এক একটি বাণের সাহায্যে তাদের হাতি, ঘোড়া এবং সারথীদের ধরাশায়ী করে দিয়েছিলাম। আমার বাণ চালানোর দক্ষতা দেখে তারা মুখ ফিরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। আমি এইভাবে সব রাজাদের পরাজিত করে তিন কন্যাকে নিয়ে মাতা সত্যবতীর কাছে সমর্পণ করলাম। সমস্ত ঘটনা শুনে মাতা সত্যবতী আনন্দিত হয়ে বললেন—'পুত্র ! তুমি যে সব রাজাকে পরাস্ত করেছ, তা অতি আনন্দের কথা।' তারপর যখন তাঁর নির্দেশে বিবাহের প্রস্তুতি হতে লাগল তখন কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলল—'ভীষ্ম ! আপনি সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গম এবং ধর্মের রহস্য জানেন। অতএব আপনি আমার ধর্মানুকূল কথা শুনে যা করা উচিত মনে করেন, তাই করুন। আগে আমি মনে মনে রাজা শাল্বকে বরণ করেছি এবং তিনিও পিতার কাছে প্রকাশ না করে গোপনে আমাকে পত্নীরূপে স্বীকার করেছেন। আমার মন এইভাবে অন্যত্র বাঁধা পড়েছে, তাহলে কুরুবংশীয় হয়ে রাজধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে আপনি কেন আমাকে আপনার গৃহে রাখতে চান ? সবকিছু চিন্তা-ভাবনা করে, যা করা উচিত, তাই করুন।'

আমি তখন মাতা সত্যবতী, মন্ত্রীগণ, ঋত্বিক এবং পুরোহিতদের অনুমতি নিয়ে অম্বাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। অম্বা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং ধাত্রিদের সঙ্গে করে রাজা শাল্বের নগরে চলে গেলেন। শাল্বের কাছে গিয়ে তিনি বললেন—'মহাবাহো ! আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হয়েছি।' একথা শুনে শাল্ব হেসে বললেন—'সুন্দরী ! তোমার সম্পর্ক আগে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে হয়েছে, তাই এখন আর আমি তোমাকে পত্নীরূপে স্বীকার করতে পারি না। এখন তুমি ভীষ্মের কাছেই যাও। ভীষ্ম তোমাকে বলপূর্বক হরণ করেছিল, তাই আমি তোমাকে গ্রহণ করতে চাই না। আমি অন্যদের ধর্মোপদেশ দিই এবং আমার সব ব্যাপারই জানা আছে। অন্যের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হওয়ার পরে আমি তোমাকে কীভাবে রাখতে পারি। সুতরাং তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারো।'

অম্বা বললেন—'শত্রুদমন ! ভীষ্ম আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় আমি ক্রন্দন করছিলাম। তিনি বলপূর্বক সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। শাল্বরাজ ! আমি আপনার দাসী, নিরপরাধ। আপনি আমাকে স্বীকার করুন। নিজ দাসীকে ত্যাগ করা ধর্মশাস্ত্রে ভালো বলা হয় না। আমি ভীষ্মের অনুমতি নিয়ে সত্বরই এখানে এসেছি। ভীষ্ম নিজের জন্য আমাকে আনেননি, তিনি ভ্রাতার জন্যই এই কাজ করেছেন। আমার দুই বোন অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহ তাঁর ছোট ভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে হয়েছে। আমি আপনি ব্যতীত কাউকেই মনে স্থান দিইনি, আমি এখনও কুমারীই আছি। তাই নিজে উপস্থিত হয়ে আপনার কৃপা চাইছি।'

অম্বা এইভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন, কিন্তু শাল্ব তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন না। অম্বার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল, তিনি গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন—'রাজন্ ! আপনি আমাকে ত্যাগ করছেন, ভালো কথা। কিন্তু যদি সত্য অটল হয়, তাহলে আমি যেখানেই যাব, সাধুজন আমার রক্ষা করবেন।' এইভাবে তিনি করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন, শাল্ব তাঁকে ত্যাগ করলেন। তিনি নগরের বাইরে এসে ভাবলেন 'পৃথিবীতে আমার মতো দুঃখিনী কেউ নেই, কুটুম্বদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে গেছি, শাল্ব অপমান করেছে, হস্তিনাপুরেও যেতে পারব না। দোষ আমারই। যখন ভীষ্ম যুদ্ধ করছিলেন, তখনই আমার শাল্বর কাছে যাওয়া উচিত ছিল, আজ তারই ফল পাচ্ছি। এই সমস্ত বিপদ আজ ভীষ্মের জন্যই এসেছে। সুতরাং তপস্যা করে বা যুদ্ধের দ্বারা এর প্রতিশোধ নেওয়া প্রয়োজন।'

—০—

## অম্বার তপস্বীদের আশ্রমে আগমন, পরশুরাম কর্তৃক ভীষ্মকে বোঝানো এবং তিনি স্বীকার না করায় উভয়ের যুদ্ধের জন্য কুরুক্ষেত্রে আগমন

ভীষ্ম বললেন—'এইরূপ স্থির করে অম্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে এলেন। তিনি সেই রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করলেন এবং ঋষিদের নিজের সব বৃত্তান্ত জানালেন। ঋষিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন যে এখন এর কী করা যায়। কেউ বললেন যে 'এঁকে পিতৃগৃহে পৌঁছে দাও', কেউ আমাকে বোঝাতে লাগলেন, কেউ বললেন শাল্বর কাছে গিয়ে একে বিবাহ করতে আদেশ দেওয়া হোক, কেউ আবার তাতে আপত্তি জানালেন। তারপর সকল তপস্বী অম্বাকে বললেন—তোমার পক্ষে পিতার কাছে থাকাই সব থেকে ভালো। নারীদের পতি অথবা পিতা—এই দুটিই আশ্রয়।

অম্বা বললেন—মুনিগণ! আমি আর কাশীপুরীতে আমার পিতৃগৃহে ফিরে যেতে পারি না। এতে আমাকে অবশ্যই আমার আত্মীয়-স্বজনের অপমান সহ্য করতে হবে। এখন আমি তপস্যা করব, যাতে পরজন্মে আমার আর এরূপ দুর্ভাগ্য না হয়।

ভীষ্ম বলতে লাগলেন—ব্রাহ্মণরা যখন এই কন্যাকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন সেখানে পরম তপস্বী রাজর্ষি হোত্রবাহন এলেন। তপস্বীরা তাঁকে স্বাগত জানিয়ে আসন ও জল ইত্যাদির দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। তিনি আসন গ্রহণ করলে মুনিরা তাঁর সামনেই আবার অম্বার কথা বলতে লাগলেন। অম্বা ও কাশীরাজের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রাজর্ষি হোত্রবাহন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। হোত্রবাহন অম্বার মাতামহ ছিলেন। তিনি তাঁকে কাছে ডেকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে চাইলেন। অম্বা সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক জানালেন। রাজর্ষি তাতে দুঃখিত হয়ে মনে মনে কর্তব্য স্থির করে তাঁকে বললেন—'কন্যা! আমি তোমার মাতামহ, তুমি পিতৃগৃহে যেয়ো না। আমি বলছি তুমি জামদগ্নিনন্দন পরশুরামের কাছে যাও। তিনি তোমার এই শোক ও সন্তাপ অবশ্যই দূর করবেন। তিনি সর্বদা মহেন্দ্র পর্বতের ওপর বাস করেন। সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তুমি আমার হয়ে তাঁকে সব কথা বলবে। আমার নাম বললে তিনি তোমার ইচ্ছাপূর্ণ করবেন। বৎস! পরশুরাম আমার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র এবং স্নেহশীল সখা।'

রাজর্ষি হোত্রবাহন যখন অম্বার সঙ্গে এইসব কথা বলছিলেন, তখন পরশুরামের প্রিয় সেবক অকৃতব্রণ সেখানে এলেন। মুনিরা সকলে তাঁর সাদর আপ্যায়ন করলেন, অকৃতব্রণও সকলকে যথাযোগ্য সম্মান জানালেন। সকলে সেখানে উপবেশন করলে মহাত্মা হোত্রবাহন তাঁকে মুনিবর পরশুরামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। অকৃতব্রণ বললেন—পরশুরাম আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কাল এখানে আসছেন। পরদিন প্রভাতেই শিষ্য পরিবৃত হয়ে ভগবান পরশুরাম সেখানে পদার্পণ করলেন। তিনি ব্রহ্মতেজে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিলেন। তাঁর মস্তকে জটা এবং শরীরে চীরবস্ত্র শোভা পাচ্ছিল। হাতে ধনুক, খড়্গ এবং পরশু ছিল। তাঁকে দেখেই সব তপস্বী, রাজা হোত্রবাহন এবং অম্বা হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা পরশুরামকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং সকলে উপবেশন করলেন। রাজা হোত্রবাহন এবং পরশুরাম তাঁদের অতীতের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। কথায় কথায় রাজা বললেন—পরশুরাম! এ কাশীরাজের কন্যা আমার দৌহিত্রী, এর একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে, আপনি শুনুন!

পরশুরাম তখন অম্বাকে বললেন—'কন্যা! তোমার কী প্রয়োজন, বলো।' তখন অম্বা যা ঘটেছিল, তা সব জানালেন। তখন পরশুরাম বললেন, 'আমি তোমাকে আবার ভীষ্মের কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি যা বলব, ভীষ্ম তাই করবে। যদি সে আমার কথা মেনে না নেয়, তাহলে মন্ত্রীসহ তাকে আমি ভস্ম করে ফেলব।' অম্বা বললেন—আপনি যা উচিত বলে মনে করেন, তাই করুন। আমার এই সংকটের মূলে ব্রহ্মচারী ভীষ্মই। তিনি বলপূর্বক আমাকে হরণ করেছেন। সুতরাং আপনি তাঁকে শেষ করে দিন।

অম্বার কথায় পরশুরাম তাঁকে এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলেন এবং সরস্বতীর তীরে আশ্রয় নিলেন। তৃতীয় দিন তাঁরা আমার কাছে খবর পাঠালেন যে, 'আমি তোমার কাছে এক বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি, তুমি

আমার এই প্রিয় কাজ করে দাও।' আমাদের রাজ্যে পরশুরামের পদার্পণের কথা শুনে আমি সত্বর অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। আমার সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক, পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁর আপ্যায়নের জন্য আমি একটি গাভীও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রতাপশালী পরশুরাম আমার পূজা স্বীকার করে আমাকে বললেন—'ভীষ্ম ! তোমার যখন নিজের বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল না, তখন তুমি কেন এই কাশীরাজ কন্যাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলে এবং কেন তাকে আবার ত্যাগ করেছ ? দেখো, তোমার স্পর্শে এ এখন নারীধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তাই রাজা শাল্ব একে স্বীকার করেননি। সুতরাং অগ্নি সাক্ষী করে এখন তুমি একে গ্রহণ করো।'

তখন আমি তাঁকে বললাম—'প্রভু ! এখন আমি কোনোমতেই এর সঙ্গে আমার ভ্রাতার বিবাহ দিতে পারি না ; কারণ এ নিজেই আমাকে বলেছে যে সে শাল্বের প্রণয়াসক্ত। তারপর সে আমার অনুমতি নিয়েই শাল্বের কাছে গিয়েছিল। আমি ভয়, নিন্দা, অর্থলোভ অথবা কোনো কামনাতেই নিজ ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচলিত হতে পারি না।' আমার কথা শুনে পরশুরামের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বারংবার বলতে লাগলেন, 'তুমি যদি আমার আদেশ পালন না করো, তাহলে তোমার মন্ত্রীসহ আমি তোমাকে বিনাশ করব।' আমিও বারংবার তাঁকে বিনীতভাবে প্রার্থনা জানালাম, কিন্তু তাঁর ক্রোধ শান্ত হল না। আমি তখন তাঁর চরণে মাথা রেখে জিজ্ঞাসা করলাম—ভগবান ! আপনি কেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছেন ? বাল্যাবস্থায় আপনিই আমাকে নানাপ্রকার ধনুর্বিদ্যা শিখিয়েছেন এবং আমি আপনার শিষ্য। পরশুরাম ক্রোধে চক্ষু লাল করে বললেন—'ভীষ্ম ! তুমি আমাকে গুরু বলে স্বীকার কর, অথচ আমার প্রসন্নতার জন্য কাশীরাজের কন্যাকে গ্রহণ করছ না ! দেখো, তা না হলে তুমি শান্তি পাবে।'

আমি তাঁকে বললাম—'ব্রহ্মর্ষি ! আপনি বৃথা শ্রম করছেন। এতো হতেই পারে না। আমি পূর্বেই একে ত্যাগ করেছি। যে নারীর অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম আছে, তাকে কেউ কখনো নিজ গৃহে রাখতে পারে ? আমি ইন্দ্রের ভয়েও ধর্ম ত্যাগ করব না। আপনি এতে প্রসন্ন হন বা না হন ; আপনি যা চান, তা করতে পারেন। আপনি আমার গুরু, তাই আমি যথোচিত সম্মানে আপনাকে আপ্যায়ন করেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করতে জানেন না। অতএব আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। আমি যুদ্ধে গুরুকে, ব্রাহ্মণকে বিশেষত তপোবৃদ্ধদের বধ করি না। তাই আপনার কথা সহ্য করছিলাম। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে ঠিক করা আছে যে, যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অস্ত্র হাতে প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণকে—যখন সে স্পর্ধাভরে যুদ্ধ করছে এবং রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়নি, তাকে বধ করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না। আমিও ক্ষত্রিয় এবং ক্ষাত্রধর্মেই স্থিত। সুতরাং আপনি খুশি মনে আমার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। আপনি যে বহুদিন ধরে গর্ব করতেন যে 'আমিএকাই পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়দের হারিয়েছি।' তাহলে শুনুন, সেই সময় ভীষ্ম বা ভীষ্মের ন্যায় কোনো ক্ষত্রিয় জন্মায়নি। এই তেজস্বী বীর পরে জন্মগ্রহণ করেছে। আপনি ঘাস-খড়ের সঙ্গেই বীরত্ব দেখিয়েছেন। যে আপনার যুদ্ধাভিমান এবং যুদ্ধলিপ্সাকে ভালোভাবে মেটাতে পারবে, সেই ভীষ্ম তো এখন জন্মেছে।'

পরশুরাম তখন হেসে আমাকে বললেন—ভীষ্ম ! তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও, এ বড় আনন্দের কথা। আচ্ছা চলো আমি কুরুক্ষেত্রে যাচ্ছি, তুমিও এসো। সেখানে শত শত বাণে বিদ্ধ করে আমি তোমাকে ধরাশায়ী করব। তোমার মাতা গঙ্গাদেবীও তোমার সেই দীন দশা দেখবেন। পূর্ণ রণ সজ্জায় রথ ইত্যাদি সমস্ত যুদ্ধ-সামগ্রী নিয়ে চলো।' আমি তখন পরশুরামকে প্রণাম করে বললাম—'যথা আজ্ঞা'।

পরশুরাম তারপর কুরুক্ষেত্রে চলে গেলে আমি হস্তিনাপুরে এসে সব কথা মাতা সত্যবতীকে জানালাম। মাতা আমাকে আশীর্বাদ করলে আমি ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুণ্যাহবাচন এবং স্বস্তিবাচন করিয়ে হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্রের দিকে রওনা হলাম। সেই সময় ব্রাহ্মণরা 'জয় হোক', 'জয় হোক' বলে আমাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে আমরা দুজনেই যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে লাগলাম। আমি পরশুরামের সামনে আমার শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাজালাম। তখন ব্রাহ্মণ, বনবাসী, তপস্বী এবং ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা সেই দিব্য যুদ্ধ দেখতে এলেন। মাঝে মাঝে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল, দিব্য বাদ্য ধ্বনি ও মেঘগর্জন হতে লাগল। ঋষি পরশুরামের সঙ্গে যেসব তপস্বী এসেছিলেন, তাঁরাও দর্শক হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। সেই সময়

সমস্ত প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী মা গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে আমার কাছে এসে বললেন—'বৎস ! এ তুমি কী করছ ? আমি এখনই পরশুরামের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, ভীষ্ম আপনার শিষ্য, তার সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করবেন না। তুমি পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করার স্পর্ধা কোরো না। তুমি কী জানোনা ইনি ক্ষত্রিয় নাশকারী এবং সাক্ষাৎ শ্রীমহাদেবের সমান শক্তিশালী—তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছ ?' আমি তখন করজোড়ে তাঁকে প্রণাম করে পরশুরামের সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল, সব জানালাম। সেই সঙ্গে অম্বার কাহিনীও তাঁকে জানালাম।

মাতা গঙ্গাদেবী পরশুরামের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন— 'মুনে ! আপনি আপনার শিষ্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না।' পরশুরাম বললেন— 'আপনি ভীষ্মকেই অবদমন করুন। সে আমার কথা শুনতে চাইছে না, তাই আমি যুদ্ধ করতে এসেছি।' পুত্রস্নেহবশে মাতা গঙ্গা আবার আমার কাছে এলেন, কিন্তু আমি তাঁর কথা স্বীকার করিনি। ইতিমধ্যে মহাতপস্বী পরশুরাম রণভূমিতে উপস্থিত হয়ে আমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন।'

—o—

## ভীষ্ম এবং পরশুরামের যুদ্ধ এবং তার সমাপ্তি

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! আমি তখন রণক্ষেত্রে পরশুরামকে বললাম, 'মুনে ! আপনি মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন, অতএব আমি রথে করে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। আপনি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলে রথে উঠে, বর্ম ধারণ করে যুদ্ধ করুন।' পরশুরাম মৃদু হাস্যে বললেন—'ভীষ্ম ! এই পৃথিবীর মাটিই আমার রথ আর বেদ হল ঘোড়া। বায়ু সারথি এবং বেদমাতা গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী আমার বর্ম। তাঁদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আমি যুদ্ধ করব।' এই কথা বলে ভীষণ বাণবৃষ্টি দ্বারা পরশুরাম চতুর্দিক থেকে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলেন। তখন আমি দেখলাম, তিনি রথে আরোহণ করে আছেন। তিনি সেই রথ মন থেকেই প্রকটিত করছিলেন। সেই রথ অতি বিচিত্র এবং নগরীর ন্যায় বিশাল। তাতে সর্বপ্রকার উত্তম অস্ত্র ছিল এবং তা দিব্য অশ্বে সঞ্চালিত হচ্ছিল। তাঁর শরীরে সূর্য-চন্দ্র চিহ্নিত বর্ম শোভা পাচ্ছিল এবং পিঠে ধনুক বাঁধা ছিল। তাঁর শিষ্য ও সখা অকৃতব্রণ সারথির কাজ করছিলেন। এরমধ্যে তিনি আমার ওপর তিনটি বাণ ছুঁড়লেন। তখন আমি ঘোড়া থামিয়ে, ধনুক রেখে, রথ থেকে নেমে পদব্রজে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শাস্ত্রসম্মতভাবে বললাম—'মুনিবর ! আপনি আমার গুরু, এখন আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ; সুতরাং আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, যাতে আমি বিজয়লাভ করি।' তখন পরশুরাম বললেন—'কুরুশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি সাফল্য চায়, তার এরূপই করা উচিত। নিজের থেকে বড় তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে, এটিই ধর্মসম্মত পদ্ধতি। তুমি যদি এইভাবে না আসতে, তবে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। তুমি এখন সাবধানে যুদ্ধ করো। আমি তোমাকে জয়ী হওয়ার আশীর্বাদ দেব না, কারণ আমি এখানে তোমাকে পরাস্ত করতে এসেছি। যাও, যুদ্ধ করো, তোমার ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।'

তখন আমি তাঁকে পুনরায় প্রণাম করে সত্বর ফিরে এসে রথে উঠে শঙ্খ বাজালাম। তারপর আমরা দুজনে একে অপরকে পরাস্ত করার বাসনায় অনেক দিন ধরে যুদ্ধ করতে লাগলাম। সেই যুদ্ধে পরশুরাম আমার ওপর একশত উনসত্তর বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। আমি তখন ভল্লের ন্যায় এক তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে সেগুলির ধার কেটে দিলাম এবং শত বাণ দিয়ে তাঁর শরীর বিদ্ধ করলাম। তিনি আহত হয়ে প্রায় অচেতন হয়ে গেলেন। এতে আমার হৃদয় খুবই ব্যথিত হল, ধৈর্য ধারণ করে আমি বললাম, 'যুদ্ধ এবং ক্ষাত্রধর্মে ধিক্।' তারপর আমি তাঁর ওপর বাণ নিক্ষেপ করিনি। দিন সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায় সূর্যদেব অস্তাচলে গেলে আমাদের যুদ্ধ বন্ধ হল।

পরের দিন সূর্যোদয় হলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রতাপশালী পরশুরাম আমার ওপর দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। আমি আমার সাধারণ অস্ত্র দ্বারাই তাকে বাধা দিলাম। তারপর আমি পরশুরামের ওপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলাম, তিনি গুহ্যকাস্ত্র দ্বারা তাকে কেটে দিলেন। এরপর আমি অভিমন্ত্রিত করে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করলাম, ভগবান পরশুরাম বারুণাস্ত্র দ্বারা বাধা দিলেন। এইভাবে আমি পরশুরামের দিব্য অস্ত্রকে বাধা দিতে থাকলাম আর শত্রুদমন পরশুরাম আমার দিব্যাস্ত্র বিফল

করতে লাগলেন। তারপর তিনি ক্রোধভরে আমার বুকে বাণ নিক্ষেপ করলেন ; আমি রথের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমাকে অচেতন দেখে সারথি সত্বর রথ বাইরে নিয়ে গেল। চেতনা ফিরে এলে আমি সব জানতে পেরে সারথিকে বললাম—'সারথি ! আমি প্রস্তুত, আমাকে পরশুরামের কাছে নিয়ে চলো।' সারথি শীঘ্রই রওনা হয়ে আমাকে নিয়ে পরশুরামের সামনে পৌঁছল। সেখানে পৌঁছেই আমি তাঁকে বধ করার জন্য কালের ন্যায় এক করাল বাণ ছুঁড়লাম। তার ভয়ানক আঘাতে পরশুরাম অচেতন হয়ে রণভূমিতে পড়ে গেলেন। তাতে সব লোক ভয় পেয়ে হাহাকার করে উঠল।

মূর্ছাভঙ্গ হলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর ধনুকে বাণ সংযোগ করে অত্যন্ত বিহ্বলভাবে বললেন—'ভীষ্ম ! দাঁড়াও, আমি এখনই তোমাকে নাশ করব।' ধনুক থেকে ছোঁড়া সেই বাণ আমার দক্ষিণ স্কন্ধে আঘাত করে। সেই আঘাতে আমি ঝড়ের দাপটে বৃক্ষের ন্যায় বিকল হয়ে গেলাম। তারপর আমিও অত্যন্ত তেজে বাণ বর্ষণ করতে শুরু করলাম। কিন্তু সেই বাণ অন্তরীক্ষেই থেকে গেল। এইভাবে পরশুরাম এবং আমার বাণ এমনভাবে আকাশ ঢেকে দিল যে, সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসাই বন্ধ হয়ে গেল। বায়ুর গতি রুদ্ধ হল। পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে যত বাণ নিক্ষেপ করেন, আমি সর্পের ন্যায় বাণ দ্বারা তা মাটিতে ফেলতে থাকি। এইভাবে পরের দিনও ভীষণ যুদ্ধ হল। পরশুরাম অত্যন্ত বড় যোদ্ধা এবং দিব্যাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি প্রত্যহ আমার ওপর দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতেন। কিন্তু আমি প্রাণপণে সেগুলির প্রতিশেধক অস্ত্র দ্বারা তাঁর দিব্যাস্ত্র নষ্ট করে দিতাম। এইভাবে তাঁর বহু দিব্যাস্ত্র নষ্ট হওয়ায় তিনিও প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে তেইশ দিন অবিরাম যুদ্ধ হতে লাগল। প্রত্যহ প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হত আর সন্ধ্যায় যুদ্ধ শেষ হত।

সেই রাত্রে আমি ব্রাহ্মণ, পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদের প্রণাম করে একান্তে শয্যায় শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম যে, 'পরশুরামের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বহু দিন হল আরম্ভ হয়েছে। উনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, আমি সম্ভবত তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে পারব না। যদি তাঁকে জয় করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আজ রাত্রে দেবতারা প্রসন্ন হয়ে আমাকে দর্শন দিন।' এইরূপ প্রার্থনা করে আমি ডান পাশ ফিরে শুলাম। স্বপ্নে আমাকে আটজন ব্রাহ্মণ দর্শন দিয়ে বললেন —'ভীষ্ম ! উঠে দাঁড়াও, ভয় পেয়ো না ; তোমার কোনো ভয় নেই। আমরা তোমাকে রক্ষা করব, কারণ তুমি আমাদেরই শরীর। পরশুরাম কোনোভাবেই তোমাকে হারাতে পারবেন না। এই নাও প্রস্বাপ নামক অস্ত্র, এর দেবতা প্রজাপতি। তুমি নিজেই এর প্রয়োগ জেনে যাবে, কারণ পূর্বজন্মে তুমি এর সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলে। পরশুরাম অথবা এই পৃথিবীতে অন্য কেউ এ সম্পর্কে জানে না। তুমি এটি স্মরণ করে নিক্ষেপ করো, স্মরণ করলেই এটি তোমার কাছে এসে যাবে। এর দ্বারা পরশুরামের মৃত্যু হবে না, অতএব তোমার কোনো পাপও হবে না। এই অস্ত্রাঘাতে তিনি অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। এইভাবে তাঁকে পরাস্ত করে তুমি পুনরায় তাঁকে সম্বোধনাস্ত্র দ্বারা জাগরিত করবে। প্রভাতে উঠে তুমি এইভাবে কাজ করো। মৃত ও নিদ্রিত উভয় মানুষকেই আমরা সমান বলে মনে করি। পরশুরামের কখনোই মৃত্যু হতে পারে না। অতএব তাঁর ঘুমিয়ে পড়াই মৃত্যুর মতো।' এই বলে সেই আটজন ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হলেন। আটজন ব্রাহ্মণই সমান রূপবান এবং অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন।

রাত্রি প্রভাত হলে আমি জেগে উঠলাম এবং স্বপ্নের কথা মনে পড়ায় মন অত্যন্ত প্রসন্ন হল। কিছুক্ষণ পরেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল, তাতে সকলেই ভীত কম্পিত হল। বাণের সাহায্যে পরশুরাম আমাকে ঢেকে দিলে আমিও বাণের সাহায্যে তা আটকাতে লাগলাম। তারপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে কালের সমান এক করাল বাণ নিক্ষেপ করলেন, সেটি সর্পের ন্যায় এসে আমার বুকে বিদ্ধ হল। আমি রক্তাপ্লুত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। চেতনা ফিরে এলে আমি বজ্রের ন্যায় জ্বলন্ত শক্তি নিক্ষেপ করলাম, সেটি বিপ্রবরের বুকে আঘাত করাতে তিনি বেদনায় কাঁপতে লাগলেন। সতর্ক হয়ে তিনি আমার ওপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, সেটি ব্যর্থ করতে আমিও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলাম। সেটি প্রজ্বলিত হয়ে প্রলয়কালের মতো রূপ ধারণ করলে, দুটি ব্রহ্মাস্ত্র মাঝপথেই উভয়কে আঘাত করল, তাতে আকাশে বিশাল তেজ প্রকটিত হল। সেই তেজে সকল প্রাণী বিহ্বল হয়ে উঠল এবং সন্তপ্ত হয়ে ঋষি-মুনি, দেবতা-গন্ধর্ব সকলেই অত্যন্ত পীড়া অনুভব করতে লাগলেন, পৃথিবী কেঁপে উঠল। আকাশে যেন আগুন লেগে গেল, দশদিক ধোঁয়ায় ভরে উঠল এবং দেবতা, অসুর ও রাক্ষস হাহাকার করে উঠল। তখনই আমার প্রস্বাপাস্ত্র নিক্ষেপ করার কথা মনে হল, সংকল্প করতেই তা

আমার মনে প্রকটিত হল।

তাকে নিক্ষেপ করার জন্য উদ্যত হতেই অত্যন্ত কোলাহল শুরু হল ; দেবর্ষি নারদ আমাকে বললেন, 'কুরুনন্দন ! আকাশে উপস্থিত দেবতারা তোমাকে বাধা দিচ্ছেন, বলছেন যে তুমি এই প্রস্বাপাস্ত্র প্রয়োগ কোরো না। পরশুরাম তপস্বী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণ এবং তিনি তোমার গুরু ; কোনোভাবেই তাঁকে তোমার অসম্মান করা উচিত নয়।' তখনই আমি আকাশে সেই আটজন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলাম। তাঁরা মৃদুহাস্যে আমাকে ধীর স্বরে বললেন — 'ভরতশ্রেষ্ঠ ! দেবর্ষি নারদ যা বলছেন, তাই করো। তাঁর কথা জগতের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকারী।' তখন আমি সেই মহা অস্ত্রকে ধনুক থেকে নামিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রকটিত করলাম।

আমি প্রস্বাপাস্ত্র সংবরণ করায় পরশুরাম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উঠলেন—'আমার বুদ্ধি ভ্রম হয়েছিল, ভীষ্ম আমাকে পরাস্ত করে দিয়েছে।' তখনই তাঁর পিতা জমদগ্নি এবং মাননীয় পিতামহকে দেখা গেল। তাঁরা বলতে লাগলেন— 'পুত্র ! আর কখনো এমন সাহস কোরো না। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম। ব্রাহ্মণদের পরম ধন হল স্বাধ্যায় এবং ব্রতচর্যা। ভীষ্মের সঙ্গে যে এতো যুদ্ধ করেছ, তাই যথেষ্ট। বেশি সাহস করলে তোমাকে ছোট হতে হবে। সুতরাং তুমি এবার রণভূমি ত্যাগ করো, ধনুর্বাণ ত্যাগ করে ঘোর তপস্যা করো। দেখো, এখন দেবতারাই ভীষ্মকে নিষেধ করেছেন।' তারপর তাঁরা আমাকেও বললেন—'পরশুরাম তোমার গুরু, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কোরো না। তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করা তোমার উচিত নয়।'

পূর্বপুরুষদের কথা শুনে পরশুরাম বললেন—'আমার নিয়ম হল, যুদ্ধ থেকে পিছু হটি না। আগেও কখনো আমি যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিনি। তবে যদি ভীষ্মের ইচ্ছা হয়, তাহলে সে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে পারে।' দুর্যোধন ! তখন তাঁরা ঋচীকাদি মুনিগণ নারদকে সঙ্গে করে আমার কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন — 'পুত্র ! তুমি ব্রাহ্মণ পরশুরামের মান রাখো এবং যুদ্ধ বন্ধ করো।' তখন আমি ক্ষাত্রধর্মের কথা বিবেচনা করে তাঁদের বললাম— 'মুনিগণ ! আমার নিয়ম হল পিঠে বাণ সহ্য করে কখনো যুদ্ধের থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেওয়া। আমার স্থির সিদ্ধান্ত হল যে লোভের দ্বারা, কৃপণতার দ্বারা, ভয়ের দ্বারা বা অর্থের লোভে আমি কখনো সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব না।'

তখন দেবর্ষি নারদ ও অন্য মুনিগণ এবং মাতা ভাগিরথীও রণভূমিতে বিরাজ করছিলেন। আমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন তাঁরা সকলে পরশুরামকে বললেন—'ভৃগুনন্দন ! ব্রাহ্মণের হৃদয় এমন বিনয়শূন্য হওয়া উচিত নয়। অতএব এবার তুমি শান্ত হও। যুদ্ধ বন্ধ করো। ভীষ্মের তোমার হাতে বধ হওয়া উচিত নয় এবং তোমারও ভীষ্মের হাতে বধ হওয়া ঠিক হবে না।' এই কথা বলে তাঁরা পরশুরামের থেকে অস্ত্র নিয়ে রেখে দিলেন। এরমধ্যে সেই আটজন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ দর্শন দিলেন। তাঁরা আমাকে প্রেমপূর্বক বললেন— 'মহাবাহো ! তুমি পরশুরামের কাছে যাও এবং জগতের মঙ্গল করো।' আমি দেখলাম পরশুরাম যুদ্ধ থেকে সরে গেছেন তখন আমিও লোক কল্যাণের জন্য পিতৃপুরুষের কথা মেনে নিলাম। পরশুরাম অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি হেসে অত্যন্ত প্রীতি সহকারে আমাকে বললেন—'ভীষ্ম ! ইহলোকে তোমার ন্যায় আর কোনো ক্ষত্রিয় নেই। তুমি এই যুদ্ধে আমাকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছ। এবার তুমি যাও।'

—— o ——

## ভীষ্মকে বধ করার জন্য অম্বার তপস্যা

ভীষ্ম বললেন—দুর্যোধন ! তখন আমার সম্মুখেই পরশুরাম সেই কন্যাকে ডেকে সমস্ত মহাত্মাদের সামনে অত্যন্ত দীন স্বরে বললেন, 'ভদ্রে ! এর সঙ্গে আমি পূর্ণ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেছি। তুমি দেখেছ আমার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে প্রচেষ্টা করেছি। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। তাছাড়া বলো, আমি তোমার আর কী করতে পারি ? আমার বিবেচনায় এখন তুমি ভীষ্মের শরণ নাও। এছাড়া তোমার আর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না। ভীষ্ম আমাকে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে পরাস্ত করেছে।'

তখন সেই কন্যা বললেন—'প্রভু ! আপনি ঠিকই

বলেছেন। আপনি আপনার শক্তি ও উৎসাহ দ্বারা আমাকে সাহায্যে কার্পণ্য করেননি, কিন্তু যুদ্ধে ভীষ্মের পরাজয় হয়নি। তা সত্ত্বেও আমি কোনোভাবেই ভীষ্মের কাছে যাব না। এখন আমি এমন স্থানে যাব, যেখানে থাকলে আমি নিজেই ভীষ্মকে যুদ্ধে সংহার করতে পারব।'

এই কথা বলে সেই কন্যা আমার বিনাশের জন্য তপস্যা করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। পরশুরাম আমার সঙ্গে কথা বলে মুনিদের সঙ্গে মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলেন, আমিও রথে করে হস্তিনাপুরে ফিরে এলাম। সেখানে আমি সব কথা মাতা সত্যবতীকে জানালাম ; মাতা আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আমি সেই কন্যার সংবাদ জানার জন্য কয়েকজন গুপ্তচর নিযুক্ত করি, তারা প্রত্যহ সতর্কতার সঙ্গে আমাকে তার আচার-আচরণ, ব্যবহার সম্পর্কে জানাত।

কুরুক্ষেত্রে গিয়ে সেই কন্যা যমুনাতীরের এক আশ্রমে থেকে অলৌকিক তপস্যায় রত হয়। ছয়মাস শুধুমাত্র বায়ুভক্ষণ করে বৃক্ষের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এক বৎসর যমুনার জলে নিরাহারে অবস্থান করে। তারপরে এক বৎসর গাছের যে পাতা আপনি ঝরে যায়, তাই খেয়ে পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে তপস্যা করে। এইভাবে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করে সে আকাশ ও জগৎকে সন্তপ্ত করে তুলল। তারপরে অষ্টম এবং দশম মাসে সে শুধুমাত্র জলপান করে কাটাতে লাগল। এরপর তীর্থ ভ্রমণের আশায় ঘুরতে ঘুরতে বৎসদেশে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে তপস্যার প্রভাবে তার অর্ধদেহ অম্বা নামক নদীতে পরিণত হল এবং অর্ধদেহ বৎসদেশের রাজকন্যা হয়ে জন্ম নিল।

সেই জন্মেও তাকে তপস্যায় আগ্রহী দেখে সমস্ত তপস্বী তাকে বাধাপ্রদান করে বললেন— 'তুমি কী করতে চাও ? সেই কন্যা তপোবৃদ্ধ ঋষিদের জানালো, 'ভীষ্ম আমাকে অসম্মান করেছেন এবং আমাকে পতিব্রতাধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করেছেন। তাই কোনো দিব্যলোক লাভের জন্য নয়, ভীষ্মকে বধ করার জন্যই তীব্র তপস্যার সংকল্প করেছি। ভীষ্মের মৃত্যু হলেই আমার শান্তি হবে, এই আমার সিদ্ধান্ত। আমি ভীষ্মের আচরণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই তপস্যা করছি, সুতরাং আপনারা আমাকে বাধা দেবেন না।' তখন উমাপতি ভগবান শংকর সেই মহর্ষিদের মধ্যে এসে তপস্বিনীকে দর্শন দিয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন। কন্যা আমাকে পরাজিত করার বর প্রার্থনা করে। তখন মহাদেব বলেন— তুমি ভীষ্মের বিনাশ করতে সক্ষম হবে। তখন কন্যা তাঁকে বললো—'আমি তো নারী, তাই আমার হৃদয়, শৌর্যহীন ; তাহলে ভীষ্মকে আমি কী করে পরাজিত করতে পারব ? আপনি কৃপা করুন যাতে আমি সংগ্রামে শান্তনু-নন্দন ভীষ্মকে বধ করতে সক্ষম হই। ভগবান শংকর বললেন—আমার কথা মিথ্যা হবে না, তুমি অবশ্যই ভীষ্মকে বধ করবে, পুরুষত্ব লাভ করবে এবং পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলেও এই কথা স্মরণে থাকবে। তুমি দ্রুপদের গৃহে জন্মলাভ করে এক মহাবীর, মহারথী হবে। আমি যা বলছি, তাই হবে। তুমি কন্যা রূপে জন্ম নিলেও, কিছুদিন পরে পুরুষ হয়ে যাবে।' এই কথা বলে ভগবান শংকর অন্তর্হিত হলেন। সেই কন্যা এক চিতা প্রস্তুত করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে এবং 'আমি ভীষ্মবধের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রবেশ করছি' বলে তাতে প্রবেশ করে আত্ম-বিসর্জন করে।

---

## শিখণ্ডীর পুরুষত্ব প্রাপ্তির বৃত্তান্ত

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ! কৃপা করে বলুন শিখণ্ডী কন্যা হয়েও পুরুষ হলেন কী করে ?'

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! মহারাজ দ্রুপদের রানির কোনো পুত্র ছিল না। দ্রুপদ সন্তানপ্রাপ্তির জন্য তপস্যা করে ভগবান শিবকে প্রসন্ন করেছিলেন। মহাদেব বলেছিলেন 'তোমার এমন এক পুত্র উৎপন্ন হবে, যে প্রথমে নারী হলেও পরে পুরুষ হয়ে যাবে। তুমি এবার তোমার তপস্যা বন্ধ করো ; আমি যা বলেছি, তার অন্যথা হবে না।' রাজা তখন নগরে গিয়ে রানিকে তাঁর তপস্যা এবং শ্রীমহাদেবের বরের কথা জানালেন। ঋতুকাল এলে রানি গর্ভধারণ করলেন এবং যথাসময়ে এক রূপবতী কন্যার জন্ম দিলেন, কিন্তু নগরবাসীকে জানানো হল যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে। রাজা তার পুত্রের মতোই সমস্ত সংস্কার করালেন । সেই নগরে দ্রুপদ ব্যতীত আর কেউই এই সংবাদ জানতেন না।

মহাদেবের কথায় তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল., তাই তিনি কন্যার পরিচয় লুকিয়ে পুত্র বলে জনসমক্ষে জানিয়েছিলেন। তিনি শিখণ্ডী নামে পরিচিত ছিলেন। একমাত্র আমিই দেবর্ষি নারদের আশ্বাস, দেবতাদের বচন এবং তপস্যার কারণ সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম।

রাজন্ ! রাজা দ্রুপদ তাঁর কন্যাকে লেখা-পড়া এবং শিল্পকলা ইত্যাদি সমস্ত বিদ্যা শেখাতে লাগলেন। বাণবিদ্যা শেখার জন্য শিখণ্ডী দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রানি একদিন বললেন—মহারাজ ! মহাদেবের কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। তাই আমি বলি যে এর কোনো কন্যার সঙ্গে বিধিপূর্বক বিবাহ দিয়ে দিন, মহাদেবের কথা যে সত্য হবেই এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।' তাঁরা দুজনে সেইমত স্থির করে দশার্ণ দেশের রাজকন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ স্থির করলেন। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মা তাঁর কন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর শিখণ্ডী কাম্পিল্যনগরে এসে বাস করতে লাগলেন। বিবাহের পর হিরণ্যবর্মার কন্যা জানতে পারলেন শিখণ্ডী পুরুষ নন, নারী। তিনি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁর ধাত্রী ও সখীদের সব জানালেন। এই সংবাদে তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রাজাকে সংবাদ পাঠালেন। এই সংবাদে রাজা হিরণ্যবর্মা ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুপদের কাছে দূত পাঠালেন।

দূত রাজা দ্রুপদের কাছে এসে তাঁকে একান্তে ডেকে বললেন—'রাজন্ ! আপনি দশার্ণরাজকে ঠকিয়েছেন, তাই তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছেন যে আপনি আপনার কন্যার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়ে তাঁকে অপমান করেছেন। সুতরাং আপনি এখন তার ফলভোগ করার জন্য প্রস্তুত হন। এবারে তিনি মন্ত্রী ও আত্মীয় স্বজন সহ আপনাকে বিনাশ করবেন।'

রাজন্ ! দূতের কথা শুনে দ্রুপদ অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন, তিনি 'তা নয়' বলে দূতের মাধ্যমে তাঁর বৈবাহিককে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু হিরণ্যবর্মা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন যে শিখণ্ডী নারীই। তাই তিনি পাঞ্চাল দেশ আক্রমণ করার জন্য শীঘ্রই রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গী রাজারাও ঠিক করেছিলেন যে, 'শিখণ্ডী যদি নারী হয়, তাহলে আমরা পাঞ্চালরাজকে বন্দী করে অন্য রাজাকে সিংহাসনে বসাব এবং দ্রুপদ ও শিখণ্ডীকে আমাদের নগরে এনে বধ করব।'

দশার্ণরাজের কাছে দূত পাঠিয়ে রাজা দ্রুপদ শোকাকুল চিত্তে রানিকে গিয়ে বললেন—'এই কন্যার বিষয়ে আমরা অত্যন্ত মূর্খতার কাজ করেছি, এখন আমরা কী করব ? শিখণ্ডীর ব্যাপারে সকলেরই সন্দেহ যে সে নারী, তাই দশার্ণরাজও ভাবছেন যে আমরা তাঁকে ঠকিয়েছি। সেইজন্যই তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে আমাদের বিনাশের জন্য আসছেন। এখন তুমি বল কী করলে আমাদের মঙ্গল হয়, আমি তাই করব।

তখন রানি বললেন— সৎ ব্যক্তিরা সম্পত্তিশালীদের থেকেও দেবতার পূজা করা শ্রেয়স্কর বলে মনে করেন। তাহলে যিনি দুঃখের সমুদ্রে ডুবছেন, তাঁর আর অন্য কথা কী ? অতএব আপনি দেবতার আরাধনা করার জন্য ব্রাহ্মণদের পূজা করুন আর সংকল্প করুন যাতে দশার্ণরাজ যুদ্ধ না করেই ফিরে যান। তাহলে দেবতাদের অনুগ্রহে সব ঠিক হয়ে যাবে। দেবতার কৃপা এবং মানুষের চেষ্টা দুই যখন মিলে যায় তখন কাজ সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়। কিন্তু এর মধ্যে যদি বিরোধ থাকে তাহলে তাতে সাফল্য পাওয়া যায় না। সুতরাং মন্ত্রীদের সাহায্যে নগর সুরক্ষিত করে দেবতাদের পূজা করুন।

মাতা পিতাকে এইভাবে শোকাকুল হয়ে কথা বলতে দেখে শিখণ্ডী অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'এঁরা দুজন আমার জন্যই দুঃখী হয়েছেন।' তখন তিনি প্রাণত্যাগ করতে স্থির করলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এক নির্জন বনে গেলেন। স্থূণাকর্ণ নামে এক সমৃদ্ধিশালী যক্ষ এই বন রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, সেখানে তাঁর একটি ভবনও ছিল। শিখণ্ডী সেই বনে গেলেন। তিনি বহুক্ষণ অনাহারে থেকে শরীরকে শুষ্ক করে ফেললেন। স্থূণাকর্ণ একদিন তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন— 'কন্যা ! তুমি কী জন্য এইসব করছ ? তুমি আমাকে বলো, আমি তোমার কাজ করে দেব।' শিখণ্ডী বারবার বলতে লাগলেন—'আপনাকে দিয়ে সে কাজ হবে না।' কিন্তু যক্ষ বলতে লাগলেন— 'আমি অতি শীঘ্র তোমার কাজ করে দেব, আমি কুবেরের অনুচর, তোমাকে বর দিতেই এসেছি। তোমার যা বলার আছে, আমাকে বলো ; তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।' শিখণ্ডী তখন তাঁর সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত জানালেন এবং স্থূণাকর্ণকে বললেন —'আপনি আমার দুঃখ দূর করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাই এমন কিছু করুন যাতে আপনার কৃপাতে আমি একজন সুন্দর পুরুষ হয়ে যাই। দশার্ণরাজ আমার নগরীতে পৌঁছবার আগেই আপনি আমাকে এই

কৃপা করুন।'

যক্ষ বললেন—'তোমার এই কাজ সম্ভব, কিন্তু একটি শর্ত আছে। আমি কিছু সময়ের জন্য তোমাকে আমার পুরুষত্ব দান করব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি তা আবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। ততদিন আমি তোমার নারীত্ব ধারণ করব।'

শিখণ্ডী বললেন—'ঠিক আছে, আমি আপনার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেব ; কিছুদিনের জন্যই আপনি আমার নারীত্ব গ্রহণ করুন। রাজা হিরণ্যবর্মা দশার্ণদেশে ফিরে গেলেই, আমি আবার কন্যা হয়ে যাব, আপনি পুরুষ হয়ে যাবেন।'

দুজনে এইভাবে প্রতিজ্ঞা করে নিজেদের মধ্যে শরীর বদল করলেন। এইভাবে পুরুষত্ব লাভ করে শিখণ্ডী অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং পাঞ্চালনগরে তাঁর পিতার কাছে ফিরে এলেন। পিতার কাছে এসে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক জানালেন। দ্রুপদ সব শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাজা দ্রুপদ এবং রানির ভগবান শংকরের কথা স্মরণ হল। দ্রুপদ দশার্ণরাজের কাছে দূত পাঠিয়ে জানালেন—'আপনি নিজে আমার এখানে আসুন এবং দেখুন আমার পুত্র পুরুষ কি না। কেউ আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে।' রাজা দ্রুপদের বার্তা পেয়ে দশার্ণরাজ শিখণ্ডীকে পরীক্ষার জন্য কয়েকজন যুবতীকে পাঠালেন। তারা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জেনে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে হিরণ্যবর্মাকে জানালেন যে রাজকুমার শিখণ্ডী পুরুষই। রাজা হিরণ্যবর্মা প্রসন্নতার সঙ্গে দ্রুপদের রাজ্যে এলেন এবং বৈবাহিকের সঙ্গে কিছুদিন সেখানে কাটালেন। তিনি শিখণ্ডীকে হাতি, ঘোড়া, গোধন এবং বহু দাস-দাসী উপহার দিলেন। দ্রুপদও তাঁকে আদরআপ্যায়ন করলেন। এই ভাবে সন্দেহ দূরীভূত হওয়ায় তিনি প্রসন্ন মনে নিজ রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

এরমধ্যে যক্ষরাজ কুবের ঘুরতে ঘুরতে স্থূণাকর্ণের কাছে পৌঁছলেন। স্থূণাকর্ণের গৃহ সুন্দর পুষ্পে সুসজ্জিত ছিল। তাই দেখে যক্ষরাজ তাঁর অনুচরদের বললেন—এই সুসজ্জিত ভবন তো স্থূণাকর্ণের ; কিন্তু সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বার হচ্ছে না কেন ? যক্ষরা জানাল—'মহারাজ ! রাজা দ্রুপদের শিখণ্ডী নামে এক কন্যা আছে, কোনো কারণবশত স্থূণাকর্ণ তাকে তার পুরুষত্ব প্রদান করেছে এবং তার নারীত্ব নিজে গ্রহণ করেছে। সে স্ত্রীরূপে গৃহেই থাকে এবং লজ্জায় আপনার সেবায় উপস্থিত হয়নি। আপনি এখন যা ইচ্ছা হয় করুন।' তখন কুবের বললেন—'যাও তোমরা স্থূণাকর্ণকে আমার সামনে উপস্থিত করো, আমি তাকে শাস্তি দেব।' স্থূণাকর্ণকে ডেকে আনলে, তিনি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে কুবেরের কাছে এলেন। তখন কুবের তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—'এখন থেকে এই পাপী যক্ষ এইভাবে নারী হয়েই থাকবে।' তখন অন্য যক্ষরা তাঁর হয়ে প্রার্থনা জানালেন—'মহারাজ ! আপনি এই শাপের কোনো সময় সীমা নির্দিষ্ট করুন।' তখন কুবের বললেন—'ঠিক আছে, শিখণ্ডী যুদ্ধে মারা গেলে স্থূণাকর্ণ তার স্বরূপ ফিরে পাবে।' এই বলে ভগবান কুবের সমস্ত যক্ষকে নিয়ে অলকাপুরীতে ফিরে গেলেন।

প্রতিজ্ঞার সময় পূর্ণ হলে শিখণ্ডী স্থূণাকর্ণের কাছে গিয়ে বললেন—'প্রভু ! আমি ফিরে এসেছি।' স্থূণাকর্ণ শিখণ্ডীকে তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সময়মতো আসতে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁকে নিজের সমস্ত কথা জানালেন। তাঁর কথা শুনে শিখণ্ডী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে নিজ নগরে ফিরে এলেন। শিখণ্ডীর এইভাবে কার্য সিদ্ধি হয়েছে জেনে রাজা দ্রুপদ এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধব খুব খুশি হলেন। তারপর দ্রুপদ তাঁকে ধনুর্বিদ্যা শেখার জন্য দ্রোণাচার্যের হাতে সমর্পণ করলেন। এই শিখণ্ডীই তোমাদের সঙ্গে চার অঙ্গ সহ ধনুর্বেদ শিক্ষা লাভ করেছে। আমি যে নানাপ্রকার গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলাম, তারাই আমাকে এই সকল খবর সরবরাহ করেছে।

রাজন্ ! দ্রুপদের পুত্র মহারথী শিখণ্ডী এইভাবে পূর্বের নারীর অবস্থা থেকে পুরুষে পরিবর্তিত হয়েছে। সে যদি ধনুক হাতে আমার সম্মুখীন হয়, আমি তার দিকে তাকাব না এবং অস্ত্রও নিক্ষেপ করব না। ভীষ্ম কর্তৃক নারী হত্যা হলে সাধুব্যক্তিরা তার নিন্দা করবেন। তাই সে রণে উপস্থিত হলে আমি তাকে আঘাত করব না।

বৈশম্পায়ন বললেন—ভীষ্মের কথা শুনে কুরুরাজ দুর্যোধন কিছুক্ষণ চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর তাঁর মনে হল ভীষ্ম উপযুক্ত কথাই বলেছেন।

—০—

## দুর্যোধনকে ভীষ্মাদির এবং যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের সামর্থ্যের বর্ণনা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সেই রাত্রি প্রভাত হলে আপনার পুত্র দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এই যে অসংখ্য পদাতিক, হাতি, ঘোড়া এবং মহারথীপূর্ণ প্রবল বাহিনী আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, আপনি কতদিনে এগুলি বিনাশ করতে পারেন ? অথবা আচার্য দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ এবং অশ্বত্থামার এদের নাশ করতে কত সময় লাগবে ? আমার তা জানার ইচ্ছা। কৃপা করে বলুন।'

ভীষ্ম বললেন—'রাজন্ ! তুমি যে শত্রুদের শক্তির কথা জানতে চাইছ, তা উচিত কাজই। যুদ্ধে আমার যে সর্বাধিক পরাক্রম, শস্ত্রবল এবং সামর্থ্য—তা শোনো। ধর্মযুদ্ধে নিয়ম হল সরল যোদ্ধাদের সঙ্গে সরলভাবে এবং মায়াযোদ্ধা-কারীদের সঙ্গে মায়াপূর্বক যুদ্ধ করা। এই ভাবে যুদ্ধ করে আমি প্রতিদিন পাণ্ডবসেনার দশহাজার যোদ্ধা এবং একহাজার রথী সংহার করতে পারি। সুতরাং আমি যদি আমার মহাঅস্ত্র প্রয়োগ করি, তাহলে এক মাসের মধ্যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে পারি।'

দ্রোণাচার্য বললেন—'রাজন্ ! আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, তাহলেও ভীষ্মের ন্যায় এক মাসের মধ্যে আমার শস্ত্রাগ্নির দ্বারা পাণ্ডবসেনাকে ভস্ম করে দিতে পারি। এই হল আমার সর্বাধিক সামর্থ্য।'

কৃপাচার্য দুই মাসে এবং অশ্বত্থামা দশ দিনে সমস্ত পাণ্ডবদের সংহার করতে পারেন বলে জানালেন। কিন্তু কর্ণ বললেন— 'আমি পাঁচ দিনেই সমস্ত সৈন্য শেষ করে দেব। কর্ণের কথা শুনে ভীষ্ম অট্টহাস্য করে বললেন—রাধাপুত্র ! যতক্ষণ রণভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ সহ অর্জুন রথে করে না আসেন, ততক্ষণই তুমি এইরকম অহংকারপূর্ণ হয়ে থাকবে। তাঁদের সম্মুখীন হয়ে কী আর তুমি এইসব কথা ইচ্ছামতো বলতে পারবে ?'

কুন্তীনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সংবাদ শুনে নিজের ভাইদের ডেকে বললেন—'ভ্রাতাগণ ! কৌরব সৈন্যদের মধ্যে আমার যে গুপ্তচর আছে, তারা আমাকে আজ প্রভাতে এই সংবাদ জানিয়েছে যে, দুর্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আপনি পাণ্ডব সৈন্যদের কতদিনে সংহার করতে পারবেন ?' তাতে তিনি জানিয়েছেন, 'এক মাসে।' দ্রোণাচার্যও সেই সময়ের মধ্যেই নাশ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। কৃপাচার্য বলেছেন তাঁর দুমাস সময় লাগবে, অশ্বত্থামা বলেছেন তিনি দশ দিনে এই কাজ করতে সক্ষম। কর্ণকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পাঁচদিনেই সব বিনাশ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। অতএব অর্জুন ! আমিও এই বিষয়ে তোমার অভিমত জানতে চাই। তুমি কত সময়ে সব শত্রু সংহার করতে সক্ষম ?'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'আমার তো ইচ্ছা যে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে আমি একাই রথে করে একক্ষণেই দেবতাসহ ত্রিলোক ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সমস্ত জীবের প্রলয় ঘটিয়ে দিই। কিরাত বেশধারী ভগবান শংকরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি আমাকে যে অত্যন্ত প্রচণ্ড পাশুপতাস্ত্র প্রদান করেছিলেন, তা আমার কাছে আছে। ভগবান শংকর প্রলয়কালে সমস্ত জীবকে সংহার করার জন্যই এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন। এটি আমি ব্যতীত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ বা অশ্বত্থামা কেউই জানেন না ; কর্ণের তো কথাই নেই। তবুও এই দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ বধ করা উচিত নয়। আমি সম্মুখ যুদ্ধেই শত্রুদের পরাস্ত করব। এরূপে আপনার সাহায্যকারী অন্যান্য বীরগণও পুরুষের মধ্যে সিংহের সমান। এঁরা সকলেই দিব্য অস্ত্রের জ্ঞাতা এবং যুদ্ধের জন্য উৎসুক। কেউই এঁদের পরাজিত করতে পারবে না। এঁরা রণাঙ্গনে দেবসেনাদেরও সংহার করতে সক্ষম। শিখণ্ডী, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রুপদ, শঙ্খ, ঘটোৎকচ, তাঁর পুত্র অঞ্জনপর্বা, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং স্বয়ং আপনিও ত্রিলোক নাশ করতে সক্ষম। এতে সন্দেহ নেই যদি আপনি ক্রোধপূর্বক কারো দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাহলে সে তখনই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

—o—

## কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে প্রস্থান

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! কিছুক্ষণ পরেই প্রভাত হল। দুর্যোধনের নির্দেশে তাঁর পক্ষের রাজারা পাণ্ডবদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। স্নান করে শ্বেতবস্ত্র ধারণ করে গলায় মালাধারণ করে যজ্ঞ করলেন, তারপর অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে স্বস্তিবাচন শুনতে শুনতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হলেন। প্রথমে অবন্তীদেশের রাজা বিন্দ, অনুবিন্দ, কেকয়দেশের রাজা এবং বাহ্লীক—এঁরা দ্রোণাচার্যের নেতৃত্বে রওনা হলেন। তারপর অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, গান্ধাররাজ শকুনি, দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব এবং উত্তরদিকের রাজা, পার্বত্য নৃপতিগণ ও শক, কিরাত, যবন, শিবি এবং বসাতি জাতির রাজারা নিজ নিজ সৈন্যসহ আর একটি দল তৈরি করে চললেন। তাঁদের পিছনে সেনাসহ কৃতবর্মা, ত্রিগর্তরাজ, ভ্রাতা পরিবৃত হয়ে দুর্যোধন, শল, ভূরিশ্রবা, শল্য এবং কোসলরাজ বৃহদ্রথ—এঁরা সকলে যাত্রা করলেন। মহাবলী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা কবচ ধারণ করে কুরুক্ষেত্রের পিছনের অর্ধেক অংশে ঠিকমতো ব্যবস্থা করে দাঁড়ালেন। দুর্যোধন তাঁর শিবির এমনভাবে সুসজ্জিত করেছিলেন যে, দ্বিতীয় হস্তিনাপুর বলে মনে হচ্ছিল। সমস্ত রাজাদের জন্য শত শত হাজার হাজার শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। সেই সব শিবির পাঁচ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেইসব শিবিরে রাজারা নিজ নিজ শক্তি ও পদমর্যাদা অনুসারে বিভক্ত ছিলেন। রাজা দুর্যোধন যুদ্ধে আগত সমস্ত রাজা এবং সেনাদের জন্য উত্তম আহার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আগত ব্যবসায়ী এবং দর্শকদের জন্যও সুব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীরদের রণভূমিতে রওনা হতে নির্দেশ দিলেন। তিনি রাজাদের হাতি, ঘোড়া, পদাতিক এবং বাহনদের সেবাকারী এবং কারিগরদের জন্য উত্তম খাদ্যসামগ্রী দেবার আদেশ দিলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে অভিমন্যু, বৃহৎ এবং দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রকে রণাঙ্গনে পাঠালেন। অতঃপর ভীমসেন, সাত্যকি এবং অর্জুনকে অন্য সৈন্যদলের সঙ্গে যেতে নির্দেশ দিলেন। সেইসব উৎসাহী বীরদের হর্ষধ্বনি আকাশ মথিত করল। এঁদের পশ্চাতে রাজা বিরাট, রাজা দ্রুপদ এবং অন্য রাজাদের সঙ্গে স্বয়ং যুধিষ্ঠির রওনা হলেন। সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে যাত্রা করা সেই পাণ্ডব সৈন্যদলকে গঙ্গানদীর ন্যায় মন্দগতি স্রোত ধারার মতো প্রতিভাত হচ্ছিল।

কিছুদূর গিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সৈন্যদলকে দ্বিতীয়বার সংগঠন করলেন। তিনি দ্রৌপদীর পুত্রদের, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব এবং সমস্ত প্রভদ্রক বীরদের দশ হাজার ঘোড়সওয়ার, দুহাজার গজারোহী, দশ হাজার পদাতিক এবং পাঁচশত রথীকে ভীমসেনের নেতৃত্বে প্রথম দল করে রওনা হবার নির্দেশ দিলেন। মধ্যবর্তী দলে বিরাট, জয়ৎসেন, পাঞ্চাল-রাজকুমার যুধামন্যু এবং উত্তমৌজাকে রাখলেন। তাদের পশ্চাতে মধ্যভাগেই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন থাকলেন। তাঁদের অগ্রে এবং পশ্চাতে বিশ হাজার ঘোড়সওয়ার, পাঁচ হাজার গজারোহী এবং বহু রথী, পদাতিক, ধনুক, খড়্গ, গদা এবং নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রাদি নিয়ে চলছিলেন। যে সৈন্যদলের মধ্যে যুধিষ্ঠির ছিলেন, সেখানে বহু রাজা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিলেন। মহাবলী সাত্যকিও লক্ষ লক্ষ রথীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রদেব এবং ব্রহ্মদেব সেনাদের পিছন ভাগ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও বহু ব্যবসায়ী সামগ্রীপূর্ণ দোকান, হাতি-ঘোড়াসহ সৈন্যদলের সঙ্গে যাত্রা করেছিল। সেই সময় সেই রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বীর অত্যন্ত উৎসাহ ভরে ভেরী এবং শঙ্খ বাজিয়ে যাত্রা করছিলেন।

—o—

### উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত

—o—

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

# ভীষ্মপর্ব

## শিবিরস্থাপন এবং যুদ্ধের নিয়মাদি নিরূপণ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

জনমেজয় বললেন—মুনে ! আমি শুনতে চাই যে কৌরব, পাণ্ডব, সোমক এবং নানা দেশ হতে আগত অন্যান্য রাজারা কীভাবে যুদ্ধ করলেন !

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! কৌরব, পাণ্ডব এবং সোমবংশীয় বীররা কুরুক্ষেত্রে যেভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, তা শুনুন। কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চক তীর্থের বাইরের প্রান্তরে হাজার হাজার শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে এত সৈন্য সমবেত হয়েছিল যে কুরুক্ষেত্র ছাড়া সমস্ত পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। শুধু বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকরা স্বগৃহে ছিল। সমস্ত যুবপুরুষ এবং ঘোড়া, রথ ও হাতি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে কুরুক্ষেত্রে সৈন্য এসেছিল এবং সমস্ত বর্ণ ও জাতির লোক সেখানে একত্রিত হয়েছিল। সকলে বহু যোজন ঘিরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেই পরিধির মধ্যে দেশ, নদী, পর্বত এবং বনভূমিও ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির সকলের আহারাদির উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন। যুদ্ধের সময় হলে তাঁদের পরিচিতির জন্য, তাঁরা যে পাণ্ডবপক্ষেরই যোদ্ধা, তা বোঝাতে সকলের নাম, বস্ত্র-ভূষণ এবং সংকেত নির্দিষ্ট করা হল।

দুর্যোধনও সমস্ত রাজাদের নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ব্যূহ রচনা করলেন। পাঞ্চালদেশীয় বীর দুর্যোধনকে দেখে আনন্দে উৎসাহিত হয়ে শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজাতে লাগলেন। তারপর রথে বসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও

অর্জুন নিজ নিজ দিব্য শঙ্খ বাজালেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের সেই ভয়ংকর ধ্বনি শুনে কৌরব পক্ষের যোদ্ধাগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তারপর কৌরব, পাণ্ডব এবং সোমবংশীয় বীরগণ মিলিত হয়ে যুদ্ধের কয়েকটি নিয়ম ঠিক করলেন আর

যুদ্ধসম্পর্কীয় ধার্মিক নিয়মগুলি পালন করা সকলের পক্ষে অনিবার্য করে রাখলেন। সে নিয়মগুলি হল—প্রতিদিন যুদ্ধ সমাপ্ত হলে আমরা আগের মতোই নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করব। কেউ কারো সঙ্গে কোনো কপটতা করব না। বাক্‌যুদ্ধ হলে তা বাক্‌যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে চলে যাবে, তাকে আঘাত করা যাবে না। রথী রথীর সঙ্গে, হাতির সওয়ারী হাতির সঙ্গে, ঘোড়সওয়ার ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে এবং পদাতিক পদাতিকের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে। যে যার যোগ্য, যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা হবে, সে তার সঙ্গেই যুদ্ধ করবে। যার যেমন শক্তি ও উৎসাহ, সে সেই অনুসারেই যুদ্ধ করবে। বিপক্ষের যোদ্ধাকে যুদ্ধে আহ্বান করে আঘাত করতে হবে। যে আঘাতের সম্বন্ধে জানে না অথবা ভীতসন্ত্রস্ত, তাকে আঘাত করা চলবে না। যে একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তাকে আর অন্য কেউ আক্রমণ করবে না। যে শরণাগত হয়েছে অথবা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছে বা অস্ত্রশস্ত্র-কবচ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেছে, সেই অস্ত্র-শস্ত্রহীন ব্যক্তিকে যেন বধ করা না হয়। সূত, ভারবহনকারী, শস্ত্র সরবরাহকারী এবং রণবাদ্য বাদন-কারীদের ওপর যেন কোনোপ্রকার আঘাত করা না হয়। এইরূপ নিয়ম তৈরি করে সেই সমস্ত রাজারা এবং সেনারা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

—o—

## ব্যাসদেবের সঞ্জয়কে নিযুক্ত করা এবং অনিষ্টসূচক উৎপাতের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! পূর্ব-পশ্চিম দিকে সামনা-সামনি দণ্ডায়মান দুপক্ষের সেনাদের দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান ব্যাসদেব একান্তে উপবিষ্ট রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—তোমার পুত্রদের এবং অন্যান্য রাজাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে ; এরা একে অপরকে সংহার করতে প্রস্তুত। তুমি যদি এদের সংগ্রাম দেখতে চাও, আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করতে পারি। তার দ্বারা তুমি এখান থেকেই ভালোভাবে যুদ্ধ দেখতে পাবে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—ব্রহ্মর্ষিবর ! যুদ্ধে আমি আমার আত্মীয়-বধ দেখতে চাই না ; কিন্তু আপনার প্রভাবে যাতে যুদ্ধের খবর দ্রুত সম্পূর্ণভাবে জানতে পারি, সেই কৃপা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের তাৎক্ষণিক সংবাদ শুনতে চান জেনে ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টির বর প্রদান করলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—রাজন্ ! সঞ্জয় তোমাকে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ শোনাবে। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কিছুই এর কাছে গোপন থাকবে না। সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সর্বজ্ঞ হবে। সামনে হোক বা পরোক্ষে, দিনে অথবা রাত্রে কিংবা মনে মনে চিন্তা করা হোক, সে কথাও সঞ্জয় জেনে যাবে। অস্ত্র তার কিছুই করতে পারবে না, কিছুতেই শরীরে পরিশ্রম বোধ হবে না এবং রণক্ষেত্রে অবস্থান করলেও তার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি কৌরব এবং পাণ্ডবদের কীর্তি বৃদ্ধি করব, তুমি শোক কোর না। এ দৈবেরই বিধান, একে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধে যে পক্ষে ধর্ম থাকবে, সেই পক্ষই জয়ী হবে। মহারাজ ! এই সংগ্রামে বহু প্রাণহানি ঘটবে—সেরূপ অশুভ লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যার সময় বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছে, সূর্যকে তিন রঙের মেঘ ঢেকে দিয়েছে, ওপর-নীচে সাদা-লাল মেঘ আর তার মধ্যস্থল কালো মেঘে ঢাকা। সূর্য-চন্দ্র এবং নক্ষত্রগুলি যেন জ্বলন্ত অগ্নির মতো প্রতিভাত হচ্ছে, দিন-রাতের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না। এসব লক্ষণই ভয় উদ্রেককারী। কার্তিক পূর্ণিমার চন্দ্র যখন প্রভাহীন হয়ে

অগ্নির রূপ ধারণ করে, তখন জানতে হবে যে বহু শূরবীর রাজা ও রাজকুমার প্রাণত্যাগ করে ভূমিশয্যা গ্রহণ করবে। প্রতিদিন শূকর এবং বিড়াল যুদ্ধ করছে আর তাদের ভীষণ গর্জন শোনা যাচ্ছে। দেবমূর্তিগুলি কম্পিত হচ্ছে, হর্ষিত হচ্ছে, রক্ত বমন করছে এবং সহসা ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ পরম সাধ্বী অরুন্ধতীও বশিষ্ঠকে পশ্চাদবর্তী করেছেন। শনৈশ্চর রোহিণীকে কষ্ট দিচ্ছেন, চন্দ্রের মৃগচিহ্ন অদৃশ্যবৎ হয়ে রয়েছে, তা অত্যন্ত উৎপাদনকারী। গাভীগুলি গর্দভ, অশ্বা গোশাবক এবং কুকুরী শৃগালদের জন্ম দিচ্ছে। চতুর্দিকে ঝড় বয়ে চলেছে, ধূলিঝড় বন্ধ হচ্ছে না। বারংবার ভূমিকম্প হচ্ছে, রাহু সূর্যকে আক্রমণ করেছে, কেতু চিত্রার ওপর স্থির হয়ে আছে, ধূমকেতু পুষ্যানক্ষত্রে স্থিত। এই দুই মহাগ্রহ সৈন্যকুলের ঘোর অমঙ্গলকারী। মঙ্গল বক্রি হয়ে মঘা নক্ষত্রে স্থিত। বৃহস্পতি শ্রবণা নক্ষত্রে এবং শুক্র পূর্বভাদ্রপদার ওপর স্থিত। পূর্বে চোদ্দ, পনেরো অথবা ষোলো দিন পরে অমাবস্যা হত ; কিন্তু তেরোদিনের মধ্যে কখনো অমাবস্যা হয়েছে বলে আমার স্মরণ নেই। এবার এক মাসের মধ্যে দুই পক্ষে ত্রয়োদশীতেই সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়ে গেছে। এইরূপ বিনা পর্বে গ্রহণ হলে এই দুই গ্রহ অবশ্যই প্রজা সংহার করবে। পৃথিবী সহস্র রাজার রক্ত পান করবে। কৈলাস, মন্দরাচল এবং হিমালয়ের ন্যায় পর্বতে ভয়ানক শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে এবং পর্বত শিখরগুলি ভেঙে পড়ছে। মহাসাগরগুলি উদ্বেল হয়ে সীমা লঙ্ঘন করে পৃথিবীকে গ্রাস করতে আসছে।

—o—

## ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র কথোপকথন এবং সঞ্জয়ের ভূমির গুণাগুণ বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—ধৃতরাষ্ট্রকে এইসব বলে মহামুনি ব্যাসদেব কিছুক্ষণের জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন ; তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'রাজন্! কালই যে সমস্ত জগৎকে সংহার করে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। অতএব তুমি তোমার আত্মীয়, কুটুম্ব, মিত্র ও কৌরবদের ক্রূর কর্মে বাধা প্রদান করো, তাদের ধর্মযুক্ত পথের উপদেশ দান করো ; নিজের বন্ধু-বান্ধবকে বধ করা অত্যন্ত নীচ কাজ, তা হতে দিও না। চুপ করে থেকে আমার অপ্রিয় কাজ কোরো না। বেদে, কাউকে বধ করা ভালো কাজ বলে না, এতে নিজেরও ভালো হয় না। কুলধর্ম নিজের শরীরের মতো—যে একে নাশ করে, কুলধর্মও তাকে নাশ করে। তুমি এই কুলধর্ম রক্ষা করতে পারতে, কিন্তু কাল প্রেরিত হয়ে বিপত্তিকালীন অধর্মে তুমি প্রবৃত্ত হয়েছ। রাজ্যরূপে তুমি মহা অনর্থ লাভ করেছিলে ; কারণ এই রাজা সমস্ত কুল ও বহু রাজার বিনাশের কারণ হয়েছে। যদিও তুমি বহুভাবে ধর্ম লোপ করেছ, তবুও আমার কথায় তুমি পুত্রদের ধর্মের পথ দেখাও। এমন রাজ্যে তোমার কী প্রয়োজন, যাতে পাপের ভাগী হতে হয় ! ধর্মরক্ষা করলে তুমি যশ, কীর্তি এবং স্বর্গলাভ করবে। এখন এমন কাজ করো, যাতে পাণ্ডবরা নিজেদের রাজ্য পায় এবং কৌরবরাও সুখ-শান্তি লাভ করে।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—পিতা, সমস্ত জগৎ স্বার্থে মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, আমাকেও সাধারণ মানুষ বলেই জানবেন। আমিও অধর্ম করতে চাই না, কিন্তু কী করব ? আমার পুত্ররা আমার বশে নেই।

ব্যাসদেব বললেন—ঠিক আছে, তোমার যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করো, আমি তোমার সব সন্দেহ নিরসন করব।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন— ভগবান ! যুদ্ধে বিজয়লাভকারীগণ যে শুভলক্ষণ দেখে থাকেন, আমি সেগুলি সম্পর্কে জানতে চাই।

ব্যাসদেব বললেন—যজ্ঞের অগ্নির জ্যোতি নির্মল হবে, তার শিখা ওপর দিকে উঠবে অথবা প্রদক্ষিণের মতো ঘুরবে, তার থেকে ধোঁয়া উদ্গীরণ হবে না, আহুতি প্রদান করলে পবিত্র গন্ধ ছড়াবে—এগুলি সবই ভাবী বিজয়ের লক্ষণ বলা হয়। ভারত ! যে পক্ষের যোদ্ধার মুখ হর্ষমণ্ডিত বাক্যভরা হয়, যারা ধৈর্যশীল, যাদের ধারণ করা মালা শুকিয়ে যায় না ; তারাই যুদ্ধরূপী মহাসাগর পার হয়ে যায়। সৈন্য কম হোক বা বেশি, তাদের উৎসাহপূর্ণ হর্ষই বিজয়ের প্রধান লক্ষণ বলা হয়। একে অন্যকে ভালোভাবে জানে, উৎসাহী, নারী বিষয়ে অনাসক্ত এবং দৃঢ়নিশ্চয়ী—এরূপ পঞ্চাশজন বীরও অনেক বড় সেনাদলের মোকাবিলা

করতে সক্ষম। যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না, এমন পাঁচ-সাতজন যোদ্ধাও বিজয় পেতে সাহায্য করে। সুতরাং সৈন্যবল অধিক হলেই যে বিজয়লাভ হবে, তেমন কোনো কথা নেই।

এই কথা বলে ভগবান বেদব্যাস চলে গেলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র তা শুনে চিন্তামগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সঞ্জয় ! এইসব যুদ্ধ-পারঙ্গম রাজারা পৃথিবীর ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির লোভে জীবনের মায়া ত্যাগ করে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা একে অন্যকে হত্যা করে, ভোগ-সুখের লোভে পরস্পরকে বধ করে যমলোকে বসবাস করেও ক্ষান্ত হয় না। তাতে আমার মনে হয় যে এই পৃথিবী বহু গুণসম্পন্ন, তাই এর জন্যই এত নরহত্যা হয়। সুতরাং তুমি আমাকে এই পৃথিবী সম্পর্কে কিছু বলো।'

সঞ্জয় বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে নমস্কার জানাই। আপনার আদেশ অনুসারে আমি পৃথিবীর গুণাগুণ বর্ণনা করছি ; শুনুন। এই পৃথিবীতে দুই প্রকারের প্রাণী আছে—চর এবং অচর। চর প্রাণী তিন প্রকার—অণ্ডজ, স্বেদজ এবং জরায়ুজ। তিন প্রকার প্রাণীর মধ্যে জরায়ুজ শ্রেষ্ঠ এবং জরায়ুজের মধ্যে মানুষ এবং পশু প্রধান। এদের মধ্যে কিছু গ্রামবাসী আর কিছু বনবাসী হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং বনবাসীদের মধ্যে সিংহ। অচর বা স্থাবরদের উদ্ভিজ্জও বলা হয়। এগুলির পাঁচটি জাতি—বৃক্ষ,

গুল্ম, লতা, বল্লী ও বাঁশ। এগুলি তৃণ জাতির অন্তর্গত।

এই সমস্ত জগৎ এই পৃথিবীতেই উৎপন্ন হয় এবং এখানেই নষ্ট হয়ে যায়। ভূমিই সমস্ত জীবের প্রতিষ্ঠা এবং সেই ভূমিই বেশিদিন স্থায়ী হয়। সেই ভূমির ওপর যার অধিকার, চরাচর জগৎ তারই বশে থাকে। তাই এই ভূমি বা পৃথিবীতে অত্যন্ত লোভ থাকায় সমস্ত রাজারাই একে অপরকে হত্যা করতে চায়।

—o—

## যুদ্ধে পিতামহ ভীষ্মের পতনের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের বিষাদ এবং সঞ্জয় কর্তৃক কৌরবসেনা সংগঠনের বর্ণনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্ ! এক দিনের কথা, রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিন্তামগ্ন হয়ে বসেছিলেন। সেই সময় সঞ্জয় রণভূমি থেকে ফিরে বিষাদগ্রস্ত হয়ে বললেন—'মহারাজ ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে প্রণাম জানাই। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধে আহত হয়ে রথচ্যুত হয়েছেন। যিনি সমস্ত যোদ্ধাদের শিরোমণি এবং ধনুর্ধরীদের আশ্রয় ও ভরসা, সেই পিতামহ আজ শর-শয্যায় শায়িত। যে মহারথী কাশীপুরীতে একটিমাত্র রথের সাহায্যে সেখানে একত্রিত সমস্ত রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন, যিনি নির্ভয়ে পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়েছিলেন, তিনি আজ শিখণ্ডীর হাতে আহত হয়েছেন। যিনি বীরত্বে ইন্দ্রের সমকক্ষ, স্থৈর্যে হিমালয় সদৃশ, গাম্ভীর্যে সমুদ্র সম এবং সহনশীলতায় পৃথিবীর সঙ্গে তুলনীয়, যিনি হাজার হাজার বাণবর্ষণ করে দশ দিনে কয়েক লক্ষ সৈন্য সংহার করেছেন, তিনি আজ ঝটিকা উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হয়েছেন। রাজন্ ! এসবই আপনার কুমন্ত্রণার ফল ; পিতামহ ভীষ্ম কখনোই এই দশার যোগ্য ছিলেন না।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! কৌরবশ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রসম পরাক্রমী পিতৃবর ভীষ্ম শিখণ্ডীর হাতে কী করে আহত হলেন ? তাঁর সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি যখন রণক্ষেত্রে গেলেন, তখন তাঁর আগে-পিছে কারা ছিল ? তাঁর ধনুক বাণ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ এবং রথও উত্তম ছিল।

তিনি তাঁর বাণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বহু শত্রুর মস্তক ছেদ করতেন, তিনি কালাগ্নির ন্যায় দুর্ধর্ষ ছিলেন। তাঁকে যুদ্ধে উদ্যত দেখে পাণ্ডবদের বড় বড় সেনারাও কেঁপে উঠত। তিনি দশ দিন ক্রমাগত পাণ্ডবসৈন্য সংহার করছিলেন। হায়! দুষ্কর কার্য করার পর তিনি আজ সূর্যের ন্যায় অস্তমিত হলেন! কৃপাচার্য এবং দ্রোণাচার্য তাঁর কাছেই ছিলেন, তবুও তাঁর পতন হল কী করে? তাঁকে পাঞ্চালদেশীয় শিখণ্ডী কী করে ভূপাতিত করল? আমাদের পক্ষের কোন কোন বীর দুর্যোধনের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিল?

সঞ্জয়! সত্যই আমার হৃদয় প্রস্তর নির্মিত, কঠোর; তাই পিতৃসম ভীষ্মের মৃত্যুর সংবাদেও তা বিদীর্ণ হয়নি। ভীষ্মের সত্য, বুদ্ধি এবং নীতি ইত্যাদি সদ্গুণের কোনো সীমা ছিল না; তিনি কী করে যুদ্ধে আহত হলেন? সঞ্জয়! বলো, পাণ্ডবদের সঙ্গে ভীষ্মের কীরকম যুদ্ধ হচ্ছিল? হায়! তাঁর পতনে আমার পুত্ররা সেনাপতিহীন সেনা এবং পুত্রহীনা নারীর ন্যায় অসহায় হয়ে পড়ল। আমাদের পিতা জগতে প্রসিদ্ধ ধর্মাত্মা ও মহাপরাক্রমশালী ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে আমাদের আর বেঁচে থাকার কী আশা থাকল? নদীপারে ইচ্ছুক মানুষরা নৌকা ডুবতে দেখলে যেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আমার পুত্ররাও নিশ্চয়ই ভীষ্মের পতনে সেইরূপ শোকমগ্ন হয়েছে। আমি জানলাম যে ধৈর্য বা বল থাকলেও মৃত্যুর হাত থেকে কারো রক্ষা নেই। কাল অবশ্যই অত্যন্ত বলবান, সমস্ত জগতে কেউই তাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। আমি ভীষ্মের কাছেই কৌরবদের রক্ষা পাওয়ার আশা করেছিলাম। তাঁকে রণভূমিতে পতিত দেখে দুর্যোধন কী করল? কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসন কী বলল? ভীষ্ম ব্যতীত আর কোন কোন রাজার জয়-পরাজয় হয়েছে? সঞ্জয়! আমি দুর্যোধনের কৃত দুঃখদায়ক কর্মের কথা শুনতে চাই। সেই ভীষণ সংগ্রামে যা সব ঘটেছে, সে সবই আমাকে শোনাও। অল্পবুদ্ধি দুর্যোধনের মূর্খতার জন্য যে সব অন্যায় বা ন্যায়পূর্ণ ঘটনা ঘটেছে এবং বিজয়লাভের জন্য ভীষ্ম যেসব তেজস্বীতা পূর্ণ কর্ম করেছেন, তা আমাকে বলো। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে কীরকম যুদ্ধ হচ্ছে তাও বলো। সব ঘটনা ক্রমানুসারে সবিস্তারে আমাকে শোনাও।

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! আপনার এই প্রশ্ন আপনারই যোগ্য; কিন্তু সমস্ত দোষই আপনি দুর্যোধনের ওপর চাপাতে পারেন না। যে ব্যক্তি নিজ দুষ্কর্মের জন্য অশুভ ফল ভোগ করে, তার সেই পাপের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো উচিত নয়। বুদ্ধিমান পাণ্ডবরা দুর্যোধন তাঁদের প্রতি যে ছল-কপট ব্যবহার করেছিল, তা ভালোভাবেই জানতেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা আপনার মুখ চেয়ে মন্ত্রীসহ বনবাসে কালযাপন করে সব কিছু সহ্য করেছেন। যাঁর কৃপায় আমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের জ্ঞান এবং আকাশে বিচরণ করার ও দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে, সেই পরাশরনন্দন ভগবান ব্যাসকে প্রণাম করে ভরতবংশীয়দের রোমাঞ্চকর অদ্ভুত সংগ্রামের কাহিনী আপনাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছি।

দুই পক্ষের সৈন্যদল যখন প্রস্তুত হয়ে ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান হল, তখন দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন—'দুঃশাসন! ভীষ্ম পিতামহকে রক্ষা করার জন্য যে রথ নির্দিষ্ট আছে, তা প্রস্তুত করাও। এই যুদ্ধে ভীষ্মকে রক্ষার থেকে বড় আর কোনো দ্বিতীয় কর্ম আমাদের নেই। শুদ্ধ চিত্তসম্পন্ন পিতামহ আগেই বলে রেখেছেন যে, তিনি শিখণ্ডীকে বধ করবেন না, কারণ শিখণ্ডী স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই আমার মত হল শিখণ্ডীর হাত থেকে ভীষ্মকে রক্ষা করার বিশেষ চেষ্টা করা। আমার সমস্ত সেনা শিখণ্ডীকে বধ করার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে। পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণের যেসব অস্ত্রকুশল বীর আছেন তাঁরাও পিতামহের রক্ষার জন্য থাকুন। দেখো, অর্জুনের রথের বামভাগ যুধামন্যু রক্ষা করছেন, দক্ষিণভাগে উত্তমৌজা। অর্জুনের এই দুজন রক্ষক আর অর্জুন নিজে শিখণ্ডীকে রক্ষা করছেন। সুতরাং তুমি এমন কাজ করো যাতে অর্জুন দ্বারা সুরক্ষিত এবং ভীষ্মের দ্বারা উপেক্ষিত শিখণ্ডী কিছুতেই পিতামহকে বধ করতে সক্ষম না হয়।

তারপর রাত্রি প্রভাত হলে সূর্যোদয়ে আপনার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবদের সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হল। দণ্ডায়মান যোদ্ধাদের হাতে ধনুক, ঋষ্টি, তলোয়ার, গদা, শক্তি এবং নানাপ্রকার অস্ত্র শোভা পাচ্ছিল। হাজার হাজার হাতি, ঘোড়সওয়ার, পদাতিক ও রথী শত্রুদের যুদ্ধে বধ করার জন্য ব্যূহবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান ছিল। শকুনি, শল্য, জয়দ্রথ, অবন্তীরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেকয়নরেশ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কলিঙ্গ নরেশ শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, বৃহদ্বল এবং কৃতবর্মা—এই দশজন বীর এক এক অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক। এঁরা ছাড়াও বহু মহারথী রাজা এবং রাজকুমার দুর্যোধনের অধীনে যুদ্ধে নিজ নিজ সৈন্যদলের সঙ্গে দণ্ডায়মান ছিলেন। এছাড়াও দুর্যোধনের এগারো অক্ষৌহিণী মহাসেনা ছিল। এরা সমস্ত সৈন্যের

অগ্রগামী ছিল ; শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ছিলেন এদেরই অধিনায়ক। মহারাজ ! তিনি শ্বেতবর্ণের শিরস্ত্রাণ ও শ্বেতবর্ণের বর্ম পরিহিত ছিলেন, তাঁর রথের ঘোড়াও শ্বেতবর্ণের ছিল। তাঁর নিজ দেহের শ্বেত কান্তিতে তাঁকে চন্দ্রের ন্যায় শোভাযুক্ত দেখাচ্ছিল। তাঁকে দেখে মহাবীর ধনুর্ধারী সৃঞ্জয় বংশের বীর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাঞ্চালবীরগণও ভীতচমৎকৃত হলেন। এই এগারো অক্ষৌহিণী সেনা আপনাদের পক্ষে দণ্ডায়মান ছিল। রাজন্! কৌরবদলের এত বড় সৈন্য সংগঠন আমি এর আগে কখনো দেখিনি, শুনিনি।

ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য প্রত্যহ প্রভাতে উঠে মনে মনে এই কামনা করতেন যে 'পাণ্ডবদের জয় হোক' ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁরা দুজনেই আপনার জন্যই যুদ্ধ করছেন। সেই দিন পিতামহ ভীষ্ম সব রাজাকে ডেকে বললেন—'ক্ষত্রিয়গণ ! আপনাদের স্বর্গে গমন করার এই যুদ্ধরূপ মহাদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, এর সাহায্যে আপনারা ইন্দ্রলোক এবং ব্রহ্মলোকে যেতে সক্ষম। এই আপনাদের সনাতন পথ, আপনাদের পূর্বপুরুষগণও এটি অনুসরণ করেছেন। রুগ্ন হয়ে গৃহে শায়িত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের কাছে অধর্ম বলে মনে করা হয়, যুদ্ধে মৃত্যুই সনাতন ধর্ম।'

ভীষ্মের কথা শুনে সব রাজাই নিজ নিজ উত্তম রথে আরোহণ করে সৈন্য শোভা বৃদ্ধি করে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। শুধু কর্ণ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে থেকে গেলেন। সমস্ত কৌরবসেনার সেনাপতি পিতামহ ভীষ্ম রথে আসীন হয়ে সূর্যের ন্যায় শোভাবৃদ্ধি করছিলেন, তাঁর রথের ধ্বজায় বিশাল তালবৃক্ষ এবং পাঁচটি তারাচিহ্ন শোভা পাচ্ছিল। আপনাদের পক্ষে যত মহা ধনুর্ধর রাজা ছিলেন তাঁরা সকলেই শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নির্দেশে যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন। আচার্য দ্রোণের যে ধ্বজা উড়ছিল, তাতে স্বর্ণবেদী, কমণ্ডলু এবং ধনুক চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। কৃপাচার্য তাঁর বহুমূল্য রথে বৃষচিহ্নিত ধ্বজা দ্বারা শোভিত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজন্ ! এইভাবে আপনার পুত্রের সৈন্যদের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যেন গঙ্গায় মিলিত যমুনার ন্যায় শোভাবর্ধন করছিল।

—o—

## উভয় পক্ষের সৈন্যদলের ব্যূহ-রচনা

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! ভীষ্ম তো মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব এবং অসুর দ্বারা তৈরি ব্যূহরচনার কৌশল জানতেন। তিনি যখন আমাদের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার দ্বারা ব্যূহরচনা করেন, পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির তখন তাঁর সামান্য সেনা দিয়ে কীভাবে ব্যূহরচনা করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনার সেনাদের সু-সজ্জিত ব্যূহ দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন—'তাত ! মহর্ষি বৃহস্পতির কথায় আমরা জেনেছি যে শত্রু অপেক্ষা যদি নিজ পক্ষের সৈন্য কম হয়, তাহলে তাদের পিছিয়ে কিছু দূরে রেখে যুদ্ধ করা উচিত আর যদি নিজেদের সৈন্য বেশি হয়, তবে ইচ্ছামতো সৈন্য সমাবেশ করে যুদ্ধ করা উচিত। অল্প সৈন্য নিয়ে যদি অধিক সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে তাদের সূচীমুখ নামক ব্যূহরচনা করা উচিত। আমাদের সৈন্যদল শত্রুপক্ষের সৈন্যের তুলনায় খুবই অল্প, সুতরাং তুমি উপযুক্ত ব্যূহরচনা করো।

একথা শুনে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—মহারাজ ! আমি আপনার জন্য বজ্র নামক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করছি ; এই ব্যূহ ইন্দ্রবর্ণিত দুর্জয় ব্যূহ। এর শক্তি বায়ুর ন্যায় প্রবল এবং শত্রুদের কাছে দুঃসহ। যোদ্ধাদের অগ্রগণ্য ভীমসেন এই ব্যূহে আমাদের সম্মুখে থেকে যুদ্ধ করবেন। তাঁকে দেখেই দুর্যোধন ও অন্যান্যরা এমনভাবে ভীত হবেন, যেমন সিংহকে দেখে ক্ষুদ্র মৃগ পালায়।

যুধিষ্ঠিরকে এই কথা জানিয়ে ধনঞ্জয় ব্যূহরচনা করলেন। সেনাদের ব্যূহাকারে সাজিয়ে অর্জুন শীঘ্রই শত্রুদের দিকে এগোলেন। কৌরবদের এগিয়ে আসতে দেখে পাণ্ডবসেনাও জলপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব এবং ধৃষ্টকেতু—এঁরা সৈন্যদের অগ্রবর্তী হয়ে চললেন। এঁদের পশ্চাতে রাজা বিরাট তাঁর ভ্রাতা, পুত্র এবং এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে তাঁদের রক্ষা করছিলেন। নকুল ও সহদেব ভীমসেনের উভয়দিকে থেকে তাঁর রথের দুপাশ রক্ষা করছিলেন। দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং অভিমন্যু এঁদের পৃষ্ঠভাগের রক্ষায় ছিলেন। এঁদের পিছনে যাচ্ছিলেন শিখণ্ডী, যিনি অর্জুনের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে ভীষ্মের

বিনাশ সাধনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। অর্জুনের পিছনে মহাবলী সাত্যকি ছিলেন এবং যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাঁদের চক্র রক্ষা করছিলেন। কৈকেয় ধৃষ্টকেতু এবং বলবান চেকিতানও অর্জুনের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন।

অর্জুন নির্মিত বজ্রব্যূহ সমস্ত ভীতি-আশঙ্কাশূন্য ছিল। তার মুখ সবদিকে প্রসারিত এবং দেখতে ছিল অতি ভয়ংকর। বীরদের ধনুক বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হচ্ছিল। স্বয়ং অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক হাতে তাঁদের রক্ষা করছিলেন। এঁদের ভরসাতেই পাণ্ডব আপনার সৈন্যের সম্মুখীন হয়েছে। পাণ্ডবদের সুরক্ষিত সেই ব্যূহ মানব-জগতের পক্ষে সর্বতোভাবে অজেয় হয়েছিল।

এরমধ্যে সূর্যোদয় হওয়ায় সমস্ত সৈনিক সন্ধ্যা-বন্দনা করতে শুরু করলেন। তখন আকাশ মেঘমুক্ত থাকলেও মেঘগর্জন শোনা যাচ্ছিল। তারপর প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল এবং ধুলায় সবদিক ভরে গেল। পূর্বদিকে উল্কাপাত শুরু হল। উদীয়মান সূর্যের সঙ্গে আঘাত খেয়ে উল্কাগুলি ভয়ানক শব্দ করে পৃথিবীতে নিপতিত হয়ে বিলীন হয়ে গেল।

সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর যখন সব সৈনিক প্রস্তুত হতে শুরু করল তখন সূর্যের আলো প্রায় নিভে গেল এবং পৃথিবী ভয়ানক শব্দ করে কম্পিত হতে লাগল। সব দিকে বজ্রপাত হতে লাগল। পাণ্ডবরা যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ভীমসেনকে সামনে রেখে আপনার পুত্রদের সামনে ব্যূহরচনা করে দাঁড়ালেন। গদাধারী ভীমকে ব্যূহের সামনে দেখে আমাদের যোদ্ধাদের মুখ মলিন হয়ে গেল।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! সূর্যোদয় হলে ভীষ্মের অধিনায়কত্বে আমার পক্ষের বীররা এবং ভীমসেনের সেনাপতিত্বে উপস্থিত পাণ্ডবপক্ষের সৈনিকদের মধ্যে প্রথমে কারা যুদ্ধের জন্য হর্ষ প্রকটিত করে ?

সঞ্জয় বললেন—নরেন্দ্র ! দুপক্ষের সেনার অবস্থাই একরকম ছিল। দুপক্ষই যখন একে অপরের কাছে এল, দুপক্ষকেই প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। হাতি, ঘোড়া এবং রথ পরিপূর্ণ দুপক্ষের সেনাদের শোভা বিচিত্র সুন্দর হয়েছিল। কৌরবসেনারা পশ্চিমমুখী ছিল আর পাণ্ডবগণ পূর্বমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কৌরব সেনাদের দৈত্যরাজের সৈন্যের ন্যায় দেখাচ্ছিল আর পাণ্ডব সৈন্যদের পশ্চাদভাগ প্রশান্ত মলয় প্রবাহিত আর কৌরব সৈন্যদের পশ্চাতে হিংস্র পশুগুলি গর্জন করছিল।

ভারত ! আপনার সৈন্যব্যূহে এক লক্ষের বেশি হাতি ছিল, প্রত্যেকটি হাতির সঙ্গে শত শত রথ দণ্ডায়মান ছিল। এক একটি রথের সঙ্গে শত শত ঘোড়া ছিল, প্রত্যেকটি ঘোড়ার সঙ্গে দশজন করে ধনুর্ধর সৈনিক ছিল এবং এক একজন ধনুর্ধরের সঙ্গে দশজন ঢালধারী ছিল। ভীষ্ম এইভাবে আপনাদের সৈন্যব্যূহ রচনা করেছিলেন। তিনি প্রত্যহ ব্যূহ পরিবর্তন করতেন। কোনোদিন মানবব্যূহ রচনা করতেন, কোনোদিন দৈবব্যূহ আবার কোনোদিন গন্ধর্ব ব্যূহ বা কোনোদিন আসুর-ব্যূহ রচনা করতেন। আপনার সৈন্য ব্যূহ-মহারথী সৈনিকে পরিপূর্ণ ছিল। তাদের আওয়াজ সমুদ্রের গর্জনের ন্যায় ছিল। রাজন্ ! যদিও কৌরবসৈন্য ছিল অসংখ্য এবং ভয়ংকর, পাণ্ডব সৈন্য তেমন ছিল না, তবুও আমার বিশ্বাস যে, প্রকৃতপক্ষে সেই সেনাই দুর্ধর্ষ এবং বৃহৎ যাদের নেতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন।

---

## যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনের আলোচনা, অর্জুন দ্বারা দুর্গাদেবীর স্তব এবং বরলাভ

সঞ্জয় বলতে লাগলেন—যুধিষ্ঠির ! যখন ভীষ্ম নির্মিত অভেদ্য ব্যূহ দেখলেন তখন বিমর্ষ হয়ে অর্জুনকে বললেন—'ধনঞ্জয় ! পিতামহ ভীষ্ম যাঁদের সেনাপতি, সেই কৌরবদের সঙ্গে আমরা কীভাবে যুদ্ধ করব ? মহাতেজস্বী ভীষ্ম শাস্ত্রোক্ত বিধিতে যে ব্যূহ নির্মাণ করেছেন, সেই ব্যূহ ভেদ করা অসম্ভব। ভীষ্ম আমাদের এবং আমাদের সৈন্যদের সংকটে ফেলে দিয়েছেন, এই মহাব্যূহ থেকে আমরা কীভাবে রক্ষা পাব ?'

শত্রুদমন অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! যে যুক্তির সাহায্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও বুদ্ধি, গুণ এবং সংখ্যায় নিজের থেকে অধিক থাকলেও বিপক্ষের ওপর জয়লাভ করে, তা আমার কাছে শুনুন। অনেকদিন আগে দেবাসুর যুদ্ধের অবসরে ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতাদের বলেছিলেন—'দেবগণ ! জয়লাভের ইচ্ছাসম্পন্ন বীরগণ

কেবলমাত্র বল ও পরাক্রমে জয়লাভ করতে পারে না, বীরত্বের সঙ্গে সত্য, দয়া, ধর্ম এবং উদ্যমের দ্বারা তা লাভ করে। তাই ধর্ম-অধর্ম এবং লোভকে ভালোভাবে জেনে অহংকারবর্জিত হয়ে উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করো। যেখানে ধর্ম থাকে, সেখানেই জয়লাভ হয়।' রাজন্! তাই আপনিও জেনে রাখুন যে এই যুদ্ধে আমাদের জয় নিশ্চিত। নারদ বলেন—'যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই বিজয়' শ্রীকৃষ্ণের একটি গুণ হল বিজয়, যা সর্বদা তাঁর অনুগমন করে। গোবিন্দের তেজ অনন্ত, তিনি সাক্ষাৎ সনাতন পুরুষ, তাই শ্রীকৃষ্ণ যেখানে, সেই পক্ষেরই বিজয় হবে। রাজন্! আমি আপনার বিষাদের কোনো কারণ দেখছি না, কারণ বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণও আপনার বিজয় কামনা করছেন।'

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান তাঁর সেনাদের অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর রথ ইন্দ্রের রথের মতোই সুন্দর ছিল, তার ওপর যুদ্ধের সমস্ত সামগ্রী সজ্জিত ছিল। যুধিষ্ঠির রথে আরোহণ করলে তাঁর পুরোহিত 'শত্রুনাশ হোক'—বলে আশীর্বাদ করলেন এবং ব্রহ্মর্ষি ও শ্রোত্রিয় বিদ্বানগণ জপ, মন্ত্র এবং ঔষধির দ্বারা স্বস্তিবাচন করতে লাগলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও বস্ত্র, গাভী, ফল, ফুল এবং স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণদের দান করে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করলেন। ভীমসেন আপনার পুত্রদের বধ করার জন্য ভয়ানক রূপ ধারণ করেছিলেন, তাঁকে দেখে আপনার যোদ্ধারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বললেন—নরশ্রেষ্ঠ! যিনি সৈন্যদের মধ্যভাগে সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়ে আমাদের সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে আছেন, তিনি কুরুকুলের ধ্বজা উত্তোলনকারী পিতামহ ভীষ্ম। মেঘ যেমন সূর্যকে ঢেকে রাখে তেমনই এই সৈন্যদল মহানুভব ভীষ্মকে ঘিরে রেখেছে। তুমি প্রথমে এই সেনাদের বধ করে তবেই ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সেনাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে যুদ্ধের সময় আগত দেখে অর্জুনের হিতার্থে বললেন—'মহাবাহো! যুদ্ধের প্রারম্ভে শত্রুদের পরাজিত করার জন্য তুমি পবিত্র হয়ে দুর্গাদেবীর স্তব করো।' ভগবান বাসুদেবের নির্দেশে অর্জুন রথ থেকে নেমে হাত জোড় করে দুর্গাদেবীর স্তুতি করতে লাগলেন—'মন্দারচল নিবাসিনী সিদ্ধদের সেনানেত্রী আর্যে! তোমাকে বারংবার প্রণাম। তুমিই কুমারী, কালী, কাপালী, কপিলা, কৃষ্ণ, পিঙ্গলা, ভদ্রকালী এবং মহাকালী প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা; তোমাকে বারবার প্রণাম। দুষ্টের ওপর প্রচণ্ড কুপিত হওয়ার তোমাকে চণ্ডী বলা হয়, ভক্তদের সংকট থেকে তারণ করায় তারিণী বলা হয়। তোমার দেহের দিব্য বর্ণ অতি সুন্দর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। মহাভাগে! তুমি সৌম্য এবং সুন্দর রূপসম্পন্ন কাত্যায়নী আবার বিকট রূপধারিণী কালী। তুমি জয়া ও বিজয়া নামে বিখ্যাত। তোমার ধ্বজা ময়ূরপুচ্ছের, নানা অলংকার তোমার অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে। ত্রিশূল, খড়্গ ইত্যাদি অস্ত্র তুমি ধারণ করেছ। তুমি নন্দগোপের বংশে অবতার হয়ে এসেছিলে, তাই তুমি গোপেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী; গুণ ও প্রভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহিষাসুরকে বধ করে তুমি বড়ই প্রসন্ন হয়েছিলে। কুশিক গোত্রে অবতার হওয়ায় তুমি কৌশিকী নামেও প্রসিদ্ধ, তুমি পীতবস্ত্র ধারণকারিণী। শত্রুদের দেখে যখন অট্টহাস্য কর, তখন তোমার মুখ চক্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়। যুদ্ধ তোমার অত্যন্ত প্রিয়, আমি তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। উমা, শাকম্ভরী, শ্বেতা, কৃষ্ণা, কৈটভনাশিনী, হিরণ্যাক্ষী, বিরূপাক্ষী এবং সুধূম্রাক্ষী প্রমুখ নাম ধারণকারী দেবী! তোমাকে অজস্র বার নমস্কার। তুমি বেদের শ্রুতি, তোমার স্বরূপ অত্যন্ত পবিত্র; বেদ ও ব্রাহ্মণ তোমার প্রিয়।

তুমি জাতবেদা অগ্নির শক্তি ; জম্বু, কটক ও মন্দিরে তোমার নিত্য নিবাস। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে তুমি ব্রহ্মবিদ্যা এবং দেহধারীদের মহানিদ্রা। ভগবতী ! তুমি কার্তিকের মাতা, দুর্গম স্থানে বাস করায় দুর্গা। স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, বেদমাতা সাবিত্রী ও বেদান্ত—এসব তোমারই নাম। মহাদেবী ! আমি বিশুদ্ধ হৃদয়ে তোমার স্তব করছি, তোমার কৃপায় এই রণাঙ্গনে আমার সর্বদা জয় হোক। মা ! তুমি ঘোর জঙ্গলে, ভয়পূর্ণ দুর্গম স্থানে, ভক্তের গৃহে এবং পাতালে নিত্য নিবাস করো। যুদ্ধে দানবদের পরাজিত করো। তুমি মোহিনী, মায়া, হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা, প্রভাবতী, সাবিত্রী এবং জননী। তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি এবং সূর্য-চন্দ্রের দীপ্তি বৃদ্ধিকারীও তুমি। তুমি ঐশ্বর্যবানদের বিভূতি। যুদ্ধভূমিতে সিদ্ধ ও চারণ তোমাকেই দর্শন করেন।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! অর্জুনের ভক্তি দেখে মনুষ্যলোকের প্রতি করুণামূর্তি দেবী দুর্গা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে আকাশে প্রকটিত হলেন এবং বললেন—'পাণ্ডু-নন্দন ! তুমি অল্পদিনেই শত্রুদের ওপর বিজয়লাভ করবে। তুমি সাক্ষাৎ নর, তোমার সাহায্যকারী নারায়ণ ; তোমাকে কেউ অবদমিত করতে পারবে না। শত্রুদের কথাই নেই, স্বয়ং বজ্রধারী ইন্দ্রের কাছেও তুমি অজেয়।'

বরদায়িনী দেবী দুর্গা এই কথা বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্তর্হিত হলেন। বরদান লাভ করে অর্জুনের জয়লাভে আস্থা হল। তিনি রথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন একই রথে আরোহণ করে নিজ নিজ দিব্য শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। রাজন্ ! যেখানে ধর্ম, সেখানেই দ্যুতি ও কান্তি ; যেখানে লজ্জা, সেখানেই লক্ষ্মী এবং সুবুদ্ধি। সেইরূপ যেখানে ধর্ম, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই জয়।

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

## (অর্জুনবিষাদযোগ)

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে সঞ্জয় ! ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ একত্রিত হয়ে কী করল ? ১

সঞ্জয় বললেন—সেই সময়ে রাজা দুর্যোধন ব্যূহাকারে সজ্জিত পাণ্ডব-সেনাদের দেখে, দ্রোণাচার্যের নিকটে এসে এই কথা বললেন। ২

হে আচার্য ! আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ব্যূহাকারে রচিত পাণ্ডুপুত্রদের এই বিশাল সৈন্য সমাবেশ অবলোকন করুন। ৩

এই সেনার মধ্যে মহাধনুর্ধারী এবং যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ পরাক্রমশালী যোদ্ধা সাত্যকি, বিরাট, মহারথী রাজা দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বলশালী যুধামন্যু, বীর্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—এঁরা সকলেই মহারথী। ৪-৬

হে ব্রাহ্মণকুলশ্রেষ্ঠ ! আমাদের পক্ষেও যে সকল সেনাপ্রধান আছেন, আপনার অবগতির জন্য তাদের নাম আমি জানাচ্ছি। ৭

আপনি (দ্রোণাচার্য), পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য ছাড়াও অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা। ৮

এছাড়াও আমার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত এবং নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারী সুসজ্জিত অনেক যোদ্ধা আছেন। তাঁরা সকলেই যুদ্ধ বিশারদ। ৯

পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত আমাদের ওই সেনা সর্বপ্রকারে অজেয় এবং ভীমের দ্বারা রক্ষিত পাণ্ডব সেনাদের জয় করা সহজ।১০

তাই সমস্ত বিভাগে নিজ নিজ ব্যূহস্থানে অবস্থান করে আপনারা সকলে সুনিশ্চিতভাবে পিতামহ ভীষ্মকে সবদিক থেকে রক্ষা করুন। ১১

কুরুকুলের অতি প্রতাপশালী বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তখন দুর্যোধনের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করতে সিংহবৎ পরাক্রমে উচ্চরবে শঙ্খধ্বনি করলেন। ১২

তারপর শঙ্খ, নাকাড়া, ঢোল, মৃদঙ্গ, রণশিঙ্গা ইত্যাদি বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল। সেই শব্দ ছিল গগন ভেদী ও লোমহর্ষক। ১৩

তারপর শ্বেত অশ্বসমন্বিত উত্তম রথে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও দিব্য শঙ্খবাদন করলেন। ১৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ঘোরকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজালেন। ১৫

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ এবং নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজালেন। ১৬

হে রাজন্ ! মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অজেয় সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবীর অভিমন্যু—এঁরা সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। ১৭-১৮

সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে শব্দায়মান করে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ করল। ১৯

হে রাজন্ ! এর পর কপিধ্বজ অর্জুন যুদ্ধোদ্যত ধৃতরাষ্ট্র-পরিজনদের অস্ত্রনিক্ষেপে প্রস্তুতাবস্থায় দেখে ধনুক উত্তোলন করে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন—হে অচ্যুত ! আমার রথটিকে উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করুন। ২০-২১

যতক্ষণ না যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত এই যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের ভালো করে দেখি যে এই মহারণে আমাকে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, ততক্ষণ রথটিকে ওইভাবে রাখুন। ২২

দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী যেসকল রাজন্যবর্গ যুদ্ধার্থে এখানে সমবেত হয়েছেন, সেই সকল যুদ্ধার্থীদের আমি দেখতে চাই। ২৩

সঞ্জয় বললেন–হে ধৃতরাষ্ট্র ! অর্জুন এইকথা বলায় শ্রীকৃষ্ণ দুই পক্ষের সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সামনে উত্তম রথটি স্থাপন করে বললেন, 'হে পার্থ ! যুদ্ধে সমবেত এই কৌরবদের দেখো।' ২৪-২৫

তখন পৃথাপুত্র অর্জুন উভয় সেনার মধ্যে অবস্থানকারী পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ,

পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ এবং সুহৃদ্‌গণকে দেখলেন। ২৬ এবং ২৭ শ্লোকের পূর্বার্ধ

উপস্থিত সেই সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের দেখে কুন্তীপুত্র অর্জুন খুবই করুণার্দ্র হয়ে বিষণ্ণ চিত্তে এই কথা বললেন। ২৭ শ্লোকের শেষার্ধ এবং ২৮-এর পূর্বার্ধ।

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যত এই যুদ্ধাভিলাষী স্বজনদের দেখে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শিথিল হয়ে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীরে কম্পন ও রোমাঞ্চ হচ্ছে। ২৮ শ্লোকের শেষার্ধ এবং ২৯

গাণ্ডীবধনুক হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে, সারা শরীরে জ্বালা বোধ হচ্ছে। মাথা ঘুরে যাচ্ছে, এই অবস্থায় আমার দাঁড়াবার শক্তি নেই। ৩০

হে কেশব ! আমি এই সব লক্ষণগুলিকে অশুভ মনে করছি এবং যুদ্ধে স্বজনদের হত্যা করায় আমি কোনো কল্যাণ দেখছি না। ৩১

হে কৃষ্ণ ! আমি জয় চাই না, রাজ্য ও সুখভোগও চাই না। হে গোবিন্দ ! আমাদের রাজ্যের কী প্রয়োজন আর সুখভোগে ও জীবনধারণেই বা কী প্রয়োজন। ৩২

আমরা যাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখাদি কামনা করি, তাঁরাই অর্থ এবং প্রাণের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত। ৩৩

আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুল-গণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালক এবং অন্যান্য আত্মীয়-গণও যুদ্ধে উপস্থিত। ৩৪

হে মধুসূদন ! আমাকে বধ করতে উদ্যত হলেও অথবা ত্রিলোকের রাজত্বের জন্যও আমি এদের বধ করতে চাই না, পৃথিবীর রাজত্ব তো নগণ্য। ৩৫

হে জনার্দন ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করে আমাদের কী সুখ হবে ? এইসকল আত্মীয়দের বধ করলে তো আমাদের পাপই হবে। ৩৬

অতএব হে মাধব ! দুর্যোধনাদি ও তাদের বান্ধবগণকে বধ করা আমাদের উচিত নয় ; কেননা নিজ কুটুম্বদের হত্যা করে আমরা কীরূপে সুখী হব ? ৩৭

যদিও লোভে ভ্রষ্টচিত্ত হয়ে এঁরা কুলনাশ হতে উৎপন্ন দোষ এবং মিত্রদের সঙ্গে বিরোধে কোনো পাপ দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু হে জনার্দন ! কুলনাশজনিত দোষ জেনেও আমরা কেন এই পাপ হতে নিরত হব না ? ৩৮-৩৯

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হলে সমস্ত কুলে পাপ ছড়িয়ে পড়ে। ৪০

হে কৃষ্ণ ! পাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়। হে বার্ষ্ণেয় ! কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়। ৪১

বর্ণসংকর উৎপন্ন হলে কুলঘাতকদের এবং কুলকে নরকে নিয়ে যায় এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ হতে বঞ্চিত হওয়ায়

পিতৃপুরুষগণও অধোগতি প্রাপ্ত হন। ৪২

এই বর্ণসংকরকারক দোষে কুলনাশকারীদের সনাতন কুলধর্ম ও জাতিধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। ৪৩

হে জনার্দন ! আমরা শুনেছি যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়, তারা চিরদিন নরকে বাস করে। ৪৪

হায় ! দুর্ভাগ্য ! আমরা বুদ্ধিমান হয়েও কী মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, রাজ্য ও সুখভোগের আশায় স্বজন বধ করতে উদ্যত হয়েছি। ৪৫

যদি আমাকে শস্ত্ররহিত ও প্রতিকারহীন অবস্থায় দেখে অস্ত্রসজ্জিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা বধও করে, তবে সেই মৃত্যুও আমার পক্ষে কল্যাণজনক হবে। ৪৬

সঞ্জয় বললেন— রণভূমিতে শোকে উদ্বিগ্ন-চিত্ত অর্জুন এই কথা বলেই ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে উপবেশন করলেন। ৪৭

—০—

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
## (সাংখ্যযোগ)

সঞ্জয় বললেন—ওই প্রকার করুণার্দ্র এবং অশ্রুপূর্ণ আকুললোচন বিষণ্ণ অর্জুনকে তখন ভগবান এই কথা বললেন। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! এই অসময়ে এরূপ মোহ তোমার কোথা থেকে এল ? কেননা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই রকম আচরণ করেন না, এই মোহ স্বর্গ বা কীর্তি কোনোটিই প্রদান করে না। ২

সুতরাং হে অর্জুন ! পৌরুষহীনতার আশ্রয় নিও না, এ তোমার শোভা পায় না। হে পরন্তপ ! হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও। ৩

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! আমি কীভাবে পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করব ? কারণ, হে অরিসূদন ! এঁরা উভয়েই আমার পূজনীয়। ৪

তাই এই মহানুভব গুরুজনদের হত্যা না করে আমি ইহলোকে ভিক্ষান্নে উদর পূরণও কল্যাণকর বলে মনে করি; কারণ গুরুজনদের বধ করে ইহলোকে যে অর্থ ও কামরূপ সুখ ভোগ করব তা তো তাঁদেরই রুধির লিপ্ত। ৫

যুদ্ধ করা বা না-করা—এর মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়, আর আমরা তাদের জয় করব, না তারা আমাদের জয় করবে, তাও আমরা জানি না, যাদের বধ করে আমরা বাঁচতেও চাই না, আমাদের আত্মীয় সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। ৬

এইজন্য কাপুরুষতারূপ দোষে অভিভূত-স্বভাব এবং ধর্ম বিষয়ে বিমূঢ়চিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, আমার পক্ষে যা নিশ্চিত কল্যাণকর, তাই আমাকে বলুন, কারণ আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত। আমাকে শিক্ষা দিন। ৭

কারণ পৃথিবীর নিষ্কণ্টক, ধন-ধান্যসমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবগণের প্রভুত্ব লাভ করলেও আমি সেই উপায় দেখতে পাচ্ছি না যা আমার সন্তাপক শোক দূর করতে পারে। ৮

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্ ! নিদ্রাজয়ী অর্জুন অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে 'আমি যুদ্ধ করব না' এই কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে নীরব হলেন। ৯

হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র ! অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার
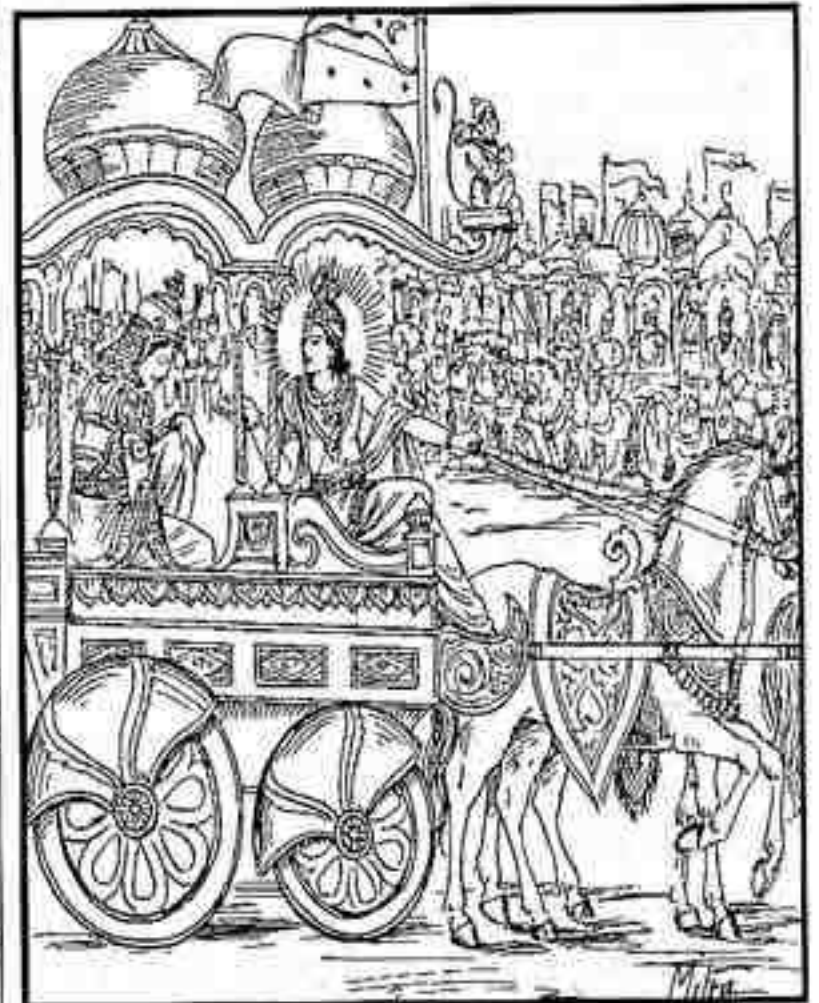
মধ্যে শোকমগ্ন অর্জুনকে স্মিতহাস্যে এই কথা বললেন। ১০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! যাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয় এমন মানুষদের জন্য তুমি শোক করছ, আবার পণ্ডিতের মতো কথাও বলছ। কিন্তু পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারো জন্য শোক করেন না। ১১

এমন নয় যে, আমি আগে ছিলাম না বা তুমি ছিলে না বা এই রাজন্যবর্গ ছিল না এবং পরেও যে আমরা সকলে থাকব না, তা নয়। ১২

জীবাত্মার এই দেহে যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য উপস্থিত হয়, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তিও ঘটে ; এই বিষয়ে ধীর ব্যক্তিগণ মোহগ্রস্ত হন না। ১৩

ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগহেতু উৎপন্ন শীত-গ্রীষ্ম ও সুখ-দুঃখ প্রদানকারী দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও বিনাশ অনিত্য ; সুতরাং হে ভারত ! তুমি এই সকল সহ্য করো। ১৪

কারণ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সুখ-দুঃখ এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়জনিত সংযোগ যে ধীর ব্যক্তিকে বিচলিত করতে পারে না, তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী হন। ১৫

অসৎ বস্তুর তো সত্তা (অস্তিত্ব) নেই এবং সৎ বস্তুর অভাব (অনস্তিত্ব) নেই, এইরূপে এই দুটিরই যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞানীগণের দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে। ১৬

তাঁকেই অবিনাশী জানবে যাঁর দ্বারা এই সমগ্র বস্তু-জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই অবিনাশীর বিনাশ করতে কেউ-ই সক্ষম নয়। ১৭

অবিনশ্বর, অপ্রমেয়, নিত্যস্বরূপ জীবাত্মার এই সকল শরীরকে বিনাশশীল বলা হয়েছে। তাই হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি যুদ্ধ করো। ১৮

যিনি এই আত্মাকে হত্যাকারী বলেন এবং যিনি এঁকে নিহত বলে মনে করেন তাঁরা উভয়েই (তত্ত্বটি) জানেন না ; কারণ এই আত্মা প্রকৃতপক্ষে কাকেও হত্যা করেন না এবং কারো দ্বারা হতও হন না। ১৯

এই আত্মার কখনো জন্ম বা মৃত্যু হয় না এবং আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তি সাপেক্ষ নয়, কারণ ইনি জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন এবং পুরাতন ; শরীর বিনষ্ট হলেও ইনি বিনষ্ট হন না। ২০

হে পার্থ ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত এবং অব্যয় বলে জানেন, তিনি কীভাবে কাকে হত্যা করবেন বা করাবেন ? ২১

যেমন মানুষ পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনই জীবাত্মা জীর্ণ-শরীর ত্যাগ করে নতুন নতুন শরীর গ্রহণ করে। ২২

শস্ত্র এই আত্মাকে কাটতে পারে না, অগ্নি একে দগ্ধ করতে পারে না, জল একে সিক্ত করতে পারে না এবং বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না। ২৩

কারণ এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য, এবং নিত্য, সর্বব্যাপ্ত, অচল, স্থির ও সনাতন। ২৪

এই আত্মাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং বিকাররহিত বলা হয়। তাই হে অর্জুন ! এই আত্মাকে উক্তপ্রকার জেনে তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৫

আর যদি তুমি এই আত্মাকে নিত্য জন্মশীল এবং নিত্য মরণশীল বলে মনে কর, তবুও হে মহাবাহো ! তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৬

কারণ এইরূপ মনে করলেও যে জন্মায় তার মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতের জন্মও নিশ্চিত। এই বিচারেও তোমার শোক করা উচিত নয়। ২৭

হে ভারত ! সমস্ত প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল, মৃত্যুর পরও অপ্রকট হয়ে যায়, কেবল মধ্যবর্তী সময়েই প্রকটিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিলাপ কেন ? ২৮

কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দেখেন, অন্য কেউ একে আশ্চর্যবৎ বর্ণনা করেন এবং অপর কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে শ্রবণ করেন আর কেউ কেউ তো শ্রবণ করেও এঁর সম্বন্ধে জানে না কারণ, আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়। ২৯

হে অর্জুন ! এই আত্মা সকলের দেহে সর্বদাই অবধ্য। এই কারণে কোনো প্রাণীর জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। ৩০

এবং নিজ ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা বড় আর কোনো কল্যাণকর কর্তব্য নেই। ৩১

হে পার্থ ! স্বতঃপ্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার সদৃশ এইপ্রকার ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই প্রাপ্ত হন। ৩২

কিন্তু যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তা হলে স্বধর্ম ও কীর্তিচ্যুত হয়ে পাপভাগী হবে। ৩৩

এবং সকলেই তোমার এই দীর্ঘকালবাহী অকীর্তি নিয়ে আলোচনা করবে। মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে এই অকীর্তি মৃত্যু অপেক্ষাও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। ৩৪

আর যাদের দৃষ্টিতে তুমি খুবই সম্মানিত ছিলে তাদের চোখে হেয় হয়ে যাবে। এই মহারথীগণ মনে করবেন তুমি ভয়বশত যুদ্ধে বিরত হয়েছ। ৩৫

তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে অনেক অকথ্য কথাও বলবে, এর থেকে বেশি দুঃখজনক আর কী হতে পারে। ৩৬

যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও, তাহলে স্বর্গ লাভ হবে আর যদি জয়লাভ কর, পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করবে। তাই হে অর্জুন ! তুমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে দণ্ডায়মান হও। ৩৭

জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ; এইভাবে যুদ্ধ করলে তুমি পাপগ্রস্ত হবে না। ৩৮

হে পার্থ ! তোমার জন্য এই (সমত্ব বুদ্ধি) যোগের বিষয়ে বলা হল, এখন তুমি কর্মযোগের কথা শোন—এই বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলে তুমি অনায়াসে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। ৩৯

(নিষ্কাম) কর্মযোগে বিফলতা হয় না এবং বিপরীত ফলরূপ দোষও হয় না, উপরন্তু এই কর্মযোগরূপ ধর্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় হতে রক্ষা করে। ৪০

হে কুরুনন্দন ! এই কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। কিন্তু অস্থির চিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী। ৪১

হে পার্থ ! যারা ভোগে আসক্তচিত্ত, কর্মফল-প্রশংসাকারী বেদবাক্যেই যাদের চিত্ত আকৃষ্ট, যাদের বুদ্ধিতে স্বর্গই পরমপ্রাপ্য বস্তু এবং যারা বলে থাকে স্বর্গ হতে বড় আর কিছুই নেই-এইরূপ বর্ণনাকারী অবিবেকীগণ যে পুষ্পিত শোভনীয় বাক্য বলে, যা জন্মরূপ কর্মফল প্রদান করে এবং ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য নানা ক্রিয়ার বর্ণনা করে—সেই বাক্য দ্বারা যাদের চিত্ত অপহৃত হয়ে ভোগ ও ঐশ্বর্যে অতি আসক্ত, তাদের পরমাত্মাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হতে পারে না। ৪২-৪৪

হে অর্জুন ! বেদ পূর্বোক্ত ভাবে ত্রিগুণের কার্যরূপ সমস্ত ভোগ এবং তারই সাধনের প্রতিপাদক ; সুতরাং তুমি ওইসব ভোগ এবং তার সাধনে আসক্তিবর্জিত হও, হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্বরহিত ও নিত্যবস্তুতে (পরমাত্মাতে) স্থিত হও এবং যোগ ক্ষেমের আকাঙ্ক্ষাহীন ও আত্মপরায়ণ হও। ৪৫

সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলেও ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের যে প্রয়োজন থাকে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের বেদে ততটাই প্রয়োজন থাকে। ৪৬

কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। তাই তুমি কর্ম-ফলের হেতু হয়ো না এবং কর্ম না করতে যেন তোমার কখনো আসক্তি না হয়। ৪৭

হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি ত্যাগ করে এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন ও যোগস্থ হয়ে সকল কর্ম করো। এই সমত্বকেই যোগ বলা হয়। ৪৮

এই সমত্বরূপ বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা সকাম-কর্ম নিতান্তই নিকৃষ্ট। তাই, হে ধনঞ্জয় ! তুমি সমত্ববুদ্ধি-যোগের আশ্রয় নাও, কারণ যারা ফলের হেতু হয় তারা অত্যন্ত দীন। ৪৯

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ইহলোকেই পাপ এবং পুণ্য—দুই-ই পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ এগুলি হতে মুক্তিলাভ করেন। তাই তুমি সমত্বরূপ যোগের আশ্রয় নাও ; এই সমত্বরূপ যোগই হল কর্মের কৌশল অর্থাৎ কর্ম বন্ধন হতে মুক্ত হবার উপায়। ৫০

কারণ সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানিগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিকার পরমপদ লাভ করেন। ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ কর্দম সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রুত এবং শ্রোতব্য ইহলোক এবং পরলোক সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় ভোগে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হবে। ৫২

নানা কথার দ্বারা বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন পরমাত্মায়

অটল ও স্থির হবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে তোমার নিত্য সংযোগ স্থাপিত হবে। ৫৩

অর্জুন বললেন, হে কেশব ! সমাধিতে স্থিত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির লক্ষণ কী ? স্থিতধী ব্যক্তি কীভাবে কথা বলেন ? কীরূপে অবস্থান করেন ? কীভাবে চলেন ? ৫৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! যখন যোগী মন থেকে সমস্ত কামনা পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দেন এবং আত্মা কর্তৃক আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৫

দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত, সুখে স্পৃহাহীন এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত মুনিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৬

যিনি সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে আসক্তিরহিত এবং শুভ ও অশুভ বস্তুর প্রাপ্তিতে প্রসন্ন বা দ্বেষ করেন না তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭

কচ্ছপ যেমন আপন অঙ্গসমূহ সংহরণ করে নেয়, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হতে ইন্দ্রিয়দের সর্বপ্রকারে সংহরণ করেন, তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে জানবে। ৫৮

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়-উপভোগে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির আসক্তি পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভে সর্বতোভাবে দূর হয়। ৫৯

হে অর্জুন ! আসক্তি সর্বতোভাবে দূর না হলে চিত্ত আলোড়নকারী ইন্দ্রিয়সকল যত্নশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনকেও বলপূর্বক হরণ করে। ৬০

সাধকের উচিত ইন্দ্রিয়দের সংযত করে সমাহিত চিত্তে মৎপরায়ণ হয়ে অবস্থান করা, কারণ যার ইন্দ্রিয় বশীভূত, তারই বুদ্ধি স্থির হয়। ৬১

বিষয়চিন্তা করতে করতে মানুষের ওই বিষয়ে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি হতে কামনা উৎপন্ন হয় এবং কামনায় বাধা পড়লে ক্রোধের জন্ম হয়। ৬২

ক্রোধ হতে মূঢ়ভাব উৎপন্ন হয়, মূঢ়ভাব হতে স্মৃতিভ্রংশ হয়, স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধি নাশ হয় এবং বুদ্ধি নাশ হলে পতন হয়। ৬৩

কিন্তু যিনি অন্তঃকরণকে বশ করেছেন, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষবর্জিত বশীভূত ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে বিষয়সমূহে বিচরণ করেও অন্তঃকরণের প্রসন্নতা লাভ করেন। ৬৪

অন্তঃকরণে প্রসন্নতার ফলে তাঁর সমস্ত দুঃখ নাশ হয় এবং সেই প্রসন্নচিত্ত কর্মযোগীর বুদ্ধি অচিরে সকলদিক থেকে সংহরিত হয়ে পরমাত্মাতে স্থির হয়। ৬৫

যার মন এবং ইন্দ্রিয় নিজের বশে নেই তার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না এবং সেই অযুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভগবৎ চিন্তা জাগে না। আত্মচিন্তাবর্জিত মানুষের শান্তি অসম্ভব আর শান্তিরহিত মানুষের সুখ কোথায় ? ৬৬

কারণ জলের মধ্যে বিচরণশীল নৌকাকে যেমন বায়ু বিচলিত করে, তেমনি বিষয়ভোগে বিচরণকারী ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে মন যেটিতে আকর্ষিত হয় সেই ইন্দ্রিয়টিই অযুক্ত পুরুষের বুদ্ধি হরণ করে। ৬৭

সেইজন্য, হে মহাবাহো ! যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে, তাঁরই প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে বলে জানবে। ৬৮

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যা রাত্রির সমান, নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী তাতে জাগ্রত থাকেন এবং বিনাশশীল জাগতিক সুখ প্রাপ্তির আশায় সমস্ত প্রাণী যাতে জাগরিত থাকে, পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী মুনির কাছে তা রাত্রির সমান। ৬৯

যেমন বিভিন্ন নদীর জল, পরিপূর্ণ অচল স্থির সমুদ্রকে বিচলিত না করেই বিলীন হয়ে যায় তেমনই সমস্ত বিষয়ভোগও যাঁর মধ্যে কোনো বিকার উৎপন্ন না করে বিলীন হয়, তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন, কিন্তু যিনি ভোগ্যপদার্থ কামনা করেন, তাঁর পক্ষে শান্তিলাভ অসম্ভব। ৭০

যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে মমত্বশূন্য ও অহং-বর্জিত এবং নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই পরম শান্তি লাভ করেন অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বরপ্রাপ্ত। ৭১

হে অর্জুন ! এই হল ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষের স্থিতি, এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি আর কখনো মোহগ্রস্ত হন না। অন্তিম সময়েও যিনি এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। ৭২

—— ০ ——

# শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
## (কর্মযোগ)

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন ! যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব ! আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? ১

মিশ্রিত বাক্য দ্বারা আপনি আমার বুদ্ধিকে যেন মোহগ্রস্ত করছেন, অতএব একটি পথ আমাকে নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমি শ্রেয় লাভ করতে পারি। ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে নিষ্পাপ অর্জুন, ইহলোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা পূর্বেই বলেছি। তা হল সাংখ্যযোগীর নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে এবং কর্মযোগীর নিষ্ঠা কর্মযোগে। ৩

মানুষ কর্ম না করলে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধ হয় না এবং কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধি বা সাংখ্যনিষ্ঠা হয় না।৪

কেননা কেউই এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না, কারণ সকল মনুষ্যই প্রকৃতিজাত গুণে অবশ হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়। ৫

যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়দের সংযত করে মনে মনে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ে চিন্তা করে, তাকে মিথ্যাচারী বলে। ৬

কিন্তু হে অর্জুন ! যিনি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৭

তুমি শাস্ত্রনিহিত কর্তব্যকর্ম করো কারণ কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা শ্রেয় এবং কর্ম না করলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হবে না। ৮

যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব হে কৌন্তেয় ! তুমি আসক্তি শূন্য হয়ে শুধুমাত্র যজ্ঞার্থে কর্তব্যকর্ম করো। ৯

প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পারম্ভে যজ্ঞের সঙ্গে প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা সমৃদ্ধ হও , এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করুক। ১০

তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের সংবর্ধনা করো এবং দেবতাগণও তোমাদের উন্নত করুন। এইরূপে নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরের সংবর্ধনার দ্বারা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হও। ১১

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে দেবতাগণ তোমাদের অভীষ্ট ভোগ্যসামগ্রী প্রদান করবেন। এইভাবে দেবতাদের প্রদত্ত

ভোগ্যবস্তু যে-ব্যক্তি দেবতাকে নিবেদন না করে স্বয়ং ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর। ১২

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের ভোক্তা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্বপাপ হতে মুক্ত হন, আর যে-পাপাত্মাগণ নিজ শরীর পোষণের নিমিত্ত অন্নপাক করে তারা পাপ-ই ভক্ষণ করে। ১৩

সকল প্রাণী অন্ন হতে উৎপন্ন হয়, অন্নের উৎপত্তি বৃষ্টি হতে, বৃষ্টি হয় যজ্ঞ হতে এবং যজ্ঞের উৎপত্তি কর্ম হতে। কর্ম উৎপন্ন হয় বেদ হতে এবং বেদ অবিনাশী পরমাত্মা হতে উৎপন্ন বলে জানবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ব্যাপ্ত-স্বরূপ পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা সদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৪-১৫

হে পার্থ ! যে ব্যক্তি ইহলোকে এইরূপে পরম্পরাগত সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন করে না অর্থাৎ নিজ কর্তব্য পালন করে না, সেই ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত পাপীপুরুষ বৃথাই জীবনধারণ করে। ১৬

কিন্তু যিনি শুধু আত্মাতেই রমণ করেন, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না। ১৭

সেই মহাপুরুষের ইহজগতে কোনো কর্ম করা বা না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং কোনো প্রাণীর সঙ্গে তাঁর কিঞ্চিৎমাত্রও সম্পর্ক থাকে না। ১৮

অতএব তুমি আসক্তিরহিত হয়ে সর্বদা যথাযথভাবে কর্তব্য-কর্মের পালন করো। কারণ আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে। ১৯

জনক প্রমুখ জ্ঞানিগণও আসক্তিশূন্যভাবে কর্ম করে মোক্ষলাভ করেছিলেন। সেইজন্য লোকসংগ্রহের নিমিত্ত তোমার নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। ২০

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অন্য ব্যক্তিরাও তদনুরূপ অনুসরণ করে। তিনি যা কিছু প্রমাণ করে দেন, সকল মানুষ তারই অনুসরণ করে। ২১

হে পার্থ ! আমার ত্রিলোকে কোনো কর্তব্য নেই এবং প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, তথাপি আমি কর্মে ব্যাপৃত থাকি, কর্মত্যাগ করি না। ২২

কারণ হে পার্থ ! আমি যদি সাবধান হয়ে কর্মে ব্যাপৃত না থাকি, তা হলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে, কারণ মানুষ সর্বভাবে আমার পথেরই অনুসরণ করবে। ২৩

সেই হেতু আমি যদি কর্ম না করি তা হলে এই সব লোক উৎসন্নে যাবে এবং আমি বর্ণসংকর ঘটানোর হেতু হয়ে প্রজাগণের বিনাশের কারণ হব। ২৪

হে ভারত ! কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেরূপ কর্ম করে, আসক্তিবর্জিত বিদ্বান ব্যক্তিও লোকসংগ্রহার্থে যেন সেরূপ কর্ম করেন। ২৫

পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত অবিচল জ্ঞানী ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্মে আসক্তিসম্পন্ন অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করাবেন না। বরং স্বয়ং শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করে তাদের দ্বারাও সেইরূপ করাবেন। ২৬

বাস্তবে কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিন্তু যার অন্তঃকরণ অহংকারে মোহিত, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে 'আমি করি'। ২৭

কিন্তু হে মহাবাহো ! গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগের তত্ত্ব জানেন যে জ্ঞানযোগী, তিনি গুণই গুণেতে বর্তিত হচ্ছে, এরূপ জেনে আসক্ত হন না। ২৮

প্রকৃতির গুণে মোহগ্রস্ত মানুষ গুণ এবং কর্মে আসক্ত হয়ে থাকে, সেই অবুঝ অজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানী ব্যক্তির বিচলিত করা উচিত নয়। ২৯

ধ্যাননিষ্ঠ চিত্তে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে আকাঙ্ক্ষাশূন্য, মমতাবর্জিত ও শোক-তাপরহিত হয়ে যুদ্ধ করো। ৩০

যাঁরা দোষদৃষ্টিরহিত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার এই মতের সর্বদা অনুসরণ করেন, তাঁরা সমস্ত কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান। ৩১

কিন্তু যারা আমার উপর দোষারোপ করে আমার মতানুযায়ী চলে না, সেই মূর্খদের তুমি সর্বজ্ঞানী-মূঢ় এবং পরমার্থভ্রষ্ট বলে জানবে। ৩২

সকল প্রাণীই প্রকৃতির দ্বারা চালিত অর্থাৎ নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। জ্ঞানীও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করেন। তা হলে এক্ষেত্রে কারো হঠকারিতায় কী হবে ? ৩৩

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে রাগ এবং দ্বেষ গুপ্ত থাকে। মানুষের এই দুটির বশবর্তী হওয়া উচিত নয়, কারণ এই দুটিই মানুষের কল্যাণপথের বিঘ্নকারী মহাশত্রু। ৩৪

উত্তমরূপে আচরিত অন্য ধর্ম হতে গুণরহিত নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। নিজ ধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারক, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ। ৩৫

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! তা হলে মানুষ স্বেচ্ছায় না করেও কেন বলপূর্বক কারও দ্বারা নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণ করে ? ৩৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রজোগুণ হতে উৎপন্ন এই কাম অর্থাৎ কামনাই হল ক্রোধ, এটি মহা অশন (অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় অতৃপ্ত)—অর্থাৎ ভোগের দ্বারা কখনো তৃপ্ত হয় না এবং অত্যন্ত পাপকারক, একেই তুমি মহা শত্রু বলে জানবে। ৩৭

ধূমের দ্বারা অগ্নি, ধুলোর দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ুর দ্বারা গর্ভ যেমন আবৃত থাকে, তেমনই কামনার দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। ৩৮

হে কৌন্তেয় ! জ্ঞানীদের চিরশত্রু এই কাম অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয়। এই কামনার দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। ৩৯

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এইগুলিকে কামের বাসস্থান বলা হয়। এই কাম মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিকে অবলম্বন করে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে জীবাত্মাকে মোহিত করে। ৪০

সেইজন্য হে অর্জুন ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত

করে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশকারী মহাপাপী কামকে অর্থাৎ কামনাকে সবলে বিনাশ করো। ৪১

স্থূলশরীর হতে ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্রেষ্ঠ, বলবান এবং সূক্ষ্ম বলা হয় ; এই ইন্দ্রিয় হতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হতে যা অতিশয় শ্রেষ্ঠ তাই হল আত্মা। ৪২

এইভাবে বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্ম, বলবান এবং অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জেনে এবং শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশ করে হে মহাবাহো ! তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ করো। ৪৩

—— ০ ——

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

## (জ্ঞান-কর্মসন্ন্যাসযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এই অবিনাশী যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম ; সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে এবং মনু তাঁর পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। ১

হে পরন্তপ অর্জুন ! এইভাবে পরম্পরাগতভাবে এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন ; কিন্তু তার পর এই যোগ দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী হতে যেন লুপ্ত হয়েছে। ২

তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় সখা, সেইজন্য এই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম ; কারণ এটি অতি উত্তম রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়। ৩

অর্জুন বললেন—আপনার জন্ম তো এখন—এই যুগে হয়েছে আর সূর্যের জন্ম তো বহু পূর্বে অর্থাৎ কল্পের আদিতে হয়েছে। তবে আমি কী করে বুঝব যে, আপনিই

কল্পের আদিতে এই যোগের কথা সূর্যকে বলেছিলেন ? ৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন ! আমার এবং তোমার বহু জন্ম হয়েছে ; সে সব তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। ৫

আমি জন্মরহিত, অবিনাশী স্বরূপ এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে স্বীয় যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই। ৬

হে ভারত ! যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ দেহ ধারণ করি। ৭

সাধুদিগের রক্ষার জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮

হে অর্জুন ! আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য অর্থাৎ নির্মল ও অলৌকিক—এইভাবে যে ব্যক্তি আমাকে তত্ত্বত জানেন, তিনি দেহত্যাগ করে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি আমাকেই লাভ করেন। ৯

যাঁদের আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ সর্বতোভাবে বর্জন হয়েছে, যাঁরা আমার প্রেমে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন—এরূপ বহু ভক্ত জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপে স্থিতি লাভ করেছেন। ১০

হে অর্জুন ! যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমিও তাকে সেইভাবেই ভজনা করি ; কারণ সকল মানুষই সর্বতোভাবে আমার পথেরই অনুসরণ করেন। ১১

এই মনুষ্যলোকে কর্মফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত মানুষ দেবতাগণের পূজা করেন, কারণ কর্মজনিত সিদ্ধি তাঁরা শীঘ্রই লাভ করেন। ১২

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয় গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুযায়ী আমি সৃষ্টি করেছি। সৃষ্টি-কর্মের কর্তা হলেও অবিনাশী, পরমেশ্বররূপ আমাকে তুমি প্রকৃতপক্ষে অকর্তা বলে জানবে। ১৩

কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই, তাই কোনো কর্ম আমাকে বদ্ধ করতে পারে না—এইরূপে যিনি আমাকে তত্ত্বত জানেন, তিনিও কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। ১৪

পূর্বতন মুমুক্ষুগণও নিষ্কাম কর্ম করেছেন। এইজন্য তুমিও পূর্বসূরিদের সদা আচরিত কর্ম পালন করো। ১৫

কর্ম কী, অকর্ম কী ?—এর যাথার্থ্য নির্ণয় করতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও ভ্রান্ত হন। সেইজন্য এই কর্মতত্ত্ব আমি তোমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলছি যাতে তুমি অশুভ হতে অর্থাৎ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। ১৬

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের স্বরূপ (তত্ত্ব) জানা উচিত, কারণ কর্মের গতি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। ১৭

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, মানুষের মধ্যে তিনিই জ্ঞানী ও যোগযুক্ত এবং সর্ব-কর্মকারী। ১৮

যাঁর সমস্ত শাস্ত্রসম্মত কর্ম কামনা ও সংকল্পরহিত এবং যাঁর সমস্ত কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে, তাঁকে জ্ঞানিগণও পণ্ডিত বলেন। ১৯

যিনি সকল কর্ম ও তার ফলের আসক্তি সর্বতোভাবে বর্জনপূর্বক সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং পরমাত্মাতে নিত্য তৃপ্তি লাভ করেছেন, তিনি উত্তমরূপে কর্ম করলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না। ২০

যাঁর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর স্ববশে এবং যিনি সকল প্রকার ভোগ্যসামগ্রী ত্যাগ করেছেন, সেইরূপ আশারহিত ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম করলেও কোনোরূপ পাপের ভাগী হন না। ২১

যিনি কোনো ইচ্ছা না রেখে যা পান তাতেই তুষ্ট, ঈর্ষাশূন্য, হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানসম্পন্ন—সেই যোগী কর্ম করলেও তাতে বদ্ধ হন না। ২২

যিনি সর্বতোভাবে আসক্তি বর্জন করেছেন, দেহাভিমান (অহংবোধ) ও মমত্বরহিত হয়েছেন এবং যাঁর চিত্ত নিরন্তর পরমাত্মার জ্ঞানে স্থিত, কেবলমাত্র যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যিনি কর্ম করেন তাঁর সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ফল প্রসব করে না। ২৩

যজ্ঞে অর্পণ, অর্থাৎ স্রুবাদিও (যার দ্বারা হবি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়) ব্রহ্ম এবং হোম করা দ্রব্যাদিও ব্রহ্ম তথা ব্রহ্মরূপ যজ্ঞকর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপে ক্রিয়াও ব্রহ্ম—সেই ব্রহ্মকর্মে স্থিত যোগীর প্রাপ্ত ফলও ব্রহ্ম। ২৪

অন্যান্য যোগিগণ দেবপূজারূপ যজ্ঞের যথাযথ অনুষ্ঠান করেন আবার অন্য কোনো যোগী পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপ অগ্নিতে অভেদদর্শনরূপ যজ্ঞের দ্বারা আত্মরূপ যজ্ঞের আহুতি দেন। ২৫

অন্য যোগিগণ শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন এবং কেউ কেউ (যোগী) শব্দাদি সমস্ত বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। ২৬

অন্য যোগিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম এবং প্রাণের সকল কর্ম জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। ২৭

কোনো কোনো ব্যক্তি দ্রব্যযজ্ঞ করেন, কেউ আবার তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, কেউ যোগরূপ যজ্ঞ করেন, অনেকে আবার অহিংসাদি তীক্ষ্ণ ব্রতধারী যত্নশীল

স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করেন। ২৮

আবার অন্যান্য যোগিগণ অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন, সেইরূপ কেউ আবার প্রাণবায়ুতে অপানের আহুতি দেন। কেউ কেউ নিয়মিত আহারী যোগী প্রাণায়াম-পরায়ণ হয়ে প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করে প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেন। এই যোগিগণ যজ্ঞের দ্বারা পাপনাশকারী যজ্ঞসমূহের জ্ঞাতা হন। ২৯-৩০

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! যজ্ঞাবশেষ অমৃত অনুভবকারী যোগিগণ সনাতন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। আর যাঁরা যজ্ঞ করেন না তাঁদের ইহলোক সুখদায়ক হয় না, পরলোক তো দূরের কথা ! ৩১

এইরূপ আরও বহুপ্রকার যজ্ঞের কথা বেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এ সবই মন, ইন্দ্রিয়াদি ও কায়িক ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে জানবে, এইরূপ তত্ত্বত জেনে এগুলির অনুষ্ঠান করলে তুমি কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। ৩২

হে পরন্তপ অর্জুন ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্মের জ্ঞানেই সমাপ্তি হয়। ৩৩

সেই জ্ঞান তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের নিকটে গিয়ে জেনে নাও ; তাঁদের বিনয়পূর্বক প্রণাম ও সেবা করে কপটতা ত্যাগ করে সরলভাবে প্রশ্ন করলে সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ

দেবেন। ৩৪

হে অর্জুন ! যা জানলে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না। যে জ্ঞানের দ্বারা তুমি সমস্ত ভূতাদি নিঃশেষে প্রথমে নিজের মধ্যে এবং পরে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মারূপী আমাতে দেখতে সক্ষম হবে। ৩৫

যদি তুমি সমস্ত পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও ; তা হলেও তুমি জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হবে। ৩৬

কারণ হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন তার ইন্ধনকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও তেমনই সমস্ত কর্মকে ভস্মীভূত করে। ৩৭

নিঃসন্দেহে এই জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্রকারী আর কিছুই নেই। দীর্ঘকাল প্রযত্ন দ্বারা কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হলে স্বয়ংই স্বীয় সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ৩৮

জিতেন্দ্রিয়, সাধনপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভ করে সত্বর ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরম শান্তি লাভ করেন। ৩৯

বিবেকহীন, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি পারমার্থিক পথ হতে অবশ্যই ভ্রষ্ট হন। এরূপ সংশয়াত্মার ইহলোকও নেই, পরলোকও নেই এবং সুখও নেই। ৪০

হে ধনঞ্জয় ! যিনি কর্মযোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করেছেন এবং বিবেকের দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করেছেন এরূপ বশীভূত-চিত্ত ব্যক্তিকে কর্ম কখনো বদ্ধ করতে পারে না। ৪১

অতএব হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞতাজনিত সংশয়কে বিবেকজ্ঞানরূপ তরবারির সাহায্যে ছেদন করে সমত্বরূপ যোগে স্থিত হও এবং যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও। ৪২

—— ০ ——

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
## (কর্মসন্ন্যাসযোগ)

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! আপনি কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ—উভয়েরই প্রশংসা করছেন। অতএব এই দুটির মধ্যে যেটি আমার পক্ষে নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর, তা বলুন। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়ই কল্যাণকর ; কিন্তু কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ সহজ এবং শ্রেষ্ঠ। ২

হে অর্জুন ! যিনি কারো প্রতি দ্বেষ করেন না এবং কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই নিষ্কাম কর্মযোগীকে নিত্য-সন্ন্যাসী বলে জানবে। কারণ রাগ-দ্বেষ দ্বন্দ্বরহিত পুরুষ অনায়াসে সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হন। ৩

মূর্খ ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক ফল প্রদানকারী বলে থাকেন, পণ্ডিতরা তা বলেন না ; কারণ দুটির মধ্যে একটিতে সম্যকভাবে স্থিত হলে উভয়েরই ফলস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৪

জ্ঞানযোগী যে পরমধাম লাভ করেন, কর্মযোগীও সেই ধাম প্রাপ্ত হন। তাই যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে ফলরূপে অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ৫

কিন্তু হে অর্জুন ! কর্মযোগ ব্যতিরেকে সন্ন্যাস অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের দ্বারা করা সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ব ত্যাগ করা কঠিন এবং ভগবৎস্বরূপ মননকারী কর্মযোগী পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে শীঘ্রই লাভ করেন। ৬

যাঁর মন বশীভূত, যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্বপ্রাণীর আত্মারূপ পরমাত্মাই যাঁর আত্মস্বরূপ, এরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী কর্ম করলেও তাঁতে লিপ্ত হন না। ৭

তত্ত্বদর্শী সাংখ্যযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশ্বাস গ্রহণ, কথোপকথন, মল-মূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মেষ এবং নিমেষ ইত্যাদি কাজে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রবর্তিত ধারণা করেন এবং আমি কিছুই করি না তা নিশ্চিত জানেন। ৮-৯

যিনি সমস্ত কর্ম পরমাত্মায় অর্পণ করে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন, তিনি জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না। ১০

নিষ্কাম কর্মযোগী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং শরীরের প্রতি মমত্ববুদ্ধিরহিত হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম করেন। ১১

নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করে ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ শান্তি লাভ করেন আর সকাম ব্যক্তি কামনাবশত ফলে আসক্ত হয়ে বদ্ধ হন। ১২

বশীভূত অন্তঃকরণযুক্ত সাংখ্যযোগের আচরণকারী পুরুষ কর্ম না করে বা না করিয়ে নবদ্বারযুক্ত দেহে সমস্ত কর্ম মনে মনে ত্যাগ করে আনন্দে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত হন। ১৩

কারণ পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফল প্রাপ্তি সৃষ্টি করেন না, প্রকৃতিগত স্বভাবই আবর্তিত হয়। ১৪

পরমাত্মা কারো পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না, কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় মানুষ মোহগ্রস্ত হয়। ১৫

কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণের অজ্ঞান যাঁদের বিনষ্ট হয়েছে তাঁদের জ্ঞান সূর্যের ন্যায় সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে। ১৬

যাঁদের মন তাঁতে নিবিষ্ট, যাঁদের বুদ্ধিও তাঁতে স্থিত এবং যাঁরা সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় নিরন্তর একইভাবে অবস্থান করেন, সেই তৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হয়ে অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরমগতি প্রাপ্ত হন। ১৭

ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুকুর তথা চণ্ডালেও সমদর্শী হন। ১৮

যাঁদের মন সমভাবে অবস্থিত, তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই সংসার জয় করেছেন ; কারণ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা নির্দোষ এবং সম, তাই তাঁরা সেই পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন। ১৯

প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হলে উদ্বিগ্ন হন না ; স্থিরবুদ্ধি, সংশয়রহিত এইরূপ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে নিত্য স্থিত। ২০

বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত পুরুষ আত্মায় যে শাশ্বত আনন্দ আছে তা লাভ করেন, অতঃপর সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যানরূপ যোগে অভিন্নভাবে স্থিত পুরুষ অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন। ২১

ভোগ যদিও বিষয়ীলোকের নিকট সুখরূপে ভাসিত হয়, কিন্তু আসলে তা দুঃখেরই হেতু। এর আদি-অন্ত আছে অর্থাৎ এটি অনিত্য। সেইজন্য হে অর্জুন ! বুদ্ধিমান বিবেকশীল ব্যক্তি তাতে রত হন না। ২২

যিনি দেহত্যাগ করার পূর্বে কাম-ক্রোধ হতে উৎপন্ন বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং সুখী। ২৩

যিনি অন্তরাত্মাতেই সুখযুক্ত, আত্মারাম এবং আত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত ; সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত সাংখ্যযোগী নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ২৪

যাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে, সমস্ত সংশয় জ্ঞান দ্বারা ছিন্ন

হয়েছে, যিনি সর্বভূতহিতে রত, যাঁর সংযত চিত্ত নিশ্চলভাবে পরমাত্মাতে স্থিত, সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ নির্বাণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৫

কাম-ক্রোধ হতে মুক্ত সংযতচিত্ত, ব্রহ্মদর্শী জ্ঞানী পুরুষের সর্বদিকেই শান্ত পরব্রহ্মই স্থিত আছেন। ২৬

বাহ্য বিষয়ভোগের চিন্তা না করে তাকে বাইরেই ত্যাগ করে, চোখের দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে স্থাপন করে, নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপানবায়ুকে সম করে এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সংযতপূর্বক ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধশূন্য হয়ে যে মোক্ষপরায়ণ মুনি সর্বদা বিরাজ করেন তিনি মুক্তই থাকেন। ২৭-২৮

আমার ভক্ত আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর (ঈশ্বরেরও ঈশ্বর) এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ অর্থাৎ স্বার্থরহিত দয়ালু ও প্রেমিক, এরূপ তত্ত্বত জেনে শান্তি লাভ করেন। ২৯

—— o ——

# শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

## (আত্মসংযমযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যিনি কর্মফলের আশ্রয় নিয়ে করণীয়-কর্ম করেন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী আর যিনি কেবল যাগযজ্ঞাদি বৈদিক অগ্নি ত্যাগ করেছেন তিনি সন্ন্যাসী নন এবং শুধুই ক্রিয়াদি যিনি ত্যাগ করেছেন তিনি যোগী নন। ১

হে অর্জুন ! যাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে কারণ সংকল্প ত্যাগ না করলে কেউ যোগী হতে পারে না। ২

যোগ-আরোহণে ইচ্ছুক মননশীল ব্যক্তির পক্ষে যোগলাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম করাই হল কারণ এবং যোগারূঢ় হলে যোগারূঢ় পুরুষের যে সর্বসংকল্পের অভাব হয়, তাই হল তার কল্যাণের কারণ। ৩

যখন ইন্দ্রিয়াদি ভোগে আসক্ত হন না এবং কর্মেও আসক্ত হন না, তখন সেই সর্বসংকল্পত্যাগী পুরুষকে যোগারূঢ় বলা হয়। ৪

নিজের দ্বারাই নিজেকে সংসার হতে উদ্ধার করবে এবং নিজেকে কখনো অধোগতির পথে যেতে দেবে না ; কারণ মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু আবার নিজেই নিজের শত্রু। ৫

যে জীবাত্মার দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর বশীভূত হয়েছে, সেই জীবাত্মা নিজেই নিজের বন্ধু এবং যে জীবাত্মার দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়সহ শরীর বশীভূত হয়নি, সে নিজেই নিজের শত্রু। ৬

শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে যাঁর চিত্ত পূর্ণরূপে শান্ত এরূপ স্বাধীন-চিত্ত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় সম্যকভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না। ৭

যাঁর অন্তঃকরণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকার-রহিত এবং জিতেন্দ্রিয়, যাঁর দৃষ্টিতে মৃত্তিকা, প্রস্তর এবং স্বর্ণ সমতুল্য, তিনিই যোগযুক্ত অর্থাৎ তাঁর ভগবৎপ্রাপ্তি হয়েছে বুঝতে হবে। ৮

সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধর্মাত্মা এবং পাপীদের উপর সমভাব যাঁরা রাখেন, তাঁরাই অতিশয় শ্রেষ্ঠ। ৯

মন ও ইন্দ্রিয়সহ যিনি সংযতদেহ, আকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং

সঞ্চয়বৃত্তিশূন্য, তিনি একাকী, নির্জন স্থানে থেকে নিরন্তর চিত্তকে পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত করবেন। ১০

পবিত্রস্থানে, যা অতি উঁচু বা অতি নিচু নয়, ক্রমশ কুশ, মৃগচর্ম এবং বস্ত্রাদি পেতে আসন স্থাপন করবেন। ১১

সেই আসনে বসে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযম করে মনকে একাগ্র করে, অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবেন। ১২

মেরুদণ্ড, মস্তক, গ্রীবাকে সমান ও নিশ্চলভাবে স্থির করে নিজ নাসিকার অগ্রভাগে চোখ রেখে, অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে। ১৩

ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিত, ভয়রহিত ও প্রশান্তচিত্ত যোগী সতর্কতার সঙ্গে মনকে সংযম করে মদ্‌গতচিত্ত এবং মৎপরায়ণ হয়ে অবস্থান করবেন। ১৪

সংযতচিত্ত যোগী এইভাবে আত্মাকে নিরন্তর পরমেশ্বররূপ আমাতে চিত্ত সমাহিত করলে আমাতে স্থিতরূপ পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা শান্তি লাভ করেন। ১৫

হে অর্জুন ! এই যোগ, যাঁরা অত্যধিক আহার করেন অথবা যাঁরা একান্ত অনাহারী, যাঁরা অতিশয় নিদ্রালু অথবা অত্যন্ত জাগরণশীল তাঁদের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ১৬

দুঃখনাশক এই যোগ নিয়মিত আহার-বিহারকারী, কর্মে যথাযথ মনোনিবেশকারী এবং নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তিদের দ্বারা সিদ্ধ হয়ে থাকে। ১৭

চিত্ত যখন একান্তভাবে বশীভূত হয়ে পরমাত্মাতেই অবস্থান করে তখন ভোগে সম্পূর্ণভাবে আকাঙ্ক্ষাশূন্য পুরুষকে যোগযুক্ত বলা হয়। ১৮

বায়ুবিহীন স্থানে প্রদীপ যেমন চঞ্চল হয় না, সেইরূপ উপমা দেওয়া হয়েছে পরমাত্মার ধ্যানে সংযতচিত্ত যোগীর। ১৯

যোগের অভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত সেই অবস্থায় নিবৃত্ত হয় এবং এই অবস্থায় পরমাত্মার ধ্যানের দ্বারা শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করে যোগী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় পরিতুষ্ট হন। ২০

ইন্দ্রিয়াদির অতীত, কেবল পরিশুদ্ধ সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণযোগ্য যে অনন্ত আনন্দ আছে, যোগী সেই অবস্থায় সেটি অনুভব করেন এবং সেই অবস্থায় স্থিত এই যোগী কোনোভাবেই পরমাত্মাস্বরূপ হতে আর বিচলিত হন না। ২১
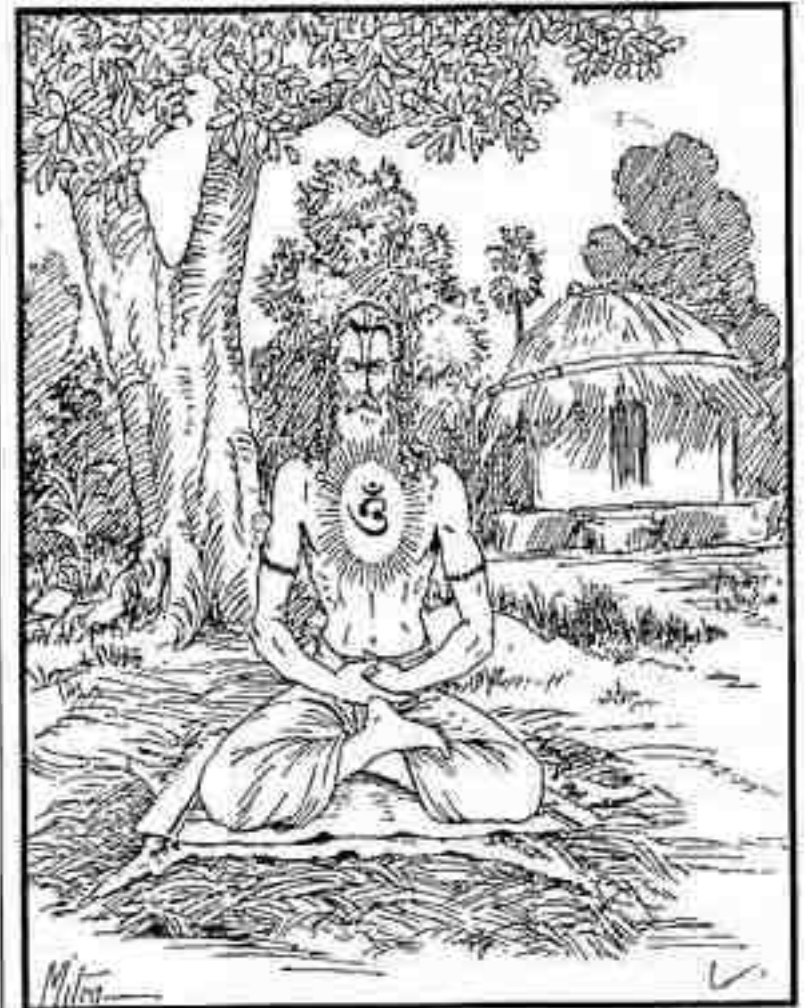
পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ যে-লাভ প্রাপ্ত হন, অন্য কিছুকে যোগী তা অপেক্ষা অধিক লাভ মনে করেন না এবং পরমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে মহাদুঃখেও বিচলিত হন না। ২২

যা দুঃখরূপ সংসারের সংযোগরহিত, তাকেই বলা হয় যোগ, এটি জানা চাই। এই যোগ অধৈর্য না হয়ে অর্থাৎ ধৈর্য

ও উৎসাহযুক্ত চিত্তে নিশ্চয়পূর্বক অভ্যাস করা উচিত। ২৩

সংকল্পজাত সমস্ত কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সমস্ত বিষয় হতে নিবৃত্ত করে। ২৪

ক্রমশ অভ্যাসপূর্বক নিবৃত্ত হবে এবং ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থাপন করে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই চিন্তা করবে না। ২৫

এই অস্থির চঞ্চল মন যে-যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হতে প্রত্যাহার করে তাকে বারবার পরমাত্মাতেই স্থিত করবে। ২৬

কারণ যাঁর মন ভালোভাবে শান্ত,পাপরহিত এবং যিনি রজোগুণশূন্য এরূপ যোগী সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পরম আনন্দ লাভ করেন। ২৭

এইরূপ নিষ্পাপ যোগী এইভাবে নিরন্তর আত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করে অনায়াসে পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপ অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন। ২৮

সর্বব্যাপী অনন্ত চেতনে একত্বভাবযুক্ত তথা সর্বত্র সমদর্শনকারী যোগী স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন। ২৯

যিনি সর্বভূতে আত্মারূপে আমাকে (বাসুদেবকে) দেখেন এবং সর্বভূতকে আমাতে দেখেন তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না। ৩০

যে-ব্যক্তি একত্বভাবে স্থিত হয়ে সর্বভূতে আত্মারূপে আমাকে (সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে) ভজনা করেন, সেই যোগী সর্বপ্রকার আচরণের মাধ্যমেও আমাতেই অবস্থান করেন। ৩১

হে অর্জুন ! যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। ৩২

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! আপনি যে সমতারূপ যোগের কথা বললেন, মন চঞ্চল হওয়ায় আমি এর নিত্য স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না। ৩৩

কারণ হে কৃষ্ণ ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, বিক্ষোভকারী, দৃঢ় ও শক্তিশালী। তাই একে বশে রাখা আমি বায়ুকে নিরুদ্ধ করার মতো দুষ্কর বলে মনে করি। ৩৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহাবাহো ! মন নিঃসন্দেহে চঞ্চল এবং তাকে বশে রাখা দুষ্কর ; কিন্তু হে কুন্তীপুত্র অর্জুন ! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা একে বশ করা যায়। ৩৫

যাঁরা সংযতচিত্ত নয় তাঁদের দ্বারা এই যোগ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু যত্নশীল বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি সাধনার দ্বারা এই যোগ সহজেই প্রাপ্ত হতে পারেন—এই আমার মত।৩৬

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যিনি যোগে শ্রদ্ধা রাখেন, কিন্তু সংযতচিত্ত নন, সেইজন্য অন্তিম সময়ে (মৃত্যুকালে) যাঁর মন যোগ হতে বিচলিত হয়ে যায়, এরূপ সাধক যোগসিদ্ধ না হয়ে অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার না করে কীরূপ গতি প্রাপ্ত হন ? ৩৭

হে মহাবাহো ! তিনি কি ভগবৎপ্রাপ্তির পথে বিভ্রান্ত এবং নিরাশ্রয় হয়ে ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় উভয় পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যান ? ৩৮

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় নিঃশেষে আপনিই দূর করতে সমর্থ ; কারণ আপনি ছাড়া অন্য কেউ এই সংশয় দূর করতে পারবে না। ৩৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! সেই ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে কোথাও বিনাশ নেই। কারণ হে বৎস ! কল্যাণকারীর কখনো অধোগতি হয় না। ৪০

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাগণের প্রাপ্যলোক অর্থাৎ স্বর্গাদি উচ্চলোকে বহুকাল বাস করে পুনরায় সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪১

অথবা যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেইসকল লোকাদিতে না গিয়ে

জ্ঞানবান যোগীর কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জন্ম জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। ৪২

সেই দেহে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে মোক্ষপর বুদ্ধি লাভ করেন। তারপর হে কুরুনন্দন ! তার প্রভাবে পুনরায় পরমাত্মলাভের জন্য পূর্বাপেক্ষা তীব্রভাবে চেষ্টা করেন। ৪৩

তিনি (শ্রীসম্পন্ন সদাচারী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী) যোগভ্রষ্ট হয়েও পূর্ব জন্মের অভ্যাসবশে ভগবানে আকৃষ্ট হন, তথা সমবুদ্ধিরূপ যোগের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদে-বর্ণিত সকাম কর্মের ফলকে অতিক্রম করেন। ৪৪

কিন্তু যত্নপূর্বক অভ্যাসকারী যোগী বিগত বহু জন্মের সংস্কারের প্রভাবে এই জন্মেই পাপরহিত হয়ে যান এবং তৎকালেই পরমগতি লাভ করেন। ৪৫

যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের হতেও শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মানুষ্ঠানকারীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও। ৪৬

সকল যোগীর মধ্যে যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে মদ্‌গতচিত্তে নিরন্তর আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী; এই আমার মত। ৪৭

—— o ——

# শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
## (জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা আমাতে আসক্ত চিত্ত, মৎপরায়ণ এবং যোগযুক্ত হয়ে যেরূপে তুমি বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্য গুণান্বিত সকলের আত্মরূপ আমাকে নিঃসংশয়ে জানতে পারবে, তা শোনো। ১

আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ এই তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বলছি যা জানলে ইহলোকে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না। ২

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজন আমাকে লাভ করবার জন্য যত্ন করেন এবং সেই যত্নকারীদের মধ্যে হয়তো কেউ আমাকে তত্ত্বত জানতে পারেন। ৩

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই হল আটভাগে বিভক্ত অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ এই আমার জড় প্রকৃতি, এবং হে মহাবাহো ! এছাড়া অন্য প্রকৃতি যার দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ধারণ করা আছে, তাকে আমার জীবরূপা পরা অর্থাৎ চেতন প্রকৃতি জানবে। ৪-৫

হে অর্জুন ! সর্বভূত এই উভয় প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন বলে জানবে এবং আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়রূপ অর্থাৎ সমগ্র জগতের মূলকারণ। ৬

হে ধনঞ্জয় ! আমা অপেক্ষা জগতের অন্য শ্রেষ্ঠ কারণ নেই। সুতায় যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই জগৎ আমাতে গ্রথিত রয়েছে। ৭

হে অর্জুন ! আমি জলে রস, চন্দ্র ও সূর্যের জ্যোতি, চারি বেদে ওঁ-কার, আকাশে শব্দ এবং মনুষ্য মধ্যে পুরুষাকাররূপে বিরাজ করি। ৮

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ এবং সর্ব ভূতে জীবন এবং তপস্বীদের তপ। ৯

হে অর্জুন ! সকল ভূতের সনাতন বীজ আমাকেই জানবে, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজও আমি। ১০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি বলবানদের কামরাগবর্জিত বল অর্থাৎ সামর্থ্য এবং সর্বভূতে ধর্ম শাস্ত্রের অনুকূল কাম। ১১

প্রাণিগণের যে-সকল ভাব সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ হতে উৎপন্ন হয়, তা সবই 'আমা হতে উৎপন্ন' বলে জানবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি সেইগুলিতে নেই এবং সেইগুলিও আমাতে নেই। ১২

ত্রিগুণের কার্যরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক-ভাব দ্বারা এই সমস্ত জগতের প্রাণী সমুদায় মোহিত হয়ে আছে ; তাই এই ত্রিগুণের অতীত অবিনাশী আমাকে তারা জানতে পারে না। ১৩

কারণ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অত্যন্ত দুস্তর কিন্তু যাঁরা কেবল আমাকেই নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁরাই এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হন। ১৪

মায়া-দ্বারা যাঁদের জ্ঞান অপহৃত, এরূপ আসুরী স্বভাবযুক্ত নরাধম, নীচ, কুকর্মকারী মূঢ়ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন না। ১৫

হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! অর্থার্থী, আর্ত জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ভক্তগণ আমার ভজনা করেন। ১৬

এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, আমাতে একনিষ্ঠ (ভক্তিসম্পন্ন) জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতীব প্রিয়। ১৭

এঁরা সকলেই মহান, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ—এই আমার মত ; কারণ মদ্‌গত মনবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী ভক্ত সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমার মধ্যেই অবস্থান করেন। ১৮

বহু জন্মের পর এই শেষ জন্মে 'সবকিছুই বাসুদেব'—এইরূপ জেনে যিনি ভজনা করেন, সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। ১৯

বিভিন্ন ভোগাদির কামনায় যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারা নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে সেই সেই নিয়ম পালন করে অন্যান্য দেবতাদের ভজনা করে, অর্থাৎ উপাসনা করে। ২০

যেসব সকাম ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে-যে দেবতাকে অর্চনা করেন, সেই সেই ভক্তের শ্রদ্ধা আমি সেই সেই দেবতাতেই দৃঢ় করে দিই। ২১

সেই সকল সকাম ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার নিকট হতে আমারই দ্বারা বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্যই লাভ করেন। ২২

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনালব্ধ সেই ফল বিনাশশীল। দেবতাদের সেই পূজকগণ দেবতাদের প্রাপ্ত হন এবং আমার ভক্তগণ যে ভাবেই আমার ভজনা করুন,

অন্তিমে তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ২৩

বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ আমার সর্বোৎকৃষ্ট অবিনাশী পরম ভাব না জেনে মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাস্বরূপ আমাকে মনুষ্যের ন্যায় ব্যক্তিভাবসম্পন্ন বলে মনে করে। ২৪

নিজ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত বলে আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না, তাই এই সব মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মরহিত অবিনাশী পরমেশ্বর আমাকে জানতে পারে না অর্থাৎ আমাকে জন্ম-মরণশীল বলে মনে করে। ২৫

হে অর্জুন ! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের ভূতসমুদয়কে আমি জানি, কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তিশূন্য ব্যক্তি আমাকে জানতে পারে না। ২৬

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! জগতে ইচ্ছা-দ্বেষ হতে উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরূপ মোহ দ্বারা সমস্ত প্রাণী অজ্ঞান হয়ে আছে। নিতান্ত অজ্ঞানতায় প্রতিহত হচ্ছে।২৭

কিন্তু নিষ্কামভাবে শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণকারী যে-সকল পুরুষের পাপ নষ্ট হয়েছে, তাঁরা রাগ-দ্বেষজনিত দ্বন্দ্ব মোহ মুক্ত হয়ে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমাকে ভজনা করেন। ২৮

যাঁরা আমার শরণাগত হয়ে জরা-মরণ হতে মুক্তি লাভের জন্য যত্ন করেন তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্ম এবং অখিল কর্ম অবগত হন। ২৯

যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সঙ্গে (সবার আত্মারূপে) আমাকে মৃত্যুকালেও জানেন, সেই সকল সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি আমাকে জানেন অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হন। ৩০

—o—

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
## (অক্ষরব্রহ্মযোগ)

অর্জুন বললেন—হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম কী ? আধ্যাত্ম কী ? কর্ম কী ? অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাকে বলে ? ১

হে মধুসূদন ! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং তিনি কীভাবে অবস্থিত ? অন্তকালে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনাকে কীরূপে জ্ঞাত হন। ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পরম অক্ষর হল 'ব্রহ্ম', নিজ স্বরূপ অর্থাৎ জীবাত্মাকে বলা হয় 'অধ্যাত্ম' এবং ভূতগণের উদ্ভবরূপ সংযোগকারী যে ত্যাগ তাকে বলা হয় 'কর্ম'। ৩

উৎপত্তি ও বিনাশশীল সমস্ত বস্তুই অধিভূত ; হিরণ্যগর্ভ পুরুষই অধিদৈব এবং হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এই দেহে আমিই (বাসুদেব অন্তর্যামীরূপে) অধিযজ্ঞ। ৪

যিনি মৃত্যুকালে আমাকেই স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন—এতে কোনো সংশয় নেই। ৫

হে কৌন্তেয় ! মানুষ মৃত্যুকালে যে-যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন সেই সেই ভাবই তিনি প্রাপ্ত হন ; কারণ তিনি সর্বদা সেই ভাবেই ভাবিত থাকেন। ৬

অতএব হে অর্জুন ! তুমি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধ করো। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে আমাকেই লাভ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ৭

হে পার্থ ! নিয়ম হল এই যে, পরমেশ্বরের ধ্যানে অভ্যাসরূপযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তে নিরন্তর চিন্তামগ্ন পুরুষ, পরম প্রকাশরূপ দিব্যপুরুষকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই লাভ করেন। ৮

যিনি সর্বজ্ঞ, সনাতন, বিশ্ব-নিয়ন্তা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের ধারণ-পোষণকারী, অচিন্ত্য-স্বরূপ, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অবিদ্যার অতীত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরকে স্মরণ করেন। ৯

সেই ভক্তিমান ব্যক্তি অন্তিমকালে যোগবলের দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে ধারণপূর্বক, একাগ্র মনে স্মরণ করে সেই দিব্য পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। ১০

বেদার্থজ্ঞগণ যাঁকে অক্ষর পুরুষ বলে বর্ণনা করেন, নিঃস্পৃহ যোগিগণ যাঁকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারিগণ যাঁকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পরম-পদ প্রাপ্তির উপায় আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। ১১

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে, প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করে পরমাত্মারূপ যোগে স্থিত হয়ে যিনি 'ওঁ' এই এক অক্ষর ব্রহ্ম নাম উচ্চারণপূর্বক এবং তার অর্থস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মরূপে আমাকে স্মরণ করতে

করতে দেহত্যাগ করেন তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। ১২-১৩
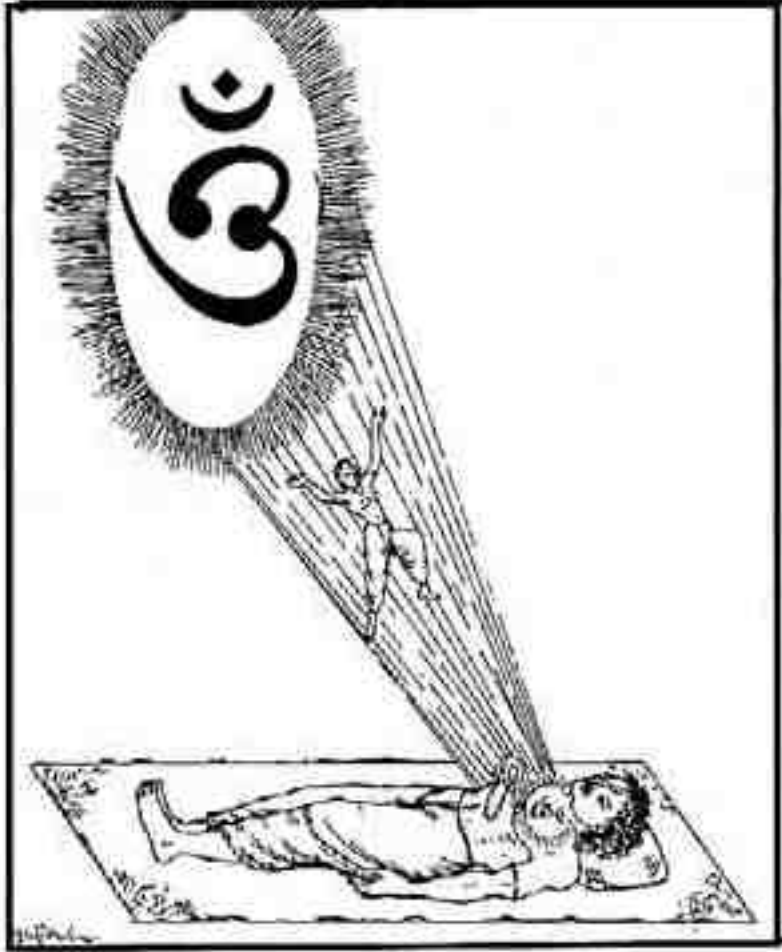
হে অর্জুন ! যিনি অনন্য চিত্তে আমাকে নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই নিত্য-নিরন্তর স্মরণশীল যোগীর নিকট আমি সহজলভ্য। ১৪

মুক্ত মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করে আর দুঃখালয়, ক্ষণভঙ্গুর সংসারে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫

হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না ; কারণ আমি কালাতীত এবং এই সমস্ত ব্রহ্মাদিলোক কালের অধীন হওয়ায় অনিত্য। ১৬

ব্রহ্মার একটি দিনকে যে মানুষ একহাজার চতুর্যুগের সময়কাল এবং রাত্রিকেও একহাজার চতুর্যুগের সময়কাল বলে তত্ত্বগতভাবে জানেন সেই যোগী কালকে তত্ত্বত জানেন। ১৭

সমস্ত চরাচর ভূতসমুদয় ব্রহ্মার দিবাগমে অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং তাঁর রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্তেই তার লয় হয়। ১৮

হে পার্থ ! প্রকৃতির অবশ সেই ভূতসমুদয় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় হয় এবং দিবাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয়। ১৯

সেই অব্যক্তের অতীত সম্পূর্ণ বিলক্ষণ যে সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে, সেই পরম দিব্যপুরুষ সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও বিনষ্ট হন না। ২০

যা অব্যক্ত অক্ষর নামে কথিত, সেই অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবকে পরমগতি বলা হয় এবং যে সনাতন অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হলে মানুষকে আর ফিরে আসতে হয় না, তাই হল আমার পরম ধাম। ২১

হে পার্থ ! সর্বভূত যে-পরমাত্মার অন্তর্গত এবং যে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই সনাতন অব্যক্ত পরম পুরুষকে একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। ২২

হে অর্জুন ! যোগিগণ শরীরত্যাগ করে পুনরাগমনের গতি লাভ করেন এবং যে কালে শরীর ত্যাগ করে পুনরাগমনে গতি লাভ করেন না—সেই দুটি পথের কথা তোমাকে আমি জানাব। ২৩

যে-মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা, দিনের অধিপতি দেবতা, শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং উত্তরায়ণের ছয় মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, সেই মার্গে মৃত্যু হলে ব্রহ্মবিদ যোগিগণ উপরিউক্ত দেবাদিগণের দ্বারা ক্রমশ উপনীত হয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৪

যে-মার্গে ধূমের অধিপতি দেবতা, রাত্রির অধিপতি দেবতা এবং কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাসের অধিপতি

দেবতা থাকেন, সেই মার্গে মৃত্যু হলে সকাম কর্মযোগী উপরিউক্ত ক্রম অনুযায়ী চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে নিজ পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করে পুনরাগমন করেন। ২৫

কারণ জগতে এই দুটি পথ—শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃযানকে সনাতন পথ বলা হয়, এর মধ্যে একটিতে পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ পরমগতি লাভ হয় এবং অপরটিতে পুনরাগমন করতে হয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্তি হয়। ২৬

হে পার্থ ! উভয় পথের তত্ত্ব জানলে কোনো যোগী মোহগ্রস্ত হন না। সেই হেতু হে অর্জুন ! তুমি সর্বকালে সমবুদ্ধিরূপ যোগে যুক্ত হও অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্তির জন্যে নিরন্তর সাধনপরায়ণ হও। ২৭

যোগিগণ এই রহস্যের তত্ত্ব জেনে বেদপাঠ, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান ইত্যাদি করায় যে-পুণ্যফল বলা হয়েছে, সে সবই নিঃসন্দেহে অতিক্রম করেন এবং সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ২৮

—o—

# শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
## (রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি দোষদৃষ্টিবর্জিত ভক্ত, তাই তোমাকে এই পরম গোপনীয় বিজ্ঞানসহ জ্ঞান পুনরায় ভালোভাবে বলছি, যা জানলে তুমি এই দুঃখরূপ সংসার হতে মুক্ত হবে। ১

এই ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত বিদ্যা এবং সর্বগোপনীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এটি অত্যন্ত পবিত্র, উৎকৃষ্ট, সাক্ষাৎফলপ্রদ, ধর্মযুক্ত, সহজসাধ্য এবং অবিনাশী। ২

হে পরন্তপ ! উপরিউক্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যুময় সংসারচক্রে ভ্রমণ করতে থাকে। ৩

নিরাকার পরমাত্মারূপ আমার দ্বারা এই সমগ্র জগৎ (জলের দ্বারা বরফের ন্যায়) পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং সমস্ত ভূত আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি সেগুলিতে স্থিত নই। ৪

ভূতগণ আমাতে অবস্থিত ; কিন্তু তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগশক্তি দর্শন করো যে, এই ভূতগণের ধারক ও পোষক তথা সৃষ্টিকারী হয়েও আমার স্বরূপে বাস্তবে এই ভূতগণ অবস্থিত নয়। ৫

যেমন আকাশে উৎপন্ন মহানবায়ু সর্বদা আকাশেই অবস্থান করে, তেমনই আমার সংকল্পজাত হওয়ায় সমস্ত ভূতই আমাতে অবস্থিত বলে জানবে। ৬

হে অর্জুন ! কল্পের শেষে সমস্ত ভূত আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয় এবং কল্পের আরম্ভে আমি পুনরায় তাদের সৃষ্টি করি। ৭

নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে স্বভাবের বশে বশীভূত এই ভূত সমুদয়কে আমি বারংবার তাদের কর্ম অনুযায়ী সৃষ্টি করি। ৮

হে ধনঞ্জয় ! অনাসক্ত এবং উদাসীন পুরুষের ন্যায় অবস্থান করায় সেই সকল কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। ৯

হে কৌন্তেয় ! আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা প্রকৃতি এই চরাচর সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করে। এই জন্যই জগৎ পরিবর্তিত হয়। ১০

আমার পরমভাবকে না জেনে মূঢ় লোকেরা মনুষ্য-দেহধারণকারী, সর্ব ভূতের মহেশ্বর আমাকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ নিজ যোগমায়া দ্বারা সংসারের উদ্ধারের নিমিত্ত মনুষ্যরূপে বিচরণশীল পরমেশ্বরকে (আমাকে) সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ১১

বৃথা-আশা, বিফলকর্ম ও নিষ্ফল জ্ঞান অবিবেকীগণ রাক্ষসী, আসুরী, এবং মোহিনী প্রকৃতি ধারণ করে থাকে। ১২

কিন্তু হে কুন্তীপুত্র ! দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত মহাত্মাগণ আমাকে সর্বভূতের সনাতন কারণ এবং অব্যয় অক্ষরস্বরূপ জেনে অনন্যচিত্তে নিরন্তর আমার ভজনা করেন। ১৩

দৃঢ়ব্রত ভক্তগণ নিত্য আমার নাম ও গুণকীর্তন করে আমাকে লাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং আমাকে বারংবার প্রণাম করে নিত্য সমাহিত হয়ে অনন্য ভক্তির সঙ্গে আমার ভজনা করেন। ১৪

অন্য কেউ (জ্ঞানযোগী) জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মরূপে অভিন্নভাবে আমার উপাসনা করেন,

কেউ কেউ প্রভু-ভৃত্যভাবে, আবার কেউ কেউ বিশ্বমূর্তি ভগবান ভেবে বহু প্রকারে আরাধনা করেন। ১৫

ক্রতু আমি, আমিই যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমিই ঘৃত, অগ্নিও আমি এবং হোমাদি ক্রিয়াও আমি। ১৬

এই সমস্ত জগতের ধাতা অর্থাৎ ধারণকারী, কর্মের ফল প্রদানকারী, পিতা, মাতা, পিতামহ এবং একমাত্র জ্ঞেয় ও ওঁকার এবং ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ আমি। ১৭

প্রাপ্তিযোগ্য পরম ধাম, ভর্তা, সকলের প্রভু, শুভাশুভ দ্রষ্টা, সকলের আশ্রয়স্থল, শরণগ্রহণের যোগ্য, প্রত্যুপকারের আশা না রেখে হিতকারী, উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু, স্থিতির আধার, নিধান এবং অবিনাশী কারণও আমিই।

আমিই সূর্যরূপে উত্তাপ বিকিরণ করি এবং জল আকর্ষণ করে বর্ষণ করি। হে অর্জুন! আমিই অমরত্ব ও মৃত্যু এবং সদসৎও আমিই। ১৯

ত্রিবেদের বিধান অনুযায়ী সকাম কর্মপরায়ণ, সোমরসপায়ী নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূজা করে স্বর্গ কামনা করেন ; তাঁরা তাদের পুণ্যের ফলরূপে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে দিব্য দেবভোগ উপভোগ করেন। ২০

তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে আসেন। এইরূপে স্বর্গের সাধন হিসাবে ত্রিবেদোক্ত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকারী, ভোগ-কামী ব্যক্তিগণ বারংবার ইহলোকে যাতায়াত করেন অর্থাৎ পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গে যান এবং পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। ২১

অনন্যচিত্তে যে-ভক্তগণ আমাকে সর্বদা নিষ্কামভাবে
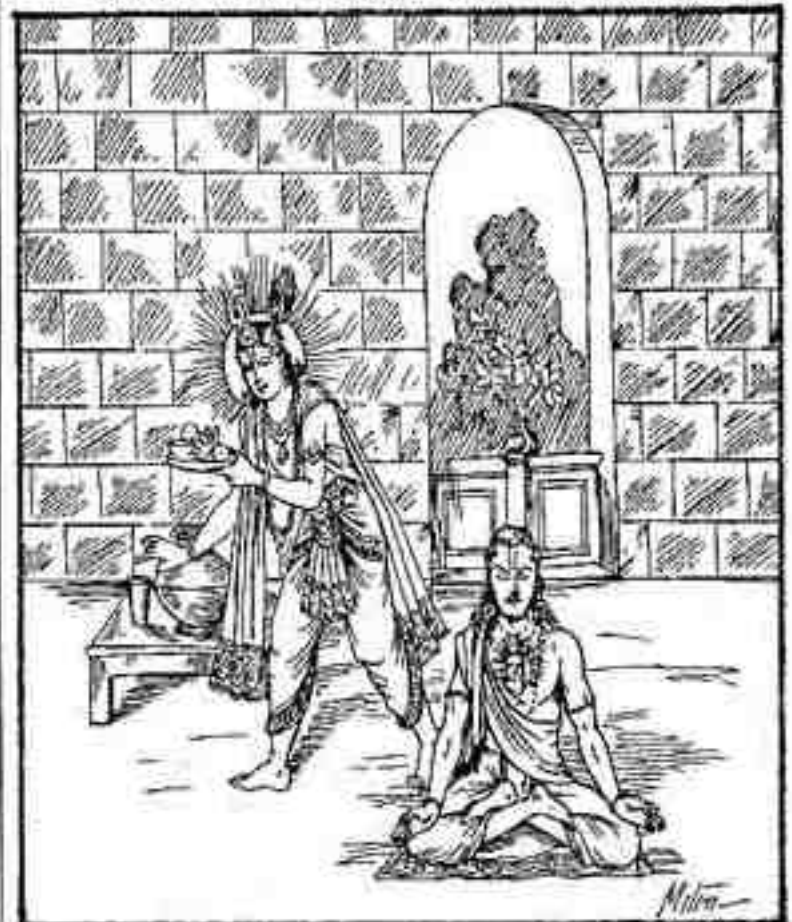
ভজনা করেন, সেই নিত্য-সমাহিত মুমুক্ষুগণের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করি। ২২

হে অর্জুন ! শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যারা অন্য দেবতার পূজা করে, তারাও যদিও প্রকৃতপক্ষে আমাকেই পূজা করে কিন্তু তাদের সেই পূজা বিধিপূর্বক নয় অর্থাৎ তা অজ্ঞতা-প্রসূত। ২৩

কারণ আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু ; কিন্তু তারা পরমেশ্বররূপী আমাকে তত্ত্বত জানে না, সেইজন্যই তাদের পতন হয় অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। ২৪

দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন, পিতৃভক্তগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূতোপাসকগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত হন এবং আমার উপাসক আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাই আমার ভক্তের পুনর্জন্ম হয় না। ২৫

যে ভক্ত আমাকে ভক্তিভাবে পত্র-পুষ্প-ফল-জল প্রভৃতি অর্পণ করেন, সেই শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি আমি সগুণরূপে প্রকট হয়ে প্রীতিপূর্বক ভক্ষণ করি। ২৬

হে অর্জুন ! তুমি যা কর্ম কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, তা সবই আমাকে অর্পণ করো। ২৭
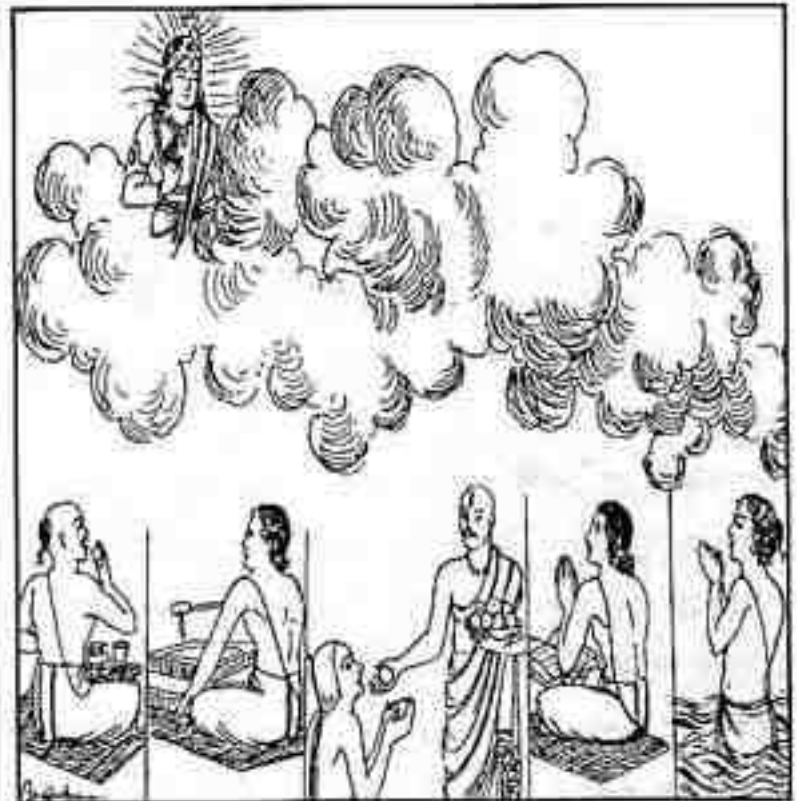
এইভাবে, আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ দ্বারা সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হয়ে শুভাশুভ ফলরূপ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে এবং এ হতে মুক্ত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। ২৮

আমি সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করি, আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ নেই ; কিন্তু যাঁরা ভক্তিভাবে আমার উপাসনা করেন তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রকট হই। ২৯

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তির সঙ্গে আমার ভজনা করে তবে তাকে সাধু বলে জানবে, কারণ তার সংকল্প অতি শুভ। ৩০

সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং শাশ্বত শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয় ! তুমি নিশ্চিত জানবে যে আমার ভক্ত কখনোই বিনষ্ট হয় না। ৩১

হে অর্জুন ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনিসম্ভূত চণ্ডালাদি যে কেউই হোক না কেন, সে আমাকে আশ্রয় করে পরমগতি লাভ করে। ৩২

সুতরাং পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ ভক্ত এবং ক্ষত্রিয়গণের আর কথা কী ? তাঁরা আমাকে আশ্রয় করলে নিশ্চয়ই পরমগতি লাভ করবেন। অতএব সুখহীন ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ ধারণ করে নিরন্তর আমাকেই ভজনা করো। ৩৩

তুমি মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভজনশীল হও, পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম করো। এইভাবে আত্মাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে মৎপরায়ণ হলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে। ৩৪

—০—

# শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
## (বিভূতিযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহাবাহো ! তুমি পুনরায় আমার রহস্য ও প্রভাবযুক্ত উৎকৃষ্ট বাক্য শোনো, আমার প্রতি অতিশয় প্রীতিসম্পন্ন হওয়ায় তোমার হিতার্থে আমি এই কথা বলছি। ১

দেবতা বা মহর্ষি কেউই আমার উৎপত্তি জানেন না, কারণ আমি সর্বপ্রকারে দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি। ২

যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে তত্ত্বত জানেন, মনুষ্য মধ্যে সেই জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব পাপ হতে মুক্ত হন। ৩

নিশ্চয় করবার শক্তি, যথার্থ জ্ঞান, অসম্মূঢ়তা, ক্ষমা, সত্য, ইন্দ্রিয় সংযত করা, মনের নিগ্রহ ও সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি-প্রলয় এবং ভয়-অভয়, অহিংসা, সাম্য, সন্তোষ, তপ, দান, কীর্তি-অকীর্তি—প্রাণীদের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়। ৪-৫

ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, পুরাকালের সনকাদি চারজন, এবং স্বায়ম্ভুব প্রমুখ চতুর্দশ মনু—এঁরা সকলেই আমার ভাবসম্পন্ন এবং আমারই সংকল্পজাত। জগতের সমস্ত প্রজা এঁদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। ৬

যিনি আমার এই পরম ঐশ্বর্যরূপ বিভূতি এবং যোগশক্তি তত্ত্বত জানেন, তিনি অচল ভক্তিযোগে যুক্ত হন—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৭

আমি (বাসুদেবই) সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, আমার মধ্যেই সমস্ত জগৎ প্রবর্তিত হয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ জেনে সর্বদা পরমেশ্বররূপ আমারই ভজনা করেন। ৮

নিরন্তর মদ্গতচিত্ত এবং মদ্গতপ্রাণ ভক্তগণ পরস্পর আমার কথা আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে আমার প্রভাবের কথার প্রচার এবং আমার গুণ-প্রভাবের কথা কীর্তনের দ্বারাই সন্তোষ লাভ করেন এবং আমার মধ্যেই নিরন্তর রমণ করেন। ৯

সর্বদা আমার ধ্যানে আসক্ত এবং প্রেমপূর্বক ভজনশীল ভক্তদের আমি সেই তত্ত্বজ্ঞান-রূপ যোগ প্রদান করি, যাতে তাঁরা আমাকেই লাভ করেন। ১০

হে অর্জুন ! সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশত আমি তাদের অন্তঃকরণে স্থিত হয়ে অজ্ঞানজনিত অন্ধকারকে

প্রকাশময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা নাশ করি। ১১

অর্জুন বললেন—আপনি পরমব্রহ্ম, পরমধাম এবং পরম পবিত্র, আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন জন্মরহিত, দিব্য-পুরুষ ও আদিদেব। দেবর্ষি নারদ এবং অসিত ও দেবল ঋষি এবং মহর্ষি ব্যাসও আপনাকে এইরূপেই বর্ণনা করেছেন এবং আপনি নিজেও আমাকে তাই বলেছেন। ১২-১৩

হে কেশব ! আমাকে যা বলেছেন তা সবই আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান ! আপনার এই অভিব্যক্তি (অবতারত্ব) স্বরূপ দেবতা বা দানব কেউই জানে না। ১৪

হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেবাদিদেব! হে জগৎপতি ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি স্বয়ংই নিজেকে জানেন। ১৫

আপনি যে যে বিভূতি দ্বারা এই লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই সকল দিব্য বিভূতিগুলি সম্যকরূপে বর্ণনা করতে একমাত্র আপনিই সক্ষম। ১৬

হে যোগেশ্বর ! কীভাবে নিরন্তর চিন্তা করলে আমি আপনাকে জানতে পারব ? হে ভগবান ! আপনাকে আমি কী কী ভাবে চিন্তা করব ? ১৭

হে জনার্দন ! আপনার যোগশক্তি এবং বিভূতি বিস্তারিতভাবে আবার বলুন, কারণ আপনার অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, আমি আরও শুনতে ইচ্ছা করি। ১৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার যে দিব্য বিভূতি আছে তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির কথা তোমাকে বলব, কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই। ১৯

হে অর্জুন ! আমিই সর্বভূতের হৃদয়স্থিত সকলের আত্মা
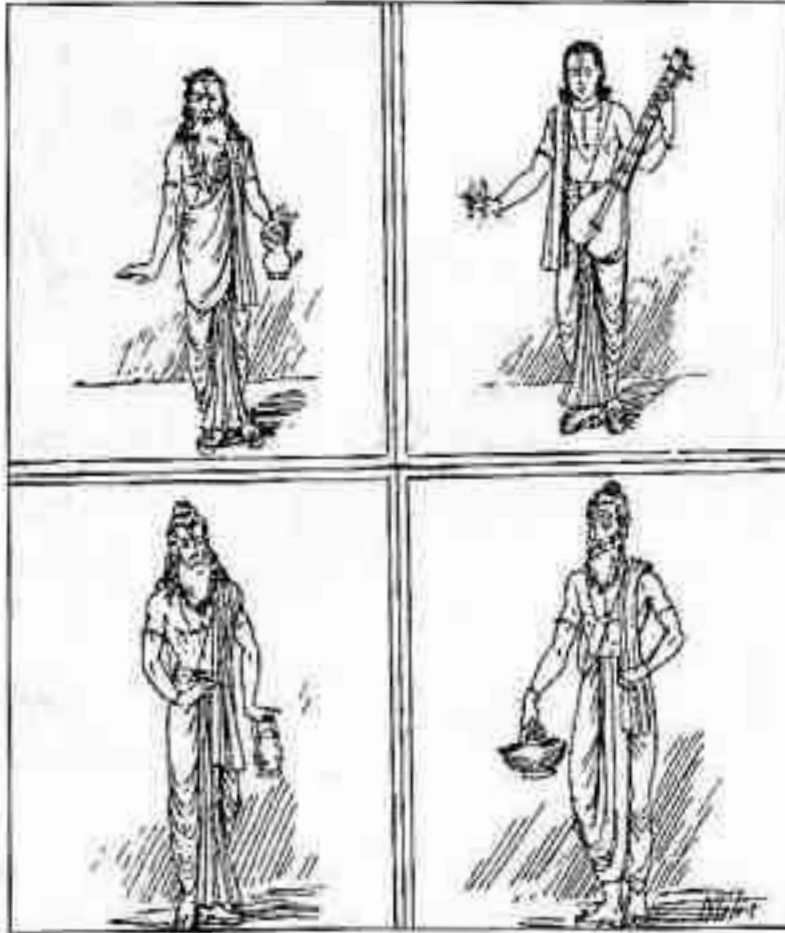
এবং সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তও আমিই। ২০

অদিতির দ্বাদশপুত্রের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিসমূহের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের অধিপতি চন্দ্রও আমি। ২১

চার বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে আমি মন এবং প্রাণীদেহে অভিব্যক্ত চেতনা অর্থাৎ জীবনশক্তিও আমি। ২২

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শংকর ; যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে আমি ধনাধিপতি কুবের ; অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চ গিরিশৃঙ্গের মধ্যে আমি মেরু পর্বত। ২৩

হে পার্থ ! পুরোহিতগণের মধ্যে আমি দেবগুরু বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে আমি দেবসেনাপতি কার্তিক এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমিই সাগর। ২৪

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দের মধ্যে আমি এক অক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঁ-কার। সকল যজ্ঞের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয় পর্বত। ২৫

বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে আমি কপিলমুনি। ২৬

অশ্বসমূহের মধ্যে অমৃত মন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে নৃপতি বলে জানবে। ২৭

শস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুযায়ী সন্তান উৎপাদনের হেতু কাম আমিই এবং সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকিও আমি। ২৮

আমি নাগগণের মধ্যে নাগরাজ অনন্ত এবং জলচর প্রাণীদের মধ্যে রাজা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃরাজ অর্যমা এবং শাসনকর্তাদের মধ্যে আমি মৃত্যুরাজ যম।

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারীদের মধ্যে আমি সময় (বা কাল), পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। ৩০

পবিত্রকারীদের মধ্যে বায়ু এবং শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যকুলের মধ্যে আমি মকর (কুমির) এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা। ৩১

হে অর্জুন ! সমগ্র সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত আমিই। বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) এবং পরস্পর তর্ককারীদের মধ্যে আমি বাদ। ৩২

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অ-কার, সমাসসমূহের মধ্যে

আমি দ্বন্দ্বসমাস, আমি অক্ষয়কাল (কালেরও কাল মহাকাল) এবং সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট বিরাট স্বরূপ, সকলের ধারণপোষণকারীও আমিই। ৩৩

আমি সর্বসংহারকর্তা মৃত্যু এবং উদ্ভূতকারীদের উৎপত্তির কারণ এবং নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা। ৩৪
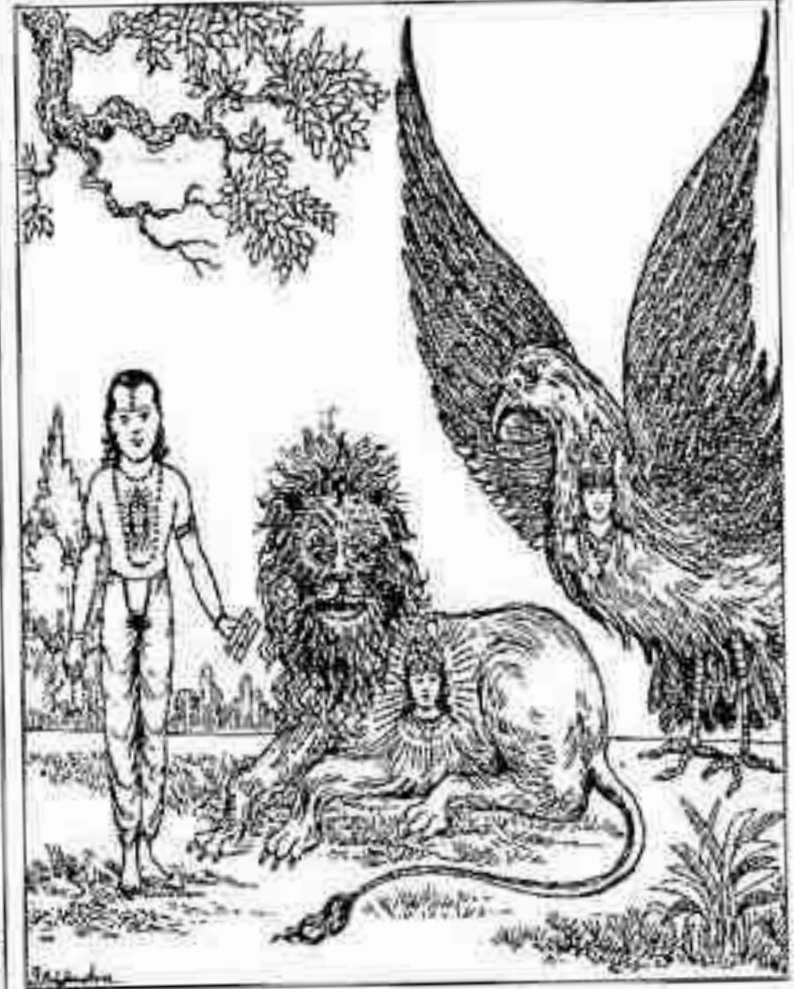
আমি গীতযোগ্য শ্রুতির মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্র, মাসসমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ষড়্-ঋতুর মধ্যে ঋতুরাজ বসন্ত। ৩৫

ছলনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়ারূপ ছল, তেজস্বীগণের তেজ, বিজয়ীগণের বিজয়, অধ্যবসায়শীল ব্যক্তিদের অধ্যবসায় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের সত্ত্বগুণও আমি। ৩৬

বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে বাসুদেব অর্থাৎ তোমার সখা আমি, পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমি, মুনিদের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্য আমি। ৩৭

আমি শাসনকর্তাদের দণ্ড অর্থাৎ দমন করবার শক্তি। জয়লাভেচ্ছুদের নীতি, গোপনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীদের তত্ত্বজ্ঞান আমিই। ৩৮

হে অর্জুন ! সকল ভূতের উৎপত্তির কারণও আমি ; কারণ স্থাবর বা জঙ্গমে এমন কোনো প্রাণী-ই নেই যা আমাকে ছাড়া সত্তাবান হতে পারে। ৩৯

হে পরন্তপ ! আমার দিব্যবিভূতির অন্ত নেই । আমি সংক্ষেপে এই সকল বিভূতির বর্ণনা করলাম। ৪০

যা যা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন সেই সকলই আমার শক্তির অংশ হতে অভিব্যক্ত বলে জানবে। ৪১

অথবা, হে অর্জুন ! তোমার এত বিস্তারিত জানবার দরকারই বা কী ? আমি এই সমস্ত জগৎ নিজ যোগশক্তির একাংশে ধারণ করে আছি। ৪২

—— ০ ——

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

## (বিশ্বরূপদর্শনযোগ)

অর্জুন বললেন—হে ভগবান, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আপনি যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মতত্ত্ব বললেন, তাতে আমার মোহ দূর হয়েছে। ১

কারণ হে কমললোচন ! আমি আপনার কাছে ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শুনেছি এবং আপনার অক্ষয় মাহাত্ম্যও জেনেছি। ২

হে পরমেশ্বর ! আপনি যে আত্মতত্ত্ব বলেছেন, তা যথার্থ ; কিন্তু হে পুরুষোত্তম ! আমি আপনার জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য এবং তেজসমন্বিত ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা করি। ৩

হে প্রভু ! আমাকে যদি আপনার সেই বিশ্বরূপ দেখার যোগ্য বলে মনে করেন, তা হলে হে যোগেশ্বর ! আমাকে আপনার অব্যয় জগদাত্মারূপ দেখান। ৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! এবার তুমি আমার নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র দিব্যরূপ দর্শন করো। ৫

হে ভরতবংশীয় অর্জুন ! তুমি আমার মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য (অদিতির পুত্র), অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও উনপঞ্চাশ মরুদ্গণকে দর্শন করো এবং পূর্বে যা কখনো দেখোনি এরূপ বহু আশ্চর্যময় রূপ দর্শন করো। ৬

হে অর্জুন ! আমার এই বিরাট শরীরের একস্থানে অবস্থিত চরাচরসহ সমগ্র জগৎ অবলোকন করো এবং আরও যা কিছু তোমার দেখবার ইচ্ছা তা-ও দেখো। ৭

কিন্তু তুমি নিজ চর্ম চক্ষুর দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপ দেখতে সমর্থ নও ; সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি, সেই চক্ষু দ্বারা তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগশক্তি দর্শন করো। ৮

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্ ! মহাযোগেশ্বর এবং সর্বপাপনাশকারী ভগবান এই কথা বলে অর্জুনকে নিজের পরম ঐশ্বর্যযুক্ত দিব্যরূপ দেখালেন। ৯

সেই বিশ্বরূপ অনেক মুখ ও বহু নেত্রযুক্ত, অসংখ্য অদ্ভুত আকৃতির, বহু দিব্যভূষণাদি পরিহিত এবং বহু দিব্য আয়ুধে সজ্জিত, দিব্য মাল্য এবং দিব্য বস্ত্রে ভূষিত, দিব্যগন্ধ অনুলিপ্ত, সর্বাশ্চর্যযুক্ত অনন্ত ও সর্বতোমুখ বিশিষ্ট—সেই বিশ্বরূপ পরমদেব পরমেশ্বরকে অর্জুন দর্শন করলেন। ১০-১১

সহস্র সূর্য একসঙ্গে আকাশে উদিত হলে যে জ্যোতি উৎপন্ন হয় সেই জ্যোতিও বিশ্বরূপের দিব্যজ্যোতির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। ১২

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সেই সময় নানা ভাগে বিভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেবাদিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের একস্থানে অবস্থিত দেখলেন। ১৩

এর পর বিস্ময়াবিষ্ট এবং রোমাঞ্চিত অর্জুন বিশ্বরূপধারী ভগবানকে শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ নতমস্তকে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন। ১৪

অর্জুন বললেন—হে দেব ! আপনার শরীরে আমি সমস্ত দেবতাগণকে এবং চরাচর জগৎ, কমলাসনে অধিষ্ঠিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে, মহাদেবকে এবং সমস্ত ঋষি ও দিব্য সর্পগণকে দেখতে পাচ্ছি। ১৫

হে বিশ্বপতি ! আপনার বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ এবং বহু নেত্র বিশিষ্ট বিরাট রূপ দেখতে পাচ্ছি। হে বিশ্বরূপ ! আমি আপনার অন্ত, মধ্য এবং আদি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ১৬

আপনাকে আমি কিরীটি, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জরূপ, প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় জ্যোতিসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য এবং সর্বত্র অপ্রমেয়স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। ১৭

আপনি পরম ব্রহ্ম ও একমাত্র জ্ঞাতব্য। আপনি জগতের পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্মের রক্ষক, আপনিই অবিনাশী সনাতন পুরুষ, এই আমার মত। ১৮

আপনাকে আমি আদি, মধ্য ও অন্তহীনরূপে দেখছি, আপনি অনন্ত শক্তিসম্পন্নও, অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র, মুখ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এবং স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে আপনি সন্তপ্ত করছেন। ১৯

হে মহাত্মন্ ! স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং সর্বদিক আপনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আপনার এই অদ্ভুত উগ্র রূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে। ২০

দেবগণ আপনাতেই প্রবিষ্ট হচ্ছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে আপনার গুণগান করছেন এবং মহর্ষি ও সিদ্ধগণ জগতের 'কল্যাণ হোক' বলে প্রচুর স্তুতিবাক্যে আপনার স্তব করে চলেছেন। ২১

একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হয়ে আপনাকে দেখছেন। ২২

হে মহাবাহো ! আপনার বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর এবং ভয়ানক দন্তযুক্ত বিকট রূপ দেখে সমস্ত লোক অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে এবং আমিও এখন অতিশয় ভয়ে ভীত। ২৩

কারণ হে বিষ্ণো ! আকাশস্পর্শকারী, তেজোময়, নানাবর্ণবিশিষ্ট, বিস্ফারিত মুখমণ্ডল তথা জাজ্বল্যমান বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট আপনাকে দেখে আমি ভীত হয়ে পড়েছি এবং ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছি না। ২৪

বিকট দন্তদ্বারা বিকৃত এবং প্রলয়াগ্নিসম প্রজ্বলিত আপনার মুখ দেখে আমি দিশাহারা হচ্ছি, শান্তি পাচ্ছি না। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। ২৫

রাজন্যবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রের ওইসব পুত্রগণ এবং পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ এবং আমাদের পক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণসহ সকলেই আপনার দ্রংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখগহ্বরে সবেগে প্রবেশ করছেন। কারো চূর্ণিত মস্তক খণ্ড আপনার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে লেগে রয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। ২৬-২৭

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখে যায় অর্থাৎ দ্রুতবেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই এই বীরপুরুষগণও আপনার প্রজ্বলিত মুখে প্রবেশ করছেন। ২৮

যেমন পতঙ্গগণ অতি বেগে ধেয়ে এসে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি এইসব লোকও মৃত্যুর জন্যই অতি বেগে ধাবমান হয়ে আপনার মুখে প্রবেশ করছেন। ২৯

আপনি সকল লোককে জ্বলন্ত মুখবিবরে গ্রাস করে সর্বদিকে লেহন করছেন। হে বিষ্ণু ! আপনার তীব্র প্রভা সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করে সন্তপ্ত করছে। ৩০

আপনি আমাকে বলুন, এই উগ্ররূপে আপনি কে ? হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি প্রসন্ন হোন। হে আদিপুরুষ আপনাকে আমি বিশেষভাবে জানতে চাই, কারণ আপনার কী প্রবৃত্তি তা আমি জানি না। ৩১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি লোকনাশকারক প্রবৃদ্ধ কাল। এখন এই লোক সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যদি যুদ্ধ না-ও করো, প্রতিপক্ষের যোদ্ধাগণ কেউই জীবিত থাকবে না অর্থাৎ এদের বিনাশ হবেই। ৩২

অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উঠে দাঁড়াও ও যশ লাভ করো

এবং শত্রু জয় করে ধন-ধান্যসম্পন্ন রাজ্য ভোগ করো। এই যোদ্ধাদের আমি আগেই বধ করেছি। হে সব্যসাচী ! তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য সমস্ত যোদ্ধাদের আমি পূর্বেই নিধন করেছি, সেই মৃতদেরই তুমি বধ করো। ভয় কোরো না। তুমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে শত্রুদের জয় করবে। অতএব যুদ্ধ করো। ৩৪

সঞ্জয় বললেন—কেশবের এই কথা শুনে মুকুটধারী অর্জুন কম্পিত দেহে হাত জোড় করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে পুনরায় প্রণাম করে গদ্‌গদ স্বরে বললেন। ৩৫

অর্জুন বললেন—হে হৃষীকেশ ! আপনার মাহাত্ম্য কীর্তনে সমস্ত জগৎ আনন্দিত ও আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাক্ষসরা নানাদিকে ধাবিত হচ্ছে ও সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছেন। এই সমস্ত খুবই যুক্তিযুক্ত। ৩৬

হে মহাত্মন্ ! ব্রহ্মারও আদি তথা সর্বোত্তম আপনাকে কেন সকলে প্রণাম করবে না ? হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! যা সৎ, যা অসৎ তাও আপনি এবং এই উভয়ের অতীত সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম, তাও আপনি। ৩৭

আপনি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ, আপনি এই জগতের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য, আপনি পরমধাম। হে অনন্তরূপ ! আপনিই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। ৩৮

আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ; আপনি প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মারও পিতা। আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি। আপনাকে পুনরায় প্রণাম করি। আপনাকে বারবার প্রণাম করি। ৩৯

হে অনন্ত সামর্থ্যসম্পন্ন ! আপনাকে সম্মুখে প্রণাম, পশ্চাতে প্রণাম ! সর্বদিক থেকেই প্রণাম। হে সর্বাত্মন্ ! অসীম পরাক্রমশালী আপনি সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, অতএব আপনিই সর্বস্বরূপ। ৪০

আপনার এই জগদাকার রূপের মাহাত্ম্য না জেনে আপনাকে সখা মনে করে স্নেহবশত বা প্রমাদবশত আমি 'হে কৃষ্ণ !' 'হে যাদব !' 'হে সখে !'— এই বলে অবুঝের মতো সম্বোধন করেছি। হে অচ্যুত, উপহাসচ্ছলে আহার, বিহার, আসন এবং শয়নের সময় একাকী বা অন্য সখাদের সামনে আপনাকে যে অমর্যাদা করেছি, হে অপ্রমেয় ! সেইসব অপরাধের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ৪১-৪২

আপনি এই জগৎ চরাচরের পিতা, পূজ্য, গুরুরও গুরু। হে অনুপম প্রভাবশালী ! ত্রিলোকে আপনার সমকক্ষ আর কেউ নেই, আপনার হতে শ্রেষ্ঠ আর কেইবা হতে পারে ? ৪৩

হে প্রভু ! সেইজন্য আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি। হে দেব ! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং পতি যেমন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন—তেমনই আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। ৪৪

যা পূর্বে কখনো দর্শন করিনি আপনার সেই বিশ্বরূপ অবলোকন করে আমি হর্ষান্বিত হচ্ছি, আবার মন ভয়ে ব্যথিত হচ্ছে। আমার অতিপ্রিয় আপনার সেই পূর্বরূপই আমাকে দেখান। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হোন। ৪৫

আমি পূর্বের মতো আপনার মুকুটধারী এবং গদা-চক্রধারী রূপ দর্শন করতে চাই। হে বিশ্বমূর্তি ! হে সহস্রবাহু ! এখন আপনি সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করুন। ৪৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বীয় ঈশ্বরীয় যোগ প্রভাবে আমার তেজোময়, সকলের আদি এবং অসীম ও উত্তম বিশ্বরূপ তোমাকে দেখিয়েছি, যা তুমি ছাড়া আগে আর কেউ দেখেনি। ৪৭

হে অর্জুন ! ইহজগতে আমার এই বিশ্বরূপ বেদ পাঠ বা যজ্ঞের দ্বারা, দান বা ক্রিয়াদির দ্বারা অথবা কঠোর তপস্যার দ্বারাও কেউ দেখতে সক্ষম নয়। একমাত্র তুমিই তা দর্শন করলে। ৪৮

আমার এই ভয়ংকর বিশ্বরূপ দেখে তুমি ভীত ও ব্যথিত হয়ো না, তোমার মূঢ়ভাবও যেন না হয় ; তুমি ভয় ত্যাগ করে প্রসন্নচিত্তে আমার সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সমন্বিত চতুর্ভুজ রূপ পুনরায় দর্শন করো। ৪৯

সঞ্জয় বললেন—ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনরায় নিজের সেই চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং তার পর শ্রীকৃষ্ণ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। ৫০

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন ! আপনার এই সৌম্য

মনুষ্যরূপ দেখে এখন আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হলাম এবং নিজের স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেলাম। ৫১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি আমার যে চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করেছ তার দর্শন পাওয়া বড়ই দুর্লভ। দেবতাগণও সর্বদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। ৫২

আমার যে বিশ্বরূপের দর্শন তুমি করেছ তা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান বা যজ্ঞের দ্বারাও সম্ভব নয়। ৫৩

হে পরন্তপ অর্জুন ! একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারাই এই প্রকার (ঈদৃশ) আমাকে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশ রূপ মোক্ষ লাভ করতে ভক্তগণ সমর্থ হয়, অন্য উপায়ে নয়। ৫৪

হে অর্জুন ! যে-ব্যক্তি আমারই জন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম করেন, আমার শরণাগত হন, আমার ভক্ত হন, আসক্তিশূন্য হন এবং সমস্ত প্রাণীতে বৈরীভাবরহিত হন, সেই একনিষ্ঠ ভক্তিযুক্ত পুরুষ আমাকেই লাভ করেন। ৫৫

—o—

## শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
## (ভক্তিযোগ)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান, নিরন্তর ভজন-ধ্যানে নিযুক্ত থেকে যে সকল অনন্য-স্মরণ ভক্ত, সমাহিত চিত্তে আপনার উপাসনা করেন এবং অন্য যারা কেবল অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের উপাসনা করেন—এই উভয় উপাসকের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী ? ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমাতে মনোনিবেশ পূর্বক নিত্য-নিরন্তর ভজন-ধ্যানে নিযুক্ত থেকে যে ভক্তগণ অতি শ্রদ্ধাসহকারে সগুণ পরমেশ্বররূপী আমার উপাসনা করেন, তাঁরাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। ২

কিন্তু যাঁরা ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে মন-বুদ্ধির অতীত, সর্বব্যাপী অব্যক্ত স্বরূপ, সর্বদা একরস এবং নিত্য, অচল, নিরাকার, অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের নিরন্তর একাত্মভাবে ধ্যানযুক্ত হয়ে উপাসনা করেন, সকল প্রাণীর হিতে রত এবং সর্বত্র সমান ভাবসম্পন্ন তাঁরাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। ৩-৪

সেই সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার ব্রহ্মে নিবিষ্ট ব্যক্তিদের সাধনায় অধিক ক্লেশ হয় ; কারণ দেহাভিমানীদের পক্ষে অব্যক্ত বিষয়ক গতি প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় কষ্টকর। ৫

কিন্তু যে সকল মদ্‌গত ভক্ত সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে সগুণরূপে আমাকে একনিষ্ঠ ভক্তিযোগের দ্বারা নিরন্তর উপাসনা করেন। ৬

হে অর্জুন ! সেই সকল মদ্‌গতচিত্ত ভক্তকে আমি অতি শীঘ্রই মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হতে উদ্ধার করি। ৭

আমাতে মন সমাহিত করো, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করো। এরূপ করলে তুমি নিশ্চয়ই আমাতে স্থিতিলাভ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ৮

যদি তুমি মনকে আমাতে সমাহিত করতে না পার, তা হলে হে অর্জুন ! অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে লাভ করতে চেষ্টা করো। ৯

যদি তুমি এই প্রকার অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে

শুধুমাত্র আমার জন্যই কর্ম করো। কারণ আমার জন্য কর্ম করলেও তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে (সিদ্ধিলাভ করবে)। ১০

আর যদি তুমি তাও করতে অসমর্থ হও, তবে মন-বুদ্ধি সংযমপূর্বক আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করে সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করো। ১১

মর্ম না জেনে শুধুমাত্র অভ্যাস করা হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞান হতে পরমেশ্বরের স্বরূপের ধ্যান শ্রেয় ; ধ্যান অপেক্ষা সর্বকর্মের ফল ত্যাগ শ্রেয় ; কারণ ত্যাগের দ্বারা তৎকালই পরম শান্তি লাভ হয়। ১২

যিনি সর্বভূতে অবিদ্বেষ, স্বার্থপরতারহিত, সর্বভূতে প্রেমভাবাপন্ন, হেতুরহিত, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার ; সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল অর্থাৎ অপরাধীকেও যিনি অভয় দান করেন, সদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিত চিত্ত, সদা সংযতস্বভাব, সদা আমার প্রতি দৃঢ়-নিশ্চয়যুক্ত, মন-বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। ১৩-১৪

যিনি কাউকেও উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি কারো দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। ১৫

যিনি নিঃস্পৃহ, অন্তরে-বাহিরে শুচিসম্পন্ন, দক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, ভয় হতে মুক্ত এবং সকাম কর্মের অনুষ্ঠান ত্যাগী, তিনি আমার প্রিয়। ১৬

যিনি ইষ্ট প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্টবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভ ও অশুভ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন তিনি আমার প্রিয়। ১৭

যিনি শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে সমবুদ্ধি, শীত ও উষ্ণে এবং সুখ ও দুঃখাদি দ্বন্দ্বে নির্বিকার ও আসক্তি-শূন্য। ১৮

যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধি, সংযতবাক্, জীবন-নির্বাহে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট এবং গৃহাদিতে মমতাশূন্য—এরূপ স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়। ১৯

কিন্তু যে সকল শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি মৎপরায়ণ হয়ে উক্তপ্রকার অমৃততুল্য ধর্ম ভক্তিপূর্বক অনুষ্ঠান করেন সেই সকল ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। ২০

—o—

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
## (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! এই শরীরকে 'ক্ষেত্র' বলা হয় এবং যিনি এই শরীরকে জানেন, তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানিগণ তাঁকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত করেন। ১

হে অর্জুন ! সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মা আমাকেই জানবে আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ বিকারসহ প্রকৃতি এবং পুরুষের সম্পর্কে তত্ত্বগত জানা হল জ্ঞান—এই আমার মত। ২

সেই ক্ষেত্র কী এবং কেমন, তা কীরূপ বিকারবিশিষ্ট, কী কারণে এটি হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কেমন, তাঁর কীরূপ প্রভাব—এই সব সংক্ষেপে আমার কাছে শোনো। ৩

এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব ঋষিগণ নানাভাবে

বলেছেন ও বিবিধ বেদমন্ত্রাদির দ্বারাও এটি বিভাগপূর্বক বলা হয়েছে এবং অসন্দিগ্ধভাবে যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্র পদসমূহ দ্বারাও এর বর্ণনা করা হয়েছে। ৪

পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি এবং মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। ৫

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, স্থূলদেহ, চেতনা ও ধৃতি—এইসকল বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হল। ৬

নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান না থাকা, অদাম্ভিকতা, কোনোভাবে কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া, ক্ষমা, মন ও বাক্যে সরলতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে গুরু সেবা, বাহ্যান্তর শুদ্ধি, আত্মসংযম ও স্থৈর্য। ৭

ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রকারের ভোগে অনাসক্তি, নিরহংকারিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যাধি প্রভৃতিতে বারংবার দুঃখ ও দোষ দেখা। ৮

স্ত্রী-পুত্র-গৃহ ও ধনাদিতে অনাসক্তি, মমত্বশূন্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় অপ্রাপ্তিতে সর্বদা চিত্তের সমভাব। ৯

আমাতে অনন্য যোগসহ অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন ও পবিত্র স্থানে থাকার স্বভাব ও বিষয়াসক্ত লোকের প্রতি বিরাগ। ১০

অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতি, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থরূপে একমাত্র পরমেশ্বরকে সর্বত্র দর্শন—এইগুলি হল জ্ঞান এবং এর বিপরীতকে বলা হয় অজ্ঞান। ১১

যা জ্ঞাতব্য এবং যা জেনে মানুষ পরমানন্দ লাভ করে তা সবিশেষ তোমাকে বলব। সেই অনাদি পরমব্রহ্ম সৎও নয় আবার অসৎও নয়। ১২

তাঁর সর্বদিকে হস্ত ও পদ, চক্ষু ও মস্তক, মুখ ও কান। কারণ তিনি সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করে বিরাজিত আছেন। ১৩

তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের জ্ঞাতা হয়েও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত এবং অনাসক্ত হয়েও সকলের ধারক ও পোষক, নির্গুণ হয়েও সমস্ত গুণের ভোক্তা। ১৪

তিনি চর, অচর সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে এবং স্থাবর ও জঙ্গম দেহসমূহে বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম বলে তিনি অবিজ্ঞেয়, অতি নিকটে এবং অত্যন্ত দূরেও তিনি। ১৫

এই পরমাত্মা অবিভক্তরূপে আকাশসদৃশ পরিপূর্ণ হয়েও চর-অচর সর্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হন। সেই জ্ঞাতব্য পরমাত্মাকে বিষ্ণুরূপে সকলের ধারক ও পোষক এবং রুদ্ররূপে সংহারকর্তা ও ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকর্তা বলে জানবে। ১৬

সেই ব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি এবং মায়ার অতিপর বলে কথিত হয়েছে। এই পরমাত্মা বোধস্বরূপ, জানার বিষয়, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় এবং সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৭

এইভাবে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় পরমাত্মার স্বরূপ সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্ত এই তত্ত্ব জেনে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮

প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়কেই তুমি অনাদি বলে জানবে এবং রাগ-দ্বেষাদি বিকারসমূহ ও ত্রিগুণাত্মক সমস্ত পদার্থকে প্রকৃতি হতে উৎপন্ন বলে জানবে। ১৯

কার্য এবং কারণ উৎপন্ন করায় প্রকৃতিকেই হেতু বলা হয় এবং জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা অর্থাৎ ভোক্তৃত্বে হেতু বলা হয়। ২০

প্রকৃতিতে স্থিত হয়েই মানুষ প্রকৃতিজাত ত্রিগুণাত্মক পদার্থ ভোগ করে এবং এই গুণসমূহের সংসর্গের জন্যই এই জীবাত্মাকে সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। ২১

এই দেহে অবস্থিত যে-আত্মা তিনিই প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা। তিনি সাক্ষী হওয়ায় উপদ্রষ্টা, যথার্থ সম্মতি দেওয়ায় অনুমন্তা, সকলের ধারক ও পোষক হওয়ায় ভর্তা, জীবরূপে ভোক্তা, ব্রহ্মাদি সকলের স্বামী হওয়ায় মহেশ্বর এবং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন হওয়ায় পরমাত্মা বলে কথিত হন। ২২

যিনি পুরুষকে (ব্রহ্মকে) এবং গুণসহ প্রকৃতিকে তত্ত্বত পৃথকভাবে জানেন তিনি সর্বপ্রকার কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ২৩

সেই পরমাত্মাকে কেউ কেউ শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা ধ্যানের সাহায্যে হৃদয়ে দর্শন করেন। অন্য কেউ কেউ জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং অপর কেউ কেউ কর্মযোগের দ্বারা সেই উপলব্ধি করেন। ২৪

আবার যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা এইভাবে আত্মাকে না জানতে পেরে পরের কাছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের কাছে শুনে সেই মতো উপাসনা করেন এবং এইরূপ শ্রবণপরায়ণ ব্যক্তিও মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর নিঃসংশয়ে অতিক্রম করেন। ২৫

হে অর্জুন ! স্থাবর ও জঙ্গম যা কিছু উৎপন্ন হয়, তা সবই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই উৎপন্ন বলে জানবে। ২৬

যিনি বিনাশশীল সমগ্র চরাচর ভূতসমূহের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে সমভাবে স্থিত দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ২৭

সেই সমদর্শী সর্বত্র নির্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমেশ্বর দর্শন করেন বলে, তিনি নিজেই নিজেকে হিংসা (নাশ) করেন না, সেইজন্য তিনি পরমগতি লাভ করেন। ২৮

যিনি সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে এইরূপ দর্শন করেন এবং আত্মাকে অকর্তারূপে দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ২৯

যখন তিনি ভূতসমূহের পৃথক পৃথক ভাবকে এক পরমাত্মাতেই অবস্থিত দেখেন এবং সেই পরমাত্মা হতেই সমস্ত প্রাণীর বিকাশ দর্শন করেন, তখন তিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ৩০

হে অর্জুন ! এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ হওয়ায়

অব্যয়, সেই হেতু শরীরসমূহে অবস্থিত থেকেও প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই করেন না এবং লিপ্তও হন না। ৩১

যেমন আকাশ সর্বব্যাপী হয়েও অতি সূক্ষ্মতার জন্য কিছুতে লিপ্ত হয় না, আত্মাও সেইরূপ দেহের সর্বত্র অবস্থান করলেও নির্গুণ হওয়ায় দৈহিক গুণাদিতে কখনো লিপ্ত হন না। ৩২

হে অর্জুন ! যেমন একমাত্র সূর্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করেন, তেমনই এক আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। ৩৩

এইপ্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য হতে মুক্তির উপায় যাঁরা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তত্ত্বত উপলব্ধি করেন, সেই মহাত্মাগণ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন। ৩৪

—o—

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
## (গুণত্রয়বিভাগযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সেই উত্তম পরম জ্ঞানের কথা পুনরায় বলছি। এই তত্ত্ব জেনে মুনিগণ এই সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পরম সিদ্ধিলাভ করেছেন। ১

এই জ্ঞান আশ্রয় করে আমার স্বরূপপ্রাপ্ত পুরুষ সৃষ্টিকালে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও উদ্বিগ্ন হন না। ২

হে অর্জুন ! আমার মহৎ-ব্রহ্মরূপ মূল প্রকৃতি সমস্ত ভূতের যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান এবং আমি সেই স্থানে চেতনরূপ গর্ভ স্থাপন করি। সেই জড় ও চেতনের

সংযোগেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। ৩

হে কৌন্তেয় ! নানাপ্রকারের যোনিসমূহে যে-সমস্ত মূর্তি অর্থাৎ দেহধারী প্রাণী উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাদের গর্ভধারণকারী মাতা এবং আমি বীজ বপনকারী পিতা। ৪

হে মহাবাহো ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন এই তিনটি গুণ অবিনাশী জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে। ৫

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ায় প্রকাশশীল এবং বিকাররহিত, এতে আমি সুখী, আমি জ্ঞানী—এই অভিমানে জীবাত্মাকে বন্ধন করে। ৬

হে কৌন্তেয় ! রজোগুণ হল রাগাত্মক। এটি কামনা এবং আসক্তি হতে উৎপন্ন জানবে। এটি জীবাত্মাকে কর্ম এবং তার ফলের নিমিত্ত আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে। ৭

হে অর্জুন ! সকল দেহাভিমানীর মোহগ্রস্তকারক এই তমোগুণকে অজ্ঞান হতে উৎপন্ন বলে জানবে। তা জীবাত্মাকে প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা বন্ধন করে। ৮

হে অর্জুন ! সত্ত্বগুণ সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে প্রমাদে আসক্ত করে। ৯

হে ভারত ! রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণ প্রবল হয়, তেমনই সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণ প্রবল হয়। ১০

যখন এই দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়েছে বুঝতে হবে। ১১

হে অর্জুন ! রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে লোভ, প্রবৃত্তি, স্বার্থবুদ্ধি, সকামকর্মে প্রবৃত্তি, অশান্তি এবং বিষয়ভোগের লালসা—এই সব উৎপন্ন হয়। ১২

হে অর্জুন ! তমোগুণের বৃদ্ধি হলে অন্তঃকরণে ও ইন্দ্রিয়ে অপ্রকাশ, কর্তব্য-কর্মে অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ বা ব্যর্থচেষ্টা, নিদ্রাদি এবং অন্তঃকরণের মোহিনী বৃত্তি—এই সব উৎপন্ন হয়। ১৩

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করলে উত্তম উপাসকদিগের সুখময় ব্রহ্ম লোকাদিতে গমন করেন। ১৪

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কর্মে আসক্ত মনুষ্যলোকে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কীট, পশু ইত্যাদি মূঢ় যোনিতে জন্ম হয়। ১৫

সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল হল অজ্ঞান। ১৬

সত্ত্বগুণ হতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হতে লোভ এবং তমোগুণ হতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১৭

সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করেন, রজোগুণে স্থিত ব্যক্তি মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিদ্রা-প্রমাদ-আলস্যাদি তমোপ্রধান গুণে স্থিত তামসিক ব্যক্তিগণ অধোগতি অর্থাৎ কীট, পশু আদি নীচ যোনি বা নরকপ্রাপ্ত হয়। ১৮

যখন দ্রষ্টা তিনটি ভিন্ন অন্য কাউকে কর্তারূপে দেখেন না এবং তিনটি গুণের অতীত সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ আমাকে পরমাত্মারূপে তত্ত্বত জ্ঞাত হন, তখন তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৯

দেহ উৎপত্তির কারণস্বরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা ইত্যাদি সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করেন। ২০

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান, এই তিনটি গুণের অতীত ব্যক্তির কী লক্ষণ, তাঁর আচরণ কেমন ? হে প্রভু ! মানুষ কোন উপায়ে তিন গুণ অতিক্রম করতে পারে ? ২১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য প্রবৃত্তি ও তমোগুণের কার্য মোহ আবির্ভূত হলে যিনি দ্বেষ করেন না এবং এই সকলের নিবৃত্তি হলে আকাঙ্ক্ষা করেন না। ২২

উদাসীন ব্যক্তি যেমন সাক্ষীর ন্যায় স্থিত হয়ে গুণসমূহের দ্বারা বিচলিত হন না এবং গুণই গুণেতে

প্রবর্তিত হচ্ছে এইরূপ জেনে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে একীভাবে অবস্থান করেন এবং সেই অবস্থা থেকে কখনো বিচ্যুত হন না। ২৩

যিনি নিরন্তর আত্মভাবে স্থিত, সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি, মাটি-পাথর ও স্বর্ণে সমভাব, প্রিয় ও অপ্রিয়ে সমজ্ঞান, নিন্দা ও স্তুতিতে সমভাবাপন্ন। ২৪

যিনি মান-অপমানে সম, শত্রু ও মিত্রেও সম এবং সব কিছুর প্রারম্ভেই যিনি কর্তৃত্বভাববর্জিত, তাঁকেই গুণাতীত বলা হয়। ২৫

যে নিষ্কামকর্মী ঐকান্তিকী ভক্তির সঙ্গে আমাকে উপাসনা করেন, তিনিও ত্রিগুণাতীত হয়ে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম লাভে সক্ষম হন। ২৬

কারণ অবিনাশী পরব্রহ্মের, সনাতন ধর্মের, অমৃতের ও অখণ্ড একরস সম্পন্ন আনন্দের আশ্রয় আমিই। ২৭

—o—

# শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
## (পুরুষোত্তমযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আদিপুরুষ পরমেশ্বরই হলেন মূল এবং ব্রহ্মাই হলেন প্রধান শাখা—এরূপ যে সংসাররূপী অশ্বত্থগাছ তাকে অবিনাশী বলা হয় এবং বেদসমূহ এর পাতা। এই সংসাররূপী অশ্বত্থবৃক্ষকে যে-ব্যক্তি মূলসহ তত্ত্বত জানেন তিনিই বেদের প্রকৃত তাৎপর্যের জ্ঞাতা। ১

এই সংসারবৃক্ষের তিন গুণরূপী জলের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিষয় ভোগরূপ প্রবালবিশিষ্ট ; দেবতা, মনুষ্য ও তির্যকাদি যোনির শাখাগুলি নিম্নে ও উর্ধ্বে সর্বত্র বিস্তৃত এবং মনুষ্যলোকে কর্মানুযায়ী বন্ধনকারক অহংতা, মমত্ব ও বাসনারূপ মূল নিম্নে ও উর্ধ্বে সমস্ত লোক পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ২

এই সংসারবৃক্ষের সম্বন্ধে যেমন বলা হয় চিন্তা করলে তেমন উপলব্ধ হয় না, কারণ এর আদিও নেই, অন্তও নেই এবং যথাযথ স্থিতিও নেই। সেইজন্য এই অহং, মমতা এবং বাসনারূপ দৃঢ় মূলসম্পন্ন সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শাস্ত্রের দ্বারা ছেদন করে ।৩

অতঃপর সর্বতোভাবে সেই পরম-পদরূপ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করা উচিত, যাঁকে প্রাপ্ত হলে জগতে আর ফিরে আসতে হয় না, এবং যে-পরমেশ্বর হতে এই অনাদি সংসারের প্রবৃত্তির বিস্তার হয়েছে আমি সেই আদিপুরুষ নারায়ণের শরণাগত হই। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে সেই পরমেশ্বরের মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত। ৪

যাঁদের মান এবং মোহ দূর হয়েছে যাঁরা আসক্তি জয় করেছেন, যাঁরা পরমাত্মা স্বরূপে নিত্য-স্থিত এবং যাঁদের কামনা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়েছে—সেইসকল সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বমুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন। ৫

যে পরমপদ প্রাপ্ত হলে মানুষ আর সংসারে ফিরে আসে না, সেই স্বয়ং প্রকাশ পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি কেউই প্রকাশ করতে পারে না, এই আমার পরমধাম ।৬

এই দেহে সনাতন জীবাত্মা আমারই অংশ এবং তা প্রকৃতিতে স্থিত হয়ে মনসহ পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। ৭

বায়ু যেমন পুষ্পাদি হতে গন্ধ আহরণ করে নেয়,

তেমনই দেহাদির স্বামী জীবাত্মাও যে শরীরটি ত্যাগ করে মনসহ ইন্দ্রিয়গুলিকে গ্রহণ করে নতুন অন্য দেহে প্রবেশ করে। ৮

দেহস্থিত জীবাত্মা কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকাকে আশ্রয় করে মনের সাহায্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চবিষয়কে উপভোগ করে।৯

শরীর ত্যাগের সময় অথবা শরীরে অবস্থান করে বিষয়ভোগকালীন বা গুণত্রয়ের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় এই জীবাত্মাকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ জানতে পারে না। কেবল জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন বিবেকীগণই জানতে পারেন। ১০

যত্নশীল যোগিগণই নিজেদের হৃদয়ে অবস্থিত এই আত্মাকে তত্ত্বত জানতে পারেন ; কিন্তু যারা নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেনি, এরূপ অজ্ঞানিগণ যত্ন করলেও এই আত্মাকে জানতে পারে না। ১১

সূর্যে যে জ্যোতি আছে এবং যা সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, যা চন্দ্রে এবং অগ্নিতে বিদ্যমান—সেই জ্যোতি আমারই জানবে। ১২

আমি ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশ করে চরাচর সমস্ত ভূতকে ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে সকল ওষধি, বনস্পতিকে পুষ্ট করি। ১৩

আমিই উদরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি। ১৪

আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করি এবং আমা হতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন হয়। আমিই চার বেদের জ্ঞাতব্য বিষয়, বেদান্তের কর্তা এবং বেদার্থবেত্তা। ১৫

এই জগতে অবিনাশী ও বিনাশী—এই দুই প্রকারের পুরুষ আছেন। এর মধ্যে সর্বভূতের শরীর বিনাশী এবং জীবাত্মা হল অবিনাশী। ১৬

এই দুই পুরুষ হতে অত্যন্ত ভিন্ন উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হয়ে সকলের ধারণ ও পালন করেন। তাঁকেই অবিনাশী পরমেশ্বর ও পরমাত্মা বলা হয়। ১৭

কারণ আমি বিনাশী জড়-ক্ষেত্রের অতীত এবং অবিনাশী জীবাত্মার থেকেও উত্তম। সেইজন্য জগতে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত। ১৮

হে ভারত ! যিনি আমাকে এইরূপে তত্ত্বত পুরুষোত্তম বলে জানেন, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সর্বতোভাবে নিত্য-নিরন্তর বাসুদেব পরমেশ্বররূপ আমারই ভজনা করেন। ১৯

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! আমি এইরূপে তোমাকে অত্যন্ত রহস্যযুক্ত গোপনীয় শাস্ত্রের কথা বললাম। এই তত্ত্ব জেনে মানুষ জ্ঞানী ও কৃতার্থ হয়। ২০

—o—

# শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
## (দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ভয়শূন্যতা, অন্তঃকরণের পূর্ণ নির্মলতা, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানযোগে দৃঢ় নিরন্তর স্থিতি, সাত্ত্বিক দান, ইন্দ্রিয়াদি সংযম, ভগবান-দেবতা ও গুরুজনাদির পূজা, অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান, বেদ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ভগবানের নাম-গুণকীর্তন, স্বধর্ম পালনে কষ্ট সহ্য করা এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিসহ অন্তঃকরণের সরলতা। ১

কায়মনোবাক্যে কাউকে কোনোভাবে কষ্ট না দেওয়া, যথার্থ ও প্রিয় ভাষণ, স্বীয় অপরাধকারীর প্রতিও ক্রোধ না করা, সকল কর্মে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা, চিত্ত-চাঞ্চল্যের অভাব, পরনিন্দাবর্জন, সর্বভূতে অহেতুক দয়া, বিষয়সমূহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ হলেও আসক্ত না হওয়া, কোমলতা, লোক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে লজ্জা এবং ব্যর্থ চেষ্টার অভাব। ২

তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি, শত্রুভাব-রাহিত্য এবং নিজের মধ্যে পূজ্যতার অনভিমান, হে ভারত এই সমস্ত দৈবী সম্পদযুক্ত পুরুষদের লক্ষণ। ৩

হে পার্থ ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এইগুলি হল আসুরী সম্পদশালী পুরুষদের লক্ষণ। ৪

দৈবী সম্পদ সংসার বন্ধন হতে মুক্তির হেতু এবং আসুরী সম্পদ সংসার বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব ! তুমি শোক কোরো না, কারণ তুমি দৈব সম্পদ নিয়ে জন্মেছ। ৫

হে পার্থ ! ইহলোকে দুইপ্রকারের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, এক দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন এবং অপরটি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন। এদের মধ্যে দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছি, এবার আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে আমার নিকট শোনো। ৬

আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দুটিকেই জানে না। তাই তাদের বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধিও নেই, সদাচার নেই এবং সত্যভাষণও নেই। ৭

এই আসুরী প্রকৃতির মানুষরা বলে যে এই জগৎ আশ্রয়বিহীন, সত্য শূন্য এবং এটির কেউ কর্মফলদাতা নেই। শুধু কামবশত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এটি উৎপন্ন, এছাড়া আর কিছুই নেই। ৮

এইরূপ ভ্রান্ত বুদ্ধি বা ধারণা অবলম্বন করে বিকৃত স্বভাব এবং মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, অহিতকারী ক্রূরকর্মা ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে। ৯

এইসব দুষ্পূরণীয় বাসনায় পূর্ণ, দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত মানুষরা অজ্ঞানতাবশত অশুচি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অশুভ-ব্রতযুক্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ১০

মৃত্যুকাল পর্যন্ত এরা অসংখ্য চিন্তার আশ্রয় নিয়ে বিষয়ভোগে রত ও 'ইহাই সুখ' এরূপ মনে করে থাকে। ১১

অসংখ্য আশাপাশে (আশারূপ রজ্জুতে) আবদ্ধ এবং কাম ও ক্রোধের অধীন হয়ে বিষয়ভোগের জন্য অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহে রত থাকে। ১২

তারা ভাবতে থাকে যে আজ আমার এই ধন লাভ হলে ভবিষ্যতে আমার এই আশা পূরণ হবে। আমার এত ধন আছে, পরে আরও ধন লাভ হবে। ১৩

এই দুর্জয় শত্রুকে আমি নাশ করেছি, এবার অন্যান্যদেরও নাশ করব। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী। আমি পুরুষার্থসম্পন্ন, বলবান এবং সুখী। ১৪

আমি অত্যন্ত ধনী এবং অনেক আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত, আমার মতো আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আমোদ করব। এইপ্রকার অজ্ঞ, মোহগ্রস্ত এবং নানাভাবে বিভ্রান্তচিত্ত মোহজাল সমাবৃত এবং বিষয়ভোগে অত্যধিক আসক্ত আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভয়ানক অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ১৫-১৬

নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে সেই অহংকারী ব্যক্তি ধন, মান ও গর্বের সঙ্গে অবিধিপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করে। ১৭

অহংকার, বল, দর্প, কামনা ক্রোধপরায়ণ এবং অপরের নিন্দাকারী ব্যক্তি নিজের দেহে ও অপরের দেহে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে। ১৮

সেই দ্বেষপরায়ণ, পাপাচারী, ক্রূর, নরাধমদের আমি এই সংসারে বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। ১৯

হে অর্জুন ! এই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে জন্মে জন্মে আসুরী-জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে তা থেকেও
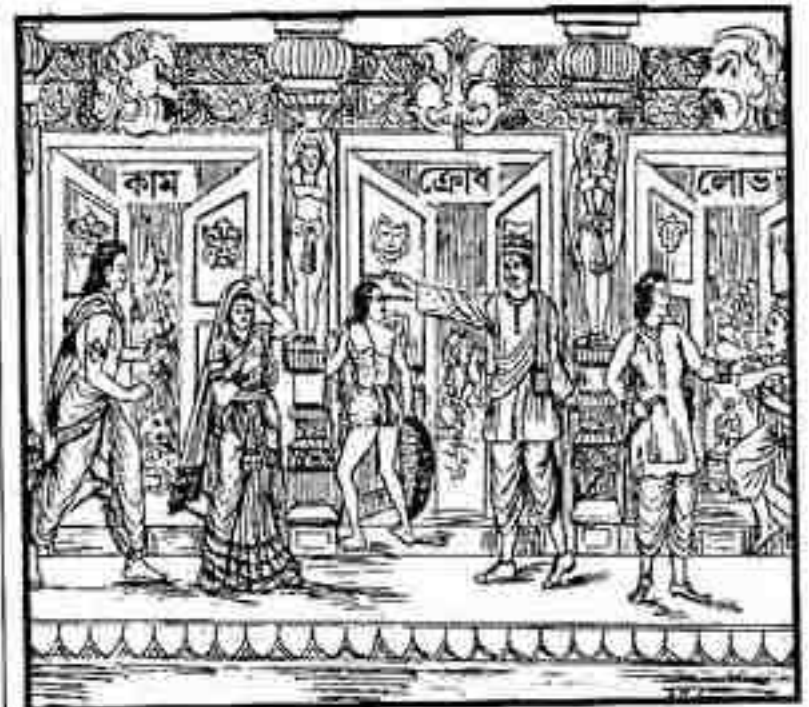
অত্যন্ত নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘোর নরকে পতিত হয়। ২০

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ এবং আত্মা হননকারী অর্থাৎ আত্মাকে অধোগামী করে। অতএব এই তিনটি বিষয় ত্যাগ করা উচিত। ২১

হে অর্জুন! এই তিন নরকের দ্বার থেকে মুক্ত ব্যক্তি নিজ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়। সেইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমাকে লাভ করেন। ২২

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে নিষিদ্ধ আচরণ করে, সে সিদ্ধি লাভ করে না, মোক্ষলাভ করে না এবং সুখও প্রাপ্ত হয় না। ২৩

কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব এই তত্ত্ব জেনে শাস্ত্রবিধিমতে তোমার কর্ম করা উচিত। ২৪

---

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

## (শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ! যাঁরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবতাগণের পূজা করেন, তাঁদের সেই নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী? ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এই শ্রদ্ধা জন্মান্তরকৃত ধর্মাদি সংস্কার হতে জাত হয়। মানুষের তিন প্রকার শ্রদ্ধা জন্মে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সেইগুলি তুমি আমার নিকট শোনো। ২

হে ভারত! সকল মানুষের শ্রদ্ধা তাদের অন্তঃকরণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, অতএব যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেরূপই হন। ৩

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসদের এবং তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতের পূজা করেন। ৪

যে সব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিবর্জিত হয়ে শুধুমাত্র মনঃকল্পিত ঘোর তপস্যা করে এবং দম্ভ-অহংকারযুক্ত তথা কামনা, আসক্তি ও বলের অভিমানে যুক্ত হয়। ৫
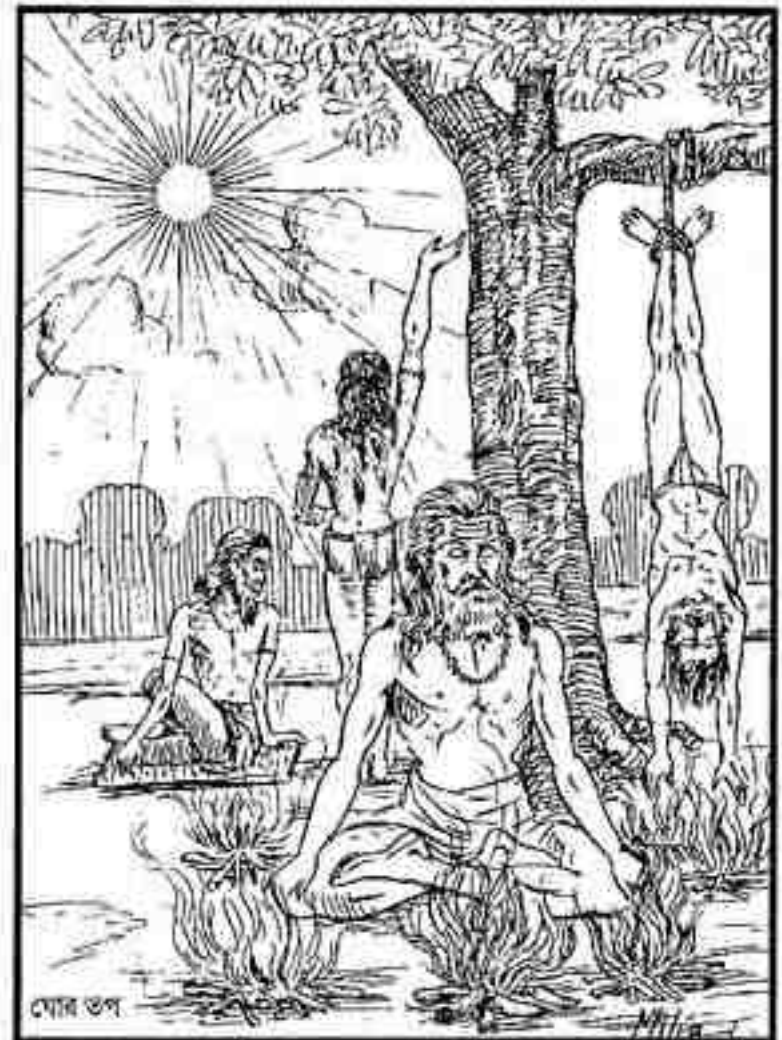
শরীরস্থ ভূতগণকে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মারূপ আমাকে ক্লিষ্ট করে, সেই অজ্ঞানী ব্যক্তিদের

তুমি আসুরী প্রকৃতির বলে জানবে। ৬

খাদ্যও সকলের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে তিন প্রকার প্রিয় হয়। সেইরূপ যজ্ঞ-তপ এবং দানও তিন প্রকারের হয়। এইগুলির পার্থক্য শ্রবণ করো। ৭

আয়ু-বুদ্ধি-বল-আরোগ্য-সুখ ও প্রীতিবর্ধক, সরস-স্নিগ্ধ-পুষ্টিকর এবং মনোরম—এইসব আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। ৮

কটু-অম্ল-লবণাক্ত-অত্যন্ত গরম-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-প্রদাহ-কর এবং দুঃখ-চিন্তা-রোগ উৎপাদনকারী আহার রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। ৯

অর্ধপক্ব, রসহীন, দুর্গন্ধময়-বাসি-উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র আহার তামসিক ব্যক্তির প্রিয় হয়। ১০

শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট যজ্ঞ করাই কর্তব্য—এতে নিশ্চয়যুক্ত হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন পুরুষের দ্বারা যে যজ্ঞ করা হয় তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ১১

কিন্তু, হে অর্জুন ! শুধু দম্ভার্থে অথবা ফললাভের জন্য যে-যজ্ঞ করা হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে। ১২

যারা শাস্ত্রবিধিবর্জিত, অন্নদানশূন্য, মন্ত্রবিহীন, দক্ষিণাবিহীন এবং শ্রদ্ধারহিত, তাদের কৃত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়। ১৩

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পূজা,

পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা—এইগুলিকে শারীরিক তপস্যা বলা হয়। ১৪

যে-বাক্য অনুদ্বেগকর-প্রিয়-হিতকারক এবং যথার্থ ও বেদশাস্ত্রাদির পাঠ তথা ভগবদ্-নাম-জপাদিতে অভ্যাস তাকে বাচিক তপস্যা বলা হয়। ১৫

চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, ভগবদ্চিন্তনের স্বভাব, মনের নিরোধ, অন্তঃকরণের পবিত্রতা—এইগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়। ১৬

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য সমাহিত ব্যক্তিগণ পরম শ্রদ্ধা সহকারে পূর্বোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে তপস্যা করেন তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। ১৭

সৎকার, মান ও পূজা পাবার আশায় দম্ভের সঙ্গে যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে তা কদাচিৎ ফলপ্রদ হয়, সুতরাং তা অনিশ্চিত—সেই তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলে। ১৮

দূরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে দেহেন্দ্রিয়কে কষ্ট দিয়ে অথবা অন্যের অনিষ্টের জন্য যে তপস্যা করা হয় তাকে তামসিক তপস্যা বলে। ১৯

দান করা কর্তব্য—এইভাবে প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে, সময়ে ও পাত্রে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলে। ২০

কিন্তু যে-দান ক্লেশপূর্বক প্রত্যুপকারের আশায় অথবা ফললাভের উদ্দেশ্যে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও করা হয়, তাকে রাজসিক দান বলে। ২১

সৎকাররহিত, অবজ্ঞাপূর্বক অযোগ্য পাত্রে অশুচি

স্থানে ও অশুভ সময়ে যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলে। ২২

ওঁ, তৎ, সৎ—এই বাক্য দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম হয়েছে। এই ত্রিবিধ নির্দেশদ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞের কর্তা ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের কারণ বেদ এবং যজ্ঞ রূপ ক্রিয়া নির্মিত হয়েছে। ২৩

সেই হেতু বেদবাদিগণ শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি কর্ম সর্বদা 'ওঁ' এই ব্রহ্মবাচক প্রথম শব্দ উচ্চারণ করে আরম্ভ করেন। ২৪

'তৎ' এই ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে নানাবিধ যজ্ঞ-তপস্যা এবং দানাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন। ২৫

হে পার্থ, সদ্ভাব ও সাধুভাব সম্পাদনার্থ 'সৎ' এই তৃতীয় ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রয়োগ করা হয় এবং শুভ কর্মেও 'সৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২৬

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাতে যে-স্থিতি, তাকেও 'সৎ' বলা হয় এবং ভগবৎপ্রীতির জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকেও 'সৎ' নামে অভিহিত করা হয়। ২৭

হে অর্জুন ! হোম, দান, তপস্যা বা অন্য কোনো শুভ কর্ম অশ্রদ্ধাপূর্বক করলে তাকে 'অসৎ' বলা হয় ; সেইজন্য সেগুলি ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও ফলপ্রসূ হয় না। ২৮

—o—

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

## (মোক্ষসন্ন্যাসযোগ)

অর্জুন বললেন—হে মহাবাহো ! হে অন্তর্যামী ! হে বাসুদেব ! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পণ্ডিতগণের কেউ কেউ কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে জানেন, আবার অন্য কেউ বিচারশীল ব্যক্তি সর্ববিধ কর্মের ফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলে থাকেন। ২

কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি বলেন যে সমস্ত কর্মই দোষযুক্ত, অতএব সেগুলি ত্যাগ করা উচিত ; আবার অন্য কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। ৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! সন্ন্যাস এবং ত্যাগ, এই দুটির মধ্যে প্রথমে তুমি ত্যাগের বিষয়ে আমার অভিমত শোনো। ত্যাগ তিন প্রকারের বলা হয়েছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ৪

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং এই সকল কর্ম করাই উচিত। কারণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী মনীষীগণের চিত্তশুদ্ধি-কারক। ৫

অতএব, হে পার্থ ! যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম এবং অন্যান্য সকল কর্তব্য-কর্ম, আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে অবশ্যই করা উচিত ; এই হল আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত। ৬

(নিষিদ্ধ এবং কাম্যকর্ম ত্যাগ করাই উচিত) কিন্তু অবশ্যকর্তব্য নিত্য কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, নিত্যকর্ম চিত্ত শুদ্ধিকর। মোহবশত এগুলি ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলা হয়। ৭

কর্মই দুঃখকর, মনে করে যিনি দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করেন, তিনি এই রাজস ত্যাগ করে ত্যাগের ফল মোক্ষ লাভ করতে পারেন না। ৮

হে অর্জুন ! শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা কর্তব্য—এই ভাব নিয়ে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ

বলে। ৯

যে-ব্যক্তি অশুভ কর্মে দ্বেষ করেন না এবং শুভ কর্মে আসক্ত হন না—সেই সত্ত্ব-গুণযুক্ত ব্যক্তিই সংশয়রহিত, বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত ত্যাগী। ১০

কারণ দেহাভিমানী মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয় ; তাই যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁকেই ত্যাগী বলা হয়। ১১

যাঁরা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন না, তাঁরা ভালো, মন্দ এবং ভালো-মন্দ মিশ্রিত—এইরূপ তিন প্রকারের ফল মৃত্যুর পরেও লাভ করেন। কিন্তু যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেছেন তাঁদের কোনো সময়েই কর্মফল হয় না। ১২

হে মহাবাহো ! সমস্ত কর্ম সম্পাদনের এই পাঁচটি হেতু কর্মবন্ধন হতে মুক্তির উপায়রূপে সাংখ্যশাস্ত্রে যেভাবে কথিত হয়েছে, সেগুলি তুমি আমার নিকট ভালোভাবে শোনো। ১৩

এই বিষয়ে অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধিতে অধিষ্ঠান কর্তা, বিবিধ প্রকারের করণ এবং নানাবিধ চেষ্টা এবং অপর পঞ্চম কারণ হল দৈব। ১৪

মানুষ শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় যা-কিছু কর্ম করে এই পাঁচটি হল তার কারণ। ১৫

এতদ্‌সত্ত্বেও যে-ব্যক্তি অশুদ্ধবুদ্ধি হেতু ওই কর্ম সম্পাদনে শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকেই কর্তা বলে মনে করে, সেই মলিন বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক ঠিক বোঝে না। ১৬

যে-ব্যক্তির অন্তঃকরণে 'আমি কর্তা' এই ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধি সাংসারিক পদার্থ এবং কর্মে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সকলকে হত্যা করলেও প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেন না এবং পাপেও লিপ্ত হন না। ১৭

জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এই তিনটি একত্র হলে সকল কর্ম আরম্ভ হয় এবং কর্তা, করণ, ক্রিয়া এই তিনটিতে কর্ম সংগৃহীত হয়। ১৮

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ ভেদে তিন প্রকারের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলিও তুমি যথাযথভাবে আমার কাছে শোনো। ১৯

যে-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে অবস্থিত এক অবিনাশী পরমাত্মাকে অবিভক্তরূপে দেখে, সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে। ২০

কিন্তু যে-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুধা-বিভক্ত সমস্ত ভূতে অবস্থিত নানা প্রকারের ভাবকে পৃথক পৃথক রূপে জানে, সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলে জানবে। ২১

যে-জ্ঞান কোনো একটি দেহে পূর্ণরূপে আসক্ত, সেই যুক্তিবিহীন অযথার্থ এবং তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে জানবে। ২২

যে-কর্ম শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট এবং কর্তৃত্বরহিত, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তির দ্বারা রাগ-দ্বেষবর্জিত হয়ে করা হয় তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়। ২৩

কিন্তু যে কর্ম বহু আয়াসসাধ্য এবং যা ভোগাকাঙ্ক্ষী অথবা অহংকারী পুরুষরা করে তাকে রাজস বলা হয়েছে। ২৪

ভবী শুভাশুভ ফল, ধনক্ষয়, শক্তিক্ষয়, পরপীড়া ও সামর্থ্যের বিচার না করে কেবল অবিবেকবশত যে কর্ম করা হয়, তাকে তামস কর্ম বলা হয়। ২৫

যে কর্তা সঙ্গহীন, অহংকারের কথা বলেন না, ধৈর্যশীল এবং উৎসাহী তথা কর্মে সফলতা বা বিফলতায় হর্ষ-শোকের বিচার হতে মুক্ত তাঁকে সাত্ত্বিক বলা হয়। ২৬

বাসনাকুলচিত্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, পরদ্রব্যে লোভী, পরপীড়ক, বাহ্যান্তর শৌচহীন, ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে বিষাদযুক্ত—এইরূপ কর্তাকে রাজস কর্তা বলা হয়। ২৭

বিক্ষিপ্তচিত্ত, অত্যন্ত অসংস্কৃত বুদ্ধি, অনম্র, ধূর্ত, পরবৃত্তিনাশক, সদা বিষণ্ণ, অলস ও দীর্ঘসূত্রী কর্তাকে তামস কর্তা বলা হয়। ২৮

হে ধনঞ্জয় ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকারের ভেদ পৃথক পৃথক ভাবে বলছি শোনো। ২৯

হে পার্থ ! যে-বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ ঠিকমতো বুঝতে পারা যায়, তা হল সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। ৩০

হে পার্থ ! যে-বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম-অধর্ম এবং কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে যথাযথ বুঝতে পারা যায় না তা হল রাজসী বুদ্ধি। ৩১

হে পার্থ! যে-বুদ্ধি তমোগুণে সমাবৃত হয়ে অধর্মকে 'ধর্ম' মনে করে এবং সমস্ত বিষয়েই বিপরীত অর্থ করে, তা হল তামসী বুদ্ধি। ৩২

হে পার্থ ! যে অব্যভিচারিণী ধারণাশক্তিতে মানুষ ধ্যানযোগের দ্বারা মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ধারণ করে, তাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে। ৩৩

কিন্তু, হে পৃথাপুত্র অর্জুন ! ফলাসক্ত মানুষ যে ধারণাশক্তির দ্বারা অত্যন্ত আসক্তিপূর্বক ধর্ম-অর্থ ও কামকে ধারণ করে, তাকে রাজসী ধৃতি বলে। ৩৪

হে পার্থ ! দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে ধারণাশক্তির দ্বারা নিদ্রা-ভয়-চিন্তা-দুঃখ এবং উন্মত্ততাকেও ত্যাগ করে না অর্থাৎ এইগুলিকে ধরে রাখে তাকে তামসী ধৃতি বলে। ৩৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তিন প্রকার সুখের বিষয় এইবার তুমি আমার নিকট শোনো। যে সুখে সাধক ভজন, ধ্যান এবং সেবাদির অভ্যাসের দ্বারা প্রীত ও পরিতৃপ্ত হন এবং পরিণামে দুঃখ হতে সম্যকরূপে মুক্ত হন—এইরূপ সুখ—যাকে আরম্ভে বিষতুল্য মনে হলেও পরিণামে অমৃতের ন্যায় ; সেইজন্য এই পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির নির্মলতা হতে উৎপন্ন সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়। ৩৬-৩৭।

যে-সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে হয়, যা প্রথমে ভোগকালে অমৃতবৎ মনে হলেও পরিণামে বিষতুল্য—সেই সুখকে রাজস সুখ বলা হয়। ৩৮

যে-সুখ ভোগকালে এবং পরিণামে আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে—নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হতে জাত, সেই সুখকে তামস সুখ বলা হয়। ৩৯

পৃথিবীতে বা স্বর্গে অথবা দেবতাদের মধ্যেও এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নেই, যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণ রহিত। ৪০

হে পরন্তপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথা শূদ্রদের কর্ম স্বভাবজাত গুণ-অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। ৪১

অন্তঃকরণের সংযম, ইন্দ্রিয়াদি দমন, ধর্মপালনের জন্য কষ্ট স্বীকার, অন্তর ও বাহিরকে শুচি রাখা, অপরের অপরাধ ক্ষমা করা, কায়মনোবাক্যে সরল থাকা, বেদ, শাস্ত্র, ঈশ্বর এবং পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা রাখা, বেদাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপন করা এবং পরমাত্মাতত্ত্ব অনুভব করা—এ সবই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। ৪২

শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা, দান করা এবং শাসনক্ষমতা—এই সবই ক্ষত্রিয়দের স্বভাবজাত কর্ম। ৪৩

কৃষি, গোপালন, ক্রয়-বিক্রয়রূপ সত্য ব্যবহার—এইগুলি বৈশ্যদের স্বভাবজাত কর্ম এবং সর্ব বর্ণের সেবা করা শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম। ৪৪

নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্মে তৎপর ব্যক্তি ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। নিজ স্বাভাবিক কর্মে তৎপর ব্যক্তি কীরূপে কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন, আমার মুখে সেই বিধি শোনো। ৪৫

যে-পরমেশ্বর থেকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি এবং যিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা অর্চনা করে মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ৪৬

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত অন্যের ধর্ম হতে গুণরহিত স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ ; কারণ স্বভাবকৃত নির্দিষ্ট স্বধর্মরূপ কর্মে মানুষের পাপ হয় না। ৪৭

অতএব, হে কুন্তীপুত্র ! দোষযুক্ত হলেও স্বভাবজ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সমস্ত কর্মই কোনো না কোনোভাবে দোষযুক্ত। ৪৮

সর্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সাংখ্যযোগের দ্বারা সেই পরম নৈষ্কর্মসিদ্ধি লাভ করেন। ৪৯

যা জ্ঞানযোগের পরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিরূপ, সেই নৈষ্কর্মসিদ্ধি লাভ করে মানুষ যেভাবে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, হে কৌন্তেয় ! তুমি সংক্ষেপে তা আমার মুখে শোনো। ৫০

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, সাত্ত্বিক, মিতভোজী, শব্দাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ করে একান্ত ও শুদ্ধস্থানে বসবাসকারী, সাত্ত্বিক ধৃতির দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে কায়মনোবাক্যে সংযমী, রাগ-দ্বেষ সর্বতোভাবে বর্জন-পূর্বক দৃঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন করে তথা অহংকার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ এবং পরিগ্রহ ত্যাগ করে নিরন্তর ধ্যানযোগে পরায়ণ, মমত্বশূন্য, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভিন্নরূপে অবস্থান করতে সমর্থ হন। ৫১-৫৩

অতঃপর সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে একাত্মভাবে স্থিত প্রসন্নচিত্ত যোগী কোনো কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না ; এরূপ সর্বভূতে সমভাবযুক্ত যোগী আমার পরাভক্তি লাভ করেন। ৫৪

সেই পরাভক্তির দ্বারা তিনি পরমাত্মরূপী আমাকে, আমি কে এবং কতটা, তা ঠিক ঠিক তত্ত্বত জানতে পারেন এবং সেই ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বত জেনে অচিরাৎ আমার মধ্যে প্রবেশ করেন। ৫৫

মৎপরায়ণ কর্মযোগী সকল কর্ম সর্বদা করতে থেকেও

আমার কৃপায় সনাতন অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৫৬

সমস্ত কর্ম মনে মনে আমাকে সমর্পণ করে সমবুদ্ধিরূপ যোগ অবলম্বন করে, মৎপরায়ণ হয়ে নিরন্তর আমাতে চিত্ত রাখো। ৫৭

উপরিউক্ত প্রকারে মদ্‌গত চিত্ত হয়ে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত সংকট অনায়াসে অতিক্রম করবে, আর যদি অহংকারবশত আমার কথা না শোনো, তবে বিনষ্ট হবে অর্থাৎ পরমার্থ হতে ভ্রষ্ট হবে। ৫৮

তুমি যে অহংকারবশত মনে করছ, তুমি যুদ্ধ করবে না, তোমার সেই সিদ্ধান্ত মিথ্যা ; কারণ তোমার স্বভাবই জোর করে তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবে। ৫৯

হে কুন্তীপুত্র ! যে-কর্ম তুমি মোহবশত করতে চাইছ না, সেই কর্মই পূর্বকৃত স্বভাববশত কর্মে আবদ্ধ হওয়ায় বাধ্য হয়ে করবে। ৬০

হে অর্জুন ! শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকল প্রাণীকে অন্তর্যামী পরমেশ্বর তাদের কর্ম-অনুসারে নিজ মায়ার দ্বারা চালিত করে সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত রয়েছেন। ৬১

হে ভরত ! তুমি সর্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরেরই শরণাগত হও। তাঁর কৃপাতেই তুমি পরম শান্তি এবং সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত হবে। ৬২

এইভাবে গুহ্য হতে অতি গুহ্য জ্ঞান আমি তোমাকে বললাম। এখন তুমি এই রহস্যময় জ্ঞানকে ভালোভাবে বিচার করে যেমন চাও, তেমন করো। ৬৩

সর্বাপেক্ষা গোপনীয় হতেও অতিশয় গোপনীয় আমার পরম রহস্যময় কথা আবার শোনো। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই এই পরম হিতকারক বাক্য তোমাকে পুনরায় বলব। ৬৪

হে অর্জুন ! তুমি আমার প্রতি মনযুক্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে নমস্কার করো। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে এরূপ করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে ; কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। ৬৫

সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্য কর্মের আশ্রয় আমাতে ত্যাগ করে তুমি সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বররূপ একমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব, শোক কোরো না। ৬৬

এই গীতারূপ রহস্যময় উপদেশ কখনো তপস্যাহীন, ভক্তিহীন, এবং শুনতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বলবে না, আর যারা আমার প্রতি দোষদৃষ্টি রাখে তাদের তো কখনো বলবে না। ৬৭

যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তিপূর্বক এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট বলবেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হবেন—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৬৮

মানুষের মধ্যে তাঁর অপেক্ষা প্রিয় কর্মকারী আমার আর কেউ নেই এবং পৃথিবীতে তাঁর অপেক্ষা শ্রেয় ভবিষ্যতে কেউ হবে না। ৬৯

এবং যে-ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্মময় সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র পাঠ করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব—এই আমার মত। ৭০

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে এবং দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে উত্তম কর্মকারীদের শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন। ৭১

হে পার্থ ! তুমি কি এই গীতা শাস্ত্র একাগ্র মনে শুনেছ ? হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট

হয়েছে ? ৭২

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছি, এখন আমি নিঃসংশয় হয়েছি, অতএব আমি এখন আপনার আজ্ঞা পালন করব। ৭৩

সঞ্জয় বললেন—আমি এইভাবে ভগবান শ্রীবাসুদেব

এবং অর্জুনের এই অদ্ভুত, রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর কথোপকথন শুনেছি। ৭৪

বেদব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে এই পরম গুহ্য যোগের কথা স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বলছিলেন তখন আমি তা প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি। ৭৫

হে রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই রহস্যময়, কল্যাণকারী, অদ্ভুত কথোপকথন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমি বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছি। ৭৬

হে রাজন্! শ্রীহরির সেই অত্যন্ত অদ্ভুত রূপও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমার চিত্তে মহাবিস্ময় হচ্ছে এবং আমি বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছি। ৭৭

হে রাজন্! যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে গাণ্ডীব ধনুর্ধারী অর্জুন সেইখানেই শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও অচল নীতি বিদ্যমান—এটাই আমার মত। ৭৮

———o———

## রাজা যুধিষ্ঠিরের ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং শল্যের কাছে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করে যুদ্ধের জন্য অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! গীতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, তাই এটি ভালোভাবে স্বাধ্যায় করে বাস্তবায়িত করা উচিত। অন্য বহুশাস্ত্র সংগ্রহে কী লাভ? গীতায় সমস্ত শাস্ত্রের সমাবেশ হয়েছে, ভগবান সর্বদেবময়, গঙ্গায় সর্বতীর্থের বাস এবং মনুসকল দেবস্বরূপ। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গোবিন্দ—গ-কারযুক্ত এই চার নাম হৃদয়ে স্থিত হলে আর এই জগতে জন্ম নিতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ভারতামৃতের সারভূত গীতা উপদেশ দান করেছেন।

সঞ্জয় বললেন—অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনুক ও বাণ ধারণ করতে দেখে মহারথীগণ সিংহনাদ করে উঠলেন। তখন পাণ্ডব, সোমক এবং তাঁদের অনুগামী রাজাগণ প্রসন্ন হয়ে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন এবং ভেরী, পেশী, ক্রকচ এবং সিঙ্গা অকস্মাৎ বেজে উঠে ভয়ানক গগনভেদী শব্দ সৃষ্টি করল।

দুপক্ষের সেনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর বর্ম এবং অস্ত্র রেখে রথ থেকে নেমে হাত জোড় করে দ্রুতগতিতে পূর্বদিকে, যেদিকে শত্রুসৈন্য দণ্ডায়মান ছিল, পিতামহ ভীষ্মের কাছে পদব্রজে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে এইভাবে যেতে দেখে অর্জুনও রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং সব ভাইরা একত্রে তাঁর পশ্চাদানুসরণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য রাজারাও উৎসুক হয়ে তাঁদের অনুসরণ করলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কী চিন্তা করছেন? আমাদের ছেড়ে আপনি পদব্রজে শত্রুসৈন্য মধ্যে কেন যাচ্ছেন?' ভীমসেন বললেন—'রাজন্! শত্রুপক্ষের সৈন্যরা বর্মধারণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এই অবস্থায় আপনি আমাদের ছেড়ে, অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছেন?' নকুল বললেন—'মহারাজ! আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! আপনি এভাবে যাওয়ায় আমরা অত্যন্ত ভীত হচ্ছি। দয়া করে বলুন, আপনি কোথায় যেতে চান?' সহদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজন্! এই মহাভয়যুক্ত রণস্থলে এসে আমাদের পরিত্যাগ করে, শত্রুদের মধ্যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'
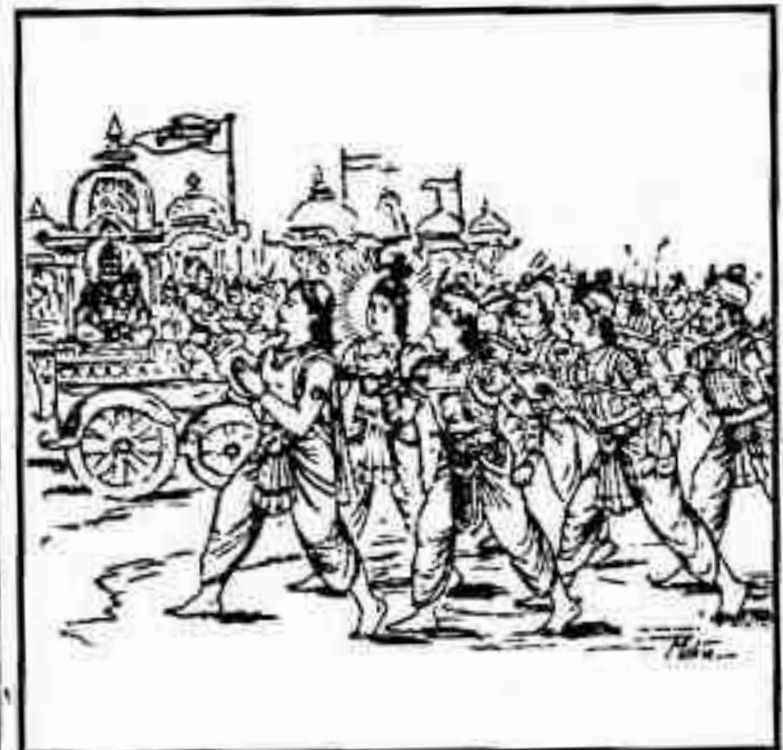
ভাইরা নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেও মহারাজ যুধিষ্ঠির কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি শান্তভাবে হেঁটেই চললেন। তখন চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যে বললেন—'আমি ওঁর অভিপ্রায় বুঝেছি। ইনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য এই সব গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আমার অভিমত হল, যে ব্যক্তি তাঁর গুরুজনদের অনুমতি

না নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাকে তাঁরা স্পষ্টই অভিশাপ দিয়ে থাকেন আর যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে তাঁদের অভিবাদন করে, তাঁদের অনুমতি নিয়ে সংগ্রাম করে, সে অবশ্যই জয়লাভ করে।'

শ্রীকৃষ্ণ যখন এইসব কথা বলছিলেন তখন কৌরবদের সেনার মধ্যে অত্যন্ত কোলাহল শুরু হল, কয়েকজন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দুর্যোধনের সৈনিকরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আসতে দেখে নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, 'আরে ! এ কুলকলঙ্ক যুধিষ্ঠির ! আরে, এর পিছনে অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেবের মতো বীর আছে ! তবুও এ তো ভয় পেয়েছে।' এই বলে তারা কৌরবদের প্রশংসা করতে লাগল এবং খুশি মনে তাদের পতাকা উত্তোলন করতে আরম্ভ করল। যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিয়ে কৌরবগণ কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তিনি পিতামহ ভীষ্মকে কী বলবেন আর শ্রীকৃষ্ণ তথা ভীম ও অর্জুনও এখন কী করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এইরূপ কাজে উভয় পক্ষের সেনারাই অত্যন্ত সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুসেনার মধ্য দিয়ে ভীষ্মের কাছে পৌঁছলেন এবং দুহাত দিয়ে তাঁর চরণ ধরে

বললেন—'অজেয় পিতামহ ! আমি আপনাকে প্রণাম করি। আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন এবং সেই সঙ্গে কৃপা করে আশীর্বাদ দিন।'

ভীষ্ম বললেন—যুধিষ্ঠির ! তুমি যদি এখন আমার কাছে না আসতে, তাহলে আমি তোমাকে পরাজিত হওয়ার অভিশাপ দিতাম। কিন্তু এখন আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তুমি যুদ্ধ করো, তোমার জয় হবে এবং এই যুদ্ধে তোমার সকল ইচ্ছাও পূর্ণ হবে। এছাড়াও তোমার যদি কোনো বর চাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে চেয়ে নাও ; কারণ তাহলে আর পরাজয় হবে না। রাজন্ ! মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়—একথা সত্য এবং এই অর্থের দ্বারাই কৌরবরা আমাকে বেঁধে রেখেছে। সেজন্য আমি তোমাদের সঙ্গে নপুংসকের মতো ব্যবহার করছি। পুত্র ! আমাকে তো কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করতেই হবে। এছাড়া তুমি অন্য যা বলতে চাও, বলতে পারো।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! আপনাকে কেউ পরাস্ত করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আপনি যদি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, তাহলে দয়া করে বলুন, আমরা যুদ্ধে কী করে আপনাকে পরাস্ত করব ?

ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন ! রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করার সময় আমাকে কেউ পরাস্ত করতে পারে—এমন কেউ আমার নজরে পড়ছে না। অন্য কারো কথা বাদ দাও—স্বয়ং ইন্দ্রেরও সেই শক্তি নেই। তাছাড়া আমার মৃত্যুরও কোনো সময় নিশ্চিত নেই। সুতরাং তুমি অন্য সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো।

মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কথা শিরোধার্য করে তাঁকে প্রণাম করে আচার্য দ্রোণের রথের দিকে চললেন। তিনি

আচার্যকে প্রণাম করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং নিজের মঙ্গলের জন্য বললেন, 'ভগবান ! আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ; আমি সেজন্য আপনার অনুমতি চাইছি, যাতে আমাদের কোনো পাপ না হয়। আপনি কৃপা করে বলুন আমরা কীভাবে শত্রুদের পরাস্ত করব।'

দ্রোণাচার্য বললেন—রাজন্ ! তুমি যদি যুদ্ধ আরম্ভ করার পূর্বে আমার কাছে না আসতে তাহলে আমি তোমাকে পরাজিত হওয়ার অভিশাপ দিতাম। কিন্তু তোমার এই সম্মান প্রদানে আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি যুদ্ধ করো, তোমার জয় হবে। আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। বলো, তুমি কী চাও ? এই অবস্থায় তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা ব্যতীত তোমার অন্য যা ইচ্ছা, বলো ; কারণ মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়—এই হল সত্য এবং এই অর্থের দ্বারাই কৌরবরা আমাদের বেঁধে রেখেছে। তাই আমি নপুংসকের ন্যায় তোমাকে বলছি যে তুমি তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা ব্যতীত আমার কাছে আর অন্য কী চাও ? আমি কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তোমাদের বিজয় প্রার্থনা করি।

যুধিষ্ঠির বলেন—ব্রাহ্মণ্ ! আপনি কৌরবদের হয়েই যুদ্ধ করুন। আমি শুধু এই বর চাই যে আপনি আমার বিজয় প্রার্থনা করুন এবং আমাকে সৎপরামর্শ দিন।

দ্রোণাচার্য বললেন—রাজন্ ! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার পরামর্শদাতা, সুতরাং তোমার বিজয় নিশ্চিত। আমি তোমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিলাম। তুমি রণাঙ্গনে শত্রু সংহার করো। যেখানে ধর্মের অবস্থান, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, সেখানেই জয়ের অবস্থান। কুন্তীনন্দন ! এবার তুমি যুদ্ধ করতে যাও, আর যদি কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে, জিজ্ঞাসা করো ; আমি তোমাকে আর কী পরামর্শ দেব ?

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—আচার্য ! আপনাকে প্রণাম করে আমি জানতে চাই, আপনাকে বধ করার কী উপায় !

দ্রোণাচার্য বললেন—রাজন্ ! যুদ্ধক্ষেত্রে রথারূঢ় হয়ে আমি যখন ক্রোধ ভরে বাণ বর্ষা করব, তখন আমাকে বধ করতে পারে—এমন কোনো শত্রু আমি দেখছি না। তবে,আমি যদি অস্ত্রত্যাগ করে হতচেতন হয়ে দণ্ডায়মান থাকি সেইসময় কোনো যোদ্ধা আমাকে বধ করতে সক্ষম হবে—আমি তোমাকে এই সত্য জানিয়ে দিলাম। তোমাকে আর একটি সত্য কথা বলি—যদি কোনো বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি আমাকে মর্মান্তিক কোনো কথা বলে, তাহলে আমি রণক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করব।

দ্রোণাচার্যের এই কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অনুমতি নিয়ে কৃপাচার্যের কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম ও

প্রদক্ষিণ করে বললেন—গুরুদেব ! আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ; আমি তাই আপনার অনুমতি চাইছি, যাতে আমার কোনো পাপ না হয়। তাছাড়া আপনার আশীর্বাদ পেলে আমি শত্রুজয় করতে পারব।

কৃপাচার্য বললেন—রাজন্ ! যুদ্ধ প্রারম্ভের পূর্বে তুমি যদি আমার কাছে না আসতে তাহলে আমি তোমাকে শাপ দিতাম। মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়—একথা সত্য এবং এই অর্থের দ্বারাই কৌরবরা আমাকে বেঁধে রেখেছে ; তাই আমাকে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে হবে, সেটাই আমি স্থির করেছি। তাই নপুংসকের ন্যায় বলতে হচ্ছে যে তোমার হয়ে যুদ্ধ করা ব্যতীত তোমার আর যা ইচ্ছা, বর প্রার্থনা করো।

যুধিষ্ঠির বললেন—আচার্য ! তাই আমি আপনাকে বলছি, শুনুন........।

এই কথা বলেই ধর্মরাজ ব্যথিত হয়ে অচেতনের মতো হয়ে পড়লেন, কোনো কথাই আর বলতে পারলেন না। তাঁর অভিপ্রায় বুঝে কৃপাচার্য বললেন—রাজন্ ! আমাকে কেউই বধ করতে পারবে না। কিন্তু চিন্তা কোরো না ; তুমি

যুদ্ধ করো, তোমার জয় হবেই। এই সময় তুমি এখানে আসায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি প্রত্যহ প্রভাতে তোমার বিজয় কামনা করব।

কৃপাচার্যের কথা শুনে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অনুমতি নিয়ে মদ্ররাজ শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে

নিজ মঙ্গলের জন্য তাঁকে বললেন—রাজন্ ! আমাকে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তাই আমি আপনার কাছে অনুমতি চাইছি, যাতে আমার কোনো পাপ না হয় এবং আপনার আদেশ হলে আমি শত্রু জয় করতে পারি।

শল্য বললেন—রাজন্ ! যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে তুমি যদি আমার কাছে না আসতে তাহলে আমি তোমাকে পরাজয়ের অভিশাপ দিতাম। এখন এসে তুমি আমাকে সম্মানিত করেছ, তাই আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমি তোমায় অনুমতি দিচ্ছি, তুমি যুদ্ধ করো, তোমারই জয় হবে। তোমার কোনো অভিলাষ থাকলে আমাকে বলো। মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়—একথা সত্য এবং এই অর্থ দ্বারাই কৌরবরা আমাকে বেঁধে রেখেছে। তাই আমি নপুংসকের মতো জিজ্ঞাসা করছি যে তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা ব্যতীত তুমি আর কী আমার কাছে চাও ? তুমি আমার ভাগিনেয়, তোমার যা ইচ্ছা, আমি তা পূর্ণ করব।

যুধিষ্ঠির বললেন—মাতুল ! সৈন্য সংগ্রহ করার সময় আমি আপনার কাছে যে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, তাই আমার বর প্রার্থনা। কর্ণের সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ হবে, তখন আপনি তার তেজ হরণ করবেন।

শল্য বললেন—কুন্তীনন্দন ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। যাও নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধ করো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার কথা রাখব।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! মদ্ররাজ শল্যের অনুমতি নিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের সঙ্গে সেই বিশাল বাহিনীর বাইরে এলেন। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমি শুনছি যে ভীষ্মের সঙ্গে দ্বেষবশত তুমি যুদ্ধ করবে না। যদি তাই হয় তাহলে যতদিন ভীষ্ম বধ না হচ্ছেন, ততদিন তুমি আমাদের পক্ষে এসো। ভীষ্ম বধ হলে যদি তোমার দুর্যোধনকে সাহায্য করা উচিত বলে মনে হয় তখন তুমি আবার আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

কর্ণ বললেন—কেশব ! আমি কখনো দুর্যোধনের অপ্রিয় কাজ করব না। আপনি আমাকে দুর্যোধনের প্রাণপ্রিয় হিতৈষী বলে জানবেন।

কর্ণের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকে পাণ্ডবদের কাছে চলে এলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তারপর সৈন্যদলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন—'যেসব বীর আমাদের সঙ্গে থাকতে চান, আমাদের সাহায্য করার জন্য আমি তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছি।' এইকথা শুনে যুযুৎসু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি পাণ্ডবদের দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'মহারাজ ! আপনি যদি আমার সেবা স্বীকার করেন, তাহলে আমি এই মহাযুদ্ধে আপনাদের পক্ষ নিয়ে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।'

যুধিষ্ঠির বললেন—যুযুৎসু ! এসো, এসো, আমরা সকলে মিলে তোমার মূর্খ ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। মহাবাহো ! আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি আমাদের হয়ে যুদ্ধ করো। মনে হচ্ছে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশের ধারা তোমার দ্বারা রক্ষা হবে এবং তিনি তোমার পিণ্ডই প্রাপ্ত হবেন।

রাজন্ ! যুযুৎসু দুন্দুভির বাদ্যের সঙ্গে আপনার পুত্রদের পরিত্যাগ করে পাণ্ডব সেনায় যোগ দিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন ভাইদের সঙ্গে পুনরায় প্রসন্নতাপূর্বক বর্ম পরিধান

করলেন। সকলে নিজ নিজ রথে আরোহণ করলেন, দুন্দুভি বাজতে লাগল এবং যোদ্ধাগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। পাণ্ডবদের রথে আরোহণ করতে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্য রাজাগণ হর্ষান্বিত হলেন। পাণ্ডবগণ সম্মানীয়দের মান প্রদর্শন করায় গৌরব লাভ করলেন, রাজারা তাই দেখে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁদের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পাণ্ডবদের সৌহার্দ, কৃপা এবং দয়ার কথা আলোচনা করতে লাগলেন।

---

## যুদ্ধ আরম্ভ—উভয় পক্ষের বীরদের পরস্পর যুদ্ধ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! এইভাবে আমার পুত্র ও পাণ্ডব সেনাদের ব্যূহ রচনা হয়ে গেলে উভয়ের মধ্যে প্রথম কারা যুদ্ধ শুরু করে ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ভ্রাতাসহ আপনার পুত্র দুর্যোধন ভীষ্মকে অগ্রগামী করে সেনাসহ এগোলেন। তেমনই ভীমসেনের নেতৃত্বে পাণ্ডবগণও ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রসন্নতার সঙ্গে এগিয়ে এলেন। তারপর দুপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। পাণ্ডবরা আমাদের সেনার ওপর আক্রমণ করলে আমাদের সৈন্যও ওঁদের ওপর আক্রমণ চালাল। দুপক্ষে এত ভীষণ শব্দ হচ্ছিল যা শুনে রোমাঞ্চ হয়। মহাবাহু ভীম বৃষের মতো গর্জন করে উঠলেন। তাঁর সেই গর্জন শুনে আপনার সৈন্যদের হৃদয় কম্পিত হল। সিংহের গর্জন শুনে জঙ্গলের পশুরা যেমন মলমূত্র ত্যাগ করে, ভীমের গর্জন শুনে তেমনই আপনার পক্ষের হাতি, ঘোড়াগুলি মলমূত্র ত্যাগ করতে লাগল। ভীম বিকটরূপ ধারণ করে এগোতে লাগলেন। তাই দেখে আপনার পুত্ররা বাণের দ্বারা তাঁকে ঢেকে দিলেন, মেঘ যেমন করে সূর্যকে ঢেকে ফেলে। সেই সময় দুর্যোধন, দুর্মুখ, দুঃসহ, শল, দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ এবং সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা—এরা সব বড় বড় ধনুকে বিষধর সর্পের ন্যায় বাণ ছুঁড়ছিলেন। অপর দিকে দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণের সাহায্যে আপনার পুত্রদের আঘাত করতে করতে এগোচ্ছিলেন। এইভাবে ভীষণ টংকারের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ শুরু হল। দুপক্ষের কোনো বীরই পশ্চাদপসরণ করেনি।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁর কালদণ্ডের ন্যায় ভীষণ ধনুক নিয়ে অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং পরম তেজস্বী অর্জুনও তাঁর জগদ্বিখ্যাত গাণ্ডীব ধনুক নিয়ে ভীষ্মের ওপর আক্রমণ হানলেন। দুই কুরুবীর একে অপরকে মারার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীষ্ম অর্জুনকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা

করলেন, কিন্তু অর্জুনের কিছুই ক্ষতি করতে পারলেন না। সাত্যকি কৃতবর্মাকে আক্রমণ করলেন, তাঁদের মধ্যে ভীষণ রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল। মহাধনুর্ধর কোশলরাজ বৃহদ্বলের সঙ্গে অভিমন্যু যুদ্ধে রত ছিলেন, তিনি অভিমন্যুর রথের ধ্বজা কেটে সারথিকে হত্যা করেন। অভিমন্যু তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নয়টি বাণ ছুঁড়ে বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করলেন এবং আরও দুটি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে রথের ধ্বজা এবং সারথি ও চক্ররক্ষককে হত্যা করলেন। ভীমসেনের সঙ্গে আপনার পুত্রের যুদ্ধ হচ্ছিল। দুই মহাবলী যোদ্ধা রণাঙ্গনে একে অপরের ওপর বাণ বর্ষণ করছিলেন। তাঁদের দেখে সকলে বিস্মিত হচ্ছিলেন। এদিকে দুঃশাসন মহাবলী নকুলের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং দুর্মুখ সহদেবের ওপর বাণ বর্ষণ করে তাঁকে আঘাত করছিলেন। সেইসময় সহদেব এক তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে দুর্মুখের সারথিকে হত্যা করেন। তারপর দুজনে একে অপরের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে থাকেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং শল্যের সম্মুখীন হলেন। মদ্ররাজ শল্য তাঁর ধনুক দুটুকরো করে দিলেন। ধর্মরাজ তৎক্ষণাৎ

অন্য একটি ধনুক নিয়ে শল্যকে বাণ দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হলেন। দ্রোণাচার্য কুপিত হয়ে তাঁর ধনুক তিন টুকরো করে দিলেন এবং কালদণ্ডের ন্যায় এক ভীষণ বাণ মারলেন, সেই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের শরীরে গিয়ে বিঁধল। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অপর একটি ধনুক তুলে নিয়ে একসঙ্গে চোদ্দটি বাণ নিক্ষেপ করে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করলেন। এভাবে দুই বীর তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলেন। শঙ্খ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন এবং 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' বলে গর্জন করে উঠলেন। তিনি তাঁর ডান হাত কেটে ফেললেন। ভূরিশ্রবা শঙ্খের গলা ও কাঁধের মধ্যে হাড়ের ওপর আঘাত করলেন। সেই দুই রণোন্মত্তবীর ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগলেন। রাজা বাহ্লীককে যুদ্ধে আসতে দেখে চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এগিয়ে এসে সিংহের ন্যায় গর্জন করে তাঁর ওপর বাণ বর্ষণ করলেন এবং দুজনে ক্রোধে গর্জন করতে করতে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। রাক্ষসরাজ অলম্বুষের সঙ্গে ঘটোৎকচের যুদ্ধ শুরু হল, ঘটোৎকচ নব্বইটি বাণ দিয়ে অলম্বুষকে আঘাত করলেন, অলম্বুষও ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। মহাবলী শিখণ্ডী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ওপর আক্রমণ চালালেন। অশ্বত্থামা তীক্ষ্ণ তীরের সাহায্যে শিখণ্ডীকে অধৈর্য করে তুললেন। তারপর শিখণ্ডী এক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণপুত্রকে আঘাত করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এইভাবে এঁরা একে অপরকে বাণের সাহায্যে পীড়িত করতে লাগলেন।

সেনানায়ক বিরাট মহাবীর ভগদত্তের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। মেঘ যেমন পর্বতে জলবর্ষণ করে, তেমনই বিরাট ভগদত্তের ওপর বাণবর্ষণ করে তাঁকে বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। আচার্য কৃপ কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রের ওপর আক্রমণ করলেন। কেকয়রাজও কৃপাচার্যকে বাণে ঢেকে দিলেন। তাঁরা দুজনে একে অন্যের ঘোড়া ও ধনুক কেটে ফেললেন। রথহীন হয়ে তাঁরা দুজনেই খড়্গযুদ্ধ করার জন্য সামনাসামনি হলেন। সেইসময় তাঁদের দুজনের ঘোর সংগ্রাম হল। রাজা দ্রুপদ জয়দ্রথকে আক্রমণ করলেন, জয়দ্রথ তিনটি বাণে দ্রুপদকে আঘাত করলেন, দ্রুপদও জয়দ্রথকে বাণের দ্বারা আহত করলেন। আপনার পুত্র বিকর্ণ সুতসোমকে আক্রমণ করেন, দুজনে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, দুজনের কেউই পশ্চাদাপসরণ করেননি। মহারথী চেকিতান সুশর্মাকে আক্রমণ করেন, সুশর্মা ভীষণ বাণবর্ষা করে তাঁর অগ্রগমন রোধ করেন। চেকিতানও ক্রোধান্বিত হয়ে বাণের দ্বারা সুশর্মাকে ঢেকে ফেললেন। শকুনি পরম পরাক্রমশালী প্রতিবিন্ধ্যকে আক্রমণ করেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরনন্দন প্রতিবিন্ধ্য তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে শকুনিকে ছিন্নভিন্ন করে দেন। সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্মা কাম্বোজ মহারথী সুদক্ষিণের প্রতি ধাবিত হন। সুদক্ষিণ তাঁকে বাণবিদ্ধ করলেও, তিনি যুদ্ধে পিছু হটেননি। তিনি ক্রোধভরে বহু বাণের দ্বারা সুদক্ষিণকে বিদীর্ণ করতে লাগলেন। অর্জুনের পুত্র ইরাবান শ্রুতায়ুর কাছে এসে তার ঘোড়াকে মেরে ফেললেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রুতায়ু তাঁর গদার সাহায্যে ইরাবানের ঘোড়াকে বধ করলেন। উভয়ে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল!

মহারথী কুন্তীভোজের সঙ্গে অবন্তীরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দের যুদ্ধ শুরু হল। তাঁরা নিজ নিজ বিশাল বাহিনী নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলেন। অনুবিন্দ কুন্তীভোজকে গদা দ্বারা আঘাত করলে কুন্তীভোজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে বাণের দ্বারা আক্রমণ করেন। কুন্তীভোজের পুত্র বাণের দ্বারা আঘাত করলে বিন্দও তাঁকে বাণে বিদীর্ণ করে দিলেন। এইভাবে তাঁদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। কেকয়দেশের পাঁচ সহোদর রাজপুত্র গান্ধার দেশের পাঁচ রাজকুমারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

লাগলেন। তাঁদের সঙ্গে উভয় পক্ষের সেনারাও ছিল। আপনার পুত্র বীরবাহু রাজা বিরাটের পুত্র উত্তরের সঙ্গে সংগ্রামে রত হয়ে তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করে দিলেন। উত্তর তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। চেদিরাজ উলূককে আক্রমণ করলেন, উলূকও তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তার মোকাবিলা করতে লাগলেন। এইভাবে দুপক্ষে ঘোর সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

সেই সময় সমস্ত বীর এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে কেউ কাউকে চিনতে পারছিল না। হাতির সঙ্গে হাতি, রথীর সঙ্গে রথী, ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের যুদ্ধ হতে লাগল। দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ এবং চারণও সেখানে সেই দেবাসুরসম সংগ্রাম দেখতে লাগলেন। রাজন্ ! সেই সংগ্রামে লাখ লাখ পদাতিক মর্যাদা পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করছিল। সেখানে পিতা পুত্রকে পুত্রও পিতাকে আঘাত করে যুদ্ধ করছিল। এইরূপ ভাই ভায়ের, ভাগিনেয় মামার, মামা ভাগিনেয়র এবং মিত্র মিত্রকে গ্রাহ্য করছিল না। মনে হচ্ছিল তারা সব ভূতাবিষ্ট হয়ে যুদ্ধ করছে। সেই যুদ্ধ যখন মর্যাদাহীন ও ভয়ংকর হয়ে উঠল তখন ভীষ্মকে সামনে দেখে পাণ্ডব সেনা কম্পিত হয়ে উঠল।

## অভিমন্যু, উত্তর এবং শ্বেতের সংগ্রাম এবং উত্তর ও শ্বেত বধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেই ভয়ংকর দিনের প্রথম ভাগ অতিক্রম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন বহু বীরদের সংহার হল, তখন আপনার পুত্র দুর্যোধনের প্রেরণায় দুর্মুখ, কৃতবর্মা, কৃপ, শল্য এবং বিবিংশতি পিতামহ ভীষ্মের কাছে এলেন। এই পাঁচ মহারথী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলেন। তা দেখে অভিমন্যু ক্রোধাতুর হয়ে তাঁর রথে করে ভীষ্ম এবং পাঁচ মহারথীর সামনে এসে হাজির হলেন। তিনি একটি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে ভীষ্মের তালবৃক্ষ চিহ্নিত ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং সকলের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। তিনি কৃতবর্মাকে এক, শল্যকে পাঁচ এবং পিতামহকে নয়টি বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। তারপর একটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা দুর্মুখের সারথির মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং অন্য আর এক বাণে কৃপাচার্যের ধনুক কেটে দিলেন। রণভূমিতে এইভাবে অভিমন্যু সকল বীরকে ব্রস্ত করে রাখলেন। তাঁর যুদ্ধের পারদর্শিতা দেখে দেবতারাও প্রসন্ন হলেন এবং ভীষ্মাদি মহারথীগণ তাঁকে অর্জুনেরই সমান বলে মনে করলেন। তখন কৃতবর্মা, কৃপ, শল্য ও অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু অভিমন্যু মৈনাক পর্বতের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না এবং কৌরব বীরগণ তাঁকে বেষ্টন করে রাখলেও সেই বীর মহারথী পাঁচ মহারথীর ওপর বাণ বর্ষা অব্যাহত রাখলেন। তাঁদের হাজার হাজার বাণকে আটকে দিয়ে ভীষ্মের ওপর বাণ বর্ষণ করতে করতে সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন।

রাজন্ ! মহাবলী ভীষ্ম তখন অত্যন্ত অদ্ভুত এক ভীষণ দিব্যাস্ত্র প্রকটিত করে তার দ্বারা অভিমন্যুর ওপর হাজার হাজার বাণ ছুঁড়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। তখন বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ, ভীম, সাত্যকি এবং পাঁচ কেকয়বংশীয় রাজকুমার—পাণ্ডবপক্ষের এই দশ মহারথী অত্যন্ত দ্রুত অভিমন্যুর রক্ষার জন্য এগোলেন। তাঁরা যেই আক্রমণ করলেন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তখনই পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে তিন এবং সাত্যকিকে নয়টি বাণ দিয়ে আঘাত করলেন আর অপর এক বাণে ভীমসেনের রথের ধ্বজা কেটে ফেললেন। ভীমসেন তিন বাণে ভীষ্মের, এক বাণে কৃপাচার্যের এবং আট বাণে কৃতবর্মাকে আঘাত করলেন। রাজা বিরাটের পুত্র অত্যন্ত বেগে হাতিতে চড়ে শল্যের ওপর আক্রমণ করলেন। হাতিকে দ্রুত তাঁর রথের দিকে আসতে দেখে মহারাজ শল্য বাণের সাহায্যে তার গতিরোধ করলেন। হাতি তাতে ক্ষেপে উঠে রথের ওপর পা তুলে তার চারটি ঘোড়াকেই বধ করল। ঘোড়াগুলি মারা যেতে রথের ওপরে বসেই শল্য এক ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করলেন, তাইতে উত্তরের বর্ম ভেঙে গেল, তার হাতের অঙ্কুশ ও অস্ত্র পড়ে গেল এবং তিনি অচেতন হয়ে হাতি থেকে নীচে পড়ে গেলেন। তখন শল্য তরবারি নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে হাতির শুঁড় কেটে ফেললেন। হাতি প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে মারা গেল। রাজা শল্য তারপর কৃতবর্মার রথে আরোহণ করলেন।

বিরাটপুত্র শ্বেত যখন তাঁর ভাই উত্তরের মৃত্যু ও শল্যকে

কৃপবর্মার রথে বসে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ বিশাল ধনুক নিয়ে দ্রুত শল্যকে বধ করার জন্য এগোলেন। তিনি শল্যের প্রতি বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। মদ্ররাজ শল্যকে মৃত্যুর মুখে পড়তে দেখে কৌরব পক্ষের সাত মহারথী শ্বেতকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল, মগধরাজ জয়ৎসেন, শল্যপুত্র রুক্মরথ, কম্বোজ নরেশ সুদক্ষিণ, বিন্দ, অনুবিন্দ এবং জয়দ্রথ—এই সাত বীর শ্বেতের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেনাপতি শ্বেত সাত বাণে তাঁদের সাতটি ধনুক কেটে ফেললেন। তখন সেই মহারথীগণ শক্তি তুলে ভীষণ গর্জন করে শ্বেতের ওপর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম শ্বেত সাতটি বাণের সাহায্যে সেগুলি প্রতিহত করলেন। তারপর তিনি এক ভীষণ বাণ রুক্মরথের ওপর নিক্ষেপ করলেন। তার ভীষণ আঘাতে রুক্মরথ অচেতন হয়ে রথের পিছনে পড়ে গেলেন। তাঁকে অচেতন দেখে সঙ্গে সঙ্গে সারথি তাঁকে নিয়ে রণভূমি থেকে চলে গেলেন। শ্বেতকুমার তারপর ছয় বাণ দিয়ে ছয় মহারথীর ধ্বজার অগ্রভাগ কেটে দিলেন এবং ঘোড়া ও সারথিদেরও আঘাত করলেন। তারপর তিনি বাণের দ্বারা তাঁদের আচ্ছাদিত করে শল্যের রথের দিকে এগোলেন। তার ফলে আপনার সৈন্যদলে মহা কোলাহল শুরু হল। সেনাপতি শ্বেতকে শল্যের দিকে যেতে দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন ভীষ্মকে অগ্রগামী করে সমস্ত সৈন্যসহ শ্বেতের রথের সামনে এলেন এবং মৃত্যুমুখ থেকে শল্যকে রক্ষা করলেন। তারপর ঘোর রোমাঞ্চকর যুদ্ধ শুরু হল এবং পিতামহ ভীষ্ম—অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কেকয়রাজকুমার, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ এবং চেদি ও মৎস্যদেশের রাজাদের ওপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! রাজকুমার শ্বেত শল্যের রথের সামনে পৌঁছলে কৌরব, পাণ্ডব এবং শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কী করলেন—আমাকে জানাও।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্! সেই সময় লাখ লাখ ক্ষত্রিয় বীর রাজকুমার শ্বেতকে রক্ষা করছিলেন। তাঁরা পিতামহ ভীষ্মের রথকে বেষ্টন করে রেখেছিলেন। ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল। ভীষ্মের দ্বারা নিহত হওয়ায় বহু রথ শূন্য হয়ে গেল, সেই সময় ভীষ্মের অদ্ভুত পরাক্রম দেখা গেল। রাজকুমার শ্বেতও হাজার হাজার রথীকে নিহত করলেন। আমিও শ্বেতের ভয়ে রথ ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছি, তাই মহারাজকে দর্শন করতে পারলাম। এই ভীষণ ঝামেলার মধ্যে একমাত্র ভীষ্মই সুমেরু পর্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। তিনি তাঁর প্রাণের মায়া ত্যাগ করে নির্ভীকভাবে পাণ্ডবসেনা সংহার করছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শ্বেত অত্যন্ত দ্রুত কৌরব সেনা সংহার করছে, তখন তিনি সত্বর তাঁর সামনে এলেন। কিন্তু শ্বেত প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করে তাঁকে ঢেকে ফেললেন। ভীষ্মও বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময় শ্বেত রক্ষা না করলে ভীষ্ম একদিনেই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যই ধ্বংস করে দিতেন। পাণ্ডবরা যখন দেখলেন ভীষ্ম মুখ ফিরিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। কিন্তু আপনার পুত্র দুর্যোধন বিষণ্ণ হলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য রাজাদের নিয়ে সৈন্যসহ পাণ্ডবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর নির্দেশেই দুর্মুখ, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য এবং শল্য ভীষ্মকে রক্ষা করছিলেন।

শ্বেত যখন দেখলেন যে দুর্যোধন এবং অন্য রাজারা মিলে পাণ্ডব সৈন্য সংহার করছেন তখন তিনি ভীষ্মকে ছেড়ে কৌরব সেনা নিধন করতে লাগলেন। আপনার সেনাদের এইভাবে ছিন্নভিন্ন করে শ্বেত আবার ভীষ্মের সামনে এসে হাজির হলেন। তারপর দুজনে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় একে অপরের প্রাণ নেওয়ার জন্য যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। শ্বেত অট্টহাস্য করে নয়টি বাণের সাহায্যে ভীষ্মের ধনুক দশ টুকরো করে দিলেন এবং আর এক বাণে তাঁর ধ্বজা কেটে দিলেন। আপনার পুত্ররা মনে করলেন যে এবার শ্বেতের হাতে পড়ে ভীষ্ম নিহত হবেন, পাণ্ডবরা আনন্দে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন।

দুর্যোধন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সেনাদের আদেশ দিয়ে বললেন—'তোমরা সকলে সতর্ক হয়ে চারদিক থেকে ভীষ্মকে রক্ষা করো, দেখো, উনি যেন আমাদের সামনেই শ্বেতের হাতে মৃত্যুমুখে পতিত না হন।' রাজার আদেশ শুনে সব মহারথী অত্যন্ত শীঘ্র চতুরঙ্গিণী সেনা সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। বাহ্লীক, কৃতবর্মা, শল, শল্য, জলসন্ধ, বিকর্ণ, চিত্রসেন এবং বিবিংশতি—এই সব মহারথী সত্বর ভীষ্মকে চারদিক দিয়ে ঘিরে শ্বেতের ওপর ভয়ানক বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু মহা ধনুর্ধর শ্বেত তাঁর হস্তকৌশলের দ্বারা সমস্ত বাণ প্রতিহত করলেন। তারপর সিংহ যেমন হাতিদের পিছনে হটিয়ে দেয় তেমন করে শ্বেত সমস্ত বীরকে বাধাপ্রদান করে বাণের সাহায্যে ভীষ্মের ধনুক কেটে ফেললেন। ভীষ্ম তখন অন্য ধনুকের

সাহায্যে তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। সেনাপতি শ্বেত তখন ক্রুদ্ধ হয়ে লৌহ নির্মিত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীষ্মকে ব্যাকুল করে তুললেন। রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং আপনার সেনাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। শ্বেতের বাণে আহত হয়ে ভীষ্মকে পশ্চাদাপসরণ করতে দেখে অনেকেই মনে করলেন যে এবারে শ্বেতের হাতে ভীষ্ম বধ হবেন। ভীষ্ম যখন দেখলেন তাঁর রথের ধ্বজা কাটা পড়েছে এবং সেনারাও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চারটি বাণের সাহায্যে শ্বেতের চারটি ঘোড়া মেরে ফেললেন, দুটি বাণে তাঁর ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং একটির সাহায্যে সারথির মাথা কেটে ফেললেন। সূত এবং ঘোড়াগুলি মারা যাওয়াতে শ্বেত ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। শ্বেতকে রথহীন দেখে ভীষ্ম চারদিক থেকে তীক্ষ্ণবাণে তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন শ্বেত নিজের রথে ধনুকটি ফেলে কালদণ্ডের ন্যায় একটি শক্তি তুলে নিয়ে 'পৌরুষ ধারণ করে দাঁড়াও ; আমার পরাক্রম দেখো'—এই বলে ভীষ্মের ওপর সেই শক্তিটি নিক্ষেপ করলেন। সেই ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করতে দেখে

আপনার পুত্ররা হাহাকার করে উঠল। কিন্তু ভীষ্ম একটুও ভয় পেলেন না। তিনি আট-নটি বাণের সাহায্যে সেটি মধ্যপথেই দ্বিখণ্ডিত করলেন। তাই দেখে আপনার লোকেরা জয় জয়কার করে উঠল।

বিরাট পুত্র শ্বেত তখন ক্রোধের হাসি হেসে ভীষ্মকে বধ করার জন্য গদা নিয়ে সবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। ভীষ্ম দেখলেন শ্বেতকে থামানো অসম্ভব ; তাই তিনি তার হাত থেকে রক্ষা পেতে মাটিতে লাফিয়ে পড়লেন। শ্বেত গদাটি ঘুরিয়ে রথের ওপর ছুঁড়লেন, গদার আঘাতে তাঁর রথ, সারথি, ধ্বজা এবং ঘোড়াগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ভীষ্মকে রথহীন দেখে শল্য ইত্যাদি অন্য রথীগণ রথ নিয়ে তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে এলেন। ভীষ্ম অন্য রথে আরোহণ করে স্মিত হাস্যে শ্বেতের দিকে এগোলেন। সেই সময় আকাশবাণী শোনা গেল—'মহাবাহো ভীষ্ম ! শীঘ্র একে বধ করার ব্যবস্থা করুন। বিশ্বকর্তা বিধাতা এই সময়েই তার বধের জন্য স্থির করে রেখেছেন।' আকাশবাণী শুনে ভীষ্ম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং তাঁকে বধ করা স্থির করলেন। শ্বেতকে রথহীন দেখে সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু এবং অভিমন্যু এক সঙ্গে তাঁদের রথ নিয়ে এগোলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, শল্যসহ ভীষ্ম তাঁদের বাধা দিলেন। শ্বেত সেইসময় তরবারি বার করে ভীষ্মের ধনুক কেটে ফেললেন। ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ আর একটি ধনুক নিয়ে সত্বর শ্বেতের দিকে এগোলেন। সামনে এসে পড়ায় তিনি ভীমসেনকে ষাট, অভিমন্যুকে তিন, সাত্যকিকে একশত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে কুড়ি এবং কেকয়রাজকে পাঁচটি বাণের সাহায্যে প্রতিহত করলেন। তারপর সোজা শ্বেতের সামনে পৌঁছলেন এবং ধনুকে মৃত্যুসম এক বাণ যোজন করে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে সেটি নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শ্বেতের বর্মভেদ করে তার বুকে ঢুকে বিদ্যুৎ চমকের মতো মাটিতে প্রবেশ করল। এইভাবে রাজকুমার শ্বেতের প্রাণান্ত হল। তাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে পাণ্ডব এবং তাঁদের পক্ষের ক্ষত্রিয়রা অত্যন্ত শোকে অধীর হলেন, আপনার পুত্ররা এবং কৌরবরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। দুঃশাসন বাজনা বাজিয়ে নাচতে লাগলেন।

—০—

# যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, কৃষ্ণের আশ্বাস এবং ক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! সেনাপতি শ্বেত যুদ্ধে শত্রুহস্তে প্রাণ হারালে পাণ্ডবগণসহ মহাধনুর্ধর পাঞ্চাল-বীররা কী করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! স্থিরচিত্ত হয়ে শুনুন। সেই ভয়ংকর দিনের দ্বিপ্রহরে কৌরব ও পাণ্ডব সেনার মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হল। বিরাটের সেনাপতি শ্বেতকে মৃত এবং কৃতবর্মার সঙ্গে শল্যকে যুদ্ধে প্রস্তুত দেখে আহুতি দেওয়া অগ্নির ন্যায় রাজকুমার শঙ্খ ক্রোধে প্রজ্বলিত হলেন। সেই বলশালী বীর তাঁর বিশাল ধনুক নিয়ে মদ্ররাজ শল্যকে বধের ইচ্ছায় আক্রমণ করলেন। সেইসময় বহু রথ চারদিক থেকে শঙ্খকে রক্ষা করছিল। শঙ্খ বাণ বর্ষণ করতে করতে শল্যের কাছে পৌঁছলেন। মৃত্যুগ্রাসে পতিত শল্যকে রক্ষার জন্য আপনার সাত মহারথী—বৃহদ্বল, জয়ৎসেন, রুক্মরথ, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ ও জয়দ্রথ তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে শঙ্খের ওপর বাণ বর্ষণ করছিলেন। সাতজনকে একসঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে সেনাপতি শঙ্খ ক্রুদ্ধ হয়ে ভল্ল নামক সাতটি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাঁদের সাতটি ধনুক কেটে সিংহনাদ করে উঠলেন। মহাবাহু ভীষ্ম তখন মেঘের ন্যায় গর্জন করে বিশাল ধনুক হাতে শঙ্খকে আক্রমণ করলেন। তাঁকে আসতে দেখে পাণ্ডবসেনা ভয়ে কম্পিত হল। এরমধ্যে শঙ্খকে ভীষ্মের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অর্জুন সেখানে এলেন ; তখন ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ শুরু হল।

এদিকে শল্য, গদা হস্তে তাঁর রথ থেকে নেমে শঙ্খের চারটি ঘোড়াকে বধ করলেন। ঘোড়াগুলি না থাকায় শঙ্খও তরবারি হাতে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে অর্জুনের রথে আরোহণ করলেন। সেখানে যেতে তিনি একটু শান্তিলাভ করলেন। ভীষ্ম তখন পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় এবং প্রভদ্রক দেশীয় সেনাদের বাণের দ্বারা মেরে ফেলতে লাগলেন। তারপর তিনি অর্জুনের সামনে থেকে সরে গিয়ে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের ওপর আক্রমণ হানলেন। তিনি পাণ্ডবপক্ষের মহারথীদের আহ্বান করে করে বধ করতে লাগলেন। সমস্ত সেনা ভীত হয়ে উঠল, তাদের ব্যূহ ভঙ্গ হল। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকারে কিছু ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না, ভীষ্ম সবেগে এগিয়ে আসছিলেন—তাই দেখে পাণ্ডবরা তাঁদের সেনাকে সরিয়ে নিলেন।

প্রথম দিনের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবসেনা পিছু হটে গেল এবং ক্রুদ্ধ ভীষ্মের পরাক্রম দেখে দুর্যোধন আনন্দ প্রকাশ করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর সব ভ্রাতা ও রাজাদের সঙ্গে নিয়ে সত্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন এবং পরাজয়ের চিন্তায় দুঃখিত হয়ে বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ, দেখছ, গ্রীষ্মের সময় শুষ্ক তৃণের রাশি যেমন পলকের মধ্যে ভস্মসাৎ হয়ে যায়, তেমনিই ভীষ্ম তাঁর ভয়ানক পরাক্রমের দ্বারা আমাদের সেনাকে ভস্মসাৎ করে দিচ্ছেন। ক্রোধান্বিত যম, বজ্রহস্তে ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ, গদাধারী কুবেরকে কদাচিৎ যুদ্ধে পরাস্ত করা সম্ভব হলেও মহা তেজস্বী ভীষ্মকে পরাজিত করা কখনোই সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আমি বুদ্ধির দুর্বলতার জন্য ভীষ্মরূপী অগাধ জলে ডুবতে বসেছি। আমি এই রাজাদের ভীষ্মরূপ কালের মুখে যেতে দিতে চাই না। ভীষ্ম অত্যন্ত মহান, অস্ত্রবিদ, অগ্নিতে পতঙ্গ যেমন ভস্ম হয়, আমার সৈন্যরাও তেমনি ভীষ্মের কাছে গেলে ভস্ম হয়ে যাবে। কেশব ! এখন আমার জীবনের যে কটি দিন বাকি আছে, বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করব। কিন্তু এই আত্মীয়-পরিজনদের যুদ্ধে মরতে দেব না। ভীষ্ম প্রত্যহ আমাদের শ্রেষ্ঠ হাজার হাজার মহারথী ও যোদ্ধাদের সংহার করছেন। মাধব ! তুমি বলো, কী করলে আমাদের মঙ্গল হবে ?

এই কথা বলে যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ চোখ বন্ধ করে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শোকগ্রস্ত দেখে সমস্ত পাণ্ডবদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বললেন—'ভারত ! তোমার এরূপ শোক করা উচিত নয়। দেখো, তোমার ভ্রাতারা কত বড় শূরবীর এবং বিশ্ব বিখ্যাত ধনুর্ধর ! আমি এবং মহাযশস্বী সাত্যকি তোমার প্রিয়কাজ করতে সদা প্রস্তুত। রাজা বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যান্য মহাবলী রাজারা তোমার কৃপাকাঙ্ক্ষী ও ভক্ত। মহাবলী ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার হিতচিন্তক এবং প্রিয় কার্য সম্পাদনকারী, ইনি সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আর শিখণ্ডী সাক্ষাৎ ভীষ্মের কালস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—'ধৃষ্টদ্যুম্ন ! আমি যা বলি, মন দিয়ে শোনো। আশা করি, তুমি আমার কথার অন্যথা করবে না। তুমি আমাদের সেনাপতি, ভগবান বাসুদেব তোমাকে এই

সম্মান প্রদান করেছেন। পূর্বে কার্তিক যেমন দেবতাদের সেনাপতি হয়েছিলেন, তেমনই তুমিও এখন পাণ্ডবদের সেনানায়ক। পুরুষসিংহ ! নিজের পরাক্রম দেখিয়ে কৌরবদের সংহার করো। আমি, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীর সমস্ত পুত্র এবং সব প্রধান রাজা, সর্বশক্তি নিয়ে তোমাকে অনুসরণ করব।'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ধৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে উপস্থিত সকলকে প্রসন্ন করার জন্য বললেন—'কুন্তীনন্দন ! ভগবান শংকর আগে থেকেই আমাকে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর নিমিত্ত করে পাঠিয়েছেন। আজ আমি ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, শল্য এবং জয়দ্রথ—এই সব অহংকারী বীরদের সম্মুখীন হব।' শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন যুদ্ধের জন্য এইভাবে প্রস্তুত হলেন তখন রণোন্মত্ত পাণ্ডব বীররা জয়োল্লাস করে উঠলেন। তারপর যুধিষ্ঠির সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, 'দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের জন্য যে ক্রৌঞ্চারুণ নামক ব্যূহের উপদেশ দিয়েছিলেন, আমরা সেই ব্যূহ রচনা করব।'

পরদিন যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে সমস্ত সেনার অগ্রবর্তী করে রাখলেন। রথে উপবিষ্ট অর্জুন তাঁর রত্নখচিত ধ্বজা এবং গাণ্ডীব ধনুকে এমন শোভা পাচ্ছিলেন, যেন সূর্যের কিরণে সুমেরুপর্বত। রাজা দ্রুপদ এক বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে সেই ক্রৌঞ্চব্যূহের শিরোভাগে অবস্থিত ছিলেন। কুন্তীভোজ এবং চেদিরাজ—এই দুজনকে চক্ষুর স্থানে রাখা হল। দাশার্ণক, প্রভদ্রক, অনূপক এবং কিরাতেরা গ্রীবার স্থানে ছিল। পটচ্চর, পৌণ্ড্র, পৌরবক এবং নিষাদগণসহ রাজা যুধিষ্ঠির তাদের পৃষ্ঠভাগে ছিলেন। তাঁর দুই পক্ষের স্থানে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন। দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, মহারথী সাত্যকি ও পিশাচ চোঢ় ও পাণ্ড্য দেশের বীররা দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত এবং অগ্নিবেশ্য, হুণ্ড, মালব, শবর প্রমুখ নাকুলদেশীয় বীরদের সঙ্গে নকুল ও সহদেব বামপক্ষে অবস্থান করছিলেন। এই ব্যূহের দুই পক্ষে দশ হাজার, শিরোভাগে এক লাখ, পৃষ্ঠভাগে এক লক্ষ বিশ হাজার ও গ্রীবাতে এক লাখ সত্তর হাজার রথ সজ্জিত করা হয়েছিল। দুই পক্ষের সামনে পিছনে এবং অন্য পাশে পর্বত সমান উচ্চ গজরাজ শ্রেণী দণ্ডায়মান ছিল। বিরাট, কেকয়, কাশীরাজ এবং শৈব্য—তাঁরা ব্যূহের জঙ্ঘাস্থান রক্ষা করছিলেন। এইভাবে সেই মহাব্যূহ রচনা করে পাণ্ডব অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ম দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

—o—

## দ্বিতীয় দিন—কৌরবদের ব্যূহরচনা এবং অর্জুন ও ভীষ্মের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! দুর্যোধন যখন সেই দুর্ভেদ্য ক্রৌঞ্চব্যূহ অবলোকন করলেন এবং অর্জুনকে সেটি রক্ষা করতে দেখলেন, তখন তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে সেখানে উপস্থিত সমস্ত শূরবীরদের বললেন—বীরগণ ! আপনারা সকলেই নানা অস্ত্র সঞ্চালনে কুশলী এবং যুদ্ধকলায় প্রবীণ। আপনাদের প্রত্যেকেই যুদ্ধে একা পাণ্ডবদের বধ করতে সক্ষম ; তাহলে সব মহারথী যদি একসঙ্গে চেষ্টা করেন, তাহলে আর কীকথা ?

তাঁর এই কথায় ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আপনার সব পুত্ররা মিলে পাণ্ডবদের প্রতিহত করার জন্য এক মহাব্যূহ রচনা করলেন। ভীষ্ম বিশাল সৈন্য নিয়ে সর্বাগ্রে চললেন। তাঁর পিছনে কুন্তল, দশার্ণ, মগধ, বিদর্ভ, মেকল এবং কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি দেশের বীরদের সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রতাপশালী দ্রোণাচার্য চললেন। গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীর, শিবি, বসাতি বীরদের

সঙ্গে শকুনি দ্রোণাচার্যের রক্ষায় নিযুক্ত হলেন। তাঁদের পশ্চাতে সব ভাইদের সঙ্গে দুর্যোধন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অশ্বাতক, বিকর্ণ, অম্বষ্ঠ, কোমল, মালব প্রভৃতি দেশের যোদ্ধারা ছিলেন। এঁদের সকলের সঙ্গে তিনি শকুনির সেনাদের রক্ষা করছিলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, শল, ভগদত্ত এবং বিন্দ ও অনুবিন্দ এই ব্যূহের বাম পার্শ্ব রক্ষা করছিলেন। সোমদত্তের পুত্র, সুশর্মা, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ু—এঁরা দক্ষিণ ভাগ রক্ষা করছিলেন। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা—এঁরা বিশাল সৈন্য নিয়ে ব্যূহের পৃষ্ঠের দিকে থাকলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কেতুমান, বসুদান, কাশীরাজের পুত্র এবং অন্যান্য দেশের রাজারা।

রাজন্! তারপর আপনার পক্ষের সব যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন এবং আনন্দের সঙ্গে শঙ্খ বাজালেন ও সিংহনাদ করতে লাগলেন। সৈনিকদের হর্ষধ্বনি শুনে কৌরব পিতামহ ভীষ্মও সিংহের ন্যায় গর্জন করে উচ্চনাদে শঙ্খ বাজালেন। পরে শত্রুরাও নানাপ্রকারের শঙ্খ, ভেরী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেবও নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন এবং কাশীরাজ, শৈব্য, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, পাঞ্চালদেশীয় বীর এবং দ্রৌপদীর পুত্ররাও শঙ্খ বাজালেন। তাঁদের শঙ্খের উচ্চধ্বনি পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত গুঞ্জিত হতে লাগল। এইভাবে কৌরব ও পাণ্ডব একে অপরকে আঘাত করার জন্য পরস্পর মুখোমুখী হলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—দুপক্ষের সেনারা ব্যূহরচনা করে দাঁড়ালে যোদ্ধারা কেমনভাবে একে অপরকে আঘাত করা শুরু করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—দুপক্ষের সেনা সমাবেশ এবং ব্যূহ যখন প্রস্তুত হয়ে গেল এবং নানা সুন্দর পতাকা উত্তোলিত হল, তখন দুর্যোধন তাঁর যোদ্ধাদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। কৌরব বীরগণ জীবনের মায়া ত্যাগ করে পাণ্ডবদের আক্রমণ করলেন। তারপর দুপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। রথের সঙ্গে রথ ও হাতির সঙ্গে হাতির যুদ্ধ চলল। হাতি ও ঘোড়াগুলি বাণবিদ্ধ হতে লাগল। ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হলে পিতামহ ভীষ্ম তাঁর ধনুক নিয়ে অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কৈকেয়, বিরাট এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ বীরদের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর আক্রমণে পাণ্ডবদের ব্যূহ ভেঙে গেল, সমস্ত সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বহু ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার মারা পড়ল, রথীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

অর্জুন মহারথী ভীষ্মের পরাক্রম দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'জনার্দন ! পিতামহ ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চলুন। নচেৎ উনি আমাদের সমস্ত সৈন্যদের অবশ্যই নিধন করবেন। সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য আজ আমি ভীষ্মকে বধ করব।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'সাধু ধনঞ্জয় ! সাবধান হও, আমি এখনই তোমাকে পিতামহের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।' এই বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভীষ্মের দিকে নিয়ে গেলেন। ভীষ্ম যখন দেখলেন অর্জুন তাঁর পক্ষের শূরবীরদের আঘাত করতে করতে দ্রুত এগিয়ে আসছেন তখন তিনি দ্রুত তাঁর সম্মুখীন হলেন। ভীষ্ম অর্জুনকে সত্তর, দ্রোণ পঁচিশ, কৃপাচার্য পঞ্চাশ, দুর্যোধন চৌষট্টি, শল্য, জয়দ্রথ নটি করে, শকুনি পাঁচটি বাণ মেরে সত্বর উত্তর দিলেন। এরমধ্যে সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং অভিমন্যু অর্জুনের সাহায্যের জন্য এলেন এবং তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখলেন।

ভীষ্ম তখন আশিটি বাণ নিক্ষেপ করে অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। তাই দেখে কৌরব যোদ্ধারা হর্ষে কোলাহল করে উঠল। সেই মহারথী বীরদের হর্ষধ্বনি শুনে বীর অর্জুন তাদের মধ্যে প্রবেশ করে সেই মহারথীদের গাণ্ডীব ধনুকের প্রতাপ দেখাতে লাগলেন। দুর্যোধন তাঁর সেনাদের অর্জুনের দ্বারা আহত হতে দেখে ভীষ্মের কাছে গিয়ে বললেন—'তাত ! শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে বলবান অর্জুন আমার সেনাদের বধ করছে। আপনি এবং দ্রোণাচার্য বেঁচে থাকতেই আমাদের এই দশা ! কর্ণ সর্বদাই আমাদের মঙ্গল চায়, কিন্তু আপনারই জন্য সে অস্ত্র ত্যাগ করেছে ; তাই সে যুদ্ধে আসেনি। পিতামহ ! কৃপা করে ব্যবস্থা নিন, যাতে অর্জুনকে বধ করা যায় !'

দুর্যোধনের কথায় ভীষ্ম 'ক্ষত্রিয়ধর্মকে ধিক্কার' বলে অর্জুনের রথের দিকে অগ্রসর হলেন। অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, বিকর্ণ ভীষ্মের সঙ্গে গেলেন। ওদিকে পাণ্ডবরা অর্জুনকে বেষ্টন করেছিলেন। আবার যুদ্ধ শুরু হল। অর্জুন বাণের জাল বিস্তার করে ভীষ্মকে ঢেকে দিলেন। ভীষ্মও তাঁর বাণের সাহায্যে উপযুক্ত জবাব দিলেন। এইভাবে একে অপরের আঘাত বিফল করে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ

করতে লাগলেন। ভীষ্মের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ অর্জুনের বাণের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। সেইরূপ অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণও ভীষ্মের বাণে প্রতিহত হয়ে মাটিতে এসে পড়ল। উভয়েই ছিলেন বলবান এবং উভয়েই অজেয় বীর। দুজন একে অপরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সেই ভয়ংকর বাণবর্ষণের সময় কৌরব ভীষ্মকে এবং পাণ্ডব অর্জুনকে শুধুমাত্র তাদের ধ্বজার চিহ্ন দেখেই চিনতে সক্ষম ছিলেন। সেই দুই বীরের পরাক্রম দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। ধর্মে অবস্থিত ব্যক্তির কোনো কাজে যেমন কোনো ত্রুটি দেখা যায় না, তেমনি এঁদের দুজনের রণকৌশলে কোনো ভুল দেখা যায়নি। সেইসময় কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন তরবারি, বাণ এবং নানা অস্ত্রের দ্বারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছিল। এদিকে যখন প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছিল, তখন অন্যদিকে পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রোণাচার্যের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম হচ্ছিল।

—o—

## ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রোণ ও ভীমসেন এবং কলিঙ্গের যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য এবং দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে কেমন যুদ্ধ হল, বর্ণনা করো।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেই ভীষণ সংগ্রামের বর্ণনা শান্ত হয়ে শুনুন। দ্রোণাচার্য প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্নও অনায়াসে নব্বইটি বাণে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করলেন। দ্রোণ পুনরায় বাণবর্ষা করে দ্রুপদকুমারকে ঢেকে দিলেন এবং তাঁর প্রাণনাশ করার জন্য দ্বিতীয় কালদণ্ডের মতো এক ভয়ংকর বাণ হাতে নিলেন। সেটি ধনুকে চড়াতে দেখে সমস্ত সৈন্য হাহাকার করে উঠল। মহারাজ ! সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পৌরুষ আমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি সেই মৃত্যুসম ভয়ংকর বাণটি আসতেই প্রতিহত করে ফেললেন। তারপর দ্রোণের প্রাণবধের চেষ্টায় তিনি সবেগে এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণাচার্য হাসতে হাসতে সেই শক্তি তিন টুকরো করে দিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঁচবাণে দ্রোণকে আঘাত করলেন। দ্রোণ দ্রুপদকুমারের ধনুক কেটে ফেললেন এবং সারথিকে মেরে রথ থেকে ফেলে দিলেন, তাঁর রথের চারটি ঘোড়াকেও মেরে ফেললেন। সারথি ও ঘোড়াগুলি মারা যেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদা নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং নিজ শৌর্য দেখাতে লাগলেন। তখন দ্রোণ এক অদ্ভুত কাজ করলেন ; ধৃষ্টদ্যুম্ন তখনও রথ থেকে সম্পূর্ণ নামেননি, তার আগেই দ্রোণ বাণের সাহায্যে তাঁর হাত থেকে গদা ফেলে দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল ও তরবারি নিয়ে তৎক্ষণাৎ দ্রোণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু বাণবর্ষণ করে দ্রোণ তাঁর আক্রমণ রোধ করলেন। গতি রুদ্ধ হলেও ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তেজের সঙ্গে ঢাল দ্বারা বাণের গতিরোধ করতে লাগলেন। এরমধ্যে মহাবলী ভীমসেন হঠাৎ তাঁকে সাহায্য করতে সেখানে এলেন। তিনি এসেই দ্রোণাচার্যকে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে তৎক্ষণাৎ তাঁর রথে তুলে নিলেন। দুর্যোধনও দ্রোণের রক্ষার জন্য কলিঙ্গরাজ ভানুমানের সঙ্গে বিশালসেনা পাঠালেন। মহারাজ ! আপনার পুত্রের নির্দেশানুসারে কলিঙ্গের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীমসেনের ওপর আঘাত হানল। দ্রোণাচার্য বিরাট ও দ্রুপদের সামনে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা যুধিষ্ঠিরকে সাহায্য করতে চলে গিয়েছিলেন। তারপর ভীমসেন ও কলিঙ্গের মধ্যে ভয়ানক রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল।

ভীমসেন তাঁর বাহুবলের দ্বারা ধনুকে টংকার তুলে কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কলিঙ্গরাজের এক পুত্র ছিল, শক্রদেব। তিনি বহুবাণের আঘাতে ভীমসেনের ঘোড়াগুলি মেরে ফেললেন। ভীমসেন রথহীন হয়ে গেলেন—তাই দেখে শক্রদেব জোর আঘাত হানলেন এবং বর্ষার মেঘের মতো বাণে তাঁকে ঢেকে দিলেন। ভীম তাঁর ওপর এক লৌহগদা নিক্ষেপ করলেন। সেই গদার আঘাতে তিনি সারথির সঙ্গে জমিতে লুটিয়ে পড়লেন। পুত্রকে মারা যেতে দেখে কলিঙ্গরাজ হাজার হাজার রথী ও সেনা নিয়ে ভীমকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। ভীমসেন গদা ফেলে দিয়ে ঢাল ও তরবারি হাতে নিলেন। তাই দেখে কলিঙ্গরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমসেনের প্রাণহরণের ইচ্ছায় তাঁর ওপর সাপের মতো বিষযুক্ত এক বাণ নিক্ষেপ করলেন। ভীম তাঁর তরবারি দিয়ে সেই তীক্ষ্ণ বাণকে দুটুকরো করে দিলেন এবং তাদের সেনাদের ভীত করার জন্য অত্যন্ত

জোরে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। কলিঙ্গরাজের ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি পাথর দিয়ে ঘষে অস্ত্রগুলি তীক্ষ্ণ করে তার চোদ্দটি অস্ত্র ভীমসেনের ওপর নিক্ষেপ করলেন। ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তরবারি দিয়ে সেগুলি টুকরো টুকরো করে ফেললেন এবং ভানুমানের ওপর আক্রমণ চালালেন। ভানুমান বাণবর্ষণ করে ভীমসেনকে ঢেকে ফেললেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করে উঠলেন। ভীমসেনও গর্জন করে উঠলেন। তাঁর বিকট গর্জন শুনে কলিঙ্গসেনা ভয় পেয়ে গেল, তারা বুঝে গেল যে ভীমসেন কোনো সাধারণ মানুষ নয়, দেবতা। ভীমসেন পুনরায় ভয়ংকর সিংহগর্জন করে হাতে তরবারি নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে ভানুমানের হাতির দাঁতদুটি ধরে তার মাথার ওপর চড়ে বসলেন। তাঁকে চড়তে দেখে ভানুমান শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন, কিন্তু ভীমসেন তাঁর তরবারি নিয়ে সেটি দুটুকরো করে ভানুমানের কোমরে তরবারির কোপ মেরে তাকে দুটুকরো করে

দিলেন। তারপর ভীম হাতিরও কাঁধে তরবারির আঘাত করলেন, কাঁধে আঘাত পেয়ে হাতি চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। ভীমও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে মাটিতে নামলেন। তারপর তিনি বড় বড় হাতিদের মারতে লাগলেন, হাতি-সওয়ারি সৈন্যের মধ্যে ঢুকে তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন তরবারির আঘাতে তিনি সকলের মাথা ও দেহ কেটে ফেলতে লাগলেন। ভীমসেন তখন একাই ক্রোধভরে যমরাজের ন্যায় সমস্ত শত্রু সংহার করছিলেন। রণভূমিতে তিনি কখনো মণ্ডলাকারে শত্রুবধ করছিলেন, কখনো ধাক্কা দিতে দিতে যাচ্ছিলেন, কখনো লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিলেন, কখনো দৌড়ে গিয়ে কাউকে আঘাত করছিলেন। রথের ওপর লাফিয়ে উঠে রথীর মাথা কেটে ফেলছিলেন এবং তাদের রথের ধ্বজার সঙ্গে মাটিতে ফেলছিলেন। বহু যোদ্ধার পা কেটে ফেললেন, কত সৈন্যকে আছাড় দিয়ে মেরে ফেললেন। বহু যোদ্ধা তাঁর গর্জনে ভয়ে পালিয়ে গেল, বহু সৈন্য ভয়ে প্রাণত্যাগ করল।

এই ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও কলিঙ্গের এক বিশাল সৈন্যদল ভীমকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। তাদের সামনে শ্রুতায়ুকে দণ্ডায়মান দেখে ভীম তাঁর দিকে এগোলেন। তাঁকে আসতে দেখে শ্রুতায়ু ভীমের বুকে নয়টি বাণ মারলেন। ভীমসেন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ইতিমধ্যেই সারথি অশোক ভীমসেনের জন্য এক সুন্দর রথ নিয়ে এলেন, ভীম তাতে আরোহণ করে তৎক্ষণাৎ কলিঙ্গবীর শ্রুতায়ুর ওপর আক্রমণ করলেন। শ্রুতায়ু ভীমসেনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হয়ে ভীম আহত সর্পের মতো গর্জন করে উঠলেন। তিনি ধনুক তুলে সাতটি লৌহবাণের দ্বারা শ্রুতায়ুকে বিদ্ধ করলেন, সেই সঙ্গে তাঁর রথের চাকার রক্ষায় নিযুক্ত সত্য ও সত্যদেবকে যমালয়ে পাঠালেন। পরে তিনি বাণে কেতুমানকে বধ করলেন। তাতে কলিঙ্গবীর শ্রুতায়ু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং কয়েক হাজার সেনা নিয়ে ভীমসেনকে ঘিরে ফেললেন। তারপর চারদিক থেকে ভীমের ওপর নানাপ্রকার অস্ত্রদ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। ভীমসেন সেই সব অস্ত্র নিবারণ করে হাতে গদা নিয়ে কলিঙ্গ সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাত শত যোদ্ধা সংহার করলেন। মহারাজ ! সেই অবস্থায় তাঁকে দেখে আপনার পক্ষের সৈন্যরা বলতে লাগল সাক্ষাৎ কাল অবতীর্ণ হয়েছে।

তারপর ভীষ্ম তাঁর বাণে ভীমসেনের ঘোড়াগুলিকে মেরে ফেলেন। ভীম গদাহাতে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। এদিকে সাত্যকি ভীমসেনকে সাহায্য করার জন্য ভীষ্মের সারথিকে হত্যা করেন। সারথি পড়ে যেতেই ঘোড়াগুলি হাওয়ার বেগে ভীষ্মকে নিয়ে রণক্ষেত্রের বাইরে চলে গেল। ভীমসেন কলিঙ্গদের সংহার করে একাই সৈন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও কৌরবসেনাদের কোনো বীরেরই তাঁর সম্মুখীন হওয়ার সাহস হল না। তার মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে এসে তাঁকে রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। সাত্যকি ভীমসেনের প্রশংসা করে বললেন—'অত্যন্ত

সৌভাগ্যের কথা যে আপনি কলিঙ্গরাজ ভানুমান, রাজকুমার কেতুমান, শক্রদেব এবং অন্য বহু কলিঙ্গ বীরদের সংহার করেছেন। কলিঙ্গ সেনাদের ব্যূহ বিশাল ছিল, তাতে অসংখ্য হাতি, ঘোড়া এবং রথ ছিল, বহু বীর তা রক্ষা করছিলেন। আপনি একাই বাহুবলের দ্বারা তাদের নাশ করেছেন। এই বলে সাত্যকি ভীমসেনকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে নিজ রথে তুলে পুনরায় কৌরব সৈন্য সংহার করতে আরম্ভ করলেন।

—o—

## ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু এবং অর্জুনের পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—সেইদিন পূর্বাহ্ণের অর্ধেক পার হয়ে গেলে এবং বহু রথ, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক ও ঘোড়সওয়ারের মৃত্যু হলে পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন একাই অশ্বত্থামা, শল্য এবং কৃপাচার্য—এই তিন মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি অশ্বত্থামার বিশ্ব বিখ্যাত ঘোড়াগুলিকে দশ বাণে মেরে ফেললেন। বাহনগুলির মৃত্যু হলে অশ্বত্থামা শল্যের রথে আরোহণ করলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুও তীক্ষ্ণ বাণের বর্ষণ করে শীঘ্র সেখানে এলেন। তিনি শল্য, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামাকে বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন। তখন অশ্বত্থামা, শল্য এবং কৃপাচার্যও তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা অভিমন্যুকে আঘাত করলেন।

মহারাজ ! তার মধ্যে আপনার পৌত্র কুমার লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে যুদ্ধ করতে দেখে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন, দুজনে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ক্রোধান্বিত লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে বহু বাণে বিদ্ধ করে পরাক্রম দেখালেন। অভিমন্যুও তখন ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের হস্তকৌশল দেখিয়ে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করলেন। লক্ষ্মণ এক বাণে অভিমন্যুর ধনুক দ্বিখণ্ডিত করলেন, তাই দেখে কৌরবপক্ষের বীররা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। অভিমন্যু তখন অন্য একটি সুদৃঢ় ধনুক হাতে নিলেন, আবার পরস্পরের মধ্যে তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ শুরু হল।

নিজ মহারথী পুত্রকে অভিমন্যুর বাণে পীড়িত দেখে দুর্যোধন তার সহায়তার জন্য এলেন। তাই দেখে অর্জুনও সত্বর পুত্রকে রক্ষার জন্য এলেন। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এঁরাও অর্জুনের সম্মুখীন হতে এগিয়ে এলেন। সেইসময় সকলে কোলাহল করে উঠল। অর্জুন এত বাণবর্ষণ করলেন যে চতুর্দিক ঢেকে অন্ধকার নেমে এল। এই ভয়ানক যুদ্ধে বহু রথ, রথী, হাতি, ঘোড়া মারা পড়ল। রথীরা রথ ছেড়ে পালাতে লাগল। মহারাজ ! আপনার সৈন্যদলে এমন যোদ্ধা দেখা যায়নি, যে বীর অর্জুনের সম্মুখীন হতে পারে। যে কেউ তাঁর সামনে যায়, তখনই তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

আপনার বীর সৈন্যরা চতুর্দিকে পালাতে থাকলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। ভীষ্ম হেসে দ্রোণাচার্যকে বললেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে এই মহাবলী অর্জুন একাই সমস্ত সৈন্য সংহার করছে। দেখছ, আমাদের সব সৈন্য কেমন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছে ? ওদের ফিরিয়ে আনা মুশকিল। সূর্যেরও অস্তে যাবার সময় হয়েছে, এখন সৈন্যদের একত্র করে যুদ্ধ বন্ধ রাখাই উচিত বলে মনে হয়। আমাদের যোদ্ধারা ক্লান্ত ও ভীত, সুতরাং এখন আর উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না।' মহারাজ ! ভীষ্ম আচার্য দ্রোণকে এই কথা বলে আপনার সেনাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনলেন। সূর্যাস্ত হলে পাণ্ডবপক্ষের সেনারাও শিবিরে ফিরে গেল।

—o—

## তৃতীয় দিন—দুপক্ষের সেনাদের ব্যূহ রচনা এবং ভয়ানক যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাত্রি প্রভাত হলে ভীষ্ম তাঁর সৈন্যদের রণক্ষেত্রে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সেনাদের নিয়ে গরুড় ব্যূহ রচনা করলেন এবং সেই ব্যূহের অগ্রভাগে তিনি স্বয়ং দণ্ডায়মান হলেন। দুই নেত্রস্থানে দ্রোণাচার্য ও কৃতবর্মা থাকলেন। শিরোভাগে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য দাঁড়ালেন, তাঁদের সঙ্গে ত্রৈগর্ত, কৈকেয় এবং বাটধানও ছিলেন। মদ্রক, সিন্ধুসৌবীর এবং পঞ্চনদ দেশীয় বীরদের সঙ্গে ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত এবং

জয়দ্রথ—এঁরা কণ্ঠস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাই এবং অনুচরদের নিয়ে দুর্যোধন পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত ছিলেন। কম্বোজ, শক এবং শূরসেন দেশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে বিন্দ, অনুবিন্দ প্রমুখ ব্যূহের পুচ্ছভাগে ছিলেন। মগধ এবং কলিঙ্গদেশের সেনা এবং দাসেরকগণ তাঁর দক্ষিণ পক্ষে এবং কারুষ, বিকুঞ্জ প্রমুখ যোদ্ধা বৃহদ্বলের সঙ্গে বামপক্ষে অবস্থিত ছিল।

অর্জুন কৌরব পক্ষের এই ব্যূহ দেখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিয়ে নিজের সেনাদের অর্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ রচনা করলেন। ব্যূহের দক্ষিণ শিখরে ভীমসেন শোভা পাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বহু অস্ত্রে সজ্জিত বিভিন্ন দেশের রাজাগণ ছিলেন। ভীমসেনের পিছনে মহারথী বিরাট এবং দ্রুপদ দণ্ডায়মান। তাঁদের পরে নীল, নীলের পরে ধৃষ্টকেতু ছিলেন। ধৃষ্টকেতুর সঙ্গে চেদি, কাশী এবং করুষ প্রভৃতি দেশের সৈনিক ছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডী পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক দেশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে সেনাদের মধ্যভাগে ছিলেন। হাতি সওয়ারিদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরও সেখানেই ছিলেন। তাঁর পরে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ছিলেন। পরে অভিমন্যু ও ইরাবান ছিলেন। তাঁদের পিছনে কেকয়বীরদের সঙ্গে ঘটোৎকচ ছিলেন। শেষভাগে ব্যূহের বামশিখরে অর্জুন অবস্থান করছিলেন, যাঁর রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। পাণ্ডবরা এইভাবে মহাব্যূহ রচনা করেছিলেন।

যুদ্ধ শুরু হল। রথের সঙ্গে রথী, হাতির সঙ্গে হাতির যুদ্ধ চলল। উভয়পক্ষের বীরদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম বেধে গেল। অর্জুন কৌরবপক্ষের রথীদের সৈন্য সংহার করতে লাগলেন। কৌরববীররাও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা এমনভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে পাণ্ডব সৈন্য ভয় পেয়ে পালাতে লাগল। তখন ভীমসেন, ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আপনার সেনাদের এমনভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করলেন যেমন দেবতারা দানবদের করে থাকেন। এইভাবে উভয়পক্ষের যুদ্ধে এই পৃথিবী রক্তে মাখামাখি হয়ে বড় ভয়ংকর দেখাতে লাগল।

মহারাজ! সেই সময় দুর্যোধন এক হাজার রথী সৈন্য নিয়ে ঘটোৎকচের সামনে এলেন। পাণ্ডবরাও বিশাল সৈন্য নিয়ে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হলেন। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে সব রাজাদের ওপর চড়াও হলেন। তাঁকে আসতে দেখে রাজারা হাজার হাজার রথ নিয়ে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে নানা অস্ত্রাদির সাহায্যে আক্রমণ করলেন। অর্জুন তাঁর অস্ত্রের সাহায্যে সমস্ত অস্ত্র মাঝপথেই প্রতিহত করলেন। তাঁর এই অলৌকিক হস্তকৌশল দেখে দেব, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, সর্প এবং রাক্ষস—সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

অর্জুনের বাণে আহত হয়ে কৌরব সেনা বিষাদ এবং ভয়ে কম্পিত হয়ে পলায়ন করতে লাগল। তাদের পালাতে দেখে ভীষ্ম এবং দ্রোণ ক্রোধান্বিত হয়ে শত্রুদের বাধা দিলেন। দুর্যোধনকে দেখে কিছু যোদ্ধা ফিরতে লাগল। তাদের ফিরতে দেখে অন্য যোদ্ধারাও লজ্জিত হয়ে ফিরে এল। সকলে ফিরে এলে দুর্যোধন ভীষ্মকে গিয়ে

বললেন—পিতামহ! আমি যা বলি, কৃপা করে শুনুন। যতক্ষণ আপনি ও আচার্য দ্রোণ জীবিত আছেন, অশ্বত্থামা, সুহৃদবর্গ ও কৃপাচার্য উপস্থিত আছেন, ততক্ষণ আমাদের সৈন্য এইভাবে রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসা আপনাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। আমি কখনো মনে করি না যে পাণ্ডবরা আপনাদের সমান যোদ্ধা। আপনি অবশ্যই ওদের ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন, তাই আমাদের সৈন্য মারা যাচ্ছে আর আপনারা ক্ষমা করে যাচ্ছেন। যদি এই ব্যাপারই হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে প্রথমেই বলা উচিত ছিল যে, 'আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে, ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে এবং সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করব না।' তখন আপনার, আচার্যের এবং কৃপাচার্যের কথা শুনে আমি কর্ণের সঙ্গে নিজের কর্তব্য বিচার করে নিতাম আর যদি আপনি এই যুদ্ধরূপ সংকটের সময় আমাকে ত্যাগ করার কথা ভেবে না থাকেন, তাহলে আপনাদের নিজ নিজ পরাক্রম অনুযায়ী যুদ্ধ করা উচিত।

দুর্যোধনের কথা শুনে ভীষ্ম সহাস্যে ক্রোধ কশায়িত নেত্রে বললেন—'রাজন্ ! একবার বা দুবার নয়, অনেকবার আমি তোমাকে এই সত্য ও হিতকর কথা বলেছি যে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাও যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাস্ত করতে পারবে না। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি ; এই অবস্থায় যতটা করা সম্ভব, তার জন্য কোনো ত্রুটি রাখব না। তুমি দেখো, আজ আমি একাই পাণ্ডবদের সৈন্যসমেত পিছু হটিয়ে দেব।'

ভীষ্মের কথা শুনে আপনার পুত্ররা প্রসন্ন হয়ে ভেরী, শঙ্খ ইত্যাদি বাজাতে লাগলেন। তাঁদের ধ্বনি শুনে পাণ্ডবরাও শঙ্খ, ভেরী, ঢোলের আওয়াজ করে উঠলেন।

—০—

## ভীষ্মের পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণের ভীষ্মকে বধ করতে উদ্যত হওয়া এবং অর্জুনের পৌরুষ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! আমার পুত্র দুর্যোধন নিজ পক্ষের ভয়াবহ সংহার দেখে চিন্তিত হয়ে যখন ভীষ্মের ক্রোধকে উজ্জীবিত করে দিলেন এবং তিনি ভয়ানক যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করলেন, তখন ভীষ্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে এবং পাঞ্চালবীররা ভীষ্মের সঙ্গে কেমন যুদ্ধ করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—সেদিনের প্রথমার্ধ পার হলে, সূর্য পশ্চিম দিশার দিকে অগ্রসর হলে বিজয়ী পাণ্ডবরা যখন বিজয়ের খুশি উপভোগ করছিলেন, সেই সময় পিতামহ ভীষ্ম দ্রুতগামী ঘোড়ায় রথ জুড়ে পাণ্ডব সেনাদের দিকে এগোলেন। তাঁর সঙ্গে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল এবং আপনার পুত্ররা চারদিক থেকে তাঁকে রক্ষা করছিলেন। সেইসময় আমাদের সঙ্গে পাণ্ডবদের রোমহর্ষণকারী সংগ্রাম আরম্ভ হল। হাজার হাজার যোদ্ধার মস্তক ও হাত কর্তিত হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল, রক্তের নদী প্রবাহিত হল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যে যুদ্ধ হল, তেমন কখনো দেখা বা শোনা যায়নি। ভীষ্ম তাঁর ধনুকটি মণ্ডলাকারে ঘুরিয়ে বিষধর সাপের ন্যায় বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। রণভূমিতে তিনি এত দ্রুততার সঙ্গে বিচরণ করছিলেন যে পাণ্ডবরা এক ভীষ্মকে হাজার ভীষ্মরূপে দেখতে লাগলেন। যাঁরা তাঁকে পূর্বদিকেই দেখেছেন, তাঁরা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাতেই তাঁকে সেদিকে দেখতে পেল। একই সময়ে তাঁকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও দেখা গেল। এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র তাঁকেই দেখা যেতে লাগল। পাণ্ডবরা কেউই তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, শুধু তাঁর ধনুক নিক্ষিপ্ত অসংখ্য বাণ দেখছিলেন। সৈন্যরা হাহাকার করে উঠল। ভীষ্ম অতিমানব হয়ে বিচরণ করছিলেন। তাঁর কাছে হাজার হাজার রাজা এমনভাবে মারা পড়ছিল, যেমনভাবে অগ্নিতে পতঙ্গ মারা পড়ে। তাঁর একটি বাণও বৃথা যাচ্ছিল না।

অতুল পরাক্রমী ভীষ্মের অস্ত্রের আঘাতে যুধিষ্ঠিরের সেনা হাজার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তাঁর বাণে আহত হয়ে সৈন্যগণ কম্পিত হয়ে চতুর্দিকে পালাতে লাগল। এই যুদ্ধে পিতার হাতে পুত্র এবং পুত্রের হাতে পিতা ও মিত্রের হাতে মিত্রের নিধন হতে লাগল। পাণ্ডব সেনাদের এইভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথ থামিয়ে অর্জুনকে বললেন—'পার্থ ! যার জন্য তোমার অভিলাষ ছিল, সেই সময় উপস্থিত। এবার তীব্র আঘাত করো, নাহলে মোহগ্রস্ত হয়ে প্রাণ সংশয় ঘটাবে। এর আগে তুমি যে রাজাদের কাছে বলেছিলে 'দুর্যোধনের সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ যে কোনো বীরই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসুক, আমি তাদের সকলকে বধ করব', এবার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করো। অর্জুন ! দেখো তোমার সৈন্যরা কীভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আর রাজারা কালের ন্যায় ভীষ্মকে দেখে পালাচ্ছেন, যেমন জঙ্গলে সিংহের ভয়ে ছোট প্রাণীরা পালিয়ে যায়।'

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন বললেন—'হে কৃষ্ণ, আপনি ঘোড়াদের চালিয়ে এই সৈন্যসমূহের মধ্যে দিয়ে ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে চলুন, আমি এখনই ওঁকে যুদ্ধে বধ করব।' মাধব তখন যেদিকে ভীষ্ম ছিলেন সেদিকে রথ ছুটিয়ে দিলেন। অর্জুনকে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেতে দেখে যুধিষ্ঠিরের পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরা ফিরে এল। অর্জুনকে আসতে দেখে ভীষ্ম সিংহনাদ করে বাণবর্ষণ শুরু করে দিলেন। অর্জুনের রথ, ঘোড়া, সারথি সেই বাণে ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, তিনি এতে এতটুকু বিচলিত হলেন না, রথ এগিয়ে নিয়ে চললেন। অর্জুন তাঁর দিব্য ধনুকে তিনটি বাণের সাহায্যে ভীষ্মের ধনুক কেটে ফেললেন। ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অন্য

একটি ধনুক তুলে গুণ পরিয়ে নিলেন। কিন্তু বাণ নিক্ষেপ করার আগেই অর্জুন সেটিও দ্বিখণ্ডিত করলেন। অর্জুনের এই তৎপরতা দেখে ভীষ্ম তাঁর প্রশংসা করে বললেন, 'মহাবাহো! খুব ভালো, এই মহাপরাক্রম তোমারই যোগ্য। বৎস! আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, এসো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো।' পার্থের প্রশংসা করে অন্য এক মহাধনুক তুলে তিনি অর্জুনের রথের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথ সঞ্চালনে অত্যন্ত কৌশল দেখাতে লাগলেন। তিনি রথ এমনভাবে মণ্ডলাকারে চালাতে লাগলেন, যাতে ভীষ্মের সমস্ত বাণই বিফল হয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে ভীষ্ম তীক্ষ্ণ বাণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর তাঁর নির্দেশে দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য, শ্রুতায়ু, অম্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অনুবিন্দ এবং সুদক্ষিণ প্রমুখ বীর এবং প্রাচ্য, সৌবীর, বসাতি, ক্ষুদ্রক ও মালবদেশীয় যোদ্ধা সত্বর অর্জুনের ওপর আক্রমণ হানলেন। তাঁরা হাজার হাজার ঘোড়া, পদাতিক, রথ এবং হাতি দিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ধরলেন। তাঁদের সেই অবস্থায় দেখে সাত্যকি সহসা সেখানে এলেন এবং অর্জুনের সহায়তা করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের সেনাদের তিনি পুনরায় পলায়নোদ্যত দেখে বললেন—ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এসব সৎপুরুষের ধর্ম নয়। বীরগণ! নিজ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কোরো না, বীর ধর্ম পালন করো।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন পাণ্ডব সেনাদের প্রধান রাজারা রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, অর্জুন হেরে যাচ্ছেন এবং ভীষ্ম বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। তিনি তা সহ্য করতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকির প্রশংসা করে বললেন—'শিনিবংশের বীর! যারা পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের পালাতে দাও; যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারাও চলে যাক। আমি এদের উপর নির্ভর করি না। তুমি দেখো, আমি এখনই ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে রথ থেকে মেরে মাটিতে ফেলছি। কৌরব সেনার একটি রথও আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আমি আমার সুদর্শন চক্র তুলে মহাব্রতী ভীষ্ম এবং দ্রোণের প্রাণ হরণ করব আর ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রদের বধ করে পাণ্ডবদের প্রসন্ন করব। কৌরবপক্ষের সমস্ত রাজাকে বধ করে আজ আমি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে বরণ করব।'

এই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে হাতে সুদর্শন চক্র নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। সেই চক্র সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন এবং তার প্রভাব বজ্রের ন্যায় অমোঘ। তার ধার ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবেগে ভীষ্মের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন, তাঁর পায়ের আঘাতে পৃথিবী কেঁপে উঠল। সিংহ যেমন মদমত্ত গজরাজের দিকে দৌড়ায়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই ভীষ্মের দিকে এগোলেন। তাঁর শ্যামদেহে পীত অম্বর হাওয়ায় এমনভাবে উড়ছিল যেন মেঘের ওপর বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছে। হাতে চক্র নিয়ে তিনি অত্যন্ত জোরে গর্জন করে উঠলেন। তাঁর ক্রোধ দেখে কৌরবদের সংহার ভেবে সমস্ত সৈন্যরা হাহাকার করে উঠল। চক্র হাতে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যে প্রলয়কালের সংবর্তক অগ্নি সমস্ত জগতের সংহার করতে উদ্যত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকে চক্র হাতে আসতে দেখে ভীষ্ম বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না। তিনি দুহাতে তাঁর মহান ধনুকে টংকার দিতে দিতে বললেন—'আসুন, আসুন দেবেশ্বর! পরমেশ্বর! আমি আপনাকে প্রণাম জানাই। হে চক্রধারী মাধব! আপনি বলপূর্বক আমাকে মেরে এই রথ থেকে মাটিতে ফেলুন। আপনি জগতের স্বামী, সকলের শরণাগত প্রভু; আজ আমি যদি আপনার হাতে নিহত হই, তাহলে ইহলোকে ও পরলোকে আমার কল্যাণ হবে। ভগবান! আপনি নিজে আমাকে বধ করতে এসে ত্রিলোকে আমার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।'

ভগবানকে অগ্রসর হতে দেখে অর্জুনও রথ থেকে নেমে তাঁর পিছন পিছন এসে তাঁর দুটি হাত ধরলেন। ভগবান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, অর্জুন ধরলেও তাঁর রাগ কমল না। ঝড়ে যেমন গাছকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। অর্জুন

তখন তাঁর হাত ছেড়ে পায়ে পড়লেন, খুব জোরে তাঁর পা-দুটি চেপে ধরলেন। সবেগে শ্রীকৃষ্ণ আরও দশ পা এগিয়ে গেলে অর্জুন কোনোক্রমে তাঁর গতিরোধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দাঁড়িয়ে পড়লেন তখন অর্জুন তাঁকে প্রণাম করে বললেন—'কেশব ! আপনার ক্রোধ শান্ত করুন, আপনিই পাণ্ডবদের সহায়ক। আমি ভাই ও পুত্রদের শপথ করে বলছি, যুদ্ধে এতটুকুও শ্লথভাব দেখাব না, প্রতিজ্ঞা অনুসারেই যুদ্ধ করব।' অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর প্রিয় কাজ করার জন্য পুনরায় চক্র হাতে রথের উপর উঠে বসলেন। তিনি তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনিতে চতুর্দিক আলোড়িত করলেন। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনুক থেকে চতুর্দিকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

ভূরিশ্রবা অর্জুনকে বাণ দ্বারা, দুর্যোধন তোমর, শল্য গদা এবং ভীষ্ম শক্তি দ্বারা প্রহার করলেন। অর্জুনও বাণের দ্বারা ভূরিশ্রবার বাণ প্রতিহত করলেন, ক্ষুর দিয়ে দুর্যোধনের তোমর খণ্ডন করলেন এবং বাণের সাহায্যে শল্যের গদা ও ভীষ্মের শক্তি টুকরো টুকরো করে দিলেন। তারপর তিনি দুহাতে গাণ্ডীব ধনুক টেনে আকাশে মাহেন্দ্র নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, সেই অস্ত্র অত্যন্ত অদ্ভুত ও ভয়ানক দর্শন ছিল। সেই দিব্য অস্ত্রের প্রভাবে অর্জুন সমস্ত কৌরব সেনার গতি রোধ করলেন। সেই অস্ত্র থেকে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত বাণবৃষ্টি হচ্ছিল এবং শত্রুদের রথ, ধ্বজা, ধনুক এবং হাত কেটে সেই বাণ রাজা, হাতি এবং ঘোড়ার শরীরে বিদ্ধ হচ্ছিল। সেই তীক্ষ্ণধার বাণের জালে অর্জুন চতুর্দিক ঢেকে দিয়েছিলেন আর গাণ্ডীব ধনুকের টংকারে শত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। রক্তের নদী প্রবাহিত হয়ে গেল। কৌরব সেনার বহু বিশিষ্ট বীর বধ হয়েছে দেখে চেদি, পাঞ্চাল, করূষ ও মৎস্য দেশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে সকল পাণ্ডব হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন। অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণও হর্ষধ্বনি করলেন।

ততক্ষণে সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল। কৌরব বীরদের দেহ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। অর্জুনের অস্ত্রাঘাত সকলের কাছে অসহনীয় হয়েছে দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন ও বাহ্লীক প্রমুখ কৌরববীররা সেনাপতি-সহ শিবিরে ফিরে এলেন। অর্জুনও শত্রুদের পরাস্ত করে যশপ্রাপ্ত হয়ে ভ্রাতা ও রাজাদের সঙ্গে শিবিরে চলে এলেন। কৌরবরা শিবিরে ফেরার সময় পরস্পর বলতে লাগল—সাধু ! অর্জুন আজ খুব পরাক্রম দেখিয়েছেন, অন্য কেউ এত পরাক্রম দেখাতে পারে না। তিনি নিজ বাহুবলে অম্বষ্ঠপতি, শ্রুতায়ু, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য এবং ভীষ্মসহ অনেক যোদ্ধাকে পরাস্ত করেছেন।

—o—

## সাংয়মণিপুত্র এবং ধৃতরাষ্ট্রের কয়েকজন পুত্রের বধ এবং ঘটোৎকচ ও ভগদত্তের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! রাত্রি প্রভাত হলে চতুর্থ দিনে ভীষ্ম ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে সব সেনার সঙ্গে শত্রুপক্ষের সামনে এলেন। দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, বাহ্লীক, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, জয়দ্রথ এবং অন্য রাজারাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ভীষ্ম অর্জুনের ওপরই আক্রমণ চালালেন, তাঁর সঙ্গে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, শল্য, বিবিংশতি, দুর্যোধন, ভূরিশ্রবা সকলেই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাই দেখে সর্বশস্ত্রজ্ঞ অভিমন্যু সেখানে এলেন। তিনি সেই মহারথীদের অস্ত্র কেটে ফেললেন এবং রণাঙ্গনে শত্রুদের রক্তের নদী বইয়ে দিলেন। ভীষ্ম অভিমন্যুকে ছেড়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। কিরীটি মৃদুহাস্যে তাঁর গাণ্ডীব ধনুক নিক্ষিপ্ত বাণে ভীষ্মের অস্ত্র প্রতিরোধ করে অত্যন্ত বেগে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম তাঁর বাণে অর্জুনের অস্ত্র ব্যর্থ করে দিলেন। এইভাবে উপস্থিত কৌরব ও সঞ্জয়বীররা ভীষ্ম ও অর্জুনের সেই অদ্ভুত দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলেন।

অভিমন্যুকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন এবং সাংয়মণির পুত্র ঘিরে ধরলেন। সেই পাঁচ বীরের সঙ্গে অভিমন্যু একা এমন যুদ্ধ করছিলেন যে মনে হচ্ছিল এক সিংহ শাবক পাঁচটি হাতির সঙ্গে লড়াই করছে। নিশানা ভেদ করার কৌশল, শৌর্য, পরাক্রম এবং বেগে কেউই বীর অভিমন্যুর সমকক্ষ ছিলেন না। রাজন্ ! আপনার পুত্ররা যখন দেখলেন সৈন্যরা অত্যন্ত বিপাকে,

তখন তাঁরা অভিমন্যুকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। কিন্তু তেজস্বী ও মহাবীর অভিমন্যু এক পাও পিছু হটলেন না। তিনি নির্ভয়ে কৌরব সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি বাণের সাহায্যে অশ্বত্থামা ও শল্যকে আহত করে আট বাণের সাহায্যে সাংযমণি পুত্রের ধ্বজা কেটে দিলেন। ভূরিশ্রবা নিক্ষিপ্ত সর্পের ন্যায় এক প্রচণ্ড শক্তি তাঁর দিকে আসতে দেখে অভিমন্যু এক তীক্ষ্ণ বাণে তা খণ্ডন করলেন। তখন শল্য অত্যন্ত বেগে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অভিমন্যু তা প্রতিহত করে তাঁর চারটি ঘোড়াকে মেরে ফেললেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমণি এবং শল—এঁরা কেউই অভিমন্যুর বাহুবলের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না।

তখন দুর্যোধনের নির্দেশে ত্রিগর্ত, মদ্র ও কেকয় দেশের পঁচিশ হাজার বীর অর্জুন ও অভিমন্যুকে ঘিরে ধরল। তাই দেখে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর সৈন্য নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মদ্র ও কেকয় দেশের বীরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি দশ বাণে দশ মদ্র দেশীয় বীরকে, একটির দ্বারা কৃতবর্মার পৃষ্ঠরক্ষককে এবং এক বাণে কৌরব পুত্র দমনকে বধ করলেন। ইতিমধ্যে সাংযমণির পুত্র ত্রিশ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দশ বাণে তাঁর সারথিকে আঘাত করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আঘাতে জর্জরিত হয়েও এক তীক্ষ্ণ বাণে সাংযমণিপুত্রের ধনুক কেটে দিলেন এবং বহু বাণ বিদ্ধ করে তাঁর ঘোড়া এবং সারথিদের হত্যা করলেন। সাংযমণিপুত্র রথ থেকে তরোয়াল হাতে নিয়ে লাফিয়ে নেমে অত্যন্ত বেগে পদব্রজে রথে উপবিষ্ট শত্রুদের কাছে পৌঁছলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে গদার আঘাতে তাঁর মস্তক চূর্ণ করে দিলেন। গদার আঘাতে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর হাতের তরোয়াল ও ঢাল দূরে গিয়ে পড়ল।

সেই মহারথীর মৃত্যুতে আপনার সেনাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সাংযমণি তাঁর পুত্রকে মৃত দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে এগোলেন। তাঁরা রণাঙ্গনে দুজন সামনাসামনি হলেন এবং কৌরব ও পাণ্ডবরা সকলে তাঁদের যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। সাংযমনি ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। অন্যদিক থেকে শল্যও তাঁকে আঘাত করলেন। শল্যের নয় বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত আঘাত পেলেন, তবুও তিনি বাণের আঘাতে মদ্ররাজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। কিছুক্ষণ দুই মহারথীর যুদ্ধ সমানভাবে চলতে লাগল, তার মধ্যে কেউই বেশি বা কম ছিলেন না। এরপর মহারাজ শল্য এক তীক্ষ্ণ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক কেটে তাঁকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিলেন।

অভিমন্যু তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে মদ্ররাজের রথের দিকে সবেগে এগিয়ে গেলেন এবং তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। তখন দুর্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, সত্যব্রত এবং পুরুমিত্র এঁরা সব এগিয়ে এলেন মদ্ররাজকে রক্ষা করতে। কিন্তু ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, অভিমন্যু এবং নকুল-সহদেব তাঁদের বাধা দিতে লাগলেন। তখন দুপক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। দশ মহারথীর এই যুদ্ধ দেখতে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের অন্য রথীগণ দর্শকের ন্যায় দাঁড়িয়ে গেলেন। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আঘাত করলেন এবং দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, দুঃসহ, বিবিংশতি এবং দুঃশাসন বহু বাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে ব্যস্ত করে তুললেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও রণকৌশল দেখিয়ে তাঁদের বহু বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। অভিমন্যু তাঁর বাণের আঘাতে সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে বিদ্ধ করলেন। নকুল ও সহদেব তাঁদের মাতুল শল্যের ওপর তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। শল্যও তাঁর ভাগিনেয়ের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, নকুল ও সহদেব বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেলেও শল্য নিজ স্থান থেকে এতটুকুও সরলেন না।

ভীমসেন দুর্যোধনকে সামনে দেখে চূড়ান্ত প্রতিশোধের জন্য গদা তুলে এগোলেন। ভীমসেনকে গদা নিয়ে এগোতে দেখে আপনার সব পুত্র ভয়ে পালিয়ে গেল। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে মগধরাজের দশহাজার গজারোহী সেনা নিয়ে ভীমসেনের ওপর আক্রমণ চালালেন। ভীমসেন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে গদা দ্বারা হাতিদের মারতে মারতে রণক্ষেত্রে ঘুরতে লাগলেন, সেইসময় ভীমের ভয়ংকর গর্জন শুনে হাতিগুলিও পালাতে লাগল। সেইসময় দ্রৌপদীর পুত্ররা, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন—পাণ্ডবপক্ষের এই সব বীররা ভীমসেনের পশ্চাতে থেকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা মগধের সেনাদের মস্তক চূর্ণ করতে লাগলেন। তাই দেখে মগধরাজ তাঁর বিশাল ঐরাবতকে অভিমন্যুর রথের দিকে এগিয়ে দিলেন। বীর অভিমন্যু একবাণেই ঐরাবতকে নিহত করে আর এক বাণে মগধরাজের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করলেন। ভীমসেনও সেই রণক্ষেত্রে একটি বার মাত্র আঘাত করেই হাতি বধ করতে লাগলেন, ক্রোধাতুর ভীমসেনের আঘাতে হাতিগুলি ভয়ে এদিক-ওদিক

পালাতে গিয়ে আপনার সেনাদেরই পদপিষ্ট করতে লাগল। সেই সময় ভীমসেনকে রণক্ষেত্রে গদা হস্তে দেখে মনে হচ্ছিল যে স্বয়ং শংকর মহাদেব রণাঙ্গনে নৃত্য করছেন।

তখন হাজার হাজার রথীসহ আপনার পুত্র নন্দক কুপিত হয়ে ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। তিনি ভীমের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন, অন্যদিকে দুর্যোধনও ভীমসেনকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। মহাবাহু ভীম তখন নিজরথে আরোহণ করে তাঁর সারথি বিশোককে বললেন—'দেখো, মহারথী ধৃতরাষ্ট্র পুত্র আমার প্রাণ নেওয়ার জন্য হাজির হয়েছে, আমি তোমার সামনেই একে বধ করব। সুতরাং তুমি সাবধানে ওর রথের সামনে আমার ঘোড়াদের নিয়ে চলো।' সারথিকে এই কথা বলে তিনি নন্দকের বুকে তিন বাণ মারলেন। দুর্যোধনও বহুবাণে ভীমকে আঘাত করলেন এবং তাঁর সারথিকে ঘায়েল করলেন। তারপর তিনটি বাণে ভীমের ধনুক কেটে ফেললেন। ভীমসেন অন্য এক দিব্য ধনুকের দ্বারা দুর্যোধনের ধনুক কেটে ফেললেন। দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ একটি ধনুক নিয়ে ভয়ংকর বাণ দিয়ে ভীমসেনের বুকে আঘাত করলেন। সেই বাণের আঘাতে ভীমসেন আহত হয়ে রথের পিছনে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

ভীমসেনকে মূর্ছিত হতে দেখে অভিমন্যু ও পাণ্ডবপক্ষের মহারথীগণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, তাঁরা দুর্যোধনের মাথা লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। এরমধ্যে ভীমসেনের চেতনা ফিরে এল। তিনি দুর্যোধনকে বাণ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর শল্যের দিকেও বাণ নিক্ষেপ করলেন। আহত হয়ে শল্য রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। তখন আপনার চোদ্দজন পুত্র সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট এবং সম ভীমকে আক্রমণ করলেন। তাঁদের চোখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। তাঁরা একসঙ্গে বহু বাণ নিক্ষেপ করে ভীমসেনকে আহত করলেন। আপনার পুত্রদের তাঁর সামনে দেখে ভীম তাঁদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যেমন করে মেষের ওপর সিংহ আক্রমণ করে। তারপর তিনি এক তীক্ষ্ণ বাণে সেনাপতির মাথা কেটে ফেললেন, তিন বাণে জলসন্ধকে ঘায়েল করলেন, সুষেণকে যমদ্বারে পাঠালেন, উগ্রের মুকুট ভূষিত মস্তক কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং সত্তর বাণে বীরবাহুকে তার ঘোড়া ও সারথিসহ ধরাশায়ী করলেন। এইভাবে তিনি ভীম, ভীমরথ এবং সুলোচন ও সব সৈন্যকে একে একে যমালয়ে পাঠালেন। ভীমসেনের প্রবল পরাক্রম দেখে আপনার বাকি পুত্ররা ভয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেলেন।

ভীষ্ম তখন সব মহারথীদের বললেন—'দেখো, ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের মহারথী পুত্রদের বধ করছে, ওকে শিগগির ধরে ফেলো, দেরি কোরো না।' ভীষ্মের নির্দেশ পেয়ে কৌরবপক্ষের সমস্ত সৈনিক ক্রোধভরে মহাবলী ভীমসেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভগদত্ত তাঁর মদোন্মত্ত হাতিতে চড়ে ভীমসেনের কাছে পৌঁছলেন। ভীমের কাছে পৌঁছেই তিনি বাণবর্ষণ করে ভীমকে ঢেকে ফেললেন। অভিমন্যু প্রমুখ বীর এসব দেখতে পারলেন না। তাঁরাও বাণবর্ষণ করে ভগদত্তের চারদিক ঢেকে দিলেন এবং তাঁর হাতিকে আহত করলেন। কিন্তু ভগদত্তের প্রেরণায় সেই হাতি মহারথীদের ওপর এমন বেগে দৌড়াল যেন কাল প্রেরিত যমরাজ। তাঁর সেই ভয়ংকর রূপ দেখে সব মহারথীর সাহস দমে গেল। সেইসময় ভগদত্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ভীমসেনের বুকে এক বাণ মারলেন। তাতে আহত হয়ে ভীমসেন হতচেতন হয়ে নিজের ধ্বজার দণ্ড ধরে বসে পড়লেন। তাই দেখে মহাপ্রতাপশালী ভগদত্ত অত্যন্ত জোরে সিংহনাদ করে উঠলেন।

ভীমসেনের অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। তারপর তিনি এমন মায়াজাল বিস্তার করলেন, যা দেখে আবাল-বৃদ্ধ ভীত কম্পিত হল। সে ভীষণ রূপ ধারণ করে মায়াদ্বারা রচিত ঐরাবতে চড়ে প্রকটিত হল। সে ভগদত্তকে হাতিসহ বধ করার প্রয়াসে তার দিকে নিজের হাতিকে ছেড়ে দিল। সেই চতুর্দন্ত গজরাজ ভগদত্তের হাতিকে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগল, তাতে সেই হাতি অত্যন্ত কাতর হয়ে বজ্রপাতের

ন্যায় অত্যন্ত জোরে চীৎকার করে উঠল। সেই ভয়ংকর আওয়াজ শুনে ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ রাজা দুর্যোধনকে বললেন—'মহা ধনুর্ধর রাজা ভগদত্ত হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভীষণ বিপত্তিতে পড়েছেন। তাই পাণ্ডবদের হর্ষধ্বনি ও ভীত হাতির গর্জন শোনা যাচ্ছে। চলো, আমরা সকলে তাকে রক্ষা করি। শীঘ্র না গেলে তিনি এক্ষুণি মারা যাবেন। দেখো, ওখানে ভীষণ রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং বীরগণ শীঘ্র চলো, দেরি কোরো না।'

ভীষ্মের কথা শুনে সব বীররা একত্রে ভীষ্ম ও দ্রোণের নেতৃত্বে ভগদত্তের রক্ষার্থে চললেন। সেই সেনাদের দেখে প্রতাপশালী ঘটোৎকচ বজ্রের মতো গম্ভীর গর্জন করে উঠল। তার গর্জন শুনে ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে বললেন—'এই সময় আমার ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত হবে না ; কারণ এ অত্যন্ত বীর্যসম্পন্ন এবং অন্য বীররাও একে সহায়তা করছে। বজ্রধর ইন্দ্রও একে এখন পরাজিত করতে পারবে না। সুতরাং এখন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না ; আজ এখানেই যুদ্ধ সমাপ্তির ঘোষণা করা হোক। কাল আবার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ হবে।'

কৌরবরা ঘটোৎকচের ভয়ে ভীত ছিলেন। তাই ভীষ্মের কথায় আলোচনা করে তাঁরা যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা করলেন। সন্ধ্যা সমাগত ছিল। কৌরবরা পাণ্ডবদের কাছে পরাজিত

হওয়ায় লজ্জিত হয়ে শিবিরে ফিরলেন। পাণ্ডবরা ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে অগ্রগামী করে প্রসন্ন চিত্তে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সিংহনাদ করে শিবিরে এলেন ; অন্যদিকে ভাইদের মৃত্যু হওয়ায় রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত চিন্তিত ও শোকাকুল ছিলেন।

—o—

## সঞ্জয় কর্তৃক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের মুখ নিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! পাণ্ডবদের পরাক্রমের কথা শুনে আমার অত্যন্ত ভয় ও বিস্ময় বোধ হচ্ছে। সব দিকেই আমার পুত্রদের পরাজয় হচ্ছে—শুনে আমার অত্যন্ত চিন্তা হচ্ছে যে আমরা কী করে জয়লাভ করব ? বিদুরের কথা অবশ্যই আমার হৃদয় দগ্ধ করবে। ভীম অবশ্যই আমার পুত্রদের বধ করবে। এমন কোনো বীর আমি দেখছি না, যে যুদ্ধক্ষেত্রে ওদের পরাজিত করবে। সূত ! ঠিক করে বলো, পাণ্ডবরা এত শক্তি কোথায় পেল ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! আপনি সবিস্তারে শুনুন এবং শুনে স্থির করুন। এখন যা কিছু হচ্ছে, তা কোনো মন্ত্র বা মায়ার প্রভাবে নয়। আসলে মহাবলী পাণ্ডবরা সর্বদা ধর্মে তৎপর থাকেন এবং যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয় হয়ে থাকে। আপনার পুত্ররা দুষ্টচিত্ত, পাপপরায়ণ, নিষ্ঠুর এবং কুকর্মা ; তাই তাঁরা যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছেন। তাঁরা নীচ ব্যক্তির ন্যায় পাণ্ডবদের সঙ্গে অনেক ক্রূরকর্ম করেছেন। এবার তাঁদের সেই পাপকর্মের ভয়ংকর কুফল ভোগের সময় হয়েছে। সুতরাং পুত্রদের সঙ্গে আপনিও তার ফল ভোগ করুন। আপনার সুহৃদ বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আমি আপনাকে বারংবার বাধা প্রদান করেছি, কিন্তু আপনি আমাদের কথা শোনেননি। মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন ঔষধ ও পথ্য কার্যকারী হয় না, তেমনই আপনারও মঙ্গলের কথা ভালো লাগেনি। এখন আপনি যে পাণ্ডবদের বিজয়ের কারণ জানতে চাইছেন, এ বিষয়ে আমি যা জানি তা আপনাকে জানাচ্ছি। সেদিন ভাইদের যুদ্ধে পরাজিত হতে

দেখে দুর্যোধন রাত্রে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন— পিতামহ ! আমি মনে করি আপনি, দ্রোণাচার্য, শল্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ এবং ভগদত্ত প্রমুখ মহারথী ত্রিলোকের সঙ্গে সংগ্রামে সক্ষম। কিন্তু আপনারা সকলে মিলেও পাণ্ডবদের পরাক্রমের সামনে দাঁড়াতে পারছেন না। তাই দেখে আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কৃপা করে বলুন, পাণ্ডবদের মধ্যে এমন কী শক্তি আছে যাতে ওরা আমাদের মাঝে মাঝেই হারিয়ে দিচ্ছে ?

ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! উদারধর্মী পাণ্ডবদের অবধ্যতার কারণ তোমাকে জানাচ্ছি, শোনো। ত্রিলোকে এমন কোনো পুরুষ কখনো হয়নি, হবেও না যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত পাণ্ডবদের পরাস্ত করতে সক্ষম। এই ব্যাপারে পবিত্র মুনিরা আমাকে এক ইতিহাস বলেছিলেন, আমি তোমাকে তা শোনাচ্ছি। পূর্বকালে গন্ধমাদন পর্বতে সমস্ত দেবতা ও মুনিগণ পিতামহ ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় সকলের মধ্যে উপবিষ্ট ব্রহ্মা আকাশে এক তেজোময় বিমান দেখতে পেলেন। তখন তিনি ধ্যানে সব রহস্য জেনে প্রসন্ন চিত্তে পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মাকে দণ্ডায়মান হতে দেখে সব দেবতা এবং ঋষিও হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে লাগলেন। জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করে স্তুতি করতে লাগলেন—'প্রভু ! আপনি সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করে আছেন, আপনিই বিশ্বস্বরূপ এবং বিশ্বের প্রভু। বিশ্বের সর্বত্র আপনার অস্তিত্ব আছে। এই বিশ্ব আপনারই রচিত, সকলকেই আপনি আপনার বশে রাখেন। তাই আপনাকে বিশ্বেশ্বর ও বাসুদেব বলা হয়। আপনি যোগস্বরূপ দেবতা, আমি আপনার শরণাগত। বিশ্বরূপ মহাদেব ! আপনায় জয় হোক ; লোকহিতে ব্যাপৃত মহাদেব ! আপনার জয় হোক। সর্বত্র ব্যাপ্ত পরমেশ্বর ! আপনায় জয় হোক। হে যোগের আদি ও অন্ত ! আপনার জয় হোক। আপনার নাভি থেকে লোককমল উৎপন্ন হয়েছে, বিশাল আপনার নেত্র, আপনি লোকেশ্বরেরও ঈশ্বর ; আপনার জয় হোক। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রভু, আপনার জয় হোক। আপনার সৌম্যস্বরূপ, আমি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আপনার পুত্র। আপনি অসংখ্য গুণের আধার এবং সকলকে আশ্রয় প্রদান করেন, আপনার জয় হোক। শার্ঙ্গ-ধনুক ধারণকারী নারায়ণ ! আপনার মহিমার অন্ত পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, আপনার জয় হোক। আপনি সমস্ত কল্যাণময় গুণসম্পন্ন, বিশ্বমূর্তি ও নিরাময় ; আপনার জয় হোক। জগতের অভীষ্ট সাধনকারী মহাবাহু বিশ্বেশ্বর ! আপনার জয় হোক। আপনি মহান শেষ নাগ এবং মহাবরাহরূপ ধারণকারী, সকলের আদি কারণ, কিরণই আপনার কেশ। প্রভু ! আপনার জয় হোক, জয় হোক। আপনি আলোকের ধাম, দিকসমূহের প্রভু, বিশ্বের আধার, অপ্রমেয় এবং অবিনাশী। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সবই আপনার স্বরূপ, অসীম অনন্ত আপনার নিবাসস্থান। আপনি ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা, আপনার সকল কর্মই শুভ। আপনার সীমা নেই, আপনি স্বভাবত গম্ভীর এবং ভক্তদের কামনা পূরণকারী ; আপনার জয় হোক। ব্রহ্মণ ! আপনি অনন্ত বোধস্বরূপ, নিত্য এবং সমস্ত প্রাণীর উৎস। কোনো কিছুই আপনার অজানা নেই। আপনার বুদ্ধি পবিত্র, ধর্মজ্ঞাতা এবং বিজয় প্রদাতা। পূর্ণযোগস্বরূপ পরমাত্মন্ ! আপনার স্বরূপ গূঢ় হলেও স্পষ্ট। আজ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে এবং যা হচ্ছে সবই আপনার রূপ। আপনি সমস্ত প্রাণীর আদি কারণ এবং লোকতত্ত্বের প্রভু। ভূত ভাবন ! আপনার জয় হোক। আপনি স্বয়ম্ভু, আপনার সৌভাগ্য মহান। আপনি এই কল্পের সংহারকারী এবং বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম। ধ্যান করলেই অন্তঃকরণে আপনি আবির্ভূত হন, আপনি জীবমাত্রেরই প্রিয়তম পরব্রহ্ম ; আপনার জয় হোক। আপনি স্বভাবত জগৎ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত থাকেন, আপনি সমস্ত কামনার প্রভু পরমেশ্বর। অমৃতের উৎপত্তি স্থান, সৎস্বরূপ, মুক্তাত্মা এবং বিজয় প্রদানকারী, আপনিই। আপনি প্রজাপতিদের পতি, পদ্মনাভ এবং মহাবলী। আত্মা এবং মহাভূতও আপনিই। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর ! আপনার জয় হোক। পৃথিবী দেবী আপনার চরণ, দশদিক আপনার বাহু, দ্যুলোক মস্তক। অহংকার আপনার মূর্তি, দেবতা শরীর এবং চন্দ্র ও সূর্য নেত্র। তপ এবং সত্য আপনার বল, ধর্ম ও কর্ম আপনার স্বরূপ। অগ্নি আপনার তেজ, বায়ু নিঃশ্বাস এবং জল হল ঘর্ম। অশ্বিনীকুমার আপনার কান, সরস্বতী দেবী আপনার জিহ্বা। বেদ আপনার সংস্কার নিষ্ঠা। এই জগৎ আপনার আধারেই অবস্থিত। যোগ-যোগীশ্বর। আমি আপনার সংখ্যাও জানি না, পরিমাণও নয়। আপনার তেজ, পরাক্রম ও বল সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। দেব, আমি শুধু আপনার ভজনাতেই ব্যস্ত থাকি। আপনার নিয়ম পালন করে আপনার শরণাগত হয়ে থাকি। হে বিষ্ণু !

সর্বদা পরমেশ্বর এবং মহেশ্বরকে পূজা করাই আমার কাজ। আপনার কৃপাতেই আমি পৃথিবীতে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী এবং কীট-পতঙ্গাদি সৃষ্টি করেছি। পদ্মনাভ ! বিশাললোচন ! দুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি সমস্ত প্রাণীর আশ্রয়, আপনিই জগতের গুরু। আপনার কৃপাদৃষ্টি হলেই সব দেবতা সর্বদা সুখী

থাকেন। দেব ! আপনার কৃপাতেই পৃথিবী নির্ভয়ে থাকে, তাই হে বিশাললোচন ! আপনি পুনরায় যদুবংশে অবতাররূপে এসে তাঁদের কীর্তি বৃদ্ধি করুন। হে প্রভু ! ধর্ম স্থাপন, দৈত্যবধ ও জগৎ রক্ষার জন্য আমার প্রার্থনা স্বীকার করুন। হে ভগবান বাসুদেব ! আপনার যে পরম গুহ্য স্বরূপ, আপনার কৃপাতেই আমরা তার কীর্তন করেছি।'

তখন দিব্যরূপ শ্রীভগবান অত্যন্ত মধুর ও গম্ভীর স্বরে বললেন—'বৎস ! আমি যোগ বলে তোমার ইচ্ছা জেনেছি ; তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।' এই কথা বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিরা এই দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। তাঁরা কৌতূহলবশত ব্রহ্মার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! আপনি যাঁকে এত সুন্দর বাক্যে স্তুতি করলেন, তিনি কে ? আমরা তাঁর সম্বন্ধে জানতে চাই।' ভগবান ব্রহ্মা তখন মধুর স্বরে বললেন—'ইনি স্বয়ং পরব্রহ্ম, সমস্ত প্রাণীর আত্মা এবং পরমপদস্বরূপ। আমি জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলেছি আপনি যে দৈত্য-দানব-রাক্ষসদের বধ করেছিলেন, তারা এখন মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করেছে ; সুতরাং আপনি তাদের বিনাশের জন্য ধরণীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করুন।' তাই তিনি নর-নারায়ণ এই দুই রূপে মনুষ্য লোকে জন্ম নেবেন। মূঢ় মানুষ তাঁকে চিনতে পারবে না। ইনিই হলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেব এবং সমস্ত লোকের অধীশ্বর। তাঁকে মানুষ ভেবে, তাঁর অপমান করা উচিত নয়। তিনিই পরমগুহ্য, তিনিই পরমপদ, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই পরম যশ, অক্ষর, অব্যক্ত এবং সনাতন তেজ। তিনিই পরম পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ। তিনিই পরম সুখ ও পরম সত্য। অতএব নিজ সুহৃদদের অভয়প্রদানকারী এই কিরীট-কৌস্তভধারী শ্রীহরিকে যিনি অসম্মান করবেন, তিনি ভয়ানক বিপদে পতিত হবেন।

ভীষ্ম বললেন—'দেবতা ও ঋষিদের এই কথা বলে ব্রহ্মা তাঁদের বিদায় জানালেন এবং নিজলোকে চলে গেলেন। একবার কয়েকজন পবিত্রাত্মা মুনি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন ; তাঁদের কাছ থেকেই আমি এই প্রাচীন প্রসঙ্গ শুনেছিলাম। এই কথা আমি জামদগ্নি-নন্দন পরশুরাম, মতিমান মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং শ্রীনারদের কাছেও শুনেছি। এইসব জেনেও শ্রীকৃষ্ণ কেন আমাদের কাছে পূজনীয় এবং বন্দনীয় হবেন না ! আমাদের অবশ্যই তাঁকে পূজা করা উচিত। আমি এবং অনেক বেদবেত্তা মুনি তোমাকে বারংবার শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বারণ করেছিলাম ; কিন্তু মোহবশত তুমি তাতে কর্ণপাত করোনি। আমি তোমাকে কোনো ক্রূরকর্মা রাক্ষস বলেই মনে করি ; কারণ তুমি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে হিংসা করো। সাক্ষাৎ নর ও নারায়ণকে কোনো মানুষ কি হিংসা করতে পারে ? আমি তোমাকে সত্য বলছি—ইনি সনাতন, অবিনাশী, সর্বলোকময়, নিত্য, জগদীশ্বর, জগদ্ধর্তা এবং অবিকারী। ইনিই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, ইনিই জয় এবং ইনিই জয়ী হবেন। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম, যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের রক্ষা করেন, তাই জয় তাদেরই হবে।'

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন—পিতামহ ! এই বাসুদেব পুত্রকে সমগ্র লোকে মহান বলা হয়। আমি এঁর উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে জানতে চাই।

ভীষ্ম বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ! বাসুদেবনন্দন নিঃসন্দেহে মহান। ইনি সকল দেবতারও দেবতা। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের থেকে বড় আর কেউ নেই। শ্রীমার্কণ্ডেয় এঁর বিষয়ে বড় অদ্ভুত কথা বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতময় এবং পুরুষোত্তম। স্বর্গের প্রারম্ভে ইনি সমস্ত দেবতা এবং ঋষিদের রচনা করেন এবং তিনি সবকিছুর উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। তিনি স্বয়ং ধর্মস্বরূপ ও ধর্মজ্ঞ, বরদায়ক, সমস্ত কামনাপূরণকারী। তিনিই কর্তা, কার্য, আদিদেব এবং স্বয়ংপ্রভু। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এঁরই কল্পনা এবং ইনিই সন্ধ্যা, দিক, আকাশ এবং নিয়মের স্রষ্টা। এই অবিনাশী প্রভু সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকারী। এই পরম তেজস্বী প্রভুকে শুধুমাত্র ধ্যানযোগেই জানা সম্ভব। এই শ্রীহরিই বরাহ, নৃসিংহ এবং ভগবান ত্রিবিক্রম। ইনি সমস্ত প্রাণীর মাতা-পিতা। এই শ্রীকমলনয়ন ভগবানের অধিক অন্য কোনো তত্ত্ব কখনো ছিল না এবং হবেও না। ইনি তাঁর শ্রীবদন থেকে ব্রাহ্মণদের, হস্ত থেকে ক্ষত্রিয়দের, জঙ্ঘা থেকে বৈশ্যদের এবং পদতল থেকে শূদ্রদের উৎপন্ন করেছেন। তিনিই সমস্ত প্রাণীর আশ্রয়। যে ব্যক্তি পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন এঁকে পূজা করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। তিনি পরম তেজঃস্বরূপ এবং সমস্ত লোকের পরম পিতা। মুনিরা তাঁকে হৃষীকেশ বলেন। তিনিই সকলের সত্যকার আচার্য, পিতা এবং গুরু। ইনি যাঁর ওপর প্রসন্ন হন, তিনি সমস্ত অক্ষয়লোক জয় করেন। যে ব্যক্তি ভীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেন এবং সর্বদা তাঁর স্তুতিপাঠ করেন, তিনি কুশলে থাকেন এবং সুখ লাভ করেন। তিনি কখনো মোহগ্রস্ত হন না। তাঁকে সম্পূর্ণ জগতের প্রকৃত প্রভু ও যোগেশ্বর জেনেই রাজা যুধিষ্ঠির এঁর শরণ নিয়েছেন।

রাজন্! পূর্বকালে ব্রহ্মর্ষি এবং দেবতারা এঁর যে ব্রহ্মময় স্তোত্র বলেছেন, আমি তা তোমাকে শোনাচ্ছি ; নারদ বলেছেন—আপনি সাধ্যগণ ও দেবতাদেরও দেবাদিদেব এবং সমস্ত জগতের পালনকারী, তাদের অন্তঃকরণের সাক্ষী। মার্কণ্ডেয় বলেছেন—আপনিই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এবং যজ্ঞাদির যজ্ঞ ও তপের তপ। ভৃগু বলেছেন—আপনি দেবতাদের দেবতা এবং ভগবান বিষ্ণুর যে প্রাচীন পরমরূপ, তাও আপনি। মহর্ষি দ্বৈপায়নের ভাষায়—আপনি বসুদের মধ্যে বাসুদেব, ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদানকারী এবং দেবতাদের পরমদেব। অঙ্গিরা বলেন—আপনি প্রথমে প্রজাপতিসর্গে দক্ষ ছিলেন এবং আপনিই সমগ্র লোক সৃষ্টিকারী। দেবলমুনি বলেন—অব্যক্ত আপনার শরীর থেকে হয়েছে, ব্যক্ত আপনার মনে স্থিত এবং সমস্ত দেবতাও আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। অসিত মুনির বক্তব্য—আপনার মস্তক দ্বারা স্বর্গলোক পরিব্যাপ্ত এবং বাহু হতে পৃথিবী, উদরে ত্রিলোক স্থিত। আপনি সনাতন পুরুষ। তপঃশুদ্ধ মহাত্মারা আপনাকে এমনই মনে করেন এবং আত্মতৃপ্ত ঋষিদের দৃষ্টিতেও আপনি সর্বোৎকৃষ্ট সত্য। মধুসূদন! যিনি সমস্ত ধর্মে অগ্রগণ্য এবং সংগ্রামে পশ্চাদপসরণ করেন না, সেই উদার হৃদয় রাজর্ষিদের আপনিই পরমাশ্রয়। যোগবেত্তাদের শ্রেষ্ঠ সনৎকুমারগণও এইভাবে শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের সর্বদা পূজা এবং স্তব করেন। রাজন্! আমি তোমাকে সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানালাম, এবার তুমি প্রসন্নচিত্তে তাঁর ভজনা করো।'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! ভীষ্মের মুখে এই পবিত্র আখ্যান শুনে আপনার পুত্রের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের প্রতি অত্যন্ত সম্মানবোধ জন্মাল। পিতামহ তাঁদের বললেন— 'রাজন্! তোমরা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শুনেছ এবং নররূপ অর্জুনের স্বরূপও জেনেছ। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ যে এই নর-নারায়ণ ঋষি কী উদ্দেশ্যে অবতার গ্রহণ করেছেন। এঁরা যুদ্ধে অজেয় এবং অবধ্য আর পাণ্ডবরাও যুদ্ধে কারো দ্বারা বধ্য নয় ; কারণ এঁদের ওপর শ্রীকৃষ্ণেরও সুদৃঢ় অনুরাগ আছে।

তাই আমি বলি তোমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও। তাহলে তোমরা আনন্দে নিজ ভাইদের সঙ্গে রাজ্য ভোগ করবে। এই নর-নারায়ণকে অবজ্ঞা করলে তোমরা জীবিত থাকতে পারবে না।'

রাজন্ ! এই কথা বলে আপনার পিতৃব্য মৌন হলেন এবং দুর্যোধনকে বিদায় দিয়ে শয্যায় বিশ্রামের জন্য শায়িত হলেন। দুর্যোধন তাঁকে প্রণাম করে নিজ শিবিরে ফিরে এসে শুভ্র শয্যায় শয়ন করলেন।

## ভীমসেন, অভিমন্যু এবং সাত্যকির শৌর্য এবং ভূরিশ্রবা কর্তৃক সাত্যকির দশ পুত্র বধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! রাত্রি প্রভাত হলে যখন সূর্যোদয় হল তখন দুপক্ষের সেনা যুদ্ধের জন্য সম্মুখীন হল। পাণ্ডব এবং কৌরব উভয় পক্ষই তাঁদের সেনাদের ব্যূহরচনা করে পরস্পর আক্রমণ শুরু করে দিল। ভীষ্ম মকরব্যূহ রচনা করলেন এবং সব দিক থেকে তা নিজেই রক্ষা করতে লাগলেন। পরে এক বিশাল সেনা নিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁর সৈন্যদলের রথী, পদাতিক, গজারোহী এবং অশ্বারোহী নিজ নিজ স্থানে থেকে এক অপরের সাহায্যের জন্য চলতে লাগল। পাণ্ডবগণ তাঁকে এইভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে শ্যেন ব্যূহের মতো ব্যূহ নির্মাণ করলেন। তার চঞ্চুস্থানে ভীমসেন, নেত্রের স্থানে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডী, মস্তক স্থানে সাত্যকি, গলদেশে অর্জুন, বামপক্ষে অক্ষৌহিণী সেনাসহ দ্রুপদ, দক্ষিণপক্ষে অক্ষৌহিণী নায়ক কেকয়রাজ ও পৃষ্ঠভাগে দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, অভিমন্যু, রাজা যুধিষ্ঠির এবং নকুল-সহদেব দণ্ডায়মান ছিলেন। ভীমসেন তখন মুখ্যস্থান থেকে মকরব্যূহতে ঢুকে ভীষ্মের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভীষ্মও ভয়ানক বাণবর্ষণ করে পাণ্ডবদের ব্যূহবদ্ধ সেনাদের বিভ্রান্ত করতে লাগলেন। অর্জুন নিজ সেনাদের হতবুদ্ধি হতে দেখে শীঘ্রই সম্মুখভাগে এলেন এবং হাজার হাজার বাণবর্ষণ করে ভীষ্মকে আঘাত করতে লাগলেন। তিনি ভীষ্মকে বাণের দ্বারা প্রতিহত করে প্রসন্ন হয়ে সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এলেন।

রাজা দুর্যোধন তখন তাঁর ভাইদের সংহারের কথা স্মরণ করে আচার্য দ্রোণকে বললেন—'আচার্য ! আপনি সর্বদাই আমার হিত কামনা করেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমিও আপনার এবং পিতামহ ভীষ্মের ভরসায় দেবতাদেরও যুদ্ধে আহ্বান করার সাহস রাখি, তবে এই হীনপরাক্রমী পাণ্ডবদের আর কী কথা ? সুতরাং আপনি এমন যুদ্ধ করুন যাতে এই পাণ্ডবরা শীঘ্র বধ হয়।' দুর্যোধনের কথায় আচার্য দ্রোণ সাত্যকির সামনেই পাণ্ডবদের ব্যূহ ভেদ করতে লাগলেন। তখন সাত্যকি তাঁকে বাধাপ্রদান করলে দুজনের মধ্যে ভয়ংকর সংগ্রাম শুরু হল। আচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। ভীমসেন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকিকে রক্ষা করার জন্য আচার্যের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন দ্রোণ, ভীষ্ম এবং শল্য বাণের দ্বারা ভীমকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। তাই দেখে অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সকলের ওপর হাজার হাজার বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

দিন যত বাড়তে লাগল যুদ্ধ তত ভীষণরূপ ধারণ করল। কৌরব ও পাণ্ডব দুপক্ষের বহু বড় বড় বীর এগিয়ে এলেন, যুদ্ধের গগনভেদী শব্দ চারিদিক সন্ত্রস্ত করে তুলল। অর্জুন তাঁর ভাইদের এবং অন্য রাজাদের ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রিত দেখে তাঁদের রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং গাণ্ডীব ধনুকের শব্দ শুনে এবং বানর ধ্বজা দেখে আমাদের পক্ষের সেনাদের সাহস চলে গেল। অর্জুন যখন তাঁর ভয়ানক অস্ত্র নিয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন, তখন আমাদের সৈন্যদের পূর্ব-পশ্চিম জ্ঞান ছিল না। আপনার পুত্রদের সঙ্গে তারাও ভীত হয়ে ভীষ্মের আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকল। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রথী রথ থেকে, ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে, এমনকি পদাতিক সৈন্যও মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

ভীষ্ম নানা অস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধাদের বিশাল বাহিনী নিয়ে অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। এইভাবে অবন্তী নরেশ কাশীরাজের সঙ্গে, ভীমসেন জয়দ্রথের সঙ্গে, যুধিষ্ঠির শল্যের সঙ্গে, বিকর্ণ সহদেবের সঙ্গে, চিত্রসেন শিখণ্ডীর সঙ্গে, মৎস্যরাজ বিরাট রাজার সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গীরা দুর্যোধন ও শকুনির সঙ্গে, দ্রুপদ, চেকিতান এবং সাত্যকি আচার্য দ্রোণ এবং অশ্বত্থামার সঙ্গে এবং কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে যুদ্ধ হতে হতে মধ্যাহ্ন হয়ে এল। সূর্যতাপে চারদিক জ্বলতে লাগল। ভীষ্ম সব সেনাদের দিয়ে ভীমসেনের অগ্রগমন প্রতিহত করলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে ভীমকে আঘাত করলেন। মহাবলী ভীম তাঁর ওপর এক অত্যন্ত বেগবান শক্তি নিক্ষেপ করলেন, ভীষ্ম নিজের বাণ দিয়ে সেটি দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং আর এক বাণে ভীমের ধনুক দু টুকরো করে দিলেন। সাত্যকি তখন সবেগে সেখানে এসে ভীষ্মের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম তখন এক ভীষণ বাণ দিয়ে সাত্যকির সারথিকে রথ থেকে ফেলে দিলেন। সারথি মারা যাওয়ায় ঘোড়াগুলি এদিক-ওদিক পালাতে লাগল, তার জন্য সেনাদের মধ্যে অত্যন্ত কোলাহল শুরু হয়ে গেল।

ভীষ্ম এবার পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডবপক্ষের বীররা আপনার সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মহারথী বিরাট ভীষ্মের ওপর তিন বাণ ছুঁড়ে তিনটি ঘোড়াকে আঘাত করলেন। তখন ভীষ্ম দশ বাণে বিরাটকে বিদ্ধ করলেন। অশ্বত্থামা ছয় বাণে অর্জুনকে আঘাত করলে অর্জুন অশ্বত্থামার ধনুক কেটে ফেললেন। অশ্বত্থামা তখন অন্য ধনুক তুলে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করলেন। অর্জুন অত্যন্ত ভয়ংকর বাণ তুলে সবেগে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করলেন। সেই বাণ অশ্বত্থামার বর্ম ভেদ করে তাঁর রক্তক্ষরণ করতে লাগল। আহত হলেও অশ্বত্থামার মধ্যে তার জন্য কোনো বিকার দেখা গেল না। তিনি ভীষ্মের রক্ষার জন্য পূর্ববৎ স্থির থাকলেন।

দুর্যোধন এর মধ্যে দশ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করলেন, ভীমসেনও তীক্ষ্ণবাণে কুরুরাজের বুক বিদ্ধ করলেন। অভিমন্যু দশ বাণে চিত্রসেনকে এবং সাতবাণে পুরুমিত্রকে আঘাত করলেন, সত্যব্রত ভীষ্মকে সত্তর বাণে ঘায়েল করে রণাঙ্গনে নৃত্য করতে লাগলেন। তাই দেখে চিত্রসেন দশবাণে, পুরুমিত্র সাত বাণে, ভীষ্ম নয় বাণে তাঁকে আঘাত করলেন। বীর অভিমন্যু আহত অবস্থাতেও চিত্রসেনের ধনুক দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন এবং তাঁর বর্মভেদ করে বুকে বাণবিদ্ধ করলেন। অভিমন্যুর পরাক্রম দেখে আপনার পৌত্র লক্ষণ তাঁর কাছে এসে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। সুভদ্রানন্দন তখন তাঁর চার ঘোড়া এবং সারথিকে বধ করে নিজ তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁকে আক্রমণ করলেন। লক্ষণ ক্রোধান্বিত হয়ে অভিমন্যুর রথে এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। শক্তিকে আসতে দেখে অভিমন্যু তাকে তীক্ষ্ণ বাণে টুকরো টুকরো করে দিলেন। কৃপাচার্য তখন লক্ষ্মণকে নিজ রথে বসিয়ে রণক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে চলে গেলেন।

সংগ্রাম ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠল এবং আপনার পুত্র এবং পাণ্ডবরা জীবন বিপন্ন করে একে অপরকে আঘাত করতে লাগলেন। মহাবলী ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দিব্য অস্ত্রের দ্বারা পাণ্ডবসেনা বধ করতে লাগলেন। অন্যদিকে সাত্যকি রণোন্মত্ত হয়ে শত্রুদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁকে এগোতে দেখে দুর্যোধন তাঁকে প্রতিহত করতে দশ হাজার রথ পাঠালেন। সত্যপরাক্রমী সাত্যকি সেই সমস্ত ধনুর্ধর বীরদের দিব্য অস্ত্রের দ্বারা বধ করলেন। সেই অসাধারণ পরাক্রমের পর সাত্যকি ধনুক হাতে ভূরিশ্রবার সামনে এলেন। ভূরিশ্রবা যখন দেখলেন সাত্যকি তাঁদের সেনাদের বধ করছেন, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নিজ ধনুক হাতে তৎক্ষণাৎ বজ্রের ন্যায় কঠিন বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই বাণ ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যু। সাত্যকির সঙ্গের যোদ্ধারা সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। সাত্যকির দশ মহারথী পুত্ররা ভূরিশ্রবার এই পরাক্রম দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর সামনে এসে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁদের নিক্ষিপ্ত বাণ যমদণ্ড এবং বজ্রের ন্যায় ভয়ংকর ছিল। কিন্তু মহারথী ভূরিশ্রবা তাতে এতটুকুও ভয় পেলেন না। বাণ তাঁর কাছে আসার আগেই তিনি সেগুলি প্রতিহত করে ফেলতে

লাগলেন। আমরা তার এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখলাম যে এই সংগ্রামে সে একাই নির্ভয়ে দশ মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। সেই দশ মহারথী বাণবৃষ্টি করতে করতে তাঁকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল এবং তাঁকে বধ করার চেষ্টা করতে লাগল। ভূরিশ্রবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ধনুকগুলি কেটে ফেললেন। ধনুক কেটে ফেলার পর তিনি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁদের মস্তক কেটে ফেললেন।

সাত্যকি তাঁর মহাবলী পুত্রদের মৃত্যু দেখে গর্জন করে এসে ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন। দুই মহাবলী একে অন্যের রথের ওপর আঘাত করতে লাগলেন। উভয়েই উভয়ের রথের ঘোড়াগুলি মেরে ফেললেন এবং লাফিয়ে সামনে এসে হাতে তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধের জন্য দাঁড়ালেন। ভীমসেন এসে সাত্যকিকে নিজের রথে তুলে নিলেন, দুর্যোধনও এসে ভূরিশ্রবাকে রথে বসালেন।

এদিকে যখন এই যুদ্ধ চলছে, অন্য দিকে পাণ্ডবরা ক্রুদ্ধ হয়ে মহারথী ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। সন্ধ্যা হতে হতে অর্জুন পঁচিশ হাজার মহারথীকে হত্যা করলেন। এইসব মহারথী দুর্যোধনের নির্দেশে পার্থকে বধ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু অগ্নিতে গেলে যেমন পতঙ্গ জ্বলে মরে, সেইভাবে তাঁরা অর্জুনের কাছে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।

সূর্য অস্তোন্মুখ হল, সমস্ত সেনা, ভীষ্মের রথের ঘোড়াগুলিও পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ভীষ্ম যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। সেনারা সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেল। সৃঞ্জয়ের সঙ্গে পাণ্ডব ও কৌরবও নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করলেন।

—— ০ ——
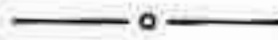
## মকর ও ক্রৌঞ্চ-ব্যূহ নির্মাণ, ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—রাজন্! রাত্রি প্রভাত হলে, কৌরব ও পাণ্ডবদের বিশ্রাম শেষ হলে পুনরায় সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—'মহাবাহো! আজ তুমি শত্রুদের নাশ করার জন্য মকরব্যূহ রচনা করো।' তাঁর আদেশ পেয়ে মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত রথীদের ব্যূহের আকারে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন। রাজা দ্রুপদ ও অর্জুন ব্যূহের মস্তকের কাছে থাকলেন। নকুল-সহদেব দুটি নেত্রস্থানে থাকলেন। মহাবলী ভীম থাকলেন মুখের জায়গায়। অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ঘটোৎকচ, সাত্যকি এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—এঁরা ব্যূহের কণ্ঠভাগে অবস্থিত হলেন। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেনাপতি বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন থাকলেন তার পৃষ্ঠভাগে। কেকয়দেশের পাঁচ রাজকুমার ব্যূহের বামভাগে ও ধৃষ্টকেতু, চেকিতান দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত হয়ে ব্যূহ রক্ষা করছিলেন। কুন্তিভোজ ও শতানীক পায়ের স্থানে ছিলেন। সোমকের সঙ্গে শিখণ্ডী এবং ইরাবান সেই মকরের পুচ্ছভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন। এইভাবে ব্যূহ রচনা করে পাণ্ডবরা সূর্যোদয়ের পর বর্ম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং হাতি, ঘোড়া, রথ এবং পদাতিক যোদ্ধাসহ কৌরবদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজন্! পাণ্ডব সেনাদের ব্যূহ দেখে ভীষ্ম তার প্রতিরোধের জন্য বিশাল এক ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্মাণ করলেন। তার চঞ্চুস্থানে মহান ধনুর্ধর দ্রোণাচার্য সুশোভিত ছিলেন। অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য তার নেত্রস্থানে। কম্বোজ ও বাহ্লীকদের সঙ্গে কৃতবর্মা শিরোভাগে অবস্থান করছিলেন। শূরসেন এবং আরও অনেক রাজাদের সঙ্গে দুর্যোধন ছিলেন কণ্ঠস্থানে। মদ্র, সৌবীর এবং কেকয়দের সঙ্গে প্রাগ জ্যোতিষপুরের রাজা বক্ষস্থলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিজ সৈন্য নিয়ে সুশর্মা ব্যূহের বামভাগে এবং তুষার, যবন ও শকদেশীয় যোদ্ধাদের দক্ষিণভাগে রাখা হয়েছিল। শ্রুতায়ু, শতায়ু এবং ভূরিশ্রবা—তাঁরা এই ব্যূহের জঙ্ঘাস্থানে ছিলেন।

এইভাবে ব্যূহ নির্মাণ হয়ে গেলে সূর্যোদয়ের পরে দুপক্ষের সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। কুন্তীনন্দন

ভীমসেন দ্রোণাচার্যের সেনার ওপর আক্রমণ করলেন। দ্রোণাচার্য তাঁকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে নয়টি লৌহবাণে ভীমের মর্মস্থলে আঘাত করলেন। তাঁর এই কঠোর আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ভীমসেন আচার্যের সারথিকে যমালয়ে পাঠালেন। সারথির মৃত্যু হলে দ্রোণাচার্য নিজেই ঘোড়ার রশি ধরলেন এবং আগুন যেমন সব পুড়িয়ে দেয়, তেমন করে পাণ্ডব সেনা ধ্বংস করতে লাগলেন। অন্যদিক থেকে ভীষ্মও সেনা বধ করতে লাগলেন। তাঁদের দুজনের আঘাতে সৃঞ্জয় এবং কেকয়বীর পালিয়ে গেলেন। ভীমসেন, অর্জুনও কৌরব সৈন্য সংহার করতে আরম্ভ করলেন, তাঁদের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কৌরব সেনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। দুই দলের ব্যূহ ভেঙে গেল এবং উভয় পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পর মিলে মিশে গেল।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! আমাদের সৈন্যের অনেক গুণ, বহু প্রকারের যোদ্ধা আছে এবং শাস্ত্ররীতি মেনে তারা ব্যূহ নির্মাণ করেছে। আমাদের সৈনিক প্রসন্ন চিত্ত এবং আমাদের ইচ্ছানুসারেই যুদ্ধ করে ; তারা নম্র, তাদের কোনোপ্রকার দুর্ব্যসন নেই এবং সৈন্যদলে কোনো বৃদ্ধ বা বালক নেই। অতি স্থূল বা অত্যন্ত দুর্বল লোকও নেই, সকলেই নীরোগ এবং আনন্দের সঙ্গে কাজ করে। তারা অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম দ্বারা সুসজ্জিত, শস্ত্রও তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। প্রায় সকলেই সব অস্ত্রে পারদর্শী। এদের রক্ষার ভার তাঁদের ওপর, যাঁদের পৃথিবীর লোক সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কৃতবর্মা, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও বাহ্লীক প্রমুখ মহাবীরদের দ্বারা আমাদের সেনা সুরক্ষিত ; তা সত্ত্বেও এদের যদি বিনাশ হতে থাকে, তাহলে আমাদের প্রারব্ধই তার কারণ। ইতিপূর্বে মানুষ বা প্রাচীন ঋষিরাও যুদ্ধের এত বড় আয়োজন কখনো দেখেনি। বিদুর প্রত্যহ আমাকে হিতের ও লাভের কথা বলতেন, কিন্তু মূর্খ দুর্যোধন সে কথা শোনেনি। বিদুর সর্বজ্ঞ, তিনি আজকের এই পরিণাম জানতে পেরেছিলেন, তাই তো বারণ করেছিলেন। অথবা কারোরই দোষ নেই, এমনই হওয়ার ছিল। বিধাতা প্রথমেই যেমন লিখেছেন, তেমনই হবে ; তাকে কেউ বদলাতে পারে না।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! আপনার অপরাধের জন্যই আপনাকে এই সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথমে যে পাশা খেলা হয়েছিল আর আজ যে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়েছে—এই দুয়ের জন্য আপনিই দায়ী। ইহলোকে এবং পরলোকে মানুষের নিজের কর্মফল নিজেকেই ভুগতে হয়। আপনারও কর্মানুসারে উচিত ফলই প্রাপ্তি হয়েছে। এই মহাসংকট ধৈর্যসহকারে সহ্য করুন এবং যুদ্ধের বাকি বৃত্তান্ত সাবধানে শুনুন।

ভীমসেন তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে আপনার মহাসেনার ব্যূহ ভেঙে দুর্যোধনের ভাইদের কাছে পৌঁছলেন। যদিও ভীষ্ম সেনাদের সবদিক থেকে রক্ষা করছিলেন, তা সত্ত্বেও দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুঃসহ, দুর্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুবর্মা, দুষ্কর্ণ এবং কর্ণ প্রমুখ আপনার মহারথী পুত্রদের সেখানে দেখেই ভীম সেই মহাসেনার মধ্যে প্রবেশ করে হাতি, ঘোড়া এবং রথে উপবিষ্ট কৌরব সেনাদের প্রধান বীরদের বধ করলেন। কৌরবরা তাঁকে বন্দী করতে চেষ্টা করছিল, তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ভীমসেন বুঝতে পেরেছিলেন। তখন তিনি সেখানে আপনার যে পুত্ররা ছিলেন, তাদের বধ করার কথা ভাবলেন। তিনি গদা তুলে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তাঁদের বধ করতে লাগলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সময় ভীমসেনের রথের কাছে এসে পৌঁছলেন। তিনি দেখলেন ভীমসেন রথে নেই শুধু ভীমের সারথি বিশোক সেখানে রয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, তাঁর চেতনা লুপ্ত প্রায় হল, চোখে জল এসে গেল, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'বিশোক আমার প্রাণপ্রিয় ভীমসেন কোথায় ?'

বিশোক হাত জোড় করে বললেন—'আমাকে এইখানে রেখে তিনি এই সৈন্য সাগরে প্রবেশ করলেন। যাওয়ার সময় শুধু বলে গেলেন, 'সূত ! তুমি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। যারা আমাকে বধ করতে চায়, আমি এখনই তাদের বধ করব।'

তারপর ভীমসেনকে গদাহস্তে সেনাদের মধ্যে দৌড়তে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি বিশোককে বললেন—'মহাবলী ভীমসেন আমার সখা এবং তাঁর সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্বন্ধও রয়েছে। আমার তাঁর ওপর অত্যন্ত ভালোবাসা আছে, ওঁরও আমার ওপর ভালোবাসা আছে। তাই উনি যেখানে গেছেন, আমিও সেখানে যাচ্ছি।' এই বলে, ভীমসেন গদা দিয়ে হাতিদের বধ করে যে রাস্তা তৈরি করেছেন, সেই রাস্তা দিয়ে তিনিও সেনাদের

মধ্যে চলে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখলেন ঝড় যেমন করে গাছকে উপড়ে দেয়, ভীমসেন তেমন করে শত্রু সংহার করছেন, তাঁর গদার আঘাতে আহত হয়ে রথী, অশ্বারোহী, পদাতিক এবং হাতির সওয়ারি—সকলেই আর্তনাদ করছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর কাছে পৌঁছে তাঁকে নিজের রথে তুলে আলিঙ্গন করলেন।

আপনার পুত্ররা ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অদ্ভুতভাবে যুদ্ধ করতেন, শত্রুদের বাণে তিনি একটুও ব্যথিত হতেন না ; সব যোদ্ধাকে তিনি তাঁর বাণে বিদ্ধ করলেন। তারপরও আপনার পুত্রদের যুদ্ধ করতে দেখে মহারথী দ্রুপদকুমার 'প্রমোহনাস্ত্র' প্রয়োগ করলেন। তার প্রভাবে সমস্ত নরবীর মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দ্রোণাচার্য

সেই খবর শুনে তৎক্ষণাৎ সেখানে এলেন। তিনি দেখলেন ভীমসেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে বিচরণ করছেন। আপনার সব পুত্রই অচেতন হয়ে আছে। আচার্য তখন প্রজ্ঞাস্ত্র প্রয়োগ করে প্রমোহনাস্ত্র নিবারণ করলেন। তাতে সব বীর আবার প্রাণশক্তি ফিরে পেলেন এবং তাঁরা পুনরায় ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর সৈন্যদের ডেকে বললেন—অভিমন্যু বারোজন মহারথী নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের কাছে যেন যায় এবং তাঁদের সংবাদ নেয়। ওঁদের জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।

যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে সমস্ত পরাক্রমশীল যোদ্ধা রওনা হলেন। তখন সময় দ্বিপ্রহর। ধৃষ্টকেতু, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং কেকয়দেশীয় বীর অভিমন্যুকে অগ্রণী করে বিশাল সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁরা সূচীমুখ ব্যূহ তৈরি করে কৌরবসেনা ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করলেন। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আগেই কৌরব সেনাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিলেন, তাই তাঁরা আর এঁদের প্রতিহত করতে পারলেন না।

ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু প্রমুখ বীরদের তাঁদের দিকে আসতে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং উৎসাহ ভরে আপনার সৈন্য সংহার করতে লাগলেন। তার মধ্যে দ্রুপদ কুমার তাঁর গুরু দ্রোণাচার্যকে সেদিকে আসতে দেখলেন। তিনি তখন আপনার পুত্রদের বধ করার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে ভীমসেনকে কেকয়ের রথে উঠিয়ে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করলেন। তাঁকে নিজের দিকে আসতে দেখে আচার্য এক বাণে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন এবং চার বাণে তাঁর ঘোড়াগুলি ও সারথিকে যমালয়ে পাঠালেন। মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই রথ ত্যাগ করে অভিমন্যুর রথে উঠলেন। আচার্য দ্রোণের তীক্ষ্ণ বাণে পাণ্ডবসেনা ভয়ে কম্পিত হল। অন্য দিকে পিতামহ ভীষ্মও পাণ্ডবসেনা সংহার করছিলেন।

—o—

## ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধ, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রদের পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—তারপর সন্ধ্যা সমাগত হলে দুর্যোধন ভীমসেনকে বধ করার জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ করলেন। প্রধান শত্রুকে আসতে দেখে ভীমসেনের ক্রোধের সীমা থাকল না। তিনি দুর্যোধনকে বললেন—'আজ আমার সেই সুযোগ এসেছে, যার জন্য আমি বহু বৎসর অপেক্ষা করে আছি। যদি যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে না যাও, তাহলে অবশ্যই আমি আজ তোমাকে হত্যা করব। মাতা কুন্তীকে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, আমরা বনবাসে যে ক্লেশ সহ্য করেছি, দ্রৌপদীকে যে অপমান, দুঃখ পেতে হয়েছে, আজ তোমাকে
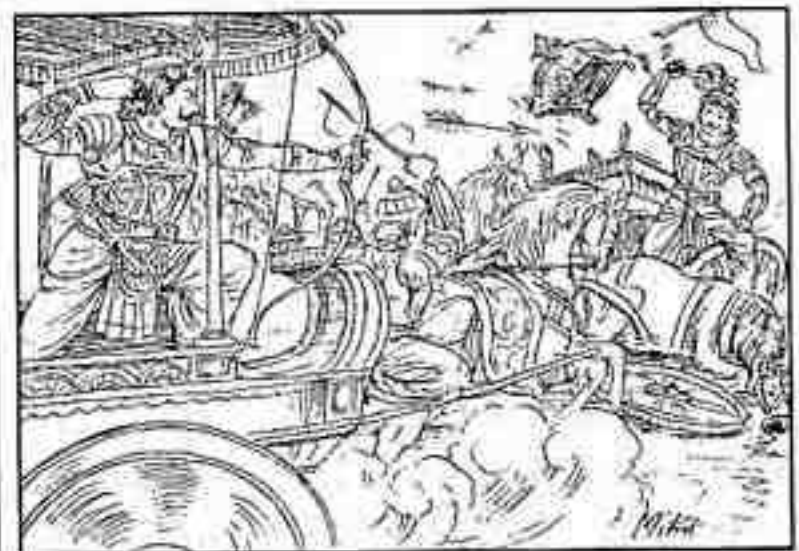
বধ করে তার প্রতিশোধ নেব।' এই বলে ভীমসেন ধনুক তুলে দুর্যোধনের ওপর জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ছাব্বিশটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। তারপর দুই বাণে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন, দুই বাণে সারথিকে বধ করলেন, চার বাণে ঘোড়াদের হত্যা করলেন, দুই বাণে ছত্র ও ছয় বাণে ধ্বজা কেটে দিলেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কৃপাচার্য এসে দুর্যোধনকে তাঁর রথে তুলে নিলেন। ভীমসেন তাঁকে ভীষণভাবে আহত করেছিলেন, তাই তিনি রথের পিছনের অংশে বসে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। তারপর ভীমসেনকে পরাস্ত করার জন্য জয়দ্রথ কয়েক হাজার রথ এনে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। ধৃষ্টকেতু, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও কেকয়দেশের রাজকুমার আপনার পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন চিত্রসেন, সুচিত্র, চিত্রাঙ্গদ, চিত্রদর্শন, চারুচিত্র, সুচারু, নন্দক ও উপনন্দক—এই আট যশস্বী বীর অভিমন্যুর রথটি চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। অভিমন্যু তাই দেখে প্রত্যেককে পাঁচটি করে বাণ মারলেন। অভিমন্যুর এই পরাক্রম তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরাও তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অভিমন্যু এমন পরাক্রম দেখালেন যে শত্রুসৈন্য কেঁপে উঠল। মনে হল দেবাসুর-সংগ্রামে যেন বজ্রপাণি ইন্দ্র অসুর বধ করছেন। অভিমন্যু তারপর তীর দিয়ে বিকর্ণের রথের ধ্বজা কেটে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে হত্যা করলেন। তারপর তীক্ষ্ণ বাণে বিকর্ণর শরীরে আঘাত করলেন, সেই তীর বিকর্ণকে ভেদ করে পৃথিবীর মাটিতে গিয়ে পড়ল। বিকর্ণকে পড়ে যেতে দেখে অন্যান্য ভাইরা অভিমন্যুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দুর্মুখ সাত বাণে শ্রুতকর্মাকে বিদ্ধ করলেন, তাঁর ধ্বজা কেটে, ঘোড়া ও সারথিকে হত্যা করলেন। শ্রুতকর্মা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোড়াবিহীন রথে দাঁড়িয়ে দুর্মুখের ওপর প্রজ্বলন্ত উল্কার ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। সেটি দুর্মুখের বর্ম ভেদ করে শরীর ছিদ্র করে মাটিতে পড়ল। এদিকে শ্রুতকর্মাকে রথবিহীন দেখে মহারথী সুতসোম তাঁকে নিজ রথে তুলে নিলেন। রাজন্! তারপর আপনার যশস্বী পুত্র জয়ৎসেনকে হত্যার ইচ্ছায় শ্রুতকীর্তি তাঁর কাছে এলেন। জয়ৎসেন মৃদুহাস্য করে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন। ভাইয়ের ধনুক কেটে গেছে দেখে সিংহগর্জন করে শতানীক সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি তাঁর সুদৃঢ় ধনুক উঠিয়ে দশ বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করলেন। জয়ৎসেনের কাছে তার ভাই দুষ্কর্ণও ছিলেন, তিনি নকুল পুত্র শতানীকের ধনুক কেটে ফেললেন। শতানীক অপর একটি ধনুক দিয়ে তাতে বাণ চড়িয়ে দুষ্কর্ণকে আঘাত করলেন। তারপর অন্য বাণে তাঁর ধনুক কেটে, দুই বাণে সারথি ও বারোটি বাণে ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। পরে ভল্ল নামক এক বাণে দুষ্কর্ণের বুকে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে দুষ্কর্ণ বিদ্যুতের আঘাত প্রাপ্ত গাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। দুষ্কর্ণকে আহত দেখে পাঁচ মহারথী শতানীককে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল এবং বাণের দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করে দিল। তাই দেখে পাঁচ কেকয় রাজকুমার ক্রুদ্ধ হয়ে শতানীককে রক্ষা করতে দ্রুত এগিয়ে এল। তাঁদের আক্রমণ করতে দেখে দুর্মুখ, দুর্জয়, দুর্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় প্রমুখ আপনার মহারথী পুত্ররা প্রতিশোধ নিতে এলেন। এইসব রাজারা সূর্যাস্ত হওয়ার প্রায় একঘণ্টার পরেও ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগলেন। হাজার হাজার রথী এবং অশ্বারোহীর মৃতদেহ ছড়িয়ে রইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তখন পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল সেনাদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। এইভাবে পাণ্ডব সেনা সংহার করে ভীষ্ম তাঁর যোদ্ধাদের ফেরত পাঠালেন, নিজেও তাঁর শিবিরে ফিরে গেলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ভীমসেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। তারপর সকলে আনন্দিত মনে শিবিরে চলে গেলেন।

—— o ——

## ষষ্ঠ দিনে দ্বিপ্রহর অবধি যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ! সব যোদ্ধা তখন নিজ নিজ শিবিরে চলে এলেন। রাত্রে সকলে বিশ্রাম করে একে অন্যের খোঁজ নিলেন। পরদিন প্রভাতে সকলে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। আপনার পুত্র দুর্যোধন অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পিতামহ! আপনার সেনারা অত্যন্ত শক্তিমান।

এদের ব্যূহ রচনাও অত্যন্ত সাবধানে করা হয়। তা সত্ত্বেও পাণ্ডবপক্ষের মহারথীরা তাকে ভেদ করে আমাদের বীরদের বধ করে চলেছে। তারা আমাদের বীরদের ফাঁদে ফেলে অত্যন্ত যশলাভ করছে। তারা আমাদের বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় মকরব্যূহও ভেদ করছে এবং ভীমসেন তার ভেতরে প্রবেশ করে তার মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ড বাণে আমাকে ঘায়েল করেছে। ভীমের সেই রোষপূর্ণ মূর্তি দেখে আমার চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হয়েছিল। এখনো আমি শান্ত হতে পারিনি। মহাত্মন্ ! আপনার সাহায্যে আমি যুদ্ধে জয় লাভ করে পাণ্ডবদের কাজ শেষ করে দিতে চাই।

দুর্যোধনের কথা শুনে মহাত্মা ভীষ্ম হেসে বললেন, 'রাজকুমার ! আমি অত্যধিক প্রচেষ্টার দ্বারা পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করব এবং ততধিক শক্তিতে পাণ্ডব সৈন্যের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করব। তোমার জন্য আমি, এই শত্রু সৈন্য তো কী, সমস্ত দেবতা ও দৈত্যদের বধ করতে পিছু
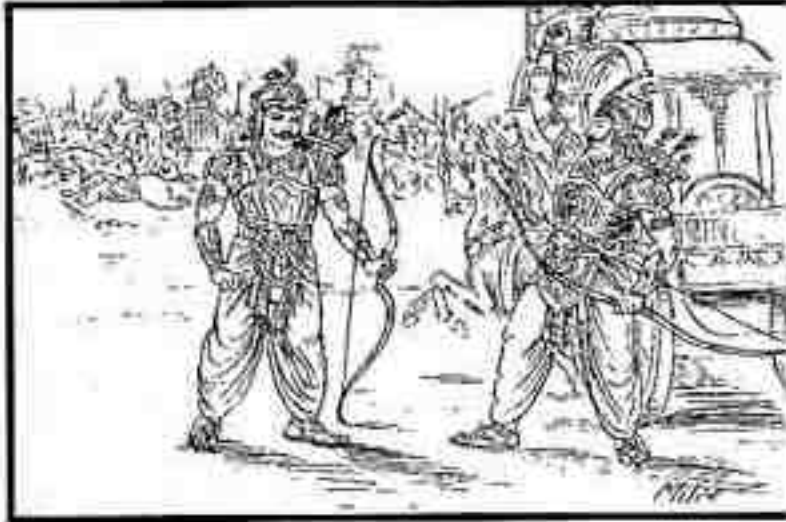
হটব না। আমি পূর্ণ শক্তি দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং তোমার পছন্দমতো কাজ করব।'

পিতামহের কথা শুনে দুর্যোধন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। প্রাতঃকাল হতেই ভীষ্ম স্বয়ং ব্যূহ রচনা করলেন। তিনি নানা অস্ত্রে সজ্জিত মণ্ডলব্যূহের বিধিতে কৌরব সেনাবাহিনী সজ্জিত করলেন। তাতে প্রধান প্রধান বীর, গজারোহী, পদাতিক এবং রথীদের যথাস্থানে নিযুক্ত করলেন। ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে সৈন্যরা ব্যূহবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। যুদ্ধোৎসুক রাজাদের দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁরা ভীষ্মকেই যেন রক্ষা করছেন এবং ভীষ্ম তাঁদের রক্ষায় তৎপর। এই মণ্ডলব্যূহ অত্যন্ত দুর্ভেদ্য এবং একে পশ্চিমমুখী করে রাখা হয়েছিল।

সেই দুর্জয় মণ্ডলব্যূহ দেখে রাজা যুধিষ্ঠির নিজের সৈন্য দ্বারা বজ্রব্যূহ নির্মাণ করলেন। ব্যূহবদ্ধ হয়ে দুপক্ষের সেনা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য উতলা হয়ে সিংহনাদ করে ব্যূহ ভঙ্গ করার জন্য অগ্রসর হতে লাগল। দ্রোণাচার্য বিরাটের, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর এবং রাজা দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের সামনে এলেন। নকুল ও সহদেব মদ্ররাজ শল্যের ওপর এবং অবন্তীনরেশ বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের ওপর আক্রমণ চালালেন। অন্য সব রাজা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীমসেন কৃতবর্মা, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণের অগ্রগমন প্রতিহত করলেন। অর্জুনের পুত্র আপনার পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। প্রাগ্জ্যোতিষ নরেশ ভগদত্ত ঘটোৎকচকে আক্রমণ করলেন, রাক্ষস অলম্বুষ রণোন্মত্ত সাত্যকি এবং তাঁর সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ভূরিশ্রবা ধৃষ্টকেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা শ্রুতায়ুর সঙ্গে, চেকিতান কৃপাচার্যের সঙ্গে এবং অপর বীরগণ পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

আপনার পক্ষের কয়েকজন রাজা নানাপ্রকার অস্ত্র নিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ধরলেন। অর্জুন তাঁদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। রাজারাও সকলে তাঁর দিকে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কাজ দেখে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব নাগরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। অর্জুন ক্রোধভরে তাঁদের দিকে ঐন্দ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন এবং বাণের সাহায্যে শত্রুপক্ষের সমস্ত বাণ প্রতিহত করলেন। অর্জুনের পরাক্রমে সকলে চমকিত হলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যত রাজা, অশ্বারোহী, গজারোহী এসেছিলেন, কেউই অক্ষত থাকলেন না। তখন তাঁরা সকলে ভীষ্মের শরণাগত হলেন। ভীষ্ম তখন অর্জুন সাগর থেকে তাঁদের পরিত্রাণ করতে জাহাজরূপে প্রতিভাত হলেন। তাঁদের পলায়নে আপনার সৈন্যরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তাদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিল।

ভীষ্ম তখন সবেগে অর্জুনের সম্মুখে এসে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য বাণের দ্বারা মৎস্যরাজ বিরাটকে ঘায়েল করলেন এবং তাঁর ধ্বজা এবং ধনুক কেটে ফেললেন। সেনানায়ক বিরাট তৎক্ষণাৎ অন্য একটি ধনুক নিয়ে তিন বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে আঘাত করলেন, চারটির দ্বারা ঘোড়াগুলি বধ করলেন এবং একটির দ্বারা ধ্বজা কেটে ফেললেন। পঞ্চম বাণে সারথিকে বধ করে অন্য আর এক বাণে ধনুক কেটে দিলেন। তাঁর এই কাজে দ্রোণাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি আট বাণে

বিরাটের ঘোড়াগুলিকে হত্যা করলেন এবং সারথিকে বধ করলেন। বিরাট নিজের রথ থেকে লাফিয়ে তাঁর পুত্রের রথে আরোহণ করলেন। তখন দুই পিতা-পুত্র ভীষণ বাণবর্ষা করে আচার্যকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণাচার্য রাজকুমার শঙ্খের ওপর সর্পের ন্যায় এক বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শঙ্খের হৃদয় বিদ্ধ করল, তিনি রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। শঙ্খের হাতের ধনুক তাঁর পিতার কাছে গিয়ে পড়ল। পুত্রকে মৃত দেখে বিরাট ভীত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গেলেন। তখন পাণ্ডবদের বিশাল বাহিনী টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

শিখণ্ডী অশ্বত্থামার সামনে এসে তাঁর কপালের মধ্যস্থলে আঘাত করলেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামা বহু বাণবর্ষণ করে নিমেষের মধ্যে শিখণ্ডীর ধ্বজা, সারথি, ঘোড়া এবং

ধনুক কেটে ফেলে দিলেন। ঘোড়াগুলি বধ হওয়ায় তিনি রথ থেকে লাফিয়ে নেমে হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে বাঘের মতো গর্জন করে তাঁকে ধরলেন। রণাঙ্গনে তলোয়ার নিয়ে বিচরণশীল শিখণ্ডীকে অশ্বত্থামা আঘাত করার সুযোগই পেলেন না। তখন তিনি তাঁর ওপর হাজার হাজার বাণবর্ষণ করলেন। শিখণ্ডী তাঁর তলোয়ার দিয়ে সমস্ত বাণ কেটে ফেললেন। তখন অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর ঢাল ও তলোয়ার টুকরো টুকরো করে দিলেন। বহুবাণ দিয়ে শিখণ্ডীকে আঘাত করলেন, শিখণ্ডী তাড়াতাড়ি সাত্যকির রথে গিয়ে উঠলেন।

বীর সাত্যকি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে অলম্বুষ নামক রাক্ষসকে ঘায়েল করলেন। তখন অলম্বুষও অর্ধচন্দ্রাকার বাণে সাত্যকির ধনুক কেটে দিলেন এবং তাঁকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। তারপর রাক্ষসী মায়াদ্বারা বাণের বর্ষা করে দিলেন। সেইসময় সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম দেখা গেল, তিনি তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে আহত হলেও একটুও ভয় না পেয়ে, অর্জুনের কাছ থেকে পাওয়া ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা রাক্ষসী মায়া তৎক্ষণাৎ ভস্ম করে দিলেন। তারপর বাণবর্ষণ করে অলম্বুষকে উৎপীড়িত করে তুললেন। সাত্যকির দ্বারা পীড়িত হয়ে রাক্ষস অলম্বুষ সেখান থেকে পালিয়ে গেল। সত্যপরাক্রমী সাত্যকি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে আপনার পুত্রদেরও প্রহার করলে, তাঁরাও ভীত হয়ে রণভূমি ত্যাগ করলেন।

দ্রুপদপুত্র মহাবলী ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন তাঁর তীক্ষ্ণবাণে আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। কিন্তু দুর্যোধন তাতে ভীত না হয়ে অত্যন্ত বেগে বাণ ছুঁড়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিত হয়ে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন, ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন এবং সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে দুর্যোধনকেও আঘাত করলেন। ঘোড়া মারা যাওয়ায় দুর্যোধন রথ থেকে নেমে তলোয়ার হাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধেয়ে এলেন। এরমধ্যে শকুনি এসে তাঁকে রথে তুলে নিলেন।

এইভাবে দুর্যোধনকে পরাস্ত করে ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার সেনা সংহার করতে শুরু করলেন। সেইসময় মহারথী কৃতবর্মা ভীমসেনকে বাণে আচ্ছাদিত করলেন। ভীমসেন হেসে কৃতবর্মার ওপর বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন। তিনি তাঁর ঘোড়া, সারথি সব হত্যা করে ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং কৃতবর্মাকেও ঘায়েল করলেন। ঘোড়াগুলি মারা যাওয়ায় কৃতবর্মা দ্রুত গিয়ে আপনার শ্যালক বৃষকের রথে উঠলেন। তখন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় আপনার সেনা সংহার করতে লাগলেন।

মহারাজ ! এখনও দ্বিপ্রহর হয়নি। অবন্তীনরেশ বিন্দ এবং অনুবিন্দ ইরাবানকে আসতে দেখে তাঁর সামনে এলেন। তাঁদের মধ্যে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ শুরু হল। ইরাবান ক্রুদ্ধ হয়ে দুই ভাইকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। তার পরিবর্তে তাঁরাও ইরাবানকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। ইরাবান তখন চারবাণে অনুবিন্দর চারটি ঘোড়াকে ধরাশায়ী করলেন এবং দুই তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর ধনুক ও ধ্বজা কেটে ফেললেন। অনুবিন্দ নিজের রথ ছেড়ে বিন্দের রথে চড়লেন। তারপর দুই ভাই একই রথে চড়ে ইরাবানের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ইরাবানও ক্রুদ্ধ হয়ে দুই ভাইয়ের ওপর বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন। তাঁদের সারথিকে বধ করলেন। বিন্দ, অনুবিন্দের ঘোড়াগুলি ভীত হয়ে এদিক-সেদিক ছুটতে লাগল। ইরাবান এইভাবে দুই বীরকে হারিয়ে নিজের পৌরুষ দেখিয়ে অত্যন্ত বেগে আপনার সেনা ধ্বংস করতে

লাগলেন।

সেইসময় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ রথে চড়ে ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি বাণের দ্বারা ভগদত্তকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। ভগদত্ত সমস্ত বাণ খণ্ডন করে অত্যন্ত বেগে ঘটোৎকচের মর্মস্থানে আঘাত করলেন। কিন্তু বহু আঘাত লাগলেও ঘটোৎকচ বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। তাতে কুপিত হয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা চৌদ্দটি তোমর নিক্ষেপ করেন, ঘটোৎকচ তৎক্ষণাৎ সেগুলি কেটে ফেললেন এবং ভগদত্তকে সত্তর বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। ভগদত্ত তাঁর চারটি ঘোড়া বধ করলেন। তখন সেই অশ্বহীন রথের ওপর থেকেই ঘটোৎকচ সবেগে এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু ভগদত্ত সেটি তিন টুকরো করে দিলেন, সেটি মধ্যপথে মাটিতে পড়ে গেল। শক্তি ব্যর্থ হতে দেখে ঘটোৎকচ ভয় পেয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করলেন। ঘটোৎকচ তাঁর বল ও পরাক্রমে বিখ্যাত ছিলেন, রণক্ষেত্রে তাঁকে যমরাজ ও বরুণও সহসা হারাতে পারতেন না। রাজা ভগদত্ত এইভাবে ঘটোৎকচকে পরাজিত করে, হাতিতে চড়ে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগলেন।

এদিকে মহারাজ শল্য তাঁর ভগ্নীর দুই সন্তান নকুল-সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি বাণের দ্বারা দুজনের দেহ আচ্ছাদিত করে দিলেন। সহদেবও বাণবর্ষণ করে তাঁর বাণ প্রতিহত করলেন। সহদেবের পরাক্রম দেখে মদ্ররাজ শল্য অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন, অন্যদিকে নকুল-সহদেবও তাঁদের শল্যের পরাক্রমে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মহারথী শল্য চারবারে নকুলের চারটি ঘোড়াকে বধ করলেন। নকুল তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে রথ থেকে নেমে তাঁর ভাইয়ের রথে গিয়ে উঠলেন। তারপর দুই ভাই একই রথে বসে অত্যন্ত দ্রুত বাণের দ্বারা মদ্ররাজকে ঢেকে দিলেন। এরমধ্যে সহদেব ক্রুদ্ধ হয়ে মদ্ররাজের ওপর এক বাণ ছুঁড়লে, সেই
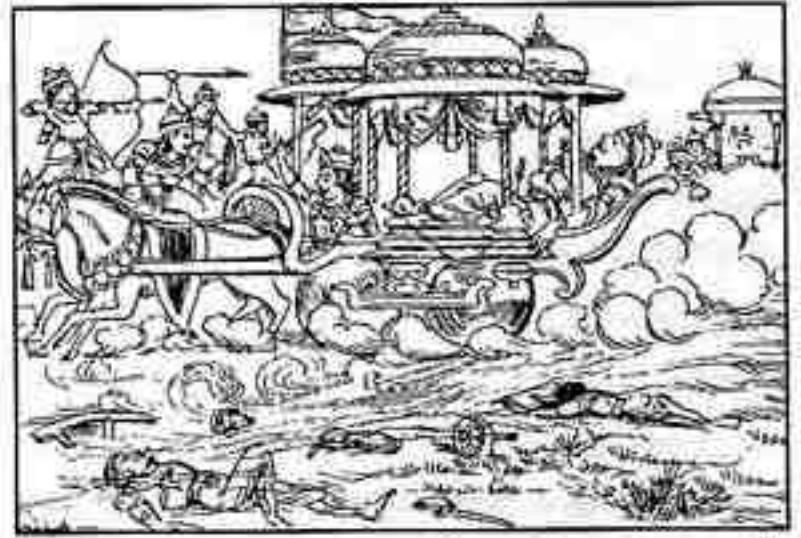
বাণ তাঁর দেহ ভেদ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। সেই আঘাতে ব্যাকুল হয়ে মদ্ররাজ রথের পিছনে অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে সংজ্ঞাহীন দেখে সারথি তৎক্ষণাৎ রথ রণক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন। তা দেখে আপনার সৈন্যদলের বীররা বিমর্ষ হলেন। মহারথী নকুল ও সহদেব নিজ মাতুলকে পরাস্ত করে হর্ষধ্বনি ও শঙ্খনাদ করতে লাগলেন।

—— o ——

# ষষ্ঠ দিনের দ্বি-প্রহরের শেষ ভাগের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সূর্যদেব যখন মধ্যগগনে এলেন তখন রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে দেখে তাঁর দিকে ঘোড়া চালিয়ে এলেন এবং নয়টি বাণের দ্বারা তাঁকে আঘাত করলেন। শ্রুতায়ু সেই বাণ প্রতিহত করে যুধিষ্ঠিরকে সাতটি বাণ মারলেন। সেই বাণ তাঁর বর্ম ভেদ করে রক্তপাত ঘটাল। রাজা যুধিষ্ঠির তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ দেখে সকলের মনে হল যে তিনি এবার ত্রিলোক ভস্ম করে দেবেন। তাই দেখে দেবতা ও ঋষিরা সমস্ত জগতের জন্য স্বস্তিবাচন করতে লাগলেন। আপনার সৈন্যরা জীবনের আশা ত্যাগ করল। কিন্তু যশস্বী যুধিষ্ঠির ধৈর্যপূর্বক নিজের ক্রোধ সংবরণ করলেন এবং শ্রুতায়ুর ধনুক কেটে তাঁর দেহ বিদ্ধ করলেন। তারপর তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দেখে শ্রুতায়ু রথত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে পরাজিত করায় রাজা দুর্যোধনের সমস্ত সেনা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

অন্যদিকে চেকিতান মহারথী কৃপাচার্যকে বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। তখন কৃপাচার্য সেই বাণগুলি প্রতিহত করে নিজে বাণ নিক্ষেপ করে চেকিতানকে ঘায়েল করলেন। তারপর তিনি চেকিতানের ধনুক কেটে, সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করলেন এবং তাঁর পার্শ্ব রক্ষককেও হত্যা করলেন। তখন চেকিতান রথ থেকে গদা হাতে লাফিয়ে

নেমে কৃপাচার্যের ঘোড়া ও সারথিকে বধ করলেন। কৃপাচার্য মাটিতে দাঁড়িয়েই তাঁর প্রতি ষোলোটি বাণ নিক্ষেপ করলেন, সেই বাণ চেকিতানকে বিদ্ধ করে মাটিয়ে গিয়ে পড়ল। তাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কৃপাচার্যের দিকে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন। কৃপাচার্য গদাটি আসতে দেখে বাণের সাহায্যে তা প্রতিহত করলেন। তখন চেকিতান হাতে তলোয়ার নিয়ে তাঁর সামনে এলেন। তখন আচার্যও তলোয়ার হাতে সবেগে তাঁকে আক্রমণ করলেন। তারপর দুই বীর একে অপরের ওপর তীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে আক্রমণ চালালেন। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় দুজনেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তারমধ্যে সৌহার্দবশত করকর্ষ দ্রুত সেখানে এসে চেকিতানের এই অবস্থা দেখে তাঁকে নিজ রথে তুলে নিলেন। শকুনিও সবেগে সেখানে পৌঁছে কৃপাচার্যকে নিজ রথে করে নিয়ে গেলেন।

ধৃষ্টকেতু অসংখ্য বাণে ভূরিশ্রবাকে ঘায়েল করলেন। ভূরিশ্রবা তীক্ষ্ণ বাণে মহারথী ধৃষ্টকেতুর সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করলেন। মহামনা ধৃষ্টকেতু তখন নিজ রথ পরিত্যাগ করে শতানীকের রথে উঠলেন। সেই সময় চিত্রসেন, বিকর্ণ এবং দুর্মর্ষণ অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। অভিমন্যু আপনার সকল পুত্রদের রথচ্যুত করলেও ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে তাঁদের বধ করলেন না। তারপর সৈন্য-সহ পিতামহ ভীষ্মকে বালক অভিমন্যুর দিকে যেতে দেখে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'হৃষীকেশ ! যেদিকে বহু রথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সেদিকে আপনি ঘোড়া চালান।'

অর্জুনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ যেদিকে যুদ্ধ হচ্ছিল, সেই দিকে রথের ঘোড়া চালনা করলেন। অর্জুনকে আপনার বীরদের দিকে এগোতে দেখে সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেল। অর্জুন ভীষ্মের রক্ষাকারী রাজাদের কাছে পৌঁছে সুশর্মাকে ডেকে বললেন—'আমি জানি তুমি উত্তম যোদ্ধা এবং আমাদের পুরাতন শত্রু। আজ তোমার অনীতির ফল তুমি পাবে। আজ আমি তোমাকে তোমার পরলোকবাসী পিতামহের দর্শন করাব।' সুশর্মা অর্জুনের এই কঠোর বাক্য শুনে কোনো মন্তব্য করলেন না। তিনি বহু রাজার সঙ্গে এসে অর্জুনকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করতে শুরু করলেন। অর্জুন নিমেষের মধ্যে তাঁদের সকলের ধনুক কেটে ফেললেন এবং তাঁদের বিনাশ করার জন্য এক সঙ্গে সকলকে বাণবিদ্ধ করলেন। অর্জুনের আঘাতে সবাই রক্তে মাখামাখি হল, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে মস্তক মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, তাদের প্রাণ পাখি উড়ে গেল। পার্থের পরাক্রমে পরাভূত হয়ে তারা একসঙ্গে সকলে ধরাশায়ী হল।

সঙ্গী রাজাদের এইভাবে মারা যেতে দেখে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা অত্যন্ত দ্রুত বাকি জীবিত রাজাদের নিয়ে এগিয়ে এলেন। শিখণ্ডী যখন দেখলেন শত্রুরা অর্জুনকে আক্রমণ করেছে, তিনি তাঁকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার অস্ত্র নিয়ে তাঁর দিকে এগোলেন। অর্জুনও ত্রিগর্তরাজকে বহু রাজার সঙ্গে আসতে দেখে গাণ্ডীব ধনুকে তীক্ষ্ণ বাণ চড়িয়ে সকলকে বধ করলেন। তারপর দুর্যোধন ও জয়দ্রথের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি ভীষ্মের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও মদ্ররাজকে ছেড়ে ভীমসেন ও নকুল-সহদেবসহ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হাজির হলেন। ভীষ্ম কিন্তু সমস্ত পাণ্ডুপুত্রকে একসঙ্গে দেখেও ভীত হলেন না। সেই সময় শিখণ্ডী তো পিতামহকে বধ করার জন্য উদ্যত হলেন। তাঁকে অত্যন্ত দ্রুত আক্রমণ করতে দেখে রাজা শল্য তাঁর ভীষণ অস্ত্রে তাঁকে প্রতিহত করতে লাগলেন। কিন্তু তাতে শিখণ্ডী দমলেন না। তিনি বরুণাস্ত্রের দ্বারা শল্যের সব অস্ত্র ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।

ভীমসেন গদা নিয়ে পদব্রজে জয়দ্রথের দিকে এগোলেন। তাঁকে অতি দ্রুত আসতে দেখে জয়দ্রথ পাঁচশত তীক্ষ্ণ বাণ তাঁর দিকে নিক্ষেপ করলেন। ভীমসেন তাতে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সিন্ধুরাজের ঘোড়াগুলিকে হত্যা করলেন। তাই দেখে আপনার পুত্র চিত্রসেন ভীমসেনকে আক্রমণ করতে গেলে ভীমসেনও গর্জন করে তার ওপর গদা নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। ভীমের সেই যমদণ্ডের ন্যায় গদা দেখে সব কৌরব সেনা তার আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আপনার পুত্রকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু গদা তাঁর দিকে আসতে দেখেও চিত্রসেন ভয় পেলেন না। তিনি ঢাল-তলোয়ার নিয়ে রথ থেকে নেমে এক অন্য স্থানে চলে গেলেন। গদাটি চিত্রসেনের রথের ওপর পড়ে সারথি ও ঘোড়াসহ রথটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। চিত্রসেনকে রথবিহীন দেখে বিকর্ণ তাঁকে নিজ রথে তুলে নিলেন।

যুদ্ধ যখন ভীষণ আকার ধারণ করল, তখন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সামনে এলেন। পাণ্ডবপক্ষের সব বীর কাঁপতে লাগলেন, তাঁরা মনে করলেন যে যুধিষ্ঠির মৃত্যুমুখে পড়তে যাচ্ছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেবকে নিয়ে ভীষ্মের

ওপর আক্রমণ করলেন। তাঁরা ভীষ্মের ওপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে ঢেকে ফেললেন। কিন্তু ভীষ্ম অর্ধপলের মধ্যেই তা প্রতিহত করে নিজ বাণে যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মের ওপর নারাচ বাণ ছুঁড়লেন, কিন্তু পিতামহ মধ্যপথে তাকে খণ্ডন করে তাঁর ঘোড়া বধ করলেন। ধর্মপুত্র তৎক্ষণাৎ নকুলের রথে উঠলেন। ভীষ্ম সামনে এসে নকুল এবং সহদেবকেও বাণে ঢেকে ফেললেন। রাজা যুধিষ্ঠির তখন ভীষ্মবধের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি তাঁর পক্ষের সব রাজা এবং সুহৃদদের ভীষ্মকে বধ করতে বললেন। রাজারা তাই শুনে ভীষ্মকে ঘিরে ধরলেন। সব দিক দিয়ে বেষ্টন করে রাখলেও ভীষ্ম তাঁর ধনুক দিয়ে বহু মহারথীকে ধরাশায়ী করতে লাগলেন।

এই ভয়ংকর যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে কোলাহল শুরু হল, দুপক্ষেরই ব্যূহ নষ্ট হয়ে গেল। তখন শিখণ্ডী দ্রুত পিতামহের সামনে এলেন। কিন্তু ভীষ্ম তাঁর পূর্বের নারীত্বের কথা ভেবে তাঁর দিকে মনোযোগ না দিয়ে সৃঞ্জয় বীরদের দিকে চললেন। ভীষ্মকে তাঁদের সামনে দেখে তাঁরা সহর্ষে সিংহনাদ করে উঠল এবং শঙ্খধ্বনি করতে লাগল। তখন সূর্য অস্তোন্মুখ, সেই সময় এমন ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছিল যে দুপক্ষের সৈন্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং মহারথী সাত্যকি নানা অস্ত্রবর্ষণ করে কৌরব সেনাদের পীড়িত করছিলেন। আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। তাদের আর্তনাদ শুনে অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ধৃষ্টদ্যুম্নের সামনে এলেন। তাঁরা দুজনে ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘোড়াগুলি হত্যা করে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পাঞ্চালকুমার তৎক্ষণাৎ নিজ রথ থেকে নেমে সাত্যকির রথে উঠলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন বিশাল সৈন্য নিয়ে ওই দুই রাজকুমারকে আক্রমণ করলেন। আপনার পুত্র দুর্যোধনও বিন্দ-অনুবিন্দকে ঘিরে রক্ষা করছিলেন।

সূর্যদেব ততক্ষণে অস্তে গিয়ে প্রভাহীন হয়েছেন। এদিকে যুদ্ধভূমিতে রক্তের নদী বয়ে চলেছে, সব দিকে রাক্ষস-পিশাচ এবং মাংসাহারী জীব বিচরণ করছে। অর্জুন তখন সুশর্মা প্রমুখ রাজাদের পরাস্ত করে শিবিরের দিকে রওনা হলেন। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেনও সৈন্যসহ শিবিরে ফিরে এলেন। ওদিকে দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, শল্য, কৃতবর্মা প্রমুখ কৌরব বীরও নিজ নিজ সেনাসহ শিবিরে ফিরলেন। রাত্রি হলে সকলেই যে যার শিবিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। উভয় পক্ষের বীররাই নিজেদের বীরত্বের অহংকার করতে লাগলেন। সকলে স্নান করে ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করতে লাগলেন এবং পাহারা দেবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করলেন।

—— ০ ——

## সপ্তম দিনের যুদ্ধ এবং ধৃতরাষ্ট্রের আট পুত্র বধ

সঞ্জয় বললেন—রাত্রে সুখে বিশ্রাম করে সকাল হলে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের রাজারা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুপক্ষের সৈন্য যখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন মহাসাগরের গম্ভীর ধ্বনির ন্যায় তাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। দুর্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য একত্রে অত্যন্ত যত্ন সহকারে কৌরব সেনার ব্যূহ নির্মাণ করলেন। সেই মহাব্যূহ সাগরের ন্যায় দেখাচ্ছিল, হাতি, ঘোড়া ও রথ তার তরঙ্গমালা। সমস্ত সেনার সম্মুখে ভীষ্ম যাচ্ছিলেন ; তাঁর সঙ্গে মালবা, দক্ষিণ ভারত এবং উজ্জয়িনীর যোদ্ধারা ছিল। তাঁদের পিছনে কুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক এবং মালবদেশীয় বীরদের সঙ্গে আচার্য দ্রোণ ছিলেন। দ্রোণের পিছনে মগধ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে রাজা ভগদত্ত এগোলেন। তাঁর পিছনে রাজা বৃহদ্বল, তাঁর সঙ্গে মেকল ও কুরুবিন্দ প্রভৃতি দেশের যোদ্ধারা ছিলেন। বৃহদ্বলের পিছনে ত্রিগর্তরাজ যাচ্ছিলেন, তাঁর পিছনে অশ্বত্থামা, তাঁদের পিছনে বাকি সৈন্যদের নিয়ে ভ্রাতাসহ দুর্যোধন এবং সর্বপশ্চাতে ছিলেন কৃপাচার্য।

মহারাজ ! আপনার যোদ্ধাদের সেই মহাব্যূহ দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন শৃঙ্গাটক নামক ব্যূহ রচনা করলেন। সেই ব্যূহ দেখতে অত্যন্ত ভয়ানক এবং শত্রুব্যূহ ধ্বংসকারী ছিল। তার দুটি শৃঙ্গের স্থানে ভীমসেন ও সাত্যকি অবস্থান

করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কয়েক হাজার রথ, ঘোড়া ও পদাতিক সৈন্য ছিল। তাঁদের দুজনের মাঝখানে অর্জুন, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব ছিলেন। তারপরে অন্যান্য মহা ধনুর্ধর রাজা তাঁদের সৈন্য নিয়ে সেই ব্যূহ পূর্ণ করেন। তাঁদের পিছনে অভিমন্যু, মহারথী বিরাট, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং ঘটোৎকচ ছিলেন। এইভাবে ব্যূহ নির্মাণ করে পাণ্ডবগণও জয়লাভের আশায় দাঁড়ালেন। রণভেরী বাজল, শঙ্খধ্বনি হতে লাগল, তুমুল হট্টগোলে সমস্ত দিক গুঞ্জরিত হল। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পর নানা অস্ত্রে যুদ্ধ করে একে অপরকে যমালয়ে পাঠাতে লাগল। এর মধ্যে রথের প্রচণ্ড আওয়াজ ও ধনুকের টংকার তুলে সকলকে ভীত সন্ত্রস্ত করে ভীষ্ম সেখানে এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ মহারথীগণ ভৈরবনাদ করে তাঁর দিকে দৌড়লেন। তখন দুই পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। পদাতিকের সঙ্গে পদাতিক, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়া, রথীর সঙ্গে রথী এবং হাতির সঙ্গে হাতির যুদ্ধ বেধে গেল।

তপ্ত সূর্যের দিকে তাকানো যেমন অসম্ভব, তেমনই ভীষ্ম যখন ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন তাঁর দিকে তাকানো পাণ্ডবদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। ভীষ্ম সোমক, সৃঞ্জয় এবং পাঞ্চাল রাজাদের বাণের দ্বারা ভূমিতে ফেলে দিলেন। তাঁরাও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করে ভীষ্মের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীষ্ম সত্বর সেই মহারথী বীরদের হাত, মাথা কেটে ফেললেন এবং রথীদের রথচ্যুত করলেন। ঘোড়সওয়ারের মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন, পর্বতের ন্যায় গজরাজকে রণভূমিতে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। সেইসময় মহাবলী ভীমসেন ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষের অন্য কোনো বীরকে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে দেখা গেল না। কেবল তিনিই তাঁর ওপর সমানে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। ভীষ্ম ও ভীমসেনের মধ্যে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন সমস্ত সেনার মধ্যে ভয়ংকর কোলাহল শুরু হয়ে গেল, পাণ্ডবগণও প্রসন্ন হয়ে সিংহনাদ করতে লাগলেন।

যখন এই নরসংহার হচ্ছিল, দুর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের একত্রিত করে ভীষ্মের রক্ষার জন্য সেখানে এলেন। এরমধ্যে ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে বধ করলেন। সারথি পড়ে যেতেই ঘোড়া রথ নিয়ে রণাঙ্গনের বাইরে চলে গেল। ভীমসেন রণভূমির সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন। তিনি এক তীক্ষ্ণ বাণে আপনার পুত্র সুনাভের মাথা কেটে ফেললেন। তখন সেইখানে উপস্থিত সুনাভের সাত ভাই অত্যন্ত বিষণ্ণ ও কুপিত হয়ে ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। মহোদর, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, বিশালাক্ষ, পণ্ডিতক এবং অপরাজিত অসংখ্য বাণে মহাবলী ভীমকে আঘাত করতে লাগলেন। শত্রুদের আঘাত ভীম সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বাঁ-হাতে ধনুক ধরে এক তীক্ষ্ণ বাণে অপরাজিতের সুন্দর মাথাটি কেটে ফেললেন। দ্বিতীয় বাণে কুণ্ডধারকে যমালয়ে পাঠালেন। আর একটি বাণ পণ্ডিতকের ওপর নিক্ষেপ করলেন, সেটি তাঁর প্রাণ হরণ করে মাটিতে প্রবেশ করল। তারপরের তিনটি বাণ বিশালাক্ষের মাথা কেটে ফেলল, অন্য বাণ মহোদরের বুকে বিদ্ধ হলে তিনি প্রাণশূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর এক বাণে আদিত্যকেতুর ধ্বজা কেটে, অন্য একটি বাণে তাঁর মাথাও কেটে ফেললেন। ক্রোধান্বিত ভীম এরপর বহ্বাশীকেও যমলোকে পাঠালেন।

আপনার অন্যান্য পুত্ররা তখন রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে গেলেন। তাঁদের মনে ভয় হল যে ভীমসেন সভার মধ্যে কৌরবদের বধ করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা আজই পূর্ণ করে ফেলবেন। ভ্রাতাদের মৃত্যুতে দুর্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি সৈনিকদের আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে মিলে ভীমকে বধ করো। এইভাবে সহোদরদের মৃত্যু দেখে আপনার পুত্রদের বিদুরের কথা স্মরণ হল। তাঁরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'মহাত্মা বিদুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দিব্যদর্শী ব্যক্তি ; তিনি আমাদের হিতার্থে যা বলেছিলেন, তা সবই সত্য হচ্ছে।'

দুর্যোধন তারপর পিতামহ ভীষ্মের কাছে এলেন এবং অত্যন্ত দুঃখে তিনি ক্রন্দন করতে করতে বললেন—'আমার ভ্রাতারা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, ভীমসেন তাদের বধ করেছে এবং অন্য যোদ্ধাদেরও বধ করেছে। আপনি তাদের সম্মুখীন হয়েও আমাদের উপেক্ষা করছেন। দেখুন, আমার প্রারব্ধ (ভাগ্য) কত খারাপ। সত্যই আমি অত্যন্ত খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' দুর্যোধনের বাক্য কঠোর হলেও তা শুনে পিতামহ ভীষ্মের চোখ জলে ভরে এল। ভীষ্ম বললেন—'পুত্র ! আমি, আচার্য দ্রোণ, বিদুর এবং তোমার যশস্বিনী মাতা গান্ধারী তোমাকে এই পরিণামের কথা বলেছিলাম ; তুমি শোনোনি। আমি একথাও বলেছিলাম যে আমাকে এবং আচার্য দ্রোণকে যুদ্ধে সামিল কোরো না, তুমি সে কথাও রাখনি। এখন আমি তোমাকে

সত্য কথা জানাচ্ছি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে ভীম যাকেই সামনে দেখবে তাকেই বধ করবে। এই যুদ্ধের চরম ফল স্বর্গপ্রাপ্তি জেনে স্থির হয়ে যুদ্ধ করো। পাণ্ডবদের ইন্দ্রাদি দেবতা ও অসুরও পরাজিত করতে পারবে না।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! ভীমসেন একাই আমার বহুপুত্রকে বধ করেছে তাই দেখে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য কী করলেন ? তাত ! আমি, ভীষ্ম এবং বিদুর দুর্যোধনকে নিষেধ করেছিলাম, গান্ধারীও অনেক বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু সেই মূর্খ মোহবশত কারো কথা শোনেনি। আজ তারই ফল ভোগ করছে।

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আপনিও তখন মহাত্মা বিদুরের কথা শোনেননি। হিতৈষীরা বারবার বলেছিলেন— 'আপনার পুত্রদের পাশা খেলতে নিষেধ করুন, পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করবেন না।' কিন্তু আপনি কিছুই শুনতে চাননি। মরণোন্মুখ ব্যক্তির যেমন ওষুধ ভালো লাগে না, তেমনই আপনারও সেসব কথা ভালো লাগেনি। তার জন্যই আজ কৌরবরা বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। আচ্ছা, এবার যুদ্ধের সংবাদ শুনুন। সেদিন দ্বিপ্রহরে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। বহু প্রাণহানি হল। ধর্মরাজের নির্দেশে তাঁর সমস্ত সৈন্য ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সমস্ত সোমক যোদ্ধাদের সঙ্গে রাজা দ্রুপদ এবং বিরাট, কেকয়রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু এবং কুন্তীভোজ এক সঙ্গে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন। অর্জুন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, চেকিতান—এঁরা দুর্যোধন প্রেরিত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, চেকিতান—এঁরা দুর্যোধন প্রেরিত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অভিমন্যু, ঘটোৎকচ ও ভীমসেন কৌরবদের ওপর আক্রমণ করলেন। এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পাণ্ডবরা কৌরব সেনা সংহার করতে লাগলেন। কৌরবরাও এইভাবে তাদের শত্রুবিনাশ করতে লাগলেন।

দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে সোমক এবং সৃঞ্জয়দের আক্রমণ করলেন এবং তাঁদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। সৃঞ্জয়দের মধ্যে তখন হাহাকার পড়ে গেল। অন্যদিকে মহাবলী ভীমসেন কৌরবদের সংহার করতে লাগলেন। দুপক্ষের সৈন্য পরস্পরকে সংহার করতে লাগল। রক্তের নদী প্রবাহিত হল। ভীমসেন গজারোহীদের একে একে যমালয়ে পাঠাচ্ছিলেন। নকুল এবং সহদেব আপনার অশ্বারোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। তাঁদের আঘাতে শত শত ঘোড়ার মৃতদেহে রণভূমিতে পাহাড় তৈরি হল। অর্জুনও বহু রাজাকে বধ করছিলেন। এদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মা ক্রোধভরে যুদ্ধ করছিলেন এবং পাণ্ডব সেনা সংহার করছিলেন ; ওদিকে পাণ্ডবরাও কুপিত হয়ে আপনার পক্ষের সৈন্য সংহারে অব্যাহত ছিলেন।

—o—

## শকুনির ভ্রাতাগণের ও ইরাবানের নিধন

সঞ্জয় বললেন—বড় বড় বীরদের বিনাশকারী সেই ভয়ংকর যুদ্ধ যখন চলছিল তখন শকুনি পাণ্ডবদের আক্রমণ করলেন। তাঁর সঙ্গে বিশাল সেনা নিয়ে কৃতবর্মাও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন অর্জুনপুত্র ইরাবান। নাগকন্যার গর্ভে ইরাবানের জন্ম। তিনি অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। যখন শকুনি এবং গান্ধার দেশের অন্যান্য বীররা পাণ্ডবব্যূহ ভেদ করে তার মধ্যে প্রবেশ করল, তখন ইরাবান তাঁর যোদ্ধাদের ডেকে বললেন—'বীরগণ ! এমনভাবে যুদ্ধ করো, যেন আজই এই কৌরব যোদ্ধাগণ তাদের সাহায্যকারী ও বাহনসহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।' ইরাবানের সৈনিকরা তাতে সম্মত হয়ে কৌরবদের দুর্জয় সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বিনাশ করতে লাগল। সুবলপুত্র নিজ সৈন্যের বিনাশ সহ্য করতে না পেরে দ্রুতবেগে সেখানে এসে ইরাবানকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। ইরাবানের সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, রক্তে দেহ ভেসে গেল। ইরাবান একা ছিলেন, শত্রুপক্ষ চারদিক থেকে ঘিরে তাঁকে আঘাত করলেও তিনি ব্যথায় অধীর হলেন না। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সকলকে মূর্ছিত করে দিলেন। তারপর নিজ শরীরে বিদ্ধ অস্ত্রগুলি টেনে বার করে তার দ্বারাই সুবলপুত্রের ওপর আঘাত করলেন। পরে তিনি হাতে ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে সুবলপুত্রদের বধ করার জন্য পদব্রজে এগোলেন। এর মধ্যে অনেকের মূর্ছাভঙ্গ হয়েছিল, ইরাবানকে আসতে দেখে তারা ক্রোধে অধীর হয়ে ইরাবানের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়লেন, সেই সঙ্গে তাঁকে বন্দী করারও চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু যেই তাঁরা কাছে এলেন, ইরাবান তলোয়ারের আঘাতে তাঁদের শরীর টুকরো টুকরো করে দিলেন। অস্ত্রশস্ত্র, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটা পড়ায় তাঁরা প্রাণহীন হয়ে পড়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে বৃষভ নামে একজন রাজকুমারই জীবিত থাকলেন।

সকলকে পড়ে যেতে দেখে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে অলম্বুষ নামক রাক্ষসের কাছে গেলেন। সেই রাক্ষস অত্যন্ত মায়াবী ও ভয়ংকর ছিল, ভীমসেন বকাসুরকে বধ করায় সে ভীমসেনকে শত্রু মনে করত। দুর্যোধন তাকে বললেন—'বীরবর। দেখো, অর্জুনপুত্র ইরাবান অত্যন্ত বলবান এবং মায়াবী, একটা উপায় বার করো যাতে ও আমাদের সৈন্য ধ্বংস করতে না পারে। তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে যা চাও করতে পারো, মায়াস্ত্রেও তুমি পারদর্শী ; যে করে হোক ইরাবানকে তুমি বধ করো।'

সেই ভয়ংকর রাক্ষস 'ঠিক আছে' বলে সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে ইরাবানকে বধ করতে এল। ইরাবান তার গতিরোধ করলেন। তাঁকে আসতে দেখে রাক্ষস মায়া প্রয়োগ করল। সে মায়ার সাহায্যে দুহাজার ঘোড়সওয়ার উৎপন্ন করল, সেই ঘোড়সওয়ারগুলি সব রাক্ষস, তাদের হাতে শূল ও গদা। সেই মায়াবী রাক্ষসদের সঙ্গে ইরাবানের সৈনিকদের যুদ্ধ হতে লাগল এবং দুপক্ষের সৈন্যই তাতে হতাহত হতে লাগল।

সেনারা মারা যাওয়াতে দুই রণোন্মত্ত বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। একবার রাক্ষস ইরাবানকে আক্রমণ করে, অন্যবার ইরাবান রাক্ষসকে। কখনো রাক্ষস মায়াদ্বারা আকাশে উড়ে চলে, আবার ইরাবানও অন্তরীক্ষে থেকে তাকে বাণের আঘাত করতে থাকেন। মহারাজ ! বাণের আঘাতে আহত হলেও রাক্ষস পুনরায় নতুন রূপে প্রকটিত হচ্ছিল এবং যুবকের মতোই বলবান হয়ে উঠছিল। তাই তার যে যে অঙ্গ কাটছিল, তা পুনরায় উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছিল। ইরাবানও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ; তিনি তাকে বর্শা দিয়ে বারবার আঘাত করছিলেন। বর্শার আঘাতে অলম্বুষের শরীরে ছিদ্র হয়ে রক্ত পড়তে লাগল এবং সে চিৎকার করে উঠল। শত্রুর এই প্রবল প্রতাপ দেখে অলম্বুষের ক্রোধের সীমা রইল না। সে ভয়ানক রূপ ধারণ করে ইরাবানকে ধরার চেষ্টা করল। তার রাক্ষসী মায়া দেখে ইরাবানও মায়া প্রয়োগ করলেন। এইসময় ইরাবানের মাতৃকুলের এক নাগ বহু নাগসহ সেখানে এসে তাঁকে চারদিক থেকে তাঁকে রক্ষা করতে লাগল। ইরাবান শেষনাগের ন্যায় বিরাটরূপ ধারণ করে বহু নাগের সঙ্গে সেই রাক্ষসকে ঢেকে ফেললেন। অলম্বুষ তখন গরুড়রূপ ধারণ করে সেই নাগগুলি খেতে আরম্ভ করল। সে ইরাবানের মাতৃকুলের সব নাগ খেয়ে ফেলল এবং তাঁকে মায়াদ্বারা মোহিত করে তলোয়ার বার করল। ইরাবানের সুন্দর ছিন্ন মস্তক মাটিতে পড়ল। অলম্বুষ এইভাবে অর্জুনকুমারকে বধ করায় কৌরবরা সকলে প্রসন্ন হলেন।

অর্জুন তাঁর পুত্র ইরাবানের মৃত্যু সংবাদ পাননি, তিনি ভীষ্মকে রক্ষাকারী রাজাদের সংহার করছিলেন, ভীষ্মও মর্মভেদী বাণের দ্বারা পাণ্ডব মহারথীদের কম্পিত করে তাদের প্রাণ বধ করছিলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সাত্যকি ভয়ানক যুদ্ধ করছিলেন। দ্রোণের পরাক্রম দেখে পাণ্ডবদের মনে ভয় উৎপন্ন হল, তাঁরা বলতে লাগলেন—একা দ্রোণাচার্যই সমস্ত সৈনিক বধ করার ক্ষমতা রাখেন ; আর এঁর সঙ্গে যখন পৃথিবীর সমস্ত প্রসিদ্ধ যোদ্ধা রয়েছেন, তখন আর বিজয় লাভের কী আশা ? সেই দারুণ সংগ্রামে দুপক্ষের সৈনিক অত্যন্ত কঠোরভাবে সংগ্রাম করছিল।

——০——

## ঘটোৎকচের যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! ইরাবানকে মৃত দেখে পাণ্ডবরা সেই যুদ্ধে কী করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ইরাবান নিহত দেখে ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ বিকট চিৎকার করলেন। তাঁর সেই গর্জনে সমুদ্র, পর্বত, বনসহ সমগ্র পৃথিবী কেঁপে উঠল। সেই ভয়ংকর আওয়াজ শুনে আপনার সৈনিকরা থরথর করে কেঁপে উঠল, গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল। ঘটোৎকচ ক্রোধে প্রলয়কালীন যমের মতো হয়ে উঠলেন। তাঁর আকৃতি ভয়ংকর হয়ে উঠল, তাঁর হাতে জ্বলন্ত ত্রিশূল, নানা অস্ত্রে সজ্জিত রাক্ষস সৈন্য নিয়ে তিনি এগিয়ে

চললেন। দুর্যোধন দেখলেন ঘটোৎকচ আসছেন এবং তাঁকে দেখে তাঁর সব সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি একটা ধনুক নিয়ে সিংহনাদ করতে করতে ঘটোৎকচকে আক্রমণ করলেন। তাঁর পিছনে দশ হাজার গজারোহী সৈন্য নিয়ে বঙ্গভূমির রাজারা সাহায্য করতে চললেন। আপনার পুত্রকে গজারোহী সৈন্য নিয়ে আসতে দেখে ঘটোৎকচ অত্যন্ত কুপিত হলেন। তারপর রাক্ষসদের সঙ্গে দুর্যোধনের রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল। রাক্ষস নানা অস্ত্রের দ্বারা শত্রু সৈন্য সংহার করতে লাগল।

দুর্যোধনও প্রাণভয় পরিত্যাগ করে রাক্ষসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

তাঁর হাতে প্রধান প্রধান রাক্ষস বিনাশ হতে লাগল। তিনি চার বাণে মহাবেগ, মহারৌদ্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব এবং প্রমাথী—এই চার রাক্ষসকে বধ করলেন। আপনার পুত্রের পরাক্রম দেখে ঘটোৎকচ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং সবেগে দুর্যোধনের কাছে এসে চক্ষু রক্ত বর্ণ করে বলতে লাগলেন—'ওরে নৃশংস ! যাঁদের তুমি দীর্ঘকাল বনে বাস করিয়েছ, সেই মাতা-পিতার ঋণ থেকে আজ তোমাকে বধ করে আমি ঋণমুক্ত হব।' এই বলে ঘটোৎকচ দাঁতে দাঁত চেপে বিশাল ধনুক দ্বারা বাণবর্ষণ করে দুর্যোধনকে ঢেকে দিলেন। দুর্যোধনও বাণের সাহায্যে তাঁকে ঘায়েল করলেন। রাক্ষস তখন পর্বত বিদীর্ণকারী এক মহাশক্তি হাতে নিয়ে আপনার পুত্রকে আঘাত করতে যাচ্ছিলেন। তাই দেখে বঙ্গভূমির রাজা তাড়াতাড়ি তাঁর হাতি সামনে এগিয়ে আনলেন। দুর্যোধনের রথ হাতির পিছনে চলে যাওয়ায় আঘাতের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচ হাতির ওপরই শক্তি নিক্ষেপ করলেন। শক্তির আঘাতে হাতিটি মারা গেল আর বঙ্গভূমির রাজা লাফিয়ে মাটিতে নেমে এলেন।

হাতি মৃত এবং সৈনিকেরা পলাতক—তাই দেখে দুর্যোধন খুব কষ্ট পেলেন ; কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা স্মরণে রেখে তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন না, পর্বতের ন্যায় নিজ স্থানে স্থির হয়ে রইলেন। তিনি রাক্ষসের ওপর কালাগ্নির ন্যায় এক বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু রাক্ষস তার থেকে রক্ষা পেয়ে পুনরায় গর্জন করে সেনাদের ভীত করতে লাগলেন। তার ভৈরবনাদ শুনে পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের সহায়তার জন্য অন্য মহারথীগণকে পাঠালেন। দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য, ভূরিশ্রবা, শল্য, উজ্জয়িনীর রাজকুমার, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি এবং তাঁদের পশ্চাদগামী কয়েক হাজার রথী দুর্যোধনকে রক্ষার জন্য এলেন। ঘটোৎকচও মৈনাক পর্বতের ন্যায় নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ভাই-বন্ধু তাঁকে রক্ষা করছিলেন। তারপর উভয়দলে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ শুরু হল। ঘটোৎকচ অর্ধচন্দ্রাকার বাণে দ্রোণাচার্যের ধনুক কেটে ফেললেন, অন্য বাণে সোমদত্তের ধ্বজা খণ্ডিত করলেন, তিন বাণে বাহ্লীকের বক্ষ ভেদ করলেন। তারপর কৃপাচার্য ও চিত্রসেনকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। এক বাণে বিকর্ণের কাঁধে আঘাত করলেন, বিকর্ণ রক্তে ভেসে গিয়ে রথের পিছনে বসে পড়ল। ভূরিশ্রবাকে পনেরোটি বাণ মারল, সেই বাণ বর্ম ভেদ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। তারপর সে অশ্বত্থামা এবং বিবিংশতির সারথিদের আঘাত করল। তারা ঘোড়ার রাশ ছেড়ে রথের মধ্যে পড়ে গেল। পরে সে জয়দথের ধ্বজা ও ধনুক কেটে ফেলল। অবন্তীরাজের চারটি ঘোড়া বধ করল। তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে রাজকুমার বৃহদ্বলকে আঘাত করল এবং কয়েকটি বাণে রাজা শল্যকেও বিদ্ধ করল।

এইভাবে কৌরবপক্ষের সমস্ত বীরদের পরাজিত করে

সে দুর্যোধনের দিকে অগ্রসর হল। তাই দেখে কৌরব বীররাও দুর্যোধনকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এল। তারা চারদিকে বাণবর্ষণ করতে লাগল। ঘটোৎকচ গুরুতর আহত হলেন এবং গরুড়ের ন্যায় ভৈরব গর্জন করে আকাশে উড়ে গেলেন। তাঁর সেই গর্জন শুনে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বললেন—'ঘটোৎকচের প্রাণ সংকট হয়েছে, তুমি গিয়ে তাকে রক্ষা করো।' জ্যেষ্ঠর নির্দেশ শুনে ভীমসেন সিংহনাদে রাজাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে অতি দ্রুত এগোলেন। তাঁর পিছনে সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণীমান, বসুদান, কাশীরাজপুত্র অভিভূ, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রবর্মা এবং সৈন্যসহ অনূপদেশের রাজা নীল প্রমুখ মহারথীরাও চললেন। তাঁরা সকলে সেখানে পৌঁছে ঘটোৎকচকে রক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁদের আগমনের কোলাহলে এবং ভীমসেনের ভয়ে কৌরব সৈনিকরা বিষণ্ণ হল। তারা ঘটোৎকচকে ছেড়ে পিছনে চলে গেল। দুই পক্ষে মহাযুদ্ধ বেধে গেল। এবং কিছুক্ষণ পরে কৌরবদের বেশির ভাগ সৈন্য পালিয়ে গেল। তাই দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত কুপিত হলেন এবং ভীমসেনের সম্মুখে গিয়ে এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন। তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর বুকে এক বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণে ভীমসেন আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ ক্ষিপ্ত হয়ে অভিমন্যু ও অন্য মহারথীদের সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দ্রোণাচার্য তখন কৌরব পক্ষের মহারথীদের বললেন—'বীরগণ ! রাজা দুর্যোধনের সংকট উপস্থিত, তোমরা শীঘ্র যাও তাঁকে রক্ষা করো।'

আচার্যের কথায় কৃপাচার্য, ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি, চিত্রসেন, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল এবং অবন্তীর রাজকুমার—এঁরা সকলে দুর্যোধনকে ঘিরে ধরলেন। দ্রোণাচার্য তাঁর মহান ধনুক থেকে বাণ নিক্ষেপ করে ভীমকে আচ্ছাদিত করলেন। ভীমও আচার্যের বাম দিকে বাণ মারতে লাগলেন। তার ভয়ংকর আঘাতে বয়োবৃদ্ধ আচার্য অচেতন হয়ে রথের পিছন দিকে লুটিয়ে পড়লেন। তাই দেখে দুর্যোধন ও অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমের দিকে ধাবিত হলেন। তাঁদের আসতে দেখে ভীমও হাতে কালদণ্ডের ন্যায় গদা দিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে তাঁদের দুজনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কৌরবরা মহারথী ভীমকে বধ করার জন্য তাঁর ওপর নানা অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। অভিমন্যু প্রমুখ পাণ্ডব মহারথীগণ তখন তাঁর রক্ষার জন্য প্রাণের মায়া ছেড়ে এগিয়ে এলেন। অনূপদেশের রাজা নীল, ভীমসেনের প্রিয় বন্ধু, তিনি অশ্বত্থামার ওপর বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ শরীরে বিঁধে রক্তপাত হতে লাগল ; অশ্বত্থামা অত্যন্ত পীড়িত হলেন। অশ্বত্থামাও ক্রুদ্ধ হয়ে নীলের চারটি ঘোড়াকে বধ করলেন, ধ্বজা কেটে দিলেন এবং ভল্ল নামক বাণে তাঁর বুক বিদ্ধ করে ফেললেন। তার ব্যথা সহ্য করতে না পেরে নীল তাঁর রথের পিছনে গিয়ে বসলেন। তাঁর এই দশা দেখে ঘটোৎকচ তাঁর ভাই ও বন্ধুদের নিয়ে অশ্বত্থামার ওপর আক্রমণ হানল। তাদের আসতে দেখে অশ্বত্থামাও এগিয়ে এলেন। বহু রাক্ষস ঘটোৎকচের আগে আগে আসছিল, অশ্বত্থামা তাদের সকলকে বধ করলেন। দ্রোণকুমারের বাণে রাক্ষসদের মরতে দেখে ঘটোৎকচ তাঁর ভয়ংকর মায়া প্রকট করল। অশ্বত্থামা তাতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কৌরবপক্ষের যোদ্ধারা সেই মায়ায় ভীত হয়ে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন করল। তারা মায়াবশে দেখল যে, সে নিজে ছাড়া অন্য সব যোদ্ধা অস্ত্রে আহত হয়ে রক্তের নদীতে ছটফট করছে। দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, শল্য, অশ্বত্থামা প্রমুখ মহাধনুর্ধর, প্রধান প্রধান কৌরব ও অন্যান্য রাজারাও নিহত হয়েছেন এবং হাজার হাজার গজারোহী ও অশ্বারোহী ধরাশায়ী হয়েছে। মায়াদ্বারা এই সব দেখে আপনার সৈন্যরা শিবিরের দিকে পালাতে লাগল। যদিও সেইসময় ভীষ্ম ও আমি (সঞ্জয়) চিৎকার করে ডাকছিলাম—'বীরগণ ! যুদ্ধ করো, পালিয়ো না, এসব রাক্ষসী মায়া, এতে বিশ্বাস কোরো না', কিন্তু তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করল না। শত্রুসৈন্যকে পালাতে দেখে বিজয়ী পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের সঙ্গে সিংহনাদ করতে লাগলেন। চারদিকে শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। দুন্দুভি বেজে উঠল। এইসবের তুমুল আওয়াজে যুদ্ধক্ষেত্র গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। সূর্যাস্ত হতে না হতে দুরাত্মা ঘটোৎকচ আপনার সেনাদের চারদিক থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

—০—

## দুর্যোধন ও ভীষ্মের আলোচনা এবং ভগদত্তের সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—সেই মহাসংগ্রামে রাজা দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম করে ঘটোৎকচের জয় এবং নিজ সৈন্যের পরাজয়ের খবর জানালেন। তিনি বললেন 'পিতামহ ! পাণ্ডবরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য নিয়েছে, তেমনই আমরা আপনার ভরসায় শত্রুদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনানী আপনার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও ঘটোৎকচের সহায়তায় পাণ্ডবরা আমাদের যুদ্ধে পরাস্ত করেছে। আমি এই অপমানের আগুনে জ্বলে মরছি তাই আপনার সাহায্যে সেই অধম রাক্ষসকে নিজে বধ করব। এই আমার আকাঙ্ক্ষা। আপনি কৃপা করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।'

তখন ভীষ্ম বললেন—রাজন্ ! রাজধর্ম স্মরণে রেখে তোমার সর্বদা যুধিষ্ঠির অথবা ভীম, অর্জুন, নকুল বা সহদেবের সঙ্গেই যুদ্ধ করা উচিত, কারণ রাজার সঙ্গেই রাজার যুদ্ধ করা উচিত। অন্য লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমরাই আছি। আমি, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, শল্য, ভূরিশ্রবা এবং বিকর্ণ, দুঃশাসন প্রমুখ তোমার ভ্রাতারা—আমরা সকলে তোমার জন্য ওই মহাবলী রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করব। নতুবা ওই দুষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী রাজা ভগদত্ত নিযুক্ত হবেন। একথা বলে ভীষ্ম রাজা ভগদত্তকে বললেন—মহারাজ ! আপনি গিয়ে ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

সেনাপতির নির্দেশ পেয়ে রাজা ভগদত্ত সিংহনাদ করে সবেগে শত্রুর দিকে চললেন। তাঁকে আসতে দেখে পাণ্ডবদের মহারথী ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পুত্র, সত্যধৃতি, সহদেব, চেদিরাজ, বসুদান এবং দশার্ণরাজ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তাঁর সামনে এলেন। ভগদত্তও সুন্দর হাতিতে চড়ে ওই সব মহারথীদের আক্রমণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে গেল। মহা ধনুর্ধর ভগদত্ত ভীমসেনকে আক্রমণ করে তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভীমসেনও ক্রুদ্ধ হয়ে ভগদত্তের হাতি রক্ষাকারী একশতের অধিক বীরকে হত্যা করলেন। ভগদত্ত তাঁর গজরাজকে ভীমসেনের রথের দিকে চালিত করলেন। তাই দেখে পাণ্ডবদের কয়েকজন মহারথী তাঁকে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভগদত্ত তাতে একটুও ভীত না হয়ে তাঁর হাতি এগিয়ে নিয়ে চললেন, অঙ্কুশের ইশারায় সেই মত্ত হাতি প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ভয়ংকর হয়ে উঠল। সে ক্রুদ্ধ হয়ে বহু রথ, রথী, অশ্বারোহী পদপিষ্ট করে মেরে ফেলল। হাজার হাজার পদাতিক তার পায়ের চাপে মারা গেল। তাই দেখে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ কুপিত হয়ে সেই হাতিকে বধ করার জন্য এক তীক্ষ্ণ ত্রিশূল চালালেন ; কিন্তু ভগদত্ত এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণে সেটি কেটে ফেললেন এবং অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত এক মহাশক্তি দ্বারা ঘটোৎকচের ওপর আঘাত করলেন। সেই মহাশক্তি আকাশে থাকাকালীনই ঘটোৎকচ লাফ দিয়ে সেটি হাতে ধরে দুহাঁটুর চাপে ভেঙে ফেললেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আকাশে স্থিত সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব এবং মুনিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। পাণ্ডবরা তাই দেখে তাঁকে বাহবা দিয়ে হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন। ভগদত্ত তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তার ধনুক টেনে পাণ্ডব মহারথীদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন এবং ভীমসেন, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু ও কেকয়রাজকুমারদের বিদ্ধ করলেন। দ্বিতীয় বাণে ক্ষত্রদেবের ডান হাত কেটে ফেললেন, পাঁচ বাণে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে ঘায়েল করলেন এবং ভীমসেনের ঘোড়াগুলি বধ করলেন, ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং সারথিকেও যমালয়ে পাঠালেন। তারপর ভীমকে বিদ্ধ করলেন। ভীম আহত হয়ে কিছুক্ষণ রথের পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে বসলেন। পরে গদা হাতে সবেগে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। তাঁকে গদাহস্তে আসতে দেখে কৌরব সৈন্য অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। এরমধ্যে অর্জুনও শত্রু সংহার করতে করতে সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং কৌরবদের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময় ভীমসেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে ইরাবানের মৃত্যুর সংবাদ জানালেন।

—o—

## ইরাবানের মৃত্যুতে অর্জুনের শোক এবং ভীমসেন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের কয়েকজন পুত্র-বধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্! অর্জুন তাঁর পুত্র ইরাবানের মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—মহামতি বিদুরের এই কৌরব ও পাণ্ডবদের ভীষণ যুদ্ধের পরিণতি প্রথম থেকেই জানা ছিল। তাই তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বাধাপ্রদানও করেছিলেন। মধুসূদন! এই যুদ্ধে কৌরবদের হাতে আমাদের বহু বীর বধ হয়েছে এবং আমরাও কৌরবদের বহু বীর বিনাশ করেছি। এইসব মর্মান্তিক কাজ আমরা অর্থসম্পদের জন্য করছি। সেই সম্পদকে ধিক, যার জন্য এরূপ বন্ধু-বান্ধব বিনাশ হচ্ছে। এখানে একত্রিত নিজের ভাইদের বধ করে আমাদের কী লাভ হবে? হায়! আজ দুর্যোধনের অপরাধ এবং শকুনি ও কর্ণের কুমন্ত্রণাতেই ক্ষত্রিয়রা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। মধুসূদন! আমার এই আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করা ভালো মনে হচ্ছে না, কিন্তু এই ক্ষত্রিয়রা মনে করবে যে আমি যুদ্ধ করতে অক্ষম। অতএব শীঘ্র ঘোড়া কৌরব সেনার দিকে চালান, বিলম্ব করার সময় নেই।

অর্জুনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ হাওয়ার বেগে ঘোড়াগুলিকে নিয়ে এগোলেন। তাই দেখে আপনার সৈন্যদলে মহা সোরগোল শুরু হল। তখনি ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত এবং সুশর্মা অর্জুনের সামনে এলেন। কৃতবর্মা ও বাহ্লীক সাত্যকির সম্মুখীন হলেন, রাজা অম্বষ্ঠ অভিমন্যুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। অন্যান্য মহারথীরাও অন্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল। ভীমসেন রণক্ষেত্রে আপনার পুত্রদের দেখলে ক্রোধে জ্বলে উঠতে থাকেন। এদিকে আপনার পুত্ররাও তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাতে তাঁর ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেল এবং তিনি এক তীক্ষ্ণ বাণে আপনার এক পুত্রকে হত্যা করলেন। আর একটি তীক্ষ্ণ বাণে কুণ্ডলীকে ধরাশায়ী করলেন। তারপর তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আপনার পুত্রদের ওপর তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীমসেনের ধনুক নিক্ষিপ্ত দুর্দান্ত বাণ আপনার মহারথী পুত্রদের রথ থেকে নীচে ফেলে দিতে লাগল। আপনার বীর পুত্রগণ—অনাবৃষ্টি, কুণ্ডভেদী, বৈরাট, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, সুবাহু এবং কনকধ্বজ মাটিতে এমনভাবে ধরাশায়ী হয়েছিল, যেন বসন্ত ঋতুতে পুষ্পিত আম্রবৃক্ষ কেটে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আপনার অন্য পুত্ররা ভীমসেনকে কালের সমান মনে করে পলায়ন করল।

ভীমসেন যখন আপনার পুত্রদের বধ করতে ব্যাপৃত ছিলেন, সেইসময় দ্রোণাচার্য তাঁর ওপর চতুর্দিক থেকে বাণবর্ষণ করছিলেন। তখন ভীমসেন এক অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি দ্রোণাচার্যের বাণ প্রতিহত করতে করতেও আপনার পুত্রদের বধ করছিলেন। সেই সময় ভীষ্ম, ভগদত্ত ও কৃপাচার্য অর্জুনকে আটকালেন। কিন্তু অতিরথী অর্জুন তাঁর অস্ত্রে ওইসব অস্ত্রগুলিকে ব্যর্থ করে আপনার কয়েকজন সেনাপ্রধানকে মৃত্যুমুখে পাঠালেন। অভিমন্যু রাজা অম্বষ্ঠকে রথহীন করে দিলেন। তিনি তখন লাফিয়ে রথ থেকে নেমে অভিমন্যুকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করলেন এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কৃতবর্মার রথে উঠে বসলেন। যুদ্ধকুশল অভিমন্যু প্রেরিত তলোয়ারকে আসতে দেখে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেটি প্রতিহত করলেন, সমস্ত সৈন্য তাই দেখে বাহবা দিয়ে উঠল। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যান্য মহারথীও আপনার সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন এবং

আপনার সেনারাও পাণ্ডব সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। তারা অস্ত্র ছাড়াও চুল ধরে চড় ও ঘুঁসি মেরেও একে অন্যকে আঘাত করছিল। পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকেও রেহাই দিচ্ছিল না। এই ঘোর যুদ্ধ চলতে চলতে বীররা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে কিছু ধরাশায়ী হল, কিছু পালিয়ে গেল। আস্তে আস্তে রাত্রি নেমে এল। তখন দুইপক্ষই তাদের সৈন্য নিয়ে ফিরে গেল এবং নিজ নিজ শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল।

—o—

## দুর্যোধনের অনুরোধে ভীষ্মের পাণ্ডব সেনা সংহারের প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! শিবিরে পৌঁছে রাজা দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ নিজেরা আলোচনা করতে লাগলেন কীভাবে পাণ্ডবদের পরাস্ত করা যায়। রাজা দুর্যোধন

বললেন—দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, শল্য এবং ভূরিশ্রবা পাণ্ডবদের অগ্রগতি রোধ করতে পারছেন না। এর কারণ কী, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা তো এইভাবে পাণ্ডবদের বধ করতে পারছি না, কিন্তু তারা আমাদের সৈন্য ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। কর্ণ ! এতে আমার সৈন্য এবং অস্ত্র-শস্ত্র খুবই কমে গেছে। এখন পাণ্ডব বীররা তো দেবতাদেরও অবধ্য হয়ে গেছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে আমরা কী করে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করব ?

কর্ণ বললেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! চিন্তা করবেন না, আমি এই কাজ করে দেব ; এখন পিতামহ ভীষ্মের শীঘ্রই এই যুদ্ধ থেকে সরে যাওয়া উচিত। তিনি যদি যুদ্ধ থেকে সরে যান এবং অস্ত্রত্যাগ করেন, তাহলে আমি তাঁর সামনেই পাণ্ডবদের সমস্ত সোমক বীরসহ বিনাশ করব—এই আমি শপথ করে বলছি। ভীষ্ম সর্বদাই পাণ্ডবদের স্নেহ করেন এবং তাঁর পক্ষে এই মহারথীদের যুদ্ধে পরাস্ত করার ক্ষমতাও নেই। সুতরাং আপনি সত্বর ভীষ্মের শিবিরে যান এবং তাঁকে অস্ত্র-ত্যাগ করতে বলুন।

দুর্যোধন বললেন—শত্রুদমন। আমি এখনই ভীষ্মকে অনুরোধ জানিয়ে তোমার কাছে আসছি। পিতামহ যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালে তুমিই যুদ্ধ করবে।

তারপর দুর্যোধন তাঁর ভাইদের নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভীষ্মের কাছে গেলেন। ভীষ্মের শিবিরে গিয়ে তাঁরা তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তিনি এক স্বর্ণ সিংহাসনে গিয়ে বসলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাত জোড় করে গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন—'পিতামহ ! আপনার ভরসায় আমরা ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাকে পরাজিত করার সাহস রাখি, তখন এই পাণ্ডবদের আর কী কথা ? তাই আজ আপনার আমার ওপর কৃপা করা উচিত। আপনি পাণ্ডবদের এবং সোমকদের বধ করে আপনার বাক্যের সত্যরক্ষা করুন এবং যদি পাণ্ডবদের ওপর দয়া এবং আমার প্রতি দ্বেষ হওয়াতে অথবা আমার মন্দভাগ্যের জন্য আপনি পাণ্ডবদের রক্ষা করতে থাকেন, তাহলে কর্ণকে যুদ্ধ করার আদেশ দিন। সে অবশ্যই পাণ্ডবদের তাদের সুহৃদ ও বন্ধু-বান্ধবসহ পরাস্ত করবে।' এই কথা বলে দুর্যোধন মৌন হয়ে গেলেন।

মহামনা ভীষ্ম আপনার পুত্রের বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, কিন্তু তিনি তাঁকে কোনো কথা বললেন না। তিনি অনেকক্ষণ ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তারপর তিনি দুর্যোধনকে বুঝিয়ে বললেন—

পুত্র দুর্যোধন ! তুমি এই প্রকার বাক্য বাণে আমাকে কেন বিদ্ধ করছ ? আমি আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে তোমার হিতের জন্য যুদ্ধ করছি। তোমার মঙ্গলার্থে আমি প্রাণ বিসর্জন করতেও রাজি আছি। দেখো,বীর অর্জুন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করে খাণ্ডববনে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিল—তার বীরত্বের এই প্রমাণ। গন্ধর্বরা যখন তোমাকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তখন সেই তোমাকে ছাড়িয়ে এনেছিল, তখন তোমার এই শূরবীর ভ্রাতাগণ এবং কর্ণ রণক্ষেত্রের থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এগুলো কি তার শক্তির পরিচয় নয় ? বিরাট নগরে সে একাই আমাদের সকলকে পরাস্ত করেছিল আর আমাকে ও দ্রোণাচার্যকে পরাস্ত করে যোদ্ধাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং নিজের পৌরুষ নিয়ে গর্বকারী কর্ণকেও পরাজিত করে উত্তরাকে তাদের বস্ত্র অর্পণ দিয়েছিল। এগুলিও তার বীরত্বের প্রমাণ । যার রক্ষক স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রীকৃষ্ণ, সেই অর্জুনকে যুদ্ধে কে পরাস্ত করতে পারে ? শ্রীবসুদেবনন্দন অনন্ত শক্তির আধার, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়কারী ; সকলের ঈশ্বর, দেবতাদেরও পূজনীয়, স্বয়ং সনাতন পরমাত্মা। নারদ ও মহর্ষিগণ তোমাকে কয়েকবার একথা বলেছেন। কিন্তু মোহবশত তুমি একথা বুঝতেই চাওনি। শিখণ্ডী ব্যতীত অন্য সব সোমক এবং পাঞ্চাল বীরদের আমি বধ করব। এবার হয় আমি ওদের হাতে মারা পড়ব অথবা ওদের বিনাশ করে আমি তোমাকে প্রসন্ন করব। এই শিখণ্ডী প্রথমে রাজা দ্রুপদের গৃহে স্ত্রীরূপে জন্মেছিল, পরে বরের প্রভাবে পুরুষরূপে পরিবর্তিত হয়। তাই আমার কাছে শিখণ্ডী নারীই। তাই সে আমার প্রাণ নিতে এলেও আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। এখন তুমি গিয়ে নিশ্চিন্তে শয়ন করো। কাল আমি ভীষণ সংগ্রাম করব। যতদিন পৃথিবী থাকবে, লোক ততদিন সেই সংগ্রামের কথা স্মরণে রাখবে।

রাজন্ ! ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন মস্তক অবনত করে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর তিনি নিজ শিবিরে এসে শয়ন করলেন। পরদিন প্রভাতে উঠে তিনি সব রাজাদের নির্দেশ দিলেন, 'আপনারা নিজ নিজ সৈন্য প্রস্তুত করুন, আজ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে সোমক বীরদের সংহার করবেন।' তারপর দুঃশাসনকে বললেন—'তুমি ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি রথ প্রস্তুত করো। আজ তোমার সমস্ত সেনানীদের তাঁকে রক্ষা করার জন্য আদেশ দাও। শিখণ্ডী, অরক্ষিত ভীষ্মকে যেন বধ করতে না পারে। আজ শকুনি, শল্য, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য এবং বিবিংশতি যেন অত্যন্ত সাবধানে ভীষ্মকে রক্ষা করেন ; তিনি সুরক্ষিত থাকলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।' দুর্যোধনের কথা শুনে সমস্ত যোদ্ধারা বহু রথ নিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলো। ভীষ্মকে বহু রথ ঘিরে রয়েছে দেখে অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—তুমি আজ ভীষ্মের সামনে পুরুষসিংহ শিখণ্ডীকে রাখো। আমি তাঁকে রক্ষা করব।'

—o—

## পাণ্ডবদের সঙ্গে ভীষ্মের ভয়ানক যুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের চাবুক নিয়ে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হওয়া

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ভীষ্ম তখন বিশাল বাহিনী দিয়ে সর্বতোভদ্র নামক ব্যূহ তৈরি করলেন। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, শৈব্য, শকুনি, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ এবং আপনার সমস্ত পুত্ররা ভীষ্মের সঙ্গে সব সেনাদের সামনে দাঁড়ালেন। দ্রোণাচার্য, ভূরিশ্রবা, শল্য এবং ভগদত্ত ব্যূহের ডান দিকে দাঁড়ালেন। অশ্বত্থামা, সোমদত্ত এবং দুই অবন্তীরাজকুমার তাঁদের বিশাল সৈন্যসহ অলম্বুষ ও শ্রুতায়ু সমস্ত ব্যূহবদ্ধ সৈন্যের পিছনে থাকলেন। আপনার পক্ষের সমস্ত বীর এইভাবে ব্যূহরচনার রীতিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

অন্যদিকে রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব—তাঁরা সমস্ত সৈন্যের ব্যূহের মুখভাগে দাঁড়ালেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, শিখণ্ডী, অর্জুন, ঘটোৎকচ, চেকিতান, কুন্তীভোজ, অভিমন্যু, দ্রুপদ, যুধামন্যু এবং কেকয় রাজকুমার—এই সকল বীররা কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়ালেন। আপনার পক্ষের বীররা ভীষ্মকে সামনে রেখে পাণ্ডবদের দিকে এগোলেন। ভীমসেন ও অন্য পাণ্ডব যোদ্ধাও বিজয় লাভের আকাঙ্ক্ষায় ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এলেন। দুই পক্ষে ভয়ানক

যুদ্ধ শুরু হল। ভীষণ শব্দে পৃথিবী কম্পিত হল। ধুলায় ধূসরিত হওয়ায় দ্বিপ্রহরের সূর্যও প্রভাহীন হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত হল। শৃগাল চিৎকার করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে। কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল, আকাশ থেকে মুহুর্মুহু উল্কাপাত হচ্ছিল। সেই অশুভ মুহূর্তে হাতি, ঘোড়া ও সৈনিকদের কোলাহল বড় ভয়ংকর লাগছিল।

মহারথী অভিমন্যু সর্বপ্রথম দুর্যোধনের সেনার ওপর
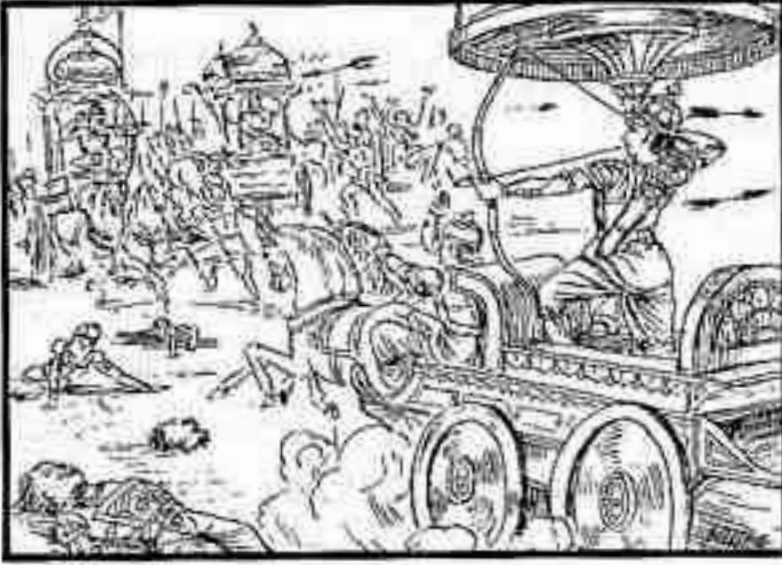
আক্রমণ করলেন। তিনি যখন সেই অনন্ত সৈন্য সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, আপনার বড় বড় বীরও তাঁকে বাধা দিতে পারলেন না। তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণে বহু ক্ষত্রিয় বীর যমালয়ে গমন করলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ংকর বাণ বর্ষণ করে বহু রথ, রথী, ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার এবং হাতি ও তার আরোহীদের বিদীর্ণ করতে লাগলেন। অভিমন্যুর এই পরাক্রম দেখে রাজারা প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। সেইসময় তিনি কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল এবং জয়দ্রথকেও কৌশলে পরাস্ত করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রণভূমিতে বিচরণ করছিলেন। তাঁকে এইভাবে শত্রুদের সন্তপ্ত করতে দেখে ক্ষত্রিয়দের মনে হচ্ছিল যেন ইহলোকে দুজন অর্জুন প্রকটিত হয়েছেন। অভিমন্যু এইভাবে আপনার বিশাল বাহিনীর ভিত কাঁপিয়ে সমস্ত মহারথীদের হৃদয়ে ভয় ধরিয়ে দিলেন। তাঁর সুহৃদরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। অভিমন্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আপনার সেনারা আতুর হয়ে চিৎকার করতে লাগল।

আপনার সেনাদের ভয়ংকর আর্তনাদ শুনে রাজা দুর্যোধন রাক্ষস অলম্বুষকে বললেন—'মহাবাহো! বৃত্রাসুর যেভাবে সমস্ত দেবতা সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন, এই অর্জুনপুত্রও সেইভাবে আমার সেনাদের বিতাড়িত করছে। তুমি ব্যতীত এই সংগ্রামে তাকে প্রতিহত করার আর কেউ নেই। তুমি সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম। অতএব শীঘ্র গিয়ে তাকে শেষ করো। এখন ভীষ্ম-দ্রোণ প্রমুখ যোদ্ধা মিলে আমরা অর্জুনকে বধ করব।'

দুর্যোধনের কথায় মহাবলী রাক্ষসরাজ বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় গর্জন করতে করতে অভিমন্যুর দিকে রওনা হল। তার ভীষণ গর্জনে পাণ্ডবসেনার মধ্যে কোলাহল পড়ে গেল। কয়েকজন যোদ্ধা ভয়ে প্রাণের আশাই ছেড়ে দিল। অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ ধনুর্বাণ নিয়ে তার সামনে এলেন। সেই রাক্ষস অভিমন্যুর কাছে এসে তাঁর সৈন্যদের তাড়িয়ে দিল এবং তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবদের বিশাল বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার প্রহারে বহু সৈন্যের বিনাশ হল। তারপর সেই রাক্ষস দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের দিকে এগোল। পাঁচ ভাই রাক্ষসকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে সবেগে তাকে আক্রমণ করলেন। প্রতিবিন্ধ্য তীক্ষ্ণবাণে তাঁকে আঘাত করলেন, বাণের আঘাতে তার বর্ম টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পাঁচ ভাই তাকে লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করায় সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে পেয়ে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবল পরাক্রমে তাঁদের ধনুক, বাণ ও ধ্বজা কেটে ফেলল। তারপর হাসতে হাসতে পাঁচ বাণ মেরে তাঁদের সারথি ও ঘোড়াগুলি বধ করল। এইভাবে রথহীন করে তাঁদের বধ করার জন্য সে সবেগে তাঁদের আক্রমণ করল। তাঁদের সংকট দেখে অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ তাঁদের দিকে এলেন। অভিমন্যু ও অলম্বুষের মধ্যে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল। দুজনেই ক্রোধে একে অপরকে প্রলয়াগ্নির মতো জ্বলে উঠে আঘাত করতে লাগলেন।

অভিমন্যু প্রথমে তিনটি ও পরে পাঁচটি বাণের দ্বারা অলম্বুষকে বিদ্ধ করলেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে অলম্বুষ অভিমন্যুর বুকে নয়টি বাণ নিক্ষেপ করলেন, তারপর শত শত বাণে অভিমন্যুকে আক্রান্ত করে তুললেন। তখন কুপিত হয়ে অভিমন্যু তাঁর বুকে নয়টি বাণ মারলেন। সেই বাণ তার শরীর ভেদ করে মর্মস্থলে ঢুকল। আহত হয়ে সেই রাক্ষস রণক্ষেত্রে তার তামসী মায়া বিস্তার করল, সব যোদ্ধাদের চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। তারা তখন কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। সেই ভীষণ অন্ধকার দেখে অভিমন্যু ভাস্কর নামের এক প্রচণ্ড অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তখন সব অন্ধকার দূর হল। অলম্বুষ আরও

কয়েক প্রকার মায়া প্রয়োগ করলে অভিমন্যু তা সবই নষ্ট করে দেন। মায়া নাশ হওয়ায় অভিমন্যুর আঘাতে পীড়িত হয়ে অলম্বুষ রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করল। মায়াযুদ্ধকারী রাক্ষসকে পরাস্ত করে অভিমন্যু কৌরব সেনাদের বধ করতে লাগলেন।

সেনাদের পলায়ন করতে দেখে ভীষ্ম এবং অনেক মহারথী সেই একাকী বালককে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন এবং চতুর্দিক থেকেই তাঁর ওপর ক্রমাগত বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। বীর অভিমন্যু বল ও পরাক্রমে তাঁর পিতা অর্জুন ও মাতুল শ্রীকৃষ্ণের মতোই ছিলেন। তিনি রণভূমিতে তাঁদের দুজনের মতোই পরাক্রম দেখালেন। এরমধ্যে বীর অর্জুন তাঁর পুত্রকে রক্ষার জন্য আপনার সৈন্য সংহার করতে করতে ভীষ্মের কাছে পৌঁছলেন। আপনার পিতৃব্য ভীষ্মও রণক্ষেত্রে অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তখন আপনার পুত্র রথ, হাতি এবং ঘোড়ার দ্বারা ভীষ্মকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন করে রক্ষা করতে লাগলেন। পাণ্ডবরাও এইভাবে অর্জুনের আশে পাশে থেকে ভীষণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রথমে কৃপাচার্য অর্জুনকে পঁচিশটি বাণ মারলেন, সাত্যকি এগিয়ে এসে কৃপাচার্যকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করলেন, তারপর তিনি অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করলেন। অশ্বত্থামা তখন সাত্যকির ধনুক দুটুকরো করে তাঁকে বাণবিদ্ধ করলেন। সাত্যকি তৎক্ষণাৎ অন্য এক ধনুক এনে অশ্বত্থামার বুকে ও হাতে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। তাতে আহত হয়ে অশ্বত্থামা মূর্ছিত হলেন এবং নিজ ধ্বজার সাহায্যে রথের পশ্চাদভাগে গিয়ে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে এলে অশ্বত্থামা কুপিত হয়ে সাত্যকিকে একটি নারাচ নিক্ষেপ করলেন। সেটি সাত্যকিকে আঘাত করে পৃথিবীতে ঢুকে গেল। অন্য এক বাণে তিনি তার ধ্বজা কেটে গর্জন করে উঠলেন। তারপর তিনি সাত্যকির ওপর প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। এই অবস্থাতেও অশ্বত্থামার সমস্ত বাণ প্রতিহত করে সাত্যকি তাঁর ওপর শতশত বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

মহাপ্রতাপশালী দ্রোণাচার্য পুত্রকে রক্ষা করার জন্য সাত্যকির সামনে এসে বাণের আঘাতে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন। সাত্যকি তখন অশ্বত্থামাকে ছেড়ে দ্রোণাচার্যকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। পরম সাহসী অর্জুনও তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণাচার্যকে আঘাত করলেন, তাঁকে বাণের দ্বারা ঢেকে ফেললেন। আচার্যের ক্রোধ তাতে বেড়ে গেল, তিনি অর্জুনকে বাণে বাণে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। দুর্যোধন সুশর্মাকে পাঠালেন আচার্যের সহায়তা করার জন্য। তাই ত্রিগর্তরাজ তাঁর ধনুকে তীক্ষ্ণ ফলাসম্পন্ন বাণে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। অর্জুনও সিংহনাদ করে সুশর্মা এবং তাঁর পুত্রকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন, তাঁরা দুজনে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁর রথের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন তাঁদের বাণ নিজের বাণের দ্বারা প্রতিহত করলেন। তাঁর হাতের কৌশল দেখে দেবতা ও দানবও প্রসন্ন হলেন। অর্জুন তখন কুপিত হয়ে কৌরবসেনার অগ্রভাগে উপস্থিত ত্রিগর্ত বীরদের ওপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেটি আকাশে উঠে ঝড়ের সৃষ্টি করে বহু বৃক্ষ উপড়ে ফেলল এবং বহু বীর ধরাশায়ী হয়ে গেল। তখন দ্রোণাচার্য শৈলাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাতে বাতাস স্তব্ধ হয়ে চতুর্দিক পরিষ্কার হয়ে গেল। পাণ্ডুপুত্র অর্জুন এইভাবে ত্রিগর্ত-রথীদের নিরুৎসাহ করে তাঁদের পরাক্রমহীন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করলেন।

রাজন্! যুদ্ধ হতে হতে মধ্যাহ্ন হয়ে গেল, গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে পাণ্ডবপক্ষের শত সহস্র সৈনিক সংহার করতে লাগলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট এবং দ্রুপদ ভীষ্মের সামনে এসে তাঁর ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করে তিন বাণে বিরাটকে ঘায়েল করলেন এবং আর এক বাণ রাজা দ্রুপদের ওপর ছুঁড়লেন। ভীষ্মের হাতে আহত হয়ে এই ধনুর্ধর বীরগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। শিখণ্ডী পিতামহকে তীরবিদ্ধ করলেন। কিন্তু পিতামহ তাঁকে নারী মনে করে আক্রমণ করলেন না। তখন দ্রুপদ তাঁর বুক এবং হাত লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। দ্রুপদ, বিরাট এবং শিখণ্ডী—প্রত্যেকে পঁচিশ বাণে ভীষ্মকে আঘাত করলেন। ভীষ্ম তিন বাণে তিন বীরকে বিদ্ধ করলেন এবং এক বাণে দ্রুপদের ধনুক কেটে ফেললেন। তিনি তখনই অন্য ধনুক দিয়ে পাঁচ বাণে ভীষ্মকে এবং তিন বাণে তাঁর সারথিকে বিদ্ধ করলেন। দ্রুপদকে রক্ষা করার জন্য ভীমসেন, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, কেকয়দেশের পাঁচভাই, সাত্যকি, রাজা যুধিষ্ঠির এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের দিকে এগিয়ে এলেন। আপনার পক্ষের সব বীরও ভীষ্মের রক্ষার্থে পাণ্ডব সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুপক্ষের ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল।

রথীর সঙ্গে রথী, পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে বিপক্ষকে যমরাজার গৃহে পাঠাতে লাগল।

অন্যদিকে অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সুশর্মার সঙ্গী রাজাদের যমালয়ে পাঠালেন। সুশর্মাও তাঁর তীক্ষ্ণবাণে অর্জুনকে আঘাত করতে লাগলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে শতশত বাণ মারতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর বাণ প্রতিহত করে সুশর্মার কয়েকজন বীরকে বধ করলেন। কল্পান্তকারী কালের ন্যায় অর্জুনের বাণে ভীত হয়ে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগলেন। তাঁরা কেউ ঘোড়া, কেউ হাতি আবার কেউ রথ ফেলে পালিয়ে গেলেন। সুশর্মা তাঁদের আটকাবার চেষ্টা করলেও, তাঁরা কেউ ফিরলেন না। সেনাদের এইভাবে পালিয়ে যেতে দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন ত্রিগর্তরাজকে রক্ষার জন্য সমস্ত সেনাসহ ভীষ্মকে অগ্রে রেখে অর্জুনের দিকে এগোলেন। পাণ্ডবরাও অর্জুনকে রক্ষার নিমিত্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ভীষ্মের দিকে চললেন।

ভীষ্ম তখন বাণের সাহায্যে পাণ্ডব সেনা সংহার করতে লাগলেন। অন্য দিকে সাত্যকি পাঁচ বাণে কৃতবর্মাকে বিদ্ধ করলেন এবং সহস্র বাণবর্ষণ করে যুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়ালেন। রাজা দ্রুপদ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করে, তাঁর সারথির ওপরও বাণ চালালেন। ভীমসেন তাঁর প্রপিতামহ বাহ্লীককে ঘায়েল করে সিংহনাদ করে উঠলেন। যদিও অভিমন্যুকে চিত্রসেন বহু বাণে আহত করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি সহস্র বাণবর্ষণ করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তিনি তিন বাণে চিত্রসেনকে অত্যন্ত আহত করে নয় বাণে তাঁর ঘোড়াগুলি মেরে সিংহনাদ করে উঠলেন।

অপরদিকে আচার্য দ্রোণ রাজা দ্রুপদকে শর বিদ্ধ করে তাঁর সারথিকে ঘায়েল করলেন। অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় দ্রুপদ রণক্ষেত্রের বাইরে চলে গেলেন। ভীমসেন সমস্ত সৈন্যের সামনেই রাজা বাহ্লীকের ঘোড়া, সারথি ও রথ নষ্ট করে দিলেন। তিনি তক্ষুণি লক্ষ্মণের রথে আরোহণ করলেন। সাত্যকি বহু বাণের দ্বারা কৃতবর্মাকে প্রতিহত করে পিতামহ ভীষ্মের সামনে এলেন এবং তাঁর বিশাল ধনুক থেকে ষাটটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীষ্মকে আঘাত করলেন। তখন পিতামহ তাঁর ওপর এক লৌহ শক্তি নিক্ষেপ করলেন। কালের ন্যায় করাল সেই শক্তিকে আসতে দেখে সাত্যকি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাকে রোধ করলেন, সেই শক্তি সাত্যকির কাছে না এসে মাটিতে পড়ল। তখন সাত্যকি ভীষ্মের দিকে তাঁর শক্তি নিক্ষেপ করলেন। ভীষ্মও দুই তীক্ষ্ণ বাণে সেটি দ্বিখণ্ডিত করলেন, সেগুলি মাটিতে গিয়ে পড়ল। শক্তি কেটে ফেলে ভীষ্ম সাত্যকির ওপর নটি বাণবর্ষণ করলেন। তখন রথ, ঘোড়া ও গজসহ সমস্ত পাণ্ডব সাত্যকির রক্ষার্থে ভীষ্মকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

রাজা দুর্যোধন তাই দেখে দুঃশাসনকে বললেন—'বীরবর ! পাণ্ডবরা পিতামহকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে, এখন তোমার তাঁকে রক্ষা করা উচিত।' দুর্যোধনের নির্দেশ শুনে আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে ভীষ্মকে ঘিরে দাঁড়ালেন। শকুনি এক লাখ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নকুল-সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে বাধা দিতে লাগলেন, দুর্যোধনও পাণ্ডবদের বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেব সেই অশ্বারোহীদের বাধা দেবার জন্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাদের মস্তক কেটে ফেলতে লাগলেন। তাদের মাথা এমনভাবে পড়তে লাগল যেন গাছের ফল ঝরে পড়ে যাচ্ছে। সেই মহাসমরে শত্রুদের পরাস্ত করে পাণ্ডবরা শঙ্খ ও ভেরী বাজাতে লাগলেন।

দুর্যোধন নিজ সেনাদের পরাজিত হতে দেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তিনি মদ্ররাজকে বললেন—'রাজন্ ! দেখুন, নকুল, সহদেব এবং জ্যেষ্ঠপাণ্ডুপুত্র আপনার সৈন্যদের হটিয়ে দিচ্ছেন ; আপনি ওঁদের বাধা দিতে চেষ্টা করুন। আপনার বল ও পরাক্রম সকলে সহ্য করতে পারে না।' দুর্যোধনের কথা শুনে মদ্ররাজ শল্য রথী সৈন্য সহকারে রাজা যুধিষ্ঠিরের সামনে এলেন। তাঁর বিশাল বাহিনী একসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করল। ধর্মরাজ সেই সৈন্যপ্রবাহ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রতিহত করলেন এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দশটি বাণ শল্যের ওপর নিক্ষেপ করলেন। নকুল-সহদেবও তাঁর ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। মদ্ররাজ তাঁদের প্রত্যেককে তিনটি করে বাণ মারলেন। ষাট বাণে তিনি যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করলেন এবং দুটি করে বাণ তাঁর ভায়েদের ওপর ছুঁড়লেন। দুপক্ষে মহা কঠোর সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

সূর্যদেব অস্তোন্মুখ হলেন। তাই পিতামহ ভীষ্ম ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণে পাণ্ডব ও তাঁদের সেনাদের আক্রমণ করলেন। তিনি বারো বাণে ভীমকে, সাত বাণে

সহদেবকে, নয় বাণে সাত্যকিকে, তিন বাণে নকুলকে এবং বারো বাণে যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করে সিংহনাদ করে উঠলেন। দ্রোণাচার্য পাঁচটি করে বাণ সাত্যকি ও ভীমসেনকে মারলেন এবং ভীম ও সাত্যকিও তাঁর ওপর তিনটি করে বাণ মারলেন।

তারপর পাণ্ডবরা আবার পিতামহকে ঘিরে ধরলেন। কিন্তু তাঁরা ঘিরে ধরলেও অজেয় ভীষ্ম আগুনের মতো তেজে শত্রুপক্ষকে পোড়াতে লাগলেন। তিনি বহু রথ, হাতি এবং ঘোড়া মনুষ্যহীন করে দিলেন। তাঁর বাজের আওয়াজের মতো গম্ভীর ধনুকের ছিলার টংকার শুনে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল। ভীষ্মের ধনুক নিক্ষিপ্ত বাণ যোদ্ধার বর্মে না লেগে সোজা তাদের দেহ ভেদ করে চলে যেত। বেদি, কাশী ও করূষ দেশের চৌদ্দ হাজার মহারথী, যারা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত এবং কখনো পশ্চাদপসরণ করে না, তারা ভীষ্মের সম্মুখীন হয়ে হাতি ঘোড়া ও রথসহ বিনাশপ্রাপ্ত হল।

পাণ্ডবদের সৈন্যদল এই ভীষণ আঘাতে আর্তনাদ করতে লাগল। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ রথ থামিয়ে অর্জুনকে বললেন—'কুন্তীনন্দন! তুমি যার প্রতীক্ষায় ছিলে সেই সময় এবার এসেছে। এখন তুমি মোহগ্রস্ত না হয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করো। তুমি বিরাটনগরে একত্রিত রাজাদের সামনে সঞ্জয়কে বলেছিলে যে, 'আমার সঙ্গে যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ যেই ধৃতরাষ্ট্রের হয়ে যুদ্ধ করবে, তাদের সবাইকেই আমি যুদ্ধে বধ করব।' এবার সেই কথা সত্য প্রমাণ করো। ক্ষাত্রধর্মের কথা ভেবে মুক্ত মনে যুদ্ধ করো।' অর্জুন কিছু বিমনাভাবে বললেন—'আচ্ছা, যেদিকে পিতামহ আছেন, সেদিকে ঘোড়া নিয়ে চলুন। আমি আপনার আদেশ পালন করব, অজেয় ভীষ্মকে ধরাশায়ী করব।' শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনের রথের সাদা ঘোড়াগুলি ভীষ্মের দিকে চালালেন। অর্জুনকে ভীষ্মের সামনে আসতে দেখে যুধিষ্ঠিরের বিশাল বাহিনী ফিরে এল।

ভীষ্ম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাণ ছুঁড়ে অর্জুনের রথ ও ঘোড়াগুলি ঢেকে দিলেন। তাঁর সেই বাণবৃষ্টিতে সব কিছু ঢেকে গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভয় পেলেন না, তিনি বাণবিদ্ধ ঘোড়াদের চালাতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনুক তুলে বাণের দ্বারা ভীষ্মের ধনুক কেটে ফেললেন। ভীষ্ম মুহূর্তের মধ্যে অন্য ধনুক নিলেন, অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে সেটিও কেটে ফেললেন। অর্জুনের এই ক্ষিপ্রতা দেখে ভীষ্ম তাঁকে প্রশংসা করে বললেন—'বাহ! মহাবাহু অর্জুন সাবাশ! কুন্তীর বীর পুত্র, সাবাশ!' এই বলে তিনি আর একটি ধনুক নিয়ে অর্জুনের ওপর বাণের ঝড় বইয়ে দিলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ চক্রাকারে অত্যন্ত কৌশলে রথ চালিয়ে ভীষ্মের বাণ ব্যর্থ করতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধে অর্জুনের শৈথিল্য এবং ভীষ্মের পাণ্ডব বীরদের মুখ্য সেনাদের বধ হতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সেটি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ঘোড়ার রাশ ছেড়ে লাফিয়ে রথ থেকে নেমে সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে চাবুক নিয়ে ভীষ্মের দিকে দৌড়লেন। তাঁর পদাঘাতে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। আপনার বীরদের হৃদয় তাতে ভয়ে কেঁপে উঠল, তাঁরা বলতে লাগলেন—'ভীষ্ম এবার বধ হবেন।'

শ্রীকৃষ্ণ রেশমের পীতবস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তাঁর নীলমণির ন্যায় শ্যাম শরীর, বিদ্যুৎলতা সুশোভিত শ্যামমেঘের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছিল। সিংহ যেমন হাতির ওপর লাফিয়ে পড়ে তেমনই ইনিও গর্জন করে অত্যন্ত বেগে ভীষ্মের দিকে দৌড়লেন। কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর দিকে আসতে দেখে পিতামহ তাঁর বিশাল ধনুক রেখে কোনোপ্রকার ভয়ভীত না হয়ে বললেন—'কমললোচন! আসুন দেব! আপনাকে নমস্কার! যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি এই যুদ্ধে আমাকে বধ করুন। যুদ্ধস্থলে আপনার হাতে মৃত্যু হলে আমার কল্যাণ হবে। গোবিন্দ! আজ আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে আসায় আমি ত্রিলোকে সম্মানিত হয়েছি। আপনি ইচ্ছামতো আমাকে আঘাত করুন, আমি আপনার দাস।' তখনই অর্জুন পিছন থেকে গিয়ে ভগবানকে বাহুবন্ধনে ধরে ফেললেন। তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত জোরে অর্জুনকে টেনে নিয়ে এগোতে লাগলেন। তখন অর্জুন তাঁর দুই পায়ে পড়ে অত্যন্ত বিনয়সহকারে মধুরভাবে বললেন—'মহাবাহো! আপনি ফিরে চলুন। আপনি যে আগে বলেছেন, আপনি যুদ্ধ করবেন না, তা মিথ্যা হতে দেবেন না। আপনি এ কাজ করলে লোকে আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে। সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপরেই ছেড়ে দিন, আমি পিতামহকে বধ করব। আমি শস্ত্র, সত্য এবং পুণ্য শপথ করে বলছি।'

অর্জুনের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কোনো কথা না বলে ক্রোধভরেই রথে ফিরে এলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আবার বাণবর্ষণ করতে লাগলেন এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের প্রাণ সংহার করতে আরম্ভ করলেন। আগে যেমন আপনার

সেনা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিল, এবার পাণ্ডবসেনার মধ্যে সেইরকম পলায়ন শুরু হল। পাণ্ডবপক্ষের শত সহস্র বীর মারা পড়ছিল। তারা এত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল যে, মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় ভীষ্মের দিকে তাকাতেও পারছিল না। পাণ্ডবরা হতবুদ্ধি হয়ে ভীষ্মের সেই অমানুষিক বীরত্ব দেখছিলেন। সেইসময় কাদায় আটকে পড়া গাভীর ন্যায় পাণ্ডবসেনা তাদের কোনো রক্ষাকর্তা দেখতে পাচ্ছিল না। সেইসময় সূর্য তাঁর কাজ শেষ করে অস্তাচলের দিকে গেলেন, সারাদিনের যুদ্ধ ক্লান্ত সৈনিকগণ যুদ্ধ বন্ধ করার কথা ভাবল।

---

## পাণ্ডবদের ভীষ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর বধের উপায় জানা

সঞ্জয় বললেন—উভয় পক্ষের সেনারা তখনও যুদ্ধ করছিল, সূর্য অস্তাচলে গেলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যুদ্ধ বন্ধ হল। ভীষ্মের বাণের আঘাতে পাণ্ডবসেনা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে মহারথীদের সংহার করতে যাচ্ছিলেন, সোমক ক্ষত্রিয়গণ পরাজিত হয়ে নিরুৎসাহ হয়েছিলেন—এইসব দেখে রাজা যুধিষ্ঠির সেনাদের ফিরিয়ে নেবার কথা ভাবলেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তারপর আপনার সেনারাও ফিরে গেল। ভীষ্মের বাণে আহত পাণ্ডবগণ তখন তাঁর পরাক্রমের কথা স্মরণ করে একটুও শান্তি পেল না। ভীষ্মও সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডবদের হারিয়ে কৌরবদের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে শিবিরে ফিরে গেলেন।

রাত্রির প্রথম প্রহরে পাণ্ডব, বৃষ্ণি এবং সৃঞ্জয়দের এক বৈঠক হল। সেখানে সকলে শান্তভাবে আলোচনা করলেন যে এখন কী করলে ভালো হয়। বহুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি মহাত্মা ভীষ্মের পরাক্রম দেখছেন তো ? হাতি যেমন বনকে পদদলিত করে, তেমনই তিনিও আমাদের সৈন্য ধ্বংস করছেন। জ্বলন্ত আগুনের মতো ভীষ্মের দিকে আমাদের তাকাতেও সাহস হচ্ছে না। ক্রোধান্বিত যমরাজ, বজ্রধারী ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ এবং গদাধারী কুবেরকেও যুদ্ধে জয় করা সম্ভব ; কিন্তু কুপিত ভীষ্মকে পরাজিত করা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। এই অবস্থায় নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে আমি শোকসমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি। কৃষ্ণ ! এখন আমার ইচ্ছা বনে চলে যাওয়া। সেখানে গেলেই আমার কল্যাণ হবে। যুদ্ধ করার কোনোই আগ্রহ নেই ; কারণ ভীষ্ম নিরন্তর আমাদের সৈন্য সংহার করছেন। বাসুদেব ! আমাদের সৈন্য সংখ্যা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমার ভ্রাতারা বাণের আঘাতে কষ্ট পাচ্ছে ; ভ্রাতৃস্নেহের জন্যই এরাও আমার সঙ্গে রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছে, বনে বনে ঘুরেছে, দ্রৌপদীও বহু ক্লেশ সহ্য করেছে। মধুসূদন ! আমি জীবনকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করি আর তা এই সময় দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমার ইচ্ছা, জীবনের যে কটা দিন বাকি আছে, তাতে ধর্ম আচরণ করব। কেশব ! আপনি যদি আমাদের কৃপাপাত্র বলে মনে করেন, তাহলে এমন কোনো উপায় বলুন যাতে আমাদের মঙ্গল হয় এবং ধর্মে বাধা না আসে।'

যুধিষ্ঠিরের করুণ বাক্য শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'ধর্মরাজ ! দুঃখ করবেন না। আপনার ভ্রাতারা মস্ত বড় বীর, দুর্জয় এবং শত্রুনাশকারী। অর্জুন ও ভীম বায়ু ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। নকুল-সহদেবও অত্যন্ত পরাক্রমশালী। আপনি যদি চান আমাকেও যুদ্ধে নিয়োগ করুন, আপনার জয়ের জন্য আমিও ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি। আপনি বললে আমি কী না করতে পারি !

অর্জুনের যদি ইচ্ছা না থাকে, তাহলে আমিই ভীষ্মকে আহ্বান করে কৌরবদের পরাজিত করতে পারি। ভীষ্ম বধ হলেই যদি আপনার বিজয় হবে মনে করেন, তাহলে আমি একাই ওঁকে বধ করতে পারি। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, যিনি পাণ্ডবদের শত্রু, তিনি আমারও শত্রু। যা আপনার, তা আমার এবং যা আমার, তা আপনারও। আপনার ভাই অর্জুন আমার সখা, আত্মীয় এবং শিষ্য ; প্রয়োজন হলে তার জন্য আমি আমার প্রাণ দিতে পারি এবং অর্জুনও আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পারেন। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমরা 'একে অপরকে সংকট থেকে রক্ষা করব।' সুতরাং আপনি আদেশ করুন, আজ থেকে আমিও যুদ্ধ করব। অর্জুন উপপ্লব্য নগরে সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে 'আমি ভীষ্ম বধ করব', তা আমাকে সর্বভাবে পালন করতে হবে। যে কাজের জন্য অর্জুনের নির্দেশ আছে, তা আমার অবশ্যই পূর্ণ করা উচিত। ভীষ্মকে বধ করা এমন কী বড় ব্যাপার ? অর্জুনের কাছে এ অতি সহজ কাজ। রাজন্ ! অর্জুন প্রস্তুত থাকলে অসম্ভব কাজকেও সে সম্ভব করতে পারে। দৈত্য-দানবসহ সমস্ত দেবতাও যদি যুদ্ধ করতে আসেন, অর্জুন তাঁদেরও পরাজিত করতে সক্ষম ; ভীষ্মের আর কী কথা ?'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মাধব ! আপনি ঠিকই বলেছেন, কৌরবপক্ষের সমস্ত যোদ্ধা একত্র হয়েও আপনার সঙ্গে পারবে না। যাদের পক্ষে আপনার ন্যায় সহায়ক থাকেন, তাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে আর কী সন্দেহ ? গোবিন্দ ! আপনি যখন রক্ষা করতে প্রস্তুত তখন আমি ইন্দ্রাদি দেবতাকেও পরাস্ত করতে পারি। কিন্তু আমাদের গৌরব রক্ষার্থে আমি আপনার বাক্য মিথ্যা হতে দেব না। আপনি আপনার পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিনা যুদ্ধেই আমাদের সাহায্য করুন। ভীষ্মও আমাকে কথা দিয়েছেন যে 'আমি তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করতে পারব না, কিন্তু তোমাদের মঙ্গলের জন্য পরামর্শ দেব।' তিনি আমাকে রাজ্যও দিতে চান এবং সুপরামর্শও। সুতরাং আমরা সকলে আপনার সঙ্গে ভীষ্মের কাছে যাই এবং তাঁকেই তাঁর বধের উপায় জিজ্ঞাসা করি। তিনি অবশ্যই আমাদের মঙ্গলের কথা জানাবেন। যা বলবেন, সেই অনুযায়ী কাজ করব ; কারণ পিতার মৃত্যুর সময় যখন আমরা নাবালক ছিলাম, সেইসময় পিতামহই আমাদের পালন-পোষণ করে বড় করেছেন। মাধব ! ইনি আমাদের পিতার পিতা, প্রবীণ ; তবুও আমরা তাঁকে বধ করতে চাই। ধিক এই ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিকে।'

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'মহারাজ ! আপনার কথা আমার গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। আপনার পিতামহ দেবব্রত অত্যন্ত পুণ্যাত্মা ! তিনি শুধু দৃষ্টির দ্বারাই সব ভস্ম করে দিতে পারেন। সুতরাং তাঁর বধের উপায় জানার জন্য অবশ্যই তাঁর কাছে যাওয়া উচিত। আপনি জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চয়ই সঠিক উপায় বলবেন। উনি যেমন বলবেন, সেই অনুসারে আমরা যুদ্ধ করব।'

এইরূপ পরামর্শ করে পাণ্ডব ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের শিবিরে গেলেন। তখন তিনি তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম খুলে রেখেছিলেন। সেখানে পৌঁছে পাণ্ডবরা তাঁর চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন এবং বললেন—'আমরা আপনার শরণাগত।' তখন ভীষ্ম তাঁদের দেখে বললেন—'বাসুদেব ! আমি আপনাকে স্বাগত জানাই। ধর্মরাজ, ধনঞ্জয়, ভীম, নকুল ও সহদেবকেও স্বাগত জানাই। আমি তোমাদের প্রসন্নতার জন্য কী করব বলো ? যত কঠিন কাজই হোক, আমাকে বলো, আমি তা সর্বতোভাবে পূর্ণ করার চেষ্টা করব।'

ভীষ্ম প্রসন্নতা সহকারে বারংবার এই কথা বলতে লাগলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির দীনভাবে বললেন—'প্রভু ! কীভাবে এই প্রজা সংহার বন্ধ করা যায় বলুন। আপনি নিজে আমাদের আপনার বধের উপায় বলুন। বীরবর ! এই যুদ্ধে আপনার পরাক্রম আমরা কীভাবে সহ্য করব ? আমরা তো আপনাকে কখনোই অসতর্ক দেখি না। আপনি যখন রথ, ঘোড়া, হাতি এবং মানুষদের সংহার করতে থাকেন, তখন কোন ব্যক্তি আপনাকে পরাস্ত করার সাহস করবে ? পিতামহ ! আমাদের বিশাল সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন বলুন ! কীভাবে আমরা আপনাকে হারাতে পারি ? কীভাবে নিজেদের রাজ্য লাভ করতে পারি ?'

তখন ভীষ্ম বললেন—কুন্তীনন্দন ! আমি সত্য বলছি, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, তোমরা কোনোভাবেই জয়ী হতে পারবে না। আমি মারা গেলে তবেই তোমরা বিজয়ী হবে। সুতরাং তোমাদের যদি জয়ী হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে যত শীঘ্র পারো আমাকে বধ করো। আমার মৃত্যু হলে জেনো সকলেই পরাস্ত হবে ; তাই আগে আমাকেই বধ করার চেষ্টা করো।

যুধিষ্ঠির বললেন—পিতামহ ! তাহলে আপনি তার উপায় জানান, যার দ্বারা আমরা আপনাকে পরাস্ত করতে পারি।

যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন আপনাকে অপরাজেয় মনে হয়। ইন্দ্র, বরুণ, যমকেও পরাজিত করা সম্ভব ; কিন্তু আপনাকে ইন্দ্রাদি দেবতা এবং অসুরও পরাস্ত করতে পারবে না।

ভীষ্ম বললেন—পাণ্ডুনন্দন ! তোমার কথা সত্য ; আমি যখন অস্ত্র ত্যাগ করব, সেই সময় তোমার মহারথী আমাকে বধ করতে সক্ষম হবে। যিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন, বর্ম ত্যাগ করবেন, ধ্বজা নীচু করবেন, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবেন, 'আমি আপনার শরণাগত' বলে ঘোষণা করবেন, নারী অথবা নারীর মতো নামসম্পন্ন, যিনি ব্যাকুল, যাঁর একটিই পুত্র অথবা যিনি লোকনিন্দিত—আমি এইরূপ লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। তোমার সৈন্যদলে যে শিখণ্ডী আছে, সে প্রথমে নারীরূপে জন্মেছিল, পরে পুরুষ হয়েছে —একথা তোমরাও জানো। বীর অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে যেন আমার ওপর বাণ নিক্ষেপ করে ; শিখণ্ডী আমার সামনে থাকলে, আমার হাতে ধনুক থাকলেও আমি আঘাত করব না। আমাকে বধ করার এই একটিমাত্র উপায়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অর্জুন আমাকে বারে বারে বিদ্ধ করুক। জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন ব্যতীত এমন কেউ নেই যে আমাকে বধ করতে পারে। তাই শিখণ্ডীর মতো কোনো ব্যক্তিকে সামনে রেখে অর্জুন আমাকে বধ করবে ; এরূপ করলে তোমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমি যা বলছি সেই মতো কাজ করো, তাহলেই ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকে বধ করতে পারবে।

ভীষ্মের কাছে তাঁর মৃত্যুর উপায় জেনে পাণ্ডবরা তাঁকে প্রণাম করে নিজেদের শিবিরে ফিরে এলেন। ভীষ্মের কথা স্মরণ করে অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি সংকোচের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মাধব ! ভীষ্ম কুরু-বংশের প্রবীণ ব্যক্তি, আমাদের পিতামহ এবং গুরু ; এঁর সঙ্গে আমি কী করে যুদ্ধ করব ? শিশুবয়সে আমি এঁর ক্রোড়েই খেলা করেছি। ধুলা ধূসরিত হয়ে এঁকে কতবার ধুলায় ময়লা করে দিয়েছি। ইনি যদিও আমার পিতার পিতা, তা সত্ত্বেও আমি এঁকে ক্রোড়ে উঠে 'পিতা' বলেই ডাকতাম। তখন তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলতেন—'পুত্র ! আমি তোমার পিতার পিতা, তোমার পিতা নই।' যিনি এত আদরে, মমতায় আমাদের পালন করেছেন, তাঁকে আমি কী করে বধ করব ? ইনি যতই আমাদের সেনা বিনাশ করুন, আমাদের বিজয় হোক বা বিনাশ ; আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না। কৃষ্ণ ! আপনার কী মত ?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন ! তুমি আগেই ভীষ্মকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছ, তাহলে ক্ষত্রিয় ধর্মে থেকে এখন আর কী করে পশ্চাদপসরণ করতে পারো ? আমার মত হল ওঁকে বধ করো ; তা না হলে তোমার বিজয়লাভ অসম্ভব ! দেবতাদের কাছে একথা আগেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ভীষ্মের পরলোক-গমনের সময় সন্নিকট। নিয়তির বিধান পূর্ণ হবেই, তা কখনোই পাল্টায় না। আমার কথা শোনো—কেউ যদি তোমার থেকে বড় হয়, বৃদ্ধ হয় এবং বহুগুণসম্পন্ন হয় ; তা হলেও যদি সে আততায়ীরূপে বধ করতে আসে, তাহলে অতি অবশ্যই তাকে মেরে ফেলা উচিত। যুদ্ধ, প্রজা পালন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান—এগুলি ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম।

অর্জুন বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ! এখন নিশ্চিতভাবে জেনে গেলাম যে শিখণ্ডীই ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবেন। কেননা তাঁকে দেখলেই ভীষ্ম অন্যদিকে ঘুরে যান। আমরা শিখণ্ডীকে সামনে রেখেই তাঁকে রণভূমিতে পরাস্ত করতে সক্ষম হব। আমি অন্য সব ধনুর্ধারীকে বাণের দ্বারা প্রতিহত করব। ভীষ্মের সহায়তার জন্য কাউকে আসতে দেব না। শিখণ্ডী ওঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।' এইরূপ স্থির করে পাণ্ডবরা প্রসন্ন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রাম করতে গেলেন।

—o—

## দশম দিনের যুদ্ধ শুরু

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! শিখণ্ডী কীভাবে ভীষ্মের সম্মুখীন হলেন এবং ভীষ্ম কেমন করে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—সূর্যোদয় হলে, নানা বাদ্যযন্ত্র বাজতে লাগল, চারদিকে শঙ্খ ধ্বনি হতে লাগল। তখন পাণ্ডবরা শিখণ্ডীকে অগ্রে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। সৈন্যব্যূহ নির্মাণ হলে শিখণ্ডী সর্বাগ্রে অবস্থিত হলেন। ভীমসেন ও অর্জুন তাঁর রথরক্ষায় নিযুক্ত হলেন। পিছনের ভাগে

থাকলেন অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র। তাঁদের পিছনে সাত্যকি ও চেকিতান। এই দুজনের পিছনে পাঞ্চাল দেশের যোদ্ধাদের নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন। তাঁর পিছনে নকুল-সহদেবসহ স্বয়ং যুধিষ্ঠির দণ্ডায়মান। তাঁদেরও পিছনে রাজা বিরাট ছিলেন তাঁর বিশাল সেনা নিয়ে। তাছাড়াও রাজা দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার এবং ধৃষ্টকেতু। এঁরা পাণ্ডবসেনার মধ্যভাগ রক্ষায় ছিলেন। এইভাবে সৈন্য ব্যূহ নির্মাণ করে পাণ্ডবরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে আপনার সেনাদের আক্রমণ করলেন।

কৌরবরাও এইভাবে ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে পাণ্ডবদের দিকে অগ্রসর হলেন। আপনার পুত্রগণ পিছন থেকে তাঁকে রক্ষা করছিলেন। তাঁর পিছনে ছিলেন দ্রোণ ও অশ্বত্থামা। এঁদের পিছনে গজারোহী সৈন্যের সঙ্গে রাজা ভগদত্ত যাচ্ছিলেন। কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা ছিলেন তাঁর পিছনে। এঁদের পরে কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মগধরাজ জয়ৎসেন, বৃহদ্বল ও সুশর্মা প্রমুখ ধনুর্ধর ছিলেন। এঁরা আপনার সৈন্যের মধ্যভাগ রক্ষায় ছিলেন। ভীষ্ম প্রত্যহ নিজের ব্যূহ পরিবর্তন করতেন ; তিনি কখনো অসুর ও কখনো পিশাচের রীতিতে ব্যূহ নির্মাণ করতেন।

রাজন্ ! তারপর পাণ্ডব ও আপনার সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। দুপক্ষের যোদ্ধা একে অপরকে আঘাত করতে লাগল। অর্জুনরা শিখণ্ডীকে সামনে রেখে বাণবর্ষণ করতে করতে ভীষ্মের সামনে হাজির হলেন। মহারাজ ! আপনার সেনারা ভীমসেনের বাণে আহত হয়ে রক্তাপ্লুত হয়ে পরলোক গমন করতে লাগল। নকুল, সহদেব এবং মহারথী সাত্যকি এঁরাও আপনার সৈন্য বিনাশ করতে লাগলেন। আপনার যোদ্ধারা পাণ্ডবদের উজ্জীবিত সৈন্য প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেন না। পাণ্ডব মহারথীগণ আপনার সেনাদের বধ করতে থাকলে তারা নানা দিকে পলায়ন করতে লাগল। তাদের কোনো রক্ষাকর্তা ছিল না।

ভীষ্ম শত্রুকর্তৃক এই সৈন্যসংহার সহ্য করতে পারলেন না। তিনি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয়দের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি পাণ্ডবদের পাঁচ প্রধান মহারথীর অগ্রগমন রোধ করলেন এবং শত শত হাতি-ঘোড়া বধ করলেন। যুদ্ধের দশম দিন চলছিল। দাবানলের মতো ভীষ্ম শিখণ্ডীর সৈন্যকে ভস্মসাৎ করছিলেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের বুকে তিনটি বাণ মারলেন। সেই বাণে ভীষ্মের অত্যন্ত আঘাত লাগলেও তিনি শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে ইচ্ছুক না থাকায় হেসে তাঁকে বললেন—তোমার যেমন ইচ্ছা, আমাকে আঘাত করো বা না করো ; আমি তোমার সঙ্গে কোনোভাবেই যুদ্ধ করব না। বিধাতা

আমাকে নারীশরীর থেকে জন্ম দিয়েছেন, তোমারও সেই শরীর ; তাই আমি তোমাকে শিখণ্ডিনী বলে মনে করি।'

তাঁর কথায় শিখণ্ডী ক্রোধে অধীর হয়ে বললেন—'মহাবাহো ! আমি তোমার প্রভাব জানি, তা হলেও পাণ্ডবদের প্রিয় কাজ করার জন্য আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব। আমি শপথ করে বলছি, তোমাকে আমি অবশ্যই বধ করব। আমার কথা শুনে তোমার যা মনে হয়, তাই করো। তোমার যেমন ইচ্ছা, বাণ নিক্ষেপ করো বা না করো, আমি তোমাকে জীবিত থাকতে দেব না। অন্তিম সময়ে এই জগৎকে ভালো করে দেখে নাও।'

এই বলে শিখণ্ডী ভীষ্মকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করলেন। অর্জুনও শিখণ্ডীর কথা শুনে, এই সুযোগ ভেবে তাঁকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'বীরবর ! তুমি ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আমিও সবসময় তোমার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। যদি ভীষ্মকে বধ না করে আমরা ফিরে যাই, তাহলে লোকে আমাদের উপহাস করবে। সুতরাং চেষ্টা করে আজই পিতামহকে বধ করো, যাতে কেউ কিছু না বলে।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—শিখণ্ডী ভীষ্মের ওপরে কীভাবে আক্রমণ করলেন ? পাণ্ডবদের কোন কোন মহারথী তাঁকে রক্ষা করছিলেন এবং যুদ্ধের দশমদিনে ভীষ্ম পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করলেন ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! ভীষ্ম প্রতিদিনের মতো এই দিনও যুদ্ধে শত্রু সংহার করছিলেন, প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করছিলেন। পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল

একত্র হয়েও তাঁর আক্রমণ সামলাতে পারলেন না। হাজার হাজার বাণবর্ষণ করে তিনি শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করে দিলেন। এমন সময় সেখানে অর্জুন এসে পৌঁছলেন, তাঁকে দেখে কৌরব সৈন্য কেঁপে উঠল। অর্জুন জোরে জোরে ধনুকে টংকার তুলে সিংহনাদ করছিলেন এবং বাণবর্ষণ করতে করতে কালের মতো বিচরণ করছিলেন। সিংহের গর্জন শুনে যেমন হরিণ ভীত হয়ে পালায়, অর্জুনের সিংহনাদে ভীত হয়ে তেমনই আপনার সৈন্যরা পালাতে লাগল। দুর্যোধন তাই দেখে ব্যাকুল হয়ে ভীষ্মকে বললেন—'পিতামহ ! এই পাণ্ডুনন্দন অর্জুন আমার সৈন্যদের ভস্ম করে দিচ্ছে। দেখুন, সব যোদ্ধাই এদিক-সেদিক পালাচ্ছে। ভীমের ভয়েও পালাচ্ছে। সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ঘটোৎকচ—এরা সকলেই আমার সৈন্য সংহার করছে। আপনি ছাড়া এদের সাহায্য করার আর কেউ নেই। আপনি এই আক্রান্তদের রক্ষা করুন।'

আপনার পুত্রের কথা শুনে ভীষ্ম মনে মনে ভেবে কিছু স্থির করলেন, তারপর তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—'দুর্যোধন ! আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে প্রতিদিন দশ হাজার মহাবলী ক্ষত্রিয় বধ করে তবে ফিরব। আজ পর্যন্ত আমি তা পালন করেছি। আজও আমি তা পূর্ণ করব। আজ হয় আমি মৃত্যু বরণ করে রণভূমিতে শয়ন করব, নাহলে পাণ্ডবদের পরাস্ত করব।'

ভীষ্ম এই কথা বলে পাণ্ডব সেনার কাছে পৌঁছে বাণের দ্বারা ক্ষত্রিয়দের বধ করতে লাগলেন। পাণ্ডবরা তাঁকে প্রতিহত করতেই ব্যস্ত থাকলেন, ভীষ্ম তাঁর অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়ে বহু সৈন্য সংহার করলেন। মোট দশ হাজার হাতি, দশ হাজার অশ্বারোহী এবং দুলাখ পদাতিক সৈন্য বিনাশ করে তিনি ধূম্রহীন অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান ছিলেন। পাণ্ডবরা তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছিল না।

পিতামহের সেই পরাক্রম দেখে অর্জুন শিখণ্ডীকে বললেন—'তুমি এবার ভীষ্মের সম্মুখীন হও, তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ; আমি সঙ্গে আছি, তাঁকে বাণে বিদ্ধ করে নীচে ফেলে দেব।' অর্জুনের কথায় শিখণ্ডী ভীষ্মের ওপর আক্রমণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অভিমন্যুও আক্রমণ করলেন। তারপর বিরাট, দ্রুপদ, কুন্তীভোজ, নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির এবং তাঁর সমস্ত সৈন্য ভীষ্মকে আক্রমণ করল। আপনার সৈন্যরাও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগোলেন। যার যেমন শক্তি, সে সেই অনুসারে প্রতিপক্ষ যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হল। চিত্রসেন চেকিতানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃতবর্মা প্রতিহত করলেন, ভীমসেনকে ভূরিশ্রবা আটকালেন। বিকর্ণ নকুলের বিরুদ্ধে লড়লেন। সহদেবকে কৃপাচার্য প্রতিরোধ করলেন। এইভাবে ঘটোৎকচকে দুর্মুখ, সাত্যকিকে দুর্যোধন, অভিমন্যুকে সুদক্ষিণ, দ্রুপদকে অশ্বত্থামা, যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্য এবং শিখণ্ডী ও অর্জুনকে দুঃশাসন আটকালেন। এছাড়া আপনার অন্য যোদ্ধাগণও পাণ্ডব মহারথীদের ভীষ্মের কাছে এগোতে বাধা দিলেন।

এঁদের মধ্যে শুধু মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নই তাঁর বিপক্ষীয়কে পরাস্ত করে এগোলেন এবং চিৎকার করে সৈনিকদের বলতে লাগলেন—'বীরগণ ! তোমরা কী দেখছ ? পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভীষ্মকে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন, তোমরাও ওঁর সঙ্গে অগ্রসর হও। ভয় পেয়ো না, ভীষ্ম তোমাদের কিছুই করতে পারবেন না। ইন্দ্রও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে ওঠেন না, সেখানে ভীষ্মের আর কী কথা ?'

সেনাপতির কথা শুনে পাণ্ডব মহারথীগণ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ভীষ্মের রথের দিকে এগোলেন। তাই দেখে দুঃশাসন নিজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পিতামহকে রক্ষা করার জন্য অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। তিনি তিন বাণে অর্জুনকে আঘাত করে শ্রীকৃষ্ণের ওপর কুড়িটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন দুঃশাসনের ওপর শত বাণ চালালেন, সেই বাণ তাঁর বর্মভেদ করে শরীরে বিঁধে গেল। দুঃশাসন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের কপাল লক্ষ্য করে বাণ মারলেন। অর্জুন তাঁর ধনুক কেটে দিয়ে তিন বাণে রথ ভেঙে দিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। দুঃশাসন অপর একটি ধনুক নিয়ে পঁচিশ বাণে অর্জুনের হাত ও বুকে আঘাত করলেন। অর্জুন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ংকর বাণ দ্বারা দুঃশাসনকে আঘাত করতে লাগলেন। দুঃশাসন সেই সময় অদ্ভুত পরাক্রম দেখালেন। অর্জুনের বাণ তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই তিনি তা কেটে ফেলতে লাগলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি তীক্ষ্ণ বাণে অর্জুনকেও আহত করে দিলেন। তখন অর্জুন বাণগুলির শক্তি আরও তীক্ষ্ণ করে চালাতে লাগলেন। সেই বাণ দুঃশাসনের শরীরে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে ভীষ্মের রথের পিছনে লুকিয়ে পড়লেন। দুঃশাসন যখন অর্জুনরূপ মহা সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলেন, তখন ভীষ্মরূপ দ্বীপ তাঁকে আশ্রয় প্রদান করল।

—o—

## দশম দিনের যুদ্ধের বৃত্তান্ত

সঞ্জয় বললেন—সাত্যকিকে ভীষ্মের দিকে যেতে দেখে অলম্বুষ রাক্ষস তাঁর গতিরোধ করলেন। সাত্যকি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নটি বাণ মারলেন। রাক্ষসও ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে নয়টি বাণের দ্বারা আহত করল। তখন সাত্যকির ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি রাক্ষসের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। রাক্ষসও সিংহনাদ করে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। রাজা ভগদত্তও তাঁর ওপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সাত্যকি তখন রাক্ষস অলম্বুষকে ছেড়ে ভগদত্তের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভগদত্ত সাত্যকির ধনুক কেটে দিলেন, সাত্যকি তখনই অন্য ধনুক নিয়ে তাঁকে আঘাত করতে থাকলেন। ভগদত্ত তাই দেখে এক ভয়ংকর শক্তি নিক্ষেপ করলেন, সাত্যকি বাণের আঘাতে তাকে টুকরো করে দিলেন।

মহারথী রাজা বিরাট এবং দ্রুপদ এর মধ্যে কৌরব সৈনিকদের পিছু হটিয়ে দিয়ে ভীষ্মের ওপর আক্রমণ হানলেন। অশ্বত্থামা এগিয়ে এসে তাঁদের দুজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বিরাট ও দ্রুপদ এক যোগে দ্রোণকুমারকে আক্রমণ করলেন। অশ্বত্থামাও দুজনের ওপর বহু বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু দুই বয়োবৃদ্ধ অদ্ভুত পরাক্রম দেখালেন। অশ্বত্থামার ভয়ংকর বাণগুলি এঁরা প্রতিহত করতে লাগলেন। অন্যদিকে সহদেবের সঙ্গে কৃপাচার্য যুদ্ধে রত হয়েছিলেন। তিনি সহদেবকে সত্তরটি বাণ মারলেন। সহদেব তাঁর ধনুক কেটে তাঁকে নয় বাণে আঘাত করলেন। কৃপাচার্য অন্য ধনুক নিয়ে সহদেবের বুকে বাণদ্বারা আঘাত করলেন, সহদেবও তাঁকে আঘাত করলেন। এইভাবে দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল।

দ্রোণাচার্য তারপরে তাঁর মহাধনুক নিয়ে পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে ঢুকে তাঁদের সন্ত্রস্ত করতে লাগলেন। তিনি কিছু অশুভ লক্ষণ দেখে পুত্রকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! আজ সেইদিন, যেদিন অর্জুন সমস্ত শক্তি দিয়ে ভীষ্মকে বধ করার চেষ্টা করবে ; কারণ আজ আমার বাণ উঠে পড়ছে, ধনুক হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে, আমার মনে ক্রূরকর্ম করার ইচ্ছা জাগছে। চাঁদ ও সূর্যের চারিদিকে বলয় দেখা যাচ্ছে। এগুলি ক্ষত্রিয়দের ভয়ংকর বিনাশের সূচনাদায়ক। এতদ্ব্যতীত দুপক্ষ সেনার মধ্যেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং গাণ্ডীব ধনুকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাতে আমার মনে হচ্ছে অর্জুন আজ অবশ্যই সমস্ত যোদ্ধাকে পিছনে ফেলে ভীষ্মের কাছে পৌঁছে যাবে। ভীষ্ম ও অর্জুনের সংগ্রামের কথা ভাবলেই আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে এবং উৎসাহ কমে যাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে অর্জুন ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগোচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীষ্ম ও অর্জুনের সংগ্রাম এবং আমার অস্ত্র ত্যাগের উদ্যোগ—এই তিনটি ব্যাপারই প্রজাদের পক্ষে অমঙ্গলের সূচনাদায়ক। অর্জুন মনস্বী, বলবান, শূর, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ধে পারঙ্গম, বহুদূর পর্যন্ত সঠিক নিশানাকারী এবং শুভাশুভ নিমিত্ত সম্বন্ধে বিজ্ঞ। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাও এঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেন না। পুত্র ! তুমি অর্জুনের রাস্তা ছেড়ে শীঘ্র ভীষ্মকে রক্ষার জন্য যাও। অর্জুনের তীক্ষ্ণবাণে রাজাদের বর্ম ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। ধ্বজা, পতাকা, অস্ত্রশস্ত্র টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। আমরা ভীষ্মের আশ্রয়ে থেকে জীবিকা নির্বাহ করি, তাঁর সংকট উপস্থিত, সুতরাং তুমি বিজয় ও যশ প্রাপ্তির জন্য যাও। ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি, ইন্দ্রিয়-সংযম, তপ এবং সদাচার প্রভৃতি গুণ শুধু যুধিষ্ঠিরের মধ্যেই দেখা যায় ; তাই তো তাঁর ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবের মতো ভ্রাতা লাভ হয়েছে। ভগবান বাসুদেব তাঁর সহায়তায় এঁদের সনাথ করেছেন। দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের ওপর যুধিষ্ঠিরের যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে, তা সমস্ত প্রজাকে দগ্ধ করে দিচ্ছে। দেখো, শ্রীকৃষ্ণের শরণে থাকা অর্জুন কৌরব সেনাদের মাঝখান দিয়ে এদিকেই আসছে। আমি যুধিষ্ঠিরের সামনে যাচ্ছি, যদিও তাঁর ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করা সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করার মতোই কঠিন ; কারণ তাঁর চারদিকে অতিরথী যোদ্ধাগণ দণ্ডায়মান। সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন এবং নকুল-সহদেব তাঁকে রক্ষা করছেন। ওই দেখো, অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জুনের ন্যায় সেনাদের অগ্রবর্তী হয়ে চলেছে। তুমি উত্তম অস্ত্র নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাও। কে না চায় তার প্রিয় সন্তান জীবিত থাকুক, তা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণে রেখে তোমাকে আমি পৃথক স্থানে পাঠাচ্ছি।'

সঞ্জয় বললেন—তখন ভগদত্ত, কৃপাচার্য, শল্য, কৃতবর্মা, বিন্দ, অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, চিত্রসেন, দুর্মর্ষণ এবং বিকর্ণ—এই দশজন যোদ্ধা ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধ

করছিলেন। ভীমসেনের ওপর শল্য নয়, কৃতবর্মা তিন, কৃপাচার্য নয় এবং চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত দশটি করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। ভীমসেন এইসব মহারথীদের পৃথক ভাবে তাঁর বাণের দ্বারা ঘায়েল করলেন। তিনি শল্যকে সাত, কৃতবর্মাকে আটটি বাণ মেরে কৃপাচার্যের ধনুক দ্বিখণ্ডিত করলেন ; তারপর তাঁকে সাত বাণে আঘাত করলেন। তারপর বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিনটি করে, দুর্মর্ষণকে কুড়ি, চিত্রসেনকে পাঁচ, বিকর্ণকে দশ এবং জয়দ্রথকে পাঁচ বাণ মারলেন। কৃপাচার্য অন্য একটি ধনুক দিয়ে ভীমসেনকে দশটি বাণ মারলেন। তখন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হয়ে বহু বাণবর্ষণ করলেন। তারপর জয়দ্রথের সারথি ও ঘোড়াগুলিকে যমালয়ে পাঠালেন, দুই বাণে তার ধনুক কেটে ফেললেন। তখন তিনি রথ থেকে নেমে চিত্রসেনের রথে গিয়ে উঠলেন।

মহারথী ভগদত্ত তখন ভীমসেনের ওপর এক শক্তি প্রয়োগ করলেন, জয়দ্রথ পট্টিশ ও তোমর চালালেন, কৃপাচার্য শতঘ্নী প্রয়োগ করলেন এবং শল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। এছাড়া অন্য ধনুর্ধারী বীররাও তাঁর ওপর বাণ নিক্ষেপ করলেন। তখন ভীম এক বাণে তোমর টুকরো টুকরো করে দিলেন, তিন বাণে পট্টিশকে টুকরো করে দিলেন,নয় বাণে শতঘ্নী কেটে ফেললেন, শল্যের বাণ এবং ভগদত্তের শক্তিও প্রতিহত করলেন। অন্য যোদ্ধাদের বাণও কেটে ফেললেন। সকলকে তিনটি করে বাণে ঘায়েল করলেন। এরমধ্যে অর্জুন এসে সেইখানে পৌঁছলেন। ভীম ও অর্জুনকে একত্রে দেখে আপনার যোদ্ধারা বিজয়ের আশা ত্যাগ করল। তখন দুর্যোধন সুশর্মাকে বললেন—'তুমি তোমার সেনা নিয়ে গিয়ে শীঘ্রই ভীম ও অর্জুনকে বধ করো।' তাই শুনে সুশর্মা হাজার হাজার রথী নিয়ে ভীম ও অর্জুনকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। তাই দেখে অর্জুন প্রথমে শল্যকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন, এবং সুশর্মা এবং কৃপাচার্যকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তারপর ভগদত্ত, জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, কৃতবর্মা, দুর্মর্ষণ, বিন্দ এবং অনুবিন্দ—এই মহারথীদের প্রত্যেককে পাঁচটি করে বাণ মারলেন। জয়দ্রথ চিত্রসেনের রথে অবস্থিত ছিলেন, তিনি অর্জুন এবং ভীমকে তাঁর বাণ দিয়ে আঘাত করলেন। শল্য এবং কৃপাচার্যও অর্জুনকে মর্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং চিত্রসেন প্রমুখ কৌরবরাও দুই পাণ্ডবকে পাঁচটি করে বাণে আঘাত করলেন। আহত হয়েও এই দুই পাণ্ডব ত্রিগর্তের সেনা সংহার করতে লাগলেন। সুশর্মা তখন নয় বাণে অর্জুনকে আহত করে অত্যন্ত জোরে সিংহনাদ করে উঠলেন। তাঁর সৈন্যদলের অন্যান্য রথীরাও এই দুই ভাইকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন ভীম ও অর্জুন শত শত বাণের আঘাতে শত্রুপক্ষের সৈন্যের মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর বাণে যোদ্ধাদের গতি রুদ্ধ করে মেরে ফেলতেন। তাঁর এই পরাক্রম অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। যদিও কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, বিন্দ ও অনুবিন্দ এঁরা সাহসের সঙ্গে ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তা সত্ত্বেও ভীম ও অর্জুনের ভয়ে কৌরবসেনারা পালাতে আরম্ভ করেছিল। তখন কৌরবসেনার রাজারা অর্জুনের ওপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু সে সবই অর্জুন নিজ বাণের দ্বারা প্রতিরোধ করে তাঁদের মৃত্যুমুখে পাঠালেন।

—o—

## পিতামহ ভীষ্ম বধ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! শান্তনুকুমার ভীষ্ম এবং কৌরবরা পাণ্ডবদের সঙ্গে দশম দিনে কেমন যুদ্ধ করলেন, সেই মহাযুদ্ধের বিবরণ আমাকে বল।

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! কৌরবদের সঙ্গে যখন ভীষ্ম ও পাঞ্চাল বীররা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তখন কেউই সঠিকভাবে বলতে পারছিলেন না যে এঁদের মধ্যে কে জিতবেন । সেই দশম দিনে বহু সৈন্য সংহার হয়েছিল। ভীষ্ম সেই সংগ্রামে হাজার হাজার বীরকে বধ করেছিলেন। ধর্মাত্মা ভীষ্ম দশদিন ধরে পাণ্ডবসেনাদের সন্তপ্ত করে এবার জীবন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেলেন। তিনি যুদ্ধকালে প্রাণত্যাগের ইচ্ছায় চিন্তা করলেন যে, 'এবার আর বেশি সৈন্য বধ করব না' এবং কাছে দাঁড়ানো যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন—'পুত্র ! আমি এই জীবনে বিতৃষ্ণ হয়েছি। এই সংগ্রামে বহুপ্রাণী সংহার করতে করতে সময় পার হয়ে গেছে। অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কাজ করতে চাও, তাহলে অর্জুন ও পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয়বীরদের

নিয়ে আমাকে বধ করার চেষ্টা করো।'

ভীষ্মের ইচ্ছা বুঝে সত্যদর্শী যুধিষ্ঠির সৃঞ্জয়বীরদের নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন এবং সৈন্যদের আদেশ দিলেন, 'এগিয়ে চলো, যুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, আজ শত্রুদের পরাস্তকারী বীর অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে ভীষ্মকে পরাস্ত করো। মহাধনুর্ধর সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীমসেন অবশ্যই তোমাদের রক্ষা করবেন। হে সৃঞ্জয়-বীরগণ! আজ তোমরা ভীষ্মকে ভয় পেয়ো না, আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে অবশ্যই তাঁকে পরাজিত করব।'

তখন সব যোদ্ধা যুদ্ধের আগ্রহে রণক্ষেত্রে এগিয়ে চলল এবং শিখণ্ডীও অর্জুনকে সামনে রেখে ভীষ্মকে ধরাশায়ী করার পূর্ণ প্রচেষ্টা করতে লাগলেন। এদিকে আপনার পুত্রের নির্দেশে দেশ-দেশান্তরের রাজা, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা এবং নিজের সব ভ্রাতাদের সঙ্গে দুঃশাসন বহু সৈন্য নিয়ে ভীষ্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। ভীষ্মকে সামনে রেখে এইভাবে আপনার অনেক বীর শিখণ্ডী ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। চেদি এবং পাঞ্চালবীরদের সঙ্গে অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে ভীষ্মের সম্মুখীন হলেন। এইভাবে সাত্যকি অশ্বত্থামার সঙ্গে, ধৃষ্টকেতু পৌরবের সঙ্গে, অভিমন্যু দুর্যোধন ও তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে, সেনাসহ বিরাট জয়দ্রথের সঙ্গে, রাজা যুধিষ্ঠির রাজা শল্যর সঙ্গে এবং ভীমসেন আপনার গজারোহী সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে রত হলেন। আপনার পুত্র এবং বহু রাজা অর্জুন ও শিখণ্ডীকে বধ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই ভয়ানক সংগ্রামে দুপক্ষের সৈন্যদের পদভারে পৃথিবী কাঁপতে লাগল এবং সবদিকে ভয়ানক আওয়াজ হতে লাগল। রথী, রথীদের সঙ্গে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সঙ্গে, গজারোহী গজারোহীর সঙ্গে, পদাতিক পদাতিকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। দুপক্ষই বিজয় পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল, তাই দুপক্ষই একে অপরকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য চেষ্টা করছিল।

রাজন্! মহাপরাক্রমী অভিমন্যু সেনাসহ আপনার পুত্র দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর বুকে নটি বাণ মারলেন। অভিমন্যু অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি এক ভয়ংকর শক্তি নিক্ষেপ করলেন। শক্তিটি আসতে দেখে আপনার পুত্র এক শক্তিশালী বাণে সেটি দুটুকরো করে দিলেন। তাই দেখে অভিমন্যু তাঁর বুক এবং হাত লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দুর্যোধন ও অভিমন্যু অত্যন্ত ভয়ংকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। সব রাজারা তা দেখে তাঁদের বাহবা দিতে লাগলেন।

অশ্বত্থামা সাত্যকিকে নয়টি বাণ নিক্ষেপ করে আবার ত্রিশটি বাণে তাঁর বুক ও হাতে আঘাত করলেন। বাণবিদ্ধ হয়ে যশস্বী সাত্যকি অশ্বত্থামাকে তিনটি বাণ মারলেন। মহারথী পৌরব ধনুর্ধর ধৃষ্টকেতুকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিলেন এবং ধৃষ্টকেতু ত্রিশটি তীক্ষ্ণ বাণে পৌরবকে বিদ্ধ করলেন। তারপর দুজনই দুজনের ধনুক কেটে ফেললেন এবং একে অপরের ঘোড়াদের বধ করে দুজনেই রথহীন হয়ে তলোয়ার নিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুজনে গণ্ডারের চামড়ার ঢাল এবং তলোয়ার হাতে নিয়ে একে অপরকে আহ্বান করে সিংহনাদ করতে লাগলেন। পৌরব রোষান্বিত হয়ে ধৃষ্টকেতুর কপালে আঘাত করলেন এবং ধৃষ্টকেতুও তাঁর তীক্ষ্ণ তলোয়ার দিয়ে পৌরবের গলায় আঘাত করলেন। একে অপরের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সেইসময় আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে এবং মাদ্রীনন্দন সহদেব ধৃষ্টকেতুকে রথে তুলে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন।

অন্যদিকে দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক কেটে তাঁকে পঞ্চাশ বাণে বিদ্ধ করলেন। শত্রুদমন ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনুক নিয়ে বাণের প্লাবন বইয়ে দিলেন। মহারথী দ্রোণ তাঁর বাণের দ্বারা সেগুলি কেটে ফেলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচটি বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে অধীর হয়ে তাঁর ওপর এক গদা নিক্ষেপ করলেন, দ্রোণাচার্য পঞ্চাশ বাণ মেরে তাকে মধ্যপথেই আটকে দিলেন। তাই দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন একটি শক্তি ছুঁড়লেন, দ্রোণাচার্য সেটি নয়বাণে কেটে ফেললেন। এইভাবে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল।

আর একদিকে অর্জুন ভীষ্মের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করতে লাগলেন। রাজা ভগদত্ত তখন তাঁর শিক্ষিত হাতিতে আরোহণ করে তাঁর সামনে এলেন। তিনি বাণবর্ষণ করে অর্জুনের গতিরোধ করলেন। অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণবাণে ভগদত্তের হাতিকে ঘায়েল করে শিখণ্ডীকে বললেন—'এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো ; ভীষ্মের কাছে পৌঁছে তাঁকে শেষ করে দাও।' তিনি শিখণ্ডীকে আগে নিয়ে সবেগে ভীষ্মের দিকে এগিয়ে চললেন। দুপক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল। আপনার যোদ্ধারা অত্যন্ত কোলাহল করে অর্জুনের দিকে ধাবিত হতে লাগল। কিন্তু অর্জুন তাদের চোখের পলকে শেষ করে দিলেন। শিখণ্ডী শীঘ্রই ভীষ্মের

সামনে এলেন এবং উৎসাহের সঙ্গে তাঁর প্রতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভীষ্মও নানা দিব্য অস্ত্রদ্বারা বহু শত্রুবধ করতে লাগলেন। অর্জুনের মতো তিনিও বহু সোমক বীর বধ করলেন এবং পাণ্ডবদের অগ্রগতি রোধ করলেন। বহু রথ, হাতি ও ঘোড়ার আরোহীর মৃত্যু হল। ভীষ্মের একটি বাণও বৃথা যাচ্ছিল না। তাঁর আঘাতে চেদি, কাশী, করূষ দেশের চৌদ্দ হাজার বীর তাদের হাতি, ঘোড়া এবং রথসহ ধরাশায়ী হল। সোমকদের মধ্যে এমন একজনও মহারথী ছিলেন না যিনি ভীষ্মের সম্মুখীন হতে পারেন। তাই তাঁর সামনে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস কারোই হল না। শুধু বীরাগ্রগণ্য অর্জুন এবং অতুলনীয় তেজস্বী শিখণ্ডীই তাঁর সামনে দাঁড়াতে সাহস রাখলেন।

শিখণ্ডী ভীষ্মের সামনে এসে তাঁকে দশটি বাণ মেরে বুকে আঘাত করলেন। কিন্তু ভীষ্ম নারী বিবেচনা করে, তাঁর ওপর প্রত্যাঘাত করলেন না। কিন্তু শিখণ্ডী তা বুঝলেন না। অর্জুন তাঁকে বললেন—'বীর! শীঘ্র এগিয়ে গিয়ে ভীষ্মকে বধ করো। তুমি মহারথী ভীষ্মকে শীঘ্র হত্যা করো। আমি সত্যই বলছি, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদলে এমন কোনো বীর নেই যে ভীষ্মের সম্মুখীন হতে সাহস করে।' অর্জুনের কথায় শিখণ্ডী তৎক্ষণাৎ নানাপ্রকার তীর দিয়ে ভীষ্মকে বিদ্ধ করলেন। ভীষ্ম সেই বাণ গ্রাহ্য না করে অর্জুনকে নিজ বাণের দ্বারা প্রতিহত করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি বাণের আঘাতে বহু পাণ্ডব সৈন্যকে পরলোকে পাঠালেন। পাণ্ডবরাও অপর দিক থেকে তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন।

এইসময় আপনার পুত্র দুঃশাসনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখা গেল। তিনি একদিকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, অন্যদিকে পিতামহকে রক্ষা করছিলেন। এই সংগ্রামে তিনি বহু রথীকে রথহীন করে দিলেন এবং অনেক অশ্বারোহী, গজারোহী তাঁর তীক্ষ্ণবাণের আঘাতে ধরাশায়ী হল। শুধু তাই নয়, বহু হাতিও তাঁর আঘাতে পালাতে লাগল। সেই সময় দুঃশাসনের সামনে যেতে বা তাঁকে পরাস্ত করতে কোনো মহারথীই সাহস পেলেন না। শুধু অর্জুনই তাঁর সামনে আসতে সাহস করলেন। তিনি তাঁকে পরাস্ত করে তারপর ভীষ্মের ওপর আক্রমণ করলেন। শিখণ্ডী তাঁর বজ্রতুল্য বাণের দ্বারা ভীষ্মকে আক্রমণ করেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে পিতামহের কোনো কষ্টই মনে হচ্ছিল না। তিনি হাসিমুখে তা সহ্য করছিলেন। তখন আপনার পুত্র তাঁর সমস্ত যোদ্ধাদের ডেকে বললেন—'বীরগণ! তোমরা চারদিক দিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করো। ভয় পেয়ো না, ভীষ্ম তোমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। সমস্ত দেবতা যদি একত্রে আসেন তবুও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবেন না, পাণ্ডবদের আর কী কথা! সুতরাং অর্জুনকে আসতে দেখলে পিছু হটবে না, আমি নিজেও তার সম্মুখীন হবো। তোমরাও সাধ্যমতো আমার সহায়তা করো।'

আপনার পুত্রের সাহসের কথা শুনে সব যোদ্ধা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার মধ্যে বিদেহ, কলিঙ্গ, দাসেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লীক, দরদ, প্রতীচ্য, মালব, অবীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ এবং কেকয় দেশের রাজারা ছিলেন। তাঁরা সকলে একসঙ্গে অর্জুনের ওপর আক্রমণ করলেন। অর্জুন দিব্যবাণ স্মরণ করে ধনুকে সেই শরসন্ধান করলেন এবং অগ্নি যেমন পতঙ্গকে ভস্ম করে তেমনই সেই শর রাজাদের ভস্ম করতে লাগল। মহারাজ! তখন অর্জুনের বাণে আহত হয়ে রথের সঙ্গে রথী, আরোহীসহ ঘোড়া ও হাতি সমূহের পতন হতে লাগল। সমস্ত পৃথিবী বাণে ছেয়ে গেল। আপনার সেনারা পালাতে লাগল। সৈন্যদের হটিয়ে দিয়ে অর্জুন দুঃশাসনের ওপর আক্রমণ শুরু করলেন, তাঁর বাণ দুঃশাসনের গায়ে লেগে মাটিতে গিয়ে পড়ল। অর্জুন তাঁর ঘোড়া ও সারথিকে বধ করলেন। তারপর কুড়ি বাণে বিবিংশতির রথ ভেঙে দিলেন এবং পাঁচ বাণে তাঁকে আহত করলেন। তারপর কৃপাচার্য, বিকর্ণ এবং শল্যকে আঘাত করে তাঁদের রথহীন করলেন। সব মহারথী পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই অর্জুন এইসব যোদ্ধাদের পরাজিত করে ধূম্রহীন অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে বিরাজ করছিলেন। বাণবর্ষণ করে মহারথীদের হটিয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব-কৌরবদের মধ্যে রক্তের নদী প্রবাহিত করলেন। ভীষ্ম তখন তাঁর দিব্য অস্ত্র নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। তাই দেখে শিখণ্ডী তাঁকে আক্রমণ করলেন। শিখণ্ডীকে দেখেই ভীষ্ম তাঁর অগ্নির ন্যায় অস্ত্র সংবরণ করলেন। অর্জুন তখন পিতামহকে মূর্ছিত করে আপনার সেনা সংহার করতে লাগলেন।

তারপর শল্য, কৃপাচার্য, চিত্রসেন, দুঃশাসন এবং বিকর্ণ দেদীপ্যমান রথে করে পাণ্ডবদের আক্রমণ করলেন এবং তাঁদের সেনাদের বধ করতে লাগলেন। এই মহারথীদের হাতে আহত হয়ে সৈন্যসকল চারিদিকে

পালাতে লাগল। পিতামহ ভীষ্মও চেতনা ফিরে পেয়ে পাণ্ডবদের মর্মস্থলে আঘাত করতে লাগলেন। অর্জুনও আপনার সেনার বহু হাতি ধরাশায়ী করলেন। তাঁর বাণের আঘাতে হাজার হাজার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। সেই বীরবিনাশক যুদ্ধে অর্জুন ও ভীম উভয়েই তাঁদের পরাক্রম দেখাচ্ছিলেন। এর মধ্যে পাণ্ডবসেনাপতি মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে এসে তাঁর সৈনিকদের বললেন—'হে সোমকগণ! তোমরা সৃঞ্জয়দের সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করো।' সেনাপতির নির্দেশ পেয়ে সোমক এবং সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বাণবর্ষায় পীড়িত হয়েও ভীষ্মের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাজন্! আপনার পিতা তাঁদের আঘাতে পীড়িত হয়েও সৃঞ্জয়দের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। পূর্বে পরশুরাম তাঁকে যে শত্রুসংহারিণী অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন, তা ব্যবহার করে ভীষ্ম শত্রুসংহার শুরু করলেন। তিনি প্রত্যহ পাণ্ডবদের দশ হাজার যোদ্ধা সংহার করতেন। এই দশম দিনেও তিনি একাই মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশের অসংখ্য হাতি ঘোড়া বধ করেন এবং তাদের সঙ্গে মহারথীদেরও যমালয়ে পাঠান। তারপর তিনি পাঁচ হাজার রথীকে সংহার করেন। তারপর চৌদ্দ হাজার পদাতিক, এক হাজার হাতি এবং দশ হাজার ঘোড়া বধ করেন। এইভাবে সমস্ত রাজাদের সৈন্য সংহার করে ভীষ্ম বিরাটের ভ্রাতা শতানীককে বধ করেন। এরপর আরও এক হাজার রাজাকে মৃত্যু গ্রাস করে। পাণ্ডবসেনার যে সব বীর অর্জুনের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁরা ভীষ্মের সম্মুখীন হতেই যমলোকের অতিথি হয়ে গেলেন। ভীষ্ম এইভাবে পরাক্রম দেখিয়ে ধনুক হাতে উভয় সেনার মধ্যে দাঁড়ালেন। তখন কোনো রাজাই আর তাঁর দিকে তাকাতে সাহস করলেন না।

ভীষ্মের সেই পরাক্রম দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে বললেন—'অর্জুন! দেখো, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুপক্ষের সেনার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ; এবার তুমি তাঁকে বধ করো, তাহলেই তোমার জয় হবে। ইনি যেখানে সৈন্য সংহার করছেন, সেখানে গিয়ে তুমি তাঁর গতিরোধ করো। তুমি ছাড়া এমন কোনো বীর নেই, যিনি ভীষ্মের আঘাত সহ্য করতে সক্ষম।' ভগবানের প্রেরণায় অর্জুন তখন এমন বাণবর্ষণ করলেন যে ভীষ্ম রথ, ধ্বজা এবং ঘোড়াসহ তাতে আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন। কিন্তু পিতামহ বাণবর্ষণ করে সব বাণই টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন শিখণ্ডী তাঁর উত্তম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অত্যন্ত বেগে ভীষ্মের দিকে গেলেন, সেই সময় অর্জুন তাঁকে রক্ষা করছিলেন। ভীষ্মের পিছনে যত যোদ্ধা ছিলেন, তাঁদের সকলকে মেরে অর্জুন ভীষ্মকে আক্রমণ চালালেন। তাঁর সঙ্গে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রও ছিলেন। এঁরা সকলেই একসঙ্গে ভীষ্মের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু ভীষ্ম তাতে একটুও ভয় পেলেন না। তিনি যোদ্ধাদের বাণগুলি খণ্ডন করে পাণ্ডব সেনার মধ্যে প্রবেশ করে যেন খেলাচ্ছলে তাদের অস্ত্রশস্ত্র বিনাশ করতে লাগলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর নারীভাব স্মরণ করে, হেসে তাকে এড়িয়ে যেতেন, তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতেন না। তিনি যখন দ্রুপদ সেনার সাত মহারথীকে বধ করলেন, তখন রণভূমিতে মহাকোলাহল শুরু হল। ঠিক তখনই অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্মের নিকট পৌঁছলেন।

শিখণ্ডীকে সামনে রেখে সকল পাণ্ডব ভীষ্মকে চারদিক দিয়ে ঘিরে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শতঘ্নী, পরিঘ, ফরসা, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, বাণ, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত এবং ভূশুণ্ডী ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে লাগলেন। সেই সময় ভীষ্ম ছিলেন একা এবং তাঁকে আঘাতকারী ছিলেন সংখ্যায় অনেক। ভীষ্মের বর্ম ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাঁর মর্মস্থানে গভীর চোট লাগে, তা সত্ত্বেও তিনি বিচলিত হলেন না। তিনি মুহূর্তের মধ্যে সেনাপংক্তি ভেঙে একবার বাইরে আসেন, পুনরায় সেনা মধ্যে প্রবেশ করেন। দ্রুপদ এবং ধৃষ্টকেতুকে কোনোরকম ভয় না পেয়ে তিনি পাণ্ডবসেনার মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীমসেন, সাত্যকি, অর্জুন, দ্রুপদ, বিরাট এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই ছয়জন মহারথীকে আঘাত করতে থাকেন। এই মহারথীরাও তাঁর বাণ নিবারণ করে দশ বাণে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। মহারথী শিখণ্ডী তাঁকে প্রবলভাবে আক্রমণ করলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাতে কোনো কষ্ট অনুভব করলেন না। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন। কৌরবরা তাঁর ধনুক কেটে ফেলা সহ্য করতে পারলেন না। তখন আচার্য দ্রোণ, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য এবং ভগদত্ত—এই সাত বীর ক্রোধে অধীর হয়ে ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করলেন এবং দিব্য অস্ত্র কৌশলে তাঁকে বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। সেই সময় রথের চারপাশে—'মারো, এখানে আনো, ধরো, টুকরো টুকরো করে দাও'—এইসব কথা শোনা যাচ্ছিল।

সেই কলরব শুনে পাণ্ডব মহারথীগণও অর্জুনের রক্ষার্থে এলেন। সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, ঘটোৎকচ এবং অভিমন্যু—এই সাতজন বীর তাঁদের ধনুক নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে কৌরবদের সামনে উপস্থিত হলেন। দুদলে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। যেন দেবতা ও দানবের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। ভীষ্মের ধনুক দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থায় শিখণ্ডী তাঁকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন, অন্য দশ বাণে তাঁর সারথিকে বধ করলেন এবং রথের ধ্বজা কেটে ফেললেন। ভীষ্ম অন্য একটি ধনুক নিলে অর্জুন সেটিও দুটুকরো করে দিলেন। এইভাবে ভীষ্ম যতগুলি ধনুক নিলেন, অর্জুন সবগুলিই কেটে ফেললেন। বারংবার ধনুক কেটে যাওয়ায় ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং পর্বত বিদীর্ণকারী এক শক্তি অর্জুনের রথের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাই দেখে অর্জুন পাঁচ বাণে সেটি টুকরো টুকরো করে দিলেন।

এই শক্তিকে কেটে যেতে দেখে ভীষ্ম মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি রক্ষা না করতেন, তাহলে আমি একটি ধনুকেই সমস্ত পাণ্ডবদের বধ করতে পারতাম। এখন আমার সামনে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করার দুটি কারণ—প্রথমত, এরা পাণ্ডুর পুত্র হওয়ায় আমার পক্ষে অবধ্য ; দ্বিতীয়ত, আমার সামনে শিখণ্ডী উপস্থিত, যে প্রথমে এক নারী ছিল। আমার পিতা যখন মাতা সত্যবতীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে দুটি বর দিয়েছিলেন যে, 'যখন তোমার ইচ্ছা হবে, তোমার তখনই মৃত্যু হবে। যুদ্ধে তোমাকে কেউ বধ করতে পারবে না।' এখন আমি স্বচ্ছন্দে মৃত্যু স্বীকার করে নিতে পারি, কারণ এখনই সঠিক সময় উপস্থিত হয়েছে।

ভীষ্মের সিদ্ধান্ত আকাশে অবস্থিত ঋষিগণ ও বসুদেবগণ জেনে গেলেন। তাঁরা ভীষ্মকে সম্বোধন করে বললেন—'বৎস ! তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তা আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। তাহলে তাই করো, যুদ্ধ থেকে চিত্ত বৃত্তি সরিয়ে নাও।' তাঁদের কথা শেষ হতেই মৃদু-মন্দ-শীতল বায়ু প্রবাহিত হল, দেবতাদের দুন্দুভি বেজে উঠল এবং ভীষ্মের ওপর পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল। ঋষিদের এই কথা অন্য কেউ শুনতে পেলেন না, শুধু ভীষ্ম শুনতে পেলেন এবং ব্যাসদেবের কৃপায় আমি শুনতে পেয়েছি। বসুদের কথা শুনে পিতামহ তাঁর ওপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ হলেও অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করলেন না। শিখণ্ডী সেই সময় ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মের ওপর নয়টি বাণ নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু ভীষ্ম একটুও বিচলিত হলেন না। তখন অর্জুন হেসে তাঁকে প্রথমে পঁচিশটি বাণ মারলেন তারপর ক্ষিপ্রতাসহ তাঁর সারা অঙ্গে এবং মর্মস্থানে একশত বাণ নিক্ষেপ করলেন। অন্য রাজারাও ভীষ্মের ওপর সহস্র সহস্র বাণ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। ভীষ্মও তাঁর বাণের দ্বারা রাজাদের অস্ত্র নিবারণ করে তাঁদের বিদ্ধ করতে লাগলেন। তারপর অর্জুন পুনরায় ভীষ্মের ধনুক কেটে তাঁর রথের ধ্বজা কেটে ফেললেন এবং দশবাণে তাঁর সারথিকে আহত করলেন। ভীষ্ম অন্য ধনুক তুলে নিলে অর্জুন সেটিও কেটে দিলেন। যতবার তিনি ধনুক তুলে ধরেন, অর্জুন ততবারই সেই ধনুক কেটে ফেলেন। এইভাবে অনেক ধনুক কেটে ফেলায় ভীষ্ম অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। তখন অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে পিতামহকে পুনরায় পঁচিশটি বাণ মারলেন। এতে আহত হয়ে পিতামহ দুঃশাসনকে বললেন—'দেখো, মহারথী অর্জুন আজ ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করেছে। বাণগুলি বর্ম ভেদ করে শরীরে ঢুকে গিয়েছে, এগুলি শিখণ্ডীর বাণ নয়। বজ্রের ন্যায় এই বাণ স্পর্শ করতেই দেহে বিদ্যুতের মতো চমক লাগে। ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ংকর এবং বজ্রের ন্যায় দুর্গম্য ও মর্মস্থান বিদীর্ণকারী এই বাণ অর্জুন ব্যতীত আর কারো হতে পারে না।'

এই বলে ভীষ্ম এমনভাবে ক্রোধভরে পাণ্ডবদের দিকে তাকালেন, যেন ভস্ম করে দেবেন, তারপর অর্জুনের ওপর এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন, অর্জুন সেটি তিন টুকরো করে দিলেন। ভীষ্ম তখন ঢাল তলোয়ার হাতে নিয়ে রথ থেকে নামতে যাচ্ছিলেন, তার মধ্যেই অর্জুন বাণের আঘাতে তাঁর ঢাল শতখণ্ড করে দিলেন। তা দেখে সকলে বিস্মিত হল। অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীষ্মের সারা শরীর বিদ্ধ করলেন। তাঁর শরীরে দু আঙুল পরিমাণও জায়গা ছিল না যেখানে বাণ বিদ্ধ নেই। কৌরবদের চোখের সামনে এইভাবে আপনার পিতা সূর্যাস্তের সময় রথ থেকে পড়ে গেলেন, তাঁর মস্তক পূর্বদিকে ছিল। তাঁকে পড়তে দেখে দেবতা ও রাজারা হাহাকার করে উঠলেন। মহারাজ ! মহাত্মা ভীষ্মের সেই অবস্থা দেখে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ শোনা গেল। তাঁর সারা শরীরেই বাণ বিদ্ধ ছিল, তাই তাঁর দেহ বাণের ওপরেই রইল, মাটি স্পর্শ করল না। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের দেহে দিব্যভাবের

আবেশ হল। পড়ার সময় তিনি দেখলেন সূর্য এখন দক্ষিণায়নে, মৃত্যুর এটি উত্তম সময় নয়। তাই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন না, সজ্ঞানেই শায়িত রইলেন। তখন তিনি আকাশে এক দিব্য বাণী শুনলেন—'মহাত্মা ভীষ্ম তো সমস্ত শাস্ত্রবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; তিনি এই দক্ষিণায়নকালে কেন মৃত্যুকে স্বীকার করলেন ?' তা শুনে ভীষ্ম বললেন—'আমি এখনও জীবিত।'

হিমালয়পুত্রী গঙ্গাদেবী যখন জানতে পারলেন যে ভীষ্ম ধরাশায়ী হয়েও উত্তরায়ণের দিকে তাকিয়ে প্রাণরক্ষা করছেন, তখন তিনি মহর্ষিদের হংসরূপে তাঁর কাছে পাঠালেন। তাঁরা শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের কাছে এসে তাঁকে দর্শন ও প্রদক্ষিণ করলেন। পরে তাঁরা বলতে লাগলেন, 'ভীষ্ম তো মহাপুরুষ ! ইনি কেন দক্ষিণায়নে শরীর ত্যাগ করবেন ?' এই বলে তাঁরা প্রস্থানোদ্যত হলে ভীষ্ম বললেন—'হংসগণ ! আমি আপনাদের সত্য বলছি, দক্ষিণায়নে আমি শরীর ত্যাগ করব না। আমি প্রথম থেকেই নিশ্চিত করে রেখেছি যে, উত্তরায়ণ হলে তবেই আমি আমার ধামে যাত্রা করব। পিতার বরে মৃত্যু আমার অধীন ; সুতরাং নির্দিষ্ট সময়মতো প্রাণধারণে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

এই বলে তিনি পূর্ববৎ শরশয্যায় শায়িত রইলেন, হংসগণ প্রস্থান করলেন। কৌরবরা শোকে মূর্ছিতপ্রায় হয়েছিল। কৃপাচার্য এবং দুর্যোধন ভীষণভাবে ক্রন্দন করছিলেন। সকলের মধ্যে বিষাদ ছেয়ে গিয়েছিল, ইন্দ্রিয়াদি জড়বৎ হয়েছিল। কিছুলোক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। যুদ্ধে আর কারো মন ছিল না। কেউ আর পাণ্ডবদের আক্রমণ করতে পারছিল না, কোনো মহাগ্রহ যেন তাদের পা বেঁধে রেখেছিল। সকলেই তখন অনুমান করতে লাগল যে কৌরবদের বিনাশের আর বেশি দেরী নেই।

পাণ্ডবরা জয়ী হয়েছিলেন, তাই তাঁদের পক্ষে শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। সৃঞ্জয় ও সোমক আনন্দে উদ্বেলিত হল। ভীমসেন সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। কিছু কৌরব সেনারা অচেতন হয়েছিলেন, আবার কেউ কেউ ক্রন্দন করছিলেন। কেউ ক্ষত্রিয়ধর্মের নিন্দা করছিলেন, কেউ ভীষ্মের প্রশংসা করছিলেন। ভীষ্ম উপনিষদে বর্ণিত যোগধারণের আশ্রয় নিয়ে প্রণব জপ করতে করতে উত্তরায়ণের জন্য প্রতীক্ষা করে রইলেন।

—o—

## সমস্ত রাজা এবং কর্ণের ভীষ্মের কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করা

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! ভীষ্ম মহাবলী এবং দেবতা-সম ছিলেন, তিনি তাঁর পিতার সত্য রক্ষার্থে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। রণভূমিতে তাঁর পতন হলে আমাদের যোদ্ধাদের কী গতি হবে ? ভীষ্ম যখন ধর্মবশত শিখণ্ডীকে বাণ নিক্ষেপে বিরত থাকা স্থির করলেন, তখনই আমি বুঝে গেছি যে এবার পাণ্ডবদের হাতে কৌরবরা পরাজিত হবে। হায় ! আমার কাছে এর থেকে বেশি দুঃখের আর কী আছে যে আজ আমি পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যুর সংবাদ শুনছি। আমার হৃদয় বাস্তবিক বজ্র দিয়ে তৈরি, তাই আজ ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শুনেও তা শতধা বিভক্ত হয়নি। সঞ্জয় ! কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যখন পতিত হলেন, তারপর তিনি কী করলেন বলো।

সঞ্জয় বললেন—সন্ধ্যার সময় যখন ভীষ্ম ধরাশায়ী হলেন, তখন কৌরবরা অত্যন্ত দুঃখ পেল আর পাঞ্চাল দেশের যোদ্ধারা আনন্দ করতে লাগল। ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। তখন আপনার পুত্র দুঃশাসন অত্যন্ত দ্রুত দ্রোণাচার্যের সৈন্য মধ্যে গেলেন। তাঁকে আসতে দেখে কৌরব সেনারা ভাবতে লাগল, 'দেখা যাক, ইনি কী বলেন ?' তারা তাঁর চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। দুঃশাসন দ্রোণকে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ জানালেন। এই অপ্রিয় সংবাদ শুনেই দ্রোণাচার্য মূর্ছিত হয়ে গেলেন। কিছু পরে জ্ঞান ফিরতেই তিনি সৈন্যদের যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিলেন। কৌরব সৈন্যদের ফিরতে দেখে পাণ্ডবরাও দূত মারফৎ নিজ সেনাদের যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। সব সৈন্য ফিরে গেলে রাজারা নিজেদের বর্ম ও অস্ত্র নামিয়ে ভীষ্মের কাছে এলেন। কৌরব ও পাণ্ডব—উভয় পক্ষের সকলেই ভীষ্মের কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। তখন ধর্মাত্মা ভীষ্ম তাঁর সামনে দণ্ডায়মান রাজাদের সম্বোধন করে

বললেন—'মহা সৌভাগ্যশালী মহারথীগণ ! আমি আপনাদের স্বাগত জানাই। দেবোপম বীরগণ ! এখন আপনাদের দর্শন লাভ করে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি।' সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে ভীষ্ম পুনরায় বললেন—'আমার মাথা নীচে ঝুলে আছে, আপনারা এরজন্য কোনো বালিশের ব্যবস্থা করুন।' তা শুনে রাজারা অত্যন্ত কোমল সুন্দর সুন্দর বালিশ নিয়ে এলেন, কিন্তু পিতামহের সেগুলি পছন্দ হল না। তিনি হেসে বললেন—'রাজাগণ ! এই বালিশ আমার শয্যার উপযুক্ত নয়।' তারপর তিনি অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'পুত্র ধনঞ্জয় ! আমার মাথা ঝুলে আছে, তার জন্য বিছানার অনুরূপ শীঘ্র এক বালিশের ব্যবস্থা করো। তুমি সমস্ত ধনুর্ধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী। তোমার ক্ষত্রিয়ধর্মের জ্ঞান আছে এবং তোমার বুদ্ধি নির্মল ; সুতরাং তুমিই এই কাজ করতে সক্ষম।'

অর্জুন 'ঠিক আছে' বলে তাঁর নির্দেশ স্বীকার করে নিজ গাণ্ডীব ধনুক তুললেন এবং তাতে তিনটি বাণ অভিমন্ত্রিত করে নিক্ষেপ করলেন ও তার দ্বারা ভীষ্মের মস্তক উঁচু করে দিলেন। 'আমার অভিপ্রায় অর্জুন বুঝে গেছে'—এই ভেবে ভীষ্ম অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সেই বীরোচিত বালিশ পেয়ে ভীষ্ম অর্জুনের প্রশংসা করে বললেন—'পাণ্ডুনন্দন ! তুমি এই শয্যার উপযুক্ত বালিশ দিয়েছ। যদি তা না করতে তাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। মহাবাহো ! নিজ ধর্মে অবস্থিত ক্ষত্রিয়গণের রণভূমিতে এরূপ শয্যায় শয়ন করা উচিত।' অর্জুনকে এই কথা বলে ভীষ্ম অন্য রাজা এবং রাজকুমারদের বললেন—'আপনারা দেখুন, অর্জুন কী সুন্দর বালিশ দিয়েছে। এখন সূর্য যতদিন উত্তরায়ণে না আসে, আমি এই শয্যাতেই শায়িত থাকব। সেই সময় যারা আমার কাছে আসবে, তারা আমার পরলোক যাত্রা দেখতে সক্ষম হবে। আমার পাশের জমিতে খাল কেটে দেওয়া প্রয়োজন। বাণবিদ্ধ অবস্থাতেই আমি সূর্যের উপাসনা করব। হে রাজাগণ ! আমার অনুরোধ এই যে আপনারা এবার নিজেদের মধ্যে শত্রুতা ত্যাগ করে যুদ্ধ বন্ধ করুন।'

তারপর শরীর থেকে বাণ বার করতে সক্ষম সুশিক্ষিত বৈদ্য চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ভীষ্মের চিকিৎসার জন্য এলেন। তাঁকে দেখে ভীষ্ম আপনার পুত্রকে বললেন—'দুর্যোধন ! এই চিকিৎসককে অর্থ দিয়ে সম্মানের সঙ্গে বিদায় দাও। এই অবস্থায় আমার বৈদ্যতে আর কী কাজ ? ক্ষত্রিয়ধর্মের যা সর্বোত্তম গতি, আমি তা লাভ করেছি ; শরশয্যায় শয়নের পরে চিকিৎসা করানো ধর্ম নয়। এই বাণের সঙ্গেই যেন আমার অন্তিম সংস্কার করানো হয়।'

পিতামহের কথা শুনে দুর্যোধন চিকিৎসককে অর্থাদি দ্বারা সম্মানিত করে বিদায় দিলেন। নানাদেশের রাজারা সেখানে একত্রিত ছিলেন, তাঁরা ভীষ্মের ধর্ম-নিষ্ঠা ও সাহস দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর কৌরব ও পাণ্ডবরা শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা করে নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন।

মহারথী পাণ্ডবগণ নিজেদের শিবিরে প্রসন্নভাবে বসেছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—'রাজন্ ! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আপনারা জয়লাভ করছেন। ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে ভীষ্ম পরাস্ত হয়েছেন। এই মহারথী সম্পূর্ণ শাস্ত্র অনুগামী ছিলেন। তিনি তো মানুষের অবধ্য ছিলেনই, দেবতারাও এঁকে জয় করতে পারতেন না। কিন্তু আপনার তেজেই ইনি দগ্ধ হয়ে গেলেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'কৃষ্ণ ! এই বিজয় আপনারই কৃপার ফল। আপনি ভক্তের ভয় দূর করেন আর আমরা আপনারই শরণাগত। আপনি যাকে রক্ষা করেন, তার যদি বিজয় লাভ হয়, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমার বিশ্বাস,

যিনি সর্বভাবে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁর কাছে কোনো কিছুই আশ্চর্যের নয়।' তাঁর কথায় ভগবান হেসে বললেন—'মহারাজ ! আপনি আপনার অনুরূপ কথাই বলেছেন।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! রাত্রি প্রভাত হলে কৌরব ও পাণ্ডবরা পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। বীরশয্যায় শায়িত পিতামহকে প্রণাম করে সকলেই তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। বহু নারী ও কন্যা এসে তাঁর দেহে চন্দন, মালা ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে পূজা করলেন। দর্শকদের মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, বাদ্যকর, নট, নর্তক, শিল্পী ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিল। সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে এসেছিল। কৌরব এবং পাণ্ডবরা অস্ত্রশস্ত্র-বর্ম সব রেখে পরস্পর প্রীতি সহকারে পিতামহের কাছে বসলেন।

বাণের আঘাতে তাঁর শরীর জ্বালা করছিল, ঘায়ের ক্ষতের কষ্টে তাঁর মূর্ছা আসছিল ; তিনি বড় কষ্টে রাজাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'জল চাই।' শুনেই ক্ষত্রিয় রাজারা উঠে চারদিক থেকে উত্তম আহার এবং শীতল পানীয় ভর্তি কলস এনে ভীষ্মকে অর্পণ করলেন। তাই দেখে ভীষ্ম বললেন—'এখন আমি কোনো মানবীয় ভোগ গ্রহণ করব না ; কারণ এখন আমি মনুষ্যলোক থেকে পৃথক হয়ে শরশয্যায় শায়িত আছি।' ভীষ্ম এই কথা বলে রাজাদের বুদ্ধির নিন্দা করে বললেন—'আমি একটু অর্জুনকে দেখতে চাই।'

তা শুনে অর্জুন তক্ষুণি তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে দুহাত জোড় করে বিনীত ভাবে বললেন—'পিতামহ ! আমার প্রতি কী আদেশ ?' অর্জুনকে সামনে দাঁড়াতে দেখে ভীষ্ম প্রসন্ন হয়ে বললেন—'পুত্র ! তোমার বাণের আঘাতে আমার শরীর জ্বালা করছে, মর্মস্থানে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। মুখ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। আমাকে জল দাও। তুমি সক্ষম, তুমিই আমাকে বিধিমতো জল পান করাতে পারো।'

অর্জুন 'ঠিক আছে' বলে পিতামহের নির্দেশ মেনে নিলেন এবং রথে বসে গাণ্ডীব ধনুকে গুণ চড়ালেন। সেই ধনুকের টংকারে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল, রাজারাও খুব ভয় পেলেন। অর্জুন রথে চড়ে পিতামহকে পরিক্রমা করলেন এবং একটি বাণ বার করে মন্ত্র পড়ে তাতে পার্জন্য অস্ত্রে সংযোজন করে ভীষ্মের পার্শ্বস্থিত জমিতে নিক্ষেপ করলেন। সেটি মাটিতে প্রোথিত হতেই দিব্য গন্ধযুক্ত

অমৃতের ন্যায় মধুর শীতল জলের নির্মল ধারা প্রবাহিত হল। তার দ্বারা দিব্য কর্মকারী পিতামহ ভীষ্মকে তৃপ্ত করলেন। অর্জুনের এই অলৌকিক কর্ম দেখে সেখানে উপস্থিত রাজাগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁরা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। সেইসময় চারদিকে শঙ্খ ও দুন্দুভির তুমুল ধ্বনি শোনা গেল। ভীষ্ম তৃপ্ত হয়ে সকলের সামনেই অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি বললেন—'মহাবাহো ! তোমার এই পরাক্রম কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। নারদ ঋষি আমাকে আগেই বলেছেন যে তুমি প্রাচীন ঋষি নর, ভগবান নারায়ণের সহায়তায় বড় বড় কাজ করবে, যা ইন্দ্রাদি দেবতাও করতে সাহস করেন না। তুমি এই ভূমণ্ডলে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আমি, বিদুর, দ্রোণাচার্য, পরশুরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সঞ্জয় সকলেই বারংবার বলেছি ; কিন্তু দুর্যোধন কারো কথাই শোনেনি। তার বুদ্ধি বিপরীত হয়ে গেছে ; সে কারো কথাতেই বিশ্বাস করে না। সর্বদা শাস্ত্র প্রতিকূল কর্ম করে। যাক, এর ফল সে পাবে ; ভীমসেনের দ্বারা পরাজিত হয়ে সে চিরকালের জন্য রণভূমিতে শয্যা নেবে।'

ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তা দেখে পিতামহ বললেন—'রাজন্ ! ক্রোধ পরিত্যাগ করে আমার কথায় মন দাও। তুমি দেখলে তো অর্জুন কীভাবে শীতল, মধুর, সুগন্ধিত জলধারা প্রবাহিত করল ? এরূপ পরাক্রমশালী জগতে আর কেউ নেই। আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম, পারমেষ্ঠ্য, প্রাজাপত্য, ধাতৃ, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র এবং বৈবস্বত প্রভৃতি অস্ত্রগুলি ইহজগতে একমাত্র অর্জুন বা শ্রীকৃষ্ণই জানেন। তৃতীয় কেউ এ সম্বন্ধে জানেন না। সুতরাং অর্জুনকে কোনোমতেই যুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়, তার সকল কর্মই

অলৌকিক। তাই আমার মত হল, তুমি শীঘ্রই তার সঙ্গে সন্ধি করে নাও। যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হচ্ছেন, যতক্ষণ ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব তোমার সেনার সর্বনাশ না করছে, তার আগেই পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমাদের মিত্রতা হওয়া আমি মঙ্গল মনে করি। তাত ! আমার মৃত্যুর সঙ্গেই এই যুদ্ধ সমাপ্ত করে শান্ত হও। আমার কথা শোনো, এতেই তোমার ও তোমার কুলের কল্যাণ হবে। অর্জুন যে পরাক্রম দেখিয়েছে, তোমাকে সচেতন করার জন্য তা যথেষ্ট। এখন তোমাদের মধ্যে প্রেমভাব যেন বেড়ে ওঠে, বেঁচে যাওয়া রাজাদের জীবন রক্ষা হোক। পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রদান করো, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যাক। পিতা-পুত্রের সঙ্গে, মামা-ভাগিনেয়র সঙ্গে এবং ভাই-ভাইয়ের সঙ্গে মিলেমিশে থাক। যদি মোহবশত বা মূর্খতার জন্য তুমি আমার এই সময়োচিত কথায় মন না দাও, শেষে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে, তোমার সর্বনাশ হবে, নির্মম সত্য হলেও আমি এই কথা বলছি।'

বন্ধুভাবে এই কথা বলে ভীষ্ম চুপ করলেন। তিনি আবার তাঁর মন পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করলেন। মৃত্যুকালে মানুষ যেমন ঔষধ পান করা পছন্দ করে না, ঠিক সেই মতো দুর্যোধনেরও এই কথা পছন্দ হল না।

ভীষ্ম মৌনভাব অবলম্বন করলে সকল রাজা শিবিরে ফিরে গেলেন। কর্ণ সেইসময় ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে এলেন। ভীষ্মকে শরশয্যায়

দেখে তাঁর চোখ জলে ভরে এল। তিনি আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—মহাবাহো ভীষ্ম ! যাকে আপনি সর্বদা দ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই আমি রাধাপুত্র কর্ণ আপনার সেবায় উপস্থিত। তাঁর কথা শুনে ভীষ্ম চোখখুলে ধীরভাবে কর্ণের দিকে তাকালেন। তিনি প্রহরীদের সেখান থেকে সরিয়ে পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করে, সেইভাবে একহাতে কর্ণকে টেনে বুকে জড়িয়ে স্নেহস্বরে বললেন—'এসো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ! তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে মতবিরোধ করেছ। যদি তুমি আমার কাছে না আসতে তাহলে তোমার কোনোভাবেই মঙ্গল হত না। মহাবাহো ! তুমি রাধা নয়, কুন্তীর পুত্র ! তোমার পিতা অধিরথ নয়, তোমার পিতা সূর্য—একথা আমি ব্যাসদেব এবং নারদ ঋষির কাছে জেনেছি। এতে কোনো সন্দেহ রেখো না, একথা অতীব সত্য। পুত্র ! আমি সত্য বলছি ; তোমার প্রতি আমার কোনো দ্বেষ নেই, তুমি অকারণে পাণ্ডবদের ওপর আক্ষেপ করতে তাই তোমার দুঃসাহস দূর করার জন্যই আমি কঠোর বাক্য বলতাম। নীচ পুরুষদের সঙ্গ করায় তোমার বুদ্ধিও গুণবানদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হয়েছে। সেইজন্যই কৌরব সভায় আমি তোমাকে অনেক কটুবাক্য বলেছি। আমি জানতাম যুদ্ধে তোমার পরাক্রম শত্রুদের পক্ষে অসহ্য। তুমি ব্রাহ্মণদের ভক্ত, শূরবীর এবং দানে তোমার অতীব নিষ্ঠা। মানুষের মধ্যে তোমার তুল্য গুণবান আর নেই। বাণ নিক্ষেপে, অস্ত্র সন্ধানে, হাতের ক্ষিপ্রতায় এবং অস্ত্রবলে তুমি অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ। তুমি ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ করে থাক, তেজ ও বলে তুমি দেবতার সমকক্ষ। যুদ্ধে তোমার পরাক্রম মানুষের চেয়ে বেশি। পূর্বে তোমার প্রতি আমার যে ক্রোধ ছিল, তা আমি দূর করে দিয়েছি। এখন আমি নিশ্চিত যে পুরুষার্থের দ্বারা দৈবের বিধান রদ করা যায় না। পাণ্ডবরা তোমার আপন ভাই ; যদি তুমি আমার প্রিয় কাজ করতে চাও, তাহলে ওদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও। আমার মৃত্যুর সঙ্গেই যেন এই শত্রুতা শেষ হয়ে যায় এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজা যেন আজ থেকে সুখী হয়।'

কর্ণ বললেন—'মহাবাহো ! আপনি যে বললেন আমি সূতপুত্র নই, কুন্তীর পুত্র—তা আমিও জানি। কিন্তু কুন্তী আমাকে ত্যাগ করেছেন এবং সূত আমার পালন-পোষণ করেছেন। আজ পর্যন্ত আমি দুর্যোধনের ঐশ্বর্য ভোগ করছি, তাকে অস্বীকার করার সাহস আমার নেই। বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবদের সহায়তার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তেমনই আমিও দুর্যোধনের জন্য নিজ শরীর, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, যশ, সমস্ত দিয়ে দিয়েছি। যা অবশ্যম্ভাবী, তা রদ করা যায় না। পুরুষার্থের দ্বারা দৈবকে কে রোধ করতে পেরেছে ? আপনিও তো পৃথিবী নাশের সূচনার্থক অলক্ষণ

জেনেছিলেন, যা আপনি সভায় জানিয়েছিলেন। আমিও পাণ্ডব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানি, এঁরা মানুষের পক্ষে অজেয়। তা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস আমি যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাজিত করব। এই শত্রুতা ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন এর থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন ; তাই আমি ধর্মে স্থির থেকে প্রসন্নভাবে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এখন আপনি অনুমতি দিন। আপনার অনুমতি নিয়েই যুদ্ধ করব, এই আমার ইচ্ছা। আজ পর্যন্ত চাপল্যবশত আমি আপনাকে যেসব কটুবাক্য বলেছি বা প্রতিকূল আচরণ করেছি, আপনি সেসব ক্ষমা করুন।'

ভীষ্ম বললেন—কর্ণ ! যদি এই দারুণ শত্রুতা মেটানো না যায়, তাহলে আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য অনুমতি দিচ্ছি। তুমি স্বর্গলাভের জন্যই যুদ্ধ করো। ক্রোধ ও ঈর্ষা ত্যাগ করে নিজ শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধে পরাক্রম দেখাও। সর্বদা সৎপুরুষের মতো আচরণ করো। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্মদ্বারা প্রাপ্ত লোকে যাবে। অহংকার পরিত্যাগ করে বল ও পরাক্রমের ওপর ভরসা করে যুদ্ধ করো। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুক্ত যুদ্ধের থেকে বড় অন্য কোনো কল্যাণের সাধন নেই। কর্ণ ! আমি শান্তির জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে সফল হতে পারিনি। আমি তোমাকে সত্য কথা জানাচ্ছি।

রাজন্ ! ভীষ্মের কথা শুনে কর্ণ তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে রথে উঠে আপনার পুত্র দুর্যোধনের কাছে চলে গেলেন।

—o—

॥ ভীষ্মপর্ব সমাপ্ত ॥

—o—

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

# দ্রোণপর্ব

## দ্রোণাচার্যকে সেনাপতিপদে বরণ এবং কর্ণের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা অর্জুন, তাঁর লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং তাঁর প্রবক্তা ভগবান ব্যাসকে নমস্কার করে অধর্ম ও অশুভ শক্তির পরাভবকারী চিত্তশুদ্ধিকারী মহাভারত গ্রন্থের পাঠ করা উচিত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
ওঁ নমঃ পিতামহায়। ওঁ নমঃ প্রজাপতিভ্যঃ।
ওঁ নমঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায়। ওঁ নমঃ সর্ববিঘ্নবিনায়কেভ্যঃ।

রাজা জনমেজয় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মণ্! পিতামহ ভীষ্ম পাঞ্চাল রাজকুমার শিখণ্ডীর হাতে বধ হয়েছেন শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্র দুর্যোধন কী করলেন? সেইসব প্রসঙ্গ আপনি আমাকে জানান।

বৈশম্পায়ন বললেন—রাজন্! ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদ শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিন্তা ও শোকে নিমজ্জিত হলেন। তাঁর সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। এর মধ্যে শুদ্ধ চিত্ত সঞ্জয় তাঁর কাছে এলেন। তিনি কৌরব শিবির থেকে রাত্রের মধ্যেই হস্তিনাপুরে পৌঁছলেন। তাঁর কাছ থেকে ভীষ্মের পতনের বিবরণ শুনে ধৃতরাষ্ট্র শোকমগ্ন হলেন। তিনি শোকাতুর হয়ে ক্রন্দন করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাত! মহাত্মা ভীষ্মের জন্য শোকাতুর কৌরবরা কী করল? বীর পাণ্ডবদের বিশাল এবং বিজয় বাহিনী ত্রিলোকে ভয় উৎপন্ন করতে সক্ষম। এখন দুর্যোধনের সৈন্যদলে এমন কে মহারথী আছে, যে এই অবস্থাতে এরূপ মহাভয় এলেও ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম!'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্! ভীষ্মের মৃত্যুর পর আপনার পুত্ররা কী করলেন, আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তাঁর পতনের পর কৌরব ও পাণ্ডবগণ পৃথকভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁরা ক্ষাত্রধর্মের নিন্দা করে মহাত্মা ভীষ্মকে

প্রণাম করলেন, পরে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নিজেদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তারপর পিতামহের নির্দেশে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁরা আবার যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাদ্যধ্বনির সঙ্গে আপনার পুত্ররা এবং পাণ্ডবরা যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

রাজন্ ! আপনার পুত্র এবং আপনার অজ্ঞতার জন্য ভীষ্ম বধ হওয়ায়, কৌরব ও তাঁর পক্ষের রাজারা যেন মৃত্যুর সন্নিকট হলেন। ভীষ্মের বিয়োগে সকলেই অত্যন্ত কাতর ছিলেন। তাঁর অভাবে কৌরব সেনা অনাথপ্রায় হয়ে গেল। কোনো বিপদ এলে যেমন নিজ বন্ধুর কথা স্মরণ হয়, তেমনই কৌরববীরদের এবার কর্ণের কথা স্মরণ হল ; কারণ তিনি ভীষ্মের ন্যায় গুণবান, সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। কর্ণ দুই রথীর সমান বীর ছিলেন, কিন্তু ভীষ্ম বলবান ও পরাক্রমী রথীদের গণনা করার সময় তাঁকে অর্ধরথী হিসাবে ধরেছিলেন। তাই দশদিন, যতদিন ভীষ্ম পিতামহ যুদ্ধ করেছিলেন, মহাযশস্বী কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে পা রাখেননি। ভীষ্ম ধরাশায়ী হওয়ার পর আপনার পুত্ররা কর্ণকে আহ্বান করে বললেন—'কর্ণ ! এবার তোমার যুদ্ধ করার সময় হয়েছে।'

তখন মহারথী কর্ণ সমুদ্রে ডুবন্ত নৌকার মতো আপনার পুত্রের সেনাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সত্বর কৌরবদের কাছে এলেন। কৌরবদের কাছে এসে কর্ণ

বলতে লাগলেন—'পিতামহ ভীষ্মের মধ্যে ধৈর্য, বুদ্ধি, পরাক্রম, সত্য, স্মৃতি প্রভৃতি সমস্ত বীরোচিত গুণ বিরাজমান ছিল। তাঁর অনেক দিব্য অস্ত্রও ছিল, সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে নম্রতা, লজ্জা, মধুর বাক্য এবং সারল্যেরও কোনো অভাব ছিল না। তিনি অন্যের উপকার স্মরণে রাখতেন এবং বিপ্রবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর পতন হওয়াতে আমার মনে হচ্ছে যেন সব বীরই শেষ হয়ে গেছে।' এই কথা বলে, মহাপ্রতাপশালী ভীষ্মের নিধন এবং কৌরবদের পরাজয়ের কথা চিন্তা করে কর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর চোখ জলে ভরে এল। কর্ণের কথা শুনে আপনার পুত্র এবং সৈনিকগণও শোকাকুল হয়ে রোদন করতে লাগলেন। তখন রথীশ্রেষ্ঠ কর্ণ অন্য সব মহারথীর উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য বললেন—'ভীষ্মের পতন হওয়ায় সৈনিকরা সেনাপতির অভাবে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে। শত্রুপক্ষ এদের নিরুৎসাহ এবং অনাথ করে দিয়েছে। আমি এখন এদের ভীষ্মের মতোই রক্ষা করব। আমি বুঝতে পারছি যে, এখন এই সমস্ত দায়িত্ব আমারই। আমি রণভূমিতে বিচরণ করে যুদ্ধে পরাজিত করে পাণ্ডবদের যমালয়ে পাঠাব এবং সমস্ত জগতে আমার মহাযশ প্রতিষ্ঠা করব নতুবা শত্রু হতে নিহত হয়ে রণক্ষেত্রে শয্যা নেব।' তারপর নিজ সারথিকে ডেকে বললেন—'সূত ! তুমি আমাকে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরাও এবং শীঘ্রই আমার রথ নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে এখানে নিয়ে এসো।'

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! এই বলে কর্ণ যুদ্ধসামগ্রী ও ধ্বজা-পতাকায় সজ্জিত এক সুন্দর রথে চড়ে

বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সর্বপ্রথম তিনি শরশয্যায় শায়িত অতুল তেজস্বী মহাত্মা ভীষ্মের কাছে গেলেন। ভীষ্মকে দেখে কর্ণ ব্যাকুল হয়ে রথ থেকে নেমে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে বললেন—'ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি কর্ণ ! আপনার মঙ্গল হোক, আপনি আপনার পবিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখুন এবং আপনার মঙ্গলময় বাক্যে আমাকে আশীর্বাদ করুন। ধনসংগ্রহ, মন্ত্রণা, ব্যূহরচনা, অস্ত্র সঞ্চালনে আমি আপনার মতো কাউকে দেখতে পাই না। আপনি ব্যতীত আর কে অর্জুনের সম্মুখীন হতে পারে ? বড় বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বলেন যে অর্জুনের কাছে অনেক দিব্য অস্ত্র আছে এবং সে নিবাতকবচ প্রমুখ অমানব এবং স্বয়ং মহাদেবের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে সে ভগবান শংকরের কাছ থেকে অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের দুর্লভ বরও প্রাপ্ত হয়েছে। তবুও আপনার আদেশ পেলে আমি আজই আমার পরাক্রম দ্বারা তাকে বিনাশ করতে পারি।'

রাজন্! কর্ণের কথায় কুরুবৃদ্ধ পিতামহ প্রসন্ন হয়ে দেশ-কাল অনুসারে বললেন—'কর্ণ, তুমি শত্রুর মানমর্দনকারী এবং মিত্রের আনন্দবর্ধনকারী হও। ভগবান বিষ্ণু যেমন দেবতাদের আশ্রয়, তেমনই তুমি কৌরবদের আধার হও। দুর্যোধনকে বিজয়ী করার ইচ্ছাতেই তুমি তোমার বাহুবলের দ্বারা উৎকল, মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত এবং বাহ্লীক ইত্যাদি দেশের রাজাদের পরাস্ত করেছিলে। এতদ্‌ভিন্ন স্থানে স্থানে আরও অনেক বীরকে তুমি পরাজিত করেছ। পুত্র ! দুর্যোধন সমস্ত কৌরবদের কর্ণধার, তুমি তাঁকে সেইমতো ভরসা প্রদান করো। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি ; তুমি শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামে যাও। যুদ্ধে কৌরবদের পথ প্রদর্শক হও এবং দুর্যোধনকে বিজয়ী করো। দুর্যোধনের মতো তুমি আমার পৌত্রসম। ধর্মত আমি যেমন তার হিতৈষী, তেমনই তোমারও।'

ভীষ্মের কথা শুনে কর্ণ তাঁর চরণে প্রণাম করে সেনাদের কাছে গিয়ে তাদের উৎসাহিত করলেন। কর্ণকে সব সৈন্যের পুরোধা হয়ে আসতে দেখে দুর্যোধন ও সমস্ত কৌরব অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁরা করতালি দিয়ে, সিংহনাদ করে, লম্ফঝম্ফ করে এবং ধনুকে টংকার তুলে কর্ণকে স্বাগত জানালেন। তারপর দুর্যোধন তাঁকে বললেন—'কর্ণ ! এখন তুমি আমদের সেনাদের রক্ষক। তুমি এখন ঠিক করো কী করলে আমাদের মঙ্গল হবে।'

কর্ণ বললেন—'রাজন্ ! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আপনি আপনার সিদ্ধান্ত বলুন ; কারণ রাজা স্বয়ং তাঁর কর্তব্য যেমন ঠিক করতে পারেন, অন্য কোনো ব্যক্তি তা পারে না। তাই আমি আপনার কথা শুনতে চাই।'

দুর্যোধন বললেন—'প্রথমে আয়ু, বল ও বিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্ম আমাদের সেনাপতি ছিলেন। তিনি সব যোদ্ধাদের সঙ্গে থেকে শত্রু সংহার করেছেন এবং দশ দিন ভীষণ যুদ্ধ করে আমাদের রক্ষা করেছেন। এখন তিনি স্বর্গপথের যাত্রী, সুতরাং তাঁর স্থানে তোমার বিচারে কাকে সেনাপতি করা উচিত ? সেনাপতিবিহীন হয়ে সেনারা এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। নাবিকবিহীন নৌকা এবং সারথিবিহীন রথ যেমন যেদিকে খুশি চলে যায়, তেমনই সেনাপতিবিহীন হলে সৈন্যরাও বিপথগামী হয়। সুতরাং আমার পক্ষের সব বীরদের দেখে তুমি ঠিক করো যে, ভীষ্মের পরে উপযুক্ত সেনাপতি কে হতে পারেন ?'

কর্ণ বললেন—'এখানে যেসব রাজারা উপস্থিত, তাঁরা সকলেই অত্যন্ত মহানুভব এবং তাঁরা নিঃসন্দেহে এই পদের যোগ্য। তাঁরা সকলেই কুলীন, সুগঠিত দেহসম্পন্ন, যুদ্ধ কলাকুশলী ও বল-পরাক্রমী এবং বুদ্ধিসম্পন্ন। সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ এবং কেউ যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী নয়। কিন্তু সকলকে একইসঙ্গে সেনানায়ক করা যায় না। তাই যাঁর

মধ্যে সব থেকে বেশি গুণ আছে, তাঁকেই এই পদে নিযুক্ত করা উচিত। আমার বিচারে সমস্ত শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য দ্রোণকেই সেনাপতি করা উচিত ; কারণ তিনি সকল যোদ্ধার আচার্য এবং গুরু আর বয়োবৃদ্ধও। ইনি সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতির সমকক্ষ এবং এঁকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। সুতরাং তাঁর উপস্থিতিতে অন্য আর কে আমাদের সেনাপতি হবেন ? আপনার গুরুদেব সকল সেনানায়কের মধ্যে, সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে এবং সকল বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই দেবতারা যেমন স্বামী কার্তিককে নিজেদের সেনাধ্যক্ষ করেছিলেন, আপনিও তেমন এঁকেই আপনার সেনাপতি করুন।'

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন সেনাদের মধ্যে দণ্ডায়মান আচার্য দ্রোণের কাছে গিয়ে বললেন—'মুনিবর ! বর্ণ, কুল, বিদ্যা, ব্যুৎপত্তি, আয়ু, বুদ্ধি, পরাক্রম, যুদ্ধকৌশল,

অর্থজ্ঞান, নীতি, বিজয়, তপস্যা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সর্বগুণেই আপনি শ্রেষ্ঠতম। রাজাদের মধ্যে আপনার সমকক্ষ কোনো রক্ষক নেই। সুতরাং ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রক্ষা করেন, তেমনই আপনিও আমাদের রক্ষা করুন। আপনার নেতৃত্বেই আমরা শত্রুদের পরাজিত করতে চাই। অতএব কৃপা করে আপনি আমাদের সেনাপতি হোন। আপনি যদি আমাদের সেনাপতি হন, তাহলে আমরা অবশ্যই রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁর অনুগামী ও বন্ধুবান্ধবসহ পরাজিত করব।'

দুর্যোধন এই কথা বললে তাঁকে উৎসাহিত করতে সব রাজা দ্রোণাচার্যের নামে জয়ধ্বনি দিলেন।

তাঁরা সকলে দ্রোণাচার্যের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। তখন আচার্য দুর্যোধনকে বললেন—'রাজন্ ! আমি ছয়অঙ্গবিশিষ্ট বেদ, মনু কথিত অর্থশাস্ত্র, ভগবান শংকর প্রদত্ত বাণবিদ্যা এবং কয়েক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র জানি। তুমি বিজয়ের ইচ্ছায় আমার যেসব গুণের কথা বলেছ, সেই সব দিয়ে আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমি কোনোভাবেই বধ করতে পারব না ; কারণ তার উৎপত্তি হয়েছে আমাকে বধের জন্যই।'

রাজন্ ! আচার্যের অনুমতি পেয়ে আপনার পুত্র দুর্যোধন তাঁকে শাস্ত্রমতে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন।

সেইসময় বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও শঙ্খধ্বনিতে সকলে হর্ষ প্রকাশ করল এবং পুণ্যাহবাচন, স্বস্তিবাচন, সূতদের স্তুতিগান এবং ব্রাহ্মণদের জয়জয়কার ধ্বনিতে আচার্যকে সম্মানিত করা হল। দ্রোণ সেনাপতি হওয়ায় সকলেই মনে করতে লাগল যে 'আমরা এবার পাণ্ডবদের পরাজিত করব।'

—— ০ ——

# দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞা এবং তাঁর প্রথম দিনের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেনাপতি পদ লাভ করে মহারথী দ্রোণ তাঁর সেনার ব্যূহরচনা করে আপনার পুত্রদের সঙ্গে রণক্ষেত্রে চললেন। তাঁর ডান পাশে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কলিঙ্গরাজ এবং আপনার পুত্র বিকর্ণ, তাঁদের রক্ষণার্থে গান্ধারদেশের অশ্বারোহীসহ শকুনি পিছনে ছিলেন। বাম দিকে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি, দুঃশাসন প্রমুখ বীরগণ ছিলেন। তাঁদের রক্ষার ভার ছিল সুদক্ষিণ প্রমুখ কাম্বোজ বীরদের ওপর। তাঁদের সঙ্গেই শক ও যবন সৈন্যও যাচ্ছিল। মদ্র, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, শিবি, শূরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব এবং পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দেশের সমস্ত যোদ্ধা আপনার পুত্রদের সঙ্গে দুর্যোধন ও কর্ণকে অনুগমন করছিল। তারা সকলেই নিজ নিজ সৈন্যের বল ও উৎসাহ বৃদ্ধি করছিল। যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ কর্ণ সেনাদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার করতে করতে সবার আগে যাচ্ছিলেন। কর্ণকে দেখে এখন কেউ আর ভীষ্মের অভাব বোধ করছিলেন না। সকলের মুখে এককথা 'আজ কর্ণকে সামনে দেখে পাণ্ডবরা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াতেই পারবে না। আরে, কর্ণ তো দেবতাসহ স্বয়ং ইন্দ্রকেও জিতে নিতে পারবেন, এই বল-পরাক্রমহীন পাণ্ডবদের তো কথাই নেই। ভীষ্ম যদিও অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন, কিন্তু তিনি পাণ্ডবদের স্নেহবশত বাঁচিয়ে চলতেন। এখন কর্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে ওদের ছিন্নভিন্ন করে দেবেন।'

রাজন্ ! সমস্ত সৈন্য এইভাবে কর্ণের প্রশংসা করে তাঁকে সম্মান করে পথ চলছিল। রণক্ষেত্রে পৌঁছে আচার্য সেনাদের নিয়ে শকটব্যূহ তৈরি করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যদিকে ক্রৌঞ্চব্যূহ তৈরি করেছিলেন। সেই ব্যূহের মুখ্যস্থানে অর্জুনকে নিয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বানর চিহ্নিত ধ্বজাযুক্ত রথ নিয়ে বিরাজ করছিলেন। আপনার সেনার মুখ্যস্থানে ছিলেন কর্ণ। কর্ণ ও অর্জুন দুজনেই একে অপরকে হারাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। দুজনেই দুজনের প্রাণ নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেই সময় মহারথী দ্রোণ এগিয়ে গেলেন এবং সৈন্যদের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আপনার পুত্রকে বললেন—'রাজন্ ! তুমি মহাত্মা ভীষ্মের পরে আমাকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেছ, তাই আমি তোমাকে তার অনুরূপ ফলপ্রদান করতে চাই। বলো, আমি তোমার কী কাজ করব ? তোমার যা ইচ্ছা, সেই বরই চেয়ে নাও।'

তখন রাজা দুর্যোধন কর্ণ এবং দুঃশাসনদের সঙ্গে পরামর্শ করে আচার্যকে জানালেন 'আপনি যদি আমাকে বর দিতে চান, তাহলে মহারথী যুধিষ্ঠিরকে জয় করে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে নিয়ে আসুন।' আচার্য বললেন—'তুমি কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতেই ইচ্ছা কর, তাকে বধ করার জন্য তুমি বর চাওনি ; তাই তুমি ধন্য। কিন্তু দুর্যোধন ! তুমি তার মৃত্যু চাও না কেন ? পাণ্ডবদের হারিয়ে তারপর যুধিষ্ঠিরকেই রাজ্য সমর্পণ করে তুমি তোমার সৌহার্দ দেখাতে চাও না তো ? ধর্মরাজের ওপর তোমার ভালোবাসা আছে, তিনি অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান, তাঁর জন্ম সফল এবং তাঁর অজাতশত্রুতাও সত্য।'

রাজন্ ! আচার্যের কথায় আপনার পুত্রের হৃদয়ে সর্বদা যে ভাব সুপ্ত থাকে তা সহসা প্রকাশিত হল। তিনি প্রসন্ন হয়ে দ্রোণাচার্যকে বললেন—'আচার্যশ্রেষ্ঠ ! যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু হলে আমার বিজয় হবে না, কারণ আমরা যদি তাঁকে মেরে ফেলি, তাহলে বাকি পাণ্ডবরা আমাদের অবশ্যই বিনাশ করবে। দেবতারাও সকল পাণ্ডবদের ধ্বংস করতে পারবেন না ; তাই তাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে, সেই আমাদের শেষ করবে। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে যদি নিজের বশে পাই, তাহলে তাঁকে আবার পাশাতে হারাব এবং তখন আবার তিনি ভ্রাতাসহ বনে চলে যাবেন। তাই আমি কোনো অবস্থাতেই ধর্মরাজকে বধ করতে চাই না।'

দ্রোণাচার্য অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি দুর্যোধনের অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন, তাই তিনি বর দেওয়ার সময় একটি শর্ত যোগ করলেন—'বীর অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে, তাহলে যুধিষ্ঠির তোমার বশে এসে গেছে মনে করো। অর্জুনকে পরাস্ত করার সাহস ইন্দ্রসহ দেবতা ও অসুররাও করে না। তাই এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অর্জুন যে আমার শিষ্য এবং আমার থেকেই সে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু সে যুবক এবং পুণ্যশীল। আমার কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে সে ইন্দ্র এবং রুদ্রের কাছ থেকেও অস্ত্র লাভ করেছে আর তোমার ওপর তার ক্রোধও আছে। তাই তার উপস্থিতিতে আমি এই কাজ করতে সক্ষম হব না। সুতরাং যেমন করে হোক, তুমি তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে নিয়ে যাবে। অর্জুন চলে গেলেই ধর্মরাজ তোমার

হ্যাতে ! অর্জুন দূরে গেলে ধর্মরাজ যদি একমুহূর্তও আমার সামনে দাঁড়ায়, তাহলে আমি নিঃসন্দেহে তাকে বন্দী করব।'

রাজন্ ! দ্রোণাচার্য এইভাবে শর্তের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলেও আপনার মূর্খপুত্ররা যুধিষ্ঠির বন্দী হয়েছে বলেই মনে করলেন। দুর্যোধন জানতেন দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের ভালোবাসেন। তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা সত্য করার জন্য সমস্ত সেনার মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। সৈনিকরা যখন শুনল আচার্য দ্রোণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন তারা উল্লাসে সিংহনাদ করে উঠল। নিজেদের বিশ্বস্ত গুপ্তচর মারফৎ এই সংবাদ পেয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সব ভ্রাতা এবং অন্য রাজাদের ডাকলেন। তারপর অর্জুনকে বললেন—'পুরুষসিংহ ! আচার্য কী করতে চাইছেন, তা কি তুমি শুনেছ ? এখন এমনভাবে কাজ করো যাতে তাঁর এই সিদ্ধান্ত সফল না হয়। তিনি একটি শর্তসহ প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং সেই শর্ত তোমাকে নিয়েই। সুতরাং তুমি আমার পাশে থেকেই যুদ্ধ করো, যাতে দ্রোণের সাহায্যে দুর্যোধনের ইচ্ছা পূর্ণ না হয়।'

অর্জুন বললেন—'রাজন্ ! আমি যেমন আচার্যকে বধ করতে চাই না, তেমনই আমি আপনার কাছ থেকেও দূরে যেতে চাই না। তাতে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যেতে হয়, নক্ষত্রসহ আকাশ যদি ভেঙে পড়ে অথবা পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তবুও আমি জীবিত থাকতে স্বয়ং ইন্দ্রের সাহায্য পেলেও আচার্য আপনাকে বন্দী করতে পারবেন না। তাই যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ আপনি আচার্যকে ভয় পাবেন না। আমি জোর করে বলছি, আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যতদূর মনে পড়ে, আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, কোথাও পরাজিত হইনি এবং প্রতিজ্ঞা করে কখনো তা ভঙ্গ করিনি।'

মহারাজ ! তারপর পাণ্ডবশিবিরে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি শোনা গেল ; পাণ্ডবরা সিংহনাদ করতে লাগলেন এবং তাঁদের ধনুকের টংকার আকাশে গুঞ্জিত হল। তাই দেখে আপনার সৈন্যরাও বাদ্যধ্বনি করতে লাগল। তারপর ব্যূহবদ্ধ উভয় সেনাদল ক্রমশ এগিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হল। সৃঞ্জয়বীররা আচার্যের সৈন্য নষ্ট করার বহু চেষ্টা করলেও দ্রোণ তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকায় তা সম্ভব হল না। সেই মতো দুর্যোধনের মহারথী যোদ্ধাগণও অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত পাণ্ডব সৈন্যদের কাবু করতে পারলেন না। দ্রোণাচার্যের নিক্ষিপ্ত বাণ পাণ্ডব সেনাদের সন্তপ্ত করে সর্বদিকে ঘুরছিল। সেই সময় কেউই আচার্যের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। এইভাবে তীক্ষ্ণবাণে পাণ্ডব সেনাদের মূর্ছিতপ্রায় করে আচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাদের বধ করতে লাগলেন। তাঁর নিক্ষিপ্তবাণে বহু রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক বিনাশপ্রাপ্ত হল। আচার্য যুদ্ধক্ষেত্রে নানাদিকে বিচরণ করে সৈন্যদের ভীতি উৎপাদন করতে লাগলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের নদী বইতে লাগল, শত শত

বীর যমরাজের গৃহে গমন করছিল এবং কাপুরুষরা তা দেখে ভীত হচ্ছিল।

যুধিষ্ঠির ও মহারথীগণ এবার সর্বদিকে আচার্য দ্রোণের ওপর চারদিক দিয়ে আক্রমণ চালালেন। কিন্তু আপনার পরাক্রমশালী বীররা তাঁকে চারদিক দিয়ে ঘিরে দাঁড়াল। রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। শকুনি সহদেবকে আক্রমণ করে তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সহদেবের রথ, সারথি ও ধ্বজা বিদ্ধ করলেন। তখন সহদেব ক্রুদ্ধ হয়ে শকুনির রথের ধ্বজা এবং ধনুক কেটে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করে ষাট বাণে তাকে বিদ্ধ করলেন। শকুনি তখন গদা নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে সহদেবের সারথিকে মেরে রথ থেকে ফেলে দিলেন। রথহীন হয়ে দুজনেই হাতে গদা নিয়ে পরস্পর আক্রমণ করতে লাগলেন।

দ্রোণাচার্য রাজা দ্রুপদকে দশ বাণ মারলেন। তিনিও বহুবাণে তার জবাব দিলেন। আচার্য তাঁকে আরও বেশি শর

নিক্ষেপ করলেন। ভীমসেন বিবিংশতিকে কুড়িটি বাণ মারলেন, কিন্তু বিবিংশতি তাতে ভীত হলেন না, তাই দেখে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হল। তারপর তিনি একে একে ভীমসেনের ঘোড়া, তাঁর রথের ধ্বজা এবং ধনুক কেটে ফেললেন। সব সেনাই তখন তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। ভীমসেন তাঁর শত্রুর পরাক্রম সহ্য করতে পারলেন না। তাই তিনি তাঁর গদা দিয়ে বিবিংশতির সব ঘোড়া মেরে ফেললেন। অন্য দিকে শল্য হেসে তাঁর প্রিয় ভাগিনেয় নকুলকে বাণ বিদ্ধ করতে লাগলেন। প্রতাপশালী নকুল দেখতে দেখতে শল্যের ঘোড়া, ছত্র, ধ্বজা, সূত এবং ধনুক কেটে ফেলে তাঁর শঙ্খবাদ্য করলেন। ধৃষ্টকেতু কৃপাচার্যের নিক্ষিপ্ত বাণ কেটে ফেলে সত্তর বাণে তাঁকে বিদ্ধ করে তিন তীরে তাঁর ধ্বজা কেটে ফেললেন। কৃপাচার্য তখন ভয়ানক বাণবর্ষণ করে ধৃষ্টকেতুকে প্রতিহত করলেন এবং তাঁকে আহত করলেন। সাত্যকি তাঁর তীক্ষ্ণ তীরে কৃতবর্মার বুকে আঘাত করলেন এবং সত্তর বাণে তাঁকে আহত করলেন। কৃতবর্মা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁকে বাণ মারলেন, তাতে আহত হয়েও সাত্যকি পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে রইলেন।

রাজা দ্রুপদ ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। ভগদত্ত রাজা দ্রুপদকে তাঁর সারথিসহ বিদ্ধ করলেন এবং তাঁর রথ ও ধ্বজাতেও বাণ মারলেন। তখন দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হয়ে ভগদত্তের বুকে বাণ মারলেন। অন্যদিকে ভূরিশ্রবা এবং শিখণ্ডীও ভীষণ যুদ্ধ করছিলেন। মহাবলী ভূরিশ্রবা বাণবর্ষণ করে শিখণ্ডীকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিলেন। শিখণ্ডী তাইতে ক্রুদ্ধ হয়ে নব্বই বাণে ভূরিশ্রবাকে স্থানচ্যুত করলেন। ক্রূরকর্মা রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ দুজনেই বহু প্রকার মায়া জানতেন এবং অহংকারী হওয়ায় দুজনে একে অন্যকে পরাজিত করতে চেষ্টা করলেন। তাঁরা সকলকে আশ্চর্য করে অন্তরালে থেকে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ওদিকে চেকিতান এবং অনুবিন্দ, অন্যদিকে ক্ষত্রদেব ও লক্ষ্মণ একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন।

এমন সময় পৌরব গর্জন করতে করতে অভিমন্যুর দিকে দৌড়াল। দুজনে ভয়ানক যুদ্ধ বেধে গেল। পৌরব বহুবাণ মেরে অভিমন্যুকে ঢেকে দিল। অভিমন্যুও তাঁর ধ্বজা, ছত্র এবং ধনুক কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপর সাত বাণে পৌরবকে এবং পাঁচ বাণে সারথি ও ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করলেন। তারপর তিনি ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে নেমে পৌরবের রথে উঠে তাঁর চুল ধরলেন ; পদাঘাতে সারথিকে রথ থেকে ফেলে তলোয়ার দিয়ে ধ্বজা কেটে ফেললেন। জয়দ্রথ পৌরবের এই দুর্দশা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ঢাল-তলোয়ার নিয়ে নিজের রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। জয়দ্রথকে আসতে দেখে অভিমন্যু পৌরবকে ছেড়ে বাজপাখির মতো বেগে রথ থেকে নেমে তাঁর সামনে এলেন। জয়দ্রথ অভিমন্যুর ওপর নানা প্রকার অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন ; কিন্তু সে সব অভিমন্যু তাঁর ঢাল দিয়ে প্রতিহত করে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললেন। তাঁদের দুজনের ক্ষিপ্রতা দেখার মতো ছিল। তাঁদের অস্ত্র পরিচালনায় কোনো ফাঁক দেখা যাচ্ছিল না। দুজনেই নানা কৌশলে যুদ্ধ করছিলেন। এরমধ্যে অভিমন্যুর ঢালের আঘাতে জয়দ্রথের তলোয়ার ভেঙে গেল এবং জয়দ্রথ তক্ষুনি তাঁর রথে উঠে গেলেন। তখন অভিমন্যুও সেই অবকাশে রথে উঠে বসলেন।

অভিমন্যুকে রথে উঠতে দেখে কৌরব পক্ষের রাজারা তাঁকে ঘিরে ধরলেন। তখন তিনি জয়দ্রথকে ছেড়ে অন্য সব সেনার ওপর বাণ মারতে লাগলেন। তখন শল্য তাঁর ওপর অগ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। অভিমন্যু লম্ফ দিয়ে সেটিকে মধ্যপথে ধরে নিলেন এবং সেই শক্তিকে নিজ প্রচণ্ড বাহুবলে শল্যের দিকে নিক্ষেপ করলেন। সেই শক্তি শল্যের সারথিকে বধ করে তাকে রথ থেকে ফেলে দিল। তাই দেখে রাজা বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কেকয় রাজকুমার, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র প্রশংসা করতে লাগলেন এবং অভিমন্যুকে উৎসাহিত করতে জোরে জোরে সিংহনাদ করতে লাগলেন।

সারথিকে মৃত দেখে শল্য লোহার নিরেট গদা তুলে ক্রোধে গর্জন করে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তাঁকে দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় অভিমন্যুর দিকে ধেয়ে আসতে দেখে ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তাঁর ভারী গদা নিয়ে সামনে এলেন। ভীমসেনের সেই গদার আঘাত মদ্ররাজ শল্য ব্যতীত আর কারো সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না এবং মদ্ররাজের গদার বেগ সহন করা ভীমসেন ছাড়া আর কারো সাধ্য ছিল না। দুই বীর গদা ঘুরিয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরতে লাগলেন। দুজনেই সমানভাবে যুদ্ধ করছিলেন, কেউ কাউকে হারাতে পারছিলেন না। এরমধ্যে ভীমসেনের আঘাতে শল্যের ভারী গদা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। উভয়ের পরস্পর গদাঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ প্রকাশিত

হতে লাগল। দুজনের বহুক্ষণ গদাযুদ্ধ হলেও কেউ কাউকে হারাতে পারছিলেন না। শেষে দুজনেই ক্লান্ত ও আহত হয়ে রণক্ষেত্রে পড়ে গেলেন। শল্য ব্যাকুল হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। কৃতবর্মা তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে রথে তুলে নিয়ে গেলেন। মহাবাহু ভীমসেনও কিছুক্ষণের মধ্যে সুস্থ হয়ে পুনরায় গদা হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজমান হলেন।

মদ্ররাজকে যুদ্ধের ময়দান থেকে বাইরে যেতে দেখে আপনার পুত্র এবং তাঁর চতুরঙ্গিণী সেনা ভয়ে কেঁপে উঠল এবং বিজয়ী পাণ্ডবদের দ্বারা ঘায়েল হয়ে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। কৌরবদের হারিয়ে পাণ্ডবরা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বারংবার সিংহনাদ করতে লাগলেন এবং নানা বাদ্য ধ্বনি করতে লাগলেন। দ্রোণাচার্য যখন দেখলেন শত্রুর হাতে আহত হয়ে কৌরব সৈন্যদল ভীত হয়ে পড়েছে, তখন তিনি চীৎকার করে বললেন—'শূরবীরগণ ! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ো না।' তারপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডব সেনার মধ্যে প্রবেশ করে রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে দাঁড়ালেন। যুধিষ্ঠির তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণকে আঘাত হানলেন। আচার্য যুধিষ্ঠিরের ধনুক কেটে তাঁকেও তীব্র আক্রমণ করলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে চাইছিলেন ; তাই তাঁকে প্রতিহত করতে যেসব যোদ্ধা সামনে উপস্থিত হলেন তাঁদের সকলকেই আঘাত করে তিনি ক্ষুব্ধ করে তুললেন। তিনি বারো বাণে যুধিষ্ঠিরকে, তিনটি করে বাণে দ্রৌপদীর পুত্রদের, পাঁচ বাণে সাত্যকিকে এবং দশ বাণে মৎস্যরাজ বিরাটকে ঘায়েল করলেন। এর মধ্যে যুগন্ধর তাঁর গতি প্রতিহত করলেন। তখন আচার্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে আরও আঘাত করে এক ভল্লের আঘাতে যুগন্ধরকে রথ থেকে ফেলে দিলেন। তখন ধর্মরাজকে বাঁচাবার জন্য রাজা বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার, সাত্যকি, শিবি, ব্যাঘ্রদত্ত এবং সিংহসেন—এই সব বীররা বহুবাণ নিক্ষেপ করে আচার্যের পথরোধ করলেন। পাঞ্চালদেশীয় ব্যাঘ্রদত্ত পঞ্চাশ বাণ মেরে দ্রোণকে ঘায়েল করলেন। সিংহসেনও আচার্যকে বাণ বিদ্ধ করলেন এবং সব মহারথীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে হর্ষে অট্টহাস্য করে উঠলেন। দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে দুই বাণে এই দুই বীরের মস্তক কেটে ফেললেন এবং অন্য মহারথীদের বাণজালে আচ্ছাদিত করে মৃত্যুর ন্যায় যুধিষ্ঠিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আচার্যের পরাক্রম দেখে কৌরব সৈনিকরা বলাবলি করতে লাগল—'ইনি এখনই যুধিষ্ঠিরকে ধরে আমাদের মহারাজের হাতে সমর্পণ করবেন।'

আপনার সৈন্যরা যখন এইসব আলোচনা করছিল, তখন অর্জুন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রথের আওয়াজে চতুর্দিক কাঁপিয়ে সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের নদী বইয়ে দিলেন, চতুর্দিকে অস্থির পাহাড়, শব

পড়েছিল। অর্জুন তাঁর বাণের আঘাতে কৌরব বীরদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং বাণবর্ষণ করে শত্রুদের অচেতন করে তিনি সহসা দ্রোণাচার্যের সৈন্যের সামনে এলেন। ধনঞ্জয়ের বাণবর্ষণে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল—কিছুই দেখা যাচ্ছিল না ; সব বাণময় হয়ে গেল।

এরমধ্যে সূর্য অস্তাচলে গেলে, অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। শত্রু, মিত্র কাউকেই আর চেনা যাচ্ছিল না। তখন দ্রোণাচার্য এবং দুর্যোধন সেনাদের যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিলেন। অর্জুনও সৈন্যদের নিয়ে শিবিরের পথ ধরলেন। এইভাবে শত্রুদের বিষদাঁত ভেঙে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সমস্ত সেনার পিছনে পিছনে শিবিরে ফিরে এলেন। ঋষিরা যেমন সূর্যের স্তুতি করে থাকেন—পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয়বীররা তেমনভাবে অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগলেন।

—o—

# অর্জুনকে বধ করার জন্য সংশপ্তক বীরদের প্রতিজ্ঞা এবং তাঁদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! দুই পক্ষের সৈন্যরা নিজ নিজ শিবিরে গিয়ে পদ-মর্যাদা অনুসারে বিভক্ত হয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। সেনারা ফিরে গেলে আচার্য দ্রোণ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে সংকোচের সঙ্গে দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আমি আগেই বলেছি যে অর্জুনের উপস্থিতিতে দেবতারাও যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারবেন না। আজ যুদ্ধে তোমরা বহু চেষ্টা করলেও অর্জুন সেই ব্যাপার স্পষ্ট করে দিয়েছে। আমি যা বলি, তাতে মনে সন্দেহ রেখো না। কৃষ্ণ এবং অর্জুন অজেয় বীর। কোনোভাবে যদি অর্জুনকে তুমি দূরে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা সম্ভব হবে। কোনো বীর যদি অর্জুনকে আহ্বান করে অন্যত্র নিয়ে যায়, তাহলে অর্জুন তাকে পরাস্ত না করে সেখান থেকে ফিরবে না। তারমধ্যে অর্জুন না থাকায় আমি ধৃষ্টদ্যুম্নের উপস্থিতিতেই সব সৈন্য হটিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে ফেলব। অর্জুনের অনুপস্থিতিতে আমাকে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির যদি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে না যায়, তাহলে ধরে নাও সে বন্দী হয়ে গেছে।'

আচার্যের কথা শুনে ত্রিগর্তরাজ এবং তাঁর ভ্রাতারা বললেন—'রাজন্! অর্জুন আমাদের সবসময় হেয় করেছে, সেই কথা স্মরণ করে আমরা দিন রাত ক্রোধে জ্বলছি। রাত্রে শান্তিতে ঘুমাতেও পারি না। সৌভাগ্যবশত যদি সে আমাদের সামনে এসে পড়ে তাহলে আমরা তাকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে বধ করব। আমরা আপনার সামনে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ পৃথিবী হয় অর্জুনবিহীন হবে, নাহলে ত্রিগর্তবিহীন হবে—আমাদের এই কথার কোনো পরিবর্তন হবে না।' রাজন্! সত্যরথ, সত্যবর্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু এবং সত্যকর্মা —এই পাঁচভাই এরূপ প্রতিজ্ঞা করে দশ হাজার রথ ও রথীসহ রওনা হলেন। তেমনই ত্রিশ হাজার রথী সৈন্যসহ মালব, মাবেল্লক, ললিত্থ ও মদ্রকবীরদের নিয়ে ভ্রাতাগণসহ ত্রিগর্তের প্রস্থলেশ্বর সুশর্মাও রণক্ষেত্রে রওনা হলেন। তারপর বিভিন্ন দেশের দশ হাজার শীর্ষস্থানীয় রথী শপথ করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরা অগ্নি প্রজ্বলিত করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং অগ্নি সাক্ষী করেই দৃঢ়তা সহকারে প্রতিজ্ঞা করলেন। তাঁরা সকলকে শুনিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন—'আমরা যদি রণক্ষেত্রে অর্জুনকে বধ না করে তাঁর হাতে আহত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি, তাহলে ব্রতহীন, ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপ, গুরুপত্নী সংসর্গকারী, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণকারী, রাজঅন্ন হরণকারী, শরণাগতকে উপেক্ষা-কারী, যাচককে প্রহারকারী, গৃহে অগ্নি সংযোগকারী, গো-ঘাতক, অপকারী, ব্রাহ্মণদ্রোহী, শ্রাদ্ধের দিন মিথুনকারী, আত্মপ্রবঞ্চক, গচ্ছিতের অর্থ অপহরণকারী, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী, নপুংসকের সঙ্গে যুদ্ধকারী, নীচব্যক্তির অনুসরণকারী, নাস্তিক, মাতা-পিতা ও অগ্নি ত্যাগকারী এবং নানাপ্রকার পাপকর্মকারী মানুষরা যে লোক প্রাপ্ত হয়, সেই লোক যেন আমরাও প্রাপ্ত হই, আর যদি আমরা সংগ্রামে অর্জুন-বধ রূপ দুষ্কর কর্ম করতে পারি, তবে নিঃসন্দেহে ইষ্টলোক প্রাপ্ত হই।' রাজন্ ! এই বলে তাঁরা যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে আহ্বান করে দক্ষিণের দিকে যাত্রা করলেন।

সেই বীরদের আহ্বান শুনে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন —'মহারাজ ! আমার নিয়ম হল যে, আমাকে কেউ যুদ্ধে আহ্বান করলে আমি পশ্চাদপদ হই না। আমাকে সংশপ্তক যোদ্ধারা যুদ্ধে আহ্বান করছে এবং ভ্রাতাসহ সুশর্মাও যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছে। সুতরাং আপনি আমাকে সেনাসহ এদের বিনাশ করার অনুমতি দিন, আমি এদের আস্ফালন সহ্য করতে পারছি না। আপনি বিশ্বাস করুন, এদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

যুধিষ্ঠির বললেন—ভ্রাতা ! দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞা তো তুমি শুনেছই। এখন তুমি এমন উপায় করো যাতে তা পূর্ণ না হয়। দ্রোণাচার্য বলবান এবং শূরবীর। তিনি শস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম, যুদ্ধের কোনো পরিশ্রমই তাঁকে কাবু করে না। তিনি আমাকে বন্দী করার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

তখন অর্জুন বললেন—রাজন্ ! এই সত্যজিৎ আজ আপনাকে রক্ষা করবে। এই পাঞ্চালরাজকুমার থাকতে আচার্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। এই পুরুষসিংহ যুদ্ধে নিহত হলে অন্য বীররা পাশে থাকলেও আপনি কখনো রণক্ষেত্রে অবস্থান করবেন না।

মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন অর্জুনকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তাঁকে আলিঙ্গন করে, প্রীতিভরে তাঁর দিকে

তাকিয়ে তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্জুন ত্রিগর্তের দিকে চললেন। অর্জুন অন্য দিকে চলে যাওয়ায় দুর্যোধনের সেনাদের অত্যন্ত আনন্দ হল এবং তারা উৎসাহের সঙ্গে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার চেষ্টা করতে লাগল এবং বর্ষার জলস্ফীত নদীর ন্যায় সবেগে এগিয়ে গেল।

সংশপ্তকগণ একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাদের রথ চন্দ্রাকারে সাজিয়ে দাঁড়াল। অর্জুনকে সেইদিকে আসতে দেখে তারা উল্লসিত হয়ে কোলাহল করতে লাগল। সেই কোলাহল দিক-বিদিক ও আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের আনন্দ দেখে অর্জুন হেসে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'দেবকীনন্দন ! এই মরণাপন্ন ত্রিগর্তবন্ধুদের দেখুন, দুঃখের সময় আনন্দ করছে।' এই কথা বলে মহাবাহু অর্জুন ত্রিগর্তের ব্যূহবদ্ধ সেনাদের কাছে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেবদত্ত শঙ্খ বাজিয়ে তার গম্ভীর আওয়াজে সমস্ত দিক কাঁপিয়ে তুললেন। সেই শব্দে ভীত হয়ে সংশপ্তক সেনারা পাথরের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের চেতনা ফিরে এলে, তারা একসঙ্গে অর্জুনের দিকে বাণ নিক্ষেপ করতে

লাগল। কিন্তু অর্জুন অনায়াসেই বাণের দ্বারা সেগুলি মধ্যপথেই প্রতিহত করলেন। তারা পুনরায় একযোগে বাণ নিক্ষেপ করলে অর্জুন তাদের বাণের দ্বারা আহত করলেন। তারা আরও পাঁচটি করে বাণ মারলে অর্জুন দুই দুই বাণে তার জবাব দিলেন।

সুবাহু তখন ত্রিশ বাণে অর্জুনের মুকুটে আঘাত করলেন, অর্জুন এক বাণে তার শিরস্ত্রাণ কেটে, বাণের দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। তখন সুশর্মা, সুরথ, সুধর্মা, সুধন্বা এবং সুবাহু দশটি করে বাণে তাঁকে আঘাত করলেন। সেই বাণগুলিকে কেটে অর্জুন তাঁদের ধ্বজাগুলি খণ্ডিত করলেন। তারপর তিনি সুধন্বার ধনুক কেটে ফেলে তাঁর ঘোড়াগুলি বধ করলেন, তাঁর শিরস্ত্রাণ শোভিত মাথাটি কেটে দেহ থেকে পৃথক করে দিলেন। বীর সুধন্বা বধ হওয়ায় তাঁর অনুগামীরা ভীত হয়ে দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীর দিকে পালাতে লাগল। অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে ত্রিগর্তদের বিনাশ করছিলেন, তারা মৃগের ন্যায় ভয় পেয়ে যেখানে সেখানে অচেতন হয়ে পড়তে থাকল। ত্রিগর্তরাজ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মহারথীদের বললেন — 'শূরবীরগণ ! পালানো বন্ধ করো। ভয় পেয়ো না। সমস্ত সৈন্যের সামনে তোমরা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছ। এখন তোমরা দুর্যোধনের সেনার সামনে এই মুখ নিয়ে কী বলবে ? যুদ্ধে এমন কাজ করার পর, জগতে তোমাদের নিয়ে লোকে তামাসা করবে না ? সুতরাং ফিরে এসো, আমরা সকলে মিলে নিজেদের শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করি।' রাজার কথায় তারা হর্ষ প্রকাশ করে শঙ্খধ্বনি ও কোলাহল করতে লাগল। তারপর সংশপ্তক এবং নারায়ণসঞ্জক গোপ বধ হলেও তারা পশ্চাদাপসরণ না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলো।

সংশপ্তকদের ফিরতে দেখে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে বললেন—'হৃষীকেশ ! ঘোড়াগুলি আবার সংশপ্তকদের দিকে নিয়ে চলুন। মনে হচ্ছে, দেহে প্রাণ থাকতে এরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যাবে না। আজ আপনি আমার অস্ত্রবল, ধনুক এবং হস্তকৌশল দেখুন। ভগবান শংকর যেমন প্রাণীসংহার করেন, আমিও আজ সেইভাবে এদের ধরাশায়ী করব।'

নারায়ণীসেনার বীররা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে চারদিক থেকে বাণজালে ঘিরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অদৃশ্য করে ফেলল। তাতে অর্জুনের ক্রোধাগ্নি বেড়ে উঠল। তিনি গাণ্ডীব ধনুক রেখে শঙ্খধ্বনি করলেন এবং তারপরে বিশ্বকর্মাস্ত্র ছুঁড়লেন। তাতে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের পৃথক পৃথক সহস্ররূপ প্রকটিত হল। নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীর অনেক রূপ দেখে নারায়ণী সেনা অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে একে অপরকে 'এ অর্জুন', 'এই কৃষ্ণ' বলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে

লাগল। সেই দিব্য অস্ত্রের মায়াতে পড়ে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেই মারা গেল। তাদের নিক্ষিপ্ত সহস্র বাণকে ভস্ম করে অর্জুনের অস্ত্র তাদের সকলকে যমলোকে নিয়ে গেল।

অর্জুন এবার হেসে তাঁর বাণ দিয়ে ললিথ, মালব, মাবেল্লক এবং ত্রিগর্ত বীরদের আঘাত করতে আরম্ভ করলেন। কালের প্রেরণায় সেই ক্ষত্রিয় বীররাও অর্জুনকে নানা বাণ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। তাঁদের সকলের বাণবর্ষণে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও রথ একেবারে ঢেকে গেল। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে করে সেই বীরগণ হর্ষের সঙ্গে বলতে লাগলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জুন নিহত হয়েছে, তাঁরা ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ বাজিয়ে ভয়ানক সিংহনাদ করতে লাগলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ চেঁচিয়ে বললেন —'অর্জুন ! তুমি কোথায় ? আমি দেখতে পাচ্ছি না।' শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক বায়ব্যাস্ত্র ছুঁড়লেন। তাতে সমস্ত বাণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং বায়ুদেব সংশপ্তক বীরদের হাতি, ঘোড়া, রথসহ শুষ্ক পত্রের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। এইভাবে ব্যাকুল করে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে হাজার হাজার সংশপ্তকদের বধ করলেন। প্রলয়কালে যেমন ভগবান রুদ্রের সংহারলীলা সংঘটিত
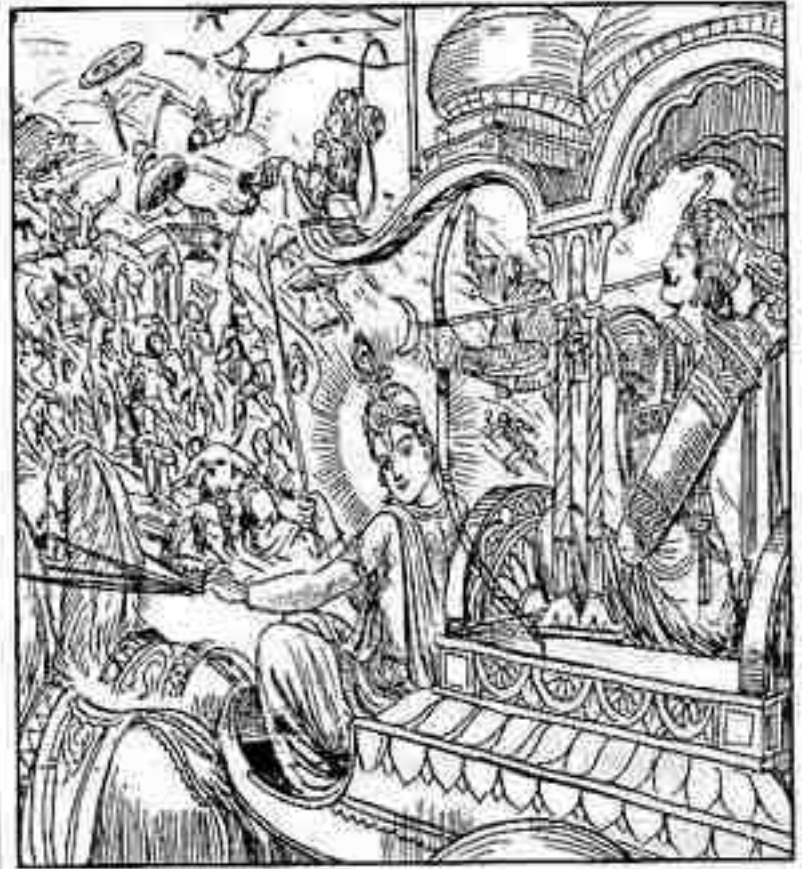
হয়, সেইরূপ অর্জুনও সেইসময় রণক্ষেত্রে অত্যন্ত বীভৎস এবং ভয়ানক কাণ্ড করছিলেন। অর্জুনের আঘাতে ব্যাকুল হয়ে ত্রিগর্তের হাতি, ঘোড়া, রথ তাঁদের দিকেই দৌড়ে যাচ্ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে যমের অতিথি হচ্ছিল। এইভাবে সমস্ত রণক্ষেত্র মৃত হাতি, ঘোড়া এবং মহারথীদের দেহে ভরে উঠল।

—o—

## দ্রোণাচার্য কর্তৃক পাণ্ডবদের পরাজয় এবং বৃক, সত্যজিৎ, শতানীক বসুদান এবং ক্ষত্রদেব প্রমুখ বীর বধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সংশপ্তকদের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ করতে চলে গেলে আচার্য দ্রোণ সৈন্য ব্যূহ রচনা করে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চললেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির আচার্যের সৈন্যদের গরুড়ব্যূহ দেখে তার মোকাবিলার জন্য মণ্ডলার্ধব্যূহ তৈরি করলেন। কৌরবদের গরুড়ব্যূহের মুখ্যস্থানে মহারথী দ্রোণ ছিলেন। মস্তক স্থানে ভ্রাতাগণসহ রাজা দুর্যোধন দাঁড়ালেন, চক্ষুস্থানে ছিলেন কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য। গ্রীবাস্থানে ভূতশর্মা, ক্ষেমশর্মা, করকাক্ষ এবং কলিঙ্গ, সিংহল, পূর্বদেশ, শূর, আভীর, দশেরক, শক, যবন, কাম্বোজ, হংসপথ, শূরসেন, দরদ, মদ্র এবং কেকয় প্রভৃতি দেশের বীর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাতি, ঘোড়া, রথ এবং পদাতিক সৈন্যরূপে দণ্ডায়মান ছিল। দক্ষিণদিকে অক্ষৌহিণী সেনাসহ ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদত্ত ও বাহ্লীক ছিলেন। বামদিকে অবন্তীনরেশ বিন্দ-অনুবিন্দ এবং কম্বোজনরেশ সুদক্ষিণ ছিলেন। তাঁদের পেছনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দাঁড়িয়ে ছিলেন। পৃষ্ঠভাগে কলিঙ্গ, অম্বষ্ঠ, মগধ, পৌণ্ড্র, মদ্র, গান্ধার, শকুন, পূর্বদেশ, পার্বত্য প্রদেশ, বসাতি প্রভৃতি দেশের বীররা ছিলেন। পুচ্ছস্থলে আপনার পুত্র এবং জাতি কুটুম্ব লোকেদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সৈন্য নিয়ে কর্ণ উপস্থিত ছিলেন, মধ্যে হৃদয়স্থলে জয়দ্রথ, সম্পাতি, ঋষভ, জয়, ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ এবং নিষাধরাজ বিশাল সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এইরূপ পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথীসৈন্য আচার্য দ্রোণের নির্মিত গরুড়ব্যূহ ঋদ্ধে

উত্তাল সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছিল। ব্যূহের মধ্যভাগে হাতিতে উপবিষ্ট মহারাজ ভগদত্ত বালসূর্যের ন্যায় প্রতিভাত ছিলেন।

এই অজেয় এবং অতিমানুষিক ব্যূহ দেখে রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—'বীর ! তুমি এমন ব্যবস্থা করো, যাতে আমি দ্রোণাচার্যের হাতে বন্দী না হই।'

ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—মহারাজ ! দ্রোণাচার্য যতই চেষ্টা করুন, তিনি আপনাকে বন্দী করতে পারবেন না। আমি আজ তাঁকে প্রতিরোধ করব। আমি জীবিত থাকতে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। দ্রোণাচার্য যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করতে পারবেন না।

মহাবলী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা বলে বাণবর্ষা করে নিজেই দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। এই অশুভলক্ষণ[১] দেখে দ্রোণাচার্য একটু বিষণ্ণ হলেন। আপনার পুত্র দুর্মুখ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের গতিরোধ করলেন। দুই বীরে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। এঁরা যখন যুদ্ধ করছিলেন, তখন দ্রোণাচার্য তাঁর বাণে যুধিষ্ঠিরের সেনাদের ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিলেন। তাতে পাণ্ডবদের ব্যূহ কোনো কোনো স্থানে ভেঙে গেল এবং বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ হতে লাগল, কে আপন, কে পর বোঝা যাচ্ছিল না। এইরূপ ভয়ানক যুদ্ধ যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল, ঠিক তখনই দ্রোণাচার্য সব বীরদের ছেড়ে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির আচার্যকে তাঁর সামনে আসতে দেখে নির্ভয়ে তাঁর সম্মুখীন হয়ে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময় মহাবলী সত্যজিৎ তাঁকে রক্ষা করার জন্য আচার্যের দিকে এগোলেন। তিনি তাঁর অস্ত্রকৌশল দেখিয়ে এক তীক্ষ্ণ বাণে আচার্যকে আঘাত করলেন। পাঁচ বাণে তাঁর সারথিকে অচেতন করে দিলেন, দশ বাণে ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করে দশ দশ বাণে পার্শ্বচরদের বিদ্ধ করলেন। শেষে সত্যজিৎ আচার্যের ধ্বজাও কেটে ফেললেন। তখন আচার্য দ্রোণ দশটি মর্মভেদী বাণে তাঁকে ঘায়েল করে তাঁর ধনুক বাণ কেটে ফেললেন। সত্যজিৎ তৎক্ষণাৎ অন্য একটি বাণ নিয়ে আচার্যের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দ্রোণকে সত্যজিতের কব্জায় পড়তে দেখে পাঞ্চালদেশের বৃকও তাঁকে বহুবাণে আঘাত করলেন। পাণ্ডবরা তাই দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। বৃক এইসময় দ্রোণের বুকে ষাটটি বাণ মারলেন। আচার্য তখন সত্যজিৎ ও বৃকের ধনুক কেটে মাত্র ছয় বাণে বৃক, তার সারথি এবং ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। সত্যজিৎ আর একটি ধনুক নিয়ে দ্রোণাচার্যকে তাঁর সারথি এবং ঘোড়াগুলিসহ আহত করলেন আর তাঁর ধ্বজাও কেটে ফেললেন। সত্যজিতের আঘাতে আহত দ্রোণাচার্য সেটি সহ্য করতে না পেরে তাঁকে বধ করা জন্য বাণের বর্ষা শুরু করে দিলেন। তিনি তাঁর ঘোড়া, ধ্বজা, ধনুক, সারথি এবং পার্শ্বরক্ষকদের ওপর শত শত বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু সত্যজিৎ, বারংবার ধনুক দ্বিখণ্ডিত হলেও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যজিতের এই বীরত্ব দেখে আচার্য এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণে তাঁর মস্তক কেটে ফেললেন। পাঞ্চাল মহারথী নিধন হলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের ভয়ে অত্যন্ত বেগে ঘোড়া চালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গেলেন।

আচার্যের সামনে এবার মৎস্যরাজ বিরাটের ছোটোভাই শতানীক এলেন। তিনি ছয় তীক্ষ্ণ বাণে সারথি ও ঘোড়াসহ দ্রোণকে বিদ্ধ করে জোরে গর্জন করে উঠলেন। পরে তিনি দ্রোণের ওপর আরও বাণ নিক্ষেপ করলেন। শতানীকের উৎসাহ দেখে আচার্য ক্ষিপ্রতা সহকারে এক ক্ষুরধার বাণ নিক্ষেপ করে তার কুণ্ডলশোভিত মস্তক কেটে ফেললেন। তা দেখে মৎস্য দেশের সব বীররা পালিয়ে গেল। মৎস্য বীরদের এইভাবে পরাজিত করে দ্রোণাচার্য চেদি, করূষ, কেকয়, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডব-বীরদেরও বার বার পরাজিত করলেন। অগ্নি যেমন বিশাল জঙ্গল জ্বালিয়ে দেয়, তেমনই ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্যও সেনাদের বিধ্বংস করছেন দেখে সৃঞ্জয় বীররা ভয়ে কেঁপে উঠল।

যুধিষ্ঠির যখন দেখলেন আচার্য আমাদের সৈন্য ধ্বংস করছেন তখন তিনি চারদিক থেকে তাঁর ওপর পুনরায় আক্রমণ চালালেন। তারপর শিখণ্ডী, ক্ষত্রবর্মা, বসুদান, উত্তমৌজা, ক্ষত্রদেব, সাত্যকি, যুধামন্যু, যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেকিতান অসংখ্য বাণ মেরে তাঁকে আহত করতে লাগলেন। দ্রোণ তখন সর্বপ্রথম দৃঢ়সেনকে ধরাশায়ী করলেন। তারপর রাজা ক্ষেমকে ঘায়েল করলেন, তিনি নিহত হয়ে রথ থেকে পড়ে গেলেন। তারপর তিনি শিখণ্ডী ও উত্তমৌজাকে ঘায়েল করে এক ভল্ল বাণে বসুদানকে যমরাজের ঘরে পাঠালেন। ক্ষত্রবর্মা এবং সুদক্ষিণকে বাণের দ্বারা আহত করে ভল্লের সাহায্যে ক্ষত্রদেবকে রথের

[১] ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতেই দ্রোণ বধ হওয়ার ছিল, তাই শুরুতেই তাকে সামনে আসাকে দ্রোণাচার্য অশুভ লক্ষণ বলে মনে করলেন।

নীচে ফেলে দিলেন। বাণের আঘাতে যুধামন্যুকে ও সাত্যকিকে আহত করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সামনে চলে এলেন। তাই দেখে যুধিষ্ঠির তাঁর ঘোড়াগুলিকে নিয়ে সবেগে রণক্ষেত্র থেকে চলে গেলেন, তখন আচার্যের সামনে এক পাঞ্চাল রাজকুমার এসে দাঁড়ালেন। আচার্য তৎক্ষণাৎ তাঁর ধনুক কেটে দিলেন। পরে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলির সঙ্গে তাঁকেও বধ করলেন। সেই রাজকুমারের মৃত্যু হলে চারদিক থেকে 'দ্রোণকে বধ করো', 'দ্রোণকে বধ করো', কোলাহল শোনা যেতে লাগল। কিন্তু দ্রোণাচার্য সেইসব ক্রোধোন্মত্ত পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয়, সৃঞ্জয়, পাণ্ডব বীরদের অত্যন্ত ভয় পাইয়ে দিলেন। তিনি কৌরব সেনাদ্বারা সুরক্ষিত হয়ে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বৃদ্ধক্ষেম এবং চিত্রসেনের পুত্র, সেনাবিন্দু এবং সুবর্চা—এই সমস্ত বীর এবং অন্যান্য রাজাদের পরাস্ত করলেন এবং আপনার পক্ষের অন্য যোদ্ধারাও সেই মহাসমরে পাণ্ডবদের বধ করতে লাগলেন।

—o—

## দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করার জন্য কৌরব এবং পাণ্ডব বীরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! কিছুক্ষণ পরেই পাণ্ডবদের সৈন্যদল ফিরে এসে দ্রোণকে ঘিরে ধরল, তাদের পদধূলিতে সমস্ত দিগন্ত আচ্ছাদিত হয়ে গেল। এই অন্ধকারে আমরা মনে মনে ভয় পেয়ে ভাবলাম আচার্য নিহত হয়েছেন। দুর্যোধন তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন 'যেমন করে পারো, পাণ্ডব সৈন্যদের প্রতিরোধ করো।' তখন আপনার পুত্র দুর্মর্ষণ ভীমসেনকে দেখে তাঁর প্রাণ নেওয়ার জন্য বাণবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁর বাণে ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করে দিলেন, ভীমসেন তাঁকে বাণের দ্বারা ঘায়েল করলেন। দুজনে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। প্রভুর নির্দেশপেয়ে কৌরবপক্ষের সমস্ত শূরবীর যোদ্ধা নিজ প্রাণ ও রাজ্যের মায়া ত্যাগ করে শত্রুর সামনে হাজির হলেন। শূরবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্যকে বন্দী করার জন্য আসছিলেন, কৃতবর্মা তাঁকে আটকালেন। ক্ষত্রবর্মাও এগিয়ে আসছিলেন ; জয়দ্রথ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে প্রতিহত করলেন। ক্ষত্রবর্মা ক্রুদ্ধ হয়ে জয়দ্রথের ধনুক ও ধ্বজা কেটে দিয়ে নারাচের দ্বারা তাঁর মর্মস্থানে আঘাত করলেন। জয়দ্রথ তখন অন্য বাণ দিয়ে ক্ষত্রবর্মার ওপর বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন।

মহারথী যুযুৎসুও দ্রোণাচার্যের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছিলেন, সুবাহু তাঁর গতিরোধ করেন। যুযুৎসু দুটি ক্ষুরের ন্যায় তীরে তাঁর দুটি হাত কেটে ফেলেন। মদ্ররাজ শল্য ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের পথরোধ করেন। ধর্মরাজ তাঁর ওপর বহু সংখ্যক মর্মভেদী বাণ ছোঁড়েন, কিন্তু মদ্রনরেশ তাঁকে চৌষট্টি বাণে আঘাত করে সিংহনাদ করে উঠলেন। যুধিষ্ঠির তখন দুটি বাণে তাঁর ধনুক ও ধ্বজা কেটে ফেললেন। রাজা দ্রুপদ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে দ্রোণের দিকে আসছিলেন। রাজা বাহ্লীক ও তাঁর সেনারা বাণবর্ষণ করে তাঁদের গতিরোধ করেন। দুই বৃদ্ধ রাজা এবং তাঁর সেনাদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। অবন্তীরাজ বিন্দ এবং অনুবিন্দ তাঁদের সেনা নিয়ে মৎস্যরাজ বিরাট এবং তাঁর সেনাদের আক্রমণ করলেন। দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাঁদের যুদ্ধ বড় ভয়ানক ছিল। মৎস্য বীরদের সঙ্গে কেকয় বীরদের ভীষণ যুদ্ধ হল, যাতে অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথী—সকলেই নির্ভয়ে যুদ্ধ করছিল।

এক দিকে নকুলের পুত্র শতানীক বাণবর্ষণ করতে করতে আচার্যের দিকে এগোচ্ছিলেন, ভূতকর্মা তাঁর গতিরোধ করেন। শতানীক তখন ক্ষুরধার তিন বাণের সাহায্যে ভূতকর্মার মস্তক ও বাহু কেটে ফেলেন। ভীমসেনের পুত্র সুতসোম বাণবর্ষণ করে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, বিবিংশতি তাঁর গতিরোধ করেন। কিন্তু সুতসোম সোজা লক্ষ্যভেদকারী বাণের সাহায্যে খুল্লতাতকে বিদ্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। সেই সময় ভীমরথ ছটি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে শাল্বকে তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিসহ যমলোকে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রুতকর্মাও রথে চড়ে দ্রোণের দিকেই আসছিলেন, চিত্রসেনের পুত্র তাঁর রাস্তা আটকালেন। আপনার দুই পৌত্র একে অপরকে বধ করার ইচ্ছায় ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামা দেখলেন রাজা যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য দ্রোণের কাছে পৌঁছে গেছেন, তিনি তাঁদের

মাঝখানে এসে তাঁকে আটকালেন। তাঁকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবিন্ধ্য তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে আঘাত করলেন। দ্রৌপদীর সব পুত্ররাই তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে জর্জরিত করে তুললেন। অর্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্তিকে দ্রোণের দিকে যাওয়ার পথে দুঃশাসনের পুত্র পথ রোধ করলেন। তিনি পিতৃসম বীর ছিলেন ; তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে প্রতিপক্ষের ধনুক, ধ্বজা এবং সারথিকে বিদ্ধ করে দ্রোণাচার্যের সামনে গিয়ে পৌঁছলেন।

রাজন্ ! পটচ্চর রাক্ষস বধকারী সেই বীরকে দুই সেনাবাহিনীতেই বহু মান্য করা হত। তাকে লক্ষ্মণ আটকালেন। তিনি লক্ষ্মণের ধনুক ও ধ্বজা কেটে তাঁর ওপর বহু বাণবর্ষণ করেন। দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডীর গতিরোধ করেন মহামতি বিকর্ণ। শিখণ্ডী বাণের জাল বিস্তার করে তাঁকে প্রতিহত করেন। কিন্তু আপনার বীরপুত্র তখনই তা ছিন্নভিন্ন করেন। উত্তমৌজা আচার্যের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন, অঙ্গদ তাঁর গতিরোধ করেন। দুই পুরুষ সিংহের ভয়ানক যুদ্ধ দেখে সকল সেনা বাহবা দিতে থাকে। মহা ধনুর্ধর দুর্মুখ পুরুজিৎকে আচার্যের দিকে যাওয়ার পথ আটকান, পুরুজিৎ তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখানে বাণ মারেন। কর্ণ পাঁচজন কেকয় ভাইয়ের গতিরোধ করেন। তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কর্ণও কয়েকবার তাঁদের বাণজালে আচ্ছাদিত করে দিলেন। এইভাবে তাঁদের মধ্যে বাণবর্ষণ চলতে থাকায় ঘোড়া, সারথি, ধ্বজা ও রথসহ সব কিছু চক্ষুর অন্তরালে চলে গেল। আপনার তিন পুত্র দুর্জয়, বিজয় ও জয়নীল, কাশ্য ও জয়ৎসেনের গতিরোধ করলেন। এইভাবে ক্ষেমধূর্তি এবং বৃহৎ—এই দুই ভাই দ্রোণের দিকে এগিয়ে আসা সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত করলেন। এই দুজনের সঙ্গে সাত্যকির ভীষণ যুদ্ধ হল। রাজা অম্বষ্ঠ একাই আচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। চেদিরাজ তাঁকে বাণের দ্বারা প্রতিহত করলেন। অম্বষ্ঠ তখন এক অস্থিভেদিনী শলাকার দ্বারা চেদিরাজকে আঘাত করলেন। বৃষ্ণিবংশের বৃদ্ধক্ষেমের পুত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আচার্য কৃপ বাণের দ্বারা তাঁর গতি রোধ করলেন। এঁরা দুজনেই নানাপ্রকার যুদ্ধ কৌশল জানতেন। সেসময় যাঁরা এঁদের যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরা তাতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা দ্রোণের দিকে আসা রাজা মণিমানের সঙ্গে মোকাবিলা করলেন। মণিমান অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা সহকারে ভূরিশ্রবার ধনুক, ধ্বজা, সারথি এবং ছত্র কেটে ফেললেন। তখন ভূরিশ্রবা রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দ্রুততার সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে ঘোড়া, সারথি, ধ্বজা এবং রথের সঙ্গে তাঁর গলা কেটে ফেললেন। তারপর তিনি রথে উঠে অন্য ধনুক নিয়ে নিজেই ঘোড়া চালিয়ে পাণ্ডব সৈন্য বধ করতে লাগলেন। এরূপ দুর্জয় বীর আসতে দেখে পাণ্ডবদের মহাবলী বৃষসেন বাণবর্ষণ করে তাঁদের গতিরোধ করলেন।

তখন দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করার জন্য ঘটোৎকচ গদা, তলোয়ার, লাঠি, লৌহদণ্ড, পাথর, ভুশুণ্ডী, বাণ, মুশল, মুদগর, চক্র, ফরসা, ধুলা, বায়ু, অগ্নি, জল, ভস্ম, তৃণ এবং বৃক্ষাদির সাহায্যে সেনাদের ঘায়েল করে এই দিকে এগিয়ে এলেন। রাক্ষসরাজ অলম্বুষ তাঁর ওপর নানাপ্রকার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেন। দুই রাক্ষস বীরের মধ্যে ভয়ানক সংগ্রাম হতে লাগল।

এইভাবে আপনার ও পাণ্ডবদের সেনার রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক শত শত সৈনিক নিহত হল। এইসময় দ্রোণকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে যুদ্ধ হল, তা কেউ কখনো দেখেনি বা শোনেনি। রাজন্ ! বহু রণাঙ্গনে যুদ্ধ হচ্ছিল, কোথাও ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল, কোথাও বিচিত্র রকম যুদ্ধ হচ্ছিল।

---

## ভগদত্তের বীরত্ব, অর্জুন দ্বারা সংশপ্তকদের বিনাশ ও ভগদত্ত বধ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! পাণ্ডবরা যখন যুদ্ধের জন্য ফিরে এলেন তখন আমার পুত্রদের সঙ্গে তাদের কেমন যুদ্ধ হল ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সকলে যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল, তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন গজারোহী সেনাদল নিয়ে ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধকুশল ভীম অল্পক্ষণেই সেই গজসেনার ব্যূহ ভেঙে দিলেন। তাঁর বাণে হাতিদের সমস্ত শক্তি গুঁড়িয়ে গেল, তারা মুখ ফিরিয়ে পালাতে

লাগল। সমস্ত সৈন্যদের ভীমসেন এইভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। তাই দেখে দুর্যোধনের ক্রোধ বেড়ে গেল, তিনি ভীমসেনের সামনে এসে তীক্ষ্ণবাণে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই ভীম বাণবর্ষণ করে তাঁকে ঘায়েল করলেন এবং অন্য দুটি বাণে দুর্যোধনের ধ্বজার বিচিত্র মণিময় হাতি এবং ধনুক কেটে দিলেন। দুর্যোধনকে বিপদে পড়তে দেখে অঙ্গদেশের রাজা হাতিতে চড়ে ভীমসেনের সামনে এলেন। তাঁর হাতিকে আসতে দেখে ভীমসেন বাণবর্ষণ করে তার মাথায় আঘাত হানলেন। সেই আঘাতে হাতি মাটিতে পড়ে গেল, হাতি পড়ে যেতে অঙ্গরাজও মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভীমসেন এক বাণে তাঁর মাথা উড়িয়ে দিলেন। তাই দেখে তাঁর সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

তারপর এক বিশালকায় ঐরাবতের বংশোদ্ভব গজরাজে চড়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নরেশ ভগদত্ত ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। তাঁর হাতি ক্রুদ্ধ হয়ে সামনের দুই পা ও শুঁড় দিয়ে ভীমসেনের ঘোড়াগুলি এবং রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। ভীমসেন অঞ্জলিকাবেধ[১] জানতেন। তাই তিনি পালিয়ে না গিয়ে, দৌড়ে হাতির কাছে গিয়ে তার পেটের নীচে ঢুকে পেট চাপড়াতে লাগলেন। সেই গজরাজটির দশ হাজার হাতির সমান শক্তি ছিল এবং সেই ভীমসেনকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিল, তাই সে অত্যন্ত বেগে কুমোরের চাকের মতো ঘুরতে লাগল। তখন ভীমসেন তার পেটের নীচে থেকে বেরিয়ে সামনে এলেন। হাতি তাঁকে শুঁড় দিয়ে ফেলে হাঁটু দিয়ে পিষতে শুরু করল। ভীমসেন তখন তার শুঁড়ের নীচে থেকে বার হয়ে শরীরের নীচে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে বেরিয়ে সবেগে সেখান থেকে দূরে চলে গেলেন। তাই দেখে সৈন্যদের মধ্যে কোলাহল শুরু হয়ে গেল, পাণ্ডবদের সৈন্যরা সেই হাতিকে অত্যন্ত ভয় পেয়ে যেখানে ভীমসেন দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেইখানে চলে গেল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির পাঞ্চালবীরদের সঙ্গে নিয়ে রাজা ভগদত্তকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে তাঁর ওপর হাজার হাজার বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভগদত্ত পাঞ্চালবীরদের সেই আঘাত তাঁর অঙ্কুশের সাহায্যে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁর হাতির দ্বারাই পাঞ্চাল ও পাণ্ডব বীরদের আহত করতে লাগলেন। ভগদত্তের অদ্ভুত পরাক্রম দেখা গেল। তখন দশার্ণ দেশের রাজা হাতির পিঠে ভগদত্তের সামনে এলেন। দুই হাতির মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। ভগদত্তের হাতি একটু পিছন হটে এমন জোরে ধাক্কা মারল যে দশার্ণরাজের হাতির হাড় ভেঙে গেল এবং সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন ভগদত্ত ক্ষুরধার অস্ত্রের সাহায্যে দশার্ণরাজকে বধ করলেন।

যুধিষ্ঠির বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভগদত্তকে ঘিরে

[১]হাতির পেটের এক বিশেষ স্থানে হাত দিয়ে আস্তে থাপ্পড় মারাকে বলা হয় 'অঞ্জলিবেধ'। হাতি এটি খুব পছন্দ করে এবং মাহুত তাকে ডাকলেও সে আর এগোয় না। এই কাজের দ্বারা ভীমসেন তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে যাওয়া ভগদত্তের হাতিকে নিজের বশ করে নিলেন।

ধরলেন। কিন্তু প্রাগজ্যোতিষনরেশ হাতিকে সাত্যকির রথের ওপর চালিয়ে দিলেন। হাতি তাঁর রথটি তুলে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলল। সাত্যকি রথ থেকে নেমে পালিয়ে গেলেন। তখন কৃতীর পুত্র রুচিপর্বা ভগদত্তের সামনে এলেন। তিনি রথের ওপর থেকে কালের ন্যায় বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভগদত্ত এক বাণেই তাঁকে যমলোকে পাঠালেন। বীর রুচিপর্বার মৃত্যুর পর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্ররা, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু এবং যুযুৎসু প্রমুখ যোদ্ধা ভগদত্তের হাতিকে উত্যক্ত করতে লাগলেন এবং তাকে শেষ করার জন্য তাঁরা হাতির ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু যখন মাহুত অঙ্কুশ এবং আঙুলের সাহায্যে তাকে উৎসাহিত করল, তখন সে শুঁড় উঁচিয়ে এবং চক্ষু ও কান স্থির রেখে শত্রুদের দিকে ছুটে চলল। সে যুযুৎসুর ঘোড়াগুলিকে পদদলিত করে সারথিকে মেরে ফেলল। যুযুৎসু তৎক্ষণাৎ রথ থেকে নেমে পালিয়ে গেলেন।

তখন অভিমন্যু, যুযুৎসু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং ধৃষ্টকেতু বাণের আঘাতে তাঁকে ঘায়েল করলেন। শত্রুদের বাণে সে খুব আহত হল। মাহুত তাকে আবার এগিয়ে নিয়ে গেল। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সে শত্রুদের শুঁড়ে তুলে ডাইনে বামে ফেলতে লাগল। তাতে সব বীরই ভয় পেয়ে গেল। গজারোহী, অশ্বারোহী, রথী সব রাজারাই ভয়ে পালাতে লাগলেন। তাদের কোলাহলের গর্জন শোনা যেতে লাগল। ভীষণ বায়ুর বেগে আকাশ ও সৈনিক সমস্ত ধুলায় ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল।

ভগদত্ত এইরূপ যখন তাঁর পরাক্রম দেখাচ্ছিলেন তখন অর্জুন আকাশে ধুলার ঝড় এবং হাতির বৃংহতি রব শুনে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'মধুসূদন ! মনে হচ্ছে প্রাগজ্যোতিষ নরেশ ভগদত্ত আজ হাতিতে চড়ে আক্রমণ করেছেন। এই বৃংহতি রব নিশ্চয়ই তাঁর হাতির ! আমার মনে হয় তিনি যুদ্ধে ইন্দ্রের থেকে কম পরাক্রমশালী নন। এঁকে গজারোহীদের মধ্যে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। আজ উনি একাই পাণ্ডবদের সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করে দেবেন। আমরা দুজন ব্যতীত আর কেউই এঁর গতিরোধ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং শীঘ্র ওদিকে চলুন।'

অর্জুনের কথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের রথ সেই দিকে নিয়ে চললেন যেদিকে ভগদত্ত পাণ্ডবসেনা সংহার করছিলেন। তাঁদের যেতে দেখে চৌদ্দ হাজার সংশপ্তক, দশ হাজার ত্রিগর্ত এবং চার হাজার নারায়ণী সৈন্য বীর পেছন থেকে তাঁকে ডাকতে লাগল। অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, তিনি ভাবতে লাগলেন 'আমি সংশপ্তকদের দিকে ফিরব না রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে যাব ? এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি বিশেষ হিতকর হবে ?' শেষে তিনি সংশপ্তকদের আগে বধ করারই সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একাই হাজার হাজার বীরদের বিনাশ করার উদ্দেশ্যে সংশপ্তকদের দিকে ফিরে এলেন।

সংশপ্তক মহারথীরা এক সঙ্গে হাজার হাজার বাণ অর্জুনের দিকে ছুঁড়লেন। তাতে সব কিছু ঢেকে যাওয়ায় অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁদের ঘোড়া, রথ সব অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন অর্জুন মুহূর্তের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা সব নষ্ট করে দিলেন। তারপর তাঁর বাণের আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু ধ্বজা, ঘোড়া, সারথি, হাতি, মাহুত টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রইল। অস্ত্র ধরা বহু হাত এদিক ওদিক কেটে পড়ছিল। অর্জুনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন—'পার্থ ! আজ তুমি যে পরাক্রম দেখিয়েছ, আমার বিচারে তা ইন্দ্র, যম এবং কুবেরের দ্বারা হওয়াও কঠিন। আমি নিজে শত শত, হাজার হাজার সংশপ্তক বীরদের একসঙ্গে পতন প্রত্যক্ষ করেছি।'

ওখানে যেসব সংশপ্তক বীর ছিল, তাদের অধিকাংশকে বধ করে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'এবার ভগদত্তের দিকে চলুন।' শ্রীমাধব তখন সবেগে ঘোড়াগুলি দ্রোণাচার্যের সেনার দিকে চালালেন। তা দেখে সুশর্মা তাঁর ভাইদের নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন। তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—'অচ্যুত ! দেখুন, এদিকে সুশর্মা তার ভাইদের নিয়ে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে আর অন্যদিকে উত্তর কোণে আমাদের সৈন্য সংহার হচ্ছে। আপনি বলুন, এরমধ্যে কোনটি করা আমার পক্ষে বিশেষ জরুরি ?' তাঁর কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার দিকে রথ ঘোরালেন। অর্জুন তৎক্ষণাৎ সাত বাণে সুশর্মাকে বিদ্ধ করে তার ধনুক এবং ধ্বজা কেটে ফেললেন। তারপর ছয় বাণে তার ভাইকে সারথি ও ঘোড়াসহ যমলোকে পাঠালেন। সুশর্মা তখন অর্জুনের দিকে এক শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের দিকে তোমর নিক্ষেপ করেন। অর্জুন তিনটি বাণে শক্তি ও তোমর দুটিই কেটে ফেলে বাণের আঘাতে সুশর্মাকে অচেতন করে দ্রোণের দিকে ফিরে চললেন।

তিনি বাণবর্ষণ করে কৌরব সেনাদের আচ্ছাদিত করে ভগদত্তের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভগদত্ত মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ হাতির উপরে ছিলেন। তিনি অর্জুনের ওপর বাণ-বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন মধ্যপথে সব বাণ কেটে ফেললেন। ভগদত্ত তখন অর্জুনের বাণ প্রতিহত করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

অর্জুন তাঁর ধনুক কেটে ফেললেন এবং অঙ্গরক্ষকদের মেরে ফেলে দিয়ে ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভগদত্ত অর্জুনের ওপর অস্ত্রপ্রয়োগ করলে অর্জুন অস্ত্রগুলি টুকরো করে দিলেন। তারপর অর্জুন ভগদত্তের হাতির বর্ম কেটে ফেললেন। ভগদত্ত তখন শ্রীকৃষ্ণের ওপর এক লৌহ শক্তি নিক্ষেপ করেন, অর্জুন সেটিও দুটুকরো করে ফেলেন এবং ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজা কেটে তাঁকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। ভগদত্ত তাতে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

অর্জুনের বাণে বিদ্ধ হয়ে ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের মাথায় বাণ দ্বারা আঘাত করলেন, তাতে অর্জুনের শিরস্ত্রাণটি বেঁকে গেল। সেটিকে ঠিক করতে করতে অর্জুন ভগদত্তকে বললেন—'রাজন্ ! তুমি প্রাণভরে এই জগৎকে দেখে নাও।' তাই শুনে ভগদত্ত ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অর্জুন ক্ষিপ্রতা সহকারে তাঁর ধনুক এবং তূণীর কেটে ফেলে বাহাত্তর বাণে তাঁর মর্মস্থান বিদ্ধ করলেন। তাতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ভগদত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র আবাহন করে তার দ্বারা অঙ্কুশ অভিমন্ত্রিত করে সেটি অর্জুনের বুক লক্ষ্য করে চালালেন। ভগদত্তের সেই অস্ত্র ছিল সর্বনাশকারক, তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আড়াল করে সেটি নিজের বুকে গ্রহণ করলেন। অর্জুন এতে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন— 'প্রভু ! আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আপনি যুদ্ধ না করে সারথির কাজ করবেন ; কিন্তু আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করছেন না। আমি যদি বিপদে পড়তাম, অথবা অস্ত্রনিবারণে অসমর্থ হতাম, তাহলে আপনার এই কাজ করা উচিত ছিল। আপনি তো জানেন যে আমার হাতে যদি ধনুর্বাণ থাকে তাহলে দেবতা, অসুর, মানুষসহ সমস্ত জগৎ জয় করতে আমি সক্ষম।'

সেই কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রহস্যপূর্ণ

কথা বললেন—'কুন্তীনন্দন ! শোনো, আমি তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলছি, যা পূর্বে ঘটেছিল। আমি চার প্রকার রূপ ধারণ করে সর্বদা সমস্ত জগৎ রক্ষায় তৎপর থাকি। নিজেই বহুরূপে বিভক্ত হয়ে জগতের হিত করি। ('নারায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ) আমার এক মূর্তি এই পৃথিবীতে থেকে তপস্যা করে, দ্বিতীয় মূর্তি জগতের শুভাশুভ কর্মের ওপর দৃষ্টি রাখে, তৃতীয় পৃথিবীতে এসে নানাপ্রকার কর্ম করে এবং চতুর্থ, যে হাজার বছর জলে শয়ন করে। আমার সেই চতুর্থ মূর্তি যখন হাজার বছর পর শয়ন থেকে উত্থিত হয়, তখন বর পাওয়ার উপযুক্ত ভক্তগণ এবং ঋষি-মহর্ষিগণকে উত্তম বর প্রদান করেন। একবার সেই সময়ে পৃথিবী দেবী আমার কাছে বর প্রার্থনা করেন যে 'আমার পুত্র (নরকাসুর) দেবতা ও অসুরদের অবধ্য হোক এবং তার কাছে যেন বৈষ্ণবাস্ত্র থাকে।' পৃথিবীর ইচ্ছা শুনে আমি তার পুত্রকে অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়ে বলেছিলাম—'পৃথিবী ! এই অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র নরকাসুরের রক্ষার জন্য তার কাছে থাকবে, এখন ওকে আর কেউ মারতে পারবে না।' পৃথিবীর মনোস্কামনা পূর্ণ হয় এবং তিনি 'তাই হবে' বলে চলে গেলেন। নরকাসুরও দুর্ধর্ষ হয়ে শত্রুদের সন্তপ্ত করতে থাকে। অর্জুন ! আমার সেই বৈষ্ণবাস্ত্র ভগদত্ত নরকাসুরের কাছ থেকে পেয়েছে। ইন্দ্র এবং রুদ্র প্রমুখ দেবতাসহ জগতে এমন কেউ নেই যে এর আঘাত সহ্য করতে পারে। তাই তোমার প্রাণরক্ষার জন্যই আমি এই অস্ত্রের আঘাত সহ্য করে তাকে ব্যর্থ করেছি। ভগদত্তের কাছে আর এই অস্ত্র নেই, সুতরাং তুমি এখন এই অসুরকে বধ করো।'

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলায় অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করে ভগদত্তকে আচ্ছাদিত করলেন এবং হাতির কুম্ভস্থলের মধ্যে বাণ মারলেন। সেই বাণ পুঙ্খসমেত তার মাথায় ঢুকে গেল। তখন রাজা ভগদত্ত তাকে চালাতে চাইলেও সে আর না চলে আর্ত স্বরে চীৎকার করতে করতে প্রাণত্যাগ করল। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বললেন—'পার্থ ! ভগদত্তের অনেক বয়স হয়েছে, এর মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। চক্ষু পলক খুলতে না পারার জন্য চোখ প্রায় বন্ধই থাকে ; এখন ইনি চোখ খোলা রাখার জন্য কাপড়ের পটি দিয়ে চোখের পলক কপালে বেঁধে রেখেছেন।'

ভগবানের কথায় অর্জুন বাণ নিক্ষেপ করে ভগদত্তের

কপালের কাপড়ের পটি কেটে দিলেন, সেটি কাটতেই ভগদত্তের চোখ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণ মেরে অর্জুন রাজা ভগদত্তের বক্ষ ভেদ করলেন। তাঁর হৃদয় ফেটে গেল, প্রাণপাখি উড়ে গেল, হাত থেকে ধনুক বাণ ছিটকে পড়ে গেল। প্রথমে তাঁর মাথা থেকে পাগড়ি খসে পড়ল, তারপর তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। অর্জুন এইভাবে যুদ্ধে ইন্দ্রসখা ভগদত্তকে বধ করলেন এবং কৌরব পক্ষের অন্যান্য যোদ্ধাদেরও সংহার করলেন।

—o—

## বৃষক, অচল এবং নীল প্রমুখকে বধ ; শকুনি এবং কর্ণের পরাজয়

সঞ্জয় বললেন—ভগদত্তকে বধ করে অর্জুন দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। অন্যদিক থেকে গান্ধাররাজ সুবলের দুই পুত্র বৃষক এবং অচল এসে যুদ্ধে অর্জুনকে আঘাত করতে লাগলেন। একজন অর্জুনের সামনে দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয়জন পিছনে, দুজনেই এক সঙ্গে অর্জুনকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। অর্জুন তখন তীক্ষ্ণ বাণের

দ্বারা বৃষকের সারথি, ধনুক, ছত্র, ধ্বজা, রথ এবং ঘোড়ার ধ্বজা উড়িয়ে দিলেন। তারপর নানাপ্রকার অস্ত্র ও বাণ নিক্ষেপ করে গান্ধার দেশের যোদ্ধাদের ব্যাকুল করে তুললেন। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পাঁচ শত গান্ধারবীরকে যমলোকে পাঠালেন।

বৃষকের রথের ঘোড়াগুলি মারা যাওয়ায় তিনি নিজ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তাঁর ভাই অচলের রথে গিয়ে উঠলেন এবং অন্য একটি ধনুক হাতে নিলেন। তারপর দুভাই বাণ নিক্ষেপ করে অর্জুনকে আঘাত করতে লাগলেন। তাঁরা দুজনে একই রথে বসে ছিলেন, সেই অবস্থায় অর্জুন দুভাইকে একসঙ্গে বধ করলেন। তাঁরা একই সঙ্গে রথ থেকে পড়ে গেলেন। রাজন্ ! নিজের দুই মাতুলকে মারা যেতে দেখে আপনার পুত্র ক্রন্দন করতে লাগলেন। ভাইদের মৃত্যুমুখে পতিত দেখে মায়াবী শকুনি অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে মোহমুগ্ধ করার জন্য মায়ার সৃষ্টি করলেন। সেই সময় সবদিক থেকে অর্জুনের ওপর লোহার গোলা, পাথর, শতঘ্নী, গদা, শক্তি ইত্যাদি নানা অস্ত্রবর্ষণ হতে লাগল। গাধা, উট, সিংহ, বাঘ, চিতা, বাঁদর, সাপ ইত্যাদি নানাপ্রকার জন্তু-জানোয়ার, রাক্ষস ও পাখিরা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুধার্ত হয়ে সবদিক থেকে অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অর্জুন দিব্য অস্ত্রের জ্ঞাতা ছিলেন, তিনি বাণবৃষ্টি করে সেই সব জীবদের প্রতিহত করতে লাগলেন। অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে এই সব প্রাণী ভয়ানক চিৎকার করতে করতে বিনাশপ্রাপ্ত হল। এরমধ্যে অর্জুনের রথে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, তারমধ্যে এক ক্রূর কথা শোনা গেল। অর্জুন 'জ্যোতিষ' নামক অত্যন্ত উত্তম অস্ত্র প্রয়োগ করে সেই ভয়ংকর অন্ধকার নাশ করলেন। অন্ধকার দূর হতেই সেখানে ভীষণ জলধারা প্রবাহিত হল। অর্জুন তখন

'আদিত্যাস্ত্র' প্রয়োগ করে জলপ্রবাহ শুষ্ক করে দিলেন। শকুনি এইভাবে অনেক মায়া রচনা করলেও অর্জুন অনায়াসে তাঁর অস্ত্রবলে সেসব নাশ করে দিলেন। সমস্ত মায়া যখন সম্পূর্ণভাবে নাশ হল এবং শকুনি অর্জুনের বাণে ভয়ানকভাবে আহত হলেন, তখন তিনি ভীত হয়ে রণভূমি ত্যাগ করলেন।

তারপর অর্জুন কৌরব সেনা ধ্বংস করতে লাগলেন। তিনি বাণবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে চললেন, কোনো ধনুর্ধর বীর তাঁকে আটকাতে পারলেন না। অর্জুনের আঘাতে আহত হয়ে আপনার সেনারা এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। সেই সময় হতবুদ্ধি হয়ে আপনার বহু সৈন্য নিজেদের পক্ষের যোদ্ধাদেরই বধ করে ফেলল। অর্জুন হাতি, ঘোড়া এবং মানুষের ওপর একবারই বাণ নিক্ষেপ করতেন, তাতেই আহত হয়ে তারা প্রাণত্যাগ করত। মৃত মানুষ, হাতি, ঘোড়ার দেহে রণক্ষেত্র পূর্ণ হয়ে গেল। সকল যোদ্ধাই বাণের আঘাতে ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগল। পিতা পুত্রের, পুত্র পিতার এবং বন্ধু বন্ধুর কথা চিন্তা না করে, একে অপরকে ছেড়ে চলে যেতে থাকল।

অন্যদিকে দ্রোণাচার্য তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে পাণ্ডবসেনাদের ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য যখন যোদ্ধাদের বাণের আঘাতে জর্জরিত করছিলেন সেই সময়েই সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এসে চারদিক দিয়ে দ্রোণকে ঘিরে ধরলেন। দ্রোণাচার্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। অন্যদিকে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী রাজা নীল তাঁর বাণে কৌরবসেনাদের ভস্ম করতে লাগলেন। তাঁকে এইভাবে সংহার করতে দেখে অশ্বত্থামা হেসে বললেন—'নীল ! তুমি বাণাগ্নির সাহায্যে এই যোদ্ধাদের কেন ভস্ম করছ ? সাহস থাকে তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো।' এই আস্ফালন শুনে নীল অশ্বত্থামাকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। অশ্বত্থামা তিন বাণে নীলের ধনুক, ধ্বজা এবং ছত্র কেটে দিলেন। তখন নীল হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে অশ্বত্থামার মাথা কাটতে গেলেন কিন্তু অশ্বত্থামা তার মধ্যেই এক ভল্লের আঘাতে নীলের কুণ্ডলসহ মস্তক দেহচ্যুত করে দিলেন। নীল মাটিতে পড়ে গেলেন, তাঁর মৃত্যুতে পাণ্ডবসেনারা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন।

এরমধ্যে অর্জুন বহু সংশপ্তকদের বধ করে দ্রোণাচার্য যেখানে পাণ্ডবসৈন্য বধ করছিলেন সেখানে এসে কৌরব যোদ্ধাদের তাঁর বাণের আঘাতে উৎপীড়িত করতে লাগলেন। তাঁর বাণের আঘাতে বহু গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক মৃত্যুবরণ করল। বহু সৈন্য আহত হয়ে চীৎকার করতে লাগল। যারা আহত হয়ে পালাতে লাগল, যুদ্ধের নিয়ম মেনে অর্জুন তাদের বধ করলেন না। পালাতে পালাতে তারা 'হা কর্ণ !' 'হা কর্ণ !' বলে চীৎকার করছিল। সেই শরণার্থীদের ক্রন্দন শুনে—'বীরগণ ! ভয় পেয়ো না'—বলে কর্ণ অর্জুনের সম্মুখীন হতে এলেন। কর্ণ অস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি তখন আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করলেন ; কিন্তু অর্জুন তা প্রতিহত করলেন। এইভাবে কর্ণও অর্জুনের তেজঃপূর্ণ বাণ নিজ অস্ত্রদ্বারা নিবারণ করে সিংহনাদ করে উঠলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম এবং সাত্যকি সেখানে পৌঁছে কর্ণের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কর্ণ তিন বাণে তিনজনের ধনুক কেটে ফেললেন। তখন তাঁরা কর্ণের ওপর শক্তি নিক্ষেপ করে সিংহের মতো গর্জন করলেন। কর্ণ তিন তিন বাণে সেই শক্তিগুলি টুকরো করে অর্জুনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাতে অর্জুন সাত বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করে তার ছোট ভাইকে বধ করলেন, তারপর তাঁর অন্য ভাই শত্রুঞ্জয়কেও ছয় বাণে পরপারে পাঠালেন। এরপর এক ভল্লের সাহায্যে বিপাটের মাথা কেটে তাকে রথচ্যুত করলেন। এরূপে কৌরবরা দেখতে দেখতেই কর্ণের সামনে তাঁর তিন ভাইকে অর্জুন একাই বধ করলেন।

তারপর ভীম তাঁর রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তলোয়ার দিয়ে কর্ণপক্ষের পনেরোজন বীরকে হত্যা করে আবার রথে এসে বসলেন। অন্য ধনুক দিয়ে কর্ণ, তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বাণ বিদ্ধ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও ভীমের মতো রথ থেকে নেমে ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে চন্দ্রবর্মা এবং নিষাধ দেশের রাজা বৃহৎক্ষত্রকে হত্যা করে পুনরায় রথে এসে বসলেন। পরে আরেকটি ধনুক নিয়ে সিংহনাদ করতে করতে কর্ণকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকিও অন্য ধনুক তুলে কর্ণকে বাণবিদ্ধ করে গর্জন করতে লাগলেন। তারপর দুই বাণে কর্ণের ধনুক কেটে ফেললেন এবং তিন বাণ দিয়ে তাঁর হাত ও বুকে আঘাত করলেন।

কর্ণ যখন সাত্যকির আঘাতে নিমজ্জমান, তখন দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য এবং জয়দ্রথ এসে তাঁর প্রাণরক্ষা করলেন। তারপর আপনার সেনাবাহিনীর শত শত পদাতিক, রথী এবং গজারোহী যোদ্ধা কর্ণকে রক্ষা করার

জন্য সবেগে সেখানে এসে পৌঁছলেন। অন্যদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অভিমন্যু, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করতে লাগলেন। সেইখানে ধনুর্ধরীদের বিনাশের জন্য ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। আপনার এবং পাণ্ডবপক্ষের বীররা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এদিকে সূর্য অস্তাচলে গেলেন। দুই পক্ষের ক্লান্ত, বিষণ্ণ এবং যুযুধান সেনাদল একে অপরকে দেখতে দেখতে শিবিরে ফিরে গেল।

---

## চক্রব্যূহ-নির্মাণ এবং অভিমন্যুর প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেদিন অমিতবিক্রম অর্জুন আমাদের সেনাকে পরাজিত করে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন এবং দ্রোণাচার্যের সংকল্পে বাধা দেন। দুর্যোধন শত্রুদের এই পরাক্রম দেখে বিষণ্ণ এবং কুপিত হলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি সব যোদ্ধার সামনেই বিনীত ও অভিমানমিশ্রিত কণ্ঠে দ্রোণাচার্যকে বললেন—'দ্বিজবর ! আমরা নিশ্চয়ই আপনার শত্রুপক্ষ, তাই কাল যুধিষ্ঠির আপনার সম্মুখে এলেও তাকে বন্দী করেননি। শত্রু আপনার সামনে এলে, আপনি যদি তাকে ধরতে চান, তাহলে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবরা এলেও আপনার থেকে তার রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে বরপ্রদান করলেও, তা পরে পূরণ করেননি।'

দুর্যোধনের কথায় আচার্য দ্রোণ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন—

'রাজন্ ! তুমি এরূপ ভেবো না। আমি সর্বদাই তোমার প্রিয়কাজ করার চেষ্টা করি, কিন্তু কী করব ? অর্জুন যাকে রক্ষা করে, তাকে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস এবং জগতের কেউই জয় করতে পারে না। বিশ্ববিধাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যেখানে আছে, সেখানে শংকর ব্যতীত আর কারো শক্তিই কাজে আসে না। বৎস ! এখন তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি, এর কখনো অন্যথা হবে না। আজ পাণ্ডবপক্ষের কোনো এক শ্রেষ্ঠ মহারথী বধ করব। আজ এমন ব্যূহ তৈরি করব, যাকে দেবতারাও ভাঙতে পারবেন না। কিন্তু তুমি কোনোভাবে অর্জুনকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে নাও। যুদ্ধের এমন কোনো কলা নেই যা অর্জুনের অজ্ঞাত অথবা যা সে করতে অক্ষম। যুদ্ধের সমস্ত নৈপুণ্য সে আমার থেকে এবং অন্য সকলের কাছে জেনে নিয়েছে।'

দ্রোণের কথা শুনেই সংশপ্তকরা পুনর্বার অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে তাঁকে দক্ষিণের দিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সেইসময় অর্জুনের সঙ্গে তাদের এমন ভীষণ যুদ্ধ হল যে, যা আগে আর কখনো দেখা বা শোনা যায়নি। মহারাজ ! আচার্য দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্মাণ করলেন ; এতে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী রাজাদের সম্মিলিত করে সেই ব্যূহের মধ্যস্থলে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী রাজকুমারদের দাঁড়

করালেন। রাজা দুর্যোধন ছিলেন তার মধ্যভাগে ; তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহারথী কর্ণ, কৃপাচার্য এবং দুঃশাসন। ব্যূহের অগ্রভাগে দ্রোণাচার্য ও জয়দ্রথ দাঁড়ালেন ; জয়দ্রথের পাশে অশ্বত্থামার সঙ্গে আপনার ত্রিশজন পুত্রসহ শকুনি, শল্য এবং ভূরিশ্রবা দাঁড়ালেন। তারপর কৌরব এবং পাণ্ডব উভয়েই মৃত্যুকেই শেষ জেনে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন।

দ্রোণাচার্য দ্বারা সুরক্ষিত সেই দুর্ধর্ষ ব্যূহে ভীমসেনকে অগ্রবর্তী করে পাণ্ডবরা আক্রমণ করলেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তিভোজ, দ্রুপদ, অভিমন্যু, ক্ষত্রবর্মা, বৃহৎক্ষত্র, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু, নকুল, সহদেব, ঘটোৎকচ, যুধামন্যু, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিশুপালের পুত্র কেকয়রাজকুমার এবং হাজার হাজার সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয় এবং আরো বহু রণোন্মত্ত যোদ্ধা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় সহসা দ্রোণাচার্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের এগিয়ে আসতে দেখেও আচার্য দ্রোণ বিচলিত হলেন না, তিনি বাণবর্ষণ করে তাঁদের অগ্রগমন রোধ করলেন। সেইসময় আমরা দ্রোণের অদ্ভুত পরাক্রম দেখলাম, পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয় ক্ষত্রিয়রা একত্র হয়েও তাঁর সম্মুখীন হতে পারলেন না। দ্রোণাচার্যকে ক্রুদ্ধ হয়ে এগোতে দেখে যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। দ্রোণের সম্মুখীন হওয়া অন্যের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন মনে করে তিনি গুরুতর কাজের ভার অভিমন্যুর ওপর ন্যস্ত করলেন। অভিমন্যু তাঁর মাতুল শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা

অর্জুনের থেকে কম পরাক্রমশালী ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত তেজস্বী এবং শত্রুপক্ষের বীরদের সংহারকারী ছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—'পুত্র অভিমন্যু ! আমরা কেউই চক্রব্যূহ ভেদ করার উপায় জানি না। তুমি, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ অথবা প্রদ্যুম্নই একে ভঙ্গ করতে পারো। পঞ্চম আর কোনো ব্যক্তি এই কাজ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তুমি অস্ত্র নিয়ে শীঘ্রই দ্রোণের এই ব্যূহ ভেঙে ফেল, নাহলে অর্জুন আমাদের ওপর কুপিত হবে।'

অভিমন্যু বললেন—আচার্য দ্রোণের এই সেনা যদিও অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং ভয়ংকর, তবুও আমি আমার পিতৃবর্গের বিজয়ের জন্য এই ব্যূহে এখনই প্রবেশ করছি। পিতা এই ব্যূহে প্রবেশের কৌশল আমাকে বললেও বার হবার কথা জানাননি। এর ভিতরে আমি বিপদে পড়লে আর বার হতে পারব না।

যুধিষ্ঠির বললেন—বীরবর ! তুমি এই সৈন্য ভেদ করে আমাদের জন্য দ্বার তৈরি করো। তারপর তুমি যে পথে প্রবেশ করবে, আমরাও তোমার পিছনে পিছনে প্রবেশ করে সর্বভাবে তোমাকে রক্ষা করবো।

ভীম বললেন—আমি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং পাঞ্চাল, মৎস্য, প্রভদ্রক এবং কেকয় দেশের যোদ্ধা—আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে যাব। একবার তুমি যদি ব্যূহভঙ্গ করো, সেখানকার বড় বড় বীরদের বধ করে আমরা ব্যূহ ধ্বংস করে ফেলব।

অভিমন্যু বললেন—ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন দ্রোণের এই দুর্ধর্ষ সেনার মধ্যে প্রবেশ করছি। আজ এমন পরাক্রম দেখাব, যাতে আমার মাতুল বংশ ও পিতৃবংশ উভয়েই গর্বিত হবে। এতে আমার মাতুল ও পিতা—উভয়েই প্রসন্ন হবেন। আমি যদিও বালক, তা সত্ত্বেও জগতের সবাই দেখবে যে, আমি কী ভাবে আজ একাই শত্রুসেনাকে কালের গ্রাসে পাঠাই ! আমার জীবন থাকতে যদি কোনো শত্রু আমার সামনে বেঁচে ফিরে যায়, তাহলে আমি অর্জুনের পুত্র নই এবং মাতা সুভদ্রার গর্ভে আমার জন্ম হয়নি।

যুধিষ্ঠির বললেন—সুভদ্রানন্দন ! তুমি দ্রোণাচার্যের দুর্ধর্ষ সৈন্য ব্যূহ ভঙ্গ করার উৎসাহ দেখাচ্ছ, সুতরাং এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কথা বলায় তোমার বলের যেন সর্বদা বৃদ্ধি হয় !

—০—
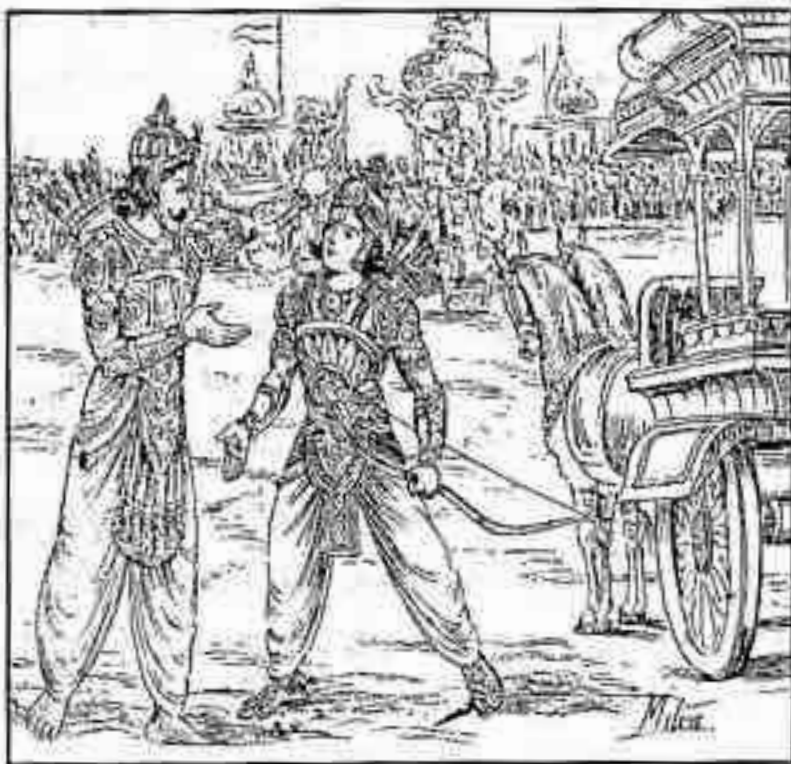
# অভিমন্যুর ব্যূহ-প্রবেশ এবং পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে অভিমন্যু সারথিকে দ্রোণের সেনার কাছে রথ নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বারবার যাওয়ার নির্দেশ দিলেও সারথি তাঁকে বললেন—'আয়ুষ্মন্ ! পাণ্ডবরা আপনার ওপর কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনি এই নিয়ে একটু চিন্তা করুন, তারপর যুদ্ধ করবেন। আচার্য দ্রোণ অত্যন্ত বিদ্বান এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ। আপনি অতিশয় সুখ ও আরামে প্রতিপালিত, তাছাড়া আপনি যুদ্ধে তাঁর মতো নিপুণও নন।'

সারথির কথা শুনে অভিমন্যু হেসে বললেন—'সূত ! এই দ্রোণ অথবা ক্ষত্রিয় সমুদায় কে ? সাক্ষাৎ ইন্দ্র যদি দেবতাদের নিয়ে আসেন অথবা ভূতগণ নিয়ে সাক্ষাৎ শংকরও এসে পড়েন, তাহলে আমি তাঁদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি। এই ক্ষত্রিয়দের দেখে আমি আজ আশ্চর্য হচ্ছি না। এই সব শত্রুসৈন্য আমার ষোড়শাংসের এক অংশও নয়। অন্যের কথা ছেড়ে দাও, বিশ্ববিজয়ী মাতুল শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুনও যদি আমার বিপক্ষে দাঁড়ান, তাহলেও আমার ভয় হবে না।' সারথির কথা এইভাবে অবহেলা করে অভিমন্যু তাঁকে সত্বর দ্রোণের সেনার দিকে নিয়ে যেতে
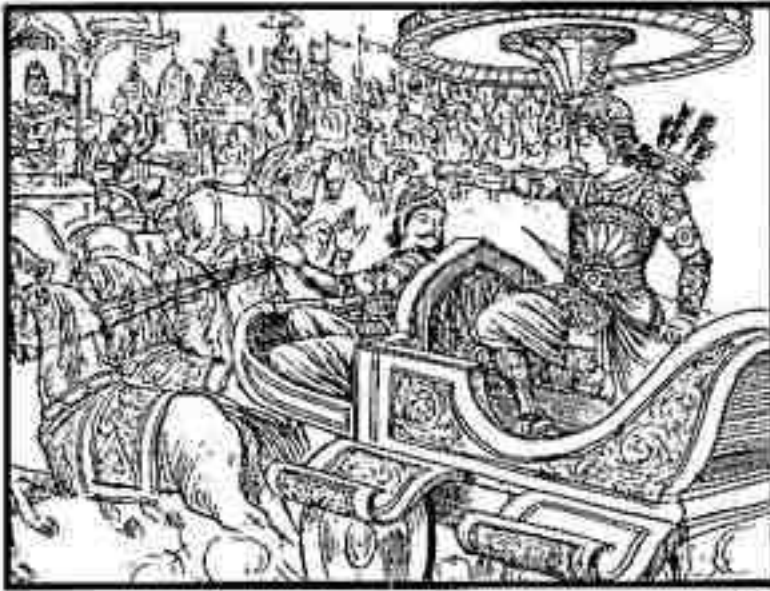
বললেন। সারথি একথায় প্রসন্ন না হলেও, ঘোড়াগুলি দ্রোণের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। পাণ্ডবগণও অভিমন্যুকে অনুসরণ করলেন। তাঁকে আসতে দেখে কৌরব পক্ষের সমস্ত যোদ্ধা দ্রোণকে সম্মুখে রেখে দণ্ডায়মান হল।

অর্জুনের পুত্র অর্জুনের থেকেও পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের জন্য দ্রোণ প্রমুখ মহারথীদের সামনে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যেন হাতির পালের সামনে সিংহশিশু। অভিমন্যু ব্যূহের দিকে সবে মাত্র বিশ পা এগিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে কৌরব যোদ্ধারা তাঁর ওপর প্রহার করতে আরম্ভ করল। তখন দুই পক্ষের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। সেই ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যে অভিমন্যু দেখতে দেখতে দ্রোণের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে গেলেন। সেখানে ঢুকতেই সমস্ত যোদ্ধা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বীর অভিমন্যু অস্ত্রচালনায় অত্যন্ত ক্ষিপ্র ছিলেন, যে কেউ তাঁর সামনে আসছিল, তাকেই তিনি তাঁর মর্মভেদী বাণে বিদ্ধ করছিলেন। বহু যোদ্ধা তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে ধরাশায়ী হল। মৃত মানুষের শরীরে রণক্ষেত্র ভরে উঠল। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হাজার হাজার বীরকে অভিমন্যু মারলেন, কারো হাত কাটা গেল, কারো মাথা। তিনি একাই ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় অচিন্তনীয় পরাক্রম দেখালেন। রাজন্ ! সেই সময় আপনার পুত্রগণ এবং তাঁদের পক্ষের যোদ্ধা দশদিক দিয়ে পালাচ্ছিল। তাদের মুখ শুকিয়ে, গায়ের ঘর্ম বার হচ্ছিল। তারা জয়ের আশা পরিত্যাগ করে, বাঁচার পথ খুঁজছিল। মৃত পুত্র, পিতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় সকলকে পরিত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে সকলে ঘোড়া, হাতি ত্বরিৎ গতিতে চালিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালাচ্ছিল।

অমিত বিক্রমশালী অভিমন্যু তাঁর সেনাকে এইভাবে আক্রান্ত করছে দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সামনে এলেন। দ্রোণাচার্যের নির্দেশে সেখানে আরও বহু যোদ্ধা এসে পৌঁছল এবং দুর্যোধনকে চারদিক দিয়ে ঘিরে তাঁকে রক্ষা করতে লাগল। সেই সময় দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কর্ণ, কৃতবর্মা, শকুনি, বৃহদ্বল, শল্য, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, পৌরব এবং বৃষসেন—সকলেই সুভদ্রা-কুমারকে তীক্ষ্ণ বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। এইভাবে অভিমন্যুকে বাণে আচ্ছাদিত করে তাঁরা দুর্যোধনের প্রাণরক্ষা করলেন।

দুর্যোধনের এইভাবে তাঁর নাগালের বাইরে চলে যাওয়া অভিমন্যু সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ভয়ানক বাণবর্ষণ করে ঘোড়া এবং সারথিসহ সেই সব মহারথীদের আঘাত করে সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন। দ্রোণ প্রমুখ মহারথীগণ তার এই সিংহ গর্জন সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা রথের দ্বারা তাঁকে ঘিরে ধরে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু সেই সব বাণ অভিমন্যু মধ্যপথেই দ্বিখণ্ডিত

করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাণে তাঁদের আঘাত করতে লাগলেন। তাঁর অদ্ভুত পরাক্রম দেখা যাচ্ছিল, একপক্ষে একা অভিমন্যু ও অপরপক্ষে সম্মিলিত কৌরব যোদ্ধাগণ ভয়ংকর সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। কেউই যুদ্ধে বিমুখ

হচ্ছিলেন না। সেই ভয়ানক সংগ্রামে প্রথমে দুঃসহ অভিমন্যুকে নয়টি বাণ মারলেন, তারপর দুঃশাসন বারোটি, কৃপাচার্য তিনটি, দ্রোণ সতেরোটি, বিবিংশতি সত্তরটি, কৃতবর্মা সাতটি, বৃহদ্বল আটটি, অশ্বত্থামা সাতটি, ভূরিশ্রবা তিনটি, শল্য দুটি, শকুনি দুটি এবং রাজা দুর্যোধন তিনটি বাণদ্বারা আঘাত করলেন।

মহারাজ! সেইসময় প্রবল পরাক্রমশালী অভিমন্যু কুশলী নর্তকের ন্যায় ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক মহারথীকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর আপনার পুত্ররা একত্রে যখন তাকে আক্রমণ করতে শুরু করে, তখন অভিমন্যু ক্রোধে জ্বলে উঠে তাঁর অস্ত্রশিক্ষার মহাবল দেখাতে আরম্ভ করলেন। এর মধ্যে অশ্মক-নরেশের পুত্র অতি দ্রুত সেখানে এসে অভিমন্যুকে প্রতিহত করে তাঁকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। অভিমন্যু তখন হেসে দশ বাণ মেরে তাঁর ঘোড়া, সারথি, ধ্বজা, ধনুক এবং তাঁর মাথা কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন।

অভিমন্যুর হাতে অশ্মকরাজকুমার নিহত হলে সমস্ত সৈন্য ভয় পেয়ে পালাতে লাগল। তখন কর্ণ, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, সুষেণ, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দন বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহু, দীর্ঘলোচন এবং দুর্যোধন—এঁরা সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। এইসব বড় বড় ধনুর্ধরীদের আঘাতে অভিমন্যু অত্যন্ত আহত হলেন, তখন তিনি বর্ম ও শরীর বিদ্ধকারী এক তীক্ষ্ণ বাণ কর্ণের ওপর নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ কর্ণের বর্ম ভেদ করে তাঁর শরীর ছিদ্র করে পৃথিবীতে ঢুকে

গেল। সেই দুঃসহ আঘাতে কর্ণ অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে ব্যাকুল হয়ে কেঁপে উঠলেন। অভিমন্যু এরপরে ক্রুদ্ধ হয়ে সুষেণ, দীর্ঘলোচন এবং কুণ্ডভেদীকেও মারলেন।

তখন কর্ণ পঁচিশ, অশ্বত্থামা কুড়ি এবং কৃতবর্মা সাত বাণ মেরে অভিমন্যুকে আহত করলেন, তাঁর সারা শরীরে ছিদ্র হয়ে গেল, তা সত্ত্বেও তিনি পাশধারী যমের ন্যায় রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন। শল্যকে তাঁর কাছে দাঁড়াতে দেখে অভিমন্যু বাণবর্ষা করে তাঁকে আচ্ছাদিত করলেন এবং সৈন্যদের ভয় দেখাতে ভীষণ গর্জন করলেন। তাঁর মর্মভেদী বাণে ঘায়েল হয়ে রাজা শল্য রথের পিছন ভাগে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। শল্যের এই অবস্থা দেখে দ্রোণের সামনেই সব সৈন্যরা পালিয়ে গেল। সেই সময় দেবতা, পিতৃপুরুষ, চারণ, সিদ্ধ, যক্ষ এবং মানুষ—সকলেই অভিমন্যুর যশোগান করে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

শল্যের এক ছোটভাই ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন অভিমন্যু তাঁর ভাই মদ্ররাজকে রণভূমিতে অচেতন করে দিয়েছেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে এসে অভিমন্যুর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। প্রথমেই তিনি দশ বাণে

অভিমন্যুর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে ঘায়েল করলেন এবং ভীষণ জোরে গর্জন করে উঠলেন। তখন অর্জুনকুমার বাণের আঘাতে তাঁর ঘোড়া, ছত্র, ধ্বজা, সারথি, চাকা, ধনুক, রথরক্ষক সমস্ত খণ্ড খণ্ড করে তাঁর হাত-পা-গলা এবং মাথা কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন। তখন তাঁর অনুচরগণ সব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিকবিদিকে পালাতে লাগল। অভিমন্যুর এই পরাক্রমে সকলে তাঁকে বাহবা দিতে লাগল। সেই সময় অভিমন্যুকে দেখা যাচ্ছিল যেন চারদিক দিয়ে শত্রুসংহার করে চলেছেন। তাঁর সেই অলৌকিক কর্ম দেখে সকলে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সেইসময় আপনার পুত্র দুঃশাসন ক্রোধে গর্জন করে সুভদ্রাকুমারকে আক্রমণ করলেন। তিনি আসতেই অভিমন্যু তাঁকে ছাব্বিশ বাণে আঘাত করলেন। তাঁরা দুজনেই রণকুশলী ছিলেন এবং বিভিন্ন মণ্ডলাকার গতিতে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

---

## দুঃশাসন ও কর্ণের পরাজয় এবং জয়দ্রথের পরাক্রম

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেইসময় অভিমন্যু হেসে বললেন—'দুর্মতো ! তুমি আমার পিতৃবর্গের রাজ্য হরণ করেছ, সেই কারণে এবং তোমার লোভ, অজ্ঞতা, দ্রোহ এবং দুঃসাহসের জন্য মহাত্মা পাণ্ডব তোমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন ; তাই তোমাকে আজ এইদিন দেখতে হল। আজ তুমি সেই ভয়ানক পাপের ফল ভোগ করবে। ক্রুদ্ধ মাতা দ্রৌপদী এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী পিতা ভীমসেনের ইচ্ছা পূর্ণ করে আমি আজ তাঁদের ঋণ পরিশোধ করব। তুমি যদি রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না যাও, তাহলে আমার হাতে জীবিত থাকবে না।' এই বলে অভিমন্যু তাঁর বুকে কালাগ্নি সম এক তেজস্বী বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ তাঁর বুকে লেগে গলার হার কেটে চলে গেল। তারপর তিনি আবার দুঃশাসনকে পঁচিশ বাণ মারলে দুঃশাসন দুঃসহ ব্যথায় অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। সারথি তৎক্ষণাৎ তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন। সেইসময় যুধিষ্ঠির ও অন্য পাণ্ডব, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয় রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু, মৎস্য, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীর অত্যন্ত আনন্দ সহকারে দ্রোণের সৈন্য ধ্বংস করার জন্য এগোলেন। পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। এদিকে কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুর ওপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন এবং তাঁকে অপমান করে তাঁর অনুচরদেরও বাণবিদ্ধ করতে লাগলেন। অভিমন্যুও তৎক্ষণাৎ তিয়াত্তরটি বাণ মেরে তাঁকে বিদ্ধ করলেন। সেই সময় কেউই তাঁকে প্রতিহত করতে পারছিল না। তারপর কর্ণ তাঁর উত্তম অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করে বহু বাণ নিক্ষেপ করে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করলেন। কর্ণের আঘাতে আহত হয়েও সুভদ্রাকুমার শৈথিল্য দেখালেন না ; তিনি তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণের ধনুক কেটে তাঁকে অত্যন্ত আহত করলেন। সেই সঙ্গে তাঁর ছত্র, ধ্বজা, সারথি, ঘোড়াকেও ঘায়েল করলেন। কর্ণ তাঁকে বাণ মারলে অভিমন্যুও অবিচলভাবে তা সহ্য করে মুহূর্তের মধ্যে একই বাণে কর্ণের ধনুক, ধ্বজা কেটে মাটিতে ফেলে

দিলেন। কর্ণ সংকটের মধ্যে পড়ে যেতে তাঁর ছোট ভাই সুদৃঢ় ধনুক নিয়ে অভিমন্যুর সামনে এলেন। তিনি এসেই দশ বাণে অভিমন্যুর ছত্র, ধ্বজা, ঘোড়াসহ সারথিকে বিদ্ধ করলেন। তাই দেখে আপনার পুত্র অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। অভিমন্যু তখন হেসে একটি বাণেই তার মাথা কেটে ফেললেন।

রাজন্ ! ভাইকে মৃত দেখে কর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এদিকে অভিমন্যু কর্ণকে বিমুখ করে অন্য রাজাদের আক্রমণ করলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি হাতি, ঘোড়া, রথ এবং

পদাতিক সমন্বিত সেই বিশাল সৈন্য সংহার করতে লাগলেন। কর্ণ তাঁর বাণে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ায় করে রণভূমি ত্যাগ করলেন। তখন ব্যূহভঙ্গ হল। সেইসময় জলধারার ন্যায় বাণের বর্ষণে আকাশ আচ্ছাদিত হওয়ায় কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ব্যতীত সেখানে আর কেউ থাকতে পারল না। অভিমন্যু বাণের দ্বারা শত্রুসেনা ধ্বংস করে ব্যূহের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। রথ, ঘোড়া, হাতি ও মানুষ বিনষ্ট হতে থাকল। রণক্ষেত্রে মৃতদেহের পাহাড় তৈরি হল। কৌরব যোদ্ধারা অভিমন্যুর বাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পালাতে লাগল। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পালানোর সময় তারা হতবুদ্ধি হয়ে নিজের পক্ষের সেনাদেরই মারতে লাগল। ব্যূহের মধ্যে তেজস্বী অভিমন্যুকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তৃণরাশির মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! অভিমন্যু যখন ব্যূহতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অন্য কোনো বীরও প্রবেশ করেছিলেন কি ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কেকয় রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু এবং মৎস্য প্রমুখ যোদ্ধা ব্যূহাকারে সংগঠিত হয়ে অভিমন্যুকে রক্ষা করার জন্য তাঁর সঙ্গে চললেন। তাঁদের আক্রমণ করতে দেখে আপনার সৈনিকরা পালাতে লাগল। তখন আপনার জামাতা জয়দ্রথ দিব্য অস্ত্রাদি প্রয়োগ করে পাণ্ডবদের সৈন্যসহ প্রতিহত করেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! আমার মনে হয় জয়দ্রথের ওপর এ এক বিশাল ভার প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল, সে একাই সেই ক্রোধান্বিত পাণ্ডবদের প্রতিহত করেছিল ! জয়দ্রথ এমন কী মহাতপস্যা করেছিল, যাতে সে পাণ্ডবদের প্রতিহত করতে সক্ষম হয় ?

সঞ্জয় বললেন—জয়দ্রথ বনে দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন, সেইসময় ভীমসেন তাঁকে পরাস্ত করেন। সেই অপমানে তিনি দুঃখিত হয়ে ভগবান শংকরের আরাধনা করে কঠোর তপস্যা করেন। ভক্তবৎসল ভগবান তাঁকে দয়া করে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন—'জয়দ্রথ ! আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করো।' তখন তিনি প্রণাম করে বলেন—'আমি চাই যেন আমি একাই সমস্ত পাণ্ডবদের যুদ্ধে পরাজিত করতে পারি।' ভগবান বললেন—'সৌম্য, তুমি অর্জুন ব্যতীত বাকি চারজনকে

পরাজিত করতে পারবে।' 'আচ্ছা, তাই হোক'—বলতে বলতে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। সেই বরে এবং দিব্যাস্ত্রের বলেই জয়দ্রথ একাকী থাকলেও পাণ্ডবদের এগিয়ে আসা প্রতিহত করেন। তাঁর ধনুকের টংকার শুনলেই শত্রুপক্ষের মনে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং আপনার সৈনিকরা হর্ষোৎফুল্ল হয়। সেইসময় সমস্ত দায়িত্ব জয়দ্রথের ওপর ন্যস্ত দেখে আপনার ক্ষত্রিয় বীররা কোলাহল করে যুধিষ্ঠিরের সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভিমন্যু ব্যূহের যে অংশ ভেঙেছিলেন, জয়দ্রথ তা আবার সেনা দিয়ে ভরে দিলেন। তারপর তিনি সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বিরাটকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করলেন। এইভাবে দ্রুপদ, শিখণ্ডী, কেকয় রাজকুমার, দ্রৌপদীর পুত্রদের এবং যুধিষ্ঠিরকে বহু বাণ দ্বারা আঘাত হানলেন। সেইসঙ্গে অন্য যোদ্ধাদেরও বাণবর্ষণ করে পিছু হটালেন। তাঁর এই কাজ অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির তখন হাসিমুখে এক বাণে তাঁর ধনুক কেটে দিলেন। পলক না ফেলতেই জয়দ্রথ অন্য ধনুক নিয়ে যুধিষ্ঠির এবং অন্য যোদ্ধাদের বাণ বিদ্ধ করলেন। তাঁর ক্ষিপ্রতা দেখে ভীম তিন বাণে তাঁর ধনুক, ধ্বজা ও ছত্র কেটে ফেললেন। জয়দ্রথ পুনরায় ধনুক দিয়ে তাতে গুণ লাগিয়ে ভীমের ধনুক, ধ্বজা এবং ঘোড়াগুলিকে সংহার করলেন। ঘোড়াগুলি বধ

জন্য পথ প্রস্তুত করেন, কিন্তু জয়দ্রথ তারও প্রতিরোধ করেন। মৎস্য, পাঞ্চাল, কেকয় এবং পাণ্ডববীররা বহু

হওয়ায় ভীম রথ থেকে লাফিয়ে নেমে সাত্যকির রথে গিয়ে উঠলেন। জয়দ্রথের পরাক্রম দেখে আপনার সৈনিকরা প্রসন্ন হয়ে বাহবা দিতে লাগল। এরমধ্যে অভিমন্যু উত্তর দিকে যুদ্ধ করতে থাকা গজারোহীদের বধ করে পাণ্ডবদের চেষ্টা করেও জয়দ্রথকে সরাতে সক্ষম হলেন না। আপনার শত্রুদের মধ্যে যে কেউই দ্রোণের ব্যূহভঙ্গ করার চেষ্টা করেন, বরদানের প্রভাবে তাকেই জয়দ্রথ প্রতিহত করতে থাকেন।

—o—

## অভিমন্যুর দ্বারা কয়েকজন প্রধান প্রধান কৌরব বীরের সংহার

সঞ্জয় বললেন—তারপর দুর্ধর্ষ বীর অভিমন্যু সেই সেনার ভেতর প্রবেশ করে সকলকে হতচকিত করে দিলেন ; যেমন মস্ত বড় এক কুমীর সমুদ্রে সকলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে। আপনার প্রধান বীররা রথের দ্বারা অভিমন্যুকে ঘিরে ধরলেন ; তবুও তিনি বৃষসেনের সারথিকে বধ করে তার ধনুক কেটে ফেললেন। বলবান বৃষসেনও তাঁর বাণে অভিমন্যুর ঘোড়াগুলিকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। ঘোড়া রথসহ সেখান থেকে চলে গেল। বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সারথি রথ নিয়ে দূরে চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে শত্রুদমন করতে করতে অভিমন্যুকে পুনরায় আসতে দেখে বসাতী তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখীন হল এবং অভিমন্যুকে বাণের দ্বারা আঘাত করল। অভিমন্যু বসাতীকে একটি বাণ নিক্ষেপ

করলে, সে প্রাণহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তা দেখে আপনার সৈন্যদলের বড় বড় যোদ্ধারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বধ করার ইচ্ছায় ঘিরে ধরল। ভীষণ যুদ্ধ হল, অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হয়ে বসতীর ধনুক বাণ টুকরো টুকরো করে কুণ্ডল পরিহিত তাঁর মস্তকটি কেটে ফেললেন।

তারপর মদ্ররাজের বলবান পুত্র রুক্মরথ এসে ভীত কম্পিত সেনাদের আশ্বস্ত করে বললেন—'বীরগণ ! ভয় পেয়ো না, আমি থাকতে এই অভিমন্যু কিছুই করতে পারবে না। আমি জীবিতই একে বন্দী করব, এতে তোমরা মনে কোনো সন্দেহ রেখো না।' এই বলে তিনি অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হয়ে তার চতুর্দিকে বাণ নিক্ষেপ করে গর্জন করতে লাগলেন। অভিমন্যু তখন শীঘ্রই ধনুকসহ তাঁর দুহাত ও মাথা কেটে তাকে ধরাশায়ী করলেন।

রাজকুমারের কয়েকজন বন্ধু ছিলেন, তাঁরাও রণে দক্ষ। সকলে ধনুকে বাণ চড়িয়ে অভিমন্যুকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন, তাই দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত হর্ষান্বিত হলেন। তিনি ভাবলেন এবার অভিমন্যু যমালয়ে যাবে। কিন্তু অভিমন্যু তখন গন্ধর্বাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই অস্ত্র বাণ-বর্ষণ কালে কখনো এক, কখনো দুই আবার কখনো হাজার হাজার হয়ে দেখা যাচ্ছিল। অভিমন্যুর রথ সঞ্চালনের কৌশল এবং গন্ধর্বাস্ত্রের মায়া সেইসব রাজকুমারদের মোহমুগ্ধ করে তাঁদের শরীর টুকরো টুকরো করে ফেলল। এক অভিমন্যুর দ্বারা এত রাজপুত্র বধ হতে দেখে দুর্যোধন ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন। রথী, হাতি, ঘোড়া এবং পদাতিকের মৃতদেহের স্তূপ দেখে তিনি অভিমন্যুর সামনে এলেন। দুজনের যুদ্ধ শুরু হলে ক্ষণকালের মধ্যেই বাণে আহত হয়ে দুর্যোধন রণভূমি ত্যাগ করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সূত ! তুমি বলছ যে, একা অভিমন্যুর বহু যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ হল এবং তাতে সেই বিজয়ী হল—একথা সহসা বিশ্বাস হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে সুভদ্রাকুমারের এই পরাক্রম অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। কিন্তু যারা ধর্মের ওপর নির্ভর করে, তাদের কাছে এ কোনো অদ্ভুত ব্যাপার নয়। সঞ্জয় ! দুর্যোধন যখন পালিয়ে গেল এবং শত শত রাজকুমার নিহত হল, তখন আমার পুত্ররা অভিমন্যুর জন্য কী উপায় ঠিক করল ?

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সেইসময় আপনার যোদ্ধাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। চোখ জলে ভরে গিয়েছিল, শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছিল এবং ঘাম ঝরছিল। তাদের যুদ্ধের উৎসাহ ছিল না, সকলেই পালাতে চাইছিল। মৃত ভাই, পিতা, বন্ধু, আত্মীয়কে ছেড়ে নিজের নিজের হাতি, ঘোড়া নিয়ে তারা তাড়াতাড়ি রণভূমির বাইরে চলে যাচ্ছিল। তাদের এইরূপ হতোদ্যম হয়ে পালাতে দেখে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্মা এবং শকুনি—এঁরা ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে অভিমন্যুর দিকে
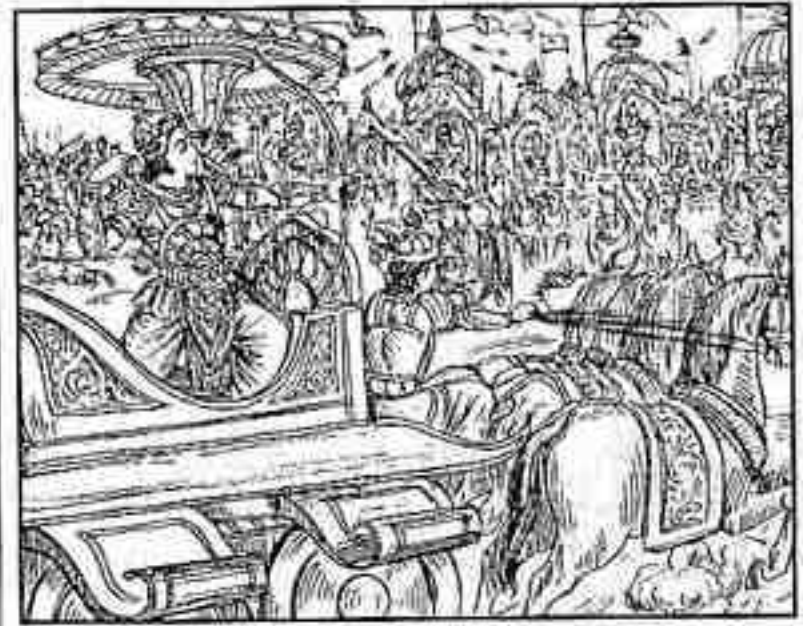
ছুটলেন। কিন্তু অভিমন্যু এঁদের পুনরায় রণে বিমুখ করলেন। শুধু লক্ষ্মণ সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। পুত্র স্নেহে দুর্যোধনও তাঁর কাছে ফিরে এলেন। দুর্যোধনের পেছনে অন্য মহারথীরাও এলেন। সকলে মিলে অভিমন্যুর ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিন্তু অভিমন্যু একাই সব মহারথীকে পরাস্ত করলেন, তারপর লক্ষ্মণের সামনে গিয়ে তাঁর বুকে এবং হাতে তীক্ষ্ণ বাণে তাকে আঘাত করলেন এবং তাঁকে বললেন—'ভাই ! এই পৃথিবীকে একবার ভালো করে দেখে নাও, কেননা এখনই তোমাকে পরলোকে যাত্রা করতে হবে। আজ তোমার বন্ধুবান্ধবের সামনে তোমাকে যমালয়ে পাঠাচ্ছি।' এই বলে মহাবাহু সুভদ্রাকুমার এক ভল্লের আঘাতে তার সেই সুন্দর নাসিকা, মনোহর ভ্রূ, কুঞ্চিত কেশ ও কুণ্ডলসহ মস্তক দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন।

কুমার লক্ষ্মণকে মৃত দেখে সকলে হাহাকার করে উঠল। নিজের প্রিয় পুত্রকে মৃত দেখে দুর্যোধনের ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি সব ক্ষত্রিয়দের ডেকে বললেন—'একে মেরে ফেলো।' তখন দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল এবং কৃতবর্মা—এই ছয় মহারথী অভিমন্যুকে চারদিকে ঘিরে ধরলেন। কিন্তু অর্জুনকুমার তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে ঘায়েল করে সবাইকে হটিয়ে দিয়ে সবেগে জয়দ্রথের সেনাদের

আক্রমণ করলেন। তাই দেখে কলিঙ্গ ও নিষাদ বীরদের সঙ্গে ক্রাথ পুত্র এসে গজ-সেনাদের সাহায্যে অভিমন্যুদের রাস্তা আটকালেন। তখন তাঁর সঙ্গে অভিমন্যুর প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। অভিমন্যু সেই গজ-সৈন্য সংহার করলেন। ক্রাথ অভিমন্যুর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তার মধ্যে দ্রোণ প্রমুখ মহারথীগণ যাঁরা চলে গিয়েছিলেন ফিরে এলেন এবং ধনুকে টংকার তুলে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বাণে ওই সব মহারথীকে প্রতিহত করে ক্রাথপুত্রকে পীড়িত করলেন। তারপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করে তার ধনুক, বাণ, বাহু, মুকুট এবং মস্তকও কেটে

ফেললেন। সেই সঙ্গে তার ছাতা, ধ্বজা, সারথি এবং ঘোড়াগুলিকে রণাঙ্গনে শায়িত করলেন। ক্রাথের পতন হতেই অধিকাংশ যোদ্ধা বিমুখ হয়ে পালাতে লাগল।

তখন দ্রোণ প্রমুখ ছয়জন মহারথী পুনরায় অভিমন্যুকে ঘিরে ধরলেন। তাই দেখে অভিমন্যু দ্রোণ, বৃহদ্বল, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামাকে বহুবাণে বিদ্ধ করলেন। তারপর তিনি কৌরবদের গৌরববৃদ্ধিকারী বীর বৃন্দারককে আপনার পুত্রদের সামনেই বধ করলেন। তখন অভিমন্যুর ওপরে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, কৃতবর্মা, বৃহদ্বল এবং কৃপাচার্য বহু বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁরা সবদিক দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেও সুভদ্রাকুমার তাঁদের দশটি করে বাণ মেরে সকলকে আহত করলেন। তারপর কোশলরাজ অভিমন্যুর বুকে একটি বাণ মারলেন। অভিমন্যুও তাঁর ঘোড়া, ধ্বজা, ধনুক এবং সারথিকে ভূপতিত করলেন। রথচ্যুত হয়ে কোশল-নরেশ ঢাল-তলোয়ার হাতে নিয়ে অভিমন্যুর কুণ্ডলপরিহিত মস্তক ছেদন করার জন্য এলেন ; তার মধ্যেই অভিমন্যু তাঁর বুকে বাণ মারলেন। বাণ লাগতেই বুক বিদীর্ণ হয়ে কোশলরাজ রণভূমিতে পড়ে গেলেন। সেই সঙ্গে অভিমন্যু সেখানে উপস্থিত দশ হাজার মহাবলী রাজাকে বধ করলেন, যাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কটূক্তি করছিলেন। সুভদ্রানন্দন এইভাবে বাণবর্ষণ করে আপনার যোদ্ধাদের গতি রোধ করে রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

——o——

## অভিমন্যু দ্বারা কৌরববীরদের সংহার এবং ছয় মহারথীর প্রচেষ্টায় অভিমন্যু বধ

সঞ্জয় বললেন—তারপর কর্ণ এবং অভিমন্যু দুজনে রক্তাপ্লুত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন কর্ণের ছজন মন্ত্রী সামনে এলেন, তাঁরা সকলেই বিচিত্র প্রকারে যুদ্ধ করতেন। কিন্তু অভিমন্যু তাঁদের ঘোড়া এবং সারথিসহ বিনাশ করলেন এবং অন্য ধনুর্ধারীদেরও দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। এরপর তিনি মগধরাজের পুত্রকে ছয় বাণে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে ঘোড়া ও সারথিসহ অশ্বকেতুকেও বধ করলেন। তারপর মর্তিকাবতক দেশের রাজা ভোজকে ক্ষুরপ্র নামক বাণে মৃত্যুর পারে পাঠিয়ে সিংহনাদ করে উঠলেন। এরমধ্যে দুঃশাসনের পুত্র এসে চার বাণে চারটি ঘোড়া, একটিতে সারথি এবং দশ বাণ দিয়ে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করলেন। অভিমন্যুও তখন সাত বাণে দুঃশাসনের পুত্রকে আঘাত করে বললেন—আরে! তোমার পিতা তো কাপুরুষের মতো যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, এখন তুমি যুদ্ধ করতে এসেছ ? সৌভাগ্যের কথা হল যে তুমি যুদ্ধ করতে জানো, কিন্তু আজ তোমাকে জীবিত ছাড়ব না। এই বলে তিনি দুঃশাসনের পুত্রের ওপর এক তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন, অশ্বত্থামা তিন বাণের সাহায্যে সেটি কেটে ফেললেন। তখন অভিমন্যু অশ্বত্থামার ধ্বজা কেটে তিন বাণে শল্যকে আঘাত করলেন। শল্যও তাঁর বুকে নটি বাণ মারলেন।

অভিমন্যু শল্যের ধ্বজা কেটে তাঁর পার্শ্বরক্ষক এবং সারথিকে মেরে ফেললেন, তারপর ছয় বাণে শল্যকে বিদ্ধ করলেন। শল্য তাঁর রথ ত্যাগ করে অন্য রথে গিয়ে উঠলেন। তারপর সুভদ্রানন্দন শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, সুবর্চা এবং সূর্যভাস—এই পাঁচ রাজাকে বধ করে শকুনিকে আঘাত করলেন। শকুনিও তিন বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করে দুর্যোধনকে বললেন—'দেখো, এ প্রথম থেকেই এক এক করে আমাদের বধ করে চলেছে, এবার আমরা সকলে মিলে একে বধ করব।'

তখন কর্ণ দ্রোণাচার্যকে বললেন—'অভিমন্যু প্রথম থেকেই আমাদের সকলকে পরাস্ত করে যাচ্ছে ; এখন একে বধ করার কোনো উপায় সত্বর আমাদের বলুন।' তখন মহাধনুর্ধর দ্রোণ সকলকে বললেন—'এই পাণ্ডবনন্দনের ক্ষিপ্রতা দেখ ! বাণ সন্ধান করে ছোঁড়ার সময়টুকুর মধ্যে এর রথের মধ্যে শুধু মণ্ডলাকার ধনুকটাই দেখা যায়, সে নিজে কোথায়, তা দেখা যায় না। সুভদ্রানন্দন আমাকে বাণবিদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে, আমার প্রাণ যাবার উপক্রম ; তা সত্ত্বেও তার পরাক্রম দেখে আমার আনন্দই হচ্ছে। তার হস্তকৌশলে সমস্ত দিকে বাণবর্ষণ হচ্ছে। এখন অর্জুন আর তার মধ্যে আমি কোনো প্রভেদ দেখতে পাচ্ছি না।' তাঁর কথা শুনে কর্ণ ইতিমধ্যে অভিমন্যুর বাণে আহত হয়ে দ্রোণকে পুনরায় বললেন—'আচার্য, অভিমন্যু ভয়ংকরভাবে আঘাত করছে ! আমাকে সাহস করে দাঁড়াতে হবে ভেবে দাঁড়িয়ে আছি। এই তেজস্বী কুমারের তীক্ষ্ণ বাণ আমাকে অত্যন্ত আহত করছে।'

কর্ণের কথা শুনে আচার্য দ্রোণ হেসে ফেললেন, তারপর ধীরস্বরে বললেন—'একে তো এই তরুণ রাজকুমার নিজেই পরাক্রম দেখাচ্ছে, তাছাড়া এর বর্মও অভেদ্য। আমি এর পিতা অর্জুনকে যে বর্ম-ধারণ বিদ্যা শিখিয়েছিলাম, এ নিশ্চয়ই সেই বিদ্যা শিক্ষা করেছে। সুতরাং যদি এর ধনুক, বর্ম কাটা হয়, পার্শ্বরক্ষক ও সারথিকে বধ করা যায়, তাহলে কার্যোদ্ধার হওয়া সম্ভব। রাধানন্দন ! তুমি অত্যন্ত বড় ধনুর্ধর ; যদি সম্ভব হয়, তাই করো। যতক্ষণ ধনুক থাকবে, ততক্ষণ দেবতা এবং অসুরও একে পরাজিত করতে পারবে না।'

আচার্যের কথা শুনে কর্ণ বাণের দ্বারা অভিমন্যুর ধনুক কেটে ফেললেন। কৃতবর্মা তার ঘোড়াগুলি এবং কৃপাচার্য পার্শ্বরক্ষক ও সারথিকে হত্যা করলেন। তাকে ধনুক ও রথহীন দেখে অন্য মহারথীরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর ওপর বাণনিক্ষেপ করতে লাগলেন। একদিকে ছয়জন মহারথী, অন্যদিকে অসহায় একা অভিমন্যু, সেই নির্দয় মহারথীরা একাকী বালকের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ধনুক খণ্ডিত, রথটিও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ; তবুও ক্ষাত্র-ধর্মের পালনার্থে বীর অভিমন্যু হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে নামলেন। নিজের লঘিমা শক্তির দ্বারা তিনি গরুড়ের ন্যায় লম্ফ দিচ্ছিলেন, তার মধ্যে দ্রোণাচার্য 'ক্ষরপ্র' নামক বাণে তাঁর তলোয়ার টুকরো টুকরো করে দিলেন এবং কর্ণ তাঁর ঢাল ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।

এখন তাঁর হাতে তলোয়ারও রইল না, সমস্ত শরীর বাণে বিদ্ধ ছিল ; সেই অবস্থায় তিনি লম্ফ দিয়ে হাতে চক্র

নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণাচার্যের ওপর পড়লেন। সেইসময় তাঁকে চক্রধারী ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় দেখাচ্ছিল। তাঁকে দেখে রাজারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন এবং সকলে মিলে তাঁর চক্র টুকরো টুকরো করে দিলেন। তখন মহারথী অভিমন্যু এক বিশাল গদা হাতে অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করলেন। জ্বলন্ত বজ্রের ন্যায় গদাকে আসতে দেখে অশ্বত্থামা রথ থেকে নেমে তিন পা পিছিয়ে গেলেন। গদার আঘাতে তাঁর ঘোড়া, পার্শ্বরক্ষক এবং সারথি মারা গেল। তারপরে অভিমন্যু সুবলের পুত্র কালিকেয় এবং তার অনুচর সাতাত্তরজন গান্ধারকে মৃত্যুমুখে পাঠালেন। তারপর দশ বসাতীয় মহারথী এবং সাত কেকয়

মহারথীদের সংহার করে দশটি হাতিকে বধ করলেন। পরে দুঃশাসনকুমারের রথ এবং ঘোড়াগুলিকে গদা দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। দুঃশাসনের পুত্র এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গদা হস্তে অভিমন্যুর দিকে দৌড়লেন। দুজনে দুজনকে বধ করার আকাঙ্ক্ষায় আঘাত করতে করতে মাটিতে পড়ে গেলেন। দুঃশাসন পুত্র প্রথমে উঠে দাঁড়ালেন এবং যেই

অভিমন্যু উঠতে যাবেন ঠিক তখনই তাঁর মাথায় গদা দিয়ে আঘাত করলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে বেচারা অভিমন্যু অচেতন হয়ে আবার পড়ে গেলেন। মহারাজ ! তারপর সেই নিরস্ত্র, অচেতন বালককে সমবেত মহারথীরা নির্মমভাবে হত্যা করল।

আকাশ থেকে পড়া চন্দ্রের ন্যায় সেই শূরবীরকে রণভূমিতে পড়তে দেখে অন্তরীক্ষে দণ্ডায়মান সকল প্রাণ হাহাকার করে উঠল। সকলে একসুরে বলে উঠল, 'দ্রোণ এবং কর্ণের মতো ছয় প্রধান মহারথী মিলে একাকী বালককে যেভাবে বধ করেছেন, আমরা তাকে ধর্ম বলে মনে করি না।' চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় কান্তিমান বালক অভিমন্যুকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে আপনার যোদ্ধাদের অত্যন্ত আনন্দ হল আর পাণ্ডবরা হৃদয়ে বড় আঘাত পেলেন। রাজন্ ! অভিমন্যু এখনও বালক, যৌবনে পদার্পণ করেনি। এই বীর নিহত হতেই যুধিষ্ঠিরের সামনেই সমস্ত পাণ্ডবসেনা পালিয়ে গেল। তাই দেখে যুধিষ্ঠির তাদের ডেকে বললেন—'বীরগণ ! যুদ্ধে মৃত্যু সন্নিকট হলেও অভিমন্যু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি। তোমরাও তার মতো ধৈর্য ধরো, ভয় পেয়ো না। আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করব।' এই কথা বলে ধর্মরাজ তাঁর দুঃখভারাক্রান্ত সৈনিকদের শোক দূর করলেন। রাজন্ ! অভিমন্যু অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি দশ হাজার রাজকুমার এবং মহারথী কৌশল্যকে বধ করে মারা গিয়েছিলেন। তিনি যে পুণ্যবানদের অক্ষয়লোক লাভ করেছেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ; সুতরাং তিনি শোকের যোগ্য নন।

মহারাজ ! আমরা এইভাবে পাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠ বীরকে বধ করে এবং তাঁর বাণে পীড়িত ও রক্তাপ্লুত হয়ে শিবিরে ফিরে এলাম। আসার সময় দেখলাম শত্রুপক্ষও অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিষণ্ণ হয়ে শিবিরের দিকে যাচ্ছে। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা রণক্ষেত্রে রক্তের যে নদী প্রবাহিত করেছিল, তা বৈতরণীর ন্যায় ভয়ংকর এবং দুস্তর ছিল। রণভূমির মধ্যে প্রবাহিত সেই নদী জীবিত ও মৃত সকলকেই ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। রণস্থল ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল।

—o—

# যুধিষ্ঠিরের বিলাপ এবং ব্যাসদেব কর্তৃক মৃত্যুর উৎপত্তি বর্ণনা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! মহাবীর অভিমন্যুর মৃত্যুর পর সমস্ত পাণ্ডবযোদ্ধা রথ ছেড়ে, বর্ম ও ধনুক নামিয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের চারদিকে বসে মনে মনে অভিমন্যুকে স্মরণ করে তাঁর যুদ্ধের কথা ভাবছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা মনে করে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন, 'যেমন গোরুর গোয়ালে সিংহের শাবক প্রবেশ করে তেমনই, যে শুধু আমার প্রিয়কাজ করার ইচ্ছায় দ্রোণের দুর্ভেদ্যগুহায় প্রবেশ করেছিল, যার সামনে এসে যুদ্ধ কুশল বড় বড় মহারথীও পালাতে পথ পাচ্ছিল না, যে আমাদের ভয়ানক শত্রু দুঃশাসনকে তার বাণে আহত করে রণক্ষেত্রের বাইরে পাঠিয়েছিল সেই বীর অভিমন্যু দ্রোণ সেনার মহাসাগর পার হয়েও দুঃশাসনকুমারের হাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হল। তার মৃত্যুর পর আমি অর্জুন অথবা সুভদ্রার কাছে কী করে মুখ দেখাব ? হায় ! সে বেচারি আর তার প্রিয় পুত্রকে দেখতে পাবে না। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এই দুঃখদায়ক সংবাদ কী করে জানাব ? আমি কী নির্দয়, যে সুকুমার বালককে শয়ন, ভোজন এবং বসন-ভূষণ পরিধানে সযত্নে রাখা উচিত, তাকে আমি যুদ্ধে সর্বাগ্রে পাঠিয়েছিলাম। সেই তরুণ যোদ্ধা এখনও তেমনভাবে রণকুশল হয়ে ওঠেনি, তাহলে সে কুশলে ফিরে আসবে কী করে ? অর্জুন বুদ্ধিমান, নির্লোভ, ক্ষমাবান, রূপবান, বলবান, জ্যেষ্ঠের সম্মান রক্ষাকারী, বীর এবং সত্য পরাক্রমী, যার কর্মের প্রশংসা দেবতারাও করেন, যে অভয় আকাঙ্ক্ষাকারী শত্রুদেরও অভয়প্রদান করে, তার বলবান পুত্রকে আমরা রক্ষা করতে পারলাম না। বল এবং পুরুষার্থে যার সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই, সেই অর্জুনকুমারকে মৃত দেখে আমার বিজয়লাভে আর কোনো আনন্দ নেই ; তার বিহনে পৃথিবীর রাজত্ব, অমরত্ব অথবা দেবলোকের অধিকারেও আমার আর প্রয়োজন নেই।'

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির যখন বিলাপ করছিলেন, সেই সময় মহাত্মা বেদব্যাস সেখানে এলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর ও স্বাগত জানালে, তিনি যখন আসন গ্রহণ করলেন তখন অভিমন্যুর শোকে সন্তপ্ত হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন —'মুনিবর ! সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু যখন যুদ্ধ করছিল, তখন বহু অধর্মী মহারথী তাকে ঘিরে ধরে বধ করেছে। আমি ব্যূহতে ঢোকার জন্য তাকে পথ করে দিতে বলেছিলাম। সে

তাই করেছিল। অভিমন্যু ভিতরে প্রবেশ করল, আমরা তার পেছন পেছন ঢুকতে গেলে জয়দ্রথ আমাদের বাধা দেয়। যোদ্ধাদের নিজের সমকক্ষ বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত। কিন্তু শত্রুরা তার সঙ্গে অত্যন্ত অনুচিত ব্যবহার করেছে। সেজন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তাপ হচ্ছে। বারবার তারই চিন্তা হচ্ছে, একটুও শান্তি পাচ্ছি না।'

ব্যাসদেব বললেন—'যুধিষ্ঠির ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান এবং সর্বশাস্ত্রবিদ্। তোমার মতো ব্যক্তির সংকটে পড়ে মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। অভিমন্যু যুদ্ধে বহু বীরকে বধ করে অভিজ্ঞ মহারথীর ন্যায় পরাক্রম দেখিয়ে স্বর্গগমন করেছে। ভারত ! বিধাতার বিধানকে কেউই অমান্য করতে পারে না। মৃত্যু তো দেবতা, গন্ধর্ব এবং দানবদেরও প্রাণ হরণ করে ; তাহলে মানুষের তো কথাই নেই।'

যুধিষ্ঠির বললেন—'মুনে ! এই শূরবীর রাজকুমার শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। বলা হচ্ছে, সে মারা গেছে ; কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে 'মরে গেছে' কেন বলা হচ্ছে ? মৃত্যু কার হয়, কেন হয় ? এবং সে কীভাবে প্রজাসংহার করে ? কীভাবে জীবকে পরলোকে নিয়ে যায় ? আমাকে সব ভালো করে বলুন !'

ব্যাসদেব বললেন— রাজন্ ! জ্ঞানীব্যক্তিরা এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। তা শুনলে তুমি স্নেহবন্ধনের কারণ যে দুঃখ তা থেকে মুক্ত হবে। এই উপাখ্যান সমস্ত পাপনাশকারী, আয়ুবৃদ্ধিকারী, শোক-নাশক, অত্যন্ত মঙ্গলকারী এবং বেদাধ্যয়নের ন্যায় পবিত্র। আয়ুষ্মান পুত্র, রাজ্য এবং লক্ষ্মীকামনাকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

ও বৈশ্যদের প্রাতঃকালে এই আখ্যান শ্রবণ করা উচিত।

প্রাচীন কালের কথা। সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। শত্রুরা তাঁর ওপর আক্রমণ করে। রাজার এক পুত্র ছিল, নাম হরি। সে নারায়ণের মতো বলবান ছিল এবং যুদ্ধে ইন্দ্রের সমকক্ষ। সেই হরি যুদ্ধে দুষ্কর পরাক্রম দেখিয়ে শেষে শত্রুর হাতে নিহত হয়। তাতে রাজা অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন। তাঁর পুত্রশোকের সংবাদ পেয়ে দেবর্ষি নারদ এলেন। রাজা তাঁকে যথোচিত পূজা-অর্চনা করলেন। দেবর্ষি আসন গ্রহণ করলে তিনি বললেন—'প্রভু ! আমার পুত্র ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় কান্তিমান এবং মহাবলী ছিল। বহু শত্রু মিলে তাকে বধ করেছে, আমি সঠিকভাবে জানতে চাই 'এই মৃত্যু কী ? এর বল, বীর্য এবং পৌরুষ' কেমন ?'

রাজার কথা শুনে দেবর্ষি নারদ তাঁকে বললেন—রাজন্ ! আদিতে জগৎ সৃষ্টির সময় পিতামহ ব্রহ্মা যখন সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন তখন তার সংহার হতে না দেখে তিনি চিন্তাগ্রস্ত হলেন। চিন্তা করতে করতে যখন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না, তখন তাঁর ক্রোধ হল। তাঁর এই ক্রোধের ফলে আকাশে অগ্নি প্রকাশিত হল এবং তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভগবান ব্রহ্মা সেই অগ্নির দ্বারা পৃথিবী, আকাশ এবং সমস্ত চরাচর জগৎকে দহন করতে আরম্ভ করলেন। তা

দেখে রুদ্রদেবতা ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করলেন। শংকর এলে প্রজার মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—'পুত্র ! তুমি নিজ ইচ্ছায় উৎপন্ন হয়েছ এবং আমার কাছ থেকে অভীষ্ট বস্তু লাভের যোগ্য। বলো, তোমার কী কামনা পূর্ণ করব ?'

রুদ্র বললেন—'প্রভু ! আপনি নানাপ্রকার প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তারা সকলেই আপনার ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের এই দশা দেখে আমার দয়া হচ্ছে। ভগবান ! এবার আপনি ওদের ওপর প্রসন্ন হোন।'

ব্রহ্মা বললেন—'পৃথিবী দেবী জগতের ভারে পীড়িত হচ্ছে, সেই আমাকে এই সংহারে প্রবৃত্ত করেছে। এই বিষয়ে বহু চিন্তা করেও যখন কোনো উপায় মনে এল না, তখন আমার অত্যন্ত ক্রোধ হল।'

রুদ্র বললেন—'প্রভু ! সংহার করার জন্য আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। প্রজার ওপর প্রসন্ন হন। আপনার ক্রোধে উৎপন্ন এই অগ্নি পর্বত, বৃক্ষ, নদী, তৃণ, জলাশয় ইত্যাদি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগৎকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এখন আপনার ক্রোধ যাতে শান্ত হয়—আমাকে সেই বর প্রদান করুন। প্রজার হিতের জন্য এমন কোনো উপায় ভাবুন, যাতে এই প্রাণীদের জীবন রক্ষা হয়।'

নারদ বললেন—শংকরের কথা শুনে ব্রহ্মা প্রজা কল্যাণের জন্য সেই অগ্নিকে পুনরায় নিজের মধ্যে লীন করে নিলেন। তাকে লীন করার সময় তাঁর সব ইন্দ্রিয় হতে এক নারী প্রকাশিত হল। তার রং ছিল কালো, লাল এবং হলুদ। তার জিহ্বা, মুখ এবং চক্ষুও লাল ছিল। ব্রহ্মা তাঁকে 'মৃত্যু' নামে ডাকলেন এবং বললেন 'আমি লোক সংহারের জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, তাতেই তোমার উৎপত্তি হয়েছে, সুতরাং তুমি আমার আদেশে এই সমস্ত চরাচর জগতকে নাশ করো। তোমার এতে কল্যাণ হবে।'

ব্রহ্মার কথায় সেই নারী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে যে জল পড়ছিল, ব্রহ্মা তা হাতে নিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। মৃত্যু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! আপনি আমাকে এইরূপ নারী কেন সৃষ্টি করলেন ? আমাকে জেনে শুনে এই অহিতকারক কঠোর কর্ম করতে হবে ? আমি পাপকে ভয় পাই। আমার দেওয়া দুঃখে লোক কাঁদবে ; সেই দুঃখী ব্যক্তিদের চোখের জলকে আমার খুব ভয় হচ্ছে, তাই আমি আপনার শরণ চাইছি। আমাকে বর দিন, আজ থেকে আমি ধেনুকাশ্রমে গিয়ে আপনার আরাধনা করে তীব্র তপস্যা করব। ক্রন্দন-

শীল, দুঃখী লোকের প্রাণ হরণ করা আমার দ্বারা হবে না। আমাকে এই পাপ থেকে রক্ষা করুন।'

ব্রহ্মা বললেন—'মৃত্যু! প্রজা সংহারের জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যাও, সব প্রজাকে বিনাশ করতে থাক। এতে চিন্তা করার কিছু নেই ; তাই হবে, এর কোনো পরিবর্তন হবে না। তুমি আমার আদেশ পালন করো। এতে তোমার কোনো অপযশ হবে না।'

ব্রহ্মার কথা অনুযায়ী সেই কন্যা প্রজা সংহারের প্রতিজ্ঞা না করেই তপ করার জন্য ধেনুকাশ্রমে চলে গেলেন। সেখান থেকে পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ এবং মলয়াচল প্রভৃতি তীর্থে গিয়ে স্বেচ্ছায় কঠোর নিয়মাদি পালন করে শরীর শীর্ণ করতে লাগলেন। তিনি অনন্যভাবে শুধু ব্রহ্মাতেই তাঁর সুদৃঢ় ভক্তি রেখেছিলেন। তিনি তাঁর ধর্মাচরণে পিতামহকে প্রসন্ন করলেন।

ব্রহ্মা তখন প্রসন্ন মনে তাঁকে বললেন—'মৃত্যু! বলো তো, কেন তুমি এই কঠোর তপস্যা করছ ?' মৃত্যু বললেন—'প্রভু! আমি আপনার কাছে এই বর চাই, যেন আমাকে প্রজানাশ করতে না হয়। আমার অধর্মে বড় ভয়, তাই আমি তপস্যায় রত আছি। ভগবান! আমার মতো ভীতসন্ত্রস্ত অবলাকে আপনি অভয়প্রদান করুন। আমি এক নিরপরাধ নারী, অত্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি ; আপনার কৃপা ভিক্ষা করছি, আমাকে শরণ প্রদান করুন।' ব্রহ্মা বললেন—'কল্যাণী! এই প্রজাবর্গের বিনাশ করলে তোমার পাপ হবে না। আমার কথা কোনোভাবেই মিথ্যা হবে না। অতএব তুমি চার প্রকারের প্রজা নাশ করো, সনাতন ধর্ম তোমাকে পবিত্র করে রাখবে। লোকপাল, যম এবং নানাপ্রকার ব্যাধি তোমায় সাহায্য করবে। তাহলে দেবতারা এবং আমি—সকলেই তোমাকে বর প্রদান করব।'

তাঁর কথা শুনে মৃত্যু ব্রহ্মার শ্রীচরণে মাথা ঠেকিয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করে বললেন—'প্রভু! আমি ছাড়া যদি এ কাজ না হয়, তাহলে আপনার আদেশ শিরোধার্য। একটা কথা বলি, শুনুন! লোভ, ক্রোধ, দোষদৃষ্টি, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ, নির্লজ্জতা এবং কটুবাক্য বলা—এই নানাপ্রকার দোষই যেন প্রাণীদের দেহ নাশ করে।'

ব্রহ্মা বললেন—'মৃত্যু! তাই হবে! তোমার চোখের জলের বিন্দু, যা আমি হাতে নিয়েছিলাম, তা ব্যাধি হয়ে গতায়ু প্রাণীদের বিনাশ করবে। তোমার পাপ হবে না, সুতরাং ভয় পেয়ো না! তুমি কামনা ও ক্রোধ ত্যাগ করে সমস্ত জীবের প্রাণ হরণ করো। তাহলে তুমি অক্ষয় ধর্ম প্রাপ্ত করবে। যারা মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত, সেই জীবদের অধর্মই বধ করবে। অসত্যের দ্বারাই প্রাণী নিজেকে পাপপঙ্কে ডুবিয়ে ফেলে।'

নারদ বললেন—মৃত্যুনামধারিণী সেই নারী ব্রহ্মার উপদেশে, বিশেষত তাঁর শাপের ভয়ে 'ঠিক আছে' বলে তাঁর আদেশ মেনে নিলেন। তখন থেকে তিনি কাম ও ক্রোধ ত্যাগ করে অনাসক্তভাবে প্রাণীদের অন্তকাল এলে তাদের প্রাণ হরণ করেন। একেই প্রাণীদের মৃত্যু বলা হয়, তাতেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়েছে। রোগকেই ব্যাধি বলা হয়, যাতে জীব রুগ্ন হয়। জীবনের আয়ু ফুরিয়ে গেলে সকল প্রাণীরই মৃত্যু হয়। তাই রাজন্! তুমি বৃথা শোক করো না। মৃত্যুর পর সবপ্রাণীই পরলোকে যায় এবং সেখান থেকে ইন্দ্রিয়াদি এবং বৃত্তিগুলিসহ এখানে ফিরে আসে। দেবতারাও পরলোকে নিজ কর্মভোগ পূর্ণ করে এই মর্ত্যলোকে আবার জন্ম নেন। তাই তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়। সে বীরদের প্রাপ্তব্য রমণীয় লোকে গিয়ে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছে। ব্রহ্মা প্রজাদের সংহারের জন্যই স্বয়ং মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সময় এলে তিনি সকলকেই সংহার করেন। এই

জেনে ধৈর্যশীল ব্যক্তি মৃত প্রাণীদের জন্য শোক করেন না। সমস্ত জগৎ বিধাতার সৃষ্ট, তিনি ইচ্ছা অনুসারে তা সংহার করেন, সুতরাং তুমি তোমার মৃত পুত্রের শোক ত্যাগ করো।

ব্যাসদেব বললেন—নারদের এই অর্থযুক্ত কথা শুনে রাজা অকম্পন তাঁকে বললেন—'ভগবান ! আমার শোক দূর হয়েছে, আমি এখন প্রসন্ন হয়েছি। আপনার শ্রীমুখে এই ইতিহাস জেনে আমি কৃতার্থ হয়েছি, আপনাকে প্রণাম।' রাজার এরূপ সন্তোষজনক কথা শুনে দেবর্ষি নারদ তখনই নন্দনবনে চলে গেলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ! এই উপাখ্যান শুনলে এবং শোনালে পুণ্য, যশ, আয়ু, ধন, স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। মহারথী অভিমন্যু যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রু সংহার কালে মৃত্যুলাভ করেছে। সে চন্দ্রের নির্মল পুত্র আবার চন্দ্রেই লীন হয়েছে। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং প্রমাদ পরিত্যাগ করে শীঘ্রই ভ্রাতাসহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

—o—

## ব্যাসদেব কর্তৃক সৃঞ্জয়পুত্র, মরুত, সুহোত্র, শিবি এবং রামের পরলোক গমনের বর্ণনা

যুধিষ্ঠির বললেন—মুনিবর ! প্রাচীন কালের পুণ্যাত্মা, সত্যবাদী এবং গৌরবশালী রাজর্ষিদের কর্মের বর্ণনা করে আপনার যথার্থ বাক্যে আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

ব্যাসদেব বললেন—পূর্বকালে শৈব্য নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর পুত্রের নাম ছিল সৃঞ্জয়। সৃঞ্জয় রাজা হলে দেবর্ষি নারদ ও পর্বত—এই দুই ঋষির সঙ্গে তাঁর মিত্রতা হয়। কোনো এক সময়ে, এই দুই ঋষি রাজা সৃঞ্জয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহে এলেন। রাজা তাঁদের শাস্ত্রোচিত সৎকার করলেন এবং তাঁরা সেখানে সুখে থাকতে লাগলেন।

সৃঞ্জয়ের পুত্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তিনি নিজ সামর্থ্য অনুসারে ব্রাহ্মণদের ভক্তিভরে সেবা করলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ বেদ-বেদাঙ্গ জ্ঞাতা এবং তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে রত থাকতেন। রাজার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে সেই ব্রাহ্মণগণ নারদকে বললেন—'ভগবান ! আপনি রাজা সৃঞ্জয়কে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একটি পুত্র প্রদান করুন।' নারদ 'তথাস্তু' বলে সৃঞ্জয়কে বললেন—'রাজর্ষি ! ব্রাহ্মণরা আপনার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন, তাঁরা আপনাকে পুত্র প্রদান করতে চান। আপনার কল্যাণ হোক, আপনি যেমন পুত্র চান, তার জন্য বর প্রার্থনা করুন।'

নারদ এই কথা বললে রাজা হাত জোড় করে বললেন—'ভগবান ! আমি এমন পুত্র চাই যে যশস্বী, তেজস্বী এবং শত্রুদমনকারী হবে এবং তার মল-মূত্র-থুতু এবং ঘর্মও সুবর্ণময় হবে।' রাজার তেমনই পুত্র জন্মাল। তার নাম হল সুবর্ণষ্ঠীবী। সেই বরে রাজার গৃহে নিরন্তর ধন বৃদ্ধি হতে লাগল। তিনি তাঁর মহল, প্রাচীর, কেল্লা, ব্রাহ্মণদের গৃহ, পালঙ্ক, বিছানা, রথ, বাসনপত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব স্বর্ণ নির্মিত করলেন। কিছুকাল পরে রাজগৃহে ডাকাত পড়ে এবং তারা রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীকে বলপূর্বক জঙ্গলে ধরে নিয়ে যায়। সুবর্ণলাভের উপায় তাদের জানা না থাকায় তারা মূর্খের মতো রাজকুমারকে বধ করে। পরে তার দেহ কেটে ফেলে, কিন্তু কোনো কিছুই পায় না। তার প্রাণ চলে গেলে ধন লাভের উপায়ও নষ্ট হয়ে গেল। মূর্খ ডাকাতরা সেই অনুপম রাজকুমারকে বধ করে, নিজেরাও খুনোখুনিতে শেষ হয়ে যায়। শেষকালে সেই পাপী ডাকাতরা অসম্ভাব্য নামক নরকে পতিত হয়।

রাজা মৃতপুত্রকে দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে করুণস্বরে

বিলাপ করতে থাকেন। সেই সংবাদ পেয়ে দেবর্ষি নারদ তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—'সৃঞ্জয় ! নিজ অপূর্ণ কামনা নিয়ে তোমাকেও একদিন মরতে হবে, তাহলে অন্যের জন্য এত শোক কেন ? অন্যের কথা ছেড়ে দাও, অবিক্ষিতের পুত্র রাজা মরুত্তও বাঁচেনি। বৃহস্পতির সঙ্গে অপ্রণয় হওয়ায় সংবর্ত রাজা মরুত্তের দ্বারা যজ্ঞ করিয়েছিলেন। ভগবান শংকর রাজর্ষি মরুত্তকে এক সুবর্ণ গিরিশিখর প্রদান করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞশালায় ইন্দ্রাদি দেবতা, বৃহস্পতি এবং সমস্ত প্রজাপতি বিরাজমান ছিলেন। যজ্ঞের সমস্ত জিনিস স্বর্ণ নির্মিত ছিল। তাঁর যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দুধ, দই, ঘি, মধু, রুচিকর ভোজ্য, ইচ্ছানুযায়ী বস্ত্র ও অলংকার প্রদান করা হত। মরুত্তের গৃহে মরুৎ(পবন)দেব খাদ্য পরিবেশন করতেন এবং বিশ্বদেব সভাসদ ছিলেন। তিনি দেবতা, ঋষি এবং পিতৃপুরুষদের হবিষ্য, শ্রাদ্ধ এবং স্বাধ্যায়ের সাহায্যে তৃপ্ত করেছিলেন। ইন্দ্রও তাঁর মঙ্গল চাইতেন। তাঁর রাজ্যে প্রজাদের রোগ-ব্যাধি হত না। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং শুভকর্মের দ্বারা অক্ষয় পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা মরুৎ তরুণাবস্থায় থেকে প্রজা, মন্ত্রী, ধর্মপত্নী, পুত্র এবং ভাইদের নিয়ে এক হাজার বছর ধরে রাজ্যশাসন করেছিলেন। সৃঞ্জয় ! এরূপ প্রতাপশালী রাজাও, যিনি তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বার্থেই বড় ছিলেন, তিনিও যদি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা না পান, তাহলে তোমারও পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।'

নারদ পুনরায় বললেন—'রাজা সুহোত্রেরও মৃত্যুর কথা শোনা গেছে। তিনি তাঁর সময়ের অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, দেবতারাও তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারতেন না। তিনি প্রজাপালন, ধর্ম, দান, যজ্ঞ ও শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ—এগুলিকেই কল্যাণকর বলে মনে করতেন। ধর্মদ্বারা দেবতাদের আরাধনা করতেন, বাণের দ্বারা শত্রুর ওপর বিজয়লাভ করতেন এবং নিজ গুণে সমস্ত প্রজাদের প্রসন্ন রাখতেন। তিনি ম্লেচ্ছ এবং ডাকাতদের বিনাশ করে সমস্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর প্রসন্নতার জন্য মেঘও বহুবর্ষ ধরে তাঁর রাজ্যে সুবর্ণ বর্ষণ করেছিল। সেখানে সুবর্ণরসের নদী প্রবাহিত ছিল। তাতে স্বর্ণকুমির ও স্বর্ণ মৎস্য বাস করত। মেঘ অভীষ্ট বস্তু বর্ষণ করত। রাজ্যে এক ক্রোশ লম্বা-চওড়া দিঘি ছিল, তাতে সুবর্ণময় কুমির ও কচ্ছপ থাকত। সেইসব দেখে রাজা আশ্চর্য হতেন। তিনি কুরুজাঙ্গাল দেশে যজ্ঞ করেছিলেন এবং তাঁর অপার সুবর্ণরাশি ব্রাহ্মণদের বিতরণ করেছিলেন। রাজা সুহোত্র এক হাজার অশ্বমেধ, একশত রাজসূয় এবং বহু দক্ষিণাসম্পন্ন নানা ক্ষত্রিয় যজ্ঞ এবং নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। সৃঞ্জয় ! এই সুহোত্রও তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁকেও রেহাই দেয়নি। এইসব ভেবে তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।'

নারদ আবার বলতে লাগলেন—'রাজন্ ! যিনি সমস্ত পৃথিবীকে চর্মের ন্যায় বেষ্টন করেছিলেন, সেই উশীনরপুত্র রাজা শিবিও মারা গিয়েছিলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি দশকোটি আশরফি দান করেছিলেন, সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, পশু, ধান, মৃগ, গাভী, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি সহ বহু ভূখণ্ড ব্রাহ্মণদের প্রদান করেছিলেন। আকাশ থেকে পতিত জলধারা, আকাশে যত নক্ষত্র, গঙ্গার চরে যত বালুকণা, মেরুপর্বতে যত শিলাখণ্ড এবং সমুদ্রে যত রত্ন ও জলচর প্রাণী আছে, শিবির ব্রাহ্মণদের দান করা গাভীর সংখ্যাও প্রায় তেমনই। প্রজাপতিও শিবির ন্যায় মহাকার্যভারবহনকারী কোনো দ্বিতীয় মহাপুরুষ—অতীতে দেখা যায়নি, বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও দুর্লভ। তিনি বহু যজ্ঞ করেছিলেন, যাতে প্রার্থীদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করা হত। সেই যজ্ঞে যজ্ঞস্তম্ভ,

আসন, গৃহ, প্রাচীর এবং দরজা—এ সবই সুবর্ণ নির্মিত হত। যজ্ঞের জন্য দুধ ও দইয়ের বড় বড় কুণ্ড ভরা থাকত। শুদ্ধ অন্নের পর্বত রাখা থাকত। সেখানে সকলের জন্য

ঘোষণা করা হত যে—'সজ্জনবৃন্দ স্নান করো এবং যার যেমন রুচি সেই অনুসারে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করো।' ভগবান শিব রাজা শিবির পুণ্যকর্মে প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছিলেন যে, 'রাজন্ ! সর্বদা দান করলেও তোমার ধনক্ষয় হবে না। তোমার শ্রদ্ধা, সুযশ এবং পুণ্য কর্ম অক্ষয় হবে। তোমার কথা অনুসারেই সকল প্রাণী তোমাকে ভালোবাসবে এবং অন্তকালে তোমার উত্তম লোক প্রাপ্তি হবে।'

উত্তম বর প্রাপ্ত হয়ে রাজা শিবি সময় হলে দিব্য লোকে গমন করলেন। তিনি তোমার ও তোমার পুত্রের থেকেও অধিক পুণ্যবান ছিলেন। ইনিই যখন মৃত্যু থেকে রক্ষা পাননি, তখন তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

সৃঞ্জয় ! যিনি প্রজাদের পুত্রের ন্যায় ভালোবাসতেন, সেই দশরথনন্দন রামও পরমধামে গমন করেছেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন এবং অসংখ্য গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পিতার আদেশে ধর্মপত্নী সীতা এবং ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে চোদ্দবছর বনবাস করেছিলেন। জনস্থানে থেকে তপস্বী মুনিদের রক্ষার জন্য তিনি চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করেন। সেখানে থাকাকালীন রাম ও লক্ষ্মণকে মায়ামুগ্ধ করে রাবণ নামক রাক্ষস তাঁর পত্নী সীতাকে হরণ করেন। রাবণ দেবতা ও দৈত্যদের অবধ্য ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের কণ্টকস্বরূপ ছিলেন। রাম রাবণকে সঙ্গীসাথীসহ বধ করেন। দেবতারা তাঁর স্তুতি করেন, সমস্ত জগতে তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে। দেবতা ও ঋষিগণ তাঁর সেবায় ব্যাপৃত হন। তিনি বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করে সমস্ত প্রাণীদের প্রতি দয়া করেন। ধর্মসহকারে প্রজাপালন করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীরামচন্দ্র ক্ষুধা ও পিপাসা জয় করেছিলেন। সমস্ত দেহধারীর রোগ নষ্ট করেছিলেন। তিনি কল্যাণময়-গুণসম্পন্ন ছিলেন এবং সর্বদা নিজ তেজে প্রকাশমান থাকতেন। রামের শাসন কালে এই পৃথিবীতে দেবতা, ঋষি এবং মানুষ একসঙ্গে বসবাস করতেন। তখন সকলেই দীর্ঘায়ু হত। কোনো যুবক অকালে মারা যেত না। দেবতা এবং পিতৃপুরুষগণ প্রসন্ন হয়ে হব্যগ্রহণ করতেন। রামরাজ্যে বিষাক্ত প্রাণী ছিল না। সেই সময় লোকেরা অধার্মিক, লোভী বা মূর্খ হত না। সকলবর্ণের মানুষই শিষ্ট, বুদ্ধিমান এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করত।

জনস্থানে রাক্ষসরা পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের যে পূজা নষ্ট করেছিল, ভগবান শ্রীরাম রাক্ষসবধ করে তা পুনঃপ্রচলিত করেছিলেন। সেই সময় মানুষের বহু সন্তান জন্ম নিত এবং তারা প্রত্যেকেই দীর্ঘায়ু হত। বড়কে কখনো ছোটর শ্রাদ্ধ করতে হত না। ভগবান রামের শ্যামসুন্দর বর্ণ, তরুণ চেহারা এবং ঈষৎ অরুণ বর্ণ বিশাল

চক্ষু, আজানুলম্বিত বাহু, সিংহস্কন্ধ সকল জীবের মনোহরণ করত। তিনি এগারো হাজার বছর রাজ্যপালন করেন। সেই সময় লোকের মুখে শুধু রামেরই নাম থাকত। অন্তকালে তাঁর চার ভ্রাতার আট পুত্রের মাধ্যমে আটটি ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের স্থাপনা করে চারটি বর্ণের প্রজাসহ তিনি পরমধামে গমন করেন। সৃঞ্জয় ! তুমি ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ রামও যদি জীবিত থাকতে না পারেন, তবে তুমি কেন তোমার পুত্রের জন্য শোক করছ ?'

—০—

## ভগীরথ, দিলীপ, মান্ধাতা, যযাতি, অম্বরীষ এবং শশবিন্দুর মৃত্যুর দৃষ্টান্ত

নারদ পুনরায় বললেন—সৃঞ্জয় ! রাজা ভগীরথেরও মৃত্যুর কথা শোনা গেছে। তিনি যজ্ঞ করার সময় গঙ্গার দুধারে সোনার ইঁট দিয়ে ঘাট তৈরি করেছিলেন এবং স্বর্ণালংকার পরিহিত দশ লাখ কন্যা ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। তারা সকলেই চার ঘোড়াযুক্ত রথে বসেছিল। প্রত্যেক রথের পেছনে স্বর্ণহার পরিহিত একশত হাতি ছিল, প্রত্যেক হাতির পেছনে এক হাজার করে ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গে শত শত গাভী, ছাগল ও মেষ অনুগামী ছিল।

এইভাবে তিনি বহু দক্ষিণা দিয়েছিলেন। গঙ্গা এত প্রাণী সমাবেশে ভয় পেয়ে 'আমায় রক্ষা করো' বলে ভগীরথের সাহায্য নেন। তার জন্য গঙ্গা ভগীরথের কন্যা হওয়ায়, তাঁর নাম হয় ভাগীরথী। গঙ্গাদেবী তাঁকে পিতা বলতেন। যে যে ব্রাহ্মণ যখনই কোনো অভীষ্ট বস্তু চেয়েছেন, জিতেন্দ্রিয় রাজা প্রসন্নতা সহকারে সেইসব বস্তু তৎক্ষণাৎ তাঁদের অর্পণ করেছেন। রাজা ভগীরথ ব্রাহ্মণদের কৃপায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সৃঞ্জয় ! ইনি তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বভাবে বড় ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি এখানে থাকতে পারলেন না, অন্যের আর কী কথা ! অতএব তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

ইলবিলোর পুত্র দিলীপও মারা গিয়েছেন, যাঁর শত যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ তত্ত্বজ্ঞানী এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যজ্ঞের সময় ধন-ধান্যসম্পন্ন এই সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়েছিলেন। রাজা দিলীপের যজ্ঞে স্বর্ণপথ নির্মাণ করা হয়েছিল। ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁকে ধর্মের সমকক্ষ মেনে তাঁর যজ্ঞে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর সুবর্ণময় সভাভবন সদা দেদীপ্যমান থাকত। সেখানে অন্নের পাহাড় এবং পেয় পদার্থের নদী বিরাজ করত। গন্ধর্বরাজ

বিশ্বাবসু সেখানে আনন্দে বীণা বাজাতেন। সকলেই সেই সত্যবাদী রাজাকে সম্মান করতেন। তাঁর একটি অদ্ভুত জিনিস ছিল, তিনি যুদ্ধ করার সময় জলে গেলেও, তাঁর রথের চাকা জলে ডুবত না। সেই সত্যবাদী, উদার রাজাকে যিনি দর্শন করতেন, তিনিও স্বর্গলোকের অধিকারী হতেন। দিলীপের ঘরে পাঁচ প্রকার আওয়াজ কখনো বন্ধ হত না—স্বাধ্যায়ের আওয়াজ, ধনুকের টংকার, অতিথির জন্য পান, ভোজন ও সাধুর জন্য ভিক্ষা গ্রহণের সুমধুর আহ্বান। সৃঞ্জয় ! এই রাজাও তোমাদের থেকে অনেক বড় ছিলেন, তিনি জীবিত থাকেননি। তাহলে তুমি কেন পুত্রের জন্য শোক করছ ?

যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতারও মৃত্যু হয়েছে। তিনি দেবতা, অসুর ও মানুষ— তিনলোকেরই বিজয়ী ছিলেন। কোনো এক সময়ের কথা, রাজা যুবনাশ্ব বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ঘোড়া অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল এবং তাঁরও পিপাসা পেয়েছিল। এর মধ্যে তিনি দূরে ধোঁয়া উঠতে দেখলেন, সেটি লক্ষ্য করে তিনি এক যজ্ঞমণ্ডপে

গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে একটি পাত্রে ঘৃতমিশ্রিত জল রাখা ছিল ; রাজা সেটি পান করেন। পেটে গিয়ে সেই মন্ত্রপূত জল বালকে পরিণত হয়। তারজন্য বৈদ্য শিরোমণি অশ্বিনীকুমারকে ডাকা হয়, তিনি গর্ভ থেকে সেই বালককে বার করেন। সেই বালক দেবতার ন্যায় তেজস্বী ছিল। তাকে পিতৃ ক্রোড়ে শায়িত দেখে দেবতারা বলাবলি করতে থাকেন, 'এ কার দুধ পান করবে ?' তাই শুনে ইন্দ্র বলে উঠলেন—'মাং ধাতা, আমার দুধ পান করবে।'

তখন ইন্দ্রের আঙুল থেকে ঘি এবং দুধের ধারা প্রবাহিত হল। ইন্দ্র যেহেতু দয়াপরবশ হয়ে 'মাং ধাতা' বলেছিলেন, তাই বালকের নাম হল মান্ধাতা। ইন্দ্রের হাত থেকে ঘি ও দুধ পান করে সে বৃদ্ধি পেতে লাগল। বারো দিনেই সেই বালক বারো বৎসরের বালকের মতো হয়ে উঠল। রাজা হয়ে মান্ধাতা এক দিনেই সমস্ত পৃথিবী জয় করে নিলেন। তিনি ধর্মাত্মা, ধৈর্যবান, বীর, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, পুরু, বৃহদ্রথ, অসিত এবং নৃগকেও পরাজিত করেছিলেন। সূর্য যেখান থেকে উদিত হতেন এবং যেখানে অস্ত যেতেন, সে সব ক্ষেত্রই যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার রাজ্য বলা হত।

মান্ধাতা শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি শত যোজন বিস্তৃত মৎস্যদেশ ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞে মধু ও দুধ প্রবাহিত নদী এবং চতুর্দিকে অন্নের পাহাড় ছিল। সেই নদীর ভেতর ঘৃতের কয়েকটি কুণ্ড ছিল। সেই রাজার যজ্ঞে দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্প, পক্ষী, ঋষি এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে কেউই মূর্খ ছিল না। তিনি ধন-ধান্য পরিপূর্ণ আসমুদ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন এবং সময়মতো তিনিও ইহলোক থেকে গমন করেন। সমস্ত দিকে তাঁর সুযশ ছড়িয়ে তিনি পুণ্যবানদের লোকে পৌঁছে গেলেন। সৃঞ্জয় ! ইনিও তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনিও যখন মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা পাননি, অন্যের আর কী কথা ! সুতরাং তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

নহুষনন্দন যযাতির মৃত্যুও শোনা গেছে। তিনি একশত রাজসূয়, একশত অশ্বমেধ, এক হাজার পুণ্ডরীক যজ্ঞ, একশত বাজপেয় যজ্ঞ, এক হাজার অতিরাত্র যজ্ঞ, চাতুর্মাস্য এবং অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি নানাপ্রকার যজ্ঞ করেছিলেন, তাতে ব্রাহ্মণদের অনেক দক্ষিণা দিয়েছিলেন। পরম পবিত্র সরস্বতী নদী, সমুদ্র এবং পর্বতসহ অন্যান্য স্রোতস্বিনীগুলি যজ্ঞকারী যযাতিকে ঘৃত ও দুগ্ধ প্রদান করেছিলেন। নানাপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার পূজা করে তিনি পৃথিবীকে চারভাগ করে সেগুলি ঋত্বিক, অধ্বর্যু, হোতা ও উদ্গাতা—এই চারপ্রকার ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর পত্নীদ্বয় দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠা উত্তম সন্তানের জন্ম দেন। যখন ভোগ করে তিনি শান্তিপ্রাপ্ত হলেন না, তখন তিনি নিম্নলিখিত গাথা রচনা করে ধর্মপত্নীকে নিয়ে বাণপ্রস্থে গমন করেন। গাথাটি হল—'এই পৃথিবীতে যত ধান্য, স্বর্ণ, পশু এবং নারী ইত্যাদি আছে, তা একটি মানুষকেও সন্তুষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত নয়—এই চিন্তা করে মনকে শান্ত করা উচিত।'

রাজা যযাতি এইভাবে ধৈর্যপূর্বক কামনা ত্যাগ করে নিজ পুত্র পুরুকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে বাণপ্রস্থে গমন করেন। সৃঞ্জয় ! ইনিও তোমার এবং তোমার পুত্রের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইনিও যদি মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে তোমারও মৃতপুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

কথিত আছে, নাভাগের পুত্র অম্বরীষও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি একাকী দশলাখ যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কোনো এক সময়ের কথা, রাজার শত্রুগণ তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষায় চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। তারা সকলেই অস্ত্রকৌশলী ছিল এবং রাজার প্রতি অশুভ বাক্য প্রয়োগ করছিল। তখন রাজা অম্বরীষ তাঁর সামর্থ্য, অস্ত্রবল, হস্তকৌশল এবং যুদ্ধকুশলতার দ্বারা শত্রুদের ছত্র, ধ্বজা, আয়ুধ ও রথ টুকরো টুকরো করে দেন। তখন তারা প্রাণভিক্ষা করে প্রার্থনা করে যে 'আমরা আপনার শরণাগত' বলে কৃপা চায়। শত্রুদের বশীভূত করে সমস্ত পৃথিবী জয় করে তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে একশত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে উত্তম ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য লোকেরাও সর্বপ্রকার উত্তম অন্নভোজন করে অত্যন্ত তৃপ্ত হয় এবং রাজাও সকলকে ভালোভাবে আদর-আপ্যায়ন করেন। রাজা সেইসঙ্গে অধিক মাত্রায় দক্ষিণাও প্রদান করেন। মহর্ষিগণ তাঁর ওপর প্রসন্ন হয়ে বলতেন যে, 'অসংখ্য দক্ষিণা প্রদানকারী রাজা অম্বরীষ যেমন যজ্ঞ করতেন, তেমন যজ্ঞ আগের কোনো রাজা করেননি এবং পরেও করবেন না।' সৃঞ্জয় ! ইনি তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনিও মৃত্যুর বশীভূত হয়েছিলেন, সুতরাং তোমার মৃতপুত্রের জন্য

শোক করা উচিত নয়।

শোনা যায়, রাজা শশবিন্দু, যিনি নানাপ্রকার যজ্ঞ করেছিলেন, তিনিও মৃত্যুর কবলিত হয়েছিলেন। তাঁর এক লাখ পত্নী ছিল, প্রত্যেকের গর্ভে এক হাজার করে সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। সব রাজকুমারই পরাক্রমী, বেদপারঙ্গম এবং উত্তম ধনুর্ধারী ছিলেন। সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। রাজা তাঁর পুত্রদের অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। প্রত্যেক রাজপুত্রের সঙ্গে সুবর্ণ ভূষিত একশতজন কন্যা, এক একটি কন্যার সঙ্গে একশত করে হাতি, প্রত্যেক হাতির সঙ্গে একশত করে রথ, প্রত্যেক রথের সঙ্গে একশত করে ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গে হাজার হাজার গাভী এবং প্রত্যেক গাভীর সঙ্গে পঞ্চাশটি করে মেষ। এই অপার ধন রাজা শশবিন্দু তাঁর মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দান করে ছিলেন। সেই যজ্ঞে ক্রোশব্যাপী অন্নের

পাহাড় তৈরি হয়েছিল। রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তেরোটি অন্নের পর্বত উদ্বৃত্ত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবীতে সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও নীরোগ ছিল। যেখানে কোনো বিঘ্ন নেই, সেখানে কোনো রোগ-বালাইও থাকে না। বহুকাল রাজ্য উপভোগ করে শেষে রাজা শশবিন্দু দিব্যলোক প্রাপ্ত হন। সৃঞ্জয় ! ইনিও তোমার ও তোমার পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; ইনিও যখন পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করেন, তখন তোমার নিজ পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

---o---

## রাজা গয়, রন্তিদেব, ভরত ও পৃথুর কথা এবং যুধিষ্ঠিরের শোকনিবৃত্তি

মহর্ষি নারদ বললেন—রাজা অমূর্তরয়ের পুত্র গয়েরও মৃত্যুর কথা শোনা যায়। তিনি একশত বৎসর অগ্নিহোত্র করেছিলেন এবং প্রত্যহ হোমবিশিষ্ট অন্নই ভোজন করতেন। তাতে অগ্নিদেব প্রসন্ন হয়ে রাজাকে বর চাইতে বললে, রাজা গয় এই বর প্রার্থনা করেন—'আমি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, ব্রত, নিয়ম এবং গুরুজনের কৃপায় বেদাদির জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে চাই। অন্যকে কষ্ট না দিয়ে নিজ ধর্ম অনুসারে অক্ষয় ধনলাভ করতে চাই। প্রতিদিন যেন ব্রাহ্মণদের দান করি এবং এই

কাজে যেন আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। নিজ বর্ণের কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, সেই নারী যেন পতিব্রতা হয় এবং তারই গর্ভে যেন আমার পুত্র হয়। অন্নদানে যেন আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মে যেন মন নিবিষ্ট থাকে। আমার ধর্মকার্যে যেন কখনো কোনো বিঘ্ন না আসে।'

অগ্নিদেব 'তাই হোক' বলে অন্তর্ধান করলেন। রাজা গয় তাঁর সমস্ত অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হলেন এবং ধর্মদ্বারাই শত্রুর ওপর বিজয়লাভ করলেন। একশত বৎসর ধরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্রহায়ণ, চাতুর্মাস্য ইত্যাদি নানাপ্রকার যজ্ঞ করেন/এবং প্রচুর দক্ষিণা দেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে একলাখ ষাট হাজার গোরু, দশহাজার ঘোড়া এবং একলাখ আশরফি দান করতেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে মণিময় স্বর্ণ-পৃথিবী তৈরি করে ব্রাহ্মণদের দান করেন। সমুদ্র, নদ, নদী, বন, দ্বীপ, নগর, রাষ্ট্র, আকাশ ও স্বর্গে যে নানা প্রাণী বাস করেন, তাঁরা সকলে তাঁর যজ্ঞে তৃপ্ত হয়ে বলে থাকেন—'রাজা গয়ের মতো যজ্ঞ আর কখনো হয়নি।' তিনি ছত্রিশ যোজন লম্বা এবং ত্রিশ যোজন চওড়া চব্বিশটি সুবর্ণমণ্ডিত বেদি নির্মাণ করেছিলেন। এটি পূর্ব থেকে ক্রমশ পশ্চিমে নির্মাণ করা হয়েছিল। বেদির ওপর হীরে-মুক্তো গাঁথা ছিল। সেগুলি বস্ত্রালংকারের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের দান করা হয়েছিল। যজ্ঞের শেষে অন্নের পঁচিশটি পর্বত উদ্বৃত্ত হয়ে গিয়েছিল। কোথাও বস্ত্র, কোথাও অলংকারের রাশি জড়ো হয়েছিল। সেই যজ্ঞের প্রভাবে রাজা গয় ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।

সেই পুণ্যকে অক্ষয় কীর্তি প্রদানকারী অক্ষয়বট এবং পবিত্র তীর্থ ব্রহ্মসরও তাঁর জন্য বিখ্যাত হল। সৃঞ্জয়! এই রাজা গয় তোমার এবং তোমার পুত্রের থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; তা সত্ত্বেও তিনি যখন বেঁচে নেই, তখন তুমি পুত্রের জন্য শোক নিবারণ করো।

শুনেছি, সঙ্কৃতির পুত্র রন্তিদেবও জীবিত নেই। তাঁর কাছে দু লাখ পাচক কাজ করত, যারা গৃহে অতিথি ব্রাহ্মণদের সুধার ন্যায় মিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে পরিবেশন করত। রাজা রন্তিদেব প্রত্যেক পক্ষে সুবর্ণের সঙ্গে হাজার বলদ দান করতেন। একটি বলদের সঙ্গে একশত গাভী, সঙ্গে আটশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হত। তার সঙ্গে যজ্ঞ এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীও থাকত। তিনি একশত বৎসর এই নিয়ম পালন করেছিলেন। তিনি ঋষিদের কমণ্ডলু, ঘড়া, বালতি, পিঁড়ি, শয্যা, আসন, মহল, গৃহ, বৃক্ষ এবং অন্ন-ধন প্রভৃতি দান করতেন। সমস্ত বস্তু স্বর্ণখচিত হত। রন্তিদেবের এই অলৌকিক সমৃদ্ধি দেখে পুণ্যবেত্তারা তাঁদের যশোগানে বলতেন—'আমরা কুবেরের গৃহেও রন্তিদেবের মতো ধনের পূর্ণ ভাণ্ডার দেখিনি, তাহলে মানুষের আর কথা কী?' তাঁর সমস্ত সামগ্রীই সোনার ছিল। তিনি যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের প্রায় সবই দান করে দিতেন। তাঁর প্রদত্ত হব্য-কব্য দেবতা ও পিতৃপুরুষ

প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতেন। ব্রাহ্মণদের সব কামনাই তাঁর কাছে পূর্ণ হত। সৃঞ্জয় ! ইনিও তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; এ হেন ব্যক্তিও যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

দুষ্মন্তের পুত্র ভরতও মৃত্যুলাভ করেছিলেন, তার কাহিনী শোনো। ভরত বনবাসকালে শিশু বয়সেই এমন পরাক্রম দেখিয়েছিলেন, যা অন্যের পক্ষে কঠিন। তিনি যখন শিশু ছিলেন, বড় বড় সিংহকে দমন করে বেঁধে ফেলতেন। তারপর টেনে নিয়ে যেতেন। অজগরের দাঁত ভেঙে দিতেন এবং পালাতে থাকা হাতির দাঁত ধরে নিজের বশে নিয়ে আসতেন। তিনি সব জীবকে এভাবে দমন করতেন দেখে ব্রাহ্মণরা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'সর্বদমন'।

রাজা ভরত যমুনাতীরে একশত, সরস্বতী কূলে তিনশত এবং গঙ্গাকিনারে চারশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তারপর পুনরায় তিনি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একশত রাজসূয় যজ্ঞ করেন, যাতে উত্তম দক্ষিণা প্রদান করা হয়। তারপর অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে দশলাখ বাজপেয় যজ্ঞ করেন। শকুন্তলানন্দন এই সব যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের বহুধন দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। সৃঞ্জয় ! ভরতও তোমার এবং তোমার পুত্রের থেকে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ; তিনিও যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

মহর্ষিগণ রাজসূয় যজ্ঞে যাকে 'সম্রাট' পদে অভিষিক্ত করেছিলেন, সেই মহারাজ পৃথুও মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত যত্নে পৃথিবীকে চাষাবাদের যোগ্য করে প্রথিত (প্রসিদ্ধ) করেছিলেন, তাই তিনি 'পৃথু' নামে খ্যাত। এই পৃথিবী পৃথুর কাছে কামধেনু হয়ে উঠেছিল, চাষ না করেই এখানে ফসল ফলত। সমস্ত গাভী সেইসময় কামধেনুর সমান ছিল। পাতা থেকে মধু ঝরত। কুশগুলি সুবর্ণময় হত এবং তা সুখদ এবং কোমলও হত। তাই প্রজাগণ তার বস্ত্র পরিধান করত এবং তার ওপরেই শয়ন করত। বৃক্ষাদির ফল অমৃতের ন্যায় মধুর ও স্বাদু হোত। কেউ অভুক্ত থাকত না। সকলেই নীরোগ ছিল। সকলের ইচ্ছা পূর্ণ হত এবং সকলেই নির্ভয়ে থাকত। লোকে নিজ নিজ রুচি অনুসারে বৃক্ষতলে বা গুহায় বাস করত। সেইসময় রাষ্ট্র বা নগরের বিভাজন ছিল না। সকলেই সুখী, সন্তুষ্ট এবং প্রসন্ন ছিল।

রাজা পৃথু সমুদ্র যাত্রা করলে জল থেমে যেত এবং পর্বত রাস্তা করে দিত। তাঁর রথের ধ্বজা কখনো ভাঙেনি। একবার তাঁর কাছে বনস্পতি, পর্বত, দেবতা, অসুর, মনুষ্য, সর্প, সপ্তর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং পিতৃপুরুষরা এসে বললেন—'মহারাজ ! আপনি আমাদের সম্রাট, আপনি আমাদের কষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের রাজা, রক্ষক ও পিতা। আপনি আমাদের অভীষ্ট বর প্রদান করুন, যাতে আমরা অনন্তকাল তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করতে পারি।' তাই শুনে রাজা বললেন—'তাই হবে।'

তারপর রাজা পৃথু নানাপ্রকার যজ্ঞ করলেন এবং সকল প্রাণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। পৃথিবীতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, সেই আকারের সুবর্ণ পদার্থ তৈরি করে রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞে সেগুলি ব্রাহ্মণদের দান করেন। তিনি ছেষট্টি হাজার সোনার হাতি তৈরি করে ব্রাহ্মণদের দান
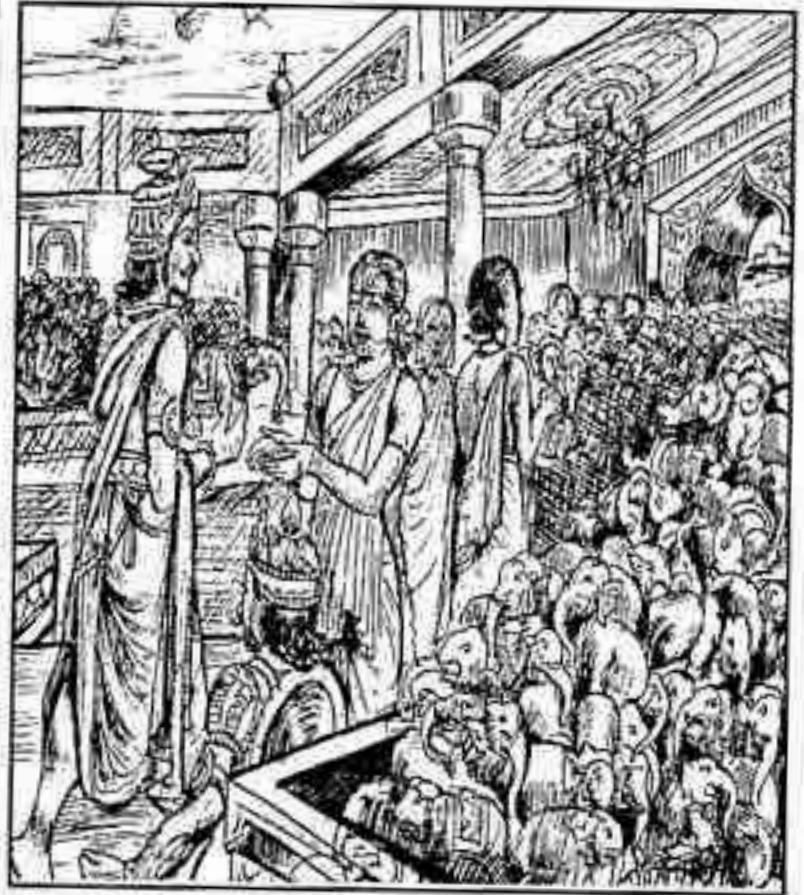
করেছিলেন। স্বর্ণ পৃথিবী নির্মাণ করে মণিমুক্তা ভূষিত করে দান করেছিলেন। সৃঞ্জয় ! ইনি তোমার ও তোমার পুত্রের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু ইনিও যখন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাননি, তখন তোমার পুত্রের জন্য শোক করা উচিত নয়।

ব্যাসদেব বললেন—যুধিষ্ঠির ! এইসব রাজাদের উপাখ্যান শুনে সৃঞ্জয় কিছু বললেন না, মৌন হয়ে থাকলেন। তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে নারদ বললেন—'রাজন্ ! আমি যা বলেছি, তা শুনেছ । কিন্তু মর্মার্থ বুঝতে পেরেছ কি ? শূদ্রজাতির নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে যেমন ব্রাহ্মণের সমস্ত কর্মই নষ্ট হয়ে যায়, আমার

এই সমস্ত কথা ব্যর্থ হয়ে যায়নি তো ?' তাঁর কথা শুনে সৃঞ্জয় হাত জোড় করে বললেন—'মুনিবর ! প্রাচীন রাজর্ষিদের এই উত্তম কাহিনী শুনে আমার সমস্ত শোক দূর হয়েছে। এখন আমার হৃদয়ে কোনো ব্যথা নেই। আপনি বলুন এখন আপনার কোন আদেশ পালন করব ।'

শ্রীনারদ বললেন—অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে তোমার শোক দূর হয়েছে ; এখন তোমার যা ইচ্ছা, আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও।

সৃঞ্জয় বললেন—আপনি আমার ওপর প্রসন্ন, এতেই আমি সন্তুষ্ট। যার ওপর আপনি প্রসন্ন, ইহ জগতে তার কাছে কোনো বস্তুই দুর্লভ নয়।

নারদ বললেন—ডাকাতরা তোমার পুত্রকে বৃথাই পশুর ন্যায় হত্যা করেছে। সে নরকে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে ; সুতরাং আমি তাকে নরক থেকে এনে তোমাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ব্যাসদেব বললেন—এই কথা বলতেই, সৃঞ্জয়ের সেই অদ্ভুত কান্তিমান পুত্র সেখানে উপস্থিত হল। তাকে দেখে রাজা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সৃঞ্জয়ের পুত্র নিজ ধর্ম পালন করে কৃতার্থ হয়নি, ভয়ে ভয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই শ্রীনারদ তাকে পুনরায় জীবন দান করেন। কিন্তু অভিমন্যু কৃতার্থ এবং শূরবীর ছিলেন ; সে রণাঙ্গনে হাজার হাজার শত্রু বধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। যোগী, নিষ্কামভাবে যজ্ঞকারী এবং তপস্বী ব্যক্তি যে উত্তম গতি লাভ করেন, তোমার পুত্রও সেই অক্ষয় গতি লাভ করেছে। অভিমন্যু চন্দ্রের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, সেই বীর তার অমৃতময় কিরণে প্রকাশমান হয়ে রয়েছে ; তার জন্য শোক করা উচিত নয়। এইসব ভেবে তুমি ধৈর্য ধারণ করো। শোক করলে দুঃখ বেড়েই যায় ; তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির শোক পরিত্যাগ করে নিজের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা উচিত। তুমি তো মৃত্যুর উৎপত্তি এবং তার অনুপম তপস্যার কথা শুনেছ। মৃত্যুর কাছে সব প্রাণীই সমান। ঐশ্বর্য চঞ্চল। সৃঞ্জয়ের পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কথায় তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই রাজা যুধিষ্ঠির ! তুমি এখন শোক ত্যাগ করো।

এই বলে ব্যাসদেব সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির প্রাচীন রাজাদের যজ্ঞ সম্পদের কথা শুনে মনে মনে তাঁদের প্রশংসা করে শোক পরিত্যাগ করলেন। তারপর 'অর্জুনকে কী বলব ?' ভেবে চিন্তান্বিত হলেন।

—— o ——

## অর্জুনের বিষাদ এবং জয়দ্রথকে বধ করার প্রতিজ্ঞা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! সেই দিন সূর্যাস্তে প্রাণী সংহার বন্ধ হলে সমস্ত সৈনিক নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেল। অর্জুনও তাঁর দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে সংশপ্তকদের বধ করে রথারূঢ় হয়ে শিবিরের দিকে চললেন। যেতে যেতে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'কেশব ! জানি না আজ আমার হৃদয় কেন এত ব্যাকুল হচ্ছে, সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কোনো অনিষ্ট হয়েছে, আমি একথা ভুলতেই পারছি না। পৃথিবী এবং সমস্ত দিকের ভয়ংকর উৎপাতে আমার ভয় হচ্ছে। আমার পূজনীয় ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর মন্ত্রিসহ কুশলে আছেন তো ?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—শোক কোরো না, মন্ত্রিসহ তোমার ভাইয়ের কল্যাণই হবে। এই অলক্ষণ অনুসারে অন্য কোনো অনিষ্ট হয়েছে বোধ হয়।

তারপর দুই বীর সন্ধ্যা উপাসনা করে রথে বসে যুদ্ধ সংক্রান্ত কথা বলতে বলতে চললেন। শিবিরে পৌঁছে

দেখলেন সেখানে সব নিরানন্দ ও শ্রীহীন হয়ে রয়েছে। তখন অর্জুন চিন্তিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন !

আজ শিবিরে মাঙ্গলিক বাদ্য বাজছে না, দুন্দুভির ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিও শোনা যাচ্ছে না। বীণা বা মঙ্গলগীত শোনা যাচ্ছে না। বন্দীগণ স্তুতিপাঠ করছে না। আমার সৈনিকরা আমাকে দেখে মুখ নীচু করে সরে যাচ্ছে। এদের ব্যাকুল দেখে আমার হৃদয়ের খটকা যাচ্ছে না। প্রতিদিনের মতো আজ সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু তার ভাইদের সঙ্গে হাসতে হাসতে আমাকে স্বাগত জানাতে এলো না।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে তাঁরা দুজনে শিবিরে পৌঁছে দেখলেন যে পাণ্ডবরা অত্যন্ত ব্যাকুল এবং হতোদ্যম হয়ে রয়েছেন। ভাইদের এবং পুত্রদের এই অবস্থায় দেখে এবং সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে সেখানে না পেয়ে অর্জুন আশঙ্কা করলেন অভিমন্যু নিহত এবং অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন —'আজ আপনাদের অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখছি, এদিকে অভিমন্যুকে দেখা যাচ্ছে না, আপনারা প্রসন্নভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না, কী হয়েছে ? আমি শুনেছি যে আচার্য দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন, আপনাদের মধ্যে অভিমন্যু ব্যতীত আর কেউই তা ভেদ করতে সক্ষম নয়। অভিমন্যুকেও আমি এখনও ওই ব্যূহ থেকে বার হবার উপায় বলিনি। আপনারা সেই বালককে চক্রব্যূহে পাঠাননিতো ? সুভদ্রানন্দন সেই ব্যূহ ভঙ্গ করে মারা পড়েনি তো ? সে সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রিয় এবং মাতা কুন্তী ও শ্রীকৃষ্ণের বড় আদরের ; বলুন এমন কে আছে, যে তাকে বধ করেছে ? হায় ! সে কেমন হাসিমুখে কথা বলত, সর্বদা বড়দের আদেশ পালন করত। শিশুবয়স থেকেই তার পরাক্রমের তুলনা ছিল না। কী সুন্দর প্রিয়ভাষী ছিল। ঈর্ষা, দ্বেষ তাকে ছুঁতে পারেনি। সে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। আজানুলম্বিত বাহু ও বিশাল কমল নয়ন ছিল তার। নিজের অনুচরদের ওপর তার খুব দয়া ছিল, কখনো নীচ ব্যক্তির সঙ্গ করত না। সে কৃতজ্ঞ, জ্ঞানী এবং অস্ত্রবিদ্যায় কুশল ছিল। যুদ্ধে কখনো পশ্চাদাপসরণ করত না। সে যুদ্ধকে অভিনন্দন জানাতো, শত্রু তাকে দেখলে ভীত হয়ে পড়ত। সে আত্মীয়দের প্রিয়কারী এবং পিতৃবর্গের বিজয়াকাঙ্ক্ষী ছিল। কখনো প্রথমে শত্রুকে আঘাত করত না এবং যুদ্ধে সর্বদা নির্ভীক থাকত। রথীদের গণনার সময় যাকে মহারথী বলে ধরা হয়েছিল, সেই বীর অভিমন্যুর মুখ না দেখে আমি কী করে শান্তি পাব ? আমার নিজের থেকে সুভদ্রার জন্য বেশি দুঃখ হচ্ছে, বেচারি পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকে প্রাণত্যাগ করবে। অভিমন্যুকে না দেখে সুভদ্রা এবং দ্রৌপদী আমাকে কী বলবে ? দুজনকে আমি কী জবাব দেব ? আমার হৃদয় সত্যিই বজ্র-নির্মিত, তাই তো পুত্রবধূ উত্তরার বিলাপের কথা ভেবেও আমার হৃদয় হাজার টুকরো হয়ে যাচ্ছে না।'

অর্জুনকে পুত্রশোকে ব্যথিত এবং তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সামলাতে লাগলেন এবং বললেন—'মিত্র ! এত ব্যাকুল হয়ো না। যারা যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, সেই সব শূরবীরদের এক দিন এই পথেই যেতে হয়। যুদ্ধেই যাদের জীবন চলে, বিশেষত সেই ক্ষত্রিয়দের এটিই পথ, শাস্ত্রজ্ঞরা তাদের জন্য এই গতিই নিশ্চিত করেছেন। সকল যোদ্ধাই চায় যে তাদের যেন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু হয়। অভিমন্যু বড় বড় বীর এবং মহাবলী রাজকুমারদের যুদ্ধে বধ করেছে, শত্রুর সামনে নির্ভয়ে থেকে বীরের বাঞ্ছনীয় মৃত্যুবরণ করেছে।/তোমাকে শোকাকুল দেখে তোমার ভাই ও বন্ধুরা অধিক দুঃখ পাচ্ছে। এদের তুমি সান্ত্বনা প্রদান করো। তুমি তো জানবার তত্ত্বগুলি জেনেছ ; তোমার শোক করা উচিত নয়।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বোঝালে অর্জুন তখন ভাইদের বললেন—'আমি শুরু থেকে অভিমন্যুর মৃত্যুর ঘটনা শুনতে চাই। আপনারা সকলেই অস্ত্রবিদ্যায় কুশল, হাতে অস্ত্র নিয়ে সেখানেই ছিলেন। সেই সময় অভিমন্যু ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও মৃত্যু মুখে যেত না ; আপনারা থাকা সত্ত্বেও সে কীভাবে মারা গেল ? আমি যদি জানতাম যে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল আমার পুত্রকে রক্ষা করতে অসমর্থ, তাহলে আমি নিজে থেকে তাকে রক্ষা করতাম।'

এই বলে অর্জুন চুপ করলেন। তখন যুধিষ্ঠির বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেউই তাঁর দিকে তাকাতে বা কথা বলতে সাহস করলেন না। যুধিষ্ঠির বললেন—'মহাবাহো ! তুমি যখন সংশপ্তক সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে, তখন দ্রোণাচার্য আমাকে বন্দী করার ভীষণ চেষ্টা করেন। তিনি রথী এবং সৈন্য নিয়ে ব্যূহ নির্মাণ করে বারংবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন আর আমরা ব্যূহাকারে সংগঠিত হয়ে তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ করে দিচ্ছিলাম। দ্রোণাচার্য তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে আমাদের আঘাত করছিলেন। সেই সময় ব্যূহ ভেদ করা দূরের কথা, আমরা তাঁর দিকে তাকাতেই পারছিলাম না। সেই পরিস্থিতিতে আমরা সকলে অভিমন্যুকে

বললাম—'পুত্র ! তুমি ব্যূহ ভেঙে দাও।' আমাদের কথাতেই সে এই অসহনীয় ভার বহন করতে রাজি হয় এবং তোমার শিক্ষানুসারে সে ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে চলে যায়। আমরাও তার প্রদর্শিত পথে যখন তার পেছনে যাচ্ছিলাম তখন জয়দ্রথ শংকরের বরদানের প্রভাবে আমাদের গতিরোধ করে। তারপর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা—এই ছয় মহারথী তাকে ঘিরে ধরে। তা সত্ত্বেও সেই বালক নিজ শক্তি অনুসারে তাদের পরাস্ত করার পূর্ণ প্রয়াস করে। কিন্তু এরা সকলে মিলে তাকে রথচ্যুত করে। যখন সে একা অসহায় হয়ে পড়ে, তখন দুঃশাসনের পুত্র সংকটাপন্ন অবস্থায় তাকে বধ করে। অভিমন্যু প্রথমে এক হাজার হাতি, ঘোড়া, রথী এবং পদাতিক বধ করেছে, তারপর আবার আটহাজার রথী এবং নয়শত হাতি সংহার করেছে, পরে দু হাজার রাজকুমার এবং আরও বহু অজ্ঞাত বীরদের বধ করে রাজা বৃহদ্বলকেও স্বর্গলোকে পাঠায়। তারপর সে স্বয়ং মারা যায় এবং এটিই আমাদের পক্ষে সবথেকে হৃদয় বিদারক কথা।'

ধর্মরাজের কথা শুনে অর্জুন 'হা পুত্র !' বলে করুণ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন এবং শোকে কাতর হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সেই সময় সকলেই বিষাদমগ্ন হয়ে অর্জুনকে ঘিরে বসলেন এবং একে অপরের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে অর্জুনের চেতনা ফিরে এলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন—'আমি আপনাদের সামনে

সত্যপ্রতিজ্ঞা করছি যে, জয়দ্রথ যদি কৌরবদের পক্ষ ছেড়ে পালিয়ে না যায় অথবা আমাদের বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অথবা যুধিষ্ঠিরের শরণ গ্রহণ না করে, তাহলে কাল আমি ওকে অবশ্যই বধ করব। কৌরবদের প্রিয় কর্মকারী পাপী জয়দ্রথই এই বালকের বধের নিমিত্ত হয়েছিল, সুতরাং কাল তাকে নিশ্চয়ই মৃত্যুর হাতে তুলে দেব। যদি কাল তাকে বধ না করি, তাহলে মাতৃ-পিতৃ হত্যাকারী, গুরুস্ত্রীগামী, সাধু-নিন্দুক, অপরের কলঙ্ককারী, গচ্ছিতের বস্তু অপহরণকারী, বিশ্বাসঘাতক পুরুষের যে গতি হয়, আমারও তাই হবে। যারা বেদাধ্যয়নকারী উত্তম ব্রাহ্মণদের এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের, সাধুদের এবং গুরুজনদের অনাদর করে, ব্রাহ্মণ, গাভী ও অগ্নিকে পা দিয়ে স্পর্শ করে, জলাশয়ে মল-মূত্র-থুতু ত্যাগ করে তাদের যে গতি হয়, জয়দ্রথকে কাল বধ না করলে আমারও সেই গতি হবে। নগ্ন হয়ে স্নানকারী, অতিথিদের নিরাশকরী, সুদখোর, মিথ্যাবাদী, ঠগ, আত্মবঞ্চক, অপরের ওপর মিথ্যা দোষারোপকারী ও পরিবারকে না দিয়ে একাকী খাদ্য-গ্রহণকারী লোকদের যে দুর্গতি হয়, জয়দ্রথকে বধ না করলে আমারও সেই গতি হবে। যে শরণাগতকে ত্যাগ করে এবং সজ্জনদের পালনপোষণ করে না, উপকারীদের নিন্দা করে, সুযোগ্য ব্যক্তিকে দান না করে অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে, শূদ্র জাতির স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রক্ষাকারীকে শ্রাদ্ধান্ন ভক্ষণ করায়, মাতাল, মর্যাদা ভঙ্গকারী, কৃতঘ্ন, স্বামী নিন্দুক—সেই ব্যক্তির যে দুর্গতি হয়, জয়দ্রথকে বধ না করলে তা আমারও হবে। যারা বাম হাতে ভোজন করে, কোলে রেখে খায়, পলাশের পাতায় উপবেশন ও তেন্দুর গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজে, যে ধর্মত্যাগ করেছে, প্রাতঃকালে ঘুমায়, ব্রাহ্মণ হয়ে ঠাণ্ডাকে এবং ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধকে ভয় পায়, শাস্ত্রের নিন্দা করে, দিবা-কালে ঘুমায় অথবা মৈথুন করে, গৃহে আগুন লাগায়, অগ্নিহোত্র ও অতিথি সংকারে বিমুখ, তৃষ্ণার্ত গোরুকে জলপানে বাধা দেয়, মাসিককালে নারী-সঙ্গ করে, অর্থ নিয়ে কন্যা বিক্রয় করে, বহু লোকের যজমানী করে, ব্রাহ্মণ হয়ে দাসবৃত্তি করে এবং যে ব্রাহ্মণকে দানের সংকল্প করে লোভবশত বিমুখ করে—তাদের যে দুঃখদায়ক গতি হয়, জয়দ্রথকে বধ না করলে আমারও তাই হবে। উপরে যে সকল পাপীদের উল্লেখ করেছি এবং যাদের নামের উল্লেখ করিনি তাদের যে দুর্গতি হয় জয়দ্রথকে কালকে নিধন না করলে আমারও যেন সেই গতি হয়। এবার আমার অন্য

প্রতিজ্ঞাও শুনুন—যদি কাল সূর্যাস্তের আগে পাপী জয়দ্রথ বধ না হয়, তবে আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব। দেবতা, অসুর, মানুষ, পক্ষী, নাগ, পিতৃ-পুরুষ, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি—এরা সকলে এবং এঁদের অতীত যা কিছু আছে সকলে মিলেও আমার শত্রুকে রক্ষা করতে পারবে না। জয়দ্রথ যদি পাতালে প্রবেশ করে অথবা অন্তরীক্ষে, দেবতাদের নগরে বা দৈত্যপুরীতে গিয়ে লুকোয় তাহলেও আমি শত শত বাণে অভিমন্যুর এই শত্রুর মস্তক দেহচ্যুত করবই।'

এই বলে অর্জুন ধনুকে টংকার দিলে, গাণ্ডীবের সেই ধ্বনি আকাশে গুঞ্জন তুলল। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করলেন এবং ক্রুদ্ধ অর্জুন খুব জোরে তাঁর দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই শঙ্খধ্বনিতে আকাশ-পাতালসহ সমস্ত চরাচর কম্পিত হল। সেই সময় শিবিরে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল এবং পাণ্ডবরা সিংহনাদ করতে লাগলেন।

—o—

## ভীত-সন্ত্রস্ত জয়দ্রথকে দ্রোণের আশ্বাস প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আলোচনা

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! দূতরা জয়দ্রথকে গিয়ে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা জানাল। শুনেই জয়দ্রথ ভয়ে বিহুল হয়ে গেলেন। অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে তিনি রাজাদের সভায় গেলেন, সেখানে তিনি প্রবল ভয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। অর্জুনকে ভয় পাওয়ায় তিনি বিলাপ করতে করতে বললেন—রাজাগণ ! পাণ্ডবদের হর্ষধ্বনি শুনে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে। মরণাপন্ন মানুষের মতো আমার সারা অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে। অর্জুন নিশ্চয়ই আমাকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছে তাই তো এই শোকের সময়ও তারা হর্ষান্বিত হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তো অর্জুনের প্রতিজ্ঞা দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, নাগ এবং রাক্ষসও অন্যথা করতে পারবে না। আপনাদের মঙ্গল হোক, আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি গিয়ে এমন স্থানে আশ্রয় নেব, যেখানে পাণ্ডবরা আমাকে দেখতে পাবে না।

জয়দ্রথকে এইভাবে ভয়ে ব্যাকুল হতে দেখে রাজা দুর্যোধন বললেন—'পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি এতো ভয় পেয়ো না।

যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরদের দ্বারা বেষ্টিত থাকলে তোমায় কে ধরতে পারবে ? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল্য, শল, বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, কলিঙ্গরাজ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি—এঁরা সকলে এবং আরও বহু রাজা তাঁদের সৈন্য নিয়ে তোমাকে রক্ষার জন্য থাকবেন। তুমি চিন্তা দূর করো। সিন্ধুরাজ ! তুমি নিজেও শ্রেষ্ঠ মহারথী, শূরবীর, তাহলে পাণ্ডবদের ভয় পাচ্ছ কেন ? আমার সমস্ত সৈন্য তোমাকে রক্ষা করার জন্য সতর্ক থাকবে, তুমি ভয় ত্যাগ করো।'

রাজন্ ! আপনার পুত্র জয়দ্রথকে এইভাবে আশ্বাস দিলে, জয়দ্রথ তাঁর সঙ্গে রাত্রেই দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন। আচার্যকে প্রণাম করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবান ! দূরের লক্ষ্য বিদ্ধ করতে, হাতের ক্ষিপ্রতায় এবং দৃঢ়ভাবে নিশানা করতে কে শ্রেষ্ঠ—আমি না অর্জুন ?'

দ্রোণাচার্য বললেন—'পুত্র ! যদিও তোমার ও অর্জুনের আমিই এক আচার্য, তবুও অভ্যাস এবং ক্লেশ সহ্য করায় অর্জুন তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ। তা সত্ত্বেও তোমার তাকে ভয় পাবার কিছু নেই ; কারণ আমি তোমার রক্ষক। আমি যাকে রক্ষা করি, তার ওপর দেবতাদেরও জোর চলে না। আমি এমন ব্যূহ রচনা করব, যাতে অর্জুন ঢুকতে পারবে না। সুতরাং ভয় পেয়ো না। উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করো। তোমার ন্যায় বীরের মৃত্যুভয় থাকাই উচিত নয়। কারণ তপস্বীগণ তপস্যা করে যে লোক প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয়ধর্ম গ্রহণকারী বীর অনায়াসে তা লাভ করেন।'

এইরূপ আশ্বাস পেয়ে জয়দ্রথের ভয় দূর হল এবং তিনি যুদ্ধ করা স্থির করলেন। তখন আপনার সৈন্যদের মধ্যেও

হর্ষধ্বনি শোনা গেল।

অর্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ডেকে বললেন—'ধনঞ্জয় ! তুমি ভাইদের অনুমতি নাওনি আর আমার কাছেও পরামর্শ চাওনি, তা সত্ত্বেও সকলকে শুনিয়ে যে জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করেছ—এ

তোমার অত্যন্ত দুঃসাহস। এতে লোকে আমাদের তামাশা করবে। আমি কৌরবদের শিবিরে গুপ্তচর পাঠিয়েছিলাম, তারা এসে আমাকে সব সংবাদ জানিয়ে গেছে। তুমি যখন সিন্ধুরাজবধের প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তখন এখানে রণভেরী বেজেছিল এবং সিংহনাদও করা হয়েছিল। কৌরবরা সেই আওয়াজ শুনেছে, তারা তোমার প্রতিজ্ঞার কথা জেনেছে। তাতে দুর্যোধনের মন্ত্রীরা বিষণ্ণ ও ভীত হয়েছে। জয়দ্রথও অত্যন্ত ভয় পেয়ে রাজসভায় গিয়ে দুর্যোধনকে বলেছে— 'রাজন্ ! অর্জুন আমাকেই তার পুত্রহন্তা বলে মনে করছে। তাই সে সকল সৈন্যদলের মাঝে দাঁড়িয়ে আমাকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছে, এ সব্যসাচীর প্রতিজ্ঞা, তা দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর নাগ কেউই অন্যথা করতে পারবে না। তোমার সৈন্যদলে আমি এমন কোনো ধনুর্ধারী দেখছি না যে এই মহাযুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে অর্জুনের অস্ত্র নিবারণ করতে সক্ষম। আমার বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় অর্জুন দেবতা-সহ ত্রিলোকও বিনাশ করতে সক্ষম। তাই আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইছি। অথবা তুমি যদি মনে করো তাহলে অশ্বত্থামা ও দ্রোণাচার্যের দ্বারা আমাকে রক্ষা করার আশ্বাস দাও।' তখন দুর্যোধন স্বয়ং দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেন। জয়দ্রথের রক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয়ে গেছে, রথও প্রস্তুত। কাল যুদ্ধে কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বৃষসেন, কৃপাচার্য এবং শল্য—এই ছয় মহারথী সামনে থাকবেন। দ্রোণাচার্য এমন ব্যূহ তৈরি করবেন, যার অর্ধেক শকটাকার, বাকি অর্ধেক কমলের ন্যায়। কমলব্যূহের মধ্যে কর্ণিকার মধ্যে সূচী ব্যূহের কাছে জয়দ্রথ থাকবে, অন্য সব বীররা চারদিক থেকে তাকে রক্ষা করবে, এইসব বীররা শারীরিক বল ও পরাক্রমে বলীয়ান। একক্রভাবে এদের শক্তির কথা চিন্তা করে দেখ। তারপর এরা একসঙ্গে হলে, তাদের জয় করা তত সহজ হবে না। আমাদের হিতের দিকে খেয়াল রেখে আমি রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী এবং হিতৈষীদের সঙ্গে পরামর্শ করব।'

অর্জুন বললেন—'মধুসূদন ! কৌরবদের যেসব মহারথীদের আপনি বলীয়ান বলে মনে করেন, তাদের আমি আমার অর্ধেক বলে মনে করি না। যদি সাধ্য, রুদ্র, বসু, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, বায়ু, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব, গরুড়, সমুদ্র, পৃথিবী, দিকপাল, গ্রামবাসী, জঙ্গলী জীব ও সমস্ত চরাচরের প্রাণী তার রক্ষার্থে আসে তাহলেও আমি অস্ত্রের শপথ করে বলছি যে কাল আপনি জয়দ্রথকে আমার বাণে মৃত দেখবেন। আমি যে যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্রের কাছে ভয়ংকর অস্ত্র পেয়েছি, কাল তা সকলে দেখবেন। জয়দ্রথের রক্ষকগণ যে অস্ত্র চালাবেন আমি তা ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা কেটে ফেলব। কাল রাজাদের মস্তক কেটে মাটিতে বিছিয়ে দেব, আপনি আমার সহায় থাকুন। হৃষীকেশ, গাণ্ডীবের ন্যায় দিব্য ধনুক, যোদ্ধা আমি, আপনি সারথি—তবে কেন আমি জিতব না ? ভগবান ! আপনার কৃপায় যুদ্ধে আমার কী দুর্লভ ? আপনি তো জানেন শত্রু আমার পরাক্রম সহ্য করতে পারে না, তাহলে কেন আমাকে নিয়ে চিন্তা করছেন ? ব্রাহ্মণের সত্য, সাধুর নম্রতা এবং যজ্ঞে লক্ষ্মী থাকা যেমন নিশ্চিত, তেমনই যেখানে নারায়ণ সেখানে বিজয়ও নিশ্চিত। কাল প্রভাতেই আমার রথ যেন প্রস্তুত থাকে, কারণ আমাদের ওপর এক ভয়ানক কাজের ভার এসে পড়েছে।'

———o———

# শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস দান, সুভদ্রার বিলাপ এবং দারুকের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বার্তালাপ

সঞ্জয় বললেন—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'ভগবান! এখন আপনি সুভদ্রা এবং উত্তরাকে সান্ত্বনা প্রদান করুন। যেমন করে হোক, তাদের শোক দূর করুন।' শ্রীকৃষ্ণ তখন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে অর্জুনের শিবিরে গিয়ে পুত্রশোকাতুর দুঃখিনী ভগ্নীকে বোঝাতে লাগলেন। তিনি বললেন—ভগ্নী ! তুমি এবং তোমার পুত্রবধূ উত্তরা তোমরা

শোক কোরো না। কালের প্রকোপে সকল প্রাণীরই একদিন এই দশা হয়। তোমার পুত্র উচ্চ বংশে জন্মেছিল, সে ধীর, বীর এবং ক্ষত্রিয় ছিল এই মৃত্যু যদিও অকালে তবুও তার যোগ্য, সুতরাং শোক পরিত্যাগ করো। দেখো, বড় বড় সন্ত মহাপুরুষ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শাস্ত্রজ্ঞান এবং সদ্বুদ্ধির দ্বারা যে গতিপ্রাপ্ত করতে চান, তোমার পুত্র সেই গতিলাভ করেছে। তুমি বীরমাতা, বীরপত্নী, বীরকন্যা এবং বীরের ভগ্নী। কল্যাণী ! তোমার পুত্র অত্যন্ত উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছে, তুমি তোমার পুত্রের জন্য শোক কোরো না। বালকের হত্যাকারী পাপী জয়দ্রথ যদি অমরাবতীতেও গিয়ে লুকায়, তাহলেও সে অর্জুনের হাত থেকে আজ রক্ষা পাবে না। কালই তুমি শুনতে পাবে যে জয়দ্রথের মস্তক কেটে সমন্তপঞ্চকের বাইরে গিয়ে পড়েছে। শূরবীর অভিমন্যু ক্ষাত্রধর্ম পালন করে সৎপুরুষদের প্রাপ্য লোক লাভ করেছে—যা আমরা এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুল পেতে সর্বদাই আগ্রহী। ভগ্নী ! চিন্তা ত্যাগ করে পুত্রবধূর ধৈর্য রক্ষা করো। অর্জুন যা প্রতিজ্ঞা করেছে, তা রক্ষা করবেই তা কেউ রোধ করতে পারবে না। তোমার স্বামী যা করতে চায়, তা কখনো নিষ্ফল হয় না। মানুষ, নাগ, পিশাচ, রাক্ষস, পক্ষী, দেবতা, অসুরও যদি সাহায্য করে তবুও কাল জয়দ্রথ জীবিত থাকবে না।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে সুভদ্রার পুত্রশোক বৃদ্ধি পেল, তিনি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—'হায় পুত্র ! তোমার বিহনে আজ আমি মন্দভাগিনী হলাম। পুত্র ! তুমি তো তোমার পিতার ন্যায় পরাক্রমী ছিলে, তাহলে যুদ্ধে কীভাবে নিহত হলে ? হায় ! তোমাকে দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে রয়েছি। ভীমসেনের বলকে ধিক্, অর্জুনের ধনুর্ধারণ ও বৃষ্ণি পাঞ্চাল বীরদের পরাক্রমকেও ধিক্! কেকয়, চেদি, মৎস্য এবং সৃঞ্জয়দেরও বারংবার ধিক্কার জানাই। আজ সমস্ত পৃথিবী শূন্য এবং শ্রীহীন দেখাচ্ছে। আমার শোকাকুল চক্ষু অভিমন্যুকেই খুঁজছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। হায় ! শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের অতিরথী পুত্র হয়েও তুমি রণভূমিতে পড়ে রয়েছ, আমি কী করে তোমাকে দেখতে পাব ? পুত্র ! তুমি কোথায় ! এসো, আমার কোলে একবার বসো। তোমার মাতা তোমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। হায় বীর ! আহা ! এই জীবন জলের বুদ্বুদের ন্যায় বড়ই চঞ্চল। পুত্র ! তুমি অসময়েই চলে গেলে। তোমার তরুণী পত্নী শোকমগ্না হয়ে রয়েছে, তাকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব ? কালের গতি জানা বিদ্বানের পক্ষেও কঠিন ; তাই শ্রীকৃষ্ণের মতো অভিভাবক থাকতেও তুমি অনাথের ন্যায় নিহত হলে। বৎস ! যজ্ঞ এবং দানকারী আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, পুণ্যতীর্থে স্নানাদি করা, কৃতজ্ঞ, উদার, গুরুসেবক এবং সহস্র গোদানকারী যে গতি প্রাপ্ত হন, তাই যেন তোমার লাভ হয়। পতিব্রতা স্ত্রী, সদাচারী রাজা, দীনের ওপর দয়াদানকারী, যারা পরনিন্দা থেকে বিরত থাকে, ধর্মশীল, ব্রতী এবং অতিথি সৎকারকারী ব্যক্তিদের যে গতি

লাভ হয়, তুমিও তাই প্রাপ্ত হও। পুত্র! বিপদ ও সংকটের সময় যে ধৈর্যসহকারে নিজেকে সামলিয়ে রাখে, সর্বদা মাতা-পিতার সেবা করে, নিজ পত্নী দ্বারাই যে তৃপ্ত—তাদের যে গতি হয়, তোমার তাই হোক। যিনি মাৎসর্যরহিত হয়ে সমস্ত প্রাণীকে সান্ত্বনাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন, ক্ষমাভাব রাখেন, কাউকে দুঃখ দেন না, যিনি মদ্য, মাংস, মদ, দম্ভ, এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকেন, অপরকে কষ্ট দেন না, যিনি স্বভাবে বিনয়ী, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানানন্দে পূর্ণ এবং জিতেন্দ্রিয়, সেইসব সাধুদের যে গতি হয়, তা তোমারও হোক।'

এভাবে শোকাতুরা এবং দীনভাবে বিলাপ করতে থাকা সুভদ্রার কাছে দ্রৌপদী এবং উত্তরা এলেন। তখন তাঁর দুঃখের সীমা রইল না। সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন এবং বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁদের দশা দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখ পেলেন এবং তাঁদের চেতনা আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের মুখে চোখে জল ছিটিয়ে তাঁদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন এবং বললেন—'সুভদ্রে, পুত্রের জন্য আর শোক কোরো না। দ্রৌপদী, তুমি উত্তরাকে শান্ত করো। অভিমন্যু অত্যন্ত উত্তম গতি লাভ করেছে। আমি তো এই চাই যে আমাদের বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যশস্বী অভিমন্যুর গতিই লাভ করুক। তোমার মহারথী পুত্র একা যে কাজ করেছে, আমি এবং আমাদের সব সুহৃদ যেন তাই করে।'

সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং উত্তরাকে আশ্বাস দিয়ে ভগবান কৃষ্ণ পুনরায় অর্জুনের কাছে গেলেন এবং হেসে বললেন—'অর্জুন! তোমার কল্যাণ হোক। এবার গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমিও যাচ্ছি।' তিনি অর্জুনের শিবিরে দ্বারপাল নিযুক্ত করলেন এবং কয়েকজন অস্ত্রধারী রক্ষককেও বহাল করলেন। তারপর দারুককে নিয়ে নিজ শিবিরে এসে নানা চিন্তা করতে করতে বিছানায় শয়ন করলেন। অর্ধেক রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল ; তিনি তখন অর্জুনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে দারুককে বললেন—'পুত্রশোকে অধীর হয়ে অর্জুন এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছে যে সে কাল জয়দ্রথকে বধ করবে। কিন্তু দ্রোণের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা ব্যক্তিকে ইন্দ্রও মারতে পারেন না। সুতরাং কাল আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে অর্জুন সূর্যাস্তের পূর্বেই জয়দ্রথকে বধ করে। দারুক! আমার কাছে স্ত্রী, মিত্র, ভাই, বন্ধু— কেউই কুন্তীনন্দন অর্জুনের চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। আমি এই জগতে অর্জুন বিনা এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। অর্জুনের জন্য আমি কর্ণ, দুর্যোধন প্রমুখ মহারথীদের ঘোড়া-হাতিসহ বধ করব। কাল সমস্ত জগৎ জেনে যাবে যে আমি অর্জুনের মিত্র। যে তাকে দ্বেষ

করে, সে আমাকেও করে। যে তার অনুকূল, আমিও তার অনুকূল। তুমি জেনে রাখো যে অর্জুন আমার অর্ধশরীর। প্রভাত হলেই আমার রথ প্রস্তুত করে দিও। তাতে সুদর্শন চক্র, গদা, দিব্য শক্তি এবং শার্ঙ্গ ধনুকের সঙ্গেই সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী রেখে দেবে। যখনই আমার পাঞ্চজন্যর ধ্বনি শুনবে, তৎক্ষণাৎ আমার কাছে রথ নিয়ে আসবে। আমি আশা করি অর্জুন যেসব বীরকে বধ করার চেষ্টা করবে, সেখানেই সে অবশ্য বিজয় লাভ করবে।'

দারুক বললেন—'পুরুষোত্তম! আপনি যাঁর সারথি, তাঁর বিজয় নিশ্চিত। তাঁর পরাজয় হতেই পারে না। অর্জুনের বিজয়লাভের জন্য আপনি আমাকে যা করার নির্দেশ দিচ্ছেন, যথাসময়ে তা আমি অবশ্যই প্রস্তুত করে রাখব।'

—o—

# অর্জুনের স্বপ্ন, যুধিষ্ঠিরকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস প্রদান এবং সকলের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গমন

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর চিন্তার কথা জেনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। ভগবানকে

দেখেই অর্জুন উঠে তাঁকে বসার আসন দিয়ে নিজে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিদ্ধান্ত জেনে বললেন—'ধনঞ্জয় ! তোমার কীসের দুঃখ । বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত নয়, তাতে কাজের ক্ষতি হয়। কর্তব্য যা সামনে আসে, তা পূর্ণ করো। উদ্যোগহীন মানুষের শোকে শত্রুরা উল্লসিত হয়ে কাজে ভাগ বসায়।'

ভগবানের কথা শুনে অর্জুন বললেন—'কেশব ! আমি আমার পুত্রঘাতক জয়দ্রথকে আগামীকাল বধ করার ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছি ; মনে হচ্ছে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য নিশ্চয়ই কৌরবরা জয়দ্রথকে সবথেকে পেছনে রাখবে, সকল মহারথী তাকে রক্ষা করবে। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে যারা এখনও জীবিত আছে, তারা সকলে ঘিরে থাকলে আমি কী করে জয়দ্রথকে দেখতে পাব ? যদি দেখতে না পাই, তাহলে প্রতিজ্ঞাপালন হবে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে আমার মতো মানুষ কীভাবে জীবন ধারণ করবে ? তাই আমার আশা নিরাশায় পরিণত হচ্ছে। তাছাড়া এখন দিন ছোট, সূর্যাস্তও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তাই আমি খুবই চিন্তায় রয়েছি।'

অর্জুনের শোকের কারণ শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'পার্থ ! শংকরের কাছে 'পাশুপত' নামক এক দিব্য সনাতন অস্ত্র আছে, যার দ্বারা তিনি পূর্বে সমস্ত দৈত্য সংহার করেছিলেন। তোমার যদি সেই অস্ত্রজ্ঞান থাকে, তাহলে অবশ্যই তুমি কাল জয়দ্রথকে বধ করতে সক্ষম হবে। যদি সেই অস্ত্রজ্ঞান তোমার না থাকে, তাহলে মনে মনে ভগবান শংকরের ধ্যান করো, তাহলে তাঁর কৃপায় তুমি সেই মহান অস্ত্র লাভ করবে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন আচমন করে মেঝেতে আসন পেতে উপবেশন করে একাগ্র চিত্তে ভগবান শংকরের ধ্যানে মগ্ন হলেন। ধ্যানাবস্থাতেই শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্তে অর্জুন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আকাশে উড়তে দেখলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ডান হাত ধরে বায়ুবেগে উড়ছিলেন। উত্তর দিকে এগিয়ে তাঁরা হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ এবং মণিময় পর্বত দেখতে পেলেন। সেখানে দিব্য জ্যোতির বিকীরণ হচ্ছিল এবং সিদ্ধ ও চারণগণ বিচরণ করছিলেন। পথের অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁরা এগিয়ে গিয়ে শ্বেত পর্বত দেখতে পেলেন। তার পাশেই কুবেরের বিচরণভূমি, সরোবরে কমল ফুটে আছে। কিছুদূরে অগাধ জলপূর্ণ স্রোতস্বিনী গঙ্গা ; তার তীরে ঋষিদের পবিত্র আশ্রম। তার পিছনেই মন্দার পর্বতের রমণীয় প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হল, যেখানে কিন্নর-কিন্নরীর মধুর সংগীত শোনা যায়। এইভাবে বহু দিব্য স্থান পার হয়ে তাঁরা এক পরম প্রকাশমান পর্বত দেখতে পেলেন। তার শিখরে ভগবান শংকর বিরাজমান ছিলেন, যিনি হাজার সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। তাঁর হাতে ত্রিশূল, মস্তকে জটাজুট, গৌরবর্ণ শরীরে বল্কল ও মৃগচর্ম। ভগবান ভূতনাথ পার্বতী দেবীর সঙ্গে বসে ছিলেন। তেজস্বী ভূতগণ তাঁদের সেবায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষি তাঁদের দিব্য স্তোত্রদ্বারা শিবের স্তুতিগান করছিলেন।

তাঁদের কাছে পৌঁছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন। নর ও নারায়ণ দুজনকে আসতে দেখে ভগবান শিব অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। ভগবান শংকর হেসে বললেন—'বীরবর ! তোমাদের স্বাগত জানাই ; ওঠো, বিশ্রাম করো এবং বলো তোমাদের কী আকাঙ্ক্ষা ? তোমরা যে কাজের জন্য এসেছ, তা অবশ্যই পূর্ণ করব।'

ভগবান শিবের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—'ভগবান !

আপনিই ভব, শর্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্তি, ঈশান প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ ; আপনাকে বারংবার প্রণাম জানাই। আপনি ভক্তদের দয়া করেন, প্রভু ! আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।'

অর্জুন তারপর মনে মনে ভগবান শিব এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে শংকরকে বললেন—'ভগবান ! আমি দিব্যাস্ত্র প্রার্থনা করি।' তা শুনে ভগবান শংকর ঈষৎ হাসা করে বললেন—'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ! আমি তোমাদের দুজনকে স্বাগত জানাই। তোমাদের অভিলাষ বুঝেছি ; তোমরা যে জন্য এসেছ, তা আমি এখনই পূর্ণ করছি। কাছেই একটি অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে, সেখানেই আমি আমার দিব্য ধনুক ও বাণ রেখেছি ; সেখান থেকে ধনুক ও বাণ নিয়ে এসো।'

দুজন বীর 'ঠিক আছে' বলে শিবের পার্ষদদের সঙ্গে সেই সরোবরে গেলেন। সেখানে তাঁরা দুটি নাগ দেখতে পেলেন ; একটি সূর্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন অপরটি সহস্র মস্তকধারী, তার মুখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনে সেই সরোবরের জলে আচমন করে নাগেদের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে শিবের শতরুদ্রিয় স্তুতি পাঠ করতে লাগলেন। ভগবান শংকরের প্রভাবে এই দুই নাগ তাঁদের স্বরূপ ত্যাগ করে ধনুক-বাণে পরিণত হল। তা দেখে এঁরা দুজন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং সেই দেদীপ্যমান ধনুক বাণ নিয়ে শংকরের কাছে এলেন। তাঁরা শংকরের কাছে এসে সেই অস্ত্রগুলি সমর্পণ করলেন। তখন ভগবান শংকরের পাঁজর থেকে এক ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব হল। তিনি বীরাসনে বসে ধনুক তুলে তাতে বিধিমতো বাণ চড়িয়ে আকর্ষণ করলেন। অর্জুন মনোযোগ সহকারে সব দেখলেন এবং ভগবান শিব যে মন্ত্রপাঠ

করলেন, তাও স্মরণ করে রাখলেন। তারপর সেই ব্রহ্মচারী ধনুর্বাণ পুনরায় সরোবরে ফেলে দিলেন। তারপর ভগবান শংকর প্রসন্ন হয়ে তাঁর পাশুপত নামক ভয়ানক অস্ত্র অর্জুনকে প্রদান করলেন। সেটি লাভ করে অর্জুনের

আনন্দের সীমা থাকল না। আনন্দে তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ হল। তিনি নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করতে লাগলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন শিবকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজেদের শিবিরে ফিরে এলেন (এসবই অর্জুন স্বপ্নে দেখেছিলেন)।

সঞ্জয় বললেন—এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও দারুক কথা বলতে বলতে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। অন্যদিকে রাজা যুধিষ্ঠিরেরও নিদ্রাভঙ্গ হল, তিনি উঠে স্নানাদি করতে গেলেন। সেখানে একশত আটজন যুবক স্নান করে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে জলভর্তি স্বর্ণকলস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুধিষ্ঠির আসনে

বসে সেই মন্ত্রপূত জলে স্নান করলেন, তারপর পূজা সমাপন করে উঠলে দ্বারপাল এসে জানাল—'মহারাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন।' রাজা বললেন—'তাঁকে সম্মানপূর্বক নিয়ে এসো।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এক সুন্দর আসনে বসিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে শাস্ত্রীয় রীতিতে পূজা করলেন। তারপরে অন্য সকলের আসার সংবাদ পেলেন। রাজার নির্দেশে দ্বারপাল তাঁদের ভেতরে আনলেন। বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়রাজকুমার, যুযুৎসু, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সুবাহু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র—তাছাড়া অন্য আরো ক্ষত্রিয় মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেবায় উপস্থিত হয়ে উত্তম আসনে উপবেশন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি একই আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তখন সকলকে শুনিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'ভক্তবৎসল ! দেবতারা যেমন ইন্দ্রের আশ্রয়ে থাকেন, তেমনই আমরা আপনার শরণে থেকে যুদ্ধে বিজয়ী এবং তার পরবর্তী জীবনে সুখী হতে চাই। সর্বেশ্বর ! আমাদের সুখ ও প্রাণের রক্ষা—সবই আপনার অধীন। আপনি কৃপা

করুন, যেন আমাদের মন আপনাতেই নিবিষ্ট থাকে এবং অর্জুনের প্রতিজ্ঞা সত্য হয়। এই সংকটময় মহাসাগর থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করুন। পুরুষোত্তম ! আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই। দেবর্ষি নারদ আপনাকে পুরাতন ঋষি নারায়ণ বলে জানিয়েছেন, আপনিই বরদায়ক বিষ্ণু ; আজ একথা সত্য করে দেখান।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'অর্জুন বলবান, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, যুদ্ধে চতুর ও তেজস্বী ; তিনি অবশ্যই আপনার শত্রুদের সংহার করবেন। আমি চেষ্টা করব, যাতে অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসহ সেনাদের এমনভাবে ভস্মীভূত করে, যেমন অগ্নি ইন্ধনকে জ্বালায়। অভিমন্যুর হত্যাকারী পাপী জয়দ্রথকে অর্জুন বাণের দ্বারা এমন জায়গায় পাঠাবে,

যেখানে গেলে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না। ইন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত দেবতাও যদি তাকে রক্ষা করতে আসেন তবুও আজ তাকে প্রাণত্যাগ করে যমালয়ে যেতে হবে। রাজন্ ! অর্জুন আজ জয়দ্রথকে বধ করে তবেই আপনার নিকট উপস্থিত হবেন, সুতরাং শোক ও চিন্তা ত্যাগ করুন।'

এইসব কথাবার্তা যখন চলছিল তখন অর্জুন সকল রাজন্যবর্গকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি এসে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে দণ্ডায়মান হলেন। তাঁকে দেখতেই যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উঠে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর হেসে বললেন—'অর্জুন ! আজ তোমার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখের যেরূপ প্রসন্ন কান্তি দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যুদ্ধে তোমার বিজয় নিশ্চিত।' অর্জুন বললেন—'ভ্রাতা ! রাত্রে আমি কেশবের কৃপায় এক মহা আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি।' এই বলে অর্জুন তাঁর সব হিতৈষীকে আশ্বস্ত করার জন্য সমস্ত ঘটনা জানালেন, কীভাবে তিনি ভগবান শংকরকে স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন। এই কাহিনী শুনে সকলেই বিস্মিত হয়ে ভগবান শংকরকে প্রণাম জানিয়ে বললেন—'এ তো অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ।'

তারপর সকলে ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে, বর্ম ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হয়ে সত্বর যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন। সকলেরই মনে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ ছিল। সাত্যকি, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে প্রসন্নতা সহকারে যুদ্ধের জন্য শিবিরের বাইরে এলেন। সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ একই রথে অর্জুনের শিবিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সারথির ন্যায় অর্জুনের রথ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধ সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত করলেন। অর্জুন তাঁর দৈনন্দিন কর্ম সমাধা করে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে এলেন এবং রথ পরিক্রমা করে তাতে উঠে বসলেন। তারপর সাত্যকি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সামনে উঠে বসলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঘোড়ার রাশ ধরলেন। অর্জুন এই দুজনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন। সেই সময় যুদ্ধ জয়ের নানা শুভলক্ষণ দেখা গেল। কৌরব সেনার মধ্যে অলক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। শুভ লক্ষণ দেখে অর্জুন সাত্যকিকে বললেন—'যুযুধান ! আজ যে সব লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যে আজ যুদ্ধে আমার বিজয় সুনিশ্চিত। সুতরাং এখন আমি সেখানেই যাব, যেখানে জয়দ্রথ আমার পরাক্রমের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। এখন রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষার ভার তোমার। এই জগতে এমন কোনো বীর নেই, যে তোমাকে পরাজিত করতে সক্ষম। তুমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ। তোমার এবং প্রদ্যুম্নের ওপরই আমার বিশেষ ভরসা। আমার চিন্তা পরিত্যাগ করে সর্বপ্রকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকেই রক্ষা করবে। যেখানে ভগবান বাসুদেব ও আমি আছি, সেখানে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই।' অর্জুনের কথা শুনে সাত্যকি 'যথা আজ্ঞা' বলে যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, সেইদিকে চলে গেলেন।

—o—

## ধৃতরাষ্ট্রের বিষাদ এবং সঞ্জয়ের অভিযোগ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—সঞ্জয় ! অভিমন্যুর মৃত্যুর পর দুঃখ শোকে কাতর পাণ্ডবরা প্রভাত হলে কী করল ? আমার পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে কে কে যুদ্ধ করল ? অর্জুনের পরাক্রম জেনেও তার প্রতি দুর্যোধনেরা যে অপরাধ করল, তারপরেও তারা নির্ভয়ে থাকল কী করে ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সকল প্রাণীর প্রতি দয়াবশত কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি করানোর জন্য এখানে এসেছিলেন, তখন আমি মূর্খ দুর্যোধনকে বলেছিলাম—'পুত্র ! বাসুদেবের কথা অনুযায়ী সন্ধি করে নাও। তোমার সামনে উত্তম সুযোগ উপস্থিত, একে উপেক্ষা করো না। শ্রীকৃষ্ণ তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছেন, স্বয়ং নিজেই এসেছেন সন্ধি করার জন্য ; এঁর কথা মেনে না নিলে, যুদ্ধে তোমার বিজয় পাওয়া অসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেও অনুনয় করে অনেক কথা বলেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন তা শোনেনি। অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করায় আমাদের কথা তার ভালো লাগেনি। সেই দুর্বুদ্ধি কালের বশীভূত হয়েছিল, তা সে আমাকে অবহেলা করে শুধু কর্ণ ও দুঃশাসনের মতেই কাজ করেছে। পাশা খেলাতেও আমার কোনো মত ছিল না। বিদুর, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা,

পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং দ্রোণ—এঁরাও পাশা খেলায় সম্মত ছিলেন না। আমার পুত্র যদি এঁদের সকলের পরামর্শ নিয়ে চলত, তাহলে জ্ঞাতি-ভাই, মিত্র, সুহৃদ—সকলের সঙ্গে চিরকাল সুখে জীবনযাপন করতে পারত। আমি আরও বলেছিলাম যে, পাণ্ডবরা সরল স্বভাব, মধুরভাষী, ভাই বন্ধুর হিতাকাঙ্ক্ষী, কুলীন, আদরণীয় এবং বুদ্ধিমান ; তাই তারা অবশ্যই সুখী হবে। ধর্মপালনকারী মানুষ সদা এবং সর্বত্র সুখলাভ করে মৃত্যুর পর তারা আনন্দ প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডবরা পৃথিবী ভোগের উপযুক্ত, তা প্রাপ্ত হওয়ার শক্তিও ওদের আছে। পাণ্ডবদের যেমন বলা হয়, তারা তেমনই করে। শল্য, সোমদত্ত, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লীক, কৃপ ও অন্যান্য বয়োবৃদ্ধগণ, যাঁরা তোমাদের হিতের কথা বলবেন, পাণ্ডবরা তা অবশ্যই মেনে নেবেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনোই ধর্মত্যাগ করতে পারেন না এবং পাণ্ডবরাও শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী। আমিও যদি ধর্মযুক্ত কথা বলি, তাহলে তারা কখনো অমান্য করবে না ; কারণ পাণ্ডবরা ধর্মাত্মা।

সঞ্জয় ! আমি পুত্রদের কাছে এইরূপ কাতরভাবে অনেক কিছু বলেছি, কিন্তু মূর্খ আমার কথায় কান দেয়নি। যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সারথি ও অর্জুনের ন্যায় পরাক্রমী যোদ্ধা থাকে, তাদের কখনো পরাজয় হতে পারে না। কিন্তু আমি অসহায়, দুর্যোধন আমার কোনো অনুনয়তেই মন দেয় না। আচ্ছা, এবার কী হল বলো ! দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি—এরা সকলে মিলে কী পরামর্শ করল ? মূর্খ দুর্যোধনের অন্যায় সংগ্রামে একত্রিত আমার সব পুত্ররা কী করল ? লোভী, অল্পবুদ্ধি, ক্রোধী, রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার ইচ্ছাসম্পন্ন, ক্রোধান্ধ দুর্যোধন ন্যায় বা অন্যায়ভাবে যেসব কাজ করেছে আমাকে বিস্তারিতভাবে বলো।'

সঞ্জয় বললেন—মহারাজ ! আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি, আপনাকে সম্পূর্ণভাবে জানাচ্ছি, স্থিরচিত্তে শুনুন। এই ব্যাপারে আপনার অন্যায়ও কিছু কম নয়। নদীর জল শুকিয়ে গেলে নৌকা ভাসানোর মতো আপনার এই দুঃখ ও অনুতাপ সবই বৃথা। অতএব দুঃখ করবেন না। যুদ্ধ আরম্ভের সময় যদি আপনি আপনার পুত্রকে বাধা দিতেন অথবা কৌরবদের আদেশ দিতেন যে তারা এই উদ্দণ্ড দুর্যোধনকে বন্দী করুক, অথবা পিতার কর্তব্য পালন করে পুত্রকে সৎপথে স্থাপন করা হত তাহলে আজ আর এই সংকট উপস্থিত হত না। আপনাকে এই জগতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করা হয় ; তা সত্ত্বেও আপনি সনাতন ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনির কথায় রাজি হয়ে গেলেন। এখন যে আপনি এত অনুতাপ ও বিলাপ করছেন, তা সবই স্বার্থ ও লোভের জন্য হয়েছে। বিষমিশ্রিত মধুর ন্যায় এটি স্বাদে মিষ্ট মনে হলেও প্রাণঘাতী কটুত্ববিশিষ্ট। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন থেকে জেনেছেন যে আপনি রাজধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, তখন থেকে তিনি আর আপনার প্রতি সম্মান ভাব রাখেন না। আপনার পুত্ররা পাণ্ডবদের অপমান করেছে, আপনি তাদের বাধা দেননি। পুত্রদের রাজত্ব পাইয়ে দেবার লোভ সব থেকে বেশি আপনারই ছিল। তার ফলই এখন পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে আপনি তাদের পিতা পিতামহের রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন ; এখন পাণ্ডব যদি সমগ্র ধরিত্রীর রাজত্ব লাভ করে, তাহলে আপনি তা উপভোগ করুন। যুদ্ধের বিভীষিকা অপেক্ষা করছে আর আপনি দুর্যোধনাদির নিন্দা করে তাদের কটুবাক্য বলছেন। মহারাজ ! সে কথা এখন আর আপনার মুখে শোভা পায় না। সেসব কথা ভেবে এখন অনুশোচনা করে কোনো লাভ নেই। পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের যে ভয়ংকর যুদ্ধ হচ্ছে, এবার তার সম্পূর্ণ বিবরণ শুনুন।

——o——

# দ্রোণাচার্যের শকটব্যূহ রচনা এবং কয়েকজন বীরের সংহার করতে করতে অর্জুনের সেই ব্যূহে প্রবেশ

সঞ্জয় বললেন—রাত্রি অবসান হলে আচার্য দ্রোণ সব সৈন্যকে শকটব্যূহে দাঁড় করালেন। সেই সময় তিনি শঙ্খ বাজাতে বাজাতে এদিক-ওদিক বিচরণ করছিলেন। সমস্ত সেনা উৎসাহভরে ব্যূহের আকারে দাঁড়ালে আচার্য দ্রোণ জয়দ্রথকে বললেন—'তুমি, ভূরিশ্রবা, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন এবং কৃপাচার্য এক লাখ ঘোড়সওয়ার, ষাট হাজার রথী, চৌদ্দ হাজার গজারোহী এবং একুশ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে আমাদের ছয়ক্রোশ পেছনে থাকো। ইন্দ্রাদি দেবতাও তোমার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। পাণ্ডবদের তো কথাই নেই, তুমি নিশ্চিন্তে সেখানে থাকো।'

দ্রোণাচার্য এইভাবে ভরসা দিলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, গান্ধার মহারথী এবং ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে চললেন। এই দশ হাজার সিন্ধুদেশীয় ঘোড়া অত্যন্ত শিক্ষিত এবং শান্ত কিন্তু প্রয়োজনে তড়িৎ গতিতে চলে। তারপর আপনার পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেনার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দ্রোণাচার্য নির্মিত এই চক্র-শকটব্যূহ চব্বিশ ক্রোশ লম্বা এবং পেছনদিকে দশ ক্রোশ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। তার পেছনে পদ্মগর্ভ নামক অভেদ্য ব্যূহ ছিল এবং সেই পদ্মগর্ভব্যূহে সূচীমুখ নামক একটি গুপ্তব্যূহ নির্মিত হয়েছিল। এইভাবে মহাব্যূহ রচনা করে আচার্য তার সামনে দাঁড়ালেন। সূচীব্যূহের মুখভাগে মহা ধনুর্ধর কৃতবর্মাকে রাখা হল, তাঁর পেছনে ছিলেন কম্বোজনরেশ এবং জলসন্ধ। তাঁদের পেছনে দুর্যোধন ও কর্ণ দণ্ডায়মান থাকলেন। শকটব্যূহের অগ্রভাগ রক্ষার জন্য একলাখ সৈন্য নিযুক্ত করা হল। এঁদের পেছনে সূচীব্যূহের পার্শ্বভাগে বিশাল সৈন্যসহ রাজা জয়দ্রথ দাঁড়িয়েছিলেন। দ্রোণাচার্য নির্মিত এই শকটব্যূহ দেখে রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

কৌরবসেনাদের ব্যূহরচনা হয়ে গেলে, ভেরী ও মৃদঙ্গের শব্দ এবং যোদ্ধাদের কোলাহল যখন শুরু হল, সেই রৌদ্র প্রভাতে তখন বীর অর্জুনকে দেখা গেল। নকুলের পুত্র শতানীক এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবসেনাদের ব্যূহরচনা করলেন। তখন ক্রুদ্ধ কাল ও বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, প্রতিজ্ঞাপূর্ণকারী, নারায়ণের ন্যায় নরমূর্তি বীর অর্জুন তাঁর দিব্যরথে চড়ে গাণ্ডীব ধনুকে টংকার তুলে যুদ্ধভূমিতে পদার্পণ করলেন। তিনি তাঁদের সেনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন, তাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই দুই শঙ্খধ্বনিতে আপনার

সৈনিকদের রোম ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠল, শরীর কাঁপতে লাগল এবং তারা অচেতন প্রায় হয়ে পড়ল। আপনার সমস্ত সৈন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য আপনার সৈন্যরা শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ বাজাতে লাগল।

অর্জুন হর্ষান্বিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'হৃষীকেশ ! আপনি ঘোড়াদের দুর্মর্ষণের দিকে নিয়ে চলুন। আমি তার হস্তিসৈন্য ভেদ করে শত্রুর দলে প্রবেশ করব।' সেকথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সেইদিকে রথ চালালেন। দুপক্ষে তুমুল সংগ্রাম বেধে গেল। আপনার পক্ষের সমস্ত রথী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। মহাবাহু অর্জুনও ক্রোধভরে বাণের দ্বারা তাঁদের মস্তকচ্যুত করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রণক্ষেত্র বীরদের মস্তকে ভরে উঠল। এছাড়া ঘোড়ার মাথা এবং হাতির শুঁড়ও সর্বত্র পড়ে

থাকতে দেখা গেল। আপনার সৈনিকরা চারিদিকে অর্জুনকেই দেখতে লাগল। তারা বারবার 'অর্জুন এখানে' 'অর্জুন ওই তো', 'অর্জুন ওখানে দাঁড়িয়ে' বলতে লাগল। ভ্রমক্রমে তারা নিজেরাই নিজেদের আঘাত করতে লাগল। কালের বশীভূত হয়ে তারা সর্বজগতেই অর্জুনকে দেখতে থাকল। রক্তাপ্লুত হয়ে কেউ মরণাপন্ন হয়ে গেল, কেউ গভীর ক্ষতের জন্য অচেতন হয়ে পড়ে রইল, আবার কেউ আহত হয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগল।

অর্জুন এইভাবে বাণের আঘাতে দুর্মর্ষণের গজসৈন্য সংহার করলেন। আপনার পুত্রের অবশিষ্ট সেনা তাই দেখে ভয়ে পালাতে লাগল। অর্জুনের ভয়ে তারা কেউ ফিরে তাকাচ্ছিল না। সব বীররাই রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। তাদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেনাদের এইভাবে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে আপনার পুত্র দুঃশাসন বিশাল গজসেনা নিয়ে অর্জুনের সামনে এলেন এবং তাঁকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। সেইসময় দুঃশাসন ভয়ানক উগ্রমূর্তি ধারণ করেছিলেন। পুরুষসিংহ অর্জুন ভীষণ সিংহনাদ করে বাণের দ্বারা শত্রুর হস্তিসেনা বধ করতে লাগলেন। গাণ্ডীব ধনুক নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হয়ে হাতিগুলি ভয়ংকর চিৎকার করতে করতে মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। তাদের ওপর যারা উপবিষ্ট ছিল, তাদের মস্তকও অর্জুন বাণের সাহায্যে

উড়িয়ে দিলেন। সেইসময় অর্জুনের ক্ষিপ্রতা দেখার মতো ছিল। তিনি কখন বাণ চড়ান, কখন ধনুকের ছিলা টানেন, কখন বাণ নিক্ষেপ করেন এবং কখন আবার তূণীর থেকে বাণ বার করেন—তা বোঝাই যায় না। অর্জুনের হাতে আহত হয়ে দুঃশাসন সেনাসহ পালিয়ে গেল এবং দ্রোণাচার্যের ব্যূহে গিয়ে আত্মরক্ষা করল।

মহারথী অর্জুন দুঃশাসনের সৈন্য সংহার করে জয়দ্রথের কাছে পৌঁছবার জন্য দ্রোণাচার্যের সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আচার্য ব্যূহের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। অর্জুন ব্যূহের সামনে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে হাত জোড় করে বললেন—'ব্রহ্মণ্! আপনি আমার জন্য কল্যাণ-কামনা করুন, আপনি আমার পিতার ন্যায়। অশ্বত্থামাকে রক্ষা করা যেমন আপনার কর্তব্য, তেমনই আমাকেও আপনার রক্ষা করা উচিত। আপনার কৃপায় আমি আজ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করতে চাই। আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দিন।'

অর্জুনের কথা শুনে আচার্য মৃদুহাস্যে বললেন—'অর্জুন! আমাকে পরাস্ত না করে তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না।' এইকথা বলতে বলতে তিনি তীক্ষ্ণবাণে অর্জুনের রথ, ঘোড়া, ধ্বজা, সারথি সব আচ্ছাদিত করে দিলেন। অর্জুনও তখন তাঁর বাণে আচার্যের বাণ প্রতিহত করে তাঁকে আক্রমণ করলেন। দ্রোণ তৎক্ষণাৎ অর্জুনের বাণ প্রতিহত করে অগ্নিসম জ্বলন্ত বাণে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। ধনঞ্জয় লক্ষ লক্ষ বাণ ছুঁড়ে আচার্যের সৈন্য সংহার করতে লাগলেন, তাঁর বাণে বহু যোদ্ধা, ঘোড়া, হাতি ধরাশায়ী হল। তখন দ্রোণ পাঁচ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে এবং তিয়াত্তর বাণে অর্জুনকে আঘাত করলেন। এবং তাঁর ধ্বজা ভেঙে দিলেন। তারপর একমুহূর্তের মধ্যে বাণবর্ষণ করে অর্জুনকে অদৃশ্য করে দিলেন।

দ্রোণ ও অর্জুনের যুদ্ধ এইভাবে বেড়ে চলেছে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সেদিনে প্রধান কাজের কথা চিন্তা করে অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন! আমাদের এইভাবে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আজ আমাদের অনেক বড় কাজ করার আছে। সুতরাং দ্রোণাচার্যকে ছেড়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' অর্জুন বললেন—'আপনার যেমন ইচ্ছা, তাই করুন।' অর্জুন আচার্যকে প্রদক্ষিণ করে বাণ ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেলেন। তখন দ্রোণ জিজ্ঞাসা করলেন—'পার্থ! তুমি কোথায় যাচ্ছ? যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত না করে তুমি তো

কখনো পিছু হটতে না।' অর্জুন বললেন—'আপনি আমার শত্রু নন, গুরু। আমি আপনার শিষ্য, পুত্রের সমান। জগতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে যুদ্ধে আপনাকে পরাস্ত করতে পারে।' এই কথা বলতে বলতে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করার জন্য তাড়াতাড়ি কৌরব সেনার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তাঁর পিছনে তাঁর চক্ররক্ষক পাঞ্চাল রাজকুমার যুধামন্যু এবং উত্তমৌজাও সঙ্গে গেলেন।

জয়, কৃতবর্মা, কম্বোজনরেশ এবং শ্রুতায়ু তাঁকে এগোতে বাধা দিলেন। তাঁদের সঙ্গে অর্জুনের ভয়ানক সংগ্রাম হল। কৃতবর্মা অর্জুনকে দশটি বাণ মারলেন, অর্জুন তাঁকে শতাধিক বাণ মেরে অচেতন প্রায় করে দিলেন। তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর পঁচিশটি করে বাণ মারলেন। অর্জুন তাঁর বাণ প্রতিহত করে তিয়াত্তর বাণে তাঁকে আঘাত করলেন। কৃতবর্মা তৎক্ষণাৎ অন্য একটি ধনুক নিয়ে অর্জুনের বুকে পাঁচটি বাণ মারলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'পার্থ! তুমি কৃতবর্মাকে দয়া কোরো না। এখন সম্পর্কের কথা চিন্তা না করে স্থির চিত্তে তাকে বধ করো।' তখন অর্জুন তাঁর বাণে কৃতবর্মাকে অচেতন করে কম্বোজ বীরদের সেনার দিকে এগিয়ে গেলেন।

অর্জুনকে এগোতে দেখে মহাপরাক্রমী রাজা শ্রুতায়ুধ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিশাল ধনুকসহ তাঁর সামনে এলেন। তিনি অর্জুনকে তিন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সত্তর বাণ মারলেন, আর একটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর ধ্বজায় আঘাত করলেন। অর্জুন শীঘ্রই তাঁর ধনুক এবং তূণীর টুকরো টুকরো করে দিলেন। তিনি তখন অন্য একটি ধনুক নিয়ে অর্জুনের বুকে এবং হাতে নটি বাণ মারলেন। তখন অর্জুন হাজার হাজার বাণে শ্রুতায়ুধকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন এবং তাঁর সারথি ও ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। মহাবলী শ্রুতায়ুধ হাতে গদা নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে অর্জুনের দিকে দৌড়ে এলেন। ইনি বরুণের পুত্র, মহানদী পর্ণাশা এঁর মাতা, তিনি পুত্রের প্রতি স্নেহবশত বরুণকে বলেছিলেন, 'আমার পুত্র যেন জগতে শত্রুদের অবধ্য হয়।' তাতে বরুণ প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন, 'তোমাকে সেই বর দিলাম, সঙ্গে এই দিব্য অস্ত্রও দিচ্ছি। এরজন্যই তোমার পুত্র অবধ্য হবে। কিন্তু জগতে মানুষের অমর হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যার জন্ম হয়েছে, তার অবশ্যই মৃত্যু হবে।' এই বলে বরুণ শ্রুতায়ুধকে এক অভিমন্ত্রিত গদা দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এই গদা এমন কারো ওপর প্রয়োগ কোরো না, যিনি যুদ্ধ করছেন না, তাহলে এটি তোমাকেই আঘাত করবে।' কিন্তু এইসময় শ্রুতায়ুধের মস্তকে কাল ভর করেছিল। তাই তিনি বরুণের কথা অমান্য করে শ্রীকৃষ্ণের ওপর গদার আঘাত হানলেন। ভগবান সেই গদা তাঁর বিশাল বক্ষে ধারণ করলেন আর সেটি বক্ষঃস্থল থেকে ফিরে শ্রুতায়ুধকে শেষ করে দিল। শ্রুতায়ুধ যুদ্ধে বিরত শ্রীকৃষ্ণের ওপর গদার আঘাত করায় সেটি ফিরে গিয়ে তাঁকেই আঘাত করে। বরুণের কথা অনুযায়ী শ্রুতায়ুধ মৃত্যুবরণ করলেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন।

শ্রুতায়ুধকে মৃত দেখে কৌরবের সমস্ত সৈন্যের এবং তাদের সেনাপতিদের ভয়ে পা কাঁপতে লাগল। তখন কম্বোজনরেশের বীর পুত্র সুদক্ষিণ অর্জুনের সামনে এলেন। অর্জুন তাঁর ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন, সেই তীর তাঁকে ঘায়েল করে মাটিতে ঢুকে গেল। সুদক্ষিণ তিন বাণে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করে পাঁচ বাণ অর্জুনকে মারলেন। অর্জুন তাঁর ধনুক কেটে ধ্বজাও কেটে ফেললেন এবং দুটি তীক্ষ্ণ বাণে সুদক্ষিণকে ঘায়েল করলেন। সুদক্ষিণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে এক ভয়ংকর শক্তি অর্জুনের ওপর নিক্ষেপ করলেন। সেই শক্তি অর্জুনকে আঘাত করে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। শক্তির আঘাতে অর্জুনের গভীর মূর্ছা হল। চেতনা ফিরে এলে অর্জুন কঙ্কপাত্রসম্পন্ন চৌদ্দটি বাণে সুদক্ষিণ এবং তাঁর ঘোড়া, ধ্বজা, ধনুক এবং সারথিকেও আঘাত করলেন। তারপর তার রথ টুকরো টুকরো করে তীক্ষ্ণ বাণে সুদক্ষিণের বক্ষে আঘাত করলেন। সুদক্ষিণের বর্ম ভেঙে গেল, অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হল এবং গায়ের অলংকারাদি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর কর্ণী নামক এক বাণে অর্জুন তাঁকে ধরাশায়ী করে দিলেন।

রাজন্! বীর শ্রুতায়ুধ এবং সুদক্ষিণ এইভাবে নিহত হলে আপনার সৈন্যরা ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি এবং বসাতি জাতির বীর তাঁর ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগল। অর্জুন তাঁর বাণে ছয় হাজার যোদ্ধা বধ করলেন। যোদ্ধারা চারদিক দিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ধরল। কিন্তু তারা যত অর্জুনের দিকে এগোতে লাগল ততই অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর তাদের মাথা এবং হাত কেটে ফেলতে লাগল। রণভূমি সেই কর্তিত হাত ও মস্তকে ভরে উঠল। সেইসময় মহাবলী শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ু সেখানে এসে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা অর্জুনের ডাইনে

বামে হাজার হাজার বাণ ছুঁড়ে তাঁকে ঢেকে ফেললেন।

শ্রুতায়ু সেই সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের ওপর এক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন তাতে আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়লেন। এর মধ্যে অচ্যুতায়ু তাঁর ওপর এক তীক্ষ্ণ ত্রিশূল ছুঁড়লেন। সেই আঘাতে অত্যন্ত আহত হয়ে অর্জুন রথের মধ্যে বসে পড়লেন। অর্জুনকে মৃত মনে করে আপনার সেনারা আনন্দে কোলাহল করে উঠল। অর্জুনকে অচেতন দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাঁর চেতনা আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। অর্জুন ক্রমশ বল ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পেলেন। অর্জুনের যেন নবজন্ম হল। তিনি দেখলেন তাঁদের রথ বাণে আচ্ছাদিত এবং দুই বীর সামনে দণ্ডায়মান। অর্জুন তৎক্ষণাৎ ঐন্দ্রাস্ত্র স্মরণ করলেন, ঐন্দ্রাস্ত্র থেকে হাজার হাজার বাণ উৎপন্ন হতে লাগল। তিনি বীর দুজনকে আঘাত করলেন। তাঁদের নিক্ষিপ্ত বাণও অর্জুনের বাণে বিদীর্ণ হয়ে আকাশে উড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্জুনের বাণে দুই মহারথীর মস্তক ও হস্তচ্যুত হওয়ায় তাঁরা ধরাশায়ী হলেন। শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুকে এইভাবে বধ হতে দেখে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হল। তারপর অর্জুন তাঁদের অনুগামী পঞ্চাশ রথীকে বধ করে আরও বীর সংহার করতে করতে কৌরবদের দিকে এগোলেন।

শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ু বধ হওয়ায় তাঁদের পুত্র নিয়তায়ু এবং দীর্ঘায়ু ক্রুদ্ধ হয়ে বাণবর্ষণ করতে করতে অর্জুনের সামনে এলেন। কিন্তু অর্জুন কুপিত হয়ে এক মুহূর্তে তাঁদের যমালয়ে পাঠালেন। হাতি যেমন কমলবন পদদলিত করে, অর্জুনও তেমনই কৌরব সেনা দলন করতে লাগলেন। কোনো ক্ষত্রিয়বীরই তাঁকে তখন বাধাদান করতে পারছিলেন না। এরমধ্যে গজসেনাসহ অঙ্গদেশীয়, পূর্বীয়, দাক্ষিণাত্য এবং কলিঙ্গ দেশের রাজারা দুর্যোধনের নির্দেশে অর্জুনকে আক্রমণ করল। কিন্তু অর্জুনের গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত বাণে মুহুর্মুহু তাদের মাথা ও হাত কেটে পড়তে লাগল। এই যুদ্ধে অনেক গজারোহী ম্লেচ্ছ ধনঞ্জয়ের বাণে ধরাশায়ী হল। অর্জুন তাঁর বাণজালে সমস্ত সেনাকে আচ্ছাদিত করে মুণ্ডিত, অর্ধমুণ্ডিত, জটাধারী ও শ্মশ্রুগুম্ফ সম্বলিত আচারহীন ম্লেচ্ছদের তাঁর শস্ত্রকৌশলে খণ্ডিত করলেন। তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়ে এই শত শত পার্বত্য যোদ্ধা ভীত হয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। এইভাবে ঘোড়া, হাতি ও রথসহ বহু বীর সংহার করে বীর ধনঞ্জয় রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

এবার রাজা অম্বষ্ঠ তাঁর গতিরোধ করলেন। অর্জুন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর ঘোড়া বধ করলেন এবং ধনুক কেটে ফেললেন। অম্বষ্ঠ এক ভারী গদা নিয়ে বারংবার অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন অর্জুন দুই বাণে গদাসহ তাঁর দুটি হাত কেটে ফেললেন এবং অপর এক বাণে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। অম্বষ্ঠ মৃত্যুবরণ করে ধরাশায়ী হলেন।

——o——

## দুর্যোধনের মনোবল ফেরাতে দ্রোণাচার্য কর্তৃক তাঁকে অভেদ্য বর্ম প্রদান এবং অর্জুনের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! অর্জুন যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করার আকাঙ্ক্ষায় দ্রোণ ও কৃতবর্মার সৈন্যদলকে ভেদ করে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর হাতে সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ু নিহত হল তখন সৈন্যদের সেখান থেকে পালাতে দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন একাই রথে করে শীঘ্রই দ্রোণাচার্যের কাছে এসে বলতে লাগলেন, 'আচার্য ! পুরুষসিংহ অর্জুন আমাদের এই বিশাল সৈন্যকে ছারখার করে ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। আপনি চিন্তা করুন, তাকে বধ করার জন্য আমাদের কী করা উচিত। আপনি আমাদের সব থেকে বড় ভরসা। অগ্নি যেমন সব কিছু জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়, অর্জুনও তেমনই আমাদের সৈন্যদের নষ্ট করে দিচ্ছে। জয়দ্রথকে যারা রক্ষা করবে সেই রাজারা ভীত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে অর্জুন আপনার সৈন্যদের লঙ্ঘন করে ব্যূহতে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু দেখা গেল সে আপনার সামনেই ব্যূহতে প্রবেশ করল। আমার সমস্ত সৈন্য বিকল ও বিনষ্টের মতো অসহায় হয়ে পড়েছে। সিন্ধুরাজ তো নিজ গৃহে ফিরেই যাচ্ছিলেন, আপনি তাকে অভয়প্রদান করাতেই

আমি মূর্খতাবশত আপনার ওপর বিশ্বাস করে তাঁকে এখানে থাকতে রাজি করিয়েছি। আমার বিশ্বাস মানুষ যমরাজের কবলে পড়লেও বাঁচতে পারে, কিন্তু রণভূমিতে অর্জুনের হাতে পড়লে জয়দ্রথের প্রাণ কখনো রক্ষা পাবে না। সুতরাং এমন কোনো উপায় করুন, যাতে সিন্ধুরাজ রক্ষা পান। আমি ভয় পেয়ে যদি কোনো অনুচিত কথা বলে থাকি, তাহলে তাতে ক্রুদ্ধ না হয়ে আপনি তাঁকে বাঁচান।'

দ্রোণাচার্য বললেন—'রাজন্ ! আমি তোমার কথায় দোষ ধরছি না। আমার কাছে তুমি অশ্বত্থামারই মতো। সত্য কথা তোমায় বলছি, মন দিয়ে শোনো। অর্জুনের সারথি হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ঘোড়াগুলিও অত্যন্ত তেজী। তাই সামান্য পথ পেলেই সে তৎক্ষণাৎ ঢুকে পড়ে। আমি সমস্ত ধনুর্ধরীদের সামনে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এখন অর্জুন তার কাছে নেই আর সে সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং আমি এখন ব্যূহদ্বার ছেড়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব না। তুমি বংশমর্যাদা ও পরাক্রমে অর্জুনের সমকক্ষ এবং এই পৃথিবীর রাজা। সুতরাং তোমার সৈন্যদের নিয়ে তুমি একাই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে যাও, কিছু ভয় পেয়ো না।'

দুর্যোধন বললেন— 'আচার্যচরণ ! যে অর্জুন আপনার ব্যূহ ভেঙে প্রবেশ করতে পারে, আমি কী করে তাকে প্রতিহত করব ? সে তো সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমার মনে হয় যুদ্ধে বজ্রধারী ইন্দ্রকেও পরাজিত করা সম্ভব, কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। সে কৃতবর্মা এবং আপনাকে পরাস্ত করেছে ; শ্রুতায়ুধ, সুদক্ষিণ, অম্বষ্ঠ, শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ুকে সংহার করেছে এবং সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছকে পরলোকে পাঠিয়েছে—সেই শস্ত্রকুশল দুর্জয় বীর অর্জুনের সঙ্গে আমি কী করে যুদ্ধে পেরে উঠব ?'

দ্রোণাচার্য বললেন—কুরুরাজ ! তুমি ঠিকই বলেছ, অর্জুন অবশ্যই দুর্জয় ; কিন্তু আমি এমন এক উপায় বলছি, যাতে তুমি ওর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে। আজ শ্রীকৃষ্ণের সামনেই তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। সকল বীর আজ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখবে। আমি তোমার এই স্বর্ণবর্ম এমন মন্ত্রপূত করে দেব, যাতে বাণ অথবা অন্য কোনো অস্ত্র এর কোনো ক্ষতি করতে না পারে। যদি মনুষ্যসহ দেবতা, অসুর, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস এবং ত্রিলোকের অধিবাসীও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে, তাহলেও তোমার কোনো ভয় নেই। সুতরাং এই বর্ম পরে তুমি নিজেই ক্রোধান্বিত অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাও।

আচার্য এই বলে তখনই আচমন করে শাস্ত্রবিধিমতে মন্ত্রোচ্চারণ করে দুর্যোধনকে সেই সুবর্ণ বর্ম পরিয়ে দিয়ে বললেন—'পরমাত্মা, ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণ তোমার কল্যাণ করুন।' তারপর তিনি বললেন—'ভগবান শংকর এই মন্ত্র ও বর্ম ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন, এর দ্বারাই তিনি সংগ্রামে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন। ইন্দ্র তারপর এই মন্ত্রপূত বর্ম অঙ্গিরাকে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র বৃহস্পতিকে এবং বৃহস্পতি অগ্নিবেশ্যকে দিয়েছিলেন। অগ্নিবেশ্য এই বর্ম আমাকে দিয়েছিলেন, আমি আজ সেটি তোমার রক্ষার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তোমাকে পরালাম।'

আচার্য দ্রোণের প্রচেষ্টায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রাজা দুর্যোধন ত্রিগর্তদেশের সহস্র রথী এবং অনেক অন্য মহারথীদের সঙ্গে নিয়ে অর্জুনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

—o—

## দ্রোণাচার্যের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সাত্যকির ভয়ানক যুদ্ধ

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! যখন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সেনার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের পেছনে দুর্যোধনও গেলেন, তখন পাণ্ডবরা সোমক বীরদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত কোলাহল করে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করলেন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। পুরুষসিংহ ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পাণ্ডবরা বারংবার দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করতে লাগলেন। আচার্য যেমন বাণবর্ষণ করছিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁর ওপর তেমনই বাণ নিক্ষেপ করছিলেন। দ্রোণ পাণ্ডব রথীদের ওপর বাণবর্ষণ করলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণবর্ষণ করে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে প্রতিহত করছিলেন। পাণ্ডবদের আঘাতে ভীত হয়ে কিছু সৈন্য কৃতবর্মার সৈন্যের সঙ্গে জুড়ে গেল। কিছু জলসন্ধের দিকে এবং কিছু দ্রোণাচার্যের কাছেই থাকল। মহারথী দ্রোণ তাঁর সৈন্যদল সংগঠিত করার চেষ্টা করলেও ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাদের

ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছিলেন। শেষে আপনার সেনারা সব এমনভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল যেমন দুষ্ট রাজার দেশ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও লুটেরাদের জন্য নষ্ট হয়।

পাণ্ডবদের আঘাতে সৈন্যরা এইভাবে ত্রিধাবিভক্ত হলে আচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে পাঞ্চালদের বাণ দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। তাঁর স্বরূপ তখন প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নির মতো ভয়ানক হয়েছিল। আচার্য দ্রোণের বাণে আহত হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনা এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। দ্রোণাচার্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণে পীড়িত হয়ে দুপক্ষের বীরগণ প্রাণের আশা ত্যাগ করে পূর্ণ শক্তিতে সংগ্রাম করতে লাগল।

এই সময় কুন্তীনন্দন ভীমসেনকে বিবিংশতি, চিত্রসেন এবং বিকর্ণ—এই তিন ভ্রাতা ঘিরে ধরলেন। শিবির পুত্র রাজা গোবাশন এক হাজার যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে কাশীরাজ অভিভূকের পুত্র পরাক্রান্তকে প্রতিহত করলেন। মদ্ররাজ শল্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হলেন। দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হয়ে সাত্যকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শকুনি সাতশত গান্ধার দেশীয় যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে নকুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। অবন্তী দেশের বিন্দ এবং অনুবিন্দ মৎস্যরাজ বিরাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মহারাজ বাহ্লীক শিখণ্ডীকে থামালেন। অবন্তীনরেশ প্রভদ্রক একশত বীর সঙ্গে নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হলেন এবং ঘটোৎকচকে ক্রূরকর্মা রাক্ষস অলায়ুধ আক্রমণ করল।

মহারাজ! তখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সমস্ত সৈন্যের পেছনে ছিলেন এবং কৃপাচার্য প্রমুখ মহাধনুর্ধরগণ তাঁর রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর দক্ষিণ দিকে অশ্বত্থামা এবং বাঁদিকে কর্ণ ছিলেন, ভূরিশ্রবা প্রমুখ তাঁর পৃষ্ঠরক্ষক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কৃপাচার্য, বৃষসেন, শল এবং শল্য প্রমুখ রণবীরও তাঁর রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিলেন।

ব্যূহের মুখদ্বারে বীরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হচ্ছিল। মাদ্রীপুত্র নকুল এবং সহদেব বাণের বর্ষা করে তাঁদের প্রতি বৈরীভাব রক্ষাকারী শকুনিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সেইসময় শকুনি তাঁর সমস্ত পরাক্রম হারিয়ে ফেলেছিলেন। বাণের আঘাতে আহত হয়ে শকুনি দ্রোণাচার্যের সৈন্যদলে আত্মগোপন করলেন। সেইসময় দ্রোণ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছিল, দুজনেই দুই পক্ষের বহু বীরের মস্তকচ্যুত করেছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দেখলেন দ্রোণ অত্যন্ত সন্নিকটে এসেছেন, তখন তিনি ধনুর্বাণ রেখে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। আচার্য শত বাণে তাঁর ঢাল ও তলোয়ার কেটে ফেললেন। তারপর চৌষট্টি বাণে তাঁর ঘোড়া, ধ্বজা এবং ছত্র কেটে তাঁর পার্শ্বরক্ষকদেরও ধরাশায়ী করে দিলেন। তারপর তিনি ধনুকের গুণ টেনে ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর এক প্রাণান্তক বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সাত্যকি তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাকে মধ্যপথেই খণ্ডিত করলেন এবং আচার্যের হাত থেকে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করলেন। সাত্যকি এলে, তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন রথে উঠে তৎক্ষণাৎ দূরে চলে গেলেন।

আচার্য তখন সাত্যকির ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। সাত্যকির ঘোড়াগুলিও দ্রোণের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর এই দুই বীর পরস্পর বাণযুদ্ধে রত হলেন। তাঁদের বাণে আকাশে বাণের জাল সৃষ্টি হয়ে চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। সূর্যের আলো এবং বায়ুও বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। দুজনের ছত্র ও ধ্বজা কেটে গেল, তাঁরা দুজনে প্রাণান্তক বাণ প্রয়োগ করছিলেন। সেই সময় দুপক্ষের বীররা দাঁড়িয়ে দ্রোণ ও সাত্যকির যুদ্ধ দেখছিলেন। বিমানে চড়ে ব্রহ্মা এবং চন্দ্র প্রমুখ দেবতা এবং সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর এবং নাগগণও আশ্চর্য হয়ে তাঁদের নানাভাবে এগিয়ে পিছিয়ে অস্ত্রসঞ্চালন দ্বারা যুদ্ধকৌশল দেখছিলেন। দুই বীর তাঁদের হস্তকৌশলে দুজনকে আহত করছিলেন। সাত্যকি তাঁর সুদৃঢ় বাণে আচার্যের ধনুক কেটে ফেললেন, দ্রোণ তক্ষুণি অন্য ধনুক নিলেন, সাত্যকি সেটিও কেটে ফেললেন। এইভাবে দ্রোণ ধনুক নিতেই সাত্যকি তা কেটে ফেলতে লাগলেন। সাত্যকির এই অতিমানবিক কর্ম দেখে দ্রোণ মনে মনে চিন্তা করলেন যে, যে অস্ত্রবল পরশুরাম, কার্তবীর্য, অর্জুন ও ভীষ্মের আছে, তা সাত্যকির মধ্যেও আছে।

তখন আচার্য একটি নতুন ধনুক নিয়ে তাতে কয়েকটি অস্ত্র চড়ালেন। কিন্তু সাত্যকি তাঁর অস্ত্রকৌশলে সেই সব অস্ত্র কেটে ফেললেন এবং আচার্যের ওপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাই দেখে সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হল। শেষে আচার্য অত্যন্ত কুপিত হয়ে সাত্যকিকে সংহার করার জন্য দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাই দেখে সাত্যকি বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। দুই বীরকে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে দেখে হাহাকার শুরু হয়ে গেল, এমনকী আকাশে পাখির ওড়াও বন্ধ হয়ে গেল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেব সবদিক থেকে সাত্যকিকে রক্ষা করতে লাগলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদির সঙ্গে রাজা বিরাট এবং কেকয়

নরেশ মৎস্য ও শাল্বদেশের সৈন্যদের নিয়ে দ্রোণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে দুঃশাসনের নেতৃত্বে হাজার হাজার রাজকুমার দ্রোণকে শত্রু পরিবেষ্টিত দেখে তাঁর সাহায্যে এলেন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেইসময় ধূলি ও অস্ত্রবর্ষণে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাই সেই যুদ্ধ মর্যাদাহীন হয়ে উঠল—তাতে আপন-পর কোনো জ্ঞান ছিল না।

—o—

## বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ এবং কৌরব সেনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব শুশ্রূষা

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিলেন। কৌরবপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেউ আবার ফিরে যাচ্ছিল, কেউ কেউ পালিয়েও যাচ্ছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে দিন শেষ হয়ে আসছিল। কিন্তু অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশ জয়দ্রথের দিকে এগোচ্ছিলেন। অর্জুন তাঁর বাণের দ্বারা রথ যাবার রাস্তা তৈরি করে নিচ্ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজন্ ! অর্জুনের রথ যে রাস্তা ধরে যাচ্ছিল, সেই পথে আপনার সেনারা ভাগ হয়ে যাচ্ছিল। অর্জুনের শক্তিশালী তীক্ষ্ণ বাণ শত্রু সংহার করে তাদের রক্তপান করছিল। তিনি রথের এক ক্রোশ পর্যন্ত শত্রু নাশ করে দিচ্ছিলেন। অর্জুনের রথ অত্যন্ত তীব্র গতিতে চলছিল। সেইসময় তিনি সূর্য, ইন্দ্র, রুদ্র এবং কুবেরের রথকেও ম্লান করে দিয়েছিলেন।

রথ যখন কৌরব সেনাদের মধ্যে পৌঁছাল, তখন তাঁর ঘোড়াগুলি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এবং রথ আকর্ষণ করতে গিয়ে খুবই ক্লান্তি বোধ করছিল। তাদের পর্বতের ন্যায় সহস্র মৃত হাতি, ঘোড়া, মানুষ এবং রথের ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছিল। সেই সময় অবন্তী দেশের দুই রাজকুমার তাঁদের সেনাসহ অর্জুনের সামনে হাজির হলেন। তাঁরা উল্লসিত হয়ে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ এবং ঘোড়াগুলিকে শত শত বাণে আঘাত করলেন। অর্জুন তখন কুপিত হয়ে নয়টি বাণে তাঁদের মর্মস্থান বিদ্ধ করে তাঁদের ধনুক ও ধ্বজা কেটে ফেললেন। তাঁরা অন্য ধনুক নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের ওপর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। অর্জুন তখনি তাঁদের ধনুক আবার কেটে ফেললেন এবং আরও বাণ নিক্ষেপ করে তাঁদের ঘোড়া, সারথি, পার্শ্বরক্ষক এবং কয়েকজন অনুগামীকে নিহত করলেন। তারপর তিনি এক ক্ষুরপ্র বাণে বড় ভাই বিন্দের মাথা কেটে ফেললেন, তিনি নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। বিন্দকে মৃত দেখে মহাবলী অনুবিন্দ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে গদা হাতে শ্রীকৃষ্ণের ললাটে আঘাত করলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাতে এতটুকুও বিচলিত হলেন না। অর্জুন তৎক্ষণাৎ তাঁর ছয়টি বাণে অনুবিন্দের হাত, পা ও মাথা কেটে ফেললেন, অনুবিন্দ পর্বত শিখরের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেলেন।

বিন্দ ও অনুবিন্দকে মৃত দেখে তাঁর সঙ্গীরা অত্যন্ত কুপিত হয়ে বাণবর্ষণ করে তাঁর দিকে দৌড়াল। অর্জুন ক্ষিপ্রতা সহকারে বাণের দ্বারা তাদের বধ করে এগিয়ে চললেন। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'ঘোড়াগুলি অত্যন্ত ক্লান্ত ও আহত হয়েছে। জয়দ্রথও এখনও অনেক দূরে। এই অবস্থায় কী করা উচিত বলে মনে করেন ? আমার যা ঠিক বলে মনে হয়, তা বলছি, শুনুন। আপনি ঘোড়াগুলিকে ছেড়ে দিন এবং ওদের বাণগুলি বার করে দিন।' অর্জুনের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'পার্থ ! তুমি ঠিকই বলেছ, আমারও তাই মনে হয়।' অর্জুন বললেন—'কেশব ! আমি কৌরব সেনাদের আটকাচ্ছি, এর মধ্যে আপনি কাজ সেরে ফেলুন।' এই বলে অর্জুন রথ থেকে নেমে ধনুক হাতে সতর্কভাবে পর্বতের ন্যায় দাঁড়ালেন। তখন বিজয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়রা তাঁকে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে 'ভালো সুযোগ পাওয়া গেছে' বলে চিৎকার করে তাঁর দিকে এগোতে লাগল। বিশাল সৈন্য নিয়ে তারা রথ দিয়ে একাকী অর্জুনকে ঘিরে ধরে নানা শস্ত্র ও বাণের দ্বারা অর্জুনকে আচ্ছাদিত করে দিল। কিন্তু বীর অর্জুন তাঁর অস্ত্রের সাহায্যে তাদের সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত করে সকলকে

বাণে আচ্ছাদিত করে দিলেন। কৌরবের সৈন্যদল সমুদ্রের ন্যায় অপার ছিল। অগণিত রথ যেন তরঙ্গ, ছত্র-পতাকা তার সেনা, হাতিগুলি শিলার টুকরোর মতো অর্জুন তটরূপ হয়ে তাঁর বাণে সেই সমুদ্রকে যেন প্রতিহত করছেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ যখন মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই সুযোগেও কৌরবরা কেন অর্জুনকে বধ করতে পারল না ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! লোভ যেমন একাই সমস্ত গুণকে আচ্ছাদিত করে, তেমনই অর্জুন মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও রথে উপবিষ্ট সমস্ত রাজাকেই প্রতিহত করে রেখেছিলেন। সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ ভয় পেয়ে অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন ! এই যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও ভালো জলাশয় নেই ? তোমার ঘোড়া জলপান করতে চাইছে না।' অর্জুন তক্ষুণি অস্ত্রদ্বারা মাটি খুঁড়ে ঘোড়ার পানের যোগ্য এক সুন্দর জলাশয় তৈরি করলেন। এই জলাশয় বিস্তৃত ও স্বচ্ছ জলে ভরা। সেই জলাশয় দেখতে নারদ মুনি সেখানে পদার্পণ করলেন। অদ্ভুত কর্মকারী অর্জুন বাণের দ্বারা সেখানে এক ঘর তৈরি করলেন, তার থাম, ছাদ এবং দেওয়াল সবই বাণের দ্বারা নির্মিত। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন—'খুবই সুন্দর হয়েছে।' তখন তিনি রথ থেকে নেমে বাণবিদ্ধ ঘোড়াগুলিকে মুক্ত করলেন।
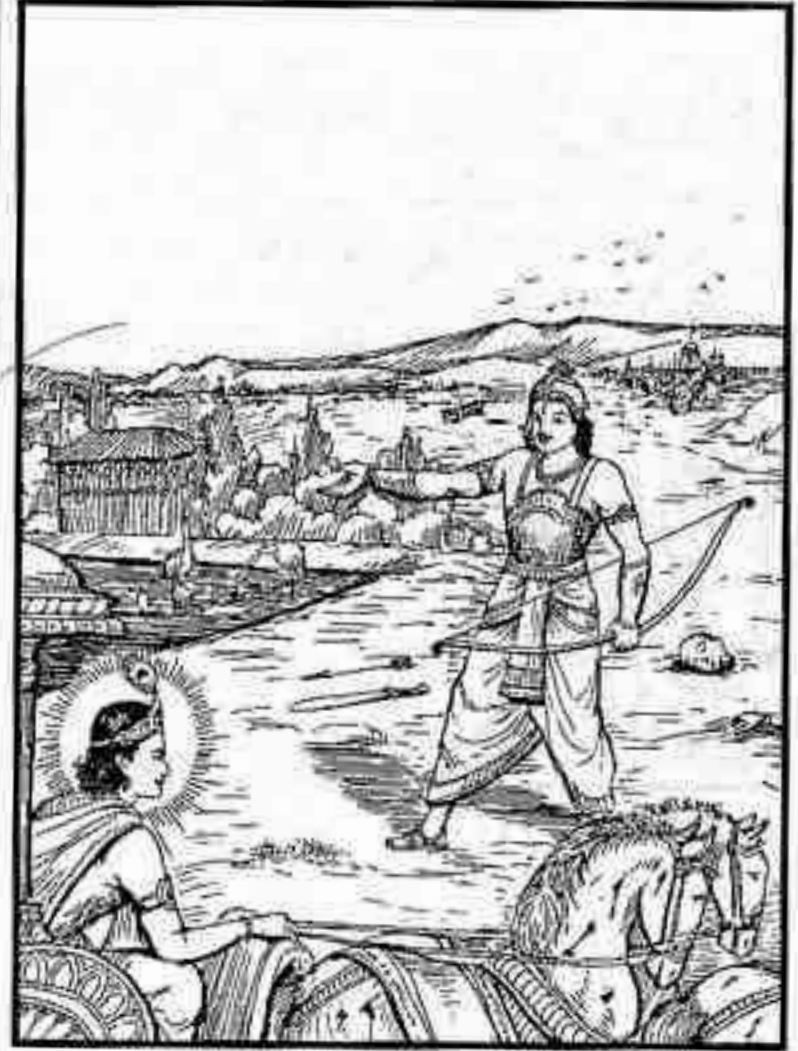
অর্জুনের এই অভূতপূর্ব পরাক্রম দেখে সিদ্ধ, চারণ ও সৈনিকরা তারিফ করতে লাগলেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, রথোপবিষ্ট মহারথীরাও মাটিতে দাঁড়ানো অর্জুনকে কোনো মতেই পরাস্ত করতে পারল না। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ, যেন নারীদের মধ্যে রয়েছেন, এইভাবে হেসে ঘোড়াগুলিকে বাণনির্মিত ঘরে নিয়ে গিয়ে নির্ভয়ে সেবা করতে লাগলেন, তিনি অশ্বচর্যাতে পারদর্শী ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘোড়াগুলির স্নান-খাওয়া ও পরিচর্যা করে, তাদের শ্রম ও ক্লান্তি দূর করে আবার তাদের রথের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। তারপর তিনি অর্জুনের সঙ্গে সেই রথে চড়ে সবেগে রওনা হলেন।

তখন আপনার পক্ষের যোদ্ধারা বলতে লাগল—'আহা ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল, আমরা তাঁদের কিছুই করতে পারলাম না, ধিক্ আমাদের ! শিশু যেমন খেলনার পরোয়া করে না, তেমনই এঁরা একই রথে বসে আমাদের সেনাকে পরোয়া না করে চলে গেলেন।' তাঁদের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে কোনো
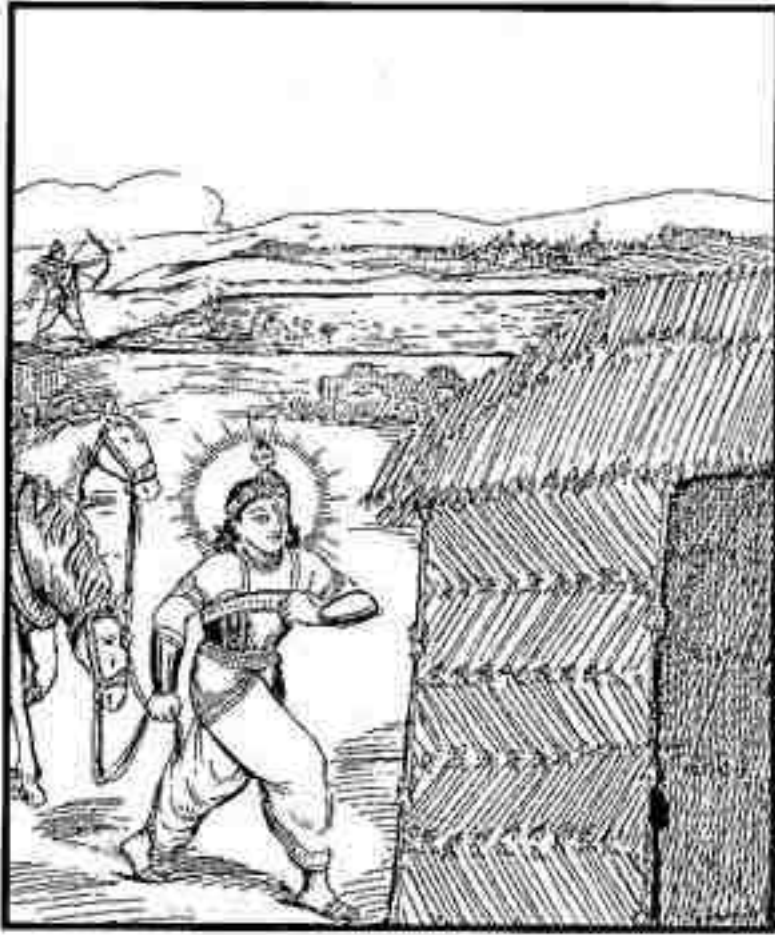
কোনো রাজা বলতে লাগলেন—'একা দুর্যোধনের অপরাধেই সমস্ত সেনা, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং সমস্ত পৃথিবী বিনাশের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র একথা এখনও বুঝছেন না।'

কৌরবপক্ষের বীররা যখন এইসব কথা বলছিলেন, সূর্য তখন অস্তগামী, তাই অর্জুন সবেগে জয়দ্রথের দিকে যাচ্ছিলেন, কেউই তাঁর গতিরোধ করতে পারছিল না। তিনি সমস্ত সেনাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সৈন্যদের হটিয়ে অত্যন্ত দ্রুত ঘোড়া চালাচ্ছিলেন এবং তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত হচ্ছিল। তাই দেখে শত্রুপক্ষের রথীরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। ধুলায় ধূসরিত হওয়ায় সূর্য ঢেকে গিয়েছিল এবং বাণে আহত হয়ে থাকায় সৈনিকরাও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের দিকে তাকাতে পারছিল না।

—o—

## দুর্যোধন, অশ্বত্থামা প্রমুখ আট মহারথীর সঙ্গে অর্জুনের সংগ্রাম

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন তখন নির্ভয়ে জয়দ্রথ বধের কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের কথা শুনে শত্রুপক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত হল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলেন—'ছয়জন মহারথী কৌরব জয়দ্রথকে তাঁদের মধ্যে ঘিরে রেখেছেন, কিন্তু একবার যদি জয়দ্রথের ওপর আমার দৃষ্টি পড়ে, তাহলে সে আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। যদি ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাও তাকে রক্ষা করেন, তবুও আমি তাকে বধ করবই।' তখন তাঁদের দুজনের মুখ দেখে আপনার পক্ষের রথী মহারথীরা সকলেই বুঝে গেল যে, অর্জুন অবশ্যই জয়দ্রথকে বধ করবেন।

তখনই শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সিন্ধুরাজকে দেখে হর্ষে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁদের এগোতে দেখে আপনার পুত্র দুর্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। আচার্য দ্রোণ তাঁর বর্ম বেঁধে দিয়েছিলেন। তাই তিনি একাকী রথে করে রণক্ষেত্রে এলেন। আপনার পুত্র যখন অর্জুনকে লঙ্ঘন করে এগিয়ে গেলেন, তখন আপনার সৈন্যরা খুশিতে বাদ্য বাজিয়ে দিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'অর্জুন ! দেখো, দুর্যোধন আজকে আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে, আমার খুব অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে ওর মতো কোনো রথী নেই। এখন ওর সঙ্গে যুদ্ধ করা আমি উচিত বলে মনে করি। আজ ও তোমার লক্ষ্য স্বরূপ হয়ে রয়েছে, একে তুমি সাফল্য বলেই মনে করো ; নাহলে এই রাজ্যলোভী কেন তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে মরতে চাইবে ? আজ সৌভাগ্যবশত এ তোমার বাণের নিশানা হয়েছে ; অতএব তুমি এমন কাজ করো, যাতে সে শীঘ্র বীরগতি প্রাপ্ত হয়। পার্থ ! দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যসহ কেউই তোমার সম্মুখীন হতে পারে না, তাহলে একা দুর্যোধনের আর কী কথা।' এই কথা শুনে অর্জুন বললেন—'উত্তম ; এখন আমাকে যদি এই কাজই করতে হয়, তাহলে আপনি সব কাজ ছেড়ে রথ দুর্যোধনের দিকে নিয়ে চলুন।'

নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন প্রসন্ন হয়ে রাজা দুর্যোধনের দিকে এগিয়ে চললেন। এই মহাসংকটেও দুর্যোধন ভীত হননি, তিনি তাঁদের গতিরোধ করলেন। তাই দেখে তাঁর পক্ষের বীররা প্রশংসা করতে লাগলেন। রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে আপনার সৈন্যরা আনন্দে কোলাহল করতে লাগল। অর্জুনের ক্রোধ তাতে

বেড়ে গেলে। তখন দুর্যোধন হেসে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উল্লসিত হয়ে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। তাঁদের প্রসন্নতা দেখে সকল কৌরব দুর্যোধনের জীবনের আশা ত্যাগ করে ভীত হয়ে বলতে লাগলেন— 'হায় ! মহারাজ মৃত্যুমুখে গিয়ে পড়েছেন।' তাঁদের কোলাহল শুনে দুর্যোধন বললেন—'ভয় পেয়ো না ! আমি এখনই কৃষ্ণ ও অর্জুনকে মৃত্যুমুখে পাঠাচ্ছি।'

এই বলে তিনি তীক্ষ্ণ বাণে অর্জুন এবং তাঁর চারটি ঘোড়াকে আঘাত করলেন, তারপর দশ বাণে শ্রীকৃষ্ণের বুকে আঘাত করে একটি ভল্লের দ্বারা তাঁর চাবুক কেটে মাটিতে ফেলে দিলেন। অর্জুন তখন সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে চোদ্দটি বাণ মারলেন, কিন্তু সেগুলিও তাঁর বর্মে আঘাত করে মাটিতে পড়ল। সেগুলি নিষ্ফল হতে দেখে তিনি আরও চোদ্দটি বাণ ছুঁড়লেন, কিন্তু সেগুলিও বর্মে আঘাত করে মাটিতে পড়ে গেল। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'আজ তো এক নতুন ব্যাপার দেখছি। তোমার বাণ কোনো কাজেই লাগছে না, যেন পাথরে আঘাত করছ। পার্থ ! তোমার বাণ তো বজ্রপাতের মতো ভয়ংকরভাবে শত্রুর দেহে ঢুকে যায় ; কিন্তু আজ এ কী বিড়ম্বনা, তোমার বাণে আজ কোনো কাজই হচ্ছে না।' অর্জুন বললেন— 'শ্রীকৃষ্ণ ! মনে হয়, আচার্য দ্রোণই তাকে এই শক্তি দিয়েছেন। তার বর্ম ধারণ করার শৈলী আমার অস্ত্রের পক্ষে অভেদ্য। ওর বর্মে ত্রিলোকের শক্তি সমাহিত আছে। আচার্য দ্রোণ তা একমাত্র জানেন এবং তাঁর কৃপায় আমার সেই জ্ঞান আছে। এই বর্ম কোনোভাবেই বাণের দ্বারা ভেদ করা যায় না। শুধু তাই নয়, স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁর বজ্র দ্বারা একে কাটতে পারবেন না। কৃষ্ণ ! আপনি তো এসবই জানেন, তাহলে কেন প্রশ্ন করে আমাকে মোহমুগ্ধ করছেন ? ত্রিলোকে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে অথবা হবে—তা সবই আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনার মতো আর কেউই এত জানেন না। একথা ঠিক যে দুর্যোধন আচার্যের দ্বারা বর্ম পরিধান করে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে এবার আপনিও আমার ধনুক ও হস্তকৌশল দেখুন। বর্মদ্বারা সুরক্ষিত হলেও আমি ওকে পরাজিত করব।'

এই বলে অর্জুন বর্ম ভেদকারী মানবাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করে একসঙ্গে বহু বাণ চড়ালেন। কিন্তু অশ্বত্থামা সর্বপ্রকার অস্ত্রপ্রতিরোধকারী বাণের সাহায্যে সেগুলিকে ধনুকের ওপরেই কেটে ফেললেন। তা দেখে অর্জুন অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'জনার্দন ! আমি এই অস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করতে পারি না ; তাহলে এই অস্ত্র আমাকে এবং আমার সৈন্যদেরই সংহার করবে।' এরই মধ্যে দুর্যোধন নয়টি করে বাণে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করলেন এবং অজস্র বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর বাণবর্ষণ দেখে আপনার পক্ষের বীররা প্রসন্ন হয়ে বাদ্যধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগল। অর্জুন তখন তাঁর কালের ন্যায় করাল ও তীক্ষ্ণবাণে দুর্যোধনের ঘোড়াগুলি ও পার্শ্বরক্ষকদের বধ করলেন। পরে তাঁর ধনুক এবং দস্তানাও কেটে ফেললেন। এইভাবে তাঁকে রথহীন করে দুই বাণে তাঁর হাত বিঁধে তাঁর নখের মধ্যে ঢুকিয়ে রক্তপাত ঘটালেন। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দুর্যোধন পালাতে চেষ্টা করলেন। দুর্যোধনের বিপদ দেখে তাঁর পক্ষের বীররা তাঁর রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন। তাঁরা অর্জুনকে চারদিকে ঘিরে ধরলেন। তাঁদের বাণবর্ষায় অর্জুন বা শ্রীকৃষ্ণ কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না।

অর্জুন তখন গাণ্ডীব টেনে ভয়ানক ধ্বনি করে বাণের দ্বারা শত্রুসংহার করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। সেই শঙ্খনাদ ও গাণ্ডীবের টংকারে ভীত হয়ে সবল-দুর্বল সব প্রাণীই ভীত হল এবং সমুদ্র-পর্বত-আকাশসহ সমস্ত পৃথিবী গুঞ্জন করে উঠল। আপনার পক্ষের বহু বীর অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জন্য ক্ষিপ্রতা সহকারে এগিয়ে এল। ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য, শল্য ও অশ্বত্থামা—এই আট বীর একসঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করলেন। তাঁদের সঙ্গে রাজা দুর্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষার জন্য তাঁকে ঘিরে রাখলেন। অশ্বত্থামা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আক্রমণ করলেন এবং তাঁর ধ্বজা ও ঘোড়াদের আঘাত করলেন। অর্জুনও ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামাকে ছয় বাণ মারলেন এবং কর্ণ ও বৃষসেনকে বাণ বিদ্ধ করে রাজা শল্যের বাণসহ ধনুক কেটে ফেললেন। শল্য তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক নিয়ে অর্জুনকে আঘাত করলেন। তারপর ভূরিশ্রবা, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য এবং মদ্ররাজ তাঁকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুন তখন হেসে হস্তকৌশল দেখিয়ে কর্ণ ও বৃষসেনকে বাণের দ্বারা আঘাত করে শল্যের ধনুক কেটে ফেললেন। তারপর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং জয়দ্রথকে আঘাত করলেন। তখন ভূরিশ্রবা ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চাবুক কেটে অর্জুনকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। তখন অর্জুন বহুবাণ নিক্ষেপ করে শত্রুদের অগ্রগতি প্রতিহত করলেন।

—o—

# শকটব্যূহের প্রবেশ পথে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের বীরদের সংগ্রাম এবং কৌরবপক্ষের বহু বীরের বিনাশ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! অর্জুন জয়দ্রথের দিকে এগিয়ে গেলে আচার্য দ্রোণের দ্বারা প্রতিহত পাঞ্চাল বীররা কৌরবদের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করল ?

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! সেদিন দ্বিপ্রহরে কৌরব ও পাঞ্চালদের মধ্যে যে রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হয়, তার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন আচার্য দ্রোণ। সমস্ত পাঞ্চাল এবং পাণ্ডব বীর দ্রোণের রথের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য বড় বড় অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সর্বপ্রথম কেকয় মহারথী বৃহৎক্ষত্র তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে করতে আচার্যের সামনে এলেন। ক্ষেমধূর্তি তার মোকাবিলায় অসংখ্য বাণ চালালেন। তারপর চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু আচার্যকে আক্রমণ করলেন, বীরধন্বা তাঁর সম্মুখীন হলেন। এইভাবে সহদেবকে দুর্মুখ, সাত্যকিকে ব্যাঘ্রদত্ত, দ্রৌপদীর পুত্রদের সোমদত্তের পুত্র এবং ভীমসেনকে রাক্ষষ অলম্বুষ প্রতিহত করলেন।

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে নব্বই বাণ নিক্ষেপ করলেন। আচার্য তখন সারথি ও ঘোড়াসহ তাঁকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। কিন্তু ধর্মরাজ তাঁর ক্ষিপ্রতায় সমস্ত বাণ প্রতিরোধ করলেন। তাতে দ্রোণের ক্রোধ বেড়ে গেল। তিনি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের ধনুক কেটে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাজার বাণ বর্ষণ করে তাঁকে ঢেকে দিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির মুগ্ধ হয়ে কর্তিত ধনুক ফেলে অন্য ধনুক নিয়ে আচার্য নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ খণ্ডন করলেন। তারপর তিনি দ্রোণের ওপর এক ভয়ানক শক্তিশালী গদা ছুঁড়ে উল্লাসে গর্জন করে উঠলেন। গদাকে আসতে দেখে দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেটি গদাকে ভস্ম করে যুধিষ্ঠিরের রথের দিকে এগিয়ে চলল। যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাই তাকে শান্ত করে আচার্যকে বাণে বিদ্ধ করলেন ; তখন দ্রোণ তাঁর ধনুক ফেলে যুধিষ্ঠিরের ওপর গদা নিক্ষেপ করলেন। গদা আসতে দেখে যুধিষ্ঠিরও একটি গদা তুলে ছুঁড়লেন। দুটি গদা মাঝপথে ধাক্কা খেয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ল। দ্রোণাচার্য তাতে আরও ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি চারটি তীক্ষ্ণ বাণে যুধিষ্ঠিরের ঘোড়াগুলি বধ করলেন, ভল্লের

সাহায্যে ধনুক কেটে দিলেন এবং ধ্বজা কেটে তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকেও আহত করলেন। ঘোড়াগুলি মৃত হওয়ায় যুধিষ্ঠির রথ থেকে নেমে সহদেবের রথে চড়ে সবেগে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন।

অন্যদিকে মহাপরাক্রমী কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রকে আসতে দেখে ক্ষেমধূর্তি বাণের সাহায্যে তার বুকে আঘাত করলেন, বৃহৎক্ষত্র ক্ষিপ্রভাবে তাঁকে নব্বই বাণে আঘাত করলেন। তখন ক্ষেমধূর্তি এক তীক্ষ্ণ ভল্লের সাহায্যে কেকয়রাজের ধনুক কেটে আর এক বাণে তাঁকে আহত করলেন। কেকয়রাজ অন্য ধনুক নিয়ে হাসতে হাসতে মহারথী ক্ষেমধূর্তির ঘোড়া, সারথি এবং রথ নষ্ট করে এক তীক্ষ্ণ বাণে ক্ষেমধূর্তির কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক দেহ থেকে পৃথক করে দিলেন। তারপর তিনি পাণ্ডবদের হিতার্থে অকস্মাৎ আপনার সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুকে বীরধন্বা প্রতিহত করলেন। এই দুই বীর একে অপরকে সহস্র বাণে আঘাত করতে লাগলেন। বীরধন্বা কুপিত হয়ে এক ভল্লের আঘাতে ধৃষ্টকেতুর ধনুক দুটুকরো করে দিলেন। চেদিরাজ ধনুকটি

ফেলে এক লৌহশক্তি তুলে দুহাতে ধরে বীরধন্বার ওপর ছুঁড়ে মারলেন। সেই আঘাতে বীরধন্বার বুক দুটুকরো হয়ে গেল। তিনি রথ থেকে মাটিতে পড়ে পরলোকগমন করলেন।

আর একদিকে দুর্মুখ সহদেবকে ষাট বাণ নিক্ষেপ করে গর্জন করে উঠলেন। সহদেব অনায়াসে তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করলেন। দুর্মুখ তাঁকে নটি বাণ দিয়ে আঘাত করলেন। সহদেব তখন ভল্লের আঘাতে দুর্মুখের ধ্বজা কেটে, বাণের আঘাতে ঘোড়া ও ধনুক কেটে ফেললেন। তারপর তিনি তাঁর সারথির মস্তকচ্যুত করলেন এবং দুর্মুখকেও বাণের আঘাতে জর্জরিত করে তুললেন। দুর্মুখ তখন নিজ রথ ছেড়ে নিরমিত্রের রথে গিয়ে উঠলেন। সহদেব ক্রুদ্ধ হয়ে এক ভল্লের দ্বারা নিরমিত্রকে আঘাত করলেন। ত্রিগর্তরাজপুত্র নিরমিত্র সেই আঘাতে রথ থেকে পড়ে গেলেন। রাজপুত্র নিরমিত্রকে মৃত দেখে ত্রিগর্তদেশের সৈন্যদের মধ্যে বিষাদ ছেয়ে গেল। এরমধ্যে নকুল আপনার পুত্র বিকর্ণকে পরাস্ত করলেন।

অন্যদিকে ব্যাঘ্রদত্ত তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিলেন। সাত্যকি তাঁর হস্তকৌশলে সেগুলি প্রতিহত করে তাঁর বাণে ধ্বজা, সারথি ও ঘোড়াসহ ব্যাঘ্রদত্তকে ধরাশায়ী করেন। মগধরাজকুমার ব্যাঘ্রদত্ত বধ হওয়ায় মগধদেশের বহু বীর সহস্র বাণ এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু সাত্যকি অতি সহজেই তাদের পরাস্ত করলেন। মহাবাহু সাত্যকির আঘাতে ভীত হয়ে পালাতে থাকা আপনার সেনারা কেউই তাঁর সামনে দাঁড়াতে সাহস করেনি। তাই দেখে দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই সাত্যকিকে আক্রমণ করলেন।

এদিকে শল দ্রৌপদীর পুত্রদের প্রত্যেককে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগলেন। তাতে তাঁরা পীড়িত হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না। তার মধ্যে নকুলের পুত্র শতানীক দুই বাণে শলকে বিদ্ধ করে গর্জন করে উঠলেন। তখন অন্য দ্রৌপদী-কুমারগণও বাণ ছুঁড়ে তাঁকে আঘাত করলেন। শল তখন তাঁদের প্রত্যেককে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন এবং প্রত্যেকের বুকে আঘাত করলেন। অর্জুনের পুত্র চার বাণে তাঁর ঘোড়াগুলি বধ করলেন, ভীমের পুত্র তাঁর ধনুক কেটে গর্জন করে উঠলেন। যুধিষ্ঠিরকুমার তাঁর ধ্বজা কেটে ফেলে দিলেন, নকুল পুত্র সারথিকে রথ থেকে নীচে ফেলে দিলেন এবং সহদেবকুমার তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে শলের মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন। তাঁকে নিহত হতে দেখে আপনার সৈন্যরা ভীত হয়ে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল।

অন্যদিকে মহাবলী ভীমসেনের সঙ্গে অলম্বুষ যুদ্ধ করছিলেন। ভীমসেন নয় বাণে সেই রাক্ষসকে ঘায়েল করলেন। সেই রাক্ষস ভয়ানক গর্জন করে ভীমের দিকে দৌড়াল। সে পাঁচ বাণে তাঁকে বিদ্ধ করে তাঁর সেনার তিন শত রথীকে সংহার করে। পরে আরও চার শত বীরকে বধ করে এক বাণে ভীমসেনকে আঘাত করে। সেই বাণে ভীমসেন গভীরভাবে আহত হয়ে অচেতন হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরে এলে তাঁর ভয়ংকর ধনুকে বাণ চড়িয়ে চারদিক থেকে অলম্বুষকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। সেই সময় অলম্বুষের স্মরণ হল যে ভীমসেনই তার ভাই বককে হত্যা করেছিল, তাই সে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে বলল—'দুষ্ট ভীম ! তুমি যখন আমার ভাই বককে হত্যা করেছিলে, সে সময় আমি সেখানে ছিলাম না ; আজ তুমি সেই ফল ভোগ কর।' এই বলে সে অন্তর্ধান করে ভীমের ওপর ভীষণ বাণবর্ষণ করতে লাগল। ভীমসেন সমস্ত আকাশ বাণে পরিব্যাপ্ত করে দিলেন। সেই বাণে পীড়িত হয়ে রাক্ষস আবার তার রথে এসে বসল এবং মাটিতে নেমে ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে আবার আকাশে উড়ে গেল। সে ক্ষণে ক্ষণে উঁচে-নীচে, ছোট-বড়, স্থূল-সূক্ষ্ম বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করে মেঘের ন্যায় গর্জন করতে লাগল এবং আকাশে উড়ে নানা প্রকার অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। তার ফলে ভীমসেনের বহু সৈন্য নষ্ট হয়ে গেল। তখন ভীমসেন কুপিত হয়ে বিশ্বকর্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তাতে সবদিকে বহু বাণ প্রকাশমান হল এবং আহত হয়ে আপনার সৈন্যরা পালাতে লাগল। সেই অস্ত্র রাক্ষসের সমস্ত মায়া দূর করে তাকে তীব্র আঘাত করল। ভীমসেনের আঘাতে আহত হয়ে সে সেইখান থেকে দ্রোণাচার্যের সৈন্যের দিকে চলে গেল। সেই রাক্ষসকে পরাজিত করে পাণ্ডবরা সিংহনাদ করে চতুর্দিক কাঁপিয়ে তুললেন।

হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ অলম্বুষের কাছে এসে তাকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। অলম্বুষ তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচকে আঘাত করল। দুই রাক্ষসে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। ঘটোৎকচ অলম্বুষের বুকে কুড়িটি বাণ মেরে সিংহের মতো গর্জন করতে লাগলেন, অলম্বুষ রণবীর

ঘটোৎকচকে ঘায়েল করে সিংহনাদে আকাশ কাঁপিয়ে তুলল। দুজনেই নানা মায়ার সৃষ্টি করে একে অপরকে মোহমুগ্ধ করছিল। মায়াযুদ্ধে কুশল হওয়ায় তারা দুজনেই মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ঘটোৎকচ যুদ্ধে যে মায়া সৃষ্টি করছিলেন, অলম্বুষ তা নষ্ট করে দিচ্ছিল। তাতে ভীমসেন প্রমুখ মহারথীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অলম্বুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

অলম্বুষ তার বজ্রসম প্রচণ্ড ধনুক থেকে ভীমসেন, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, সহদেব, নকুল ও দ্রৌপদীর পুত্রদের ওপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করে সিংহনাদ করতে লাগল। তখন তাকে ভীমসেন, সহদেব, যুধিষ্ঠির, নকুল এবং দ্রৌপদীর পুত্ররাও বহু বাণে বিদ্ধ করলেন, ঘটোৎকচও তাকে অসংখ্য বাণে আঘাত করে গর্জন করে উঠলেন। সেই ভীষণ সিংহনাদে সমস্ত পৃথিবী, বন, পর্বত, জলাশয় কেঁপে উঠল। অলম্বুষ তখন প্রত্যেক বীরকে পাঁচটি করে বাণ মারল। তখন পাণ্ডবগণ ও ঘটোৎকচ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে চারদিক থেকে তার ওপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্বার গতি পাণ্ডবদের আঘাতে অর্ধমৃত হয়ে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার সেই অবস্থা দেখে যুদ্ধদুর্মদ ঘটোৎকচ তাকে বধ করার কথা ভাবলেন। তিনি নিজ রথ থেকে অলম্বুষের রথে লাফিয়ে উঠে তাকে তুলে নিয়ে বারংবার ঘুরিয়ে মাটির ওপর আছড়ে ফেললেন। তাই দেখে তার সমস্ত সেনা ভীত হয়ে পড়ল।

বীর ঘটোৎকচের প্রহারে অলম্বুষের সমস্ত দেহ ফেটে গিয়েছিল এবং অস্থিগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অলম্বুষকে নিহত হতে দেখে পাণ্ডবরা বিজয়ের আনন্দে সিংহনাদ করে উঠলেন আর আপনার সেনাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

—o—

## সাত্যকি এবং দ্রোণের যুদ্ধ, রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক সাত্যকিকে অর্জুনের কাছে প্রেরণ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন—সঞ্জয় ! এখন আমাকে তুমি ঠিক করে বলো যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সাত্যকি কীভাবে দ্রোণাচার্যকে প্রতিহত করল !

সঞ্জয় বললেন—রাজন্ ! আচার্য যখন দেখলেন মহাপরাক্রমী সাত্যকি আমাদের সৈন্য ছিন্নভিন্ন করছেন, তখন তিনি নিজে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁকে সহসা সামনে আসতে দেখে সাত্যকি তাঁকে পঁচিশটি বাণ মারলেন। আচার্য তৎক্ষণাৎ তাঁকে তীক্ষ্ণ বাণে আক্রমণ করলেন। সেই বাণ সাত্যকির বর্ম ভেদ করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। সাত্যকি কুপিত হয়ে দ্রোণকে পঞ্চাশ বাণে ঘায়েল করলেন, আচার্যও তাঁর ওপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। আচার্যের আঘাতে সাত্যকি এত ব্যাকুল হলেন যে কিছুই ভাবতে পারছিলেন না। তাঁর মনে ত্রাসের সৃষ্টি হল। তা দেখে আপনার পুত্র ও সৈনিকগণ আনন্দে সিংহনাদ করতে লাগল। তাদের সিংহনাদ শুনে এবং সাত্যকিকে সংকটাপন্ন দেখে রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন—'দ্রুপদপুত্র ! তুমি ভীমসেনাদি সমস্ত বীরকে সঙ্গে নিয়ে সাত্যকির রথের দিকে যাও। আমিও তোমার পেছনে

সমস্ত সৈনিকদের নিয়ে আসছি। এখন সাত্যকিকে রক্ষা করো, সে কালের মুখে পৌঁছেছে।'

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলে সাত্যকিকে রক্ষার জন্য সমস্ত সৈন্য নিয়ে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু আচার্য বাণবর্ষণ করে সকলকে প্রতিহত করতে লাগলেন। সেইসময় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় বীরদের কোনো রক্ষক দেখা যাচ্ছিল না। দ্রোণাচার্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সেনাদের প্রধান প্রধান বীরদের সংহার করছিলেন। তিনি শত শত, হাজার হাজার পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও কেকয় বীরদের পরাস্ত করছিলেন। তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়ে যোদ্ধারা আর্তনাদ করছিল। সেইসময় দেবতা, গন্ধর্ব এবং পিতৃপুরুষরাও বলছিলেন যে, 'দেখো, পাঞ্চাল এবং পাণ্ডব মহারথীরা সৈনিকদের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে।'

যেসময় বীরদের ভয়ানক সংহার হচ্ছিল, তখন রাজা যুধিষ্ঠির পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি বিষণ্ণ হয়ে ভাবলেন, 'যেভাবে পাঞ্চজন্য ধ্বনি হচ্ছে এবং কৌরবদের হর্ষধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় অর্জুনের কোনো বিপদ হয়েছে।' এই চিন্তা মনে উঠতেই তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হল, তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে সাত্যকিকে বললেন —'শিনিপুত্র ! পূর্বে শ্রেষ্ঠপুরুষগণ সংকটকালে মিত্রের যে ধর্ম স্থির করেছিলেন, এখন তা পালন করার সময় হয়েছে। আমি সব যোদ্ধাদের দিকে দেখে চিন্তা করলাম, তোমার থেকে বেশি হিতকারী আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার ধারণা হল যে সংকটের সময় তার সাহায্যই নেওয়া উচিত যে প্রীতিভাবাপন্ন এবং সর্বতোভাবে অনুকূল। তুমি শ্রীকৃষ্ণের মতোই পরাক্রমী এবং তাঁরই মতো পাণ্ডবদের ভরসাস্থল। তাই আমি তোমাকে একটি দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই, তুমি তা গ্রহণ করো। এখন তোমার বন্ধু, সখা, গুরু, অর্জুনের সংকট উপস্থিত ; তুমি রণক্ষেত্রে গিয়ে তাকে সাহায্য করো। যে ব্যক্তি তার মিত্রের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করে এবং যে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করে, তারা দুজনেই সমান। আমার দৃষ্টিতে মিত্রকে অভয়প্রদানকারী একজন শ্রীকৃষ্ণ আর অন্যজন তুমি। তোমরাই মিত্রের জন্য প্রাণ সমর্পণ করতে পারো। দেখো, যখন একজন পরাক্রমশালী বীর বিজয়লাভের জন্য যুদ্ধ করে, তখন বীরপুরুষরাই তাকে সাহায্য করে, এই কাজ অন্য সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই ভয়ানক যুদ্ধে অর্জুনকে রক্ষা করতে তুমি ব্যতীত অন্য কেউ নেই। অর্জুনও তোমার বহু কর্মের প্রশংসা করে আমাকে অনেকবার বলেছে যে সাত্যকি তার মিত্র এবং শিষ্য, সে তোমার প্রিয় এবং তুমিও তার প্রিয়। অর্জুনের সঙ্গে থেকে তুমিও কৌরব সংহার করবে এবং তোমার মতো সহায়ক অর্জুনের আর দ্বিতীয় কেউ নেই। আমি যখন তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে দ্বারকা গিয়েছিলাম, সেইসময় আমিও তোমার মধ্যে অর্জুনের প্রতি অদ্ভুত ভক্তিভাব দেখেছিলাম। দ্রোণের কাছে প্রাপ্ত বর্ম বেঁধে দুর্যোধন অর্জুনের দিকে গিয়েছিল। অন্য কয়েকজন মহারথী সেখানে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তাই তোমার অত্যন্ত শীঘ্র সেখানে যাওয়া দরকার। ভীমসেন এবং আমরা সকলে সৈনিকদের সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। দ্রোণাচার্য তোমার পশ্চাদ্ধাবন করলে আমরা তাঁর গতিরোধ করব। দেখো, আমাদের সৈন্য রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সিন্ধু-সৌবীর দেশের বীররা অর্জুনকে ঘিরে ধরেছে। তারা জয়দ্রথের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তাদের পরাস্ত না করে জয়দ্রথকে জয় করা যাবে না। মহাবাহু অর্জুন আজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ করেছে, এখন দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। জানিনা, সে এখনও জীবিত আছে কি না ! সমুদ্রের মতো অপার কৌরবসেনা, সংগ্রামে তাদের সম্মুখীন হতে দেবতাদেরও চিন্তিত হতে হবে । অর্জুন একাকী তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। তার চিন্তায় আমি আজ যুদ্ধে মন দিতে পারিনি। জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ অন্যকেও রক্ষা করেন, তাই তাঁর জন্য আমার কোনো চিন্তা নেই। আমি তোমাকে সত্য কথা জানাচ্ছি, যদি ত্রিলোক মিলেও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে, তাহলেও তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারবে না। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের বলহীন পুত্রদের কথাই নেই। কিন্তু অর্জুনের কথা আলাদা, বহু যোদ্ধা একসঙ্গে মিলে যদি তাকে আঘাত করে, তাহলে তার প্রাণ চলে যাবে। সুতরাং অর্জুন যে পথে গেছে তুমিও শীঘ্র সেই পথে তার কাছে যাও। এখন বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে তুমি ও প্রদ্যুম্ন উভয়কেই অতিরথী বলে মনে করা হয়। তুমি অস্ত্রচালনায় সাক্ষাৎ নারায়ণের সমকক্ষ। সুতরাং আমি তোমাকে যে কাজে নিযুক্ত করছি, তুমি তা পূর্ণ করো।